ব্যক্তির মতে দাশরথি রায় অশিক্ষিত ইতর শ্রেণীর নায়ক-নায়িকার প্রেমাকর্ষণলোভী কল্পিত-কর চিত্রকর। ইহারা কেহ কেহ শুধু মুখে এরূপ কথা বলিয়াই ক্ষান্ত নহেন,—কাগজ কলমেও তাহা সপ্রমাণ করিয়া সাধারণ পাঠকের নেত্র-গোচর করিতেছেন,—স্বকীয় অসম্যক্ গবেষণা-লব্ধ গরল-রস ফল,—সাধারণের চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া, সাধারণকে যেন প্রতারিত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। ইহাও কি জ্ঞানকৃত পাপ নহে?

আমরা বিনয়পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতেছি,—যে-আপনি দাশু রায়কে ইতর অশ্লীলতার অতি জঘন্য অবতার বলিয়া নাসিকা কুঞ্চন করিতেছেন, দাশু রায়কে কঠোর করতল-ক্ষিপ্ত অর্দ্ধচন্দ্র দানে কৃতার্থ করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন, সেই আপনি সেই দাশু রায়ের সমগ্র গ্রন্থ মনোনিবেশ সহকারে একবারও পাঠ করিয়াছেন কি? তাঁহার রচিত শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিষয়ক পালাসমূহ,—শ্রীশ্রীরামচন্দ্র-বিষয়ক পালাসমূহ,—তাঁহার "বামন ভিক্ষা" "কমলে কামিনী" প্রভৃতি পালা,—সুবুদ্ধি সহকারে একবারও আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছেন কি? নিশ্চয়ই করেন নাই; করিলে, এত দৃঢ়তা সহকারে আপনারা দাশু রায়ের সম্বন্ধে এরূপ অমূলক অখ্যাতিখ্যাপন কখনই করিতে পারিতেন না। মনুষ্য যতই আত্মাভিমানসম্মূঢ় হউক না কেন, সম্পূর্ণরূপ বিবেক-শূন্য হইতে পারে না,—ইহা মহাপ্রকৃতির প্রেরণা।

কোন কোন শিক্ষাভিমানপিচ্ছিল ব্যক্তির রসনায় এবং রচনায় দাশু রায়ের নিন্দাবাদ শুনিয়া এবং পড়িয়া, আমাদের একবার কৌতূহল প্রবৃত্তি বড়ই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। অবশ্য ইঁহাদের এরূপ নিন্দা-কথায় আমরা বিস্মিত বা বিচলিত হই নাই,—তবে দাশুরায় সম্বন্ধে ইদানীন্তন অধিকাংশ প্রবীণ পণ্ডিত ব্যক্তির মত কি, তাহা জানিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়াছিলাম; সার্থকনামা বয়ঃপ্রবীণ বহু পণ্ডিতকে এ সম্বন্ধে আমরা জিজ্ঞাসাও করিয়াছিলাম। তাঁহারা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমাদের চিরপোষিত ধারণারই অনুকূল। ইদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক—ভট্টপল্লী-বাসী,—অধুনা কাশীপ্রাপ্ত বহুজন-বরেণ্য সেই প্রবীণ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কেও আমরা দাশু রায় সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি কাশীধাম হইতে এ সম্বন্ধে আমাদিগকে একখানি পত্র লিখেন। দাশু রায়ের নিন্দুকদলের অবগতির জন্য তাঁহার সেই পত্র আমরা এই স্থলেই প্রকাশ করিলাম। হে দাশুরায়ের নিন্দুকবৃন্দ! আপনারা ধৈর্য্যসহকারে পত্রখানি আদ্যোপান্ত একবার পড়িবেন কি? পত্রখানি এই;—

"৺দাশরথি সম্বন্ধে মন্তব্য।"

"৺দাশরথি রায়ের কবিত্বে আমি চিরদিন মুগ্ধ। আমি তো অতি সামান্য ব্যক্তি, নবদ্বীপের তাৎকালিক সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক ৺শ্রীরাম শিরোমণি, ৺মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত, ভাটপাড়ার বৃহস্পতিতুল্য ৺হলধর তর্কচূড়ামণি, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ নৈয়ায়িক-প্রবর ৺যদুরাম সার্ব্বভৌম, কাব্যালঙ্কার পুরাণাদিতে বিশেষ অভিজ্ঞ কবিকুল-তিলক ৺আনন্দচন্দ্র শিরোমণি, অলঙ্কার-সাহিত্যে অদ্বিতীয় ৺জয়রাম ন্যায়-ভূষণ, ত্রিবেণীর পণ্ডিত-প্রধান ৺রামদাস তর্কবাচস্পতি প্রভৃতি জগন্মান্য প্রাচীন যত অধ্যাপক তৎকালে ছিলেন, সকলেই দাশরথির গুণে তদ্গত ও মুগ্ধ ছিলেন। তৎপরবর্ত্তী আমাদের কথা ধরিলে, আমি বহুবার সভাক্ষেত্রে মুগ্ধ হইয়া ৺দাশরথির সহিত কোলাকোলি করিয়াছি। নবদ্বীপের স্বর্গীয় ৺ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন বহুবার ঐ ব্যবহার করিয়াছেন। অনেক লোকের

ভাষা-রচনা শুনিয়াছি ও শুনিতেছি, কাহারও ভাষা-রচনায় শরীর রোমাঞ্চ ও অশ্রুপাত এক সময়েও হয় না। কিন্তু দাশরথির রচনায় বারম্বার লোমহর্ষণ ও অশ্রুপাত হইয়াছে। ভাষা-রচনা সম্বন্ধে মহাকবি বলিয়া গণ্য হইলে, পশ্চিমদেশীয় তুলসী দাস, বঙ্গদেশীয় রামপ্রসাদ সেন ও দাশরথি রায় এই তিনজন মাত্র হইতে পারেন। দাশরথির রচনা-বিষয়ে যে লোকাতীত শক্তি ছিল, কাব্যরসে রসিক সহৃদয় পুরুষগণই তাহা অনুভব করিতে পারেন। সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিষয়ে অনেক ব্যক্তিই সামান্য মানবের ন্যায় নায়ক-নায়িকা ভাবের বর্ণনা করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়াছেন। কিন্তু প্রতি রচনায় শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণব্রহ্ম-ভাব-মিশ্রিত নায়ক-নায়িকা-ভাবের অপূর্ব্ব বর্ণনা দ্বারা দাশরথি রায় ভক্তি-প্রীতি-রসে ভাবুক-মাত্রকেই মোহিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অধ্যাত্ম-রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের ব্রহ্মভাব-মিশ্রিত মানব-লীলা-বর্ণনা যেরূপ দেখা যায়, দাশরথি-রচিত কি রামচন্দ্র, কি শ্রীকৃষ্ণ,—ভগবৎ-বিষয়ক সকল লীলাই সেইরূপ দেখা যায়। নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক ৺শ্রীরাম শিরোমণি ও দাশরথি এই উভয়ে এক সময় কথোপকথন হয়। ৺শিরোমণি মহাশয় কহিলেন,—'দাশরথি! রামপ্রসাদ সেন একান্ত কালীভক্ত ও সাধক। সাধনার দ্বারাই তাঁহার কণ্ঠ হইতে অশ্রুতপূর্ব্ব ভক্তিপূর্ণ শক্তি-বর্ণনা বাহির হইয়াছে,—ইহা আমার বোধ ছিল। এই বিশ্বাসটী অদ্য ভ্রম বলিয়া স্থির করিলাম। তাহার কারণ, দাশরথি! তুমি তো সিদ্ধ নহ। তুমি শক্তি-শিব-বিষ্ণু বিষয়ে যে বর্ণনা করিয়াছ, তাহাতে যখন জগৎ মুগ্ধ হইতেছে, তখন ইহাই স্থির,—অনুপম কাব্য-রচনা—অসীম শক্তি দ্বারাই হয়, তাহাতে তপোবলের উপযোগিতা নাই।' শিরোমণি মহাশয় আরো কহিলেন,—'তন্ত্র-শাস্ত্রে শ্রীশ্রী৺মহাদেবোক্ত যেরূপ স্তব আছে, তোমার ভক্তি-ভাব-পূর্ণ রচনা তদপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন নহে। তবে শিবোক্ত স্তবগুলি মধুর সংস্কৃত বাক্যে রচিত, তোমার স্তবগুলি মধুর লৌকিক ভাষায়, এই মাত্র প্রভেদ।' ৺শিরোমণি মহাশয়ের কথার পর ৺দাশরথি বলিলেন,—'আপনার সিদ্ধ বাক্য মিথ্যা নহে। যথার্থই আমি ত্রিনয়ন হইয়াছি। শিরোদেশে একটী অতিরিক্ত নয়ন না জন্মাইলে, কাহার সাধ্য,—শিরোমণি দর্শন পায়?' এই সকল জগৎপূজ্য অদ্বিতীয় বিদ্বদ্গণ যে দাশরথিকে এত আদর করিতেন, এ সময়ের কোনও কোনও যুবকদল তাঁহার রচনাকে যে নিন্দা করেন, তাহা দাশরথির কবিত্বের, সম্যক্‌রূপ আলোচনা না করিয়া অথবা না বুঝিয়া,—জানি না! একটী প্রাচীন কবির আক্ষেপ-উক্তি মনে পড়ে,—

'যন্নাদৃতস্ত্বমলিনা মলিনাশয়েন
কিন্তেন চম্পক বিষাদমুরীকরোষি।
বিশ্বাভিরাম-নব-নীরদ-নীলবেশাঃ
কেশাঃ কুশেশয়দৃশাং কুশলী ভবন্তু॥'

অর্থাৎ 'হে চম্পক! মলিনাশয় ভৃঙ্গ অলি তোমায় আদর করে না। তাহাতে কি তোমার দুঃখ হয়? নলিন-নয়নাসমূহের নিরুপম কেশকলাপ কুশলে থাক্, তোমার আদরের অভাব কি?—ইতি।"

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ এককালে যে দাশুরায়কে এতাধিক সমাদর করিতেন, যাঁহার রচনা শুনিয়া এহেন পণ্ডিতগণ একান্ত বিমুগ্ধ হইতেন, আজ কোন কোন অপক্কবুদ্ধি অদূর-দর্শী শিক্ষাভিমান-সম্মূঢ় ব্যক্তি সেই দাশরথিরই নিন্দা খ্যাপনে সাহসী হইয়াছে! কি অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা!

(২)

বাস্তবিকই দাশুরায় অসামান্য কবি—সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক; মনুষ্যচরিত্র অঙ্কনে পরিপক্ক চিত্রকর। চাঁদ যেমন চাঁদেরই উপমা,—দাশু রায় তেমনই দাশু রায়েরই উপমা। বাল্যকাল হইতেই আমরা দাশু রায়ের গুণে মুগ্ধ; যাবজ্জীবনই মুগ্ধ রহিব। দাশুরায় নবরসরসিক;—দাশু রায়ের পাঁচালী,—রসের অমৃতপ্রবাহ। যেখানে যে রসের প্রয়োজন, রসিক-চূড়ামণি দাশু রায় সেইখানে সেই রসই ঢালিয়াছেন। যেখানে তিনি যে রস ঢালিয়াছেন,—সেই খানেই তাহা তরতর প্রবাহে প্রবাহিত হইয়াছে। রসের সজীব মূর্ত্তি—তাঁহার পাঁচালীর পত্রে পত্রে পরিস্ফুট।

দাশুরায় ভাষারাজ্যের অধীশ্বর। তাঁহার হাতে ভাষা যেন ক্রীড়াদাসীর ন্যায় ক্রীড়া করিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসলেখক পরলোকগত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এক-বার বলিয়াছিলেন,—"যিনি বাঙ্গলা ভাষায় সম্যক্‌রূপ ব্যুৎপন্ন হইতে বাসনা করেন, তিনি যত্নপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত দাশু রায়ের পাঁচালী পাঠ করুন।" যিনিই দাশুরায়ের সমগ্র পাঁচালী যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন,—তিনিই বলিবেন,—বঙ্কিমচন্দ্রের এ কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

দাশুরায় লিখিয়াছেনই বা কত? তিনি একই বিষয় অবলম্বন করিয়া একাধিক পালা রচনা করিয়াছেন,—কিন্তু কোন পালার সহিত কোন পালার সম্পূর্ণ মিল নাই; একই বিষয় অবলম্বনে রচিত হইলেও এক পালার সহিত অন্য পালার পার্থক্য রহিয়াছে;—প্রত্যেক পালাই নূতনত্বে নবীনভাব ধারণ করিয়াছে। দাশু রায়ের এমনই অমিত কল্পনা,—এমনই অপূর্ব্ব প্রতিভা!

পৌরাণিক আখ্যান অবলম্বন করিয়া দাশু রায় বহুসংখ্যক পালা লিখিয়াছেন;—কিন্তু পৌরাণিক চরিত্র অঙ্কনে কোথাও অসাবধানতার পরিচয় দেন নাই;—সর্ব্বত্রই তিনি অতি সন্তর্পণে তুলী চালাইয়াছেন। ইহা সামান্য শক্তিমত্তার কার্য্য নহে। সামাজিক ক্ষত শোধনেও তিনি সতত যত্নপর ছিলেন। দাশুরায় শান্ত সজ্জনের সবিনয় সহচর,—ভণ্ড-ভুক্তের ভয়ঙ্কর যম।

দাশুরায় এত গুণে গুণবান্ ছিলেন বলিয়াই এককালে সমগ্র বঙ্গদেশ মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। লোকে দশ ক্রোশ দূর হইতেও ব্যগ্রচিত্তে তাঁহার পাঁচালী শুনিতে আসিত। যেখানে দাশু রায়ের পাঁচালী হইত, সেখানে চারি পাঁচ সহস্র লোক চকিতে একত্র সম্মিলিত হইত;—কোথাও দশ সহস্র পর্য্যন্ত,—বা তদধিক লোকও সমবেত হইত। কি ইতর, কি ভদ্র, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ—সকল শ্রেণীর লোকেই অভিনিবিষ্ট চিত্তে তাঁহার পাঁচালী শুনিয়া পরমানন্দ লাভ করিত। নিরক্ষর মূর্খ লোকে তাঁহার পাঁচালীর ভাসা-ভাব শুনিয়াই মুগ্ধ হইত,—শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহার পাঁচালীর রচনার গাঢ়তা বুঝিয়া আভ্যন্তর রসের উপলব্ধি করিয়া পরমানন্দ লাভ করিত। যাঁহার রচনা,—পণ্ডিত-মূর্খ ইতর-ভদ্র নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোককেই এরূপ আনন্দিত করিতে পারে, তাঁহার রচনায় কি মোহিনী শক্তি ভাবুন দেখি! দাশু রায়ের পাঁচালী গাহিবার প্রণালীও অতি সুন্দর ছিল। চারি পাঁচ সহস্র কি দশ সহস্র লোক দাশু রায়কে বেষ্টন করিয়া পাঁচালী শুনিবার জন্য সোৎসুকচিত্তে অবস্থিত;—মধ্যস্থলে গায়ক দাশুরায় দণ্ডায়মান। পাঁচালীর প্রত্যেক পদ তিনি তিনবার করিয়া উচ্চারণ করিতেন,—তাঁহার সম্মুখস্থিত শ্রোতৃ-গণের দিকে চাহিয়া একবার এবং দুই পার্শ্বে কোণাকোণি চাহিয়া দুইবার। ইহাতে

সর্ব্বদিগ্বর্ত্তী শ্রোতৃগণই পাঁচালী উত্তমরূপে শুনিতে পাইতেন,—বুঝিতে পারিতেন,—অনেকের মুখস্থও হইয়া যাইত। প্রত্যেক পদের এরূপ পুনরুক্তি কাহারও কাহারও পক্ষে বিরক্তিকর হইত বটে,—কিন্তু এরূপ প্রণালী যে অবস্থাসঙ্গত এবং সমীচীন, তাহা অনেকেই স্বীকার করিতেন। এ প্রণালীতে দোষ অপেক্ষা গুণের ভাগই অধিক।

আসরে পাঁচালী গাহিতে বসিয়া দাশুরায় অনেক সময়ে স্বরচিত পালার প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া লইতেন,—পালা লিখিবার সময় একরূপ লিখিয়া রাখিয়াছেন, গাহিবার সময় হয়ত তাহার কোন কোন স্থল বদলাইয়া আবার নূতন তৈয়ার করিয়া লইতেন,—শ্রোতৃমণ্ডলীর ভদ্রত্ব ইতরত্ব বুঝিয়া,—পাণ্ডিত্য মূর্খত্ব বুঝিয়া,—অনেক সময় তিনি পাঁচালীর পালায় যথাবশ্যক শব্দ-সংযোজনাও করিতেন। যে আসরে ভদ্র শ্রোতার সংখ্যাই বেশী,—সে আসরে পাঁচালীর পালায় স্থল-বিশেষে তিনি যে শব্দ ব্যবহার করিতেন,—যে আসরে ইতর শ্রেণীর শ্রোতাই অধিক, সেখানে তাহা ব্যবহার না করিয়া, যথাযোগ্য নূতন শব্দ বসাইয়া লইতেন। একই বিষয়ের পালাও তিনি ছোট বড় মাঝারি,—একাধিক তৈয়ার করিয়া রাখিতেন। যাত্রা শুনিতে বসিয়া অনেকে যেমন 'সঙ' দেখিবার জন্য ব্যগ্র হয়, সে কালে দাশুরায়ের পাঁচালী শুনিতে বসিয়াও তেমনি অনেকে সঙ, বা কোন "রস-প্রসঙ্গ" শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইত। দাশুরায়কে শ্রোতৃমনোরঞ্জনার্থ অগত্যা 'সঙ' দিতে হইত। দাশুরায় নিজ মুখেই এ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন,—তাঁহার দ্বিতীয় বন্দনায় তিনি লিখিয়াছেন,—

'অপরে করিবে রাগ, ঘুচাইতে ত বিরাগ,
পরে কিছু অপর প্রসঙ্গ।
প্রেমচন্দ্র প্রেমমণি, প্রেম-বিচ্ছেদের বাণী,
রসিকরঞ্জন রস-রঙ্গ॥" ইতি—"বন্দনা।"

যে স্থলে এরূপ "সঙ" দিবার একান্ত প্রয়োজন হইত,—দাশুরায় সেখানে মূল পালা,—মাঝারি বা ছোট গোছের গাহিয়া 'সঙ'চ্ছলে কোন "রস-প্রসঙ্গ" গাহিতেন। বলা বাহুল্য,—এই 'সঙ' বা "রসরঙ্গ" একান্ত অনর্থক সরস শব্দসমষ্টি মাত্র নহে;—সমাজের অঙ্গবিশেষের তীব্র সমালোচনা করাই তাঁহার অধিকাংশ "সঙ" বা "রসপ্রসঙ্গে"র মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল! দাশুরায়প্রণীত একাধিক 'বিরহ' পালায় আমাদের এ কথার প্রমাণ পাইবেন। যে আসরে এরূপ সঙ্ দিবার বা প্রেম-বিরহ গাহিবার প্রয়োজন হইত না, সেখানে তিনি বড় রকমের মূল পালাই গাহিতেন এবং একান্ত আবশ্যক হইলে, গুটিকয়েক বিবিধ সঙ্গীত গাহিয়া, গাহনা শেষ করিতেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দাশুরায়, পাঁচালী গানে এক সময় সমগ্র বঙ্গদেশ মাতাইয়া তুলিয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গে মেদিনীপুর, হুগলী, বর্দ্ধমান, মুরশিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া, প্রভৃতি জেলা-সমূহের একান্ত অভ্যন্তর গ্রামসমূহেও দাশু রায়ের নাম অদ্যাপি কীর্ত্তিত হইতেছে। "দাশুরায় ছড়া কাটিয়ে আর সন্ন্যাসী চক্রবর্ত্তী বাজিয়ে" অর্থাৎ দলে যদি এইরূপ দুইজন মহারথ একত্র মিলিত হয়, তাহা হইলে সে দলের পসার—প্রতিপত্তি সুদূর-বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এ কথা হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলায় অদ্যাপি অনেকের মুখে শ্রুত হওয়া যায়। এ কথা এক্ষণে যেন প্রবচন-স্বরূপে ব্যবহৃত হয়। বাস্তবিকই যে সময় দাশুরায় ছড়া কাটিতেন আর সন্ন্যাসী চক্রবর্ত্তী বাজাইতেন, তখন সমগ্র বঙ্গদেশে দাশরথি রায়ের অপ্রতিহত প্রতিপত্তি রাজত্ব করিতেছিল। কেবল মাত্র পশ্চিম বঙ্গে নহে, পূর্ব্ব বঙ্গে ঢাকা, ময়মনসিংহ,

যশোহর, বরিশাল, ফরিদপুর, মালদহ প্রভৃতি জেলাসমূহেও দাশরথির পসার অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল। এখনও পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা, যশোহর প্রভৃতি জেলার বহু গ্রামে বহুলোক দাশরথি রায়ের পাঁচালী গান করিয়া থাকে,—পূর্ব্ববঙ্গে এখনও দাশুরায়ের মধুর সঙ্গীত,—বহু লোকের কণ্ঠস্থ হইয়া রহিয়াছে। অন্যান্য পল্লী-নগরের ত কথাই নাই,—এমন যে পণ্ডিত-প্রধান স্থান,—গভীর দার্শনিক নৈয়ায়িকের আবাস-ভূমি,—নবদ্বীপ-ভট্টপল্লী,—এই নবদ্বীপ-ভট্টপল্লীতেও দাশুরায়ের অক্ষুণ্ণ প্রতিপত্তি ছিল। মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পত্রেই অবগত হইয়াছেন, নবদ্বীপ-ভট্টপল্লীর বহু শাস্ত্রজ্ঞ প্রাচীন পণ্ডিত দাশুরায়কে একান্ত ভাল বাসিতেন,—দাশুরায়ের পাঁচালী গান শুনিয়া,—অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিতেন,—পাঁচালী গান শুনিতে শুনিতে আত্মহারা হইয়া, দাশুরায়ের সহিত প্রাণ ভরিয়া পুনঃপুন কোলাকুলি করিতেন,—বহুমূল্য উপঢৌকনসমূহ আনিয়া দাশুরায়কে আসরে উপহৃত করিতেন—ইহা কি দাশুরায়ের সমধিক সৌভাগ্য—এবং অসামান্য শক্তিশালিত্বের পরিচায়ক নহে? শুধু কি ইহাই?—বঙ্গদেশের বিভিন্ন রাজবাড়ীতে,—সমৃদ্ধ জমিদারভবনে দাশুরায়ের বাৎসরিক বৃত্তি বরাদ্দ হইয়াছিল। এই সকল রাজবাড়ীতে এবং জমিদারভবনে দাশুরায় অত্যধিক সম্মান সমাদর পাইতেন।

পণ্ডিত-মণ্ডলীর নিকট দাশুরায়ের কিরূপ সম্মান সমাদর ছিল,—তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী ঘটনার উল্লেখ এ স্থলে আমরা করিতেছি। নবদ্বীপে একবার দাশুরায়ের গান হইতেছিল। দাশুরায় গাহিতেছিলেন,—

> "দোষ কারো নয় গো মা!
> আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা!
> ষড়্‌রিপু হলো কোদণ্ডস্বরূপ,
> পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ!"
>
> ইত্যাদি—"বিবিধ সঙ্গীত"—৬৯২ পৃষ্ঠা।

এস্থলে "কোদণ্ড" শব্দ,—"কোদালি" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে;—অর্থ এই,—আমার দেহস্থিত কাম-ক্রোধ প্রভৃতি ছয়টী রিপুকে আমি কোদালি স্বরূপ করিয়া, পুণ্যরূপ ক্ষেত্রে কূপ কাটিলাম, ইত্যাদি;—প্রকৃতপক্ষে কোদণ্ড অর্থে কিন্তু কোদালি নহে,—ধনু। কোন অধ্যাপকের ছাত্র,—দাশুরায়ের পাঁচালী শুনিতেছিলেন; তিনি এই গানে "কোদালি" অর্থে "কোদণ্ড" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন,—স্বীয় অধ্যাপক এবং অন্যান্য অধ্যাপককে তিনি বিরক্তচিত্তে এ কথা শুনাইলেন। ছাত্রের তৎকালীন মনের ভাবটা যেন এইরূপ,—'যিনি শব্দের প্রকৃত অর্থ অবগত নহেন,—যাঁহার গান এরূপ ভ্রমার্থক শব্দপূর্ণ—তাঁহার গান কি আবার শুনিতে আছে?' তিনি মহা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তখন এই ক্রুদ্ধ ছাত্রের অধ্যাপক এবং অন্যান্য পণ্ডিতমণ্ডলী ছাত্রের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে শান্ত করিয়া বলিলেন, "বৎস! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সত্য বটে,—কোদণ্ড অর্থে কোদালি নহে,—ধনু-ই বটে, কিন্তু দাশুরায়ের মুখ হইতে এই গানে যখন কোদালি অর্থেই কোদণ্ড শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তখন অদ্য হইতে কোদণ্ডের এই কোদালি অর্থ-ই আমরা মানিয়া লইতেছি,—দাশুরায়ের মুখ হইতে যাহা বাহির হইয়াছে, তাহা আর কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হইবার নহে।" এই ঘটনা কি দাশুরায়ের অসাধারণ প্রতিপত্তির পরিচায়ক নহে?

দাশুরায়ের আর এক গুণ ছিল,—দাশু রায়ের পাঁচালী শুনিয়া, শাক্তও যেমন আনন্দিত হইতেন, বৈষ্ণবও তেমনি আনন্দিত হইতেন; তিনি শাক্ত-বৈষ্ণব উভয়েরই তুল্য-

রূপ মনোহরণ করিতেন। শাক্ত হইলেই যে বৈষ্ণবের কণ্ঠি ছিঁড়িতে হইবে বা বৈষ্ণব হইলেই যে—শাক্তের রুদ্রাক্ষমালা ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে,—শাক্ত হইলেই যে বিষ্ণুর নিন্দা করিতে হইবে, বা বৈষ্ণব হইলেই যে শক্তির নিন্দা করিতে হইবে,—দাশুরায় ইহা সহ্য করিতে পারিতেন না,—বিন্দুমাত্র ভণ্ডামী দেখিলেই তিনি অতিক্রুদ্ধ হইতেন। তাঁহার রচিত "শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব"—নামক পালাই প্রধানতঃ তাহার প্রমাণ।

কোন কোন প্রবীণ পণ্ডিত লোকের মুখেও শুনিতে পাই,—দাশুরায়ের গ্রন্থাধ্যয়নলব্ধ বিদ্যা অতি অল্পই ছিল,—অর্থাৎ তিনি কিতাবতী লেখাপড়া মাত্রই শিখিয়াছিলেন,—উত্তমরূপ বিদ্যার্জ্জনের অবসর পান নাই—সুতরাং সংস্কৃত ভাষায় রচিত পুরাণ দর্শন প্রভৃতি উত্তমোত্তম গ্রন্থসমূহ পাঠে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না। ৺কাশীরাম দাস যেমন কথকের মুখে শুনিয়াই ভারত-বিখ্যাত মহাভারত রচনা করেন, দাশুরায়ও তেমনি কথকের মুখে শুনিয়াই এবং প্রধানতঃ কাশীরাম দাসের মহাভারত এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণ মাত্র অবলম্বন করিয়াই, তাঁহার পাঁচালীর পালা-সমূহ রচনা করিতেন। আমরা কিন্তু এ কথা মানিতে প্রস্তুত নহি। তাঁহার রচিত দেব-দেবীবিষয়ক পালাসমূহ পাঠ করিলেই বুঝা যায়,—শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, রাধাতন্ত্র, হরিবংশ, বাল্মীকি রামায়ণ, বেদব্যাস-বিরচিত মহাভারত, মনু পরাশর প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্র এবং চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার সবিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। পাঁচালীর পালাসমূহে পৌরাণিক বৃত্তান্ত বিবৃতি উপলক্ষে তিনি যেমন অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, কেবলমাত্র লোকপ্রমুখাৎ শ্রুত উপদেশে সেরূপ অভিজ্ঞতা লাভ সম্ভবপর হইতে পারে না। পাঁচালীর কোন কোন পালায় তিনি হিন্দু-জীবনের আচার-নিষ্ঠা-প্রসঙ্গে যে শাস্ত্রসঙ্গত সুমীমংসা করিয়া দিয়াছেন, তাহাও পাঠ করিলে বুঝা যায়, স্মৃতিশাস্ত্রে ও বিবিধ পুরাণ-উপপুরাণে তাঁহার বিশেষরূপই ব্যুৎপত্তি ছিল। এতদ্ব্যতীত, তিনি যেরূপ বহুপরিমাণে সুমধুর সংস্কৃত শব্দের সুব্যবহার করিয়াছেন,—একান্ত সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সেরূপ ব্যবহার,—সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। সংস্কৃত শব্দ ব্যতীত, তিনি প্রচুর পরিমাণে আরবী এবং পারসী শব্দ ও ক্বচিৎ কদাচিৎ দুই চারিটী ইংরেজী শব্দও ব্যবহার করিয়াছেন। দাশুরায় যেমন অসামান্য প্রতিভাশালী কবি,—তেমনই ভূয়োদর্শন পণ্ডিত,—তাঁহার সমগ্র পাঁচালী গ্রন্থ নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিয়া এই ধারণাই আমাদের দৃঢ়ীভূত হইয়াছে।

দাশুরায়ের সমগ্র পাঁচালী পাঠে আমাদের প্রতীতি হইয়াছে, দাশুরায় সমাজের সর্ব্বদিগদর্শী এবং সর্ব্ববিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। পাঁচালীর পালায় তিনি যখন কবিরাজী কথা বলিতেছেন, তখন তাহা পাঠ করিয়া মনে হয়, তিনি যেন একজন অভিজ্ঞ কবিরাজ; তিনি যখন জমিদারী সেরেস্তার কথা বলিতেছেন, তখন তাহা পাঠ করিয়া মনে হয়, তিনি যেন একজন পরিপক্ক নায়েব; যখন তিনি অন্দর মহলের কথা বলিতেছেন, তখন মনে হয়, তিনি যেন একজন বর্ষীয়সী গৃহিণী। ইহা কি প্রতিভার অসাধারণ পরিচায়ক নহে?

নিজ দাশুরায় সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম, এক্ষণে পাঁচালী-সম্পাদন সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বলিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি, দাশুরায়ের পাঁচালী শুনিয়া পণ্ডিত ব্যক্তিও যেমন আনন্দিত হইতেন, মূর্খলোকও তেমনি আনন্দিত হইত। পণ্ডিত ব্যক্তি পাঁচালীর আভ্যন্তর রসপ্রবাহের উপলব্ধি করিয়া অতিমাত্র আনন্দ পাইতেন, মূর্খলোকে সুমধুর শব্দসমষ্টি শুনিয়াই—ভাসা-ভাসা ভাবমাত্র বুঝিয়াই, আনন্দভোগ করিত। সর্ব্বসাধারণে পক্ষে দাশুরায়ের পাঁচালীর সর্ব্বস্থলেরই তুল্যরূপ ভাবগ্রহণ বস্তুতই অতি কঠিন ব্যাপার! দাশুরায়ের পাঁচলী বস্তুতই বিপরীতধর্ম্মী—যেমন সরল তেমনই দুরূহ। ইঁহার পাঁচালীর কোন কোন স্থল দারুণ দুরূহ বলিয়াই, সে সে স্থলের প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ, স্বীয় শক্তির সীমাতীত বলিয়াই, অনেকে দাশুরায়ের পাঁচালীর প্রতি একান্ত বিরূপ,—দাশুরায়ের নিন্দুক সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের ইহাও অন্যতম কারণ—সন্দেহ নাই।

দাশুরায়ের পাঁচালী স্থলবিশেষে যে কিরূপ কঠিন, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত আমরা তাঁহার 'মানভঞ্জন' পালা হইতে একাংশমাত্র উদ্ধৃত করিতেছি;—

"হেথা সন্ধ্যাকালে নন্দালয়ে, গোপাল গোপাল ল'য়ে,
আসিছেন সখাগণ সনে!
পথমধ্যে অদর্শন, হইয়ে পীতবসন,
যান চন্দ্রাবলী-কুঞ্জবনে॥
চন্দ্রাবলী রাধাধনে-(র) চন্দ্রমুখ দরশনে,
চন্দ্রাবলী চন্দ্র পায় করে।
বলে হে গোকুলচন্দ্র! আজি আমার কি শুভচন্দ্র,
উদয় হইল ব্রজপুরে?
কোন্ ঘাটে ধুয়েছি মুখ, যারে ভজে চতুর্ম্মুখ,
সে মুখ সম্মুখে,—একি লাভ!
যদি চাও চন্দ্রমুখ তুলি' মুখ রাখ—একটী কথা বলি,
নতুবা জানিব মুখের ভাব॥
অধো করো না—তুল শির' শুন ওহে তুলসীর,—
প্রিয় কৃষ্ণ! দাসীর অভিলাষ।
অন্তরে গণি প্রয়াস, এক রজনী পীতবাস!
দাসীর বাসেতে কর বাস॥
উদ্‌যোগে তোমারে আনা, সে যোগ জন্মে হতো না,
দাসীর এমন সহযোগ কই!
যারে যোগীন্দ্র জপেন যোগে, দেখা পেলাম দৈবযোগে,
যোগে-যাগে যদি ধন্যা হই॥" ইত্যাদি—

এই উদ্ধৃত অংশের "গোপাল গোপাল ল'য়ে" "অন্তরে গণি প্রয়াস" ইত্যাদি পদের অর্থের কথা ছাড়িয়া দিই—কিন্তু 'চন্দ্রাবলী রাধা-ধনে-(র), চন্দ্রমুখ দরশনে, চন্দ্রাবলী চন্দ্র পায় করে" ইত্যাদির অর্থ সাধারণ পাঠকের সহজে বোধগম্য হওয়া সুকঠিন ব্যাপার!—"অধো করো না তুল শির, শুন ওহে তুলসীর,—প্রিয় কৃষ্ণ! দাসীর অভিলাষ",—এই অংশের ভাব-সঙ্গত আবৃত্তি করা সাধারণ পাঠকের পক্ষে— নিশ্চয়ই কিঞ্চিৎ

দুরূহ ব্যাপার। আমরা উদাহরণ স্বরূপ একটী স্থলমাত্র উদ্ধৃত করিলাম দাশুরায়ের পাঁচালীর মধ্যে এরূপ বা ইহা অপেক্ষাও কঠিন অংশ অনেক স্থলেই আছে।

তাই আমাদের কথা,—দাশুরায়ের পাঁচালী সাধারণ পাঠকের সহজ বোধগম্য করিতে হইলে, ইহার বিশদ ব্যাখ্যা লিখিতে হয়—ইহার পাঠ-প্রণালীর উপদেশ দিতে হয়। যেমন ভাষা-টীকা না হইলে জগদ্বিখ্যাত পাশ্চাত্য কবি সেক্সপিয়রের রচনা সহজে সকলের হৃদয়ঙ্গম হয় না, সেইরূপ ভাষা-টীকা না হইলে দাশুরায়ের পাঁচালীও সাধারণের প্রকৃষ্টরূপ হৃদয়ঙ্গম হয় না—হইতে পারে না। সেক্সপিয়র বুঝাইবার জন্য যেমন মনস্বী পণ্ডিতগণ উহারব্যাখ্যা লিখিয়াছেন,—সেক্সপিয়র কেমন করিয়া পাঠ করিতে হইবে,—তাহারও উপদেশ দিয়াছেন, দাশুরায়ের পাঁচালীরও সেইরূপ ব্যাখ্যা এবং আবৃত্তি-প্রণালীর উপদেশ আবশ্যক।

শুধু ইহাই নহে, পাঁচালীর মূল পালাসমূহও যাহাতে অবিকল প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য বিশেষরূপ চেষ্টা করিতে হয়। আমরা শেষোক্ত বিষয়ে চেষ্টা বিশেষরূপ করিয়াছি। ৺দাশরথি রায় মহাশয় বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বহরান গ্রামের ছাপাখানায় কতকগুলি পালা নিজে প্রুফ দেখিয়া ছাপাইয়াছিলেন। বহু চেষ্টায় আমরা সেই ছাপা পালা কতক-গুলি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম। বর্দ্ধমান জেলার একাধিক গ্রাম হইতেও হস্ত-লিখিত তাঁহার অনেকগুলি পালা সংগৃহীত হয়। এই সকল পালা একত্র মিলাইয়া, অবিকল পালাই এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। দাশরথি রায় মহাশয় যে কথাটি যে ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন, কোন কোন স্থলে ব্যাকরণদুষ্ট হইলেও সেই ভাবে সেই কথাটিই রাখা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত দাশুরায়ের পাঁচালীর এক্ষণে যিনি প্রসিদ্ধ গায়ক, * তাঁহাকে আনাইয়াও তাঁহার নিকট হইতে বহুসংখ্যক পালা মিলাইয়া লওয়া হইয়াছে; আমাদের প্রকাশিত এই গ্রন্থের প্রায় সমুদয় সঙ্গীতই উপরিউক্ত অধুনাতন প্রসিদ্ধ প্রবীণ পাঁচালী-গায়ক মহাশয় গাহিয়া সুর তাল ঠিক করিয়া দিয়াছেন। ৺দাশরথি রায় মহাশয় যে গান যে রাগ-তালে গাহিতেন, সেই রাগ-তালই উপরি-উক্ত পাঁচালী-গায়ক মহাশয় আমাদের গ্রন্থে বসাইয়া দিয়াছেন। অনেক বিকলাঙ্গ গানও তিনি সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। দাশু-রায়ের অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব কোন কোন নূতন পালাও পাঠক,—আমাদের এই গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন। মোট কথা, দাশুরায়ের পাঁচালী যাহাতে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দররূপে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য বিশেষরূপ চেষ্টা করা হইয়াছে।

অনেকেরই মুখে একটি গান শুনিতে পাওয়া যায়,—"ও ভাই তিনু রে! ফিরে যা ঘরে" ইত্যাদি। ইঁহারা বলেন, দাশুরায় মহাশয় অন্তিম সময়ে—জাহ্নবীতটে অন্তর্জলীর কালে এই গানটী রচনা করেন,—সহোদর তিনকড়ি রায় মহাশয়কে এই গান গাহিয়া মহাপ্রস্থানের পূর্ব্বে গৃহস্থালীর ভারার্পণ করেন। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হই-য়াছি,—এ গান দাশরথি রায়ের রচিত নহে। এ গানটী প্রক্ষিপ্ত। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, নিধুবাবু, শ্রীধর কথক প্রভৃতির গানে যেমন অন্যরচিত অনেক গান প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, দাশরথির গানেও তেমনি অন্যের গান প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই প্রক্ষিপ্ত গান আমরা বর্জ্জন করিয়াছি। দাশরথি রায় মৃত্যুকালে কোন গানই বাঁধিতে পারেন নাই। তাঁহার কি ভাবে মৃত্যু হইয়াছে, পরিশিষ্টে প্রকাশিত তাঁহার বিস্তৃত "জীবনী" পাঠ করিলেই, পাঠকগণ তাহা জানিতে পারিবেন।

* বর্দ্ধমান-স্যাতগেছে গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বক্রেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়।

পরিশেষে নিবেদন—দাশরথি রায় মহাশয়ের কি শত্রুপক্ষ, কি মিত্রপক্ষ,—সকলেই একবার তাঁহার এই সম্পূর্ণ গ্রন্থ নিবিষ্ট-চিত্তে পাঠ করুন,—দাশুরায়ের অসম্যগ্দর্শী সমালোচকগণও একবার তাঁহার এই সমগ্র গ্রন্থ পাঠ করিয়া বুঝুন,—দাশুরায় আমাদের জন্ত কি রত্নহার গাঁথিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। পাঁচালী-রাজ্যে দাশুরায় রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট; —তিনিই এ পাঁচালীর নূতন সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার সমকালীন কবি পরলোক-গত রসিকচন্দ্র রায় মহাশয়ও পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কি অভিনবত্বে—কি রস-প্রগাঢ়ত্বে—তাঁহার পাঁচালী দাশুরায়ের পাঁচালীর সমকক্ষতা স্পর্দ্ধা করিতে পারে না। এ হেন দাশুরায়ের চিত্তসন্তাপহারিণী পাঁচালী যিনি পাঠ না করিবেন, আমরা তাঁহার সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতে পারি না। যিনি দাশুরায়ের সম্পূর্ণ পাঁচালী না পড়িয়া, কু-সমালোচনা করিয়া সুধী সমাজে সুপ্রসিদ্ধ হইতেছেন,—তাঁহার সৌভাগ্যও অতুলনীয়, সন্দেহ নাই! হে দাশুরায়ের নিন্দুকগণ! দাশুরায়ের এই সমগ্র পাঁচালী গ্রন্থ পাঠ করিয়া, অবিলম্বে আপনারা স্ব স্ব চিত্তের মালিন্য দূর করিতে যত্নবান্ হউন।

বৈশাখ—১৩০৯ সাল।

রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর বি-এ, এম-বি কৃত

সমালোচনা।

(১)

বাঙ্গালা-সাহিত্যে এখন যে যুগ চলিতেছে, দাশরথি রায় ঠিক ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে পরলোক গমন করেন। ১২৬৭ সালে, নূতন ছন্দে, নূতন তানে, বজ্র-গম্ভীর নিনাদে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলনী-পতাকা উড়াইয়া মধুসূদন এই নবযুগের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। ইহারই ঠিক তিন বৎসর পূর্ব্বে দাশরথির মৃত্যু হয়; সুতরাং তিনিই খাঁটি বাঙ্গালীর শেষ কবি। ৺রসিকচন্দ্র রায় দাশরথির কতকটা সমসাময়িক এবং তৎপরেও বহুদিন জীবিত ছিলেন, সত্য। কিন্তু তিনি, নিজে প্রভূত-কবিত্বসম্পন্ন হইয়াও, পাঁচালী-প্রণয়নে আজীবন দাশরথিরই অনুকরণ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তিনিও খাঁটি বাঙ্গালীর একজন শেষ কবি হইলেও, তাঁহাতে আমরা দাশরথিরই ছায়া, এমন কি, কায়া পর্য্যন্ত দেখিতে পাই। পরবর্ত্তী অন্যান্য পাঁচালীকারদেরও ঐ দশা। সকলেই দাশরথির মতে, দাশরথিরই পথে চলিয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহই দাশরথিকে ছাড়াইয়া উঠা দূরে থাকুক, এ বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষও হইতে পারেন নাই। তাই বলিতেছি, দাশরথিই খাঁটি বাঙ্গালীর শেষ কবি।

পূর্ব্ব-যুগের এই শেষ-কবি, যিনি তাঁহার অনতিদীর্ঘ জীবনের কয়েক বৎসর মাত্র লোক-শিক্ষায় তাঁহার কবিত্ব-শক্তির প্রয়োগ করিয়া, এই বাঙ্গালা দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়া গিয়াছেন;—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলী হইতে আরম্ভ করিয়া নিরক্ষর জনরাশি পর্য্যন্ত লক্ষ-লক্ষ লোক মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া যাঁহার মুখে পাঁচালী শুনিয়া "ধন্য ধন্য" করিত; সুদূর পল্লীতে পর্য্যন্ত এখনও যাঁহার নাম ও গান শুনিতে পাওয়া যায়; গায়ক-ভিক্ষুকেরা এখনও যাঁহার রচিত গান গাইয়া দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়; কৃত্তি-বাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারতের মত এখনও যাঁহার প্রকাণ্ড পাঁচালী-গ্রন্থ দোকানে-দোকানে, হাটে-বাজারে, মেলায়-মেলায় অসংখ্য পরিমাণে বিক্রীত হইতেছে;—তিনি বাঙ্গালা-সাহিত্যে কি দিয়া গিয়াছেন, কি গুণে তাঁহার এমন প্রতিষ্ঠা, এত সমাদর, নিরপেক্ষ ভাবে, সহৃদয় ভাবে সমালোচনা করিয়া তাহা একবার দেখা উচিত।

দাশরথি লোক-শিক্ষার কবি। এখন আমরা চাষার ছেলেকে "পৃথিবী গোলাকার, দেখিতে কমলালেবুর মত"; "গোরুর চারিটি পা, দুইটি শিং ও একটি লেজ থাকে;"—ইত্যাকার শিক্ষাকে "লোক-শিক্ষা" ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছি। কিন্তু সেকালে লোক-শিক্ষার ধারা ছিল অন্যরূপ। অবশ্য, ব্যক্তি-গত কিছু লেখা-পড়া শিক্ষা, তাহা গ্রাম্য পাঠশালায় হইতে পারিত এবং জাতি-গত ব্যবসায়-শিক্ষা, তাহা নিজ বাড়ীতে অথবা সমব্যবসায়ীর কাছে হইত। জীবিকা-উপার্জ্জনের উপযোগী যাহার যতটুকু আবশ্যক, সে তাহাই ততটুকু শিখিত, অন্ততঃ ইচ্ছা করিলে শিখিতে পারিত। এই ব্যক্তি-গত বা জাতি-গত শিক্ষাতেই আমাদের দেশে লোক-শিক্ষা পর্য্যবসিত হয় নাই। সে কালের সমাজ-নেতৃগণ ধর্ম্ম-শিক্ষাকেই প্রকৃত লোক-শিক্ষার লক্ষ্য-স্বরূপ জ্ঞান করিতেন। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন

যে, লোক-সমাজে অশান্তি নিবারণ ও মঙ্গল স্থাপন করিতে, ধর্ম্ম-শিক্ষার তুল্য আর কিছুই নাই। এই উদ্দেশ্যেই পুরাণাদির সৃষ্টি। এইরূপ লোক-শিক্ষার জন্যই পুরাণে নানা ছাঁদে, লৌকিক ও অলৌকিকের সংমিশ্রণে লোক-মনোহর নানা কাহিনী দ্বারা ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের উদ্দেশ্যে নানাবিধ ধর্ম্ম-কথা বিবৃত হইয়াছে। লোক-মধ্যে ঐ সকল কাহিনীর প্রচারই আমাদের দেশে প্রকৃত লোক-শিক্ষার উপায় বলিয়া পরিগণিত ছিল। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতাদির পঠন-পাঠনে বহু কাল হইতে বাঙ্গালায় ঐ লোক-শিক্ষার ধারা চলিয়া আসিতেছে। বাঙ্গালা-সাহিত্যও প্রথম হইতেই এই ব্রতে ব্রতী এবং বাঙ্গালী কবির যত কিছু কাব্য-শ্রী, তাহা ধর্ম্ম-বৃক্ষ অবলম্বন করিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এই নবযুগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালা-সাহিত্যকে নিরবচ্ছিন্ন ধর্ম্ম-সাহিত্যই বলিতে হয়। কোনও কবি পুরাণ অবলম্বন করিয়া, কেহ বা পৌরাণিক আদর্শে আখ্যান সৃষ্টি করিয়া, কবিত্বের সাহায্যে ধর্ম্মের মর্ম্মকথা লোকপ্রিয় করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বযুগ পর্য্যন্ত ইহাই বঙ্গ-সাহিত্যের ধারা। কিন্তু পড়িবার লোক কয়জন? আবার, পড়িবার লোকের মধ্যে পড়িতে প্রবৃত্তিই বা কয়জনের? এই জন্য লোক-সমাজে ধর্ম্ম-কথা সরস করিয়া শুনাইবার অনুষ্ঠানও আমাদের দেশে ছিল এবং এখনও কিছু-কিছু বর্ত্তমান আছে। যাত্রা, গান, কথকতা ইত্যাদি নানা উপায়ে ধর্ম্ম-কথার দিকে লোকের মন আকৃষ্ট করা হইত। এই উদ্দেশ্যেই পূর্ব্বযুগের শেষভাগে "পাঁচালী"র উদ্ভব এবং দাশরথিই ইহার প্রবর্ত্তক। "পাঁচালী" শব্দটী দাশরথির পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল। উহা গেয় কাব্যের নামান্তর রূপে ব্যবহৃত হইত; কিন্তু লোকে ঐরূপ কাব্যকে গানই বলিত—চণ্ডীর গান, রামায়ণ-গান ইত্যাদি। দাশরথির সময় হইতেই কবিতাবদ্ধ, গান-সম্বলিত খণ্ড-কাব্যগুলিই "পাঁচালী" নামে বিশেষিত হইয়াছে এবং ঐরূপ এক-একখানি খণ্ড-কাব্য এক একটী "পালা" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

দাশরথি অধিক কাল জীবিত ছিলেন না। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৫২ বৎসর মাত্র। আর, তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলে ইহাই অনুমান করিতে হয় যে, অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সেই তিনি পাচালী-রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। এই অল্প কালের মধ্যে তিনি বিস্তর পালা রচনা করিয়া, নিজেই বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র প্রায় সকল বঙ্গবাসীকেই শুনাইয়া গিয়াছেন। তাই, এখনও—৬০ বৎসর পরেও,—সুদূর পল্লী পর্য্যন্ত "দাশু রায়" সুপরিচিত। ঐ সকল পালার মধ্যে ৬৪টী পালা মুদ্রিত হইয়াছে। অনেকে বলেন, আরও কতকগুলি পালা ছিল। কিন্তু এখন আর সেগুলির উদ্ধারের উপায় নাই। এই ৬৪টী পালার মধ্যে ১১টী বাজে পালা বাদে, বাকী ৫৩টী পালা ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণ অবলম্বনে রচিত। প্রত্যেক পালা এক-একখানি খণ্ড-কাব্য। মূলগ্রন্থ হইতে সর্ব্বজনপ্রিয় কোন-এক বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া, তাহার সহিত তদুপযোগী ঘটনা-পরম্পরার সমাবেশে তাহাকে পরিপুষ্ট করিয়া, এক-একটী পালা রচিত।

পুরাণাদির উর্ব্বর ক্ষেত্রেই দাশরথির পাঁচালীর উদ্যান-ভূমি। উহার পালাগুলি নানা জাতীয় সরস ও সুমিষ্ট ফলের বৃক্ষস্বরূপ। ধর্ম্ম তাহাদের মূল, ভক্তি স্কন্ধ এবং নানাবিধ আখ্যান-সমাবেশ তাহাদের শাখা-প্রশাখা। মনোহর ও সুকোমল ভাষায় উহারা পল্লবিত এবং কবিত্ব-রসে সর্ব্বত্র অনুপ্রাণিত ও পরিপুষ্ট। আনন্দ উহাদের পুষ্পরাজি এবং লোক-শিক্ষা আকাঙ্ক্ষিত ফল। এই উদ্যানের সকল বৃক্ষগুলির পৃথক্ করিয়া পরিচয় দেওয়া এ প্রবন্ধে সম্ভব নয়। আমি উহাদের একটীর একটু বিশেষ করিয়া পরিচয় দিতেছি।

শ্রীরাধিকার কলঙ্ক-ভঞ্জন দাশরথির উৎকৃষ্ট পালাগুলির অন্যতম। শ্রীকৃষ্ণ-লীলা অবলম্বনে এই পালাটী রচিত।

"একদিন বৃন্দাবনে, শ্যামকে পেয়ে সঙ্গোপনে,
কাতরে কহেন ব্রজেশ্বরী।
অন্তরে এক বেদন আছে, করি নিবেদন,
নি-বেদন কর যদি, হরি॥
ভজিয়ে তোমার পদ, ব্রহ্মা পান ব্রহ্মপদ,
বিপদের বিপদ পদদ্বয়।
ঐ পদ ভেবে, গোবিন্দ, সদানন্দ সদানন্দ,
নিরানন্দ সদা করি জয়॥
ধরেন শক্তি অসম্ভব, করেন মৃত্যু পরাভব,
ঐ পদ ভব-বৈভব, শুনি, হে ভগবান।
ভজিয়ে পদারবিন্দ, দেবরাজ্য পান ইন্দ্র,
ইন্দু পান শিব-শিরে স্থান॥
শুন, চিন্তামণি, বলি ঐ পদ চিন্তিল বলি,
বন্দী তাঁর চিরকাল দ্বারে।
ম'জে নাথ তব পায়, কি সম্পদ ধ্রুব পায়!
স্থান দিয়েছ গোলোকের উপরে॥
প্রহ্লাদ ঐ পদ-বলে, অনল-পর্ব্বত-জলে,
হস্তি-তলে নাস্তি মৃত্যু জানি।
ওহে নাথ, নন্দকুমার, সেই পদ ভেবে আমার,
গোকুলে নাম "রাধা কলঙ্কিনী"।"

কৃষ্ণ ভজনা করিয়া "কলঙ্কিনী"—এ যে বিপরীত কাণ্ড!—

"(যেমন) অমৃত খাইয়া রোগ, ব্রহ্ম-বস্তুর প্রাণ-বিয়োগ,
ভেবে কিছু কর্‌তে নারি ধার্য্য!
সখ্য যার গরুড়ের সঙ্গে, তার বক্ষ খায় ভুজঙ্গে,
ওহে মোক্ষদাতা, কিমাশ্চর্য্য!
গ্রহ-যাগের এই কি গুণ! দ্বিগুণ হয় গ্রহ-বিগুণ,
জেলে আগুন, দ্বিগুণ কম্প শীতে!
বাসকে বাড়িল কাস! দয়া ক'রে সর্ব্বনাশ!
গয়া করে' কি নরকে যায় পিতে?
ভক্তি করে' ভাব চটে! দান করে, দুর্গতি ঘটে
মিছ্‌রি পানা পান করে' ক্ষিপ্ত!
কোন্ শাস্ত্রে, শ্রীনিবাস, ফাঁসিতে ম'লে স্বর্গবাস'
কাশীতে ম'রে ভূত-যোনি প্রাপ্ত?
জগন্নাথ দেখে রথে, নর কি যায় নরকেতে?
গণেশ ভজিয়ে কর্ম্মে বাধা!

মাণিক রাখিয়ে ঘরে, (যেমন) দৃষ্ট হয় না অন্ধকারে,
(তেম্‌নি) কৃষ্ণ ভজে কলঙ্কিনী রাধা!"

রাধিকা তাঁহার মনোবেদন বেশ করিয়াই "নিবেদন" করিলেন, বলিতে হইবে। অথবা আজকালকার চলিত ভাষায় বলিতে হইলে, রাধিকা তাঁহার Caseটী ভাল করিয়াই put করিলেন।

কৃষ্ণ অনেক প্রবোধ-বাক্যে রাধিকাকে সান্ত্বনা দিয়া অবশেষে বলিলেন—

"যা হোক, সত্য করিলাম, আজি 'কলঙ্কিনী' নাম,
ঘুচাব তোমার রাজবালা।
প্রবৃত্তি আমাতে হবে, সাবিত্রী সকলে ক'বে,
নিবৃত্তি হইবে লোক-জালা॥"

পরে কৃষ্ণ অকালে গোষ্ঠ হইতে কপট রোগী সাজিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। তখন কবি যশোদার যে চিত্রটী দিয়াছেন, তাহা বড়ই স্বাভাবিক ও মর্ম্মাস্তিক।

"অচেতন দেখি গোপালে, করাঘাত করি কপালে,
ডাকে রাণী হ'য়ে উন্মাদিনী।
রোহিণী দিদি, কোথায়, রহিলি গো, দেখ্‌সে আয়,
সঙ্কটে পড়েছে নীলমণি॥"

* * *

"দেখে যা, রোহিণি দিদি, এ কেমন।
কি জানি, কি লিখন!
অঞ্চল ধরে এখনি, 'মা' বলে চেয়ে নবনী,
নীলমণি কেন হলো অচেতন!
দিলে ক্ষীর অধরে আর খায় না!
আমার মাখন-চোর "মা" বলে সুধায় না!—
কি হলো কপালে, দিদি রোহিণি!
কাছে কাছে নেচে গোপাল এখনি—
"মা! মোর কি হলো" বলি, ধুলায় ফেলে মুরলী
নয়ন-পুতলি মুদিল নয়ন!"

* * *

নন্দরাণীর গৃহ লোকে লোকারণ্য।—

যাতায়াতে ভাঙ্গে কপাট, অন্তঃপুরে যেন হাট,
পুরুষ হ'তে নারীর ভাগ ষোল।"

কেহ ভুতুড়ে ডাকিতে বলিতেছেন, কেহ জল-পড়ার পরামর্শ দিতেছেন, কেহ বা ছেলের রূপগুণ বর্ণন করিয়া, না মরিতেই মরাকান্নার সুর ধরিয়াছেন—

"দাঁড়ালে পীতবসন পরি, ঠিক যেন গোলোকের হরি,
অমন ছেলে কি গোয়ালার ঘরে বাঁচে?

কেবল কৃষ্ণদ্বেষিণী জটিলার আনন্দ।—

"জটিলা বলে, শুন, সই, একটী ধর্ম্ম-কথা কই,
যশোদা মাগীর দেখেছিস্ প্রতাপ!
ছেলে আবার নাই লো কার, ও অভাগীর কি অহঙ্কার!
মনের গুণেতে মনস্তাপ॥
"আমার পুত্র, আমার ধন, নব লক্ষ মোর গোধন,"
অমন ধারা গরব ক'রে কেউ কয় না!
স্বামী-পুত্র কেবা কার, চক্ষু বুজলে অন্ধকার,
এক দণ্ডের কথা বলা যায় না॥
ও ছেলেটী গোকুলের পাপ, ঘুচিয়ে দিলে, বাপ্-বাপ্!
পাপ গেল, তার তাপ কি লো, দিদি?
গোকুলে কে থাকৃত সতী, সমূলেন বিনশ্যতি,
কর্‌তো—বাঁচ্‌তো বছর দুই আর যদি।
ঘরে-ঘরে মাখন চুরি, কত কাঙ্গালের গলায় ছুরি,
নিত্য দিত, এম্‌নি দয়াহীন!
দানী হ'য়ে পোড়াতো বাটে, নেয়ে হ'য়ে জ্বালাতো ঘাটে,
মেয়ে হ'লে কুল রাখ্‌তো কতদিন?
কবে কি হ'তো কার কপালে, কালি দিতে কামিনীর কুলে,
কাল-স্বরূপ গোকুলে হয়েছিল।
কালে কালে বাড়্‌তো জ্বালা, অকালে কাল হয়েছিল কালা,
এ আমাদের শুভকাল হ'ল॥
কাল্‌া কালা সর্ব্বদা করে,' কাল-সর্প ল'য়ে ঘরে,
কত কাল কে কাল কাটাতে পারে?
এতদিনে জুড়াল হাড়, কাৎ হয়েছে কালাপাহাড়,
গিয়াছে আজ কালের মন্দিরে॥"

বাথানে নন্দ এই বিপদের কথা শুনিয়া ত্বরায় বাড়ী ফিরিতেছেন, আর ভাবিতেছেন, নিশ্চয় যশোদা মাখন-চুরির জন্য মাখন-চোরকে প্রহার করিয়াছেন; তাই বাছা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে।

"নব লক্ষ ধেনুপাল, সবে মাত্র এক গোপাল
সাগর-সোসর ক্ষীর সর।
পাপিনী আমার দামোদরে, খেতে দেয় না সমাদরে,
নির্দ্দয়া দেখেছি নিরন্তর।
(যত) বাছা করে "সর সর," পাপিনী বলে, "সর্ সর্,"
অবসর হয় না সর দিতে।
'সর সর" ক'রে ত্রিভঙ্গ, হয় বাছার স্বর-ভঙ্গ,
বাক্যবাণ হানে আবার তাতে॥"
"অতিশয় দোর্দণ্ড, হস্তেতে করিয়া দণ্ড,
উদ্দণ্ড বধিতে রাণীরে।

দেখি মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর, যশোদা করি যোড় কর,
কহেন ভাসিয়া চক্ষু-নীরে ॥
কেন বাক্য অপলাপ, দণ্ড ক'রে হবে কি লাভ ?—
যেই দণ্ডে গোপাল ভূতলে।
সেই দণ্ডে মরেছি, কান্ত, আর দণ্ড অধিকান্ত,
অধীনের প্রতি ভ্রমে ভুলে ॥”

এ দিকে, গোকুলে অচেতন কৃষ্ণের লীলা-রঙ্গ দেখিবার জন্য স্বর্গ হইতে নারদ আসিতেছেন ; আর ভাবিতেছেন—

“মন, কর, ভাই, মনোযোগ, মনের কথা বলি।
সংসারের সুখ-সজ্জা, মিথ্যারে সকলি ॥
(যেমন) স্বপনের রাজ্যপাট, মিথ্যা জেন, ভাই।
বালকের ধুলার ঘর, এ ঘর জেনো তাই ॥
ব্যবসাদারের সত্য কথা, মিথ্যা তাকে ধরো।
সতীনে-সতীনে পীরিত, মিথ্যা জ্ঞান করো ॥
বাজীকরের ভেল্কী যেমন মিথ্যা জানা আছে।
দৈবজ্ঞের গণনা যেমন স্ত্রীলোকের কাছে ॥
দস্তখৎ বিনা যেমন মিথ্যা খত-পাটা।
দুর্ব্বলের দাঁতখামুটি, মিথ্যা জেনো সেটা ॥
মৃত্যুকালে সবলা নাড়ী, মিথ্যা তাকে ধরি।
চোরের যেমন ভক্তি-প্রকাশ,মিথ্যা জ্ঞান করি।
ছোট লোকের বুজ্‌রুগি জেনো মিথ্যা নিরন্তর।
(যেমন) গাজুনে সন্ন্যাসীর প্রতি ধর্ম্মরাজের ভর ॥
মিথ্যা যেমন জ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত।
স্ত্রীর কাছে আত্ম-শ্লাঘা—সেটা জেনো মিথ্যা ॥
(যেমন) শতরঞ্চের হাতী-ঘোড়া-মন্ত্রী ল'য়ে খেলি।
দারা-সুত-ধন-জন—তাই জেনো সকলি ॥”

নারদ আরও ভাবিতেছেন—নিত্যচৈতন্যরূপী ভগবানের অচৈতন্য-রূপ দেখিতে কেনই বা বৃন্দাবনে যাওয়া ?—ভক্তি থাকিলে আমার মনই ত বৃন্দাবন !

“যদি বল বৃন্দাবন গোলোকের স্বরূপ।
(তথা) গোলকের ঐশ্বর্য্য ল'য়ে আছেন বিশ্বরূপ ॥
ওহে করুণ-হৃদয়, ভক্ত-হৃদয়-মধ্যে তা কি নাই ?
যদি এস, কেশব, হৃদয়ে সব তোমারে দেখাই ॥
সেই যশোদা, দেখাই সদা, সেই রাধা, সেই দূতী।
তুল্য বিধু, গোপের বধূ, সেই মধু-মালতী ॥
সেই নন্দ, সেই সানন্দ, দে'খে আনন্দে রবে।
সেই মধুবন, জুড়াবে জীবন, সেই কোকিলের রবে ॥
সেই সব ধন, সেই যে গোধন, সেই গোবর্দ্ধন-গিরি।
(এসে) হৃদয়ে আমার, নন্দকুমার, দেখ করুণা করি ॥”

"হৃদি-বৃন্দাবনে বাস যদি কর, কমলাপতি।
ওহে ভক্তপ্রিয়, আমার ভক্তি হবে রাধা সতী॥
মুক্তি-কামনা আমারি, হবে বৃন্দে গোপ-নারী,
(এই) দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী॥
ধর ধর, জনার্দ্দন, (আমার) পাপ-ভার—গোবর্দ্ধন,
কামাদি ছয় কংস-চরে, ধ্বংস কর সম্প্রতি।
বাজায়ে কৃপা-বাঁশরী, মন-ধেনুকে বশ করি,
তিষ্ঠি হৃদি-গোষ্ঠে, পূরাও ইষ্টে, এই মিনতি॥
(আমার) প্রেমরূপ যমুনা-কূলে, আশা-বংশী-বট-মূলে,
সদয় ভাবে স্বদাস ভেবে সতত কর বসতি।
যদি বল রাখাল-প্রেমে, (আমি) বন্দী আছি ব্রজ-ধামে,
জ্ঞানহীন রাখাল তোমার দাস হবে এই দাশরথি॥"

এই যে সমুজ্জ্বল ভক্তির শান্ত ও স্নিগ্ধ উচ্ছ্বাস, ভাব ও ভাষা-বিজড়িত এই যে ভক্তি-সুমনোহর কাব্য-চিত্র, ইহার তুলনা নাই। কৃষ্ণপ্রাণ নারদের মুখেই ইহা শোভা পায়। লোককে ভক্তিরসে ভিজাইবার জন্যই এই প্রসঙ্গে নারদের অবতারণা এবং কবিত্ব-গুণে তাহা সার্থক হইয়াছে। ইহাতে নিতান্ত পাষণ্ডের মনও ভক্তিরসে বিগলিত হইয়া পড়ে।

এদিকে স্বয়ং কৃষ্ণই মায়া বলে দ্বিতীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বৈদ্য-বেশে নন্দালয়ে মূর্চ্ছাগত কৃষ্ণকে দেখিতে যাইতেছেন। কত দিগ্বিজয়ী বৈদ্য সেখানে সমাগত! কৃষ্ণও বৈদ্য-বেশে চলিলেন। পথে বৃন্দার সঙ্গে দেখা। কৃষ্ণ-মূর্ত্তি বালককে বৈদ্যবেশে দেখিয়া বৃন্দা রসাভাষে যাহা বলিলেন এবং "নবীন বৈদ্য" যাহা উত্তর দিলেন,—বৃন্দা ও বৈদ্যের সেই উক্তি-প্রত্যুক্তি রস-রচনায় উজ্জ্বল রত্নস্বরূপ।

"বৃন্দা কন করি গদ্য, কোথা যাও, নবীন বৈদ্য?—
দেখ্‌চি নাই বিদ্যা সাধ্য লভ্য।
পাণ্ডিত্য থাকিলে পরে, ত্রিকচ্ছ বসন পরে;—
সে এক চলন সভ্য ভব্য॥
বিশেষ-গণ্য বৈদ্য হ'লে, নর-স্কন্ধে প্রায় চলে,
কেউ বা যায় গজ-আরোহণে।
দেখে তোমার হাব-ভাব, হাতুড়ে বৈদ্যের ভাব,
আমার যেন জ্ঞান হচ্চে মনে॥
হাতুড়ে বৈদ্যের জানি রীত, (তারা) এক ঔষধে দীক্ষিত,
হলাহল, গোদন্তী আর পারা।
ধর্ম্ম-ভয় নাই চিত্তে, ব্যাধের মত জীব-হত্যে,
কর্‌তে সদা ফেরেন পাড়া-পাড়া॥
খুন ক'রে পড়েন না ধরা, সেই সাহসে ব্যবসা করা,
কি পদ দিয়েছেন জগৎপতি!
কিবা অনুমানের লেখা, কিবা সূক্ষ্ম ধাতু দেখা,
অদ্ভুত॥

হাতুড়ে বলেন ধরি হাত, এ ত ঘোর সন্নিপাত,
দধির মাত্ শীঘ্র আন্‌তে হয়।
আগে লয়ে দক্ষিণার কড়ি, ঘর্ষণ করিয়া বড়ি,
দর্শন করান যমালয়॥
যে ঔষধ আম্‌বাতে, তাই দেন সন্নিপাতে,
তাই দেন পৃষ্ঠাঘাতে, যকৃৎ, প্লীহা, পাতে।
ঔষধের দোষে ভুগি, আয়ু থাকৃতে মরে রোগী
অপমৃত্যু হাতুড়ের হাতে॥
ওহে বৈদ্য, শুন, ভাই, সেই লক্ষণ সমুদাই,
দেখ্‌তে পাই আমি তোমার ভাবে।
(তুমি) না জান বচন, প্রমাণ, অনায়াসে হারাবে মান,
মিছে নন্দের রাজ-সভাতে যাবে॥
নন্দ গোকুলের শ্রেষ্ঠ, পীড়িত তাঁর প্রাণকৃষ্ণ,
দিগ্বিজয়ী বৈদ্য কত এল!
ধন্ব গণ্য কবিরাজ, দিবোদাস কাশীরাজ,
ভোগ দেখে শঙ্কিত সবে হ'ল॥
অশ্বিনী-সুত নকুল, না বুঝে ব্যাধির মূল,
নকুল আকুল রাজ-সভাতে।
কহিছেন ধন্বন্তরি, (আমি) কিরূপে অকূলে তরি?
ভাঙ্গা তরী ভাসাবে তুমি তাতে!"
(তখন) হেসে কন নন্দকুমার, কি ভঙ্গী দেখে আমার,
ব্যঙ্গ কর, ওহে গোপ-নারি?
বিদ্যা নাই মোর শরীরে, জান্‌লে কি বিদ্যার জোরে,
ভেঙ্গে বল, তবে বুঝ্‌তে পারি॥
তুমি যে পণ্ডিতের ভার্য্যে, চিনি আমি সেইভট্টাচার্য্যে,
গোরুর বাথানে তাঁর তিনখানা টোল আছে।
(তিনি) পণ্ডিতের শিরোমণি, তুমি হ'চ্চ তাঁর রমণী,
'স্বামীর টীকা' পড়েছো স্বামীর কাছে॥"

তখন বৃন্দার কাছে বৈদ্য নিজের পরিচয় দিতেছেন—

"অসভ্য দেখিয়ে অঙ্গ, মূর্খ ভেবে কর ব্যঙ্গ,
মোর কাছে অবাক্ বাগ্‌বাদিনী।
ডাকৃতে মাত্র ব্যাধি হরি, সেই মোর নাম 'বৈদ্য হরি'
জিহ্বাগ্রে মোর আয়ুর্ব্বেদখানি॥"

এই সূত্রে বৈদ্যরাজ তাঁহার কবিরাজী বিদ্যার যে সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন, তাহা শুনিয়া, বৃন্দার কেন, আমাদেরও হরি-বৈদ্যের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মে।

"সামান্য তরুণ জরে, কজ্জলীতে কার্য্য করে,
ত্রিদোষ-কালে হলাহল বিধি।

গেলে জ্বর পুরাতনে লৌহ খাবে সযতনে,
জ্বরান্তক, জয়মঙ্গলাদি ॥
উপদংশে পারাগুলি, প্লীহায় গুড়-পিপ্পলী,
শোথে অধিকার-দুগ্ধবটী।
গৃহিণীর ঘোচে গৌরব, যদি হয় নৃপ-বল্লভ,
বালা-ধাতে স্বর্ণ-পর্পটি ॥
কাসে বাকসের যশ, মেহেতে সোমনাথ-রস,
ধূর্জ্জটি করেন সব ধার্য্য।
শূলে নারিকেল-খণ্ড, উদরীতে মানমণ্ড,
রক্তপিত্তে কুষ্মাণ্ড, গলগণ্ড রোগ অনিবার্য্য ॥
গোমূত্রাদি পঞ্চ-তিক্ত, ভোজনে যায় বাত-রক্ত,
গুগ্‌গুলেতে বাতের বিরাম।
প্রাচীন বৈদ্যগণ ভাষে, সাধ্য রোগ ঔষধে নাশে,
অসাধ্য রোগেতে দুর্গানাম ॥"

ইহার পরে গোটাকতক মুষ্টিযোগের কথাও বাদ যায় নাই। তখন বৃন্দা জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কোন্ শাস্ত্র-মতে চিকিৎসা কর?

"শুনিয়া কহেন হরি, নিদান ব্যবসা করি,
কেউ নাই ইহাতে আমার বড়।"

নিদান, আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসা-পদ্ধতির একতম,—রোগের মূলানুসন্ধান করিয়া চিকিৎসা। আবার সাধারণ অর্থ অন্তিম, অবসান কালও বুঝিতে হইবে। "হরিবৈদ্য" বৃন্দার কাছে যে আত্মপরিচয় দিতেছেন, তাহা কাব্য-গুণে কেবল ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরী পাটুনীর কাছে ঈশ্বরীর পরিচয়ের সহিতই তুলনীয় হইতে পারে।

"ধনি! আমি কেবল নিদানে।
বিদ্যা যে প্রকার, বৈদ্যনাথ আমার,
বিশেষ গুণ সে জানে ॥

ওহে ব্রজাঙ্গনা, কর কি কৌতুক,
আমারই সৃষ্টি করা 'চতুর্ম্মুখ,'
হরি-বৈদ্য আমি, হরিবারে দুখ,
ভ্রমণ করি ভুবনে ॥

চারি যুগে মম আয়োজন হয়,
একত্রেতে চূর্ণ করি সমুদয়,
'গঙ্গাধর চূর্ণ আমারি আলয়,
কেবা তুল্য মম গুণে!

সংসার-কুপথ্য ত্যজে যে বৈরাগ্য,
জনমের মত করি তায় আরোগ্য,
বাসনা-বাতিক, প্রবৃত্তি-পৈত্তিক,
ঘুচাই তার যতনে।

আমি এ ব্রহ্মাণ্ডে আনি 'চণ্ডেশ্বর',—
আমারই জেনো 'সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর,'
'জয়-মঙ্গল' আদি কোথা পায় নর?—
কেবলই আমার স্থানে॥
দৃষ্টিমাত্র দেহে রাখি না বিকার,
তাইতে নাম আমি ধরি নির্ব্বিকার,
মরণের তার কি থাকে অধিকার?—
আমায় ডাকে যে জনে॥"

বৃন্দার কাছে হরিবৈদ্যের এই পরিচয়টী কাব্য-গুণে কেবল মাত্র ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরী পাটুনীর কাছে ঈশ্বরীর পরিচয়ের সহিত তুলনীয় হইলেও, অন্তর্নিহিত উদাত্ত-ভাবে উহা বঙ্গ-সাহিত্যে অতুলনীয়। ঈশ্বরীর পরিচয়ে পাণ্ডিত্য আছে, কিন্তু উদাত্ত-ভাব (Sublimity) নাই; উহাতে চমৎকারিত্ব আছে, কিন্তু মন গলে না। হরি-বৈদ্যের পরিচয়ে অন্তর্নিহিত উদাত্ত ভাবে মন মুগ্ধ হয়;—ভব-রোগী আশ্বস্ত হয়। "মরণের তার কি থাকে অধিকার, আমায় ডাকে যে জনে?" হরি-বৈদ্যকে ডাকিলে মৃত্যুর ভয় দূরে থাকুক, মৃত্যুর 'অধিকার' পর্য্যন্ত থাকে না।

তখন বৃন্দা একটু রঙ্গ-রস করিয়া নিজেদের একটা অদ্ভুত রোগের কথা বৈদ্যকে জানাইলেন;—

"যে দিকে ফিরাই আঁখি, কালো কালো সর্ব্বদা দেখি,
কি কাল-পীড়া কপালে ঘটেছে।
ওহে নীলাম্বুজ-রুচি, ঘরে থাকৃতে হয় না রুচি
বনে গেলে জীবন যেন বাঁচে॥"

* * *

"ঘরে রৈতে নারি শ্যামের বাঁশরীতে।
মজিয়ে হরিতে;
কুল-লাজ পরিহরি, যাই বনে হেরিতে হরি,—
হরি-দেখা রোগ পার কি হরিতে?"

বৈদ্যও রঙ্গ-রসে, যেমন রোগ, তেমনই ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন;—

"কহেন চিন্তামণি বৈদ্য, এ বাতিক যাবে সদ্য,
একবার একবার করো কৃষ্ণধ্বনি।
কালো জলেতে করো স্নান, কৃষ্ণপক্ষে করো দান,
বিষ্ণুতৈল গায় মেখো লো, ধনি॥" ইত্যাদি

বৃন্দার সহিত এইরূপ নির্ম্মল রসালাপ করিয়া বৈদ্য নন্দপুরীতে উপস্থিত। বৈদ্যের রূপ দেখিয়াই যশোদা মৃতদেহে যেন প্রাণ পাইলেন;—ভাবিলেন, এ যে কৃষ্ণই, কেবল বৈদ্য-বেশে আসিয়াছে মাত্র। তখন,—

"কৃষ্ণ ভাবেন, এ কি দায়, প্রবোধিয়ে কন যশোদায়,
কেঁদো না, মা, হয়েছে শুভযোগ।
আমি নই, মা, তোর হরি, হরি-বৈদ্য নাম ধরি,
হরিব হরির মূর্চ্ছা রোগ।"

সরল বিশ্বাসে সরলা যশোদা রাণী তখন বৈদ্যের কাছে মূর্চ্ছাগত কৃষ্ণের আরোগ্যার্থে কতই না ব্যাকুলতা জানাইলেন!

"তখন প্রভু চিন্তামণি, মন্ত্রণার শিরোমণি
আনি এক মৃত্তিকার ঘট।
নহে স্থূল, নহে ক্ষুদ্র, সহস্র করিয়ে ছিদ্র,
কহিছেন বচন দুর্ঘট॥
(ব্রজে) যদি থাকে কেউ সতী নারী, এই কলসে আন বারি,
অসতীর কক্ষে না আসিবে।
দেখ্‌বে, কেমন বৈদ্য বটি, সেই জলে বাঁটিয়ে বটী,
দিলে গোপাল চৈতন্য পাবে॥"

বৃন্দাবনে ছিলেন রাধিকার শ্বাশুড়ী "জটিলা", আর ননদী "কুটিলা"—দুইজনেই প্রখর-সতীত্বাভিমানিনী। কুটিলাই প্রথমে নিঃশঙ্ক-হৃদয়ে বৈদ্যের আহ্বান স্বীকার করিয়া কলসী কক্ষে করিয়া, দ্রুতপদে জল আনিতে অগ্রসর হইলেন।

"লোককে বলি' জায় বেজার, ঘট ল'য়ে কুটিলে যায়;
ডুবায়ে কুম্ভ যমুনার জলে।
যত বার কক্ষে তোলা রক্ষে হয় না এক তোলা,
দুঃখে বক্ষে ধারা ব'য়ে চলে।"

তাই দেখিয়া কুটিলার মা জটিলা ত আগুন!

"কি কর্‌লি, ছি লো, ছি লো গর্ভে মরণ ভাল ছিল,
জান্‌লে মার্‌তাম সূতিকা-ঘরে টিপে।
দিলি নির্ম্মল কুলে টীকে, টিক্‌টিক্ কর্‌বে লোকে,
টিঁকতে পারবো না কোনরূপে॥
আমি জানি, মোর লক্ষ্মী মেয়ে! অভাগীর সঙ্গ পেয়ে,
খেয়ে বুঝি ফেলেছিস্ মোর মাথা!
আমাদের সে এক কাল ছিল,— এখনকার অভাগীগুলো,
লজ্জা নাই—সজ্জা নিয়েই কথা॥"—ইত্যাদি।

এখানে, এই প্রসঙ্গে কবি তখনকার বিলাসিনীদিগের বিলাসের উপরে বেশ একটু তীব্র কটাক্ষ করিতে ভুলেন নাই। কবি তাঁহার সব পালাতেই অবসর পাইলেই এইরূপ এবং অন্যান্য তৎসাময়িক কুনীতি, কুরীতির উপরে বিলক্ষণ বিদ্রূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে এইরূপ বিদ্রূপের যথেষ্ট সার্থকতাও আছে। সমসাময়িক কবি ঈশ্বর গুপ্তের মত দাশরথিরও সরস বিদ্রূপ করিবার শক্তি অসাধারণ ছিল।

"জটিলে নানা ছলে বলে,' বলে, চল্‌লাম আমি জলে,
ঘট দেহ, হে বৈদ্য গুণ-সিন্ধু।
বলে' গিয়ে যমুনাকূলে, জলে ডুবিয়ে দেখে তুলে,
ঘটে জল থাক্‌লো না একবিন্দু॥"

তখন, 'সতী হ'য়ে অসতী' হইতে হইল দেখিয়া, জটিলা বৈদ্যের প্রতি ঝাল ঝাড়িতে লাগিলেন—

"হতভাগার ভোগায় ভুলে, ভাঙ্গা ঘটে জল তুলে,
ঘটে কলঙ্ক মিছে—কই কারে ?
যাউন বৈদ্য যমের বাড়ী, ছিদ্র যাতে চৌদ্দ বুড়ি,
তাতে কেউ কি জল আন্‌তে পারে ?
আঁজ্‌লা পেতে রৌদ্র ধরা, পাষাণের সত্ত্ব বা'র করা,
বসনেতে আগুন বেঁধে আনা !
কাণ দিয়ে বাজায় শিঙ্গে, ডেঙ্গায় চালায় ডিঙ্গে,
সাধ্য হেন করে কোন্ জনা ?
কার্ সাধ্য কোন্ কালে, জল দিয়ে প্রদীপ জ্বালে,
জলে আগুন কে দেয় কোন্ দেশে ?
হতভাগার কথা শুনে, মায়ে ঝিয়ে মনাগুনে,
জলে ম'লাম জল আন্‌তে এসে !"

এখন যশোদার মনোভাব ভাবিয়া দেখুন। তাঁহার প্রাণকৃষ্ণ মূর্চ্ছাগত ; বৈদ্যও উপস্থিত ; কিন্তু দুই জন ঘোর সতীত্বাভিমানিনী, যেমন কুম্ভ লইয়া গেলেন, তেমনই শূন্য-কুম্ভ-কক্ষে ফিরিলেন—কেহই জল আনিতে পারিলেন না।

"(তখন) যশোদা সঙ্কট ভাবে, ছেলে পাই না জলাভাবে,
উন্মাদিনী হ'য়ে রাণী বলে।
ওরে বৈদ্য বাছা, বল্, সকলে হ'ল দুর্ব্বল,
বল্ তবে রে, আমি যাই জলে ॥"

এইবার হরি-বৈদ্য উভয়-সঙ্কটে পড়িলেন। প্রকৃত কথা অন্তরে জানিয়াও লোক-মধ্যে যে আদর্শ-সতীত্বের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তিনি বৃন্দাবনে সর্ব্বজন-সমক্ষে অলৌকিক পরীক্ষা-ফাঁদ পাতিয়া বসিয়াছেন, সেই কায়মনোবাক্যের সতীত্ব-পরীক্ষায় যশোদাও উত্তীর্ণা হইতে পারিবেন না, ইহা তিনি মনে মনে বেশ জানেন। সচরাচর যাহাকে "সতী" বলে, জটিলা-কুটিলা তাহা হইয়াও সেই আদর্শ-সতীত্বের পরীক্ষায় ফেল্ করিল, ইহা তিনি লোককে দেখাইলেন। জল আনিতে গেলে যশোদারও সেই দশা ঘটিবে, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু পুত্র হইয়া মা-কে এরূপ সর্ব্বজন-সমক্ষে নিদারুণ অবমানিতা করা কোন মতেই চ'লে না। কিন্তু মায়ের মান রাখিতে গেলে, রাধিকার কলঙ্ক-ভঞ্জন, তথা, আদর্শ-সতীত্বের প্রতিষ্ঠা হইল কৈ ?

"(তখন) মনে মনে করে কৃষ্ণ আপন হৃদয় ?
যদি বারি আন্‌তে যশোদা আপনি যায় ॥
অপমান করিতে নারিব আমি তবে।
প্যারীর কলঙ্ক তবে কিরূপেতে যাবে ?"

এই উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া, সুকৌশলী হরি-বৈদ্য কৌশলে মা-যশোদাকে নিবৃত্তা করিলেন।

"বৈদ্য কন, আন্‌তে নীর, উচিত হয় না জননীর,
মাতৃ-হস্তে ঔষধ বারণ।
বিষ-বড়ি মায় দিলে করে, সুধাতুল্য গুণ করে,
হয় না তায় ব্যাধির দমন ॥"

এইরূপে মাতাকে নিবৃত্তা করিয়া, বৈদ্য জ্যোতিষ-বলে সতী-গণনায় বসিলেন। তিনি যেমন কবিরাজীতে ও মুষ্টিযোগে, তেমনই জ্যোতিষেও সুপণ্ডিত। খড়ি পাতিয়া পঞ্চাশ ঘরে পঞ্চাশ অক্ষর লিখিয়া—

"কন বৈদ্য গুণমণি, এসো জনেক রমণি,
হস্ত দেও, বাসনা যে ঘরে।
শুনে, এক ধনী ত্রস্ত, "রত্নের ঘরে দিল হস্ত,
বৈদ্য কন—সতী আছে নগরে॥"

কিন্তু র-অক্ষরে রমণীও সেখানে বহু ছিল। সকলকে ডাকা হইল—

"রাসমণি, রাজমণি, রামমণি, রঙ্গিণী।
রাজকুমারী, রাজেশ্বরী, রক্ষে, রতনমণি॥
রামা, রসিকে, রসদায়িকে, রসমঞ্জরী, রতি!"

—ইত্যাদি অনেকে আসিল। চতুর বৈদ্যরাজ তাহাদিগকে দেখিয়াই বলিলেন—

"এ সব গোপিকা, কেবল ব্যাপিকা,
সতী নহে একজন।
কেবল এক সতী, ভূত ভবিষ্যতি—
তত্ত্ব-কথা হৃদে জানে।
আছে সে রমণী, নারীর শিরোমণি
(এখন) চিন্তামণি-পদ-ধ্যানে॥

* * *

"এক সতী বসতি করে এই ব্রজ-মণ্ডলে।
চিন্‌তে নারে তারে গোকুলে, ডাকে সকলে রাধা বলে।
গতিবিহীনগণ-গতি, দুর্গতি-বিনাশিনী,
গোবিন্দ-প্রিয়া গুণময়ী, গোলোক-বাসিনী,
সে ধনী গোপের কন্যা—গোপনে গোকুলে॥" ইত্যাদি

তখন রাধিকার ডাক পড়িল। রাধিকা স্তম্ভিতা হইলেন—যে কার্য্যে জটিলা-কুটিলা দম্ভে, নির্ভয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেই কার্য্যে রাধিকা, যিনি জীবনে কৃষ্ণ ভিন্ন আর কাহাকেও মনে স্থান দেন নাই, সেই কৃষ্ণৈকপ্রাণা রাধিকা ভীতা, স্তম্ভিতা হইলেন; ভাবিলেন, ভগবানের এ কি অদ্ভুত লীলা, কি ভীষণ পরীক্ষা! কিন্তু ভগবানের আহ্বান, অবহেলার সাধ্য নাই।—

"ল'য়ে ছিদ্র-ঘট কক্ষে, ঘন-ঘন ধারা চক্ষে,"

রাধিকা কৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে চলিলেন।

"এত বলি' হ'য়ে কাতরা, যমুনায় গিয়া ত্বরা,
জলে কুম্ভ দিতে কাঁপে অঙ্গ।
(যেমন) ভুজঙ্গ-গহ্বরে কর, দিতে অতি সুতুষ্কর
(বলে) পাছে ধরে ভুজে ভুজঙ্গ॥"

পাঠক, মনে করিয়া দেখুন, ঐ ছিদ্র-কুম্ভ জলে ডুবাইতে জটিলা-কুটিলার মনে কোন দ্বিধাই হয় নাই। ইহাকেই বলে—"Fools rush in where angels fear to tread"—

কি জানি, যদি মনেরও অজ্ঞাতসারে বা স্বপ্নেও যদি কখন মনে পাপ-চিন্তার উদয় হইয়া থাকে, ইহাই রাধিকার ভয়ের কারণ।

"তাপেতে তনু বিবর্ণ, ঘন ঘন ঘন-বর্ণ
স্মরণ করিয়ে কন প্যারী।
লজ্জা-ভয়ে অঙ্গ দহে, কি বিবন্ধ, গোবিন্দ হে,
ঘটালে ঘটেতে ছিদ্র করি॥
ধরিয়ে কলঙ্ক-ডালি, তুলে দিলে দাসীর শিরে।
বুঝিলাম, হে দীননাথ, ডুবালে দুঃখিনীরে দুঃখ-নীরে॥
ফেল নাই, হে হরি, তুমি অদ্য যশোদায় দায়।
কেবল রাধার শত্রু হাসাবে তুমি পায় পায়॥
একান্ত তোমার পদে সঁপে হে শ্রীমতী মতি।
তোমাকে ভজিয়ে আমার এই হ'ল সঙ্গতি গতি॥
একে ত ব্রজের মাঝে নামটী কলঙ্কিনী কিনি।
(আমার) কালী জানেন মনের কালি কালভয়-ভঞ্জিনী যিনি॥
এইরূপে শ্রীমতী কত মিনতি যুগ্ম-করে করে।
দয়া কর', হে দয়াময়, দাসী ভবে সত্বরে তবে॥
তবে হয় প্রত্যয় বাঁচালে অপরাধে রাধে।
জলমধ্যে দেখা দিয়ে স্থান দাও বিপদে পদে॥"

ত্রেতাযুগে একদিন লঙ্কার সমুদ্র-তীরে অগণ্য লোকরাশির সমক্ষে রামৈকপ্রাণা সীতার ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষা হইয়াছিল। আজ বৃন্দাবনে গোপ-নরনারীর সমক্ষে রাধিকার পরীক্ষা তেমনই অদ্ভুত ও অলৌকিক। ভগবৎকৃপায়, সীতার ন্যায়, রাধিকাও অলৌকিক সতীত্ব-গুণের প্রতিষ্ঠা প্রতিপাদন করিলেন। তখন,—

"লয়ে বারি, রাজকুমারী, যান রাধা রঙ্গিণী।
'জয় রাধা' 'জয় রাধা' রব করে যত সঙ্গিনী॥"

কিন্তু যাঁহার দেহ-মন-প্রাণ সকলেই কৃষ্ণ-চরণে নিবেদিত, তিনি এ প্রশংসা-বাদ স্বীকার করিবেন কেন?—

"শুনে ধ্বনি, প্যারী ধনী, কহেন সহচরীকে।
সই গো, নয় রাধার জয়,
জয় দেও মোর হরিকে॥
ছিদ্র ঘটে জল ল'য়ে যাই
আমি যে নন্দ-ভবনে।
এ আমার শ্যামের কীর্ত্তি,
শুন, গো সখি, শ্রবণে॥
যার কীর্ত্তি, তারই জয়, বল্‌তে হয় সঘনে।
'রাধা জয় জয়' বল, সখি,
তোমরা রাধার কি গুণে॥"

তখন সেই সতীর জল অঙ্গে সিঞ্চন মাত্র কৃষ্ণের মূর্চ্ছাপনোদন হইল। চোদ্দ বৎসরের পরে রামকে পাইয়া কৌশল্যার যেমন আনন্দ হইয়াছিল, আজ যশোদা তেমনই আনন্দে কৃষ্ণকে কোলে করিলেন।

কিন্তু ইহাতে কবির মনস্তৃপ্তি হইল না। চিত্র যেন অসম্পূর্ণ দেখাইতে লাগিল। তাই তিনি এক রমণীকে দিয়া বলাইলেন—

"এক রমণী প্রতিবাসিনী, নারী এসে কহেন বাণী,
বল দেখি, গো নন্দরাণী, তোর কি দয়া নাই?
জীবন আন্‌লে রাজার মেয়ে, (তোর) জীবন উঠ্‌লো জীবন পেয়ে,
নৈলে ত জীবন যেয়ে শোকানলে মরৃতে।
চন্দ্রমুখী শ্রীরাধিকে, বাঁচালে তোমার প্রাণাধিকে,
আগে চন্দ্রবদনীকে, হয় কোলে করৃতে॥
রাণী বলে, মরি মরি, আয় কোলে, মা, রাজকুমারি,
তোর গুণে পেলাম, গো প্যারি, প্রাণের কৃষ্ণধনে।
তো হ'তে সুখ জন্মায় অতি, হ'য়ে থাক জন্মায়তি,
তুমি, মা, সাবিত্রী সতী, এই বৃন্দাবনে॥
(তখন) দক্ষিণ কোলেতে হরি, বামে ল'য়ে রাইকিশোরী,
রাণী যেন রাজরাজেশ্বরী, দাঁড়ালেন উল্লাসে।
আ মরি, কি পুণ্য-ফল, যশোদার জন্ম সফল,
সোণার গাছে হীরার ফল, ফল্‌লো দুই পাশে॥"

* * *

"বামভাগেতে শ্যামমোহিনী, শ্যামচাঁদ শোভিছে দক্ষে।
কি শোভা যুগল-রূপ, যশোদার যুগল কক্ষে!
ব্যাকুলা হ'য়ে নন্দনারী, বলে, কিছু বুঝিতে নারি,
রাই হেরি, কি, শ্যাম হেরি, কোন্ রূপের কার ব্যাখ্যে॥
(কিবা) বর্ণ রাধা-কমলিনী, স্বর্ণ-সরোজিনী জিনি,
নীলমণি নির্ম্মল আমার, নীলকান্তাপেক্ষে;—
দাশরথি কহে বিশিষ্ট, পাপ-নয়নে নহে দৃষ্ট,
এক-অঙ্গ রাধা-কৃষ্ণ, (একবার) দেখ, জননি, জ্ঞানচক্ষে॥"

এখন চিত্র সম্পূর্ণ হইল। পাঠক, একবার "জ্ঞানচক্ষে" দেখিয়া নয়ন-মন সফল করুন।

এই ক্ষুদ্র খণ্ড-কাব্যখানি ভগবদ্ভক্তির কি চমৎকার চিত্র। রাধিকা ইহাতে মূর্ত্তিমতী প্রেম-ভক্তি; নারদে শান্ত-রসের কবিত্বপূর্ণ ব্যঞ্জনা; যশোদায় বাৎসল্য-রস উচ্ছলিত; এবং বৃন্দা ও হরি-বৈদ্যের রসালাপে নির্ম্মল হাস্যরস মুখরিত। কায়-সতীত্ব অপেক্ষাও উচ্চতর সতীত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠাই লোক-শিক্ষায় এই কাব্যের উদ্দেশ্য। তাই, জটিলা-কুটিলার কায়-সতীত্বকে নিষ্প্রভ ও প্রতিহত করিয়া, রাধিকার কায়মনোবাক্যের সতীত্বকেই সমুজ্জ্বল করিয়া দেখান হইয়াছে। তবু যদি কোন সমালোচক ইহাতে কাব্য-সৌন্দর্য্য না দেখিতে পান, তবে সমালোচকেরই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। দেশের লোক-সমাজ, এমন কি, কাব্যরসজ্ঞ পণ্ডিত-সমাজও ইহার যথেষ্ট সমাদর করিয়াছেন এবং যতদিন লোকের মনে ভক্তিরসের বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, ততদিন এরূপ রস-সৌন্দর্য্যোজ্জ্বল কাব্যের অনাদর হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই।

* * *

(২)

এইরূপ নানা পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে দাশরথির খণ্ডকাব্যগুলি রচিত এবং সবগুলিতেই ভক্তিরসের সহিত নানাবিধ রস উচ্ছলিত। এই বিরাট পাঁচালী-গ্রন্থের অর্দ্ধেকের উপর কৃষ্ণলীলার নানা চিত্রপট এবং উহার প্রত্যেকটী এমন রসাল কবিত্বের সহিত চিত্রিত যে, মনে হয়, কৃত্তিবাস যেমন রামায়ণ প্রচারের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কাশীরাম যেমন মহাভারত প্রচারের জন্য, তেমনই দাশরথি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বঙ্গে কৃষ্ণলীলা প্রচারের জন্য। জন্মাষ্টমী, গোপীদিগের বস্ত্রহরণ, কলঙ্কভঞ্জন, কুরুক্ষেত্রে মিলন—এগুলির ত কথাই নাই; অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পালাগুলিও কবিত্ব-গুণে মনোহর।

গোষ্ঠলীলায় সখ্য ও বাৎসল্য মাখামাখি করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। যশোদা কৃষ্ণের রক্ষা বন্ধন করিয়া, যখন গোষ্ঠে বিদায় দিতেছেন, তখন,—

"দেখ দেখ, মা, দেখ দুর্গে, নীলমণি তোর বনে যায়,
(আমি) রাখাল সঙ্গে দিই নাই গোপাল,
দিলাম মা, তোর রাঙ্গা পায়॥"

* * *

"আমার জীবনের জীবন যায় বন, ভুবন-জননি।
প্রচণ্ড তপনতাপে ঘামিলে মুখ, যদি দুর্গে,
আমার দুধের গোপাল দুঃখ পায়, বলি পায়,
প্রকাশিয়ে দয়া, ও যোগীন্দ্র-জায়া,
চরণ-কল্পতরু-ছায়া দিও অমনি॥"

* * *

গোষ্ঠে যাইবার সময়ে যশোদা বালক-কৃষ্ণকে সাবধান করিয়া দিতেছেন,—

"দূর বনে যেও না, যাদু, দুঃখিনীর প্রাণ।
ভুলে আর ক'র না কালিন্দীর জল পান॥
হইলে পিপাসা, যেও অন্য নদীর কলে।
লাগিলে রবির তাপ, বৈস তরুমূলে॥
সঙ্গী ছাড়া হয়ে রে যেও না কোনখানে।
দুরন্ত কংসের দূত ফেরে বনে-বনে॥"

এ সব বাৎসল্য রসের অভিব্যক্তিতে সহৃদয় পাঠককে অশ্রুসিক্ত হইতে হয়।

কৃষ্ণকালী-প্রসঙ্গে অসময়ে বাঁশীর রবে রাধিকা-উতলা হইয়াছেন। বনে যাবেন, কি না, এই ভাবনা;—

"তবু মন বুঝে না, মন বুঝাতে করি মন ভারি?
সে ত মন দিয়ে তোষে না মন, মনস্তাপে মরি॥
মন দিয়ে মন পাব বলে, মন সঁপিলাম আগে।
এখন মনহারা হয়েছি, মরি, মনের অনুরাগে॥
মন যা করে, মনের কথা মন বিনে কে জানে।
বললে পরে মনের কথা, মন দিয়ে কে শুনে।

সে করে না মনোযোগ, মন করে তার আশা।
এখন মন্দিরে বসিয়ে কাঁদি, দেখে মনের দশা॥
মনে মনে মান করে, সই, থাকি মনের দুখে।
(বলি) হেরব না আর মনোহরে, থাকব মনের সুখে॥"
"যাব না করি মনে, মন কি মানে বাঁশী শুনে?
বাঁশীতে মন উদাসী, হইগে দাসী শ্রীচরণে॥
মনে হয় মানে বসি, হেরব না আর কালশশী,
কাল হলো মোহন বাঁশী, না হেরিলে মরি প্রাণে॥
পারিস কেহ, সহচরি, রাখতে মোর মনকে ধরি,
কালাচাঁদ প্রেমডুরি বেঁধে মনে বনে টানে॥"

এ সব স্থলে ভাষা ভাবকে টানিয়া আনিতেছে, কি ভাব ভাষাকে টানিয়া আসিতেছে, বুঝা ভার—দুয়ে এমনি জড়াজড়ি! আবার একটু ভাষার নমুনা দেখুন,—

"শুনে বাক্য কিশোরীর, প্রেমে পুলক-শরীর,
চক্ষে বহে প্রেমনীর, বলে, চল যতনে।
তেয়াগিয়া কুল-লাজ, সবে বলে সাজ, সাজ,
করিব না কাল ব্যাজ, দেখতে কালরতনে॥
অলসে অবশ কায়া, যায় যত গোপ-জায়া,
ল'তে কৃষ্ণ পদছায়া, দ্রুত কুঞ্জ-কাননে।
ত্যজে শঙ্কা পরস্পর, সংসার ভাবিয়া পর,
হরি ব্রহ্ম পরাৎপর, চিন্তা করে মননে॥"

যেন ভাবের মৃদু হিল্লোলে জলের মত ভাষার প্রবাহ।

বাঁশরীর স্বর শুনিয়া সখী-সঙ্গে রাধিকা বনে যাইতেছেন! পথে ননদিনী তাঁহাকে ফিরাইবার জন্য হাত ধরিলে, রাধিকা বলিলেন—

"(আমার) প্রাণ হয়েছে অগ্রগামী—মিথ্যা ধরবে দেহ।"

এইরূপ শত-শত স্থলে কবিত্ব যেন মুঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে।

বস্ত্রহরণের ব্যাপার শুনিয়া কুটিলা দ্রুত যমুনার ঘাটে গিয়া রাধিকাকে তিরস্কার করিতে-করিতে ঐ যমুনার জলেই রাধিকাকে ডুবিয়া মরিতে বলিলে, রাধিকা যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রেম-ভক্তির কি চমৎকার ওজস্বিনী অভিব্যক্তি!—

"আবার বললে ডুবে মর, ডোবা অতি সুদুষ্কর,
না ডুবলে কি জানা যায়, হরি কি গুণযুক্ত?
কৃষ্ণের প্রেমার্ণবে, যে না ডোবে, সেই ত ডোবে,
যে ডোবে, সে ডুবে হয় মুক্ত॥
(যদি) পাতালে মাণিক থাকে, না ডুবলে কি পায় তাকে?—
ও ননদি! পাতাল কত দূরে—
আমি একবার ডুবে দেখব, কারো কথা না গায়ে মাখব,
যাও, যাও,—কলঙ্কিনী নাম রটাও গে ব্রজপুরে॥"

ভক্তিরস ফুটাইতে দাশরথি যেমন সিদ্ধহস্ত, তেমনি হাস্যরসে ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপেও তাঁহার ক্ষমতা অসাধারণ। কুলারে বামুন ও লোভী পুরোহিতের প্রতি বিশেষ করিয়া কটাক্ষ করিতে তিনি কোন সুযোগই ছাড়েন নাই।

হাস্যরসেও তিনি অদ্বিতীয়। গরুড়ের দর্পচূর্ণ করিতে গিয়া, হনুমান্ আর গরুড়ের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের উক্তি-প্রত্যুক্তি হাস্যরসে তরঙ্গায়িত। এমন এক-টানা সুদীর্ঘ হাস্যরসের অভিব্যক্তি আমাদের সাহিত্যে আর কোথাও বা অন্য কোন সাহিত্যে আছে বলিয়া আমার জানা নাই। ইহা ছাড়া টুক্‌রা-হাসির ঝলক্ প্রায় সব পালাতেই স্থানে-স্থানে বিদ্যমান। রুক্মিণীর পত্র লইয়া এক দুঃখী ব্রাহ্মণ দ্বারকায় গিয়াছেন। দেখে শুনে ও কৃষ্ণের আদর-আপ্যায়নে ব্রাহ্মণের মনে কত আশাই না হইল! শেষে যখন রুক্মিণী-হরণোদ্যত হইয়া কৃষ্ণ রথে চড়িবেন, তখন ব্রাহ্মণকেও সেই রথে চড়িতে বলিলেন—পথে তাঁহার বাড়ীর কাছে নামাইয়া দিবেন। তখন ব্রাহ্মণের মনের কথাগুলি কবি যেন তাহার মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে শুনাইয়াছেন।

"দ্বিজ ভাবে মনে মনে, রথে না হয় যাই।
ভেবেছিলাম মনে যেটা, কপালে ঘট্‌লো তাই॥
নগদ অঙ্ক আঁক্‌য়েছিলাম, আর তবে হলো না।
সেকি! একটী সিকি পাইনে, একি বিবেচনা!
লক্ষণেতে ভেবেছিলাম, লক্ষ টাকা পাব।
শেষে একটী পাই পাইনে; ভাই রে, কোথা যাব!
(ইনি) আত্মসুখের সুখী হয়ে বল্লেন, রথে ওঠ।
মিষ্টভাষী কৃষ্ণ, ইহাঁর দৃষ্টি অতি ছোট॥
(অতি) শক্তশরীর, ভক্ত-বিটেল, কথায় করুণা প্রকাশ।
আহ্লাদে আমাকে আকাশে তুল্লেন, শেষে সকলি আকাশ॥
ইনি পরকে দিবেন কি, আপনি বা কোন্ সুখ-ভোগে থাকেন?
আতর কিনতে কাতর, গায়ে কাষ্ঠ ঘষে মাখেন!
(এক) দরিদ্রের মতন, হরিদ্রা-মাখা, বস্ত্র প্রতিদিন।
আহারের দোষে কৃষ্ণ বর্ণ, মাজাখানি ক্ষীণ॥
বলবো কি, দেখে শুনে, পড়েছি আমি ধন্দে।
ইহাঁর জ্যেষ্ঠ ভাই বলরাম, লাঙ্গল তার স্কন্ধে।
দেবালয়, বিপ্রসেবা, নাহি দেখ্‌তে পাই।
কৃষ্ণ যেন "অহং ব্রহ্ম" ইহাঁর ধর্ম্ম-কর্ম্ম নাই॥"

বলা বাহুল্য, বাড়ী গিয়া ব্রাহ্মণকে মত পরিবর্তন করিতে হইয়াছিল—দেখেন, কৃষ্ণের প্রসাদে প্রাসাদোপম অট্টালিকা, অতুল সম্পত্তি এবং ব্রাহ্মণীর গায়ে আপাদ-মস্তক অলঙ্কার। পুঁথি বাড়িয়া যায়, আর কত দেখাইব?

দ্বিতীয় খণ্ডে রামায়ণ-ঘটিত পালা ১০টী। তাহার মধ্যে রাবণ-বধ ও রামচন্দ্রের দেশাগমন সর্ব্বজনপ্রিয়। ভক্ত হনুমানের একটী গান শুনুন।

"গেল দিন ভবের হাটে।
ও কি হবে, রবি বস্‌লো পাটে॥
আসা যাওয়া সার, হ'লো বারেবার,
কিসে হবে পার, ভবের ঘাটে॥
না ফলিল আমার আশা-বৃক্ষের ফল,
কর্ম্মফলে বনে খেয়ে বেড়াই ফল,
নাইক পুণ্য-ফল, কর্ম্মসূত্র-ফল কি ফলে কাটে?

গুরুদত্ত তত্ত্ব মনে করি যদি,
ভুলাইয়া রাখে ছ'জন প্রতিবাদী,
(তাই) ভাবি নিরবধি, স্বয়গুণে রাখ সঙ্কটে ॥"

প্রত্যেক পালার আখ্যানাংশ এমন করিয়া গঠিত যে, ভক্তি-রসকে মজ্জা করিয়া অন্ত নানাবিধ রস ফুটাইবার বেশ অবসর আছে। আর সে অবসর কবি কোথাও অবহেলা করেন নাই। সকল রসেই কবির অদ্ভুত অধিকার দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। রাবণের অতুল ঐশ্বর্য্য এবং সেই সঙ্গে পাপ-বুদ্ধি দেখিয়া হনুমান বিধাতাকে দোষ দিতেছেন—

"বিধির বুদ্ধি থাকৃলে ঘটে, এ দুর্ঘট তবে কি ঘটে ?
বর দিয়ে মজাইল স্থষ্টি।
আ মরে যাই, চতুর্ম্মুখ, দেখ্‌তে নাই তাঁর মুখ,
আট্‌টা চক্ষে হলো নাকো দৃষ্টি ॥
বিধির যদি থাকৃত চক্ষু, ধার্ম্মিকের কি হতো দুঃখ,
অবশ্য তাঁর হ'তো বিবেচনা।
ইক্ষু-গাছে ফলের স্থষ্টি, হ'লে সে হ'তো কত মিষ্টি,
তা হলে তাঁব বাড়্‌তো গুণপণা ॥
আসল কর্ম্মে সকলই ভুল, চন্দন-গাছে নাইকে ফুল,
যোগীর বাস বদরিকা-মূল, অধার্ম্মিকের কোটা।
শ্রীবামচন্দ্র বনচারী, ধরা-কন্তা ধরায় পড়ি,
ছি, ছি, ছি ! গলায় দড়ি,
(বিধি রে) তোর বুদ্ধি বড় মোটা ॥"
"স্থষ্টি সব স্থষ্টি-ছাড়া, বাজিয়ে পায় শালের জোড়া,
পণ্ডিতে চণ্ডী পড়ে, দক্ষিণা পান চারুটি আনা।"

পিতামাতার প্রতি অনাদর করিয়া স্ত্রীব প্রতি সমাদর দাশরথি অতি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন।

শাস্ত্রে শক্রভাবে ভজনা করিয়াও ভগবদ্দর্শন প্রাপ্তির কথা আছে। কবি রাবণের অন্ত-কালে তাহারই মুখ দিয়া এ কথা ব্যক্ত করিয়াছেন—রাবণকে দিয়া সীতাকে "মা" বলাইয়া-ছেন। ইহাতে রামহস্তে রাবণের মৃত্যুকালে রাবণের প্রতি বিরাগ ঘুচিয়া অনুকম্পারই উদয় হয়। লঙ্কাযুদ্ধের পরে রাম অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলে, কবি কৈকেয়ীকে দিয়া যাহা বলাই-য়াছেন, তাহাতেও কৈকেয়ীর প্রতি বিরাগের পরিবর্ত্তে অনুকম্পাই করিতে ইচ্ছা হয়। ভক্তের প্রতি ভগবানের উদারতা কয়টী কথায় কেমন সুপরিব্যক্ত—

"ভক্তিশূন্য আমি ব্রাহ্মণের নই,
ভক্তিতে আমি চণ্ডালের হই,
ভক্তিশূন্য নর, সুধা দিলে পর, সুধাইনে রে।
(আমায়) ভক্তি করে ভক্তে, বিষ দিলে খাই ॥"

ইহা ছাড়া, অন্যান্য পুরাণ-ঘটিত যে কয়েকটী পালা আছে—তাহাদের মধ্যে দক্ষ-যজ্ঞ, শিব-বিবাহ, আগমনী, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, মহিষাসুরের যুদ্ধ, বামন-ভিক্ষা ও প্রহ্লাদচরিত্র সমধিক প্রসিদ্ধ।

বীররসেও কবির অধিকার কম নয় ;—

"দক্ষের বিনাশ জন্য, দিবাকর আচ্ছন্ন,
করিয়া শিবের সৈন্য, মহানন্দে যায় রে।
পদভরে কম্পে পৃথ্বী, হইল নিকটবর্ত্তী,
মহারাজ চক্রবর্ত্তী, দক্ষের আলয়ে রে ॥
(যেন) দিনে সূর্য্যরাহুগ্রস্ত, দেখিয়া যত সভাস্থ,
কবে হয়ে শশব্যস্ত, চারিদিকে চায় রে।
কহে সব ঋষিবর্গে, না জানি কি আছে ভাগ্যে
আসিয়া দক্ষের যজ্ঞে, বুঝি প্রাণ যায় রে ॥" ইত্যাদি

মার্কণ্ডের চণ্ডী ও মহিষাসুরের যুদ্ধ পালায় বীর-রৌদ্রাদির চমৎকার অভিব্যক্তি আছে। বেশী উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন—আর কতই বা উদ্ধৃত করিব ?

ভগবতী এবং গঙ্গার কোন্দলে দশ মহাবিদ্যার বর্ণনা চমৎকার!

শিব-বিবাহের আগাগোড়াই সুপাঠ্য। হাস্যরসের পাশাপাশি ভক্তিরসকে এমন করিয়া ফুটাইতে কেহ পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। লোভী ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক হিমাচলের নিন্দা, নারদের ঘটকালি, বিবাহ-সভায় নারদ কর্ত্তৃক শিবের কুলজী-খ্যাপন, স্ত্রী-আচারে শিবের কাণ্ড দেখিয়া রমণীগণের লজ্জা—এ সবই লোক-সাহিত্য-ভাণ্ডারে রত্ন-খণ্ড।

দাশরথির আগমনী তুলনারহিত। কোন কবিই মেনকাকে এমন করিয়া আঁকিতে পারেন নাই। গোষ্ঠ-পালায় দাশরথি যশোদাকে যেমন কৃতিত্বের সহিত আঁকিয়াছেন, তাঁহার আগমনীতে মেনকাও ততোধিক কৃতিত্বের সহিত চিত্রিতা।

অগ্রে গণেশ ও পশ্চাতে কার্ত্তিকেয়কে লইয়া পার্ব্বতী আসিতেছেন—

"মেয়েটীর শোভা কেমন, গায়ত্রীর শোভা যেমন,
আদ্য-অন্তে দুটী প্রণব ল'য়ে।"

এ উপমাটী সংস্কৃত-সাহিত্যে কোন মহাকবির হইলেও হইতে পারিত।

আগমনীর গানগুলি এখনও গায়ক ভিক্ষুকেরা গাইয়া বঙ্গের নর-নারীর কণে সুধা বর্ষণ করিয়া থাকে। একটী গান না শুনাইয়া থাকিতে পারিতেছি না—

"কে নাম দিলে ত্রিগুণধারিণী।
কে নাম রেখেছে নিস্তারিণী ;—
বল, মা হ'তে, প্রাণ উমা,
কার কাছে এত, মা, হয়েছ আদরিণী ॥
আমি সাধ করে উমা নাম রেখেছিলাম,
উমা গো! আবার আজি শুনিলাম,
সবে নাকি রেখেছে তোর নাম ভবের ভয়নাশিনী ॥
সুখের তরে তোরে হরে সঁপেছিলাম,
দুখে-দুখে কাল হর অবিরাম,
কে দিয়েছে, মা, তোর দুখহরা নাম, আমি ত জানি দুখিনী।
সদানন্দের ঘরে অন্ন-শূন্য সদা,
কে তোমার নামটী রেখছে অন্নদা,
দ্বিজ দাশরথি ভয়ে কাঁপে সদা, ভবের ভয়হারিণি ॥"

গিরিরাজ-গৃহে, "বসিলেন মা হেমবরণী হেরম্বে ল'য়ে কোলে।
ব্রহ্ম-কোলে ব্রহ্ম-ছেলে বসেছে মা ব'লে॥"

এইরূপ অনেক স্থলেই দাশরথির কবিত্ব লোক-সাহিত্যের গণ্ডী ছাড়াইয়া অনেক উপরে উঠিয়াছে। সাধে কি বাঙ্গলার দিগ্‌গজ পণ্ডিতেরা "দাশুরায়ের পাঁচালী" শুনিয়া মুগ্ধ ও আত্মহারা হইতেন?

কাশীখণ্ডে, কাশীরাজরাজেশ্বর মহাদেব পত্নী ও পুত্র দুইটী সঙ্গে করিয়া হিমালয়ে আসিতেছেন শুনিয়া, গিরিপুরের রমণীরা "রাজরাজেশ্বর" দেখিতে গিয়া যাহা দেখিল, তাহা নিন্দাচ্ছলে মহাদেবের স্বরূপ-বর্ণনা—

"দেখিয়ে হরের বেশ, যে বেশে হয় পুরে প্রবেশ,
এক ধনী কয়, ছিছি, মহেশ—রাজা, কে রটায় লো?
হ'তো যদি রাজটীকে, তবে মেনকার মেয়েটীকে,
এবং সোনার ছেলে দুটীকে, হাঁটায়ে পাঠায় লো?
কিছু দেখিনে রাজার নিশান, কোথায় জয় ঢাক, ডঙ্কা, নিশান,
বলদে চাপিয়ে ঈশান, সেই ভাব তাবৎ লো।
যেমন মূর্ত্তি অদ্ভুত, সঙ্গে সব সেই ভুত,
যেমন দেখেছি ভূত, তেমনি ভবিষ্যৎ লো!
বিবাহ-কালে দেখেছ কাল, এখন কালের সেই কাল,
দর্প করে সেই কাল— সর্পগুলো গায় লো॥
সেই ডম্বরুর ধ্বনি, দেখে এলাম, ওলো ধনি,
সেইরূপ কুল-কুল ধ্বনি, হরের জটায় লো॥
সেই তাল, সেই বেতাল, নাচ্চে আর দিচ্ছে তাল,
এক দণ্ডে সাত তাল, বয়ে যাচ্চে কত তাল লো।
সেই বলদ আছে বাহন, সেই ব্যাঘ্র-ছাল বসন,
সেই কপালে হুতাশন, সেই ভস্ম গায় লো।
মত্ত সেই সিদ্ধি-পানে, সেই ধুতুরার ফুল কানে,
সেইরূপ রাগ-তাল-মানে, সেই রামের গুণ গায় লো॥"

চণ্ডী ও মহিষাসুরের যুদ্ধে বীর, রৌদ্র, অদ্ভুত ও ভয়ানকের সমাবেশ। শুম্ভ যুদ্ধে গিয়া প্রথমেই কালীর এক ভৈরবকে সম্মুখীন হইতে দেখিয়া, তাহাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিয়া, কালী কোথায় জিজ্ঞাসা করিলেন! তখন,

"ভৈরব বলে তোরে বধিতে আস্‌বেন মা কালী।
(তবে) তাঁর চরণের দাস আমি মিথ্যা চিরকালি॥
আমা হ'তে হবে না, ব্যাটা, এম্‌নি কথার দাঁড়া।
কুমড়োর জালি কাট্‌তে, মহিষ-কাটা খাঁড়া!
আমা হ'তেই হবে, ব্যাটা, গয়া গঙ্গা হরি।
দশ-মূলেতে যাবে রোগ, কাজ কি বিষ-বড়ি?"
"সামাল দেখি তুই আমারে।
শ্যামা মা মোর আসবে পরে!

1,29

মা করিবে রণ, কিসের কারণ,—
যদি নিবারণ, হয় নফরে ॥
মা মোর কালী কালরাত্রি,
কাল-ভার্য্যা কালরাজ্যকর্ত্রী ;
আস্‌বে কি সেই মোক্ষদাত্রী,
মক্ষিকা বধিবার তরে ?”

যখন সর্ব্বদেবগণের সম্মিলিত তেজ হইতে দানব-নাশিনী দুর্গার উদ্ভব হইল, তখন দেবীর বর্ণনা অদ্ভুত-রসের চমৎকার অভিব্যক্তি—

“পদ স্থিত ধরাতলে, মস্তক গগন-মণ্ডলে,
সহস্র ভুজে দিক্‌ সকলে, ঘেরিলেন অমনি।
হেমগিরি জিনিয়ে বরণ, লোমকূপে সূর্য্যের কিরণ,
ভয়ঙ্কর-মূর্ত্তি ত্রিনয়নী ॥
(ছাড়েন) হাস্যাননে হুহুঙ্কার, (লাগে) ত্রিভুবনে চমৎকার,
কম্পিত পদভরে মেদিনী।” ইত্যাদি।

“কমলে কামিনী”তে সাধুর পুত্র শ্রীমন্তের মুখে কালিদহে “এক কামিনী হস্তে করি কস্তী গিলে” শুনিয়া শালিবাহন রাজা বিশ্বাস করিতেছেন না ;—বলিতেছেন,—

“বসে জলজে, গজ গিলে যে, রমণী এমন কোথা ?
(কথা) শুনে শ্রবণে, জ্ঞানী কি মানে, মানুষের দুটো মাথা ?
(কথা কি) শুন্‌তে আছে, মালতী ধরেছে, ধূতুরা ফুল।
শুনেছ কোথায়, কভু শোভা পায়, জিহ্বায় উঠেছে চুল ?
শুনিতে দূষ্য, পাষাণে শস্য, নিশিতে কমল ফোটে।
নাহি যথা বারি, বাহিতেছে তরী, মাটিতে ফেলিয়ে বোটে ॥
কথা অযোগ্য, মানে কি বিজ্ঞ, ছাগলের পেটে ঘোড়া।
(খায়) ভেকেতে নাগে, কথা কি লাগে, ছাগে দেয় বাঘে তাড়া ॥
কথা কি মান্য, রোপিয়ে ধান্য, জন্ময়ে আলু ফল।
(হয়) সম্ভব কিরূপ, তেলের স্বরূপ, আগুনেতে জ্বলে জল ॥
নারিকেল গাছে, মহিষ উঠেছে, গো-পাল গগনোপরি।
তেমনি অসম্ভব, করি অনুভব, কামিনী গিলিছে করী ॥”

মশানে শ্রীমন্ত। মুণ্ডচ্ছেদ করিবার জন্য ঘাতক উপস্থিত। তখন, ভগবতী বৃদ্ধার বেশে সেখানে গিয়া ঘাতকের কাছে নিবেদন করিতেছেন—

“শুন হে কোটাল, বাছা, করি রে কল্যাণ।
দুর্ভাগিণী দ্বিজের রমণীর রাখ মান ॥
শুন যদি আমার দুঃখের পরিচয়।
হবে দয়া, পাষাণ হৃদয়ও যদি হয় ॥
বিধিমতে বিড়ম্বনা করিয়াছে বিধি।
পিতা মোর অচল-দেহ, নাস্তি গতিবিধি ॥
শিশুকালে সমুদ্রে ডুবিয়া ম’লো ভাই।
দুঃখের সমুদ্রে সদা ভাসিয়া বেড়াই ॥

কোথা রই, মাতৃকুলে নাহিক মাতুল।
সবে মাত্র স্বামী একটা, সে হ'ল বাতুল॥
মানের অভিমান রাখে না, প্রাণের ভয় নাই।
বিষ খায়, শ্মশানে বসে' গায়ে মাখে ছাই॥
দূরে থাকুক অন্য সাধ, অন্নাভাবে মরি।
কখন বা বস্ত্রাভাবে হই দিগম্বরী॥
সামান্য ধন, শঙ্খ একটা, না পরিলাম হাতে।
স্বামীর এইত দশা, আবার সতীন তাতে॥
(সে) পাগল দেখিয়া, পতির শিরে গিয়ে চড়ে।
তরঙ্গ দেখিয়া তার রৈতে নারি ঘরে॥
উদরান্ন জন্য গিয়ে, পরাশ্রিত হই।
জগতে কেউ স্থান দেয় না, তিন দিন বই॥
পতির কপালে আগুন, কি সুখ ভারতে!
সবে একটা সন্তান, শনির দৃষ্টি তাতে॥
ক'রো না, রে কোটাল, আমার শ্রীমস্তেরে দণ্ড।
আছে এ ব্রহ্মাণ্ডে আমার ঐ ভিক্ষার ভাণ্ড॥"

ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরী-পাটুনীর কাছে ঈশ্বরীর পরিচয় চমৎকার পাণ্ডিত্য-পূর্ণ; কিন্তু এখানে কোটালের কাছে দুঃখিনী বুড়ীর পরিচয়ে করুণ-রস যেন উচ্ছলিত! বেতনের দাস নরঘাতক কাটাল ছাড়া কাহার মন না "বুড়ী"র দুঃখে গলিয়া যায়!

বামন-ভিক্ষায় নারদের উপরে কশ্যপের ক্রোধ ও তিরস্কারটা শুনিবার জিনিষ—

"সুন্দর সভার ছটা, বসেছে দ্বিজের ঘটা,
কপালেতে ঊর্দ্ধ ফোঁটা, কারুর শিরে লম্বা জটা,
কশ্যপ বলেন, ল্যাটা, ঘটালে নারুদে বেটা,
তখনি বুঝেছি সেটা, সমূলেতে কর্‌লে খোঁটা;
ভাল কি করেছে এটা, নেহাৎ তার বুদ্ধি মোটা।
পরের মন্দ হবে যেটা, সেই কর্ম্মে বড় আটা;
ঋষির মধ্যে বড় ঠেঁটা, কে কোথা দেখেছে কটা?
নীচে লাউ, উপরে সোঁটা, হাতে করে সদাই সেটা,
বেড়ায় যেন হাবা বেটা, চালচুলো নাই নির্লজ্জেটা;
কি সাউখুড়ি করেন একটা, মিথ্যে কথার ধুকুড়ি ওটা;
সত্য কয় না একটী ফোঁটা, গণ্ডগোলের একটী গোটা;
বিষম দেখি বুকের পাটা, মাগ-ছেলে নাই ন্যাংটা ওটা;
কিছুতে না যায় আঁটা, বেটা সব দুয়ারের ফেন-চাটা॥"

বামনের ত্রিপাদ-ভূমির প্রার্থনায় শুক্রাচার্য্য বলি রাজাকে তিনের দোষ দেখাইতেছেন—

"শুক্রাচার্য্য বলে, বলি, ত্রিপাদ-ভূমি দিও না।
"তিন" কথা বড় মন্দ, তিনের দিকে যেও না॥
(দেখ) ত্রিবঙ্কেতে কৃষ্ণচন্দ্র, বাঁকা বই বলে না।
তিন-কাণ্ হ'লে পরে, মন্ত্রৌষধি ফলে না॥

তিন বামুনে একত্রেতে যাত্রা ক'রে যায় না।
তিন চক্ষু মৎস্য হলে মনুষ্যেতে খায় না।
তিন দ্রব্য দিলে লোক 'শক্র' ব'লে লয় না॥
তিন নকলে খাস্ত হয়, আসল ঠিক রয় না॥
তে-মাথা পথ ভিন্ন কভু ঠিক করা যায় না।
তিনকড়ি নাম হ'লে মড়াঞ্চে বই কয়না॥
তিন তিথিতে ত্র্যহস্পর্শ, শুভ কর্ম্ম করে না।
ত্রিপাপের বৎসর হ'লে, যমের হাতে তরে না॥
এক পুরুষের দুই স্ত্রী, তিন জনেতে বনে না।
ত্রিশঙ্কু রাজার দেখ, স্বর্গে যাওয়া হ'ল না॥
তেঁই বলি, ওরে বলি, ত্রিপাদ ভূমি দিও না॥

প্রহ্লাদ-চরিত্রে, প্রহ্লাদের বিপদে তাঁহার জননী কাতরা হইলে প্রহ্লাদ জননীকে বুঝাইতেছেন—

"প্রহ্লাদ কহেন, মাতা, বলি গো তোমায়।
কৃষ্ণ ভজে কোন্ কালে কালের হস্তে যায়?
আমি কি মরিব ভজে গোলোকের পতি।
হইবে অমৃত-পানে ব্যাধির উৎপত্তি?
লক্ষ্মীর কি অকৃপা হয়, থাকিলে আচারে?
তিক্ত রসে পিত্ত নাশে, কভু নাহি বাড়ে।
কে হয়েছে অধোগামী, করে সাধুসেবা?
পরশি গঙ্গার জল, অপবিত্র কেবা?
বিনয় থাকিলে, কোথা বন্ধু-ভাব চটে?
মাণিক থাকিলে ঘরে, দারিদ্র্য কি ঘটে?
নিষ্পাপী যে জন, মাতা, সে কি পঙ্কে পাকে?
চিন্তামণি-চিন্তা কর্‌লে, চিন্তা কি কভু থাকে?
মোর জন্য, জননি, ভেবো না কোন অংশে।
সিংহের শরণ নিলে, শৃগালে কি দংশে?
আমি অঙ্গ সঁপিয়াছি সেই শ্যামাঙ্গের পা'য়।
ভুজ সঁপিয়াছি চতুর্ভুজের সেবায়॥
পদের গমন কৃষ্ণপদ-দরশনে।
নয়ন সঁপেছি সেই পঙ্কজ-নয়নে॥
রসনা জপিছে রসময় কৃষ্ণ-বুলি।
কেশে মাখিয়াছি, কেশবের পদধূলি॥
মজেছে মোর মনোভৃঙ্গ মনের উল্লাসে।
মধুসূদন-চরণ-কমল-মধু-রসে॥"

এখানে ভাবের প্রশংসা করি, কি ভাষার প্রশংসা করি,—বুঝিতে পারি না। যেমন ভাব, তেমনই ভাষা;—হৃয়ে মিশিয়া ভগবানে আত্ম-সমর্পণ যেন তুলিকা দিয়া চিত্রিত?

সাহিত্যাচার্য্য ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বড় কথাই বলিয়াছেন যে, দাশুরায়ের ভাব ভাষাকে টানিয়া আনে, না, ভাষা ভাবকে টানিয়া আনে, বলা শক্ত!

দাশরথির রচনা অনুশীলন করিলে ইহাই ধারণা হয় যে, কবিত্ব-শক্তির সহিত অপূর্ব্ব ভাষা-সম্পদ থাকাতেই উহা এমন লোকপ্রিয়। ভাষায় তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল বলিয়াই, তিনি যেখানে যে রস ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেখানে সেই রস অবাধে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভাবের তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়া ভাষা যেন প্রবাহের মত চলিয়াছে। অনেক স্থানেই কোথাও কষ্ট-রচনা লক্ষিত হয় না। দাশরথির ভাষার আর এক গুণ,—উহার সরলতা। তাঁহার অধিকাংশ রচনাই সহজ ও সুখ-বোধ্য। এ সব গুণ না থাকিলে, উহা লোক-শিক্ষার উপযোগী হইত না—লোকপ্রিয়ও হইত না।

অনুপ্রাস-গুণে দাশরথির ভাষা আরও মধুর হইয়াছে। অনুপ্রাস-সম্পদে বাঙ্গালা-সাহিত্যে তিনিই রাজা এবং রাজাদেরই মত তিনি সে সম্পদের সদ্ব্যবহার ও অপব্যবহার দুই-ই করিয়াছেন;—তবে সদ্ব্যবহারই বেশী। কোথাও কোথাও তাঁহার অনুপ্রাস-বাহুল্যে কর্ণ পীড়িত হয় বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই অনুপ্রাসে তাঁহার ভাষা সমুজ্জ্বল হইয়াছে।

"আর কি থাকে কুল, এসেছ গোকুল,
ডুবাইতে কুল, অকূল সাগরে।"
"ওহে ব্রজরাজ, কি সুখে বিরাজ,
কর তুমি রাজ-সিংহাসনে॥"
"হরিনাম লিখি, পরিণাম রাখি,
হরি-গুণ ধরি ধন্য।
হরি বলে ডাকি, হরিষে তাই থাকি,
হরিনে কাল হরি ভিন্ন॥"

এইরূপ অনুপ্রাস পাঁচালীর ছত্রে-ছত্রে বিরাজমান। অনুপ্রাসের জন্য দাশরথিকে কষ্ট করিতে হইত না, তাহা তাঁহার ভাষা পড়িলেই বেশ বুঝা যায়। ভাবের মুখে, ভাষার টানে অনুপ্রাস যেন আপনিই আসিয়া পড়িত। যিনি অনুপ্রাসে কথা কহিতে পারিতেন, * তাঁহার পক্ষে অনুপ্রাস সহজ হইবারই কথা। যেখানে তিনি চেষ্টা করিতে গিয়াছেন, সেইখানেই দোষের হইয়াছে। তবে সেরূপ স্থল বিরল।

নানা বিষয়ে জ্ঞানও দাশরথির আর এক সম্পদ। সংসারের সকল বিষয়েই তাঁহার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। সংসারের কত কথাই তাঁহার পাঁচালীর মধ্যে আছে, ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। উদাহরণ দেওয়া অসম্ভব। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র—"সহিসের ঘোড়ায় চড়া"ও দাশরথির দৃষ্টি এড়ায় নাই—

---

* শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর মহাশয়ের মুখে এ বিষয়ে যে গল্পটী শুনিয়াছি, তাহা এই প্রসঙ্গে বলি। (নদীয়া) নাকাশী-পাড়ার বাবুদের বাড়ী দাশরথির পাঁচালী-গানের বাৎসরিক বন্দোবস্ত ছিল। কখনও তাঁহারা ডাকিলে যাইতে হইত; কখনও বা না ডাকিলেও, ঐ পথে আর কোথাও গিয়াছেন—ফিরিবার সময়ে নাকাশীপাড়ায় গিয়া গাওনা করিয়া আসিতেন। এক শত টাকা করিয়া বরাদ্দ ছিল। একবার গিয়া গাওনা করার পরে দাশরথি শুনিলেন যে, বরাদ্দ কুড়ি টাকা কমিয়া গিয়া আশী টাকা হইয়াছে। যাহা হউক, টাকা লইয়া, দাশরথি বাবুদের কাছে বিদায় লইতে গিয়া বলিলেন—"গ্রামের নাম নাকাশী; ডাকলেও আসি, না ডাকলেও আসি; ছিল একশ, হ'ল আশী, আসছে বারে আসি, কি, না আসি।" ইহা শুনিয়া বোধ হয়, বাবুরা বরাদ্দের টাকা পূরা দিবার অনুমতিই দিয়া থাকিবেন।

"(যেমন) ভগ্নীপতি ভাগ্যবান্, সেই বলেতে বলবান্,
সম্বন্ধীর লম্বা কোঁচাখানি।
সহিসের ঘোড়ায় চড়া, ধোপার যেমন পোষাক পরা,
তাতে কি প্রশংসা হলো, ধনি॥"

দাশরথির কাব্যের আর এক বৈশিষ্ট্য—তাঁহার "ছড়া"গুলি। অলঙ্কার-শাস্ত্রে ইহাকে "মালোপমা" বলে। দাশরথির হাতে ইহা যেন বাস্তবিকই উপমানের "মালা" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেক স্থলেই উপমেয়কে ভুলিয়া গিয়া, ঐ মালার সৌন্দর্য্যেই অবাক্ হইতে হয়;—তখন উহার উপমাত্ব ছাড়া, উহার নিজস্ব একটা রূপ ফুটিয়া উঠে। উহাতে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কত সার কথাই যে সন্নিবিষ্ট, তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। উহার নিজস্ব রূপ-গুণ আছে বলিয়াই সর্ব্ব সাধারণে উহাকে "ছড়া" নামে বিশেষিত করিয়াছে। অনেক "শিক্ষিত" ব্যক্তিও ঐ সব ছড়ার সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। কিন্তু "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।" কেহ-কেহ নাকি ঐ ছড়াগুলির উপরেই বিষম বিরক্ত। কলঙ্ক-ভঞ্জনের উদ্ধৃতাংশে, পাঠক, ছড়ার নমুনা পাইয়াছেন। প্রায় প্রত্যেক পালাতেই ঐরূপ দুই তিনটী করিয়া ছড়া আছে। এগুলি দাশরথির পাঁচালীর একটী চমৎকার উপভোগ্য সামগ্রী।

দাশরথি বিদ্বান্ ছিলেন না। সামান্য লেখাপড়া করিয়াছিলেন মাত্র। সংস্কৃত ভাষা অল্প মাত্রও জানিতেন কি না, সে বিষয়েও অনেকে সন্দেহ করিয়া থাকেন। * তবু যে পুরাণাদি অবলম্বনে এমন লোকপ্রিয় একটা ধর্ম্ম-সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, ইহা কেবল তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভা-বলে। এমত স্থলে তাঁহার রচনায় যে নানাবিধ দোষ থাকিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? বৈয়াকরণিক উহাতে স্থলে-স্থলে ব্যাকরণ-দোষ পাইবেন, আলঙ্কারিক উহাতে নানাবিধ অলঙ্কার-দোষ পাইবেন, রসতত্ত্ববিৎ উহাতে স্থলে-স্থলে রস-দোষ পাইবেন। কিন্তু গুণের ভাগ উহাতে এত বেশী, উহার ভাব, ভাষা ও রস মোটের উপরে এমন চিত্তাকর্ষক যে, দোষগুলি উপেক্ষা করিয়া গুণেই মুগ্ধ হইতে হয়। সেকালের পণ্ডিত-শ্রোতারা দাশরথির দোষ উপেক্ষা করিয়া গুণেই মোহিত হইতেন।

দাশরথির যে সমস্ত পৌরাণিক পালা এতক্ষণ আলোচনা করা গেল, তাহাদের মধ্যে অশ্লীলতা-দোষ নাই। এ কথা বলিতে হইতেছে এই জন্য যে, অনেক শিক্ষিত লোকের ধারণা, দাশরথির সর্ব্বাঙ্গই অশ্লীলতাময়। ইহা নিতান্তই ভ্রমাত্মক ধারণা। তাঁহার পৌরাণিক পালাগুলি পড়িয়া দেখিলেই এ ধারণা দূর হয়। আজ প্রায় ২২।২৩ বৎসর পূর্ব্বে, আমি তখন যশোহরে, স্বর্গীয় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল কার্য্যোপলক্ষে সেখানে গিয়াছিলেন। তিনি সন্ধ্যার পরে আমার বাসায় আসিলেন এবং স্বরচিত একটী "হাসির গান" গাহিলেন। তখন তিনি উদীয়মান কবি। আমি তখন বটতলার প্রকাশিত দাশরথির পাঁচালি আলোচনা করিতেছিলাম। সুতরাং গানের পরে পাঁচালীর কথা উঠিল। তিনি বলিলেন, তিনি পড়েন নাই; শুনিয়াছেন উহা নাকি বড়ই অশ্লীল। আমি বলিলাম, আচ্ছা, আমি যে-কোন পালা খুলিয়া পড়ি, তুমি শুন। তখন হাতের মাথায় যে খণ্ড ছিল, তাহাই খুলিলাম—দেখিলাম, শিব-বিবাহের পালা। আমি আগাগোড়া পড়িলাম—

* দাশরথির রচনা মধ্যে এমত অনেক স্থল আছে, যাহা দেখিলে, তিনি যে সংস্কৃত কিছুমাত্র জানিতেন না, এমত বোধ হয় না। সংস্কৃত কিছু না জানিলে, সেরূপ রচনা অসম্ভব।

তিনি মনোযোগের সহিত শুনিলেন এবং শেষে বলিলেন, অশ্লীলতা ত নাইই ; পরন্তু উহা যে এত ভাল, তাহা তিনি পূর্ব্বে জানিতেন না। তিনি আরও বলিলেন যে, কলিকাতায় ফিরিয়া দাশরথির পাঁচালী সংগ্রহ করিয়া আগাগোড়া পড়িবেন। পাঁচালী-সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা আধুনিক অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির ছিল এবং এখনও আছে। এই দেখিয়াই আমি কিছু দিন পরে কলিকাতায় আসিলে, আমার পরমবন্ধু ৺যোগেন্দ্র-চন্দ্র বসুকে দাশরথির পাঁচালীর একটি ভাল সংস্করণ করিতে পরামর্শ দিই। তাহারই ফলে ১৩০৯ সালে দাশরথির সমগ্র পাঁচালীর বঙ্গবাসী-সংস্করণ প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন তাহারই তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইতেছে।

যাহা হউক, দাশরথি-সম্বন্ধে অশ্লীলতা-অপবাদটীর মূল তাঁহার রচিত বিরহাদি কয়েকটী বাজে পালা। ঐ পালাগুলিতে কবিত্ব ও রঙ্গরস যথেষ্ট থাকিলেও, রুচি-বাগীশদের পক্ষে ওগুলি রুচিকর নহে, ইহা নিশ্চিত। দাশরথিও পৌরাণিক পালার গান শেষ হইয়া গেলে, অবশেষে আসর-বিশেষে অনুরুদ্ধ হইয়াই ঐরূপ পালা গাইতেন। কম ভদ্র-লোকেই সে সময়ে উপস্থিত থাকিত। পরবর্ত্তী পাঁচালীকারেরা দাশরথির মত প্রতিভার অভাবে, নূতন ভাল-ভাল পালা রচনায় কৃতিত্ব দেখাইতে না পারিয়া, মন্দের দিকেই বাড়া-বাড়ি করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই পাঁচালীর দুর্নাম। এই বাজে পালাগুলি সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং উহাদের উপরে দাশরথির দেশব্যাপী সুনাম প্রতিষ্ঠিত নয়—হইতেই পারে না। ও-গুলি বাদ দিলেও কোন ক্ষতি নাই এবং ওগুলি পড়িতে কাহাকেও মাথার দিব্য দেওয়া নাই। কথা হইতেছে, কেবল ঐগুলি ধরিয়া দাশরথির বিচার করিলে, সে বিচার লোকে গ্রাহ্য করিবে না। কি প্রাচ্য, কি প্রতীচ্য, সব দেশের সনাতন সাহিত্যেই অল্প-বিস্তর অশ্লীলতার সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাই বলিয়া, সেই সব অমর কবিদিগকে ইতর ভাষায় গালি দিতে কোন সমালোচক সাহসী হইতে পারেন কি? হইলে তিনিই বাতুল বলিয়া গণ্য হইয়া হাস্যাস্পদ হইবেন। সকল দেশেই দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া, কবিদিগের ঐ সকল দোষ উপেক্ষিত হইয়া, তাঁহাদের সাহিত্য সনাতন-রূপে সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। পুরাতন সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া, আমাদের দেশের আধুনিক সাহিত্যও কি অশ্লীলতা-দোস-বর্জ্জিত হইতে পারিয়াছে? শ্লীল ভাষায় অশ্লীল ভাবের ও ব্যবহারের প্রকটন কি গুরুতর দোষের নহে? তাহার উপর, এখন আবার জুটিয়াছে, ছবির অশ্লীলতা। কিছুদিন পূর্ব্বে যে পত্রিকায় ঐরূপ কিছু থাকার সম্ভাবনা মাত্রও মনে করি নাই, তাহাতে ঐরূপ ছবি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। এখনও কোন কোন পুস্তকে ও পত্রিকায় অশ্লীলতার ছড়াছড়ি দেখিয়া বিস্মিত হই। কথা এই যে, সর্ব্ববিধ লোকের মনোরঞ্জন করিতে গেলেই মধ্যে-মধ্যে ঐরূপ করিতে হয়। দাশরথিকেও সে সময়ের অশিক্ষিত লোকের মনোরঞ্জনার্থই কখন-কখন ঐরূপ সং দিতে হইত। আধুনিকের বেলায় Realism ও Aesthetics ; আর বৃদ্ধ দাশরথির বেলায় "গলাধাক্কা" !'

দাশরথির পৌরাণিক পালাগুলিতে অশ্লীলতা নাই। তবু যে আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে তাহাদের যথোচিত সমাদর নাই, তাহার কারণ এই যে, শিক্ষা-দীক্ষার ফলে এখন ঘরে, বাহিরে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, আচারে, ব্যবহারে সর্ব্বত্রই ভক্তি-ভাবের একান্ত অভাব। এই ভক্তি-ভাবের অভাবেই শিক্ষিত সম্প্রদায় কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়েন না, কাশীরামের মহাভারত স্পর্শ করেন না, রঘুনন্দন গোস্বামীর রামরসায়নের নাম পর্য্যন্তও অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি জানেন না। অথচ শিক্ষিত ব্যক্তির পড়িবার মত বাঙ্গালা রামায়ণ রামরসায়ণের মত আর দ্বিতীয় নাই—ছন্দে, অলঙ্কারে, কবিত্বে, পাণ্ডিত্যে উহা বঙ্গ-সাহিত্যে অতুলনীয়। ভক্তির অভাবেই আজ

পিতৃ-মাতা পিণ্ড পান না, দেব-দেবী পূজা পান না। এখন নিজের বাপের শ্রাদ্ধ উঠাইয়া দিয়া, পরের বাপের "স্মৃতি-সভা" করিতে আমাদের শিক্ষিতগণ সবিশেষ ব্যগ্র! আত্মীয়-স্বজনের দুঃখ-কষ্টের দিকে দৃক্‌পাত নাই; অথচ স্বদেশ-প্রেমে বিভোর! এবং মুষ্টি-ভিক্ষুককে যষ্টি দেখাইয়া বিশ্ব-প্রেমে বিগলিত-হৃদয়! এমত অবস্থায় দাশরথির কাব্যের অনাদর অপ্রত্যাশিত নহে। তবে ভক্তি-ভাবের অভাবই উহার প্রকৃত কারণ। যাঁহাদের মনে বিন্দুমাত্রও ভক্তি-রস বিদ্যমান, তাঁহারা দাশরথির পাঁচালীর পৌরাণিক পালাগুলি পড়িয়া প্রীত হইবেন, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

দাশরথি যে কত গান রচনা করিয়াছেন, তাহা গণনা করি নাই। প্রত্যেক পালায় গড়ে ৫-৬টা গান আছে। অধিকাংশই ভক্তিরসাশ্রিত। এই জন্য শিক্ষিতদের কাছে সে সব গানেরও আদর নাই। অথচ, ভাবে, ভাষায় ও সুরে সেগুলি বেশ উপভোগ্য। কোন ভক্তিরসের গানের আদরই ত শিক্ষিতদের মধ্যে দেখিতে পাই না। রামপ্রসাদের গান, কমলাকান্তের গান, (রঘুনাথ) দেওয়ান মহাশয়ের গান, শিক্ষিতদের মুখরোচকও নহে, কর্ণরোচকও নহে। ভক্তিভাবের অভাবই ইহার একমাত্র কারণ। তাঁহারা এখন এই সব ভক্তিরসাশ্রিত গানগুলিকে "সেকেলে" বলিয়া অভিহিত করিয়া, "একেলে" গানেরই চর্চ্চা করিয়া থাকেন। পালা ছাড়া দাশরথির অতিরিক্ত গানও অনেক আছে, তাহাদের অনেকগুলি আজও অনেক লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়।

এখানে দুইটী গান উদ্ধৃত করিয়া "মধুরেণ সমাপয়েৎ" করিতেছি।

"লম্বিত গলে মুণ্ডমাল, দম্ভিতা ধনী মুখ করাল,
স্তম্ভিত পদে মহাকাল, কম্পিতা ভয়ে মেদিনী।
দিগ্বসনী চন্দ্রভাল, আলুইয়ে পড়ে কেশজাল,
শোভিত-অসি করে কপাল, প্রখরা শিখর-নন্দিনী॥
চারি দিকে যত দিক্‌পাল, ভৈরবী শিবে তাল-বেতাল,
এ কি অপরূপ রূপ বিশাল, কালী কলুষ-খণ্ডিনী॥"

এই গম্ভীর রচনাটী কাহার, তাহা না জানা থাকিলে, ভারতচন্দ্রের বলিয়া মনে হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

একটী আত্মতত্ত্ব-ভাবের গান শুনুন—
"জীব-মীনরে, জীবন গেল।
হ'য়ে কাল, ঐ কাল-ধীবর এল॥
বিষয়-বারি-ক্ষেত্রে, টানে কর্ম্মসূত্রে, ফেলিয়ে জঞ্জাল-জাল॥
কেন আশ্রয় কর্‌লি এ সংসার-বারি,
কাল জাল যায় সেখানে অধিকারী,
এ পাপ-জল পরিহরি, হরির-চরণ গভীর নীরে চল।
দাশরথি বলে নয়ন-জলে ভাসি,
জল কেন হ'য়ে এ জল-অভিলাষী,—
যে জল-মাঝারে জলে দিবানিশি, কলুষ-বাড়বানল॥"

সংস্কৃত-সাহিত্যে সাঙ্গ-রূপক পরম উপাদেয়। বাঙ্গলা-সাহিত্যে উহা বিরল। দাশরথির এইরূপ কয়েকটী আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক শান্ত-রসাত্মক সাঙ্গ-রূপকের গান উজ্জ্বল রত্নবিশেষ।

অভিমত-সংগ্রহ।

(১)

অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রর শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর
কাব্যবিনোদ মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত। *

পঞ্চাশ বৎসরের অধিক হইল, দাশরথি রায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। পাঁচালী-কার ও গীত-রচয়িতা বলিয়া আজিও তাঁহার নাম দেশের সর্ব্বত্র সুপরিচিত।

"বঙ্গবাসী"র শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ভূমিকায় কাশীবাসী বয়োবৃদ্ধ পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের যে পত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতেই প্রকাশ যে, বঙ্গের তদানীন্তন পণ্ডিতমণ্ডলী দাশরথির পাঁচালী শুনিয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠিতেন, এবং আসরে দাঁড়াইয়া তাঁহার সহিত কোলাকুলি করিতেন।

রাখালদাসের বয়সের বাঙ্গালী পণ্ডিত এখন আর কেহই জীবিত নাই। দাশরথি সম্বন্ধে কিছু লিখিব বলিয়া আমি বঙ্গের বহু অধ্যাপকের সহিত আলাপ করিয়াছি। পরলোকগত পণ্ডিতদিগের কথা বলিব না। যাঁহারা এখনও জীবিত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে মূলাজোড় সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ভট্টপল্লীনিবাসী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম, নবদ্বীপের কবিভূষণ অসাধারণ কবি বৈয়াকরণ শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন † ও কাব্যনির্ণয় প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা আলঙ্কারিক শান্তিপুরবাসী শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি ‡ মহাশয়দিগের নাম করিতে পারি। ইহাঁরা সকলেই বাল্যকালে আসরে বসিয়া দাশরথির গান শুনিয়াছেন। দাশরথির প্রশংসার্থ ইহাঁদের প্রত্যেকে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা লিখিতে গেলেই এক একটি প্রবন্ধ হইয়া পড়ে। মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস দাশরথির যেরূপ সুখ্যাতি করিয়াছেন, ইহাঁদের প্রদত্ত প্রশংসা তদপেক্ষা কোনও অংশেই ন্যূন নহে। ইহাঁরা সকলেই বলেন, রচনা-মাধুর্য্যে ও শব্দ-যোজনা-চাতুর্য্যে দাশরথির সমকক্ষ কবি বঙ্গে কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। দেশে দাশরথির রচনার ন্যায় সরস জিনিস আর হইবে না।

গত ১৩১৭ সালের মাঘ মাসে আমি কাশীধামে রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের দর্শন লাভ করি। দাশরথির সম্বন্ধে দুটি কথা তাঁহার নিজের মুখে শুনিব, ইহাই ইচ্ছা ছিল। দাশরথির নাম করিতেই এই ঋষিপ্রতিম বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইল, এবং আমি দাশরথির অনুকূলে দুই একটি কথা বলিতেই তিনি যে ভাবে আমার

---

* শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত,—কলিকাতা ২।১নং রামধন মিত্রের লেন হইতে প্রকাশিত ১৩২০ সালের বৈশাখ মাসের "সাহিত্য" শ্রীযুক্ত কর-মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত।

† এক্ষণে মহামহোপাধ্যায়। ‡ এক্ষণে পরলোকগত।

মস্তকে হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, তাহা জীবনে কখনও ভুলিব না। ব্রাহ্মণ কহিলেন, "তুমি দাশরথিকে কবি বল! আশীর্ব্বাদ করি দীর্ঘজীবী হও।" ইহার অর্থ এই যে, আমাদের শ্রেণীর লোক দাশরথিকে কবি বলিতে সম্মত নহেন। পূজ্যপাদ ন্যায়রত্ন মহাশয় পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন যে, আমি একজন সামান্য রাজকর্ম্মচারী এবং কিঞ্চিৎ ইংরাজী জানি। তাঁহার যেন মনে হইল যে, আমি দাশরথির প্রশংসার্থ দুটি কথা কহিয়া তাঁহার শ্রেণীর পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্মানবর্দ্ধন করিলাম! বৃদ্ধ যুবকের উৎসাহ ও আনন্দের সহিত দাশরথির দুই তিনটি গান উদ্ধৃত করিয়া আমাকে তাহার সৌন্দর্য্য বুঝাইয়া দিলেন।

বঙ্গে এই শ্রেণীর লোক অবশ্যই বিরল হইয়া আসিতেছেন। আমাদের শিক্ষা অন্যরূপ। কিন্তু তাহা হইলেও ইঁহারা কাব্যের দোষগুণ-বিচারে অক্ষম, ইহা বলা যায় কি? ইঁহাদের সকলেরই মতে, দাশরথির পাঁচালী উচ্চ অঙ্গের কাব্য। শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় সংস্কৃত কলেজের একজন প্রাচীন ছাত্র। ইঁহার সহিত আমার যখন দাশরথি সম্বন্ধে কথোপকথন হয়, তখন তিনি তাঁহার স্বরচিত কাব্যনির্ণয় খুলিয়া কবির দুইটি গান আমাকে দেখাইয়া দেন, এবং বলেন, গুণের উদাহরণ বলিয়াই আমি উহা উদ্ধৃত করিয়াছি। *

সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের কথা বলিলাম! এইবার ইংরাজী-শিক্ষাপ্রাপ্ত দুই একজন সুধীর নাম করি। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করিয়াছেন, "যিনি বাঙ্গালা ভাষায় সম্যক্‌রূপ ব্যুৎপন্ন হইতে বাসনা করেন, তিনি যত্নপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত দাশুরায়ের পাঁচালী পাঠ করুন।" সেদিন "আর্য্যাবর্ত্তে" দেখিলাম, আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় শিষ্য শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয়কে ঠিক এই ভাবের কথা বলিয়াছেন,—দাশরথির পাঁচালীই খাঁটী বাঙ্গালার শেষ রচনা। বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ উপাসক ও বর্ত্তমান কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমালোচক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় † আমাকে কহিয়াছেন,—যাঁহারা দাশরথিকে কবি বলিতে চাহেন না, তাঁহারা হয় কাব্যের রসাস্বাদনে অক্ষম, নচেৎ দাশরথির রচনা বিষয়ে অজ্ঞ। আর মত উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন আছে কি?

এইরূপ মত-সত্ত্বেও দাশরথি আধুনিক শিক্ষিতসমাজে উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত! বঙ্গবাসীর শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রতি যেরূপ তীব্র শ্লেষ ও মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহা করিতে চাহি না। তবে এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, বঙ্গসাহিত্যে দাশরথি রায়ের যে স্থান পাওয়া উচিত, তাহা তিনি পান নাই। শিক্ষিত বাঙ্গালী তাঁহার রচনার উপযুক্ত সমাদর করেন নাই। ইঁহাদের অনেকের মতে দাশরথি রায়ের রচনা অপাঠ্য।

এই উপেক্ষা ও অবজ্ঞার জন্য দীনেশচন্দ্রই অনেক পরিমাণে দায়ী। দাশরথি সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য অত্যন্ত প্রতিকূল জানিয়া অনেকে হয় ত দাশরথির রচনা পড়েন নাই। ফল এই দাঁড়াইয়াছে, যদিও দীনেশচন্দ্র স্বয়ং দাশরথিকে কবি ও প্রতিভাশালী কবি বলিতে প্রস্তুত, তথাপি শিক্ষিতসমাজের অনেকেই দাশু রায়কে কবি বলিলে শিহরিয়া উঠেন। অল্পদিন হইল, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-উপাধিধারী এক জন যুবক আমাকে কহিয়াছিলেন, "আপনি কি দাশু রায়কে কবি বলেন? তিনি একজন পাঁচালীর ছড়াদার মাত্র।"

---

* আমি আছি গো তারিণী ঋণী তব পায় ইত্যাদি—কাব্যনির্ণয়; অষ্টম সংস্করণ—৩২৯ পৃঃ। ধনী আমি কেবল নিদানে ইত্যাদি—৩৩০ পৃঃ।

† এক্ষণে পরলোকগত।

আমি তাঁহাকে বুঝাইলাম যে "কাব্যং রসাত্মকং বাক্যম্"; অথবা "কথ্যতে কাব্যং মিষ্টার্থাব্যবচ্ছিন্না পদাবলী" অর্থাৎ রসাত্মক বাক্য অথবা চমৎকার-অর্থযুক্ত পদাবলীই যদি কাব্যের লক্ষণ হয়, তাহা হইলে দাশু রায়ের পাঁচালী কাব্য এবং স্থানে স্থানে উহা অতি উৎকৃষ্ট কাব্য। দুই একটি উদাহরণ শুনিয়া তিনি কহিলেন, "দাশরথির রচনাতেও যে পড়িবার জিনিস আছে, তাহা আপনার মুখে আজ প্রথম শুনিলাম।"

ফলতঃ অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির সহিত কথা কহিয়া বুঝিয়াছি যে, দাশরথির রচনা অশ্লীলতা-দোষে দূষিত, এবং কদর্য্য অনুপ্রাসে পূর্ণ; উহাতে শব্দের ঝঙ্কার ভিন্ন অর্থের চমৎকারিত্ব কিছুই নাই, ইহাই তাঁহাদের ধারণা। এই সকল কারণে অনেকেই দাশরথির রচনা অপাঠ্য মনে করিয়া উহা পাঠ করেন না। কিছু দিন পূর্ব্বে বঙ্গ-সাহিত্যের পরম অনুরাগী সুলেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বিদ্যারত্ন এম্-এ, মহাশয়ের লিখিত বানান্-সমস্যায় দেখিলাম—

দোষ কারো নয় গো মা,
আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।"

দাশরথির এই গানটির স্বখাদ শব্দের টীকা করিতে যাইয়া তিনি ইহাকে "প্রসাদ-সঙ্গীত" * বলিয়াছেন! সত্য সত্যই বলিতেছি, "সাহিত্যে" যেদিন এইটি পড়িলাম, সেই দিনই মনে হইল, দাশরথির দোষক্ষালনার্থ দুটি কথা লিখিব। অধ্যাপক ললিতকুমার দাশরথির গানকে রামপ্রসাদের গান বলিবেন, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

সম্প্রতি একখানি গানের বহি দেখিলাম, নাম গীতিমালিকা। সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘটক বি, এ,। দাশরথির একটি অতি প্রসিদ্ধ গান—

"ননদিনী গো বলো নগরে, সবারে,
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী
কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে।" ইত্যাদি।

উদ্ধৃত করিয়া, তলায় রচয়িতার নাম লিখিয়াছেন,—"মধুসূদন কিন্নর।" ইহা দাশরথির দুর্ভাগ্য ভিন্ন আর কি বলিব! "বঙ্গবাসীর" হরিমোহন অনায়াসেই বলিতে পারেন যে, আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় মনে করেন যে, তাঁহারা রামপ্রসাদ, দাশরথি, মধু কান প্রভৃতির নাম জানেন, ইহাই যথেষ্ট। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয় দাশরথির প্রতি শিক্ষিতসমাজের অবজ্ঞার কথা তুলিয়া যে সরস বিদ্রূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, আমি উহা পত্রস্থ করিব না। উহার অর্থ এই যে, শিক্ষিত ব্যক্তিগণ মনে করেন যে, দাশরথিকে না জানাই সুশিক্ষার পরিচয়।

কিন্তু শিক্ষিতসমাজ যতই অবজ্ঞা করুন না কেন, দাশরথির রচনা দেশে অনাদরের বস্তু নহে। বঙ্গদেশে এমন স্থান অতি অল্পই আছে, যেখানে দাশরথির রচনার প্রচার নাই। বাল্যকাল হইতে এ পর্য্যন্ত দেশের কত স্থানে, কত ভাবে দাশরথির ছড়া ও গান শুনিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। অতি অল্প বয়সে ফরিদপুর জেলায় এক পরমাত্মীয়ের আলয়ে যাত্রা শুনিতে বসিয়াছি; গৌরচন্দ্রিকার পরে অধিকারী মহাশয় সাধা গলায় সীতার বনবাস পালা আরম্ভ করিলেন;—"শ্রবণে পবিত্র চিত, বাল্মীকির সুরচিত, রামতত্ত্ব সুধার সোসর।" তখন জানিতাম না, এখন জানিয়াছি, ইহা দাশু রায়ের ছড়া। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে নলডাঙ্গার বিখ্যাত ভূস্বামী শ্রীযুক্ত প্রমথভূষণ দেব রায়

* সাহিত্য, ১৩১৮, ভাদ্র, ৩৮০ পৃষ্ঠা।

বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পর রাজবাটীতে সঙ্গীতের আয়োজন হইল। রাজা বাহাদুরের সুযোগ্য দেওয়ান বরদাবাবু স্বয়ং গান ধরিলেন, "কে নাম দিলে ত্রিগুণধারিণী, কে 'নাম রেখেছে নিস্তারিণী" ইত্যাদি। ইহার তিন বৎসর পরে বাঁকুড়ায় গিয়াছিলাম, সেখানেও পল্লীগ্রামের এক ব্রাহ্মণের মুখে প্রথমেই গান শুনিলাম—

"মন রে! বিপদে ত্রাণ আর হলিনে,
বলিতে হরি তোয় আর বলিনে,
তুই এ জনমে হরিপদ-নলিনে স্থান নিলি নে" ইত্যাদি।

বার চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা জেলার বকযুড়ি গ্রামের সম্ভ্রান্ত জমীদার মুন্সী বাবুদের বাড়ীতে দুর্গোৎসব দেখিতে গিয়াছি। রাত্রিতে দেবীমণ্ডপের সম্মুখে বামা-কণ্ঠে গান হইতেছে—

"জামাই নাই মা আর তোর ভিখারী,
শিব কাশীতে রাজরাজেশ্বর,
তোর মেয়ে রাজরাজেশ্বরী॥" ইত্যাদি।

শুনিলাম, গৃহস্বামী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন সেন বি, এল, মহাশয় এই গানটি বড়ই ভালবাসেন।

ইহার কিছুদিন পরেই ঢাকা জেলার এক প্রান্তে পদ্মাবক্ষে তীরলগ্ন নৌকায় বসিয়া আছি, সকালবেলা এক ভিক্ষুক বৈষ্ণব নৌকায় আসিয়া গান ধরিল—

"কানাই! এ কি ভাই, রইলি প্রভাতে অচৈতন্য।
উঠলো ভানু, ও নীলতনু! যায় না ধেনু, বেণু ভিন্ন।" ইত্যাদি। *

বলা বাহুল্য, এ সকলই দাশরথি রায়ের গান।

আর কত বলিব? এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার চৌদ্দ পনেরটি জেলা ঘুরিয়াছি; যেখানে গিয়াছি, সেইখানেই দাশরথির গান শুনিয়াছি। এক দিকে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, অন্য দিকে রাজসাহী, দিনাজপুর, অথবা ঢাকা, মৈমনসিংহ, চট্টগ্রাম, ইহার কোনও স্থানেই দাশরথি অপরিচিত নহেন। হুগলী, বর্দ্ধমান, নদীয়া, যশোহর, চব্বিশ পরগণা প্রভৃতির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

দেশের ভিক্ষুক হইতে ভূস্বামী পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে এমন প্রচার অন্য কাহারও কবিতার আছে কি? এমন কি, রামপ্রসাদের গানেরও নাই। প্রসাদের গানগুলি প্রায় একই সুরের, এবং একই ভাবের; দাশরথির গানগুলি নানা সুরের, এবং নানা ভাবের। কাজেই অক্ষয়চন্দ্রের কথায় বলিতে হয়, যাহারা "দাশরথির পাঁচালী অপাঠ্য" বলেন, তাঁহারা উহা পড়েন নাই।

এইবার দীনেশচন্দ্রের মন্তব্যের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। তাঁহার মতে, দাশরথির প্রধান দোষ, অশ্লীলতা। দাশরথির রচনায় যে অশ্লীলতা আছে, ইহা কে অস্বীকার করিবে? তবে এ কথা ঠিক যে, তাঁহার পৌরাণিক-আখ্যান-মূলক পাঁচালীগুলিতে অশ্লীলতার অংশ অতি অল্প। অনেক পালায় অশ্লীলতা একবারেই নাই। নলিনী-ভ্রমরোক্তি, বিরহ, বা নবীন-সোনামণির দ্বন্দ্ব প্রভৃতি দাশরথির মূল গ্রন্থ নহে, প্রহসনমাত্র।

* এই গানটি শিশুপাঠ্য পুস্তকে স্থান পাইয়াছে।

এ কথা ত অবশ্য স্বীকার্য্য যে, দাশরথি যে কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে কালে দেশে অশ্লীলতার আদর না থাকিলেও, প্রসার ছিল। তিনি প্রথম বয়সে কবির দলে গান বাঁধিয়া দিতেন। তখন ইতর শ্রেণীর শ্রোতা অনেকেই কেবল "মোটা" শুনিবার জন্ম কবির গান শুনিতে যাইত। দাশরথি, সময়ের ও কবির দলের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তিনি সুশিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার সময়ে সাহিত্যে নৈতিক চাবুকেরও ব্যবস্থা ছিল না। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় দাশরথির সময়ের কবি। তিনিও অশ্লীলতা বর্জ্জন করিতে পারেন নাই। দাশরথির রচনা সম্পূর্ণরূপে অশ্লীলতা-বর্জ্জিত হইবে, ইহা কখনই আশা করা যায় না। দীনেশ বাবু নিজেই বলিয়াছেন যে, ভারত-চন্দ্র বায়রণ প্রভৃতি এ দোষ হইতে মুক্ত নহেন। স্বয়ং মহাকবি সেকস্‌পীয়ার ভিনস ও অ্যাডোনিস লিখিয়াছেন।

সাধক কবি রামপ্রসাদ প্রথম বয়সে বিদ্যাসুন্দর লিখিয়াছেন, উহা অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ। তাই বলিয়া উহাঁর রচিত ভাষার শ্রেষ্ঠরত্ন শান্তরসাত্মক গীতগুলি কি বর্জ্জন করিতে হইবে ?

বস্তুতঃ অশ্লীলতার দোহাই দিয়া দাশরথির রচনা বর্জ্জন করা যায় না। তবে দেশের রুচি অনুসারে সময়ের পরিবর্ত্তনে ধর্ম্মমূলক সাহিত্যের আদর নাই, ইহা ঠিক! সেদিন—গত মাঘ মাসের "সাহিত্যে" পাঁচকড়ি বাবুর প্রবন্ধে দেখিতেছিলাম, ইংলণ্ডের এক ধর্ম্মযাজক দেখাইয়া দিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ে সাহিত্য ধর্ম্মহীন হইয়া উঠিতেছে। আমাদের দেশেও তাহাই ঘটিয়াছে। বঙ্কিমের কৃষ্ণ-চরিত্র অপেক্ষা মৃণালিনীর পাঠক অধিক! নবীনের রৈবতক বা কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা ভানুমতীর বা অবকাশরঞ্জিনীর পাঠক অধিক। দাশরথির মৃণালিনী, ভানুমতী নাই; কৃষ্ণচরিত্র, কুরুক্ষেত্র আছে। সুতরাং দাশরথিকে অনায়াসে বাদ দেওয়া যাইতে পারে। নাট্যশালায় আমরা যে পৌরাণিক নাটক দেখিতে যাই, তাহার বোধ হয় অন্য কারণ আছে। ইহাই যদি কথা হয়, তাহা হইলে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। কিন্তু এ হিসাবে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দাশরথির বিরুদ্ধে কিছুই বলেন নাই, কেননা, তিনি নিজে পৌরাণিক কথায় একান্ত শ্রদ্ধাবান্। তাঁহার রচিত 'সতী', 'বেহুলা' 'জড়ভরত' প্রভৃতি পড়িলেই ইহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। বস্তুতঃ পৌরাণিক কথা লুপ্ত হইবার এখনও বিলম্ব আছে! অধ্যাপক ললিতকুমার ছড়া ও গল্পে রুহিমাছের মুখে দুর্য্যোধনের দ্বৈপায়ন হ্রদে লুকাইয়া থাকিবার তুলনা তুলিয়াছেন, দেখিয়াছি।

ফলতঃ ভ্রম সকলেরই চোখে পড়ে, কিন্তু কাব্যের সৌন্দর্য্য, যাহা সকলের অধিগম্য নহে,—তাহা দেখাইয়া দেওয়াই সমালোচকের কর্ত্তব্য। দুঃখের সহিত বলিতে হয়, দীনেশ বাবু দাশরথি সম্বন্ধে এ রীতি অবলম্বন করেন নাই। দাশরথির পাঁচালীতে উপাখ্যানভাগে পটুতার যে প্রমাণ আছে, তাহা তিনি দেখান নাই। আমরা একটিমাত্র গান উদ্ধৃত করিব। শ্রীরামচন্দ্রের দেশাগমনে কৈকেয়ীর উক্তি :—

"তুই কি ঘরে এলি রে রামধন!
আমার অন্তরে যে ব্যথা, তুই বই জানে কে তা,
আমি রে তোর কৈকেয়ী অভাগিনী মাতা,
কই কই রাম, তুই কোথা,
কই কই দুঃখের কথা, আয় দেখি রে চাঁদবদন।

ভুবন-জীবন রাম! তোয় বনে দি নাই আমি,
অন্তরেরি ব্যথা জানেন অন্তর্য্যামী,
রাবণে বধিতে বনে গেলে তুমি,
আমায় ক'রে বিড়ম্বন।

বিধির চক্রে বাছা বনে গমন তোমার,
বনের পশু কাঁদে আমার দুঃখে কুমার,
পাপিনী মা ব'লে মুখ দেখে না আমার
পুত্র ভরত শত্রুঘন।

ইহা দাশরথির নিজস্ব। ঋষিপ্রতিম শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় * এই গানটি বড়ই ভাল বাসেন। ইহার মাধুর্য্য কি বুঝাইয়া দিতে হইবে ?

দীনেশ বাবু অন্য কবির বেলায় (যথা কৃষ্ণকমল গোস্বামী) যেরূপ রচনার বড়ই প্রশংসা করিয়াছেন, দাশরথির পাঁচালীতে সেরূপ রচনা অনেক থাকিলেও, তৎপ্রতি দৃষ্টি-পাত করেন নাই।

দাশরথি তাঁহার জীবনে ভদ্রলোকের সভায় কখনও অর্দ্ধচন্দ্র দক্ষিণা পান নাই। পরন্তু তাঁহার যেরূপ আদর ছিল, অন্য কোনও গ্রাম্যকবির ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। ভট্ট-পল্লীর শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয় বলেন, আমি যখন ১০।১২ বৎসরের বালক, তখন আমাদের গ্রামে (ভাটপাড়ার) দেখিয়াছি, ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দাশরথির গান শুনিতেছেন। আমি গান আরম্ভ হইবার কিছু পরে গিয়াছিলাম। বালক বলিয়া যুবক ও বৃদ্ধেরা আমাকে সম্মুখে যাইতে দিলেন; কেহ হাত সরাইলেন; কেহ পা সরাইলেন; কেহ বা সরিয়া বসিলেন; কিন্তু কাহারও মুখে একটি শব্দমাত্র শুনি-লাম না।

শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি † বলিলেন, আমার জ্যাঠা মহাশয় এ কালের সর্ব্বপ্রধান কবি কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় ‡ উলায় তাঁহার ভগ্নীর বাড়ীতে গিযা-ছিলেন, এবং ভগ্নীপতি তিতু চাটুয্যে মহাশয়ের বাড়ীতে ছিলেন। দাশরথি দল লইয়া ঐ পথে অন্যত্র যাইতেছেন শুনিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "আমাকে গান শুনাইয়া যাও।" দাশরথিকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে পারিবেন না বলিয়া পূর্ব্বে বাঁধুনী করিলেন, "এসেছি পাগলের গ্রামে; ভগ্নীপতি তিতু চাটুয্যে কুলীন ব্রাহ্মণ, কাজেই নিঃস্ব।" ইহার পরে গান শুনিয়া তিনি নিজের গায়ের কাপড়—একখানি বনাত ও সঙ্গের সম্বল দুইটি টাকাই দাশুকে দিয়াছিলেন। দাশু টাকা লইতে অস্বীকার করিলে কহিয়াছিলেন, "ইহা তোমাকে দেওয়া নহে; তোমার গানের মূল্য টাকায় হয় না। দলের লোকদের দু'খানি ক'রে বাতাসা জল খেতে দিও।" ইহা কি অর্দ্ধচন্দ্র-প্রদান ?

শুনিয়াছি, দাশরথির জীবনে একবারমাত্র অর্দ্ধচন্দ্র দক্ষিণা পাইয়াছিলেন; কিন্তু সে ভদ্রলোকের সভায় নহে। ¶

---

* এক্ষণে পরলোকগত।

† এক্ষণে পরলোকগত।

‡ ইনি অন্তর্ব্যাকরণ নাট্য পারিশিষ্টের প্রণেতা।

¶ জীবনী দেখুন—সম্পাদক।

'গীতি-মালিকা'য় উদ্ধৃত গানটী এই,—

"ননদিনী গো ব'লো নগরে, সবারে।
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণকলঙ্ক-সাগরে।
কাজ কি বাসে, কাজ কি বাসে, কাজ কেবল সেই পীতবাসে,
সে থাকে যার হৃদয়-বাসে, সে কি বাসে বাস করে?
কাজ কি গোকুল, কাজ কি গো কুল, গোকুলবাসী হ'ক প্রতিকূল,
আমি ত সঁপেছি গো কুল, অকূল-কাণ্ডারীর করে।"

নব্য পাঠকেরা কি বলিবেন, জানি না, কিন্তু এক সময়ে এই গানটি নবদ্বীপের পণ্ডিতগণকে পাগল করিয়াছিল। স্বর্গীয় মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত প্রভৃতি যাঁহাদিগের সঙ্গতি ছিল, তাঁহারা দাশরথিকে মূল্যবান্ উপঢৌকন দিয়াছিলেন। ব্যাদ্ড়াপাড়ার বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য নামক এক দরিদ্র পণ্ডিত তাঁহার ব্রাহ্মণীর একমাত্র স্বর্ণ-অলঙ্কার কাণের টেঁড়ী দুইটি খুলিয়া আনিয়া তাঁহাই আসরে ফেলিয়া দেন। দাশরথি ইহা জানিতে পারিয়া টেঁড়ী দুইখানির সহিত ৫৲ পাঁচটি টাকা লইয়া বিষ্ণু-চরণকে প্রণাম করিতে যান। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহা লইতে অসম্মত হইলে দাশরথি বলেন, আপনি ন'দের পণ্ডিত; আমার গান শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন, ইহাই আমার যথেষ্ট পুরস্কার। ভট্টাচার্য্য উত্তর করেন, তোমার গান শুনিয়া যে আনন্দ পাইয়াছি, তাহাতে তোমাকে আমার ঘর বাড়ী বিক্রয় করিয়া পুরস্কার দিলেও যথেষ্ট হয় না। কেবল কি শব্দের ঝঙ্কারে মানুষ এমন ভাবে মুগ্ধ হয়?

এ না হয় প্রাচীন ব্যক্তিদের মত। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার * মহাশয় দাশরথি সম্বন্ধে আমি কিছু লিখিব জানিয়া আমাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন,—"আপনি দাশরথির ভাষা ও কবিত্ব, দুইই লিখিবেন। কেন না, উহা পৃথক্ করা চলে না,—

সিংহ প্রতি বলে বধ রে, বধ রে!
আদরেতে হাসি না ধরে অধরে।

এখানে ভাষা কবিত্ব টানিয়া আনিয়াছে, বা কবিত্ব ভাষাকে টানিয়া আনিয়াছে, তাহা বলা যায় না।"

দাশরথি স্বভাবতঃ অতিশয় বিনীত ছিলেন, এবং দেবতা-ব্রাহ্মণে তাঁহার অসীম ভক্তি ছিল। নিজে পাঁচালীর দল করিয়া ব্রাহ্মণের বৃত্তি পরিহার করিয়াছিলেন, ইহা তিনি বেশ বুঝিতেন, এবং এই জন্য আপনাকে অতি হীন বলিয়া মনে করিতেন। এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর কথা আছে। দাশরথির সময়ে (পাটুলী) নারায়ণপুর গ্রামে শতঞ্জীব বিদ্যারত্ন নামে এক অধ্যাপক বাস করিতেন। এই গ্রাম পীলের অতি সন্নিহিত। দাশরথি তাঁহার রচিত পাঁচালী শতঞ্জীবের কাছে লইয়া যাইতেন, এবং কহিতেন, আপনি ইহার অশুদ্ধি-সংশোধন করিয়া দিন।" এই স্থানে একটু বিস্তৃতভাবে বলি, দাশরথি "কিতাবতী লেখা-পড়া"ই শিখিয়াছিলেন; বিদ্যালয়ে কখনও রীতিমত লেখাপড়া শেখেন নাই। বঙ্গবাসীর শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়, দাশরথি রীতিমত লেখাপড়া ও সংস্কৃত জানিতেন বলিয়া, ভুল করিয়াছেন। † দাশরথি নিজে সর্ব্বদাই স্বীকার করিতেন যে, তিনি লেখাপড়া

* এক্ষণে পরলোকগত।

† প্রস্তাবনায় আমি লিখিয়াছি,—দাশরথি "যেরূপ বহু পরিমাণে সুমধুর সংস্কৃত শব্দের সুব্যবহার করিয়াছেন, একান্ত সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সেরূপ ব্যবহার সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না;" এ কথা কি ঠিক নহে?—সম্পাদক।

কিছুই শেখেন নাই। তিনি স্থানে স্থানে দুই একটি শব্দেরও অপব্যবহার করিয়াছেন। "দোষ কারো নয় গো মা" ইত্যাদি ; এই গানটিতে কোদালীর পরিবর্ত্তে কোদণ্ড শব্দের প্রয়োগই ইহার প্রমাণ। ইহা ছাড়া দুই এক স্থানে দাশরথি ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন। যাহা হউক, শতঞ্জীব বিদ্যারত্ন মহাশয় দাশরথির রচিত দুই একখানি পাঁচালী পড়িয়াই বুঝিলেন যে, ইনি এক জন অসামান্ত কবি। দাশরথি পুনরায় তাঁহার নিকট নূতন একখানি পাঁচালীর পাণ্ডুলিপি লইয়া গেলে তিনি কহিলেন, "দাশু, তুমি সিদ্ধ পুরুষ। তুমি যাহা লিখিয়াছ, উহাই শুদ্ধ ; আমি আর উহাতে কলম চালাইব না।" দাশরথি বিনীত-ভাবে কহিলেন, "আজ্ঞে আমি ত সিদ্ধ বটেই। ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যখন পাঁচালীর দল করিয়াছি, তখন সিদ্ধ বই আর কি? আপনারা আতপ, আমি আর এ জন্মে আতপ হইতে পারিলাম না।" ইহাতে দাশরথির বাক্‌চাতুর্য্য ও নিজের হীনতা প্রকাশ দুইই আছে। সিদ্ধ ও আতপ চাউলে যে প্রভেদ, তাহাতে ও প্রকৃত ব্রাহ্মণে সেই প্রভেদ, ইহা কি সুন্দর ভাবেই বলিলেন!

ফলতঃ যে দিক্ দিয়াই দেখি না কেন, দাশরথিকে কোনও প্রকারেই উপেক্ষা অথবা অবজ্ঞা করা যায় না। আমরা স্বীকার না করিলেও, দেশের অনেক কবি ও গীত-রচয়িতা দাশরথির নিকট ঋণী। শুনিয়াছি, দাশরথির মৃত্যুর অনেক দিন পরে স্বর্গীয় নীল-কণ্ঠ অধিকারী পীলার নিকটবর্ত্তী অগ্রদ্বীপ গ্রামে মল্লিক বাবুদের বাড়ীতে গান করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি শুনিলেন, দাশরথির বিধবা ব্রাহ্মণী তখনও জীবিত আছেন। তাঁহাকে এক পালা গান শুনাইবেন বলিয়া নীলকণ্ঠ পীলায় যান, বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর অনুমতি লইয়া নিজ ব্যয়ে দাশরথির বাড়ীর সম্মুখে আসর প্রস্তুত করেন এবং সেখানে নিজের রচিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট পালা গান করেন। পীলা, পাটুলী প্রভৃতি গ্রামের ভদ্র লোকেরা গান শুনিতে আসিয়া কিছু কিছু "প্যালা" দিতে চাহিলে নীলকণ্ঠ বলেন, পয়সা অন্যত্র অনেক উপার্জ্জন করিয়া থাকি ; আজ এখানে আমি কিছুই লইব না। দাশরথির বাসস্থানকে আমি পীঠস্থান বলিয়া মনে করি। মা-ঠাকুরাণীকে এক পালা গান শুনাইতে পারিলাম, ইহাতে আমার জীবন ধন্য হইল।" যাত্রার দলের অধিকারী হইলেও উৎকৃষ্ট গীত-রচয়িতা বলিয়া দেশে নীলকণ্ঠের খ্যাতি আছে। দাশরথির প্রতি তাঁহার ন্যায় লোকের এমন আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধার মূল্য আছে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

বস্তুতঃ দাশরথি অসামান্ত প্রতিভা ও কবিত্বশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে তিনি গ্রাম্য কবি ছিলেন। বিদ্যার অভাবে ও সময়ের প্রভাবে তাঁহার সমস্ত কবিতা মার্জ্জিত অথবা মার্জ্জিতরুচির অনুমোদিত না হইতে পারে, কিন্তু উহা যে সর্ব্ব-ত্রই রসে পরিপূর্ণ এবং বহু স্থলেই যে উহাতে শব্দের মাধুর্য্য ও অর্থের চমৎকারিত্ব, উভয়ই আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। শব্দ-চয়ন-নৈপুণ্যে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বঙ্গ-সাহিত্যে নাই। তিনি কবিতায় কথা কহিতেন। স্থানে স্থানে গান করিতে যাইয়া তিনি সেই সকল স্থানের লোক অথবা বস্তু সম্বন্ধে যে সকল কবিতা রচনা করিতেন, তাহার অনেক কবিতা এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। পালার শেষে এইরূপ দুই একটী কবিতার আবৃত্তি করিয়া তিনি শ্রোতৃবর্গকে হাস্যরসে ভাসাইয়া দিতেন। আমরা এই শ্রেণীর একটিমাত্র কবিতা পাঠককে শুনাইব। দাশরথি নদীয়া জেলায় ধর্ম্মদা গ্রামে গান করিতে আসিয়া-ছেন। দেখিলেন, পূজার পুরোহিত উপযুক্ত লোক নহেন, গ্রামের নাপিত ভাল কামাইতে পারে না, আর ময়রা যে মুড়কী মাখে, তাহার সহিত গুড়ের সম্পর্ক অতি অল্প, উহা কাপা-সের ন্যায় সাদা। দাশরথির কবিতা হইল—

দীনু পুরুৎ মন্ত্র পড়ান, অর্দ্ধেক তার ভুল ।
গুরো নাপিত দাড়ি কামায়, অর্দ্ধেক তার চুল।
রতন ময়রা মুড়কী মাখে, কাপাস্ কাপাস্।
ঠাকুররা সব খেয়ে বলেন, সাবাস্ সাবাস্॥"

ইহা তরল রচনার সুন্দর উদাহরণ। আর সে সময়ের শ্রোতা ইহাতেই সন্তুষ্ট হইতেন।

এই কবিতাটি ধরিয়াই বলি, দাশরথির রচনা উত্তম ধানের টাটকা মুড়কী। উহার সর্ব্বাঙ্গ খাঁটী গুড়রূপ রসে মাখা। কিন্তু উহা লুচী নহে। অধুনা সমাজে লুচীর প্রচলনই অধিক। তবে এ কথা স্বীকার্য্য যে, লুচী অনেক স্থলেই ভেজাল ঘৃতে ভাজা। দেশে পুনরায় খাঁটী জিনিষের আদর বাড়িতেছে। শুনিতে পাই, পল্লীগ্রামে ভেজাল ঘৃতের অত্যাচারে অনেক স্থলে লুচীর পরিবর্ত্তে মুড়কীই ব্যবহৃত হইতেছে। ইহাতেই আশা হয় যে, দাশরথির কবিতারও আবার কিঞ্চিৎ আদর বাড়িতে পারে।

অভিমত-সংগ্রহ।

(২)

কলিকাতার অন্যতম প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এল-এম-এস এফ-আর-ই-এস মহাশয় দাশরথির পাঁচালী সম্বন্ধে গত ১৩২১ সালের ৩০শে শ্রাবণ কলিকাতা সাহিত্য-সভায় এক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধ ১৩২১ সালের আশ্বিন মাসের "গৃহস্থ"-পত্রে * প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় সংক্ষেপে অথচ সার কথায় দাশরথির গুণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন;—বলিয়াছেন,—"কি সুরের গাম্ভীর্য্যে, কি বৈচিত্রে, কি অর্থগৌরবে, কি রচনা-চাতুর্য্যে কি শব্দের বাঁধুনিতে, কি ভক্তি-প্রীতি করুণ প্রভৃতি রসের অবতারণায়, দাশরথি সমভাবে নিজের কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। যতদিন বঙ্গভাষা থাকিবে, যতদিন বঙ্গ-সঙ্গীত থাকিবে, যতদিন প্রাচীন আদর্শ থাকিবে, ততদিন দাশরথির প্রভাব চিরসমুজ্জ্বল থাকিবে।" এই প্রবন্ধে মুখোপাধ্যায় মহাশয় দাশরথির

১। সঙ্গীতের গাম্ভীর্য্য, বৈচিত্র্য এবং অর্থগৌরব
২। শব্দের বাঁধুনী এবং অর্থগৌরব
৩। উপমা এবং অর্থগৌরব
৪। পূর্ণ ব্রহ্মভাব-মিশ্রিত ভক্তি, প্রীতি, করুণ প্রভৃতি রসের সৃষ্টি
৫। রসিকতা ও ব্যঙ্গ
৬। সমাজে এবং সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা

—এই কয়েকটী বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন।

ইনিই লিখিয়াছেন,—"প্রসিদ্ধ গীতরচয়িতা ৺নীলকণ্ঠ অধিকারী দাশরথিকে ক্ষণজন্মা পুরুষ বলিতেন এবং তাঁহার বাসস্থান পীলাকে পীঠস্থান মনে করিতেন।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় উপসংহারে লিখিয়াছেন,—

উলার প্রসিদ্ধ জমিদার ৺বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে কোন ক্রিয়া উপলক্ষে একবার সমসাময়িক তিনটী অদ্বিতীয় গীতরচয়িতার সম্মিলন হয়। ইঁহারা আমাদের চিরপরিচিত দাশরথি রায়, মধুসূদন কিন্নর, গোবিন্দচন্দ্র অধিকারী। তিন জনেই অনুরুদ্ধ হইয়া "অক্রূর-সংবাদ" গান করিলেন। প্রত্যেকের গানেই শ্রোতৃবর্গ মোহিত হইলেন। গৃহস্বামী বামনদাস বাবু কি রচনায়, কি গানে কাহারও ইতর-বিশেষ করিতে না পারিয়া তিন জনকে সমান ভাবে পুরস্কৃত করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু মধুকাণ ও গোবিন্দ অধিকারী এক আসরে দাশরথির সহিত সমান পুরস্কার লইতে স্বীকৃত হইলেন না। উভয়ে সভাস্থলে দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"রায় মহাশয় আমাদের শিরোমণি, তাঁহার পুরস্কার আমাদের অপেক্ষা বেশী হওয়া উচিত।" সমসাময়িক অন্যান্য প্রসিদ্ধ গীতরচয়িতারা দাশরথিকে কিরূপ সম্মান করিতেন, তাহা এই দৃষ্টান্তেই উত্তম বুঝা যাইতেছে।

---

* কলিকাতা ইটালী ২৪নং মিডিল রোড হইতে প্রকাশিত।

শুদ্ধি-তালিকা।

পৃষ্ঠা	গীত ও ছড়া সংখ্যা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	খ গীত	জয়জয়ন্তী।	সুরট।
৭	চ গীত	মল্লার—ঠেকা।	সুরট-মল্লার—কাওয়ালী।
৯	জ গীত	পরোজ—খেমটা।	মল্লার—কাওয়ালী।
১৩	ঠ গীত	মধ্যমান।	একতালা।
২৬	ঞ গীত	ঠেকা।	মধ্যমান।
৩৬	গ গীত	বিভাস।	ললিত-বিভাস।
৫৫	ক গীত	সিন্ধু-ভৈরবী।	খাম্বাজ।
৮৬	চ গীত	পরোজ-কালেংড়া—একতালা।	খাম্বাজ—পোস্তা।
৯৭	২৩ ছড়া	কবরী	কবীর।
১২৪	১৫৮ ঐ	মধুমাতা	বধূমাতা।
ঐ	ঐ	মন্ত্রণা	যন্ত্রণা।
১৬৬	ঞ গীত	ঝিঁঝিট—ঠেকা।	লুম-ঝিঁঝিট—মধ্যমান।
১৯৬	১৬৪ ছড়া	রাবণ	বারণ।
২১০	গ গীত	ই ভূষণ	নাই ভূষণ।
২৩২	ড গীত	আলিয়া—মধ্যমান।	বিভাস—একতালা।
২৮৩	ট গীত	দয়াময়	বিশ্বময়।
২৮৪	ণ গীত	কাওয়ালী।	একতালা।
২৯৪	ড গীত	ললিত।	ললিত—ভঁখবো।
৩৩১	ট গীত	কাওয়ালী।	একতালা।
ঐ	ঐ	৩য় ছত্রে “তুমি” শব্দটী বেশী হইয়াছে।	
৪১০	ঝ গীত	কুমতি	মতি।
৪৮৫	ছ গীত	খাম্বাজ।	ভৈরবী।
৫৮০	১৫ ছড়া	সুরধুনী	সুরমুনি।
৬০০	গ গীত	খাম্বাজ।	একতালা।
৬২৬	খ গীত	বিধবা	বিবাহ
৭০২	৩৩ ছড়া	করছে	করতে
ঐ	৩৭ ছড়া	কু	মা
৭০৩	৪২ ছড়া	গজবাসিন	গজগামিনী।

সূচীপত্র।

(১)

---

(২)

বিবিধ সঙ্গীতের প্রথম ছত্রানুসারে সূচী পত্র।

সূচী পত্র সমাপ্ত।

৺দাশরথি রায়।

পাঁচালী।

মঙ্গলাচরণ।

গণেশ-বন্দনা।

(১)

সিদ্ধি করিবারে আশ, করি বড় অভিলাষ,
করিবর-বদনে প্রণতি।
অগতির গতি গতি, নমামি, মানস অতি,
শীঘ্রগতি গতির সঙ্গতি ॥ ১
প্রণমামি করি যত্ন, কমলযোনির রত্ন,
কমলা সহিত কমলাক্ষে।
বন্দি যত্ন বীণাপাণি, বাণী-কৃপা বিনা বাণী-
বিহীন সুরাদি-নর-যক্ষে ॥ ২
নমামি ভব-চরণে, ভবনিধি-নিস্তরণে,
ভবে জন্ম হত যৎকৃপায়।
প্রণমামি দিনপতি, দিনান্তে এ দীন-প্রতি,
ত্বং বিতর সম্প্রতি উপায় ॥ ৩
অহমতি হীনবুদ্ধি, গ্রন্থমধ্যে বর্ণাশুদ্ধি,
থাকে দুষ্য শাস্ত্রবহির্ভূত।
অগণ্যের দোষাগণ্য— করি, করিবেন ধন্য,—
স্বগুণে সগুণ ব্যক্তি যত ॥ ৪
তুলা দিতে অপ্রমাণ, মান্ধাতার তুল্য মান,
শ্রীমান্ নিবাসী বর্দ্ধমান।
ভূপতি ভূপের চূড়া, গ্রাম নাম বাঁধমুড়া,
উক্ত ভূপের অধিকার-স্থান ॥ ৫
কুলীনগণ-বসতি, গ্রামের গৌরব অতি,
স্বল্প পথে ত্রিপথগামিনী।
তথায় করেন ধাম, দেবীপ্রসাদ শর্ম্মা নাম,
দ্বিজরাজ নানাশাস্ত্র-জ্ঞানী ॥ ৬
তস্যাত্মজ অহং দীন, দ্বিজের অনুজ্ঞাধীন,
দ্বিজ-পদ-বলে এ সঞ্চয়।
তদন্তরে নিবেদন, শ্রুত হউন সর্ব্বজন!
দীনের দ্বিতীয় পরিচয় ॥ ৭
ধরামধ্যে ধাঁব ধন্য, অগ্রদ্বীপ অগ্রগণ্য,
যথা শ্রীগোপীনাথের লীলা।
তৎসন্নিকটযাম্য, গ্রাম অতি জনরম্য,
পাটুলি-সমাজ-পার্শ্বে পিলা ॥ ৮
কত দেব দেবালয়, তথায় মাতুলালয়,
মাতুল অতুল গুণযুত।
রাম-তুল্য গুণধাম, শ্রীরামজীবন নাম,
চক্রবর্ত্তী খ্যাত জীবন্মুক্ত ॥ ৯

করিকর-বদনে—গণেশকে।

অগতির গতি গতি—অগতি—পাপী। গতি—উপায়। গতি—প্রাপ্তি। যাঁহার উপাসনা করিলে পাপী নিস্তার পায়।

কমলযোনি—ব্রহ্মা। কমলাক্ষ—নারায়ণ।

বাণীকৃপা—সরস্বতীর কৃপা। বাণীবিহীন—বাকাশূন্য।

তাঁহার ধন্য কৃপায়, শিক্ষাদির সদুপায়,
প্রাপ্ত হৈয়ে তস্য গৃহে স্থিতি।
হৃদে চিন্তি ত্রিলোচনা, করে গ্রন্থ বিরচনা,
দ্বিজ-দাস দ্বিজ দাশরথি ॥ ১০

* * *

(২)

বিষ্ণু-রব করি মুখে, প্রথমতঃ করি-মুখে,
করি স্তুতি, করিয়া পূজন।
সহ দুর্গা শূলপাণি, চক্রপাণি বীণাপাণি—
স্মরি কাব্য করি বিরচন ॥ ১১
ধাম—গ্রাম বাঁধমুড়া, তার মধ্যে ব্রাহ্মণ-চূড়া,
দেবীপ্রসাদ দেবশর্ম্মা নাম।
অহং দীন তৎ-তনয়, পিলায় মাতুলালয়,
অধুনা মাতুল-ধামে ধাম ॥ ১২
লিপি-চাতুর্য্যে ক্ষীণ অতি, ভগবৎ-চরণে মতি,
বাড়ীতে বারি পরশি ভাগীরথী।
রচিল পাঞ্চালী গ্রন্থ, পাঞ্চালীর পঞ্চকান্ত-
সখা-চিন্তা-যোগে দাশরথি ॥ ১৩

শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী।

ব্রাহ্মণ-বন্দনা।

প্রণমামি দ্বিজবর, দ্বিজরূপেতে পীতাম্বর,
অভেদ-আত্মা বিরাজেন ভূতলে।
আরাধিলে দ্বিজবরে, কি না হয় দ্বিজ-বরে,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফলে ॥ ১
যেখানেতে দ্বিজ বিশ্রাম, স্বগ্রামেতে স্বর্গধাম,
ভাবিলে জীব অনায়াসে পায়।
হরি লন যার জ্ঞান হরি,
সেই ত গৃহ পরিহরি—
হরি দেখ্‌তে বৃন্দাবনে যায় ॥ ২
শিবমুখে সর্ব্বদা বাণী, সদা শুনেন শর্ব্বাণী,
সর্ব্ব তীর্থ ব্রাহ্মণ-চরণে।

এই কর্ম্মভূমি পৃথিবীতে,
দ্বিজ হয়েছেন বীজ ইহাতে,
সর্ব্ব কর্ম্ম বিফল দ্বিজ বিনে ॥ ৩
যেমন, ধর্ম্ম বিফল বিনা সত্য,
ঔষধ বিফল বিনা পথ্য,
গৃহ বিফল অতিথি নাই যার।
নয়ন বিফল দৃষ্টি বিনে,
দৃষ্টি বিফল ইষ্ট-পানে—
দৃষ্টি নাই ভবে যে জনার ॥ ৪
হরি বলেছেন নিজ মুখে,
ভোজন আমার দ্বিজমুখে,
চতুর্ম্মুখের মুখে ঐ কথাই।
এখন অনেক পাষণ্ডগণে,
এরা এখন মনে গণে,
কলির ব্রাহ্মণের বস্তু নাই ॥ ৫
করি দ্বিজের অপমান, পায় না ফল বর্ত্তমান,
বিষ নাই ব'লে অনায়াসে বিষধরে ধরে!
কিন্তু অমোঘ দ্বিজের বাক্য,
নরের নরক মোক্ষ—
কালে ফলে—সেটা মনে না করে ॥ ৬
পাপ করে যেই দণ্ডে, তখনি কি যমে দণ্ডে?
পুণ্য কর্‌লে বাঞ্ছা পূর্ণ তখনি কি হয়?
বৃক্ষ রোপণ যেই দিবে,
সেই দিনেই কি ফল দিবে?
কিন্তু ফল ফলিবে নিশ্চয় ॥ ৭
যে দিনে কুপথ্য যোগ,
সেই দিনে কি হয় রোগ?
কুপথ্য রোগের মূল বটে!
যে দিন ধাত্রী কাটে নাড়ী,
সেই দিনে কি উঠে দাড়ী?
কাল পেয়ে যৌবনে দাড়ী উঠে ॥ ৮
যে দিনে দেয় খড়ি হাতে,
সেই দিনে কি হাতে-হাতে—
পাঠ হয় তার চণ্ডী?
যে দিন সন্তান পড়ে ভূমে,
সেই দিনে কি গয়া-ভূমে,
গিয়ে পিতার দিয়ে এসে পিণ্ডী? ৯

করি-মুখে—গণেশকে।
দ্বিজবরে—শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে।
দ্বিজ-বরে—ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে।

যেই দিবে—যেই দিন

অতএব, ব্রহ্ম-মন্যু-আশীর্ব্বাদ,
কালে ফলে হয় না বাদ,
বেদ মিথ্যা কখন কি হয়?
দ্বিজ সকলের পূজ্য, দ্বিজরূপে চন্দ্র সূর্য্য ---
ব্রহ্মতেজ, তাতেই জ্যোতির্ম্ময় ॥ ১০
অসাধনে অধোগতি সাধিলে সম্পদ।
অতএব সাদরে সাধ রে দ্বিজপদ ॥ ১১

*　*　*

সুরট—ঝাঁপতাল।

মম মানস! সদা ভজ দ্বিজচরণ-পঙ্কজ।
(১)দ্বিজরাজ করিলে দয়া বামনে ধরে(২)দ্বিজরাজ
হরিতে অসাধ্য ব্যাধি, বৈদ্য নাহি পান বিধি,
সে রোগের ঔষধি কেবল ব্রাহ্মণ-চরণ-রজঃ ॥
যার গমন (৩)দ্বিজরাজে, নখরে দ্বিজরাজ সাজে,
দ্বিজ-পদ শোভিত যার হৃদয়-সরোজে।
ভ্রান্ত হ'য়ে পদে পদে, হেন দ্বিজের অভয় পদে,
দাস না হয়ে দাশরথি দুঃখ পায়---
সে দোষ নিজ ॥ (ক)

*　*　*

দ্বিজ পূজ্য বেদের ধ্বনি,
কলিযুগে কোন কোন ধনী,
ও সব কথায় নাহি দেন কাণ!
না মেনে বেদের অর্থ, সদাই কেবল অর্থ অর্থ,
অর্থ-লোভে অনর্থ ঘটান ॥ ১২
হারাইয়া জ্ঞান-ধন, ধনের জন্য দ্বিজ নিধন,
তার সাক্ষী নূতন তাম্বুর কিনে।
ব্রহ্মত্রে দিয়ে টান, দ্বিজের বিপদ আগে ঘটান,
মহাপুণ্যের 'পুণ্যে' করেন সেই দিনে ॥ ১৩
আমিন পাঠান্ যায়, সে বেটা পাঠান-প্রায়,
যমদূত অপেক্ষা গুণ বেশী।
বার ক'রে, এক বকেয়া চিঠে,
অগ্রেতে ব্রাহ্মণের ভিটে—
ফেলেন গিয়ে রসি ॥ ১৪
যার বিষয় নহে তস্য,
মাঠে গিয়ে করে তপু-তস্য,
ভট্টাচার্য্য! এ যে হচ্ছে মাল।
এগার বিঘা হলো কালি,
খাজনা দিতে হবে কাল-ই,
দ্বিজ অমনি শুকিয়ে কালী,
বলে মা, কি করলি কালি!
একবারে পয়মাল! ১৫
আটক জমী এগার বন্দ,
এগার জনার আহার বন্দ!
কেঁদে দ্বিজ জমিদার-গোচরে।
বলে, আমার ঐ উপজীবিকা মাত্র,
আর অন্য নাহি যোত্র,
আছে তায়দাদ-দলীল-পত্র ঘরে ॥ ১৬
জমিদার কন, মহাশয়!
সে সব দলীলের কর্ম্ম নয়!
ক্রো সাহেবের ছাড় দেখাতে পার?
তবে দিতে পারি ছাড়,
নচেৎ বিষয় পাওয়া ভার!
এক্ষণেতে ও সব কথা ছাড় ॥ ১৭
তখন দ্বিজ হযে নৈরাশ, ছাড়েন দীর্ঘ নিঃশ্বাস,
বলেন, মিছে করি আশ্বাস হায় রে!
আমার, আশী বৎসর আছে ভোগ,
আসা কেবল কর্ম্মভোগ,
বনে কাঁদিলে কেবা শুনে?
বরং ব্যাঘ্রে খায় রে! ১৮
অতএব সাধুজন, দিয়ে মিথ্যা কথায় বিসর্জ্জন,
হও তোমরা দ্বিজ-প্রেমের বশ।
শ্রবণ কর দ্বিজ-মাহাত্ম্য, শ্রীমদ্ভাগবত-তত্ত্ব,
শুক-মুখ-গলিত সুধা-রস ॥ ১৯
দ্বিজেরে করি অমান্য, দ্বিজসুতের মন্যু-জন্য
ক্ষুণ্ণ হয়ে জাহ্নবীর তটে।
কেঁদে বলেন পরীক্ষিত, কি পরীক্ষায় পরীক্ষিত
হবো হে মুনি! আশু কাল নিকটে ॥ ২০
সগরবংশ-ধ্বংস যে ব্রাহ্মণ-কোপভরে।
যে ব্রাহ্মণ গণ্ডুষে সাগর পান করে ॥ ২১
ভগীরথের দিব্যাঙ্গ যে ব্রাহ্মণের বরে।
যে ব্রাহ্মণ-শাপে যোনি ইন্দ্র-কলেবরে ॥ ২২

---

(১) দ্বিজরাজ—ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ। (২) দ্বিজরাজ—চন্দ্র।
(৩) দ্বিজরাজ—গরুড়।

ক্রো-সাহেবের—পাঠান্তর—ইয়ং সাহেবের।
ক্রো-সাহেব—গবরমেণ্টের সেটেলমেণ্ট অফিসার।

যে ব্রাহ্মণ সুরধুনীকে ধরেছেন উদরে।
যে ব্রাহ্মণের পদ হরি হৃদিপদ্মে ধরে॥ ২৩
আমি ত করেছি অপমান সেই দ্বিজবরে,
তরিতে কি পাব আমি এ ভব-দুস্তরে? ২৪
আসি বন্ধুজন সম্ভাষণ করিছে আমার সনে।
বলে, কর আয়োজন, ভয় কি রাজন্!—
তক্ষক-দংশনে! ২৫
সজাগে থেকে, নিকটে ডেকে, রাখ ধন্বন্তরি।
তারা সকলে ভ্রান্ত, বোঝে না অন্ত,
আমি অন্তে কিসে তরি! ২৬
সে সয় এসে, সামান্য বিষে, হবে বিনাশক।
আমার, জীবনান্তে আছে যে ফণী,
তার কে চিকিৎসক? ২৭

জয়জয়ন্তী—একতালা।

মুনি! ঐ ভয় মম মানসে।
জীবনান্তে পাই জীবন কিসে॥
বল কে বাঁচাবে আমায়, হ'য়ে ধন্বন্তরি'—
শমন-তক্ষক-বিষে॥
মন্ত্র শুনে ক্ষান্ত হয় সামান্য ফণী,
সে ত নয় মণি-মন্ত্রে বশ, মুনি!
কাল পেয়ে অমনি, দংশিবে কাল্-ফণী,
হৃদয়-মন্দিরে এসে।
জন্মাবধি আমার কুপথে ভ্রমণ,
সে রাধারমণ-প্রতি হত মন,
কিসে হবে কাল্-কালিয়-দমন,
কালাগত কালবশে,—
(যদি) ভজিত দাশরথি বিষয় পরিহার,
করিত কি অন্তে কাল-বিষহরি?
।: বিষহরির বিষ হরি—
হরি জীবন দিতেন এই দাসে॥ (খ)

* * *

হরিতে রাজার অসুখ, সুধামাখা বাক্যে শুক,
বলেন, কি চিন্তা মহারাজ?
জন্ম যদি হয় ভবে, তবেই ভয় সম্ভবে;
জন্ম ঘুচিলে সে ভয়ে কি কাজ? ২৮
যার, হরি-কথাতে জন্মে মতি,
জন্ম হ'তে অব্যাহতি,
ভবে জন্ম না হইবে পুনঃ।
জন্ম-মৃত্যু-হর হরি—লবেন তোমার জন্ম হরি
আজি হরির জন্ম-কথা শুন॥ ২৯

* * *

কংসের কৃষ্ণ-দ্বেষ।

ছিল কংস দৈত্য মথুরায়, রসাতল করি ধরায়,
হইয়ে পাতকীর অগ্রগণ্য।
যেমন স্বয়ং, তেমনি সভাসদ্, জনেক নাহিক সৎ
ভবিষ্যৎ-ভয়-মাত্র শূন্য॥ ৩০
কৃষ্ণেতে কেবল দ্বেষ, কৃষ্ণনাম-শূন্য দেশ—
করিয়া করিল পাপরাজ্য।
যে জন কৃষ্ণগুণ গায়, কংস শুনিলে কষ্ট পায়!
কৃষ্ণদ্বেষী জনে করে পূজ্য॥ ৩১
নাম ছিল যার কৃষ্ণদাস,
কংসরাজ্যে উঠিয়ে বাস,
পলায়ে গেল সমুদ্রের ধারে।
তুলসী-মন্দির যার ঘরে,
হরিমন্দির নাসায় করে,
অমনি, যমমন্দির কংস পাঠান তারে॥ ৩২
তখন, দেখ্‌তাম মজা অপরূপ,
যখন ছিল কংস ভূপ,
তখন যদি কেউ হরির বেয়ান কর্‌তো।
দুই বেয়ান্‌কে এক দড়ীতে,
বেঁধে পূরিত হরিণবাড়ীতে,
গলাগালি করে, বেয়ান্ মর্‌তো॥ ৩৩
ত্যেজে অগ্নি পিপুল শুঁট,
তখন দিলে হরির-লুট,
ছেলে সুদ্ধ পোয়াতীর কপাল কাট্‌তো।
ছেলেকে দিয়ে যমের বাড়ী,
তখন ছেলের বাপের নাড়ী—
টেনে, কংস চোয়াড়ি দিয়ে কাট্‌তো॥ ৩৪

মণি—বিষনাশক প্রস্তর।
বিষহরির—বিষাক্ত সর্পের; এখানে শমনের।

হরিমন্দির—তিলক।
হরিবেয়ান—মিত্র বা সাঙ্গাৎ পাতানোর স্থায় শব্দ
স্থানে হরিণবাড়ীতে—জেলে

তখন গাভীরূপ ধ'রে ধরা,
বিধির নিকটে গিয়ে ত্বরা,
কহিতেছেন করিয়া রোদন।
তব সৃষ্টি যায়, বিধি! ত্বরায় প্রভু! কর বিধি,
ভার হলো কংসের ভার-গ্রহণ ॥ ৩৫
শুনে, ব্রহ্মলোক পরিহরি,
ব্রহ্মা যান যথা হরি—
নিদ্রাগত অনন্তশয্যায়।
কাতরে কহেন বিধি, গা তোল বিধির নিধি!
তব দাস বিধির সৃষ্টি যায়! ৩৬

* * *

ললিত ভৈঁরো—একতালা।

শ্রীচরণে ভার,—একবার গা তোল হে অনন্ত!
নয়, ভূতল রসাতল—হরি! হলো হে নিতান্ত ॥
কর্‌লে সুর-দর্প দূর, কংসাসুর বলবন্ত।
ব্যাকুল ধরা, তার ভাব ধরা—
সাধ্য ধরার নয় শ্রীকান্ত!
কি পাপ কংস প্রকাশিলে!
স্বভগ্নী সতী সুশীলে,
বক্ষে দিয়ে শিলে, বেঁধে রেখেছে দুরন্ত,—
এ হ'তে কি ঘোর পাতকী.
আর কে আছে এমন ভ্রান্ত।
উঠে কর ভুবন-জীবন!
পাপ-জীবনের জীবনান্ত ॥ (গ)

* * *

শ্রবণ কর মহাশয়! আশ্চর্য্য এক বিষয়,
তখন পুণ্যবান্ সমুদয়,
এক পাপী কংস মথুরাতে ছিল।
তার ভার না পেরে ধর্‌তে,
পৃথিবী যান নালিশ কর্‌তে,
ভার সহ্য কোনরূপে না হলো! ৩৭
এখন বাঙ্গালাটা করিলে দশ অংশ,
একাংশে দশহাজার কংস,
অন্যদেশ লক্ষ্য হলে লক্ষ হতে পারে!
কিরূপে ভার ধরেন পৃথ্বী,
পৃথিবীর বুঝি ঘৃণা-পিত্তি,
লোপাপত্তি হয়েছে একেবারে ॥ ৩৮

মহাদেবের নিকট পৃথিবীর গমন।

শুনেছি পৃথিবী কলিতে, গিয়াছিলেন বলিতে,
কাশীধামে কাশীনাথ নিকটে।
শুনে কন পশুপতি, বসো বসো বসুমতি!
ভোগ শুন আমার ললাটে ॥ ৩৯
আমি, মৃত্যুকে করিয়া জয়,
নাম ধরেছি মৃত্যুঞ্জয়,
মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু এখন ভাল!
আমি লব কি তোমার ভার?
আমারি মুখ দেখান ভার,
কাশীতে আমার ভূমিকম্প হলো! ৪০
আমি শুন আর কিসে প্রকাশি,
ত্রিশূলের উপরে ছিল কাশী,
কলি বেটা ক্রমে নড়িয়ে দিলে!
দৈত্যনাশিনী ঘরে নারী,
তিনি বলেন, আমি কলিকে নারি,
অবাক্ হয়ে আছেন দুটী ছেলে ॥ ৪১

* * *

জগন্নাথের নিকট পৃথিবীর গমন।

শুন শুন ভূতল! যাও তুমি উৎকল,
জানাও গিয়ে জগন্নাথের স্থানে।
শুনি কাশী পরিহরি, করিলেন শ্রীহরি,
সিন্ধুকূলে শ্রীহরি যেখানে ॥ ৪২
মনের যত বেদন, অভয় পদে নিবেদন,
করিলেন ধরা, অভয় পদ ভাবি।
গত মাত্রে হলো ব্যাঘাত,
জবাব দিলেন জগন্নাথ—
বল্‌লেন আমার হাত নাই, পৃথিবি! ৪৩
একে আমার নাইকো হাত,
তাতে আমি অনাথ,
অকূল সমুদ্র-কূলে আছি!
ছিল কয়জন প্রিয়পাত্র, কলির অধিকার মাত্র,
পাণ্ডব আদি স্বর্গে পাঠায়েছি ॥ ৪৪
কতকগুলি ভোগ গ্রহণ কর্‌তে,
আছি দশহাজার বর্ষ মর্ত্ত্যে,
এই কথা শুনে বসুমতী—

প্রণাম ক'রে বিদায় ল'য়ে
মেদিনী বেদনা পেয়ে,
জানায় গিয়ে যথা ভাগীরথী ॥ ৪৫

* * *

গঙ্গার নিকট পৃথিবীর গমন।

ললিত—ঝাঁপতাল।

হর নিদয়, হরি নিদয়, মোরে হর-কামিনি!
তুমি যদি নিস্তার-পথ কর, ত্রিপথগামিনি!
স্বীয় কর্ম্ম-দোষে ভবে পেয়ে দুঃখ পদে পদে,
হ'লে পতিত পদে পতিতে রাখো,
পতিতপাবনি! পদে,
শুনে ধরেছি পদ, হরি-পদ-রজ-বিহারিণি!
আরাধিয়ে পীতাম্বর, হর পূজে না পেয়ে বর,
বড় দুঃখ পেয়েছি, গিরিবর-নন্দিনি!
জীবনান্ত জেনে অন্তে, এসেছি তব জীবনে,
এখন, জীবনরূপিণি গঙ্গে!
তোমা বিনে ত্রিভুবনে—
কে আছে আর দাশরথির দুঃখ-নিবারিণী (ঘ)

* * *

গঙ্গা কন, শুন পৃথ্বি! ঘুচিল ভগীরথের কীর্ত্তি,
গঙ্গার এখন গঙ্গালাভ গণ্য।
গেছে সে তরঙ্গ প্রবল,
মহাপ্রাণীটে আছে কেবল,
পাঁচ হাজার বর্ষ নিয়ম-জন্য ॥ ৪৬
আমার সে জোর আর নাই,—কি বল,—
জোয়ার আছে তাইতে কেবল,
যোগে-যাগে যেতেছি!
ক্রমে হ'য়ে এলাম ক্ষীণ, বাড়িছে দুঃখ দিনদিন
গণ্‌তির দিন ক'টা মর্ত্ত্যে আছি! ৪৭
আমার সর্ব্বাঙ্গে ঘেরেছে চড়া,
সাধ্য নাই আর নড়া-চড়া,
যেমন চড়া তেমনি পড়া, বলিব দুঃখ কাকে?
তোমার ভার কি লব, ধরণি!
এলে একশত মণের তরণী,
চালাতে মারি—চরে আটকে থাকে ॥ ৪৮
(যদি বল কিছু পাপ ছিল।)

আমার পরম গুরু কৃত্তিবাস,
তাঁর শিরে করেছি বাস,
সতীনের দ্বেষ করেছি সদাই।
সতীন কি সামান্য নিধি?
তিনি দুর্গতিহারিণী দিদি,
তাইতে এত মনস্তাপ পাই ॥ ৪৯
সতীনের উপর ক'রে দ্বেষ,
স্বামীকে দিয়েছি ক্লেশ!
সেই ফল মোর ফলিল এতদিনে।
স্বামী আমার সদানন্দ,
কত শত বলেছি মন্দ,
একটী কথা রাখেন নাইকো মনে ॥ ৫০
বুঝি, সেই পাপেতে শূলপাণি,
এখন দলে মিশে হন্ কোম্পানী,
যবনে বলে গঙ্গাপাণি, লজ্জা দেয় আমাকে।
নৈলে কাটি-গঙ্গা ক'রে তারা,
ফিরিয়ে দেয় আমার ধারা,
ঐ লজ্জা ম'লে কি মোর ঢাকে? ৫১
নরে করে এত মন্দ,
কালীঘাট দিয়ে পথ বন্ধ,
দিনে দিনে সন্দ বাড়ছে মনে।
মানে না কেউ গঙ্গা ব'লে,
মল-মূত্র দেয় ফেলে,
মর্ত্ত্যলোকে তত্ত্ব-কথা কে শুনে? ৫২

* * *

শ্রীহরির দৈববাণী।

হরি কন দৈববাণীতে, জন্ম ল'য়ে অবনীতে,
অবনীর ভার আশু ঘুচাইব।
যাবে কংসাদির গর্ব্ব, দেবকীর অষ্টম গর্ভ—
ছলে গিয়ে ভূতলে জন্ম লব ॥ ৫৩

* * *

দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্মগ্রহণ।

বাক্য-অনুযায়ী হরি বৈকুণ্ঠ পরিহরি—
অষ্টম গর্ভেতে অধিষ্ঠান।
শ্রাবণ পক্ষ অসিতে, অষ্টমীর অর্দ্ধ নিশিতে,
ভূমিষ্ঠ হইলেন ভগবান্ ॥ ৫৪

বেহাগ—যৎ।

কৃষ্ণতিথি অষ্টমীর নিশি অর্দ্ধকালে।
জন্মিলেন যোগেন্দ্র-হৃদিনিধি ভূতলে॥
পুণ্যরূপ বীজ এক লয়ে' কুতূহলে।
রোপন করে দেবকী নিজ হৃৎকমলে॥
শত জন্ম সিঞ্চন করিল ভক্তি-জলে।
সেই পুণ্যতরুবর ফলে দেবকীর পুণ্য-ফলে॥৬

*　*　*

কৃষ্ণ-দর্শনে বসুদেব-দেবকীর বিস্ময়।

রূপ দেখে কমল-আঁখির, বসুদেব-দেবকীর,
অনিমিষ হ'ল আঁখির, জন্মিল বিস্ময়।
উঠিল অঙ্গ শিহরি, দেখে, ভব-আরাধ্য হরি—
হয়েছেন উদয়॥ ৫৫
চরণ দুটী শোভাকর, প্রভাতের প্রভাকর,
প্রভাকর-সুতের কর—
এড়ায় যৎপদ-স্মরণে।
জগৎপিতা পীতাম্বরে
মরি কি শোভা পীতাম্বরে!
স্থির সৌদামিনী করে—
যেমন শোভা ঘনে॥ ৫৬
কিবা শোভা কর চারি, কৈলাস-গিরিবিহারী,
ফণিহারীর মণিহারী, বনকুসুম-হারী।
কটির গৌরবে বঙ্ক, সিংহেতে কোটী কলঙ্ক,
শঙ্কাযুক্ত হয় শঙ্খ—
গলদেশ নেহারি॥ ৫৭

*　*　*

বসুদেব-দেবকী কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব।

দেখে উভয়ে যুগ্ম করে, মুক্তি-হেতু স্তব করে,
তুমি দিয়াছ শঙ্করে সংহারের ভার।
অচিন্ত্যরূপ চিন্তামণি, সুরমণির শিরোমণি,
তুমি হে অমূল্য মণি, ধাতার মাথার॥ ৫৮
দেবকী ক'রে রোদন, বলে, ওহে মধুসূদন!
চরণে করি নিবেদন, যদি বেদন হর।
ভয়ে অঙ্গ বি-বরণ, শুন দুঃখের বিবরণ,
এ রূপ যদি শ্যামবরণ! সম্বরণ কর॥ ৫৯

প্রভাকরসুত—যম।

তুমি বিশ্বের জনক, কি বিশ্বাসজনক?—
আমরা জননী-জনক হব, হে হরি তব!
এ কথা শুনিলে বিজ্ঞে, বিজ্ঞে কিম্বা অবিজ্ঞে,
সকলেরি অবজ্ঞে হবে হে মাধব! ৬০
বিশেষ, ওহে বিশ্বরূপ!
আমরা কংসের বিষ-স্বরূপ!
না জানি সে দেখে এ রূপ, কিরূপ করবে?
সে অতি পাষণ্ড-কায়া,ভাবে, যদি করেছ মায়া!
তেয়াগিয়ে দয়া মায়া, উভয়কে বধ্‌বে॥ ৬১

*　*　*

মল্লার- ঠেকা।

সুন্দর এ রূপ,—কমল-আঁখি!
এ যে অসম্ভব, সম্ভব হবে কি!
যাঁর ব্রহ্মাণ্ড উদরে,তাঁরে উদরে ধরে দেবকী॥
হব হর কংস-ভয়, হরি! কর হে অভয়,
আমরা উভয়ে সভয়ে সর্ব্বদা থাকি।
পাষাণ হৃদয়ে দিয়ে, পাষাণ-হৃদয় হ'য়ে,
পাসরিয়া আছে মায়া, কলঙ্কী॥
দুঃখ আর বলিব কায়, হে নীরদকায়!
আমার ষড় পুত্র ব'ধে—
বড় দুঃখ দিয়াছে পাতকী!
সনকাদি তপোধন, করে যে ধন সাধন,
শুক নারদাদি যাঁর প্রেমে বিবেকী।
পাষাণ উদ্ধারিল, যাঁর পদে গঙ্গা জনমিল,
অজামিল তরিল যাঁরে ডাকি।
হরের চির-সাধন, বিরিঞ্চির বাঞ্ছিত ধন,
বলেন পঞ্চ-চতুর্ম্মুখে ডাক॥
দৈবকীর দৈব কি এত?
কোলে পেলাম জগত্তাত!
হবে সে ধন—নন্দন,
এত কি সাধন আমি রাখি? (চ)

*　*　*

বসুদেব-দেবকীকে শ্রীকৃষ্ণের অভয়-দান।

দেবকীর ঝরে নেত্র, নিরখি কমল-নেত্র,
কহিছেন প্রসন্ন হইয়ে।

পূর্ব্ব-জন্ম-বিবরণ, হয়েছ মা বিস্মরণ!
দিই মা আমি স্মরণ করিয়ে॥ ৬২
করেছিলে কঠিন যোগ, আত্ম-মনঃ-সংযোগ,
জননি! যতন কর্‌লে মোরে।
টলেছিল মোর আসন, দিয়াছিলাম দরশন,
তব দুঃখ-বিনাশন তরে॥ ৬৩
চেয়েছিলাম দিতে বর, তুমি বল্‌লে পীতাম্বর!
অন্য বর প্রয়োজন মোর নাই।
চতুর্ভুজ পদ্মনেত্র, সজল-জলদ-গাত্র—
তব তুল্য পুত্র যেন পাই॥ ৬৪
সেই ত চতুর্ভুজ বেশ, হয়ে গর্ভে করি প্রবেশ,
ভূমিষ্ঠ হয়েছি আজি আমি।
ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম, ভক্তের যে মনস্কাম,
দি মা! আমি হ'য়ে অন্তর্যামী॥ ৬৫
ভয় নাই আর কংস-ভয়ে,
আমি রাখ্‌লাম অভয়ে,
নির্ভয় হইয়ে সবে থাক!
ত্বরায় আসি কংসালয়, করিব আমি কংসে লয়,
নন্দালয়ে আশু আমাকে রাখ॥ ৬৬
যশোদা, নন্দের জায়া. প্রসবিয়ে যোগমায়া,
নিদ্রাযোগে আছেন যে ঘরে।
মোরে পরিবর্ত্ত করি, আন গো সেই শুভঙ্করী,
শুভ যাত্রা করহ সত্বরে॥ ৬৭
* * *

শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া বসুদেবের নন্দপুরে যাত্রা।

শুনে শব্দ সুধা-মাখা,
শ্রেয় হলো গোকুলে রাখা,
বসুদেব উঠেন ত্বরা করি।
কংসপুরী পরিহরি, বদনে বলি শ্রীহরি,
কোলে লয়ে শ্রীহরি, করেন শ্রীহরি॥ ৬৮
* * *

কংস-প্রহরিগণের চক্ষে যোগনিদ্রার আবির্ভাব।

শুন এক আশ্চর্য্য কই, যে রাত্রেতে ক্ষণেক বই,
জনমিবেন গোলোকের প্রধান।
ছিল যত দ্বারপাল, আসি কংস মহীপাল,
ক'রে, যায় অত্যন্ত সাবধান॥ ৬৯

তারা কেমনে রবে জাগিয়ে,
আপনি যোগনিদ্রা গিয়ে—
আবির্ভাব সকলের নয়নে।
অসুর যত প্রহরী, নিদ্রাতে লয় বল হরি,
সন্ধ্যাকালে বাঞ্ছিত শয়নে॥ ৭০
দ্বারী মধ্যে একজন,
তার জন্মে জন্মে ছিল ভজন,
সে বলে, ভাই শুন সর্ব্বজনা!
জাগিয়ে এত দিবস, আজি হলি নিদ্রার বশ!
এটা ত ভাই বিধির বিড়ম্বনা! ৭১
সে কেমন,—
তীর্থ-পথে ছয় মাস হেঁটে
দু দিন থাকতে ফির্‌লে!
প্রায় ঘরে উঠি, পাকায়ে ঘুটি,
কাঁচা খেলাটি খেল্‌লে! ৭২
বাল্য হতে সুরধুনীতে অবগাহন কর্‌লে!
মরবার কালে গঙ্গা ফেলে বঙ্গদেশে চল্‌লে! ৭৩
যৌবনকালে স্বপাকেতে হবিষ্যান্ন কর্‌লে!
ম'রবার বেলায় জঠর-জ্বালায় যবনান্ন গিললে
আজি, কৃষ্ণ-দরশনের নিশি,
সন্ধ্যাকালে টল্‌লে!
অচেতনে হারালে নিধি,
হায় হায়! কি কর্‌লে! ৭৫
* * *

খাম্বাজ—একতালা।
দেখ, কেও ঘুমাইও না;
অচেতনে হারাওনা নিধি।
যতনে সবাই, (মরি রে)
চেতন থেকো ভাই!—
দেবকীনন্দনে দেখিবে যদি।
মূলাধারে আছেন কুলকুণ্ডলিনী,
তিনি হন যদি চৈতন্যরূপিণী,
তবে সে চৈতন্যরূপ-চিন্তামণি—
চিন্তে পেরে, পার হবে জলধি॥
নিদ্রাতে ভুলায়, জাগ্‌লে জানা যায়,
জাগরণে পায় লক্ষ্মীর কৃপায়,
দাশরথির চিত্ত, নিত্য তত্ত্ব চা'য়,—
তত্ত্ব কর্‌লে তথ্য মিলান বিধি। (ছ)

নিদ্রার দোষ বর্ণন।

নিদ্রার মুখে আগুন,
জাগ ভাই! জাগরণের গুণ
শ্রবণ করহ কর্ণ-কুহরে।
ঘুমে লক্ষ্মী হন বিরূপা, জাগরণে লক্ষ্মীর কৃপা,
নৈলে কেন জাগে কোজাগরে? ৭৬
যত পরমায়ু লোকে পায়,
নিদ্রায় অর্দ্ধেক পাক পায়,
সে কালটা ত বিফলে হরণ।
কুম্ভকর্ণ বর্ব্বর, মেগেছিল নিদ্রার বর,
সেটা কেবল মৃত্যুর কারণ॥ ৭৭
নিদ্রাযুক্ত লোক সব, আছে বেঁচে কিন্তু শব,
সিঁদ কেটে চোর প্রবেশ করে ঘরে।
হাত দিয়ে লয় গলার হার, অথবা করে সংহার,
বলবান্‌কে দুর্ব্বলে জয় করে॥ ৭৮
স্বপ্ন দেখে কেঁদে মরে, কখন বিষধরে ধরে,
জলে ডোবে কখন বাঘে খায়।
নিদ্রাতুর লোকে ভাই! বিদ্যায় অধিকার নাই,
দিবা-নিদ্রায় পরমায়ু ফুরায়॥ ৭৯

* * *

নিদ্রার গুণ বর্ণন।

এ কথা শুনিয়া সত্বর, প্রহরীরা করে উত্তর,
আছে গুণ নিদ্রার নিকটে।
যতক্ষণ নিদ্রা রন, পুত্রশোক নিবারণ,
সে কালটা ত অনায়াসে কাটে॥ ৮০
নিদ্রা বিনে ঘোর বিপাক,
আহার-অন্ন হয় না পাক,
নিদ্রা কেন হবে না হিতকরী?
নিদ্রা একটা প্রধান ভোগ,
নিদ্রা নৈলে জন্মে রোগ,—
যার নিদ্রা না হয় বিভাবরী॥ ৮১
এত বলি যোগমায়ার বশে,
মজিয়ে নিদ্রার রসে,
সবে প'ড়ে গেল শব-প্রায়।
দেখে দ্বারী ভাবে মনে, ওদের ভক্তি ভগবানে,
প্রীতি নাই হায় হায় হায়! ৮২

বসুদেবের গোকুল-যাত্রার পথে ঝড়-বৃষ্টি।

হেথায় মহাদেব-আরাধ্য দেব,
কোলে লয়ে বসুদেব,
কংস-ভয়ে গমন ত্বরিতে।
দ্বারে দ্বারে সব ছিল খিল, অমনি হ'ল অ-খিল*
অখিলপতির গমনেতে॥ ৮৩
হ'য়ে পুরী-বহির্ভূত, দেখিছেন অদ্‌ভুত,
অন্ধকার ঘন পবন বয়।
কোলে আছেন ভুবনময়, যাঁর ভৃত্য ভুবনময়,
সে তত্ত্ব নাই হৃদয়ে উদয়॥ ৮৪
হরি করেন গমন, অনন্তের আগমন,
পাতাল হ'তে শ্রীকান্ত-স্মরণে।
বসুদেব যান যেরূপ, কোলে ল'য়ে বিশ্বরূপ,
অপরূপ শুনহ শ্রবণে॥ ৮৫

* * *

পরজ—খেমটা।

চলেন গোকুলে কাল হরিতে হরি।
বসুদেব লন দুঃখে বক্ষে করি॥
ঘোর অন্ধকার ঘন ঘন বারি,
রসাতল থেকে এসে অনন্ত,
মস্তকে হলেন অনন্তছত্রধারী॥
হৃদয়ে সন্দ, কিরূপে যাই নন্দালয়,
নাহি হয় পথ নির্ণয়,
সকলি হরির দূত,—সঘনে হরে বিদ্যুৎ
দেখাইছে পথ, অন্ধকার হরি।
বসু করে দরশন, চতুর্দ্দিকে বরিষণ,
কোন্ দেবতা মম সহকারী?
মোর অঙ্গে না লাগে জীবন,
তবে বুঝি জীবনের জীবন—
যমুনা-জীবন-পারে রাখিতে পারি।০ (জ)

* * *

---

*অখিল—খিলশূন্য।

যমুনায় তুফান দর্শনে বসুদেবের আক্ষেপ।

লয়ে ভব-কর্ণধারে, ক্রমে যমুনার ধারে,
গিয়ে হইলেন উপনীত।
হেরে যমুনার তরঙ্গ, ব্যাঘ্রকে হেরে কুরঙ্গ,
কম্পে যেমন, সেইরূপ কম্পিত ॥ ৮৬
খরতর বেগবান্, ভয়ে হৃদি কম্পমান,
স্রোতে তৃণ শতখান, দেখিয়া নয়নে।
কল কল ধ্বনি বিচিত্র, শুনে চিত্ত হয় বি-চিত্ত,
চিত্রবৎ দাঁড়ায়ে ভাবে মনে ॥ ৮৭
এ তরঙ্গ হয়ে পার, ওপারে গিয়ে এ ব্যাপার,
রেখে এ ধন লভা করা ভার।
দরিদ্রের মনোবাসনা,
লঙ্কায় গিয়ে আনি সোণা,
সেটা মাত্র মনের বিকার ॥ ৮৮
বামনেতে বাঞ্ছা করে, করে ধরে শশধরে,
বিধি কি পূর্ণ করে সে বাসনা?
কামুকের কামনা মনে, ভূপতির পত্নীসনে—
ঘটে প্রেম,—সে বাতিকের ঘটনা ! ৮৯
অতি ক্ষুদ্র মক্ষিকায়, ভ্রমে যেমন অন্ধকার—
করিতে সাধ করিবরে নিপাত।
যাতে, শিব প্বারে না তাল ধরিতে,
সেজে যান আরাম করিতে,
হাতুড়ে বদ্যি পাথুরে সন্নিপাত ॥ ৯০
গণিতে গগনের তারা, বাঞ্ছা করে পাগল যারা!
ভেকের বাঞ্ছা ধর্‌তে কালফণী!
করতে ব্রহ্ম-নিরূপণ, যে জন করেছে পণ,
তাহাকেও পাগল মধ্যে গণি ॥ ৯১
মনের অগ্রে গমন,—সাধ্য আছে কার এমন?
হার্ মেনেছেন সমীরণ যাঁকে!
আমার তেমনি এ আকুল,—
পার হয়ে গিয়ে গোকুল,
মিথ্যা আশা,—রেখে আসা বালকে ॥ ৯২
নাহি নাবিক নাই তরী, কেমনে দুর্গমে তরি,
দুর্গে! যদি রাখ মা দুস্তরে।
শোক নাহি নিজ পতনে, বাঁচাই বংশ-রতনে
কেমনে কুবংশ কংস-করে? ৯৩

লুমঝিঁঝিট—একতালা।
কেঁদে আকুল বসুদেব দেখে অকুল যমুনা।
কূলে বসে দুনয়নে বারি,
কোলে অকূলের কাণ্ডারী, তা ত জানে না।
বসু বলে, শিশু রক্ষ গো জাননি!
এমন অকূলে কুলকুণ্ডলিনী বই, কূল আর কই,
হ'লো প্রতিকূল বিধি, দিয়ে লয় বা নিধি!
কৃপানিধি বিনে, কূল আর রৈল না ॥
একবার ভাবে, যদি ধর্‌তাম কংসের পদে,
দৈবে দয়া যদি হতো পাষাণ হৃদে,
তা হয় না আর,—
গেল একূল ওকূল দুকূল,
অকূল পারে গোকুল—
কূলের তিলক রাখ্‌তে কুল পেলেম না ॥ (ঝ)

* * *

কৈলাসে হর-পার্ব্বতীর কথোপকথন।

বসু বলে, আমারে বিধি,
এখনি দান ক'রে, নিধি,
এখনি কি হলো বিধি, হরিবার তরে!
আমি যে এসেছি হেথায়,
যদি, মত্ত কংস তত্ত্ব পায়,
দুর্ঘটনা ঘটাবে সত্বরে ॥ ৯৪
নাহি নিস্তার তার করে, এত বলি রোদন করে,
হেথায় কৈলাসশিখরে, হরের রমণী।
ছিলেন বামে পশুপতির,
অপেক্ষা নাই অনুমতির,
যাইতে যমুনার তীর, সাজিলেন অমনি ॥ ৯৫
বিনয়ে শুধান হর, রাত্রি প্রায় তিন প্রহর,
দুগ্ধপোষ্য বিঘ্নহর ফেলে কোথায় যাবে?
কোন্ ভক্ত করেছে স্মরণ,
অথবা যাবে কর্‌তে রণ,
কালের বুকে কাল-হরণ, আবার বুঝি হবে? ৯৬
শুনে ঈষৎ হেসে বাণী,
ঈশ প্রতি কন ভবানী,
শুন শুন ত্রিশূলপাণি! বলি তব পাশে।

* কালের বুকে—মহাদেবের বুকে।

গোকুলে গোপ-পরিবারে,
হরি যান কাল হরিবারে,
আমি যাই পার করিবারে,
শুনি শিব কন হেসে ॥ ৯৭

যিনি বিশ্বমূলাধার, *ভব-জলধির কর্ণধার,*
সামান্য জলে উদ্ধার, তুমি তাঁরে করিবে!
আরাধিয়ে তাঁর পায়, ভুবন নিস্তার পায়,
তাঁরি পায়, পারের উপায়, মুক্তি পায় জীবে ॥৯৮

*   *   *

শক্তির প্রাধান্য।

দুর্গা বলেন ভগবান, বটেন সর্ব্বশক্তিমান্,
শক্তিবলেই বলবান্, সেই শক্তি আমি।
বিনা সাধনা শক্তির, ভবে কোন্ ব্যক্তির,
উপায় আছে মুক্তির, তাকি জান না তুমি? ৯৯
মনে বুঝে দেখ মর্ম্ম, ওহে নাথ! শক্তি ব্রহ্ম,
শক্তি হ'তেই সকল কর্ম্ম, ব্যক্তিগণে করে।
যেমন শক্তি যার ঘটে, শক্তিমতেই কর্ম্ম ঘটে,
তুমি সংহার কর বটে,
কেবল শক্তির জোরে ॥ ১০০
গমন-শক্তি দিলাম যায়,
একদিনে দশ যোজন যায়,
যে আছে বঞ্চিত তায়, তার বড় বিপত্তি।
থাকে যেখানে সেখানে প'ড়ে,
গুড়ে* অন্ন মাগে গড়ে, সাধ্য কি যে নড়ে করে,
উঠো ধানের পত্তি ॥ ১০১
ভোজন-শক্তি পায় যে জন,
একমণ পাকি ওজন,
একবারে করে ভোজন, তাতে বঞ্চিত যিনি।
সদা রসনা রয় বিবসে,
পরের খাওয়া দেখ্‌লে দোষে,
সদা দ্বেষ সন্দেশে, পোড়াকপালে তিনি ॥ ১০২
খায় না ক্ষীর ক্ষীরসে ছানা,
মুখ বাঁকায় দেখে বেদানা,
তিক্ত লাগে মিছরির পানা,
শক্তি-কৃপাহীন যে জন হন।
দাড়িম্ব আম কাঁঠাল আতা,
নাম কর্‌লে ধরে মাথা,—
কতকগুলি সজ্‌নেপাতা সিদ্ধ ক'রে খায় ॥ ১০৩
দান-শক্তি দিলাম যারে,
সদা মন তার দানের উপরে,
সর্ব্বস্ব দেয় পরে, সে শক্তি যার নাই—
লক্ষ টাকার তোড়া বেঁধে, সিদ্ধ পক্ক খায় রেঁধে,
গুরু এলে আট দিন কেঁদে,
হাটখরচ আট পাই ॥ ১০৪
জ্ঞান-শক্তি দিলাম যারে,
সেই ত সকল বুঝ্‌তে পারে,
এই কথা ব'লে হরে, তারিণী তখন।
বসুদেব যথা বসিয়ে, জলে চক্ষু যায় ভাসিয়ে,
জম্বুকীরূপে আসিয়ে, দিলেন দরশন ॥ ১০৫

*   *   *

শৃগালিনীরূপে পার্ব্বতীর যমুনা-পার।

আড়ানা—কাওয়ালী।

দিতে অভয় বসুদেবে।
সেই জলে পার হন হ'য়ে শিবে,
শিবের রমণী শিবে ॥
হৃদে গোবিন্দ লয়ে, বড় বিবন্ধে পড়িয়ে,
কাতরে কত কাঁদিয়ে, শেষে দেখেন ভেবে;—
আমি কাঁদি যার তরে, সে জলে জম্বুকী তরে,
নিতান্ত মোরে দুস্তরে,
তারিণী তারিলেন তবে ॥ (ঐ)

*   *   *

হয়ে মূর্ত্তি শৃগালিনী, পার হন শুভদায়িনী,
বসুদেব পাইলেন অভয়।
বক্ষে ক'রে নীলবরণ, জলে দিলেন চরণ,
নন্দনে রাখিতে নন্দালয় ॥ ১০৬

*   *   *

যমুনাজলে শ্রীহরির অন্তর্দ্ধান।

মধ্য-জলে গিয়ে হরি, হরিষে বিষাদ করি,
যমুনার সাধ করেন পূর্ণিত।

---

* গড়ে—ধান ভাঙ্গিবার কালে ঢেঁকির মুষল পড়িবার গর্ত্ত।

জম্বুকী—শৃগাল।

প্রভু পিতারে ছলিয়ে, পড়িলেন পিছলিয়ে,
বসুদেব জীবনে জীবন্মৃত ॥ ১০৭
হারিয়ে জীবন-কৃষ্ণ জীবনে,
ত্যজিয়ে জীবন-ইষ্ট জীবনে,
অন্বেষণ করেন জীবনে, দেহে জীবন শূন্য।
কিঞ্চিৎকাল অবশেষে,
নিকটে উঠিলেন ভেসে,
জীবনে জীবনধর ধন্য ॥ ১০৮
ফণী যেমন হারিয়ে মণি,
ফিরে শিরে পায় অমনি,
চিন্তামণি পেয়ে তেম্নি বসু।
দীননাথকে লয়ে কোলে,
দিননাথ-সুতার জলে,
পার হয়ে যান নন্দালয়ে আশু ॥ ১০৯

* * *

নন্দালয়ে বসুদেবের যোগমায়া-দর্শন।

দেখেন, সূতিকাঘরে নন্দজায়া,
প্রসবিয়ে যোগমায়া,
মৃতকায়া-তুল্য নিদ্রা যান।
নিদ্রাবস্থায় হয়ে প্রসব, নাই দুঃখ নাই উৎসব,
না জানেন হ'লো কি সন্তান ॥ ১১০
পুত্র বদলিয়া কন্যে, ল'তে হবে সেই জন্যে,—
পূর্ব্বে বড় ছিল মনঃকষ্ট।
নয়ন মন উথলিল, পুত্রমায়া পাসরিল,
মায়ার বদন করি দৃষ্ট ॥ ১১১

* * *

যোগমায়ার রূপ কেমন ?—

যেমন তীর্থের শেরা কাশীধাম,
কর্ম্মের শেরা নিষ্কাম,
নামের শেরা রামনাম, তারকব্রহ্ম জানি।
খাদ্যের শেরা ঘৃত ক্ষীর,
দেশের শেরা গঙ্গাতীর,
বেশের শেরা শ্রীপতির, গোষ্ঠ-বেশ খানি ॥ ১১২

বলের শেরা যোগবল,
ফলের শেরা মোক্ষ-ফল,
জলের শেরা গঙ্গা-জল, থলের শেরা ফণী।
পুরাণের শেরা ভারত,
রথের শেরা পুষ্পক রথ,
পুত্রের শেরা ভগীরথ, বংশচূড়ামণি ॥ ১১৩
মুনির শেরা নারদ মুনি,
ফণীর শেরা অনন্ত ফণী,
নদীর শেরা মন্দাকিনী, পতিতপাবনী।
পূজার শেরা আশ্বিনে পূজা,
মূর্ত্তির শেরা দশভুজা,
যুক্তির শেরা শেষ থাকে যার—
সেই যুক্তি শুনি ॥ ১১৪
চুলের শেরা চাঁচর চুল,
কুলের শেরা ব্রহ্মকুল,
ফুলের শেরা কমলফুল, করেন কমলযোনি।
তন্ত্রের শেরা নির্ব্বাণ-তন্ত্র,
মন্ত্রের শেরা হরিমন্ত্র,
যন্ত্রের শেরা বীণাযন্ত্র, বাজান নারদ মুনি ॥ ১১৫
তিথির শেরা পূর্ণিমা তিথি,
ব্রতীর শেরা যজ্ঞে ব্রতী,
স্মৃতির শেরা হরি-স্মৃতি, বিপদনাশিনী।
মেঘের রৌদ্র ধূপের শেরা,
রামচন্দ্র ভূপের শেরা
তেম্নি দেখেন রূপের শেরা,
হর-মনোমোহিনী ॥ ১১৬

* * *

সুরট-মল্লার—ঢিমে-তেতালা।

তারার দেখ্‌লে রূপ হরের নয়ন উথলে।
ভূভার-হারিণী স্বয়ং ভূতলে।
শশী আসি নখবাসী, তরুণ অরুণ পদতলে ॥
হেরি যোগেন্দ্রকামিনী, সুরূপিণী সৌদামিনী,
হতমানিনী, গগনে সঘনে চলে।
মরি কি রূপমাধুরী, হিমগিরি-কুমারী,
হেমগিরি মলিন দুখানলে ॥

জীবনে—জলে। জীবনে—প্রাণে।
বসু—বসুদেব। দিননাথসুতা—যমুনা।

ব্রহ্মকুল—ব্রাহ্মণবংশ।

নন্দ-হিতার্থে, কৃষ্ণের প্রীত্যর্থে,
জনমিল যোগমায়া আসি—
যশোদানন্দিনী ছলে।
ত্রিলোচনী, এলোকেশী, সুরূপসী, খর্ব্বকেশী,
শশী মসীদোষী মুখ-মণ্ডলে।
শ্রুতি-নাসার তুলনা, শ্রুতি-মূলেতে মেলে না,
অতুলনা ললনা শ্রুতি বলে,—
দাশরথি শুন, পাবি দরশন,
কর জ্ঞান-চক্ষুযোগ,
যোগমায়ার পদ-কমলে॥ (ট)

* * *

মতান্তরে এই বাণী, যশোদার গর্ভে ভবানী—
আর গোলোকনাথ জনমিল।
বৈকুণ্ঠের নাথ কোলে,
বসুদেব যান যে কালে,
উভয় অঙ্গ একত্র হইল॥ ১১৭

* * *

কন্যা লইয়া বসুদেবের মথুরায় প্রত্যাগমন।

যশোদার কোলে সঁপে শিশু,
কন্যাটি ল'য়ে বসু,
আশু যান পূর্ব্বপথে চ'লে।
গিয়ে মথুরা নগরে, সুনিদ্র সূতিকাঘরে,
কন্যা দেন দেবকীর কোলে॥ ১১৮
যোগনিদ্রা পরিহরি, জাগিল যত প্রহরী,
পুনঃ দ্বার বদ্ধ প্রতিঘরে।
পতিত হইয়া ধরা, পতিতপাবনী তারা,
কেঁদে উঠেন বালিকার স্বরে॥ ১১৯
দেবকী হইল প্রসব, বুঝিয়ে প্রহরী সব,
দ্রুতগতি গিয়ে নিরখিয়া।
কংসে দেয় সমাচার, বলে প্রভু যে বিচার,—
কর্ত্তব্য আশু কর গিয়া॥ ১২০

* * *

কংসকে কন্যা-নাশ করিতে উদ্যত দেখিয়া দেবকীর বিনয়।

শুনি কংস যেমন শমন, সত্বরে করে গমন,
কারাবদ্ধ মন্দিরে উদয়।
নয়নে দেখে প্রকৃতি, না যায় মন-বিকৃতি,
নাশিতে উদ্যত নিরদয়॥ ১২১
কাঁদিয়ে দেবকী বলে, ইন্দ্র কাঁপে তব বলে,
ভবে তব তুল্য কেবা বলো?
এই সাহসে মোর বলা, জন্মেছে কন্যা অবলা,
দুর্ব্বলারে বধ করায় কি ফল? ১২২
নারদের কথায় চল্‌লে, ছয় পুত্র লয় কর্‌লে,
শুন্‌লে না,—মান্‌লে না বেদ-বিধি!
অষ্টমে জন্মিবে পুত্র, সে কথা রহিল কুত্র?
বিধি-পুত্র সদা মিথ্যাবাদী॥ ১২৩
যে হোক আজি হ'য়ে শিষ্ট,
রাখ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট,
পুরাও ইষ্ট কৃপাদৃষ্টি করি।
কুমারী বধো না,—রাজা!
কুমারী করিলে পূজা,
সে পূজা পান গিরিরাজ-কুমারী॥ ১২৪

* * *

খট্‌ ভৈরবী—মধ্যমান।
এ নয় তনয়, কেন কুদৃষ্ট।
অবলা হতে কি হবে অনিষ্ট!
অভাগিনী এ ভগিনী পানে একবার চাও হে!
প্রাণ বাঁচাও!
আমার তনয়াটীর জীবন করো না নষ্ট।
এমন যন্ত্রণা ভাই হ'য়ে দিলে,
নারদের বাক্যে কি বাদ সাধিলে?
একবারে কি দুটী নয়ন মুদিলে?
বধিলে আমার তনয় ষষ্ঠ॥ (ঠ)

* * *

যোগমায়ার তিরোভাব।

শুনে কথা দেবকীর, রাগে হইল দু-আঁখির—
বর্ণ—যেন জবা কোকনদ।
আরে, পাপিনি! বলিস্ কিরে?

শ্রুতিমূলে—বেদমূলে।

একবারে করেছি কিরে ?
যা হয় গর্ভে, তাই করব বধ ॥ ১২৫
কন্যা তো মানবী বটে, ফেলিতে পারে সঙ্কটে,
পাপিনি ! তোর ও পাপ উদরে—
যদি এক ভেক জন্মে, তথাপি না বিশ্বাস জন্মে,
অন্ত করা আছে মোর অন্তরে ॥ ১২৬
জঠরে জন্মিলে হংস, বিশ্বাস না করে কংস,
তখনই ধ্বংস করব তার প্রাণী।
অথবা যদি জন্মে শিখী,
আমার হাতে বাঁচিবে সে কি ?
আমি কি শিখি তোর শিখান বাণী ?১২৭
তোর জ্বালাতে পাইনে খেতে,
রেতে নিদ্রা পাইনে যেতে,
দিনে রেতে থাকি ঘড়ি পেতে নিয়ত ॥
ঘটাতে পারি তোর মরণ,
থাকি ক'রে রাগ সম্বরণ,
নৈলে ঢাকী সহ সহমরণ হতো ॥ ১২৮
ব'লে কন্যা ধরিতে যায়, দেবকী যতনে তায়,
হৃদে রেখেছিল মন-সাধে।
প্রাণভয়ে দিল ছাড়িয়ে,পাষাণেতে আছাড়িয়ে,
পাষাণ হইয়ে কংস বধে ॥ ১২৯

* * *

যোগমায়ার নিজমূর্ত্তি ধারণ ও ভবিষ্যৎবাণী কথন।

সেই যোগে যোগমায়া, ত্যজিয়ে মানবী কায়া,
মায়া করি গগন-মণ্ডলে।
হন মূর্ত্তি অষ্টভুজা, দেবদলে করিল পূজা,
বিল্বদল জবা গঙ্গাজলে ॥ ১৩০
শশীর কাঁপিল শির, শশিধর-মহিষীর,
নিরখিয়ে শশিমুখখানি।
বর্ণনাতে হারে বর্ণ, অতসীর মন অপ্রসন্ন,
শোকে মলিন হয় সৌদামিনী ॥ ১৩১
কটিতট কেশরী জিনি,
রবে পিক নীরব অমনি,
বেণী দেখে ফণী গণিছে দুঃখ।
ভুবন মত্ত নাসিকায়, দুঃখ নাশে নাসিকায়,
নাশিয়াছে শুকপক্ষি-সুখ ॥ ১৩২
কত আলো রবি করে ! দিনকরে ক্ষীণ করে,
দীনতারিণীর হেন রূপ।
মৃগ-মদ, আঁখি নষ্ট করে,বিবিধ আয়ুধ অষ্ট করে,
ঘন দৃষ্টি করে কংসভূপ॥ ১৩৩
ডাকিয়ে কহেন শিবে, তুমি যারে বিনাশিবে,
বাঞ্ছা কর'—সেই তোমায় নাশিবে।
নিকটে আছে সে জন, নিকট হলে শমন,
সে তোমার নিকটে আসিবে ॥ ১৩৪

* * *

মিশ্র-মল্লার—কাওয়ালী।

ওরে কংস ! ধ্বংস হবি রে আশু।
তোরে নাশিতে সকুলে, ছল ক'রে গোকুলে,
জন্মেছে গোপকুলে নন্দগোপশিশু।
হেন পুণ্য প্রকাশিলে, পদে বজ্র হৃদে শিলে,
দিয়ে বাঁধ দেবকী আর বসু।
জন্ম ল'য়ে নর-উদরে, কর্ম্ম কর যেন পশু !
ওরে মূঢ় জ্ঞানাভাব ! যাবে বৈরিভাব ভাব।
সেই শ্রীমাধব সর্ব্বকার্য্যেষু।
দেখ্‌লি নে সত্তের হাট !
শিখলি নে সত্তের পাঠ,
লিখ্‌লিনে গুরুকে চরণেষু।
ভূতলে জন্ম ল'য়ে বৈ হলি নে সু ! (ভ)

* * *

নন্দ ও যশোদার পুত্রদর্শন এবং মহোৎসব।

কংসের মৃত্যুর বিবরণ, ব'লে রূপ সম্বরণ,
করে যান স্বস্থানে যোগমায়া।
হেথায় গোকুল নগরে, সুনিদ্র সূতিকাঘরে,
চৈতন্য পাইয়া নন্দজায়া ॥ ১৩৫
সুন্দর সুত প্রসব, দেখে,—ধরে না উৎসব,
মনে মনে ভাবেন নন্দপ্রিয়া।
না জানি কোন বেদনা, এ কালী কবালবদনা,
এ সব করুণা, মায়ের ক্রিয়া ॥ ১৩৬

শশিধর-মহিষীর—পার্ব্বতীর।

বলে কালি! যা কর মা! অমনি নন্দমনোরমা,
নন্দে ডাকি কহিতে লাগিল।
নীল-জলধর-নিধি, খোদিত করিয়া বিধি,
নির্ম্মাইয়া মোরে দিয়ে গেল ॥ ১৩৭
পুলকে অঙ্গ মোহিতে, বলে আমি এ মহীতে,
এত দিনে হলাম ভাগ্যবতী।
নীল-কমলে,--হৃদ্‌কমলে, লইয়ে বদনকমলে,
শত শত চুম্ব দেন সতী ॥ ১৩৮
নন্দ এসে নীলমণি,—
কোলে তুলে নিল অমনি,
সুরমণির পদ তুচ্ছ গণে।
আনন্দে বিলায় ধন, শত শত গোধন,
বলে, ধন সার্থক এতদিনে ॥ ১৩৯
এ নৈলে ধন কি নিমিত্তে?
রাজা নাম কিনি মিথ্যে!
এত দিনে রাজা হলাম গোকুলে।
গোকুলবাসীরা সব, ঐ কথারি উৎসব,
সব কর্ম্ম সবে গিয়াছে ভুলে ॥ ১৪০

* * *

শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের জন্য দেবগণের গোকুলে আগমন।

গোকুলে হরি-দরশনে, ব্রহ্মা যান হংসাসনে,
বৃষাসনে ঈশানী সনে হর।
অগ্নি যান অজাসনে, সহ ভার্য্যা গজাসনে,
যান নন্দপুরে পুরন্দর ॥ ১৪১
হেরিতে গোকুলচন্দ্র, সাতাইশ ভার্য্যাকে চন্দ্র,
সজ্জা হেতু দেন অনুমতি।
পুষ্যা আদি রেবতী, অষ্টাদশ গুণবতী,
ভার্য্যার আনন্দমতি অতি ॥ ১৪২
চিত্রা সুখে চিত্ত মাঝে, ব্যস্ত হয়ে হস্তা সাজে,
শ্রবণার আনন্দময় শ্রবণে।
ভরণী আদি ঘরণী নয়, ইহাদের প্রবৃত্তি নয়,
শুভ দিন যার—তার বাড়ী-গমনে ॥ ১৪৩
যে দিন লোকের সর্ব্বনাশ, ক'রে বেশ-বিন্যাস,
ভরণী-মঘার সেই বাড়ীতে বাসা।

অজাসনে—ছাগবাহনে।

পুষ্যা এসে হেসে হেসে,
নিকটে বসি [illegible] ঘেঁসে,
ব্যঙ্গ ছলে কহিতেছে ভাষা ॥ ১৪৪
ওলো দিদি ভরণি! কাজ কি গিয়ে ধরণী?
হরি দেখে সুখী হবে না তুমি।
ঝোলা কিম্বা ওলাউঠো,
সেই বাড়ীতে গিয়া যুটো,
সঙ্গে লয়ে ষষ্ঠী আর নবমী ॥ ১৪৫
রোগীকে ফেলে কফাধিক্যে,
নাড়ী বসায়ে তুলে হিক্কে,
চালিয়ে সিক্কে, তবে এস এ বাটী।
অথবা যথায় সন্নিপাত,
সেই রোগটী কর-গে হাত,
শাক্ত হয়তো গঙ্গা দিও,
বৈরাগীকে নুন-মাটী ॥ ১৪৬
ওলো দিদি কৃত্তিকে! তোমার মতন কীর্ত্তি কে,
বিপদ-কালে করতে পারে আর?
কফ আর পিত্তিকে, আশ্রয় ক'রে মৃত্যুকে,
ভিটের তার ঘুঘু চরাতে পার ॥ ১৪৭
মঘা তুমি মঘের মত, মানুষ খেতে শিখেছ ত?
ঘরে কিম্বা যাত্রাকালে,
পেলে ছেড়ো না কো, সেটা খেও।
ওগো দিদি উত্তরাষাঢ়া!
শুভ দিনে দিওনা সাড়া,
বিপদের পাড়া পড়িলেই তুমি যেও ॥ ১৪৮
ওলো উত্তরভাদ্রপদ!
তারির বাড়ী বাড়াবি পদ,
যে জন বিপদে পড়ে কাঁদে।
ব্যঙ্গ শুনে লজ্জায়, চাঁদের জায়া সকলে যায়,
চাঁদের সঙ্গে দেখ্‌তে গোকুল-চাঁদে ॥ ১৪৯
ভূলোকে গোলোকের ধন, পুলকেতে দরশন,
কর্‌তে যায় ত্রিলোকের সবাই।
শ্রীমুখ হেরি গোবিন্দের,
ধরে না সুখ শ্রীনন্দের,
আনন্দের আর পরিসীমা নাই ॥ ১৫০

ষষ্ঠী আর নবমী—ষষ্ঠী আর নবমীতে মঘা নক্ষত্রের সংযোগ বিশেষ কুফলজনক।

বিভাষ—একতালা।

নিত্য গোপাল হেরে, নেত্রে বারি ঝরে,
প্রেমে নৃত্য করে, গোকুলবাসিগণ।
কি আনন্দ নন্দ, পেয়ে নিত্যানন্দ,
হয় না নন্দের চিত্তে, নৃত্য-নিবারণ॥
মুনিগণ আসিয়ে হেরি কমল-নেত্র,
কহিছেন, নন্দ! তোমার এই যে পুত্র,—
হৃদয়ে ত্রিনেত্র, মুদিয়ে ত্রিনেত্র,—এই ধন হে!
তিনি জ্ঞাননেত্রে করেন নিত্য দরশন॥
সঙ্গে লয়ে চন্দ্রমুখী ভার্য্যাগণ,
চন্দ্র যান গোকুলচন্দ্র দরশন,
হেরে চন্দ্রানন, চন্দ্রের চান্দ্রায়ণ,—
অমনি হয় গো—
গোকুলচন্দ্রের নখচন্দ্রে চন্দ্র লয় শরণ! (চ)

* * *

জটিলার মুখে কৃষ্ণ-রূপের ব্যাখ্যা।

গোকুলের কুলরমণী, আনন্দে চলে অমনি,
নন্দরাণীর নীলমণিকে দেখ্‌তে।
হেরিতে নন্দতনয়, জটিলের আনন্দ নয়,
যায় প্রেম মৌখিকেতে রাখ্‌তে॥ ১৫১

রোগী যেন রোগের দায়, নয়ন মুদে নিম্ব খায়,
সেইরূপে সূতিকা-ঘরে গেল!
পরের সুখে জলে গাত্র, যুড়ায় নাকো থল মাত্র,
পুত্রমাত্র দেখে পলাইল॥ ১৫২
হেথায় গর্গমুনি-সীমন্তিনী,
পতিমুখে শুনেছেন তিনি,
যশোদা প্রসব করেছেন জগৎপতি।
মত্ত প্রেম-পুলকেতে, ঘনবরণ ভাবি চিতে,
দেখিতে আনন্দে যান সতী॥ ১৫৩
পথে দেখে জটিলাকে, সুধান অতি পুলকে,
যশোদার ছেলেকে দেখে এলে?
অপরূপ শুনেছি রাষ্ট্র,
জটিলে বলে, পোড়াকাষ্ঠ,
জানি কৃষ্ণবর্ণ বটে ছেলে॥ ১৫৪
এই গোকুলের অভাগীরে,
জয়কেতে যত মাগীরে,
সেই ছেলের রূপ বলিছে চমৎকার!
ধরিনে সেটা ছেলে ব'লে,
কিন্তু সেটা মেয়ে হ'লে,
কেউ ছুঁত না, বিকান হ'তো ভার॥ ১৫৫
যা হোক্ হয়েছে বংশরক্ষা,
নাই মামা তা অপেক্ষা,
লোকে বলে, কাণা মামাটা ভাল।
নাই মৎস্য দুগ্ধ দধি, সিদ্ধপক্ক হ'লো যদি,
তবু তো ভাল, উপবাসটা গেল! ১৫৬
বস্ত্রাভাবে কটিতটে, যদি কারু কপ্‌নি ঘটে,
উলঙ্গ হতে তো ভাল দৃষ্ট?
যদি গেলাস ঘটী না যোগায়,
ভাঁড়ে যদি জল খায়,
ঘাটে খাওয়া অপেক্ষা ত শ্রেষ্ঠ? ১৫৭
চক্ষে দৃষ্টি ছিল না যার,
ঝাপ্‌সা নজর হ'ল তার,
অন্ধ হ'তে ভাল ত শতগুণে।
সেইরূপ নন্দের হ'ল সম্প্রতি মন্দের ভাল,
সোজা বলিব,—রাজা ব'লে বুঝি নে॥ ১৫৮

* * *

জটিলার কথা শুনিয়া গর্গমুনি-পত্নীর আক্ষেপ।

কথা শুনে, ব্রাহ্মণীর— দুঃখে দুটী চক্ষে নীর,
বলে, জটিলে! তুই বড় পাপিনি!
গিয়েছিলি সর্ভক্তি করি,
আঁখিতে দেখিতে হরি—
পাস নাই তুই, ভাবেতে আমি জানি॥ ১৫৯
শুনেছি কথা মিথ্যা তাকি,
যে পুরুষ অতি পাতকী,
যে রমণী ব্যভিচারিণী হয়।
সাধ ক'রে ঘর তেয়াগিয়ে,
জগন্নাথ দেখ্‌তে গিয়ে,
শ্রীমন্দির দেখে শূন্যময়॥ ১৬০
তবু ক্ষান্ত না হয় মন,
ভাবে, পথে গিয়ে রথে বামন,
আলোতে গিয়ে দেখিব ভাল ক'রে!

হরি দেখিতে নারেন যায়
সে কি হরি দেখ্‌তে পায়?
ও জটিলে! তাই ঘটেছে তোরে॥ ১৬১
গিয়েছিলি কালামুখে,
কালের ধনকে এলি কালো দেখে!
তাকে কেবল সে-ই কাল দেখে।
আঁখিতে মাখিয়ে জ্ঞানাঞ্জন,
কেউ দেখে কালবরণ,
কেউ দেখে কাল-নিবারণ,
যে যেমন যার ক্রিয়া যেমন,
সেই তেমন দেখে॥ ১৬২

* * *

কানেড়া—কাওয়ালী।

সে কি কালো, দেখে এলি কাল যায়!
কালের কাল যায়, সে কাল-পূজায়,
সেই কালো-দরশনে, জীবের কাল-দরশন যায়,
আমি ভাল জেনে তোরে,
ভালবাসি.লো অন্তরে!
ভাল শুনিবার তরে সে তো ভাল নয়!
আজ, ভাল জানা গেল,
তোর ভাল নয় লো ভাল,
ভাল হলে হতো ভালে ভালোদয়।
কাল ভালরূপ জেনে ভালরূপ,
শশি-ভাল যাঁকে ভালবাসে,—
তোর ভাল লাগে না তায়!
ও জটিলে! একি বটে, থেকে জলধি-নিকটে,
জলাভাবে যাবে জীবন পিপাসায়!
দাশরথি! কেন জল, গুণজলধির জল—
যত দূরে মিলে, গিয়ে ঢাল কায়!
ও-পায় মিল রে,—জনমিল রে—
জল-রূপিণী জাহ্নবী ঐ জলদ-বরন-পায়॥ (৭)

ইতি জন্মাষ্টমী সমাপ্ত।

নন্দোৎসব।

পুত্রাভাবে যশোমতীর খেদ।

গোকুলেতে রাজা নন্দ, দিবানিশি সদানন্দ,
ধনে মানে সকলের পূজ্য।
কাতর ভার্য্যা যশোমতী, যশে পরিপূর্ণ ক্ষিতি,
মনের দুঃখেতে অতি, অন্তরে অধৈর্য্য॥ ১
মৌন ভাবে আছেন রাণী, বদনে না সরে বাণী,
ছল ছল করে দুটি আঁখি।
বলে, নাইকো আমার পুণ্যযোগ,
হলো না ঐশ্বর্য্যভোগ,
যাওয়া আসা কর্ম্মভোগ, সকলি হলো ফাঁকি॥২
কর্ম্মভূমে জন্ম নিলাম, কোন সুখী না হইলাম,
কোন পুণ্য না করিলাম ভবে।
সব মিছে মায়া অন্ধকার,
গতির দিন ক'দিন আর,
ভাব যদি গৌরবে দেহে রবে॥ ৩
ঐহিক আর পারত্রিক, তাতেও কি পার্থিক?
ধিক্ ধিক্ শতধিক্ আমারে!
জনমে হলো না সুখ, বিদীর্ণ হইল বুক,
এ দুঃখ জানাব আর কারে? ৪
কপালে আগুন বিধাতার,
দেখা যদি পাই তার,
গোটাকত কথা তারে বলি।
এমনি কি সব লেখার ধ্যান,
প্রতিকূল যারে ভগবান,
সর্ব্বস্ব দিয়ে দান, পাতালে গেল বলি॥ ৫
শ্রীরামচন্দ্র বিধির বিধি,
তাঁর কি বনবাসের বিধি?
নলের দুঃখানল বর্ণিব কত!
স্বয়ং লক্ষ্মী মা জানকী, রাবণ হরে সম্ভবে কি,
শুক পক্ষী ব্যাধের হাতে হত! ৬
কুবের যার ভাণ্ডারী, তার হয় শ্মশানে বাড়ী!
মরি মরি! কিবা লেখার ধারা!

কি বলিব আর চতুর্ম্মুখে,
চন্দ্র-সূর্য্য রাহুর মুখে!
কেউ সুখভোগ করে সুখে
কেউ বা বাসিমড়া! ৭
এমন লেখা দেখি নাই কুত্র,
রাজার ঘরে নাই পুত্র!
হাড়ি-শুঁড়ির ঘরে ছেলে ধরে না!
বিধির বুদ্ধি থাক্‌লে পরে,
তবে কি নির্ব্বংশ করে?
জগতের লোক সকলি মরে,
বিধি কেন মরে না? ৮
কখন যদি ভগবান্‌, দুঃখিনীরে মুখ তুলে চান,
তবেই তো রাখ্‌ব দেহে প্রাণ।
নৈলে প্রবেশিব বনে, জীবন দিব জীবনে,
এইরূপ মনে মনে করে অনুমান॥ ৯
জানি, তিনি করুণার সিন্ধু,
জগতের নাথ—জগবন্ধু,
ভবসিন্ধু-পারের কর্ত্তা জানি।
পড়েছি ভবঘোর-চক্রে,হ'ল না সাধন ষট্‌চক্রে,
সকল চক্রের চক্রী চক্রপাণি॥ ১০

* * *

খট্‌ভৈরবী—একতালা।

যদি রাখেন মান, আমার ভগবান,
সেই পঞ্চাননের দুরারাধ্য;—
বল কে জানে তাঁহারে, বিভু কয় যাঁহারে,
করেন লয়, যা তাঁর মনে লয়,
তিনি পরম-পুরুষ পরমারাধ্য॥
যাঁর কৃপায় সৃষ্টি এ ব্রহ্মাণ্ড প্রকাণ্ড,
লোমকূপে যাঁর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড,
করাঙ্গুলে ধরাধর সপ্ত-খণ্ড,
কে জানে সে কাণ্ড কার বা সাধ্য?
কাল-বশে কালে না বলিলাম হরি,
চরমকালে কালের হস্তে কিসে তরি?
এ কাল-রোগের উপায় শ্রীহরি,
হরি বিনে নাই আর নিদানের বৈদ্য॥ (ক)

* * *

নন্দ-যশোদার কথোপকথন।

রাণীকে দেখে নিরানন্দ, জিজ্ঞাসা করেন নন্দ,
বল তোমার কিসের অভাব?
তোমারি ঘর, তোমারি বাড়ী,
কেন হে যুগল নয়নে বারি?
তার তো কিছু বুঝতে নারি,
সকল কর্ম্মে তাড়াতাড়ি স্বভাব॥ ১১
কথায় কথায় বদন ভার,
এমন ভাব দেখিনে আর,
বুঝা ভার, যায় না বোঝা ভাবে।
বুঝিতে নারি নারীর চক্র,
হারি মেনেছে যাতে শক্র,
বক্র হলে নক্র একেবারে॥ ১২
দেখে লাগে দেকৃদারি,
বুকে বসে উপাড়ে দাড়ি,
বাড়ী এলে সময়ে পাইনে খেতে।
কি বলিব আর নারীর কাণ্ড,
খুঁজে মিলে না ব্রহ্মাণ্ড,
বল্‌লে হন উদ্দণ্ড, বাপের বাড়ী যেতে॥১৩
শুনি কহেন নন্দরাণী,
জানি হে নন্দ! তোমায় জানি,
মন্দ কথায় কে পারিবে জিন্‌তে?
কু-কাটুনি চিরকাল, গরু চরাইয়ে কাটালে কাল,
কর্‌লে নাকো পরকালের চিন্তে॥ ১৪
কেবল ঘাঁট্‌লে গোবর উড়ালে ছাই,
ধর্ম্মকর্ম্ম কিছুই নাই!
প্রভাতে উঠে কেবল খাবার চেষ্টা।
দেখ্‌তে পাইনে সুব্যাভার,
হাতে নড়ী কাঁধে ভার,
ভাবনা, কি হবে আমার শেষটা! ১৫
মাথায় পাগড়ী, কোঁচড়ে মুড়ি,
কাপড়ে গাঁটি চৌদ্দবুড়ি,
তা নৈলে গহনা শোভা পায় না!
মানো না টিকটিকী বাধা,
গায়ে গোলাপ, পায়ে বাধা,
জেতের স্বভাব নবাব হলেও যায় না॥ ১৬

নক্র—কুম্ভীর।

বিশেষ কৃপণের ধন, বিধির তাতে বিড়ম্বন,
কখন সুখে পায় না খেতে মাখতে।
জন্মের মতন রক্ষা করে,
পরেতে ভোগ করে পরে,
কৃপণ কেবল ভালবাসে ধন আগুলে থাকতে॥
কখন নাই বিতরণ, মধুমক্ষিকা মধু যেমন—
করে নাকো ভক্ষণ, পরে তাহা অপরেতে লয়!
কৃপণ, মক্ষি সমান দশা,
যেমন বাবুই ভেজে থাক্‌তে বাসা,—
কপালের ভোগ তাকে বল্‌তে হয়॥ ১৮
অতিথি পুরুত কুটুম্ব এলে,
গুষ্টী শুদ্ধ মরে জ্ব'লে,
জান্‌তে পারলে প্রায় দেন না দেখা!
গুরু এলে হয় ত্যক্ত, একটী পয়সা গায়ের রক্ত,
খরচ হ'লে সাতবার করে লেখা॥ ১৯
করে না কোন নিত্য কৃত্য,
পরের খেয়ে বেড়ায় নিত্য,
কেবল বিপত্তি উদরের তরে।
তবে সম্বন্ধি এলে পর, মৌখিকে করে আদর,
না করলে গিন্নি যে রাগ করে! ২০

* * *

খাম্বাজ—পোস্তা।

অসার সংসার মধ্যে
সার কেবল সংসারের ভাই।
এমন সম্বন্ধ মিষ্টি বিধাতার সৃষ্টিতে নাই॥
ভাই বন্ধু পিতা মাতা,
মানে না কেউ তাদের কথা,
মেগের কথা শিক্ষাদাতা,
সকলেরি দেখ্‌তে পাই॥ (খ)

* * *

শুনি নন্দ কয় রাণীরে,
কেন মন্দ কও আমারে?
স্বামীকে কটু সংসারে, কেউ কয় না।
শুনেছি আমি মুনিবচন,
স্বামীর প্রতি থাকিলে মন,
ব্রত তীর্থ-পর্য্যটন, কিছু কর্‌তে হয় না॥ ২১
যে নারী হয় পতিব্রতা,
পতিকে ভাবে দেবতা,
পুরাণের কথা এই তো জানি।
আর এক কথা শুন হে ধনি!
শিব-নিন্দা শ্রবণে শুনি,
যোগেতে ত্যজিলেন প্রাণ, যোগেন্দ্র-কামিনী॥
নন্দের শুনিয়ে বাণী, ক্রুদ্ধ হয়ে কহে রাণী,
শিবভার্য্যা সুরধুনীর ধ্বনি শুনিতে পাই।
স্বামীর মস্তকে বাস, করেন তিনি বার মাস,
তাঁর বেলায় দোষ বুঝি নাই॥ ২৩
দেবতাদের সব দেখ কাণ্ড,
যিনি প্রসবিলা ব্রহ্মাণ্ড,
নাম তাঁর ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী।
ব্রহ্মময়ী শ্যামা মা, শিবের বুকে দিয়ে পা,
দাঁড়িয়ে আছেন হয়ে দিগম্বরী॥ ২৪
ব্রহ্মা ইন্দ্র হর হরি, তাঁদের মস্তকোপরি,
বিরাজেন রাজেশ্বরী, তাতে হলো না দূষ্য!
দেখে শুনে গেলে পুড়িয়ে,
বল্‌লে উঠ চক্ষু ঘুরিয়ে,
উঁচিত বল্‌ব কর করবে উষ্ম॥ ২৫
নন্দ বলে, যশোমতি! আমার কথায় দেহ মতি,
শিবের মাথায় ভাগীরথী,
বাস করেছেন বল্‌লে।
ত্রৈলোক্য-তারিণী তিনি, স্বর্গে নাম মন্দাকিনী,
তাঁকে তুমি জল জ্ঞান করলে? ২৬
কুশাগ্রেতে লাগ্‌লে গায়, সকায় বৈকুণ্ঠে যায়,
স্নানের ফল কে বলতে পারে?
রাজেশ্বরী জগদ্ধাত্রী, বিশ্বমাতা বিশ্বকর্ত্রী,
তিনি সার এ ভব-সংসারে॥ ২৭
শিবের বুকে দিয়ে পা,
দাঁড়িয়ে আছেন শ্যামা মা!
সে পা-কে কি পা ভেবেছ রাণী?
শিব রেখেছেন যত্ন করি, হৃদপদ্মাসনোপরি,—
ভব-পারের তরী বলেন শূলপাণি॥২৮

* * *

সংসারের ভাই—স্ত্রীর ভাই—শ্যালক।

কালীপাদপদ্ম ভজিলে কি হয়, তাহা শ্রবণ কর।

থাম্বাজ—পোস্তা।

যে ভাবে তারা-পদ, ঘটে কি তার আপদ,
সে পদ ব্রহ্মপদ, মুক্তিপদপ্রদায়িনী॥
কি আর করিবে কালে,
মহাকাল যাঁর পদতলে,
ডাকিলে জয় কালী বলে,
কাল ভয়ে পলায় অমনি॥
মায়ের মায়া অনন্ত, অনন্ত না পায় অন্ত,
কালহরা কালীমন্ত্র তারিণী ত্রিগুণ-ধারিণী।
মা আমার দক্ষিণে কালী,
কখন বা হন করালী,
কখন হন বনমালী, কভু রাধা মন্দাকিনী॥ (গ)

* * *

যশোমতীর শুনি কথা, নন্দ করে হেঁট মাথা,
বলে মিছে দ্বন্দ্বে প্রয়োজন নাই।
কিসের জন্যে ভাব দুঃখ, হয়ে থাক অধোমুখ?
বল দেখি, শুনতে আমি চাই॥ ২৯
শুনি রাণী মধুর স্বরে, উত্তর প্রদান করে,
উত্তরকালে পুত্র বিনে কি হইবে গতি?
ঘুচিল না হে বন্ধ্যা নাম,
একটী কন্যা হলেও সুখী হতাম,
মনের কথা কহিলাম,
উপায় কিছু কর হে সম্প্রতি॥ ৩০
নাই যার পুত্র ধন, ভবন তাহার বন,
রাজ্য-ধন কি ধন মধ্যে গণি?
শুনেছি স্মৃতি-দর্শনে, পুত্র-মুখ-দরশনে,
নরকে নিস্তার হয় প্রাণী॥ ৩১
যদি ইন্দ্র তুল্য ধনী হয়, দ্বারে হয় হস্তী হয়,
পুত্র বিনে শোভা নাহি হয়।
সম্পূর্ণ গ্রহ যার, পুত্র নাইক বংশে তার,
দিবানিশি অন্ধকারময়॥ ৩২
শুনি কহে নন্দরায়, উপায় থাকতে নিরুপায়—
মিছে তুমি ভাব কিসের জন্য?
দেব-ঋষি নারদ শুক, তাঁদের কি হয়েছে দুঃখ?
দারা পুত্র রাজ্যসুখ, করেন নাইতো গণ্য॥ ৩৩
ভাই বন্ধু সুত দারা, মিথ্যা বলিয়াছেন তাঁরা,
চক্ষু মুদিলে কেহ কারু নয়!
বিধি করিয়াছেন বিধি, সম্বন্ধ জীবনাবধি,
কেবল মাত্র পথে পরিচয়॥ ৩৪
মলে সঙ্গে যাবে না কেহ,
পড়ে থাকবে আপনার দেহ,
মিথ্যে স্নেহ আমার আমার করা!
যখন হবে দেহ পঞ্চত্ব, তখন কে করিবে তত্ত্ব?
বপু হ'তে সব রিপু হবে ছাড়া॥ ৩৫
পাপ কিম্বা পুণ্যযোগ,
যার থাকে হয় তারি ভোগ,
কর্ম্মসূত্র ভোগাভোগ,
অন্যে কেউ ভোগে না!
আপন আপন কর্ম্মফল,
ভোগ করে জীব সকল,
দেখে শুনে তবু কেউ বুঝে না॥ ৩৬॥
এখন হরিপদ স্মরণ কর,
অসার ভেবে কাল কেন হর?
যখন কাল হরিবে জীবন।
তখন কেউ হবে না বন্ধু, বিনে সেই দীনবন্ধু,
ভবসিন্ধু করিতে তারণ॥ ৩৭
হরিপদ-তরণী বিনে,
তরিবার তরী আর দেখিনে,
নিরুপায়ে উপায় শ্রীহরি।
সে পাদপদ্ম না ভজিয়ে, নাই কিছু লাভ জীয়ে
দেখ না মনে বুঝিয়ে, যশোমতী সুন্দরি॥ ৩৮
শুন বলি হে সুমন্ত্রণা, এড়াবে যম-যন্ত্রণা,
হবে না আর জনম গ্রহণ।
কর সাধু-সেবা সাধুসঙ্গ, মায়া-নিদ্রা হবে ভঙ্গ,
স্বপ্নবৎ জানিবে তখন॥ ৩৯
কর হরিপদে মন সমর্পণ,
জগতে নাই আর এমন ধন,
যোগীর আবাধ্য ধন মিলিবে।
কেন বাসনা কর স্বর্গ, স্বর্গ কেবল উপসর্গ,
হরি বল—চতুর্ব্বর্গ ফলিবে॥ ৪০

* * *

আলেয়া—কাওয়ালী।

প্রাণি ! সাদরে সাধ হে হরির অভয় পায়।
নিরুপায়ে পায় উপায়॥
এ দেহ হইলে অন্ত, কি করিবে আসি কৃতান্ত,
নিতান্ত ভাব হে কালাকালের দায়॥
আর ভবার্ণবে না চাও যদি আসিতে,
তবে অজ্ঞান-তিমির নাশ কর জ্ঞান-শশীতে,
কাট রে কুমতি—কর্ম্ম-অসিতে,
আছে কাম ক্রোধ দম্ভ আদি,
বিবেক না হয় বিবাদী,
কর আগে, তারা যাতে ক্ষান্ত পায়॥ (ঘ)

* * *

পুত্রের জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান।

নন্দের শুনি ভারতী, কহিতেছে যশোমতী,
বলে সব মিথ্যা, কিছু কিছু নয়।
চারি চাল বেঁধে কর্‌লে ঘর,
তার বিধি স্বতন্তর,
গৃহধর্ম্মে সকলি কর্‌তে হয়॥ ৪১
গৃহাশ্রমের শুন ফল, অতিথে দিলে অন্ন জল,
অনন্ত সে ফলের পান না অন্ত।
সেবিলে গুরু পিতা মাতা,
বেদেতে লিখেন ধাতা,
তার তুল্য নাই পুণ্যবন্ত॥ ৪২
কর্ম্মভূমে লয়ে জন্ম, কর্‌তে হয় সকল কর্ম্ম,
নিষ্কাম কর্ম্ম সকল কর্ম্মের সার।
প্রধান ধর্ম্ম কর্ম্মযোগ, জন্মান্তরের কর্ম্মভোগ,
ভুগিতে আসিতে হয় বার বার॥ ৪৩
কর্ম্মসূত্রে হয় পুত্র, পুত্রের তুলনা মৈত্র,
ভেবে দেখ হে কেহ নাহি আর।
পুত্র পরকালের গতি, ভগীরথ আনি ভাগীরথী,
সগরবংশ করিল উদ্ধার॥ ৪৪
দেখ ! পুত্র বিনে হ'লো না স্বর্গ,
ঘটিল কত উপসর্গ,
যযাতির তো বহু পুণ্য ছিল ?
পুত্র প্রধান পিতৃকার্য্যে,
পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যে,
বেদে ব্রহ্মা আপনি লিখিল॥ ৪৫

কর হে নন্দ ! যাগ যজ্ঞ,দ্বিজ একটী আন বিজ্ঞ,
কর তুমি যথাযোগ্য যজ্ঞেশ্বরের পূজা।
হবে বহু বিঘ্ননাশ, পুরাবেন আশ শ্রীনিবাস,
নিরাশ হবে না মহারাজা॥ ৪৬
তোমা ভিন্ন এ গোকুলে,
কে আছে আর গো কুলে ?
অকুল ভাবিছ কিসের জন্য ?
কোন দ্রব্যের নাই অভাব,
কারু সঙ্গে নাই অ-ভাব
তুমি সকলের মধ্যে গণ্য॥ ৪৭
বিশেষ রাজার ধর্ম্ম, রাজসিক যত কর্ম্ম,
করিতে হয় বিধি অনুসারে।
শুভকর্ম্মে বিঘ্ন নানা,
তোমার তো নাই সে সব জানা,
বললে পরে কব মানা,
কেবল বারে বারে॥ ৪৮
শুনি বলে, নন্দঘোষ,
সকল পক্ষে আমারি দোষ,
বল্‌লে পরে কত রোষ,
হাঁক ডাক হাতনাড়া নাকনাড়া।
কথার চোটে পাষাণ কাটে,
যেন ভোতা কুড়ুলে চুটিযে কাটে,
গৃহিণীরে সব গ্রহণীরোগের বাড়া॥ ৪৯
কর তোমার যা মনে লয়,
তোমার কথা কে করে লয়,
ব্রত করিতে এত কেন বিব্রত ?
আমি তোমায় বলেছি আগে,
যথাবিধি যাগে যা লাগে,
বসন ভূষণ ঘৃত পঞ্চামৃত॥ ৫০
করো না মিছে জ্বালাতন,
পূজিতে তোমায় নারায়ণ,
নিবারণ করি তো নাই আমি।
যদি পূজিলে যায় বড় দায়,
পূজ গিয়ে বরদায়,
পুত্রের বর মেগে লওগে তুমি॥ ৫১
তুমি কর্‌লে আমারি করা,
এই দেখ সব আঙ্গুলে কড়া,
আচমন কর্‌তে জল থাকে না হাতে !

গোটে গিয়ে চরাই গাই,
আহ্নিক পূজা কখন নাই,
একবার এসে খাই জলে-ভাতে ॥ ৫২
মিছে কেন দুঃখ দাও, শত্রু আর কেন হাসাও,
গোল করে ঘোল ঢেল না মস্তকে।
উষ্ম করা দূষ্য বড়, ক্ষান্ত হও রক্ষা কর,
এই মিনতি যশোমতি ! তোমাকে ॥ ৫৩
ধরি তোমার দুটি করে,
যা বল্‌তে হয় তা ব'ল ঘরে,
পরে জান্‌তে পার্‌লে পরে, লজ্জা পেতে হয়।
আছে এমন পূর্ব্বাপর, সকল ঘরে কথান্তর,
তাতে কেউ নাহি হয় পর,
রাগ করাটা তোমার উচিত নয় ॥ ৫৪

* * *

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

সকল ঘরে আছে কথান্তর।
যার লাগি পরাণ কাঁদে, সে কখন হয় না পর ॥
নিত্যি কীর্ত্তি নিত্যি ল্যাটা,
গৃহধর্ম্মের ধর্ম্ম সেটা,
ভাল মন্দ হয় কথাটা,
তা বল্‌লে কি চলে ঘর ?
যে ঘরে হয় বৌ প্রবলা,
যায় না বলা তায় অবলা,
সেই ঘরে যন্ত্রণা জ্বালা, হয়ে বসে স্বতন্তর ॥ (৬)

* * *

রাণী বলে, হে নন্দঘোষ ! সকলি আমার দোষ,
তোমার দোষ না থাকিলেই ভাল।
জানি যত গুণাগুন, পড়াশুনাতে যত নিপুণ,
বকিয়ে কেন কর খুন !
মিছে কেন আর নির্ব্বাণ আগুন জাল ? ৫৫
আমাকে বললে সভাতে যেতে,
জাতি যে যাবে যেতে না যেতে,
শুনলে ঠেলে রাখিবে জেতে,
তখন কেমন হবে ?
কিসের মিমিত্ত নাথ ! বলে উঠিলে অকস্মাৎ,
মুখ থাকতে নাকে ভাত, খাওয়া কি সম্ভবে ?৫৬

হবে যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ,
সে যজ্ঞে কি আমি যোগ্য ?
এমন কথা কেমন করে বল্‌লে ?
তবে শুনেছি কোন শাস্ত্রে কয়,
অধিক ফলাধিক্য হয়,
সস্ত্রীক হয়ে দৈবকর্ম্ম কর্‌লে ॥ ৫৭
নন্দ হলো সম্মত, যজ্ঞের সামগ্রী যত,
আয়োজন করে সর্ব্বজনে।
নন্দের করিতে হিত, অগ্রে এলেন পুরোহিত,
রীতি নীতি দেখে ভাবেন মনে ॥ ৫৮
বরণের যেটা বড় যোড়,চোদ্দপোয়া হদ্দ জোর,
কোচা কর্‌তে কুলায় নাকো কাছা।
কি দিব আর পরিচয়, ভেঙ্গে বলা উচিত নয়,
তারি উপযুক্ত খাদি কাচা ॥ ৫৯
ঘড়া গাড়ু সব নালুক,
জল থাকে না—মাঝে ভুলুক,
থাল রেকাবি ফুঁ দিলে যায় উড়ে।
পুরোহিত দেখে হন রুক্ষ,
কপালের উপর তোলেন চক্ষু,
দেখে মরেন মাথা মুণ্ড খুঁড়ে ॥ ৬০
যজ্ঞদান-সামগ্রী যত, পুরোহিত করেন হস্তগত,
বলেন লেহ্য মত, পাব ইহার সিকি।
আমি হোতা আমি ব্রহ্মা,
সকলে আমি কৃতকর্ম্মা,
নাম আমার মাণিক শর্ম্মা,
আমি কারু শিখান কথা কি শিখি ? ৬১
আছেন বড় বড় অধ্যাপক,
ধর্ম্মশাস্ত্রে অতিব্যাপক,
তর্কালঙ্কার প্রভৃতি ক'রে যত।
তর্কবাগীশ সিদ্ধান্ত, নৈয়ায়িক বিদ্যাবন্ত,
এরা সকল আমার হস্তগত ॥ ৬২
বিদ্যাবাগীশ বিদ্যানিধি,
আমার কাছে লন বিধি,
পড়ো আমার যত বঙ্গদেশী।

নালুক—নিরেস ; নিকৃষ্ট প্রকারের। ভুলুক—হেঁদা ; ছিদ্রযুক্ত। লেহ্যমত—ন্যায়মত। অতি ব্যাপক—প্রগাঢ়-দৃষ্টি।

আমা হতে কে বিদ্যাবান্?
আসুক আমার বিদ্যমান,
কোন্ বেটা জ্ঞানবান্, মান্যমান্ বেশী? ৬৩
মুখে মুখে করাই শ্রাদ্ধ,
মিনিট পাঁচ ছয় লাগে হদ্দ,—
ভুজ্জির চাল বাঁধতে যতক্ষণ?
দুর্গোৎসব শ্যামাপূজা, তাতে যায় পণ্ডিত বুঝা,
চণ্ডীপাঠে আমি একটী জন॥ ৬৪
পুরোহিতের শুনে বাণী,
হাস্য করিল যত জ্ঞানী,
রাঢ় বঙ্গ প্রভৃতি সকলেতে।
রাখিয়ে সব নিমন্ত্রণ্য, বলিতেছেন ধন্য ধন্য,
পুণ্যবান্ নন্দ গোকুলেতে॥ ৬৫
নিন্দুকস্বভাব কতকগুলি,
খেয়ে দেয়ে বেঁধে বেগে-পুঁটুলি—
লয়ে যায় নিন্দে কর্‌তে কর্‌তে।
বলে, এম্‌নি বেটার ক্ষুদ্র দৃষ্টি,
দইয়ের উপরে দিলে না মিষ্টি,
এমন পাপিষ্ঠের বাড়ী এসেছিলাম মরতে॥ ৬৬
যজ্ঞ সাঙ্গে পূর্ণাহুতি, নন্দ দেন আনন্দে অতি,
নারীগণে সব দেন উলুধ্বনি।
তদন্তে পূজে কাত্যায়নী, ভক্তিভাবে নন্দরাণী,
সঙ্গে লয়ে যত গোপ-রমণী॥ ৬৭
বলে, কোথা ওগো নারায়ণি!
কর মা পুত্রধনে ধনী,
ওগো দিগম্বরের দিগম্বরি!
তোমাকে পূজে পার্ব্বতি! পুত্রবতী হন অদিতি,
বামনরূপে জন্মেন শ্রীহরি॥ ৬৮
কৌশল্যারে দিলে রাম, নবদূর্ব্বাদলশ্যাম,
যে নাম শুনে মুক্ত জীব ভবে।
আমার ত মা নাই পুণ্য, কলুষে দেহ পরিপূর্ণ,
কিসে আমার বাঞ্ছা পূর্ণ হবে? ৬৯

* * *

থাম্বাজ—পোস্তা।

এ দাসীরে কৃপা কর মা জগৎমাতা জগদ্ধাত্রি!
দাক্ষায়ণি নারায়ণি! বীণাপাণি! বিশ্বকর্ত্রি!
ভাণ্ডোদরি! ক্ষেমঙ্করি!
মহেশ্বরি! সর্ব্বেশ্বরি! সর্ব্বদাত্রি!
কোথা গো মা নারায়ণি! পুত্র-ধনে কর ধনী,
শুনেছি নামের ধ্বনি, সুরধুনি সাবিত্রি!
কালি তারা কালদারা কালহরা কালরাত্রি! (চ)

* * *

কংসের অত্যাচার।

ব্রজে নন্দের যজ্ঞ সাঙ্গ, মথুরাতে পাপাঙ্গ,—
শুন কংস কুলপাংশু-বিবরণ।
অতি দুষ্ট দুরাচার, সদা থাকে অনাচার,
পাপাত্মা পাষণ্ড দুর্জ্জন॥ ৭০
যত মান্যমানের মান্য হীন,
করে বেটা এম্‌নি হীন!
হীন জাতির বাড়ায় সম্মান।
যে সকল লোক পুণ্যবন্ত, তাদের প্রায় প্রাণান্ত,
বলে, কোথা হে রক্ষ ভগবান্! ৭১
যক্ষ রক্ষ সর্ব্বজন, ভয়ে কাঁপে ত্রিভুবন,
ইন্দ্র যার নামে পান ত্রাস।
অহঙ্কারে হারিয়ে জ্ঞান,
ভগ্নীর বক্ষে দিয়ে পাষাণ,
করে তার ছয় পুত্র নাশ॥ ৭২
উগ্রসেন জন্মদাতা, কেড়ে নিল তার দণ্ড-ছাতা,
ধাতা কর্ত্তা বিধাতা আপনি।
হরি নামে এম্‌নি দ্বেষ,
দেখে যদি বৈষ্ণবের বেশ,
করে তারে দেশছাড়া তখনি॥ ৭৩
ঝুলি মালা নামাবলি, কেড়ে লয়ে গালাগালি,
দিত যদি ধুমড়ী কারু থাক্‌তো!
আনি তার তুন্দ ধরি,
বলে, কোথা যাইস লো দুন্দ রাঁড়ী?
লাঞ্ছনার বাকী কি আর রাখ্‌তো? ৭৪
আর এক কথা বলি আগে,
কংস এখন কোথায় লাগে?
মুলুকযুড়ে সকলি হলো কংস।

বেগে পুঁটুলি—ছোট ছোট অনেক পুটুলি।

দণ্ডছাতা—রাজদণ্ড ও রাজচ্ছত্র।
ধুমড়ী—সেবাদাসী।

এখন কৃষ্ণ বিষ্ণু কেউ বলে না,
হরি কথাটী কাণে শুনে না,
হরি মানে না বলে—হরি তারে
করিবেন ধ্বংস ॥ ৭৫

* * *

খাম্বাজ—পোস্তা।

এখনকার ব্যাভার দেখে—
কংস থাকিলে লজ্জা পেতো!
সে কি স্বধর্ম্ম ত্যজে উইলসনের খানা খেতো!
আখড়াতে গুলি গাঁজা, খেতো কি কংস রাজা?
ষাঁড় ভাঁড় লয়ে মজা,
করিতে কি প্রবর্ত্ত হতো?(ছ)

* * *

বিশেষতঃ বৈষ্ণবেরা, যত বেটা ধুম্ড়িধরা,
জাতি কুল মজালে ইদানী।
লোককে জানান পরমার্থ,
অর্থ করতে নাই সামর্থ্য!
খুলে বসে চরিতামৃতখানি ॥ ৭৬
সেবাদাসী সীমন্তিনী, বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী,
তাদের হাতে থোপ-দেওয়া খঞ্জনী।
দেখে শুনে তাদের ভাব,
ভাবুকের হয় প্রাদুর্ভাব,
ভাবিতে ভাবিতে ভাব ঘটে তখনি ॥ ৭৭
বলে চৈতন্যের চারি খুট, এত বলে পাতে খুঁট,
মাগীদিগে কার সাধ্য আঁটে?
আছে মাগীদের আবার শিক্ষে,
বলে, হরি বল মন দাও ভিক্ষে!
এমনি দীক্ষে শতধারে কাটে ॥ ৭৮
নাকে তিলক রসকলি,
হাতে লয়ে পাণের খিলি,
এম্‌নি গলি বার করেছে ভাই।
গেল সকল হিন্দুয়ানী,
বিচার নাই আর পাণ-পানী,
অবাক্ হয়ে ভাবছি বসে তাই! ৭৯
কংস জেনে মর্ম্মার্থ, উঠিয়েছিল পরমার্থ,
এখন অনর্থ ঘটাচ্ছে পদে পদে!

গলি—ফিকির।

গৌর বলে, মাগীরে কাঁদে,
লোককে ফেল্‌ব ব'লে ফাঁদে,
দেখো যেন কেউ পড়ো না আপদে ॥ ৮০

* * *

ধর্ম্মরক্ষার জন্য দেবগণের শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আবেদন।

অন্য কথার আলাপন, কার্য্য নাই আর এখন,
শুন কিছু কংসের দৌরাত্ম্য।
ধার্ম্মিকের অপমান, অধার্ম্মিকের করে মান,
সাধুনিন্দায় সর্ব্বদা প্রবর্ত্ত ॥ ৮১
হরি বলে সাধ্য কার?
অমনি জীবন লবে তার!
হরি বল্‌লে হরিণবাড়ী দেয়!
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই বিচার,
প্রজাদের প্রাণ বাঁচা ভার!
ব্যেভার বেটার সকলি অন্যায় ॥ ৮২
তখন যুক্তি করেন দেবগণে,
এ বেটা মরে কেমনে,
তার উপায় কিছু পাইনে দেখ্‌তে!
ইন্দ্র বলে, শুন বচন, ভাব কেন অকারণ?
বিপদে শ্রীমধুসূদন থাকৃতে ॥ ৮৩
দেবগণ মিলিয়ে সব, করেন হরিকে স্তব,
বলে, হরি! সঙ্কটে উদ্ধার।
রক্ষা কর তিন পুর, বধি দুষ্ট কংসাসুর,
সকলের দুঃখ দূর কর ॥ ৮৪

* * *

সুরট-মল্লার—একতালা।

দুঃখ তোমা বিনে কে আর হরে!
দুষ্ট কংস-ভয়, কে দেয় অভয়,
ধরা ধৈর্য্য নয়, তাহারি ভরে ॥
দিলে তারে ভার, পালিতে সংসার!
অকালেতে সব করে হে সংহার!
তোমা বিনা তার, কে করে সংহার?
সকলেতে হার মেনেছে তাহারে।
নিলে তব নাম, পাঠায় যমধাম,
তবে যদি কেউ ছাড়ে স্বীয় ধাম,

শুনিলে সে বেটা করে ধুমধাম,
তুমি যদি তারে নাশো গুণধাম!
কৃপা করি তবে এসো মহীধরে॥ (জ)

*　*　*

দেবকীপুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণের এবং যশোদার গর্ভে যোগমায়ার জন্মগ্রহণ।

দেবতাদের স্তবে তুষ্ট হইলেন কৃষ্ণ।
হইল আকাশবাণী, পূরাইব ইষ্ট॥ ৮৫
দেবগণে বর দিয়ে ব্রহ্ম সনাতন।
মথুরাতে হইলেন দেবকী-নন্দন॥ ৮৬
নন্দালয়ে জন্মিলেন গোস্বামীদের মতে।
তার কিছু আভাস ব্যাস লিখিল ভাগবতে॥৮৭
স্বয়ং-এর কর্ম্ম নহে হিংসা আদি ধর্ম্ম।
অংশরূপে মথুরাতে লইলেন জন্ম॥ ৮৮
পূর্ণরূপে গোকুলেতে হলেন অবতীর্ণ।
দুই দেহ এক অঙ্গ নাহিক বিভিন্ন॥ ৮৯
বসুদেব লয়ে পুত্র রাখেন নন্দালয়।
সেই কালে দুই অঙ্গ এক-অঙ্গ হয়॥ ৯০
যোগমায়া প্রসবেন যশোদা সুন্দরী।
কংস লয়ে যায় তাঁরে ভাবি নিজ অরি॥৯১
নন্দপত্নী যশোমতী, প্রসবেন ভগবতী,
এই উক্তি বেদে ভাগবতে।
বলিয়াছিলেন মুনি সর্ব্বে,
জন্মেন যশোমতীর গর্ভে,
কন্যা-পুত্র গোস্বামীদেব মতে॥ ৯২
অন্যে বলে, তাকি হয়? নন্দ জন্মদাতা নয়,
বসুদেব-পুত্র সবে কয়।
শাস্ত্রের দুই মত ব্যাখ্যা,
কোন্‌টা ইহার করি রক্ষা?
পরমার্থ তত্ত্ব কিসে রয়? ৯৩
আবার বলিয়াছেন শ্রুতি, পাদমেকং ন গচ্ছতি,
বৃন্দাবনং পরিহরি হরি।
গেলেন যদি মথুরায়, তবে, একথা কেমনে রয়?
সন্দেহ-ভঞ্জন কিসে করি? ৯৪॥
বুঝিবে পণ্ডিতে যুক্তি, সত্য যেটা শিব-উক্তি,
মূঢ় ব্যক্তি বুঝিবে কেমনে?
যিনি সৃষ্টি করেন সর্ব্বে,
তিনি কি জন্মেন কারু গর্ভে?
এই কথা কি যোগিগণে শুনে? ৯৫
যিনি সর্ব্ব সারাৎসার,
জন্ম মৃত্যু আছে কি তাঁর?
নিরাকার—কখন সাকার মূর্ত্তি।
লোমকূপে যাঁর ব্রহ্মাণ্ড,
কে বুঝিবে তাঁর কাণ্ড?
হয় লয় সব তাঁর কীর্ত্তি॥ ৯৬
মহাবিষ্ণু মহামায়া, তাহার অনন্ত কায়া,
দর্শনে যাঁর হয় না নিদর্শন।
তার কোটি কলার কলা-অংশ,
তার শতাংশের এক অংশ,
তারাই করেন ভূভার-হরণ॥ ৯৭
কাজ নাই আর কথা অন্য,
গোকুলেতে নন্দ ধন্য,
পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হরি।
পরিহরি গোলোক, আইলেন ভূলোক,
হয়ে দুষ্টগণের অন্তকারী॥ ৯৮
গোকুলবাসী লোক যত,
বিষ্ণুমায়াতে মোহিত,
নিদ্রাতে সব অভিভূত,
জানে না যে জন্মেছে সন্তান!
প'ড়ে আছেন মৃত্তিকায়, সজল জলদ-কায়,
সূতিকার গৃহে ভগবান্॥ ৯৯
বিষ্ণুমায়াতে আচ্ছন্ন, সকলেতে অচৈতন্য,
সঙ্গে আছেন চৈতন্যরূপিণী।
দেবকীনন্দন হরি, মথুরাপুরী পরিহরি
গোকুলে রহিলেন চক্রপাণি॥ ১০০
আছে এই বেদের উক্তি,
বসু লয়ে আদ্যাশক্তি,
মথুরাতে গেলেন পুনর্ব্বার।
প্রভাত হলো যামিনী, জন্মেছে এক কামিনী,
কংসরাজ দিল সমাচার॥ ১০১
বিচার নাই পুত্র-কন্যে,লয়ে যায় বধিবার জন্যে,
পাষাণেতে নিক্ষেপ করিল।
হইয়ে মা ক্ষেমঙ্করী, হস্ত হৈতে যান উড়ি,
অষ্টভুজা মূর্ত্তি ধরি, আকাশে উঠিল॥ ১০২

আলিয়া—কাওয়ালী।

কি অপরূপ শিব-মোহিনী।
মা আমার জগমনমোহিনী।
জগতে নাম জগদ্ধাত্রী, বিশ্বমাঝে বিশ্বকর্ত্রী,
আর নাম কালী কালবারিণী॥
নখরেতে কোটি শশী, অষ্টভুজা করে অসি,
মুখে অট্ট-অট্ট হাসি, দশন তড়িতশ্রেণী॥
রূপে আলো ত্রিভুবন, যোগীর আরাধ্য ধন,
পরশে যাঁর চরণ, ধন্য হন ধরণী ;—
হের গো হৈমবতি! আদ্যাশক্তি ভগবতি।
কহে দ্বিজ দাশরথি, গতি বিন্ধ্যবাসিনী॥ (ঝ)

* * *

কৃষ্ণদর্শনার্থ দেবগণের নন্দালয়ে গমন।

হেথায়,—গোকুলে কৃষ্ণ-দরশনে,
সবাহনে দেবগণে,
সকলেতে আসি নন্দালয়।
করি হরি দরশন, দুর্ল্লভ আরাধ্য ধন,
সকলের প্রফুল্ল হৃদয়॥ ১০৩
দেখিয়ে গোকুলচন্দ্র, ব্রহ্মা বলেন, শুন ইন্দ্র!
নন্দ কত পুণ্য করেছিল!
সেই পুণ্য হলে উদয়, দয়া ক'রে দয়াময়,
পুত্রভাবে আসি জন্মাইল॥ ১০৪
ধন্য নন্দ ধরাপতি, ধন্য ধন্য যশোমতী,
ধন্য রে গোকুলবাসিগণ!
জন্মান্তর-পুণ্যফলে, যশোদার পদতলে,
আলো করি আছেন নীলরতন॥ ১০৫
দেখি পতিতপাবন পরাৎপর ধরা,
প্রেমে অঙ্গ না যায় ধরা,
শতধারা বহে দুটি চক্ষে।
তদন্তে দেবতা সব, আরম্ভ করিল স্তব,
কমলা-সেবিত কমলাক্ষে॥ ১০৬
জয় কৃষ্ণ কেশব! পাণ্ডব-বান্ধব!
মুকুন্দ মাধব শ্রীমধুসূদন!
জয় বিপদ-ভঞ্জন! জগত-মনোরঞ্জন!
কংস-ভয়হরণ কর হে নারায়ণ! ১০৭

* *

যশোদার পুত্রমুখ দর্শন।

এত বলি দেবগণ হইল বিদায়।
আপন আপন স্থানে সকলেতে যায়॥ ১০৮
যশোদার হৈল পরে মায়ানিদ্রা ভঙ্গ।
দেখে ধূলাতে ধূসর তনু পতিত ত্রিভঙ্গ॥ ১০৯
দেখিয়ে আনন্দ রাণীর ধরে না আর গাত্রে।
ধূলা ঝাড়ি বক্ষোপরি রাখেন কমলনেত্রে॥ ১১০
সুধাতে সিঞ্চিল যেন পুলকিত তনু॥
উদয় হইল যেন অদ্বিতীয় ভানু॥ ১১১
শুনিয়ে নন্দ, অতি আনন্দ, সানন্দকে ডাকি।
উপানন্দ প্রভৃতি যায় দেখিতে কমল-আঁখি॥ ১১২
প্রবেশি সূতিকাঘরে, লক্ষ্মীকান্ত দৃষ্টি করে,
সে ভাবের না হয় বর্ণন।
মরি কি বিধি নিধি দিল!
ব'লে নন্দ কোলে নিল,
অনীল নীলকণ্ঠের ভূষণ॥ ১১৩
প্রতিবাসিনী যত রমণী,
দেখে যশোদার নীলমণি,
বলে আহা মরি কি পুত্র প্রসবিল!
পেয়েছে অমূল্য নিধি, গোবিন্দ করিয়ে বিধি,
নির্ম্মাইয়ে যশোদাকে দিল॥ ১১৪

* * *

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

আ-মরি কি রূপ-মাধুরী।
একবার হেরিলে চক্ষে, চক্ষু পালটিতে নারি॥
কোটি শশী নখোপরে, আরাধয়ে শশিধরে,
জগতের মন হরে, কটিতে হারে কেশরী।
অঙ্গ-শোভা নীলাম্বুজ, আজানুলম্বিত ভুজ,
অজ বিভু মাগে রজঃ, বহে দুনয়নে বারি॥ (ঞ)

নন্দপুরে আসি সব, করে মহামহোৎসব,
নারীগণ সব দেয় উলুধ্বনি।
আহ্লাদে সব পরিপূর্ণ,
দীন দ্বিজে দান করেন পূর্ণ,
রজত কাঞ্চন হীরা মণি॥ ১১৫
নন্দের আনন্দ মন, করিছে ধন বিতরণ,
গোধন প্রভৃতি করি সব।

দ্বারে আইল বাদ্যকর,
ঢাক ঢোল বাজে দগড়,
হইল একটা মহাকলরব ॥ ১১৬
শুনি করে সবে বলাবলি,
আশা পূর্ণ করেছেন কালী,
হয়েছে কালি নন্দের একটী ছেলে।
বেঁচে থাকুক প্রাতর্ব্বাক্যে,
হউক নন্দের বংশ রক্ষে,
বিধি যদি নিধি তাকে দিলে ॥ ১১৭

* * *

কুটিলার কৃষ্ণরূপ-নিন্দা।

জটিলে শুনিয়া কুটিলেকে কয়,
সে বড় কুটিলে নয়!
বলে, নন্দের একটী ছেলে হয়েছে শুনিলাম!
কুটিলে বলে, শুনেছি ঘাটে,—
দেখে আসাটা উচিত বটে,
তুই ঘরে থাক, আমি দেখ্‌তে চল্‌লাম ॥১১৮
এত বলি বুঝা'য়ে মায়,
নন্দের বাটী কুটিলে যায়,
রাণী বলে, এসো গো ঘরে এসো!
দেখা হয় নাই অনেক দিন,
আজি আমার শুভ দিন!
তাই ত এলে ব'সো ব'সো ॥ ১১৯
কুটিলে বলে আস্‌তে হয়,—
সেটা কিছু মিথ্যা নয়!
আস্‌তে পাইনে অনেক কাজের জ্বালা!
ঝঞ্ঝাটেতে হয় না আসা,
তাতে কি যায় ভালবাসা?
বাড়ার ভাগ আমাকে কেবল বলা ॥ ১২০
দেখি মা কেমন হয়েছে ছেলে!
অনেক যত্নে রত্ন পেলে!
যশোমতী কয়, আশীর্ব্বাদ কর!
করে তু'লে নীলমণি,
কুটিলের কোলে দেন অমনি!
বলে মা! লও নীলমণিকে ধর! ১২১
কুটিলে বলে ঘুচিল দুঃখু,
এই যে বাছার পদ্মচক্ষু,
নন্দ ছেলে—আহা মরি মরি!
কিবা হাত পা কিবা গঠন,
একটু কেবল কালো বরণ,
যা হয়েছে বাঁচিয়ে রাখুন হরি ॥ ১২২
যশোদার কোলে দিয়ে শিশু,
কুটিলে ঘরে যায় আশু,
পথে দেখা হয় যাদের সঙ্গে।
তাদের ডেকে যেচে কয়, গিয়াছিলাম নন্দালয়,
এমন ছেলে দেখি নাই রাঢ়ে বঙ্গে ॥ ১২৩
সেই ছেলেকে বল্‌ছে ভাল,
দেখি নাই আর তেমন কালো।
কালো কালো বিশেষ আছে
কালো আছে কত।
কোলে ক'রে আছে রাণী,
ঠিক যেন কষ্টিপাথর খানি,
দৃষ্টি কর্‌লে বুদ্ধি হয় হত ॥ ১২৪
ঘোর কালো অন্ধকার, এমন ছেলে কদাকার,
ছোট লোকের ঘরে দেখ্‌তে পাইনে!
মরি কি বিধাতার সৃষ্টি,
এমন ছেলে কালো কুষ্টি!
সাত জন্ম না হলেও চাইনে ॥ ১২৫
বলে কথা জায় বেজায়,—
সেই পথে এক পথিক যায়,
কৃষ্ণ-নিন্দা করিয়ে শ্রবণ।
কুটিলেরে করে ভর্ৎসনা,
শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত নানা,
দিয়ে তারে কহিছে বচন ॥ ১২৬
তুমি চিন্‌লে না সে কালবরণ,
সেই কালোতে করে কাল-হরণ,
মহাকাল সেই কালোয় পূজা করে।
জটিলে তোমার পাপ-নয়নে,
দেখ্‌তে পাও নাই কালরতনে,
যে কালোতে কালাকালে কাল হরে ॥ ১২৭

* * *

রাঢ়—পশ্চিমবঙ্গ। বঙ্গ—পূর্ব্ববঙ্গ
কাল-হরণ—যমভয়-নাশ। মহাকাল—মহাদেব

অহং-সিন্ধু—একতালা।

তুমি সে কালো চিন্‌লে না।
কি বস্তু জান্‌লে না!
সে কালোর তুলনা নাই ভুবনে।
যাঁর রূপে আলো করে, হরের মন হরে,—
হর, শ্মশানে কাল হরে যাঁর কারণে॥
সে কাল রতন, করিলে দর্শন,
কালের দমন হয় তাঁর দরশনে,—
আর, মোক্ষ হয় যে পদে, বিপদ সম্পদে,—
নিরাপদে থাকে যাঁর স্মরণে॥ (ভবের জীবে)
হায়, পেয়ে একবার কাল, দেখ্‌লিনে সে কাল,
মজ্‌লি চিরকাল, কালের গুণে;—
ছিল জ্ঞানরত্ন ধন, দিলি সব বিসর্জ্জন,
এখন, পার হবি কেমনে ভব-তুফানে॥
(তার উপায় কর্‌গো!) (ট)

* * *

নন্দের ভবনে উৎসব।

দেখে যায় সব পাড়ার লোক,
কারু আনন্দ কারু বা শোক!
যত বেটারে হিংসক,
পরের ভাল পারে নাক দেখ্‌তে।
অন্তরে বিষ মুখে মধু, কাষ্ঠ লৌকিকতা শুধু,
ভালবাসে পরের খেতে মাখ্‌তে॥ ১২৮
হিংসক লোকের জানি রীত,
মন্ত্রণা দেয় বিপরীত!
অনিষ্ট যাহাতে শীঘ্র ঘটে।
লোকের হলে সর্ব্বনাশ,
বাড়ে তার সুখ-বিলাস,
পরের সুখ দেখ্‌লে হৃদয় ফাটে॥ ১২৯
সে বেটাদের মুণ্ডে বাজ,
দেন্ না কেন দেবরাজ?
কি গুণে রেখেছেন তাদের মর্ত্ত্যে?
যত বেটা অভদ্র,
ভাবে কোথা কার আছে ছিদ্র?
বেড়ায় লোকের বাড়ী বাড়ী ঐ তত্ত্বে॥ ১৩০

এখন অন্য কথা যাক দূরে, মহানন্দ নন্দপুরে,
নৃত্য গীত করে সর্ব্বজন।
স্থানে স্থানে যথা তথা; সকলেরই ঐ কথা,
অন্য কথার নাহি আলাপন॥ ১৩১
গোকুলে সুখের নদী, বহিছে নীর নিরবধি,
ভাসিয়ে বেড়ায় গোপ গোপী॥
নাচে গোপ পরিবার, সাধ্য নাই বর্ণিবার,
কুলবধূ নাচে চুপি চুপি॥ ১৩২
গোকুলের লোক মাত্র, কাদামাখা সব গাত্র,
নাচিতেছে দুবাহু তুলিয়ে।
হাতে লড়ি কাঁধে ভার, নাচন থামান ভার,
কেহ নাচে করতালি দিয়ে॥ ১৩৩
মহোৎসব মহানন্দ, নাচে নন্দ উপানন্দ,
সানন্দ প্রভৃতি যত জন।
নাচে শিব ব্রহ্মা ইন্দ্র, দেব দিবাকর চন্দ্র,
গোবিন্দ পাইয়ে দরশন॥ ১৩৪
বরুণ পবন হুতাশন, আদি যত দেবগণ,
নাচিয়ে বেড়ায় গোপ-বেশে।
নাচিছেন নারায়ণী, দক্ষসুতা দাক্ষায়ণী,
ছদ্মবেশে দেখি হৃষীকেশে॥ ১৩৫

* * *

সুরট-মল্লার—কাওয়ালী।

ওরে কি আনন্দ নন্দপুরে মরি হায়!
হেরিয়ে নীরদ-কায়ে॥
নাচে আর বলে সবে, হরি কথা ক'ব কবে;
সেদিন কোন্ দিন হবে, এড়াব শমন দায়ে॥
নাচে সব সুরবৃন্দ, ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র,
সঙ্গে যত গোপবৃন্দ, দেখিয়ে গোবিন্দ,
নাচে নন্দ উপানন্দ, সানন্দ সদানন্দ,
আনন্দ-সাগরে দেহ ভাসায়;—
প্রেমে মত্ত চিত্ত সদা, নাই চেষ্টা তৃষ্ণা ক্ষুধা,
কৃষ্ণ-নামামৃত-সুধা, পানে কি আর ক্ষুধা
পায়ে॥ (ঠ)

* * *

বালক কৃষ্ণের প্রতি মুনিগণের আশীর্ব্বাদ।

নৃত্য গীত মহোৎসব করে সর্ব্বজন।
হেনকালে আইলেন যত মুনিগণ॥ ১৩৬

দেখে নন্দ প্রণমিয়ে দিল পাদ্য অর্ঘ্য।
করপুটে কহে প্রভু মোর বহু ভাগ্য ॥ ১৩৭
মুনিগণ বলে, নন্দ বহুভাগ্য তব।
পুত্র-ভাবে তব গৃহে জন্মিলা মাধব ॥১৩৮
নন্দ বলে, তোমাদের চরণের বলে।
ব্রহ্মপদ পায়, তায় চতুর্ব্বর্গ ফলে ॥ ১৩৯
স্তবে তুষ্ট হয়ে নন্দের বাড়ান কল্যাণ।
দেখাও দেখি তোমার কেমন হয়েছে সন্তান ॥
আস্তে ব্যস্তে নন্দ—নীলমণিকে আনিল।
বাঁচিয়ে রাখ ব'লে, মুনিদের চরণতলে দিল ॥
নন্দ বলে ছেলেটিকে কর আশীর্ব্বাদ।
পদরজ দাও, যেন না ঘটে প্রমাদ ॥ ১৪২
মুনিগণ বলে, নন্দ ! তোর নীলমণিকে !—
চিন্তে পার নাই, উনি জন্মিয়াছেন কে ॥ ১৪৩
গোলোক ত্যেজিয়ে এলেন গোলোকের পতি।
তুমি মহাপুণ্যবান্ যশোদা পুণ্যবতী ॥ ১৪৪
মুনিগণ বলে, নন্দ ! কি কহিব আর।
ভব-ভয় এড়াবে, পেলে ভবকর্ণধার ॥ ১৪৫
পদেতে গোষ্পদ-চিহ্ন স্বর্ণময় রেখা।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ আদি চরণে যায় দেখা ॥ ১৪৬
মৎস্যপুচ্ছ রেখা তায়, অতি পরিপাটী !
ঐ পদ লাগি যোগী হলেন ধূর্জ্জটি ॥ ১৪৭
পদতল সুশীতল বালক-ভানু জিনি।
ঐ পদ-কমলে জন্মিলা সুরধুনী ॥ ১৪৮
ঐ পদে করে বলি সর্ব্বস্ব প্রদান।
ঐ পদে ব্রহ্মা অর্ঘ্য দিয়াছিলেন দান ॥ ১৪৯
চতুর্ব্বর্গ ফল লভ্য ঐ পদ সেবি।
ঐ পদ পরশেতে পাষাণ মানবী ॥ ১৫০
ঐ পদ পূজা আমরা নিত্য নিত্য করি।
গোকুলেতে অবতীর্ণ নর-হরি হরি ॥ ১৫১

* * *

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

আ মরি কি শোভা নীলবরণ ! ও যুগল চরণ—
দুটী বালক-ভানু কিরণ।
অঙ্গ যেন নবঘন, জিনি নীল নিরঞ্জন,
নখরে শশী ভূষণ, শশিধর-ভূষণ ॥
মরি কি আশ্চর্য্য লীলে, কর্ম্মভূমে জন্ম নিলে,
কৃপাময় কৃপা করিলে, হ'লে নন্দের নন্দন।
কে বুঝিবে তব মায়া, ব্রহ্মাণ্ড তোমারি ছায়া,
বিশ্বরূপ বিশ্বকায়া, তুমি বিশ্বের কারণ ॥ (ভ)

* * *

বালকরূপী শ্রীকৃষ্ণের ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে দৈবজ্ঞের গণনা।

মুনিগণ এত বলি, স্বস্থানে সব যান চলি,
নন্দকে বলিয়া ধন্য ধন্য।
কে যে কোথা নাচ্ছে গাচ্ছে,
কত লোক যে আস্‌ছে যাচ্ছে,
দিচ্ছে সবে করিয়া অদৈন্য ॥ ১৫২
তদন্তে এক দৈবজ্ঞ, জ্যোতিষ শাস্ত্রেতে বিজ্ঞ,
বড় মান্য গণ্য গণনায়।
নন্দের হয়েছে পুত্র সেই কথার শুনে সূত্র,
মহানন্দে নন্দালয়ে যায় ॥ ১৫৩
নন্দ বলে, আসুন আসুন !
বসিতে আজ্ঞা হয়, বসুন,
প্রশ্ন একটা গণনা করুন দেখি।
আস্ পাস্ কথা ছাড়,
যদি মনের কথা বলিতে পার,
তবে বিশ্বাস হয় বড়,
তা নইলে শুনিব না ফাঁকিজুকি ॥১৫৪
গণক বলে করি গণনা, নাই মিথ্যা প্রবঞ্চনা,
কাগা বগা বলিব কি হেতু ?
করেছ বা কি বাসনা, কাঁসা পীতল রূপা সোণা,
ধাতু ধাতু ধাতু ॥ ১৫৫
ফল মূল আদি দ্রব্য, বেদ পুরাণ আদি কাব্য,
মুখে বলে শিব শিব শিব।
ধান চাল ময়দা ছোলা, আগড়বাগড় কতকগুলা,
প'ড়ে, বলে জীব জীব জীব ॥ ১৫৬
জীবের ঘরে পড়েছে খড়ি,
দেখ্‌লাম আমি লেখা করি,
গিন্নির একটী জন্মেছে সন্তান।
গ্রহবিপ্র এলে বাড়ী, দিতে হয় টাকা কড়ি,
তবে বাড়ে ছেলের কল্যাণ ॥ ১৫৭

ধাতু ধাতু ধাতু—গণনা করিবার জন্ম কোন ধাতুর নাম করিতে বলা।

একসের আতব চাল, তারি উপযুক্ত দাল,
নটা বড়ী, গেঁটে কড়ি সাত কড়া।
ছেলের কিছু আছে রিষ্টি, গণনাতে হলো দৃষ্টি,
শীঘ্র ছেলের কাটিয়ে ফেল ফাঁড়া॥ ১৫৮
আছে গ্রহদেব সম্পূর্ণ দৃষ্ট,
ছেলেটী বড় হবে না শিষ্ট,
লগ্নফলে দুষ্ট হবে বড়।
দেখ্‌লাম করে, গণনা, কর তোমরা বিবেচনা,
যাতে হয় সুঘটনা, তার চিন্তা কর॥ ১৫৯
ফাঁড়া একটা সম্প্রতি,
দেখ্‌ছি যে গো যশোমতি!
ছল ক'রে, কোন যুবতী করাবে বিষপান!
কত ভাগ্যে হয়েছে ছেলে,
এমন ধন আর হবে না গেলে,
দেখ বাছা! সাবধান সাবধান! ১৬০
সত্য কথা বল্‌তে হয়, ডুব্‌বে একবার কালিদয়,
তাতে কিছু হবে না প্রাণদণ্ড!
শত্রু আছে পায় পায়, বিঘ্ন বড় হবে না তায়,
সুলক্ষণ দেখা যায়,
কপালেতে আছে রাজদণ্ড॥ ১৬১
শুনিয়ে কহিছে রাণী,
ফাঁড়া কাটিয়ে দেন আপনি,
কি কি চাই বলুন আমার কাছে!
বিদায় করিব বিধিমতে, অঙ্গহীন না হয় যাতে,
দেখুন আমার ছেলেটী যাতে বাঁচে॥ ১৬২
গণকের গণনায়, বিশ্বাস সকলে যায়,
কেউবা দেখায় করকোষ্ঠী।
কেউ বা বলে আমার গণ!
কেউ বলে, ও-ঠাকুর শুন!
কেউ বা তারে করে তামাসা-কষ্টি॥ ১৬৩
এইরূপে নন্দালয়, যার যেটা মনে লয়,
সেই তা করে, আনিছে নানা ধন।
নারী পুরুষ ছেলে বৃদ্ধ, সকলের মানস সিদ্ধ,
কৃষ্ণপ্রেমে বাধ্য সর্ব্বজন॥ ১৬৪
পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ, সকলেরি প্রেমতরঙ্গ,
কৃষ্ণনাম শ্রবণেতে শুনি।
ঐ রসে সকলে মত্ত, ভুলে গেছে অন্য তত্ত্ব,
মুখে কেবল হরি হরি ধ্বনি॥ ১৬৫

সিন্ধুভৈরবী—কাওয়ালী।

ব্রজধামের তুল্য ধাম আর কোথাও নাই।
সঘনে বদনে কেবল হরিধ্বনি শুনতে পাই॥
কৃষ্ণ-প্রেমে সবে মত্ত, ভুলে গেছে সকল তত্ত্ব,
বলে, কৃষ্ণের তত্ত্বকথা বল ভাই!
পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা, তাদের মুখে কৃষ্ণ-কথা,
অনুকম্প অনুগতা জানে কেবল তাহারাই॥(ঢ)

ইতি নন্দোৎসব সমাপ্ত।

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা।

(১)

রাখালবালকগণের শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান।

রজনী প্রভাতে উঠি ব্রজরাখালগণ।
সজ্জা করে পরস্পরে চরাতে গোধন॥ ১
এক স্থলে হৈল যত রাখাল-মণ্ডলী।
শিঙ্গা ধ্বনি করে বলাই, 'আয়রে কানাই বলি'!২
এখনো এল না কেন যশোদা-দুলাল।
নন্দালয়ে হয় উদয় যতেক রাখাল॥ ৩
শ্রীদাম সুদাম দাম প্রভৃতি সকল।
শ্রীমধুসূদনে ডাকে শ্রীমধুমঙ্গল॥ ৪
এখনো জননীকোলে রৈলে ঘুমাইয়ে!
উর্দ্ধমুখে ডাকে ধেনু, বেণু না শুনিয়ে॥ ৫
আমাদেরও মা আছে ভাই!
জানিস্ কানাই! তাতো!
তুই কিরে সোহাগের নিধি মা যশোদার এত ?৬

* * *

ললিত-বিভাষ—ঝাঁপতাল।

আয়রে কানাই! আয়রে গোঠে রজনী
পোহাইল।
ডাকিছে ঐ সঘনে ধেনু, গগনে ভানু উঠিল॥
এস রে রাখালের রাজা; শ্রীনন্দের নন্দন!
আর, করেতে কর মুরলী, কটিতে ধটী বন্ধন,
রাখালমণ্ডলী-মাঝে নেচে নেচে চল॥

ও ভাই! মায়ে বল বুঝাইয়ে,
দিবে তোরে সাজাইয়ে,
অলকা-আবৃত করি বদনকমল,—
মোহন চূড়ে বকুল-মালা মদনের মনোহারী,
শিরোপরি শিখি-পুচ্ছ ওরে বঙ্ক-মাধুরি!
গলে গুঞ্জমালা—যাতে ভুবন করে আলো।(ক)

* * *

শ্রীকৃষ্ণকে গোষ্ঠে পাঠাইতে যশোদার অনিচ্ছা।

রাখালের ধ্বনি শুনি,
যশোদার নীলকান্ত-মণি,
অমনি কপট নিদ্রা গেছে।
দুই চক্ষে দুই হস্ত, গো-চারণে হন ব্যস্ত,
কহিছেন জননীর কাছে॥ ৭
চঞ্চল হইয়া চান, না করেন স্তনপান,
বলেন, মাগো ডাকিছেন দাদা ঐ!
বিদায় দে মা শীঘ্র আসি,
কৈ মা চুড়া? কৈ মা বাঁশী?
কৈ মা আমার পীতধড়া কৈ? ৮
কিছুতে না মন সরে, দাদা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে,
ক্ষীর সরে নাই মা প্রয়োজন!
ধড়ার অঞ্চলে ননী, শীঘ্র বেঁধে দে জননি!
বনে গিয়া করিব ভোজন॥ ৯
শুনে বাক্য মধু-মধু, যশোদা বলেন, যাদু!
কি কথা শুনালি প্রাণধন!
ডাকুক বলাই, হউক বেলা,
ঘরে বসে কর খেলা,
দিব না আর চরাতে গোধন॥ ১০
বলিতে বলিতে কথা, যত রাখাল আইল তথা,
বলাই আসি অনুযোগ করে।
শুনি বলায়ের বাণী, কেঁদে কয় যশোদা রাণী,
ওরে বলাই! রক্ষা কর মোরে॥ ১১

* * *

অহং-ঝিঝিট—যৎ।

বলরাম রে! আজি মোর নীলমণি-ধনে
গোষ্ঠে বিদায় দিতে পারব না।
তোমরা এমন ক'রে, রাখাল মিলে
ডাক্‌তে এসো না।
কুস্বপন দেখেছি কালি,
না জানি কি করেন কালী, রে!
যেন কালীদহে ডুবেছে আমার কালিয়ে সোণা
ইথে যদি দ্বন্দ্ব করে, নন্দ মন্দ কয় আমারে,
এ পাপ-সংসারে রব না রে!—
গোপালকে লয়ে ঘরে ঘরে,
রাখিব প্রাণ ভিক্ষা ক'রে,
তবু গোপালের মা-যশোদা—
নাম থাক্‌বে ঘোষণা॥ (খ)

* * *

যশোদার প্রতি রাখালবালকগণের আশ্বাস-বাক্য।

রাখাল কহিছে কথা, ও কথা বলো না, মাতা!
কানায়ের কি বিপদ সম্ভবে?
চরায়ে ধেনুর পাল, আসিবে তোর গোপাল,
কুস্বপন সুস্বপন হবে॥ ১২
তোর কানায়ের শত্রু নাই,
আমরা ভেয়ের সঙ্গ চাই—
কেবল শত্রু-নিবারণের তরে।
ইন্দ্র দেব শত্রু হয়ে, কি করলে কানায়ে ল'য়ে,
যাতে কানাই গোবর্দ্ধন ধরে॥ ১৩
ক'রে ভাই স্তন-পান, পূতনার বধেছে প্রাণ,
তৃণাবর্ত্ত আদির প্রাণদণ্ড।
কানাই কি সামান্য ভাই?
মা তোর কি চৈতন্য নাই?
দেখেছ যার বদনে ব্রহ্মাণ্ড? ১৪
তোর যে মায়া কানাই প্রতি,
তো হতে রাখালের প্রীতি,
কানাই আগে, প্রাণকে পিছে ধরি।
নয়নে নয়নে রাখি, ঘামিলে বদন ঝুরে আঁখি
কাতর দেখিলে অমনি-স্কন্ধে করি॥ ১৫
ও যে রাখালের প্রাণ, না হেরে বিদরে প্রাণ,
কি গুণে বেন্ধেছে গুণের ভাই?
কুশাঙ্কুর ফুটিলে পদে, যত্নে পদ লয়ে হৃদে,
দন্তে দিয়া কণ্টক ঘুচাই॥ ১৬

শীঘ্র বিদায় দে জননি! ধেনু সব করিছে ধ্বনি,
রাখাল মণ্ডলে নিরানন্দ।
ভাই, যদি থাকে ভবনে,
কি ধন লয়ে যাব গো বনে?
রাখালের পতি তোর গোবিন্দ॥ ১৭
ভাই সঙ্গে সহবাস, বনে যেন স্বর্গবাস,
নিবাস বনবাস জ্ঞান হয়!
ঘরে ধেনু আরে মরি! মা তোর চরণে ধরি!
দে মা সঙ্গে বিলম্ব না সয়॥ ১৮

* * *

কানাই-বিচ্ছেদে আমরা কি প্রকার শুন ;—

যেমন খাপ ছাড়া তলোয়ার,
জল-ছাড়া পলোয়ার,
চাল ছাড়া খেলওয়াড়,
ছাপ্পর ছাড়া ঘর,—লক্ষ্মী ছাড়া নর,
মজলিস্ ছাড়া গল্প, শক্তি ছাড়া দর্প,
চাকা ছাড়া রথ, শাস্ত্র ছাড়া মত,
পতি ছাড়া কামিনী, শশী ছাড়া যামিনী,
বিনে চিন্তামণি রাখাল তেমনি॥ ১৯

* * *

খাম্বাজ—যৎ।
ওমা যশোদে! সাধে কি তোর সাধের
গোপাল সঙ্গে চাই!
ওমা! গুণের ভাই কি গুণ জানে,
বনে অন্ন পাই॥
মরেছিলাম রাখালগণে,
কালীদহে বিষ-জল-পানে,
গোকুলে সকলে জানে,—
প্রাণ দিয়াছে ভাই কানাই॥ (গ)

* * *

গোপালকে গোষ্ঠে বিদায়।

রাখালের রোদনে রোদন করে রাণী।
উভয় সঙ্কটে যেন হয় উন্মাদিনী॥ ২০
তারাকারা ধারা চক্ষে লাগিল বহিতে।
কহে নন্দরাণী ধ'রে নন্দনের হাতে॥ ২১
যদি মায়ের স্নেহ অন্তে করে, বনে অন্ন পাবে!
লয়ে যা রে গোপালে
যা থাকে কপালে, তাই হবে॥ ২২
দূর বনে যেওনা যাদু! দুঃখিনীর প্রাণ।
যেন আর করোনা কালিন্দী-জলপান॥ ২৩
হইলে পিপাসা যেও অন্য নদীর কূলে।
লাগিলে রবির তাপ, ব'স তরুমূলে॥ ২৪
সঙ্গী ছাড়া হয়ে রে যেওনা কোনখানে।
দুরন্ত কংসের দূত ফিরে বনে বনে॥ ২৫
শুন রে বলাই বাছা! বলি তোর স্থানে।
গৃহমধ্যে দেহ রাখি লয়ে যাবি প্রাণে॥ ২৬
চেয়ে দেখ রে! নয়ন আমার হৈল দৃষ্টিহত।
তারা দিলাম তোর সঙ্গে সারা দিনের মত॥ ২৭
রাখালের রোদন দেখে, না পারিলাম রাখতে।
এনে দিস্ মোর নীলমণি, দিনমণি থাকতে॥ ২৮
তখন, মোহনচূড়া মোহন বাঁশী পীতধড়া আনি।
লয়ে কোলে গোপালে সাজান নন্দরাণী॥ ২৯
জীবনমৃত্যু হয়ে বিদায় দেয় যশোমতী।
রাখাল সঙ্গেতে যায় রাখালের পতি॥ ৩০
রাণীর ঘন ঘন চক্ষে ধারা ঘন ঘন চায়।
যত গোপাল যায়, তত রাণীর প্রাণ যায়॥ ৩১
ফিরে রাণী বলে, একবার আয় রে গোপাল।
আমি রক্ষে বেঁধে দিতে তোর
ভুলেছি, হা মোর কপাল! ৩২
মরি মরি সর্ব্বনাশ ষাটি ষাটি বলে!
যতনে রতন কৃষ্ণ পুনঃ ল'য়ে কোলে॥ ৩৩
দিল ভাল-মধ্যে গোময়-ফোঁটা
অঙ্গুলিতে আনি।
মন্ত্র পড়ি রক্ষা বেঁধে দেয় নন্দরাণী॥ ৩৪
সকাতরে সঁপে সর্ব্ব দেবের চরণে।
বনের দেবতা রক্ষা ক'রো বাছাধনে॥ ৩৫
সঙ্কট-নাশিনী দুর্গা শঙ্কর-রমণি!
তুমি দিয়াছ সংসারে দুঃখ-পসরা নীলমণি॥ ৩৬
সঙ্কটে গমনে বনে যাদুরে, আমার।
ক'রে রক্ষা, লজ্জা-রক্ষা ক'রো যশোদার॥ ৩৭
সুখদা মোক্ষদা তুমি শুভদা শারদা।
ধনদা যশোদা তুমি যশোদার কৃষ্ণদা॥ ৩৮
প্রকৃতি-পুরুষ নিরাকারা নির্ব্বিকারা।
অনন্তরূপিণী তন্ত্র-বেদ-অগোচরা॥ ৩৯

তুমি শয়নেতে সরোজনাভ, বরাহ সলিলে।
ভোজনেতে জনার্দ্দন বেদাগমে বলে ॥ ৪০
বিপত্তি-উদ্ধারে তুমি শ্রীমধুসূদন।
কাননে নৃসিংহ তুমি, বেদের বচন ॥ ৪১

* * *

ঝিঁঝিট—যৎ।

দেখ দেখ মা দেখ দুর্গে!
নীলমণি তোর বনে যায়।
আমি রাখাল সঙ্গে দিই নাই গোপাল,
দিলাম মা! তোর রাঙ্গা পায় ॥
দাসীরে করুণা করি, সঙ্কটে রেখ শঙ্করি!
(মাগো) আমি সবে-ধনে পাঠাইলাম বনে,
মা কেবল তোর ভরসায় ॥
তারা-হারা হ'য়ে—তারা!
সেই বনে নয়নের তারা,
মাগো! তুমি করুণ-নয়নে তারা—
বিতরণ কর বাছায় ॥ (ঘ)

* * *

স'পিয়ে শঙ্করী-পায়, গোপালে বনে বিদায়
দেন রাণী প্রবোধিয়ে মনে।
শত বার স্তন্যপান, শত শত চুম্বদান,
দেন ধারা, বহে দুনয়নে ॥ ৪২
সঙ্গেতে ব্রজ-রাখাল, চলিল নন্দ-দুলাল,—
গোপাল লইয়ে ধেনুপাল।
পাইয়া রাখাল-রাজে, রাখাল-মণ্ডলী মাঝে,
আনন্দে কেউ নাচে দেয় তাল ॥ ৪৩
চলিল গোকুলচন্দ্র, অকলঙ্ক কোটিচন্দ্র,
উদয় হইল পথে আসি।
ব্রজরাখালগণ তারা, হইল সকলে তারা,
ঘেরিয়ে নির্ম্মল শ্যামশশী ॥ ৪৪
হেথা গোপালেরে দিয়ে বিদায়,
যশোদার সমূহ দায়,
ওঠে প্রাণ কৃষ্ণে না হেরিয়ে!
ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা যায়, ক্ষণেক চৈতন্য পায়,
উঠে নয়ন-সিন্ধু উথলিয়ে ॥ ৪৫
এলোথেলো পাগলিনী, হয়ে এলো নন্দরাণী,
গোপাল নিকটে পুনর্ব্বার।
ওরে কি হইল মোর! কোলে আয় মাখনচোর!
যেও না বনে জীবন আমার! ৪৬
কেমন প্রাণ তোর কানু।
মায়ে ব'ধে চরাবি ধেনু,
আয়রে ঘরে আর যেও না বনে!
মা বুঝিয়ে বিদায় দিয়ে, বিদরিয়া যায় হিয়ে,
প্রবোধিয়া রাখিতে নারি মনে ॥ ৪৭

* * *

খাম্বাজ—যৎ।

বাছা ফেরোরে নীলমণি!
তোর গোষ্ঠে যাওয়া হ'ল না।
ওরে তোরে দিতে বিদায়, মন মানে ত,
নয়ন মানে না ॥
গোপাল! তুই গেলে অন্তরে,
অন্তরে সুখ অস্ত রে,
যেতে বনে তাইতো রে, তোরে
কার রে মানা ॥ (ঙ)

* * *

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠে গমন ও নারীগণ কর্ত্তৃক তাঁহার রূপ-বর্ণন।

যশোদা-নন্দন, মায়ের ক্রন্দন,
শুনিয়া দুঃখে বিভোর।
মা কাঁদেরে ভাই! ও দাদা বলাই!
যাওয়া তো হ'ল না মোর ॥ ৪৮
যদি যাই বন, এখনি জীবন,
ত্যজিবে জননী পাছে।
মায়ে হারাইব, কোথা ননী পাব?
দাঁড়াইব কার কাছে? ৪৯
এত বলি হরি, যান ত্বরা করি,
ফিরে জননীর কোলে।
কাঁদিস্ কেন বল,— ব'লে,—চক্ষের জল,—
মুছান ধড়া-অঞ্চলে ॥ ৫০
ফিরে যশোদায়, ভুলায়ে মায়ায়,
বিদায় নিলেন হরি।
গোচারণে যান, গোলোক-প্রধান,
গো-রাখাল সঙ্গে করি ॥ ৫১

মনোহর সাজ, করি ব্রজরাজ,
নৃত্য করি যায় বনে।
আনতে গিয়ে জল, রমণী সকল,
হেরে শ্যাম নবঘনে॥ ৫২
কক্ষের কলসী, পড়ে খসি খসি,
রক্ষা করে প্রাণপণে।
চক্ষে বারি বহে, বক্ষে নাহি সহে,
পুনঃ সে গৃহ-গমনে॥ ৫৩
হাসুক বিপক্ষে, ভয় কোন পক্ষে,
করে না কুল-কামিনী।
শ্যামের সমক্ষে, দাঁড়াইয়া চক্ষে,
নিরখিছে রূপখানি॥ ৫৪
বলে পরস্পর, প্রেমে হয়ে ভোর,
ঝর ঝর ঝোরে আঁখি।
কি করি গো বল! অঙ্গে নাহি বল,
ও কে মন-চোরা সখি? ৫৫

* * *

অহং ঝিঝিট—যৎ।

ও কে যায় গো কালো মেঘের বরণ!
কালো রতন রমণীরঞ্জন॥
মোহন করে মোহন বাঁশী,
বিধুমুখে মধুর হাসি, সই!
আবার কটাক্ষে চায়, নাচায় দুটি নয়ন-খঞ্জন॥
নিরখিয়ে বিদরে প্রাণী,
ঘেমেছে চাঁদ-বদনখানি,
লেগে দারুণ রবির কিরণ গো,—
বিধি যদি সদয় হ'তো,
কুলের শঙ্কা না থাকিত,— সই!
তবে বসনে ঢাকিতাম গিয়ে ও বিধুবদন॥ (চ)

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা—(১) সমাপ্ত।

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা।

(২)

প্রভাতে নন্দালয়ে শ্রীদাম।

গগনে লুকায় তারা সমস্ত, তারাপতি হন অস্ত,
তারা তারা ব'লে লোক গা তোলে অমনি।
গাভীর গভীর রব, নিশির নাশি গৌরব,
উদয় হইলেন দীনমণি॥ ১
ঋষি বসিলেন যোগে, গোধন-ধ্বনিতে জাগে,
সেই কালে যত ব্রজ-রাখাল।
সুবল করিল ধ্বনি, সুবলের সুবোল শুনি,
সবে আইল লয়ে ধেনুর পাল॥ ২
শ্রীদাম সুবলে বলে, যাবে গোষ্ঠে কার বলে,
রাখালের রাজা কইরে ভাই?
কৃষ্ণ না থাকিলে গোচরে,
গোষ্ঠে কি কখন গো চরে?
তোদের অগোচর সেটা নাই॥ ৩
কাণ্ডারী নাই যে তরীতে,
যায় সে তরীতে যে তরিতে,
সে তরীতে তরিতে পারে না।
সেনাপতি বিনে সেনা, যদি করে রণ-বাসনা,
সে সেনাতো ফিরে ঘরে এসে না॥ ৪
যন্ত্রী নাই যন্ত্র আনা, সেটা কেবল যন্ত্রণা,
গোচারণ-মন্ত্রণা মিছে রে সুবল!
কোথা তোদের ভাই কানাই?
যার বীজমন্ত্র মনে নাই,
ধ্যান পড়াতে কি ফল আছে বল॥ ৫
শ্রীদাম গিয়ে নন্দ-ধাম, যশোদায় করি প্রণাম,
গোপাল ব'লে ডাকিছে তখন।
ঐ দেখ উঠেন রবি,
আর কেন ভাই শয়নে র'বি?
কখন ভাই গোষ্ঠে যাবি, রাখালের জীবন! ৬

* * *

ললিত রামকেলী—একতালা।

কানাই! এ কি ভাই
রইলি প্রভাতে অচৈতন্য।

উঠ্‌ল ভানু, ও নীলতনু!
যায় না ধেনু বেণু ভিন্ন;
রাখাল-সাজে, রাখাল মাঝে,
নেচে নেচে চল্ অরণ্য॥
অঞ্জন আঁখিযুগলে,
গুঞ্জ-হার পরে বে গলে,
কদম্বমঞ্জরী পরি সাজাও যুগল কর্ণ,—
গা তুলে যাও, শীঘ্র সাজাও
গোষ্ঠে যাবার রূপ-লাবণ্য।
তোর কালো কায়, দিক্ অলকায়
আর তিলকায় করি চিহ্ন॥
সাধ ক'রে কি যেতে বলি,
যে দিন ক্ষুধায় অঙ্গ কালী,
তুই এনে মিলালি বনমালি! বনে অন্ন,—
একদিন বনে, বিষ-জীবনে,
রাখালগণে, জীবন শূন্য;
জীবন দিলি, জীবন কানাই!
তোর তুলনা নাই অন্য॥ (ক)

* * *

শ্রীদামের প্রতি যশোদা।

শ্রীদামের রবেতে রাণী, ব্যাকুল হয়ে পরাণী,
করে ধ্বনি করে, করে নানা।
গত রজনী প্রায় গত,—ক'রে
গোপাল নিদ্রাগত,
দেখো বাছার কাঁচা ঘুম ভেঙ্গ না॥ ৭
যেহেতু কালি জাগরণ, শুন তার বিবরণ,
প্রলাপ দেখে গোপাল কত বল্‌লে।
অবোধের নাই কোন ভয়,অপরাধের কথা কয়,
কর্ণে হাত দিতে হয় শুন্‌লে॥ ৮
বলে ব্রহ্মাণ্ড মোর উদরে,
ব্রহ্মা আমাকে সমাদরে,
প্রণাম করে পড়িয়ে ভূতলে।
কাশীপতি মহাকাল, সেতো ভৃত্য চিরকাল,
কালকে আমি লয় করি মা কালে॥ ৯
ক্ষণেক পরে আবার কাঁদে,
বলে,—ধরে দে মা চাঁদে,
আমি বলিলাম ওরে অবোধসিন্ধু!

চাঁদ ধরে বাপ কোন্ জনে?
রবি রয় লক্ষ যোজনে,
দ্বিলক্ষ যোজনে থাকেন ইন্দু॥ ১০
শুনে গোপাল হাস্য করে,
বলি আমি বেঁধে করে,
এনে দিতে পারি শঙ্করে,
সুধাকর কোন্ মাছি?
তোমার কুমার হই মা আমি,
আমার মা হয়ে তুমি,
চাঁদ ধরিতে পার না তুমি ছিছি! ১১
আমার কাছে লও মা বর,
বাড়িয়ে কর সুধাকর,
ধরিবে আমার বরে।
বর দিতে চায় গোপাল আমাকে,
ছেলেতে কি এই বলে মাকে?
এই উপদ্রব বাতিকেতে করে! ১২

* * *

ঝিঁঝিট—একতালা।

যত বলি রে গোপাল! চাঁদকে
ধরবো কেমনে?
গোপাল বলে মাগো! বর মাগো,
আমার বরে করে চাঁদকে ধরে বামনে॥
বুঝিলাম, বাছার বাতিক হয়েছে রে কষ্টে,
প্রাণ থাকিতে কৃষ্ণে, পাঠাব না গোষ্ঠে,
আর, পুনর্ব্বার,—দুধের বালক আমার,
(শ্রীদাম রে)
অনিবার পরিশ্রমে ভ্রম হয়েছে
বন-ভ্রমণে॥ (খ)

* * *

ওরে শ্রীদাম কথা শুন,
মায়ের হুতাশ বিনাশন,—
কর রে প্রাণ-পুত্র!
তুই আমার জীবন-কানাই,
জীবনেতে ভিন্ন নাই,
সবে জানে দেহ ভিন্ন মাত্র॥ ১৩
কাল গোপাল হয়ে বিভোল,
বলেছে কুবোল, সুবল!
শুনেছি নিজ-কর্ণে।

ওরে শ্রীদাম! অমঙ্গল, দেখেছে মধুমঙ্গল,
আজি গোপাল পাঠাব না অরণ্যে ॥ ১৪
বলাইকে ত বলাই আছে,
বলাই অঙ্গীকার করেছে,
বলভদ্র ভদ্র বটে শিশু-বিদ্যমানে।
কৌশল্যার যেমন রাম, তেমনি আমার বলরাম,
ধাতার কথা অপেক্ষায় মাতার কথা শুনে ॥ ১৫
গোপাল আমার প্রাণাধিক,
তোর শুনেছি ততোধিক,
অধিক বলা তোরে কেবল ভ্রম!
এক দিন নিতান্ত পরে, অনুরোধ করলে পরে,
পরেও ভোগে পরের পরিশ্রম ॥ ১৬

* * *

বিভাস—একতালা।

আমার এই কথাটী পাল,
আজি রেখে গোপাল,
গোপালের গোপাল ল'য়ে যা শ্রীদাম!
ওরে, কাঁচা ঘুমে আমার,
উঠলে অবোধ-কুমার,
ক্ষীর দিলেও হবেনা আঁখির জল-বিরাম ॥
যায় না ধেনু গোপাল না গেলে পর,
গোপালের মাথার চূড়া মাথায় পর,
ধর মুরলী ধর, তুই মুরলীধর হ'য়ে যা রে!—
বাছার মত যাবি আর বাজাবি অবিরাম ॥
গোপাল-বেশে কর রে গো-পালে প্রবেশ,
সাজিবে তোকে বেশ, প্রাণ-গোপালের বেশ,
তুই বাজালে বেণু, অমনি ফিরবে ধেনু,
সন্দ নাই অণু;—
ধেনু চিনবে না রে শ্রীদাম!
শ্রীদাম, কি তুই শ্যাম ॥ (গ)

* * *

শ্যামের বেশে শ্রীদামের গোষ্ঠে গমন।

যশোদার অনুরোধ, না পারিয়ে করতে রোধ,
শ্রীদাম শ্যামের সজ্জা করে।
ধন্ত দেয় স্বর্গবাসীরে, শ্রীদাম যখন শিরে,
জগতের চূড়ার চূড়াটী মাথায় পরে ॥ ১৭

যতনে মুরলীকরের,—মুরলীটি লয়ে করে,
গমন করে গোষ্ঠে ধেনু লয়ে।
ধেনু তৃণ নাহি খায়, হাম্বারবে ঊর্দ্ধে চায়,
যায় যায় চায় সবে ফিরিয়ে ॥ ১৮
দেখিয়া রাখালগণ, সবে সবিস্ময়মন,
ধেনুগণে চিন্তিত দেখিয়ে।
হেথায় হয়ে সচেতন, উঠিলেন নীলরতন,
ডাকিছেন মা কোথায় বলিয়ে ॥ ১৯
জগৎ-জনক-জননী, যশোদা লয়ে ননী,
দ্রুতগতি দেয় চাঁদবদনে।
কোলে করি নীলকান্তে,
বলে রাণী কাঁদতে কাঁদতে,
আর তোরে দিব না, গোপাল! বনে ॥ ২০
আছে ধন, আছে সাধ্য,
এমন জনের বিদ্যা সাধ্য,
হবে না বাছা এ যে দুঃখ বড়!
তোরে আমি পড়াব, ধন,
করে বিদ্যা-আরাধন,
তুমি আমার কুলের যাজন কর ॥ ২১
হয়ে, বাছা! বিদ্যাবন্ত, স্বর্ণে জড়িত গজদন্ত,
তুমি আমার হও, রে নীলমণি!
ধনের সঙ্গে বিদ্যা-ধন, যদি হয়, রে প্রাণধন!
ওরে গোপাল! সেই ধনেরি ধ্বনি ॥ ২২
গোকুলে আছে বিদ্যালয়,
(যথা) দ্বিজবালক বিদ্যা লয়,
শিক্ষা-গুরু তথায় ব্রাহ্মণ।
ডাকাইয়া পত্রপাঠ, দিতে নিজ পুত্রে পাঠ,
যতনে যশোদা রাণী কন ॥ ২৩
যদি চাও কৃপা-নয়নে, অদ্য হতে অধ্যয়নে,
দিই তব নিকটে প্রাণকৃষ্ণ।
আমার এই নীলরত্ন, পায় যদি বিদ্যারত্ন,
দিব রত্ন তোমার যে ইষ্ট ॥ ২৪
দ্বিজ বলে শুভ শুভ, অদ্যকার দিন শুভ,
হাতে খড়ি এখনি হাতে হাতে।
রাণীর মন বড় ব্যস্ত, অমনি হলেন ভটস্থ,
খড়ি দিতে কুমার কৃষ্ণের হাতে ॥

* * *

শ্রীকৃষ্ণের হাতেখড়ি।

ধন্য নন্দ-ভার্য্যায়, ব'লে দ্বিজ লয়ে যায়,
ভবনেতে ভুবনের নাথে ॥ ২৫
দ্বিজ লয়ে হাতে খড়ি, অবধি গণেশ-আঁকুড়ি,
স্বরাক্ষর লিখে দেয় ভূমিতে।
বলেন, ওরে ঘনশ্যাম! সরস্বতীকে কর প্রণাম,
শুনে হরি ভাবিছেন চিত্তে ॥ ২৬
সরস্বতী যে মম নারী, প্রণাম করিতে নারি,
নরলোকে কেউ জেনেও জানে না।
হেসে উঠবে চতুর্ম্মুখ, পঞ্চমুখের কাছে মুখ,
কোন্ মুখে দেখাব এই ভাবনা ॥ ২৭
নারদ দেশটা রটাবে, অনেকের ভক্তি চটাবে,
লুকাই কিরূপ? চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী।
লক্ষ্মী করেন চরণ-সেবা,
না জানি কি বলিবে সে বা,
চল্‌বে না আর ভক্তি-পথে লক্ষ্মী ॥ ২৮
দ্বিজ বলেন বারে বারে,
বাণীকে প্রণাম করিবারে,
অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন হরি।
দ্বিজ ভাবেন এ কি দায়,তখনি ডাকি যশোদায়,
বলিতে লাগিল উষ্মা করি ॥ ২৯
মোর বুদ্ধির বড় বিকার,
গোপের ছেলেকে শিখাতে স্বীকার,
ক'রেছি আমি, ধিক্ থাকুক আমায়।
তোমার জেতের লেখা-পড়া,
হ'লে—বেদের * লেখা-পড়া,
সে সব কথা মিথ্যা হয়ে যায় ॥ ৩০
শীঘ্র ছেলেকে ক'রে কোলে,
গরু-চরাণে গুরুর টোলে,
সুরু করে দাওগে জেতের পুঁথি।
বকৃতে বকৃতে মাথা ধরায়,
তবু দিল না মাথা ধরায়,
প্রণাম করিতে সরস্বতী ॥ ৩১
শুনে কথা অযশ অতি, যশোমতী বিরসমতি,
যতনে সুধান নীলরতনে।

* বেদের—পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের। দাশরথি সর্ব্বত্রই এই অর্থে—"বেদ" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

অভাগিনীর একি কপাল,
সে কিরে সে কিরে গোপাল?
মনে ব্যথা পাই রে কথা শুনে ॥ ৩২

* * *

অহংসিন্ধু—একতালা।

গোপাল! প্রণাম কর রে বাণী।
(ও নীলমণি রে) কি শুনি রে বাণী!
বেদের এই ত বাণী,—বেদ কি জান না?
ওরে অবোধ গোপাল,—
ওরে বাণী ভিন্ন ভেদ নন ভবানী ॥
ওরে যিনি সরস্বতী, স্বরের অধিষ্ঠাত্রী,
যাঁর মহিমা বেদ পুরাণে জানি ;—
সেই বাণী কর্‌লে ক্রোধ, হয় রে কণ্ঠরোধ,
বাছা! কার সনে বিরোধ কাঁপে প্রাণী ॥ (ঘ)

* * *

শ্রীকৃষ্ণ বিনা গোষ্ঠ।

(হেথায়) শ্রীদাম মুরলীকরের,—
মুরলীটী লয়ে করে,
গমন করেন ধেনু লয়ে বিপিনে।
শ্রীদাম যখন অধরে, বংশীধরের বংশী ধরে,
বাজে না বাঁশী শ্রীদামের বদনে ॥ ৩৩
দুঃখে যেন তৃণ হেন, গাভীগণ খায় না তৃণ,
সকলে আছে হয়ে ঊর্দ্ধমুখ।
শ্রীদাম বলে, ওরে সুবল?
বাঁশী কেন বলে না বোল?
ওরে ভাই! এ বড় কৌতুক ॥ ৩৪
এই বাঁশী তো বাজায় কালা,
আজি কেন ভাই হলো কালা,
আজি আমি একি জ্বালা পাই!
(আছে) যেমন বাঁশী, তেম্‌নি ছিদ্র,
বাজেনা ইহার অছিদ্র, *
আমি কিছু করিতে নারি ভাই ॥ ৩৫
বেণু বিনে ধেনু না চরে,
গেলে যশোদা-গোচরে,
মা তো বিচার করবে না বিহিত।

* অছিদ্র—কারণ-নির্ণয়।

এত বলি রাখাল সব, গোষ্ঠে আনিতে কেশব
নন্দের নিকটে উপনীত ॥ ৩৬
নন্দ শুনে রাখাল-মুখে, গিয়ে যশোদা-সম্মুখে
বলে, একি খেলিছ নূতন খেলা।
কেন কেন কানাই,— বনে পাঠান হয় নাই,
গোধন ম'ল, গেল গোষ্ঠের বেলা ॥ ৩৭

* * *

যশোদার উক্তি।

সুরট—তেতালা।

নন্দ হে! মরি মনের বেদনে।
হর-সাধনে পেলাম যে ধনে,—
যাবে কি ধন-অভাবে,
আমার এ ধন লয়ে গোধনে।
ওহে ধনপতির তুল্য ধন, তবু না যায় ধন-ধন,
ধনে কি হইবে আমি পাইনে ভেবে মনে ॥
আগে অভাবে এই জীবন-ধন,
বিফল হয়েছিল ধন,
উভয়ে থাকিতাম অধোবদনে;—
সদা এই ধন—জন্যেতে রোদন,
প্রাপ্ত হয়েছ যে ধন,
মুক্ত হয়েছ ভববন্ধনে ॥ (৬)

* * *

নন্দ-যশোদার উক্তি-প্রত্যুক্তি।

মিথ্যা পিয়েছিলে অর্থ,অর্থে কি হয় তার অর্থ?
বুঝ্‌তে নারিলে ভ্রান্ত পতি।
ঐহিকে অর্থ সুখের তরে, অর্থগুণে অন্তে তরে,
যদি বিতরে দীন প্রতি ॥ ৩৮
ধেনুপাল নব লক্ষ, একটী গোপাল উপলক্ষ,—
এমনি গ্রহ বিগুণ!
সাধের গোপাল দুধের কুমার,
ধেনু চরাবে, ছিছি আমার?
এমন ধনের কপালে আগুন! ৩৯
এক তিল নাই সাধ বাঁচিতে,
চিত্তের আগুন জ্বলছে চিতে,
ঘোল বেচিতে হয় আমাকে নিত্য!
দেশের যত ভদ্রগণে,
তোমাকে কে মানুষ গণে?
মানুষের মতন আছে কি কৃত্য? ৪০
তোমার আজ্ঞা নড়াব,
আমি গোপালকে পড়াব,
ধেনু ছাড়াব প্রতিজ্ঞা।
তোমার যেমন পোড়া-কপাল,
পরনে নেকড়া, চরাও গো-পাল,
আর শুনিব না তোমার আজ্ঞা ॥ ৪১
নন্দ বলে, ক্ষমা দেহ, বর্ত্তমানে এই দেহ,
বাক্যবাণ আর না পারি সহিতে।
রাগে আমি হয়েছি পঙ্ক, করিব যে কি সম্পর্ক,
সাধ্য নাই উচিত উত্তর দিতে ॥ ৪২
তুমি হচ্ছ আমার নারী,
বাবাকে পারি, নারীকে নারি,
নারীরা যে পারে শক্র নাচাতে।
বিচ্ছেদের বাড়ে ভ্রুকুটী,
পিরীতের ছয়মাস ছুটী,
পাকা ঘুটী নাহক পার কাঁচাতে ॥ ৪৩
(কিন্তু কিঞ্চিৎ বলি)
গোপের রমণী মানায় না ত,
মানসিংহের নারীর মত,
মানের কান্না কাঁদ্‌লে ত চল্‌বে না!
মিছে গোল অমঙ্গল, বেচ ঘোল
বেচ্‌বে ঘোল,
তোমার মাথা মুড়িয়ে ঘোল,
তাতে কেহ ঢাল্‌বে না ॥ ৪৪
গোপালকে তুমি পড়াবে,
ঘরের লক্ষ্মী ছাড়াবে,
মহাজনের পথে দিয়ে কাঁটা।
সর্ব্বনাশ ক'রো না, সতি!
আর এনো না সরস্বতী,
গোপালকে লিখ্‌তে যেতে দিও না;—
জেতে দিওনা বাটা * ॥ ৪৫
যশোদা বলে বিদ্যাহীন, সকলেরি মান্যহীন,
মুর্খের যদি লক্ষ টাকা ঘটে।

* বাটা—কলঙ্ক।

ঘটে বস্তু না দেখিয়ে, চক্ষেতে অঙ্গুলি দিয়ে,
মূর্খের ধন ভুলায়ে খায় শঠে ॥ ৪৬
দিচ্ছ উটনো, * বেচ্ছ ক্ষীর,—
মূর্খ দেখে—তোমার আঁখির
মধ্যে অঙ্গুলি দিয়ে কত জনা,—
ক'রে লয় হিসাবের ভুল,
কারো কাছে বা হারাও মূল,
দয়া করে দেয় দুই এক আনা ॥ ৪৭
নন্দ বলে, লোকের ভুল,
গোয়ালার করে হিসাব ভুল,
কেহ বা বলে বেটাকে দিয়েছি ফাঁকি।
গোয়ালার কাছে সবাই ঋণী,
হাঁড়িতে পুরে পুষ্করিণী,
তামাম জল, দুধ কই রাখি? ৪৮
যদি কারো বায়না পাই,
টাকাটায় বড় চৌদ্দ পাই,
[illegible] যত পাই না পাই,
তাতে শোক করিনে।
(যদি) কে[illegible] দুধে-বড়ি, †
তার ঠাঁই লই দ্বিগুণ কড়ি,
দ্বিগুণ করে জল দিতে ছাড়িনে ॥ ৪৯

* * *

খাম্বাজ—পোস্তা।

ভুলে ভুল আমরা করি,
এমন ভুলতো কেউ করে না।
হলাম্ গোকুলে রাজা,
দিয়ে, ঘোলে গোঁজা তাও জান না ॥
অন্তে যদি ভুল করে তাহাতে অঙ্গ জলে না;
আমাদের জলে কড়ি
(না হয়) জলে প'ড়বে দু চার আনা ॥ (চ)

* * *

নন্দ বলে, যায় বেলা হে এই বেলা যাও ॥ •
রাখতে ধেনু রাখালগণে কেন আর
মজাও ॥ ৫০
গোষ্ঠবেশ গোপালেরে সাজাও সাজাও।
বাজে কোন্দল, বাজে কথা, কেন আর
বাজাও? ৫১
ত্যজি পতির অনুমতি, যশোমতী অযশ অতি
হবে সেই দায়।
স্বীকার হন কৃষ্ণে দিতে দায়ে প'ড়ে বিদায় ॥ ৫২
মোহন চূড়া দিয়ে সাজান গোলোকপতির শির,
ধড়া পরাতে চক্ষে ধরে না রাণীর নীর ॥ ৫৩
সাজান, বিচিত্র করি নানা অলঙ্কারে কায়।
স্বর্ণ-নূপুর পরান রাণী মরি কি
শোভা পায় পায় ॥ ৫৪
নন্দরাণী নন্দনে সাজান গোষ্ঠবেশে বেশ।
রক্ষাবন্ধন ক'রে দিল বিনায়ে হৃষীকেশের
কেশ ॥ ৫৫
মানসে রাণী কেঁদে বলে,
নিবেদন শঙ্করি! করি।
জীব বাঁচিবে কেমনে, দিয়ে বনে,
জীবন পরিহরি হরি ॥ ৫৬
কিছু মানে না, অতি অবোধ
আমার নয়নতারা, তারা।
অনাসে সঙ্কটে পড়ে জ্ঞান-ধন হ'য়ে হারা ॥ ৫৭
ধরাধর মোর কিছু ধরে না,
অনায়াসে বিষধরে ধরে।
কখন কি অবোধ করে, ধরে বৈশ্বানরে নরে ॥ ৫৮
ব্রজালয়ে ধর্‌তে এসে আমার শিশুরে শূরে।
তব চরণবলে দিই মা প্রাণ-যাদুরে দূরে ॥ ৫৯

* * *

ঝিঁঝিট—একতালা।

আমার, জীবনের জীবন, যায় বন,—
ভুবন-জননি!
শত্রু পায় পায়, রেখো মা ও পায়,
বনে গিয়ে গোপাল যেন পায় মা প্রাণী ॥
প্রচণ্ড তপন-তাপে ঘামিলে মুখ—যদি দুর্গে!
আমার দুধের গোপাল দুখ, পায়, বলি পায়,—
প্রকাশিয়ে দয়া,
(ওমা তারিণি) ও যোগীব্রজজায়া।
চরণ-কল্পতরু-ছায়া, দিও অমনি ॥ (ছ)

* * *

---

* উটনো—কর্জ্জ।
† দুধেবড়ি—ঔষধবিশেষ; ইহার প্রধান পথ্য দুধ।

অধরে অঞ্চলে ক্ষীর, বেঁধে দিয়ে কমল-আঁখির,
পাগলিনীর প্রায় যুগল আঁখির,
জলে ভাসিল রাণী।
হৃদয়ের সুধাকরে, দিল বলরামের করে,
রাণী সমর্পণ ক'রে, বলে, দহে পরাণী॥ ৬০
নানা শত্রু বনচর, তায় কুবংশ কংসের চর,
নয়নের অগোচর, করো না গোপালে।
প্রচণ্ড উঠিলে রবি, নিকটে রেখ সুরভী,
গোপালকে রয়ে রবি, তরুবর-তলে॥ ৬১
তোরই ভরসা সমুদায়, বনে কৃষ্ণ দিয়ে বিদায়,
প্রণাম করে যশোদায়, চলে সর্ব্ব জনে।
মণ্ডলী রাখালগণ, মাঝে নন্দের নন্দন,
নৃত্য করি নিত্যধন, যান গোধন-সনে॥ ৬২

* * *

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে কণ্টক-বেধ।

ত্যজে গোধন-মণ্ডলী, এক চঞ্চল ধবলী,
গহন বন যায় চলি, উর্দ্ধ পুচ্ছ করি।
অমনি গোলোকের প্রধান, অশেষ গুণ-সন্নিধান,
গাভী ফিরাইতে যান, যষ্টি হস্তে করি॥ ৬৩
কুপথে চরণ-পদ্ম, দিতে চরণ হলো বদ্ধ,
উর্দ্ধ করি করপদ্ম, ডাকেন রাখালে।
ভাই রে! পড়েছি বিপদে, কণ্টক বিঁধিল পদে,
আজি বিপদ পদে-পদে, কাঁদি যাত্রা-ফলে॥৬৪
শ্রীদাম গিয়ে দ্রুতপায়,
পায়ে কণ্টক দেখ্‌তে পায়,
হৃদে ব্রহ্মজ্ঞান পায়, পদ-দরশনে।
কহিছে চরণ ধরি, কেমনে কণ্টক বা'র করি,
এ ত শরণ লয়েছে চরণে॥ ৬৫
এ পদে ভুবনের সব, শরণ লয় হে কেশব!
জগতের উৎসব, প্রবেশিতে ঐ পায়।
তুমি বেদনা বল পদে, ভুবন প'ড়ে বিপদে,
লয় শরণ পদে পদে,—
জীবের ঐ পদ উপায়॥ ৬৬

* * *

খাম্বাজ—আড়খেম্‌টা।
কানাই। তুই ন'স মানুষ!
জ্ঞান হয় রে তুই পরম পুরুষ॥
তুই যদি মানুষ রে কেশব!
কোথা পেলি চিহ্ন এ সব?
ভৃগুমুনির পদে, পদে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ॥
দাশরথির চক্ষে বারি,
কেন রে বিপদ-নিবারি!
তোর মায়া ভাই বুঝিতে নারি,
তুই বিষ কি পীযূষ॥ (জ)

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা—(২) সমাপ্ত।

কালীয়-দমন।

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠযাত্রা।

ভূভার-হরণ জন্য, গোলোক-ধাম করি শূন্য,
হয়ে অবতীর্ণ ব্রজধামে।
ত্রেতার নাশিতে কষ্ট, দুরদৃষ্টহারী কৃষ্ণ,
হ'য়ে কনিষ্ঠ, করেন জ্যেষ্ঠ বলরামে॥ ১
(সদা) বলরামের আজ্ঞাকারী,
গোকুলের হিতকারী,
অন্য কারো নন অনুগত।
বৃদ্ধি পান নন্দালয়ে, গোপাল-গো-পাল লয়ে,
ব্রজরাখাল সঙ্গে লয়ে, লীলা করেন কত॥ ২
ভবদুঃখ-নিবারণ, করেন দুঃখ নিবারণ,
গোপ-গোপিনীগণের।
সঙ্গে সঙ্গে দাদা রাম, গোষ্ঠে ভ্রমেন অবিরাম,
রাখালমাঝে ঘনশ্যাম, নাই কষ্ট মনের॥ ৩
যে রূপে কালীয়দমন, করিলেন শমন-দমন,
শ্রবণ কর শ্রবণ-কুহরে।
এক দিন রাখালগণে, প্রত্যূষে নন্দাঙ্গনে,
ডাকুচে তারা ঘনে ঘনে, ঘন-বরণেরে॥ ৪
শ্রীদাম ডাকিছে হয়ে কাতর,
একি ভাই নিদ্রা তোর,
হ'য়েছে যে গোষ্ঠে যাবার বেলা।
ধেনু আছে সব উর্দ্ধমুখে,
না শুনে বেণু ও চাঁদমুখে,
ওঠ ভাই কেন করিস্ আর ছলা॥ ৫

আর কি নিদ্রায় র'বি, মস্তকে উঠেছে র'বি,
তুই যদি ভাই র'বি অমন ক'রে।
দাও না—সুধালে কথার উত্তর,
পূর্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণ উত্তর,—
জ্ঞান নাই যাদের,
তাদের সঙ্গে কি এমন করে? ৬

*　*　*

ললিত—ঝাঁপতাল।

আয় রে, গোষ্ঠে যাই, রে কানাই!
গগনে উঠেছে ভানু।
চঞ্চল চরণে চল ভাই! চঞ্চল হয়েছে ধেনু॥
অঞ্চল ছাড়িয়ে মায়ের, শিরে পর মোহনচূড়া,
মুরলী-ধর! মুরলী ধর, কটিতে পর পীত ধড়া,
অলকা তিলকা অঙ্গে পর নীলতনু॥ (ক)

*　*　*

(হেথায়) নিদ্রা ভাঙ্গি যশোদার,
গমন যথা বহির্দ্বার,
শতধার নয়নযুগলে।
হৃদয়ে হয়ে কাতরা,
(বলে) আজ গোষ্ঠে যা বাপ তোরা!
রেখে আজ গোপালে॥ ৭
(আমি) যদি সে কথা স্মরি রে,
বল্ থাকে না শরীরে,
মরি মরি মরি রে বাছা! গত নিশির শেষে।
(তা) কইতে নারি উচ্চারণ,
কাজ নাই আমার গোচারণ,
এমন সময় শ্যামবরণ রাণীর কাছে এসে॥ ৮
হয়ে অতি চঞ্চল, মায়ের ধরি অঞ্চল,
আঁখি দুটি ছল-ছল, কমল-কর পাতিয়ে।
ঘন ঘন চান্ নবনী, আঁখি-নীরে ভাসে অবনী,
নিরখিয়ে চিন্তামণি, মায়ায় ভুলান মায়ে॥ ৯
(যা'র) মায়ায় সংসার ভুলে,
ভব সদা রন বিহ্বলে,
বাধ্য হয়ে আছেন পদ্মযোনি।
মুগ্ধ এতে সুরমণি, যোগী ঋষি শুক মুনি,
কত মুগ্ধ হয়েছিলেন নারদ মুনি যিনি॥ ১০
তদন্তর শুন শ্রবণে, কোলে লয়ে ভুবন-জীবনে
রাণী গিয়ে ভবনেতে উঠে।

অঞ্চলে জল মুছায়ে আঁখির,
করে দিয়ে সর ক্ষীর,
পীতধড়া পরান কটিতটে॥ ১১
(কিবা) সাজিছেন ভুবনের চূড়া,
করে বাঁশী শিরে চূড়া,
কদম্ব-মঞ্জরী কর্ণে, গলে বনমালা।
ভৃত্য যার ত্রিপুরে, শোভা পায় নূপুরে,
আসিয়ে হরি ব্রজপুরে,
রূপে করেছে আলা॥ ১২
(যেখানে) শ্রীদামাদি রাখালসব,
মধ্যে আসি দাঁড়ান কেশব,
গো-পাল সব গোপাল নিরখিয়ে।
উর্দ্ধমুখে করিছে ধ্বনি,
এমন সময় এক দ্বিজরমণী,
নিরখিয়ে চিন্তামণি, কয় ইষ্ট ভাবে॥ ১৩

*　*　*

আলেয়া—একতালা।

মরি কি শোভা কালবরণ।
যিনি নীলকান্ত মণি, ও নীলকান্তমণি,
সুরমণির শিরোমণি চিন্তামণি,—
হরের রমণী ভাবেন যায় চিন্তামণির শ্রীচরণ॥
অলকা তিলকাযুক্ত জলদকায়,
ভক্তগণ মাঝে যেরূপ ব্যক্ত পায়,
ভেবে ভেবে জীবে পায় মুক্ত কায়,
হয় স-কায় স্বর্গে গমন॥ (খ)

*　*　*

এইরূপ দ্বিজ-রমণী, বলে ইষ্ট ভাবে,—রাণী,
বাৎসল্য ভাবেতে কত বলে।
তুমি মুনির মনোরমা! আশীর্ব্বাদ কর গো মা!
গোষ্ঠে গোপাল লয়ে যায় গো-পালে॥ ১৪
(যেন) বিপদ ঘটে না আমার,
শুনে না কথা অবোধ কুমার,
পদধূলি দাও তোমার দাসীপুত্র-শিরে।
(রাণী) এইরূপ মিনতি ভাবে,
আর নয়ন-জলে ভাসে,
কৃষ্ণের প্রতি কাতর ভাবে,
দিল রাখি বন্ধন ক'রে॥ ১৫

(হরি) যান গোষ্ঠে বাজায়ে বেণু,
ভানু-কন্যার তীরে কানু,
লয়ে ধেনু রাখালগণ সঙ্গে।
শ্রীদামাদি রাখাল সব,
বেষ্টিত তার মধ্যে কেশব,
নাচে গায় আছে রঙ্গে—ভঙ্গে॥ ১৬

* * *

শ্রীরাধিকার প্রতি কুটিলা।

(হেথায়) শুনে রব বাঁশরীর,
মত্ত মন কিশোরীর,
অবশে আবেশ শরীর, শ্যাম-শরীর নিরখিতে।
ডাকেন, কোথা আয় লো বৃন্দে!
পরিহবি কুল-নিন্দে,
যান হেরিতে প্রাণ-গোবিন্দে,
পারেন না গৃহে থাকিতে॥১৭
(অমনি) হেরিয়ে কুটিলের মুখ,
মলিন হ'ল চন্দ্রমুখ,
(বলেন) হরি আমায় বিমুখ,
করি অধোমুখ মহীতে।
কুটিলে কয়, করি দুর্ম্মুখ,
ধিক্ লো ধিক্ কালামুখ!
হলো না দেখা কালার মুখ,
যেতেছিলি হয়ে মোহিতে? ১৮
(কেন) ক'রে রয়েছিস্ অধোমুখ,
দিয়ে করে অধোমুখ,
ইচ্ছা হয় না দেখাই মুখ,পারিনে আর সহিতে।
শুনে কালার বাঁশীর রব, ত্যজিয়ে কুলগৌরব,
কলঙ্কের সৌরভ, ধরে না আর মহীতে॥ ১৯
শুনি সুর-নর-বন্দিনী,
কহিছেন রাই বিমোহিনী,
কলঙ্কী কও ননদিনি! এতে কি কলঙ্ক!
চিন্‌বি কেন ও পাপ-চক্ষে,
হবের বক্ষের ধন কমলাক্ষে,
সাধ করি সদা হেরিতে চক্ষে,
শ্যামশশী অকলঙ্ক॥ ২০
কত অসাধ্য সাধন, করেছেন কৃষ্ণধন,
করাঙ্গুলে গোবর্দ্ধন, ধরে কোন্ বালকে?
দেখেছ কোথা কার শিশুরে,
অঘা বকা বৎসাসুরে,
পুতনায় বিনাশ করে, কার শিশু ভূলোকে? ২১
হরিরে সামান্য গণে, ধরায় সামান্য-গণে,
মুনিগণে ঐ চরণ আরাধে।
ব্রহ্মা সদা ব্রহ্ম ভাবে, মোক্ষ হয় সখ্য ভাবে,
যে বৈরিভাব ভাবে,
(ভবে) সেই পড়ে অপরাধে॥ ২২

* * *

সিন্ধু ভৈরবী—ৎ।

ভাবনা না করিলে সখি, লাভ হবে না কৃষ্ণধন।
ভাবনা করিলে ভবে, ভাবনা হবে বারণ॥
ত্যেজ না রে অনিত্য ধন,
পেয়ে ত্যজ'না ও নিত্যধন,
ভজ না যে রাখে গোধন,
করে ধরে গোবর্দ্ধন :—
যে চরণ সাদরে বলি শিরে করে ধারণ॥ (গা)

* * *

(শুনে) রাধার বোল, কুটিলে বলে,
ঐ বুঝি সেই হরি?
(তোদের) প্রেমে মজে, এসেছেন ব্রজে,
গোকুল পরিহরি? ২৩
যারে চতুর্ম্মুখ চতুর্ম্মুখে স্তুতি পাঠ করে!
ত্যজিয়ে গোলোকে, আসি সে ভূলোকে,
অপকীর্ত্তি করে॥ ২৪
অনন্ত ফণীতে সুরমুনিতে, করে যাঁর আরাধ্যা,
আসি অবনীতে নবনীতে,
কি হয়ে থাকেন বাধ্য॥ ২৫
স্বয়ং লক্ষ্মী, বাক্‌বাণী, ঘরে যার দুই নারী।
সেই হরি কি পর-বনিতে কখন করে চুরি? ২৬
ত্রিনেত্র ত্রিনেত্র মুদে যাঁরে সাধন করে।
সেও কখন গোপ-বনিতের সঙ্গে সঙ্গে ফেরে?
সুরাসুর-নর-কিন্নরের তিনি যদি শ্রেষ্ঠ।
ইষ্ট হলে তিনি কখন কি খান রাখালের
উচ্ছিষ্ট? ২৮
নন্দের বাধা বয়-লো রাধা কি পোড়া অদৃষ্ট!
যিনি গোলোকে, তাঁকে ত্রিলোকে,
বল্ কে করে দৃষ্ট? ২৯

(তিনি) যোগীর অদর্শন, করে সুদর্শন,
আসন গরুড়-পৃষ্ঠ।
(এ) নবনীর তরে, ঘুরে ঘুরে মরে কি পাপিষ্ঠ?
তারে পায় না দেবে,
মহাদেবে মূলের লিখন স্পষ্ট।
তাই, কালামুখি!
কালাকে ভেবে ধর্ম্ম কর্‌লি নষ্ট॥ ৩১
জ্ঞানীর বচন মিথ্যা নয়, শুনা আছে স্পষ্ট,
যার সঙ্গে যার মজে মন, সেই তার ইষ্ট॥ ৩২

* * *

আলিয়া—কাওয়ালী।

শুনি কি কলঙ্ক গোকুলে ধনি।
ধিক্ ধিক্ লো বৃকভানু-নন্দিনি!
লয়ে সাজিয়ে সঙ্গে রঙ্গে যত সঙ্গিনী॥
ছলে কালিন্দীর কূলে, গিয়ে হারালি কুল,
শুনি সে কালার বাঁশীর ধ্বনি,—
বাসে বাস বাসনা হয় না তাই শুনি;—
পূজা করিবারে কালী,
গিয়ে মাখ্‌লি কুলে কালী,
বসন হরি, হরি করিল উলঙ্গিনী॥ (ঘ)

* * *

শুনি বৃকভানুনন্দিনী, সুরবর-বন্দিনী,
বলেন, ওলো ননদিনি! ধিক্ লো ধিক্ তোরে।
সাধে কি লো নিন্দে কিনি?
জন্মে যাতে মন্দাকিনী,
রেখেছি সেই চরণ কিনি, হৃদয়-পদ্মোপরে॥৩৩
কাজ কি আমার গোকুল?
কাজ কি আমার গো কুল?
আমি ত সঁপেছি কুল, অকুল-কাণ্ডারীর করে।
হরি যারে প্রতিকূল, আর তার প্রতি কূল,—
কে দেয় হয়ে অনুকূল, এ তিন সংসারে? ৩৪
(যারে) তুই ভাবিস বিষ-স্বরূপ,
তিনি ঐ বিশ্বরূপ,
(তাই) শ্যামের বিষস্বরূপ, হয়ে রৈলি ব্রজে।
অতুল্য ধন ত্যাগ কর্‌লি,
হলাহল পান কর্‌লি,—
সুধাভাণ্ড ত্যজে॥ ৩৫

(রাধা) যত বলে শ্যামের গুণ,
(শুনে) কুটিলে জ্বলে দ্বিগুণ,
অগ্নি হয় শতগুণ, যেন পেয়ে আহুতি।
হেথায় গোষ্ঠে গোকুলচন্দ্র, পদনখে শোভে চন্দ্র,
ভালে চন্দ্র সদা করে স্তুতি॥ ৩৬
বিধির হৃদির ধন, অরুণ-তনয়া-তটে-গোধন,—
বেষ্টিত রাখালগণ সব।
(যার) তত্ত্ব পায় না মূলে,
বাঁশী বাজান দাঁড়িয়ে তরুমূলে,
শুনে রব শ্রুতি-মূলে, মত্ত গোপিকা সব॥ ৩৭
কেহ বলে সই! চল চল, মন হয়েছে চঞ্চল,
চঞ্চল সব চঞ্চলার প্রায়।
কুম্ভ কক্ষে যায় আনিতে বারি,
আঁখিতে বহে প্রেম-বারি,
মন উতলা সবারি, পরস্পর কয়॥ ৩৮

* * *

খাম্বাজ—যৎ।

বাঁশীর রব শুনে কাণে,
মন কেন সই এমন করে?
রাখিতে পীতবাসে সদা বাসে অন্তরে॥
বাসে বাস পরিহরি, সাধ করি হেরিতে হরি,
জীবন-যৌবন-কুল-শীল,
সঁপি শ্যামের কমল-করে॥ (ঙ)

* * *

শ্রীকৃষ্ণের রূপ-দর্শনে ব্রজরমণীগণের মনোভাব।

তখন পরস্পর কলসী-কক্ষে,
জল আনিবার উপলক্ষে,
কমলার ধন কমলাক্ষে নিরখিয়ে সবে বলে।
আহা মরি সজনি! নির্জ্জনেতে পদ্মযোনি,
সৃজন ক'রে রূপ-খানি, পাঠালে ধরাতলে॥৩৯
কুল-শীল সমুদয়, সমর্পণ করি দ'য়,
যদি হরি হন সদয়, উদয় হ'য়ে হৃদে।
ঘুচ্‌বে মনের অন্ধকার, হবে দেহ নির্ব্বিকার,
দাসী হব শ্রীপদে॥ ৪০
কি করিবে মোর পতি, পাই যদি ঐ জগৎপতি,
পতিসহ-বাস বাসনা নাই।

নন্দিনীর বিষম রাগ,
শুরু জনার কাছে বিরাগ,—
করে সেই দেখি সর্ব্বদাই ॥ ৪১
ভাল কি করিতে পারে তারা?
তারানাথের নয়ন-তারা,—
নয়নেতে করিব অঞ্জন।
ঐ ভুবনের কণ্ঠহার, রাখ্‌ব ক'রে কণ্ঠহার,
স্মরণ নিলে চরণে উহার, বিপদ ভঞ্জন ॥ ৪২
শুনিয়াছি মুনিরমণীমুখে, স্তব করেন চতুর্ম্মুখে,
পঞ্চমুখে ভব গুণ গান।
(হরির নাম) শ্রবণে জন্মে সুখ,
সাধন করেন নারদ শুক,
অন্যে কি জানিবে তত্ত্ব,
যার বেদে নাই সন্ধান ॥ ৪৩
উনি ত ত্রৈলোক্যপতি,
ঐ হ'তে সকল উৎপত্তি,—
দিবাপতি নিশাপতি সুরপতি আদি।
পাতালাদি মর্ত্ত্য স্বর্গ, কর্ম্ম কার্য্য যাগ যজ্ঞ,
সার, অসার, উনিই বেদ-বিধি ॥ ৪৪
মুনিগণে পায় না অন্ত, পাতালে উনি অনন্ত,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এক লোমকূপে যার।
কখন পুরুষ কখন প্রকৃতি,
করিতে সুর-নরে নিষ্কৃতি,
হ'য়ে হরি নরাকৃতি, হরেন ভূভার ॥ ৪৫

* * *

আলিয়া—মধ্যমান।

শ্যামের তুলনা ধন কি ভবে পায়?
অখিল ব্রহ্মাণ্ডের পতি, ভাবেন পশুপতি,
স্তুতি ক'রে যারে পায় না প্রজাপতি,
ভাবেন সুরপতি দিবাপতি,—
গঙ্গা উৎপত্তি যাঁর পায় ॥
নির্ব্বিকার নিত্য বস্তু নিরঞ্জন,
রমণীরঞ্জন বিপদভঞ্জন,
দাশরথির হয় গমন-বারণ,অন্তে শমন-দায়। (চ)

* * *

(ভাবে) এইরূপ রমণীগণে,
লয়ে জল যায় অঙ্গনে,
কেহ মনে বিষাদ গণে, লয়ে কুম্ভ কক্ষে!

ঘন দৃষ্টি আগে পাছে,
জটিলে আসি জুটে পাছে,
যায় যায় চায় পাছে, বহে ধারা চক্ষে ॥ ৪৬
আবার কেঁদে কহিছে এক নারী,
দিদি লো! গৃহে যেতে নারি,
জেতে নারী ক'রে দিয়েছেন বিধি।
মৈলে কি ফিরে হয় যেতে,
পাছে রহিত করে জেতে,
জেতের একটা আছে যেমন বিধি ॥ ৪৭
(আবার) কেহ বলে কাজ কি জেতে,
(কেবল) নিন্দে করে নীচ জেতে,
আমি তো সই! যেতে নারি বাসে ॥
ভবে যত সামান্য, শ্যামে ভাবে সামান্য,
তারা না করিলে মান্য, অমান্যটা কিসে? ৪৮

* * *

কালীদহের বিষজল-পানে রাখাল ও গো-পাল।

হেথা শ্রবণ কর তদন্তরে,
হরি নিবিড় বনান্তরে, করিলেন গমন।
আশ্চর্য্য চমৎকার, মায়া বুঝে সাধ্য কার,
নির্ব্বিকার নিত্য নিরঞ্জন ॥ ৪৯
এখানে শ্রীদাম আদি রাখাল সব,
গোপালের গো-পাল সব,
হারা হ'য়ে কেশব চারণ করে গোঠে।
গগনে দুই প্রহর বেলা, করিতে করিতে খেলা,
উপনীত কালীদহের তটে ॥ ৫০
পিপাসায় দগ্ধ জীবন, সম্মুখে হেরিয়ে জীবন,
গোবৎস-রাখালগণ জীবন পান করে।
পান করি-বিষ-বারি, নয়নে বারি অনিবারি,
জ্ঞানশূন্য সবারি পড়ে ধরাপরে ॥ ৫১
শ্রীদাম করি উচ্চস্বর,
ডাকে কোথা হে ব্রজেশ্বর?
প্রাণ যায় ভাই! রক্ষে কর,কালীদহের কূলে।
কোথা রহিলে শ্রীহরি!
নিদান কালে আসিয়ে হরি,
দেখা দে, তোয় নয়নে হেরি,
মরি আমরা সকলে ॥ ৫২

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কানাই! আর নাই সখা তো বিনে!
কারে জানাই? জীবন যায় ভাই!
কালীয়-বিষ-জীবনে॥
পিপাসায় পান ক'রে জীবন,
জলে হৃদয়, ওরে নিদয়!
দয় কেমন জীবন,—দয় কেমন জীবনে!
একবার দেখা দেরে ব্রজের জীবন!
আজ বুঝি মরি জীবনে॥
সদা তোয় রাখি অন্তরে,—
বংশীধারি! রাখ্‌তে নারি
তোরে অন্তরে—তোরে অন্তরে।
তুই রৈলি ভাই! বনান্তরে,
প্রাণান্ত রে বিপিনে॥ (ছ)

* * *

শ্রীকৃষ্ণের করস্পর্শে ব্রজরাখালগণের চৈতন্য-লাভ।

তখন শ্রীদামাদি রাখাল সব,
কেঁদে বলে কোথা কেশব!
ক্রমে ক্রমে সবে শব, হ'লো ধরা-শয়ন।
(হেথায়) অন্তরে জানিলেন কৃষ্ণ,
অনন্ত গুণ-বিশিষ্ট,
পুরাইতে মনোভীষ্ট, আসি নারায়ণ॥ ৫৩
দেখেন, দেহ মাত্র, হারায়ে চেতন,—
রাখাল গোধন ধূলায় পতন,
ত্বরায় করিতে চেতন, চৈতন্যরূপ হরি।
(ছিল) সবাকার শবাকার, স্পর্শমাত্র নির্ব্বিকার,
চৈতন্য হয় সবারি॥ ৫৪
সুবল বলেন, শ্রীহরি!
কোথায় ছিলে ক'রে-শ্রীহরি,
আমরা জীবন পরিহরি, না হেরে তোমারে।
পিপাসায় পান করিয়ে জীবন,
ত্যজিতেছিলাম ভাই! জীবন,
দিলে জীবন, আমা সবাকারে॥ ৫৫
সাধে কি তোর গুণ গাই, বাঁচাইলে বৎস গাই,
আমরা ত ভাই সবাই
জরেছিলাম বিষ-জলে।
নৈলে কেন তোয় সাধিব?
নবনী ক্ষীর সর বাঁধিব?
মিষ্ট লাগলেই তুলে দিব, শ্রীমুখমণ্ডলে॥ ৫৬

* * *

কালীয়-দমনার্থ শ্রীকৃষ্ণের কালীদহে প্রবেশ।

(শুনি) হাস্য করি শমনদমন,
কিছু দূর করিয়ে গমন,
করিতে কালীয়দমন, কদম্ববৃক্ষে উঠিয়ে।
করি বৃক্ষে আরোহণ, লম্ফ দিয়ে অবগাহন,
প্রবেশ করেন জলদবরণ, জলমধ্যে গিয়ে॥ ৫৭
(হলেন) জলে মগ্ন জলদকায়,
হেরে রাখাল কেঁদে কয়,
আমা সবায় বাঁচালি তবে কেনে।
(ভাই) কি দুখে ডুবিলি নীরে,
(সুধালে) কি কব আজ জননীরে
ভাসে সবে নয়ন-নীরে, প'ড়ে ধরাসনে॥ ৫৮
বক্ষ ভাসে নয়ন-জলে,
ঝাঁপ দিতে কেহ যায় জলে,
কেহ কূলে, কেহ জলে, উন্মাদের প্রায় হ'য়ে।
শ্রীদাম দেখি বিষম দায়, দিতে সংবাদ যশোদায়,
হইয়ে নিদয়-হৃদয়, কহিছে কাঁদিয়ে॥ ৫৯
ভাসে দু'টি আঁখি জলে,
(বলে,) কালীদহের বিষজলে,
ডুবেছে,—উঠিতে দেখি নাই!
সে জল করিয়ে পান,
আমরা ত্যজেছিলাম প্রাণ,
দান দিয়ে সকলের প্রাণ, ডুবিল কানাই॥ ৬০
(শুনি) বজ্রসম শ্রীদামের বাণী,
জ্ঞান-শূন্য হতবাণী,
হারায়ে রাণী চেতন অমনি পতন ধূলে।
(হেথায়) বাথানে ছিলেন নন্দ,
শুনে জলে মগ্ন শ্রীগোবিন্দ,
নির্ঘাত আঘাত করেন ভালে॥ ৬১
আঁখিতে পথ দেখতে না পায়,
ভাবে মনে নিরুপায়,
কি উপায় করি হে এক্ষণে?

ভাসে দুইটী নয়ন তারা,
বলে, মা কোথা রৈলি তারা!
দিয়ে অঙ্কে নয়নতারা, হ'রে নিলি কেনে॥ ৬২

* * *

খট্-ভৈরবী—একতালা।

কোথায় তারিণি! বিপদহারিণি!
একবার হের আসি পদ্মচক্ষে।
ক'রে তোমায় সাধন,পেয়েছিলাম যে ধন,
কৃষ্ণ ধন অমূল্য রতন, সে ধন নিধন হলো,—
কি ধন আছে ত্রৈলোক্যে॥
আর কি অর্থ আমার আছে ব্রজমাঝে,—
অমূল্য ধন বিনে রাজত্ব কি সাজে,
কৃপা করি দে মা সে নীলসরোজে,
ও চরণ-সরোজে দাসের এই ভিক্ষে।
দাশরথি বলে, ওহে অবোধ নন্দ!
ত্যজ নিরানন্দ, পাবে শ্রীগোবিন্দ,
কর্‌লেন বিজয় নিরানন্দ, সদানন্দ,
সদানন্দ যে ধন রাখয়ে বক্ষে॥ (জ)

* * *

(হেথা) চেতন পেয়ে নন্দ রাণী,
ত্যজিবারে পরাণী,
যায় সঙ্গে রোহিণী, প্রতিবাসিনী সকলে।
শিরে শত বজ্রাঘাত, বক্ষে করে করাঘাত,
নির্ঘাত আঘাত করে কপালে॥ ৬৩
বিদীর্ণ হতেছে হৃদয়, নন্দরাণী কালীদয়,
তটে উদয় হ'য়ে প'ড়ে কাঁদে।
উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়ে নন্দ, বলরাম সহ উপানন্দ,
(বলে,) দেখা দে রে প্রাণগোবিন্দ!
আঘাত করে কয় হৃদে॥৬৪
পতিত নন্দ ধরাতলে,
কেবা তারে ধ'রে তোলে,
কেহ কালীদহের জলে, ঝাঁপ দিতে যায়!
কেউ কাঁদিছে উচ্চৈঃস্বরে,
ডাকিয়ে গোকুলেশ্বরে,
কেউ বা গিয়ে গোপেশ্বরে, ধরিয়ে বুঝায়॥ ৬৫
চেতন নাই নন্দরাণীর,
(কেবল) নয়নে বহিছে নীর,
রাম-জননী রোহিণীর জ্ঞান মাত্র নাই।
রাখাল কাঁদে অধোমুখে,গোধন ডাকে ঊর্দ্ধমুখে,
গোপীগণ কাঁদে মুখে, মুখে, কাঁদিছেন বলাই॥

* * *

কুটিলার আনন্দ।

হরি ডুবেছেন কালীদয়,
(শুনে) কুটিলের প্রফুল্ল হৃদয়,
জটিলেরে হেসে হেসে বলে।
ঘুচালেন বিধি মনস্তাপ,
দূর হলো গোকুলের পাপ,
কালামুখো কালা ডুবেছে জলে॥ ৬৭
কি আমোদ এসে জুট্‌লো,
আহ্লাদে পেট ফেটে উঠলো,
আহ্লাদ ধরে না মা! আর অঙ্গে?
এত আহ্লাদ কোথায় ছিল,
আহ্লাদে গা শিউরে উঠলো,
আহ্লাদ ঘুরিছে সঙ্গে সঙ্গে॥ ৬৮
আহ্লাদে প্রাণ কেমন করে,
এত আহ্লাদ ক'ব কারে,
যশোদা মাগীর গৌরব ঘুচে গেল।
বলা যায় কি দুঃখের কথা,
নন্দ গাঁয়ের হর্ত্তা কর্ত্তা,
দই বেচে যার মাথায় টাক হলো! ৬৯
এইরূপ মায়ে ঝিয়ে, হাসে আহ্লাদে মজিয়ে,
হেথায় শুন কালীদহের কূলে।
(ডাকেন) উচ্চৈঃস্বরে বলরাম,
[illegible] অবিরাম,
ঘন-শ্যাম কোথা—আয় ভাই! ব'লে॥৭০

* * *

ললিত-ভঁয়রো—একতালা।

কানাই! আয় ভাই! তুই কি জলে
হারালি চৈতন্য।
ও শ্যামরায়! আসি ত্বরায়, দেখ না ধরায়—
সব অচৈতন্য!
ও প্রাণ-কেশব! সখা যে সব,—
সে সব শব, তোমা ভিন্ন;—
কাঁদে ধেনু, রে নীলতনু!
মধুর বেণু নীরব-জন্য।

গোপিনীরে দুঃখ-নীরে, ডুবালি ডুবিয়ে নীরে,
ভাসে নয়ন-নীরে,
তারা কেবল তোমার জন্য,—
হ'লে ক্ষুধা, জীবন-সুধা! বনে মিলায়ে
দাও অন্ন,—
রাখালগণে, ত্যজিলি কেনে,
তারা জানে না আর অন্য ॥(ঝ)

*   *   *

কালীয়-দমন।

হেথায় দর্পহারী হরি, কালীয়ের দর্প হরি,
চরণ প্রদান করি শ্রীহরি, কালীয়ের শিরে।
তুষ্ট হ'য়ে পীতাম্বর, ভুজঙ্গেরে দিলেন বর,
দয়াময় দয়া প্রকাশ ক'রে ॥ ৭১
যে চরণ অভিলাষে, মহাকাল কৈলাসে,
দৃশ্য মুদে সদা অচেতন।
প্রজাপতি সুরপতি, দিবাপতি নিশাপতি,
গঙ্গা-উৎপত্তি এমন চরণ ॥ ৭২
যে চরণ পাবার লাগি,
শুক নারদ প্রভৃতি যোগী,
সর্ব্বত্যাগী হয়ে সনকাদি।
করে তারা আরাধন, তবু হয় না যোগসাধন,
যুগে যুগে থাকি নয়ন মুদি ॥ ৭৩
যে পদ ধূলি শিরে ধরিল, পাষাণ মানবী হলো,
কাষ্ঠতরী হলো স্বর্ণময়।
আহা মরি! কিবা পুণ্য, ধন্য কালীয় ধন্য ধন্য,
সে চরণ অনায়াসে মাথার লয় ॥ ৭৪
(ছিল) কালীদহের বিষবারি,
সে বারি বিপদবারি,
অমৃতকুণ্ডের বারি, তুল্য করি যান।
কালীদহের বিষ হরি, ল'য়ে সব বিষহরি,
তথা হৈতে শ্রীহরি, করেন কৃপানিদান ॥ ৭৫
ক্রমেতে ভুবনের চূড়া, জল হৈতে দেখান চূড়া,
কটিতে বেড়া পীতধড়া, গলে বনমালা।
আসি দাঁড়াইলেন শ্রীহরি, সকলের দুঃখ হরি,
রাখাল মাঝে গোষ্ঠবিহারী, রূপে ভুবন আলা ॥

*   *   *

যশোদার কোলে শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম।

(দেখে) যশোদা আসি প্রাণ বিকলে,
শ্রীকৃষ্ণ লইয়ে কোলে,
চুম্ব দেন বদন-কমলে, নয়নজলে ভাসি।
(আবার) দক্ষিণ কক্ষে বলরাম,
বাম কক্ষে ঘনশ্যাম,
হলো দুঃখের বিরাম, আনন্দ-উদয় আসি ॥৭৭

*   *   *

জয়জয়ন্তী—ঝাপতাল ॥
শ্যাম জলদবরণ বামে,
রাম রজত-গিরি দক্ষিণে।
দেখ যশোদার যুগল কক্ষে,
যুগল রূপ যুগল নয়নে ॥
পদতলে তরুণ অরুণ কিবা শোভা করে,
নখরে পতিত কোটি কোটি সুধাকরে,
ঐরূপ হেরিতে সাধ ত্রিলোচনে ॥
দাশরথি কুমতি অতি, কি হবে তার ভবে গতি,
সঙ্গতি ও ধন বিনে,—
তায় হয় কি দৃষ্ট, রামকৃষ্ণ—
যুগলরূপ যুগল নয়নে ॥ (ঐ)

কালীয়-দমন সমাপ্ত।

ব্রহ্মার দর্পচূর্ণ।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা।

শ্রবণে পবিত্র চিত, বেদব্যাস-সুরচিত,
কৃষ্ণলীলা সুধার সমান।
বৈকুণ্ঠ করিয়ে শূন্য, অবনীতে অবতীর্ণ,
দেবকীর গর্ভে ভগবান্ ॥ ১
মতান্তরে আছে বাণী, যশোদার গর্ভে ভবানী
আর গোলোকপতি জনমিল।
বসু,—শিশু লয়ে কোলে,
নন্দালয়ে যান যেকালে,
উভয় তনু একত্র মিশিল ॥ ২

কেমন ভগবৎ মায়া, কোলে ল'য়ে যোগমায়া,
যশোদার কোলে সঁপে শিশু।
তারায় লয়ে ত্বরায়, ক্ষণমধ্যে মথুরায়,
দেবকীর কোলে দেবীকে দেন আশু॥
কংস পেয়ে সমাচার, আসি দুষ্ট দুরাচার,
মনে বিচার না করে পাপিষ্ঠ।
দেবকীর নয়ন ভাসে, কংস ভাষে কটু ভাষে,
হাসে আর বলে তিষ্ঠ তিষ্ঠ॥ ৪
করী যেমন মদমত্ত, তেমি কংস উন্মত্ত,—
হয়ে তত্ত্বহীন দুরাচার।
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত পায়, অনায়াসে ধরি সে পায়,
ক্রোধে করে ভূঁয়ে প্রহার॥ ৫
সেই যোগে মহামায়া, প্রকাশ করিয়ে মায়া,
শূন্যে উঠে হন অষ্টভুজা।
আসি যত দেবদলে, দুর্গা-পদাম্বুজদলে,
গঙ্গাজল বিল্বদলে, করিলেন কত পূজা॥ ৬
কংসের ধ্বংসের বাণী, অন্তর্দ্ধান করি ভবানী,
হেথায় শুন গোকুলে যে আনন্দ।
দেখে যশোদার পুত্র-প্রসব, ব্রজের বসতি সব,
করিতেছে উৎসব, হয়ে চিত্তানন্দ॥ ৭

* * *

ললিতবিভাস—একতালা।

কিবা চিত্তানন্দময়, নেত্রে নিত্যময়,
হেরিলাম বৃন্দারণ্যে।
ত্যজে কৈলাস-বাস, শ্মশান-বাসে বাস,
করেন দিগ্‌বাস, যে পদ পাবার জন্যে॥
যে নামে তরিল অজামিল প্রভৃতি,
যে পদ হৃদয়ে ভাবেন প্রজাপতি,
জীবনরূপিণী গঙ্গা উৎপত্তি,—
শুক নারদ সনকাদি ভ্রমেন অরণ্যে॥
যুগল শ্রুতি শোভে মকর-কুণ্ডলে,
দিতে যার উপমা না হয় ভূমণ্ডলে,
যে মুখমণ্ডলে, এ ব্রজ মণ্ডলে,স্তন দেয় রে,—
যশোমতী পুণ্যবতী ধরায় ধন্যে॥ (ক)

* * *

নন্দের উৎসব-অনুষ্ঠান।

বক্ষে করি সচ্চিদানন্দ, নন্দ হয় চিত্তানন্দ,
উপানন্দ প্রভৃতি গোকুলবাসী।
গায়ক-বাদকগণ, আসিতেছে অগণন,
নর্ত্তকীরে নৃত্য করে আসি॥ ৮
শঙ্করারাধ্য ধন, দেখিতে যত তপোধন,
নন্দের ভবনে এসেন কত।
পেয়ে বাঞ্ছাকল্পতরু, নন্দ হয়ে কল্পতরু,
আনন্দে বিলায় ধন গোধন শত শত॥ ৯
ব্রজের কুলাঙ্গনাগণে, দেখিতে নন্দের অঙ্গনে,
আসি রূপ হেরে মোহিত হয়।
জটিলে কুটিলে তথা, মৌখিকে কয় কত কথা,
হাসে-ভাষে মনোগত তার নয়॥ ১০
হেরিবারে চিন্তামণি, আসিয়া যত মুনি-রমণী,
নীলমণিকে কোলে করি দাও, বলে।
যশোদা কয়, দ্বিজকন্যে!
দাসী-পুত্র লবার জন্যে,
এত দৈন্যে কেন মা! সকলে॥ ১১
অশৌচান্তে হব পবিত্র, এখন আছি অপবিত্র,
মাসান্তে হব চিত্তশুদ্ধ।
অপরাধ কর মা ক্ষমা, তোমরা মুনির মনোরমা,
কেমনে কোলে দিব গো মা!
প্রসব হলাম অদ্য॥ ১২
এ যোগ্য নয় মা! ও কোলের,
পদধূলি সকলের,
দিয়ে আশীষ কর মোর বাছারে।
শুনি মুনিগণের মনোরমা,
বলে, যে ধন পেয়েছ মা!
ভবাদি আরাধন করেন ওরে॥ ১৩

* * *

অহংসিন্ধু—একতালা।

কারে বল অপবিত্র, ত্রিলোক পবিত্র,
যে পবিত্র পুত্র পেয়েছ কোলে।
ওর গুণ বেদে আছে শোনা,
রাণী গো! কাষ্ঠতরী সোণা—
পদ-সরোজে মানব হলো শিলে॥

ওগো ! ফণীন্দ্র, মুনীন্দ্র, রবি, চন্দ্র, ইন্দ্র,
আশ্রিত ও চরণ-যুগলে,—
ও পদ ধরিয়ে ত্রিনেত্র, মুদিয়ে ত্রিনেত্র,
পবিত্র হন রেখে হৃদকমলে ॥
যার ব্রহ্মাণ্ড উদরে, তাঁয় ধ'রে উদরে,
ধন্য হলে রাণী এই ভূতলে,—
তোর পুত্র স্মরণ মাত্র, জয়ী রবির পুত্র—
হয়ে যায় ভবে জীব সকলে ।
ও পদ না ক'রে ভাবনা,
রাণী গো ! দাশরথির ভাবনা,
প'ড়ে অপার ভব-সিন্ধুকূলে ॥ (খ)

* * *

জটিলার কৃষ্ণরূপ নিন্দা ।

(তখন) সেইরূপ রমণী সবে,
যশোদাসুত কেশবে,
ব্রহ্মভাবে করিতেছে ব্যাখ্যে ।
যে যা ভ'বে ভাবে রূপ, অপরূপ বিশ্বরূপ,
দেখে রূপ বারিধারা চক্ষে ॥ ১৪
যায় মুনি-রমণীগণে, পরস্পর অঙ্গনে,
পথিমধ্যে জটিলে জুটিল ।
নারীগণের নয়ন ভাসে,
জটিলে ব্যঙ্গ করি ভাষে,
কি আশ্চর্য্য দেখে এলে, বল ? ১৫
ভাসিতেছে আঁখি জলে,
দেখে অঙ্গ যায় যে জলে,
রূপ দেখে কি ভুলে এলে সকলে ?
সেটা যদি মেয়ে হতো,
আপনাকে ভার আপনি হতো,
বেটা ছেলে ব'লে সেটাকে কবৃতে হয় কোলে
যেরূপ রূপ করেছে রাষ্ট্র,
পড়ে আছে যেন পোড়া কাষ্ঠ,
পুত্র হলোনা বলে কষ্ট, যশোদার ঘুচিল ।
হউক হলো বংশ রক্ষে, নাই মামাটা অপেক্ষে,
কাণা মামা থাকে যদি সে ভাল ॥ ১৭
অট্টালিকা যদি না হয়, পত্রকুটীর মধ্যে রয়,
বৃক্ষতলা অপেক্ষা ত শ্রেষ্ঠ ।
বস্ত্র কারো যদি না ঘটে, কপ্নি আঁটে কটিতটে,
উলঙ্গ হইতে ভাল দৃষ্ট ॥ ১৮
ঘটী গেলাস না থাকে যার,
ভাঁড় যদি পায় মৃত্তিকার,
সেও ভাল ঘাটে খাওয়া অপেক্ষে ।
নয়নে দৃষ্টি ছিল না যার,
ঝাপ্‌সা নজর হলো তার,
সেও কি মন্দ অন্ধের অপেক্ষে ? ১৯
মুষ্টি ভিক্ষা ক'রে খায়, সে যদি কিছু ধন পায়,
দারিদ্র্য নাম গেল সেই দিনে ।
তাই বা লোক, মন্দের ভাল,
নন্দের সেইরূপ হলো,
আঁটকুড়া নাম ঘুচ্‌লো বৃন্দাবনে ॥ ২০
দেখ্‌তে গিয়েছিলাম ছেলেটাকে,
কাঁদ্‌লে যেন ফিঙ্গে ডাকে,
রূপে আঁধার করেছে সূতিকাগার ।
শুনে দ্বিজরমণী ক্রোধে বলে,
যার যেমন ফল ভাগ্যে ফলে,
দেখতে পায় কি তায় সকলে ?
যেমন সাধন যার ! ২১

* * *

বাহার—কাওয়ালী ।

যায় কালো কালো বলিলি লো জটিলে !
হৃদয়ে ভেবে ঐ কালো, জয়ী হলেন মহাকাল,
কালকূট গরল-পান কালে কালে ॥
হেরিয়ে সেরূপ, কালো অন্তরে জাগিছে,
সদা বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত আছে এ কালো পদতলে,
যখন চিনিতে নারিলি কাল,
তোর ত নয় ভাল কাল,
তোর জলাভাবে গেল জীবন,—
থেকে জলধিজলে ॥ (গ)

* * *

শ্রীকৃষ্ণের বদনে যশোদার ব্রহ্মাণ্ডদর্শন ।

(এইরূপ) দ্বিজরমণী যত বলে,
জটিলে তত ক্রোধে জ্বলে,
পরস্পর অমনি চলে নিজ নিজ বাস ।

এখানে নবঘনশ্যাম, শুক্লপক্ষশশী সম,
বৃদ্ধি পান আপনি পীতবাস ॥ ২২
(হেথা) যোগমায়ার বাক্যছলে,
অদ্য-প্রসূত যত ছেলে,
ধ্বংস জন্য কংস দুষ্টাসুর।
(আছেন) গোকুলে নন্দ-তনয়,
ব'লে পাঠালে পুতনায়,
অঘা বকা আদি বৎসাসুর ॥ ২৩
অবনীর উদ্ধার জন্য, ভব-কর্ণধার,—শূন্য
করি বৈকুণ্ঠপুরী।
পাঠায় যত কংসাসুর, দর্পহারী দর্পচুর,
করিছেন নাশিছেন হরি অরি ॥ ২৪
যুগে যুগে অবতার, কত কব সে বিস্তার,
নিস্তার করিতে জীবগণে।
শ্রীরাম-অবতার-কষ্ট, নষ্ট জন্য গোকুলে কৃষ্ণ,
দনুজারি করেন জ্যেষ্ঠ অনুজ লক্ষ্মণে ॥২৫
নিরঞ্জন নির্ব্বিকার, করেন লীলা নানা প্রকার,
কভু সঙ্গে গোপিকার, কভু রাখাল সনে।
বিধির হৃদির ধন, নন্দের নব লক্ষ গোধন,—
রাখেন থাকেন গোচারণে ॥ ২৬
ভব যারে করেন মান্য, ব্রজে তিনি সামান্য,—
বালকের ন্যায় বালকের সঙ্গে হরি।
একদিন যশোদার কোলে,
ছলে স্তনপানের কালে,
বদনে ব্রহ্মাণ্ড দেখান মাকে মায়া করি ॥ ২৭
দেখিয়ে যশোদা বলে,
কৃষ্ণ! তোর বদন-কমলে—
কি আশ্চর্য্য করি দরশন।
তোমায় ভাবি যা তা নয়, নও সামান্য তনয়,
জ্ঞান হয় নিত্য নিরঞ্জন ॥ ২৮

* * *

আলিয়া-বিভাস—একতালা।

ওরে নীলমণি! বল বল রে শুনি,
কি দেখালে চন্দ্রাননে।
তোর কি প্রকাণ্ড কাণ্ড,
(গোপাল রে!) বিকট প্রচণ্ড,
[illegible]

দেখিলাম ইন্দ্র চন্দ্র অরুণ, যম কুবের বরুণ,
প্রজাপতি পশুপতি তোর আননে।
(ভয় হয় রে!) হেরে,
যোগী ঋষি পশু পক্ষী বন দরশনে।
তোর বদন-কমলে অগ্নি বারি শিলে,
কাল ভুজঙ্গ অনন্ত আদি,—
এ তোর কেমন মায়া মাকে দেখালি,
ওরে মায়াধারি!
কত তাচ্ছল্য করেছি বাৎসল্য-জ্ঞানে ॥ (খ)

* * *

বালক শ্রীকৃষ্ণের উপদ্রব।

শুনিয়ে যশোদার বাক্য, করি হাস্য কমলাক্ষ,
মায়ায় ভুলায়ে যশোদায়।
নৃত্য করেন নিত্য গোপাল,
গোষ্ঠে লয়ে নিত্য গো-পাল,
রাখাল সঙ্গে যান প্রেমের দায় ॥ ২৯
ব্রজবালকের পুরান ইষ্ট, বিপিনে ভবের ইষ্ট,
উচ্ছিষ্ট খান অনায়াসে।
না করেন কা'য় সুগোচর, সকলের অগোচর,
তাইতে নাম মাখন-চোর
ফেরেন নবনীর আশে ॥ ৩০
থাকে ক্ষীর সর শিকায় তোলা,
রাখেন না কারো এক তোলা,
খাবার লাগি এত উতলা, স্থির নাই এক দণ্ড।
মানেন না আদর অনাদর, মূর্ত্তিমান্ দামোদর,
কে করে রোজ সমাদর,
যার উদরে ব্রহ্মাণ্ড? ৩১
কেউ বলে ক্ষীর খেয়ে সব,
ঐ পলায়ে গেল কেশব,
এমন ছেলে প্রসব হয়েছে মাগী!
নিষেধ কর্‌লে শুনে না,
দেবতা ব্রাহ্মণ মানে না,
এমন কর্‌লে সওয়া যায় না,
বল্‌লেই রাগারাগী ॥ ৩২
এমন ছোঁড়া অধঃপেতে,
দধি যদি দিদি! রাখি পেতে,
মাথা খেতে সে মাথা খেতে চায়।

গোকুল কর্‌লে লণ্ড ভণ্ড,
নবনী খায় ভেঙ্গে ভাণ্ড,
জলে যায় ব্রহ্মাণ্ড, কি প্রকাণ্ড দায়! ৩৩
যদি রেগে বলি, যা সর্ সর্,
হাত পেতে করে সর্ সর্,
অবসর হয় না সর্ দিতে।
খেয়ে যায় সর্ ক্ষীর, দেখায়ে ভঙ্গী আঁখির,
ফিকির কত জানে নানা মতে॥ ৩৪
এইরূপ গোপীগণে, গিয়ে নন্দের অঙ্গনে,
জানিয়ে দায় কয় কথা।
শুনে যশোদা বলে, রে বাতুল!
তোর ঘরে কি অপ্রতুল?
বাদ্‌য়ে তুল এলি গিয়ে কোথা? ৩৫
ক্রোধে কন কৃষ্ণ-প্রসূতি,
তোর জ্বালায় কি ব্রজবসতি,
অবসতি হবে একেবারে?
কারো গৃহে কিছু থাক্‌বে না,
কর্‌তে পায় না বিকি-কেনা,
সকলি বুঝি তোর কেনা, আছে ঘরে পরে? ৩৬
তোর জ্বালায় লোক হয়েছে কাতর,
দিয়ে শাস্তি এখনি তোর,
ঘরের ভিতর রাখ্‌ব তোরে বেঁধে।
কেউ কিছু বুঝি বলেনা ব'লে,—
শুনি কৃষ্ণ মিষ্ট বোলে,
বলেন, মা গো! বাঁধবে কি আর,
রেখেছ ত বেঁধে! ৩৭

* * *

আলিয়া—একতালা।

মাগো! কব কি তোমায়!
বাঁধিয়ে রেখেছ আমায়॥
সাধ্যমতে বন্ধন ক'রে,
ভক্তি-ডোর থাকলে পরে,
যে জন ভব-পারে, মা যেতে পারে,—
ইহ-পরে বাঁধি এড়ায় শমনের দায়।
কে বেঁধেছে আমায় বলি,
বেঁধেছে পাতালে বলি,
ভবে ভক্ত বলি বলি,
আছি গো তথায়—
শ্রদ্ধা ভক্তি নহিলে কি,
নন্দের বাধা বৈ মাথায়। (ঙ)

* * *

রাখাল সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠে গমন।

(শুনি) কৃষ্ণের বাণী, নন্দরাণী,
নয়নজলে ভাসে।
(কত) যশোমতী, প্রিয় ভাষে,
গোবিন্দেরে ভাষে॥ ৩৮
(গোপাল) কক্ষে ধ'রে, নবনী করে,
দিয়ে আনন্দে ভাসে।
রাখালগণে, আসি অঙ্গনে,
মিষ্টভাষে ভাষে॥ ৩৯
(কত) হয়েছে বেলা, চল এই বেলা,
গোষ্ঠে যাই গোপাল।
ও নীলতনু! বাজায়ে বেণু,
লয়ে ধেনুর পাল॥ ৪০
হচ্চে মন চঞ্চল, চল্ চল্ চল্,
মায়ের অঞ্চল ছেড়ে।
(ঐ) ডাকিছে বলাই, আয় ভাই কানাই,
যেতে কি পারি ছেড়ে॥ ৪১
(শুনি) সাজিয়ে গোপাল, সাজায়ে গোপাল,
সঙ্গে রাখাল সব।
করে, নৃত্য, ভবের সম্পত্ত,
গোষ্ঠে যান কেশব॥ ৪২
(গিয়ে) যমুনার ধার, ভবকর্ণধার,
রাখিয়ে রাখাল গোপাল।
হাসি-আননে, গহন কাননে,
প্রবেশেন গোপাল॥ ৪৩
(যার) বেদে নাই সন্ধান, কে করে সন্ধান,
গোলোকের প্রধান হরি।
বুঝি অন্তরে, নিবিড় বনান্তরে,
করিলেন শ্রীহরি॥ ৪৪
(হেথা) করিতে ব্রহ্মনিরূপণ, ব্রহ্মা করি পণ,
মনে মনে ব্রহ্মলোকে।
জানিতে ইষ্ট, মনের ইষ্ট,
পূরাতে গমন ভূলোকে॥ ৪৫

* * *

ঝিঁঝিট—একতালা।

ব্রহ্ম কর্‌তে নিরূপণ, একি পণ,
ব্রহ্মার মনেতে।
অতি অজ্ঞানহৃদয়, (মরি রে!)
ব্রহ্মার হয় উদয়,
কোটি ব্রহ্মা লয় হয় যে চরণেতে॥
সেই প্রলয়েরি কালে, সেই কারণ-জলে,—
ব্রহ্মা ছিলেন ব্রহ্ম-নাভিস্থলে,গোলোকপালকে,
ব্রজের বালক ভাবে, নৈলে,
গোপালের গো-পাল আসেন হরিতে!
যার ভব পান না তত্ত্ব, ভাবেতে উন্মত্ত,
ত্যজে বাস, বাস শ্মশানেতে,—
যার মায়াছলে, মোহিত জীব সকলে,
ভুলে আছেন ঐ ব্রহ্মা দেবগণেতে॥ (চ)

* * *

শ্রীকৃষ্ণের গোধন-হরণ করিবার জন্য ব্রহ্মার ভূলোকে আগমন।

পদ্মযোনি ব্রহ্মলোক, পরিহরি,—ভূলোক,
আসিয়ে গোপালের গোধন জানিতে বিপিনে।
(দেখেন) গোষ্ঠে নাই গোপাল,
তপন-তনয়া-তটে গোপাল,
রাখালগণ আছে গোচারণে॥ ৪৬
না জানে মহিমা অতুল, ব্রহ্মা হয়ে বাতুল,
ভুলে ভুল করেছেন একেবারে।
হয়ে এসেছেন জ্ঞানশূন্য,
ধ্যানে দেখেন নাই গোলোক শূন্য,
কি মায়া হরির ধন্য ধন্য, বলিহারি তাঁরে? ৪৭
যার কিছু নাইক অপ্রকাশ,
তাঁর কাছেতে মায়া প্রকাশ,
একি ব্রহ্মার উন্মাদের ন্যায় জ্ঞান!
কুম্ভীরের সঙ্গে ক'রে বিবাদ,
বাস করা সলিলে সাধ,
ভুজঙ্গ ধরিতে সাধ, করে শিশু অজ্ঞান! ৪৮
কে মনের আগে গমন করে?
ফণীর মণি ভেকে হরে?
হরিণ বল হরিবারে, শৃগালের আশা!
বাগ্‌বাদিনী হবেন অবোল,
বোবার ফুটিবে বোল,
বাঘের ঘরে ঘোগে করে বাসা! ৪৯
নরে মনে ইচ্ছা করে, কালদণ্ড করে করে,
জোনাক যেমন নিশাকরের,
জ্যোতি ঢাক্‌তে চায়।
গাধা বলে, হব হয়, মনে কর্‌লেই হয় কি হয়?
হয় কখন কি মনে কর্‌লে ইচ্ছা? ৫০
ঐরাবতের বুঝ্‌তে বল,
মূষিকের দল হ'য়ে প্রবল,
যায় যেমন ইন্দ্রের ভবনে।
কমলযোনির তেমনি পণ, ব্রহ্ম করিতে নিরূপণ,
না জেনে আপনাকে আপন,
এসেছেন বৃন্দাবনে॥ ৫১

* * *

খাম্বাজ—কাওয়ালী

ব্রহ্ম-নিরূপণ করিতে কে পারে।
এ মিছে পণ ব্রহ্মার অন্তরে॥
অনন্তরূপে যিনি জীবের অন্তরে,—
কীর্ত্তি যাঁর অদ্ভুত, বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ ভূত,
উৎপত্তি লয় স্থিতি যে করে॥
তিনি কখন সাকার, কভু নিরাকার,
নিরঞ্জন নির্ব্বিকার, কখন অগ্নি-জলাকার,
কভু বৃক্ষ-পর্ব্বত-আকার,
কভু গিরি ধরেন হরি করাঙ্গুলোপরে॥ (ছ)

* * *

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক রাখালসমেত গোধনহরণ।

ব্রহ্মণ্য দেবেরে ব্রহ্মা না হেরে বিপিনে।
গো-বৎস রাখাল সব হরিল গোপনে॥ ৫২
গিরিগুহামধ্যে গোধন লুকাইয়া রাখি।
গোলোকপতি ভূলোকে কেমন আছেন দেখি॥
যার চরাচর অগোচর নাই কিছু অন্তরে।
কাননে থাকি নীরজ-আঁখি জানিলেন অন্তরে॥
যার নাইক সীমা, গুণ অসীমা,
বেদে আছে ব্যক্ত।
জেনে কিছু মাহাত্ম্য, স্থিরচিত্ত,
হয়েছেন পঞ্চবক্ত্র॥ ৫৩

ভবকর্ণধার, ভবের মূলাধার,
ভক্তাধীন কয় বেদে।
ভৃগুমুনির চরণ, যত্নে ধারণ,
করিয়ে রাখেন হৃদে ॥ ৫৬
আছেন ভক্তের বাধা, ভক্তের বাধা—
মাথায় করেন ধারণ।
ভক্ত হরির প্রাণ, করেন বিষপান,
ভক্তের কারণ ॥ ৫৭
(হেথা) গিরি-গহ্বরে, ব্রহ্মা হ'রে,
রেখেছেন রাখাল-গোপাল।
উচ্চৈঃস্বরে, গোকুলেশ্বরে,
ডাকে কোথা রে গোপাল ! ৫৮
ওহে ভুবনজীবন ! যায় যে জীবন !
তোরে না হেরে চক্ষে।
আর নাইক গতি, অগতির গতি,
তুমি রাখালের পক্ষে ॥ ৫৯

* *

ললিত ঝিঁঝিট—একতালা।

প্রাণ যায় ! এ সময় একবার আয় রে কানাই !
ও রাখালের জীবন ! জীবন রাখ্ রে,
ও জীবনধর-বরণ !
জীবনান্তকালে আসি, দেখা দেরে ভাই !
আমরা বিষ-জীবন-পানে,তেজেছিলাম প্রাণে,
তোর কৃপা-কৃপাণে সে জ্বালা নিভাই,—
ব্রজে রেখেছিলি,
(গিরিধর রে !) গিরি ধ'রে করে,—
আজি বুঝি গিরিগুহে জীবন হারাই ॥
ভাই ! তোর মহিমা যে, থাকে মহী মাঝে,
যদি গিরি-মাঝে আজ দেখা পাই,—
'ও নীলকমল-তনু ! ঐ দেখ্ কাঁদে ধেনু—
না শুনে মধুর বেণু !
ভবে,নিরুপায়ের উপায় ও পায় ভিন্ন নাই ॥(জ)

* * *

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হইতে রাখাল ও গোপালের উৎপত্তি।

হেথা, অন্তরে জানিলেন হরি,
গো-বৎস রাখাল হরি,
গোষ্ঠ পরিহরি ব্রহ্মা যান।
হাস্য করি দর্পহারী, বলে, ব্রহ্মার দর্প হরি—
লব, আজ করি গে বিধান ॥ ৬০
এত বলি কমলাপতি, গোষ্ঠমাঝে মায়া পাতি,
অঙ্গ হইতে উৎপত্তি, করেন রাখাল ধেনু।
পূর্ব্বে গোষ্ঠে ছিল যে সব,
তেমনি রাখাল গোপাল সব,
সঙ্গে লয়ে বেড়ান কেশব,
বাজিয়ে বনে বেণু ॥ ৬১
দিনমণি হন অস্ত, গো-পাল লয়ে সমস্ত,
রাখালগণ শশব্যস্ত, যায় যে যার গৃহে।
কেহ কারে না চিনিতে পারে,
পিতা মাতা পরস্পরে,
হেথা শ্রীদাম আদি পরস্পরে,
থাকে গিরিগুহে ॥ ৬২
এইরূপেতে নিত্য গোপাল,
বালক সঙ্গে নিত্য গো-পাল,
যান গোষ্ঠে শুন তদন্তরে।
হেথা ব্রহ্মা ভাবেন কি করিলাম !
আপনার মাথা আপনি খেলাম !
বেনোজল ঘরে পূরিলাম,
ঘ'রো জল দিবার তরে ॥ ৬৩
পেলাম ভাল প্রতিফল,
যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল,—
দিলেন মোক্ষফল-দাতা।
ব্রহ্ম করিতে নির্ণয়, আপনি বুঝি হই লয় !
যার ভার সেই লয়, অন্যের কি কথা ॥ ৬৪
কি কাল-নিশি হলো প্রভাত,
রাখালগুলার যোগাই ভাত,
গোরুর ঘাস কাট্‌তে হ'লো,ভাগ্যে এই ছিল।
কোথা হ'তে আহার যোগাই,
উনিশ কুড়ি লক্ষ গাই,
তৃণ জল বৈতে বৈতে মাথা কেটে গেল ॥ ৬৫

(এইরূপ) ব্রহ্মা প'ড়ে সঙ্কটে,
সদা রন গিরি-নিকটে,
পাছে কিছু ঘটে ভাল মন্দ।
শ্রীদাম আদি রাখালগণে,প্রাণান্ত প্রমাদ গণে,
নবঘনে ডাকে সঘনে,
বলে, কোথা হে গোবিন্দ ! ৬৬

* * *

ললিত-ভঁয়রো—একতালা।

আর কেহ নাই, ও কানাই !
হলো ভাই জীবনান্ত।
রে নীলকায় ! সঁপেছি কায়,
ও রাঙ্গা পায় একান্ত॥
ত্যজে গো-পাল, রৈলি গোপাল !
কপাল-গুণে হলি ভ্রান্ত।
হও যে তুমি, অন্তর্য্যামী,
বেদে বলে তোয় অনন্ত॥
পান ক'রে বিষজলে, পড়েছিলাম ধরাতলে,
রাখালে বাঁচালে, জলে ডুবিলে সে দিন ত।
আজি নিদয়া, নীরদ-কায়!
কিসে মায়ায় হলে ক্ষান্ত।
কাল-করে, কেমন ক'রে,
দেও আজ, কালের কালান্ত ? (ঋ)

* * *

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব।

এইরূপ কাঁদে রাখাল সব,অন্তরে জানি কেশব,
উৎসব তিলার্দ্ধ নাই মনে।
এমন সময়ঁ চতুর্ম্মুখ, লাজে করি অধোমুখ,
প্রণাম করি শ্রীহরি-চরণে॥ ৬৭
বলে, ওহে নিরঞ্জন ! অপরাধ কর মার্জ্জন,
এজন-সৃজনকারী তুমি হরি।
তব গুণ বেদে ব্যক্ত, জানেন কিছু পঞ্চবক্ত্র,
আছ ভক্ত-অনুরক্ত, তুমি হে মুরারি॥ ৬৮
নৈলে গোলোক পরিহরি, ব্রজে হ'য়ে নরহরি,
নন্দের বাধা মাথায় করি, রাখ হে সাদরে !
প্রহ্লাদের ভক্তিবলে, অনল-পর্ব্বত-জলে,
জীবন রাখিলে, থাকি স্তম্ভের ভিতরে॥ ৬৯

(তখন) স্তবে তুষ্ট হ'য়ে কেশব,
মায়ায় রাখাল গোপাল যে সব—
সৃজন করেছিলেন,—সে সব
হরিয়ে নিলেন হরি।
প্রত্যক্ষ দেখিয়ে ধাতা,
বলেন ওহে ধাতার ধাতা !
দিয়ে দর্প, আজ হ'রে নিলে, হরি ! ৭০
যে কুকর্ম্ম ক'রেছিলাম,
রাখাল গো-পাল হ'য়েছিলাম,
দিয়ে, হরি ! শরণ নিলাম, চরণে একান্ত।
পেয়ে তুষ্ট গোলোক-পালক,
গোধন আদি ব্রজের বালক,
স্তব ক'রে কন চতুর্ম্মুখ, রক্ষ কমলাকান্ত॥ ৭১

* * *

ললিত-ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

গোলোক করি শূন্য, অবতীর্ণ ব্রজমণ্ডলে।
নৈলে কি, শ্রীধর ! ধর, ভূ-ধর কবাঙ্গুলে॥
জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্ম চারি বেদে বলে,—
ব্রহ্মাতে ব্রহ্ম-নিরূপণ আছে কোন কালে !—
কূর্ম্মাদি অনন্ত রূপে আছ হে পাতালে॥
(তুমি) নিরঞ্জন নির্ব্বিকার,ভূভার হরিতে সাকার,
হ'য়ে হরি বামনাকার, বলিরে ছলিলে।
ত্রেতায় রাম অবতারে, রাবণ-কুল নাশিলে,
কৃপাসিন্ধু ! সিন্ধু-সলিলে ভাসালে শিলে;—
এখন গোপকুলে আছ হে প্রভু !
গোপাল গো-পালে॥ (ঞ)

ব্রহ্মার দর্পচূর্ণ সমাপ্ত।

কৃষ্ণকালী।

কৃষ্ণ-বিরহিণী রাধিকা।

দিবসে বিবশা রাধে শুনি বংশীধ্বনি।
চিত্রা সখী প্রতি খেদ-চিত্তে কয় ধনী॥ ১
শুন গো চিত্রে ! স্থিরচিত্তে শ্যামের মুরলী।
চিত্তে প্রবেশিলে, হবি চিত্রের পুতলী॥ ২

পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে চিত্ত-দুঃখ দূর।
কি মধুর সুর, শুনে ক্ষিপ্ত সুরাসুর ॥ ৩
অসময় রসময় বাজায় বাঁশরী।
কিরূপে সে বাঁশী শুনে, বাঁচে গো কিশোরী! ৪
আমি বলি, শ্যাম! আমারে কর বনবাসী।
সে বলে, রাই! গুপ্ত প্রেম আমি ভালবাসি ॥ ৫
শুনি এ মোহন বাঁশী, তনু মন হরে।
মনে হয় মনোমধ্যে বাঁধি মনোহরে ॥ ৬
মনান্তর করিতে মনের না হয় মনন।
মনোমত না হয় সে মন্মথ-মোহন ॥ ৭
মন্ত্রণা বিফলে যায়, মরি মনে মনে।
মনে মনে ঐক্য নাই মাধবের সনে ॥ ৮
মজায় মুনির মন মোর চিন্তামণি।
এখন, সে মনে কেমনে সখী মজায় রমণী ॥ ৯
(তবু) মন বোঝে না, মন বুঝাতে,
করি মন ভারী।
(সে তো) মন দিয়ে তোষে না মন,
মনস্তাপে মরি ॥ ১০
মন দিয়ে মন পাবো ব'লে,
মন সঁপিলাম আগে।
(এখন) মনহারা হয়েছি—মরি,
মনের অনুরাগে ॥ ১১
মন যা করে, মনের কথা,মন বিনে কে জানে?
বল্‌লে পরে মনের কথা,
মন দিয়ে কে শুনে? ১২
সে করে না মনোযোগ, মন করে তার আশা।
(এখন) মন্দিরে বসিয়ে কাঁদি,
দেখে মনের দশা ॥ ১৩
মনে মনে মান ক'রে সই! থাকি মনের দুঃখে।
(বলি,) হেরব না আর মনোহরে,
থাকব মনের সুখে ॥ ১৪

* * *

সিন্ধু-ভৈরবী—পোস্তা।

যাব না করি মনে, মন কি মানে বাঁশী শুনে।
বাঁশীতে মন উদাসী, হই গে দাসী শ্রীচরণে ॥
মনে হয় মানে বসি, হেরব না আর কালশশী!
কাল্ হলো মোহন বাঁশী,
না হেরিলে মরি প্রাণে ॥
পারিস কেহ, সহচরি!
রাখতে মোর মনকে ধরি,
কালাচাঁদ—প্রেম-ডুরি,
বেঁধে মনে বনে টানে ॥ (ক)

* * *

শুনিয়া বাঁশরী, অধৈর্য্যা কিশোরী,
বলে বৃন্দের হস্ত ধরি।
চল সখি! যাই, জীবন জুড়াই,
ব্রজের জীবন হেরি ॥ ১৫
যদি না কর শ্রবণ, না যাও সে বন,
না দেখাও বনমালী।
তবে, কি কাজ ভবনে! কি কাজ জীবনে!
জীবনে জীবন ঢালি ॥ ১৬
হরি, জীবন ছলনা, চল না চল না,
তবে, গো জীবন থাকে।
চল গো সে বন, সে পদ সেবন,
করি গে মনের সুখে ॥ ১৭
বৃন্দে সখী বলে, যাব কার বলে?
বেষ্টিত বিপক্ষমালা।
শুন গো শ্রীমতি! এ তোর কি মতি?
অসময় এত উতলা! ১৮
সময়ানুযোগ হইলে—সংযোগ
করিব বঁধুর সনে।
যাও ফিরে যাও! কি জন্যে মজাও!
দুখিনী গোপিনীগণে ॥ ১৯
ঐ ভয় রাধে! তব অপরাধে,
আমরা হব হতমানী।
কৃষ্ণপ্রেম-সাধে, সদা বাদ সাধে,
তোর পাপ ননদিনী ॥ ২০

* * *

রাধিকার প্রতি সখীদিগের উক্তি।

(তোমার ননদিনী কুটিলাকে কি
প্রকার ডরাই?—)
(যেমন) ছেলে-ধরার নামে শিশু,
আগুন দেখ্‌লে পশু।
বাঘকে ডরায় ছাগল, জলকে ডরায় পাগল।
মহাজনকে খাতক, বৈশাখের রৌদ্রে চাতক।

যেমন পাতকী জন ভরিয়ে মরে,
দেখলে যমের দূত।
চোরকে গৃহী ডরায় জানি,
মদনকে ডরায় বিরহিণী, রাম-নামেতে ভূত॥
যেমন ভক্তকে গোবিন্দ ডরান,
ব্যক্ত আছে বাণী।
অপমানকে মানী, মৃত্যুকে ডরায় প্রাণী॥
দস্যুকে ডরায় পথি, পর-পুরুষকে সতী,
ষষ্ঠীকে পোয়াতী॥
শিবকে মদন ডরায় যেমন, রাগে ভস্ম হ'য়ে।
ব্যাধকে পক্ষী ডরায় আর,
তুফানকে ডরায় নেয়ে।
তেমনি কুটিলাকে ডরাই,
আমরা গোকুলের মেয়ে॥ ২১

*   *   *

বৃন্দার প্রতি শ্রীরাধিকার উক্তি।

রাই বলে, কি বল বৃন্দে.
অতি মনোভ্রান্তে।
(হেঁ গো) বিপদ ঘটিবে গোপীকা,
দেখ্‌তে গোপীকান্তে॥ ২২
যার নামেতে বিপদ-মুক্ত, বিদিত বেদান্তে।
আছে বিপদ-নাশক বৈদ্য হরিপদ-প্রান্তে॥২৩
আমি যে নাম ভাব্‌লাম,
সখি! কি করে কৃতান্তে।
গরুড় কি ভয় করে সর্প-বিষ-দন্তে? ২৪
নিরীক্ষিতে প্রাণকান্তে যাব গো একান্তে।
শুনব না তোদের মানা, মানব না প্রাণান্তে॥২৫
(তাঁর) নামের মাহাত্ম্য, বৃন্দে!
কে পারে গো জান্‌তে?
কিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য জ্ঞাত আছে উমাকান্তে॥ ২৬
অজামিল মহাপাপী কহে জ্ঞানবন্তে।
একবার নামের গুণে মুক্তি পায় অন্তে॥ ২৭
সামান্য জ্ঞানী পারে কি,
সই! চিন্তামণি চিন্‌তে?
গৃহধর্ম্মের কর্ম্ম সই! সর্ব্বদা অচিন্তে॥ ২৮
আমি চিন্তা করি,সখি! তাঁর হয়েছি নিশ্চিন্তে।
যে চিন্তে করে হরি, হরি করে তার চিন্তে॥২৯
বিষয়-বাসনা-বিষে বিরত হও বৃন্দে।
বিহরণ কর মন বিষ্ণু-পদারবিন্দে॥ ৩০
বিজয়ী ব্রহ্মাণ্ড,—যে জন ভজে সে গোবিন্দে
ভজিলে গোলোকপতি,
তার কি লোকনিন্দে? ৩১
যাঁরে বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত সদা.বিনয় করি বন্দে।
তাঁরে ভজি, কে কোথা হয় পতিত বিবন্ধে?৩২

*   *   *

যাত্রাকালে হরিধ্বনি,—সে কেমন?

(যেমন) রমণীরক্ষক পতি, সর্পভয়ে খগপতি,
বিবাহে রক্ষক প্রজাপতি, প্রজারক্ষক ভূপতি॥
শস্যরক্ষক ইন্দ্র যেমন, গগনে করেন বৃষ্টি।
বালক-রক্ষক ষষ্ঠী, অন্ধের রক্ষক যষ্টি॥
দেহরক্ষক অন্ন যেমন, প্রাণরক্ষক জল।
রাজদৈবে * রক্ষক, সম্পদ সখা বল॥
যন্ত্ররক্ষক যজ্ঞেশ্বর, যন্ত্ররক্ষক যন্ত্রী।
গ্রহরক্ষক পুরোহিত, রাজ্যরক্ষক মন্ত্রী॥
অশক্ত কালেতে রক্ষক সঞ্চিত বিষয়।
সাধন কালেতে রক্ষক গুরু যে নিশ্চয়॥
সৃষ্টিরক্ষক ধর্ম্ম কেবল, বিপদ-রক্ষক মিত্র।
গো-ব্রাহ্মণ-রক্ষক গোবিন্দ জানি,
বংশরক্ষক পুত্র॥
পরকাল-রক্ষক পুণ্য, কেবল তারি বলে তরি।
তরঙ্গে রক্ষক তরী, রোগে ধন্বন্তরি॥
অন্ধের রক্ষক নড়ি,
(তেমনি) যাত্রার রক্ষক হরি! ৩৩

*   *   *

(সখি! হরি-দর্শনে গমন করিলে
বিপদ-নাশ হয়।)

সিন্ধু-খাম্বাজ—পোস্তা।

কি চিন্তা কর ধনি! হরি হরি কর ধ্বনি।
চল হেরি গে হরি, হরিবে দুখ অমনি॥
চিন্তিলে চিন্তা হরে, চিন্তে যারে বিধি হরে,
সজনি! চিন্তা-জ্বরে, ঔষধি শ্যাম-চিন্তামণি॥

* রাজদৈবে—রাজকোপে।

রাখরে দাশরথি ! হরি-চরণে মতি,
কি শঙ্কা, হরিস্মৃতি—সর্ব্ববিপদ-নাশিনী ॥ (খ)

*   *   *

শ্রীরাধিকার সজ্জা।

শুনে বাক্য কিশোরীর, প্রেমে পুলকিত শরীর,
চক্ষে বহে প্রেমনীর, বলে, চল যতনে !
তেয়াগিয়া কুললাজ, সবে বলে সাজ সাজ,
করিব না কাল-ব্যাজ,
দেখ্‌তে কালোরতনে ॥ ৩৪
অলসে অবশ কায়া, যায় যত গোপজায়া,
লৈতে কৃষ্ণপদ-ছায়া, দ্রুত কুঞ্জ-কাননে।
ত্যজে শঙ্কা পরস্পর, সংসার ভাবিয়া পর,
হরি ব্রহ্ম পরাৎপর, চিন্তা করে মননে ॥ ৩৫
বৃন্দে মনে পেয়ে প্রীতি, কহিছে সঙ্গিনী প্রতি,
শুনগো সখি ! সম্প্রতি,
মন মত্ত হ'লে কিছু মানে না।
বিনে সজ্জায় গেলে প্যারী,
লজ্জা দিবেন বংশীধারী,
দুখে করিবেন মন ভারি,
মনোহরের মনতো তোমরা জান না ॥ ৩৬
শুনিয়া সঙ্গিনীগণে, গ্রাহ্য করি মনে গণে,
রাই-অঙ্গ সাজাতে মনে, পরস্পর পুলকে।
(বলে) কোথা গো শ্রীমতি !
ভাবেতে উল্লাসমতি,
আনে নানা রত্ন-মতি, নয়নার্দ্ধ-পলকে ॥ ৩৭
আনিল গোপ-রমণী, উজ্জ্বল হীরক-মণি,
সাজাতে রাই চন্দ্রাননী,
চঞ্চলা অবলাকুল গোকুলে।
কাঞ্চন আভরণ কত, পরশ-আদি মরকত,
মুক্তাহার আর কত,
নীলকান্ত মণি আনে সকলে ॥ ৩৮
প্রেমেতে হৈয়া আকুল, ভ্রমণ করে গোকুল,
চম্পক বক বকুল,
নানা ফুল আনে ব্রজগোপিনী।
কোলে লয়ে কমলিনী, বেঁধে দেয় বৃন্দে ধনী,
চাচর চিকুর বেণী, যেন কাল-সাপিনী ॥ ৩৯

গাঁথে সুখে ব্রজবালা, পুঞ্জ পুঞ্জ গুঞ্জমালা,
বিশাখাদি চন্দ্রমালা, যায় পুষ্পচয়নে।
জাতী যুথী আনি যুথে, গাঁথি মালা বিনা সূতে,
ভুলাইব নন্দসুতে (বলি,)
গোপীর প্রেমধারা নয়নে ॥ ৪০
(তখন) সাজাইতে রাই-স্বর্ণলতা,
স্বর্ণে হ'ল বিবর্ণতা,
ললিতা চম্পক-লতা, দেখি রূপ চমকে।
(বলে,) রাই-অঙ্গে সাজে না হীরে,
হীরে রূপের বাহিরে,
ভূষণকে ভূষিত করে,
এমন রূপ ধরে রাধিকে ॥ ৪১
মুক্তা না পাইল যশ, প্রবালের অপৌরুষ,
পরশ হয়ে বিরস, কাঁদে অধোবদনে।
কাঁদিছে নীলকান্ত-মণি,
রাই-অঙ্গে পড়ি অমনি,
নিরখি ব্রজ-রমণী, বলে বৃন্দের সদনে ॥ ৪২
ওগো বৃন্দে ! একি দায়,
সাজাতে রাই-প্রমদায়,
ভূষণ মাগে বিদায়,
(সাধ্য কি) মিশাতে রূপ-সাগরে।
(এখন) বল গো ! করি কিরূপ,
কি দিয়ে সাজাই রূপ,
ভুলাতে সে বিশ্বরূপ,
ব্রজগোপীর নাগরে ॥ ৪৩
তরুণ অরুণ জিনি, জিনি রক্ত-সরোজিনী,
কেশব-মনোরঞ্জিনী,—কত শোভা চরণে।
সরোজ-নিন্দিত কর, সুধাংশুর শোভাকর,
সলজ্জিত সুধাকর, পদনখ-কিরণে ॥ ৪৪
কিশোরীর কি মধ্যদেশ,
কেশরী তায় করি দ্বেষ,
বনে যায় ছাড়ি দেশ, বলে লাজে মরি রে !
কিবা নাভি গভীর, কিশোরীর কি শরীর,
মদনের গেল শরীর, পেয়ে তাপ শরীরে ॥ ৪৫
তিল ফুল জিনি নাসা, খগপতির দর্প-নাশা,
পূরাইতে কৃষ্ণের আশা, বিধি রূপ গড়িলে।
চক্ষে হেরি পেয়ে তাপ, হরিণীর হরিল দাপ,
থাকে না চক্ষের পাপ, চক্ষে চক্ষু হেরিলে ॥ ৪৬

সখি! সংসারে এমন কি আভরণ আছে,
যে, রাই অঙ্গ সাজাইব?

* * *

খাম্বাজ—যৎ।

ওগো সজনি! রাই-অঙ্গ সাজাব,—
দিয়ে কি ভূষণ?
(ও) যার, রূপে রইল ঢাকা,
রাকা-শশীর কিরণ॥
রাই রমণীর শিরোমণি,
ও অঙ্গে সাজে না মণি,
যার ভূষণ শ্যাম-চিন্তামণি, চিন্তে মুনিগণ;—
বর্ণনে যার বর্ণ হারে, তায় সাজে কি স্বর্ণহারে,
যেরূপ হেরিয়ে হরে,
মুনি জনার মন॥ (গ)

* * *

শ্রীরাধিকার উক্তি।

(ওগো) সাজাইতে আমার অঙ্গ,
ভূষণ না দিবে অঙ্গ,
সজল-জলদ-অঙ্গ এ অঙ্গে ভূষণ,—
ওগো সখি।
করি মিথ্যা রঙ্গভঙ্গ, নিরখিতে শ্যাম ত্রিভঙ্গ,
করিস্ বুঝি যাত্রাভঙ্গ,
ভঙ্গিম ভাবেতে তোদের দেখি॥ ৪৭
গলে যার স্যমন্তকমণি, বন্দে সনকাদি মুনি,
নন্দের নীলকান্তমণি,
সে মণি পরেছি আমি গলে।
এ কায় মোর বিকায়, সে নব নীরদ-কায়,
সাজাইতে রাধিকায়,
বল কায়, সজনি সকলে? ৪৮
শ্রী আমার কেবল শ্রীহরি, অনন্ত-ভূষণ হরি,
অন্তরে লয়ে বিহরি,
কত শোভা অন্ত কেবা জানে?
(তোমরা) কি ভূষণ সাজাবে করে,
শ্যামরত্ন যার করে,
রত্নাইক রত্নাকরে,
এ কর সাজাতে জানি মনে॥ ৪৯
শ্যাম চন্দ্র,—আমি তারা,
শ্যাম আমার নয়নের তারা,
জানে যারা ধন্য তারা,
তারাকান্ত অন্ত কিছু জানে।
না করি মনে সন্দেহ, সামান্য ভূষণ দেহ,
সাজ্‌বে না সাজ্‌বে না দেহ,
ওগো সখি! শ্যামরত্ন বিনে॥ ৫০
বিধির সৃষ্টি জল-নিধি,
(তাতে) জন্মে কত রত্ন-নিধি,
শ্রীকৃষ্ণ করুণা-নিধি,
তুল্য কেবা মূল্য দিয়ে পাবে?
ব্রহ্মাদির অনুপায়, কেবল কিশোরী পায়,
মন সঁপে তার রাঙ্গা পায়,
বৃন্দাবনে ম'জে মধুর ভাবে॥ ৫১
(অতএব অন্য ভূষণে প্রয়োজন নাই)

* * *

বিলম্ব দেখিয়ে মনে হয় বড় ভয় ভয়।
যদি জয় নিবি তো বল গো মুখে কৃষ্ণ-জয় জয়
শুভকর্ম্মে বিঘ্ন বহু, কি করি সই! হায় হায়!
মিছে কথায় কথায় বুঝি, দিন ব'য়ে যায় যায়॥
কখন দেখিব হরি, কি হইল হরি হরি!
কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-হুতাশনে বুঝি প্রাণে
মরি মরি॥ ৫৪
(পাছে,) সাজ করিতে ফুরায় দোল,
ঐ ভাবনা মনে মনে।
(বুঝি,) কৃষ্ণ-প্রেমের বাদী তোরাই,
হলি জনে জনে॥ ৫৫
আমার ভাবনা হয় সখি!
তোদের ভাব দেখে দেখে।
পাছে, এ-কূল ও-কূল দুকূল যায়
তোদের সঙ্গে থেকে থেকে॥ ৫৬
তোরা কাজের কথায় দিস্‌নে কাণ,
বল্‌লে তোদের কাণে কাণে।
মনের কথায় মন দিলে পর,
আমি থাকি মানে মানে॥

* *

কৃষ্ণ আমার কেমন ভূষণ ?—
(যেমন) পৃথিবীর ভূষণ রাজা,
রাজার ভূষণ সভা।
সভার ভূষণ পণ্ডিত, সভা করে শোভা ॥
পণ্ডিতের ভূষণ ধর্ম্মজ্ঞানী,
মেঘের ভূষণ সৌদামিনী,
কোকিলের ভূষণ মধুর ধ্বনি,
সতীর ভূষণ পতি।
যোগীর ভূষণ ভস্ম, মৃত্তিকার ভূষণ শস্য,
রত্নের ভূষণ জ্যোতি।
বৃক্ষের ভূষণ ফল, নদীর ভূষণ জল,
জলের ভূষণ পদ্ম।
পদ্মের ভূষণ মধুকর,
মধুকরের ভূষণ গুণ-গুণ স্বর,
উভয় প্রেমে বদ্ধ ॥
শরীরের ভূষণ চক্ষু, যাতে হয় জগৎ দৃষ্ট।
দাতার ভূষণ দান করে, ব'লে বাক্য মিষ্ট ॥
পূজার ভূষণ ভক্তি যেমন, থাকে ইষ্টনিষ্ঠ।
(তেমনি) ভূষণের ভূষণ আমি,
আমার ভূষণ কৃষ্ণ ॥ ৫৮

* * *

শ্রীমতীর বনযাত্রা।

প্যারী-মুখে শুনি সখী, কৃষ্ণের প্রসঙ্গ।
শ্রম দূরে যায়, প্রেমে পুলকিত অঙ্গ ॥ ৫৯
ভাসিল তরুণীগণে প্রেমের তরঙ্গে।
কৃষ্ণদরশনে যায়, রাইকে লয়ে সঙ্গে ॥ ৬০
চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত যতেক সখীমালা।
মধ্যে, রাধে গজেন্দ্রগামিনী রাজবালা ॥ ৬১

* * *

ললিত—ঝাঁপতাল।

নিরখিতে ব্রজরাজে, ত্যজি কুল-লাজে,
গতি নিন্দি গজরাজে, চলে ব্রজরাজ-রাণী।
ভাবে অঙ্গ ঢল-ঢল, প্রেমে আঁখি ছল-ছল,
বলে, সখি ! চল চল, যেন চঞ্চল হরিণী ॥
ক্ষুধা যায়, ফিরে না চায়,
পিপাসিত চাতকিনী ॥ (ঘ)

* * *

পথ-মধ্যে কুটিলার সহিত সাক্ষাৎ।

সখীগণ লৈয়া সঙ্গে রঙ্গে কমলিনী।
দ্রুতগতি যান কুঞ্জে কুঞ্জরগামিনী ॥ ৬২
শুনিয়া কুটিলে পথে আইসে দড়োদড়ি।
সীতারে ঘেরিল যেমন রাবণের চেড়ী ॥ ৬৩
যমদূত গিয়া ধরে যেমন, পাপগ্রস্ত নরে।
বিদ্যুল্লতা রাক্ষসী যেমন, জলধরকে ধরে ॥ ৬৪
কুপিয়ে কুটিলে রাধার ধরে দুটী বাহু।
(যেমন) ব্যাঘ্রেতে হরিণী ধরে,
চাঁদকে ধরে রাহু ॥ ৬৫

* * *

কুটিলার ভৎ সনা।

(বলে) খুব জ্বালালি, খুব ঢলালি,
শরীরে অগাধ বিদ্যে।
লোক হাসালি, কুল ভাসালি,
অকূল সাগর মধ্যে ॥ ৬৬
(নাই) পসরা মাথায়, যাও লো কোথায় ?
সঙ্গে সখী দুটি লো।
(এ নয়) বিকির বেলা, ডেকেছে কালা,
তাইতে৷ বিকার ঘটিল ॥ ৬৭
(বেধে) মাথায় খোঁপা, তাতে চাঁপা,
মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসি।
(বড) লাগায়ে চটক, মারিছো সাটক,
শুনেছ বুঝি বাঁশী ॥ ৬৮
(ধ'রে) সখীর গলা, করিছো সলা,
দাদাকে দিয়ে ফাঁকি।
(আজি) পাকাপাকি, মাখামাখি,
করিবো ডাকাডাকি ॥ ৬৯
(ক'রে) ওষ্ঠ লাল, সেজেছো ভাল,
ত্যেজেছো কুললজ্জা।
(থাক্‌বি) গোবরে ছেয়ে, গোয়ালার মেয়ে,
এত কেন তোর সজ্জা ? ৭০
(ক'রে) চৌর্য্যপনা, মাখন ছানা,
কাপড়ে লয়েছো ঢেকে।
দেবের দুর্লভ, এই দ্রব্য সব,
রাখালকে খাওয়াবি ডেকে ? ৭১

(তোর) রাগ-তরঙ্গ, দেখে অঙ্গ,
যায়লো আমার জ্ব'লে।
(আজি) বড়াই বুড়ীর, ভাঙ্গবো মুড়ি,
আয়ান দাদাকে ব'লে ॥ ৭২
(ঐ) বুড়ী অভাগী, পুরাণো মাগী,
ছিলো নষ্টের রাজা।
(ওর) পরের মেয়ে, পরকে দিয়ে,
পর মজায়ে মজা ॥ ৭৩
(হলো) পক্ককেশা, চক্ষু বসা,
দুঃখ-দশার শেষ।
(গায়ের) চর্ম্ম দড়ি, হাতে নড়ি,
কাঁধে চুপড়ী বেশ ॥ ৭৪
(বেটীর) উদর কোঙা, মাজা ভাঙ্গা,
উঠ্‌তে বসতে কাবু।
অন্ত নাই, দন্ত নাই,
ক্ষান্ত নাই যে তবু ॥ ৭৫
(নাই) চলৎ-শক্তি, পরম ভক্তি—
পর মজাতে পেলে।
(ওটা) বিধির কর্ম্ম, নষ্টের ধর্ম্ম,
স্বভাব যায় না ম'লে ॥ ৭৬
(দিয়ে) মন্দ দাঁড়া, বাজিয়ে কাড়া,
ঐ ত পাড়া জাগালে।
(এ কে) সইতে পারে? ঐ তো ঘরে,
নন্দসুত লাগালে! ৭৭
(তখন) ঘুরিয়ে আঁখি, চন্দ্রমুখী,
প্রতি কুটিলে বলে।
ফের্ ফের্, নহিলে ফের—
ঘটিবে তোর কপালে ॥ ৭৮
(হয়ে) কাতর উক্তি ক'ন শক্তি—
ননদি! ছাড়ি দেহ।
(আমার) প্রাণ হয়েছে, অগ্রগামী,
মিথ্যা ধর্‌বে দেহ ॥ ৭৯

* * *

(আমার প্রাণ কি প্রকার, তাহা শুন,—)
যেমন বারিগত মীন, দাতাগত দীন ॥
নদীগত তরি, ভক্তগত হরি ॥
যেমন বনগত পশু, মাতৃগত শিশু।
জলগত মকর, চন্দ্রগত চকোর ॥
বৃক্ষগত লতা, জিহ্বাগত কথা ॥
আহারগত কায়া, ধর্ম্মগত দয়া।
অর্থগত নর, পিত্তগত জ্বর ॥
উৎপন্নগত ধন, আশাগত মম ॥
ধনগত মান, (আমার তেমনি) কৃষ্ণগত প্রাণ ॥

* * *

গাড়া-ভৈরবী—আড়া।

কেমনে প্রাণ ধরি, না হেরে মাধব-মাধুরী,
ধরো না ননদি! তোমার চরণে ধরি।
কৃষ্ণপ্রেম-তৃষ্ণানলে, তিষ্ঠে না মন গোকুলে,
জ্বলে রাই-চাতকী— বিনে কৃষ্ণ-প্রেম-বারি ॥
গোকুল-রমণীগণে, গেলে কৃষ্ণ দরশনে,
আমি, বিচ্ছেদ-হুতাশনে কেমনে তরি।
হরি ব্রহ্ম পরাৎপর, আমারে কি হলো পর,
আমি জানি পূর্ব্বাপর, আমারি হরি ॥
যদি আমি বুঝাই মনে, মনোহর ভেবনা মনে,
মন তাতে মন-অভিমানে, মরে গুমরি।
পুরাইতে মনোরথ, কৃষ্ণপদে মন রত,
সংসারে বিরত মন, দিবে শর্ব্বরী ॥ (ঙ)

* * *

কুটিলার কৃষ্ণনিন্দা।

কুটিলে বলে,
এমন বুদ্ধি তোরে দিয়েছে কেটা।
করিস ব্রহ্মজ্ঞান, ভগবান্,
(সেই) নন্দঘোষের বেটা? ৮১
(যে) যমুনাপারে, যেতে না পারে,
কংস রাজার দায়।
হলে স্বয়ং ব্রহ্ম, এমনি কর্ম্ম,
গোয়ালার অন্ন খায়? ৮২
(বনে) হারালে গাভী, বলি সুরভি,
নন্দের ভয়ে কাঁদে!
হলে পরাৎপর, তার কি কর, নন্দরাণী বাঁধে ॥
সেকি বইতো নন্দের বাধা, গোলোকচন্দ্র হলে।
দিবানিশি (একটা) বাঁশের বাঁশী,

তবে কি, মান ঘুচায়ে, মানের দায়ে,
তোর পায়ে সে ধরুত।
হরি হ'লে কি জঠর-জ্বালায়, মাখনচুরি করুত ?
গোলোকচন্দ্রে শিরে বন্দে, ইন্দ্র চন্দ্র ভানু।
চরাচর-অগোচর, চরাত সে কি ধেনু ? ৮৬
ভজ্‌লে পরে, পরাৎপরে,তারে জগতে ভজে।
সে হলে কি শ্যাম-কলঙ্কী নাম,
হতো তোর ব্রজে ? ৮৭
(যে) যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞে ভোজন পঞ্চামৃত মিষ্ট।
সে হলে কি, খেতো গোকুলে,
রাখালের উচ্ছিষ্ট ? ৮৮
নন্দের বেটা ব্রহ্ম নয়, জেনেছি তার মর্ম্ম।
যার পানে যার মন পড়ে, রাই !
সেই যেন তার ব্রহ্ম ॥ ৮৯

* * *

শ্রীরাধিকার উত্তর।

শুনি বাণী, কমলিনী, কোমল বাক্যে কন।
ননদিনি ! ব্রহ্ম তিনি, তোর পক্ষে নন ॥ ৯০
(আমার) শ্যাম যদি সামান্য হবে,
কেন তার বংশীরবে,
কুলবতী রইতে নারে ঘরে ?
ঊর্দ্ধমুখে ধেনু রয়, যমুনা উজান বয়,
কেন তার বাঁশের বাঁশীর স্বরে ? ৯১
(ক'রে) শিশুকালে স্তনপান,
পূতনার বধে প্রাণ,
ব্যক্ত গুণ ত্রিভুবনে জানে।
কালীয় করি দমন, রাখালের রাখে জীবন,
কালী-দহে বিষজল-পানে ॥ ৯২
ননদি ! মোর কৃষ্ণধন, করে ধরি গোবর্দ্ধন,
সব বৃন্দাবন * বাঁচাইল।
কে তারে চিনিতে পারে,
মায়া করি যশোদারে,
বদনে ব্রহ্মাণ্ড দেখাইল ॥ ৯৩
বলিলে, গোধন চরায়,
রাখালের উচ্ছিষ্ট খায়,
শ্রেষ্ঠ তায় বল মাত্র মিছে !

ওগো ননদি ! সে ভগবান,
তার কাছে মান অপমান,
সুখ দুঃখ তুল্য তার কাছে ॥ ৯৪
চিন্‌বে কি শ্যাম কালো-রূপে,
পড়েছ মায়া-অন্ধকূপে,
লোমকূপে ত্রিভুবন যার।
রাজ্যপদ গোচারণ, কিবা পঙ্ক কি চন্দন,
বৈকুণ্ঠ, পাতাল তুল্য তাঁর ॥ ৯৫
সে যে সংসারের সার, সংসার সকলি তাঁর,
সুখ দুঃখ সব তাঁর সৃষ্টি।
করে আমার প্রাণকৃষ্ণ, আপন হইতে শ্রেষ্ঠ,
ননদি গো ! যারে কৃপাদৃষ্টি ॥ ৯৬
সে যারে দিয়াছে মান, সেই ধন্য মান্যমান,
তার মানে মান্য হয় বিধি।
এ কথা নয় অপ্রমাণ, কৃষ্ণের বাড়াবে মান,
এত মান কার আছে, ননদি ॥ ৯৭
করিল ভক্তের দায়, নন্দের বাধা মাথায়,
কর তায় এইজন্য সন্দ।
ননদি গো ! তোরে বলি,ভক্তিতে বাঁধিল বলি,
ভক্তাধীন আমার গোবিন্দ ॥ ৯৮
গোলোকপুরী পরিহরি, গোকুলে বিহরে হরি,
চিন্তামণি সকলে চিনিলে।
ননদি ! তোর একি কর্ম্ম, ধিক্ ধিক্ ধিক্ জন্ম,
হাতে রত্ন পেয়ে হারাইলে ॥ ৯৯

* * *

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—যৎ

ওগো ননদি ! তুই কেবল চিন্‌লি নে
আমার কৃষ্ণধন।
কিন্তু জগজ্জনে জানে, কৃষ্ণ জগতের জীবন ॥
ননদি ! তোমার প্রতি, বিমুখ বৈকুণ্ঠপতি,
সমুদ্রে বাস ক'রে কি তোর, পিপাসায় মরণ ?
সাধে যায় শঙ্কর বিধি, ননদি ! মোর কৃষ্ণনিধি,
দুস্তর ভবজলধি-নিস্তার-কারণ ॥ (চ)

* * *

শ্রীমতী ও শ্রীকৃষ্ণ।

কৃষ্ণের গুণ-কথায়, কুটিলে চৈতন্য পায়,

একবার ধরো গুণের দোষ, আর-বার
বলো কালো।
নারীর স্বভাব মিছে কথায়,
কোন্দল করতে ভালো॥ ১২৮
(তুমি) তাল বুঝে কালভূষণ
ধরেছ সকল অঙ্গে।
পরেছ কালো নীলাম্বরী
মজেছ কালোর সঙ্গে॥
(আছে) নয়নে কালো নয়ন-তারা,
কত শোভা তার বল।
মুদিলে চক্ষু অন্ধকার তাতেও দেখ কালো॥
তাতে মনোরঞ্জন, কালো অঞ্জন,
নয়নের আভরণ।
(তোমার) অন্তর মাঝারে কালো,
হয় না দরশন॥
না বুঝিয়ে কালো-রূপ নিন্দা কর রাগে।
মাথায় কাল কেশ থাকলে,
পাকলে কেমন লাগে? ১৩২
(দেখ,) অন্ধকার নাশে, কালো নীলকান্তমণি।
যখন অঙ্গ জ্বলে, কালো জলে,
গেলে জুড়ায় প্রাণী॥ ১৩৩
(হ লে) গগনে উদয় কালো-
মেঘ, বিফল হয় না বৃষ্টি।
(হয়ে) কালোতে জড়িত,
তোমার কেন কালোতে কোপদৃষ্টি॥
(তোমার) কামধেনু-নিন্দিত ভুরু,
কালোর জন্যেই সাজে।
আলো করেছে কালো কমলে,
রাধাকুণ্ডের মাঝে॥ ১৩৫
নিকটেতে ছিল বৃন্দে, বলে ধরি পদারবিন্দে॥
করো না করো না রাই!
কালো রূপের নিন্দে॥ ১৩৬

* * *

সিন্ধু-খাম্বাজ—পোস্তা।

কালো রূপ নৈলে তোমার কি শোভা—
রাই কমলিনি!
সেজেছো শ্যাম-জলদের বামে,
রাধে সৌদামিনী॥
তুমি শ্যাম অঙ্গের ভূষণ,
তোমার ভূষণ চিন্তামণি।
হয়েছে স্বর্ণ-লতায় জড়িত নীলকান্তমণি॥ (ঝ)

* * *

শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকার রসাভাস।

(তখন) বৃন্দেরে কন দয়াময়,
এরূপ দ্বন্দ্ব সদাই হয়,
আমাদের দুই মনে নাহি ঐক্য।
দশের মত নহে রীত, প্যারীর সকল বিপরীত,
এক বিপরীত দেখ না প্রত্যক্ষ॥ ১৩৭
লোক বলে এই কথা, পর্ব্বতে জন্মায় লতা,
লতায় পর্ব্বত জন্মে, শুনেছ কি কাণে।
ভেবে ভেবে বিবর্ণতা, প্যারী আমার স্বর্ণলতা,
তার মধ্যে কুচ-গিরি কেনে? ১৩৮
শুনে কৃষ্ণের ব্যঙ্গ বাণী, হেসে ঢ'লে পড়ে ধনী,
কমলিনী দেন প্রত্যুত্তর।
বিপরীত তোমার যত, আর ত নাহিক তত,
বলি তবে, শুন বংশীধর! ১৩৯
জানে জগজ্জনে মর্ম্ম, জলেতে পদ্মের জন্ম,
শুকালে জল, পদ্ম মরে প্রাণে।
বল দেখি বংশীধারি! পদ্মে কি জন্মায় বারি?
তোমার এত বিপরীত কেনে॥ ১৪০

* * *

খাম্বাজ—যৎ।

একি তোমার বিপরীত রীত হে গুণমণি?
তোমার পাদপদ্মে পদ্ম কেন,
কেন তায় সুরধুনী॥
কমলময় সকলি দেখি, কমল কর, কমল-আঁখি,
শ্রীঅঙ্গ নীলকমল বামে রাই কমলিনী।
কমল-মুখ তায় কমল হাসি,
কমল-কর তায় কমল বাঁশী,
কমলা-সেবিত কমলপদ-দুখানি (ঞ)

* * *

কৃষ্ণ কন, শুন প্যারি! পদ্মেতে হইল বারি,
লতায় জন্মিল গিরি,
উভয়ে ত সমান দুই জনা।

(কিন্তু) আমা হতে আছে,
তোমার বহু বিড়ম্বনা ॥ ১৪১
তবু বিড়ম্বনা রাধে! বলিলে অল্প অপরাধে,
ঘটিবে বিষাদ সাধে সাধে,
হাস্‌বে শত্রু, বস্‌বে কন্দল কর্‌তে।
তুমি জান্‌লে বাড়বে তোমারই মান,
হার্‌লে বাড়বে অভিমান,
আমারি কেবল অপমান,
লজ্জা হয় নিত্য চরণ ধর্‌তে ॥ ১৪২
প্যারী বলেন দয়াময়,
অন্যায় বল্‌লে উষ্মা হয়,
উচিত বল্‌বে তার কি ভয়?
কও হে! আমার কিসের বিড়ম্বনা?
শুনে কৃষ্ণ করেন উক্তি, রাধে!
তুমি আদ্যাশক্তি,
কেহ করে না মাতৃসম্ভাষণা ॥ ১৪৩
কমলিনী কহেন কৃষ্ণ, ওটা উভয়ের হুরদৃষ্ট,
আপনা-পানে আপনি দৃষ্ট,
ক'রে তুমি কিম্বন্তে দেখনা?
তুমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি, তোমায় সাধে পশুপতি,
সয় ঘটে তব স্থিতি,কেবা করে পিতৃসম্ভাষণা ॥
(হরি) বিদিত আছে ত্রিভুবনে,
বিধির সৃষ্টি রজোগুণে,
সৃষ্টি-ধ্বংস তমোগুণে, (জীবের)
জীবন নাশে হর।
সত্ত্বগুণে নারায়ণ! ত্রিভুবন করে পালন,
জীবের রাখ জীবন, পিতৃ-যোগ্য তুমি
যজ্ঞেশ্বর ॥ ১৪৫

* * *

জয়জয়ন্তী—যৎ।

হে কৃষ্ণ! হে দীনবন্ধু! তোমায় বলে কি কারণ
পিতৃভাবে হরি! তুমি ত্রিভুবন কর পালন ॥
কি নর কীট পতঙ্গ, কি বিহঙ্গ কি মাতঙ্গ হে,
(হরি) তব গুণে ত্রিভুবনে জীবের
জীবন-ধারণ ॥
করে না মাতৃ-সম্ভাষ, কবিলে আমার
অপযশ হে,
তোমারি কি আছে যশ, যশোদা-নন্দন।

তুমি হে পালনকারী, সৃষ্টিনাশী ত্রিপুরারি,
হরি হে,
(তবু) জয় শিব-শঙ্কর পিতা, তাঁরে বলে
জগজ্জন ॥ (ট)

* * *

রাধিকারে অহঙ্কারে ক'ন দয়াময়।
তব সঙ্গে বাক্যযুদ্ধ মোর যোগ্য নয় ॥ ১৪৬
শুন শুন কমলিনী! কথায় যত কও।
কিন্তু সহজে অবলা তুমি মোর যোগ্য নও ॥
পুরুষ-পরশমণি চিন্তামণি আমি।
হও রমণী, বিনোদিনি! পরাধীনা তুমি ॥ ১৪৮
বিশেষতঃ বৃন্দাবনে আমারি গণন।
লোকে জানে গোবিন্দ লইয়া বৃন্দাবন ॥ ১৪৯
প্রকৃতি রূপেতে তুমি থাক মোর বামে।
ভেবে দেখ আমারি গৌরব ব্রজধামে ॥ ১৫০
প্যারী বলে, তোমারি গৌরব বটে শ্যাম!
তাইতে বলে অগ্রে রাধা, পরে কৃষ্ণ নাম ॥
তুমি কি চতুর, শ্যাম! আমার অপেক্ষা।
বাঞ্ছা থাকে চতুরালি কর কিছু শিক্ষা ॥ ১৫২
বামভাগেতে রেখে আমায়, শ্যাম!
কি কর গর্ব্ব?
ভেবে দেখ তোমারি করেছি গর্ব্ব খর্ব্ব ॥ ১৫৩
দক্ষিণে থাকিতে পারি, বামে রই কি সাধে?
বাম হয়ে না থাকলে পরে,
কেবা কারে সাধে? ১৫৪
বৃন্দে অমনি ধ'রে বলে কৃষ্ণের চরণে।
তুমি বড় ভ্রান্ত, হরি! বুঝিলাম এত
দিনে ॥ ১৫৫

* * *

বারোঁয়া—যৎ।

তুমি রাই হতে কি বড়—ভাব হরি?
তুমি অগতির গতি, তোমার গতি
রাই কিশোরী ॥
(কৃষ্ণ!) তোমার নামের গুণে,
হরে বিপদ-ত্রিভুবনে,
তোমার বিপদ হলে,
বাজাও রাই ব'লে বাঁশরী।

রাই হ'তে যে তোমায় মানে,
তা দেখেছি দুর্জ্জয় মানে,
বাকি কি শ্যাম! অপমানে,
সাধিলে চরণে ধরি॥ (ঠ)

* * *

কুটিলার মুখে শ্রীরাধিকার বন-গমন-সংবাদ শ্রবণে আয়ান।

এরূপে কথার দ্বন্দ্ব, উভয়ে কন উভয়ে মন্দ,
শ্রীগোবিন্দ শ্রীমতীর সঙ্গে।
অন্তরে আনন্দময়, মুখে যেন অপ্রণয়,
নানা কাব্য * করে রঙ্গে ভঙ্গে॥ ১৫৬
(এথা) কুটিলে কুচক্রী ব্রজে,
ভ্রান্ত হয়ে হৃদি মাঝে,
কৃষ্ণের মাহাত্ম্য-কথা যত।
চলে মনের রাগে রাগে, ভবনে পবন-বেগে,
আয়ানকে কহিল গিয়ে দ্রুত॥ ১৫৭
(বলে,) শুনগো শুনগো দাদা!
তোমার কলঙ্কিনী রাধা,
তার জ্বালায় আর মুখ দেখাতে নারি!
এখনি দেখে এলাম বনে,
এমনি ঘৃণা হতেছে মনে,
সেই বা মরে, আমরাই বা মরি॥ ১৫৮
(কত) অন্য লোকে ধিক্ দিয়ে,
বল্‌তাম আমরা মায়ে-ঝিয়ে,
[illegible] দেখে [illegible]তাম হেসে।
(এখন,) [illegible] যত,
সঙ্গে থাকে চোরের মত,
বাদীর কুরুক্ষর † হয়েছি রাধার দোষে॥ ১৫৯
তোর নারী সে রাজার ঝি,
ছি ছি! রাধা ক'র্‌ল কি,
রাখাল ল'য়ে বনে বনে ভ্রমে।
কারেই ভালো মন্দ বলি,
রাজার বেটী চন্দ্রাবলী,
সেও মজেছে সেই রাখালের প্রেমে॥১৬০

তুই করিস্‌নে মনোযোগ,
কুপথ্যেতে বাড়িল রোগ,
দমন হ'লে এমত হতো কি তবে?
মেয়ে-মুখো যার পতি, মাগ হয় তার আত্মমতি,
নহিলে কেন এমন দশা হবে? ১৬১
ভগিনী-বাক্যে অগ্নিপ্রায়,
আয়ান বলে, হায় হায়!
এমত বাক্য আমায় বলে কেটা?
আমি আয়ান পাষাণবুকো,
আমায় বলিস্ মেয়ে-মুখো,
চল্ দেখি কোন্‌খানে নন্দের বেটা॥ ১৬২
বাক্য আমার ব্রহ্মবেদ,
করব গে তার শিরশ্ছেদ,
সে যেমন শিরকাটা করিল কর্ম্ম।
কাট্‌ব কলঙ্কী রাধারে,স্ত্রীহত্যাটা ঘটুল মোরে,
আজি আর মানিব না ধর্ম্মাধর্ম্ম॥ ১৬৩
বধ্‌ব কৃষ্ণে আজি বনেতে,
যষ্টি কিম্বা মুষ্ট্যাঘাতে,
আমার হাতে আজ কি সে আর বাঁচ্‌বে?
মনে বুঝ্‌লাম নিঃসন্দ, নির্ব্বংশ হইল নন্দ,
সাধ্য কি মোর, যম তারে ডেকেছে॥ ১৬৪
(তার) পুতনা আদি নষ্ট করা,
হাতে গোবর্দ্ধন ধরা,
ভেল্কী করা মোর কাছে কি রবে?
(করব) গদাঘাতে হাড় চূর্ণ,
কংস রাজার বাঞ্ছা পূর্ণ—
(বুঝ্‌লাম,) আ'জ আমা হতেই হবে।
ক্রোধে আয়ান দর্প করি, যায় যথা দর্পহারী,
কুচক্রী কুটিলে যায় সনে।
হস্তে ল'য়ে কাল্-সাট, ঘন মারে মালসাট,
কাট কাট শব্দে যায় বনে॥ ১৬৬
দূর হ'তে দেখি প্যারী, অঙ্গ কাঁপে থরহরি,
ব্যাঘ্র হেরি হরিণী যেমন করে।
ধরিয়ে হরির পায়, চঞ্চলা হরিণী প্রায়,
বলে, হরি! রক্ষা কর মোরে॥ ১৬৭

* * *

* কাব্য—রস।

সিন্ধু-খাম্বাজ—পোস্তা।

ঐ দেখ, আস্‌ছে আয়ান,
বংশীবয়ান! বনমাঝে।
বিপদে যায় যে জীবন,
মধুসূদন! তোমায় ভ'জে॥
দুষ্ট দেখেছে মোরে, লুকাবো কেমন ক'রে,
কিঞ্চিৎ স্থান আমারে,
দাও হে অভয়-পদাম্বুজে।
রাখ করুণা করি, তব করুণায়, শ্রীহরি!—
সহস্র-ধারায় বারি,
এনেছিলাম আমি ব্রজে॥ (ড)

*　*　*

শ্রীকৃষ্ণের কালীরূপ ধারণ।

কৃষ্ণ বলে চিন্তা নাই, আমি কি ডরাই রাই!
ক্ষুদ্র আয়ানের দর্প হেরি?
চিন্তামণি নাম ধরি, ভবচিন্তা নষ্ট করি,
তব চিন্তা কি হেতু কিশোরি? ১৬৮
দেখ এক অপরূপ, সুন্দরি এই কৃষ্ণরূপ,
দণ্ডিতে পারুবে না কোনরূপে।
শুন রাধে রসময়ি! আমি যার সহায় রই,
তার কি ভয় ইন্দ্র-চন্দ্র-কোপে? ১৬৯
এত বলি ঈষৎ হাসি, ত্যেজিয়ে মোহন বাঁশী,
মদনমোহন মায়া-ছলে—
(রাধার) ঘুচাতে মনের কালী,
হৈলেন দক্ষিণা-কালী,
মহাকাল পতিত পদতলে॥ ১৭০
জবা জাহ্নবীর জল, সচন্দন বিল্বদল,
প্যারী করে চরণে অর্পণ।
শ্যাম হলেন নিকুঞ্জে শ্যামা, কিবা রূপ নিরুপমা,
আয়ান করিছে নিরীক্ষণ॥ ১৭১

*　*　*

সিন্ধু—কাওয়ালী।

কুঞ্জ-কাননে কালী, ত্যেজে বাঁশী বনমালী,
করে অসি ধরে শ্রীরাধাকান্ত।
শ্যামা-শ্যামে ভেদ কেন, কর রে জীব ভ্রান্ত!
পীতাম্বর পরিহরি, হরি হ'লেন দিগম্বরী,
মরি মরি! হেরি কি রূপের অন্ত!
(কিবা) কালোপরে কালো-শশী,
লোলজিহ্বা এলোকেশী,
ভালে শশী, অট্টহাসি, বিকট দন্ত॥
যে গোবিন্দ-পদদ্বয়ে, সগন্ধ তুলসী দিয়ে,—
সুর-নরে সাধে * সারা দিনান্ত।
(দিয়ে) সে চরণে রাঙ্গা জবা,
রঙ্গিণী রাই করে সেবা,
কে পাবে শ্যাম-চিন্তামণির ভাবে অন্ত! (ঢ)

*　*　*

হেরিয়ে আয়ান, ভাসিছে বয়ান,
নয়নের প্রেমধারে।
দূরে গেল রাগ, হইল বি-রাগ,
রাধায় অনুরাগ করে॥ ১৭২
বলে ধন্যা ধন্যা, প্যারী রাজকন্যা,
গিরিরাজ-কন্যা সাধে।
হরি-পরিবাদ, দিয়ে করি বাদ,
তবে কেন সাধে সাধে? ১৭৩
ঘুচিল বিকার, মনের আঁধার,
সব ধন্দ দূরে গেলো।
(বলে) সার্থক আসা, ফেলে হস্তের আশা,†
বলে, আশা পূর্ণ হলো॥ ১৭৪
ভাবে গদ্‌গদ, ভাবে তারাপদ,
গলে বাস কৃতাঞ্জলি।
কুটিলেরে ডাকি, বলে, বল দেখি,
কই বনে বনমালী? ১৭৫

*　*　*

সাহানা—যৎ।

কৈ গো কুটিলে! বনে শ্রীনন্দের নন্দন কই।
শঙ্কর-হৃদি সরোজে এ যে শ্যামা ব্রহ্মময়ী॥
করিতে কৃষ্ণের তত্ত্ব,
প'ড়ে পেলাম পরমার্থ, রে!—
আমার গুরুদত্ত রত্ন,—কালী করালবদনা ঐ।
গঞ্জনা দেই সাধে সাধে,
শ্রীরাধায় কি অপরাধে?
শ্রীগোবিন্দ-অপবাদে সদা মন্দ কই!

---

* সাধে—সাধন করে।
† আশা—দণ্ড।

স্বচক্ষে দেখলাম আসিয়ে,
জবা বিল্বদল দিয়ে,—
যাঁরে শিব আরাধে, তাঁয় আরাধে,—
আমার রাধে রসময়ী॥ (ণ)

* * *

কালীরূপ হেরি রাধে প্রফুল্লহৃদয়।
কিন্তু হ'ল ভাবিনীর কি ভাবের উদয়॥ ১৭৬
কমলাদি পুষ্প লয়ে ঢাকেন কমলিনী।
কমলাকান্তের কমল-চরণ দুখানি॥ ১৭৭
পরিধান নীলাম্বরী খণ্ড করি ল'য়ে।
ঢাকেন কৃষ্ণের হৃদয়, কি হৃদয়ে ভাবিয়ে॥ ১৭৮
গোকুলে গোকুলচন্দ্র কালীরূপ ধরে।
নিরখিতে সুরগণ আইসে শূন্যভরে॥ ১৭৯
মোক্ষ-ধন—চরণ না দেখিবারে পায়।
বলে, কৃষ্ণপ্রমদা এ কি প্রমাদ ঘটায়॥ ১৮০
পবনে দিলেন আজ্ঞা যত দেবগণ।
মুক্ত কর মুক্তকেশীর যুগল চরণ॥ ১৮১
পুনঃপুন কমলিনী দেন যত ঢাকা।
পবন উড়ায় পুষ্প নাহি যায় রাখা॥ ১৮২
সহাস্য বদনে রাধায় কন চিন্তামণি।
কি জন্য চরণ-হৃদি ঢাক, কমলিনি॥ ১৮৩
কমলিনী কন, কৃষ্ণ! কহি হে কমল পায়॥
ঢেকেছি কমল-পদ আয়ানেয় দায়॥ ১৮৪
আপাদ মস্তক তুষ্ট করে যদি দৃষ্ট।
প্রবঞ্চনা প্রকাশ পাইবে তবে কৃষ্ণ॥ ১৮৫

* * *

বারোয়াঁ—যৎ।

পাছে চিনিবে দুষ্ট আয়ান ভাবি মনে।
ঐ যে ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-চিহ্ন রয়েছে চরণে॥
দিয়ে জবা কোকনদ, যতনে ঢাকিলাম পদ,
কি জানি করে বিপদ, পদ দরশনে।
মনেতে ঐ শঙ্কা করি, বক্ষে দিলাম নীলাম্বরী,
ভৃগুচরণ আছে হরি, হৃদি-পদ্মাসনে॥ (ত)

* * *

আয়ানের কালীস্তব।

যোড় করে স্তব করে, আয়ান অতি ধীর।
আমি কি বর্ণিব গুণ, অসাধ্য বিধির॥ ১৮৬
মা! তুমি ত্রিশূলধরা ত্রিশূলি-মোহিনী।
ত্রিবিধ কলুষহরা ত্রিলোকতারিণী॥ ১৮৭
ত্রিসন্ধ্যা-রূপিণী ধ্যান করে ত্রিপুরারি।
ত্রিদেব-বন্দিনী তারা ত্রিপুরাসুন্দরী॥ ১৮৮
মা! তুমি ত্রিবেণী তীর্থ, জাহ্নবী ত্রিধারা।
ত্রিকোটী-তীর্থ-রূপিণী ত্রিসংসার-সারা॥ ১৮৯
ত্রিদেব-বন্দিনী, তব সৃষ্টি ত্রিভুবন।
ত্রিপুর তোমারি লয় ত্রিপদ বামন॥ ১৯০
তিষ্ঠ সর্ব্বঘটে, আশা-তৃষ্ণা-নিবারিণী।
ত্রিজগৎকর্ত্রী ত্রাণকর্ত্রী ত্রিলোচনী॥ ১৯১
শক্তি! তুমি ভক্তিদাত্রী ভক্তিমূলাধার।
দুর্লভ জনম, দুর্গা আমি দুরাচার॥ ১৯২
গোপগৃহে জন্ম, গোচারণে গত দিন।
নাস্তি গুণ গৌরব অগণ্য গতিহীন॥ ১৯৩

* * *

সিন্ধু-খাম্বাজ—পোস্তা।

কি গুণে নির্গুণে পদ দিবে ত্রিগুণধারিণি।
কমলিনীর গুণে যদি কমলপদ দাও আপনি॥
জনমে না জানি পুণ্য, পুণ্যের বিষয় শূন্য,
পাপে আছে নৈপুণ্য, পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনি!
গোকুলে দুষ্কুলে জন্ম, গোধন-চারণ ধর্ম্ম,
সাধন কেমন না জানি—
নাহিক পথ-সম্বল, মা! আমার কি হবে বল?
ভরসা কেবল তোমার নাম
পতিতোদ্ধারিণী॥ (থ)

* * *

(হেথা) গোষ্ঠে না হেরিয়া কৃষ্ণ যত রাখালগণ
মণিহারা ফণিপ্রায় করিছে রোদন॥ ১৯৪
(বনে) আসি ব'লে বাঁশী ফেলে
ভাণ্ডীর-তলায়।
প্রবঞ্চনা ক'রে কানাই লুকালো কোথায়॥১৯৫
বনে বনে রাখালগণে যায় অন্বেষণে।
অপরূপ দেখে শ্রীদাম রাই-কুঞ্জবনে॥ ১৯৬
কাতরে জিজ্ঞাসে শ্রীদাম, রাই-চরণে ধরি।
কোথা গুণের কানাই, কেন কুঞ্জে মহেশ্বরী॥
রাই বলেন পাবেরে কৃষ্ণে তাহে নাহি ভয়।
(আজি,) বিপদে আমারে রক্ষা
করলেন দয়াময়॥ ১৯৮

সিন্ধু-খাম্বাজ—পোস্তা।

দণ্ডিতে প্রাণ, খণ্ডিতে মান,
দুষ্ট আয়ান এসেছিলো।
সাধ পূরাতে সাধের বঁধু,
শ্যাম আমার আজি শ্যামা হলো॥
যা রে শ্রীদাম! ত্বরায় বলো,
দেখুক রে সখা সুবল,
শ্রীমতীর এই সুমঙ্গল, শ্রীমধুমঙ্গলে বলো॥
সেজেছে সুন্দরী তারা,
শ্যাম আমার নয়নের তারা,
ভালে তারা সেজেছে ভাল;—
যে অধরে নন্দরাণী, দিত রে ক্ষীর নবনী,
বংশীধরের অধরে আজ,
যোগিনী সুধা সঁপিল॥ (দ)

কৃষ্ণকালী সমাপ্ত।

গোপীগণের বস্ত্র-হরণ।

শ্রীকৃষ্ণপ্রতি শ্রীরাধার উক্তি।

শ্রীরাধা সহিত হরি, দোঁহে গোলোক পরিহরি,
ভূলোকে গোলোক—বৃন্দাবনে।
গোপগৃহে জন্ম লন, যেরূপে হয় সম্মিলন,
আদ্য কথা শুনহ শ্রবণে॥ ১
সঙ্গে সখী বৃন্দে চিত্রে, হইয়ে আনন্দ-চিত্তে,
বাল্যখেলা খেলেন কমলিনী।
এক দিন প্রহর বেলা, সঙ্গিনী সহিত খেলা,
ভঙ্গ করি কহেন রঙ্গিণী॥ ২
ওগো সখি! চল চল, হইল চিত্ত চঞ্চল,
হেমবরণী লয়ে হেম-ঘটে।
ছলে দেখতে প্রাণমোহনে,
অবলা সহ অবগাহনে,—
উপনীত যমুনার তটে॥ ৩
(হেথায়) তরুণ রাখাল সঙ্গে করি,
কল্পতরু তরুণ হরি,—
তরুণী তরুণ দেখ্‌ব ব'লে।
পদ দুটি তরুণ ভানু, তরুণীমোহন তনু,
দাঁড়ায়ে আছেন তরুবর-তলে॥ ৪
নিরখি ত্রিভঙ্গ-অঙ্গ, অঙ্গহীন দেয় ভঙ্গ,
অঙ্গ দেখে রয় কেমনে অঙ্গনে অঙ্গনা?
বর্ণন করিতে বর্ণ, বিবর্ণ পঞ্চাশ-বর্ণ,
বর্ণে না হয় বর্ণের বর্ণনা॥ ৫
দূরে থেকে দেখে নয়নে,
(সেই) রাখালবেশ বাঁকা-নয়নে,
সখীরে সুধান চন্দ্রাননী।
কি ধন দিয়ে করি সাধন—
প্রাপ্ত হয় লো ঐ ধন?
কোন ধনীর ঐ ধন গো ধনি? ৬
বিধি ওরে কি নির্ম্মাণ করে?
কিম্বা হলো রত্নাকরে?
ও রত্ন কেউ যত্ন কর্‌লে পায় গো? ৭
(সখি!) ও কেন রাখাল-সাজে?
ওরে কি রাখাল সাজে?
কোন্ রাখালে রাখাল সাজায় গো?
(সখি!) ঐ তো ভুবনের চূড়া?
চূড়ার মাথায় দিয়ে চূড়া,
অবিচার কি চূড়ান্ত করেছে?
ঐ ভুবনের কণ্ঠহার, হার দিল যে গলে উহার,
সে বুঝি সই চক্ষু হারায়েছে! ৮
ঐ তো তিলকের তিলক,
(আবার) ওর কপালে কে দিল তিলক?
ত্রিলোকে আছে হেন মূর্খ জন?
যে দিল অঞ্জন ওর নয়নে,
তারা নাই গো তার নয়নে!
ঐ তো সখি! নয়নের অঞ্জন॥ ৯
এমন অবোধ কোন্ বংশে?
বাঁশী নির্ম্মাণ ক'রে বংশে,
ওর করে দিয়েছে সহচরি?
যার যা বুদ্ধি—তা করিল,
আমি এখন কি করি লো!
ও রূপ-সাগরে ডুবে মরি! ১০

* * *

সুরট-মল্লার—কাওয়ালী।

সই গো! ডুবিলাম ঐ রূপ-সাগরে!
গোকুল নগরে,—ঐ রূপ-সাগরে;—
আছে কে হেন সুহৃদ—
আসি তরঙ্গে রাধারে ধরে॥
মরি কি রূপ-মাধুরী, নীলোৎপল-বল হরি—
নিল,—দিল লাজ নীল-গিরি-বরে;—
কত দেখি লো! কালো সখি লো!
একি কালো!
দেখি, অখিল ভুবন আলো করে॥
ভবে, এ নীলধন কে আনিলে,
বিনি মূলে তরুমূলে,
ও নীলবরণ কিনিল মোরে;—
আমি একা কোথা রাখি,
ধরো গো ধরো গো সখি!
ও রূপ আমার আঁখিতে না ধরে;—
কোটি আঁখি দিলে বিধি,
কিছু কাল ঐ কালনিধি—
হেরিলে আঁখির দুঃখ হরে;—
ঐ কালরূপ, বিশ্বরূপের রূপ,
দাশরথি কয়, শ্রীমতি!
দেখ, নয়ন মুদে অন্তরে॥ (ক)

* * *

রাইকে দেখিয়া বড়াই-বুড়ির উক্তি।

সখীগণ বলে,—রাই! আমাদের ঐ ধারাই,
হেরিয়ে ওরে,—হারাই মন-প্রাণ।
বাসনা মনে ঐকান্ত, আমাদিগের ঐ কান্ত,
দয়া করি বিধি যদি ঘটান॥ ১১
এইরূপেতে গোপাঙ্গনা,
কৃষ্ণপ্রেমে হ'য়ে মগনা,
চক্ষে জল,—কক্ষে জল লয়ে।
হারায়ে প্রাণ হেরে কেশবে,
শব-দেহ লয়ে সবে,
মৃদু গমনে চলিল আলয়ে॥ ১২
পথে যেতে এক স্থলে, দাঁড়ায়ে সখীমণ্ডলে,
ঘন ঘন কাঁদেন কমলিনী।
হেনকালে গিয়ে বড়াই,
বলে,—একি গো একি গো রাই!
কাঁদ্‌ছ কেন কাঞ্চন-বরণি? ১৩
কেঁদে যে কাঁদালি আমায়,
বল্ কিছু বলেছে মায়?
কিম্বা পিতা করেছে তাপিতে?
কি ননদী শাশুড়ী, কাঁদালে তোকে কিশোরি!
নারি তোর দুঃখ আঁখিতে দেখিতে॥ ১৪
দশম বরষ অথবা নয়,
কাঁদ্‌বার তোর বয়স নয়,
নাই প্রণয়, নাই বিরহ-জ্বালা!
লাজ পাবে সব পরিবার,
কাজ নাই কাঁদিয়ে আর!
রাজপথে দাঁড়ায়ে, রাজবালা! ১৫
শ্রুত মাত্র এই বচন, সুলোচনীর দ্বিলোচন,
দ্বিগুণ ভাসিয়ে যায় জলে।
বড়াই বলে, হ'লো স্মরণ,
কাঁদ্‌ছ তুমি যার কারণ,
সেটা আমি গিয়েছিলাম ভুলে॥ ১৬
কান্না দেখে যে কান্না পায়,
তাইতে বলি ধরি পায়,
আর কেঁদনা ক'রে এমন ধারা!
স্মরণ ক'রে নয়ন-তারা,
তোর তারায় ধরে না ধারা,
তার তারার এম্‌নি ধারা ধারা! ১৭

* * *

খাম্বাজ—মধ্যমান।

রাধে! যেমন কাঁদ্‌লে ব'লে হরি হরি হরি!
তেম্‌নি তোর বিরহে—হরি—
কাঁদে গো অষ্টপ্রহরী॥
যে দুঃখে আমরা বিহরি,
বল্‌তে কাঁপি থরহরি,
তোর লেগে গোলোকের হরি,
ব্রজে নরহরি হরি॥
আগে গোলোক পরিহরি,
ভুলে বিচ্ছেদ-লহরী,
তুমি তো কব্‌লে কিশোরি!
তব শ্রীহরির সঙ্গে শ্রীহরি॥ (খ)

বড়াইবুড়ীর মুখে শ্রীরাধিকার মাহাত্ম্য-কথন।

কাঁদিছেন কমলিনী, বনমালিনী রত্নমালিনী—
সুখশালিনী সুরপালিনী রাই।
বসনে আঁখির বারি মুছায়ে,
পুনঃপুন পায়ে ধরিয়ে,
কেঁদোনা ব'লে বুঝাচ্ছেন বড়াই ॥ ১৮
বড়াইকে গোপীর দলে,
অনুযোগ করিয়ে বলে,
নববালিকে ঐ রাজনন্দিনী।
এ কর্ম্ম কি শোভা পায়!
বুড়ি মাগি! ওর ধরলি পায়?
অকল্যাণ করলি কেন ধনি? ১৯
বয়েস প্রায় তোর নব্বই, এমন নয় যে নবাই,
বুড়া হ'লে জ্ঞান থাকে না সবাকারি।
রাধার কাছে যখন আসিস,
মাথায় হাত দিয়ে করিস্ আশীস,
নাতিনীর বয়েস তোর প্যারী ॥ ২০
(বড়াই) বলে পদে ধরতে পারি,—
নবীনে নহেন প্যারী,
জ্ঞানের মাথা খেয়ে বসেছিস্ তোরা।
(ও যে) কমলাকান্ত-রমণী,
ওরি গর্ভে কমলযোনি,
(ও যে) কমলে-কামিনী পরাৎপরা ॥২১
জ্ঞানহীন সব গোপবালিকে!
রাধাকে জ্ঞান করিস্ বালিকে,
যা রাধা সা কালিকে, সুরপালিকে সদা।
(ও যে) ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী,
ব্রহ্মা বিষ্ণু ত্রিপুরারি—
ত্রিদেব-আরাধ্যা আদ্যা রাধা ॥ ২২
(বড়াই) বলে, তোরা সবাই নবীনে,
প্রাচীনকাল প্রাপ্তি বিনে—
পরমার্থের অধিকার হয় না!
নব নব যত রমণী,
(এরা) সামান্য মণির অভিমানী,
চিন্তামণির স্মরণ কেউ লয় না! ২৩

(ওদের) হরি-কথা নাই কাণে শোনা,
(কেবল) গলিয়ে সোণা কাণে সোণা,
ঐ সোণারি সর্ব্বদা বাসনা।
গুরু দিলেন যে কাণে সোনা,
সে সোনার নাই উপাসনা,
সে ঘোষণা করে কার্ রসনা ॥ ২৪
হৃদয়ে যখন যৌবন, মনে তখন গহন বন,
সে বনে কি ইষ্ট-দৃষ্ট ঘটে?
তরুণী মেয়ে ম'লে পরে,
তরণী পায়না ভব-সাগরে,
কাঁদিতে হয় ব'সে ভবের তটে ॥ ২৫
প্রথা নাই লো প্রথম কালে,
কেও ভয় রাখে না কালে,
হরি কথাটী হয় না বলাবলি!
(দেখ) নব নব পুরুষের দলে,
হাত দেয় না তুলসীর দলে,
বিল্বদলের সঙ্গে দলাদলি ॥ ২৬
সন্ধ্যা আহ্নিক গায়ত্রী জপা,
পুঁড়িয়ে খেয়ে সে সব দফা,
নিধুর টপ্পা গেয়ে বেড়ায় পথে!
মানে না বেদ পুরাণ তন্ত্র,
মনে গণে না মণি-মন্ত্র,
বলে না কিছু, চলে না কারুমতে ॥ ২৭
বেঁচে যদি থাকিস্ বৃন্দে!
শ্রীরাধার পদারবিন্দে—
কি গুণ আছে, যৌবন গেলে জানবি!
ললিতে লো! জানবি তখন,
লোলিত মাংস হবে যখন,
চিন্তামণির রমণীকে চিনবি! ২৮
চিত্রে লো! পাকলে কেশ,
চিত্ত মাঝে হৃষীকেশ-
রমণীকে দেখ্‌বি দিব্যজ্ঞানে।
বিশাখা! খস্‌লে দন্ত,
তদন্তে পাবি তদন্ত,
কত গুণ আছে রাই-চরণে ॥ ২৯
(এখন) হৃদে ধ'রেছ পয়োধরে,
এ বয়সে বংশীধরে—
ভজ ব ব'লে তরুণে মন করে না।

(যখন) অঙ্গে থাকেন অঙ্গহীন, *
হয় ভজনের অঙ্গ হীন,
ওলো ধনি! তাইতে রাই চেন না॥ ৩০
উনি কি ধর্‌তে দেন পদে,
বিঘ্ন ঘটান পদে পদে,
কোটি জন্ম কোট্‌ যার,—সেই ও পদ লবে।
কত বিপদ ক'রে স্বীকার,
রাঙ্গা চরণে ব্রাধিকার,
অধিকার ক'রেছি আমি তবে! ৩১

* * *

আলিয়া—একতালা।

নৈলে কে পায় ধরতে রাধার পায়?
অনুকম্পায় যে জন আছে,
অনুপায় যার গেছে,—
ধ'রে পায়, ভবের উপায় যে করেছে!
জন্ম জন্ম রাধার পায় ধরেছে,
সে কি পায় ধরিতে ক্ষান্ত পায়॥
ব্রহ্মজ্ঞানী আমায় করেছেন কিশোরী,
আর কি এখন আমি ব্রহ্মার পদে ধরি?
ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করি, কেবল—
প্যারী-ব্রহ্মময়ীর কৃপায়॥ (গ)

* * *

শ্রীকৃষ্ণকে পতি পাইবার উপায়।

গোপিকা চৈতন্য পায়, ধ'বে বড়াইয়ের পায়,
কৃষ্ণপতির উপায় জিজ্ঞাসে।
বড়াই বলে, বলি শুন, কৃষ্ণ-পদে বাধ মন,
ত্যজ মায়া, সাজ সবে সন্ন্যাসে॥ ৩২
যে রত্ন হরের হার, রমণী যদি হবে তাহার,—
হরমনোমোহিনী ভজ দ্রুত।
পুরাবেন সাধ শঙ্করী, মাসেক সংকল্প করি,
কর তোমরা কাত্যায়নীব্রত॥ ৩৩
শুন গো রাই রাজকুমারি!
ভজ গিরিরাজ-কুমারী,
গিরিশের ধন গিরিধরে * লও সতি॥
মজ তাঁর পদারবিন্দে, অভিলাষ কর বৃন্দে!
যদি বৃন্দাবনপতিকে পাবে পতি॥ ৩৪
দেবীকে ভজ,—অঙ্গদোষ!
দিবেন শ্যাম-অঙ্গ দেবী,
সুচিত্রে! সুচিত্তে ভজ কালী।
ললিতে! তোর স্ববাসনা, পুরাইবেন শবাসনা,
পাবে বাসনার ধন বনমালী॥ ৩৫
ব্রজরমণী হরি-প্রয়াসে, হেমন্তের প্রথম মাসে,
কাত্যায়নী কর্‌তে আরাধন।
আনে সব গোপিকার দল, শত শত শতদল,
বিল্বদল করি সচন্দন॥ ৩৬
পাদ্য দিতে মন-সাধে, বিশ্ব জননীর পদে,
ভীষ্মজননীর * জল আনিল।
নীলকমল-বরণ-আশায়, নীলকমলবরণী-পায়,
কমলিনী নীলকমল দিল॥ ৩৭
গিরিবর-নন্দিনী, নীলগিরি-বরণী,
বরদা প্রবৃত্তা বরদানে।
চরণ-কল্পতরু-বর- তলে গোপিকা মাগে বর,
পীতাম্বর-বর হেতু যতনে॥ ৩৮

* * *

ঝুমঝিঝিট—একতালা।

হে কুলদায়িনি সতি! ব্যাকুল সব কুলবতী।
অকূল মাঝে কুলাও যদি কুল-জননি!
তবে দাও মা! গোকুলপতি পতি॥
যার তরে চিত্ত কাতর, নেত্রে নীর নিরন্তর,
বিতর সত্বর বর হে হৈমবতি!
সংসারে আর নাই মা মতি,
দেখিলাম যে হতে গোলোকের পতি,
রূপে নয়ন মত্ত, শুনে শ্যামের তত্ত্ব,
সুস্থ চিত্ত আর মত্ত শ্রুতি॥ (ঘ)

* * *

কালী-কৃষ্ণে অভেদ।

গোপিকা কয় ক'রে ভক্তি,
শুনেছি মা,—শিব-উক্তি,
বিধি বিষ্ণু তুমি রবি ভৈরবী।

---

* অঙ্গহীন—অনঙ্গ অর্থাৎ মদন।
* গিরিশের ধন ইত্যাদি—মহাদেবের আরাধ্য কৃষ্ণকে লও।
* ভীষ্মজননীর—গঙ্গার।

তব পদ করি সাধন, বাঞ্ছা করি কৃষ্ণ ধন,
তুমি কি কৃষ্ণ নও মা! তাই ভাবি॥ ৩৯
(তুমি) কখন পুরুষ কখন নারী,
উভয় মূর্ত্তি আপনারি,
রাবণারি হয়ে ধর মা! ধনু।
কখন হয়ে বংশীধর, শ্যামা! তুমি বংশী ধর,
হলধর সহিত চরাও ধেনু॥ ৪০

* * *

ভণ্ড বৈষ্ণবদের কালীদ্বেষ।

কৃষ্ণ প্রতি গোপীর চিত্ত,
কালী কৃষ্ণেতে মিশ্রিত,
ইদানী বিপদ উপস্থিত, নাহি মানে বেদ।
(হেদে) ভেড়াকান্ত নেড়াগুলো,
ভেড়েদের লেগেছে ভুলো,
কালী-কৃষ্ণ সদাই করে ভেদ॥ ৪১
(বাছাদের) কালীতে দ্বেষ চিরকালি,
ত্যাগ করা কষ্ট হয়েছে কালি,
কথায় কথায় মুখে কালি, লোকে দেয় সদাই!
গালি খেয়ে বরণ কালি,
কুলে কালি গালে কালি,
অন্তরেতে সদা কালি,
কেবল দক্ষিণে-কালী নাই॥ ৪২
ভেকধারী ভেড়ারা যত,
কালীতে না হয়, না হউক রত,
কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি বা কোন আছে?
নদের মাঝে পেতে ফাঁদ,
(ওদের) মাথা খেয়েছে নিতাইচাঁদ,
বুদ্ধি খেয়েছে অদ্বৈতচাঁদ,
গোরায় জাত গিয়েছে॥ ৪৩
কায়স্থ কলু কোটালপুত্র, কপ্নি মেরে একগোত্র,
ঘৃণা নাই কিছুমাত্র, যেন জগন্নাথ-ক্ষেত্র,
সকল অন্নেই রুচি!
গৌরাঙ্গের কিবা দোহাই!
তাতার মলে বিধবা নাই!
এক মেয়ে শত জামাই,
বাবা মলে অশৌচ নাই,
(কেবল) খোল বাজালেই শুচি॥ ৪৪

যাহারা মুখে বলে গৌরাং গৌরাং,
কিন্তু উপরে রূপা ভিতরে রাং,
জুটিয়ে আখড়ায় গাজা ভাং, মজিয়েছেন ভুবন
পুরাণের মতে চলেন না,
কোরাণের কথা তোলেন না,
নূতন জাতি গৌর-খৃষ্টান, না-হিন্দু না যবন॥৪৫
(বাছাদের) ধর্ম্ম-পথটা বড় আঁটা,
পাকামো ক'রে খান-না পাঁটা,
হেঁসেলে উহাদের হয় না রান্না,—
জ্ঞাতিমাংস বলে।
যদি বল, ওদের জ্ঞাতি কিসে?
আকার প্রকার পাঁটাতে মেশে,
সব আছে ঐ নেড়া বেটাদের দলে॥ ৪৬
পাঁটার ভক্ষণ কুলের পাতা,
ওদের ভক্ষণ কুলের মাথা,
পাঁটাও পশু, ওরাও পশু, ভাব্‌লে সমুদাই।
পাঁটার যেমন লম্বা দাড়ি,
বেটাদেরও সেই প্রকারই,
পাঁটাকে কালীর কাট্‌তে হুকুম,
উহাদিগকেও তাই॥ ৪৭
পাঁটাকে যেমন বোকা বলি,
নেড়ারাও তাই সকলি,
ভিন্ন ভাবে পাষণ্ড বৈরাগী।
জাত কুল সব করে ধ্বংস, যেন কত পরমহংস,
লোক দেখান হয়েছে সর্ব্বত্যাগী॥ ৪৮

* * *

কাত্যায়নীর নিকট গোপীগণের বর প্রার্থনা।

তদন্তে শুন শ্রবণে, হেথায় কাত্যায়নী-ভবনে,
গোপিকা বর মাগে কৃষ্ণধনে।
বলে দুর্গে দুঃখহরা! ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা!
চাও মা তারা কৃপাবলোকনে॥ ৪৯
যদি বল মা! তোমায় ভজে কৃষ্ণ কেন মাগি।
পুরাণে শুনেছি তত্ত্ব, তব চরণে হ'য়ে আসক্ত,
আশুলে আছেন মহাযোগী॥ ৫০
কে জানে মা! তব কাণ্ড,ত্রিজগৎ ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড
উমা! তুমি উদরে ধরেছ।

সুর-নরের দুঃখ-হরণ, ছিল দুটি রাঙ্গা চরণ,
তাও তুমি বিক্রয় করেছ॥ ৫১
(মা!) দুর্ব্বলে কিনিত যদি,
তবে হতেম প্রতিবাদী?
একা কি তাকে দিতাম ভোগ করতে?
যে জন কিনিছে শ্যামা!
তাঁর কাছে কে যাবে গো মা!
কার বাঞ্ছা অকালেতে মরতে? ৫২

* * *

ললিত-ঝিঁঝিট—একতালা।

প্রেমে মত্তচিত্ত,—
যে ধন ত্রিলোচন বুকে রাখে!
তাকি পায় শ্যামা! সামান্য লোকে।
ওমা কালি কালবারিণি!
কালের শঙ্কা কেউ না রাখে॥
মা তোর ধরতে চরণ কার এত বুক?
হাত দিবে তোর কালের বুকে॥
অভয়া! তোর অভয়চরণ, অভিলাষী
আর হবে কে?
করলে স্বহস্তে সই শিবকে চরণ--
দিয়েছ সনন্দ লিখে॥ (৬)

* * *

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক গোপীগণের বস্ত্রহরণ।

বরদা দিলেন বর, পাবে পতি পীতাম্বর,
ধৈর্য্য নহে কলেবর, যত গোপিকায়।
অমনি ঘট ল'য়ে কক্ষে, জল আনিবার উপলক্ষে
কমলার ধন কমলাক্ষে, দেখিবারে যায়॥৫৩
গিয়ে যমুনার ধারে, ধারে রাখি জলাধারে,
লজ্জার না ধার ধারে, হয়ে দিগ্‌বসনী।
জলে কমল ভাসে যেন, শোভা করে কমলবন,
কমলিনী তার মধ্যে যেন, কমলে কামিনী॥৫৪
(আছে) ঘাটে বস্ত্র ঘটোপরে,
আমোদ শুনহ পরে,
গোপিকা আমোদ-ভরে, না দেখে তা চক্ষে।
হেনকালে আসিয়ে হরি, সেই সব বসন হরি,
উঠিলেন রাসবিহারী, কদম্বের বৃক্ষে॥ ৫৫

জলে খেলা সমাপন, সাঙ্গ রঙ্গের আলাপন,
সবে তখন আপন আপন বস্ত্র ল'তে যায়।
দেখে,—বস্ত্র নাই ঘটে,
সবে বলে কি বিপদ ঘটে,
অমনি সব পাছু হাটে, তবে উঠা দায়॥ ৫৬
ব্যস্ত সব গোপিকায়, কে কোথা শুধাবে কায়?
মৃত্যুসম শঙ্কায়, বলে মা! কি হলো!
ঘাটে রয়েছে ঘট মোর, ক'রে চক্ষের অগোচর,
কোথা হতে এসে চোর, বস্ত্র লয়ে গেল॥ ৫৭

* * *

বস্ত্রবিহনে গোপিকাগণের খেদ।

কেঁদে বলে এক নারী,
দিদি লো! দুঃখ সইতে নারি,
(আমি) কাল কিনেছি কালোকিনারী,
ষোল টাকা দামে।
কেউ বলে,—মোর নীলবসন,
ভূষণকে করে ভূষণ,
শত টাকায় গত সন, কিনেছি ব্রজধামে॥ ৫৮
কেউ বলে মোর মলমল, সূত অতি সুকোমল,
পরিলে করে ঝলমল, অঙ্গখানি হয় লো।
কেউ বলে,—মোর বুটতোলা,
সূতো তার টাকা তোলা,
রেখেছিলাম করে তোলা,
আটপহুরে নয় লো॥ ৫৯
কেউ বলে,—মোর জামদানি,
এদেশে নাই ইদানী,—
আর তেমন আমদানী, এখানেতে নাই লো!
কেউ বলে,—মোর গোটাদার,
হায় হায়! তার কি বাহার।
দেখতে অতি চমৎকার,
আচলা সমুদায় লো॥ ৬০
কেউ বলে,—মোর টেরচা-ঢাকাই,
সদাই তোলা থাকত ঢাকা-ই,
মুটোয় কিম্বা কটোয় পোরা যায় লো!
কেউ বলে,—মোর গুলদার,
তার কথা কি বলব আর!
শোকে কান্না পায় আমার!

সিপাই-পেড়ে বড় কস্তা তায় লো ॥ ৬১
কেউ বলে,—মোর বালুচরে,
কিনেছিলাম কত ক'রে,
কেউ বলে,—মোর বারাণসী চেলি।
কেউ বলে,—মোর ভাল তসর,
দেখিতে অতি সুন্দর *
এই রূপেতে পরস্পর, করে বলাবলি ॥ ৬২
কেউ বলে,—আর বল্‌ব কথা,
তেমন কাপড় আর পাব কোথা ?
মনে করলে দুঃখেতে বুক ফাটে !
কেউ বলে,—দুঃখ কত বাখানি,
যেমন গেছে আমার খানি,
দিতে পারে না কোন দোকানী,
এই মথুরার হাটে ॥ ৬৩
ক'রে বিবিধ সন্ধান, করে চোরের সন্ধান,
রঙ্গে হাসে কৃপানিধান, গোলোকের প্রধান।
সন্ধান দিবার তরে, বাঙ্কা হরির অন্তরে,
নৈলে কে সন্ধান করে ?
যাঁর বেদে নাই সন্ধান ! ৬৪
নদীতটে কদম্বতরু, তাতে লম্পটের গুরু,
বসে বাঞ্ছাকল্পতরু, বসনগুলি বামে।
এক ধনী যমুনায়, অধোবদনী—ভাবনায়,
দৈবযোগে দেখতে পায়, প্রতিমূর্ত্তি শ্যামে ॥ ৬৫
অনুমান করিয়ে ধরে, জলমধ্যে জলধরে,
দেখে ধড়া-চূড়া ধরে, অধরেতে মোহন মুরলী।
ঊর্দ্ধমুখী হয়ে অমনি, আর বার দেখে রমণী,
রঙ্গে হাসেন চিন্তামণি, লয়ে বসনগুলি ॥ ৬৬
দৃষ্টি করি কেশবে, ধনী মনের উৎসবে,
অভয় দিয়ে বলে সবে, আর কেঁদো না থাক !
বসনের উপায় করেছি,
কাছে থাকতে কেঁদে মরেছি !
দিদি লো ! চোর ধরেছি, ঐ দেখ দেখ ! ৬৭

* * *

সুরট—কাওয়ালী।

হায় হায় ! লজ্জায় প্রাণ যায় !
গিরিজায় পূজে পতি পাব অবিলম্বে।
সেই নবনী-চোর নবীন নাগর,
ঐ যে গোবিন্দ, লইয়ে বসন উঠেছে কদম্বে ॥
আছে কি ভাবে মত্ত হয়ে, রাধার বস্ত্র লয়ে,
আছে রাধার নাম-অবলম্বে ;—
রমণী দুঃখে ভাসে, ও গিয়ে রঙ্গে হাসে !
সুখ-আশে পড়েছি বিড়ম্বে ;—
হরি করি সাধ, হরিষে বিষাদ,
আর কি আছে ভাগ্যে।
মোদের এই তো আরম্ভে ॥ (চ)

* * *

শ্রীকৃষ্ণ ক গোপিকাগণের ভর্ৎসনা।

দাঁড়ায়ে গোপী নদীতটে, বস্ত্র নাই কটি-তটে,
ধটী সম করিয়ে বাম কর।
পয়োধর ঢাকিয়ে কেশে,
ডাকিয়ে কয় হৃষীকেশে,
অম্বর বিতর পীতাম্বর ! ॥ ৬৮
কেহ বলে ওহে বিজ্ঞ ! কর কি,—হ'য়ে ধর্ম্মজ্ঞ,
কেহ বলে বঁধু হে' ফিরে চাও !
আমরা ভাবি প্রাণাধিক,
ধিক্ তোমারে ধিক্ ধিক্ !
আর কেন অধিক লজ্জা দাও ॥ ৬৯
কেহ বলে,—ওহে কানাই !
এ দেশে কি রাজা নাই ?
মনে করেছ অরাজকের পুরী ?
বলি যদি কংস রাজায়,
এখনি তোমায় লয়ে যায়,
হাতে আর পায়ে দিয়ে দড়ী ॥ ৭০
পর-নারীর পরণের বাস,
পথে হর হে পীতবাস !
দিই যদি কে সম্ভ্রমের দাবী।
(তোমার) বাঁশী যাবে, হাসি যাবে,
চূড়া যাবে চূড়ান্ত হবে !
বিকিয়ে যাবে ঘরকন্না, তাড়িয়ে লবে গাভী ॥

---

* দেখিতে অতি সুন্দর—পাঠান্তর—"করে না মাত্র খসর মসর।" দাশরথি রায়ের বংশের জানকীনাথ রায় মহাশয় এইরূপ বলিতেন। দুই বৎসর হইল, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

যে চরণে নূপুর ব্যভার,
হবে সেই চরণে কত প্রহার!
দো-হার লোহার হার দিবে!
ঘুচ্‌বে সকল সুখ-বিহার,
তখন কি আর মাখন আহার?
আহার-কালে আহা বলে কে কাঁদিবে? ৭২
বাঁকা নয়ন ঘুরিয়ে যেমন,
ভুলিয়েছিলে আমাদের মন,
কংস রাজা ভুলিবে না হে তায়!
সে যখন তোমারে ধর্‌বে,
বাঁকা তোমাকে সোজা কর্‌বে,
তাইতে বলি ধ'রে দুটি পায়॥ ৭৩
এখন হরি! দেও হে বস্ত্র,
দিয়ে লওহে লজ্জা-অস্ত্র—
নাসা কেটেছ, গলা কেটো না আর!
(শুনে) তরুবরে মুখ ফিরান,
তরুণী পানে নাহি চান,
ভব-নদীর তরণী পদ যাঁর॥ ৭৪
কে যেন কাহাকে ডাকে,
কালা যেমন শত ঢাকে, *
শব্দ হলে শুন্‌তে নাহি পান।
পুলকে প্রসন্ন শরীর, অন্য মনে কিশোরীর
গুন্‌গুন্ করিয়ে গুণ গান॥ ৭৫

* * *

বিভাস—ঝাঁপতাল।

রাখ রে কথা, ডাক রে মম বাঁশরি!
সদা কিশোরীকে।
তবে মুক্তি দেন সদা অপরাধীকে রাধিকে॥
বৃষভানুর নন্দিনী, ভানু-শশীর বন্দিনী,
পদ তরুণ-ভানু-জিনি, ভানুজ-ভয়-হারিকে;—
(তোরে) দিয়াছি আমি রাধা মন্ত্র,
দেখ যেন হইও না ভ্রান্ত,
রেখ ক্ষান্ত, বলবন্ত, ছজনা প্রতিবাদীকে;—
কত গুণ ধরেন শ্রীমতী,
গুণাতীত সেই গুণবতী,
গতি-হীন কুমতি দাশরথির গতি-দায়িকে॥(ছ)

* কালা—কালা পাগলের—ঢাকে।

গোপীগণের কাতরোক্তি।

চেতন নাই বাঁশী-যোগে,
হরি যেন ব'সেছেন যোগে,
কে করে কপটযোগ ভঙ্গ?
গোপী কাঁপিছে থরহরি, বলে ওহে নরহরি!
হায় হায় হাসালে বৈরঙ্গ! ৭৬
ঘন দৃষ্টি আগে পাছে,
কেউ যেনে দেখিবে পাছে!
উরু কাঁপিছে গুরুজন-শঙ্কায়।
মাটী হয়ে ছিল মাটীতে, নিরাশা হয়ে ঝটিতে,
পুনঃ সবে জলে গিয়ে দাঁড়ায়॥৭৭
অর্দ্ধ কায়া রাখি জলে, ঊর্দ্ধ করে গোপী বলে,
কি কর্‌লে হে জলদবরণ!
আর কেন মরি গুমরি,
বল তো জলে ডুবে মরি,
মলে বাঁচি,—বাঁচিলে মরণ॥ ৭৮
এইরূপে রোদন করি, কহিছে কেশবে সবে।
কুটিলে যুটিলে বন্ধু! প্রাণ কি তার রবে রবে?
তুমি কান্ত হলে, অন্তে পাব শন্ত্রগতি গতি।
তাইতে দেবী পূজে আমরা চেয়েছি
গোকুলপতি পতি॥৮০
কাত্যায়নী দিলেন ভাল গুণের সরোবর বর।
পরণের বসনখানি দিয়ে বিপদহর হর॥ ৮১
আমাদের হাসায়ে শক্র,
মুখখানি যে হাসি-হাসি।
ব'ধে রাধাকে, রাধা ব'লে,
বাজাচ্ছ গোকুলবাসি! বাঁশী॥ ৮২
লজ্জায় রাধার দেহে, প্রাণ বুঝি কানাই নাই!
আমরা ত হারাই প্রাণ,
আগে বুঝি হারাই রাই! ৮৩
তটেতে উঠিতে নারি, প্রাণ ত লজ্জায় যায়।
জলে বা কতক্ষণ বাঁচি!
সন্নিপাত যোগায় গায়! ৮৪
নগ্নবেশে বাসে গেলে,হাস্‌বে শক্র পায় পায়।
কর চিন্তামণি! যাতে,
অধীনীরা উপায় পায়॥ ৮৫

* * *

সুরট-মল্লার—কাওয়ালী।

তোমার এ কেমন বাসনা, হরি!
কুলবধূর নিলে বাস হরি,—
আর কতক্ষণ জলে বাস করি,
যাব আমরা বাস, ওহে নিদয় পীতবাস!
বাস দিয়ে বাসে গিয়ে বাজাও বাঁশরী॥
একে শীত-ভীত শীতল জলে কাঁপে কায়,
কি কর হে জলদকায়!
রমণী বিরহে দহে, এ রসে পৌরুষ কি হে!
এই যে শুনি তুমি নাকি রাসবিহারী॥
কত সাধের সাধনায় তোমায় সাধিলাম,
সাধ না পুরালে শ্যাম!
অধীনীদের হবে কান্ত, তা'ত হলো না একান্ত,
অধিকান্ত একি হে লাজে মরি॥ (জ)

* * *

শ্রীকৃষ্ণের রসালাপ।

গোপিকার কত প্রকার শুনিয়ে বিলাপ।
চিন্তামণি কন অমনি, করি রসালাপ॥৮৬
আমার জন্যে গোপকন্যে! করলে তোমরা ব্রত
তাইতে আমি, হইতে স্বামী, হয়েছি বিব্রত॥৮৭
এই যমুনায় কত লোকে নায়,
তোমরাও এস নিত্য।
বসন ফেলে, সকলে মেলে,
জলেতে কর নৃত্য॥ ৮৮
তা ক'রে দরশন, লইতে বসন,
আমি এসেছি কই?
প্রাণ না দিলে, না সাধিলে,
আমি কি কথা কই? ৮৯
লজ্জা দিলে— ব'লে সকলে,
বলছ নানা কথা।
স্বামীর কাছে, লজ্জা আছে—
রমণীর আবার কোথা? ৯০
স্বামীতে যদি, হ'য়ে আমোদী,
নারীর বস্ত্র হরে।
সেই দোষে কি, হাঁ হে সখি!
রমণী নালিশ করে? ৯১
কংসে কয়ে, আমাকে লয়ে,
বাঁধবে কারাগারে!
সে কখন, হয়ে বামন,
চাঁদ ধরিতে পারে? ৯২
বেঁধেছে বলি, ভক্ত বলি'—
বাঁধা থাকি তার বাসে।
রাম-অবতারে, রাবণ আমারে,
বেঁধেছিল নাগপাশে॥ ৯৩
বেদে ব্যক্ত, সে যে ভক্ত,
বৈকুণ্ঠের দ্বারী।
যে পারে চিন্‌তে, সে পারে বাঁধ্‌তে,
আমারে, ব্রজনারি! ৯৪
বাহুবল কর, বাঁধা দুষ্কর,
এত বল কে বা ধরে?
তোমরা দেখ সদা, আমারে যশোদা,
অনাসে বন্ধন করে॥ ৯৫
বলিয়ে পুত্র, পাকিয়ে সূত্র,
বাঁধে দেখ,—সে মিছে!
সে তো এ সূত্র নয়, পূর্ব্বজন্মের—
অন্য সূত্র আছে॥ ৯৬

* * *

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—একতালা।

তোমরা, দেখ সদা, আমারে মা যশোদা
বাঁধে সখি!
সে কি তার কর্ম্ম, আমি যে ব্রহ্ম,
মর্ম্ম তা জানে কি?
মাকে ধন্যা ক'রে পুণ্য-ডোরে,
আমি আপনি সদা বাঁধা থাকি॥
যুগে যুগে সঁপিয়ে মন, যোগসূত্র পাকায় যেমন,
সেই বাঁধে আমারে হে সুধাংশুমুখি!
কে বাঁধে সই! আমার করে,
জীবের জীবন গেলে পরে,
যখন শমন বন্ধন করে;—
আমায় ডাকলে পরে,
সেই বন্ধনে ত্রাণ পায় পাতকী॥
যোগেতে না সঁপিয়ে মতি,
বাঁধলে না রে দাশরথি,
ভক্তি-রজ্জুর নাইকো সঙ্গতি,—
আমি তাইতে তারে অপার
ভববন্ধনে রাখি॥ (ঝ)

শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব-কথা।

স্বয়ং তোমরা বাঁধো, ভক্তি-ফাঁদ
পেতেছ করি ব্রত!
(তোমরা) বাঁধ্‌বে মনে, আমি তা জেনে,
হাতে বেঁধেছি সূত ॥ ৯৭
ইহার সাত পাক আছে, এক পাকেই যে—
পার না পিরীত রাখ্‌তে!
যাকে চল্‌তে বাজে, সে কেন সাজে,
জগন্নাথ দেখ্‌তে? ৯৮
আর মিছে কাঁদ, আটুকে বাঁধো,
আটুকে রাখ্‌লে থাকি!
যদি বাঁধনি না ক'রে, বাঁধো আমারে,
তবে দিয়ে যাই ফাঁকি ॥ ৯৯
যদি পাকা করি, পাকিয়ে ডুরি,
বাঁধো আমারে শক্ত।
তবেই আমোদের— দিন তোমাদের,
সকল বিপদ মুক্ত ॥ ১০০
আর কেন সকলে, দাঁড়ায়ে জলে,
কষ্টের বৃদ্ধি কর।
গা তুলে উঠে, এসো নিকটে,
বসন দিচ্ছি, পর ॥ ১০১
জলে ঢেকে কায়, লুকাবে কা'য়,
লাজ দেখে মরি লাজে।
আমার কাছে কি, ও বিধুমুখি!
লুকালুকি কারু সাজে? ১০২
ইন্দ্র যেমন, লুকিয়ে গমন,
করলে অহল্যার ঘরে।
অহল্যা সতী, দিত কি রতি?
স্বামী না জান্‌লে পরে? ১০৩
গোপন করি, মন্দোদরী,-পুরে যায় বানর।
জান্‌লে ফাঁকি, সতী দিত কি?
পতির মৃত্যু-শর ॥ ১০৪
আবার সেই বানরে, চাতুরী ক'রে
মায়া-বিভীষণ হয়ে।
মহীরাবণ, পাতাল ভুবন,
রামকে যায় লয়ে ॥ ১০৫
ও সুন্দরি! ক'রে চাতুরী,
লোকে লুকাতে পারে।
ত্রিসংসারে, কেহ না পারে,
লুকাতে আমারে ॥ ১০৬
অখিল পুরী, সব আমারি,
শরীর সমস্ত।
(আমি) পতিতপাবন, জীবের জীবন,
চক্ষু কর্ণ পদ হস্ত ॥ ১০৭
জলে অঙ্গ, ঢেকে রঙ্গ,
কর কি ব্রজাঙ্গনা?
ভেবেছ কানাই, জলে বুঝি নাই?
তা মনে করো না ॥ ১০৮

* * *

ললিত-বিভাস—একতালা।

জলে স্থলে রই, তোমায় অন্ত কই,
অন্তরীক্ষে আমি আছি হে সখি!
কে পায় অন্ত মম, অনন্ত মোর নাম,
অন্তরীক্ষে জীবের অন্তরে থাকি ॥
আমি-ভিন্ন স্থানে লুকাবে কিরূপ?
অপরূপ আমার নামটী বিশ্বরূপ,
নৃসিংহ-রূপে দনুজ ভূপে, নাশিতে হে—
আমি স্তম্ভমধ্যে গিয়া প্রহলাদে রাখি। (ঐ)

* * *

গোপীগণের বিনয়।

গোপী বলে, হে অন্তর্যামি!
অনন্ত ভুবনের স্বামী!
অনন্ত রূপ বেদে কয় সবাই।
শুনেছি আছ সর্ব্ব ঘটে,
চক্ষে দেখ্‌লে লজ্জা ঘটে,
জলে আছ,—তাই চক্ষু-লজ্জা নাই ॥ ১০৯
দিগম্বরী হয়ে তটে, কামিনী কেমনে উঠে,
যামিনী হইলে শোভা পায়।
দিও না বৈরঙ্গ ডেকে,
দাও হে! অঙ্গ বসনে ঢেকে,
অঙ্গনা সব অঙ্গনেতে যায় ॥ ১১০
শুনেছি, ম'জে তব পায়,
সখ্য ভাবে মোক্ষ পায়,
লক্ষণে তা লাগে না হে ভাল।

শুনি বটে নীলবরণ, তুমি লজ্জানিবারণ,
এত লজ্জা দেওয়া কি উচিত হলো ? ১১১
প্রণয়-বাসনা প্রাণপণে,
লোকে না শুনে—সঙ্গোপনে,
করিব আমরা কৃষ্ণ-প্রেমের ব্রত।
কেবল আমরাই করিব দৃষ্ট,
পূরাইব মনোভীষ্ট,
আর কারু হবে না দৃষ্ট, লুকাইয়ে রাখিব কৃষ্ণ,
ইষ্টমন্ত্রের মত ॥ ১১২
(আমাদের) ইষ্টসিদ্ধি না করিয়ে,
অন্তরের অন্তরে গিয়ে,
করলে যখন হৃৎকোপরে বাসা।
বুঝিলাম, জলদ-রুচি !
এ প্রেমে হলো না রুচি,
অরুচির ভোজন করতে আশা ॥ ১১৩
(আবার) কপট রসিকতা কত,
(বলেন)—হাতে বেঁধে এসেছি সূত,
আবার বলছেন, সাত পাক আছে বাকী।
এক পাকে যে ঘোর বিপাক,
নারি আমরা এই পাক—
পরিপাক করতে কমল-আঁখি ! ১১৪
সাত পাক আর বলে কাকে ?
কত ঘুরাচ্ছ পাকে-পাকে !
কই হে বন্ধু ! পাক সমাপন করছ ?
ভাল পাকাপাকে ফেলে,এই বসন দিচ্ছি বলে,
এখন তুমি চোদ্দ পাক দিচ্ছ ! ১১৫
আবার বললে গুণনাথ !
জগন্নাথ দেখতে যদি,—
চলতে বাজে,—সে কেন সাজে তায় ?
(আছে) অন্তকালে কালের ফাঁদ,
কাল-ভয়ে হে কালাচাঁদ !
জগন্নাথ দেখতে কষ্টে যায় ! ১১৬
সেই চাঁদমুখ দেখবো বলে,
কত কষ্টে এসে চ'লে,
আঠারনালাতে বুঝি মরি !
প'ড়ে রৈলাম যে ভোগেতে,
ভোগ-নিবারণ জগন্নাথে,
এ ভোগ থাকতে, ভোগ দিয়ে কি করি ? ১১৭

আমরা তোমায় ধন-মন,
দিয়েছি, হে মদনমোহন !
জীবন যৌবন কুল শীল।
তোমাকে ভজতে দয়াময় ! ঘরকন্না সমুদয়,
দয়েতে দিতেছি, দয়াশীল ! ১১৮

* * *

শ্রীকৃষ্ণের উত্তর।

হরি ক'ন হাস্য ক'রে, সব ধন দিয়েছ মোরে,
যদি তোমরা আমারি লাগিয়ে।
সকল ত্যাগ করেছ ধনি !
(তবে) কেন ত্যাগ কর্‌ছ প্রাণী,
ত্যাগ-করা বসনগুলি দিয়ে ॥ ১১৯
মন-প্রাণ যার আমার উপরে,
সে কখন কি বস্ত্র পরে ?
সে কি ধনি ঘরেতে করে ঘর ?
কুবের যার ভাণ্ডারী, পরনে নাই বস্ত্র তাঁরি,
সে যে বস্ত্রাভাবে দিগম্বর ॥ ১২০

* * *

সুরট-মল্লার—একতালা।

ধনি ! মম ভক্ত কৃত্তিবাস, *
ক'রে বাসনা পীতবাস,—
বাস নাহি পরে, ঘরে বাস নাহি করে,
শ্মশান-বাসেতে বাস ॥
শুন নাই কি তোমরা সুন্দরী সকলে,
শুকদেব জন্ম লয়ে ধরাতলে,
না করে বস্ত্র-ধারণ, আমার কারণ,—
ধারণ করিলেন সন্ন্যাস ॥
মাতৃগর্ভে যদ্দিন থাকে বস্ত্রশূন্য,
সে কদিন তো জীবের থাকে হে চৈতন্য।
হইলে ভূমিষ্ঠ, সে চৈতন্য নষ্ট,
নানা সুখের অভিলাষ ;—
বাসে বাসত্যাগী, রতনে নয় রত,
বাসনার বশ নহে জ্ঞানী যত,—
ত্যজিয়ে অম্বর, ভজলে পীতাম্বর,
গোলোক-বাসেতে বাস ॥ (ট)

* * *

* কৃত্তিবাস,—পাঠান্তর—দিগ্‌বাস।

গোকুলে রটনা।

একমাস কাল কাত্যায়নী,
পূজা করে যত গোপিনী।
সে কথা ছিল না কিছু
গোকুলে জানাজানি॥ ১২১
বস্ত্র যেদিন হর্‌লেন, হরি, যমুনার ঘাটে।
মন্দ কথার গন্ধ পেলে অতি শীঘ্র ছোটে॥১২২
সে কেমন?—
অতি শীঘ্র যেমন ধারা নূতন চোরকে ধরে।
অতি শীঘ্র যেমন ধারা ভেদের রোগী মরে॥১২৩
বেলে মাটীতে বৃষ্টি যেমন অতি শীঘ্র শোষে।
ককো-ধেতে নিদ্রা যেমন অতি শীঘ্র এসে॥১২৪
ক্ষুদ্র গাছে ফল যেমন অতি শীঘ্র ফলে।
অতি শীঘ্র পরমায়ু যায় দিনাজপুরের
জলে॥ ১২৫
বঙ্গদেশী লোক যেমন অতি শীঘ্র রাগে।
নিদ্রাকালে কুকুর যেমন অতি শীঘ্র জাগে॥১২৬
অতি শীঘ্র ধরে যেমন মণি-মন্ত্রের গুণ।
অতি শীঘ্র ধরে যেমন বারুদে আগুন॥ ১২৭
সুজনে সুজনে যেমন অতি শীঘ্র ঐক্য।
ঘরবিবাদে যান যেমন অতি শীঘ্র লক্ষ্মী॥ ১২৮
অতি শীঘ্র যেমন ধারা ধনুকে বাণ ছোটে।
পশুপতির দয়া যেমন অতি শীঘ্র ঘটে॥ ১২৯
খলে খলে পিরীত যেমন অতি শীঘ্র চটে।
তেমনি ধারা মন্দ কথা অতি শীঘ্র রটে॥ ১৩০
যদি বল হরি হরিলেন গোপিকার বাস।
এ কথা শুনিলে লোকের গোলোকে হয় বাস॥
এতো দুষ্ট কথা নয়, রাষ্ট্র কেন তবে?
বলি তার সবিশেষ, শুন বিজ্ঞ সবে॥ ১৩২
ভূলোকে গোলোকের হরি সবে জানে কি মর্ম্ম
কেহ জানে নন্দের পুত্র, কেহ জানে ব্রহ্ম॥ ১৩৩
এক বস্তুর উভয় গুণ,—পাত্র-ভেদে পায়।
যোগী যেমন মধুর রসে নিম্বপত্র খায়॥ ১৩৪
তিক্ত ব'লে ত্যক্ত যেমন, তাতে হয় লোক যত
দেবের দুর্লভ ঘৃতে মক্ষিকা বিরত॥ ১৩৫
জানে কি সামান্য জনে শ্যামের সমাচার?
ভেকে যেমন ত্যাজ্য ক'রে পেলে রত্নহার॥
ভাবুক বিনে এ ভাব কে বুঝিবে আর।
তোমরা ভেবে অত্যাচার * কর্‌তেছ প্রচার!

* * *

কুটিলার প্রতি কোন শ্যাম-বিরাগিণী রমণীর উক্তি।

এক রমণী চিন্তামণির প্রেমে বঞ্চিত আছে।
দ্রুতগামিনী, গিয়ে কামিনী,
কহে কুটিলার কাছে॥ ১৩৮
দেখেছি কালিকে, ভজিতে কালীকে,
ব্রজ-রমণীগণে।
দেখে ভক্তি,—বড় ভক্তি হয়েছিল মনে॥১৩৯
(ধনী) নব-বয়সী, ভব-মহিষী
পূজা করে সে ভাল।
আজিকার কীর্ত্তি দেখে,
(আমার) চিত্ত চটে গেল॥ ১৪০
উপরে সরল, ভিতরে গরল, ব্রত করা সব বৃথা
কপট আয়োজন, শ্যামকে ভজন,
শ্যামকে লইয়ে কথা!
ও কুটিলে! কথা রটিলে, মুখ দেখান ভার।
(তোদের) বধু যে, পাড়ায়,—কোথা বেড়ায়,
তত্ত্ব রাখ না তার?

* * *

সুরট-মল্লার—কাওয়ালী।

তোদের কুলবধুর গুণ কি শুনি গোকুলে!
প্রতিদিন পূজে কালীকে,
আজি কালাকে ডাকে,
কূলে কালি দিয়ে মাখে কালি কালিন্দীর কূলে।
তোরা বলিস্—ভজে তারা,
তারা তো ভজে না তারা,
মন নাই তারা-পদতলে,—
শ্যামের নয়ন-তারা দেখে,
তাদের নয়ন-তারা গেছে ভুলে॥
আছে কত শত্রু তাকে,
বেড়ায় তোদের সাথে সাথে,
সদা করে বাদ যেন ভুজঙ্গ নকুলে;—

* অত্যাচার—নিন্দা।

ভিন পেলে করে তাল, নাচে দিয়ে করতাল,
হ'লে তাল,—ধরিবে তাল কি ব'লে ;—
কলঙ্ক-জীবনে, জীবন ধরা
মিছে ধরাতলে ॥ (ঠ)

* * *

ব্রজগোপীগণকে কুটিলার ভর্ৎসনা।

এই কথা শুনিবা মাত্র, কুটিলার দুটি নেত্র,
উঠিল কপালে কোপানলে।
দণ্ডিতে শ্রীরাধায়, সেই দণ্ডে অমনি যায়,
যমুনার ধারে গিয়ে বলে ॥ ১৪৩
ওলো কলঙ্কিনি সব! হয়ে মত্ত সঙ্গে কেশব,
ঘটা করে ঘাটালি ঘাটে আসি।
গোকুলে কুল-কুলধ্বনি,তিন কুল ব্যাকুল শুনি,
প্রতিকূল তাহাতে ব্রজবাসী ॥ ১৪৪
কুল ডুবালি অকূলে,শীলের গলায় বেঁধে শিলে,
কুলে শীলে একত্রে দিলি ফেলে!
গৌরব,—একটা রসে ছলি,
রসাতলে সে রস পাঠালি!
জাত খোয়ালি নিয়ে যশোদার ছেলে ॥১৪৫
মানের কাছে কি মাণিকের যোড় ?
এখন মানের উপড়ে গোড়—
টান দিয়ে ফেল্লি যেন্ডন শড় ।
মান গেলে গা জলে যত,
মানের পাতে যায় না তা তো,
মানটা গেলে প্রাণটা যেন ঘটা নড়ার মত ॥
(এখন) এই জলেতে ডুবে মর,
তবে তোদের রং গুমর,
আমরা হই দৃষ্টিপোড়ায় মুক্ত।
আর পাবিনে ঘরে যেতে,
আর কি গ্রহণ করবে জেতে ?
শমনপুরে যেতে এখন যুক্তি ॥ ১৪৭
আবার কয় শুন শুন বলি,
ওলো বৃন্দে চন্দ্রাবলি!
ছি ছি যদি কুলত্যাগী হলি।
না ভজে পণ্ডিত নরে,
প'ড়ে এক রাখালের করে,
কেন, এমন ধারা অপঘাতে মলি ? ১৪৮
পরকাল মজিয়ে রসে, যারা মজে পর-পুরুষে,
কিছু কাল ত পরম সুখে থাকে!
নানা আভরণ দিয়ে গায়,
মন দিয়ে তার মন যোগায়,
মন্দের ভাল বলা যায় লো তাকে ॥ ১৪৯
সে পথে বা চল্লি কই ?
ঐহিকের সুখ করলি কই ?
নন্দ-সুতের ক'রে আরাধনা!—
ঘুচালি ঐহিক পরমার্থ,
দিন কতক সুখ হ'তে পারত,
পাত্র বুঝে করলে বিবেচনা ॥ ১৫০
(ও) জ্ঞানবান্ কি গুণবান, ধনবান্ কি বলবান্,
বল্ দেখি কোনবান্ কানাই ?
ও নয় এমন কোনবান্, মদনের পঞ্চ-বাণ,
ওর এখন অঙ্গে প্রবেশ নাই! ১৫১
পিরীতের পদ্ধতি, প্রায় ষোড়শ পাত পুতি,—
যে পড়ে, তার সঙ্গে পিরীত সাজে।
ও পড়েছে কোন্ টোলে ?
ওকে দেখে মন টলে—
গেল তোদের কি 'বলা' বুঝে ? ১৫২

* * *

ঝিঁঝিট—একতালা।

আই আই লাজে মরে যাই,
প্রেম কর্লি কার সনে।
কি বোধ,—অবোধ নন্দের গোপাল,—
বনে চরায় গো-পাল, সে কি পিরীতি জানে ?
ছিছি বৃন্দে! তোদের এ কি নিন্দে হলো!
অকূল মাঝে তোদের অঙ্গ ডুবিল!
অঙ্গদেবি লো!
পাড়ার বিপক্ষে জাগাবি, কালার মন যোগাবি,
যে চরায় গাবী, তার গুণ গাবি কেমনে ?
ভাল চিত্র কুলে কর্লি চিত্রলেখা!
এ ছার জীবন আর কি জন্য রাখা,
বিশাখা!—বিষ খা!
দ্বরায় অগ্নিকুণ্ড জালো,
যা লো যা লো—বৃকভানু-সুতা!—
ভানুসুত-ভবনে ॥ (ড)

* * *

চতুয়ের পেটে জন্মাবে নর !
সুরপতি হবেন বনের বানর !
বক ডাক্‌বে কোকিলের রবে !
শৃগালের গর্ভে হবে হয় ! *
তেঁতুলের গাছে নারিকেল হয় !
(তেম্‌নি) বৃক্ষেতে মণি-মাণিক্যাদি
কর্‌বে ! ৮
রাখালের বুদ্ধি কত হবে, বল ?
মন্ত্রী তেম্‌নি শ্রীদাম সুবল,
দেবতা যেমন, বাহন তেমন জোটে।
কভু যায় না ভদ্রমাঝে,
গো-পাল ল'য়ে গোঠের মাঝে,
ঘটে তার কত বুদ্ধি ঘটে ? ৯
প্যারী যত নিন্দে ছলে, সুবলে প্রবলে বলে,
শুনিয়ে সুবল চলে, চক্ষে শতধার ॥ ১০
রাই যে সব করিল উক্তি,
সে উক্তি করিতে উক্তি,
যুক্ত হয় না, মুক্তিদাতা ! তোমায় !
(বল্‌লে), রাখাল সঙ্গে ফেরেন গোপাল,
গোঠে মাঠে চরান গোপাল,
মুক্তর যত্ন কি জানে রাখাল, মুক্ত দিব তায় ?
(বলে) মুক্তর কখন হয় কি বৃক্ষ !
শুনি লোহিতাক্ষ কমলাক্ষ,
তোমরা সকলে রক্ষ, রক্ষ, গোবৎস বিপিনে।
ব'লে হরি অম্‌নি ধান,
গিয়ে যশোদার সন্নিধান,
কাতর হয়ে ভবের প্রধান,
জননী বিদ্যমানে ॥ ১২
ভবজলধির কর্ণধার, কয়,—আঁখিতে শতধার,
যশোদার ধরিয়ে অঞ্চলে।
রত্নাকর শঙ্কর, চরণে যাঁর কিঙ্কর,
মুক্তার জন্ত পাতি কর, জননীরে হরি বলে ॥১৩

* * *

সুরট-মল্লার—একতালা।

বেদে পায় না অন্ত, নামটী যাঁর অনন্ত,
তাঁর অন্ত কি পায় সামান্তে।
(হয়ে) ঐ চরণ-অভিলাষী, শিব যাতে উদাসী,
কমলা যাঁর দাসী, ত্রিলোক-মাঝে ॥
কিঙ্কর যে চরণে রত্নাকর আপনি,
পদনখাশ্রিত চন্দ্রকান্ত-মণি,
শিরে যাঁর শোভা করে কৌস্তভমণি,
সেই চিন্তামণির চিন্তা মুক্তার জন্তে ॥ (খ)

* * *

যশোদার নিকট শ্রীকৃষ্ণের মুক্তা-প্রার্থনা।

গৃহিণী যাঁর বীণাপাণি, বিনয়ে সেই চক্রপাণি,
মুক্ত লাগি যুগ্মপাণি, ক'রে, যশোদায় বলে।
(এলাম) গোষ্ঠ হতে এই প্রযুক্ত,
মনে মনে করেছি যুক্ত,
কোটী কোটী করিব মুক্ত, একটী মুক্ত পেলে ॥
রোপণ কর্‌লেই হবে বৃক্ষ,
ফলবে মুক্ত লক্ষ লক্ষ,
একটী দাও মা ! দিব শত শত।
(আমার) একটী রত্ন যে দেয় করে,
কোটী রত্ন তার করে,
দিই মা, আমি হয়ে বশীভূত ॥ ১৫
(শুনে) রাণী ব'লে রে অবোধ ছেলে !
মুক্ত কভু কি বৃক্ষে ফলে ?
হীরে মণি পান্না চুণির গাছ কখন হয় রে ?
মিছে কথায় ক'রে ভুল,
গোঠে থেকে হ'য়ে বাতুল,
ঘটনা যা অপ্রতুল, কে সে কথা কয় রে ॥ ১৬
(তখন) যশোদা, হরির চন্দ্রাধর—
ধ'রে বলে, ধর ধর ধর
ধরায় অধর কেন মুরলী ধর রে !
আবার ডাকে করি ঊর্দ্ধ অধর,
কোথা আয় রে হলধর !
শিখিপুচ্ছ-ধরকে আমার, ধর্ ধর্ ধর্ রে ॥ ১৭
এইরূপে নন্দরমণী, কোলে ল'য়ে চিন্তামণি,
বুঝান,—এক দ্বিজ-রমণী, এমন সময় আসি।
শুনে সব পরিচয়, দ্বিজকন্যা কেঁদে কয়,
(তোর) নীলমণি চেয়ে কি হয়,মুক্ত-মণি বেশী ॥

* * *

* হবে হয়—অশ্ব হবে।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কি রত্ন গর্ভে ধরেছ রাণি!
কিরণে আলো হলো ধরণী!
ও পদ-পরশে হয় কত রত্নমণি॥
তোর নীলমণি যে বক্ষে লয়,
মনের তিমির হয় লয়,
কটাক্ষে উৎপত্তি-লয়—করেন বেদেতে শুনি।
মা তোর, নীলপদ্মের নাভিপদ্মে
জন্মেছেন পদ্মযোনি॥ (গ)

* * *

মুক্তাগাছে মুক্তাফল।

দ্বিজরমণী কন, যশোমতি! ভবে যার দুর্ম্মতি,
ও মতিতে মতি তার কি লয়?
গুরুর মানে না অনুমতি,
(দিয়ে) কণ্ঠ সাজায় গজমতি,
গজ-মতি তুল্য জ্ঞান-উদয়! ১৯
নাও নীলমণিকে কোলে তুলে,
এমন কি পড়েছ অপ্রতুলে?
ঘরে মাত্র একটী ছেলে, লয়েছে আবদার।
কার জন্য এ সব ধন? কার জন্য সব গোধন?
পেয়েছ ক'রে আরাধন, ভবের মূলাধার॥ ২০
(রাণী) না বুঝি যে সার তত্ত্ব,
বাৎসল্য-ভাবেতে মত্ত,
কণ্ঠ হ'তে একটী মুক্ত, দেয় মুক্তিদাতায়।
মুক্ত করে পেয়ে হরি, নন্দপুরী পরিহরি,
উদয় হলেন বংশীধারী,
শ্রীদাম সুবল যথায়॥ ২১
দৃষ্টে হেরি কৃষ্ণে বলে, শ্রীদামাদি সুবলে,
মুক্ত আনি গেলে ব'লে, মুক্ত কেমন দেখি?
শুন আশ্চর্য্য বিবরণ, নবঘন শ্যামবরণ,
মুক্ত-বীজ করে রোপণ, রাখালগণে ডাকি॥২২
রোপণ করিবা মাত্র, অঙ্কুর উঠ্‌ল, হলো পত্র,
হইল বৃক্ষ বিচিত্র, যোজন পরিসর।
অপূর্ব্ব শোভা লতায় পাতায়,
ফুল ফল ধরেছে তায়,
দেখে শ্রীদাম,—জগৎপিতায়,
(কয়) করি যুগ্ম কর॥ ২৩

আলিয়া—একতালা।

কানাই তুই মানব নয়, পরাৎপর ব্রহ্মজ্ঞান হয়।
(নৈলে) এত অসম্ভব, তোমাতে উদ্ভব,
যেদিন বিষ-জীবনে, কালীয়-জীবনে,
(আমরা) ত্যজেছিলাম জীবনে,
তুই সঙ্গে ছিলি, ওরে বনমালি!
জীবন দিলি ডুবিলি কালীদয়॥ (ঘ)

* * *

মুক্তাবৃক্ষ দেখিবার জন্য, গোষ্ঠে দেবদেবীগণের আগমন।

গোষ্ঠে মুক্তাবৃক্ষ উৎপত্তি,
করেছেন কমলাপতি,
সুরপতি প্রজাপতি, দেখিবারে যান।
দিবাপতি নিশাপতি, বরুণ প্রভৃতি দিক্‌পতি,
আনন্দে যান পশুপতি, বৃষ করি যান॥ ২৪
দেখিয়ে কাতরে বাণী, কহিছেন ভবানী,
কোথা যাও, শূলপাণি! সঙ্গে যাব তব!
শিব কন, যাই বৃন্দাবন,
হরি করেছেন মুক্তাবন,
আশ্চর্য্য করলাম শ্রবণ, করেছেন উদ্ভব॥ ২৫
কল্যই গিয়াছেন তত্র,
সমস্ত দেব হ'য়ে একত্র,
নারীমাত্র কারো সঙ্গে নাই।
শুন্‌লে সূত্র, কর তুল,
কথায় কথায় বল বাতুল,
ত্রিলোকে তোমার সমতুল,
নারীতে দেখি নাই॥ ২৬
(শুনে) কন শিবে, শিবের কথা,
কি কথাতে এত কথা?
না বল্‌লে কোন কথা, সওয়া যায় না আর!
(জান) শাস্ত্র ষড়্‌-দরশন, গুরু করিতে দরশন,
নিষেধ আছে কোন্ শাসন, শুনি, সমাচার॥ ২৭
জগতে রাষ্ট্র নামটি ভোলা,
সিদ্ধি-পানে সকলি ভোলা,
বিষ খেলে হ'য়ে উতলা, নাই বাহ্যজ্ঞান।
যা হয় চিত্তে কর তাই, অঙ্গে মাখ চিতাছাই,
প্রেতের সঙ্গে সর্ব্বদাই, ভূতের প্রধান॥ ২৮

ভূতের সঙ্গে সদা তর্ক,
কাণে ধুতুরা গলায় অর্ক,
ঐক্য, সখ্য নাই দেবতার সঙ্গে।
বৃন্দাবন যাবার ছলে,কুচনী-ভবনে যাবে চলে,
লয়ে সকলে থাকবে সেথা রঙ্গে॥ ২৯

* * *

পরজ-কালেংড়া—খেম্‌টা।

মনে বুঝেছি, তোমার যে জন্যেতে মন উতলা
ঢাক্‌তে চাও শাক দিয়ে মাছ—
ভোল্‌বার নয় যে গিরিবালা!
প্রেতে যার হয় প্রবৃত্তি,
জানি সব তোমার কীর্ত্তি,
ল'য়ে কুচনী-যুবতী,
ভোলা হয়ে থাক ভোলা! (৬)

* * *

শিব-শিবার দ্বন্দ্ব।

শুনে ভব কন বাণী, শুন শুন ভবানি!
যে কিছু কহিলে বাণী, বড় মিথ্যা নয়।
সদা কর বিষ বিষ, বার সতের উনিশ বিশ,
ভেবে আমি খাই বিষ, মনের ঘৃণায়॥ ৩০
বৃন্দাবন যাবার ছলে, কুচনী-পাড়া যাবো চলে,
ভূতের সঙ্গে বেড়াই ব'লে, কর্‌ছ কত রঙ্গ।
থাক্‌তে গৃহ করিনে বাস, অন্ন বিনে উপবাস,
(করি) ভূতের সঙ্গে শ্মশানে বাস,
দেখে তোমার রঙ্গ॥ ৩১
হয়ে উলঙ্গিনী পুরুষের মাঝে,
পা দিয়ে দাঁড়াও বুকের মাঝে,
লজ্জাহীন, রমণী মাঝে,
কে আছে তোমার সমা?
ডাকিনী যোগিনী সঙ্গে,
ফের সদা সমর-প্রসঙ্গে,
ভয়ে কথা কই নে সঙ্গে,
(দেখে তোমায়) করালবদনা শ্যামা! ৩২
(তোমায়) যে অবধি এনেছি পুরে,
অন্ন পাইনে উদর পূরে,
ত্রিপুরে! ত্রিপুরে জানে সব।
(মনে) বুঝে দেখ হয় কি নয়,
শাস্ত্র কভু মিথ্যা নয়,
স্বামীর ভাগ্যে হয় তনয়,
স্ত্রীর ভাগ্যে বৈভব॥ ৩৩
কথায় কথায় কও পাগল,
ফল্‌লো আমার ভাগ্যে ফল,
পুত্র-কোলে পেলে যুগল,
তোমার ভাগ্যেতে কেবল, লক্ষ্মীছাড়া আমি।
(শুনে) দুর্গা হেসে কন কালে,
রাজা ছিলে কোন্ কালে,
দেখেছি ত সর্ব্বকালে, লক্ষ্মীছাড়া তুমি॥ ৩৪
যখন হিমালয়ে জন্ম হয়,ভেবে দেখ হয় কি নয়,
কত রঙ্গ করিতে সেখানে!
উমার বিয়ে দিব বলে,
ডাক্‌তো খ্যাপা ভূতুড়ে ব'লে,
মা ডাকিত, জামাই ব'লে,
সেও ত আছে মনে! ৩৫

* * *

পরজ-কালেংড়া—একতালা।

জানি তোমায় কালে কালে,
ভিখারী নও কোন কালে!
তব নিন্দে শুনে শ্রবণে,
জীবন ত্যজেছিলাম দক্ষযজ্ঞকালে॥
নাশিবারে সুর-অরি, গোলোকপুরী পরিহরি,
অবতীর্ণ হলেন হরি, অদিতির কোল-কমলে।
ত্রিলোকে জানে ত্রিনয়ন!
(হলো) বামনদেবের উপনয়ন,
নারদ নিমন্ত্রিল ত্রিভুবন,
আমি অন্ন দিই সকলে॥ (৮)

* * *

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে শ্রীমতীর খেদ।

এখন শিব-শিবা সঙ্গে দ্বন্দ্ব,
কারে বলি ভাল-মন্দ,
এইরূপেতে সদানন্দ সদানন্দময়ী—
করেন বাদ-বিসম্বাদ, ঘুচাইতে সে বিবাদ,
হেথায় শুন সম্বাদ, ব্রজের ভাব কই॥ ৩৬

হরি করেছেন মুক্তাবন,
সৌরভে মোহিত বৃন্দাবন,
রাই থাকি কুঞ্জবন,—মধ্যে সখী সঙ্গে।
কেঁদে কহিছেন শ্রীমতী, কেন হলো কুমতি?
সুবলে না দিলাম মতি,ব্যঙ্গ ক'রে ত্রিভঙ্গে ॥৩৭
হারালেম হয়ে রিপুর বশ,
কুঞ্জে এলেন না চার দিবস,
হ'য়ে যার প্রেমের বশ, ত্যজিলাম গো কুল!
কাজ কি মুক্তাদি রতনে,খোয়াইলাম অযতনে,
অমূল্য ধন নীল-রতনে, স্থূলে হয়ে ভুল ॥ ৩৮
(আর) বাঁচে কি প্রাণ কিশোরীর?
না হেরিয়ে শ্যাম-শরীর;
কিশোরীর কি শরীর রাখায় ফল?
শ্যাম-বিরহে দেহ জ্বলে, সঁপি যদি দেহ জলে,
জলে দ্বিগুণ দেহ জ্বলে, কি করি সই বল? ৩৯
সদা করিছে দংশন, অঙ্গেতে ভূষণ-বসন,
পীতবসন অদর্শন হেরে।
কাজ কি রত্নসিংহাসন?
আসন হলো মোর ধরাসন!
শোন্ লো বলি ত্বরায় শোন!
দে হুতাশন ক'রে ॥ ৪০
জীবন আজি করিব নাশন,
কে করে আমার পরিতোষণ,
সুদর্শনধারী যদি না এসে।
(তখন) কোথা পাই তার অন্বেষণ,
বেদে নাই যার অন্বেষণ,
তাই বলি, বৃন্দে! শোন শোন,
জীবন রাখি কি আশে? ৪১

* * *

বাহার—কাওয়ালী।

আর কি করি কি করি, বলো গো বৃন্দে!
শ্রীহরির প্রতিকূলে, কাজ কি সই গোকুলে,
হারালাম অকূলে অনুকূল শ্রীগোবিন্দে ॥
ধন মন কুল শীল সঁপিলাম যাহারে,
সে ত্যজিল,—না দিল স্থান
চরণারবিন্দে ॥ (ছ)

* * *

শ্রীমতীর প্রতি বৃন্দার উক্তি।

(শুনে) বৃন্দে বলে, ওগো রাই!
এখন বল প্রাণ হারাই,
কি করিব আমরাই, তোমার কারণে।
যদি শ্যামে প্রয়োজন,
রেখে কাছে অপ্রিয় জন—
দিলে রাই বিসর্জ্জন, নীরদবরণে! ৪২
কবুলে অপমান দিলে না মুক্ত,
ডাকৃতে শ্যামকে নাই মুখত,
যে সব উক্ত, উক্ত হয় না মুখে!
নিষেধবিধি মানো কার? কিসের এত অহঙ্কার,
ত্রিভুবন অন্ধকার, হও যারে না দেখে ॥ ৪৩
ভাল নয় অতিশয়, বৃদ্ধি হৈলে পড়তে হয়,
অতিশয় দর্পে রাবণ ম'লো!
হরিশ্চন্দ্র নৃপমাণ, অতিশয় দান দিয়ে তিনি,
শূকর চরাতে তাঁরে হলো! ৪৪
অতি মানে দুর্য্যোধন, সবংশে হলো নিধন!
অতি দানে বলি গেল পাতালে!
অতিশয় নিদ্রার বর, কুম্ভকর্ণ বর্ব্বর,
জেগে—ম'লো—নিদ্রা ভেঙ্গে অকালে! ৪৫
দর্প ক'রে অতিশয়, কন্দর্প ভস্ম হয়!
পঞ্চাননে হেনে পঞ্চবাণ।
(হলো) অতিশয় রাগ বাড়াবাড়ি,
বিষপান, কি গলায় দড়ি!
দিয়ে মরে কত জ্ঞানবান্! ৪৬
(তাই তোমার) হলো দর্প অতিশয়,
আর শ্রীহরি কত সয়!
কথায় কথায় কর অপমান।
আমরা তোমার সঙ্গে থাকি,
হারালাম নীরজ-আঁখি,
সঙ্গ-দোষে না হয় কি? বেদে আছে প্রমাণ ॥

* * *

ঝিঁঝিট—একতালা।

ওগো, তোমার জন্যে রাই!—
আমরা হরি হারালেম শ্রীবৃন্দাবনে।
যে ধন সাধন করে বিধি, প্যারি গো!
ত্রিনয়ন মুদি, ত্রিনয়ন হৃদ্-পদ্মাসনে ॥

যারে ত্রিলোক করে মান্য, তুই তারে অমান্য,
সদা করিস্ সামান্য জ্ঞানে,—
ব্রজে যাহার লাগি, হলি সর্ব্বত্যাগী,
এখন মাধবে আনি কেমনে॥ (জ)

* * *

মুক্তাবন দেখিতে শ্রীমতীর গোষ্ঠে
গমন।

(শুনে) প্যারী কন কি করি উপায়,
ধরিগে শ্রীহরির পায়,
বিনে সে পায় উপায় কি বল?
না হেরিয়ে শ্যামবরণ, শ্যাম-বিরহ সম্বরণ,
অকারণ কেন হয় প্রবল! ৪৮
শুনে রাই-কিঙ্করী, বৃন্দে কন, বিনয় করি,
চল যাই ত্বরা করি, সকলে সঙ্গোপনে।
মমাসাধ্য কর্ম্ম নাই, মুক্তাবন করেছেন কানাই,
মুকুতা তুলিতে যাই, ছলেতে বিপিনে॥৪৯
সখীমধ্যে বৃন্দে প্রধান, এই করি বিধি বিধান,
মুক্তাবন সন্নিধান, সকলেতে মিলি।
অন্তরে জানি মাধব, ভবের ধব ভব-ধব,
করেন অপূর্ব্ব উদ্ভব মায়ায় সকলি॥ ৫০
যে মূর্ত্তিতে গোলোকে, সেই অবয়ব ভূলোকে,
অন্ত পায় বল কে? গোলোকের প্রধান।
রত্নাসনে লক্ষ্মীসনে, বসেছেন ভূষিত ভূষণে,
আসি দেবগণ দরশনে, করিতেছেন ধ্যান॥৫১
শঙ্খ চক্র গদাম্বুজে, শোভা করে চারি ভুজে,
তুলসীদল অম্বুজে, পদাম্বুজে পূজেন পশুপতি।
নিশাকর দিবাকর, দিক্‌পালাদি রত্নাকর,
(দিয়ে) গলে বসন যুগ্মকর,
আছেন প্রজাপতি॥ ৫২
দর্পহরণ করিতে রাধার, ভবনদীর কর্ণধার,
পুরীর হলো সপ্তদ্বার, আশ্চর্য্য রূপ দেখি।
সপ্তদ্বারে রাখেন হরি, সখী সঙ্গে রাধা প্রহরী,
এইরূপ মায়া প্রকাশ করি,
আছেন কমলআঁখি॥ ৫৩

* * *

সুরট-খাম্বাজ—কাওয়ালী।

যার অনন্ত গুণ বেদেতে বর্ণন।
দেন অনন্তশিরেতে চরণ,—
অনন্ত রূপেতে শিরে ধরণী ধারণ॥
না পায় যার অন্ত, প্রজাপতি সুরকান্ত,
উমাকান্ত ভ্রান্ত ভেবে ও চরণ।
যার মায়াতে মোহিত সনকাদি তপোধন,
হয়ে মোহিত মহীতে করে ভ্রমণ,—
রাধার দর্প হরিবারে, মায়াময় মায়া ক'রে,
করেছেন অপূর্ব্ব পুরী মুকুতা-কারণ॥ (ঝ)

* * *

শ্রীরাধিকার অপমান।

হেথায় হাস্যাননে, মুক্তাবনে,
মুক্ত তুলেন প্যারী!
ফুলে ফলে, ডালে মূলে,
ভাঙ্গেন,—দে'খে প্রহরী॥ ৫৪
ক'রে চক্ষু রক্তাকার, বলে, তোরা কার—
হুকুমে মুক্তা তুল্‌লি?
ফলে ফুলে, লতায় মূলে,
ছিঁড়ে নষ্ট কর্‌লি? ৫৫
এখন হবে যা হবার, তোদের কোন্ বাবার—
বলে এত কর্‌লি?
সাধ করে, ভুজঙ্গেরে,
করে জড়ায়ে ধর্‌লি! ৫৬
(তোরা) মুক্তার লাগি, এসেছিস্ মাগী,
আমাদিগে কোন্ বল্‌লি?
সামান্য বিষয়, ক'রে আশয়,
মান খোয়ায়ে চল্‌লি? ৫৭
বেটীদের ভরসা দেখে, বাক্ সরে না মুখে,
দেখে লাগে দাঁতকপাটি।
(ফেলে) ধরণীতলে, এক এক কীলে,
ভাঙ্গি দাঁত ক পাটী॥ ৫৮
(বেটীদের) চুলে চুলে, বেঁধে নে চ'লে,
যাই রাজদরবারে।
দেখব এখন, কি বলিস্ তখন,
(তোদের সেই) শ্রীহরি ধরাধরে?৫৯

।হরী ভাষে, কটু ভাষে,
প্যারীর নয়ন ভাসে।
বলেন) কোথা ভবতারণ!
দিয়ে মান,—হরণ,—
করলে অনায়াসে ॥ ৬০

* * *

জয়জয়ন্তী মিশ্র—একতালা।

দিয়ে মান, ভগবান্! আজ মান হরিলে।
আমার ঘটিল দুর্ম্মতি,
হরি হে! না শুনিয়ে মতি,
দাসী এ শ্রীমতী, ও পদকমলে ॥
হরি! তোমার কিঙ্করে, বন্ধন করে করে,
কে দুস্তরে পার করে সকলে ;—
এ সামান্য বাঁধা—
যখন কাল করে, জীবের বন্ধন করে,
তাও বন্ধন খুলে, তব নাম শরণ নিলে ॥ (এ)

* * *

মুক্তাপুরীর সপ্তদ্বারে শ্রীরাধিকার সপ্ত শ্রীরাধিকা-দর্শন।

এইরূপ কাঁদেন প্যারী, ঘূর্ণিত লোচন করি,
প্রহরী কহিছে কত বাণী।
বেহায়া মাগী গোপিকে!
তোদের মতন ব্যাপিকে!
পাপী কে আছে বল শুনি? ৬১
চুরি ক'রে নয়নে বারি,
চল যেখানে বিপদ-বারী,
সভা মধ্যে আছেন বসে বারিদবরণ।
পাবি সাজা, হবি সোজা,
যেমন কর্ম্ম তেমনি মজা,
দেখে কর্ বাটীতে গমন ॥ ৬২
ব'লে কত জায়-বেজায়,
প্রহরী অমনি লয়ে যায়,
প্যারী সঙ্গে অষ্ট সখী লয়ে।
দেখেন গিয়ে প্রথম দ্বারে,
অষ্ট সখী সঙ্গে ক'রে,
রাধা দ্বার রক্ষা করে, দেখে হতজ্ঞান হয়ে ॥

কাতরে কিশোরী ভাষে,
ভাবে—আর নয়ন ভাসে,
কে তোমরা দ্বারদেশে দেহ পরিচয়?
শুনি দৌবারিণী রাধা, বলে আমার নাম রাধা,
বৃন্দে-আদি অষ্টসখী সঙ্গে আমার রয় ॥ ৬৪
(হরির) দ্বার রক্ষে করি মোরা,
এখানে এলে কে তোমরা,
শুনে রাই কন, আমরা বাস করি গোকুলে।
আমার নাম রাধা কমলিনী,
বৃন্দে আদি অষ্ট সঙ্গিনী,
শুনে রাধা দৌবারিণী, হেসে রাধাকে বলে ॥ ৬৫

* * *

খট্-ভৈরবী—একতালা।

তুমি কে রাধা, আমি শ্রীরাধা,
আছি জান গো এ গোকুলে।
লয়ে বৃন্দাদি সঙ্গিনী, হ'য়ে দৌবারিণী,
হরি কাল দ্বারে চিরকাল,—
আছি সেই হরির পদকমলে ॥
তুমি বল আমি রাধা ব্রজপুরে,
তোমার মত রাধা বাঁধা সপ্তপুরে,
ব্রহ্মা ভাবেন যারে ব্রহ্ম জ্ঞান ক'রে,
(ভবে) সে মান্য কি জানে সামান্য সকলে ?(ট)

* * *

যুগল মিলন।

(তখন) এইরূপে চলেন রাধা,
সপ্তদ্বারে সপ্ত রাধা,
দ্বাররক্ষিণী সঙ্গিনী আট সঙ্গে।
নয়নেতে জল ঝরে, হৃদে ভাবি জলধরে,
করি ঊর্দ্ধ অধরে, ডাকেন ত্রিভঙ্গে ॥৬৬
গিয়ে দেখেছেন প্যারী, অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ পুরী,
রত্নসিংহাসনোপরি, লক্ষ্মী-নারায়ণ।
চক্রীর কে বুঝে চক্র? গদা পদ্ম শঙ্খ চক্র,
চারি ভুজে করিছেন অতি সুশোভন ॥৬৭
ব্রহ্মা আদি দেবতায়, স্তব করে জগৎপিতায়,
দেখে রাধা আরম্ভিলা স্তব।
হে কৃষ্ণ! করুণাসিন্ধু, কাতর জনার বন্ধু,
কৃপা কর, জগবন্ধু! দাসীরে মাধব! ৬৮

আমি দোষী পদে পদে, রাধা দাসী ও শ্রীপদে,
কেন আর পদে পদে, বিপদে ডুবাও ?
তুমিই ত হে ভগবান্! বাড়ালে দাসীর মান,
তবে কেন দিয়ে মান, সে মান ঘুচাও ?৬৯
এইরূপ কর-যুগলে, বারিধারা নয়ন-যুগলে—
গলে দেখে জলদবরণ।
ছিল যত মায়াময়, ব্রহ্ম-অঙ্গে লুপ্ত হয়,
দেখেন প্যারী, দয়াময় করিলেন হরণ ॥৭০
হইলেন বিশ্বরূপ, নন্দের তনয়রূপ,
রাখালগণ সেইরূপ, গোপাল সঙ্গে আছে।
কদম্ব-তরুর তলে শ্যামে,
দেখিয়ে শ্যামের বামে,
দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গ ঠামে কি শোভা হয়েছে ॥৭১

* * *

ললিত-বিভাস—ঝাঁপতাল।

অপরূপ বিশ্বরূপ, হেরে হয় মন মোহিত।
নীল গিরিবরে যেন কনকলতা জড়িত ॥
কদম্ব-তলেতে আসি, যুগল শশী মিলিত।
হেরি শশী হলো মসী, ভয়ে পলায় মন্মথ ॥
ও যুগল পদাম্বুজদল দাশরথির বাঞ্ছিত।
ভবের ভাবনা যাবে, কি করিবে রবিসুত ॥(ঠ)

শ্রীরাধিকার দর্পচূর্ণ সমাপ্ত।

নবনারী-কুঞ্জর। *

(১)

শ্রীরাধিকার আক্ষেপ।

শ্রীরাধা জগৎকর্ত্রী, মুক্তাজন্য, মুক্তিদাত্রী,—
হয়ে মুক্তিদাতার নিকটে হতমান।
সখী সঙ্গে সঙ্গোপনে, বসিয়ে নিকুঞ্জ বনে,
কহিছেন সখীগণে, করিয়ে অভিমান ॥১

বলেন ছি ছি সই! মুক্তার জন্য,
গেল মান, হলেম জঘন্য,
অগণ্য হলেম ব্রজমাঝে!
ধিক্ বৃন্দে ধিক্ ধিক্! ভাবি যারে-প্রাণাধিক,
দিলেন যাতনা প্রাণে অধিক,
মরি লোক-লাজে ॥২
কি কর্‌লেন ভগবান্। সুবলের বাক্যবাণ,
শক্তিশেল সম বাণ, বিঁধিয়াছে বুকে।
আমি ত সই! মনে জ্ঞানে,
জ্ঞানে কিম্বা অজ্ঞানে,
অপরাধ করিনে পঙ্কজ-পদে ॥ ৩
গেলেম তুলিবারে মুক্ত,
কথা কবার নাই মুখ ত,
কাল সম পোহাল নিশি,
হরি হলেন মোর কাল।
গোকুলে গৌরব গেল, মান গেল,—রাখালগুলো
হাস্‌বে চিরকাল ॥ ৪
একি হল দুরদৃষ্ট! কৃষ্ণ জান্‌লে জগতে রাষ্ট্র,
যে কষ্ট দিয়েছেন কৃষ্ণ, স্পষ্ট জানি মনে।
বিশেষ, যেটা মন্দ কথা,
গোল বই ঢেকেছে কোথা?
শক্র,—সূত্র শুনলে প্রকাশ করে ত্রিভুবনে ॥ ৫
আমরা দৃষ্ট মুদে ইষ্ট-ভাবে কৃষ্ণ-সাধন করি।
হল অগ্রে রাষ্ট বস্ত্র-হরণের কথা তিন পুরী ॥৬
অতি শীঘ্র কার্য্য যেমন যোগবলেতে হয়।
অতি শীঘ্র মহাদেব হন যেমন সদয় ॥ ৭
অতি শীঘ্র প্রণয় যেমন সরলে সরলে।
অতি শীঘ্র যেমন পিরীত চটে খলে খলে ॥ ৮
অতি শীঘ্র যেমন ধারা পশু-শিশু চলে।
অতি শীঘ্র ফল যেমন ক্ষুদ্র বৃক্ষে ফলে ॥ ৯
ভুজঙ্গ দংশিলে শিরে অতি শীঘ্র মরণ।
অতি শীঘ্র ভাঙ্গে, রয় না, বালির বাঁধ যেমন ॥
অতি শীঘ্র অপমান বালকের নিকটে।
মন্দ কথা তেম্‌নি, সই! অতি শীঘ্র রটে ॥১১
কি বিবন্ধ ঘটালেন গোবিন্দ আমারে।
আর কি স্থান দিবেন হরি পদপঙ্কজোপরে ?১২

* * *

---

* নবনারী-কুঞ্জর,—শ্রীরাধিকা ও তাঁহার অষ্ট সখীর মিলনে গঠিত কৃত্রিম হস্তি-মূর্ত্তি।

সুরট—তেতালা।

আর হরি দিবেন কি স্থান শ্রীচরণে ?
এ সব যাতনা সয় না প্রাণে,—
বিপিনে শ্রীহরি, নিলেন মান হরি,
মরি সুবলের বাক্য-বাণে ॥
শুত্র শুনিলে পরে শত্রু সে কুটিলে,
কবে কথা হয়ে প্রতিকূলে,
কি গৌরবে রবে রাধা এ গোকুলে,—
এ জীবন সঁপি জীবনে।
জগতে প্রকাশ নামটি কৃপাসিন্ধু,
রাধার ভাগ্যফলে ফল্‌লো না এক বিন্দু,
দীন-হীনে কি গুণে বল্‌বে দীনবন্ধু,
দিনমণি-সুত-আগত দিনে *॥ (ক)

* * *

শ্রীরাধিকাকে বৃন্দার প্রবোধ-দান।

শুনি বৃন্দে কিঙ্করী, কহিছে মিনতি করি,
কেন প্যারি ! এত অভিমান ?
কর শোক সম্বরণ, আসিবেন শ্যাম-বরণ,
কি দুঃখে ত্যজিবে বল প্রাণ ॥ ১৩
তুমি নও সামান্যে, বিধিপূজ্য জগৎমান্যে,
সামান্যে সামান্য ভাব ভাবে।
তব গুণের নাই বর্ণন-শক্তি,
তুমি রাধা আদ্যাশক্তি,
মুক্তিদাত্রী ভব বলেছেন ভবে ॥ ১৪
যে হারায় বুদ্ধি-বলে, সেই তোমারে মন্দ বলে
বেদে বলে, তুমি ব্রহ্মরূপা !
দেখ রাই ! সদানন্দ, শ্মশানেতে সদানন্দ,
ক্ষেপা যারা,—তারাই বলে ক্ষেপা ॥ ১৫
আর দেখ মুনি-ঋষিতে, হরি পূজে তুলসীতে,
সে তুলসীর কুক্কুরে জানে কি মান ?
বালকের কটু কথায়,
মানি-মান গিয়াছে কোথায় ?
ও সব বৃথায় করা অভিমান ॥ ১৬

হরি তোমার প্রেমে বাঁধা,
তোমার লাগি নন্দের বাধা,
যত্নে ধারণ করেছেন শিরে।
তোমার জন্য, গো-চারণ,
তোমার জন্য গিরি-ধারণ,—
করেছেন জগৎতারণ, করাঙ্গুলোপরে ॥ ১৭
যারা ভবে জ্ঞান-বিভিন্ন *
তারাই ভাবে ভিন্ন ভিন্ন;
ভিন্ন গুণ ভিন্ন ভিন্ন রূপ।
(কিন্তু) বেদের লিখন স্পষ্ট,
এক আত্মা রাধাকৃষ্ণ,
যারে গোবিন্দ বিরূপ, সেই ভাবে বিরূপ ॥ ১৮

* * *

আলিয়া—একতালা।

রাধে ! কে চিন্‌তে পারে তোমায় !
(এলে) গোলোক করি শূন্য, ধরায় অবতীর্ণ,
পাতকীর কুল উদ্ধারিবার জন্য,
জগৎকর্ত্রী ত্রিলোকমান্য,
ভব মান্য করেন যায় ॥
রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা বলে বেদে,
চারি ফল হয় উৎপন্ন ঐ পদে,
দৃষ্টি মুদে যে জন, পদ ভাবে হৃদে,
(সে) এড়ায় শমনের দায় ॥ (খ)

* * *

বৃন্দার প্রবোধ-বাক্যে শ্রীরাধিকার উত্তর।

বৃন্দে যত স্তুতি ভাষে,শুনি রাধার নয়ন ভাসে,
কহিছেন কাতর হৃদয়ে।
সকলি জানি বৃন্দে !
করি সাধে কি নিন্দে শ্রীগোবিন্দে ?
তবে কেন সই ! নিরানন্দে ভাসান কালিয়ে ?
দেখ সই ! সদানন্দ, যে নাম সাধনে সদানন্দ,
নিরানন্দ জয় করেছেন তিনি।

---

*দিনমণি-সুত-আগত দিনে—মৃত্যু-দিনে ; দিনমণি সুত—যম।

* জ্ঞান-বিভিন্ন—জ্ঞান হইতে বিভিন্ন অর্থাৎ জ্ঞানহীন।

প্রহ্লাদ ভ'জে ঐ চরণ,
অনলে জলে হলো না মরণ,
হস্তিতলে নাস্তি মৃত্যু শুনি॥ ২০
পঞ্চম বৎসরের ধ্রুব শিশু,
তারে দয়া করলেন আশু,
ধ্রুবলোক হলো গোলোক উপরে।
আর সখি! শুন বলি,
বন্ধন ক'রে রেখেছেন বলি,
ধন্য বলি!—ধন্য বলি তারে॥ ২১
ভেবে ঐ কমলপদ, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব পদ,
ব্রহ্মত্ব পদ পেলেন কমলযোনি।
(ঐ) চরণ-শরণে মৃত্যুঞ্জয়,—
মৃত্যুকে করেছেন জয়,
যমকে ক'রে পরাজয়, পদ ভাবেন যিনি॥ ২২
ভেবে ঐ যুগল চরণ, শিবের শিরে শশী রন,
অজামিল প্রভৃতি সব তরিল।
আমি ভ'জে সেই পদ, পদে পদে ঘোর বিপদ,
বিপদহারী বিপদ কৈ হরিল? ২৩

*　　*　　*

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

প'রে অকলঙ্ক শশীর হার গলে।
কালা-কলঙ্কিনী নাম রটালে সব প্রতিকূলে॥
হরি ত্রিলোক-পূজ্য জগৎমান্য,—
যে ভজে সেই ধরায় ধন্য,
হলো সেই পদ ভ'জে জঘন্য,
অগণ্য রাই—এ গোকুলে॥ (গ)

*　　*　　*

শ্রীরাধার শুনি অভিমান, করিয়ে অতি সম্মান,
বিদ্যমানে বৃন্দা কয় কাতরে।
থাকতে দাসী কিসের অভাব?
প্রকাশ কর মনের ভাব,
কি ভাব উদয় হয়েছে অন্তরে॥ ২৪
মলিন আস্যে প্যারী কন, বাক্য অতি সুচিকণ,
মনোবেদন কি কব তোমারে?
যাতে মায়ায় মুগ্ধ হন, আসিয়ে মন্মথমোহন,
সেই যুক্তি বল, সখি! আমারে॥ ২৫

(দেখ,) রাখালগণ মধ্যে কেশব,
অপমান করেছেন যে সব,
শব-তুল্য হয়ে রয়েছি সখি!
হলো রাষ্ট্র জগন্ময়, যা করেছেন জগন্ময়,
মান হারায়ে জগন্ময়, অন্ধকার নিরখি॥ ২৬
(আমায়) জানে সকলে কৃষ্ণপক্ষ,
কিন্তু কৃষ্ণ হ'য়ে কৃষ্ণপক্ষ,
বিপক্ষগণ হাসালেন গোকুলে!
(নাই) থাকতে বাঞ্ছা ধরাতলে,
মান গেল সব রসাতলে!
ছি ছি সখি! ছি ছি ব'লে,লোকে পাছে বলে
(এতে,) কেমনে মুখ দেখায় রাই!
শত্রুপক্ষে সদা ডরাই,
আবার ভয় পাছে হারাই,—শ্যাম গুণধামে।
কুটিলের বাক্য এমনি, যেন দংশন করে ফণী,
সে সব দুঃখ যায় অমনি,
দাঁড়ালে শ্যামের বামে॥ ২৮

*　　*　　*

সুরট—কাওয়ালী।

নিলে, ঐকান্তে শ্রীকান্তচরণে শরণ।
হয় বিপদ খর্ব্ব, সর্ব্ব দুঃখ-নিবারণ,—
রিপু-গর্ব্ব নাশ হবে দিব্যজ্ঞান ধারণ॥
রাবণ-ভয়ে ইন্দ্র চন্দ্র, কাঁপে যোগেন্দ্র,
প্রজাপতি ফণীন্দ্র মুনীন্দ্র, শমন হুতাশন।
রক্ষা হেতু দেবতারে, হয়ে রাম-অবতারে,
ব'ধে তারে করিলেন ভূভার হরণ;—
দুঃখ গেল না, সাধন হলো না!
দাশরথির তাই ভাবনা,—
ভবে ভব-যন্ত্রণা কারণ॥ (ঘ)

*　　*　　*

শ্রীরাধার সঙ্কল্প।

শুনে বৃন্দে বলে, মরি মরি!
জানি ত সব রাজকুমারি!
তুমি শ্যামের,—শ্যাম তোমারি,
আছেন যুগে যুগে।

কে চিন্‌বে শঙ্করের ধনে ?
বাঞ্ছা নাই যার সাধনে,
সেই—ঐ ধনে কর্ম্ম-ভোগে ভোগে ॥ ২৯
শ্যাম নন সামান্য ধন,বিধি আদির সাধনের ধন,
পান না ক'রে আরাধন, যত ঋষি মুনি।
বেদাগমে আছে ব্যক্ত, গুণ গান পঞ্চবক্ত্র,
ভবে তাঁরা পায় মুক্ত,ভাবেন যিনি যিনি ॥ ৩০
পুরাণে শুনেছি রাধা ! যিনি কৃষ্ণ তিনি রাধা,
আমাদের নাই মনে বাধা, নাই অন্য ভাব।
ত্রিভুবন তোমার মায়ায় মোহ,
তুমি করিবে শ্যামকে মোহ,
ভেবে কিছু পাইনে মনের ভাব ॥ ৩১
শুনে, প্যারী কন সই ! জান না মর্ম্ম,
হরি বটেন পরমব্রহ্ম,
মর্ম্মপীড়া যে দিয়েছেন তিনি।
বৃন্দাবন মায়ায় ক'রে,
আমায় রাখলে বন্ধন ক'রে,
হতমান কত করে, জান ত, সজনি ॥ ৩২
(আজ) কুঞ্জে এলে দুঃখ-হরণ,
করিব মনের দুঃখ-হরণ,
জ্ঞান-হরণ শ্যামের যাতে হয়।
এই বাঞ্ছা হয়েছে মনে,
মায়ায় ভুলাব রাই-রমণে,
যুক্তি কন মনে মনে, উচিত যাহা হয় ॥ ৩৩
(বটেন) ত্রিজগতের দর্পহারী,
(তাই) নিলেন মোর দর্প হরি,
দর্পহারী দর্প হারি—যাবেন রাধার কাছে।
তবে সই ! ব্রজে রব,নৈলে থাকার কি গৌরব
অগৌরব হয়ে থাকা মিছে ॥ ৩৪

* * *

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

যদি পারি দর্পহারীর দর্প হরিতে।
তবে মিশাব দেহ হরিতে,—
নৈলে ধিক্ জীবনে !—যাব জীবনে,—
জীবন পরিহরিতে ॥
যাঁর মায়ায় মোহিত বিধি আদি মৃত্যুঞ্জয়,
যাঁর দ্বারের দ্বারী জয়-বিজয়,
তাঁর জয় করিলে মায়ায়,—
তবে হবে মনোদুঃখ নিবারিতে ॥ (৬)

* * *

শ্রীরাধার প্রতি বৃন্দার স্তবোক্তি।

(শুনি) হাস্য করি কহে বৃন্দে,
নিবেদন ঐ পদারবিন্দে,
মায়ায় ভুলাবে শ্রীগোবিন্দে, সন্দেহ কি তার ?
(হরি) প্রকাশ করেছেন মায়া,
(তুমি) শক্তিরূপা মহামায়া,
বুঝিতে তোমার মায়া, সাধ্য আছে কার ? ৩৫
(রাই !) তুমি ব্রহ্মরূপিণী,
গোলোক ত্যজে গোপিনী,
যা কহিবেন আপনি, তাই পার কর্‌তে।
(তোমার) গোলোক ত্যজে ভূলোকে আসা,
ভক্তের পূরাতে আশা,
বাসা-মাত্র আমাদের গৃহেতে ॥ ৩৬
তুমি বীণাপাণি বাগ্বাদিনী,
জগৎকর্ত্রী জগদ্বন্দিনী,
বৃকভানু-নন্দিনী,—গোকুলে।
ব্রহ্মা তোমায় ব্রহ্ম ভাবে,
কখন পুরুষ প্রকৃতি ভাবে,
কুটিলে ভাবে, গোপবালিকা ব'লে ॥ ৩৭
(তোমায়) ভব কন স্তুতি-বাণী,
আমি কি জানি স্তুতি বাণী ?
তুমি বাণী-রূপিণী জগতের।
সর্ব্বভূতে আবির্ভূতা, তোমার কীর্ত্তি অত্যদ্ভুতা,
জগন্মাতা ভার্য্যা ভূতনাথের ॥ ৩৮
স্বর্গে তুমি মন্দাকিনী, ধরণীতে সুরধুনী,
ভোগবতী রূপে পাতালেতে।
শচীরূপা ইন্দ্রালয়ে, কালরূপিণী যমালয়ে,
ব্রহ্মাণী ব্রহ্মালয়ে,লক্ষ্মীরূপা গোলোকেতে ॥৩৯
তুমি স্থল তুমি জল, তুমি শশী তুমি উজ্জল,
শীতল তুমি অনল-রূপিণী।
(অসুর) নাশিতে তুমি অসিতে,
ত্রেতায় তুমি রামের সীতে,
সুরশত্রু বিনাশিতে আগমন অবনী ॥ ৪০

* * *

ললিত-ঝিঁঝিট—একতালা।

কিছু নয় অসম্ভব, তোমাতে সম্ভব,
মান্ত করেন ভব তুমি ত্রিলোক-মান্তে।
হয়ে ও পদ-অভিলাষী, শুক নারদ উদাসী,
ব্রহ্মা অভিলাষী আছেন নিশি দিনে॥
ও গুণ-বর্ণনে অশক্ত হন পঞ্চবক্ত্র,
লেখা বেদাগমে, রাধাতন্ত্রে ব্যক্ত,
নিলে চরণে শরণ, জীবে ভবে মুক্তি
পায় গো,—
হরি,—নরহরি ব্রজে তোমারি জন্তে॥ (চ)

*　*　*

নব-নারী কুঞ্জর।

বৃন্দের শুনে স্তুতি-বাণী, তুষ্ট রাধা বিনোদিনী,
কহিছেন বৃন্দেরে হাসিয়ে।
মনে মনে করেছি যুক্তি,ভয় হয় করিতে উক্তি,
যাতে মুক্তিদাতা মোহ হন আসিয়ে॥ ৪১
সুসজ্জা সব আছে বাসর, আসিবেন ব্রজেশ্বর,
আমরা কিন্তু রব না এখানে।:
এর পরামর্শ বলি, সখি!
আছ তোমরা অষ্ট সখী,
যুটে আমরা মিলিয়ে নয় জনে॥ ৪২
হব নবনারী এক দেহ, ধরিব কুঞ্জরী-দেহ,
দেহ তোমরা দেহ সখি! ত্বরায়।
যা বলি তায় মন দেহ, কিছু করো না সন্দেহ,
ভুলাইব শ্যাম-দেহ, রজনী বয়ে যায়॥ ৪৩
তখন যুক্তি করি নবনারী,হলেন করী নবনারী,
বুঝিতে নারি, কেমন নারী রাধা!
(তা নৈলে) কেন গোলোকের হরি,
ব্রজে হন নরহরি?
ঐ রাধার জন্তে হরি, লন শিরে নন্দের বাধা॥

*　*　*

দেবদেবীগণের আগমন।

হেথায় শুন বিবরণ, করিরূপ করি ধারণ,
কুঞ্জে রন্ কুঞ্জরগামিনী।
কবৃতে আশ্চর্য্য দরশন,
(যান) ব্রহ্মা করি হংসাসন,
করি যান বৃষাসন,—ঈশান-ঈশানী॥৪৫
যান দেবতা তাবৎ, ইন্দ্র চড়ি ঐরাবত
অজাসনে দরশনে যান অগ্নি।
চন্দ্র যান সাজিয়ে ত্বরা,
সঙ্গে সাতাশ ভার্য্যে তারা
আনন্দেতে যান্ তারা,
সাজিয়ে সাতাশ ভগ্নী॥ ৪
(দেখে) অগ্নি হয়েছেন ঐরাবত,
নিন্দি ইন্দ্র-ঐরাবত
সূর্য্য-চন্দ্র যাবৎ, উৎপত্তি আর লয়।
নৈলে ঐ রাধার চরণ, করিয়ে সাধন,
প্রাপ্ত হন না সব তপোধন,
সামান্তে সামান্ত ভাবে,—
যাঁর বেদে নাই নির্ণয়॥ ৪৭

*　*　*

ললিত-বিভাস—ঝাঁপতাল।

কিবা নিকুঞ্জে কুঞ্জর-গামিনী,—
কুঞ্জরী হইয়ে ভ্রমে।
মন্মথমোহন-মনোমোহিনী—
মোহ করিবারে শ্যামে॥
যার মায়ার প্রভাবে জীবে,
মহীতে মোহিত হয়ে,
ভ্রমণ করিছে সদা অসার সংসার
সার ভাবিয়ে,—
ভাবনা না করে ভবে কি হবে চরমে!
দাশরথি কহিছে খেদে, আমি কি পাব দরশন,
শ্মশান-ভবনে ভেবে,
যে রাধার ভব পাব না অন্বেষণ,
যে রাধার মায়ায় গোলোক
পরিহরি হরি ব্রজধামে॥ (ছ)

*　*　*

কুঞ্জে রাই-অদর্শনে শ্রীকৃষ্ণের ব্যাকুলতা।

নিশি গত এক প্রহর, হর-রাণীর মনোহর
সাজিয়ে মূর্ত্তি মনোহর, কুঞ্জে উদয় হয়ে।
দেখেছেন ব্রজেশ্বর, রাধা নাই,—শূন্ত বাসর,
রাই-বিরহ-বিচ্ছেদ-শর, বাজিল হৃদয়ে॥ ৪৮

(দেখেন) স্থিরচিত্তে দাঁড়ায়ে কেশব,
কোথা গেল সখী সব ?
সুসজ্জা করিয়ে সব, রাখিয়ে কোথা গেল ?
বৃকভানুনন্দিনী,
কোথা সে আমার বিনোদিনী ?
সে চন্দ্রবদনী কোথা লুকাল ? ৪৯
ভবনদীর কর্ণধার, বেড়ান কুঞ্জের চারি ধার,
শ্রীরাধার না পেয়ে সন্ধান।
পান না পথ নিরখিতে, ঘন ঘন জল আঁখিতে,
সুধান যারে পান দেখিতে, ভবের প্রধান ॥৫০
রাধানাথ রাধা ভিন্ন, ভ্রমণ করেন জ্ঞান-ভিন্ন *
দশদিক্ শূন্যময় হেরি।
চঞ্চল চিত্ত স্থির নাই, বৃক্ষগণে সুধান কানাই,
বল রে বৃক্ষ ! তোদের জানাই,
কোথা গেল কিশোরী ? ৫১
আবার দেখেন শুক সারী,
আছে বসি সারি সারি,
হরি কন,—শুক সারি !
তোরা ত আছিস্ বনে।
বল রে, আমায় সত্য কথা,
রাই মোর লুকাল কোথা ?
সখীগণ গেল কোথা, দেখেছ নয়নে ? ৫২
ওরে কোকিল ! ওরে ভ্রমর !
রাই কোথা গেল মোর,
কিসের গুমর, ডাকিলে কথা কও না ?
(বুঝি) হ'য়ে সকলে এক-যোগ,
ঘটালে আমার দুর্যোগ,
রাধা-শ্যামে যোগাযোগ, আর বুঝি হবে না !

* * *

আলিয়া—একতালা।

তোরা বল আমায় ভ্রমর !
কুঞ্জ ছেড়ে রাই আমার কোথা লুকাল ?
কোথা গেল সখীগণ হৃদয়-গগন,—
রাধা-শশী বিনে মসীময় হইল ॥
আমি ভবে নই কার-ই,হই রাধার আজ্ঞাকারী,
রাই বিনে ব্রজে কি আছে বল ?—
আমার জীবন রাধা,
যে রাধার কারণে বইলাম নন্দের বাধা,
(বুঝি) হরির জীবন বনে হরিতে হরিল ॥ (জ)

* * *

(তখন) না পেয়ে কারো উত্তর মুখে,
চলিলেন উত্তর মুখে,
রাধা নাম সাধা মুখে, চক্ষে শতধার !
জ্ঞানশূন্য হলো শরীর,
না পেয়ে দেখা কিশোরীর,
শুনি রব কেশরীর, ভবকর্ণধার ॥ ৫৪
অমনি করেন শ্রীহরি, কানন-মধ্যে শ্রীহরি,
(বলেন) ঐ আমার জীবন হরি,
হরি ধায় পলাইয়ে।
যান দ্রুতগমনে ব্রজরাজ,বনমধ্যে যথা বিরাজ,
করিছে বসি পশুরাজ, সম্মুখেতে গিয়ে ॥ ৫৫
দাঁড়া'লেন বিশ্বরূপ, মৃগেন্দ্র দেখে অপরূপ,
বলে, ওহে বিশ্বরূপ ! দাসেরে ক'রে দয়া।
দিলে দরশন—তরিলাম,
জনম সফল করিলাম,
অসাধনে পেয়ে গেলাম,
সফল কর্‌লাম কায়া ॥ ৫৬
শুনে হরি কন, হে কেশরি !
দেখেছ আমার কিশোরী ?
সঙ্গে অষ্ট-সহচরী, কুঞ্জে ছিল তারা।
শুনিয়ে কহিছে, হরি,
রাইকে তোমার দেখিনি হরি !
দেখ গিয়ে হে শ্রীহরি ! নিকুঞ্জে আছেন তাঁরা ॥
একি দেখি বিপদ ভারি,
কনক-আঁখিতে বহে বারি,
(তোমার) চরণ ভাব্‌লে যায় সবারি,
নয়নের বারি দূরে।
কি জন্যে হলে বিস্মৃতি, রাধা—লক্ষ্মী সরস্বতী,
ব'লে সিংহ করে স্তুতি, দেব-দামোদরে ॥ ৫৭
হে কৃষ্ণ করুণাময় ! ব্যাপ্ত গুণ জগন্ময়,
ব্রহ্মময় তুমি পরম ব্রহ্ম।
সত্য নিত্য নিরঞ্জন, দরিদ্রের দুঃখ-ভঞ্জন,
জ্ঞানীরে দাও জ্ঞানাঞ্জন, যে করেছে সৎকর্ম্ম ॥

* জ্ঞানভিন্ন—সংজ্ঞাহীন।

তুমি সত্ব রজঃ তম, মধ্যম অধম উত্তম,
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল তম, যাগ যজ্ঞ কর্ম্ম ॥ ৬০
স্থাবর জঙ্গম জল, তুমি শীতল, তুমি উজ্জ্বল,
তুমি পুরুষ, তুমি হে প্রকৃতি।
তুমি উচ্চ, তুমি খর্ব্ব, তুমি স্তুতি * তুমি গর্ব্ব,
গর্ব্বহারী তুমি কৃতি অকৃতি ॥ ৬১
সত্য তত্ত্ব দুঃখ-ভঞ্জন, শমন-ভয়ভঞ্জন,
জ্ঞানাঞ্জন দাও, যে জন বিজনে ভজে।
সদা দৃষ্টি মুদে থাকে তারা,
তাইতে চরণ পায় তা'রা,
তারানাথের নয়ন-তারা, বাঁধে হৃদ্‌সরোজে ॥ ৬২

* * *

আলিয়া—একতালা।

দুঃখ হরি, হরি! হের কৃপানেত্রে।
ভ্রমণ কুকর্ম্মে,—সর্ব্বত্রে, যদি না ক'রে সাধন,
ও-ধন হেরিলাম নেত্রে ॥
তুমি জ্যোতির্ম্ময় পরম-ব্রহ্ম,
জ্ঞান নাই মোর ধর্ম্মাধর্ম্ম,
পশুজন্ম নিলাম কর্ম্ম-ক্ষেত্রে ॥
তুমি হে ত্রিলোক-পবিত্র!
ভজে তোমায় হন পবিত্র,—
তাই, ওরূপ মুদিয়ে ত্রিনেত্র,—
ভুজঙ্গশিরে পদ প্রদান করে,
তবে পবিত্র কর হে!—চরণ দিয়ে অপবিত্রে ॥

* * *

যুগল মিলন।

তখন তুষ্ট হয়ে পীতাম্বর, কেশরীরে দিয়ে বর,
রাধার শোকে কলেবর, দগ্ধ হয়ে যায়।
তথা হৈতে করেন গমন, শমন-দমন-দমন,
নানা বনে করেন ভ্রমণ, না দেখেন রাধায় ॥ ৬৩
(কেবল) রাধা রাধা রব মুখে,
দেখেন করী সম্মুখে,
ভজেন যারে করি-মুখে,
তিনি করীর সম্মুখে গিয়ে।
ভাবেন,—উপায় কি করি!
করীকে জিজ্ঞাসা করি,
শূন্যমার্গে ভর করি, দেবগণে বসিয়ে ॥ ৬৪
বলেন, ওহে বিশ্বপতি! কেন হয়েছ বিস্মৃতি,
ব্রজে বসতি হ'য়ে, কি এমন হলে?
শুন হে মন্মথ-মোহন! কুঞ্জরী কর আরোহণ,
পাবে রাধা,—রাধারমণ!
সখীগণে সকলে ॥ ৬৫
যে হরির ভার্য্যা বাণী,
(তিনি) শুনি গগনে দৈববাণী,
ভবানীপূজ্য উঠেন অমনি, কুঞ্জরী উপরে!
পরাৎপরে পৃষ্ঠে করি, বনে ভ্রমণ করে করী,
পলায় সকলে হাস্যকরি, হায় পড়েন ধরাপরে ॥
হলেন লজ্জিত পীতবাস,
(দেখে) দেবতারা যান নিজবাস,
বদনেতে দিয়ে বাস, বৃন্দে আদি সখী।
আসি কয় পরাৎপরে, কেন হে পতিত ধরাপরে,
অভিমান কার উপরে, করেছ কমলআঁখি ॥
আঁখি দুটি ছল ছল, মন হয়েছে চঞ্চল,
চল কুঞ্জে চল চল ওহে অচলধারি!
ভার্য্যা যার দেবী বাণী,
পূজা যাঁরে করেন ভবানী,
বৃন্দে করি স্তুতি-বাণী, (হে)
সেই হরির করে ধরি ॥ ৬৮
(তখন) লয়ে গিয়ে বাসরে, বসায় ভুবনেশ্বরে,
মিলন কিশোরী-কিশোরে, হইল কুঞ্জবনে।
রাধায় বামে ল'য়ে বসেন শ্রীহরি,
গেল উভয়ের দুঃখ হরি,
মঙ্গল-ধ্বনি হরি হরি, করে সখীগণে ॥ ৬৯

* * *

ললিত—একতালা।

কি শোভা হইল কুঞ্জে রাধাশ্যামে।
নীল-গিরি যেন জড়িত হেমে ॥
চরণ-নখরে, হেরে সুধাকরে,—
চকোরী চকোরে ভ্রমিতেছে ভ্রমে।
দাস দাশরথি—দুঃখে নয়ন গলে,
ঐ যুগলে, পাব কি চরমে ॥ (ঐ)

নবনারী-কুঞ্জর—(১) সমাপ্ত।

---

* স্তুতি—বিনয়।

নবনারী-কুঞ্জর।

(২)

মন্ত্রণা।

এক দিন সখী সহ শ্রীমতী রাধায়।
মন্ত্রণা করিল সবে বসিয়া কুঞ্জায় ॥ ১
হরিকে ভুলাব অদ্য করিরূপ হয়্যা।
দেখি, কৃষ্ণ কি করেন কুঞ্জায় আসিয়া ॥ ২
প্রথমেতে নটবরে দেখা নাহি দিব।
প্রকার প্রবন্ধে সবে সম্মুখে রহিব ॥ ৩
তোমরা ত অষ্ট সখী আমি এক জন।
নয়জনে একত্রেতে হইব মিলন ॥ ৪
নব নারী মিলে হব অপূর্ব্ব কুঞ্জর।
কুঞ্জররূপেতে রব কুঞ্জের ভিতর ॥ ৫
করি-রূপে প্রাণকান্তে পৃষ্ঠেতে করিয়া।
ব্রজের বিপিন মাঝে বেড়াব ভ্রমিয়া ॥ ৬
শুনি রাধায় অনুমতি দিল সর্ব্বজন।
নব নারী কুঞ্জর-রূপ করয়ে রচন ॥ ৭

* * *

আড়ানবাহার—আড়া।

সাজ সাজ ওগো ওগো সখীগণ!
নব-নারী-করিরূপে ভুলাব মদন-মোহন!
প্রথমে না দেখা দিব, গুপ্তভাবে রহিব,
শ্যামচাদে কাঁদাব করিয়া মোরা ছলন ॥
চতুরের শিরোমণি, আমাদের চিন্তামণি,
দেখি কি করেন আপনি,সেই শ্রীযদুনন্দন ॥(ক)

* * *

কুঞ্জর-মূর্ত্তি রচনা।

তবে রঙ্গে সখী সঙ্গে মিলিয়া শ্রীমতী।
হইলা নিকুঞ্জে এক অপূর্ব্ব মূরতি ॥ ৮
আদ্যাশক্তিময়ী রাধা শক্তি বিস্তারিল!
বৃন্দাদি চারি সখী উঠিয়া দাঁড়াইল ॥ ৯
দুই দুই সখী তবে হইয়া মিলিত।
দুই দিকে দাঁড়াইল হয়ে ভাগমত ॥ ১০
উভয় উভয় পদ একত্র করিয়া।
নীলাম্বরী শাড়ী প্যারী দিলেন ঢাকিয়া ॥ ১১
এমন ভঙ্গীতে সখী রাখিলেন পদ।
অভিন্ন হইল যেন কুঞ্জরের পদ ॥ ১২
কক্ষস্থলে রাখিল পদের যোগাসন।
মাথা উচ্চ হইল কিঞ্চিৎ তখন ॥ ১৩
তিন জনা সমভাগে এমনি রহিল।
মাতঙ্গের বক্ষ-দেশ ক্রমে জানাইল ॥ ১৪
পরেতে শুনহ এক আশ্চর্য্য কথন।
সম্মুখ ভাগেতে সখী ছিল যেই জন ॥ ১৫
তাহার মস্তকেতে উঠিল এক ধনী।
মাথামাথি করি দোঁহে রহিল অমনি ॥ ১৬
করীর সমান মুণ্ড, মুণ্ডেতে করিয়া।
শুণ্ড-হেতু বাম পদ দিল ঝুলাইয়া ॥ ১৭
দক্ষিণের জানু সেই সখীবক্ষে থুয়ে।
রাখিল দক্ষিণপদ বঙ্কিম করিয়ে ॥ ১৮
মাতঙ্গ-বদন-সম হইল তাহাতে।
তবে ত সম্মুখ-সখী ভাবিল মনেতে ॥ ১৯
আর এক বিনোদিনী বাড়িয়ে দুই হাত।
অভিন্ন হইল দুই কুঞ্জরের দাঁত ॥ ২০
পাশাপাশি করি চক্ষু রাখে সুমিলনে।
হস্তিনীর চক্ষু সম দেখয়ে নয়নে ॥ ২১
কর্ণের কারণে তবে মনেতে ভাবিয়া।
নীলাম্বরী অঞ্চল দিলেক ঘুরাইয়া ॥ ২২
দুই পাশে হেন ভাব হইল তাহাতে।
কবরী কর্ণের সম লাগিল ঝুলিতে ॥ ২৩
তবে রাধা বিনোদিনী উঠিয়া তখন।
সহচরীস্কন্ধে মাথে করিল শয়ন ॥ ২৪
এমনি বঙ্কিম হৈয়া রহিল তথায়।
কুঞ্জরের পৃষ্ঠ সম হইল তাহায় ॥ ২৫
তবে ধনী নিজ বেণী এলাইয়া দিল।
করিবর-পুচ্ছ সম দেখাতে লাগিল ॥ ২৬
অঙ্গের উজ্জ্বল আভা লুকাবার তরে।
সকল সখীর অঙ্গ ঢাকে নীলাম্বরে ॥ ২৭
হইল অপূর্ব্ব করী, সুন্দর আকার।
তুলনা কি দিব তার, অতি চমৎকার ॥ ২৮

* * *

ললিত—আড়া।

কুঞ্জের ভিতরে আসি যত সখীগণ।
নবনারী-কুঞ্জর রূপে দাণ্ডায় সর্ব্বজন॥
অবয়ব করিপ্রায়, হৈল সব সখীচয়,
কিবা মরি হায় হায়! কি দিব তার তুলন॥
অঙ্গ যেন মেঘবর্ণ, লম্বিত হৈল দুই কর্ণ,
দাণ্ডাইল দুই জন, হৈল করীর চরণ।
করি-পৃষ্ঠ দেহ সম, হৈল রাধা ততক্ষণ,
দাশরথি-বিরচন, দেখে যত দেবগণ॥ (খ)

* * *

কুঞ্জবনে শ্রীকৃষ্ণ।

(হেথায়) ধরিয়ে মোহন বেশ গোপীকার পতি
চলিলেন কুঞ্জ বনে মৃদু মন্দ গতি॥ ২৯
রজনী হইল ঘোরা, করে ঝিল্লীরব।
কোন দিকে মনুষ্যের নাহি শুনি রব॥ ৩০
আকাশে উদয় মেঘ, গভীর গর্জ্জন।
বিন্দু বিন্দু হইতেছে বারি বরিষণ॥ ৩১
ঘোরতর অন্ধকার, দৃষ্টি নাহি চলে।
গগনেতে ক্ষণে ক্ষণে সৌদামিনী খেলে॥ ৩২
তাহাতে কেবল মাত্র পথ দেখা যায়।
অনুসারে কৃষ্ণচন্দ্র চলিল ত্বরায়॥ ৩৩
পথেতে যাইতে কত আছয়ে উৎপাত।
তাহাতে কমলাকান্ত না করে দৃষ্টিপাত॥ ৩৪
এইরূপে রাধা-কান্ত করয়ে গমন।
ছয় দণ্ডে উত্তরিল নিকুঞ্জ কানন॥ ৩৫
কুঞ্জে হৈয়া উপনীত, বংশীধারী ত্বরান্বিত,
অন্বেষণ করে সখীগণ।
বিপিন অরণ্যাদি, যত কুঞ্জের অবধি,
ভ্রমণ করয়ে স্থানে স্থান॥৩৬
কোথাও না অন্বেষণ, পাইলেন গোপীগণ,
ভাবিতে লাগিলা নারায়ণ।
কি করিব কোথা যাব!
কোথা গেলে প্যারী পাব!
এইরূপ ভাবিছে তখন॥ ৩৭
হিংস্রক আছে স্থানে স্থান,
তারা বা ব'ধেছে প্রাণ!
কিম্বা কি ডুবেছে যমুনায়!
সাত পাঁচ ভাবেন হরি, চাহে পুনঃপুন ফিরি,
যদি আইসে হেনই সময়॥ ৩৮
হেন কালে সখীগণ, করিরূপে আগমন,
আসি তথা হৈল উপনীত।
দেহ পর্ব্বতপ্রমাণ, শুণ্ড নাড়ে ঘনে ঘন,
দেখি কৃষ্ণ মনে হৈল ভীত॥ ৩৯
মনে মনে করেন হরি, এই বেটা দুষ্ট করী,
খাইয়াছে কমলিনী মোর।
কুমুদ করিয়া জ্ঞান, কুমুদিনী সহ পান,—
করিয়াছে সন্দ নাই তার॥ ৪০
এত বলি ক্রোধ ভরে, চলিলেন মারিবারে,
দেখি গোপীগণে সবে হাসে।
নারী-বধে নাহি ভয় শুন ওহে দয়াময়!
কি দোষেতে আসিছ বিনাশে॥ ৪১
নিজে ত রাখাল হও, কত যেন ভাবে রও,
নাহি তব ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান!
ধেনু নিয়ে চরাও বনে, যতেক রাখাল সনে,
ধর্ম্মাধর্ম্ম কি জান সন্ধান॥ ৪২
বেড়াও বৃক্ষ-মূলে মূলে, গৃহে যাও সন্ধ্যাকালে,
ভোজন করি, করহ শয়ন।
এই কর্ম্ম তোমার প্রতি,
ভার দিয়েছে গোপপতি,
ধিক্ ধিক্ ওহে নারায়ণ॥ ৪৩
ধিক্ তব নয়নেতে, আমাদের না পার চিন্‌তে,
নারী হৈতে ভয় পাইলে,—হরি!
বর্ণনা করিব কত, ক্রন্দন করিলে যত,
আই আই! যাই বলিহারি॥ ৪৪
অতএব শুন নাথ! তোমা হৈতে গোপীনাথ!
অদ্যাবধি আমরা বড় হৈনু।
শুনিয়া বৃন্দার কথা, হৃদয়ে পাইয়া ব্যথা,
ছল-ক্রমে কহিতেছে কানু॥ ৪৫
আমরা পুরুষ আদি করি,
স্ত্রীলোকের কাছে হারি,
হারি মানিলাম,—বিনোদিনি!
নাহি হান বাক্য-বাণ, শুন সব সখীগণ!
ক্ষান্ত হয়ে সব, গৃহে যাও ধনি॥ ৪৬

* * *

টোরী—ঠুংরি।

আর বারে বারে ভর্ৎস কেন মোরে ?
শুন গোপীগণ ! আমার বচন,
নারী কাছে হারি আছে ত্রিসংসারে ॥
তোমরা ত অবলা, তাহে কুলবালা,
কাঁদিলাম তাই করিবারে ছলা,
কেন আর মিছে করহ উতলা ?
যাহ এখন সবে নিজ নিজ ঘরে ॥
একে ত রজনী, তাহে তমোময়,
কেমনেতে আছ, নাহি কিছু ভয় ?
ধন্য তোমাদের পাষাণ হৃদয় !
এইরূপে হরি কহে সবাকারে ॥ (গ)

* * *

নবনারী-কুঞ্জর-পৃষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের আরোহণ।

তখন গোপীগণে কহেন কথা, করিয়া বিনয়।
একবার করি-পৃষ্ঠে উঠ, দয়াময় ॥ ৪৭
গোপীগণবাক্য কৃষ্ণ লঙ্ঘিতে নারিয়া।
উঠিলেন কুঞ্জরেতে হরিষিত হৈয়া ॥ ৪৮

* * *

করি-পৃষ্ঠে শ্রীহরি কেমন ?—
(যেমন) ঐরাবত-পৃষ্ঠোপরে শোভে সুরপতি।
করি-অরি-পৃষ্ঠোপরে শোভে ভগবতী ॥ ৪৯
শূলপাণি শোভা পায়, বৃষের পৃষ্ঠেতে।
চতুর্ম্মুখ শোভা পায়, মরাল-পৃষ্ঠেতে ॥ ৫০
(যেমন) কার্ত্তিকের শোভা,—ময়ূর আরোহণ হইলে।
ষষ্ঠীদেবী শোভা পায়, বিড়াল পরে রইলে ॥
নারদের শোভা হয় ঢেঁকি-আরোহণে।
মুষিকের শোভা করে হরের নন্দনে ॥ ৫২
পবনের শোভা পায় অজের পরেতে।
তেমনি শোভা কৃষ্ণচন্দ্র, দেখে সকলেতে ॥৫৩

* * *

শ্রীরাধিকার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আনুগত্য-নিবেদন।

(তখন) করি-পৃষ্ঠে আরোহিয়া ভাবেন শ্রীহরি
নবনারী-কুঞ্জর মধ্যে নাহি দেখি প্যারী ॥ ৫৪
ইহার বিশেষ কিছু, ভাবিয়া না পাই।
এইরূপ মনে মনে করেন কানাই ॥ ৫৫
এত ভাবি রাধানাথ একদৃষ্টে চান।
কিশোরীর কমলাক্ষি দেখিবারে পান ॥ ৫৬
তবে কৃষ্ণ নামিলেন অতি শীঘ্রতর।
আসিয়া ধরিলেন হরি শ্রীমতীর কর ॥ ৫৭
তবে রাধা সখীগণে ইঙ্গিতে কহিল।
ভিন্ন ভিন্ন হৈয়া তারা ক্রমে দাঁড়াইল ॥ ৫৮
ঘুচিল কুঞ্জররূপ হৈল নবনারী।
দেখি ধন্য ধন্য করেন আপনি শ্রীহরি ॥ ৫৯
হস্তে ধরি কিশোরীরে কহে বংশীধারী।
আমি তব অনুগত শুন শুন প্যারী ॥ ৬০

* * *

কেমন অনুগত ?—
(যেমন) প্রজাগণ অনুগত, রাজার অগ্রেতে।
করী অনুগত হয় মাহুতের কাছেতে ॥ ৬১
বালকেরা শিক্ষা-গুরুর কাছে অনুগত।
রোঝার কাছে ভূতে যেমন, হয় অনুগত ॥ ৬২
সিংহের আশ্রিত যেমন যত পশুগণ।
সতী সাধ্বী স্ত্রী যেমন পতির ভাজন ॥ ৬৩
রাবণ যেমন অনুগত বালি রাজার ছিল।
রণে হারি মৈত্র করি শরণ লইল ॥ ৬৪
তেমনি আমরা অনুগত আছি ত তোমার।
কি করিব আজ্ঞা মোরে কহ সারোদ্ধার ॥ ৬৫

* * *

বাহারাদি জংলা—খেমটা।

আমি তব আশ্রিত প্যারি !
যাহা মোরে আজ্ঞা কর, তাই ত আমি করি।
তব নাম চূড়া'পরে, রাখিয়াছি যত্ন ক'রে
ঐ নাম বংশী ধ'রে গাই দিবস শর্ব্বরী ॥
শুন রাধা রসময়ি ! তোমা ছাড়া আমি নই,
যথায় তথায় ঐ, নাম গান করি ;—
দাসখত লিখে দিয়ে, কোটালি করিলাম গিয়ে,
তোমার তরে যোগী হ'য়ে
কুঞ্জ-দ্বারে ফিরি ॥ (ঘ)

নবনারী-কুঞ্জর—(২) সমাপ্ত।

কলঙ্ক-ভঞ্জন।

(১)

শ্রীরাধিকার মনোদুঃখ নিবেদন।

শুন শুন রমানাথ! করি নিবেদন।
বারে বারে মোরে কেন কর জ্বালাতন? ১
আমি কলঙ্কিনী হইয়াছি ত্রিসংসারে।
কি কহিব কথা, নাথ! কৈতে লাজ করে॥ ২
কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী সবে রাখিয়াছে নাম।
ইহার বিহিত যদি কর ঘনশ্যাম॥ ৩
(শুনি) কৃষ্ণ কহে কিশোরীরে,
কেন আর বারে বারে,
মিনতি কর হে বিনোদিনি!
আছি আমি আজ্ঞাকারী, তব শ্রীচরণে পড়ি,
শুন শুন শুন কমলিনি! ৪
তব নাম চূড়োপরে, রাখিয়াছি যত্ন ক'রে,
তব নাম বংশী-স্বরে গাই।
দাসখত লিখে দিয়া, কোটালি করিলাম গিয়া,
তবু তব অন্ত নাহি পাই॥ ৫

* * *

শ্রীকৃষ্ণের কপট মূর্চ্ছা।

গৃহে আসি হৃষীকেশ, কপট করিয়া।
যশোদারে কহে বাণী কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥ ৬
ক্ষুধাতে জ্বলিছে প্রাণ, শুনগো জননি।
মোরে কিছু দেহ মা! খাইতে ছানা ননী॥ ৭
যশোদার অঞ্চলে নবনী বাঁধা ছিল।
অঞ্চল হইতে খুলে গোপালেরে দিল॥ ৮
ভক্ষণ করিয়া কৃষ্ণ আনন্দিত মন।
সুখশয্যোপরে গিয়া করিল শয়ন॥ ৯
প্যারীর কলঙ্ক কিসে ঘুচাইব আমি?
এইরূপ মনে মনে ভাবেন চিন্তামণি॥ ১০
কৃষ্ণের অপূর্ব্ব লীলা কে বুঝিতে পারে?
কপটেতে মূর্চ্ছা হ'ল শয্যার উপরে॥ ১১
দেখিতে দেখিতে ভানু প্রকাশ হইল।
গোপ-বালকেতে আসি ডাকিতে লাগিল॥ ১২
গোষ্ঠের বেলা হইয়াছে উঠ রে কানাই॥
কত বেলা হইয়াছে, দেখ-দেখি ভাই॥ ১৩
তখন একে একে সবে না পায় উত্তর।
দেখিয়া সকলে হৈল বিস্ময়-অন্তর॥ ১৪
কেহ বলে, কৃষ্ণের কালি হইয়াছে শ্রম।
সেই জন্য এত বেলায় না ভাঙ্গিল ঘুম॥ ১৫
এইরূপে সকলেতে কহে জনে জন।
বলাই কহিছে পরে, শুন সর্ব্বজন॥ ১৬
শিঙ্গা-রবে ডাকি আমি দেখ দেখি সবে।
এখনি উঠিবে কৃষ্ণ,—মম শিঙ্গা-রবে॥ ১৭

* * *

বিভাস—আড়া।

উঠ উঠ উঠ রে কানাই!
গোচারণে বেলা হ'ল উঠ রে ত্বরায় যাই।
যত সব রাখালগণ, দাঁড়াইয়া সর্ব্বজন,
তব অপেক্ষা-কারণ, দেখ রে প্রাণের ভাই!
ধেনু বৎস হাম্বা-রবে,
কৃষ্ণ ডাকিছে তোরে সবে,—
কেন আছ মৌন-ভাবে,
কিছু বুঝিতে পারি নাই॥ (ক)

* * *

এত বলি বলভদ্র শিঙ্গা করে ধরি।
ডাকিছেন, ওরে কানাই! উঠ ত্বরা করি॥ ১৮
শিঙ্গা-রবে ডাকে যত, না পায় উত্তর।
দেখি বালকেতে যত কহে পরস্পর॥ ১৯
না উঠিল যদি কৃষ্ণ, বলাইয়ের শিঙ্গারবে।
আমাদের প্রতি অভিমান করিয়াছে তবে॥ ২০
চল সবে, যশোদা মায়েরে জানাই।
এলে যশোদা জননী উঠিবে কানাই॥ ২১
এই কথা বলিয়া সবে করিল গমন।
শুন গো যশোদা রাণি! করি নিবেদন॥ ২২

* * *

যশোদার প্রতি রাখালগণের উক্তি।

শুন, মা যশোদা রাণি! তোমার নীলকান্তমণি,
শয্যাতে করেন শয়ন।
আছে কৃষ্ণ অচেতন, ডাকি মোরা সর্ব্বজন,
উত্তর না পাই, গো জননি! ২৩

নিদ্রাতে দিয়াছে মন, বুঝি হইয়াছে শ্রম,
সে নিমিত্ত ঘনশ্যাম,উত্তর না দিল কপট করি।
মনে মোরা ভাবিলাম—ত্বরা করি,
নাহি সহে দেরি,
গোষ্ঠের বেলা হইল, সকলে আইল,
কৃষ্ণের আশা করি॥ ২৪

* * *

আমাদের আশা কেমন ?—
(যেমন) চাতকের আশা বারি পানে।
বকের আশা মৎস্য পানে॥ ২৫
ভিক্ষুক আশা করে ধনে !
গোরুর আশা তৃণ পানে॥ ২৬
পোয়াতী যেমন আশা করে পুত্রের কারণে।
তেমনি আশা করি আমরা, কৃষ্ণধন পানে॥ ২৭
তখন গোপ-বালক সঙ্গে করি নন্দের গৃহিণী।
শয্যাপরে অচেতন, যথা আছে কৃষ্ণধন,
উপনীত তথায় আপনি॥ ২৮
ডাকে রাণী উচ্চৈঃস্বরে—উঠ বাছাধন !
উত্তর না দেহ কেন, দেখি প্রায় অচেতন,
শীঘ্রগতি যাহ গোচারণ॥ ২৯
হাঁরে হাঁরে !—ডাকি রাণী না পায় উত্তর।
গোপাল বলিয়া রাণী কাঁদে উচ্চৈঃস্বর॥ ৩০

* * *

মঙ্গল—আড়া।

গোপাল কেন অচেতন হলো।
দেখ না, রোহিণী দিদি ! কি আপদ ঘটিল॥
উঠ উঠ নীলমণি ! খাও ছানা ননী,
মা ব'লে ডাক রে তুমি, প্রাণ এসে
হউক শীতল॥
যাছার গগনে না উঠিতে ভানু,
ক্ষুধায় চঞ্চল হ'ত তনু,
এখন কেন রে কানু ! অচেতন হইল।
(বাছা !) অন্য দিন প্রভাত হলে,
গোষ্ঠে যেতে আমায় ব'লে,
আজ কেন এমন হলে;
হৃদি মোর ফেটে গেল॥ (খ)

* * *

শ্রীকৃষ্ণের কপট-নিদ্রা ভঙ্গের জন্য নানারূপ চেষ্টা।

গ্রামবাসী গোপীগণে আসি সবে কয়।
কি জন্যেতে কাঁদ রাণি ! কহ, কি, নিশ্চয়॥ ৩১
যশোদা কহেন, মাগো ! কি কহিব আর।
প্রাণকৃষ্ণ অচেতন দেখ-গো আমার॥ ৩২
দেখি গোপীগণে সবে কহিছেন কথা।
শুন গো যশোদা রাণি ! বলি এক কথা॥ ৩৩
কেহ বলে, ডাইনে দৃষ্টি দিয়াছে কৃষ্ণধনে।
চিকিৎসা কর, ভাল হবে, চিন্তা তার কেনে॥
এইরূপে সর্ব্বজন বলাবলি করে।
হেনকালে বড়াই আইল ব্রজপুরে॥ ৩৫
শোক-সাগরেতে মগ্ন যত গোপীগণ।
যশোদা রোহিণী আদি করয়ে রোদন॥ ৩৬
বড়াই কহিছে,রাণি ! গোপাল কেমন আছে ?
যশোমতী কহে,—মোর কপাল ভেঙ্গেছে॥ ৩৭
সর্ব্ব অঙ্গ হিম হইয়াছে রাণী কহে।
অনুমান, প্রাণ নাহি গোপালের দেহে॥ ৩৮
বড়াই কহিছে, শুন শুন ওলো ছুঁড়ি !
রোদন করিস্—কেন ধরাতলে পড়ি॥ ৩৯
ছড়ি * বুঝি হইয়াছে কৃষ্ণের অঙ্গেতে।
অন্ন-কাটি † ছাঁকা দেহ পোড়াইয়ে অগ্নিতে॥৪০
শুনিয়া যশোদা সেই প্রবন্ধ ‡ করিল।
তথাপি সে কৃষ্ণধন চেতন না পাইল॥ ৪১
জগতের সার যিনি অখিলের পতি।
পুত্রভাবে হইলেন যশোদা-সন্ততি॥ ৪২
প্যারীর কলঙ্ক কিসে করিবেন ভঞ্জন।
এই হেতু অচেতন প্রভু নারায়ণ॥ ৪৩
ক্রন্দনের কলরব অধিক হইল।
গোষ্ঠ মাঝে থাকি নন্দ শুনিতে পাইল॥ ৪৪
দ্রুতগতি নন্দ উপানন্দ দুই জন।
ব্রজপুরে আসি দোঁহে উপনীত হন॥ ৪৫
দেখে নন্দ—অচৈতন্য গোপাল শয্যায়।
হস্তে ধরি দেখে তবে, ধাতু নাহি পায়॥ ৪৬

---

* ছড়ি—শিশুরোগ বিশেষ।
† অন্ন-কাটি—ভাতকাটি।
‡ প্রবন্ধ—আয়োজন।

নন্দ উপানন্দ তবে শিরে কর হানি।
রোদন করিয়ে কেবল বলে নীলমণি! ৪৭

* * *

সুরটমল্লার—যৎ।

কৃষ্ণ রে! এই কি ছিল তোর মনে!
বিবাদ সাধিলি কেন, মাতা-পিতার সনে॥
আমি হই তোর পিতা নন্দ,
উঠ রে বাছা গজস্কন্ধ!
দেখি কেন নিরানন্দ, হিম-অঙ্গ কি কারণে?
বাছা! গাভী লয়ে কে যাবে বনে,
রাখাল-বালক সনে,
বাধা মস্তকেতে ব'য়ে, কে দিবে রে আর এনে?
কালীদহে কে ঝাঁপ দিবে?
বৎসাসুরে কে মারিবে?—
গোবর্দ্ধন কে ধরিবে আর তোমা বিহনে?
উঠ রে বাছা একবার,
চাঁদ-মুখের কথা শুনি তোমার,
দাশরথি করে সার, ও রাঙ্গা চরণে॥ (গ)

* * *

নন্দ-উপানন্দের বিলাপ।

শিরে হানি কর, নন্দ গোপবর,
কাঁদে উচ্চৈঃস্বর, বলি নীলমণি।
উঠ বাছা! ত্বরা, তোর জন্যে মোরা,
হতেছি কাতরা, ওরে যাদুমণি॥ ৪৮
কেবা দিবে আর, পাদুকা আমার,
মস্তক উপরে ব'য়ে।
বালক সঙ্গেতে, কে যাবে গোষ্ঠেতে,
গোচারণে ধেনু ল'য়ে॥ ৪৯
কংস-অনুচর, বল কেবা আর,
নিধন করিবে প্রাণে।
তোমা বিনে মোর, সকলি অসার,
হেরিতেছি ত্রিভুবনে॥ ৫০
ঐ দেখ তোর, জ্যেষ্ঠ সহোদর,
শিঙ্গারবে ডাকিতেছে।
শ্রীদাম সুদাম, দাম বসুদাম,
তব জন্য কাঁদিছে॥ ৫১

* * *

শ্রীরাধিকার বিলাপ।

হেথায় যতেক সখী, শ্রীমতীরে কহে ডাকি,
সর্ব্বনাশ আর কব কি!
কৈতে নাহি পারি আর।
বয়ান কহিতে চায়, হৃদি বিদরিয়া যায়,
কি করিব হায় হায়! শুন সমাচার॥ ৫২
তব প্রাণকান্ত-ধন, শয্যা'পরে অচেতন,
শুন রাধে! বিবরণ, কহিলাম সকলে।
না জান কি এ সংবাদ, তোমারে দিলাম সংবাদ,
প্যারী করে বিষাদ, প্রাণধন ব'লে॥ ৫৩
আমারে করিয়া ত্যাজ্য, কোথা যাও ব্রজরাজ!
তোমার বিহনে আজ, গরল খেয়ে মরিব।
শুন শুন চিন্তামণি! কৈ ঘুচালে কলঙ্কিনী?
কল্য বলেছিলে তুমি, তব কলঙ্ক ঘুচাব॥ ৫৪
সে আশাতে হয়েছি ক্ষান্ত, শুন ওহে রমাকান্ত,
আর প্রাণ বাঁচে না তো, তোমার বিচ্ছেদেতে
যদি অপরাধী হই, তবু তোমার দাসী বই,—
অন্য আর কেহ নই, বলি চরণ-তলেতে॥৫৫

* * *

শ্রীরাধার প্রতি দৈববাণী।

এই কথা শ্রীমতী ভাবয়ে মনে মনে।
হেন কালে দৈববাণী হইল গগনে॥ ৫৬
শুন শুন কমলিনি! করি নিবেদন।
তোমার কলঙ্ক আজি করিব ভঞ্জন॥ ৫৭
বৈদ্য-রূপে যাব পিতা নন্দের গৃহেতে।
খড়ি পাতি গণনা করিব, সে স্থানেতে॥ ৫৮
হইবে সহস্র ছিদ্র কুম্ভের ভিতর।
সেই কুম্ভ কক্ষে নিয়া যাইবে সত্বর॥ ৫৯
কোন ভয় না করিবে, শুন বিনোদিনি!
কুম্ভ ভরি আবির্ভূত থাকিব আপনি॥ ৬০
যে তোমারে কলঙ্কিনী করেছে রটনা।
বিধি-মতে দিব তায় অশেষ যন্ত্রণা॥ ৬১
চির কাল তোমায় সতী বলিবে সর্ব্বজন।
এত বলি অদর্শন হৈলা নারায়ণ॥ ৬২
শুনিয়া শ্রীমতী তবে হৈল আনন্দিত।
তবু মনে মনে শঙ্কা রহিল কিঞ্চিত॥ ৬৩

* * *

সিন্ধু-খাম্বাজ—পোস্তা।

অশ্রু-ধারা ঘুচে, রাধার প্রেম-ধারা বহিল।
শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে তখন,
কিঞ্চিৎ শঙ্কা দূরে গেল॥
প্যারী তখন মনে মনে, কহে কথা কৃষ্ণ-সনে,
গতি নাই, নাথ! তোমা বিনে,
এই দশা ঘটিল।
কলঙ্ক ঘুচাও মোর, ওহে হরি নটবর!
নৈলে জগতেতে আমার নাম—
কলঙ্কিনী হইল॥ (ঘ)

* * *

বৈদ্যবেশে শ্রীকৃষ্ণ।

চক্রপাণির চক্র, বল কে বুঝিতে পারে?
নিজে চক্রী, চক্র করি বৈদ্যরূপ ধরে! ৬৪
এক মূর্ত্তি নন্দরাজ-গৃহেতে রহিল।
আর মূর্ত্তি বৈদ্যরূপ আপনি হইল! ৬৫
বক্ষঃস্থলে শোভে নীল, স্বর্ণ-কৌটা হাতে।
ধীরে ধীরে যান হরি চলি রাজপথে॥ ৬৬
এখানেতে নন্দের প্রেরিত একজন।
বৈদ্যরূপ কৃষ্ণচন্দ্র কৈলা দরশন॥ ৬৭
মৃত শরীরেতে যেন জীবন পাইল।
বিনয় করিয়া তারে কহিতে লাগিল॥ ৬৮
কোথা যাহ মহাশয়! কহগো আপনি?
অনুমান করি, হবে বৈদ্যরাজ তুমি॥ ৬৯

* * *

পরিচয় প্রদান।

আমি বৈদ্য হই, ত্রিভুবনে জয়ী,
সবে করে মোর নাম।
কহ বিবরণ, তুমি কোন্ জন,
কোথায় তোমার ধাম॥ ৭০
বুঝিনু মনেতে, তোমার গৃহেতে,
রোগ হইয়াছে কা'র।
তাহার জন্যেতে, প্রিয় বচনেতে,
আহ্বান কর আমার॥ ৭১
সে গোপ কহিছে, বলি তব কাছে,
ব্রজের নন্দ-নন্দন।
মূর্চ্ছা আচম্বিতে, পড়িয়া শয্যাতে,
আছে সেই অচেতন॥ ৭২
যদি কৃপা করি, আইস ত্বরা করি,
তবে বাঁচে সর্ব্বজনে।
কহে বৈদ্য শুনে, বিনা আবাহনে,
যাইব বল কেমনে॥ ৭৩
তবে গোপ বলে, থাক এই স্থলে,
আমি নন্দে ডেকে আনি।
গোপ এত বলি, যায় দ্রুত চলি,
যথা গোপনৃপমণি॥ ৭৪
নন্দের গোচরে, কহিল সত্বরে,
বৈদ্যের আগমন।
শুনি নন্দ চলে, যথা বৈদ্য-ছলে,
দাঁড়াইয়া নারায়ণ॥ ৭৫
দেখে নন্দ সব, কৃষ্ণ-অবয়ব,
কেবল হয় ভিন্ন বেশ।
দেখে গোপ নন্দ, প্রেমেতে আনন্দ,
পুলকিত হ'ল শেষ॥ ৭৬

* * *

কেমন পুলকিত?—

(যেমন) রাবণ-বধে রামচন্দ্র আনন্দ হৃদয়।
কাঙ্গালী যেমন মণি-রত্ন পাইলে সুখী হয়॥
যেমন মৃত পুত্র বাঁচ্‌লে তার জননী হয় খুসি।
গৌরী-আগমনে যেমন গিরিপুরবাসী॥ ৭৮
গঙ্গা-আগমনে যেমন ভগীরথের আনন্দ।
বৈদ্য-আগমনে নন্দ ততোধিক আনন্দ॥ ৭৯

* * *

বিভাস মিশ্র—একতালা।

কি আনন্দ দেখে নন্দালয়।
বৈদ্য-আগমনে সবে প্রফুল্লিত হয়॥
শ্রীকৃষ্ণের রূপ প্রায়, বৈদ্যের দেখে সবায়,
সজল জলদরূপ, হেরে যশোদায়।
বাল্য বৃদ্ধ আদি যত, বৈদ্য-রূপে মূর্চ্ছাগত,
ধৈরয না ধরে চিত, একদৃষ্টে চেয়ে রয়।
কেহ কহে কৃষ্ণ হয়, কেহ কহে তাহা নয়,
তেমনি সে রূপ যেন হেরিতেছে সবে
ইহায়॥ (ঙ)

* * *

(তখন) পুত্র-ভাবে নন্দ বলে,
এসো বাছা! করি কোলে,
কুশাঙ্কুর কোটে পাছে, তব যুগল চরণে।
বৈদ্যরূপে কৃষ্ণ কয়, শুন শুন মহাশয়!
পিতার সমান হও কহ স্নেহের কারণে॥ ৮০
শুন ব্রজ-অধিকারি! লহ তবে কোলে করি,
নন্দ তবে শীঘ্রগতি কোলে করি লইল।
কৃষ্ণের সমান স্নেহ, হইল নন্দের দেহ,
হইয়া আনন্দে রত, গৃহে নিয়া চলিল॥ ৮১

* * *

বৈদ্যরাজের ব্যবস্থা।

বৈদ্যরাজে হেরিয়ে যশোদা রাজরাণী।
কৃষ্ণ-শোক পাসরিল, আনন্দ পরাণী॥ ৮২
বাহু পসারিয়া রাণী করিলেন কোলে।
প্রণাম করিয়া বৈদ্য যশোদায় বলে॥ ৮৩
তুমি মা জননী, আমি তোমার তনয়।
তব নীলমণিরে গো! বাঁচাব নিশ্চয়॥ ৮৪
এত বলি হস্তে ধরি দেখিল কৃষ্ণেরে।
ছলে দেখে বংশীধারী, হস্ত আপনারে॥ ৮৫
ক্ষণেক বিলম্বে তবে বলিল বচন।
ধাতু নাহি পাওয়া যায় বড় কুলক্ষণ॥ ৮৬
ইহার ঔষধি যদি করিবারে পার।
তবে মা যশোদা রাণি! বাঁচে তোর কুমার॥৮৭
যুড়িয়া যুগল পাণি যশোমতী কয়।
কি করিব বাছাধন! কহ না ত্বরায়॥ ৮৮
প্রাণ যদি চাহ বাছা! তাহা দিতে পারি।
কি দ্রব্য কহ রে তবে আনি ত্বরা করি॥ ৮৯
বৈদ্য কহে সতী কেবা গোকুল নগরে!
ত্বরায় আনহ তারে আমার গোচরে॥ ৯০
সহস্রছিদ্র কুম্ভ করি আনিবেক বারি।
সেই বারি দিয়া স্নান করাইবে হরি॥ ৯১
পীড়া হৈতে মুক্ত হবে তোমার কুমার।
শীঘ্র যাহ,—বিলম্ব না সহিবে আমার॥ ৯২
এত যদি বৈদ্যরাজ সবা-অগ্রে কয়।
হেট-বদন হয় সবে বাক্য নাহি কয়॥ ৯৩
নন্দরাজ,—উপানন্দ ভাই প্রতি কয়।
সতী স্ত্রী তত্ত্ব করি আনহ ত্বরায়॥ ৯৪
নন্দের বচনে তবে উপানন্দ ধীর।
মধুর বচনে কহে বচন গভীর॥ ৯৫
শুন শুন ব্রজবাসী নারী যত জন!
স্বকর্ণে শুনিলে সবে বৈদ্যের বচন॥ ৯৬
যে হও পরমা সতী এ ব্রজমণ্ডলে।
সহস্রছিদ্র কুম্ভে বারি আন কুতূহলে॥ ৯৭
ত্রিভুবনে যশ কীর্ত্তি রবে চিরকাল।
অধিকন্তু প্রাণ পাবে নন্দের দুলাল॥ ৯৮
উপকার হবে বড়, বাড়িবেক মান।
ইহার অধিক কর্ম্ম কিবা আছে আন? ৯৯
এত যদি বারংবার কহিল উপানন্দ।
কোন নারী কিছু নাহি বলে ভাল মন্দ॥ ১০০

* * *

জটিলা-কুটিলার নিকট যশোমতীর গমন।

দেখি নন্দগোপ, করয়ে বিলাপ,
যশোদার নিকটেতে।
বুঝি কৃষ্ণ মোর, বাঁচিবে না আর!
কাজ কি আর এ প্রাণেতে? ১০১
ঝাঁপ দিয়া মরি, যমুনার বারি,—
যা থাকে তবে কপালে।
এত বলি নন্দ, হ'য়ে নিরানন্দ,
বসিলেন ধরাতলে॥ ১০২
হেনকালে শুন, সখী একজন,
যশোদা নিকটেতে বলে।
বড়ই সতীত্ব, জানায় দোঁহে নিত্য,
জটিলে আর কুটিলে॥ ১০৩
যাহ রাণি! ত্বরা, যথায় তাহারা,
আহ্বান করিয়া আন।
সতী জানা যাবে, কৃষ্ণ প্রাণ পাবে,
শুন শুন বিবরণ॥ ১০৪
শুনি যশোমতী, আনন্দিত অতি,
বলে—ভাল ক'য়ে দিলি।
দেখিব দোঁহার, সতীত্ব-ব্যাভার,
রাণী যায় এত বলি॥ ১০৫

* * *

বেহাগ—ঝাঁপতাল।

চল সখি রে! জটিলে-কুটিলে গৃহে রে!
তাদের সতীত্ব জানিব এবারে॥
যদি দেমাক করে, আন্‌ব করে ধ'রে
তবে গর্ব্ব চূর্ণ হবে আমা সবাকার গোচরে॥
যদি গোপাল পায় প্রাণ,
তবে তাদের রবে মান,
মানে মানে লয়ে মান নিজ গৃহে যাবে রে॥
যদি ঢলাঢলি করে,
তবে শাস্তি দিব দোঁহাকারে,
পর কুচ্ছ যেন নাহি করে,
পুনর্ব্বার এমন ক'রে॥ (চ)

* * *

যশোদা ও জটিলা।

সখীরে সঙ্গেতে করি যশোমতী যায়।
উপনীত হৈল গিয়া কুটিলা-আলয়॥ ১০৬
কি কর জটিলা দিদি! কহে যশোমতী।
সাড়া পাইয়া জটিলা আইল শীঘ্রগতি॥ ১০৭
জটিলা কয়, কি গো দিদি! কিবা ভাগ্য মোর!
অনেক দিন পরে, চরণ-ধুলি
পড়িল গো তেরি॥ ১০৮
পূর্ব্বের অরুণ কেন পশ্চিমে উদয়?
কি নিমিত্তে আইলে দিদি! কহ গো ত্বরায়॥
যশোদা বলেন, শুন কি কব তোমারে।
দুই দিন হইল,গোপাল মূর্চ্ছা শয্যা-পরে॥১১০
কত শত করিলাম, না হইল ভাল।
মোর ভাগ্যে এক বৈদ্য আসিয়া মিলিল॥১১১
গোপালের হস্ত দেখি, কহিল আমারে।
সতী নারী যেবা আছে গোকুল নগরে॥১১২
যমুনা হইতে সেই আনিবেক বারি।
সেই বারি স্পর্শনে চেতন পাবে হরি॥ ১১৩
তাই আইলাম, দিদি! তোমার গোচরে।
তোমা বিনা এ কর্ম্ম করিতে কেবা পারে॥১১৪
বড়াই ক'রে জটিলা,—যশোদা প্রতি কয়।
আমরা কেমন সতী নারী কহ গো নিশ্চয়॥ ১১৫
যেমন, "অহল্যা-দ্রৌপদী-কুন্তী-তারা
মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতক-নাশনম্॥"
অহল্যা গৌতম গৃহিণী, দ্রৌপদী পাণ্ডব-পত্নী!
ইহারা দ্বাপর যুগে ছিল বড় সতী॥ ১১৭
পাণ্ডু রাজার গৃহিণী, কুন্তী-মাদ্রী দোঁহে।
তারা ছিল মহাসতী মুনিগণে কহে॥ ১১৮
তারা নামে ছিল, বালী রাজার রমণী।
বড় সতী ছিল সেই ভুবনে বাখানি॥ ১১৯
মন্দোদরী নাম ছিল দশানন-রাণী।
তিনি ছিলেন মহাসতী বিখ্যাত ধরণী॥ ১২০
তাই বলি যশোদা দিদি! কার নিবেদন।
তাহা সবা হৈতে, সতী আমরা দুই জন॥১২১

* * *

আড়ানা-বাহার—কাওয়ালী।

মোরা যেমন সতী নারী,
এমন কেবা আছে আর।
গোকুল মধ্যে, রাণি!
খুঁজে দেখ, মিলা ভার॥
দেখ, পাড়া পাড়া ঘরে ঘরে,
মিল্‌বে নাকো কোথাকারে,
শুন রাণি! বলি তোমারে,
জান্‌তে পারিবে এর পর॥
তব সঙ্গে অবশ্য যাব,
ছিদ্র কুম্ভে বারি আনিব,
গোপালেরে বাঁচাইব,
ধন্য হবে ত্রিসংসার॥ (ছ)

* * *

জটিলার প্রতি সখীর ব্যঙ্গ-উক্তি।

তারা যেমন ছিল, তেমনি কি গো তোরা!
হৈলেও হইতে পারে,
যেমন হাঁড়ি তেম্‌নি সরা॥ ১২২
কুন্তীর ছিল পাঁচটী পতি সূর্য্য আদি ক'রে।
গৌতম মুনীর পত্নী দেখে, ইন্দ্র নিল হরে॥১২৩
মুনির শাপে পাষাণ দেহ ধারণ করিল।
রামচন্দ্রের পদস্পর্শে মুক্ত হৈয়া গেল॥ ১২৪
আর দেখ দ্রুপদ-কুমারী সেই দ্রৌপদী নাম
পঞ্চ স্বামী হয় তার যুধিষ্ঠির আদি ক'রে॥১২৫

দুই স্বামী হৈলে দেখ, হয় দ্বিচারিণী।
পঙ্কগোটা স্বামী তার নিতান্ত বেশ্যা তিনি॥
দশাননপত্নী দেখ মন্দোদরী রাণী।
অবশেষে স্বামী কর্‌লেন বিভীষণে তিনি॥১২৭
তারা নামে নারী সেই বালী রাজার নারী।
স্বামী করিলেন শেষে সুগ্রীবেরে ধরি॥ ১২৮
তোরা যদি তেমনি সতী, হ'স ব্রজপুরে।
যাস্‌নাকো বারি আন্‌তে, বারণ করি তোরে॥

* * *

সখীর প্রতি জটিলার ভর্ৎসনা।

জটিলা হয়ে ক্রোধান্বিতা,সখীরে কহিছে কথা,
এত যে যোগ্যতা?
ছোট মুখে বড় কথা ক'স্‌লো?
জানি জানি তোরে জানি,
তুই যেমন পাড়া-ঢলানি,
নিত্য নিত্য পাড়ায় পাড়ায় ঢলাস্ লো! ১৩০
কৃষ্ণ-সহ ধরা পড়িলি, কত শত মার খেলি,
আমরা হ'লে গলায় দড়ি দিয়া মরিতাম লো।
আমরা হলেম অসতী, তোরা ত বড়ই সতী!
সতী-গিরি জানা যাবে, ক্ষণেক পরেতে লো॥
পাড়ায় পাড়ায় বেড়াস্ ঘুরে,কত মত ছল ক'রে
পুরুষ দেখ্‌লে ইসারা ক'রে
গৃহে ডেকে আনিস লো!
তোদের মত নই আমরা,
হাড়-হাবাতে লক্ষ্মীছাড়া,
ঘুরে বেড়াস পাড়া-পাড়া কেবল লো॥ ১৩২
দিন কত কৃষ্ণ লৈয়া, খুব মজা কর্‌লি গিয়া,
সেই দোষে, স্বামী শ্বশুর থুক দিয়া ত
রাখ্‌লো লো!
আমার বৌ শ্রীরাধিকে,
চুপে চুপে যাস ল'য়ে ডেকে,
এ সব কথা কৈব কা'কে,
মরি মোরা লাজে লো॥ ১৩৩
শেষে গৃহ ত্যাগ কর্‌লি,
আস্‌তে তারে নাহি দিলি,
কিবা তন্ত্রে মন্ত্রে ভুলাইলি লো!

যদি হরি থাকেন আপনি,
এর বিচার কর্‌বেন তিনি,
দুই চক্ষু খাবে তুমি, ত্রিরাত্রির মধ্যে লো॥১৩৪
তখন দ্বন্দ্ব নিবারণ ক'রে,
যশোদা রাণী যোড় করে,
বলে, ক্ষমা কর মোরে, ও জটিলা দিদি লো!
ছেড়ে দে গো সখীর কথা,
জানে না তাই বল্‌লে কথা,
তোর মত সতী হেথা নাই লো॥ ১৩৫

* * *

আড়ানাবাহার—আড়া।

তোর মত সতী হেথা, আছে বল্ কোন্ জন।
জানে না তাই বল্‌লে কথা ক্ষমা কর এখন॥
আমি মন জানি তোর, জটিলে তুই সতী বড়,
কেন আর বারে বারে কর জ্বালাতন?
চল চল ত্বরা করি, নাহি আর সহে দেরি,
বিলম্ব করিতে নারি, পাছে হারাই
কৃষ্ণধন॥ (জ)

* * *

জটিলার কথায় কুটিলার কোপ।

জটিলে কহেন, দিদি! নিবেদন করি।
ক্ষণেক বিলম্ব কর, আসি ত্বরা করি॥ ১৩৬
কুটিলে কন্তায় গিয়া কহি বিবরণ।
মায়ে ঝিয়ে তথাকারে করিব গমন॥ ১৩৭
এত বলি জটিলা, কুটিলার কাছে গিয়া।
কৃষ্ণের ব্যামোহ-কথা কহে বিশেষিয়া॥ ১৩৮
সে কুটিলে, বিষম কুটিলে, চক্ষে যেন অগ্নি।
ক্রোধে কোপান্বিত হৈল, যেন জ্বলদগ্নি॥ ১৩৯
কি কহিলি, হাঁগো মা! এই কি তোর কথা?
শেল সম অঙ্গেতে লাগিল আমার ব্যথা॥১৪০
কৃষ্ণ ম'রেছে, খুব হয়েছে, ঘুচে গেছে ব্যথা।
তুই আবার হিতৈষী হ'য়ে বল্‌তে এলি কথা॥
আয়ান দাদার ঘর-মজানে,
সে দুর্জ্জনে, আপদ গেল দূরে!
এখন রাধিকারে, আন্ গে ঘরে,
শোন্ গো বলি তোরে! ১৪২

* * * *

সে কৃষ্ণ, দাদার কেমন শত্রু ?—
(যেমন) রাবণ আর রামে।
দুর্য্যোধন আর ভীমে॥ ১৪৩
(যেমন) বিড়াল আর ইন্দুরে।
শার্দ্দূল আর নরে॥ ১৪৪
শুম্ভ আর ভগবতী।
শিব আর রতিপতি॥ ১৪৫
(যেমন) ব্যাধ আর জানোয়ার।
পাঁঠা আর কর্ম্মকার॥ ১৪৬
এইরূপ আয়ান দাদার শত্রু কৃষ্ণ হয়।
সে মরিলে সব আমার হৃদয়ের দুঃখ যায়॥১৪৭

* * *

খট্—একতালা।

আয়ান দাদার শত্রু হয় সেই কৃষ্ণধন।
শুনহ বচন, যাবি কোন্ মুখেতে,
তাহার গৃহেতে,—
সেই নন্দের বেটার বাঁচাতে জীবন॥
মরেছে ছোঁড়া হয়েছে ভাল,
কেন যাবি তথা বল,
শুন গো জননি! বলি তোরে আমি,
নাহি গেলে মোরা, মরিবে সে জন।
যদি বাঁচে সেই চতুর হ'রে,
আমাদের বৌকে নে যাবে ধ'রে,
ম'রে গেছে ভাল হয়েছে!
আয়ান দাদা সুখে করুক ঘর এখন॥ (ঝ)

* * *

তখন মিষ্টবাক্যে কুটিলেরে জটিলে যত বলে
রাগান্বিত হয়ে কুটিলে মায় প্রতি বলে॥ ১৪৮
তার নাম করো না, সে পথেতে যেও না।
তার কথা তুল না, তার মুখ দেখ না॥ ১৪৯
সেই কৃষ্ণ বড় দুষ্ট, কিবা মন্ত্র জ'নে।
বংশীর গুণে কুলবধূ ঘরে হৈতে আনে॥ ১৫০
ভুলাইয়া রাখে তারে ফোঁস ফাঁস দিয়া।
সে মরিলে, ব্রজের আপদ যায় গো ঘুচিয়া॥
আমাদের রাধিকারে গৃহ ত্যাগ করালে।
অদ্যাবধি নাহি তারে গৃহে আন্‌তে দিলে॥
জটিলা কয়, কুটিলে রে! বলি শুন তোরে।
এ কর্ম্ম করিলে সতী হব ব্রজপুরে॥ ১৫২
সকলের গর্ব্ব খর্ব্ব হইবে দেখিলে।
তাই বলি ত্বরায় করি, চলহ কুটিলে॥ ১৫৪
জটিলার মিষ্ট বাক্যে কুটিলে ভুলিল।
মায়ে ঝিয়ে যশোদার নিকটে আইল॥ ১৫৫
দু'জনায় সঙ্গে করি ল'য়ে যশোমতী।
উপনীত নিজ গৃহে আনন্দিত মতি॥ ১৫৬
সহস্র-ছিদ্র কুম্ভ এক বৈদ্যরাজ কৈল।
প্রথমেতে বারি আন্‌তে, জটিলা চলিল॥১৫৭
কুম্ভ কক্ষে ল'য়ে বুড়ী যায় গুঁড়ি গুড়ি।
কৌতুক দেখিতে যায়, গোপিনী আদি করি॥

* * *

সহস্র ছিদ্র কুম্ভে জল আনয়নের জন্য জটিলার যমুনায় গমন।

হেলিতে দুলিতে টলিতে যাইতেছে চ'লে।
মত্ত মাতঙ্গের প্রায় দেখয়ে সকলে॥ ১৫৯
কলসীর ছিদ্র ঢাকে, দিয়া আপন অঞ্চল।
বলে, এমনি করে নিয়ে গেলে,
না পড়িবে জল॥ ১৬০

* * *

বস্ত্রদ্বারা জটিলার ছিদ্রকুম্ভ ঢাকা কেমন ?—

(যেমন) অগ্নি কখন চাপা থাকে বস্ত্রের ভিতরে।
সূর্য্য কখন রাখা যায়, হস্তে মুটা করে ? ১৬১
ধর্ম্মের স্কন্ধেতে ঢোল ঢাকে কি কখন ?
ব্রাহ্মণের বেদবাক্য খণ্ডে কোন্ জন ? ১৬২
প্রাণ কখন রাখা যায়, যতন করিলে ?
অবশ্যই যম রাজা লয় নিজ বলে॥ ১৬৩
রৌদ্র কখন রাখা যায় কৌটায় পুরিয়া ?
সেই মত জটিলা করে, কলসী ঢাকিয়া॥ ১৬৪

* * *

জটিলার দর্পচূর্ণ।

তখন জটিলা বুড়ী, দেমাক করি,
কুম্ভ ডোবায় নীরে!
তুলিবামাত্র বারি সব, পড়ে চারি ধারে॥ ১৬৫
আছাড় খাইয়া পড়ে, নীরের উপরে!
তলাইয়া গেল বুড়ী, হাঁস ফাঁস করে॥ ১৬৬

ধেয়ে গিয়া একজন উপরে তুলিল।
তীরে উঠিয়া জটিলা জীবন পাইল ॥ ১৬৭
মায়ের অপমান দেখে কুটিলে ক্রোধে জলে।
গর্ব্বিত বচনে তবে মায়ের প্রতি বলে ॥ ১৬৮
যদি বারি আন্‌তে না পারিলি ত,
চলাইলি কেনে?
কিছু জন্মের দোষ আছে তোর,
হেন লয় মনে ॥ ১৬৯
তোর ঝি হইয়া আমি, দেখ না কি করি!
যমুনা হইতে আমি, আনি গিয়া বারি ॥ ১৭০

* * *

কুটিলার জল আনয়নে গমন ও দর্পচূর্ণ।

এত বলি ভঙ্গী করি কুটিলা সুন্দরী।
অন্ত ছিদ্র-কুম্ভ কক্ষে আন্‌তে চলে বারি ॥১৭১
বারি যেমন পূরি কুম্ভে কক্ষে করি লয়।
পড়িতে লাগিল বারি, সহস্র ঝারায় ॥ ১৭২
হাসিতে লাগিল দেখি, যত গোপীগণ মেলি।
বাহবা কি গো তোরা সতী!
এ ব্রজেতে ছিলি? ১৭৩
কত মত টিটকারি দিয়া গোপীগণ।
যে যার স্থানেতে সবে করিছে গমন ॥ ১৭৪

* * *

হেনকালে গোপীগণে যশোদা বলিল।
সাহস করিয়া কেহ স্বীকার না হইল ॥ ১৭৫
যশোমতী বলে, বৈদ্য! নিবেদন করি।
মোরে আজ্ঞা কর, আমি আনি গিয়া বারি ॥
শুন ওরে বৈদ্য! শুন আমার বচন।
বারি আন্‌তে যাব আমি,
আজ্ঞা দেহ বাছাধন ॥ ১৭৭
গোকুলে কেহ সতী নাই,
তত্ত্ব করলেম ঠাঁই ঠাঁই,
ভাবিয়া নাহিক পাই পাছে হারাই কৃষ্ণধন ॥

* * *

বৈদ্যরাজের খড়ি পাতিয়া গণনা।

তখন মনে মনে কন কৃষ্ণ আপন হৃদয়।
যদি বারি আন্‌তে মা যশোদা রাণী
আপনি যায় ॥ ১৭৯
অপমান করিতে নারিব আমি তবে।
প্যারীর কলঙ্ক তবে কিরূপেতে যাবে? ১৮০
ভাবিয়া চিন্তিয়া কৃষ্ণ—রাণী প্রতি কয়।
তোমা হৈতে নাহি হবে কহিলাম নিশ্চয় ॥১৮১
মায়ের ঔষধ না খাটিবে—আনিলে পরে বারি
নন্দরাণী বলে তবে কি উপায় করি ॥ ১৮২
বৈদ্য কহে, করি আগে দেখিয়া গণনা।
ব্রজপুরী মধ্যে সতী আছে কোন্ জনা ॥ ১৮৩
এত বলি গণনা করয়ে খড়ি পাতি।
বৈদ্যরাজ কহে তবে যশোমতী প্রতি ॥ ১৮৪
এক ঘরে হস্ত দেহ রাণী প্রতি কয়।
'রা'-ঘরেতে হস্তস্পর্শ করিলা ত্বরায় ॥ ১৮৫
পরে রাণী হস্ত দিল 'ধা'য়ের ঘরেতে।
রাধা হয়ে একত্র মিলন আচম্বিতে ॥ ১৮৬
বৈদ্য কহে, রাধা কেবা গোকুল নগরে?
সেই জনায় দেহ বারি আনিবার তরে ॥ ১৮৭

* * *

বৈদ্যপ্রতি কুটিলার কোপ।

শুনিয়া কুটিলা তবে বৈদ্য প্রতি বলে।
তব অসঙ্গত কথা শুনে অঙ্গ জলে ॥ ১৮৮
কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী রাধা জানে সকলেতে।
সে আবার সতী হইল এ ব্রজ-পুরেতে? ১৮৯
যদি এই সকল কথা * সঙ্গত হয় পৃথিবীতে।
রাধা তবে সতী হবে এ ব্রজ-পুরেতে ॥ ১৯০
যদি ভেকেতে ভক্ষণ করে ভুজঙ্গ-ফণীরে!
ভুজঙ্গ ভক্ষণ করে গরুড় পক্ষীরে ॥ ১৯১
যদি থালীর ভিতরে গজবর পারে লুকাইতে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে ধরণী-পরেতে ॥ ১৯২
রাহুকে গ্রাস যদি করে দিবাকর।
তবে রাধা—সতী হবে, ওহে শুন বৈদ্যবর!

* এই সকল কথা—পরবর্ত্তী ভেককর্ত্তৃক ভুজঙ্গ-ভক্ষণ আদি কথা।

কুটিলার প্রতি চন্দ্রাবলী।

এ কথা শুনিয়া তবে, চন্দ্রাবলী কয়।
শরীর জ্বলিছে রাগে তোর লো কথায় ॥ ১৯৪
তুই বল্লি কলঙ্কিনী, শ্রীমতী রাধারে।
কেবা হৈল কলঙ্কিনী বিদিত সংসারে? ১৯৫
বিদ্যমানে সতীগিরি প্রকাশ হইল!
শ্রীমতী রাধারে তবু কলঙ্কিনী বল ॥ ১৯৬

* * *

সরফরদা—আড়া।

কেন লো কুটিলে! কেন তোর এত অহঙ্কার?
কি বুঝিয়া প্যারী ভর্ৎস কেন বারে বার ॥
তুই ওলো যেমন সতী,
বিখ্যাত আছয়ে ক্ষিতি!
কেন আর মোর প্রতি,
জানাস্ সতীত্ব বারে বার!
আমাদের প্যারী হতে,অনেক তফাত তোতে,
লৌহ আর কাঞ্চনেতে, এরূপ দোঁহার ॥ (ঐ)

* * *

শ্রীমতীতে তোমাতে অনেক
অন্তর, সে কেমন?—

(যেমন) সাগর আর খালে।
ব্রাহ্মণ আর চণ্ডালে ॥ ১৯৭
সিংহ আর শৃগালে। প্রজা আর মহীপালে ॥
(যেমন) পুষ্করিণী আর ভাগীরথী।
বিশ্বকর্ম্মা আর সুরপতি ॥
গরুড় আর কাকে। মাচরাঙ্গা আর বকে ॥১৯৯

* * *

কুটিলার ক্রোধ।

জানি আমি তোরে জানি,
তুই যেমন পাড়া-টলানি,
প্রতিদিন পাড়ায় পাড়ায় টলাস্ লো!
বড়াই আছে কুট্নী একজন,
জুটিয়ে দেয় তোদের যেমন!
গিয়া নিকুঞ্জ-কাননে, বিহার করিস লো! ২০০

ধিক্ ধিক্ এমন বিহারে,
ছার-কপালে দশা তারে,
এমন ক'রে যে পিরীত করে,
তার মুখে ছাই লো!
ভাতারকে কেউ চাও না,
কেবল জ্ঞান কেলে-সোণা,
কত মত গুণপণা করে লো ॥ ২০১
বেটীদের যদি বিয়ে হলো, আপদ ফুরায়ে গেল,
উপপতি লয়ে মজা করে লো!
কারো যদি গর্ভ হলো,স্বামীর নামে ভ'রে গেল,
গর্ভপাত ক'রে কেউ, যায় দায়ে ত'রে লো ॥

* * *

শ্রীরাধিকার যশোদা-গৃহে গমন।

এইরূপে দ্বন্দ্ব যদি, যশোদার গৃহে।
শুনিয়া যশোদা রাণী করযোড়ে কহে ॥ ২০৩
দ্বন্দ্ব নাহি কর দোঁহে, কহে নন্দরাণী।
কিরূপেতে বাঁচিবে আমার নীলমণি? ২০৪
রাণীর বাক্যেতে সবে নিবৃত্ত হইল।
শ্রীমতীরে আনিবারে চন্দ্রাবলী গেল ॥ ২০৫
দেখে, প্যারী রোদন করিছে ধরাতলে।
হৃদয় মধ্যেতে কেবল ডাকে কৃষ্ণ ব'লে ॥ ২০৬
কোথা ওহে দীননাথ মুকুন্দ মুরারি!
দেখা দেহ একবার আসি বংশীধারি ॥ ২০৭
জগৎ-তারণকর্ত্তা হ'য়ে পালহ সবারে।
আমি অনাথিনী নাথ! ডাকি বারে বারে ॥
এইরূপে রোদন করিছে কৃষ্ণ বলি।
হেনকালে উপনীত হৈল চন্দ্রাবলী ॥ ২০৯
চন্দ্রাবলী দেখে তবে শ্রীমতী উঠিল।
বিনয়েতে সখী প্রতি জিজ্ঞাসা করিল ॥ ২১০
কেমন আছেন কৃষ্ণচন্দ্র কহ গো ত্বরায়।
শুনিয়া সানন্দ মোর হউক হৃদয় ॥ ২১১
কহে সখী, কৃষ্ণধন সেইরূপ আছে।
একবার চল, তোমায় যশোদা ডাকিছে ॥ ২১২
বারি আনিতে হবে তোমায় ছিদ্র-কুম্ভ করি।
ত্বরা করি ব্রজপুরে চল চল প্যারি! ২১৩
(তখন) শ্রীমতীর দুই চক্ষে ধারার শ্রাবণ।
রাধা মনে মনে কৃষ্ণে করিছে স্মরণ ॥ ২১৪

কেন হে নিঠুর, হরি! হৈলে আমার প্রতি।
গর্ব্ব খর্ব্ব কৈলে আমার, ওহে! যদুপতি ॥২১৫
বলেছিলে, কলঙ্ক ঘুচাব তব কালি।
সে আশায় নিরাশ আমি হৈনু, বনমালি ॥ ২১৬
আবার কি দর্পচূর্ণ করিবে আমার?
এইরূপে শ্রীমতী ভাবিছে সারোদ্ধার ॥ ২১৭
হেনকালে প্যারীর হৃদয়-পদ্মেতে আসিয়া।
কহিছেন বংশীধারী হাসিয়া হাসিয়া ॥ ২১৮
চিন্তা কিছু নাহি তব, শুন শুন প্যারি!
আমার নাম স্মরি তুমি, আন্‌তে যাবে বারি ॥
এত বলি কৃষ্ণচন্দ্র অন্তর্দ্ধান কৈল।
আশ্বাস পাইয়া প্যারী আনন্দে চলিল ॥ ২২০

* * *

বাহার-বাগেশ্বরী—খয়রা।

তবে আন্‌তে বারি, চল্‌লেম হরি!
ওহে নন্দের নন্দন।
দেখ নাথ, দয়াময়! দাসীরে না কর বঞ্চন ॥
একেতো অবলা নারী, কুল-লাজ ভয় করি,
শুন শুন বংশীধারি! হয় পাছে কলঙ্ক-রটন।
কুটিলে দুষ্ট ননদী, সদা তোমার বিবাদী,
ঐ ভয়ে সদা কাঁদি, সে দোষ কর ভঞ্জন।! (ট)

* * *

প্যারীরে দেখিয়া তবে যশোমতী কয়।
মোর গোপালের প্রাণ, দেগো মা! ত্বরায় ॥২২১
তোমার গুণেতে যদি কৃষ্ণ প্রাণ পায়।
অনুগত হ'য়ে তবে রবে যদুরায় ॥ ২২২

* * *

শ্রীরাধিকার জল আনয়নে গমন।

এত বলি কুম্ভ দিল প্যারী-কক্ষতলে।
শ্রীহরি স্মরিয়া রাধা ধীরে ধীরে চলে ॥ ২২৩
মধ্যে চলে ব্রজবাসী আদি গোপীগণ।
জটিলা কুটিলা আদি সহিত তখন ॥ ২২৪
বৈদ্যরাজ যশোদা আদি রহে ব্রজপুরে।
আর যত গোপী চলে যমুনার তীরে ॥ ২২৫
যমুনার তীরে কুম্ভ নামাইয়া প্যারী।
স্তব আরম্ভিল তবে, ভক্তি ভাব করি ॥ ২২৬
কোথা হে কমলাপতি! কলঙ্ক ঘুচাও!
বারেক আসি আবির্ভূত কুম্ভোপরে হও ॥ ২২৭
কে জানে তোমার অন্ত, অন্ত কেবা জানে।
আমা হেন কোটি রাধা না পায় ধেয়ানে ॥ ২২৮
যদি নাথ! কলঙ্ক না ঘুচাবে আমার।
কেহ আর নাহি নাম লইবে তোমার ॥ ২২৯

* * *

শ্রীরাধিকার জল আনয়ন।

এরূপেতে স্তব যদি করিতেছে প্যারী।
কুম্ভোপরে আবির্ভূত হইলেন হরি ॥ ২৩০
ডাকিয়া কহেন তবে, শুনহ শ্রীমতি!
শঙ্কা কিছু নাহি, বারি লহ শীঘ্রগতি ॥ ২৩১
ডুবাইয়া নীর যেমন তুলিল কক্ষেতে।
এক বিন্দু বারি নাহি পড়ে ধরণীতে ॥ ২৩২
চমৎকার জ্ঞান হৈল দেখিয়া সকলে।
ধন্য ধন্য শ্রীমতী রাধারে সবে বলে ॥ ২৩৩
শ্রীরাধারে সতী বলে গোকুল-মণ্ডলে।
রাধা সম সতী নাই, সকলেতে বলে ॥ ২৩৪
বারি নিয়া উত্তরিল ব্রজের মধ্যেতে।
দেখিয়া যশোদা রাণী, করিল কোলেতে ॥২৩৫
সেই বারি দিয়া, বৈদ্য স্নান করাইল।
পাশ-মোড়া দিয়া তবে শ্রীহরি উঠিল ॥ ২৩৬
নিদ্রা হৈতে উঠে, যেমন মেলিয়া নয়ন।
সেইরূপ উঠিলেন শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২৩৭

* * *

তখন নন্দ-যশোদার কিরূপ আনন্দ?—

(যেমন) নির্ধনের পুত্র যদি হয় জমীদার।
আঁটকুড়ার গৃহে যদি জন্মায় কুমার ॥ ২৩৮
নরলোক যায় যদি স্বর্গের পুরেতে।
অন্ধ জনার দৃষ্টি যদি হয় নয়নেতে ॥ ২৩৯
ইন্দ্র যেমন আনন্দিত দানব-নিধনে।
সেইরূপ যশোদা-নন্দ আনন্দিত মনে ॥ ২৪০

* * *

সরফরদা—একতালা।

নন্দালয়ে কি আনন্দ, প্রাণ পাইল শ্রীগোবিন্দ,
হরষিত হৈল শুনি, নন্দ আর উপানন্দ।

সবে শ্রীমতী রাধারে, ধন্য ধন্য করে,—
সতী গোকুল নগরে,—
জটিলে কুটিলে বলে মন্দ ॥ (ঠ)

* * *

যশোদা ক্রোড়েতে করি লক্ষ্মী-নারায়ণে।
ক্ষীর ছানা তুলে দেয়, দোঁহার বদনে ॥ ২৪১
তবে নন্দ বৈদ্যরাজে আলিঙ্গন দিয়া।
দুই শত স্বর্ণ মুদ্রা দিলেন আনিয়া ॥ ২৪২
বৈদ্য কহে, তুমি পিতা, আমি গো নন্দন।
মুদ্রাতে আমার কিছু নাহি প্রয়োজন ॥ ২৪৩
এত বলি বৈদ্যরূপী প্রভু ভগবান্।
দেখিতে দেখিতে তবে কৈল অন্তর্দ্ধান ॥ ২৪৪
এখানে ত গোপীগণে যেযার স্থানেতে।
উপনীত হৈল সবে আনন্দ'মনেতে ॥ ২৪৫

* * *

যুগল-মিলন।

রজনীতে কুঞ্জে হরি বসিলেন সিংহাসনে।
শ্রীমতী আসিয়া তবে বসিলেন বামে ॥ ২৪৬
সখীগণ আসি ক'রে চামর ব্যজন।
রাধা কৃষ্ণ এক স্থানে যুগল মিলন ॥ ২৪৭
হরি হরি বল সবে, হরিনাম সত্য।
কলঙ্কভঞ্জন এত দূরেতে সমাপ্ত ॥ ২৪৮

* * *

বসন্ত—তিওট।

হরি রত্ন-সিংহাসনে বঞ্চেন কমলাসনে।
আনন্দিত মনে চারি দিকে সখীগণে ॥
ইন্দ্র চন্দ্র আদি যত, দেখে দেবগণে কত,
স্তব করে নানা মত নাহি যায় বর্ণনে ॥
তুমি যে কর প্রলয়, তব অন্ত কেবা পায়,
শুন ওহে যদুরায়! কহে সবে সুরগণে ॥ (ড)

কলঙ্ক-ভঞ্জন সমাপ্ত (১)।

কলঙ্ক-ভঞ্জন।

(২)

শ্রীহরির নিকট শ্রীরাধিকার অভিমান।

এক দিন বৃন্দাবনে, শ্যামকে পেয়ে সঙ্গোপনে,
কাতরে কহেন ব্রজেশ্বরী।
অন্তরে এক বেদন, আছে করি নিবেদন,
নি-বেদন কর যদি হরি ॥ ১
ভজিয়ে তোমার পদ, ব্রহ্মা পান ব্রহ্মপদ,
বিপদের বিপদ পদদ্বয়।
ঐ পদ ভেবে, গোবিন্দ! সদানন্দ সদানন্দ,
নিরানন্দ সদা করি জয় ॥ ২
ধরেন শক্তি অসম্ভব, করেন মৃত্যু পরাভব,
ঐ পদ ভব-বৈভব, শুনি হে ভগবান্।
ভজিয়ে পদারবিন্দ, দেবরাজ্য পান ইন্দ্র,
ইন্দু পান শিব-শিরে স্থান ॥ ৩
শুন চিন্তামণি! বলি, ঐ চরণ চিন্তিল বলি',—
বন্দী তাঁর চিরকাল দ্বারে।
ম'জে নাথ! তব পায়, কি সম্পদ ধ্রুব পায়!
স্থান দিয়েছ গোলোকের উপরে ॥ ৪
প্রহ্লাদ ঐ পদ-বলে, অনল, পর্ব্বত, জলে,
হস্তি-তলে নাস্তি মৃত্যু জানি।
ওহে নাথ নন্দকুমার! সেই পদ ভেবে আমার,
গোকুলে নাম রাধা কলঙ্কিনী ॥ ॥ ৫

* * *

সে কেমন?—
(যেমন) অমৃত খাইয়া রোগ,
ব্রহ্ম-বস্তুর প্রাণ বিয়োগ,
ভেবে কিছু করতে নারি ধার্য্য।
সখ্য যার গরুড়ের স'ঙ্গে,
তার বক্ষ খায় ভুজঙ্গে!
ওহে মোক্ষদাতা! কিমাশ্চর্য্য ॥ ৬!
গ্রহ-যাগের এই কি গুণ!
দ্বিগুণ হয় গ্রহ বিগুণ!
জ্বেলে আগুন—দ্বিগুণ কম্প শীতে!

বাসকে বাড়িল কাস ! দয়া ক'রে ধর্ম্মনাশ !
গয়া ক'রে কি নরকে যায় পিতে ? ৭
ভক্তি ক'রে ভাব চটে, দান ক'রে দুর্গতি ঘটে,
মিছরি-পানা পান ক'রে ক্ষিপ্ত !
কোন্ শাস্ত্রে,—শ্রীনিবাস !
ফাঁসিতে ম'রে স্বর্গবাস ?
কাশীতে ম'রে ভূতযোনি প্রাপ্ত ! ৮
জগন্নাথ দেখে রথে, নর যায় কি নরকেতে ?
গণেশ ভজিয়ে কর্ম্মে বাধা !
যেমন, মাণিক রাখিয়ে ঘরে,
দৃষ্ট হয় না অন্ধকারে,
(তেমন) কৃষ্ণ ভ'জে কলঙ্কিনী রাধা ॥ ৯

* * *

পরজ—একতালা।

এ কলঙ্ক তোমার,—কালা !
কলঙ্কী হয় রাজবালা।
যার গলে, হে গোকুলচন্দ্র !
অকলঙ্ক চাঁদের মালা ॥
যে চাঁদে করেছে দূর,
সদানন্দের মনের অন্ধকার,
রাধার পক্ষে ঘট্‌লো কি দায় !
খাট্‌লো না সে চাদের আলা।
ঘরেতে পাপ-ননদিনী,কৃষ্ণ-প্রেম-প্রতিবাদিনী,
কুল-কলঙ্কিনী ব'লে সকলে দেয় জ্বালা।
নাথ হে !—গোকুলের মাঝে,
কুলকন্যা হ'য়ে কুল ত্যজে,
অকূলের কাণ্ডারী ভ'জে,—
রাই হলো না কুলোজ্জ্বলা ! (ক)

* * *

শ্রীরাধিকার কলঙ্ক-ভঞ্জনে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা।

শুনি রাধার অভিমান, করিয়ে অতি সম্মান,
বিদ্যমান কহেন মাধব।
তুমি ভবে ধন্য, ধনি ! কে করে কলঙ্ক-ধ্বনি ?
অকলঙ্ক বিধু-মুখ তব ॥ ১০
(লোকে) কলঙ্কী বলে শশীরে,
যায় শিব রেখেছেন স্ব-শিরে,
চাঁদের কি কলঙ্ক তায় হে রাধা ?
ভ্রান্ত গোকুল-বসতি, অসতী বলে, হে সতি !
ব্রহ্মা ভাবেন ব্রহ্ম-ভাবে সদা ॥ ১১
ভবে যত সামান্য-গণে,তোমারে সামান্য গণে,
তত্ত্ব পায় কি তত্ত্বজ্ঞানহীন ?
মাণিক দিলে অন্ধকারে,অন্ধে কি আনন্দ করে ?
সে অন্ধকারে আছে নিশি-দিন ॥ ১২
শিশু মানে না দেবতায়, অমান্য কি দেবতায় ?
যত্নে যাঁরে পূজে জ্ঞানবন্তে !
বানরে সঁপিলে মতি, তার নাই মতিতে মতি !
দুর্ম্মতি অনায়াসে ক'টে দন্তে ॥ ১৩
অতুল্য ধন তুলসীরে, আমি যারে তুলি শিরে,
কুকুরে কি তার মান রাখে ?
তুমি কি জান না, লক্ষ্মী !
শুক অতি সুখের পক্ষী,
ব্যাধে কি যতন করে তাকে ? ১৪
তুমি যে ব্রহ্মরূপিণী,গোলোক ত্যজে গোপিনী,
ভ্রান্তে কি তোমারে পারে চিন্‌তে ?
ধনবান্ কি বিদ্যাবান্, তাদের,
রাখালে রাখে না মান,
কার কি মান, তারা পারে কি জান্‌তে ? ১৫
যা-হোক, সত্য করিলাম, আজি কলঙ্কিনী নাম,
ঘুচাব তোমার, রাজবালা !
প্রবৃত্তি আমাতে হবে, সাবিত্রী সকলে কবে,
নিবৃত্তি হইবে লোক-জ্বালা ॥ ১৬

* * *

শ্রীকৃষ্ণের কপট মূর্চ্ছা।

এত বলি বিরস-মতি, যান যথা যশোমতী,
গোলোক-পতি মলিনবদন।
অঞ্চল-বসন ধরি, চঞ্চল হইয়ে হরি,
ছল করি জননী প্রতি কন ॥ ১৭
আজি আমার বিপদ বটে,
ছিলাম বসি বংশীবটে,—
তাপিত হইয়ে ভানু-তাপে।

অকস্মাৎ কি বিকার, চক্ষে দেখি অন্ধকার!
মন্দ সন্দ যায় না কোন-রূপে ॥ ১৮
সহ্য হয় না শির-ভার, গোষ্ঠে থাকা হৈল ভার,
সুবলকে সঁপিয়ে এলাম ধেনু।
কাঁপ্ছে অঙ্গ থর-হরি, স্বেদ না করিলে মরি,
বেদনা হয়েছে সব তনু ॥ ১৯
কাজ নাইগো মা! এখন, দিওনা ক্ষীর মাখন,
জিহ্বা তিক্ত,—অমৃতে অরুচি।
দুর্ব্বল হইল দেহ, শীঘ্র শয্যা ক'রে দেহ,
শয়ন করিতে পেলে বাঁচি ॥ ২০
চক্র করি চক্রপাণি, যেন প্রলাপ দেখে বাণী,
জননীকে কন শত শত।
মুদিত করি দুনয়ন, ভূতলে করি শয়ন,
গোপাল হ'লেন মূর্চ্ছাগত ॥ ২১
অচেতন দেখি গোপালে,
করাঘাত করি কপালে,
ডাকে রাণী হয়ে উন্মাদিনী।
রোহিণি দিদি! কোথায়, রহিলি গো!
দেখ্‌সে আয়,
সঙ্কটে পড়েছে নীলমণি ॥ ২২

* * *

আলেয়া—টিমে-কাওয়ালী।

তোরা, দেখে যা রোহিণি দিদি! এ কেমন!
কি জানি কি লিখন!
অঞ্চল ধরে এখনি, মা ব'লে চেয়ে নবনী,—
নীলমণি কেন হলো অচেতন ॥
দিলে ক্ষীর অধরে আর খায় না!
আমার মাখনচোর মা ব'লে সুধায় না!
কি হলো কপালে দিদি রোহিণি!
কাছে কাছে নেচে গোপাল এখনি,
'মা মোর কি হলো' বলি, ধুলায় ফেলে মুরলী,—
নয়ন-পুতলি মুদিল নয়ন ॥ (খ)

* * *

যশোদার ভবনে প্রতিবাসিনী নারীগণের জটলা।

কৃষ্ণে দেখি মূর্চ্ছাগত, যশোদার প্রাণ ওষ্ঠাগত,
জীবন ত্যজিতে জলে যায়।
প্রায় চারি দণ্ড গত, প্রিয়বন্ধু অনুগত,—
'ভয় কি?' ব'লে রাখে ভরসায় ॥ ২৩
যত রমণী বৃন্দাবনে, সবে গেল নন্দ-ভবনে,
এক মাগী ঘরেতে না রহিল।
যাতায়াতে ভাঙ্গে কবাট, অন্তঃপুরে যেন হাট!
পুরুষ হ'তে নারীর ভাগ ষোল ॥ ২৪
বিপদ কি গণ্ডগোল,সেখানে যত যোটে গোল,
সুমঙ্গল-কালে তা ঘটে না!
যারা রাণীর বৈরঙ্গ,তাদের হয়েছে প্রেম-তরঙ্গ
বন্ধুগণের হয়েছে বেদনা ॥ ২৫
এক ধনী চেতুনে রামা,
বলে, যশোদা! কেঁদ না মা
বাঁচিবে ছেলে, ভূতুড়ে ডেকে আন!
এক ধনী কয়, ও যশোদে!
ভয় নাই মা! জলপড়া দে,
ছেলেকে দিয়েছে ডাইনে টান ॥ ২৬
কোথা গেলেন গোপপতি,ডাক তাঁরে শীঘ্রগতি
কাল বিলম্ব করা নাহি সয়।
* জীবে না কৃষ্ণে হারালে,
মাগী এমন পোড়া-কপালে,
অমন আর হবে না,—হবার নয় ॥ † ২৭
গড়েছিল চতুর্ম্মুখ, গোবিন্দের কি চন্দ্রমুখ!
দেখিলে মুখ, সব দুঃখ-শান্তি।
কিবা কুলোজ্জ্বল পুত্র, নিরখিলে ঝরে নেত্র,
ঐকান্তিক হয় দেখে কান্তি ॥ ২৮
চক্ষু জিনি খঞ্জন, বর্ণ জিনি নীলাঞ্জন,
নীলকমল ঢাকা যেন কাচে।
দাঁড়ালে পীতবসন পরি,
ঠিক যেন গোলোকের হরি,
অমন ছেলে গোয়ালা ঘরে কি বাঁচে? ২৯
গোয়ালার ঘরে উদ্ভব, এ ছেলেটি অসম্ভব,
আদার ক্ষেত্রে কুঙ্কুমের উৎপত্তি।

---

* জীবে না,—গোপপতি বাঁচিবে না।

† ২৭ ছড়ার পাঠান্তর,—
'ত্যজিয়ে নন্দের পুর, গিয়ে রমণী কিছু দূর,
মণ্ডলী করিয়ে সবে কয়।
কি নীলরতন পেয়ে হারালে,মাগী এমন পোড়া কপালে
এমন আর হবে না হবার নয় ॥'

সার-কুড়েতে শতদল!
জীরের গাছে হীরের ফল!
ভেকের মস্তকে যেমন মতি! ৩০
চোরের ঘরে জন্মে সাধু! রাহুর মন্দিরে বিধু!
যক্ষের ঘরেতে জন্মে দাতা!
ধর্ম্মের ঘরেতে চুরি, অভক্তের ঘরে হরি—
জন্মে,—যেমন অসম্ভব কথা॥ ৩১
বিধির অসম্ভব লীলে, কাকের ঘরে কোকিলে—
জন্মে যেমন মনোহর পাখী।
তেমনি দেখি বিচার ক'রে,
এ ছেলে গোপের ঘরে,
কখনো কি শোভা পায় লো সখি? ৩২
জটিলে বলে, শুন সই! একটা ধর্ম্ম-কথা কই,
যশোদা মাগীর দেখেছিস্ প্রতাপ!
ছেলে আবার নাই লো কার?
ও অভাগীর কি অহঙ্কার!
মনের গুণেতে মনস্তাপ॥ ৩৩
আমার পুত্র,আমার ধন, নব-লক্ষ মোর গোধন
অমন ধারা গরব ক'রে কেউ কয় না!
স্বামী পুত্র কেবা কার! চক্ষু বুজলে অন্ধকার!
এক দণ্ডের কথা বলা যায় না॥ ৩৪
ও ছেলেটি গোকুলের পাপ!
ঘুচিয়ে দিলে, বাপ বাপ!
পাপ গেল,—তার তাপ কি লো দিদি?
গোকুলে কে থাকৃত সতী, সমূলেন বিনশ্যতি,
করতো,—বাঁচত বছর দুই আর যদি॥ ৩৫
ঘরে ঘরে মাখন-চুরি,
কত কাঙ্গালের গলায় ছুরি,
নিত্য নিত্য—এমনি দয়াহীন।
দানী হয়ে বেড়াতো বাটে,
নেয়ে হ'য়ে জ্বালাতো ঘাটে,
মেয়ে হলে কুল রাখতো কত দিন? ৩৬
কবে কি হতো কার কপালে,
কালি দিতে কামিনীর কুলে,
কাল-স্বরূপ গোকুলে হয়েছিল!
কালে কালে বাড়তো জ্বালা,
অকালে কাল হয়েছিল কালা,
এ আমাদের শুভ কাল হ'ল॥ ৩৭
কালা কালা সর্ব্বদা ক'রে, কাল-সর্প ল'য়ে ঘরে,
কত কাল কে কাল কাটিতে পারে?
এত দিনে যুড়ালো হাড়,
কাৎ হয়ে আজ কালাপাহাড়,—
* গিয়েছেন আজ কালের মন্দিরে॥ ৩৮

* * *

নন্দের বিলাপ।

হেথা, বাথানে ছিলেন নন্দ,
মূর্চ্ছাগত শ্রীগোবিন্দ,—
পরম্পরায় শুনে কর্ণ-মূলে।
শিরে যেন বজ্রাঘাত,
গোপাল বলে গোপনাথ,—
নির্ঘাত আঘাত করেন ভালে॥ ৩৯
চ'লে যেতে ঘন পায়, ঘন ঘন পড়েন ধরায়,
সঘনে ডাকেন নবঘন-বরণে।
ভাবেন শুধাইব কা'য়, সঙ্কটের শঙ্কায়,—
মৃত্যু সম হ'য়ে যান মনে॥ ৪০
প্রবেশ হইতে ধামে, পথে দেখি বলরামে,
জিজ্ঞাসেন ভাসি চক্ষুজলে।
ওরে বাছা, বলভদ্র! নীলমণির বল ভদ্র,
আর কি বাস হবে রে গোকুলে? ৪১

* * *

সুরট-মল্লার—কাওয়ালী।

মরি রে! বল বল বল বলরাম! বল্ হারালাম!
আজি আমি কি বিপদ গোপালের শুনিলাম!
কিসে বিবন্ধ ঘটে, আমার আনন্দ-হাটে,
সে যে গোবিন্দ ধন, নন্দের সবে-ধন,—
সে ধন ধরাতে নাকি অচেতন,—
শক্তিশেল সম বাণী, আমি শ্রবণেতে শুনি,
জীবন-ধারণের আশা জীবনে দিলাম॥
আর কি অর্থ ব্রজে? কিসে প্রভুত্ব সাজে!
কেবল রাজত্ব,—ল'য়ে নীলমণি রে!
আমি গোপাল-ধনেতে কেবল ধনী রে!
যাব ঘরে কি সাগরে,
ওরে বলাই! বল্ আমারে,—
আছে কি ডুবেছে ব্রজের নন্দরাজা নাম॥(গ)

* পাঠান্তর,—যাচ্ছেন চলে।

যশোদার প্রতি নন্দের কোপ।

সন্দ করি নন্দ-গোপ,
যশোদা প্রতি করি কোপ,
বলরামকে কহিছেন বাণী।
অন্ত বুঝিলাম অন্তরে, নীলমণিকে নিতান্ত রে,
আঘাত করেছে দুর্ভাগিনী ॥ ৪২
নব লক্ষ ধেনু-পাল, সবে মাত্র এক গোপাল—
সাগর-সোসর ক্ষীর সর।
পাপিনী আমার দামোদরে,
খেতে দেয় না সমাদরে,
নির্দ্দয়া দেখেছি নিরন্তর ॥ ৪৩
যত, বাছা করে সর্ সর্
পাপিনী বলে, সর্ সর্!
অবসর হয় না সর দিতে।
সর্ সর্ ক'রে ত্রিভঙ্গ, হয় বাছার স্বরভঙ্গ,
বাক্য-শর হানে আবার তা'তে ॥ ৪৪
সে তো আমার নয় প্রেয়সী,
বিপদের মূল পাপীয়সী,
অসি দিয়ে কাটিব আজি তার মাথা।
হয়ে নন্দ রাগান্বিত, ত্বরান্বিত উপনীত,
অন্তঃপুরে নন্দরাণী যথা ॥ ৪৫

* * *

নন্দের প্রতি যশোদার উক্তি।

অতিশয় দোর্দ্দণ্ড, হস্তেতে করিয়ে দণ্ড,
উদ্দণ্ড বধিতে রাণীরে।
দেখি মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর, যশোদা করি যোড়কর,
কহেন ভাসিয়ে চক্ষু-নীরে ॥ ৪৬
কেন বাক্য-অপলাপ, দণ্ড ক'রে হবে কি লাভ?
যেই দণ্ডে গোপাল ভূতলে!—
সেই দণ্ডে মরেছি, কান্ত!
আর দণ্ড অধিকান্ত,
অধীনীর প্রতি ভ্রমে ভুলে ॥ ৪৭
আমাকে আঘাত করা বিফল,—
কেমন?—
কি ফল আছে বিবাদ ক'রে, বালকের সঙ্গে?
কি ফল আছে, অন্ধকে আঙ্গুল দিয়া ব্যঙ্গে?
পঙ্ক চন্দন তুল্য,—তারে অপমানে কি ফল?
আর, আঁটকুড়েকে গালি দেওয়ায়,
কি ফল আছে বল? ৪৯
কি ফল আছে,—জলের উপর যষ্টির
আঘাত করলে?
কি ফল আছ,—মরা কাককে
চড়কেতে তুললে? ৫০
বোবার সঙ্গে শত্রুতায়, ফল কি তাহারি?
কি ফল আছে,—ল্যাংটা যোগীর ঘরে,
ক'রে চুরি? ৫১
কবন্ধের মস্তক কাটা, লাভ যে প্রকার!
আমারে প্রহার, নন্দ! সেই লাভ তোমার ॥

* * *

খট্-ভৈরবী—একতালা।

এলে দণ্ডিতে দণ্ড করেতে,
কর অবোধ নন্দ! একি কাণ্ড।
দেহে প্রাণ কি আছে?—যখন,
হারা হয়েছি নীলরতন!
এ দেহ পতন,—নাথ! মৃত দেহে
আবার কিসের দণ্ড!—
ক্রোধ-ভরে দুখিনীরে দণ্ড ক'রে,
কান্ত! কি নীলকান্ত-রতন পাবে ঘরে?
একান্ত হয়েছ ভ্রান্ত কলেবরে,
বিপদ-কালে করে জ্ঞানেরই পণ্ড ॥ (ঘ)

* * *

নন্দালয়ে নারদের আগমন।

গোকুলে কপট মূর্চ্ছাগত হন চিন্তামণি।
জানিয়া নারদ যোগী উদ্যোগী অমনি ॥ ৫৩
অতি হৃষ্টে ঢেঁকি-পৃষ্ঠে করি আরোহণ।
দেখিতে আনন্দে যান নন্দের ভবন ॥ ৫৪
অসার ভেবে, সংসার প্রতি করি দ্বেষ।
নিরন্তর নিজ মনকে দেন উপদেশ ॥ ৫৫
মন! কর ভাই মনোযোগ, মনের কথা বলি।
সংসারের সুখ-সজ্জা মিথ্যা রে সকলি ॥ ৫৬
যেমন স্বপ্নের রাজ্যপদ—মিথ্যা জেনো ভাই।
বালকের ধূলার ঘর,—এ ঘর জেনো তাই ॥
ব্যবসাদারের সত্য কথা—মিথ্যা তাকে ধরো।
সতীনে সতীনে পিরীত,—মিথ্যা জ্ঞান করো ॥

বাজিকরের ভেল্কী যেমন মিথ্যা জানা আছে।
দৈবজ্ঞের গণনা যেমন, স্ত্রীলোকের কাছে ॥৫৯
দস্তখত বিনা যেমন, মিথ্যা খত-পাটা।
দুর্ব্বলের দাঁত খামুটি, মিথ্যা জেনো সেটা ॥ ৬০
মৃত্যুকালে সবলা নাড়ী, মিথ্যা তাকে ধরি।
চোরের যেমন ভক্তি প্রকাশ,মিথ্যা জ্ঞান করি ॥
ছোট লোকের বুজরুগি,—
জেনো মিথ্যা নিরন্তর।
যেন গাজুনে-সন্ন্যাসীর প্রতি
ধর্ম্মরাজের ভর ॥ ৬২
মিথ্যা যেমন জ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তে।
স্ত্রীর কাছে আত্মশ্লাঘা,—
সেটা জেনো মিথ্যে ॥ ৬৩
(যেমন) শতরঞ্চের হাতী-ঘোড়া মন্ত্রী
লয়ে খেলি।
দারাসুত ধন-জন,—তাই জেনো সকলি ॥ ৬৪
এত বলি দেব-ঋষি গোকুল-গমনে।
আকুল হইয়ে পুনঃ ভাবিছেন মনে ॥ ৬৫
চৈতন্য রূপেতে যারে হৃদে দেখতে পাই।
(আজ) অচৈতন্য দেখ্‌তে কেন
বৃন্দাবনে যাই ॥ ৬৬
ভ্রম-জন্য ভ্রমণ দেখেছি তন্ত্র বেদ।
(যেমন) গঙ্গাগর্ভে থেকে,
জীবের তীর্থ জন্য খেদ ॥ ৬৭
যদি বল বৃন্দাবন,—গোলোকের স্বরূপ।
(তথায়) গোলোকের ঐশ্বর্য্য লয়ে,
আছেন বিশ্বরূপ ॥ ৬৮
(ওহে) করুণ-হৃদয়!
ভক্তহৃদয়-মধ্যে তা কি নাই?
(যদি) এসো কেশব! হৃদয়ে সব,
তোমারে দেখাই ॥ ৬৯
সেই যশোদা, দেখাই সদা,
সেই রাধা, সেই দূতী।
তুল্য বিধু, গোপের বধূ,
সেই মধু-মালতী ॥ ৭০
সেই নন্দ, সেই সানন্দ, দেখে সানন্দে রবে।
সেই মধু-বন, জুড়াবে জীবন,
সেই কোকিলের রবে ॥ ৭১

সেই সব ধন, সেই যে গোধন,
সেই গোবর্দ্ধন-গিরি।
(এসে) হৃদয়ে আমার, নন্দকুমার!
দেখ করুণা করি ॥ ৭২

* * *

ললিত-বিভাস—ঝাঁপতাল।

হৃদি-বৃন্দাবনে বাস, যদি কর কমলাপতি।
ওহে ভক্তিপ্রিয়! আমার ভক্তি
হবে রাধা-সতী ॥
মুক্তি-কামনা আমারি, হবে বৃন্দে গোপ-নারী,
দেহ হবে নন্দের পুরী,
স্নেহ হবে মা যশোমতী ॥
(আমার)—ধর ধর জনার্দ্দন!
পাপ-গিরি-গোবর্দ্ধন,
কামাদি ছয় কংস-চরে, ধ্বংস কর সম্প্রতি ;—
বাজায়ে কৃপা-বাঁশরী, মন-ধেনুকে বশ করি,
তিষ্ঠ হৃদি-গোষ্ঠে, পূরাও ইষ্ট—এই মিনতি।
(আমার) প্রেমরূপ-যমুনাকূলে,
আশা-বংশীবট-মূলে,
সদয়-ভাবে, স্বদাস ভেবে,সতত কর বসতি ;—
যদি বল রাখাল-প্রেমে,বন্দী আছি ব্রজ-ধামে,
জ্ঞানহীন রাখাল তোমার,
দাস হবে এই দাশরথি ॥ (৩)

* * *

নারদ পরে, পরাৎপরে, চিন্তিয়া হৃদয়ে।
(যান) প্রেমভরে, দেখিবারে,
গোপালে গোপালয়ে ॥ ৭৩
দেখেন মুনি, চিন্তামণি কপট মূর্চ্ছাগত!
যশোদার, শতধার, চক্ষে অবিরত ॥ ৭৪
কাঁদে নন্দ, নিরানন্দ, নিরখি নীলরতনে।
রাখাল সব, বিনা কেশব শবরূপ শয়নে ॥ ৭৫
দেখেন গোকুল, সব শোকাকুল,
সুখহীন শুকশারী।
তাপে তনু ক্ষীণে, কাঁপিছে সঘনে,
গোপনে গোপের নারী ॥ ৭৬
নন্দ প্রতি, কন ভারতী, হাসিয়ে দেবঋষি।
কিসের অমঙ্গল! কেন কর গোল?
পাগল গোকুলবাসি ॥ ৭৭

কৈ অচেতন, তোমার রতন,
কেন হে পতন ধূলে ?
কিসের বেদন, ক'রো না রোদন,
শুন হে বদন তুলে ॥ ৭৮
বৃন্দারণ্য চেতনশূন্য সব হে গোপের স্বামি !
তোমার ঘরের, ছেলেটী কেবল,
চেতন দেখ্‌ছি আমি ॥ ৭৯
ঘুমের ঘোরে, তোমরা ঘরে,
ছেলেকে মূর্চ্ছা দেখ্‌চো।
ডেকে ডেকে, প্রলাপ দেখে,
গোপাল ব'লে কাঁদ্‌চো ॥ ৮০
তোমার নন্দন, শুন হে যে ধন,
জ্ঞান-ধন যদি রয়।
করে গোবর্দ্ধন ধরে যে ধন,
সে ধন নিধন-ভয় ? ৮১
হায় একি দায় ! দিবসে নিদ্রায়,
আর কেন পড়ে থাক ?
(গোপাল) তোমাদের কাছে,
কি খেলা খেলিছে !
চেতন হয়ে একবার দেখ ॥ ৮২

*   *   *

খাম্বাজ—একতালা।

আছ সবাই অচেতনে !
চিন্‌তে পার নাই চিন্তামণি-ধনে।
বললেন পিতা,—আবার নিলেন জ্ঞান হরি,
হরির কি মন্ত্রণা,—হরি, হরি, হরি !
হরিবারে কাল, গোলোক পরিহরি,
এসেছেন শ্রীহরি তব ভবনে। (চ)

*   *   *

বৈদ্যবেশে শ্রীকৃষ্ণ।

নারদ জ্ঞান-বলে বলে,
সে বল কোথা দুর্ব্বলে ?
ক্ষান্ত নহে ভ্রান্ত নন্দ তায়।
নিবারণ না হয় শোক, ডাকেন যত চিকিৎসক,
শুনি বৈদ্য শত শত ধায় ॥ ৮৩
নীলমণিকে যে বাঁচাবে, দিব ধন—যত চাবে,
সর্ব্বস্ব—সমর্পণ প্রাণ।
(হেথা,) মায়া করি আপনি হরি,
ব্রজের বেশ পরিহরি,
বৈদ্যবেশ করেন ধারণ ॥ ৮৪
ছদ্মবেশ পদ্মনেত্র, করেতে ঔষধ-পাত্র,—
পবিত্র এক ধরেন যতনে।
তাতে নানাবিধ ঔষধ পূরে,
দ্রুত যান নন্দ-পুরে,
পথ মাঝে দেখা বৃন্দের সনে ॥ ৮৫

*   *   *

বৈদ্য, শ্রীকৃষ্ণ ও বৃন্দা।

বৃন্দা কন করি গদ্য,*কোথা যাও নবীন বৈদ্য,
দেখ্‌ছি নাই বিদ্যাসাধ্য লভ্য।
পাণ্ডিত্য থাকিলে পরে, ত্রিকচ্ছ বসন পরে,—
সে এক চলন সভ্য-ভব্য ॥ ৮৬
বিশেষ গণ্য বৈদ্য হ'লে, নর-স্কন্ধে প্রায় চলে
কেউ বা যায় গজ-আরোহণে।
দেখে তোমার হাব-ভাব,
হাতুড়ে বৈদ্যের ভাব,
আমার যেন জ্ঞান হচ্চে মনে ॥ ৮৭
হাতুড়ে বৈদ্যের জানি রীত,
তারা এক ঔষধে দীক্ষিত,
হলাহল, গোদন্তী আর পারা।
ধর্ম্মভয় নাই চিত্তে, ব্যাধের মত জীবহত্যে,
করতে সদা ফেরেন পাড়া পাড়া ॥ ৮৮
খুন ক'রে—পড়েন না ধরা,
সেই সাহসে ব্যবসা করা,
কি পদ দিয়েছেন জগৎপতি !
কিবা অনুমানের লেখা ! কিবা সূক্ষ্ম ধাতু দেখা
যে নাড়ীতে বায়ু-বৃদ্ধি অতি ॥ ৮৯
হাতুড়ে বলেন,—ধরি হাত,
এ তো ঘোর সন্নিপাত !
দধির মাত শীঘ্র আন্‌তে হয়।
আগে ল'য়ে দক্ষিণার কড়ি, ঘর্ষণ করিয়া বড়ি,
দর্শন করান যমালয় ॥ ৯০

---

* গদ্য—সেকালে লোকে সরস করিয়া কথা কহিলে তাহাকে গদ্য বলা হইত।

যে ঔষধ আমবাতে, তাই দেন সন্নিপাতে,
তাই দেন পৃষ্ঠাঘাতে, যকৃৎ-প্লীহা-পাতে!
ঔষধের দোষে ভুগি, অন্ন থাক্‌তে মরে রোগী,
অপমৃত্যু হাতুড়ের হাতে॥ ৯১
হাতুড়ের হাতে এড়ান নাই,
যমরাজার বৈমাত্র ভাই,
ত্রিপুষ্করার * পতি হন হাতুড়ে।
দৈবে কেউ বাঁচে যদি, সে পরমায়ু পরম ঔষধি,
বিষ খেয়ে অমৃত গুণ ধরে॥ ৯২
ওহে বৈদ্য শুন ভাই! সেই লক্ষণ সমুদাই,
দেখতে পাই,—আমি তোমার ভাবে।
তুমি না জান বচন-প্রমাণ,
অনায়াসে হারাবে মান!
মিছে নন্দের রাজসভাতে যাবে॥ ৯৩
নন্দ, গোকুলের শ্রেষ্ঠ, পীড়িত তাঁর প্রাণকৃষ্ণ,
দিগ্বিজয়ী বৈদ্য কত এলো।
ধন্য গণ্য কবিরাজ, দিবোদাস কাশীরাজ,
ভোগ দেখে শঙ্কিত সবে হলো॥ ৯৪
অশ্বিনীসুত নকুল, না বুঝে ব্যাধির মূল,—
নকুল আকুল রাজসভাতে।
কহিছেন ধন্বন্তরি, আমি, কিরূপে অকূলে তরি!
ভাঙ্গা তরী ভাসাবে তুমি তাতে॥ ৯৫

* * *

ঝিঁঝিট—একতালা।

ফিরে যাও—যেও না, ওহে সে তরঙ্গেতে,
অকুল দেখে ধন্বন্তরী—
মিছে ভাঙ্গা তরী তুমি ভাসাবে তা'তে॥
জান্‌বো কেমন বিদ্যা,—বৈদ্য গুণনিধি!
সে রোগেতে কি ঔষধি-বিধি,
বল তাই, শুন্‌তে চাই—
তবে দাশরথি ভোগে, কেন ভব-রোগে,
আরোগ্য কর মুক্তি-প্রদানেতে॥ (ছ)

---

* ত্রিপুষ্করা—পুনর্ব্বসু, উত্তরাষাঢ়া, কৃত্তিকা, উত্তরফল্গুনী, পূর্ব্বভাদ্রপদ, বিশাখা এই সকল নক্ষত্রে রবি, মঙ্গল ও শনিবারে দ্বিতীয়া, সপ্তমী ও দ্বাদশী তিথিতে মৃত্যু হইলে ত্রিপুষ্কর যোগ হয়। এই যোগে সবই বিনষ্ট হয়; এমন কি, বাস্তু বৃক্ষও জীবিত থাকে না।

(তখন) হেসে কন নন্দকুমার,
কি ভঙ্গি দেখে আমায়,—
ব্যঙ্গ কর, ওহে গোপনারি।
বিদ্যা নাই মোর শরীরে,
জান্‌লে কি বিদ্যার জোরে!
ভেঙ্গে বল তবে বুঝিতে পারি॥ ৯৬
তুমি যে পণ্ডিতের ভার্য্যে,
চিনি আমি সে ভট্টাচার্য্যে,—
গোরুর বাথানে তাঁর তিন খানা টোল আছে
তিনি পণ্ডিতের শিরোমণি,
তুমি হচ্ছো তাঁর রমণী,
স্বামীর টীকে পড়েছো স্বামীর কাছে॥ ৯৭
পুনঃ হেসে কন কৃষ্ণ, সুধা জিনি বচন মিষ্ট,
পরিচয় লও,—ধনি! সমক্ষে।
আছে কি না আছে গুণ, স্বর্ণেতে দিলে আগুন,
বর্ণ দেখে স্বর্ণের পরীক্ষে॥ ৯৮
অসভ্য দেখিয়ে অঙ্গ, মূর্খ ভেবে করে ব্যঙ্গ,
মোর কাছে অবাক্ বাগ্বাদিনী।
ডাকিতে মাত্র ব্যধি হরি,
তাই মোর নাম বৈদ্য হরি,
জিহ্বাগ্রে মোর আয়ুর্ব্বেদখানি॥ ৯৯
আমি পড়েছি নাড়ীচক্র,
আমার কাছে কি নারীচক্র,
নারি সহিতে,—রাগে জ্বলে চিত্ত।
ঐ দেখ ঔষধের থলি, যাতে যা ব্যবস্থা—বলি,
তবে আমার বুঝিবে পাণ্ডিত্য॥ ১০০
সামান্য তরুণ জ্বরে, কজ্জলীতে কার্য্য করে,
ত্রিদোষ-কালে হলাহল-বিধি।
গেলে জ্বর পুরাতনে, লৌহ খাবে সযতনে,
জ্বরান্তক জয়মঙ্গলাদি॥ ১০১
উপদংশে পারা-গুলি, প্লীহায় গুড়পিপ্পলী,
শোথে অধিকার দুগ্ধবটী।
গৃহিণীর ঘুচে গৌরব, যদি হয় নৃপবল্লভ,
বালা ধাতে স্বর্ণপটপটী॥ ১০২
কাসে বাকশের যশ, মেহেতে সোমনাথ-রস,
ধূর্জ্জটী করেন সব কার্য্য।
শূলে নারিকেলখণ্ড, উদরীতে মানমণ্ড,
রক্তপিত্তে কুষ্মাণ্ড, গলগণ্ড রোগ অনিবার্য্য॥

গোমূত্রাদি পঞ্চতিক্ত, ভোজনে যায় বাতরক্ত,
গুগ্গুলেতে বাতের বিরাম।
প্রাচীন বৈদ্যগণ ভাষে,
সাধ্য রোগ ঔষধে নাশে,
অসাধ্য রোগেতে দুর্গানাম॥ ১০৪
মুষ্টিযোগ জানি কটা,
পাঁচড়ায় আকন্দের আটা,—
মরিচ-বাঁটা দিবে বিস্ফোটকে।
ফুলে উঠিলে কুচকিটী, গন্ধবিরাজের পটি,
রক্তবন্ধ-বেদনা যায় জোঁকে॥ ১০৫
বাল্সেতে বন-পুঁয়ের মূল,ছুলিতে হলুদের ফুল,
দূরে থেকে মারবে রোগীর গায়।
জাম খেলে পাক পায় চুল,
পুরণো চূণে বুকশূল,
কাপড় ছাড়ায় দিকভুল যায়॥ ১০৬
শুনে দূতী দেন সায়,
বুঝিলাম,—ভাল চিকিৎসায়,
কোন্ শাস্ত্রমতে চিকিৎসা কর।
শুনিয়া কহেন হরি, নিদান-ব্যবসা করি,
কেউ নাই ইহাতে আমার বড়॥ ১০৭

* * *

সুরট-মল্লার—একতালা।

ধনি। আমি কেবল নিদানে।
বিদ্যা যে প্রকার, বৈদ্যনাথ * আমার—
বিশেষ গুণ সে জানে॥
ওহে ব্রজাঙ্গনা! কর কি কৌতুক,
আমারি সৃষ্টি করা চতুর্ম্মুখ, †
হরি-বৈদ্য ‡ আমি, হরিবারে দুখ,
ভ্রমণ করি ভুবনে।
চারিযুগে আমার আয়োজন হয়,
একত্রেতে করি চূর্ণ সমুদয়,
গঙ্গাধর চূর্ণ * আমারি আলয়,
কেবা তুল্য মম গুণে;—
দৃষ্টিমাত্র দেহে রাখিনে বিকার,
তাইতে নাম আমি ধরি নির্ব্বিকার,
মরণের তায় কি থাকে অধিকার?
সদা, আমায় ডাকে যে জনে॥
আমি এ ব্রহ্মাণ্ডে আনি চণ্ডেশ্বর, †
আমারি জানিবে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর, ‡
জয়-মঙ্গলাদি ¶ কোথা পায় নর,
কেবল আমারি স্থানে;—
সংসার-কুপথ্য ত্যেজে যে বৈরাগ্য,
এ জন্মের মত করি তায় আরোগ্য,
বাসনা-বাতিক, প্রবৃত্তি-পৈত্তিক,
ঘুচাই তার যতনে॥ (জ)

* * *

বৈদ্যের কাছে বৃন্দার রোগ-বর্ণনা ও ঔষধ প্রার্থনা।

কৃষ্ণের কথায় ত্বরা, কয় বৃন্দে হ'য়ে কাতরা,
নাই হে তোমার গুণের তুলনা।
ওহে বৈদ্য মহাশয়। নিবেদন এক বিষয়,—
কর যদি কিঞ্চিৎ করুণা॥ ১০৮
একটি রোগে দগ্ধ দেহ, কৃপা করি ঔষধ দেহ,
(আমি) কাঙ্গালিনী,—নাই হে কিছু অর্থ।
যদি বল রাজার ঘরে,
রাজকুমার আরোগ্য ক'রে,
শেষে করব কাঙ্গালের তত্ত্ব॥ ১০৯
সে নয় মহতের মত, শুন তার দৃষ্টান্ত-পথ,—
ভগীরথের তপস্যা করণে।

---

* বৈদ্যনাথ—এক পক্ষে মহাদেব। অপর পক্ষে শ্রেষ্ঠ কবিরাজ।

† চতুর্ম্মুখ—এক পক্ষে বাতব্যাধি অধিকারের সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ, অপর পক্ষে ব্রহ্মা।

‡ হরি বৈদ্য—এক পক্ষে সাধারণ হরি নামে [illegible]জ, অপর পক্ষে স্বয়ং শ্রীহরি।

* গঙ্গাধর চূর্ণ—একপক্ষে জ্বরাতিসারের আয়ুর্ব্বেদীয় মহৌষধ। অপর পক্ষে গঙ্গাধর বা মহাদেব চূর্ণ—হতদর্প বা তিরোহিত।

† চণ্ডেশ্বর—এক পক্ষে আয়ুর্ব্বেদ মতে সন্নিপাত জ্বরের মহৌষধ। অপর পক্ষে মহাদেব।

‡ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর—এক পক্ষে জ্বরাতিসারের আয়ুর্ব্বেদীয় মহৌষধ, অপর পক্ষে সকল অঙ্গই মনোহর।

¶ জয়মঙ্গল—এক পক্ষে মজ্জাগত জ্বরের আয়ুর্ব্বেদীয় মহৌষধ, অন্য পক্ষে জয়,—বিজয় বা সিদ্ধি, মঙ্গল—কল্যাণ।

গঙ্গা এলেন অবনীতে, সগর-বংশ উদ্ধারিতে,
প্রধান কল্প সেইটে, সবাই জানে॥ ১১০
গঙ্গার পথ-ঘটিত তরঙ্গে,কত কীট পতঙ্গ সঙ্গে
দেখা মাত্র অগ্রে অনুকূল।
বলেন নাই তো জাহ্নবী,
তোরা মুক্তি শেষে পাবি,
আগে উদ্ধার করি সগর-কুল॥ ১১১
আমরা দেখা পেলাম অগ্রে,
শুচি অধমে কয় অগ্রে,
শুচি ক'রে খল ব্যাধির দমন।
যদি বল কোন পীড়ায়,আমার সদা মন পীড়ায়,
শুন বৈদ্য! প্রাণের বেদন॥ ১১২
যে দিকে ফিরাই আঁখি,
কালো কালো সর্ব্বদা দেখি,
কি কাল-পীড়া কপালে ঘটেছে।
ওহে নীলাম্বুজরুচি!
ঘরে থাকৃতে হয় না রুচি!
বনে গেলে জীবন যেন বাঁচে॥ ১১৩

* * *

আলিয়া—কাওয়ালী।

ঘরে রৈতে নারি শ্যামের বাঁশরীতে,
মজিয়ে হরিতে,—
কুল-লাজ পরিহরি, যাই বনে হেরিতে হরি,
হরি-দেখা-রোগ পার হরিতে।
এ রোগ আমাদের কিসে যায় হে!
গোকুলবাসিনীর কুল—বাঁশীতে মজায় হে!
সুপণ্ডিত তুমি নিদানে যদি,
বল দেখি! আমাদের এ কি ব্যাধি!
স্বামীরে জ্ঞান হয় কাল,সাধ মনে সদা কালো,—
কালার সহিত কাল হরিতে॥ (ঝ)

* * *

বৃন্দার প্রতি বৈদ্যরাজের ব্যবস্থা।

কহেন চিন্তামণি বৈদ্য, এ বাতিক যাবে সদ্য,
একবার একবার করো কৃষ্ণধ্বনি।
কালো জলেতে করো স্নান,
কৃষ্ণপক্ষে করো দান,
বিষ্ণুতৈল গায় মেখো লো ধনি! ১১৪
আহার করো কৃষ্ণজীরে,স্মরণ করো কৃষ্ণজীরে,
হরিবাসরে থেকো উপবাসী।
হরিতকী চারি অক্ষরে, অর্দ্ধ শেষ ত্যাগ করে,
ব্যবহার করিও দিবানিশি॥ ১১৫
কণ্ঠে করো ব্যবহার, কৃষ্ণ-কলিকার হার,
শ্যামলতায় বন্ধন করো কেশ।
ক্রিয়া করো কৃষ্ণ-তিলে,
ভেব কৃষ্ণ তিলে তিলে,
তিলে তিলে মাখিলে রোগ শেষ॥ ১১৬
যদি বল অসম্ভব, যাতে রোগের উদ্ভব,
তাই ব্যবস্থা ঔষধের তরে।
ওলো ধনি! রবে না ব্যাধি,
বিষস্য বিষমৌষধি,
বিষে বিষে অমৃত গুণ ধরে॥ ১১৭
আগুনে পুড়িলে গাত্র,
সেই আগুনে স্বেদ মাত্র,—
কর্‌লে জ্বালা নিবৃত্তি অমনি।
ভয় কি লো! হবে সফল,
কর্ণে প্রবেশিলে জল,—
জল দিলে জল বা'র হয় লো ধনি॥ ১১৮

* * *

হরি বৈদ্যের নন্দালয়ে গমন।

পরিহাস পরিহরি, পরে চলিলেন হরি,
শীঘ্র করি নন্দের ভবনে।
কাঁদিতে কাঁদিতে যশোদার,গমন যথা বহির্দ্বার,
'বৈদ্য এলো'-রব শুনে শ্রবণে॥ ১১৯
যেমন মৃত বাঁচে অমৃত পানে,
চেয়ে বৈদ্য-মুখপানে,
সদ্য প্রাণ পায় রাজমহিষী।
দেখিছে, আমারি পুত্র, সেই নেত্র—সেই গাত্র,
ঔষধের পাত্র মাত্র বেশি॥ ১২০
কহেন নন্দরমণী, এই যে আমার নীলমণি!
মরি মরি বাপু! গিয়েছিলে রে কোথা?
অচেতন দেখে তোমারে,
কত কেঁদেছি, মা রে মা রে!
সেটা কিরে স্বপনের কথা॥ ১২১

* * *

অহং-সিন্ধু—একতালা।

স্বপ্নে কি সহজে, অজনের মাঝে,
তোরে অচেতন দেখ্‌লাম, হরি?
কোথা ছিলি কৃষ্ণধন! যশোদার জীবন!
তুই রে,—আমার ভবন শূন্য করি?
তুই রে শিশুবেলা খেল্‌লি এ কি খেলা!
কৈ রে শিখিপুচ্ছ, কৈ বাঁশরী?
(এখন) ধ'রে বৈদ্যবেশ করেছো প্রবেশ,
সাজে কি রে মা'য়! এমন চাতুরী?
বৃন্দারণ্যবাসী শীর্ণ, ছিন্ন ভিন্ন জীর্ণ,—
গোপাল! তোরে চেতনশূন্য হেরি;—
আর কিছু কাল পরে, এলে পরে ঘরে,—
দেখ্‌তে পেতিস,—তনু শব সবারি;—
ঐ দেখ্! ধূলায় পড়ে নন্দ,
তোর শোকে, গোবিন্দ!
নিরানন্দ আমার নন্দপুরী! (ঞ)

* * *

কৃষ্ণ ভাবেন এ কি দায়,
প্রবোধিয়ে কন যশোদায়,
কেঁদ না মা! হয়েছে শুভযোগ।
আমি নই মা তোর হরি, হরি-বৈদ্য নাম ধরি,
হরিব হরির মূর্চ্ছারোগ॥ ১২২
হরিষে বিষাদমতি, হয়ে বল্‌ছে যশোমতী,
তুই কিরে বাঁচাবি নীল-রতনে?
এ রত্ন বাঁচিলে পরে, যত রত্ন আছে ঘরে,
আমি তোরে দিব রে যতনে॥ ১২৩
(যদি) এ ধন পায় রে যশোমতী,
(তবে) কোন মতিতে নাই রে মতি,
গজমতি সব তোরে আজি বিলাবো।
কর্‌তে হবে না উপাসনা,
যত সোণা তোর বাসনা,
কেলেসোনা বাঁচিলে, তোরে দিব॥ ১২৪
পুনঃ কৃষ্ণ মায়া দিয়ে,
মা'য়ে পাঠায়ে প্রবোধ দিয়ে,
সভায় বসিলেন গিয়ে হরি।
যত ছিল চিকিৎসক, সকলের বল-নাশক,
হলেন শাস্ত্রে পরাভব করি॥ ১২৫

সভায় হলো সৌরভ, হরি-বৈদ্যের গৌরব,
গোপ-পরিবার আজ্ঞাকারী।
গোপ মাঝে ক'ন কেশব,
আয়োজন কর হে সব,
আমি আশু যেন ঔষধ কর্‌তে পারি॥
যাতে কৃষ্ণ চেতন পান, ঔষধের এক অনুপান,
অনুসন্ধান শীঘ্র কর, ভাই!
তবে ঔষধের কুল, অক্ষয়-বটের মূল,—
পারিজাত বৃক্ষের মূল চাই॥ ১২৭
সভায় ছিলেন দেবঋষি, কৃষ্ণের চরণে আসি,
প্রণমিয়া কন করপুটে।
গোপের প্রতি প্রতারণ, আর কেন ভবতারণ?
অভয় দিয়ে বাঁচাও সঙ্কটে॥ ১২৮
গোকুল কেঁদে আকুল, আর হৈওনা প্রতিকূল,
মিছে চক্র ছাড় চক্রপাণি!
অক্ষয় বটের মূল,
আনো ব'লে আর কেন ভুল!
মূল কথাটা সকলি আমি জানি॥ ১২৯

* * *

খাম্বাজ—একতালা।

মূলের লিখন জানি আমি।
সকলেরি মূল হে গোবিন্দ! তুমি॥
কোথা যাবে অন্য মূলের অন্বেষণে?
অমূলক কথা শুনি না শ্রবণে,
মূলমন্ত্র-গুণে—মূলাধারে তত্ত্ব—
পেয়েছি, হে ভব-স্বামি॥ (ট)

* * *

ছিদ্রকুম্ভে কুটিলার জল আনয়নে গমন।

পরে প্রভু চিন্তামণি, মন্ত্রণায় শিরোমণি,
আনি এক মৃত্তিকার ঘট।
নহে স্থূল,—নহে ক্ষুদ্র, সহস্র করেন ছিদ্র,
কহিছেন বচন দুর্ঘট॥ ১৩০
(ব্রজে) যদি থাকে কেউ সতী নারী,
এই কলসে আনি বারি!
অসতীর কক্ষে না আসিবে।

দেখিবে কেমন বৈদ্য বটি,
সেই জন্যে বাঁটিয়ে বটী,—
দিলে, গোপাল চৈতন্ত পাবে ॥ ১৩১

* * *

জল আনিতে কুটিলার গমন।

কুটিলে ছিল নন্দপুরে, অমনি এসে তার পরে,
বলে, জল আনি গে দেও মোরে।
আমি সতী আর মাকে জানি,
আর গোকুলে কুল-মজানী,—
ঢাক-বাজানী প্রায় ঘরে ঘরে ॥ ১৩২
লোককে বলি' জায় বেজায়,
ঘট লয়ে কুটিলে যায়,
ডুবিয়ে কুম্ভ যমুনার জলে।
যত বার কক্ষে তোলা,
রক্ষে হয় না এক তোলা!
দুঃখে চক্ষে ধারা ব'য়ে চলে ॥ ১৩৩
চলিতে কাঁপে কাঁকালি,
তাপে ভনু হয়েছে কালি,
যায় লজ্জায় বসনে মুখ ঢেকে।
শুনিয়া লজ্জার কথা, জটিলে জুটিয়ে তথা,—
কুপিয়ে কয় কুটিলেকে ডেকে ॥ ১৩৪

* * *

কুটিলার প্রতি জটিলার কোপ।

কি করিলি ছি লো ছি লো!
গর্ভে মরণ ভাল ছিল!
জানিলে মারিতাম সূতিকাঘরে টিপে!
দিলি নির্ম্মল কুলে টিকে,টীক্‌টীক্ করিবে লোকে
টিক্‌তে পারিব না কোনরূপে ॥ ১৩৫
আমি জানি, মোর লক্ষ্মী মেয়ে,
অভাগীর সঙ্গ পেয়ে,
খেয়ে বুঝি ফেলেছিস্ মোর মাথা?
আমাদের সে এক কাল ছিল,
এখনকার অভাগী গুলো—
লজ্জা নাই,—সজ্জা নিয়েই কথা ॥ ১৩৬
হয়ে কুলের কুলবতী,নিকসি-পেড়ে চিকণ ধুতি,
ঠোঁট রাঙ্গিয়ে সর্ব্বদা মুখ-তেলা।
মিছে মিছে যায় মুখ লুকিয়ে,
আড়ে-আড়ে আড় চ'খে চেয়ে,
মুখ দেখিয়ে, বুক চিতিয়ে চলা ॥ ১৩৭
হাতে গহনা সোনার চিপ, ভ্রূতে খয়েরের টিপ,
সিঁতেয় সিন্দুর পরা গিয়াছে উঠে।
করেন না অন্ত কারবার,
দিনের মধ্যে যোলবার,
ভালবাসেন যেতে জলের ঘাটে ॥ ১৩৮
মাথায় আরমাণী খোঁপা,
চারিদিকে তার বেড়া চাঁপা,
ঝাঁপটা-কাটা কান-ঢাকা সব চুল।
পথে যেন ছবি নাচায়,
ছোঁড়ারা ফিরে ফিরে চায়!
এতে কি থাকে কুল-কামিনীর কুল? ১৩৯
যেতে তোকে বামুন-পাড়া,
নিত্যি আমি দিই লো তাড়া,—
মান না সাড়া,—থাক লো বেটি! থাক।
যেমন সত্যপীরের ঘোড়া,
করিব খোঁড়া রসের গোড়া!
পা কেটে দিয়ে ঘুচাব সকল জাঁক ॥ ১৪০

* * *

খাম্বাজ—পোস্তা।

আর তোরে রাখবো না ঘরে,
হাসাতে শত্রু গোকুলে।
কাজ নাই জনমের মত,
যা মা! এবার জামাই এলে।
নারীর ঢেউ স্বামী বিনে,
অন্য কে ধরে ভূতলে;—
গঙ্গার ঢেউ গঙ্গাধর,ধরেছেন শিরোমণ্ডলে ॥(ঠ)

* * *

জটিলার জল আনয়নে গমন।

জটিলে নানা ছলে বলে,
বলে,—চল্‌লাম আমি জলে,
ঘট দেও, হে বৈদ্য গুণসিন্ধু!
ব'লে গিয়ে মহাতুলে,*
জলে ডুবিয়ে দেখে তু'লে,
ঘটে জল থাকিল না একবিন্দু ॥ ১৪১

---

* মহাতুলে—আড়ম্বরের সহিত।

লাজে হয়েছে জড়সড়,
খাগী মাগীদের চালাকী বড়,
কোপ ক'রে কহিছে বৈদ্য প্রতি।
কোথাকার এক অলপ্পেয়ে,
বসেছে এক রঙ্গ পেয়ে,
আই মা! হলাম সতী হয়ে অসতী! ১৪২
হতভাগার তোগায় তুলে,
ভাঙ্গা ঘটে জল তুলে,
ঘটে কলঙ্ক মিছে,—কই কারে!
যাউন বৈদ্য যমের বাড়ী,
ছিদ্র যাতে চৌদ্দ বুড়ি,
তাতে কেউ কি জল আন্‌তে পারে? ১৪৩
আঁচল পেতে রৌদ্র ধরা,
পাষাণের সত্ব বার করা,
বসনে আগুন বেঁধে আনা।
কাণ দিয়ে বাজায় শিঙ্গে,ডেঙ্গায় চালায় ডিঙ্গে,
সাধ্য হেন করে কোন্ জনা? ১৪৪
কার সাধ্য কোন্ কালে,
জল দিয়ে প্রদীপ জ্বালে?
জলে আগুন কে দেয় কোন্ দেশে?
হতভাগার কথা শুনে, মায়ে ঝিয়ে মনাগুনে,
জলে ম'লাম,—জল আন্‌তে এসে! ১৪৫

*　*　*

যশোদার প্রস্তাব ও হরি বৈদ্যের উত্তর।

(তখন) যশোদা সঙ্কট ভাবে!
ছেলে পাই নে জলাভাবে।
উন্মাদিনী হ'য়ে রাণী বলে।
ওরে বৈদ্য বাছা! বল, সকলে হলো দুর্ব্বল,
বল তবে রে আমি যাই জলে॥১৪৬
বৈদ্য কন, আন্‌তে নীর,উচিত হয় না জননীর,
মাতৃহস্তে ঔষধ-বারণ।
বিষবড়ি মায়ে দিলে করে, সুধাতুল্য গুণ করে,
হয় না তায় ব্যাধির দমন॥ ১৪৭
কেঁদ না মা! ব্রজবসতি,-
মধ্যে কি জনেক সতী,
থাকিবে না, এমনি বিবেচনা?
কেন আর মিছে উৎপাৎ,
ক'রে দেখি অঙ্কপাত,
জানি মা! আমি জ্যোতিষ গণনা॥ ১৪৮

*　*　*

হরি-বৈদ্যের গণনা।

এত বলি চিন্তামণি, ডাকিয়ে যত রমণী,
খড়ি দিয়ে ভূতলে ঘর করি।
পঞ্চাশ অক্ষর পরে, সজ্জা করি প্রতি ঘরে,
লিখিলেন নিখিল-ভয়-হারী॥ ১৪৯
কন বৈদ্য গুণমণি, এসো জনেক রমণি!
হস্ত দেও—বাসনা যে ঘরে।
শুনে এক ধনী ত্রস্ত, "র"য়ের ঘরে দিল হস্ত,
বৈদ্য কন,—সতী আছে নগরে॥ ১৫০
"র" অক্ষরে এক রমণী সতী দেখিলাম গণে।
শুনে সবে কয়, "র"য়ে বহু রয়,
রমণী এ বৃন্দাবনে॥ ১৫১
বৈদ্য বলে, দেখিলে, চিনিব ডাক দ্রুত।
শুনে রমণী, যায় অমনি, "র"-অক্ষরে যত॥১৫২
রাসমণি রাজমণি রামমণি রঙ্গিণী।
রাজকুমারী রাজেশ্বরী রঙ্কে রতনমণি॥ ১৫৩
রামা রসিকে রসদায়িকে রসমঞ্জরী রতি।
রঞ্জনী রজনী রতনমণি রসবতী॥ ১৫৪
কন বৈদ্য হরি, অমৃতলহরী,—
জিনিয়া যে বচন।
এ সব গোপিকে, কেবল ব্যাপিকে,
সতী নহে একজন॥ ১৫৫
কেবল এক সতী, ভূত ভবিষ্যতি,—
তত্ত্ব-কথা হৃদে জানে।
আছে সে রমণী, নারীর শিরোমণি,
এখন চিন্তামণি-পদধ্যানে॥ ১৫৬

*　*　*

ললিত-ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

এক সতী বসতি করে এই ব্রজমণ্ডলে।
চিন্‌তে নারে তারে গোকুলে,
ডাকে সকলে রাধা ব'লে॥
গতি-বিহীনগণ-গতি দুর্গতি-বিনাশিনী,
গোবিন্দপ্রিয়ে গুণময়ী গোলোক-বাসিনী,

সে ধনী গোপের কন্যা,—গোপনে গোকুলে ॥
সে যে আয়ান-গোপকান্তা,
ভেবে ভ্রান্তা তার ননদিনী,—
হরি-পরিবাদিনী রব রটালে কুটিলে,—
শিরে পশরা দিয়ে মথুরার হাটে যেতে
কয় সতত,
সে হাটক-বরণীর* হাটে জগজ্জনের যাতায়াত,
যার, ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষপদ পদতলে ॥ (ভ)

* * *

শ্রীরাধার সতী নামে কুটিলার ব্যঙ্গোক্তি।

এই কথা শুনিবামাত্র, পুরময় পুলক-চিত্ত,
কুটিলে শুনিয়া রাগে জলছে।
দৌড়ে গিয়া বলছে মাকে,
সতী হলো শুন্‌লি মা কে?
পোড়া-কপালে বদ্যি যে কি বলছে? ১৫৭
কথা শুনে ধরিল মাথা,সতী তোমার মধুমাতা?
জন্মটা মন্ত্রণা যার জন্যে!
কালী দিয়ে দাদার কুলে,
সদা যায় কালিন্দী-কূলে,
দুপুর বেলায় ধরে আনি অরণ্যে † ॥ ১৫৮
বদ্যি নয় সে অধঃপেতে,
বসেছে ভাল রঙ্গ পেতে,
রাধা ব'লে কেঁদে হলো আকুল!
হাত গ'ণে মা বলতে পারি,
নিঃসন্দ তোমার প্যারী,—
তার প্রতি আছেন অনুকূল ॥ ১৫৯
হেথা ব্যস্ত হয়ে যশোমতী,
গোপীরে দেন অনুমতি,
ওগো চন্দ্রা! ডাক মা রাধাকে।
চন্দ্রমুখী যাউন জীবনে,যত্নে এনে জীবনদানে,
জীবনে জীবন যেন রাখে ॥ ১৬০
শুনে সংবাদ রাধা-শক্তি,
শক্তি নাই করিতে উক্তি,
গতি-শক্তি রহিত,—শ্রবণে।

* হাটক—স্বর্ণ। হাটক-বরণীর—স্বর্ণবর্ণার।
† অরণ্যে—অরণ্য হইতে।

বলেন অচিন্ত্যরূপিণী, ওহে নাথ চিন্তামণি!
কি চিন্তে করেছ আবার মনে ॥ ১৬১
শ্রীহরি বলেন,—শ্রীমতি! শ্রীপতিচরণে মতি,—
সঁপ গিয়ে নন্দের মন্দিরে।
ল'য়ে ছিদ্রঘট কক্ষে, ঘন ঘন ধারা চক্ষে,
করেন স্তুতি ককারাদি অক্ষরে ॥ ১৬২

* * *

শ্রীরাধিকার শ্রীহরি-স্তব।

ওহে কৃষ্ণ কংসারি! কৃতান্তভয়ান্তকারি!
করপুটে কাঁদে কিশোরী, করুণার প্রয়াসী।
কঠিন কিসের তরে, কৃপা নাই কি কলেবরে?
কক্ষে দেও কেমন ক'রে কলঙ্ক-কলসী? ১৬৩
খর খর বচন ব'লে, খল খল হাসিবে খলে,
ক্ষুদ্রগণের খেদ পূরালে ওহে ক্ষীরোদবাসি!
কি খেলা নাথ! খেলাইলে,
ক্ষিতি হ'তে খেদাইলে,
খুন প্রায় ক্ষতি করিলে,
এই বড় খেদ-রাশি ॥ ১৬৪
গোবিন্দ গোলোকের পতি,
গতি-হীনগণের গতি,
জ্ঞানহীনে গায় কি সঙ্গতি গুণের গরিমে!
গোপগণ কাঁদে গোপনে,
গোধন কাঁদে গোবর্দ্ধনে!
গোপাল কি মনে গণে, গা ঢেলেছে ভূমে ॥১৬৫
(দেখে) ঘন নিদ্রে ঘনশ্যাম,
ঘোর ভয়েতে ঘামিলাম,
ঘটে তোমার অবিশ্রাম, কত ঘটনাই ঘটে।
কি ঘটার ঘটক হ'য়ে, ঘটে ছিদ্র ঘটাইয়ে,
ঘোর শত্রু ঘাঁটাইয়ে, কেন কেল দুর্ঘটে ॥১৬৬
ওহে উৎকট-ভঞ্জন, উমাপতি-আরাধ্যধন!
নাই শক্তি উত্থায়ন,* উপায় করি কি!
উত্তাপে দেহ-নিপাত, উত্তরি কিসে উৎপাত!
উদ্ধারহ দীননাথ! ঊর্দ্ধকরে ডাকি ॥ ১৬৭
তুমি চরমের চিন্তাহরণ, চরাচরে চাহে চরণ,
চন্দ্রচূড়ের চিরধন, তুমি হে চিন্তামণি!

* নাহি শক্তি উত্থায়ন—উঠিবার শক্তি নাই।

ওহে চিন্তাময় হরি ! দুঃখে চক্ষের জল নিবারি,
ওহে চক্রি ! তোমার চক্র দেখে চমকে পরাণী
ছলগ্রাহি ! ছল দেখি, ছল ছল করিছে আঁখি,
ছন্ন করা ছন্দ একি ! ছাড় ছাড় ছলনা !
ছিদ্র ঘটে জল না এলে,
ছোট লোকে ছিদ্র পেলে,
ছি ছি কান্ত ! ছি ছি ব'লে,
করিবে হে লাঞ্ছনা ॥ ১৬৯

ওহে জলধর-বর্ণ ! জ্বালাবে জলের জন্য,
জীবন করিবে জীর্ণ, বাকি তা কি জান্‌তে ?
যায় যাবে জীবন-জাতি,যন্ত্রণা পান যশোমতী,
যা কর হে জগৎপতি ! যাই আমি জল
আন্‌তে ॥ ১৭০

* * *

আলিয়া—একতালা।

এখন যা কর হে ভগবান্ !
ছিদ্র-ঘটে বুঝি বিপদ ঘটে, হরি।
কিন্তু আন্‌তে যদি নারি এই বারি—
তবে এই বার-ই, ওহে দুঃখ-বারি !
বারিতে ত্যজিব প্রাণ ॥
অসম্ভব সব তোমাতে সম্ভব,
প্রহ্লাদে রাখিতে স্তম্ভেতে উদ্ভব,
দাসীরে প্রসন্ন হও হে মাধব !
কুম্ভে হও অধিষ্ঠান ॥
শঙ্কা এই,—কৃষ্ণ-নামের হবে নিন্দে,
ভাসাইলে দুঃখিনীরে নিরানন্দে,
কবুলে বুঝি নাথ ! চরণারবিন্দে—
স্থান দিয়ে অপমান ॥ (ঢ)

* * *

জল-আনয়নে শ্রীরাধিকার গমন।

কক্ষে ল'য়ে জলপাত্র, চক্ষে বহে জল-মাত্র,
পদ্মনেত্র পানে চেয়ে কন।
আর মিছে অনুশোচন,অনুপায় জেনেছে মন,
অনুগ্রহ বিনে নাই মোচন ॥ ১৭১
আমি তো অনুচরী হয়ে,
চল্‌লাম,—অনুমতি লয়ে,
অনুকূল থেকো হে জগৎপতি।
করেছো যে অনুষ্ঠান, দেখ ছি ক'রে অনুমান,
অনুতাপ ঘটাবে দাসীর প্রতি ॥ ১৭২
তোমায় মিথ্যে অনুযোগ,কর্ম্ম-অনুযায়ী ভোগ,
অনুক্ষণ বেদাগমে বলে।
যায় দুঃখের অনুশীলন, অনুরক্ত হয় ভুবন,
তোমার কৃপায় অনুকম্পা হ'লে ॥ ১৭৩
অনুজ্ঞা বর্জিলে এত, জান নিতান্ত অনুগত,
অনবরত ঐ পদ ধেয়াই।
অধীন দাসীর অনুরোধে,
অনুদয় থেকো না হৃদে,
অনুসন্ধান-কালে যেন পাই ॥ ১৭৪
এত বলি* হ'য়ে কাতরা, যমুনায় গিয়ে ত্বরা,
জলে কুম্ভ দিতে কাঁপে অঙ্গ।
যেমন ভুজঙ্গগহ্বরে কর,—দিতে অতি দুষ্কর !
বলে, পাছে ধরে ভুজে ভুজঙ্গ ॥ ১৭৫
তাপেতে তনু বিবর্ণ, ঘন ঘন ঘনবর্ণ,—
স্মরণ করিয়ে কন প্যারী।
লজ্জাভয়ে অঙ্গ দহে, কি বিবন্ধ,গোবিন্দ হে !
ঘটালে ঘটেতে ছিদ্র করি ॥ ১৭৬
ধরিয়ে কলঙ্ক-ডালি,তুলে দিলে দাসীরে শিরে।
বুঝিলাম হে দীননাথ !
ডুবালে দুখিনীরে দুঃখ-নীরে ॥ ১৭৭
কেন নাই হে হরি ! তুমি অদ্য যশোদায় দায়
কেবল রাধার শত্রু হাসাবে তুমি পায় পায় ॥
একান্ত তোমার পদে, সঁপে হে ! শ্রীমতী মতি
তোমাকে ভজিয়ে আমার,
এই হলো সঙ্গতি গতি ? ১৭৯
একে তো ব্রজের মাঝে,নামটী কলঙ্কিনী কিনি
আমার কালি † জানেন কালী,
কাল-ভয়-ভঞ্জিনী যিনি ॥ ১৮০
এইরূপে শ্রীমতী, কত মিনতি, যুগ্ম করে করে।
দয়া কর, হে দয়াময় !
দাসী তব সত্বরে তরে ॥ ১৮১
তবে হয় প্রত্যয়,
জানিব বাঁচালে অপরাধে রাধে।

* এত বলি ইত্যাদি—পাঠান্তর,—এই কথা ব'লে শ্রীমতী, শ্রীপতির চরণে মতি।
† কালি—কলঙ্ক-কালি।

জল-মধ্যে দেখা দিয়ে,
স্থান দাও বিপদে পদে ॥ ১৮২

* * *

খট্-ভৈরবী—একতালা।

যদি ঘুচাও শ্যাম ! কলঙ্কিনী নাম,—
বল্‌বে গোকুলে সকলে সাধে।
দেখিব কেমন দয়া, যদি দাও দাসীরে,—
একবার দরশন, মহাকালের ধন !
ওহে কালবারি ! কাল-বারির মধ্যে ॥
অকলঙ্ক রাধার হবে হে পরীক্ষে,
দেখ্‌বে হে ত্রৈলোক্যে যক্ষ রক্ষে—চক্ষে,
দিলে দাসীর পক্ষে, লজ্জা-রক্ষে ভিক্ষে,
ব্যাখ্যে কেবল তোমার চরণ-পদ্মে ॥
এ ভার—কি ভার, ভূভারহারি ! তাতো জানে
করাঙ্গুলে ধর গিরি-গোবর্দ্ধন,
করে কর দিবাকর-আচ্ছাদন,
অসাধ্য সাধন তোমার সাধ্যে ॥ (ণ)

* * *

ছিদ্র-কুম্ভে শ্রীরাধিকার জল আনয়ন।

জল-মধ্যে জলদাঙ্গ, রাইকে দিয়ে দরশন।
জল দিয়া নিবান যত্নে,
রাধার মনের হুতাশন ॥ ১৮৩
(গিয়ে) ছিদ্র-কুম্ভে, অবিলম্বে,
দেন ছিদ্র নিবারি।
সঙ্গে সখী, চন্দ্রমুখী, কি আনন্দ সবারি ! ১৮৪
লয়ে বারি, রাজকুমারী, যান রাধারঙ্গিণী।
জয় রাধা, জয় রাধা, রব করে যত সঙ্গিনী ॥
শুনে ধ্বনি, প্যারী ধনী, কহেন সহচরীকে।
সই গো ! নয় রাধার-জয়,
জয় দে'ও মোর হরিকে ॥ ১৮৬
কীর্ত্তি যার, জয় তার, জগতে রয় ঘোষণা।
বরং তার, ক'রে বিচার, দৃষ্টান্তে দেখ না ॥১৮৭
যুধিষ্ঠিরের কীর্ত্তি যেমন, সকায় স্বর্গে গমনে।
বলি রাজার কীর্ত্তি যেমন, বিত্ত দিয়ে বামনে ॥
পশুরামের কীর্ত্তি যেমন, ক্ষত্রকুল দলনে।
রাবণ রাজার কীর্ত্তি যেমন, ঘাস কাটিয়ে শমনে ॥
প্রহ্লাদের কীর্ত্তি যেমন, কৃষ্ণপদ-ভজনে।
ভীমসেনের কীর্ত্তি যেমন,
বায়ান্নপৌটী ভোজনে, ॥ ১৯০
গয়াসুরের কীর্ত্তি যেমন, শিরে লয়ে শ্যামচরণে
ভীষ্মদেবের কীর্ত্তি যেমন, হয় ইচ্ছা মরণে ॥১৯১
ইন্দ্রদ্যুম্নের কীর্ত্তি যেমন, জগন্নাথ-স্থাপনে।
ভগীরথের কীর্ত্তি যেমন, গঙ্গা এনে ভুবনে ॥
ছিদ্র ঘটে জল লয়ে যাই, আমি যে নন্দ-ভবনে
এ আমার শ্যামের কীর্ত্তি,
শুন গো সখি ! শ্রবণে ॥ ১৯৩
যার কীর্ত্তি, তারি জয়, বল্‌তে হয় সঘনে।
'রাধা-জয় জয়' বল সখি ! তোমরা রাধার
কি গুণে ॥ ১৯৪

* * *

সুরট-মল্লার—কাওয়ালী।

তোমরা কেন সখি ! বল রাধার জয়।
তোরা বল্ গো, সই ! শ্যাম-চাঁদের জয় ॥
তারি জয়ে জয়, দ্বারী যার জয় বিজয়,
জয়ন্তী সনে, বলে জয় জয় বদনে,
যাতে মৃত্যুঞ্জয়ী মৃত্যুঞ্জয় ॥
গিয়ে জল আন্‌তে নয়নে না ধরে জল,
জলাকার দেখি সকল,
যত চক্ষে জল ঝরে, ডেকেছি শ্যাম-জলধরে,
জলাধারে হলেন হরি, আপনি উদয় ॥
আমার এ কুম্ভমাঝে কৃপাসিন্ধুর জল,
এ আমার শ্যামের উজ্জ্বল,—
যে পদে জন্মে, গো ধনি ! জলরূপা সুরধুনী,
এ ঘটে জল আনি, করি তাঁরি পদাশ্রয় ॥ (ত)

* * *

জলস্পর্শে শ্রীকৃষ্ণের কপটমূর্চ্ছা ভঙ্গ।

কলসীতে জল পুরে, রাই যান নন্দের পুরে,
চরণে রত্ন-নূপুরে, কিবা মধুর ধ্বনি।
যথায় বৈদ্য বিরাজে, বারি দিয়া বৈদ্য-রাজে,
বাঁচাতে কন ব্রজরাজে, ব্রজরাজরাণী ॥ ১৯৫
তখন বারি লয়ে বারি-পাত্রে,
বিপদ-বারীর গাত্রে,
দিবা মাত্রে উঠিলেন শ্রীহরি।

ডাকিছেন জননী ব'লে,
যশোদা আসি প্রাণ-বিকলে,
ল'য়ে কোলে নীলকমলে, কাঁদে বদন হেরি ॥
চৌদ্দ বৎসরের পরে,রামকে যেমন পেয়ে ঘরে,
কৌশল্যার দুঃখ হরে, রাণীর যেন তাই।
এক রমণী প্রতিবাসিনী,
নারী এসে কহিছে বাণী,—
বল দেখি গো নন্দরাণি ! তোর কি দয়া নাই ?
জীবন আন্‌লে রাজার মেয়ে,
তোর জীবন উঠলো জীবন পেয়ে,
নৈলে তো জীবন যেয়ে, শোকানলে মর্‌তে।
চন্দ্রমুখী শ্রীরাধিকে,
বাঁচালে তোমার প্রাণাধিকে,
আগে চন্দ্রবদনীকে, হয় কোলে কর্‌তে॥ ১৯৮

* * *

যশোদার কোলে রাধাকৃষ্ণ।

রাণী বলে, মরি মরি !
আয় কোলে, মা রাজকুমারি !
তোর গুণে পেলাম, গো প্যারি !
প্রাণের কৃষ্ণধনে।
তো হ'তে সুখ জন্মিল অতি,
হয়ে থেকো জন্মায়তি,
তুমি মা সাবিত্রী সতী, এই বৃন্দাবনে॥ ১৯৯
তখন, দক্ষিণ কোলেতে হরি,
বামে ল'য়ে রাই-কিশোরী,
রাণী যেন রাজরাজেশ্বরী, দাঁড়ালেন উল্লাসে
আমার কি পুণ্য-ফল ! যশোদার জন্ম সফল।
সোনার গাছে হীরের ফল,
ফল্‌লো দুই পাশে॥ ২০০

* * *

সুরট—ঝাঁপতাল।

বাম ভাগেতে শ্যামমোহিনী,
শ্যামচাঁদ শোভিছে দক্ষে*;
কি শোভা যুগল রূপ, যশোদার যুগল কক্ষে।

* দক্ষে—দক্ষিণভাগে।

ব্যাকুলা হয়ে নন্দনারী,বলে কিছু বুঝিতে নারি,
রাই হেরি, কি শ্যাম হেরি,
কোন্ রূপের করি ব্যাখ্যে॥
(কিবা) বর্ণ রাধা-কমলিনী,স্বর্ণসরোজিনী জিনি
নীলমণি নির্ম্মল আমার নীলকান্তাপেক্ষে;—
দাশরথি কহে বিশিষ্ট, পাপ-নয়নে নহে দৃষ্ট,—
এক অঙ্গ রাধাকৃষ্ণ,(একবার) দেখো জননি !
জ্ঞান-চক্ষে॥ (খ)

কলঙ্ক-ভঞ্জন—(২) সমাপ্ত।

মানভঞ্জন।

শ্রীমতীর কৃষ্ণ-বিরহ।

বাসর সুসজ্জা ক'রে, না হেরি বাঁশরীধরে,
চিত্ত না ধৈরয ধরে, ভাসে চক্ষু জলে।
নিরখিয়ে নিশি-অন্ত, অন্তরে দুঃখ অনন্ত,
'অনন্ত পূর্ণিত কান্ত ! কোথা রৈলে'—বলে॥১
নারেন বসিতে আসনে, বাঞ্ছিত প্রাণ-নাশনে,
গোবিন্দের অদর্শনে, ভুবন অন্ধকার।
গলিত ভূষণ বেশ, গলিত চাঁচর কেশ,
অন্তরেতে হৃষীকেশ, অন্তর রাধার॥ ২
শোকে যেন উন্মাদিনী, হয়ে কৃষ্ণ-প্রেমাধিনী,
প্রাণান্ত প্রমাদ গণি, করয়ে রোদন।
কহিছেন,—ওগো বৃন্দে ! আর পাব না
সে গোবিন্দে !
ভাসাইল নিরানন্দে, নীরদ-বরণ॥ ৩
রাধারে বধি একান্ত, কোন্ ধনী মোর
নীলকান্ত,—
কণ্ঠহার নীলকান্ত, নিল বংশীধরে !
বিষময় সংসার হেরি, বিনে বিশ্বময় হরি,
ভূষণ হয়ে বিষ-হরি, দংশে কলেবরে॥ ৪

* * *

সিন্ধু-খাম্বাজ—খং।

বৃন্দে গো ! কেশবের বিচ্ছেদ কে সবে প্রাণে
আমার শবরূপ, সব আঁধার,
সেই প্রাণ-কেশব বিনে॥

না শুনে গান বাঁশরীর, না হেরে শ্যাম-শরীর,
করে কি শরীর কিশোরীর,
সে গোবিন্দ জানে! (ক)

* * *

শুনে বৃন্দে কিঙ্করী, কহিছে বিনয় করি,
আই মা ছি ছি! কেমন ঔদাস্য!
কহিতেছি বার বার, যায় নাই কাল আসিবার!
আশা পূর্ণ হইবে অবশ্য ॥ ৫
রঙ্গের রাধার মত কান্না, এমন ধারা ঘর-কন্না,
তোমাকে লয়ে করা যে, ভার হলো!
না হেরিয়ে শ্যাম-বরণ, এক দণ্ড সম্বরণ,
হয় না!—একি অসম্ভব বল? ৬
শুনিয়ে সখীর মুখে, কিশোরী সখী-সম্মুখে,—
কহিছেন,—দহিছেন শোকে।
আসিবে রাধা-রমণ, ও কথায় রাধার মন,
শান্ত হয়—কি লক্ষণ দেখে? ৭
সুহৃদের আছে রীত, যে কথায় জন্মে পিরীত,
প্রিয় বাক্য বলে প্রিয়জনে।
জেনে রোগ অসাধ্য, রোগীরে বুঝান বৈদ্য,
'ভয় কি' বলে' সন্তোষ-বচনে ॥ ৮
এ আশায় কি দিব সায়? ভর দিব কি ভরসায়?
কালোরূপ পাবার কাল কি আছে?
ভাদ্র গেলে হবে ধান্য, এ কথা কি ভদ্রে মান্য?
ত্রিশ উর্দ্ধে বিদ্যার আশা মিছে ॥ ৯
কিনারা যার দিনান্তরে,
সে তরী কি কখনো তরে?
ভাঙ্গে যদি গিয়া মধ্য-জলে?
সম্মুখে আইলে ব্যাঘ্র,
প্রাণের আশায় হয়ে ব্যগ্র,
তার অগ্রে মিথ্যা জীব চলে! ১০
বৃন্দে গো! গোবিন্দের আশা,—
প্রত্যয় নহে প্রত্যাশা,
ব্যত্যয় জন্মেছে তা জেনিছি।
কিসে আর হ'ব শান্ত, হ'ল নিশি-অবসান ত'
সে কান্ত একান্ত হারিয়েছি ॥ ১১

* * *

আলিয়া—একতালা।

আসার আশা আর কেন গো বৃন্দে?
অস্তাচলে সখি! নিরখি চন্দ্রে,
ভানু প্রকাশিবে, কুমুদী মুদিবে,—
হ'লে দিবে, কি এনে দিবে গোবিন্দে!
দেহ-পিঞ্জরেতে ছিল প্রাণ-পাখী,
কৃষ্ণ-প্রেমাহার দিয়ে তারে রাখি,
সে পাখী আজি প্রাণ হারায় সখি!
(প'ড়ে) প্রাণকৃষ্ণ-আশার ব্যাধের
ফান্দে ॥ (খ)

* * *

গোবিন্দ বেনে বেদনা, প্রসন্নহীন-বদনা,
রাইকে দেখে বলে বৃন্দে দূতী।
স্থির মতি কর শ্রীমতি! দাসীরে কর অনুমতি,
অনুতাপ ঘুচাই শীঘ্রগতি ॥ ১২
কোন্ কার্য্য শ্যামকে ধরা?
স্বর্গ, কি পাতাল, ধরা,—
ভ্রমিয়ে ত্বরা আন্‌তেছি মাধবে।
এত বলি শ্রীরাধায়, প্রবোধিয়া দূতী যায়,
কাননে চলেন কৃষ্ণ ভেবে ॥ ১৩

* * *

চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণ।

হেথা সন্ধ্যাকালে নন্দালয়ে,
গোপাল গো-পাল লয়ে,
আসিছেন সখাগণ সনে।
পথ মধ্যে অদর্শন, হইয়ে পীতবসন,
যান চন্দ্রাবলীর কুঞ্জবনে ॥ ১৪
চন্দ্রাবলী রাধাধনে(র) চন্দ্রমুখ-দরশনে,
চন্দ্রাবলী চন্দ্র পায় করে।
বলে—হে গোকুলচন্দ্র!
আজি কি আমার শুভ চন্দ্র,
উদয় হইল ব্রজপুরে ॥ ১৫
কোন্ ঘাটে ধুয়েছি মুখ, যাঁরে ভজে চতুর্ম্মুখ,
সে মুখ সম্মুখে,—একি লাভ?
(যদি) চাও চন্দ্রমুখ তুলি,
মুখ রাখ একটী কথা বলি,
নতুবা জানিব মুখের ভাব ॥ ১৬

দধো করো না!—তোল শির,
শুন ওহে তুলসীর-
প্রিয়ে, কৃষ্ণ! দাসীর অভিলাষ।
হৃদয়ে পণি প্রয়াস, এক রজনী, পীতবাস!
দাসীর বাসেতে কর বাস ॥ ১৭
দুর্যোগে তোমারে আনা,
সে যোগ জন্মে হতো না,
দাসীর এমন সহযোগ কই?
যারে) যোগীন্দ্র জপেন যোগে,
দেখা পেলাম দৈব-যোগে,
যোগে-যাগে যদি ধন্যা হই ॥ ১৮
ব পদ শিরে পায় বলি, করে পায় বিন্ধ্যাবলী,
শুন হে গোবিন্দ! বলি,
চন্দ্রাবলীর সাধ রাখ হৃদয়ে!
রাখিতে হবে উপরোধ,
ক'রো না আশা-পথ রোধ,
আজি পথ করিব পথে পেয়ে ॥ ১৯
উপরোধে পরশুরাম, জননীর প্রাণ বধে।
বিন্ধ্যগিরির হেঁট মাথা, অগস্ত্যের উপরোধে।
প্রহ্লাদের উপরোধে তুমি হে অবিলম্বে।
উদয় হয়েছ, হরি! স্ফটিকের স্তম্ভে ॥ ২১
উপরোধে মারীচ গেল, জীবনে মরিতে।
জেনে শুনে জগবন্ধুর জানকী হরিতে ॥ ২২
দ্রৌপদীর ভোজনান্তে পাণ্ডবে ছলিতে।
উপরোধে দুর্ব্বাসা যান দ্বৈতক বনেতে ॥ ২৩
কৈকেয়ী রাণীর উপরোধ শুনিয়া শ্রবণে।
দশরথ দেয় প্রাণাধিক রামচন্দ্রে বনে ॥ ২৪
সত্যবতীর উপরোধে—পুরাণে ত শুনি।
ভ্রাতৃ-বধূ-সহবাস করেন ব্যাস মুনি ॥ ২৫

* * *

সুরট—একতালা।

দাসীর কুঞ্জে থাক এ শর্ব্বরী।
করি কৃপা-দান, কর এ বিধান,
করুণানিধান হরি!
ব জন্তু সহ গুরুর গঞ্জন,
কর হে বিশ্ব-বিপদভঞ্জন!—
তুমি মনোরঞ্জন, এসো নিরঞ্জন!—
নয়নের অঞ্জন করি ॥

পূর্ণব্রহ্ম! কর পূর্ণ অভিলাষ,
কিঞ্চিৎ অবকাশ কর হে প্রকাশ,
অন্তরেতে যেন ভেবো না আকাশ,
ব্রজেশ্বরী হৃদে স্মরি,—
হই বনদগ্ধা হরিণী যেমন,
হরি হে! করিলে শ্রীহরি এখন,
যেও না শ্রীহরি! হরি-দাসীর মন,
হরিষে বিষাদ করি ॥ (গ)

* * *

(তখন) শঙ্কা করি কিশোরীর,
শঙ্কিত শ্যাম-শরীর,
সঙ্কেতে বুঝিল চন্দ্রাবলী।
বলে হে, কার বারণ, ভয় নাই ভবতারণ!
তুমি ভ্রান্ত বুঝিলাম সকলি ॥ ২৬
কমলা তব গৃহিণী, লোকে কয় চঞ্চলা তিনি,
মিছে তাঁর কলঙ্ক লোকে কয়।
কিছু কাল তো পুরান্ আশা,
আসিবামাত্র নৈরাশা,
এমন স্বভাব তাঁর নয় ॥ ২৭
ভাব্ দেখে হলেম অচল,তুমি হে যেমন চঞ্চল,
এমন চঞ্চল কেবা বল?
সঙ্গ হলো না সঙ্গোপন,
হলো না প্রেম-আলাপন,
স্বপন দেখিয়া বিচ্ছেদ হলো ॥ ২৮
সুখের আলাপ কি শুন হে কৃষ্ণ।
সুখ নাই—শুনিয়ে কষ্ট,—
কত কষ্টে মুখে কাষ্ঠ-হাসি।
বলিব তোমায় কিমধিক, ওহে বঁধু! ধিক্ ধিক্,
পুরুষ এমন কষ্টারাশি ॥ ২৯
আঁখি কর্‌ছে ছল ছল,পলাবা'র দেখ্‌চো ছল,
অন্তরে আর ভাবছ কমল-আঁখি!
যে তুষিলে চন্দ্রার মন, কর্‌লে পরে চান্দ্রায়ণ,
তবু স্থান দিবে না চন্দ্রমুখী ॥ ৩০

* * *

চন্দ্রাবলীর কৌশল-উক্তি।

যদি তোমার এই স্থানে, ঘটে লক্ষ্মী-সংস্থানে,
তবে ত প্রস্থানে হও ক্ষান্ত।

বলি হে, লক্ষ্মীর তরে,
কি ফল গিয়া লঙ্কান্তরে ?
লক্ষ্য যদি কর লক্ষ্মীকান্ত ॥ ৩১
বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, ক'রে সেই উপলক্ষ্য,
তোমারে ঘটাব লক্ষ্মীশ্বর।
ওহে সৃজন-সংহারি ! নির্জ্জনে বাণিজ্য করি;
স্থির হও,—অধৈর্য্য ত্যাজ্য কর ॥ ৩২
সকল ঘটে ঘটে, ভাগ্যে মোক্ষ ঘটে,
যোগ্যে বন্ধু ঘটে,
বিয়েয় আনন্দ ঘটে, প্রণয়ে প্রণয় ঘটে,
মমতায় মমতা ঘটে, শীলতায় মন ঘটে,
সম্পত্তে হেতু ঘটে, কুপথ্যে ব্যাধি ঘটে,
লালসে মূর্খ ঘটে, অলসে যাতনা ঘটে,
কলুষে বিষাদ ঘটে, ক্লেশে দৈন্য ঘটে,
বিবাদে দস্যু ঘটে, আবাদে শস্য ঘটে,
কুকার্য্যে কলঙ্ক ঘটে, সুকার্য্যে লক্ষ্মী ঘটে ॥৩৩
বাণিজ্য দেখ,—বাণিজ্যে লাভ,
অল্প দাও হে অধিক লাভ,
দেখাই তোমায় ত্বরা করি।
(ওহে) নিকুঞ্জবিহারি হরি !
হবে না তোমার হারি,
যদি হারি আমি হারি,—হরি ॥ ৩৪

*   *   *

বেহাগ—যৎ।

রাধার হৃদয়ের ধন ! আজি বৃন্দাবনে।
কর হে বাণিজ্য-কার্য্য আজ দাসী-সনে ॥
আমার স্বীকার,—তোমায় সব সম্প্রদানে ;—
তুমি যে ধন দিবে,—সেই ইঙ্গিত নয়নে ॥
ইথে কি লাভ, বঁধু ! ভাব দেখি মনে ;—
তোমায় স্থান দিয়া হৃদয়ে,
আমি স্থান লব চরণে ॥ (ঘ)

*   *   *

শ্রীমতীর মান।

চন্দ্রাবলীর ভক্তি-যোগে বদ্ধ ভগবান্।
বাসে তার বাস করি, বাসনা পুরান্ ॥ ৩৫
হেথা চন্দ্র-অস্তে চন্দ্রমুখী, সখী-সন্নিধানে।
সম্মান হারিয়ে কুঞ্জে বসিলেন মানে ॥ ৩৬
বৃন্দেরে কন কমলিনী, রাগে যেন তপন।
আজি পণ করেছি,—কৃষ্ণ-প্রেমের
ব্রত উদ্‌যাপন ॥ ৩৭
গোপেরে গোপন করি, যারে করে ধরি।
প্রাণপণ করিয়া আলাপন বাঞ্ছা করি ॥ ৩৮
সকলি স্বপন, বৃন্দে ! কেউ নয় আপন।
তখন কালার সঙ্গে কেন করি কাল যাপন ॥৩৯
কৃষ্ণ-রূপ দৃষ্ট আর ইষ্ট নয় জন্মে।
সহচরি !—সহকারিণী হও যদি কর্ম্মে ॥ ৪০
কালো মাত্র দরশনে রাগে অঙ্গ দ'য়।
ত্যাজ্য করি দেহ, বৃন্দে ! কালো সমুদয় ॥ ৪১
যতনে ঘুচাও যত কালো আভরণ।
মুছাইয়া দেহ, বৃন্দে ! নয়নের অঞ্জন ॥ ৪২
যে পথে ত্রিভঙ্গ,—কালো ভৃঙ্গে যেতে কহ।
কেশবস্বরূপ কেশ মুড়াইয়া দেহ ॥ ৪২
আঁখির শূল হবে শ্যামা-সখীর বদন।
শ্যামা যাউক,—যে পথে গিয়েছে শ্যামবরণ ॥৪
ঘুচাব অন্তরের কালো,—
বিচ্ছেদ-আগুন জ্বেলে।
দিব দণ্ড,—কুঞ্জে কালো কোকিল ডাকিলে ॥৷

*   *   *

শ্রীকৃষ্ণের প্রভাতে রাধা-কুঞ্জে গমন।

হেথায় রহস্য কথা শুনহ বিশেষে !
রাধানাথ রাধার কুঞ্জে চলেছেন প্রত্যুষে ॥৪৬
ত্রিনেত্র-ধন পদ্মনেত্রে পথ মধ্যে দেখি।
রঙ্গে ভঙ্গে ত্রিভঙ্গে সুধান বৃন্দা সখী ॥ ৪৭
ভুবনমোহন হরি ! কে হরিল লাবণ্য।
কৃষ্ণ হে ! আজি দেখি কেন অধিক কৃষ্ণবর্ণ ?
এমন দরিদ্র নারী ছিল ক্ষুধা-ভরে।
নিঙ্গুড়ে খেয়েছে সুধা, শ্যাম-সুধাকরে ॥ ৪৯
চলে যেতে পায়ে লাগে, পড়িতেছ ভূমে !
কেন উঠে কালাচাঁদ ! এসেছো কাঁচা ঘুমে ?
ধিক্ ধিক্ প্রাণাধিক ! বলিব কিমধিক ?
কাল নিশিতে হয়েছিলে কার প্রাণাধিক ?

*   *   *

রামকেলি—মধ্যমান।

বল হে নির্দ্দয়! নিশি কোথা বঞ্চিলে।
কোন্ ধনী বাড়ালে ধনি,
শ্যাম-ধনে ধনীর করিলে॥
যার সনে কর্লে বিহার,
সে হারে নাই, তুমিই হার।
না দিলে চিন্তামণি-হার,
চিন্তামণি যার গলে॥ (৬)

* * *

বৃন্দা ও শ্রীকৃষ্ণ।

বৃন্দে দূতীর বচনে, পদ্মলোচন-লোচনে,
ধারা বহে ধরাধর সম।
অকুল গণিয়া অতি, ব্যাকুল গোলোক-পতি,
কহেন বৃন্দে! উপায় কর মম॥ ৫২
না হয় ধরি রাধার পায়, ঘুচিবে না কি অনুপায়,
বড় যাতনা তনু পায়, চল গো সখি! চল।
দিবে উত্তর রাধিকে, হ'য়ে উত্তরসাধিকে,
তোমরা মাত্র এ দিকে, দুটা কথা ব'লো॥ ৫৩
বৃন্দে বলে,—কুমন্ত্রণা, করো না,—হবে যন্ত্রণা,
এক্ষণে রক্ষা হবে না, যে আগুন জ্বলেছে!
গিয়া নিশি-প্রভাতে, পারিবে না নিবাতে,
কেবল শত্রু-সভাতে, হাস্‌বে শত্রু পাছে॥ ৫৪
উদয় ক'রে দিনমণি, এসেছ হে গুণমণি!
এখন আর কি সে রমণী, ভুলাতে পার ছলে?
যদি কিছুকাল অগ্রসূচী,
আসিতে হে জলদরুচি!
অরুচির মুখেতে রুচি, ঘটাতাম কৌশলে॥৫৫
এখন তো শীঘ্র প্রণয়, হবে না—হবার নয়,
ন্যূনকল্প আট নয় দিন-ত ক্ষান্ত থাক!
যে দুঃখ পেয়েছে বক্ষে,
ঘুচাতে আঁধার কৃষ্ণপক্ষে,
কথা হবে না রক্ষে, মিছে বাঞ্ছা রাখ॥৫৬
শুন হে সাধনের ধন! এখন আর মিথ্যা সাধন,
মিছে করিবে সম্বোধন, কাল গত হয়েছে॥
মানে না, হে কালাচাঁদ! তরঙ্গে বালির বাঁধ,
বামনে ধরিতে চাঁদ, বাঞ্ছা করা মিছে॥৫৭
পাবে যাতনা গেলে পরে,
কোপ হয়েছে কালোপরে,
যাবে কিছু কাল পরে, রবে না হে সখা!
তুমি যদি দণ্ড চারি, মধ্যে হও দণ্ডধারী,
আমিত ঘটাতে নারি, প্যারী সঙ্গে দেখা॥৫৮
কি করিব তোমার ফলে, মর্ম্ম-পীড়া কর্ম্মফলে!
যা হউক বঁধু! তোমায় বলে, নির্ব্বোধ গণেছি
ক'রে লাভ লোহা কিঞ্চিৎ,কাঞ্চনে হ'লে বঞ্চিত
এমন পাপ সঞ্চিত, কেন কর্‌লে ছি ছি! ৫৯
ত্যজে রাধার কুঞ্জবন, কপালে এত বিড়ম্বন!
কার কথা ক'রে স্মরণ, ছার প্রেমে মজিলে?
ভুক্তি সুখ এক দণ্ড, সে যে যেন যমদণ্ড,
এমন কার্য্যে উদ্দণ্ড, কেন হয়েছিলে? ৬০
তুমি রুদ্র-আরাধিত কৃষ্ণ,
তোমার এমন ক্ষুদ্র দৃষ্ট,
রাধার সনে হৃদ্য নষ্ট, কর্‌লে বুঝি হে!
ওহে শ্যাম কমলাক্ষি! দাড়িম্ব দূরেতে রাখি,
মাখাল লয়ে মাখামাখি, রাখালেই করে হে॥৬১
এখন কচ্চো যে বাসনা, মিথ্যা হবে উপাসনা,
ভাবো যারে—তার ভাবনা, ভাবিতে হয় অগ্র
কার উদ্যোগ ভেঙ্গেছ ঘর,
যোগাযোগ হওয়া দুষ্কর,
ভোগ বিনা রোগীর জ্বর, যাবে কেন শীঘ্র?৬২
তাতে ঘটেছে যে রস-যোগ,
পাক বিনা যাবে না রোগ,
পুষ্টি নাড়ীতে মুষ্টিযোগ, কর্‌লে কি গুণ ধরে?
এ রসে হে শ্যামধন! যেওনা রাধার অঙ্গন,
দিন আষ্টেক লঙ্ঘন, দিলে যদি সারে॥ ৬৩
কাল, বাতিকে নাড়ী ছিল বক্র,
আজি নাহি বাতিক ঐক্য,
কেবল দেখ্‌ছি কফাধিক্য, তাতে হয়েছে মোহ
বল্‌ছে দহে অঙ্গ-গ্রহ,কি করিব—তোমার গ্রহ
এ গ্রহ কারলে সংগ্রহ, ত্যেজে রাধার গৃহ॥ ৬৪
ক'রো না অন্ন আহার মাত্র,
আজি হে নন্দের পুত্র!
কেবল তুলসীপত্র, ব্যবস্থা তোমাকে।
ব'লে এই ভক্তি-বাণী, চক্রপাণির ধরি পাণি,
বলে বৃন্দা বিনোদিনী, বিনয়পূর্ব্বকে॥ ৬৫

(তোমায়) যত বলি যতনের ধন !
কিন্তু তোমার অযতন,
শুনিয়ে হৃদয়ে যাতন, তার বাড়া কি আছে ?
রাধার মান তুর্জ্জয়, যেও না,—হবে না জয়,
কেবল হবে পরাজয়, মান হারাবে পাছে ॥ ৬৭

* * *

সুরট-আড়ানা-মিশ্র—কাওয়ালী।

না রহিবে মান,—সে মানে।
ফিরে যাও হে কৃষ্ণ ! নিজ মানে মানে।
না হেরি নয়নে কভু সে মান-সমান মান,
রাখিতে মান, মানা যদি না মানে;
সে মান বিদ্যমান,—
গেলে হবে হত-মান, মান সে রতন জ্ঞান,
মানে—মানে ॥ (চ)

* * *

বৃন্দে বলে, ওহে কেশব !
বনে এক দিন গোপী সব,
তব লাগি করে উৎসব, পুষ্প-চয়ন করি।
নারদের সঙ্গে, সখা ! দৈবে বন-মধ্যে দেখা,
মুনির কথা মনে লেখা, করিলাম আজি হরি ॥
হেসে বলিল তপোধন, হরি নন্দ-নন্দন,
তোমরা কি পূজা-বন্দন, করিলে গোপাঙ্গনা ?
(তারে) নির্গুণ বাখানে বিজ্ঞ,
অমানুষ অযোগ্য,
হেন জন-চরণ-যুগ্ম, কি জন্য অর্চ্চনা ? ৬৮
(তখন) আমরা ব্রজরমণী,
ভাবিলাম, হে চিন্তামণি !
জন্ম-ক্ষেপা নারদ মুনি, ব'লে বল্লাম মন্দ।
(আজি) ব্রহ্মজ্ঞান হলো তাঁহারে,
হরি ! তোমার ব্যবহারে,
(কণ্টক) ভক্তির দ্বারে, প'ড়ল হে গোবিন্দ ॥
(তুমি) নির্গুণ না হ'বে যদি,
এমন নির্গুণ-ব্যাধি,
এ আগুন হে গুণনিধি ! গুণ থাকিলে জলে ?
(তোমার) মানুষের কর্ম্ম কৈ,
অমানুষ তোমারে কই !
অযোগ্য আর তোমা বই, কেউ নাই ভূতলে ॥

চিন্তামণি কন অমনি, শুন হে ব্রজরমণি !
নারদ জ্ঞানীর শিরোমণি, বলেছেন যোগ্য।
আমি ত মানুষ নই, আমার যোগ্য আমি বই,
কেউ নাই, সেই হ'লাম সই !
অমানুষ অযোগ্য ॥ ৭১
আমি হে পুরুষোত্তম, সত্ত্ব রজ আর তম,
ত্রিগুণ অতীত মম, শুণ বেদে ধ্বনি।
মুনি জানিয়া চিকণ, আমারে নির্গুণ কন,
ত্রিগুণের গুণ-বর্ণন, শুন বৃন্দে ধনি ! ৭২
যাদের আশ্রয় সত্ত্ব, তাহাদেরই ক্রিয়া সত্য,
সৎকর্ম্মের পায় সত্ত্ব, সত্ত্বরেতে তরে।
রজোগুণ-বিশিষ্ট লোক,
সুখাকাঙ্ক্ষী দুঃখ-শোক—
ভোগ করে পুণ্যপাতক, সংসার ভিতরে ॥৭৩
যাহার আশ্রয় তম, ত্যাজ্য তার সব উত্তম,
দস্যুকর্ম্ম প্রিয়তম, সে নর নারকী।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ, রিপুতে মাতি সমূহ,
দস্যুকর্ম্ম মুহুর্ম্মুহু, সে করে হে সখি ! ৭৪
বৃন্দে বলে,—তম গুণ, তবে তোমাতে দ্বিগুণ
আমরা তো সকল গুণ, জানি, হে গুণমণি।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ,—
যুক্ত যেমন তব দেহ,
এমন আছে অন্য কেহ, নাহি দেখি শুনি ॥৭৫
ইন্দ্রিয়-দোষেতে, কান্ত ! তুমি যেমন কীর্ত্তিমন্ত,
ও বিদ্যায় মূর্ত্তিমন্ত, না দেখি সংসারে।
লোকলজ্জা পরিহরি, ব্রজাঙ্গনার বসন হরি;
বৃক্ষেতে উঠেছ হরি !
এমন কি আর কেউ পারে ? ৭৬
ক্রোধ যেমন তব চিত্তে,
এত ক্রোধ কে পারে করিতে,
স্ত্রীহত্যে গোহত্যে, গোকুলে হ'য়ে গেল !
লোভী যেমন তুমি, কৃষ্ণ !
এমন নাই কেহ অপকৃষ্ট,
রাখালের খাও উচ্ছিষ্ট, মিষ্ট হলেই হলো ॥৭৭
গোপীর ঘরে যে-সব কাণ্ড,
ক্ষীর খেয়ে ভাঙ্গ ভাণ্ড,
ব্যবহার ব্রহ্মাণ্ড হ'য়ে গেছে রাষ্ট্র।

সই—এখানে "ভাই"

পাক করিলেন গর্গ মুনি,
লোভেতে মা বর্গ মানি,
অগ্রভাগ খাও আপনি, করি ধর্ম্ম নষ্ট ॥ ৭৮
তোমার তুল্য মোহই বা কার ?
বংশধর ষাটি হাজার,
পুত্র মরে সগর রাজার,
শোক-সাগরে ডুবলো—মা ম'রে।
(একটা) নারীর মানে এত শোক,
শোক হলো প্রাণ-নাশক,
ছি ছি হাসিবে শত্রু লোক,
স্বত্র শুনিলে পরে ॥ ৭৯

* * *

সুরট-মল্লার—কাওয়ালী।

হে মদনমোহন ! এমন মোহ কার্ ?
অধীনী রমণী রাধার মানের দায়,
মানে না নয়নে শতধার ॥
এমন বিষণ্ণ কেন,—যেন আসন্ন দীন দুঃখে,—
প্রসন্নহীন দেখি হে তোমায় ;—
হে শশিবদন ! শ্রীমধুসূদন !
আছ মরমে মরণ সম, সরমে দাসীর সনে—
হেন আলাপ কেবল দেখি প্রলাপ সব
তোমার ! (ছ)

* * *

বিনয়ে বৃন্দের প্রতি কহিছেন কৃষ্ণ।
অন্ত কথা ত্যজ, সখি ! সহে না আর কষ্ট ॥৮০
যাই—যা হবে, তুমি একবার
সঙ্গে আমার তিষ্ঠ।
ধ'রে পায়, ঘুচাব মান, এই করেছি ইষ্ট ॥ ৮১
বৃন্দে বলে, ছি ছি ! একি বাঞ্ছা অপকৃষ্ট !
এই যে বল্লে, কৃষ্ণ ! তুমি জগতের শ্রেষ্ঠ ॥৮২
মহীতলে মহিমা এখনি হবে নষ্ট।
ছি ছি নাথ ! তুমি এমন আচারভ্রষ্ট ॥ ৮৩
নারীর মানে কেঁদে যায় বা নয়নের দৃষ্ট।
দৃষ্টে কারু দেখি নাই এমন অদৃষ্ট ॥ ৮৪
তুমি বল্লে আমায় ভজে নারদ বশিষ্ঠ।
এত হীন হবে কেন,—যে হেন বিশিষ্ট ॥ ৮৫
কৃষ্ণ কন বিশিষ্টের এই তিন রটে।
ছোট বই বড় হয় না, কাহারো নিকটে ॥ ৮৬
লোকের কাছে তুচ্ছ হলেই উচ্চ পদ পায় !
আপনাকে ভাবিলে উচ্চ, তুচ্ছ হ'য়ে যায় ॥৮৭
এই কি হীন কর্ম্ম,—রাধার চরণ শিরে ধরা ?
অনন্ত রূপেতে, বৃন্দে ! আমার শিরে,—ধরা ॥
হীন কর্ম্মে আমার, বৃন্দে ! হীনতা কি রটে ?
ছিদামের উচ্ছিষ্ট খেয়ে, শ্রেষ্ঠ পদ ঘটে ॥ ৮৯
পতিতেরে দিয়ে স্থান, পেয়েছি পৌরুষ।
চণ্ডালে বলিয়ে মিতে, ত্রিজগতে যশ ॥ ৯০

* * *

আলিয়া—একতালা।

সেই ত আমি জগত-মান্য হই !
কেন নয় আশ্রিত চরণে, হীন আচরণে,
জগতের জীব ঝোরে মম গুণে,
গোলোক ত্যেজে এসে বৃন্দাবনে,
বৃন্দে ! নন্দের বাধা মাথার বই ॥
জান না হে বৃন্দে ! গোকুল-রমণ !
আমি চিন্তামণি, আমায় চিন্তে মুনি,
সুর-মণির শিরোমণি,—
হ'য়ে, ভৃগু-মুনির পদ হৃদে লই ॥ (জ)

* * *

বৃন্দে বলে ওহে হরি !
যদি তুচ্ছেরে আদর করি,—
উচ্চ-পদ হয়েছে তোমার।
(তবে) দাসীর কথা, দয়াময় !
তুচ্ছ করে যাওয়া নয়,
গেলে মান বাঁচান হবে ভার ॥ ৯১
(কৃষ্ণ) কন, তবে যাই বৃন্দে !
বৃন্দে কহে গোবিন্দে,
এসো গো তবে, বিলম্ব কিসের তরে ?
শুনিয়া গোবিন্দ যান,
পথে গিয়ে করেন অনুমান,
"এসো গো' বল্লে বৃন্দে ! কেন মোরে ? ৯২
পুনঃ ফিরে গিয়ে বৃন্দেরে কন,
মৃদু ভাষে—ভাসে বদন—নয়নের নীরে।
"এসো গো" বল্লে—সেই ত আসা,
পুরাইতে পার আশা?
প্রাণের আশা নৈলে যায় দূরে ॥ ৯৩

কহে কথা বৃন্দে শুনে,
যাই বল্‌লে কেউ বন্ধু জনে,
বিদায় দেয় 'এসো'-বচনে,
(আবার) এলে কেও কি স্বপন দেখে?
বুঝ নাই হে রসরায়! যেতে বলেছি ইশারায়,
জেতে রহিত করি নাই হে তোমাকে॥৯৪
শুনে কেঁদে শ্যামরায়, চলিলেন পুনরায়,
পথে পুনঃ করেন মন্ত্রণা।
জেতে রহিত করিনে, বল্‌লে কিসের কারণে,
ফিরে গিয়ে উচিত তত্ত্ব জানা॥ ৯৫
আবার গিয়ে কন হরি,
তুমি যে বল্‌লে সহচরি!
জেতে রহিত করিনে, সে কি,তাহা শুনি।
সে কথা রহিল কই! আমি জেতে রহিত হই,
জাতি কুল আমার কমলিনী॥ ৯৬
যদি রহিত না কর জেতে,
তবে কেন বল যেতে,
শুনে বৃন্দে, নিন্দা করি বলে।
যারা করে গোচারণ, তাদের অম্‌নি আচরণ,
পূর্ব্বে বল্‌লে উত্তরেতে চলে॥ ৯৭
ঘরে আর কি আমার কাজ নাই!
তোমার কাজে কাজ-কামাই,—
আর আমি অধিক ভুগ্‌তে নারি।
শুনে কন ব্রজরাজ, ঘরের কাজে কিবা কাজ!
পরের কাজটাই পরের কাজে* ধরি॥ ৯৮
দূতী কয় শ্রীকৃষ্ণবাক্যে,
যদি ঘরের কাজ নাই বাখ্যে,
তবে মিছে তোমার পক্ষে রই!
তোমাতে প্রাণ-সমর্পণ,
এ দাসীর আর কে আপন,
আছে হে গোবিন্দ! তোমা বই? ৯৯
তুমি কি আমার পর? তোমা ভিন্ন পরাৎপর
অপর-সকলি পর বটে।
হ'ল শ্রীমুখের অনুমতি,
আর, তোমার কাজে রাখি না মতি,
বলো না কিছু আমার নিকটে॥ ১০০

আর কেন কর মিনতি, তব চরণে করি প্রণতি,
পথ দেখ,—দাঁড়িয়ে কেন পথে?
শুনে কৃষ্ণ যান ত্বরা, জলধরের জল-ধারা,—
নিবারণ না হয় নয়ন-পথে॥ ১০১
পুনঃ সে কন কমল-আঁখি,
পথ দেখিতে বল্‌লে সখি,
তবে আমি পথ দেখিতে পারি।
যাব পথে কি প্রকার?
দেখ্‌ছি ভুবন অন্ধকার,
নয়নের বারিধারা নিবারি॥ ১০২

* * *

ললিত বিভাস—ঝাঁপতাল।

কিরূপে পথ দেখি, তার পথ বলা মত বটে।
নয়ন-জলে পথ ভুলে, পথে বুঝি পতন ঘটে॥
কি কাল-পথ ভ্রমে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ-পথে গেলাম
আমি আর হের্‌ব না সে মুখ,
সুখপন্থা হারাইলাম,
প্রাণ-সংহারের পথ ঘটিল নিকটে।
আমার করিলে কি গতি, বিধি!
যে পথে মম গতি-বিধি, করি কি বিধি,
সে পথে আজি কণ্টক ঘটে;—
কুপথে পড়িলে অন্ধ, তারে পথ দেখাতে হয়,
(তাহে) বৃন্দে হে!
তোমার সনে নহে পথের পরিচয়,
দোসর হয়ে সোসর, সখি! কর সঙ্কটে॥ (ঝ)

* * *

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শ্রীরাধার মানভঞ্জন।

করুণাময়-মুখে ধনী, করুণাময় বচন শুনি,
করুণা জন্মিল কলেবরে!
শ্রীগোবিন্দে সহ করি, যায় বৃন্দে সহচরী,
যথায় কিশোরী মানভরে॥ ১০৩
দেখে মানের আড়ম্বর, পদে ধরেন পীতাম্বর,
পীতাম্বর গলে দিয়ে যতনে।
তবু না দেন ভঙ্গ মানে, না চান ত্রিভঙ্গ-পানে,
বামা হয়ে ত্যজেন বাম চরণে॥ ১০৪
কৃষ্ণ-ধনের অপমান, নিরখিয়ে বিদ্যমান,
অপ্রমাণ ক্রোধে বৃন্দে বলে।

* পরের কাজে—পরকালের কাজে।

যার মানে জগতে মান, তার উপরে এত মান,
মাণিক ফেলে জলে ॥ ১০৫
হয়ে গোপকন্তে তোর যত,
মান্ধাতার বেটার এত,—
মান ছিল না!—মাগো! একি মান?
মান্ মূর্ত্তি করিয়ে, মাধবের মান হরিয়ে,
ব্রজময় করেছ ম্রিয়মাণ ॥ ১০৬
মানে কেবল যাবে মান্ রবে না মান বর্ত্তমান,
চির দিন এ মান থাকৃত মানি।
যখন মানান্তে জলিছে দেহ,
মান-পত্র দিয়া দাহ,—
নিবারণ করো গো কমলিনি! ১০৭
কিছু না সয় অতিশয় সর্ব্ব কর্ম্ম দূষ্য।
অতিশয় সাহসে মদন হয় ভস্ম ॥ ১০৮
অতিশয় ভারি হলে, রসাতল বিশ্ব।
অতিশয় প্রজার পাপে পৃথিবী হবে শস্য ॥ ১০৯
অতিশয় দর্পে লঙ্কায় হত হয় দশাস্য।
অতিশয় হাস্য হ'লে, রোদন অবশ্য ॥ ১১০
অতিশয় সন্তানে সগর-বংশ শূন্য।
অতিশয় গৌরবে গরুড়ের দর্প চূর্ণ ॥ ১১১
অতিশয় দানে বলির অপমান পূর্ণ।
(তেমনি) অতিশয় মানে তোমার হবে
মান শূন্য ॥ ১১২

* * *

খাম্বাজ—একতালা।

ছি! তোর মানের মান কি এত?
কবুলি সাধের শ্যামের মান হত।
যে গোবিন্দ-পদ, আপদের আপদ,
শঙ্করের সদা-সম্পদ, পদে যার ব্রহ্ম-পদ,
ঘটে,—সে তোর পদে প'ড়ে পদচ্যুত।
যে মাধব মুনিগণের শিরোমণি,
কণ্ঠ-ভূষণ তোমার নীলকান্ত-মণি,
রমণীর দায়ে সে মণি অমনি,
মণিহারা ফণীর মত! (ঐ)

* * *

মান-সাগরে মান-ভরে ভাসেন কমলিনী।
ত্যজিলেন নীলকমল-অঙ্গে কমলনয়নী ॥ ১১৩
কাতর কমলাকান্ত হৃদয়-কমলে।
রতন-কমল ভাসে, কমলাক্ষির জলে ॥ ১১৪
রাধার শোকে রাধাকুণ্ডের ধারে যান ত্বরায়।
পতিতপাবন হন পতিত ধরায় ॥ ১১৫

* * *

রাধাকুণ্ডের তীরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত চিত্রা সখীর সাক্ষাৎ।

ভূতলে ভুবনের পতি নয়ন মুদিয়ে।
দৈবে চিত্রে সখী যায় সেই পথ দিয়ে ॥ ১১৬
বিচিত্র দেখিয়া চিত্তে, চিত্রে চমৎকার।
ঘুচাইতে নারে চিত্রে, চিত্তের বিকার ॥ ১১৭
চিত্রে কিছু চিত্তে স্থির করিবারে নারে।
চিত্রের পুত্তলি প্রায় চিত্রে চিতে হেরে ॥ ১১৮
চিত্র বিচিত্র রেখা হেরি শ্যাম-গাত্রে।
জগতের চিত্ত-হরে * সুধাতেছে চিত্রে ॥ ১১৯
অন্য চিন্তা ঘুচাও নাথ। করি চিত্ত শান্ত।
উচিত চিত্রেরে বল৷ চিত্তের বৃত্তান্ত ॥ ১২০
ধরায় ব্যাকুল-চিত্ত কি পাপের তরে?
এমন প্রায়শ্চিত্তবিধি কে দিয়াছে তোমারে?
কালি ছিলাম মথুরার বিকে,† না পাইয়া পার।
কিছু জানিনা, ব্রজনাথ! ব্রজের সমাচার ॥ ১২২
মরে যাই! সাধনের ধন! ধুলায় পড়ে সে কি
বল হে মাধব! তোমার মা মরেছে না কি?
সুবল-কুশল কিছু বল হে! করি দ্বন্দ্ব—
বলেছে কি গোবিন্দ! তোমায় নন্দ কিছু মন্দ?
(তার) বাধা ব'য়ে, লয়ে যেতে দিয়েছিলে
কি বাধা?
(কি না) মান ক'রে ত্যজেছে তোমায়,
তোমার মনোমোহিনী রাধা? ১২৫
কহে গোকুল-রমণী, প্রাণ-চিন্তামণি!
কি জন্য অমন হয়েছ গুণমণি!
হারায়ে যেন মণি, বিব্রত হয় ফণী,
কেন প'ড়ে অবনী? চুরি ক'রে নবনী,
খেয়েছে, তাই নন্দরাণী, বলেছে কি মন্দবাণী

* জগতের চিত্তহরে—শ্রীকৃষ্ণকে।
† বিকে—হাটে।

কি গোকুলের গোপিনী, কি জানি কোন্ পাপিনী,
হয়ে কাল-সাপিনী, বলেছে কোন্ বাণী,
কহে দুষ্ট বাণী, ধরে কার না জানি,
কি ভুবন-বন্দিনী, বৃষভানু-নন্দিনী,
তোমার প্রেমাধীনী, অসাধ্য-সাধিনী,
প্যারী বিনোদিনী, হরিপরিবাদিনী,
মান করেছেন তিনি,
যে ধনে তুমি ধনী, হারায়ে সেই ধনী,
ত্যজে বংশীধ্বনি, পড়েছ ধরণী! ১২৬

* * *

অহং—একতালা।

কর এ কি রঙ্গ।
ধরা-শয়নে, ধারা নয়নে,—
আজি এমন কেন, রসভঙ্গ ত্রিভঙ্গ?
কি লাগি উদাসী, বল না দাসীরে,
বিগলিত কেন শিখিপুচ্ছ শিরে,—
শোভে কি হে শ্যাম-অঙ্গ?
বংশীধর! কেন বংশী ধরণীতে,—
ত্যেজে রাধা-গুণ-প্রসঙ্গ॥
কেন না হেরি, কেশব, প্রাণাধিক-সব,
সখা হে! সখাসঙ্গ?
কি লাগি খেদিত, না হয় বিদিত,
কি ভাব উদিত, কেন হে মুদিত,—
ক'রে যুগল অপাঙ্গ॥
কিসে মর্ম্মে ব্যথা, কও না ডাক্‌লে কথা!
মাধব! আমি কি হে বৈরঙ্গ? (ট)

* * *

শ্রীরাধিকার নিকট চিত্রা সখীর গমন।

না কন কথা পরাৎপর, সখীরে লাগে ফাঁফর,
তার পর অপর বচনে।
শুনিলেন বিবরণ, রাই-বিরহে শ্যামবরণ,
বিবরণ হয়ে ধরাসনে॥ ১২৭
অমনি কর্‌তে বিধান, রাই-সন্নিধানে যান,
বলে, চিত্রে এ আর কেমন!
কি করেছ, মরি হায়!
(রাই) শ্যামধনে বুঝি হারায়,
শ্যাম গেলে কিসের বৃন্দাবন? ১২৮

কেঁদে কেঁদে চক্ষে জল,
পড়েছে মরি কি জঞ্জাল!
চক্ষু হারায় বুঝি হরি!
(যদি) হৃদয়ে গিয়া হও উদয়,
রাই! তুমি তার চন্দ্রোদয়,
খাটে না অন্য চন্দ্রোদয়ের বড়ি*॥
কারু বাক্যে না দেয় সায়,
বুঝি কণ্ঠ,—পিপাসায়,
রোধ হয়েছে,—বিরহ-কফজ্বরে।
বিনে তব প্রেমবারি, সে তৃষ্ণা কিসে নিবারি!
দেহ শীঘ্র সেই জল,—কফ-জ্বরে॥ ১৩০
পীতবাস বড় তাপিত, দেখিলাম উদর স্ফীত,
উদরী,—সন্দেহ তাতে নাই!
হয় বঁধুর প্রাণদণ্ড, পথ্য তাতে মান-খণ্ড,†
হয়েছে,—ওগো রাই! ১৩১
আছে যেন প্রস্তুত ঘরে, শীঘ্র মান চূর্ণ ক'রে,
অগ্রে দাও,—আর কথা পশ্চাতে।
দেখিলাম তোমার শ্যামবরণ,
হয়েছেন পাণ্ডু-বরণ,
যে বর্ণ ঘটায় সর্পাঘাতে॥ ১৩২
দংশিয়াছে যেই ফণী, মণিমন্ত্রে চিন্তামণি,
সে বিষে নিস্তার নাহি পান।
তব প্রেমামৃত পান,—বিনে কৃষ্ণ প্রাণ পান,—
এমন তো করিনে অনুমান॥

* * *

আড়ানা বাগেশ্রী—কাওয়ালী।

সে বিনে শ্যাম কিসে তরে!
রাধে! আজি গো ধরেছে তব শ্রীধরে,—
তব বিচ্ছেদ-বিষধরে।
বুঝি হারায় জীবন, সাধের ব্রজের জীবন,
(হেরি তার আকার, দেখে এলাম আমি,)
শ্যাম-অঙ্গে যে বিকার হলো!—
গোকুলে অন্ধকার, বিনে তব অঙ্গীকার,
আর সাধ্য কার, সে বিকার
প্রতিকার করে? (ঠ)

---

* চন্দ্রোদয়ের বড়ি—আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধ।
† মানখণ্ড—এক পক্ষে আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধ বিশেষ। অপর পক্ষে মান ত্যাগ বা মান চূর্ণ।

শ্রীকৃষ্ণের যোগিবেশ ধারণ।

(হেথা) কিঞ্চিৎ পরে চেতন,
পাইয়ে নীলরতন,
অমনি করিয়ে যতন, যান বৃন্দে-পাশে।
হতে হলো উদ্যোগী, আমারে সাজাও যোগী,
বাঁচাও হয়ে মনোযোগী, মনের হুতাশে ॥ ১৩৪
বল্‌বো গিয়া প্রেমদারে, থাকি তীর্থ হরিদ্বারে,
ছল ক'রে কুঞ্জের দ্বারে, লব দান ভিক্ষা হে।
শুনে বৃন্দে উঠে শিহরি,
বলে,—কি বল্‌লে হরি ?
দেহ হৈতে প্রাণ হরি, লও যে কথায় হে ॥ ১৩৫
কেমনে কক্ষে দিই বাকল,
মনে কর্‌তে প্রাণ বিকল,
দাসী হ'তে এ সকল, কেমনে শোভা পায় হে ?
যে গলে মালতীর হার, পরিয়ে করি পরিহার !
ম'রে যাই কেমনে হাড়-
মালা দিব গলায় হে ? ১৩৬
যাতে মগ্ন গোকুলবাসী,
কর-শোভাকর মোহন-বাঁশী,
বাঁশীর ধ্বনি ভাল বাসি, দাসী হয়েছি যায় হে !
তাতে সাজাব শিঙ্গা ডম্বুরে,
ডাকিবে তুমি শম্ভুরে,
থাকিবে দুঃখ সম্বরে, কেমনে গোপিকায় হে ?
শুনে কেমন করে বক্ষ, করে দিব রুদ্রাক্ষ !
ধুতুরা করিতে ভক্ষ্য, দিব শ্যাম ! তোমায় হে !
আমাদের পরমার্থ, ঘুচাইবে পদ্মনেত্র !
চন্দন তুলসীপত্র, লবে না আজি পায় হে ॥১৩৮
কি অশুভ চন্দ্র, তব হে গোকুলচন্দ্র !
পদ-নখে পতিত চন্দ্র, যার হায় হায় হে !
চাঁদকে দিব কপালে তুলে,
চাঁদ তো হবে কপালে,
এত ভোগ তব কপালে,
ছিল শ্যাম-রায় হে ! ১৩৯
কি কথা বল্‌লে দাসীরে,
কি বলিবে ব্রজবাসীরে,
কি শোভা শিখি-পুচ্ছ-শিরে,
রাধা-নাম লেখায় হে।
তাতে দিতে জটাভার, কে লবে এমন ভার ?
এত নয় ভাল ব্যভার,
ভার হলো আমায় হে ॥ ১৪০
অলকাতিলকাবৃত, শ্রীঅঙ্গ কত শোভিত।
মুছাতে মন তাপিত, মরি মমতায় হে।
এ সব কর্ম্ম দূষ্য ত, অপরাধ ঘটিবে শত,
আর এক কর্ম্ম বিশেষত,
দাসীর কন্যাদায় হে ॥ ১৪১
এই বলিয়া বৃন্দা কি বলিতেছেন, শ্রবণ কর ;—

* * *

খট্‌ভৈরবী—একতালা।

যাতে ক্ষীর সর, হে গোকুলেশ্বর।
নন্দরাণী দেয় আনন্দে।
আমি দাসী হ'য়ে এমন দুষ্কর্ম্ম করিব কিরূপ,
ওহে বিশ্বরূপ ! দিব ভস্ম মেখে
তোমার শ্রীমুখচন্দ্রে ॥
আমি তোমার, হে গোবিন্দ গোলোকবাসি !
চরম-কালের ধন ঐ চরণ ভালবাসি,
বৃন্দাবনে বৃন্দে তোমারই দাসী,
(দিতে) চন্দন-তুলসী, পদারবিন্দে ॥
তুমি হে গোবিন্দ ! যশোমতীর কোলে,
যে মুখমণ্ডলে ব্রহ্মাণ্ড দেখালে,
পুনর্জ্জন্ম নাস্তি যে মুখ হেরিলে,
জীবের মুক্তি ঘটে ভবের কান্দে ॥ (ভ)

* * *

শুনে কন বৃন্দেরে শ্রীকৃষ্ণ মিষ্ট বাক্যে।
সাজাও যোগী, দহে প্রাণ, সহে না অপেক্ষে ॥
বিষ-দান বিধান, দূতি ! নাই বটে ত্রৈলোক্যে।
বিকার-কালেতে দিলে হয় প্রাণ-রক্ষে ॥ ১৪৩
শুনে বৃন্দে পাষাণ বাঁধিয়া নিজ বক্ষে।
পরায় ত্রৈলোক্য-নাথে ব্যাঘ্রছাল কক্ষে ॥ ১৪৪
ছল ক'রে হরিতে যান, রাধার সমক্ষে।
মাধব মদনকুঞ্জে যান মনোদুঃখে ॥ ১৪৫
পথ-মাঝে বিশখা সখী দেখে পদ্মচক্ষে।
ত্রিভঙ্গেরে রঙ্গিণী কহিছে ব্যঙ্গ-বাক্যে ॥ ১৪৬
যোগী কি উদ্যোগী ?—কোন্ কার্য্য উপলক্ষে।
চেন-চেন করছি যেন চক্ষেতে নিরীক্ষে ॥ ১৪৭

তুমি সেই নও, আসিয়ে এক দিন,
কমলিনীর বিপক্ষে।
বসন লয়ে উঠেছিলে কদম্বের বৃক্ষে ॥ ১৪৮
ধর্ম্ম-হীনে যোগ-ধর্ম্ম কে দিয়েছে শিক্ষে।
তোমার কপট সকল হে! হয়েছে পরীক্ষে ॥
কেহ নাই আর ভণ্ডযোগী তোমার অপেক্ষে।
এক মন্ত্র ত্যাগ ক'রে, আর মন্ত্র দীক্ষে ॥ ১৫০
মুক্ত-পুরুষ হয়ে, জানাও, লোকের
কাছে ব্যাখ্যে।
নিকটে তোমার সংসার জানে সুর যক্ষে ॥ ১৫১
তোমার দোষ নাই হে! এত পরিবার যে রক্ষে
তার কি আর চলে, ক'রে এক
বাড়ীতে ভিক্ষে ॥ ১৫২
(কিন্ত) ঘুচিল সব পরিবার একবারকার দুর্ভিক্ষে
ছেড়েছেন লক্ষ্মী অনাচার-উপলক্ষে ॥ ১৫৩
ব্যঙ্গ ত্যজি ভক্তি-ছলে সুধায় গোপিকে।
হরি হে! এমন কর্ম্ম করলে
কোন্ ব্যাপিকে ॥ ১৫৪
আবার কোন্ ছারকপালী
ছাই দিয়েছে মেখে?
ছাই দিয়ে কি তোমার অঙ্গের
জ্যোতি রাখ্‌বে ঢেকে? ১৫৫
সখা হে! গরুড়ের পাখা,
ঢাকিতে প্যারে কি কাকে?
বজ্রাঘাতের ঘোর শব্দ,—ঢাকে কখন ঢাকে?
জগবন্ধু! তুমিই জগতের আচ্ছাদক।
তোমারি ঢাকেতে ঢাকে ভূলোক ভব লোক ॥
তোমারি ঢাকেতে আছে পাতাল স্বর্গ তুমি।
ব্রহ্মা-পুরন্দর-শিবকে ঢেকে রেখেছ তুমি ॥ ১৫৮
ছি ছি কি লজ্জার কথা,—ভয় নাই কি নিন্দে?
তোমায় ঢাকতে সাধ করেছেন
গোপী রমণী বৃন্দে ॥ ১৫৯
হাস্য কথা,—ভস্মেতে ঢাকিবেন কাল-শশী!
আকাশে বসন দিয়া, দিনে করিবেন নিশি!
সর্প-দর্প ঢাকিতে বাসনা ভেক-দলে!
দাবানল নিবাতে বাঞ্ছা কুশাগ্রের জলে? ১৬১
তোমারে ঢাকিতে নাথ!
কি অন্যের অধিকার?
মায়া ক'রে আপনারে আপনি ঢাকতে পার?
তা ত হয় নাই, চিহ্ন আছে নানামতে।
ভুলেছ সকল মায়া, রাধার মায়াতে ॥ ১৬৩
(বিশেষ,) গোপী প্রতি, চক্রপাণি!
চক্র করা তার।
শ্রীঅঙ্গের বক্রভাব চিহ্ন গোপিকার ॥ ১৬৪
কিছু অগোচর গোপীরা নাই, হে চিন্তামণি!
হৃদয়ে ভাবি তিলে তিলে, তিলটী শুদ্ধ চিনি ॥

* * *

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

সুধু কি ঢাকে রজত-বরণে? হে ত্রিভঙ্গ!
রঙ্গ কর কেনে ॥
চিন্‌তে পেরেছি, ভব-চিন্তাহারি!
অপাঙ্গে দেখে বাঁকা অপাঙ্গ,
তব ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ চরণে ॥
(দুঃখে) নয়ন-সলিল হৃদয়ে পতন,
হৃদয়ের ভস্ম হয়েছে মোচন,
ঐ যে দেখ', যায় হে সখা!
ভৃগু মুনির পদ-রেখা,
যায় কি রাখা গোপিকারে গোপনে? (চ)

* * *

যোগি-বেশে শ্রীকৃষ্ণের রাধাকুঞ্জে গমন—যুগলমিলন।

সঙ্গে ল'য়ে শ্যাম সখা, আনন্দে চলে বিশখা,
কাব্য দেখিবারে সাধ মনে।
সাজাইয়া যোগি-বেশ,
চলে বৃন্দে হয়ে প্রবেশ,—
অগ্রে গিয়া প্যারীকুঞ্জবনে ॥ ১৬৬
দ্বারে কৃষ্ণ উপনীত, যেমন যোগীর নীত,
রাম-রাম শব্দ অবিরত।
শুনে স্বর্ণ-কটরায়, তণ্ডুল ল'য়ে ত্বরায়,
বৃন্দে বাহির্দ্বারে যায় দ্রুত ॥ ১৬৭
কহিছেন শ্রীনিবাস, রাজনন্দিনীর বাস,
এসেছি হে সেই ভিক্ষার তরে!
প্রতিজ্ঞা করেন রাই, তবে আজি ভিক্ষা চাই,
না দেন,—যাইব অন্য দ্বারে ॥ ১৬৮

শুনে বৃন্দে রসিকতা,
বলে, আই মা! সে কি কথা!
এ কথায় তো গৃহী অপারক।
অতিথির ধর্ম্ম নয়, ধন্না দিয়ে ভিক্ষা লয়,—
জন্মে ইথে উভয়ের নরক॥ ১৬৯
কথা হচ্ছে ব্যতিক্রম, ঘরে নাই পুরুষোত্তম,*
পুরুষ থাকলে হতো একটা যুক্তি।
তুমি যদি রাধাকে বল, যোগিনী হয়ে সঙ্গে চল,
সতীর কেমনে হবে শক্তি? ১৭০
এমন পাঠ তো কোন কালে পড়ে না যোগীতে
তত্ত্ব-কথায় মত্ত যোগী,যোগীর পাঠ গীতে॥১৭১
তারা তো সংসারের জ্বালা এড়ায় ভুগিতে।
প্রতিজ্ঞা করিয়া ভিক্ষা কেন যাবে মাগিতে?১৭২
তাদের পরিণাম-চিন্তা, মত্ত হরিনাম সঙ্গীতে।
কুপথে না যায়, না মিশায় কু-সঙ্গীতে॥ ১৭৩
তোমাকে যোগীর মত লাগে না কিছু
আকার-ইঙ্গিতে।
কেমন কেমন লাগছে যেন নয়ন-ভঙ্গীতে॥১৭৪
(তখন) বৃন্দে গিয়ে কয় রাধায়,
কি মন্ত্রণা এ বিধায়,
হবে রাই! বিপাক-পরিপাকে।
নাম বটে প্রাণাধিক, ধর্ম্ম হয়েছেন ততোধিক,
সে ধর্ম্ম যায় অতিথি-বৈমুখে॥ ১৭৫
তুমি যদি প্রতিজ্ঞা কর, কি জানি হবে দুষ্কর,
না জানি কি চায় ভিক্ষা-ছলে।
এসেছে কি কাল-অতিথ,
আর করা নয় কালাতীত,
কালাচাঁদকে ডাকতে হয় এ কালে॥ ১৭৬
বৃন্দের প্রতি অনুমতি, অমনি দেন শ্রীমতী,
শ্রীপতিরে আনিবার তরে।
বৃন্দে ক'রে অন্বেষণ, বলে রাই! পীতবসন,—
পেলাম না তিন ভুবন-ভিতরে॥ ১৭৭
অদর্শন জন্য হরি, কাঁপে অঙ্গ থর-হরি,
হরিল চেতন হরি-শোকে॥
মাধবের অন্বেষণে, বসিলেন যোগাসনে,—
বিশ্বজনবন্দিনী রাধিকে॥ ১৭৮

*পুরুষোত্তম,—গৃহস্থ পক্ষে স্বামী; অধ্যাত্মপক্ষে—শ্রীকৃষ্ণ।

দেখেন যোগি-বেশ ধরি, যোগীন্দ্র-বন্দিত হরি,
দ্বারে আমার মান-ভিক্ষার তরে।
চক্ষু করি উন্মীলন, অমনি বাঞ্ছা মিলন,—
হরে মন হেরে মনোহরে॥ ১৭৯
কাঁদেন মান পরিহরি, শ্রীমান্ কৃষ্ণেরে হেরি,
অভিমান ঘুচিল মনোমাঝে।
রত্নসিংহাসনে শ্যামে, বসায়ে বৈসেন বামে,
কি আনন্দময় হয় ব্রজে॥ ১৮০

* * *

ললিত-ভঁয়রো—একতালা।

কি শোভা রে কুঞ্জে রাইসহ শ্রীগোবিন্দ।
নবঘন-পাশে যেন উদয় হলো রাকাচন্দ্র॥
ব্রজেশ্বরী রাই-কিশোরী হরির হরি নিরানন্দ॥
বিতরিছেন বংশীধরে সমাদরে প্রেমানন্দ।
ডাকিছেন সুধাংশুমুখী,
শ্যাম এলো, আয় শ্যামা সখি!
শ্যাম-শোকে অসুখী হ'য়ে,বলেছি তোয় মন্দ।
ডাকেন শুকে নাচ রে সুখে!
সুখের সময় কি আর সন্ধ?
মধুকর ধ্বনি ক'রে, পান করে মকরন্দ॥ (ণ)

* * *

এই মানের পালার কিছু ছড়া ও একটী অতি সুন্দর গান এপর্য্যন্ত কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। তাহা এই;—

শ্রীকৃষ্ণ মানিনী রাধার চরণ ধরিবার পর সখীদিগের উক্তি—

সবাই বলে আর বলি আমরা,
রাই কমল—শ্যাম কালো ভ্রমরা,
মধুপান করে কমলের উপরে বসে!
দেখ দেখি আজ কি করলে ভ্রমর,
বলতে লজ্জা আ-মর!
ভ্রমর কখন মৃণালে মুখ ঘষে?
মধু থাকে কর্ণিকারে,ব'লে দিতে হয় না কারে,
থাকে যার অধিকারে, সেই গিয়ে মধু খায়।
নিত্য করে আনা-গোনা,
মধু কোথা থাকে তা জানে না,
অলি কভু কি মৃণালে বসতে চায়?॥

তুমি সেই নও, আসিয়ে এক দিন,
কমলিনীর বিপক্ষে।
বসন লয়ে উঠেছিলে কদম্বের বৃক্ষে ॥ ১৪৮
ধর্ম্ম-হীনে যোগ-ধর্ম্ম কে দিয়েছে শিক্ষে।
তোমার কপট সকল হে! হয়েছে পরীক্ষে ॥
কেহ নাই আর ভণ্ডযোগী তোমার অপেক্ষে।
এক মন্ত্র ত্যাগ ক'রে, আর মন্ত্র দীক্ষে ॥ ১৫০
মুক্ত-পুরুষ হয়ে, জানাও, লোকের
কাছে ব্যাখ্যে।
নিকটে তোমার সংসার জানে সুর যক্ষে ॥১৫১
তোমার দোষ নাই হে! এত পরিবার যে রক্ষে
তায় কি আর চলে, ক'রে এক
বাড়ীতে ভিক্ষে ॥ ১৫২
(কিন্তু) ঘুচিল সব পরিবার একবারকার দুর্ভিক্ষে
ছেড়েছেন লক্ষ্মী অনাচার-উপলক্ষে ॥ ১৫৩
ব্যঙ্গ ত্যজি ভক্তি-ছলে সুধায় গোপিকে।
হরি হে! এমন কর্ম্ম করলে
কোন্ ব্যাপিকে ॥ ১৫৪
আবার কোন্ ছারকপালী
ছাই দিয়েছে মেখে?
ছাই দিয়ে কি তোমার অঙ্গের
জ্যোতি রাখ্‌বে ঢেকে? ১৫৫
সখা হে! গরুড়ের পাখা,
ঢাকিতে পারে কি কাকে?
বজ্রাঘাতের ঘোর শব্দ,—ঢাকে কখন ঢাকে?
জগবন্ধু! তুমিই জগতের আচ্ছাদক।
তোমারি ঢাকেতে ঢাকে ভূলোক ভবলোক ॥
তোমারি ঢাকেতে আছে পাতাল স্বর্গ তুমি।
ব্রহ্মা-পুরন্দর-শিবকে ঢেকে রেখেছ তুমি ॥ ১৫৮
ছি ছি কি লজ্জার কথা,—ভয় নাই কি নিন্দে?
তোমায় ঢাকৃতে সাধ করেছেন
গোপী রমণী বৃন্দে ॥ ১৫৯
হাস্য কথা,—ভস্মেতে ঢাকিবেন কাল-শশী!
আকাশে বসন দিয়া, দিনে করিবেন নিশি!
সর্প-দর্প ঢাকিতে বাসনা ভেক-দলে!
দাবানল নিবাতে বাঞ্ছা কুশাগ্রের জলে?১৬১
তোমারে ঢাকিতে নাথ!
কি অন্যের অধিকার?
মায়া ক'রে আপনারে আপনি ঢাকৃতে পার?
তা ত হয় নাই, চিহ্ন আছে নানামতে।
ভুলেছ সকল মায়া, রাধার মায়াতে ॥ ১৬৩
(বিশেষ,) গোপী প্রতি, চক্রপাণি!
চক্র করা তার।
শ্রীঅঙ্গের বক্রভাব চিহ্ন গোপিকার ॥ ১৬৪
কিছু অগোচর গোপীরা নাই, হে চিন্তামণি!
হৃদয়ে ভাবি তিলে তিলে, তিলটী শুদ্ধ চিনি ॥

* * *

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

সুধু কি ঢাকে রজত-বরণে? হে ত্রিভঙ্গ!
রঙ্গ কর কেনে ॥
চিনতে পেরেছি, ভব-চিন্তাহারি!
অপাঙ্গে দেখে বাঁকা অপাঙ্গ,
তব ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ চরণে ॥
(দুঃখে) নয়ন-সলিল হৃদয়ে পতন,
হৃদয়ের ভস্ম হয়েছে মোচন,
ঐ যে দেখা', যায় হে সখা!
ভৃগু মুনির পদ-রেখা,
যায় কি রাখা গোপিকারে গোপনে? (ঢ)

* * *

যোগি-বেশে শ্রীকৃষ্ণের রাধাকুঞ্জে গমন—যুগলমিলন।

সঙ্গে ল'য়ে শ্যাম সখা, আনন্দে চলে বিশখা,
কাব্য দেখিবারে সাধ মনে।
সাজাইয়া যোগি-বেশ,
চলে বৃন্দে হয় প্রবেশ,—
অগ্রে গিয়া প্যারীকুঞ্জবনে ॥ ১৬৬
দ্বারে কৃষ্ণ উপনীত, যেমন যোগীর নীত,
রাম-রাম শব্দ অবিরত।
শুনে স্বর্ণ-কটরায়, তণ্ডুল ল'য়ে ত্বরায়,
বৃন্দে বহির্দ্বারে যায় দ্রুত ॥ ১৬৭
কহিছেন শ্রীনিবাস, রাজনন্দিনীর বাস,
এসেছি হে সেই ভিক্ষার তরে!
প্রতিজ্ঞা করেন রাই, তবে আজি ভিক্ষা চাই,
না দেন,—যাইব অন্য দ্বারে ॥ ১৬৮

শুনে বৃন্দে রসিকতা,
বলে, আই মা! সে কি কথা!
এ কথায় তো গৃহী অপারক।
অতিথির ধর্ম্ম নয়, ধন্বা দিয়ে ভিক্ষা লয়,—
জন্মে ইথে উভয়ের নরক॥ ১৬৯
কথা হচ্চে ব্যতিক্রম, ঘরে নাই পুরুষোত্তম,*
পুরুষ থাকলে হতো একটা যুক্তি।
তুমি যদি রাধাকে বল, যোগিনী হয়ে সঙ্গে চল,
সতীর কেমনে হবে শক্তি? ১৭০
এমন পাঠ তো কোন কালে পড়ে না যোগীতে
তত্ত্ব-কথায় মত্ত যোগী, যোগীর পাঠ গীতে॥১৭১
তারা তো সংসারের জ্বালা এড়ায় ভুগিতে।
প্রতিজ্ঞা করিয়া ভিক্ষা কেন যাবে মাগিতে?১৭২
তাদের পরিণাম-চিন্তা, মত্ত হরিনাম সঙ্গীতে।
কুপথে না যায়, না মিশায় কু-সঙ্গীতে॥ ১৭৩
তোমাকে যোগীর মত লাগে না কিছু
আকার-ইঙ্গিতে।
কেমন কেমন লাগছে যেন নয়ন-ভঙ্গীতে॥১৭৪
(তখন) বৃন্দে গিয়ে কয় রাধায়,
কি মন্ত্রণা এ বিধায়,
হবে রাই! বিপাক-পরিপাকে।
নাম বটে প্রাণাধিক, ধর্ম্ম হয়েছেন ততোধিক,
সে ধর্ম্ম যায় অতিথি-বৈমুখে॥ ১৭৫
তুমি যদি প্রতিজ্ঞা কর, কি জানি হবে দুষ্কর,
না জানি কি চায় ভিক্ষা-ছলে।
এসেছে কি কাল-অতিথ,
আর করা নয় কালাতীত,
কালাচাঁদকে ডাকতে হয় এ কালে॥ ১৭৬
বৃন্দের প্রতি অনুমতি, অমনি দেন শ্রীমতী,
শ্রীপতিরে আনিবার তরে।
বৃন্দে ক'রে অন্বেষণ, বলে রাই! পীতবসন,—
পেলাম না তিন ভুবন-ভিতরে॥ ১৭৭
অদর্শন জন্য হরি, কাঁপে অঙ্গ থর-হরি,
হরিল চেতন হরি-শোকে॥
মাধবের অন্বেষণে, বসিলেন যোগাসনে,—
বিশ্বজনবন্দিনী রাধিকে॥ ১৭৮

*পুরুষোত্তম,—গৃহস্থ পক্ষে স্বামী; অধ্যাত্মপক্ষে—শ্রীকৃষ্ণ।

দেখেন যোগি-বেশ ধরি, যোগীন্দ্র-বন্দিত হরি,
দ্বারে আমার মান-ভিক্ষার তরে।
চক্ষু করি উন্মীলন, অমনি বাঞ্ছা মিলন,—
হরে মন হেরে মনোহরে॥ ১৭৯
কাঁদেন মান পরিহরি, শ্রীমান্ কৃষ্ণেরে হেরি,
অভিমান ঘুচিল মনোমাঝে।
রত্নসিংহাসনে শ্যামে, বসায়ে বৈসেন বামে,
কি আনন্দময় হয় ব্রজে॥ ১৮০

* * *

ললিত-ভঁয়রো—একতালা।

কি শোভা রে কুঞ্জে রাইসহ শ্রীগোবিন্দ।
নবঘন-পাশে যেন উদয় হলো রাকাচন্দ্র॥
ব্রজেশ্বরী রাই-কিশোরী হরির হরি নিরানন্দ॥
বিতরিছেন বংশীধরে সমাদরে প্রেমানন্দ।
ডাকিছেন সুধাংশুমুখী,
শ্যাম এলো, আয় শ্যামা সখি!
শ্যাম-শোকে অসুখী হ'য়ে, বলেছি তোয় মন্দ।
ডাকেন শুকে নাচ রে সুখে!
সুখের সময় কি আর সন্ধ?
মধুকর ধ্বনি ক'রে, পান করে মকরন্দ॥ (৭)

* * *

এই মানের পালার কিছু ছড়া ও একটী অতি সুন্দর গান এপর্য্যন্ত কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। তাহা এই;—

শ্রীকৃষ্ণ মানিনী রাধার চরণ ধরিবার পর সখীদিগের উক্তি—

সবাই বলে আর বলি আমরা,
রাই কমল—শ্যাম কালো ভ্রমরা,
মধুপান করে কমলের উপরে বসে!
দেখ দেখি আজ কি করলে ভ্রমর,
বলতে লজ্জা আ-মর!
ভ্রমর কখন মৃণালে মুখ ঘষে?
মধু থাকে কর্ণিকারে, ব'লে দিতে হয় না কারে,
থাকে যার অধিকারে, সেই গিয়ে মধু খায়।
নিত্য করে আনা-গোনা,
মধু কোথা থাকে তা জানে না,
অলি কভু কি মৃণালে বসতে চায়?॥

শুনে বৃন্দে বলে হেসে,
ঐ যে অলি মৃণালে ব'সে,
এর তত্ত্ব তোরা কেমনে পাবি ?
বুঝিয়ে আর বল্‌ব কত, এ বড় কথা শকত,
বুঝবি যখন আমার মতন হবি॥
এই বলিয়া বৃন্দা দূতী কি বলিতেছেন,—
অহং মঙ্গল—একতালা।
"মধু কভু মৃণালে না রয়।
এতো সবাই জানে, নিখিল ভুবনে ;—
মধু কর্ণিকারে থাকে, কথা মিথ্যা নয়॥
এত রাই কমলিনী, নিত্য মধুর খনি,
আপাদ মস্তক এ যে সব মধুময় ;—
ভ্রমর যেখানে বসিবে, (সখি লো !)
তথায় মধু পাবে, (ঐ কৃষ্ণ অলি তাই
মৃণালে বসেছে)
এ যে রাধা-পদ্ম তো সামান্য কমল নয়॥

মান-ভঞ্জন—(১) সমাপ্ত।

মান-ভঞ্জন।

(২)

শ্রীকৃষ্ণ ও বৃন্দা।

কর্‌তে রাধার মানভঙ্গ,
নিজ মান ত্যজে ত্রিভঙ্গ,
ধরেন পায়,—উপায়-শূন্য দেখি।
কেঁদে বৃন্দাবন-পতি, মান যথা বৃন্দে দূতী,
কহেন,—কি করি বল সখি ? ১
পেলেম না সে প্রেমদায়,
পায়ে ধরলাম প্রেম-দায়,
এমন দায় জন্মে হয় নাই।
প্যারী বিনে প্রাণ পারিনে রাখতে,
গৌণ করো না প্রাণ থাকৃতে,
রে বৃন্দে ! যদি প্রাণ পাই॥ ২

* * *

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দার উক্তি।

বৃন্দে বলে, সে কি কথা ?
সাধনের ধন তুমি যথা,—
মান হারিয়ে কেঁদে এলে শ্রীকান্ত।
(হাঁ হে,) তোমা হতে কি আমি মানী ?
ও কথা কি আমি মানি ?
আমার মান রেখে রাই মানে হবেন ক্ষান্ত॥ ৩
শ্রীরাধার যে আদ্য মান,
যে মানে তাঁরা বিদ্যমান,
সদ্য মান অমনি তার যাবে।
যান যদি, পুরোহিত,
(হবেন) যেতে-মাত্র জেতে রহিত,
গুরু গেলে পর, গুরু দণ্ড হবে॥৪
রাধে যেরূপ আছেন কুপিতে,
এখন সেখানে গেলে পিতে,
পিতৃপিণ্ড দেন বুঝি অমনি !
(যদি) মাতা গিয়া দেন উপদেশ,
মাতার মাথার কেশ,
মুড়াইয়া দেন বুঝি কমলিনী॥ ৫
এখন সেখানে গেলে জ্যেঠা,
অপমানের শেষ যেটা,—
জ্যেঠার ভাগ্যে ঘটে অনায়াসে।
মান থাকে না গেলে পিসির,
মাসীর থাকে না শির,
এ দাসীর থাকিবে মান কিসে ? ৬
বিরহ-জ্বালা ক'রে সহ্য, থাক দু'দিন হয়ে ধৈর্য্য,
ক'দিন থাকিবে মান ক'রে মানিনী ?
তপ্তজলে পোড়ে না ঘর,
জলে কি পচে পাথর ?
কাতর হইও না গুণমণি॥ ৭
এ কথা শুনিয়ে তখন, বৃন্দেরে বিনয়ে কন,
আঁখির জলে ভেসে কমল-আঁখি।
দুদিন থাকৃতে বলিছো সই !
থাকিবার লক্ষণ কই ?
ওরে সখি ! আমি'তা বলে থাকি॥ ৮

* * *

সুরট-মল্লার—যৎ।

বল বৃন্দে হে! প্রাণ দেহে আর থাকে কৈ?
বুঝি হা রাই ব'লে হারাই জীবন,
দাঁড়াই বা কার কাছে সই?
আর সহে না বিচ্ছেদ-ব্যাধি,
গত নিশির শেষাবধি,
দুঃখের নাহি অবধি, ক'রেছেন রাই রসময়ী॥
বৃন্দে হে! কোন প্রকারে,
বাঁচাও এ বিচ্ছেদ-বিকারে,
দেখাতে পথ অন্ধকারে,
কে আছে আর তোমা বই;—
(ওহে,) রাই-কুঞ্জে যাব বলি,
মনে ছিল শুন বলি;—
পথে পেয়ে চন্দ্রাবলী, লয়ে গেল মোরে সই!
যার নাম সদা ভজি, সে আমায় ত্যজিল আজি,
যার জন্য গোলোক ত্যজি;—
নন্দের বাধা মাথায় বই॥ (ক)

* * *

বৃন্দে বলে, হে শ্যামরায়!
বিচ্ছেদে লোক প্রাণ হারায়,
এ কথা শুনি নাই কোন কালে।
কাল্ যখন হে ব্রজেশ্বর!
হেনেছিলে বিচ্ছেদ-শর,
কমলিনীর হৃদয়-কমলে॥ ৯
এখন ত তোমার দশ—ইন্দ্রিয় রয়েছে বশ,
দাঁড়িয়ে কথা কহিছো বংশীধারি!
(রাধার) প্রাণটা কণ্ঠায় উঠেছিল,
হেমাঙ্গী হিমাঙ্গী হলো,
ভুলেছিল জ্ঞান,—ভুলে-ছিল না নাড়ী॥১০
আমরা কিরূপে বিপদে তরি,
ডেকে আনিলাম ধন্বন্তরি,
(তিনি) বিধিমতে দিলেন ঔষধি।
অপার দেখিয়ে রোগ, শেষে হলেন অপারগ,
বৈতরণী করতে দেন বিধি॥ ১১
শয্যা হইতে রাইকে তুলে,
রেখেছিলাম তুলসী-মূলে,
মরিবার কথা ছিল তখনি।
অতএব, বিচ্ছেদে কেউ মরে না নাথ!
যখন শ্যাম-বিরহ-সন্নিপাত,
সাম্‌লে উঠেছেন কমলিনী॥ ১২
এই কথা ব'লে গোবিন্দে,
ঈষৎ হাসিলেন বৃন্দে,
কৃষ্ণ কন শুন রসময়ি!
এমন সময়ে যে হাসিলে, সই!
আমি কেমনে পরাণে সই,
প্রেমের বিষয় যে সই কর্‌লে সই॥ ১৩
শুনি দূতী কন কান্তে,
হাঁ হে! তুমি কি আমারে বল কাঁদ্‌তে,
কাঁদে,—যাদের ঘটে থাকে না বুদ্ধি।
কেঁদে কেবল রিপু হাসায়,
দুঃখ যায় না—চক্ষু যায়,
কাঁদ্‌লে কেবল কান্নার হয় বৃদ্ধি॥ ১৪
বলেছেন তা সদানন্দ, যার শরীরে সদানন্দ,
(সে) আনন্দ-নগরে অন্তে যায়।
(যে) কেঁদে কেঁদে কাটায় কাল,
তার থাকে না পরকাল,
অন্ত-কালে কালে ধরে তায়॥ ১৫
(আমরা) কি ধন-শোকে কাঁদিব কানাই?
যে ধন ধনপতির ভাণ্ডারে নাই,
যে ধন এখন নাই রত্নাকরে!
(যে ধন) ধ্যানে প্রান না হর,
বিধি হরের মনোহর,
আট প্রহর বিরাজেন আমাদের ঘরে॥১৬
গোপীদের সুখ দেখে শোকে,
সদাশিব রন সদাসুখে,
মুখ দেখাতে নারেন চতুর্ম্মুখ!
(আমরা) সাধে কি হাসি হে নাগর!
উথলে উঠেছে সুখের সাগর,
আমাদের গায়ে-ধরে না,—গাঁয়ে ধরে না সুখ,
(ছিল) অঙ্গ-দেবী দাঁড়িয়ে তথা,
হেসে শ্যামকে বল্‌ছে কথা,
এখন হাসি উচিত নয় কর্ম্ম।
(কিন্তু, আমরা) নব-যৌবনা যত নারী,
আমরা হাসি রাখ্‌তে নারি,
হাসিটে কেবল যৌবনের ধর্ম্ম॥ ১৮

আপনার অঙ্গ আপনি দেখে,
ওহে বন্ধু! কোথা থেকে,—
পোড়া-কপালে হাসি এসে ধরে।
হাসির জন্ত শক্র হাসে, যষ্টি দিয়ে জ্যৈষ্ঠ মাসে,
পতি কত প্রহার করেছেন ঘরে॥ ১৯
ননদিনী ক'রে রাগ, করে দিয়েছেন পৃষ্ঠে দাগ,
তবু ত হাসি ভুলিতে নারিলাম।
বয়েস-দোষে সহজে হাসি,
তাতে জুট্‌ল তোমার বাঁশী,
ভাসাভাসি তাই হলো হে শ্যাম॥ ২০
এইরূপে হতেছে রস, দূতী কিন্তু মনে বিরস,
রসময়ের অসময় জেনে।
করতে রাইকে অনুযোগ,
মান ভেঙ্গে করিতে যোগ,
সেই সুযোগে চলেন কুঞ্জবনে॥ ২১

* * *

কালো-রূপের প্রতি শ্রীমতীর ক্রোধ।

(হেথা) কেঁদে আসিছে শ্যামা সখী,
বৃন্দে পথমধ্যে দেখি,
বলে,—শ্যামা! কাঁদছিস্ কেন সই!
শ্যামা বলে, ওগো বৃন্দে!
শ্রীরাধার পদারবিন্দে,
আমি ত কোন অপরাধী নই॥ ২২
দ্বেষ করে আজি কালোর উপরে,
কালো-রূপ না চক্ষে হেরে,
দেশ ছাড়া ক'রে দিয়েছেন দেশের কালো।
ছিল কালো কোকিল পিঞ্জরে,
কুঞ্জরগামিনী তারে,
কুঞ্জের বাহির ক'রে দিল॥ ২৩
ছিল যত ভৃঙ্গকুল,
তারা, না পেয়ে অনুকূলে কূল,
হয়ে আকুল গোকুল ছাড়ে তারা!
শ্যামাঙ্গিনী সখী দেখে,
কত মন্দ ব'লে আমাকে,
চন্দ্রমুখী করলে চরণে ছাড়া॥ ২৪

* * *

ঝিঁঝিট—একতালা।

নারী—শ্যামা অঙ্গ যার, সে ত সামান্তে ধনী।
শ্যামা যেমন দৈত্যকুলে বামা,
তেম্‌নি শ্যামারে হলেন আজি শ্যাম-মোহিনী॥
প্যারী জেলে দিল—যে অনল চিতে,
ওগো বৃন্দে! আমার বাসনা নাই চিতে,—
আর বাঁচিতে,
তা জানাই,—কুঞ্জে পেলাম না বঞ্চিতে,
অমূল্য ধন রাধার চরণে বঞ্চিত—
হলাম সজনি!
অঙ্গ দেখে আমার সদা অঙ্গ জ্বলে,
চললাম আমি দিতে অঙ্গ কালো জলে,
সই! কত সই,—
আমি গৌরাঙ্গী হইলে, দাসী ব'লে,
চরণ-কমলে স্থান দিতেন রাই-কমলিনী॥ (খ)

* * *

কালোরূপের দোষ।

যে নারীদের কালো-বরণ,
তাদের কেন হয় না মরণ?
সংসারেতে কি সুখেতে থাকে?
তাদের মা-বাপে মরে ভাবিয়ে,
কালো মেয়ে কেউ করে না বিয়ে,
ঘুষ না দিলে ভাগ্যবন্ত লোকে॥ ২৫
কেউ লয় না সমাদরে, অল্প দরে অনাদরে,
কলে-কৌশলে বিকায় কালো।
ঘৃণা ক'রে কেউ দেখে না চক্ষে,
এই ভূলোকে কালো-গুলোকে,
কাল্ হয়ে বিধাতা গড়েছিল॥ ২৬
তবে, যারা জাতে হীন হীনগোত্র,
অথবা প্রাচীন পাত্র,
তারাই মাত্র কালো-মেয়ে লয়।
তারা যায় না সুখের পক্ষে,
কোন রূপে বংশরক্ষে,
কালো গৌর একটা হ'লেই হয়! ২৭
দুঃখের কথা বলব কায়,
দেখিলে নারীর কালো গায়,
মুখ বাঁকায় সবাই ব্যঙ্গ করি।

(কা)লো মেয়েটা কর্‌লে বরণ,
অপমানটা অসাধারণ,
(আ)মার ঘটেছে তেমন, শুন গো সহচরি! ২৮

* * *

কালো রূপের গুণ।

শ্যামা বল্‌ছে হয়ে কাতরা,
শ্যামার অঙ্গ ধ'রে ত্বরা,
লোচন মুছান বস্ত্রে করি।
দন্ত করি কহে বৃন্দে,
কালো মেয়েকে করে নিন্দে,
কার বাপের সাধ্য সহচরি? ২৯
গোরারই গৌরব করে লোকে,
কালো কি পথে প'ড়ে থাকে?
বিচার করলে কালোর গৌরব বেশী।
যে বোঝে—সে গুণ গায়,
গহনা মানায় কালো গায়,
কালো মেয়ে যেন মুক্তকেশী॥ ৩০
পতি বড় থাকেন তৃপ্ত, শ্যামাঙ্গিনী শীতে তপ্ত,
গ্রীষ্মেতে শীতল হয় অতি।
শুনেছি বৈদ্যের ধামে, শ্যামাঙ্গিনী নারীর ঘামে,
হিমসাগর তৈলের উৎপত্তি॥ ৩১
কালো কালো যত যুবতী,
তাদের মুখের জ্যোতি,
চিরকালটা এক ভাবেতেই রয়।
অর্থাৎ তাদের মুখ পাকে না,
গৌরাঙ্গদের তা থাকে না,
যৌবন গেলেই, বদন বিগড়ে যায়॥ ৩২
কালো কালো বৈষ্ণবীগুলি,
তাদের নাকে রসকলি,
মানায় যেমন,—গোরাতে তা হয় না।
সর্ব্বদা দেখিলে কালো,
চক্ষের জ্যোতি থাকে ভাল,
কালো কেশ নইলে শোভা পায় না॥ ৩৩
কালো বিধাতার ভাল সৃষ্টি,
কালো কোকিলের স্বর মিষ্টি,
বৃষ্টি হয় না—কালো মেঘ বিনে।
কালো তারা যার নাই লো সখি!
সে ধনীর নাম বিড়াল-চোখী,
গোরা হলেও সুখ থাকে না মনে॥ ৩৪
কালি দিয়ে পুরাণ-লেখা,
সকলি তো কালি-মাখা,
যন্ত্রপুষ্প কালো অপরাজিতা।
নয়নের ভূষণ কাজল,
জলের ব্যাখ্যা কালো জল,
কালো কমলে দেবী বড় তুষ্টিতা॥ ৩৫
বলির ব্যাখ্যা মিশকালি, যাতে তুষ্ট হন কালী,
কাল ইক্ষুর গুণ লিখেছেন বৈদ্য।
আর এক দেখ কালোর মান,
মহাকালের বিদ্যমান,
কালো রূপেতে তিনি বড় বাধ্য॥ ৩৬

* * *

মুলতান-বাহার—কাওয়ালী।

সই! কালো-রূপে সদা হরের মন হরে।
প্রাণ-সই রে! গৌরাঙ্গী হ'য়ে যখন,
হরের ভবনে রন,
হররাণী পূজা করেন হরে,—
আবার শ্যামাঙ্গী যখন,
তখন হরের হৃদে বিহরে॥
রাধার হরে মনের কালো,
কালো-নিধি চিকণ কাল,
চিরকালো,—কাল নিবারণ করে,—
ধিক্ ধিক্ ধিক্ জ্ঞানে,
ধিক্ সে মানীর মানে,
ধিক্ প্রাণে ধিক্ তার অন্তরে;—
কালো-মাণিক ত্যজিয়ে রাধে,
মান লয়ে কাল-হরে॥ (গ)

* * *

রাই-কুঞ্জে বৃন্দা।

শ্যামা সখীরে প্রবোধিয়ে,
রাগে শঙ্কা তেয়াগিয়ে,
বৃন্দে দূতী রাইকে গিয়ে, কন কুঞ্জবনে।

ওগো রাধে! কর শ্রবণ,
হায় কি হলো বিড়ম্বন!
বৃন্দাবনটা করলি বন, বনমালী-বিহনে॥ ৩৭
ব্রহ্মা যারে ধ্যানে না পায়,
সে ধন যে ধরে তোর পায়,
এত মান কি শোভা পায়?—
অধিক মান বটে!
অধিক কিছু ভাল নয়, অধিক উচ্চে পতন হয়,
যার যখন অধিক হয়, তাতেই বিঘ্ন ঘটে॥ ৩৮
রাবণ মলো অধিক ধূমে, কুম্ভকর্ণ অধিক ঘুমে,
বিচ্ছেদ হয় অধিক প্রেমে,
গর্ব্ব হয় অধিক ধন পেয়ে।
অধিক রাগে বিষপান, অধিক লোভে হনুমান্,
প্রায় লঙ্কাতে প্রাণ হারান,
শ্রীরামের আম ফল খেয়ে॥ ৩৯
অধিকের দোষ শুন বলি,
অধিক দান করে বলি,
বামন রূপে তারে ছলি, পাঠান পাতালপুরী।
অধিক ঋণ শোধ হয় না,
অধিক ঝগড়ায় ঘর রয় না,
অধিক পাপে ভর সয় না, শুন রাজকুমারি!৪০
এই কথা শুনিয়ে ত্বরা,বৃন্দেরে কন হয়ে কাতরা,
(সখি! মান যাবে গো বল্‌লি তোরা,
মান কি আমার আছে?
(যখন) ভূপালের মেয়ে হ'য়ে,
(একজন) গোপ-রাখাল গোপাল ল'য়ে,
মজেছিলাম কপাল খেয়ে, তখনি মান গেছে॥
এ রাধায় পরিহরি, যান যথা সুখ পান হরি,
কপট পায়ে ধরা-ধরি, তা'তে প্রাণ জুড়ায় না।
মুড়িয়ে মাথা গড়িয়ে পড়া,
গলা কেটে পায়ে ধরা,
অমন-ধারা আদর করা,
কমলিনী আর চায় না॥৪২
(তবে) মলাম আমি ঐ দুঃখে,
দাসী হয়ে দোষ ভিক্ষে,
ক'রে তোরা কৃষ্ণ পক্ষে, সবাই গেলি সখি!
শুনি দূতী কন বাক্য,
কৃষ্ণপক্ষ আর তোমার পক্ষ,—
এখন দুই পক্ষই যে কৃষ্ণপক্ষ,—
(আমরা এখন) যে পক্ষেই থাকি॥ ৪৩

* * *

খাম্বাজ—একতালা।

যদি কিশোরি!
তোমার গোকুল-চাঁদের উদয় ঘুচিল হৃদে।
কে নাশিবে আর, কৃষ্ণ বই আঁধার,
কৃষ্ণপক্ষে তুমি থাকিলে রাধে॥
চল্‌লাম আমরা,—যে পথে যান মধুসূদন,
শুনিব না তোর রোদন,
মানিব না তোর বেদন,—
থাকিব না তোর সদন, কৃষ্ণত্যাগীর বদন,—
দেখ্‌তে নিষেধ আছে,—পুরাণে বেদে॥
কাল যারে চিন্তা করেন চিরকাল,
চিন্তিলে সে কালো, যায় অন্তরের কালো,
যায় নিবারণ কাল, হারালি সে কালো,
কাল মানে আমার সে কালাচাঁদে॥ (খ)

* * *

বৃন্দে যত নিন্দে ছলে,
রাধার বলে রাধাকে বলে,
শ্রবণে শুনিয়ে দূতীর উক্তি।
কুরঙ্গ-নয়নী কন, কুরঙ্গ করে এখন,—
মোর সঙ্গে কার এত শক্তি? ৪৪
কৃষ্ণ সঙ্গে ভাঙ্গিলে সখ্য,আমার হবে কৃষ্ণপক্ষ,
কৃষ্ণ-ভ্রষ্টতো হ'তে মোরে হবে।
ব'লে চক্ষু রক্তাকার, যেন প্রলয়ের আকার,
ভয়ে অমনি শবাকার সবে॥ ৪৫

* * *

শ্রীকৃষ্ণের নিকট বৃন্দা দূতী।

গলবস্ত্র যুগ্ম করে, দূতী কত স্তুতি করে,
প্রণমিয়ে মাগিয়ে বিদায়।
(ছিলেন)পতিতপাবন যথা, পতিত হইয়ে তথা,
দূতী গিয়ে সংবাদ জানায়॥ ৪৬
(ওহে) গা তোল গোকুলপতি!
একে হলো আর উৎপত্তি,
তোমার দশা যা হবার তাই হলো।

(এখন) রসাতল যায় পৃথ্বী,
রাই হয়েছেন কালীমূর্ত্তি,
গোকুল আকুল,—কূল কিসে রয় বল। ৪৭
যদি বল, ওহে হরি! কালী যে তিনি দিগম্বরী,
সেরূপ কিরূপ ধরেন কিশোরী?
শুন, ওহে পীতাম্বর! ত্যাজ্য করি পীতাম্বর, *
দাঁড়িয়ে আছেন হয়ে দিগম্বরী। ৪৮
(যদি) বল শ্যাম! নয়ন-তারা,
তারার যে তিনটি তারা,
তিন চক্ষু রাধার কি বল?
হ'য়ে তোমার উপরে রুক্ষ,
কপালে উঠেছে চক্ষু,
তাইতে রাধা ত্রিনয়নী হলো। ৪৯
যদি বল, কাল-কামিনী,
বলি গ্রহণ করেন তিনি,
কমলিনী বলি পান কি করি?
রাধার কাছে, হে বনমালি!
অনেক দেখিলাম বলি?
যত বলি কাটেন ব্রজেশ্বরী। ৫০
(যদি আর) এক কথা কও আমাকে,
কালীর হাতে মুণ্ড থাকে,
রাধার সেরূপ ঘটেছে প্রকারেতে।
অমূল্য ধন,—তুমি নাথ!
ছিলে রাধার হস্তগত,
(এখন) তোমায় হারিয়ে, মুণ্ড হয়েছে হাতে।
যদি বল গুণমণি! চতুর্ভুজা কাল-কামিনী,
কমলিনী হয়েছেন তাই রাগে।
আর কি রাধার সে দিন আছে?
এখন মান ক'রে দুই হাত বেড়েছে,
কে দাঁড়াবে ভয়ঙ্করীর আগে? ৫২
যদি বল, হে বনমালি! পাষাণ-নন্দিনী কালী,
সে তুলনা ধরেছি রাধাকে?
না হলে পাষাণকুমারী, এ ধন পাসরি প্যারী,
কেমনে জীবন ধ'রে থাকে। ৫৩
যদি বল কালশশি! কালীর হাতে থাকে অসি,
অসি কিরূপ ধরেন প্রেয়সী!

* পীতাম্বর—পীতাম্বর (শ্রীকৃষ্ণকে) ত্যাগ করায় কাজেই দিগম্বরী।

প্যারী স্বীয় ধরিতেন তোমায় তখন,
অ-স্বীয় ধরেছেন এখন,
ব্রজনাথ কম্পিত ব্রজবাসি। ৫৪

* * *

ললিত-বিভাস—একতালা।

দেখ্‌লাম শ্রীরাধায়, শ্যাম হে! শ্যামা-প্রায়,
অসি-ধরা,—ধরা যায় রসাতলে!
(একবার) তুমি হে শ্রীধর! হয়ে গঙ্গাধর,
ধর-গে রাই-চরণ হৃদি-কমলে।
সে ধনীর ধ্বনিতে নাই কোন উৎসব,
অকালে ভয়ে গর্ব্বিণী প্রসব,
সংসারবাসী সব, শঙ্কায় সবে শব, সব যায় হে,—
এখন তুমি হে কেশব! শব না হ'লে। (ও)

* * *

শ্রীকৃষ্ণের সন্ন্যাস-কামনা।

শুনে কচ্ছেন বনমালী,
(ভবে) দেখ্‌তে আর যাব না কালী,
মাখ্‌তে আর যাব না কালি গালে!
রাধার প্রেমে দণ্ডবৎ, দণ্ডগ্রহণ হলো মত,
এই দণ্ডেই কাশী যাব চ'লে। ৫৫
বৃন্দে বলে,—হে জ্ঞানশূন্য!
তাত হয় না ব্রাহ্মণ-ভিন্ন,
বঁধু হে! তোমার দ্বিজচিহ্ন * কই?
গোপের ছেলে হয় না দণ্ডী,
চণ্ডালে পড়ে না চণ্ডী,
কিছু জান না গোচারণ বই। ৫৬
শ্যাম কন,—চেননা তুমি,
সাম-বেদী শ্যাম শর্ম্মা আমি,
দ্বিজ-চিহ্ন বুকে দেখ হে ধনি!
আমার কাছে কেবা মান্য?
আমার কাছে কোন্ ব্রাহ্মণ গণ্য?
(আমি) বিষ্ণুঠাকুর বামুনের শিরোমণি। ৫৭
বৃন্দে বলে তবে কই,
বঁধু হে তোমার পৈতে কই?
কৃষ্ণ কন,—পৈতে রাখ্‌লে থাকে না
ভক্তের মান।

* দ্বিজচিহ্ন—ব্রাহ্মণের চিহ্ন, পক্ষান্তরে ভৃগুপদচিহ্ন

(এসে) প্রেমের দায়ে ব্রজ-ভূমি,
নন্দের বাধা বৈতে আমি,
পৈতে পুড়িয়ে হয়েছি ভগবান্‌॥ ৫৮
বৃন্দে বলে—হে কেশব!
ব্রাহ্মণের যে ধর্ম্ম সব,
সন্ধ্যা-গায়ত্রী কিছু দেখ্‌তে পাইনে!
কৃষ্ণ কন,—গোলোকের কর্ত্রী,
যিনি রাধা, তিনি গায়ত্রী,
রাধা না ব'লে, আমি তো জল খাইনে॥৫৯
বৃন্দে কয়,—বেদ তো জান,
কৃষ্ণ কন,—জান্‌ব না কেন?
বৃন্দে বলে,—বেদ জানিলে পরে।
এত ভোগ কি হ'তো কপালে?
বেদ না জেনে বেদনা পেলে!
বেদ-বহির্ভূত কর্ম্ম ক'রে॥ ৬০
তোমার যে ব্রাহ্মণ-দেহ, শুনে বড় সন্দেহ,
কৃষ্ণ কন সন্দ ত্যজ মনে।
হয়ে আমি সন্ন্যাসী, এ জনমের মত আসি,
ফলে, আর রব না বৃন্দাবনে॥ ৬১
বৃন্দে বলে হে—গোকুলেশ!
নাই তোমার বুদ্ধির লেশ,
বৃন্দাবন কিরূপে ত্যজিবে?
যেখানে দাঁড়াবে তুমি, সেই-ই বৃন্দাবন-ভূমি,
এই বৃন্দাবন বন হবে॥ ৬২
তুমি যাবে—তোমার বাঁশী যাবে,
যে দেশে বাঁশী বাজাবে,
দাসী হবে দেশের রাজকন্যে।
তোমার অভাব কিসের আছে?
(কেবল,) তুমিই অভাব সবার কাছে!
জগৎ অভিলাষী তোমার জন্যে॥ ৬৩
(আমাদের) আর এক কথা হলো স্মরণ,
শুন ওহে শ্যামবরন!
নারদ-মুখে শুনেছি ব্রজধামে।
কাশী কাঞ্চী দেবাশ্রম, কেন কর্‌বে পরিশ্রম,
সব আশ্রম তব পদাশ্রমে॥ ৬৪
তুমি যাবে কি বৈদ্যনাথ?
তব চরণে বাধ্য,—নাথ!
বৈদ্যনাথ আছেন চিরদিন।
হরি! যাবে কি হরিদ্বারে?
সদা-বন্দী হরি দ্বারে,—
ব্রহ্মা আদি হইয়ে অধীন॥ ৬৫
মুক্তি-বাঞ্ছা করি মনে, সবে যায় তীর্থভ্রমণে,
তুমি যাবে কোন্‌ তীর্থালয়?
জটা ক'রে চাঁচর কেশ, ভস্মে ভূষিত হৃষীকেশ,
কেন ভুগ্‌বে এত ক্লেশ?—
সব তীর্থ তব চরণে হয়॥ ৬৬

* * *

সিন্ধু-খাম্বাজ—আড়া।

তা কি নাই বঁধু মনে!
যাবে তুমি কোন্‌ তীর্থ ভ্রমণে!
সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গা, উদ্ভবা তব চরণে॥
(বঁধু হে) কি জন্যে যাবে সাগরে?
গয়া-গমন কিসের তরে?
ঐ চরণ তো গয়াসুরের শিরে,ভব-নিস্তারণে।
বঁধু হে যাবে কাশীতে, কোন্‌ পুণ্য প্রকাশিতে,
কি অধর্ম্ম বিনাশিতে হয়েছে মনে?
শ্যাম! তোমার ঐ চরণ কাশী,
কাশীকান্ত অভিলাষী,
দাও, হে গোলোকবাসি!
সদা বাঞ্ছা-ফল সেই পঞ্চাননে॥ (চ)

* * *

বিভাস—কাওয়ালী।

মরি হায় হায়! শুনে হাসি পায়!
কাশী যাবে, কালশশী ভস্মরাশি মেখে গায়!
বঁধু হে! যাবে কাশীতে,
কি বল্‌বে কাশীবাসীতে,
কাশীধামে প্রবেশিতে,
কাশীনাথ পড়িবেন পায়।
হে কৃষ্ণ! এ কষ্ট সবে হে কেমনে,
কি বালাই, মুখে ছাই, চন্দ্রবদনে!
ত্যজে বাঁশী ও শ্যামশশি!
ধর্‌বে নাকি দণ্ড,
ভাসিবে নয়ন-নীরে,—হাসিবে ব্রহ্মাণ্ড,
পীতাম্বর ত্যজে পীতাম্বর,
বাঘাম্বর কি শোভা পায়? (ছ)

* * *

বৃন্দে বলে, ওহে কানাই, হচ্ছে বড় অন্যাই,
এতক্ষণ বলি নাই, তোমারে কিছু আমি।
নাথের কাছে বাড়াতে মান,
রমণী করেছে মান,
(এখন,) করে চল্‌লে হতমান,
এই ত রসিক তুমি! ৬৭
রমণীর আর কাছে কি ধন?
মান বিনে, হে প্রাণমোহন!
মানে ম'জে মান-রতন, ত্যজেছেন কিশোরী।
যে দুঃখ দিয়েছ তাঁরে, কন্যাকার ব্যবহারে,
কর্‌লে সে মান কর্‌তে পারে,
তাতে সে রাজকুমারী॥ ৬৮
(আমাদের) মনের নাই হে অগোচর,
যা করেছ মনোচোর!
কিছু নাই জ্ঞানগোচর, চোর হ'যে জোর কর!
তুমি দোষী পদে পদে,
(এখন,) পদে পদে ভোগ বিপদে,
একবার ধরেছ, পদে, আবার গিয়ে ধর॥ ৬৯

* * *

শ্রীকৃষ্ণের যোগিবেশধারণ।

কৃষ্ণ বলেন, ধরলে পায়,
সে মান কি ক্ষান্ত পায়?
শত বার ধরলে পায়, সু-উপায় না হবে!
(বরং) তোমরা হয়ে উদ্যোগী,
আমারে সাজাও যোগী,
মানিনীর মান-ভিক্ষা মাগি!
শুনি দূতী সাজান মাধবে॥ ৭০
পরাইছেন, বাঘাম্বর, সাজাইছেন দিগম্বর,
নীলকমল-কলেবর, ভস্ম দিয়ে ঢাকে।
ছদ্মবেশ পদ্মআঁখি, যান যথা পদ্মমুখী,
ললিতে পথমধ্যে দেখি, কহিছে কৌতুকে॥৭১
কে হে তুমি যোগিবর! মদনের মনোহর!
তুমি কি কৈলাসের হর! কিম্বা অন্য ঋষি?
তোমার দুইটী নয়ন দেখে,—যোগি!
(আমার) নয়ন-দুটি হলো যোগী,
জীবন বৈরাগ্য-উদ্যোগী, অন্তর উদাসী॥ ৭২

যথার্থরূপ যোগী যারা, সদানন্দে ভাসে তারা,
তোমার দুটী নয়ন তারা বিরসেতে ভাসে।
যদি বল যোগিগণ, যতক্ষণ যোগে রন,
তখনি সদানন্দ হন, কৃষ্ণ-প্রেমরসে॥ ৭৩
(ওহে!) তুমি ত নও সে সব যোগী,
(তুমি) কোন্ যোগের যোগে উদ্যোগী?
(কিম্বা) কারু প্রেমে অনুরাগী,
বিবেচনায় বৈরাগী দেখ্‌তে পাই।
কত দিন হে এ সন্ন্যাস, কোথায় যাবে—
কোথায় বাস?
আমাদিগে আভাস, একটু বল্‌লে
ক্ষতি নাই॥ ৭৪

* * *

আলিয়া—একতালা।

প্রেমের অঙ্গে সঙ্গে ছিল তোমার
যোগ,—যোগি! যে ধন!
(ঐ প্রেমের অঙ্গে সঙ্গে)
বুঝি যোগ ভেঙ্গেছে তাইতে রোদন!
অযোগেতে যাত্রা ক'রে,
যোগের প্রণয় ভাঙ্গিল যখন;—
(এখন) হয় না যোগ আর যোগে-যাগে,
বিনা যোগমায়াকে সাধন।
যুগল ভেঙ্গে পাগল হ'য়ে,
জান যদি জল্‌বে জীবন!
এখন যোগ জানে, যোগিনী যারা,
যাও না কেন তাদের সদন॥ (জ)

* * *

এইরূপে ললিতে ভাষে, রসময়কে রসাভাসে,
রসের ব্যঙ্গ শুনিয়ে তখন।
নাই কিছু উত্তর মুখে,
দাঁড়িয়েছিলেন উত্তর-মুখে,
অমনি ফিরান দক্ষিণে বদন॥ ৭৫
আবার চলে গোপীর সখা,
পথে বিশাখার সঙ্গে দেখা,
যোগীর বেশ দেখে ছলে বলে।
আহা মরি কি যোগি-বেশ!
কি অপরূপ রূপের শেষ!
এমন যোগী দেখি নাই ভূ-তলে॥ ৭৬

কোথায় তোমার জন্মভূমি,
আপন ইচ্ছাতে তুমি,
হয়েছ যোগী,—কিম্বা কারু দায় ?
কতদিনকার এ বৈরাগ, কাশী কিম্বা পৈরাগ,
এতদিন ছিলে হে কোথায় ? ৭৮
সত্য কথা দাসীরে কবে,
বৃন্দাবনে এসেছ কবে ?
কোন্ তীর্থে যাবে ইহার পর ?
শুনি কন চিন্তামণি, চিন্তে কি পার নাই ধনি ?
আমি ত নই নূতন যোগিবর ॥ ৭৮
নানা তীর্থ ভ্রমিয়াছি, ইদানী বৃন্দাবনে আছি,
দ্বাদশ বৎসর প্রায় গত।
ভ্রমি ব্রজের দ্বার, দ্বার, কত কব গুণ যশোদার,
স্নেহ করেন সন্তানের মত ॥ ৭৯
গোপি ! তোমাদের বলি স্পষ্ট,
ইদানী কিছু মনঃকষ্ট,
আমার হয়েছে বৃন্দাবনে।
অনাদর হচ্ছে ক্রমে, ভুগ্‌ছি এখন ভগ্নপ্রেমে
ভদ্র নাই,—থাক্‌বো না এখানে ॥৮০
এক স্থলে অধিক দিন,
থাক্‌তে হলেই আদর-হীন,—
হতে পারে,—ব্যভারে জানা যায়।
গুরু গেলে শিষ্য-ধাম, দুই এক দিন ধুমধাম,
আদরে সবাই অধরামৃত খায় ॥ ৮১
(আবার) অধিক দিন থাক্‌লে পরে
সেই মুক্তিদাতার উপরে,
ভক্তি হরে,—মনে মনে বিরক্ত।
অধিক দিন থাক্‌লে গাজন,
কেবা করত শিবের ভজন ?
সে গাজনে সন্ন্যাসী কি হ'ত ॥ ৮২
(দেখ) জামাই গেলে শ্বশুরবাড়ী,
তিন দিন আদর বাড়াবাড়ি,
(বিশেষ) যদি হয় জ্যৈষ্ঠমাসের ষষ্ঠী।
ঘোণ্ডা ছানা জলপানে, এলাচ লবঙ্গ পানে,
জামাই পানে সকলের সুদৃষ্টি ॥ ৮৩
(আর) অধিক দিন কর্‌লে বাস,
নাম হয় তার অন্নদাস,
উপহাস প্রতিবাসীতে করে।
শ্বশুরের মন হয় বিরস,
শালী-শালাজে করে না রস,
শয়ন ভোজন কেবল অনাদরে ॥ ৮৪
অতএব এক স্থলে, অধিক দিন থাক্‌তে হলে,
ঢাকে না গা,—থাকে না কারো মান।
আমি, দিনেক দু'দিন আছি মাত্র,
ত্বরায় তুলিব গাত্র,
মনে মনে করেছি বিধান ॥ ৮৫

* * *

আলিয়া—একতালা।

ব্রজে রব না আর, কই তোমায়।
ভ্রমণ কর্‌লেম অনেক তীর্থ, সকলি অনিত্য,
করি নাই জনক জননীর তত্ত্ব,—
তাঁদের দর্শনার্থ, জন্মভূমি-তীর্থ
যাব একবার মথুরায় ॥
বলেছিলেন আমায় সনকাদি যোগী,
পিতৃ-সত্ত্বে তীর্থ ভ্রমণ কিসের লাগি ?—
ঘরে ব'সে নর সর্ব্বতীর্থভোগী,—
জনক-জননীর সেবায় ॥ (ঝ)

* * *

যোগিবেশে শ্রীকৃষ্ণের কমলিনীর কুঞ্জে যাত্রা।

সখীর কাছে হ'য়ে বিদায়,
স্মরণ ক'রে প্রেমদায়,
প্রেম দায় ঝুরিছে দুটি আঁখি।
ধারণ করি যোগিবেশ, অমনি গিয়ে হন প্রবেশ
কমলিনীর কুঞ্জে কমল-আঁখি ॥ ৮৬
দ্বারে দেখি জটাধারী, অষ্ট সখী শ্রীরাধারি,
প্রণাম করিয়ে সবে বলে।
কও প্রভু ! কি প্রয়োজন,
আজ্ঞা হ'লে আয়োজন,—
করি আমরা রমণী সকলে ॥ ৮৭
শুনে কন কেশব যোগী, অন্য কোন উদ্যোগী,
হতে হবে না আমার নিমিত্তে।

নানা তীর্থ ক'রে ভ্রমণ, চরম তীর্থ রাই-চরণ,—
দেখ্‌তে এলাম বৃন্দাবন তীর্থে ॥ ৮৮
আমার বাসনার ধন দরশনে,
বাসনা তোমাদের সনে,—
গোপি! একবার অন্তঃপুরে যাই।
শুনে হেসে কয় চিত্রে, অসম্ভব আশা চিত্তে,
এ যে উন্মাদ-লক্ষণ দেখ্‌তে পাই ॥ ৮৯
যারা সামান্ত রাজা এ মহীতে,
কোন যোগী না পারে কহিতে,
রাজ-দুহিতে দেখ্‌ব অন্তঃপুরে।
যিনি অখিলব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী,
হরি-প্রিয়ে রাই-কিশোরী,
আছেন চর্ম্ম-চক্ষুর অগোচরে ॥ ৯০
সে অগম্য স্থান ব্রহ্মার, নারদাদি শর্ম্মার,
অধিকার নাইক দরশনে।
মহাযোগী বঞ্চিত তথা,
তুমি যোগি!—যাবে তথা,
এ যে চাঁদ-ধরা সাধ বামনের মনে ॥ ৯১
আর এক কথা কই তোমারে,
ত্রেতাযুগ অবধি ক'রে,
যোগীরে বিশ্বাস না করে কোন জনে।
যোগী বড় অবিশ্বাসী, শ্রীরাম যখন বনবাসী,
হরে সীতা পঞ্চবটী বনে ॥ ৯২

* * *

সুরট-মল্লার—তেতালা।

যোগি! ঐখানে হবে বসিতে।
কুঞ্জে পাবে না প্রবেশিতে,
এমনি ছদ্মযোগিবেশে,
রাবণ এসে, বনে হরির হরিল সীতে॥
আজ্ঞা হ'লে আনি, যদি ভিক্ষা লন,
কিম্বা হয় যদি পদ-প্রক্ষালন,
জাহ্নবীর জল, যে বাঞ্ছা সকল,
এনে দেয় দাসীতে॥
দেখ্‌ছি তোমায়! তেজঃপুঞ্জ কলেবর,
যোগিবর তুমি তুল্য দিগম্বর,
দিতে পার বর, ক্রোধ হলে পর,
পার জীবন নাশিতে;—
কিন্তু আমরা তোমায় ভয় করি না যোগি!
ভ'জে রাই, হ'য়ে আছি ভয়ত্যাগী,
যমের ভয় করে না ওহে যোগি!
ভাগীরথী-তীর-বাসীতে॥ (ঐ)

* * *

(তোমার) মনে কিছু হলো না ভ্রান্ত,
অনন্ত ভুবনের কান্ত,
তাঁর ভার্য্যা আছেন অন্তঃপুরে।
তুমি দেখ্‌তে চাও পুরুষ হয়ে,
(আমরা) অনেক ভেবে আছি স'য়ে,
অদ্য রাগ সম্বরণ ক'রে ॥ ৯৩
(আজি) পূর্ণিমার তিথিটে অতি,—
পুণ্যতিথি তায় অতিথি,
অতিথের দোষ ক্ষমা কর্‌তে হয়।
যোগী বলে,—ভাব বুঝিতে নারি,
হাঁ হে সখি! রাধা কি নারী?
এ কথাতো বেদের লিখন হয় ॥ ৯৪
বিশেষ, বৈরাগী আমি, অতি নিষ্ঠা নিষ্কামী,
শুকদেবের তুল্য জ্ঞান ধরি।
মান কিম্বা অপমান, আমার কাছে সব সমান,
যাব রাধার বিদ্যমান, যা করেন কিশোরী ॥৯৫
গোপী বলে তুমি যেমন,
তোমার যেমন পবিত্র মন,
আঁখির ভাবে বুঝেছি সন্ন্যাসি!
যোগি হে! করে যে সুন্দরী,
মনোচোরের মন চুরি,
আমরা সেই রাই কিশোরীর দাসী ॥ ৯৬
বেণে যেমন চেনে সোণা,
রসিক চেনে রসিক জনা,
নেয়ে যেমন চেনে গাঙ্গের বারি।
বাতিক কিম্বা কফের যোগ,
বৈদ্য যেমন চেনের রোগ,
আমরা তেম্‌নি চোর চিন্‌তে পারি ॥ ৯৭
(তুমি) নারীর জন্ত দেশান্তরী,
তোমার রোগ ধন্বন্তরি,—
কি করিবেন?—নাড়ী কেবল
আমরাই বুঝেছি স্পষ্ট।

তোমার নারী কুপিত যেই দিন,
সেই দিন তোমার নাড়ী ক্ষীণ,
নারী-সোহাগে নাড়ী তোমার পুষ্ট ॥ ৯৮
নারী তোমার গলায় হার,
সেই দিন তোমার অনাহার,—
যে দিন নাই নারী-সনে বিহার।
(তোমার) চিত্ত নারীর গুণ গায়,
এখনও নারীর গন্ধ গায়,—
বাতাস আসিছে এক এক বার ॥ ৯৯
সখী-বাক্যে নিরুত্তর, হয়ে চলেন সত্বর,
বৃন্দেরে কহেন কমল-আঁখি।
ধরিয়ে পুরুষ-বেশ, রাই-কুঞ্জে হতে প্রবেশ,
অসাধ্য হইল, প্রাণসখি! ১০০
সাজব আমি নারী-দেহ,
নারীর ভূষণ আনি দেহ,
সই হে! আর সইতে নারি প্রাণে!
নারীর নিকটে যেতে,
অনাসে পারে নারী জেতে,
নারী না হলে, নারি যেতে সেখানে ॥১০১
শুনি বৃন্দে উঠে শিহরি,
বলে, হে হরি! হরি হরি!
মরি হে গুমরি, কোথা যাব!
কত কোটি অধর্ম্মের ফলে,
নারীর জন্ম মহীতলে,
সেই নারি আজি তোমারে সাজাব ॥১০২

* * *

বৃন্দার মুখে নারীজন্মের দুঃখবর্ণন।

ওহে ব্রজনারীর জীবন!
নারীর দুঃখ কর শ্রবণ,
যত যাতনা দেখিছ নিজ চক্ষে।
বঁধু হে! জগতের নরে, পুত্র-জন্ম কামনা করে
কন্যা হলে মরে মনোদুঃখে ॥ ১০৩
বাল্য হতে পর-বাসে, প্রাণ দগ্ধ পর-বশে,
রমণীর যাতনা বঁধু! হদ্দ।
দুঃখের দশা দশ বৎসরে,
ঘোমটা দিয়ে শ্বশুর-ঘরে,
পক্ষী যেমন পিঞ্জরেতে বদ্ধ ॥ ১০৪

কারু পতি কাণা খোড়া,কারু বা সতীন-পোড়া,
কারু পতি বা নয় বশীভূত।
কারু পতি অন্ন-হুত, কোন যুবতীর পতি বুড়,
মনাগুনে মন পোড়ে তার কত! ১০৫
কেউ বিধবা হয় বাল্য দশায়,
ছাই পড়ে সব সুখের আশায়,
পরের লাগিয়ে পরম দুঃখ।
মরণ বিনে ঘরে বাস, মাসে দু'টো উপবাস,
পোড়া-কপালে নারীর এইতো সুখ ॥ ১০৬
নারীকে বিধি নারে দেখ্‌তে
পুরুষের পিতা থাক্‌তে,
মায়ের পিণ্ড গয়ায় দিতে নাই।
নারীর মান্য আছে কোথায়?
পরশুরাম বাপের কথায়,
মায়ের মুণ্ড কাটে, হে কানাই! ১০৭
আবার কুলীন ব্রাহ্মণের যত নারী,
এদের দুঃখ বল্‌তে নারি,
যদি বিয়ে হয় পুনঃ-বিয়ের পরে।
(সে)—উদ্দেশ নাই কোন দেশ,
পতি যেন সন্দেশ,
দৈবে যদি এসেন দয়া ক'রে ॥ ১০৮
(আবার) শ্বশুরের কসুর পেলে,
যোড়শী যুবতী ফেলে,
রাত্রে এসে প্রভাতে যান চ'লে।
কুলীনের যুবতীগণ,
তারা যমের জন্যে যৌবন,—
ধারণ করে হৃদয়-কমলে ॥ ১০৯
মিথ্যা নারীর কাল গত, চিনির বলদের মত,
বুকে বোঝা বইতে হয় হে শ্যাম।
অন্যকে দান কর্‌লে পরে, কলঙ্ক হয় ঘরে-পরে,
রটে কুল-কলঙ্কিনী নাম ॥ ১১০
(অতএব) পুরুষ যদি দরিদ্র হয়,
রাজরাণী তার তুল্য নয়,
তবু নারীকে পরাধীনী কই।
ওহে বঁধু ধিক্ ধিক, নারীর জীবন ধিক্,
প্রাণ কাঁদে হে প্রাণাধিক!
এমন নারী তোমায় সাজাতে পারি কই?১১১

* *

বেহাগ—খৎ।

বঁধু হে! পরাধীনী নারীর বেশ তোমারে—
পরাতে পরাণ-বঁধু! পরাণ বিদরে॥
পর-পরাধীনীর দুঃখ জানাতাম তোমারে,—
পরাতাম,—পরাণ-বঁধু! পর হলে পরে॥
পর নও, পরম সখা! তুমি ইহ-পরে!
গোপীগণের পরম নিধি গণ্য পরাণ-উপরে॥
রমণীরঞ্জন, প্রাণবঁধু হে!
তোমারে, রমণী সহিত সুরমণি সাধ করে;—
হরের রমণী তোমায় সাধেন সাদরে;—
বঁধু! হ'তে চাও রমণী-দাসী রমণীর তরে॥ (ট)

* * *

শ্রীকৃষ্ণের মুখে নারী-জন্মের সুখ বর্ণন।

কহিছেন চিন্তামণি, পুরুষের সার-ধন রমণী,
রমণী দুঃখিনী নয়—জেন।
পুরুষেতে যেমন সুখী,—
আমায় দিয়ে দেখ না সখি!
হাতে পাঁজি মঙ্গলবার কেন? ১১২
নারীর নাই কোন ভার,
ভারের মধ্যে বদনভার,—
দেখ্‌লে পতির প্রাণ শুকিয়ে যায়।
আমল করেন ঘরকন্না,
দেনা-পাওনার কথা কন না,
জ্বালার মূল হ'য়ে জ্বালা সন্ না,
যত জ্বালা পুরুষের মাথায়॥ ১১৩
পুরুষ করলে দান কি যাগ,
নারী পান তার পুণ্যভাগ,
পাপ করলে সে ভাগ এড়ান।
পুরুষের ভারি মরণ, অপকর্ম্ম অপহরণ,
নারীর কেবল কথায় কথায় মান॥ ১১৪
সখি হে! নারীর সুখ জানাই,
ঋণ নাই—প্রবাস নাই,
দ্বিগুণ আহার,—ছয় গুণ শক্তি বলে।
বুদ্ধি নারীর চারি গুণ, পুরুষের মুখে আগুন,
প'ড়ে শুনে (শেষে) নারীর বুদ্ধিতে চলে॥ ১১৫

সে পুরুষ বয়েস ভেটিয়ে,
বুড় বয়সে করে বিয়ে,
সে নারীর সুখ নারি হে কহিতে।
পতির ঘরে আসেন তিনি,
যেন পতিত-পাবনী,
গতিহীনের বংশ উদ্ধারিতে॥ ১১৬
গা-খানি তাঁর আদর-মাখা,
রোদন কিংবা বদন বাঁকা,
দেখ্‌লে পতির প্রাণ শুকিয়ে যায়।
মাটিতে তিনি দেন না চরণ,
শ্বাশুড়ী ননদের মরণ!
চিরকাল মন যুগিয়ে কাল কাটায়॥ ১১৭
করেন না কোন গৃহ-কায,
আদ্-ঘোমটা দিয়ে লাজ!
বল্‌লে,—রেগে হন খরতর।
স্বামীকে সেজে দেন্ না পাণ,
সন্ধ্যাকালে নিদ্রা যান,
ডাকিলে বলে,—'ডেক্‌রা কেন মর?' ১১৮
দেশের ব্যভার দেখে কই,
রমণী দুঃখিনী কৈ?
আমায় নারী সাজাও ত্বরা করি।
বৃন্দে বলে,—বেশ বেশ,
এসো সাজাই নারী-বেশ,
হরি হে! তোমার দুঃখ পরিহরি? ১১৯

* * *

শ্রীকৃষ্ণের বিদেশিনী নারীবেশ।

তখন পীতাম্বরে পীতাম্বরী, পরাইছে ত্বরা করি,
অলক্ত পরায় দুটি পদে।
নহে খর্ব্ব নহে উচ্চ, বসনে গড়িয়ে কুচ,
বন্ধন করিয়ে দিল হৃদে॥ ১২০
কিছু গায়—কিছু পায়, কিছু দিল নাসিকায়,
আনি দূতী স্বর্ণ-আভরণ।
সাজাইছে শ্যামকায়, শ্রবণ দু'টি ঝুম্‌কায়,
চম্‌কায় দেখ্‌লে মুনির মন॥ ১২১

* * *

বিদেশিনীরূপে শ্রীকৃষ্ণের রাই-কুঞ্জে গমন।

(তখন) সুরমুনির শিরোমণি,
বীণা করে—হ'য়ে রমণী,
অমনি যান যথা রাজকুমারী।
আবার বিপদ্ পায় পায়,
পথে চলিতে দেখ্‌তে পায়,
নারীর বেশধারী বংশীধারী॥ ১২২
সুধাচ্ছে ব্রজ-গোপিনী,কে হে তুমি সুরূপিণি!
দেখি একবার, আমাদের পানে ফের।
এমন শ্রী ত কালো-বরণে,
দেখি নাই শ্রীবৃন্দাবনে,
আমাদের যে শ্রীধর-তুল্য শ্রী ধর॥ ১২৩
অভিনব রঙ্গিণী, সঙ্গে নাই সঙ্গিনী,
একাকিনী ফিরুছ কি সাহসে?
কুল-কন্যা এমন ক'রে, কে কোথা ভ্রমণ করে?
অপযশ যে ঘটবে অনায়াসে! ১২৪
(আমরা) মনে করি অনুমান,
পিতা মাতা নাই বর্ত্তমান,
হতমান তাইতে হলো বটে!
স্বামী বুঝি লোকান্তর, স্বামী বেঁচে থাক্‌লে পর,
এমন মেয়ের কি এমন বিপদ্ ঘটে? ১২৫

* * *

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

কে ধনি! তুই ভ্রমিস্ গোকুলে।
অকূলে হয়েছিস্ আকুল,
কেউ বুঝি তোর নাই ত্রিকুলে॥
বয়েস দেখে—দেখে আকার,
অসতী তো হয় না বিচার,
কেবল যৌবনের সঞ্চার,হয়েছে, হৃদয়-কমলে।
হয় নাই, রস-বোধ, প্রণয়ের বোধাবোধ,
জন্মে নাই পিরীতের স্বাদ,
দাশরথি তা কি বলে? (ঠ)

* * *

বিদেশিনীর উক্তি।

কহিছেন বিদেশিনী, পিক-নিন্দিত-ভাষিণী,
দুঃখের কথা বল্‌তে বুক ফাটে।
আছেন কান্ত বর্ত্তমান, কিন্তু বড় অপমান,—
সদা আমার তাঁহার নিকটে॥ ১২৬
আমার একটী কুস্বভাব,
প্রতিবেশিনীর সঙ্গে ভাব,
যদি আমি কারু বাড়ী গিয়ে!
হাসি বসি এক দণ্ড, তবেই তিনি দেন দণ্ড,
দণ্ড—যমদণ্ডকে জিনিয়ে॥ ১২৭
স্বামি-সুখে বঞ্চিত, হ'য়ে—ঘরে বঞ্চিতে—
না পেয়ে,—হয় বিরাগ অন্তরে।
কর্‌ব আমি তীর্থ ভ্রমণ,
যেন ভবে এসে আর এমন,
যন্ত্রণা না হয় জন্মান্তরে॥ ১২৮
তাতেই ক'রে ধ'রেছি বীণে,
এই বীণা অবলম্বনে,
সদা কামনা,—হরি-গুণ গাই!
এই বীণাকে করি হাতে,
গিয়েছিলাম জগন্নাথে,
কারু সনে যেতে আমি না চাই॥ ১২৯
সাগর-সঙ্গম দিয়ে, কালীঘাটে কালী বন্দিয়ে,
ত্রিবেণীতে স্নান করিয়া আসি!
কালি এসেছি ব্রজধামে,
দেখিব যুগল রাধা-শ্যামে,
এর পর যাইব আমি কাশী॥ ১৩০
ললিতে বলে,—বীণে-ধরা!*
একাকিনী ফিরিছ ধরা,
যৌবনেতে ভরা অঙ্গ-খানি!
সেই দিন পাইবে টের,
যে দিন কালো লম্পটের,
সঙ্গে দেখা হবে লো রঙ্গিণী॥ ১৩১
যৌবন ধরিয়ে গায়, যুবতী যথা-তথা যায়,
ওমা মরি! তার কি ধর্ম্ম থাকে?
মৃগীর প্রায় যুবতী যত, পুরুষ ব্যাধের মত,
একবার চক্ষে দেখলে পর কি রাখে? ১৩২

* বীণে-ধরা—(সম্বোধন) বীণাধারিণি!

বদেশিনী কন শুনে, ও কথা আমি শুনিনে,
পুরুষে কি নারী মজাতে পারে ?
বন্ধ্ সাজে কি নারীর উপরে,
নারী না মজিলে পরে,
নারিকেল কি খেতে পারে বানরে ? ১৩৩
ধর্ম্মে মতি থাকে যার, ধর্ম্ম—ধর্ম্ম রাখে তার,
বেদ পুরাণে আছে তার প্রমাণ।
অরণ্যে একাকিনী মৃত পতি,
বনে ছিল সাবিত্রী সতী,
সাধ্য কি তার যম নিকটে যান ॥ ১৩৪
নলরাজার কামিনী, রূপে শত সৌদামিনী,
জান্ত না সে বিনে নলের সেবা।
জেলে দিয়ে দুঃখানল, বনে ফেলে গেল নল,
তার ধর্ম্ম রক্ষা কর্‌লে কেবা ? ১৩৫
ললিতে বলে,—মিথ্যা নয়,
বল্‌লে যা তা চিত্তে লয়,
কিন্তু সে সব অন্য-দেশ-পক্ষে।
শুন নাই কি ধনি ! শ্রবণে,
সতীর বিপদ্ বৃন্দাবনে !
এখানে হয় না ধর্ম্মে ধর্ম্ম-রক্ষে ॥ ১৩৬
আমরা যত কুল-কামিনী,
ভজিতাম কুলকুণ্ডলিনী,
স্বামীকে ব্রহ্মজ্ঞান ক'রে থাকি।
ঘুচালে সে ধর্ম্ম সব, যশোদার সুত কেশব,
বাজিয়ে বাঁশী—দেখিয়ে বাঁকা আঁখি ॥
তুমি এখন পড় নাই ফাঁদে !
দেখ নাই প্রাণ-ধরা চাঁদে,
শুন নাই মধুর বংশীধ্বনি !
কাশী যাওয়া ক'রছ মত,
ঘুচে যাবে জনমের মত,
নন্দের সুত লাগ্‌বে যখন ধনি ॥ ১৩৮

* * *

বিভাস—একতালা।

আর কি থাকে কুল ? এসেছ গোকুল,
ডুবাইতে কুল, অকূল সাগরে !
(একবার) দেখ্‌লে কালো-শশী,
আর কি যাবি কাশী ?
দাসী হবি বাঁশী শুনলে পরে ॥
আমরা নারী করি অন্তঃপুরে বাস,
অন্তরে প্রবেশ করেন শ্রীনিবাস,
স্বামি-সহ বাস, ঘুচাই গৃহবাস, বাসনা গো !—
শ্যামের বাঁশের বাঁশী বনবাসিনী করে ॥
বংশীরবে সতীর সতীত্ব-দমন,
হ'রে লয় সতীর পতি প্রতি মন,
মত্ত জগজ্জন,যমুনা উজান, বেগে ধায় গো !—
যখন বংশীধর বংশী ধরেন অধরে ॥ (ভ)

* *

এই কথা শুনিবামাত্র, প্রেমে পুলকিত-গাত্র,
বিদেশিনী কয়,—গোপি, শুন !
বিধি কি পুরাবেন সাধ ? দিয়ে কৃষ্ণের অপবাদ,
তাতে আমার সতীত্ব যাবে কেন ? ১৩৯
সতী যে পতির সেবা করে,
কৃষ্ণের কৃপা হ'বার তরে,
আর এক কথা শুন বিধির বেদ।
কৃষ্ণ-প্রেমে যে মজিল, নিজপতি কৈ ত্যজিল !
পতি আর কৃষ্ণে কিবা ভেদ ? ১৪০

* * *

এখনকার রমণীগণের পতিভক্তি কিরূপ ?

এইরূপে ললিতার কাছে,
শ্রীকৃষ্ণের হচ্ছে উক্তি।
(কিন্তু) কলিযুগে রমণী যত,
সবাই নহে অনুগত,
ইহাদের পতিকে নাই ভক্তি ॥ ১৪১
এখনকার যে সব ভার্য্যে,
ঘরে থাকেন সৌভার্য্যে,
সেই পতিদের বাপের ভাগ্য অতি।
পতিতে না থাকুক টান, পর-পতি না ঘটান,
সেই নারীকে যেন পরম সতী ॥ ১৪২
পতির চরণ সেবা করা, পতিকে পরম গুরু ধরা,
সে সব আইন হয়ে গিয়েছে বন্ধ।
(এখন) দেশের এই বিচার,
দিয়ে ষোড়শ উপচার,
পূজিতে হয় নারীর চরণপদ্ম ॥ ১৪৩
নইলে হয় না অনুগ্রহ, কলির পুরুষের গ্রহ,
গ্রহ-ফেরে গৃহ-অভিলাষী।

গৃহিণীতে কি সুখ-ভোগ,
গৃহিণী যেন গ্রহণী রোগ,
তবু তো কেউ হয় না সন্ন্যাসী! ১৪৪

* * *

ললিতার সহিত বিদেশিনী-বেশী শ্রীকৃষ্ণের কথা।

এত বল্‌লাম কলির আচার,পরে শুন সমাচার,
বিদেশী কন,—ওহে গোপ-ললনা!
কৃষ্ণ যে জগতের স্বামী,
জগৎ-ছাড়া নই.ত আমি,
তাতে মজিলে কুল তো যাবে না॥ ১৪৫
তোমরা বল্‌লে যাবে কুল,
এটা তোমাদের বুঝবার ভুল,
গোকুলপতিকে ভ'জে কুল মজাবো!
(বরং) ছিল না কুল, ছিল অকুল,
শ্যাম যদি হন অনুকূল,
তবে আমি অকূলে কূল পাব॥ ১৪৬
কৃষ্ণ যদি ভালবাসে,
কাজ কি আমার কাশীবাসে?
কৃত্তিবাসের কাছে কি ফল আছে?
কর তোমরা আশীর্ব্বাদ, ঘটুক হরি-পরিবাদ,
পুরুক সাধ, ধরুক ফল এই গাছে॥ ১৪৭

* * *

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

(আমার) বিধি কি সাধ করিবে পূরণ।
অসাধনে পাব সাধনের ধন,—
পতি হবেন কৃষ্ণ পতিতপাবন॥
কৃষ্ণপ্রেমে প্রেমিক যদি হতে পারি আমি,—
তবে অন্তে পাব রাইচরণ॥
(ওহে) নারী-পুরুষ উভয়ের পতি দয়াময়,
শুধু রমণী নয়,—
প্রজাপতি সুরপতি, পশুপতির হন পতি,
দিবাপতির পতি সেই পতিতপাবন॥ (ঢ)

* * *

ললিতার উক্তি।

ললিতে বলিছে ত্বরা, বিধুমুখি বিম্বাধরা।
তবেই তুমি পড়িলে ধরা,
আমাদের কাছে।
ক'রে কৃষ্ণ উপাসনা, রাইচরণ কর বাসনা,
রাই রাই সদা ঘোষণা,
ভাবেই জানা গেছে॥ ১৪৮

* * *

রাই-কুঞ্জদ্বারে শ্রীকৃষ্ণ।

কথায় না উত্তর দিয়ে, রাইকুঞ্জে উত্তরিয়ে,
দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়ে,
আছেন বিদেশিনী।
নারীর বেশে হরিকে দেখে,
হরিল মন দূরে থেকে,
বিশাখা এসে সম্মুখে, জিজ্ঞাসিলেন অমনি॥
কে তুমি, নীলবরণি!
কার সুতা—কোকিল-ধ্বনি?
তুমি কার ঘরণী বল তো?
কও না, প্রয়োজন থাকে,
বিরলে গিয়ে কও আমাকে,
সংপ্রতি রাইকুঞ্জ থেকে চল তো? ১৫০
প্যারী আছেন ঘোর মানেতে,
আর যেওনা দ্বার-পানেতে,
থাক না হয় এইখানেই থাক ত!
যাবে যদি মান বাঁচিয়ে,
তারা ঢাক—আঁখি মুদিয়ে,
কালোরূপটী বসন দিয়ে ঢাক তো॥ ১৫১
বীণায় যদি বল হরি, যদি শুন্‌তে পান প্যারী,
লবেন তোমার প্রাণ হরি ত্বরিত।
আমাদের কথা না শুনে, যদি বাজাইবি বীণে,
প্রাণে মরিবি ও নবীনে! চকিত॥ ১৫২
যেখানে কৃষ্ণের প্রিয়ে, যেওনা ও দিক্ দিয়ে,
কথাটা মনে ঠিক দিয়ে গণ ত!
বৃন্দাবন-বিলাসিনী,
কালো দেখিলে প্রাণনাশিনী,
তাতেই বলি, বিদেশিনী!
আমাদের কথা শুন ত॥ ১৫৩

ঝিঁঝিট—একতালা।

আহা মরি, যাস্‌নে গো, কুঞ্জে কালো-বরণি।
কোনরূপে ত্রাণ পাবিনে,
প্যারী কালরূপের প্রতি কালরূপিণী॥
ও নব-রঙ্গিণী শ্যামাঙ্গিনি ধনি!
তুই ত নস্ অতি সামান্যা রমণী বই,—
তোরে কই।
জানি হবি হতমানিনী, এখন কমলিনী (র),
কুঞ্জে গেলে কালী কালকামিনী॥
কালাচাঁদের উপর মান ক'রে ধনি,
কালো দেখ্‌লে যেন কাল-ভুজঙ্গিনী,
রাই! বলি তাই,—
ছিল শ্যামাঙ্গিনী সখী, তারে চন্দ্রমুখী,
দিলেন কুঞ্জের বাহির ক'রে অমনি॥ (ণ)

* * *

শ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন-আকাঙ্ক্ষা ও বিদেশিনীর রাই-কুঞ্জে প্রবেশ।

হেথায় রাধার মানভঙ্গ, নিকটে নাই ত্রিভঙ্গ,
অন্ধকার দেখি চন্দ্রমুখী।
দূতীরে কন করি রোদন,—
নাই গো আমার শ্যামধন,
শ্যাম-ধনের ধন, গো সখি! ১৫৪
এনে দে মোর শ্রীগোবিন্দে,
নইলে মরেছি, গো বৃন্দে!
ললিতে। নলিনাক্ষ দে আনিয়ে।
কোথা গেলি গো অঙ্গদেবি!
তুই কি আমার অঙ্গ দিবি,
অকূলে শ্যাম-অঙ্গ এনে দিয়ে॥ ১৫৫
চিত্রে গো! বাঁচিনে আর ত,
অন্ধকার ক'রে চিত্ত,
কোথা আমার চিত্তহর হরি?
বাঁচিনে বিনে প্রাণ-হরি,
লয় যে আমার প্রাণ হরি!
হরির বিচ্ছেদ-বিষহরি॥ ১৫৬
মরি মরি ও বিশাখা! বাঁচিনে বিহনে সখা,
একবার তোরা এনে দে মোর শ্যামে।
(এবার) বঁধুরে দেখ্‌লে সখি রে!
চরণ ধ'রে করিব কি রে,
আর মান করব না জনমে॥ ১৫৭
বিশাখা বলে,—কেন রোদন,
সাধে সাধে সাধনের ধন,
বিসর্জ্জন দিয়ে মান-সাগরে?
এখন বল্‌ছ প্রাণ হারাই,
প্রাণ কি তোমার আছে রাই?
কাল্‌তো প্রাণ ত্যজেছ মান ক'রে॥১৫৮
হরির উপরে হলে রিপু, যেন হিরণ্য-কশিপু,
হরি হরি! হরির কি দিন গেছে!
তোমার দ্বেষ দেখে হরি,গেছেন দেশ পরিহরি,
এদেশে উদ্দেশ করা মিছে॥ ১৫৯
ওগো ব্রজ-বিলাসিনি!
এসেছে এক বিদেশিনী,
সুধামুখী—সুধালে হয় তাকে।
দেশ-বিদেশ ক'রে ভ্রমণ
ধনি!—তোমার কৃষ্ণধন,
যদি কোন দেশে দেখে থাকে॥ ১৬০
(কিন্তু) শ্যামতুল্য শ্যাম দেহ,
তাইতে আন্‌তে সন্দেহ,
কর কালোর উপরে কোপ শু'নে!
আজ্ঞা দিলে আন্‌তে পারি,
শুনিয়ে কহেন প্যারী,
অবিলম্বে আন তারে এখানে॥ ১৬১
আজ্ঞা পেয়ে যান ত্বরা, রাই নিকটে বীণাধরা,
এক দৃষ্টে দেখেন কমলিনী।
দেখেন হরি-অভেদ, হরিল হরির খেদ,
হরিষে কন হরি-সোহাগিনী॥ ১৬২
বল দেখি গো বিদেশিনি!
ছিলে কার গৃহবাসিনী,
উদাসিনী কে তোমারে করিল?
কেন ধরেছ এমন সাজে,
সুন্দরি!—সংসার মাঝে,
কে তোমার আছে, আমায় বল? ১৬৩
বিদেশিনী বলে,—রাই!
আর আমার কেহ নাই!
ব্যভিচারিণী ব'লে ত্যজেছেন স্বামী।

কারে কই,—কি সুখ জীবনে,
বাস করিতে বৃন্দাবনে,
বাসনা মনে ক'রে এসেছি আমি ॥ ১৬৪
বিদেশিনীর কষ্ট শুনি, কেঁদে কন কৃষ্ণরাণী,
কি শুনি গো, আহা মরে যাই !
তোর পতির কপাল মন্দ,
বুঝি তার দু-নয়ন অন্ধ,
তোর নয়ন—সে নয়নে দেখে নাই ॥ ১৬৫
মরি মরি কি অপমান,মাণিকের থাকে না মান,
ওলো ধনি ! অন্ধের নিকটে।
অন্ধের কাছে কন্দর্প—রূপের থাকে না দর্প,
দর্পণের দর্প চূর্ণ ঘটে ॥ ১৬৬
নবীন-নীরদ জিনি, জিনি নীলপদ্ম যিনি,—
তোর পতি,—দেখে নাই রূপ এমন !
যদি চক্ষে দেখ্‌তে পেতো তোকে,
তবে তুলে রাখ্‌তো মস্তকে,
শিব রেখেছেন ভাগীরথীকে যেমন ॥ ১৬৭
ধনি ! তুমি রমণী, চিন্তা মনে করি এমনি,
তুমি আমার চিন্তামণি হবে।
শ্যাম-তুল্য শ্যাম-কায়,
তা নইলে কি রাই বিকায় ?—
হেন রূপ কি ভবে আর সম্ভবে ॥ ১৬৮

* * *

ললিত-ভঁয়রো—একতালা।

এমন কালো রূপ আর নাই
সংসারের মাঝে অন্য।
নাই আর এমন বাঁকা নয়ন,
আমার বাঁকা সখা ভিন্ন ॥
অন্য রবে আর মজিনে,
আমরা শ্যামের বাঁশী বিনে,
তেমনি তোমার বাঁশী শুনে দেহ অবসন্ন।
যা ভাবিয়ে বসন দিয়ে,
হৃদয় করেছ আচ্ছন্ন ;—
তবু দেখা যায় লো ধনি ! ভৃগু মুনির পদচিহ্ন ॥
কালো রূপে নয়ন সঁপে,
নয়ন-মন হ'ল ধন্য ;—
দাশরথি কয়, শ্রীমতি ! হরি নারী
তোমার জন্য ॥ (ত)

যুগল-মিলন।

ছদ্মবেশে পদ্ম-আঁখি,
প্রকাশ পেয়ে, চন্দ্রমুখী,(র)
আনন্দের সীমা নাই অন্তরে।
(যেমন) সুদরিদ্র পায় ধন,
অন্ধ যেমন পায় নয়ন,
জীবন পায় মৃত কলেবরে ॥ ১৬৯
হারিয়ে যেমন মাথার মণি,
ফিরে শিরে পায় ফণী,
তেমনি প্যারী পেয়ে চিন্তামণি।
মগ্না গদগদ ভাবে, হরিকে কন নারীভাবে,
কৌতুক করিয়ে কমলিনী ॥ ১৭০
ও নবীনে বীণে ধারিণী !
তোর পতি যে ব্যভিচারিণী,
বলে তোকে—নয় এ কথা মিথ্যে।
স্বামী না হয় করেছে হেলা,
এ নব যৌবনের বেলা,
একাকিনী নারী বেড়ায় কি তীর্থে ? ১৭১
হও যদি অসতী নারী,
তবে কাছে রাখ্‌তে নারি,
ধনি লো ! আমার ধর্ম্মের ঘরকন্না।
ভাবটি তোমার ভাল নয়,
ভাব করতে ভাবনা হয়,
বৃন্দে বলে, ক্ষমা দে মা আর না ॥ ১৭২
নারীর ভূষণ ক'রে দূর,
অমনি দূতী শ্যামবঁধুর—
মস্তকে চূড়া—হস্তে দেয় বাঁশী ॥
কেঁদে বলে,—গো রাজকুমারি !
(আমরা) নই গো শ্যামের—হই তোমারি,
প্যারি ! আমরা যুগল-প্রেমের দাসী ॥ ১৭৩
হেসে চন্দ্রমুখী কন, হবে না বিনে চান্দ্রায়ণ,
গঙ্গাজলে অভিষেক চাই।
স্তুতি ক'রে দূতী বলে,
তিন দিন আজি নয়নের জলে,
শ্যামের অভিষেক হচ্ছে রাই ॥ ১৭৪
যদি তুমি কর উক্ত, ও জলে হবে না মুক্ত,
চক্ষের জল অশুদ্ধ মানি ॥

(শ্যামের) চক্ষের জল যদি অশুদ্ধ,
গঙ্গাজল কিসে শুদ্ধ?
গঙ্গা তো ঐ চরণে জানি ॥ ১৭৫
(যাঁরে) ভগীরথ আনিল ধরা,
ত্রিলোক পবিত্র-করা,
পতিত-উদ্ধারিণী ভাগীরথী।
(যাঁর) চরণজলের এত ফল,
সেই মাধবের চক্ষের জল,—
ইথে কি শুচি হন্ না শ্রীপতি? ১৭৬
অমনি প্যারী উল্লাসিতে, চন্দনাক্ত তুলসীতে,
অতুল্য ধন চরণ পূজা করি।
প্রাণকে দিয়ে দক্ষিণে, শ্যামকে রেখে দক্ষিণে,
বামে দাঁড়াইলেন ব্রজেশ্বরী ॥ ১৭৭

* * *

ললিত-বিভাস—একতালা।

মরি, কিবা শোভা ব্রজধামে—
শ্যামের বামে শ্যাম-সোহাগিনী।
যত ললিতা আদি সঙ্গিনী,—
যুগল-রূপ হেরে, যুগল আঁখি ঝোরে,
এরা যুগলপ্রেমের পাগলিনী।
আনন্দে প্রেমানন্দে, ডাকেন গোকুলচন্দ্রে,
পেয়ে চন্দ্রাননী, আমার শ্যাম এসেছেন কুঞ্জে,
কোথা রইলি,—শ্যামা সখী শ্যামাঙ্গিনী?
বলেন প্যারী,—আমার গোবিন্দ সদয়,
করুণা-হৃদয়, হৃদয়ে উদয়,
দুঃখ তাপ দূরে গেল সমুদয়,
দেখিয়ে ধনী,—
ওহে মধুকর!
গুন্ গুন্ ধ্বনি কর,
এলো আমার গুণমণি,—
ও কোকিল! পোহাল কুহু-নিশি,
এখন কর কুহু-কুহু ধ্বনি ॥ (খ)

অক্রূর-সংবাদ।

(১)

নারদ মুনি।

ব্রহ্মার সুত নারদ, ঘটে যায় ঘোর বিরোধ,
তারি কর্‌তে অনুরোধ,* সর্ব্বদা ভ্রমণ।
গোকুল হ'তে গুণালয়,
আসেন যাতে কংসালয়,—
সেই উদ্যোগে মুনির আগমন ॥ ১
নিজ বিপদ্-বিনাশনে,
ভজিতে বিপদ্-বিনাশনে,
পথে যুক্তি বীণা-সনে, করেন করে তুলি।
ভোলে হরি যাতে তাতে,
আমি থাকি মত্ত তাতে,
তুমি হও না মত্ত তা'তে, তত্ত্ব-কথা ভুলি ॥ ২
তোমায় ধরেছি নবীনে, তোমার ভরসা বিনে,
অন্তরঙ্গ তোমা বিনে, আর কেহ নাই।
তোমারি প্রীতি-নিধি, ভজি, কৃষ্ণ গুণনিধি,
অপার ভব-জলধি, পার কর রে ভাই ॥ ৩
কেন রে মিছে কাল যায়,
ভজেন মহাকাল যাঁ'য়,
যায়, ভজনের কাল যায়, ধর তাঁর পায়!
পদ্মনাভ না ভজিয়ে, নাই কিছু লাভ জীবে,
সে নামেতে না মজিয়ে, নাম যে ডুবে যায় ॥ ৪
ভজ কান্ত রাধিকার,
বল্‌বো তোয় কি অধিক আর,
(যদি) যাবে না কালের অধিকার,
(তবে বীণা!) ভজ সেই বীণাধরা-কান্তে।
(ডাক)—থেকে থেকে মোর করে,
তবে কোন্ বেটা বল করে,
তা হ'লে কাল করে করে,
পারে কি সে বাঁধতে? ৫
(বীণা) যদি ঔষধি চাও হ'তে কালজয়ী,
(তবে) শুন বিবরণ, কাল-নিবারণ,
ঔষধি তোরে কই!

---

* অনুরোধ—সংঘটন।

(যেমন) সুপুত্রেতে দুঃখ-নিবারণ,
রোগ-নিবারণ বৈদ্য।
গান-নিবারণ গোল যেমন, জ্ঞান-নিবারণ মদ্য॥
ঘরে পরিতাপ-নিবারণ,—যার প্রিয়বাদী জায়া।
সাপ-নিবারণ গরুড় যেমন,
তাপ-নিবারণ ছায়া॥
মূর্খ লোকের রাগ-নিবারণ, গাঁজা চরস গুলি।
স্তুতিবাক্যে রাগ-নিবারণ, বাঘ-নিবারণ গুলি॥
দক্ষিণে বাতাস মেঘ-নিবারণ করে তন্ন তন্ন।
দ্বিধা-নিবারণ পরম জ্ঞানী, ক্ষুধা-নিবারণ অন্ন॥
অম্বল ভোজনে দেয়, ঝাল নিবারণ করি।
সকল জঞ্জাল-নিবারণ জল,
(তেমনি) কাল-নিবারণ হরি॥ ১০
কংস-ধ্বংস-মন্ত্রণায় মথুরায় গমন।
এ দেহটা মথুরা যদি ভাব আমার মন॥ ১১
মতি! তোমার দেহমথুরা অতি অধম পুর।
মথুরায় বরং একজন আছে রে! অক্রূর॥ ১২
তোমার মথুরা কেবল কুক্করের * পুরী।
এ পুরী পবিত্র করা উচিত সবাকারি॥ ১৩
কংস আছেন, কুব্জা আছেন,
আছেন দেবকী বন্ধনে।
নিজ উপায় কর এনে নন্দের নন্দনে॥ ১৪

* * *

সুরট-মল্লার—কাওয়ালী।

চল রে মানস! রস শ্রীবৃন্দাবনে।
অনন্ত ভয় এড়াবে, কৃতান্ত দূরে যাবে,
নিতান্ত স্থান পাবে, শ্রীকান্ত-চরণে॥
সতত কলুষ-কংস করে জ্বালাতন,
চল ওরে মন!
তায় করিতে দমন, আন গে হৃদয়-মধুপুরে
মধুসূদনে॥
তোমার বুদ্ধি যে কুরূপা, বাঁকা কুব্জা-স্বরূপা,
বুদ্ধি-কুব্জারে রাখ কেন শ্রীহীনে,—
শ্রী পায় সে শ্রীনাথ-আগমনে;—
কুমতি-রজক নাশ হবে রে ত্বরায়,
হৃদয়-মথুরায়, আনগে শ্যামরায়,
জীবাত্মা দেবকীরে কর মুক্ত বন্ধনে॥ (ক)

* কুক্করের—ক্রূরের।

কংসরাজ-সভায় নারদ।

যথায় কংস রাজন্, পাত্র-মিত্র বহুজন,
মুনি গিয়ে কহিছেন তথা।
আমি কেন ভাবি, বাপু রে!
তুমি ত বসে আছ পুরে,—
নিশ্চিন্ত,—সে কেমন কথা? ১৫
গোকুলে শত্রু প্রবল,
দিনে দিনে তার বাড়ছে বল,
অনবরত খেয়ে ঘৃত মাখন!
ইন্দ্র-দর্প দিয়ে দূরে, নাম রেখেছে ব্রজপুরে,
বাম করে ধরে গোবর্দ্ধন॥ ১৬
বল্লে হেসে পড় ঢলে, গোয়ালার শিশু বলে,
শিশুর হাতে আশু কিন্তু ঠেক্‌বে।
ব'লে গিয়েছি অনেক দিন,
আমি ব্রাহ্মণ অতি দীন,
দীনের কথা দিন দুই বই দেখ্‌বে॥ ১৭
তখন কংসের জন্মিল ভয়,
বলে প্রভু! কর অভয়,
দায়-মুক্তির যুক্তি কিবা করি?
মুনি কন,—এই কথা যোগ্য, কর ধনুর্ম্ময় যজ্ঞ,
নিমন্ত্রিয়ে এনে, বধ হরি॥ ১৮
তখনি কংস রাজন্, করে যজ্ঞের আয়োজন,
নানা স্থানে পাঠাইল পত্র।
সুধান যতেক বীরে,
গোকুলে তোরা কে যাবি রে,
আনিতে নন্দের দুটি পুত্র? ১৯

* * *

কংসরাজ-সভায় অক্রূরের গমন।

সবাই বলে অক্রূর, লোকটা বড় অ-ক্রূর,
গুণযুক্ত জ্ঞানযুক্ত নিযুক্ত ভজনে!
শুন ওহে ভাল যুক্ত, এই যুক্তি উপযুক্ত,
তাহাকে পাঠাতে বৃন্দাবনে॥ ২০
তখন চরে দিল সমাচার,
শুনি সানন্দে করে বিচার,
অক্রূর বৈষ্ণব-শিরোমণি।
আমি কি পাব দরশন কমলার কণ্ঠভূষণ,
ভব-চিন্তাহারী চিন্তামণি? ২১

আবার ভাবে: পরিণাম,
আমার মুখে হরিনাম,—
বিচ্ছেদ হবে না এক দণ্ড।
কংস কাছে যাই কিরূপ ?—
হরি নামে সে হয় বিরূপ,
তখনি করিবে প্রাণদণ্ড ॥ ২২
করিতে হলো চাতুরী, নতুবা করূপে তরি
কৃষ্ণদ্বেষী পাষণ্ডের পাশে ?
আমি বল্‌ব বনমালী,
সে বল্‌বে, বল্‌ছে কালী,
এক শব্দে দুই অর্থ প্রকাশে ॥ ২৩
প্রকাশি যে কবিশক্তি,হরিগুণে মিশায়ে শক্তি,
ভক্তিযোগে সেই গানটি গান।
লইয়া গোকুলের পত্র, বসে আছেন কংস যত্র,
আনন্দে অক্রুর তথা যান ॥ ২৪

* * *

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

অপরূপ রূপ কেশবে, কে শবে ! *
দেখ রে তারা—এমন ধারা
কালোরূপ কি আছে ভবে ?
আ মরি কি প্রেমভরে, সদানন্দ † হৃদে ধরে,
ঐ রমণী মন হবে, ‡ যে ভজে সে মুক্ত ভবে।
মা-বারি-মৃত্তিকা ** মাখ, মাধবে দাঁড়ায়ে দেখ,
দিন সব হরিতে থাক,
নইলে মা, দুঃখ আবার দিবে ॥ (খ)

* * *

কংসের উক্তি।

কৃষ্ণ কালী এক যোগ, দুই অর্থে মনঃ-সংযোগ,
কংসের রুষ্ট না গীত শুনি।
এক অক্ষর হরিগুণ, শুনি রাগে হয় আগুন,
কহিছে অক্রুরের প্রতি বাণী ॥ ২৫
ওরে বেটা দুরাচার ! এ ত ভারি অত্যাচার,
নিত্য আমার বৃত্তিভোগ কর।
আমারি সঙ্গে বিপক্ষতা, আমারি বিপক্ষ-কথা,
সম্মুখে আসিয়া ব্যাখ্যা কর ॥ ২৬
সে কেমন,—
(যেমন) ব্যভিচারিণী নারী যত,
হয় না পতির প্রতি রত,
অবিরত পতির খায় পরে।
পতির কুশল নাই বাসনা,
ভুলিয়ে লয়ে রূপা সোণা,
উপপতির উপাসনা করে ॥ ২৭
ছল ক'রে তেল দিয়ে পায়,
সদা পতিকে * গহনা চায়,
গহনা লহনা আদায় করা।
পতি হন পতিত তায়,
রাগ করে ত,—বেড়িয়ে যায়,
শত্রু-ভয়ে ত্যাগ করে রাগ করা ॥ ২৮
আমি ত মথুরার স্বামী,
সবারে অন্ন যোগাই আমি,
নেমকহারামি সকল বেটাই করে !
কিছু নাই মোর অগোচর,
কোন্ বেটা বলে চোর,
কেউ বা বলে গো-চোর, গিয়ে অগোচরে ॥ ২৯
সকল বেটারাই বেতন-ভুক্,
দেখ্‌তে নারে আমার মুখ,
মুখের কাছে এসে করে চাতুরী !
জানায় পিরীত গলায় গলায়,
কিন্তু বেটারা তলায় তলায়,
জ্বালায় আমাকে, আমি বুঝতে পারি ॥৩০
সূক্ষ্ম বিচার কেউ না করে,
যত মূর্খ বেটারা আমার ঘরে,
ভিক্ষা ক'রে গালি দিয়ে যায়,
দুঃখে কি প্রাণ বাঁচে ?

---

* কে শবে—শবের উপর কে অর্থাৎ কালী। তারা—এক পক্ষে মহাবিদ্যা তারা; অপর পক্ষে চক্ষুর তারা। † সদানন্দ ;—মহাদেব।
‡ রমণী মন হরে—কৃষ্ণপক্ষে রমণী-মনোহরে আর কালী পক্ষে,—রমণী মন হরে।
** মা-বারি-মৃত্তিকা—মা-বারি—গঙ্গা; তাহার মৃত্তিকা।—অর্থাৎ গঙ্গা মৃত্তিকা।

* পতিকে—পতির কাছে। প্রাদেশিক প্রয়োগ।

উদ্ধবকে জানা আছে,
সে বেটা কাছে কথা কয় কাচে-কাচে,
আমার মন্দ গায়, তখনি নাচে* গিয়ে নাচে ॥৩১
তখন অক্রূর বলেন হরি! আমি অতি দীন।
দীনবন্ধু নামটি তোমার শুনি চিরদিন॥ ৩২
নামের শুনি ব্যাখ্যে, দেখিনে চক্ষে,
ঐ দুঃখে কই!
হরি হে। বন্ধুর কার্য্য তুমি করলে কই॥ ৩৩

* * *

অহং—একতালা।

দীনবন্ধু! আমার সেই দিনে হে! দেখ্‌ব
কেমন বন্ধু তুমি।
কে পার কর্‌বে হে আমারে,
শমন রাজার দ্বারে,
যে দিন গিয়ে বন্ধনে পড়্‌ব হে আমি।
হরি! তুমি বন্ধু বট, আমি কিন্তু শঠ,
শঠের প্রেমে পাছে না হবে প্রেমী,—
কিন্তু ও দীননাথ! তুমি নির্ব্বিকার,
নির্ম্মল, নিত্য-বস্তু,
তোমার শঠ সরল সমান, সংসারস্বামি!
যদি তুমি হে মাধব! হও দীন-বান্ধব,
হতে হবে সে দিন অগ্রগামী।
একবার সেই দিন হে!
দাশরথি যে দিন পড়বে ধরায়,—
শমন যা করিবে, তা তুমি জান অন্তর্যামী (গ)

* * *

কংসের প্রতি অক্রূর।

তখন অক্রূর বলে মহাশয়,
আমি গান করেছি কালীবিষয়,
বিষয়-জ্ঞান আছে আমার, মূর্খ নই হেন!
নন্দের গোপাল সে যে,
গোপের ছেলে গোপাল ব্রজে,
আমি তার নাম করিব কেন? ৩৪
(তখন) কংসের ঘুচিল রাগ,
বল্‌ছে করি অনুরাগ,
তাইতো বলি ঘটে বুদ্ধি আছে।
কি কথা, কোথাকার হরি? শঙ্করীর ধ্যান করি,
মায়ের ছেলে থাক্‌বে মায়ের কাছে॥ ৩৫
হরির জীবন হরি,—
যত মূর্খ বেটাদের হরি হরি,
ঘুচিয়ে দিব এই করেছি সূত্র।
এত বলি অক্রূর-করে, কংস সমর্পণ করে,
গোকুলের নিমন্ত্রণ-পত্র॥ ৩৬

* * *

অক্রূরের নন্দালয় যাত্রা।

পত্র পেয়ে পত্রপাঠ, তবে পরমার্থ-হাটি,
অক্রূর উদয় নন্দালয়ে।
যত্নে দিয়ে রত্নাসন, নন্দ করে সম্ভাষণ,
এসো এসো ব'স ভাই!—বলিয়ে॥ ৩৭
রামের গলে শ্যামের কর,
শ্যামের গলে হলধর;—
কর দিয়ে,—আনন্দ-ভরে যান!
তেয়ে তেয়ে যুগল রূপ, অপরূপ কি বিশ্বরূপ
সেরূপ অক্রূর দেখ্‌তে পান॥ ৩৮

* * *

ললিত-বিভাস—ঝাঁপতাল।

দেখিছেন অক্রূর,—
রূপে রাম যেন রজত-গিরি!
বামে হেরিয়ে নীলগিরি, নয়ন মন নিল হরি।
হীরক-মণি মানহত, রামের অঙ্গে শোভা কত,
তাহে মিলিত মরকত-নিন্দিত রূপ-মাধুরী।
(অক্রূর) বাম নয়নে দেখেন রাম,
দক্ষিণ নয়নে শ্যাম,
এক আঁখিতে দুই দেখিতে না
পেয়ে আঁখিতে বারি,—
দাশরথি কয়, ওরে নেত্র!
রাম-শ্যাম অভেদ-গাত্র,
যারে দেখ দেখ রে মাত্র,—
দুই কই রে একই হরি। (ঘ)

* * *

* নাচে—মন্দ করে।

নিমন্ত্রণ-পত্র প্রদান।

অক্রূর দিলেন পাতি,* নন্দ নিলেন হস্ত পাতি,
কে পড়িবে,—পড়িলেন সঙ্কটে।
ভাবেন করি হেঁট মাথা,
আমায় ত গণেশের মাতা,—
গণেশ-আকৃতি দেন নাইক পেটে। ৩৯
বাঁচাতে আপন পাতা, করে'খুন সীমানা ছাড়া,
দেন পত্র উপানন্দের হাতে।
উপানন্দ কেঁদে কয়, দাদার এমন কর্ম্ম নয়,
মর্ম্মপীড়া ছোট ভাইকে দিতে॥ ৪০
জানেন ত আমি গাইমাই, †
পাঁচ বৎসরের বেলায় গাই,
দিয়াছেন ভাই, তাই চরাই গোঠে।
দোহন করিয়ে গাই,লোকের বাড়ী দুধযোগাই,
আর কেবল যাই মথুরার হাটে॥ ৪১
বলাই বলে,—কি জ্বালাই হল,
কোথা থেকে বালাই এলো,
শীঘ্র চরণ চালাই তবে, পালাই কিছু কাল।
বিরলে লয়ে শ্রীগোবিন্দ, উপায় সুধান নন্দ,
বল বাপু কি হবে গোপাল? ৪২
হেসে হেসে কন গোপাল,
আমাদের সব এক-কপাল,
সরস্বতী সমান সবারি ঘটে।
সদা তোমার কড়ি কাড়,
কারু দিলে না হাতে খড়ি,
হাতে নড়ি দিয়ে পাঠাও গোঠে! ৪৩
মা তো বলেছিল লিখিতে,
তুমি দিলে গরু রাখিতে,
বাপের কথা বই মায়ের কথা শোনে
কোন্ জনা?
দশরথের বাক্যে রাম, বনে যান গুণধাম,
মানেন নাই তো কৌশল্যার মানা॥ ৪৪
তবু তোমাকে লুকিয়ে, তাতা! ‡
লিখেছিলাম তাল পাতা,
শিখেছিলাম কিরি-মিরি-গিরি।
যেই শিখেছিলাম গিরি,
তাইতে গিরি ধারণ করি,
তা নৈলে কি ধরতে পারিতাম গিরি? ৪৫
ছিল একজন ব্রজধামে, আত্মারাম ঘোষ নামে,
পত্র লয়ে নন্দ তথা গেল।
খুলিয়া পত্রের খাম,
বলে,—পড় বাবা আত্মারাম!
রাজা কংস কি কথা লিখিল? ৪৬
আত্মারামের সেই কথায়,
আত্মপুরুষ শুকিয়ে যায়।
হেন কালে এলেন গর্গ মুনি!
কহিছেন পড়ি পত্র, গোকুলের গোপ মাত্র,
নিমন্ত্রণ করেছে নৃপমণি॥ ৪৭
সহ কৃষ্ণ বলভদ্র, তার বাড়ী যাওয়া ভদ্র,
ভদ্র ব'লে করেছে গণন।
এই কথা শুনিয়া নন্দ, মনেতে বড় আনন্দ,
নন্দন দু'টিকে ডেকে কন॥ ৪৮
পর ধুতি কর কোঁচা, ধড়া চূড়া ছাড় বাছা!
যেতে হবে সে ধরাপতি-গোচরে।
ফেল শিঙ্গা ফেল বাঁশী,
হবে লোক হাসাহাসি,
এ বেশে সেখানে গেলে পরে॥ ৪৯
যে যে দ্রব্য প্রয়োজন, নন্দ করেন আয়োজন,
নানা ধন কংসে ভেট দিতে।
ব্রজে ধ্বনি হয় অমনি, লয়ে রাম-চিন্তামণি,
নন্দ যাবেন মথুরায় প্রভাতে॥ ৫০

* * *

নন্দরাণীর কাতরতা।

অন্তঃপুরে নন্দরাণী, শুনিয়া উড়িল প্রাণী,
ছাড়িল নিশ্বাস অতি দীর্ঘ।
পড়িয়ে ঘোর সঙ্কটে, আসিয়া নন্দ নিকটে,
মুক্তকেশী হয়ে কয় শীঘ্র॥ ৫১
বলে,—নিমন্ত্রণপত্র পেয়েছো,
তুমি যাও কর্ত্তা আছ।
ভেট দিতে একাকী কংস-ভূপে।

---

* পাতি—পত্র। † গাইমাই—মূর্খ।
‡ তাতা—তাত, পিতঃ।

পেয়ে নিধি হারাইও না,
তার কাছে ল'য়ে যেও না,
(আমার) দুধের গোপালে কোনরূপে ॥ ৫২

*　*　*

ললিত-ভৈরোঁ—একতালা।

যেও না হে নন্দ! প্রাণ-গোপাল লয়ে সঙ্গে।
অযতনে নীলরতনে কেন হারাবে তরঙ্গে?
কাল হয়ে কালালয়ে, যাবে লয়ে কাল-অঙ্গে,—
এ ধন,—করেছ কি পণ,
সমর্পণ কাল-ভুজঙ্গে॥
জন্মাবধি সে পাপ-জীবন,
বধিতে গোপালের জীবন,
দূত পাঠায় বৃন্দাবন,
তাকি দেখ নাই অপাঙ্গে,—
হয় না ত্রাস, যাও তার বাস,
কি বিশ্বাস সে বৈরঙ্গে,—
সাধ ক'রে ব্যাধকরে সঁপে
দিও না বিহঙ্গে॥ (৬)

*　*　*

শ্রীকৃষ্ণের জন্য শ্রীরাধিকার
মাল্য গ্রন্থন।

কৃষ্ণ-অঙ্গ কমলিনী, সাজাবেন স্বরূপিণী,
মালিনী আনিয়ে দিচ্ছে ফুল।
নানাবিধ সুগন্ধ, গন্ধরাজ রজনীগন্ধ,
যে গন্ধে গোবিন্দ অনুকূল॥ ৫৩
চম্পক বক বকুলে, গাঁথে মালা কুন্দফুলে,
প্রসন্ন হইয়া হেমবর্ণা।
মাঝে মাঝে দেন তত্র, তুলে তুলসীর পত্র,
তা নৈলে নন্দের পুত্র লন না॥ ৫৪
যোগবলে রাজবালা, সামান্য ফুলের মালা,
পরাণের পরাণ কৃষ্ণে পরান কি জন্যে।
কিজন্য মুক্তাহার,শক্তি আছে দিতে তাঁহার,
তিনি তো বটেন রাজকন্যে॥ ৫৫
ফুল দেন তার,আছে কারণ,
শুন কই তার বিবরণ,
ফলাকাঙ্ক্ষা জগতে যারা করে।
তারাই চেষ্টা করে ফুল,
ফুল হয়েছে ফলের মূল,
না দিলে ফল কখন ধরে? ৫৬
তুলসী সহিত প্যারী, ফুল লয়ে সার সার।
পরমানন্দে গাঁথিছেন হরির ব্যবহার-হার॥ ৫৭
বিলম্ব দেখিয়া প্যারী,
উঠিয়া দেখেন বার বার।
মনোহরের প্রতি মনটা
হচ্ছে (?) ভার ভার॥ ৫৮
দুখ পেয়ে মুখে বল্‌ছেন,—
দেখব না মুখ আর তার!
মুখের কথায় কি হচ্ছে,
প্রাণ করছে ছাড়্-ছাড়্॥ ৫৯
সুধান কৃষ্ণতত্ত্ব-কথা,
দেখা পাচ্ছেন যার যার।
সাহস আছে অন্য নারীর সহিত
ব্যাভার ভার-ভার॥ ৬০
দাসখত বিকায়ে গেছে,
শুধিতে রাধার ধার।
লম্পট-স্বভাব তবু
বেড়ানলোকের দ্বার দ্বার॥ ৬১
হেনকালে বৃন্দে দূতী শুনলা ত্বরায়।
বৃন্দাবন-চন্দ্র হরি চললেন মথুরায়॥ ৬২

*　*　*

শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-সংবাদ।

যেই মাত্র শুনলেন,—
চল্‌লেন জীবের জীবন।
অমনি জীবন উঠিল কণ্ঠে,
বাঞ্ছা নাই জীবনে,জীবন॥ ৬৩
বৃন্দে বলে, চল গো জীবনে সঁপি কায়।
মৃতকায় হ'য়ে যায় বলতে রাধিকায়॥ ৬৪
কহে গিয়ে, নিকট হয়ে,ক'রে ক্রন্দনের ধ্বনি।
কার জন্যে আর হার গাঁথ, ওলো ধনি? ৬৫

*　*　*

অহং—একতালা।

প্যারি! কার তরে আর গাঁথ হার যতনে।
গলার হার—কিশোরি! আরাধনের
ধন তোমার চিন্তামণি.

সে হার হারালে; হা রাই!

কি শুন নাই শ্রবণে?

একজন অক্রূর নামে সে যে,

সাধুর মূর্ত্তি সেজে,

কংসের দূত এসেছে বৃন্দাবনে।

দস্যুবৃত্তি ক'রে,

হ'রে লয়ে যায় তোমার সর্ব্বস্ব-ধন,—

আমরা দেখে এলাম,—রথে তুলেছে

রতনে॥ (চ)

*　　*　　*

জটিলা-কুটিলার আনন্দ।

গোকুলে হইল রব,　ঘুচায়ে গোপীর গৌরব,

গোবিন্দ-গমন মথুরায়।

নগরে হইল গোল,　সুখেতে বাজায় বগোল,

জটিলে-কুটিলে জুটে তায়॥ ৬৬

(বলে,) কংস অনেক দিন অবধি,

মনে করেছে পেলেই বধি,

ছল ক'রে দূত পাঠায়ে দিয়ে,

যুত করতে নার্‌লে।

নন্দ বুঝ্‌তে পারে নাই,

সঙ্গে লয়ে যাবে কানাই,

এইবার ছা—ফাঁকি দিয়ে বার্ করলে! ৬৭

বাঁচি এখন শুন্‌তে পেলে,

যজ্ঞকুণ্ডে দিয়েছে ফেলে,

কালামুখো কালাকে কংস বলে।

(আমরা) কালি দিব পীরকে শিন্নি,

পাপিনী নন্দের গিন্নি,

কাঁদে যেন 'বাছা বাছা' ব'লে॥ ৬৮

গুরু বেটা মজায় কুল, বলিতে গেলে করে তুল,*

গরব শুনে এসে গা-টা অমনি ঘোরে।

ধন হয়েছে—হয়েছে সুত,

হাটে গিয়ে বেচিতো সুতো,

সে সব কথা এখন গিয়েছে দূরে॥ ৬৯

সকল জানি, উহার ভর্ত্তা,—

নন্দ হয়েছে গাঁয়ের কর্ত্তা,

পৌষ মাসে পাঁচটা উপোস—ছিল অন্নকষ্টো।

খাট্‌তো মজুর কাট্‌তো নাড়া,*

তার মেগের যে নথ-নাড়া,

সইতে হলো ঐ দুঃখ বড়॥ ৭০

(এখন) ভাঙ্গল কপাল, গেলেন গোপাল,—

কাল বিকালে যাবে গোপাল,

অতিশয়টা রয় না চিরস্থাই।

অতিশয় ক'রে দর্প,　শিবের কাছে কন্দর্প,

কোপ-নয়নে হয়ে গেলেন ছাই॥ ৭১

অতিশয় বাড়িল রাবণ,

বাটীতে খাট্‌তো ইন্দ্র পবন,

শেষে তারে বানরে মারে লাথি।

অতিশয় দর্প ক'রে,　হরি-হর ভিন্ন ক'রে,

কাশীতে কত ব্যাসের দুর্গতি! ৭২

বৈকুণ্ঠ-নাথের রিপু,　হ'য়ে হিরণ্যকশিপু,

অতিশয় সকলি বাড়াবাড়ি।

হয়ে নৃসিংহ-অবতার,

নখ দিয়ে পেট চিরে তার,

সন্ধ্যাকালে বার করিলেন নাড়ী॥ ৭৩

এইরূপেতে মায়ে-ঝিয়ে,

কত ভাবে রাগে মজিয়ে,

হেথা শুন যে দশা রাধায়।

কেন হার গাঁথ ব'লে,　সখী যখন গিয়ে বলে,

কৃষ্ণ তোমার যান মথুরায়॥ ৭৪

*　　*　　*

রাধিকা অচৈতন্য।

প্রবেশ হ'তে কর্ণে কথা,

শুকায় অমনি স্বর্ণলতা,

নাসামূলে নিশ্বাস নাশল।

রসনা হইল নীল,　দশনে লাগিল খিল,

দশেন্দ্রিয় অবশ হইল॥ ৭৫

*　　*　　*

ঝুম-ঝিঁঝিট—তিতালী মধ্যমান।

যাবেন কৃষ্ণ মথুরায়,—শুনি।

চৈতন্য হারায়ে ভূমে পড়েন চৈতন্য-রূপিণী॥

---

* ঢুঁদুল—প্রমাদ।

* নাড়া—খড়।

হারাইলাম ব'লে নাথে,
হাতের মালা রইল হাতে,
আগন্তুক জ্বর-সন্নিপাতে,
পান্ত হলো যেন পরাণী।
যত সখা-সখী দুঃখে ভাসিল,—
অমনি জীবন ধ্বংসিল, বক্ষে তক্ষক দংশিল,
চক্ষের তারা স্থির অমনি॥ (ছ)

* * *

রাইকে দেখে অচেতন,
দ্বিগুণ হলো জ্বালাতন,
বলে,—শূন্য হলো ব্রজধাম।
আছেন আঁখি মুদিয়ে, জাগান ঔষধি দিয়ে,
কর্ণমূলে ব লে কৃষ্ণের নাম॥ ৭৬

* * * *

অক্রূরের প্রতি ব্রজ-গোপিনীগণ।

বিরহে না রহে কায়, সঙ্গে লয়ে রাধিকায়,
গোপিনী তাপিনী হয়ে চলে।
যথা ল'য়ে শ্রীহরি, অক্রূর করে শ্রীহরি,
রথচক্র ধরি গোপী বলে॥ ৭৭
শোন রে অক্রূর! তোরে বলি,
তুই, গায়ে দিয়েছিস্ নাম'বলী,
যোগীর বেশ—দেখ্‌তে বেশ বটে।
ব্রজের মাটী মাখা গায়, রসনা হরিগুণ গায়,
মাথাটী মানায় বটে জটে॥ ৭৮
কপালে হরি-মন্দিরে, বসি হরি-মন্দিরে,
তুই জপ ক'রে থাকিস্ নাকি!
গায়ে লিখেছিস্ রাধাকৃষ্ণ,
আই মা ছি ছি! রাধাকৃষ্ণ!
ওগুলো সব চুরি করিবার ফাঁকি॥ ৭৯
তোর মত এমন চোর! নয়নের অগোচর,—
চোর তো চুরি লুকায়ে ক'রে থাকে।
তোর তো নাই লুকোচুরি,
দিয়ে অবলার গলায় ছুরি,
ব'লে কয়ে দেখিয়ে ব্রজের লোকে॥৮০
এক্ষণেতে মহাশয়! চোরের বুদ্ধি অতিশয়,
পূর্ব্বে রাজা শূলে দিতেন চোরে।
এখন ধর্‌লে কিসের দায়,পরমসুখে খেতে পায়,
বালাখানায় শুতে পায়,
দিতে পারিলে জরিমানা,
খাটুনি মানা করে॥ ৮১
অমাবস্তে দুপুর রেতে, চুরি করে চোর জেতে,
যোগে-যাগে যদি ধর্‌তে পারি।
হাকিম বলে,—সাক্ষী কই?
তখন সাক্ষী কারে কই?
ফৈরাদীর হয় উল্‌টো কসুর,
চোরের বাড়ে জারী॥ ৮২
চোর বেটারা ফুকিয়ে বাটী, *
লয়ে যায় সব ঘটী বাটি,
রাজার ভয়ে থাকি ছাপিয়ে সে কথাটি।
ছাপালে কিছু রেয়াতি বটে,
না ছাপালেই ছাপিয়ে উঠে,
দারোগা গিয়ে কাঁপিয়ে দেন মাটি॥ ৮৩
একে তো হলো দফা রফা,
আবার দারোগার সঙ্গে কর রফা,—
কড়ি দিয়ে—নইলে দ্বিগুণ ফন্দী।
ফৈরাদীকে ফেলে ফেরে,
মূলটো ছিঁড়ে তুল্‌টো করে,
লিখিয়ে দেয় উল্‌টো জবানবন্দী॥ ৮৪
চোর,—জবির জুতো দিয়ে পায়,
শাটিনের আংরাখা গায়,
গাঁয়ে বেড়ায় চলে।
লোকের এখন এমনি ভয়,
চোরকে দেখেই ব'লতে হয়,
দাদা-মহাশয়! কোথায় গিয়েছিলে? ৮৫
থাকুক রহস্য-কথা, হেথায় অক্রূর যথা,
গোপিকা কয় করিয়ে ভর্ৎসনা।
চুরি তো আছে বিশেষ,
তুই করিলি চুরির শেষ!
রত্ন-চুরির কি পাপ জান না? ৮৬
ওরে, ব্রহ্মহত্যা আদি মধ্য, রত্নচুরি তারি মধ্য,
মহাপাপী বলেন মুনি সবে।
এর শাস্তি নিঃসন্দ, হয় কুষ্ঠ অথবা অন্ধ,
জন্ম জন্ম ভুগ্‌তে হয় ভবে॥ ৮৭

* ফুকিয়ে বাটী—সিঁদ কাটিয়ে।

(তুই) যদি বলিস্,—রত্ন কই,
রত্নকে কি রত্ন কই!
এর কাছে কি মণিমুক্তা সোণা?
যদি এ সোণায় হয় অধিকার,
তবে সোণার বাসনা কার,
মুক্ত কি ছার, মুক্তিজন্য ইহারি উপাসনা ॥ ৮৮
অশীতি-রতি প্রমাণ সোণা,চুরি করে যেই জনা,
মহাপাপ তার গতি নাই ভবে।
অতুল্য অমূল্য মণি, রাধার ধন চিন্তামণি,
চুরি করলে তোর কি গতি হবে? ৮৯

* * *

আলিয়া—একতালা।

হরির তুল্য নিধি কোথায়?
পরশ-মণির গুণে,—লোহা স্বর্ণ জানিস্ মনে,
চিনিস্‌নে আমায় চিন্তামণি ধনে,
(যার) চরণাম্বুজ-রেণু-পরশনে;
পাষাণ মানব-দেহ পায়॥
সুর মুনি বাঞ্ছা করে যে মণিরে,
হরের মনোহর মণি হরণ করে,
অক্রূর মুনি! ব্রজরমণীরে,
করলি মণিহারা ফণিপ্রায়।
লক্ষ্মী বলেছিলেন কৃষ্ণের চরণ ধরি,—
শ্রীধন কিঞ্চিৎ আমায় দাও যদি হে হরি!
রাঙ্গাচরণ দুটি অধিকার করি,
এ রত্ন অন্যে না পায়॥ (জ)

* * *

অক্রূরের উত্তর।

রত্ন-চোর বলে গোপী, অক্রূরকে বলে পাপী,
অক্রূর বলে, ওহে গোপি! শোন।
পরের ধন যে লয় হরি,
তার বিচার করেন হরি,
বিচার-কর্ত্তাই উনি জেনো॥ ৯০
ওগো বৃন্দে! ওগো রাই!
চোর কেবল তোমরাই,
জগতের ধন হরি—তা কি জান না?
(তোমরা) আট জনাতে আটক রাখি,
জগৎকে দিয়েছ ফাঁকি,
সেটা কি তোমাদের ভাল বিবেচনা? ৯১
দয়া হয় না কিঞ্চিৎ, একবারেতে বঞ্চিত,
জগতে করেছ জগৎনিধি!
সহজে না দিলে ছেড়ে,সহজেতেই লই কেড়ে,
এধনে আছে গো ধনী জগতে ফরিয়াদি॥ ৯২
অনন্ত-কোটি জীবের বংশে,
অংশী কৃষ্ণধনের অংশে,
যোগ ক'রে ভোগ করিতেছ সবাই।
তোমাদিগে ক'রে ক্ষুণ্ণ, অবলার লইতে মন্যু,
অংশ লইতে আমি আসি নাই॥ ৯৩

* * *

(তবে আমার কি জন্যে আসা,—তা শুন)।
মথুরায় কংস-রাজন,
করেছেন যজ্ঞের আয়োজন,
ব'সে আছেন—সকল আয়োজন পূর্ণ।
একবার গোকুল পরিহরি,
গেলে যজ্ঞেশ্বর হরি,
তবে তাঁর যজ্ঞ হয় পূর্ণ॥ ৯৪
(যদি) কোন গৃহস্থ কোন গ্রামে,
সেবা করে শালগ্রামে,
সে ত নিজ মুক্তির কারণ।
নাই বিষ্ণু যার ঘরে, লয়ে গিয়ে সেই ঠাকুরে,
দশে করে যজ্ঞ সমাপন॥ ৯৫
(সেই) মথুরার পাপ-নগরে,
নাই বিষ্ণু কারু ঘরে,
তাইতে আজ্ঞা দিলেন কংস-রায়।
আছেন গোকুলে কৃষ্ণ গোপালয়ে,
গোকুল হতে এস লয়ে,
যাও, অক্রুর! রথ লয়ে ত্বরায়॥৯৬
পরিণামে কি দোষ ধরে,
ঠাকুর লইতে কে মানা করে?
আর গোপি! কিসের জন্য ভাব?
হলে যজ্ঞ সমাপন, সেখানে রাখা নাই মন,
কালি আমি ফিরে দিয়া যাব॥ ৯৭
গোপী বলে,—শোন রে কই,
এখন পাঠাতে পারি কৈ?
আমরা করেছি কৃষ্ণপ্রেমের ব্রত।
হৃদয় যজ্ঞবেদীর পরে, বসিয়ে কেবল বংশীধরে,
আয়োজন করেছি দ্রব্য যত॥ ৯৮

(যখন) না থাকে ক্রিয়া নিজ ঘরে,
তখন ল'য়ে যায় পরে,
ক্ষতি নাই যান যথা-তথা!
আমাদের ক'রে ব্রত-ভঙ্গ,
অকালে ল'য়ে ত্রিভঙ্গ,
তুই যে যাবি—এ কেমন কথা? ৯৯
ভেঙ্গে তাই বল রে বল, কংসের প্রবল বল,
বল যদি, বলে যাও রে লয়ে।
ক্ষণেক তবে রাখ হরি, এখনি ব্রত সাঙ্গ করি,
আহুতি-দক্ষিণে আদি দিয়ে॥ ১০০

* * *

খাম্বাজ—পোস্তা।

আমরা আছি রে অক্রূর!
কৃষ্ণপ্রেমের যজ্ঞে ব্রতী।
যজ্ঞ সব পূর্ণ করি, প্রাণকে দিয়ে পূর্ণাহুতি॥
অজ্ঞান অবলার ব্রত, বৈগুণ্য হলো কত,
রাঙ্গা পায় ধ'রে তা ত,
সঁপিযে গোবিন্দ প্রতি।
একবার গোপিকার কারণ,
ধৌত করি রাঙ্গা চরণ,
শান্তিজল দিয়ে দুঃখের
শান্তি ক'রে যান শ্রীপতি॥ (ক)

* * *

ব্রজগোপিনীগণ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের রথচক্র ধারণ।

গোপী কয় অক্রূর! তুই একবার অক্রূর,
হলে—গোপীর সাঙ্গ হয় ব্রত।
ক্ষণেক তবে রাখ কৃষ্ণ, রাই সঙ্গে দেখি কৃষ্ণ,
পুরাই ইষ্ট জনমের মত॥ ১০১
হলে পর গোপিকান্ত,
তবে লয়ে গোপী-কান্ত,—
যেয়ো অক্রূর!—নতুবা মান্‌ব না।
ছেড়ে দিব না চক্রধরে, এত বলি চক্র ধরে,
চক্র করি যত ব্রজাঙ্গনা॥ ১০২
কেহ বা গিয়া অশ্বের, রজ্জু ধরে,—বিশ্বের,
পতিকে দিব না ছেড়ে,—ব'লে।
কেউ গিয়ে কয়—ধরি হয়,
ছাড়ি—যদি বিচার হয়,
নৈলে দেখি, কেমনে হয় চলে? ১০৩
শ্রীরাধার কিঙ্করী, দূতী কয় বিনয় করি,
করে ধরি যত গোপীগণে।
কি জন্য ধরেছ রথ, রথ ধ'রে কি মনোরথ—
পূর্ণ হবে,—তাই ভেবেছ মনে॥ ১০৪
উপরোধ কর কার, কে করিবে উপকার,
সাধো কারে,—সাধ্য নাই কারো।
অক্রূর লয়ে যায় কেশব, চিতে ভাব মিথ্যা সব,
ছাড় ছাড় রথচক্র ছাড়॥ ১০৫

* * *

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

কেন চক্র ধরো সকলে।
ঐ চক্রে কি যায় গো! রথ
জান না কার চক্রে চলে?
ভেবেছ রথ টান্‌ছে বাজী,
সই! তোরে কই, বাজি কই,
ও কেবল বাজি!
আজি আমাদের সুখের বাজি,
সাঙ্গ হলো এ গোকুলে॥
হয় ধর, হয় হতে কি হয়, এ দশা যা হতে হয়,
আগে তা বুঝিতে হয়,—
হয় ছেড়ে সকলে, হয় প্রাণ জলে,
না হয় দাও অনলে॥
কেন কও সব কুভারতী,
সারথিরে বল সই। অসার অতি,—
কি করিবে সারথি এর মূল রথী—
দাশরথি বলে॥ (এ)

* * *

তবু রথ-চক্র ধরি রইল চন্দ্রাবলী।
বৃন্দে বলে, কেন চক্র ধর চন্দ্রাবলি? ১০৬
রথ ধ'রে, অক্রূরে ধ'রে, রাখ্‌তে হবে কেশব।
কোন্ কর্ম্ম কর্‌তে পারে?—সখি!
ওরা কে সব? ১০৭
ওরা কি সখি! লয়ে যেতে পারে গো
কালোরূপ?
আমাদের কালারূপ হয়েছে কাল-রূপ॥ ১০৮

যে আমাদের বল-বুদ্ধি জ্ঞান-মন হরে।
বল্‌তো ছুটো ছুঃখের কথা, বল মনোহরে ॥১০৯
চিত্রে বলে,—কি কর্‌লে হে রাধার প্রাণ-হরি?
কি দোষেতে চল্‌লে বঁধু! রাধার প্রাণ হরি॥
যদি সাঙ্গ কর ব্রজের লীলা শ্রীরাধারমণ।
তবে কেন বাঁশীতে হ'রে নিলে রাধার মন ॥১১১
রাখবে না গোকুল যদি জান গিরিধর!
তবে সে দিন গোকুল রাখ্‌লে, কেন গিরিধর?

* * *

ব্রজগোপীগণকে শ্রীকৃষ্ণের সান্ত্বনা প্রদান—শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমন।

রাই কন, জন্মের মতন এই বুঝি শ্রীহরি।
প্রবোধিয়া রাইকে তখন কহেন শ্রীহরি ॥ ১১৩
গত মাত্র আমি তত্র, শত্রু বিনাশিব।
সন্দ নাই, চন্দ্রমুখি! সত্য কাল আসিব ॥ ১১৪

* * *

শ্রীকৃষ্ণ ও অক্রুর।

মধুর বাক্যে মধুসূদন তোষেন শ্রীমতীরে!
ত্বরান্বিত উপনীত যমুনার তীরে ॥ ১১৫
অক্রুর যমুনায় গিয়ে করে অবগাহন।
মস্তক ডুবায়ে জলমধ্যে মগ্ন হন ॥ ১১৬
ভক্তপ্রেমে বশীভূত হ'য়ে বিশ্বরূপ।
জলমধ্যে অক্রুরে দেখান অপরূপ রূপ ॥ ১১৭

* * *

ললিত-বিভাস—কাওয়ালী।

দেখে জীবনে, জীবের জীবনে,
চতুর্ভুজ অনন্ত গুণধারী অনন্তাসনে॥
নীর হতে তুলে শির, না ধরে নয়নে নীর,
রাম-সঙ্গে জগন্নাথে, দেখে রথারোহণে।
স্তব করেন বিধি-ভব, বলেন ওহে ভব-ধব!
মাধব! দীনবান্ধব! পাব কি স্থান চরণে॥ (ট)

* * *

হা-মা-কা।

পুনরায় যদুরায়, রথে আরোহণ।
ত্বরান্বিত উপনীত, মথুরাতে হন ॥ ১১৮
মথুরায় কংসরায়ে ভেট দিবার তরে।
রাম-কেশবে, আর আর সবে, রাখে স্থানান্তরে
নিশিযোগে, নিদ্রাযোগে হরি রন কপটে।
দীননাথ,—দিননাথ-উদয়-কালে উঠে ॥ ১২০
কন দাদায়, বিষম দায়, শুভ্র বস্ত্র নাই।
কেমন করে ধড়া প'রে, রাজসভাতে যাই ॥১২১
ধ'রে এ বেশ, হলে প্রবেশ,হারা হব গৌরবে।
হাসিবে সব, লাজে শব,—তুল্য হ'তে হবে॥
গোকুল ছাড়ি, রথ নিবারি ভাবেন বস্ত্রদায়।
হেনকালে কংসরজক রাজসভাতে যায় ॥ ১২৩
কন বিপদ-ভঞ্জক, ভুবন-রঞ্জক,
দাঁড়া দাঁড়া রে রজক! দিসনে বেটা ভঙ্গ!
তুই আমার নহিস্ পর, সকলি আমার—
না ভাব্‌লে পর,
আমি যে তোর নই কো পর,
এত আমার রঙ্গ ॥ ১২৪
বস্ত্র দে রে খানকতক, নইলে হব প্রাণঘাতক,
হটাস্‌নে রে ঘোর পাতক,মোর কথা না শুনে।
শুনে রজক উম্মায়, করে সায় কটু ভাষায়,
শমন-পুরে যাবার আশায়,
আসা বুঝি এক্ষণে? ১২৫
ওরে কানাই! জানি তোমাকে,
জানি তোমার যশোদা মাকে,
বিদ্যা বুদ্ধি কিছু আমাকে, বলিতে হবে না!
সঙ্গে লয়ে দাদা রাম, গোরু চরাও অবিরাম,
পিতা তোমার নন্দরাম,
বাথানে যার থানা ॥ ১২৬
আছে ত বিষয় কিঞ্চিৎ,তাতে তোমরা বঞ্চিত,
জেতের যেমন লাঞ্ছিত,* তাই সকলি আছে।
কিছু নাইত সুখ নামা,
খাটিস্ লোকের পয়নামা,
পাড়ায় পাড়ায় তোর মা,
অদ্যাপি ঘোল বেচে ॥ ১২৭
রাজভোগ ল'য়ে বাস,যাই আমি রাজার বাস,
যমের কেন উপবাস, তোদের রেখে মর্ত্ত্যে।
ওরে নন্দের অঙ্গজ!
ব্যাং হয়ে চাও ধর্‌তে গজ!
বাট্‌ টাকা সাটিনের গজ,
সাধ করেছ প'র্‌তে? ১২৮

---

* লাঞ্ছিত—চিহ্ন।

এই যে বারাণ'সে চাদর,
তোর বাপ জানে না এর কদর।
চাদরের কত হবে আদর,
(তুমি যখন) গায়ে দিয়ে বস্‌বে!
(এই যে) জরি দিয়া জড়ান বুক,
তুমি পরুবে এত বুক!
রাজা শুন্‌লে তিন চাবুক,
(সেই) নন্দের পিঠে কস্‌বে ॥১২৯
ব্যভার করেন নরবর, অমূল্য অম্বর,
তুমি পরিবে বর্ব্বর! এত গরবের কথা?
যাঁরে পূজেন ব্রহ্মা—শঙ্করে,
রজক অমান্য করে,
কোপে কৃষ্ণ তখনি করে,
কাটিলেন তার মাথা ॥ ১৩০
দূত গিয়ে দ্রুতগতি, রাজারে জানায় শীঘ্রগতি,
প্রাণ বাচবার অসঙ্গতি, অদ্য মথুরাতে।
ওহে মহারাজ! পৃথিবীর,—
মাঝে কি আছে এমন বীর?
করে কাটে রজকের শির,
অসির কর্ম্ম হাতে! ১৩১
অক্রূরকে দিয়ে রথ, এনে যেমন মনোরথ,
পূর্ণ হ'ল না, হাসে ভারত! হায় হায় কি হ'ল।
মাগিতে পুত্রের বর, বর না হতে নরবর!
তোমার সুখের সরোবর, আজি শুকাইল ॥১৩২

* * *

অহং—একতালা।

কালো-রূপ ওহে ভূপ! কাল-রূপ কে এলো!
এ কি শক্তি বালকের,
মহারাজ! তব রজকের,—
হস্ত দিয়ে মস্তক কাটিল ॥
মহারাজ হে! তোমার দিন আজি ভাল নয়,
কাল নিকট হ'ল তব ধ্বংসকারী
বংশীধারী যে এলো ॥
কি রূপ আহা মরি মরি, মোহন বংশীধারী,
রূপে মনের অন্ধকার হরিল,—
জ্ঞান হয় হে মনে,
সে যে মানব নয় ওহে দানব-রায়!
সদানন্দের নিধি নন্দের ভবনে ছিল ॥ (ঠ)

শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের বস্ত্র-পরিধান।

রজকে বধি পীতাম্বর, পীতাম্বর নীলাম্বর,
নীলাম্বর বেছে বেছে লন।
কিরূপে হয় পরিধান, সন্ধানেতে হরি ধা'ন,
হেন কালে দৈবের ঘটন ॥ ১৩৩
হরির দৃষ্ট হল বাঁয়, পথে যায় তন্তুবায়,
বলেন তারে,—যা রে বস্ত্র পরিয়ে।
তাঁতি বলে, হে বংশীবদন!
(তুমি) দীন হীনকে দিও না বেদন,
আমার দিন যাচ্ছে, হাট যাচ্ছে ফুরিয়ে ॥ ১৩৪
পরের প'ড়েন পরের টানা,
আমায় যে ধ'রে পথে টানা,
একি প্রভু! উচিত হে তব?
হাট গেলে না পাব সূতো,
তবেই আমায় মেলে আশু তো,
হাট গেলেই সূতাসূত,
কালি কিসে বাঁচাব? ১৩৫
কন দুঃখ-নিবারণ, শোন্ শোন্ পরা বসন,
পাঠাব তোরে বৈকুণ্ঠপুরী।
তাঁতি বলে,—সে কত দূর?—
(যদি) দূরে গেলে যায় দুঃখ দূর,
তা হলে পর দূরকে স্বীকার করি ॥ ১৩৬
বৈকুণ্ঠ তালুক কা'র,
সেখানে তোমার অধিকার—
আছে—কিছু—ইজারা কি পত্তনি?
শুন শুন কালবরণ!
এখানে অপেক্ষা অসাধারণ—
বৈকুণ্ঠের সুখ কি,—তাই শুনি ॥ ১৩৭
হরি কন, দুঃখের তাপ এড়াবি,
দুই হাত আছে চারি হাত পাবি,
তাঁতি বলে, ভাল কথা নয় এ তো!
যদি দুই হাত বাড়িলে বাড়িত মান,
তবে দুই-পেয়েদের বিদ্যমান,
চারি পেয়েদের কত মান হ'তো ॥ ১৩৮
আমি তাঁত ফেলে যাই তব কথাতে,
যাই যদি সুখ পাই হে তাতে,
দুইদিগ্ হারা হব এই চিন্তে।

হরি কন, তোর কর্ম্মসূত্র,—
কেটেছে আর হাটে সূত্র,
কিন্‌তে হবে না, হবে না তাঁত বুন্‌তে ॥
চল রে এ তাঁত উঠায়ে,
দিব ভাল তাঁত যুটায়ে,—
দিব, যে তাঁত সদা বাঞ্ছিত যোগীতে।
বুন্‌তে হ'ত অম্বর, বুনবি তথায় পীতাম্বর,
বার বার তোর আর হবে না ভুগ্‌তে ॥

* * *

খাম্বাজ—পোস্তা।

জগতের তাঁতকে পাবি,
এ তাঁত হ'তে সে তাঁত ভাল।
বার বার আর এসে ধরায়,
টানা-কাড়ার ফল কি বল?
কলুষ-আগুনের তাতে,জ্বালাতন ছিলি তা'তে,
তাঁতি! তোর কপালগুণে,
সে আগুনের তাত জুড়াল ॥ (ড)

* * *

কুব্জা ও শ্রীকৃষ্ণ।

বসন প'রে বনমালী,বনমালা পরিতে মালী(র),
তত্ত্ব ক'রে—যান তার পুরী।
নানা ফুলের মালা করে, ধরি সেই মালা-করে,
গলে হরি পরেন দুঃখ হরি ॥ ১৪১
শ্রীনন্দের নন্দন, গায়ে মাখিতে চন্দন,
মনে মনে হন অভিলাষী।
হেন কালে রাজ-সভায়, চন্দন লয়ে দিতে যায়,
কুরূপা কুব্জা কংসের দাসী ॥ ১৪২
তার মূর্ত্তি দেখে কানাই,
একটী দন্ত নাকটি নাই,
কাণ নাই,—কানাই ভাবেন এ কি!
পেটুটা ভাঙ্গা আটটা বেঁক,
ঠিক যেন গাঙ্গের টেক,
উচ্চ কপাল,—তাতে কুঠুরে-চোখী ॥ ১৪৩
গলে গণ্ড—গালে আব, দেখিয়ে মুখের ভাব,
বনে যায় বানরী মুখ ঢেকে।
গায়ে লোম যেন উল্লুক,
স্তন-শূন্য শুক্‌নো বুক,
চ'লে যেতে বুকেতে মুখ ঠেকে ॥ ১৪৪

খুঁড়িয়ে গমন খঞ্জপেয়ে,
শমন বলে,—এমন মেয়ে,—
আমার বাড়ী কেউ এনো না ভাই!
মশকের মতন গাত্র, কন্যা,-সহ যোগ্যপাত্র,
ঘটকে ঘটাতে পারে নাই ॥ ১৪৫
(তার) মাথাময় সকলি টাক্,
ডাকটী যেন দাঁড়কাক,
স্থান নাই বলিতে একটু ভাল।
যে দিন রূপটী গড়ে তার,
সে দিন বুঝি বিধাতার,
(বড় ব্যস্ত—) বাপের শ্রাদ্ধ ছিল ॥ ১৪৬

* * *

আড়ানা-বাহার—কাওয়ালী।

ভুবনে দেখি নাই আমি রূপ এমন।
আ মরি সুন্দরি! লয়ে বাটিতে চন্দন,
কার বাটীতে কর গমন ॥
ভুবনমোহন আমার রূপ হে!
আমি ত্রিভঙ্গ হরি, রূপে মুনির মন হরি,
ধনি! তুমি যে হরিলে সেই মুনির
মনোহরের মন!
অনঙ্গ এলো আমার অঙ্গে,
হেরি তোর অঙ্গখানি, প্রেম-তরঙ্গে ধনি!
ডুবে মরি, দাও তরী,
নইলে তরিব করি কেমন? (ঢ)

* * *

হরি ডাকিছেন কুবুজায়,কুবুজাকে তা কু বুঝায়,
ব্যঙ্গ-কথা শুনে অঙ্গ জলে।
মনের দুঃখে একাকী, যায় বসনে মুখ ঢাকি,
একবার দেখেনা মুখ তুলে? ১৪৭
বলিছে কত দুঃখ পেয়ে,
ওরে ছোঁড়ারা অল্পেয়ে,
তোদের জ্বালায় কি করি তাই বল!
জলে যাব কি খাব বিষ,
তাই করিব—যা বলিস্,
পথে আর হয় না চলাচল ॥ ১৪৮
কুরূপা কুবজা আছি,
আপনার ঘরে আপনি আছি,
যেচে গিয়া কার্ গায়ে পড়েছি?

'গ্রহণ কর এই কুব্জায়'
বলে ধরেছি কার পায় ?
নিরুপায়—করিব কিরে ছি ছি ! ১৪৯
তোরা জান্‌বি জান্‌লে টের,
তাইতে দিয়ে গায়ের টের, *
নিত্য আমি রাজার বাটীতে যাই।
ঘাটেপড়ারা পড়ে থাকিস্ ঘাটে,
নাইতে যাইনে বাঁধা ঘাটে,
নিত্য নিত্য আঘাটেতে নাই॥ ১৫০
বাঞ্ছা করি মনে মনে,
লুকিয়ে থাকি কোণে কোণে,
চলে না তাতে—কেউ নাই জগতে।
বিধি ক'রেছেন একাকিনী,
আমি একা বেচি—একা কিনি,
হাটে ঘাটে মাঠে হয় যেতে॥ ১৫১
বয়েস আমার তের চৌদ্দ,
তা নৈলে পোনের হদ্দ,
বিধির পাকে যৌবনেতে বুড়ী।
বেড়াতে কারু বাড়ী যাইনে,
মুখ পাইনে—সুখ পাইনে,
মুখকে হাসে যত ফচ্‌কে ছুঁড়ী॥ ১৫২
বিধি বেটার মাথা খাক্, নির্ব্বংশ হয়ে যাক্,
সত্যপীরে সিন্নি দিই তবে।
সেইত কর্‌লে এত গোল,
নৈলে কেন গণ্ডগোল,
লোকের সঙ্গে, আমায় করতে হবে॥ ১৫৩

* * *

খাম্বাজ—একতালা।

বিধির কপালে আগুন, আমার মনের আগুন,
দিয়েছে জেলে ;—
পোড়ার উপর পোড়া, পোড়া-কপালেরা ?
তোরা কেন দিস্, তায় আহুতি ঢেলে !
আমি কুরূপিণী, আছি খাঁদা বোঁচা,
গায়ে পড়ি নাই কারু দেখে লম্বা কোঁচা,
আমায় দেখে অমনি নিত্য করে খোঁচা,
যত সর্ব্বনাশীদের ছেলে॥

আমি পথে চলি বসনে মুখ ঢেকে,
অলপেয়েরা যেন খবর পেয়ে থাকে,
যে দুঃখ দেয় আমাকে,বল্‌ব দুঃখ আর কাকে ?
কাকে লাগে যেমন পেঁচাকে পেলে॥ (৭)

* * *

শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শে কুব্জার রূপপরিবর্ত্তন।

তখন কমল হস্ত দিয়া গায়,রূপটী কমলার প্রায়,
করি, কুবুজার পূরান বাসনা।
কুরূপা ছিল রমণী, পরশে পরশমণি,
লোহা হ'য়ে যায় যেন সোণা॥ ১৫৪

* * *

কংসবধ,—দেবকীর বন্ধন-মোচন।

প্রসন্ন হয়ে কুবুজায়, রূপ-যৌবন দিয়ে তায়,
তদন্তে গেলেন কংসপুরী।
ছিল যত দ্বারপাল, তাদের পক্ষে হয়ে কাল,
চাণূর আদি বধ করি করী॥ ১৫৫
অনেকের প্রাণ হরণ, করিলেন সঙ্কর্ষণ,
কৃষ্ণ কেশ আকর্ষণ, করি কংসাসুরে।
বজ্র মুষ্টি মুখে মারি, কাল হয়ে কালবারী,
কংসেরে পাঠান যমপুরে॥ ১৫৬
আনন্দিত দেবগণ, করেন পুষ্প বরিষণ,
শমন বলে,—শমন আমার গেল।
কুবের বরুণ হুতাশন, ইন্দ্র চন্দ্র আদি পবন,
সকলের হর্ষ মনে হ'ল॥ ১৫৭
(তখন) জগতের ঘুচায়ে ত্রাস,
মুখে মৃদু মন্দ হাস,
চলিলেন পীতবাস, জননী বিদ্যমান।
আছেন যেই কারাগারে,বন্ধন মুক্তি করিবারে,
তথাকারে যান ভগবান্॥ ১৫৮
(ঘরে) গিয়ে দুঃখ-নিবারণ, ঘন ঘন শ্যামবরণ,
মা বলিয়া করিছেন ধ্বনি।
অমৃত-সমান ধ্বনি, শুনতে পায় দেবকী ধনী,
অমৃতে সিঞ্চিল যেন প্রাণী॥ ১৫৯
বসুদেবে ক'ন দেবকী,
মোরে সদয় আজি দেব কি ?
সেবকী * ভেবে কি দয়া হ'ল ?

---

* টের—সন্ধান। টের—প্রান্ত।

* সেবকী—সেবিকা।

ওহে নাথ! মনে লয়, এ দুর্দ্দশা করতে লয়,
গোপালয় হ'তে গোপাল এলো ॥ ১৬০

* * *

ঝিঁঝিট—একতালা।

বাছা! কে তুই ডাকিলি রে,
দুঃখিনীরে মা ব'লে।
তুই কি আমার সে নীলরতন এলি,
যারে কংসভয়ে রেখেছিলাম গোকুলে ॥
আমি দশ মাস দশ দিন তোরে,
গর্ভে ধারণ ক'রে,
সঁপেছিলাম শক্রদায় ;—
যশোদায় এখন মা বলে তাঁর উষ্ট,
পুরালি রে কৃষ্ণ!
আমি, পেয়ে হারালেম তোর ভূমিষ্ঠ-কালে।
শুনিলাম নাকি হাঁরে! কিঞ্চিৎ ননীর তরে,
যশোদা বন্ধন করে, তোর কমল-করে রে—
(গোপাল রে!)
আমার বুকে পাষাণ—তায় কি দুঃখ রে তনয়?
তোর দুঃখ শুনে যে দুঃখ,
(আমার) হৃৎ-কমলে ॥ (ত)

অক্রুর-সংবাদ—(১) সমাপ্ত।

অক্রূর-সংবাদ।

(২)

অক্রূরের বৃন্দাবন-যাত্রা,—পথে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ।

চলিলেন অক্রুর, রাজা কংসাসুর-
আজ্ঞা লইয়া বৃন্দাবনে।
উৎকণ্ঠিত-মতি, বৈকুণ্ঠের পতি,
জানিলেন মনে মনে ॥ ১
লইয়া গোধন, গোধূলি যখন,
আইসেন নন্দালয়।
পথে অক্রুর মুনি, সঙ্গে চিন্তামণি,
উভয়ে মিলন হয় ॥ ২

শিবের সম্পদ, হেরি হরিপদ,
অক্রুর হরিষ মনে।
দেখি অপরূপ, বিশ্বরূপ-রূপ
জীবন সফল গণে ॥ ৩
তাহে গোষ্ঠবেশ, তরুণ বয়েস,
তরুমূলে রাম-কানু।
তরুণ অরুণ, জিনিয়া চরণ,
তরুণীমোহন তনু ॥ ৪
কটিতটে ধড়া, কোটি চন্দ্রে ঘেরা,—
যেন কালো মেঘে আসি।
কলেবর বঙ্ক, শিরে শিখিপক্ষ,
অকলঙ্ক কালো শশী ॥ ৫
ডাকেন বনমালী, হিঙ্গুলি পিউলি!
ধবলি শ্যামলি আয়!
করেতে পাঁচনী, ল'য়ে চিন্তামণি,
সুরভির পিছে ধায় ॥ ৬

* * *

শ্রীকৃষ্ণের দশা দেখিয়া অক্রূরের মনঃকষ্ট।

ভাবিছে অক্রূর, নন্দ বড় ক্রূর,
দয়াহীন কলেবরে।
যাহার বালক, গোলোক-পালক,
গোচারণে দেয় তারে ॥ ৭
হয় না প্রাণে সহ্য, আছে তো ঐশ্বর্য্য,
দিয়ে বিধি প্রতিকূল!
দুগ্ধপোষ্য হরি, করে বনচারী,
অধম গোপের কুল ॥ ৮.

* * *

যেমন অন্ধ, হস্তে রত্ন পেলে, যত্ন নাহি করে
অতিথির নাহিক যত্ন, কৃপণ ধনীর ঘরে ॥ ৯
শুকপক্ষী যত্ন করি, ব্যাধ কখনো রাখে?
বিদ্যাহীনের কাছে কি পুস্তকের যত্ন থাকে?
অসতী না করে যত্ন, পতি-রত্ন ধনে।
বিজ্ঞ লোক দেখি, যত্ন করে না অজ্ঞানে ॥ ১১
দেব-দ্রব্য বলি কখনো যত্ন করে শিশু?
মুক্তাহার যত্ন করি, কি গলায় পরে পশু? ১২
নর্গুণ-নিকটে নাই গুণীর যতন।
মানীর না করে যত্ন, অহঙ্কারী জন ॥ ১৩

তুমি ভবসিন্ধুত্রাণকর্ত্তা ভবারাধ্য ধন।
নন্দ কি জানিবে হরি! তোমার যতন ॥ ১৪

* * *

আড়ানা-বাহার—যৎ।

হরি! এতো অযতনে ব্রজে কেনে।
হয়ে অখিল-ব্রহ্মাণ্ডপতি ধেনু রাখ বনে ॥
এ ধন কি চিনিবে নন্দ,
গোচারণে দেয় গোবিন্দ,
জানিতে কি পারে অন্ধ, কি গুণ দর্পণে ॥
কমলা-সেবিত তব, যে চরণ, হে মাধব!
বনে কুশাঙ্কুর সব বাজে শ্রীচরণে ॥ (ক)

* * *

শ্রীকৃষ্ণের কাছে বসুদেব-দেবকীর ক্লেশ বর্ণন।

অক্রূর কহিছে, যে দুখে দহিছে,
তব জনক-জননী।
দুর্গতি হেরে, পাষাণ বিদরে,
প্রাণী দেখিলে ছাড়ে প্রাণী ॥ ১৫
আশা ক্ষান্ত নয়, আসিবে তনয়,—
আশায় জীবন রাখে।
হৃদয়ে পাষাণ, ওষ্ঠাগত প্রাণ।
তবু কৃষ্ণ ব'লে ডাকে ॥ ১৬

* * *

মথুরায় যাইতে শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষ।

শুনে দুঃখ মাতা-পিতার, চক্ষে বহে শতধার,
কৃষ্ণ কন,—শুনহে অক্রূর!
দেহ নন্দে নিমন্ত্রণ, প্রভাতে করিব গমন,
করিতে তাঁহাদের দুঃখ দূর ॥ ১৭

* * *

নিমন্ত্রণ প্রদান।

(তখন) দ্রুত গিয়ে নন্দপুর, নিমন্ত্রণ দেয় অক্রূর,
রাজা কংস ধনুর্যজ্ঞ করে।
সহ কৃষ্ণ-বলরাম, যেতে হবে কংসধাম,
ব্রজবাসিগণ সঙ্গে ক'রে ॥ ১৮

কাতরে কহিছে নন্দ,
লয়ে যেতে প্রাণগোবিন্দ,
মনে সন্দ—কহিলাম সার।
অন্ধের নয়ন-ধন, আমার এই কৃষ্ণ-ধন—
নিধন-আকাঙ্ক্ষা—সে রাজার ॥ ১৯
অক্রূর কহিছে,—অতি, ভ্রান্ত তুমি গোপপতি!
জান না, গোলোকপতি ঘরে।
জগদীশ জনক-ছলে, তোমায় ছলে শিশু-ছলে,
যোগীন্দ্র যাহারে ধ্যান করে ॥ ২০
শত্রুভাব করে কংস, অমনি হইবে ধ্বংস,
সবংশেতে ত্যজিবে জীবন।
যজ্ঞেশ্বরে নষ্ট করে, যোগ্যতা কি যজ্ঞ ক'রে,
অযোগ্য ভাবনা অকারণ ॥ ২১

* * *

নন্দরাণীর কাতরতা।

অক্রূরবচনে নন্দ, ত্যজিলেন মনঃসন্দ,
ব্রজ নিমন্ত্রিল এক দণ্ডে।
অন্তঃপুরে নন্দরাণী, শুনি কৃষ্ণের যাত্রাবাণী,
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে মুণ্ডে ॥ ২২
সঙ্গি-হারা পথিক যেমন, ঘটে ঘোর বিবন্ধ।
পুস্তক-হারা বিপ্র যেমন, যষ্টি হারা অন্ধ ॥ ২৩
বৎসহারা গাভী যেমন, ঊর্দ্ধমুখে ধ্বনি।
মণি-হারা ফণী প্রায় এসে নন্দরাণী ॥ ২৪
বলে,—হেদেরে অবোধ ছেলে!
দুরাত্মা কংস-বধের ছলে,
ভুলে নাকি মথুরাতে যাবি?
নন্দেরে কি কব হায়! বৃদ্ধদশায় বুদ্ধি যায়,
আজন্ম কি আমারে কাঁদাবি ॥ ২৫
(সেই) পূতনা আদি বৎসাসুর,
তারি রাজা কংসাসুর,
সে নিষ্ঠুরহাতে কেন যা'স্।
এবার লয়ে নিজ কোটে, ফেলিবে ঘোর সঙ্কটে,
যাস্‌নেরে,—মায়ের মাথা খা'স ॥ ২৬

* * *

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—ঠেকা।

যেয়ো না প্রাণ-গোপাল! মধু-ভুবনে রে।
দেখিলাম অমঙ্গল—গত রজনী-স্বপনে রে ॥

যেন প্রাণ হ'তে কে নিল নীল-রতন রে।
ওরে মাখনচোরা! গোধন-কি-রাখোয়ারা!
এ ধন কি বিদায় দিয়ে প্রাণ ধৈর্য্য মানে রে!
নীলমণি! তোর মোহন-বেণু
না শুনিয়ে শ্রবণে রে!
বনে চরিবে না ধবলী,—মরিবে পরাণে রে॥(খ)

* * *

সুখ-স্বপ্ন-ভঙ্গে—নিদ্রা ও নয়নের প্রতি রাধিকার ক্রোধোক্তি।

হেথায় মদন-কুঞ্জে প্রভাত যামিনী।
শয্যা শূন্য হেরিয়া অধৈর্য্যা কমলিনী॥ ২৭
পলকে বিচ্ছেদ হয় শতযুগ-জ্ঞান।
'কোথা কৃষ্ণ' বলি রাধার ওষ্ঠাগত প্রাণ॥ ২৮
নিদ্রা প্রতি কহেন রাধে, আবার কি অপরাধে,
অচৈতন্য করিলি নিশি-শেষে!
(আমি) করি নাই তোর আকিঞ্চন,
তুই জ্বালালি কি কারণ?
কৃষ্ণ সঙ্গে ছিলাম রঙ্গ-রসে॥ ২৯
কুসুম-শয্যাতে রাখি, কালিয়ে কুসুম-আঁখি,
কুসুম-নূপুর বন্ধুর দিতেছি চরণে।
গাঁথিয়ে কুসুমহার, কণ্ঠমাঝে দিলাম তাঁর,
কদম্বকুসুম দিলাম কাণে॥ ৩০
ওরে যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্র যারে,নিরন্তর ধ্যান করে,
অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি হরি।
কোন্ তুচ্ছ ব্রহ্মপদ, এর বাড়া সুখ-সম্পদ,
তাঁর সঙ্গে পরিহাস করি? ৩১
এ সুখ-সম্পদ্ ছেড়ে, ধিক্ ধিক্ ধিক্ আমারে,
হব কি আমি নিদ্রা-অভিলাষী।
হৃৎকমলে অধিষ্ঠান, ভবারাধ্য ভগবান্,
গরল করিব পান, ত্যজে সুধারাশি? ৩২
সোহাগের তরণী-মাঝে, রেখে প্রাণ-ব্রজরাজে,
আনন্দ-সাগরে করি খেলা!
(ওরে) নিদ্রা! তুই আসিয়ে,
দুর্যোগ-পবন হ'য়ে,
ডুবায়ে দিলি রসের ভেলা? ৩৩
চতুর্দ্দশ বর্ষ তোরে, লক্ষ্মণ যে ত্যাজ্য করে,
তাতো সহ্য করি, ছিলি কি প্রকার?
তার কাছে না যেতিস্ ভয়ে,
আমায় কি অবলা পেয়ে,
প্রাণদণ্ড করিলি,—দুরাচার? ৩৪

* * *

খট্-ভৈরবী—একতালা।

ওরে নিদ্রে! কেন অঙ্গে এলি!
তোর কি এত ধার, ছিল রে রাধার,
রাধার মূলাধার, কোথা লুকালি।
হরি নিলি আমায় ক'রে অচেতন,
অমূল্য রতন সে নীলরতন,
সদা সাধে যাঁরে সনক সনাতন,
ব্রহ্ম সনাতন কারে বিলালি?
হৃদি পদ্মাসন, করি অন্বেষণ,
পাইনে দরশন, সে পীতবসন,
ওরে নিদ্রে! শোন, ক'রে আকর্ষণ,
বিচ্ছেদ-হুতাশন, তুই জ্বেলে দিলি। (গ)

* * *

খঞ্জন-নয়নযুগে অশ্রুধারা বয়।
গঞ্জনা-বাক্যেতে রাধে! নয়ন প্রতি কয়॥ ৩৫
('ওরে নয়ন!) আমার সাধের ধন,
কৃষ্ণধন চিরধন।
পেয়েছিলাম,—ভক্তিসাগর করিয়ে সিঞ্চন॥
অবলার ধন,—বহু বিঘ্ন, সদা চৌর্য্যভয়!
তাইতে বান্ধব-নিকটে এ ধন
রাখতে সন্দ হয়॥ ৩৭
আমি যত্নে সে ধন রেখেছিলাম হৃদয়-মন্দিরে
শ্রীহরি-প্রহরী,—নয়ন! রাখিলাম তোমারে॥
তুই রক্ষক,—ভক্ষক হ'য়ে,রাধায় করলি সারা।
নয়ন মুদে হারালি নয়ন! শ্যাম নয়নের তারা॥

* * *

খট-ভৈরবী—একতালা।

নয়ন! কে নিলে রে হরি হরি!
নয়নের অঞ্জন, সে বাঁকা-নয়ন,
ছিলি রে নয়ন! দিয়ে প্রহরী॥
কি কাল নিদ্রে এসেছিল তোর!
কাল পেয়ে ঘরে এলো কালচোর!
নয়ন অগোচর, করলে মনচোর,
মরি রে, সে চোর কেমনে ধরি॥ (ঘ)

(তখন) নয়ন প্রতি কহেন শ্রীমতী
বহু খেদ বাণী।
কুঞ্জের বাহিরে যান কুঞ্জর-গামিনী ॥ ৪০
নয়নে গলিত ধারা, বিগলিত বেণী।
কৃষ্ণ-বিচ্ছেদরাহুগ্রস্তা রাধে পূর্ণশশী ॥ ৪১
অসম্বরা নীলাম্বরা,—দুবাহু পসারি।
জিজ্ঞাসেন কৃষ্ণতত্ত্ব,—যথা শুকসারি ॥ ৪২
ওরে পক্ষি! তোরা বল্‌লিনে বা
বিপক্ষ হইয়ে!
কিন্তু গেছে বংশীধারী—বংশীবট-
মূল দিয়ে ॥ ৪৩
সাপক্ষ-হীন হলো কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বিনে মরি!
ওরে পক্ষি! কৃষ্ণপক্ষ-নিশি,—দিনে হেরি ॥৪৪
মোর পক্ষে কৃষ্ণপক্ষ, তোরা দুই জনে।
উভয় পক্ষে সম ভক্তি, ছিল জানি মনে ॥ ৪৫
তোরে বলি গেছে কৃষ্ণ,—পক্ষিনাথনাথ।
না বলিয়ে, পক্ষি! বুঝি করলি পক্ষপাত ॥ ৪৬

* * *

ললিত-বিভাস—ঝাঁপতাল।

বল দেখি রে শুক সারি!
তোরা ত কুঞ্জে ছিলি।
কোন্ পথে গেল রে আমার,
মনচোরা বনমালী ॥
কি দোষে ত্যজিল কান্ত, সে তদন্ত না জানি,
অন্তরে ছিল রে অন্তর্যামী সে চিন্তামণি;—
অন্তর হইল দিয়ে অন্তরে কালি ॥
ওরে শুক! আমার আজি কি হইল,
সুখ-সম্পদ্ ঘুচিল,
সুখসাগর শুকাইল, দুঃখ কারে বলি;—
সুখে ছিলাম শুক! ল'য়ে কৃষ্ণ-শুকপাখী,
হৃৎপিঞ্জর ভেঙ্গে, সে রাধারে দিল ফাঁকি,—
কে আর শুনাবে ব্রজে রাধা রাধা বুলি ॥ (৬)

* * *

শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমন বার্ত্তা শুনিয়া কুটিলার আহ্লাদ কিরূপ?—

(যেমন) প্রবাসী পতি ঘরে এলে,
যুবতীর আহ্লাদ ঘটে।
বন্দীয়ানের আহ্লাদ,
যে দিন পায়ের বেড়ি কাটে ॥৪৭
বন্ধ্যা নারীর আহ্লাদ যেমন, হঠাৎ গর্ভ হ'লে
অগ্রদানীর আহ্লাদ হয়, বুড়ো ধনী ম'লে ॥ ৪৮
তিন-পুরুষে পিরিলি যেমন, জাতি পেয়ে
আহ্লাদ মনে।
জরো রোগীর আহ্লাদ যেমন,
অন্নপথ্যের দিনে ॥ ৪৯
দারোগার আহ্লাদ, করিলে কোথাও
ডাকাইত গ্রেপ্তারি।
খেলোয়াড়ের আহ্লাদ, যেমন পাশাতে
পড়িলে আড়ি ॥ ৫০
দরিদ্রের আহ্লাদ, কোথাও হঠাৎ ধন পেলে।
পেটুকের আহ্লাদ, ফলারের নিমন্ত্রণ হ'লে ॥ ৫১

* * *

শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-যাত্রার কথায় জটিলা কুটিলার মহানন্দ।

কৃষ্ণের যাত্রা শুনে মথুরায়,
আহ্লাদে প্রফুল্লকায়,
কুটিলে গিয়ে জটিলেরে কয়।
বলে, গোকুলে হৈল কিসের গোল,
শুনিস্ নাই মা সুমঙ্গল,
নন্দের বেটা গোকুল ছাড়া হয় ॥ ৫২
কংস রাজার এল দূত, লয়ে যাবে নন্দসুত,
যজ্ঞচ্ছলে [illegible] দর্প চব।
ভালই হইল—ঘুচিল [illegible],
ষাঁড়ের শত্রু বাঘে খায়,
বৃন্দাবনের বালাই হ'ল দূর ॥ ৫৩
হেসে হেসে কুটিলে কয়,
এমন আহ্লাদ হবার নয়,
আজি কি আহ্লাদের দিন মরি!
একি আহ্লাদ বল্ মা হেটে!
আহ্লাদে গা শিউরে উঠে,
আহ্লাদের ভরেতে হইলাম ভারি ॥ ৫৪
কোথা থেকে আহ্লাদ জুটিল,
আহ্লাদে পেট ফেটে উঠিল,
আহ্লাদ যে ধরে না মা! আর ঘরে।

ঘিরেছে আহ্লাদ গা-টাময়,
এত আহ্লাদ ভাল ত নয়!
সামালিতে না পারলে পরে,
আহ্লাদে লোক মরে॥ ৫৫
জটিলে বলে মরি মরি,
আয় মা একবার কোলে করি,
ফিরে বল কি কথা শুনালি!
খুব খুব খুব হয়েছে, চারি যুগ যে, ধর্ম্ম আছে,
কালুটে আমার কুলে দিয়েছে কালি॥ ৫৬
কংস রাজা আছে থাপা,যাবা মাত্র সারবে দফা,
দস্যু কেবল দশ দিন কাল বাঁচে।
সেই মরিবে অল্পেয়ে
কেবল আমার মাথাটা খেয়ে,
রাখিল খোঁটা যত শত্রুর কাছে॥ ৫৭
হে কুটিলে! সত্য বটে?
তোর কথায় যে সন্দ ঘটে,
বলি, ঠাট্‌কি মেয়ে ঠাট করিয়া কয়।
কুটিলে বলে, আমর মাগি!
মিথ্যা বল্‌ব কিসের লাগি?
আমার কথা তোর—কথাই যেন নয়॥৫৮
(যখন) বয়স কাঁচা (তখন) কথা কাঁচা,
বয়স-কালে নাই সে সব ধাঁচা,
এখন আমি দেখে এসেছি পথে।
কি বলিস্ মা আই আই!
দুটি চক্ষের মাথা খাই,
দু'টি ভাই উঠেছে গিয়া রথে॥ ৫৯
(তখন) জটিলে বলে,—যা মা তবে,
দেখ্‌গে পাছে প্রমাদ হবে!
তোদের কমলিনী সঙ্গে পাছে যায়।
ভিন্ন গাঁয়ে জানে না কেউ,
গাঁয়ে মরে গাঁয়ের ঢেউ,
গেলে রাষ্ট্র হবে মথুরায়॥ ৬০
নন্দের বেটা ম'লে পরে,
পাপ গেলে প্রায়শ্চিত্ত ক'রে,
সোণার বউকে নিয়ে করিব ঘর।
গঙ্গা নাওয়ায়ে করাব দিব্য,
খাওয়ায়ে দিব পঞ্চগব্য,
রাম বল মন!—ঘাম দিয়ে গেল জ্বর॥ ৬১

সাধ ক'রে দিয়েছি বিয়ে,
ঘর করি নাই বৌকে নিয়ে,
মনের দুঃখে হইয়াছি মাটি।
ফিরে করিব সতী-সাধ্বী,
মন্দ বলে কার সাধ্যী,
পুড়িয়ে সোণা ফিরিয়ে কর্‌ব খাঁটি॥ ৬২

* * *

শ্রীরাধার সহিত কুটিলার কথা।

তখন জটিলের বাক্যমতে,
দ্রুত কুটিলে যায় পথে,
সাবধান করিতে রাধায়।
(দেখে) পথে রাধা চন্দ্রমুখী,
হারিয়ে বাঁকাপঙ্কজ-আঁখি,
চক্ষুনীরে বক্ষঃ ভাসি যায়॥ ৬৩
কুটিলেরে চক্ষে হেরে, পড়ে রাই ধরণী-পরে,
ছিন্নমূল তরুবর প্রায়।
বলে ননদি! শুন শুন,
এই জন্মের মত দেখাশুন,
শ্যাম গেলে—প্রাণ ত্যজিব যমুনায়॥ ৬৪

* * *

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

ঐ দেখ! মধুসূদন মধুপুরে যায়!
তুমি যে বর মাগ, ননদি! বিধির পায়॥
ঘুচাইতে মোর মনের কালি,
আয়ান-ভয়ে হয় কালী—
(আমার) সে দিয়ে অন্তরে—কালি
আজি লুকায়!
কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী আমি আজি হৈলাম,
ব্রজের অকলঙ্ক কালাচাঁদকে হারাইলাম,
এত দিন যে ননদিনি! বলতিস্ মিছে কলঙ্কিনী,
আমার সে কলঙ্ক—আভরণ হৈত গায়॥ (চ)

* * *

শত্রু লোকের বিপদ্ দেখে,
মনে সুখী হয় সর্ব্বলোকে,
কিন্তু মুখে দু'টো আল্‌গা প্রবোধ বলে।
কুটিলের ঘটিল তাই, বলে, আহা,মরে যাই!
আঙ্গুল দিয়ে ভাস্‌ল চক্ষের জলে॥ ৬৫

(বলে) শুনিলাম বটে মথুরায় গেল,
দোষে-গুণে ছিল ভালো,
বৃন্দাবনে ছিল না কোন ভয়।
(এখন) বয়স হয়েছে বুদ্ধি পে'ল,
থাক্‌বে কেন পরের ছেলে,
শুনেছি, তার তো যশোদা মা নয়॥ ৬৬
যা হোক মেনে, রাধা! শোন,
আজি আমার কি করিছে মন!
মনে করি, সেই রূপটী চিকণ-কালো।
আমি কত ব'লেছি মন্দ,
একদিন করে নাই দ্বন্দ্ব,
নন্দের বেটার মনটী ছিল ভাল॥ ৬৭
সকলি ভালো রূপে গুণে,
একটু দোষ ঘর-মজানে,
তাতেও নিন্দে করিনে, তাহা সকল ঘরে
আছে।
কিন্তু একটা কথা শুনে, বড় ঘৃণা হতেছে মনে,
তোদের উলঙ্গী করে উঠেছিলো গিয়ে
গাছে॥ ৬৮
তুই যা করিস্ সে যা করুক,
যা হবার হয়েছে মরুক,
কোঁচড়ের আগুন—ফেলিব তোকে
কোথা?
কাঁদিস্‌নে আর ঘরে আয়! ঘরকন্না কর বজায়,
পরকে যতন করা কেবল বৃথা॥ ৬৯
আজি হৈতে দে নাকে খত,
ছাড়া হ'স্ নে দাদার মত,
পাপকর্ম্মে দেখিলি কত জ্বালা!
জ্বলিয়ে তোদের পাপ যেমন,
জন্মের মত জ্বলিয়ে মন,
ফেলিয়ে দুঃখে পালিয়ে গেল কালা॥ ৭০
কুটিলের বাক্য-ছলে, বৃন্দেরে রাই কেঁদে বলে,
হাঁগো সখি! একি দায়ের উপর দায়।
(আবার) কুটিলে কেন দেয় ধন্না,
করিতে বলে ঘরকন্না,
প্রাণ ল'য়ে মোর প্রাণবঁধু পলায়॥ ৭১

*　*　*

শ্রীকৃষ্ণ বিরহে শ্রীরাধা উন্মাদিনী।

তখন অবজ্ঞা করিয়ে তায়, মণিহারা ফণী প্রায়,
উন্মাদিনী হয়ে রাধা যায়।
অঙ্গে ধূলি ছিন্ন-ভিন্ন, দৈবে কৃষ্ণের পদচিহ্ন,
পথমধ্যে দেখিবারে পায়॥ ৭২
ধরি সেই চিহ্ন-পদে,
বলে—ফেলিস্ কি বিপদে!
ও-পদে নই দোষী জানি মনে।
ওরে কৃষ্ণের পদ! বলো,
আমার তো ঐ পদ বল,
কেন ঘুচিল সে সম্বল,
দিলি রে প্রবল জ্বালা কেনে॥ ৭৩
তুই ত রাধার মূলাধার, অকূল-মাঝে কর্ণধার,
গোকুল-মাঝে তোরি ধার,
ধারি বংশীধারী তাতো জানে।
সংসার ক'রে অসার,
তোরই করেছি পসার, ব্যক্ত আছে ত্রিসংসার,
তবে এতো দুর্দ্দশার,—
ভোগ হয় রে কেনে॥ ৭৪
(আমি) তোমায় ভজি রাত্র দিবে,
তুমি যে এত দুঃখ দিবে,
দেখিয়ে চক্ষু মুদিবে, বধিবে বাদ সাধিবে,
স্বপনে না জানি।
না জানি এর সবিশেষ, গত রজনীর শেষ,
শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদ শেষ, *
দংশিয়ে মোর ধ্বংসিবে পরাণী॥ ৭৫

*　*　*

ওরে পদাঙ্ক! আমি তোর আশ্রিত,—
কেমন?—
কমলার আশ্রিত দরিদ্র যেমন থাকে চিরদিন।
বন-আশ্রিত পশু যেমন জল-আশ্রিত মীন॥ ৭৬
গহ্বর-আশ্রিত ফণী, পাপ-আশ্রিত শনি।
যোগ-আশ্রিত মুনি, সাধু-আশ্রিত ঋণী॥ ৭৭
চন্দ্র-আশ্রিত চকোরিণী, শতরু আশ্রিত পঙ্ক,
তেমনি কৃষ্ণ-পদাশ্রিত আমি,
বিদিত ত্রৈলোক্য॥ ৭৮

* শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদ—শ্রীকৃষ্ণ বিরহ রূপ অনন্ত সর্প।

এই কথায় গোপীর নয়ন-জলে পদাঙ্ক লোপ পাইল ; তাহা দেখিয়া, রাধিকা ধরা-শয্যাগতা হইলেন।

* * *

গোপিকাগণ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের রথচক্র ধারণ।

তখন ধরাধরি রাধিকায়, যায় যত গোপিকায়,
যথায় জলদকায় রথে।
রথচক্র ধরি নারী, বলে, শ্যাম! আর
রইতে নারি,
ত্যজিব প্রাণ রথের চক্রেতে ॥ ৭৯
কহিছে গোপীর কুল, কুল দিয়ে হও প্রতিকূল,
গোকুল আকুল করি যাবে!
গোকুলে আকুল করি, দুকুল মজাবে হরি,
অকূল পাথারে প্রাণ যাবে ॥ ৮০
এই যে নিকুঞ্জবন, তোমা ভিন্ন হবে বন,
ঘোর বন হইবে ভবন।
জীবনে জীবন দ্রবে, ভূষণ দূষণ হবে,
বসন কে করিবে শাসন ॥ ৮১
এই যে গলার হার, করি শক্র-ব্যবহার,
প্রহার করিবে অবিরত।
বিহার-বঞ্চিত হ'লে, নিরাহার * হয়ে কালে,
সংহার হইব ওহে নাথ ॥ ৮২
টঙ্কারিয়ে, ফুল-ধাণ, হানিবেক ফুল-বাণ,
সে বাণ নির্ব্বাণ করা দায়।
কোকিল করিবে দাখিল খুন,
ভ্রমর করিবে গুন্ গুন,
দ্বিগুণ আগুন দিবে গায় ॥ ৮৩
পাতকী চাতকীচয়, স্ত্রীঘাতকী অতিশয়,
তমালে কি সামালে এ দায়!
(তোমায়) বলিব কি শ্যাম অধিকান্ত,
(এবার) তোমা বিনে গোপীকান্ত!
গোপীকান্ত হ'ল শ্যামরায় ॥ ৮৪

* * *

* পাঠান্তর,—নিরাকার।

অক্রুরকে তিরস্কার।

তখন চিত্রে কয় অক্রুর, প্রতি রাগেতে প্রচুর,
হাঁ রে! তোর কে রাখে অক্রুর নাম?—
তুই তো অতি ক্রুর ॥ ৮৫
অক্রুর বলি কা'কে,—যার শরীরে ক্রুরতা না থাকে। তুই অত্যন্ত ক্রুর; যদি তোর অক্রুর নাম হয়, তবে তোর পূর্ব্বভাগে যে অ আছে, ওটা দোষভুক্ত অ। কেননা,—
অজ্ঞানের মত কর্ম্ম দেখি-রে অদ্ভুত।
অর্থলোভে হয়ে এলি অসুরের দূত ॥ ৮৭
অজা হয়ে করিস্ অশ্ব-সম অহঙ্কার।
অবলা বধিয়ে করিস্ অধর্ম্ম-সঞ্চার ॥ ৮৮
অনায়াসে অটল বিহারী হরি হরিলি।
অসময়ে অবলারে অনাথিনী করিলি ॥ ৮৯
ঐ অভয়-চরণ বিনে অবলার অবলম্ব নাই ॥
অজলে অস্থলে কেলিস্ অসাধ্য তোর নাই ॥
তোর অপকর্ম্মের কেউ অন্ত পায় না,
অন্তঃশীলে বয়।
তুই অধার্ম্মিকের অগ্রগণ্য, অজামিল অত নয় ॥
অপযশ অপমান হয় অলঙ্কার তোকে।
অধম হয়েছিস্ অতি অরাজকে থেকে ॥ ৯২

* * *

চিত্রা সখী পুনর্ব্বার ভৎর্সনা-বাক্যে বলিতেছে ;—

তুই ভণ্ড-ঋষি পণ্ড,
কেবল ধরেছিস্ জপের মালা।
গণ্ডমূর্খের কাণ্ড তোর, দণ্ড করিস্ অবলা ॥ ৯৩
কপালে দিয়ে, হরি-মন্দিরে,
নারির মন্দিরে চুরি।
তোর, জপ-তপ, বুঝিলাম বাপু!
গলায় দিতে পার ছুরি ॥ ৯৪
অঙ্গে ছাবা, যেখানে যাবা,
ভুলিয়ে খাবার ঘটা।
ভেক বিনে ত, ভিক মিলে না,
ঠিক বুঝেছি সেটা ॥ ৯৫

তোমার লম্বা দাড়ি, জটাধারী,
কপট জারিজুরি।
হরি হরি শব্দ কেবল, পরের দ্রব্য হরি ॥ ৯৬
সাক্ষী তার, ঐ রাধার, হরি হরিয়ে চল্‌লি!
আজ ডাকাতি, দিনে ডাকাতি,—
হয় নাই,—তা কবুলি ॥ ৯৭
দেখি অঙ্গের সৌষ্ঠব, পরম বৈষ্ণব,—
জ্ঞান করে সব লোকে।
কিন্তু চোরের ঘেটেল, বদ্ধ লেঠেল,
হদ্দ বুঝ্‌লাম তোকে ॥ ৯৮
তুই বিড়াল-তপস্বী, বিরলে বসি,—
মন্ত্রণা তোর কত।
নাই দয়া মায়া করিস্ মায়া,
মহীরাবণের মত ॥ ৯৯
তোর নামাবলী গায়, না দিলে কি নয়,
কাজ কি কৌপীন ডুরি?
বুঝেছি ওজনে, পোক্ত ভোজনে,
ভজনের দফায় তুড়ি ॥ ১০০
(তখন) বৃন্দে বলে ওগো চিত্রে!
চিত্তে নাই কি ভয়?
পড়িলে বিপদ, বিপক্ষের পদ,—
ধরে সাধিতে হয় ॥ ১০১
তোমার অকৌশল, মাথা হলাহল,
বাক্য শুনে মুখে।
তিলেক থাকিত, শ্যামকে রাখিত,
তাও বুঝি না রাখে ॥ ১০২
ঢালি ভূমে অন্ন কিসের জন্য,
চোরের উপর রাগো!
বরং ছুটো মিষ্ট, কথায় তুষ্ট,—
করি,—কৃষ্ণধনকে মাগো ॥ ১০৩
(তখন) চিত্রে বলে, আর কি ফলে,
আশা বৃক্ষের ফল।
ওগো বৃন্দে! আমি বুঝেচি সার,
ঘুচেছে পসার,
দশম দশার এ ফল ॥ ১০৪
ইষ্টদেবতা তুষ্ট নাই, সাধ্‌ব কি অক্রূরে?
মিছে সাধ্‌ব, মুষ্টিযোগে কুষ্ঠ কখন সারে?
মর্ম্মের কথা বলি, সখি! ধর্ম্মজ্ঞানী জনে।
জোর বিনে,সই! চোর কখন ধর্ম্মশাস্ত্র মানে?
(এখন) চল্‌ল হরি, পরিহরি
তুলে, গোকুলের খেলা।
ঐহিকের সুখ, ক্ষান্ত করি,
প্রাণ ত্যজ এই বেলা ॥ ১০৭
জগতে কে রাখিবে, দিলে জগদীশ যাতনা?
পায়ে ধর্‌ব, মিছে কর্‌ব, নরের উপাসনা ॥১০৮

* * *

খাম্বাজ—পোস্তা।

করিলে মনুষ্য-সাধন, যায় কি বেদন মনোদুখ।
আমি জানি, ওগো বৃন্দে! গোবিন্দ
যারে বৈমুখ ॥
নামে যার বিপত্তি হরে, মধুসূদন রথোপরে,
সই! এখনও যদি বিপত্তি ঘটায়,
কি করিবে চতুর্ম্মুখ।
রাধার দুঃখ যাবে দূরে,
শ্যাম কি থাক্‌বেন ব্রজপুরে?
বুঝ না সই! ব্যবহারে,শ্যামের এ কি কৌতুক ॥
যে রাধার মান দেখে হরি, অধৈর্য্য চরণে ধরি,
সই! এখন চরণ ধরে সেই কিশোরী,
তথাচ শ্যাম অধোমুখ ॥ (ছ)

* * *

গোপিকাগণকে শ্রীকৃষ্ণের সান্ত্বনা প্রদান।

গোপিকার দুঃখ দেখি সজল কমল-আঁখি,
প্রবোধিয়া কন অতি দৈন্যে।
অচিরাতে আসিব সই! কি ধন কিশোরী বই,
অমঙ্গল রোদন কি জন্যে ॥ ১০৯
এ কথা শুনিয়া বৃন্দা বলিতেছেন,—
কৃষ্ণ হে! তোমার অমঙ্গল হবে না। যদি বল অমঙ্গল হবে না কিসে,—দেখ, বামে শব শিবা কুম্ভ দক্ষিণে গো মৃগ দ্বিজ, ইত্যাদি দেখিলে যাত্রা সফল হয়, প্রকারে তাবৎ ঘটিয়াছে,—

বৃন্দা,—কৌশলে শ্রীকৃষ্ণকে বিরহ-বিধুরা ব্রজগোপীগণের অবস্থা জানাইতেছেন।

(তখন) বৃন্দে বলে করি ছল,
হবে না শ্যাম অমঙ্গল,
সুমঙ্গল ঘটেছে তোমায়।
দক্ষিণে 'গো' দেখ সুখে,নন্দের ধেনু ঊর্দ্ধমুখে,
একদৃষ্টে রথপানে চায়॥ ১১০
হরি বিনে আমরা রমণী, যেমন চঞ্চলা হরিণী,
মৃগ তায় কর নিরীক্ষণ।
যাত্রাকালে দেখ্‌লে শুন,
দক্ষিণে থাকিলে আগুন,
জলছে কৃষ্ণবিচ্ছেদ হুতাশন॥ ১১১
বাম ভাগে ঐ দেখ হরি!
গোপিকার নয়নের বারি,
'পূর্ণ ঘটে' বাঞ্ছা পূর্ণ ঘটে।
পশু-পক্ষী কাঁদিছে সবে,
তারি মধ্যে আছে শিবে,
'বামে শিবে' দেখিলে সফল ঘটে॥ ১১২
ওহে কৃষ্ণ বিশ্বরূপি! আমরা যত ব্রজগোপী,
বাম ভাগে প্রাণ ত্যাজ্য করি সবে।
স্ববামেতে 'শব' হেরে, সব দুঃখ যাবে দূরে,
মধুপুরে রাজ্যপদ পাবে॥ ১১৩
কিন্তু এক নিবেদন, শুন হে মধুসূদন!
ব্রজ-বধূর হর দুঃখ,—হরি!
কোমলাঙ্গ তব কৃষ্ণ, দেখ্‌ছি বড় পাবে কষ্ট,
কাষ্ঠ-রথে আরোহণ করি॥ ১১৪
আমরা দাসী, তাইতে জানি,
নিদ্রা হয় না গুণমণি!
দুগ্ধ-ফেন-নিন্দিত শয্যায়।
কাষ্ঠে উপবিষ্ট হরি! বেদনা হইবে মরি!
বেদনা দিও না গোপিকায়॥ ১১৫
রাজনন্দিনী কমলিনী,
তার যে কোমল তনুখানি,
মনোরথে রথী তুমি তার সখা!
সজ্জা কি সেই রথোপরে!
ধ্বজার উপরে উড়ে,—
ব্রজ-গোপীর কলঙ্ক পতাকা॥ ১১৬
আজি যেন নিগ্রহ-হরি,—
তোমারে বিগ্রহ করি,
যত্নে তুলিলাম সেই রথে।

আমরা যত ব্রজ-নারী,দিয়ে তাতে মনোডুরি,
সদা রথ টানি ভক্তিপথে॥ ১১৭
কি জানিবে বিশ্বকর্ম্মা, অগোচর শিবব্রহ্মা,
কি রত্নে নির্ম্মাণ রথখানি।
ত্যজিয়ে এমন রথ, কিসে পুরাও মনোরথ,
কাষ্ঠ-রথে চড়ি চিন্তামণি॥ ১১৮

অতএব, ঠাকুর! তুমি শ্রীরাধিকার মনো-রথের সারথি হইয়া, কাষ্ঠরথে আরোহণ করিয়া, মথুরা গমন করিও না। যদি নিতান্তই তোমার মথুরাগমন করিতে ইচ্ছা হয়, তবে তরণীযোগে গমন করো; যদি বলো, তরণী পাওয়া যায় কোথা? তাহার বৃত্তান্ত শুন,—

* * *

বেহাগ—কাওয়ালী।

রাধানাথ! যেও না হে রথ-আরোহণে।
হবে তোমার শ্রীঅঙ্গে বেদনা,
তরী-আরোহণে,—
সুখে যাও মধুভুবনে॥
অক্রূর কাণ্ডারী হবে,—মিলিবে দুজনে॥
যদি বল বারি বিনে, তরী যায় কেমনে!
গোপীর নয়নজলে সিন্ধু-তরী
ভাসাও হে যতনে।
যদি বল হরি! তরী বাহে কোন্ জনে।
তুমি হে ভবকাণ্ডারী বিদিত ভুবনে॥
যদি বল তরণী নাহিক বৃন্দাবনে।
আমরা গোপের তরুণী,
এই তো ভাসালে তুফানে॥ (জ)

* * *

যমুনার জলে অক্রূরের শ্রীকৃষ্ণ-রূপ দর্শন।

অক্রূর চালায় রথ, গমন পবনবৎ,
উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে গোপীগণ।
'আসিব আসিব' ধ্বনি, করিলেন চিন্তামণি,
সেই আশায় রাখিল জীবন॥ ১১৯
বলরাম শ্রীগোবিন্দ, সহ নন্দ উপানন্দ,
উপনীত যমুনার তীরে।

রথে হৈতে নামি সবে, গোপমাত্র মহোৎসবে,
স্নানাদি তর্পণ তথা করে ॥ ১২০
কিন্তু অক্রূর ব্যাকুল মনে,
বলে,—জলে মগ্ন হই কেমনে,
ত্যেজে কৃষ্ণের রূপদরশন।
মনস্তাপী হ'য়ে জলে, যায় ভাসি চক্ষের জলে,
তারাকারা ধারা বরিষণ ॥ ১২১
বুঝিয়া ভক্তের মন, ভক্ত-মনোরঞ্জন,
পূর্ণ করেন ভক্তের অভিলাষ।
জলমধ্যে গিয়ে হরি, ত্রিভঙ্গ মাধুরী ধরি,
অক্রূরে সদয় পীতবাস ॥ ১২২
জল হ'তে মাথা তুলি, রথে দেখে বনমালী,
পুনঃ দেখে জলের ভিতরে।
কৃষ্ণের করুণা দেখি, অক্রূব সজল-আঁখি,
করুণা-বচনে স্তব করে ॥ ১২৩

অক্রূর জলমধ্যে মগ্ন হইয়া, কৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়া, পুনর্ব্বার রথে কৃষ্ণরূপ দেখিয়া বলিতেছেন ;—ঠাকুর ! তুমি এরূপ প্রকারে ভক্তের মান না রাখিলে, 'ভক্তাধীন গোবিন্দ' তোমায় কেহ বলিত না।

* * *

বারোঁয়া—যৎ।

তুমি ভক্তাধীন চিরদিন বেদে বলে।
দিয়ে জলে দেখা, জলদবরণ !
ভক্তের সাধ পূরালে !
দেখা দিলে প্রহ্লাদেরে স্ফটিক-স্তম্ভ মাঝারে !
বামনরূপে অদিতির অন্তরে দেখা দিলে ॥(ক)

* * *

শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের মথুরাপ্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কংসের কারাগারে দেবকীর বন্ধনমোচন।

স্নানাদি তর্পণ তথা সমাপন করি।
দ্রুতগতি যায় সবে পুন'রথে চড়ি ॥ ১২৪
পুরে প্রবেশিয়ে সবে নামিলেক ধরা।
অক্রূর সংবাদ কংসে কহিলেক ত্বরা ॥ ১২৫
কৃষ্ণ-বলরামে নন্দ করি সাবধান।
কংসালয়ে গোপগণ রহে স্থানে স্থান ॥ ১২৬
নিশিযোগে যোগেন্দ্র-বন্দিত জগন্ময়।
দেবকীর কারাগার-মন্দিরে উদয় ॥ ১২৭
দেখিয়া দুর্দ্দশাপন্ন অবসন্ন হরি।
চক্ষে ধার তারাকার কারাগার হেরি ॥ ১২৮
কৃপাসিন্ধুর শোকসিন্ধু উঠে উথলিয়া।
ঘন ঘন ঘনশ্যাম ডাকেন মা বলিয়া ॥ ১২৯
মাধবের জননী-বাক্য শুনে মধুর-ধ্বনি।
মৃতদেহে দেবকীর সঞ্চারিল প্রাণী ॥ ১৩০

* * *

ললিত-ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

দেবকীর দৈব-দুঃখ নাশিতে এত কালে।
কে ডাক মা বলি, বুঝি কৃষ্ণধন আমার এলে ॥
এলি ত দুঃখিনীর দুঃখ দেখ রে যদুনন্দন !
ক'রেছে নিদয় কংস কর-চরণে বন্ধন,—
চক্ষেতে হের রে গোপাল ! বক্ষেতে শিলে ॥
তোরে রেখে যশোদা-ভবনে,
তোর আসার আশা-পবনে,
আছি রে জীবনে, গোপাল !
এত দুঃখানলে ;—
একি অসম্ভব শুনি নারদের মুখে আমি,
ভবের বন্ধন-মুক্তি-কারণ, বাছা ! তুমি,
তবে বন্ধন-দশাতে কেন মায়ে দুঃখ দিলে ?
বাছা ! বধি জননীজনক, ব্রজে কি সুখজনক
জানি রে যাদব ! যত যতনে ছিলে ;—
জানে কে সন্তানের মায়া, না ধরিলে উদরে ?
কিঞ্চিৎ নবনী-তরে, ধবলী-পুচ্ছ-ডোরে,
বান্ধিলে যশোদা কর-কমল-যুগলে ! (খ)

* * *

শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক কংস-রজকের হাতে মাথা কাটা।

নিশিযোগে দেবকীর বন্ধন মুক্ত করি।
প্রভাতে উঠিয়া বলরামকে কহেন হরি ॥ ১৩১
কংস-সভাসদ্ মাত্র সবগুলি ভদ্র।
ইহার ভদ্র উপায় বলো কিছু, দাদা বলভদ্র।
আমাদের পরনে ধড়া,
মাথায় চূড়া, ভদ্রতা ভাব কৈ ?
নব্য-বয়েস বটি কিন্তু সভ্য ভব্য নই ॥১৩৩
কিছু বস্ত্র পেলে,
প'রে গেলে, ভ্রম থাকে সভাতে।

বলাই বলে, ভাই!
পেলে বস্ত্র পরিবে কিরূপেতে॥
হেন সময় কংসের রজক আইল তথায়।
কংস-বস্ত্র বস্তা বেঁধে রাস্তা বয়ে যায়॥ ১৩৫
দেখে কৃষ্ণ ডাকেন তাকে হেলাইয়া হস্ত।
আমরা দুটী ভাই, সভায় যাই,
চারিখানি চাই বস্ত্র॥ ১৩৬
হ'য়ে খাপা, বলিছে ধোপা, দেই বস্ত্র রহিস্।
জাতি গোয়ালা, মাথা পেয়ালা,
যা-ইচ্ছে তাই কহিস্॥ ১৩৭
আমি দিনে তিনবার, হয়ে নদী-পার,
গোকুলে গিয়া থাকি।
তোঁর বাপের খপর, কাপড়-চোপড়,—
পরার বেওরা রাখি॥ ১৩৮
দিয়ে মার্গে ধড়ি, হাতে নড়ি,
বাথানে চরায় গাই।
তুই রাখাল হ'য়ে, চাইস্ রাজবস্ত্র,
তোর চক্ষের পরদা নাই॥ ১৩৯
এ কাশ্মীরে শাল, রেস্‌মী রুমাল,
মথমল আদি কত।
মলমলের থান, চাদর ক'খান,
টাকা তোলা ইহার সূত॥ ১৪০
এ চাপকান কাবা, তোর নন্দ বাবা,
দেখে কখন থাকিবে?
ইহার নাম জানিস্‌নে, দাম শুনে তোর—
দাঁতকপাটী লাগিবে॥ ১৪১
(তখন) কোপে কৃষ্ণ, কাঁপে ওষ্ঠ,
শুনে রজকের কথা।
করাঘাতে, তৎক্ষণাতে, কাটেন তার মাথা॥
মথুরায় সব, হ'ল কলরব,বলে ভাই কি নেটা।
প্রাণ বাঁচা দায়, হলো মথুরায়, হাতে মাথা
কাটা॥ ১৪৩
যত প্রজায়, বলে গে রাজায়, ভয়ে সরে না রা
করিছো কি কাজ, মরি মহারাজ! হা-মা-কা॥
প্রজা-সকলে ভয়ে ব্যস্ত হইয়া রাজার
নিকটেতে গিয়া বলিতেছে,—
হা মা কা;—হাতের হা,
মাথার মা, কাটার কা।

সিন্ধু—কাওয়ালী।

কে এলো বালক দু'টী, করেছে রজক কাটি,
বলে তোদের বধিব রাজা কংস।
হবে না মঙ্গল, রাজা! রবে না তব বংশ॥
সংসার-অসুর-নরে, আশু বিনাশিতে পারে,
শিশু যদি করে কিছু কোপাংশ,—
তুমি জান তার পরিচয়, সামান্য মানুষ নয়,
শত ইন্দ্র এলে বুঝি না হয় শতাংশ॥
রূপ অতি মনোহর, নিন্দি কালো জলধর,
চরণ-নখরে পড়ে সুধাংশু;—
(আমি) মনে অনুমান করি, ভূভার-হরণে হরি,
অরি ভাবে এলেন তোমায় করিতে ধ্বংস॥(ট)

* * *

শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের বস্ত্র পরিধান। তন্তুবায়ের পরমগতি লাভ।

তখন রজকেরে নষ্ট করি কৃষ্ণ মন-সুখে।
বেছে বেছে লন বস্ত্র পরম কৌতুকে॥ ১৪৫
হৃষ্টমতি, বলাই প্রতি, বলেন মাধব।
দাদা! বসন-ভূষণ, কিসের অনাটন,
আমি থাকিতে তব॥ ১৪৬
বলরাম, বলেন শ্যাম, বলি ভাই! তোমাকে।
দস্যুবৃত্তি করিতে পারিলে,
কিসের অভাব থাকে? ১৪৭
তখন ভাবেন হরি, কিরূপে পরি,
সভ্য বস্ত্রগুলি।
তারি পরিধান-সুসন্ধান, করেন বনমালী॥১৪৮
হেন সময়, তন্তুবায় যায়, মথুরার দিকে।
হেলায়ে কর, বংশীধর, ঘন ডাকিছেন তাকে॥
দেখে তাঁতি, পবনগতি, হাট পানেতে হাঁটে।
বলে, রাখ ব্রহ্মময়ি! সেই বটে ঐ,
যে হাতে মাথা কাটে॥ ১৫০
(তখন) তাড়িয়ে হরি, তাঁতিকে ধরি,
বলেন,—বস্ত্র পরা।
ভয়ে ক্রন্দন,—তাঁতির নন্দন,
হয়েছে আধমরা॥ ১৫১
বলে, কি কর! রাস্তা ছাড়,
কাজ কি দুঃখ দিয়ে।

দিও না জ্বালা, গিয়েছে বেলা,
আমার স্থতোহাট গেলো ব'য়ে ॥ ১৫২
কন নারায়ণ, পরাও বসন, বন্দী হইলাম সত্যে।
বাক্য আমার, তোকে কখন আর,
হবে না হাট করিতে ॥ ১৫৩
তাঁতি বলিলে, কৃতার্থ করিলে,
আমার হাটটী বন্ধ করো'।
তবেই আমার, কাচ্চা বাচ্চা গুলির,
দফা তিন দিনেতেই সারো ॥ ১৫৪
কৃষ্ণ বলেন, তোকে আমি বৈকুণ্ঠে পাঠাব।
তাঁতি বলে, কৃতার্থ করিলে,
তোমার হুকুমেই যাবো ॥
আমি ঘর ফেলিয়ে, একলা গিয়ে রই।
আমার পোষ্যগুলিন মরুক দিন
আষ্টেক বই ॥ ১৫৬
কৃষ্ণ বলেন, একলা যদি না পারিস্ গে রহিতে
পাঠিয়ে দিব, বৈকুণ্ঠে তোর স্বপরিবার সহিতে
বলিছে তাঁতি, নাইকো ক্ষতি,
তবে একদিন যাই।
সেটা চলা-বলার, জায়গা কেমন,
সেটা শুনিতে চাই ॥ ১৫৮
কৃষ্ণ হে! বসত করিবার জায়গা,
যেখানে অসৎ লোক না রয়।
রাজার সুখ থাকে, মহাল হাজা শুকা না হয় ॥
কল কথা কও, আর গুলা সব হোক্‌গে
যেমন-তেমন।
তোমাদের বৈকুণ্ঠে স্থতো সস্তা কেমন? ১৬০
তখন কন কৃষ্ণ, বাক্য মিষ্ট, পরম সুখে রবি।
গত মাত্রে সবে তোরা চতুর্ভুজ হবি ॥ ১৬১
তাঁতি বলিছে, হবে হবে, তবে কিছু ফলিবে।
তবে আমার একলা হ'তেই,
দুখান তাঁত চলিবে ॥ ১৬২
বলিছে তাঁতি, নাহিক ক্ষতি,
চলো সেখানে যাই।
এসো দু'টি ভাই, বস্ত্র পরাই, বিলম্বে কাজ নাই
বিষ্ণু-গাত্র, স্পর্শমাত্র, দিব্যজ্ঞান ধরে।
ধরি পায়, তন্তুবায়, নানা স্তব করে ॥ ১৬৪

* * *

ছায়ানট—কাওয়ালী।

গোবিন্দ গুণধাম! কে জানে তোমার মায়া।
হর, হর, হরারাধ্য হরি! ধন-জন মায়া ॥
দীন হীন ভ্রান্ত পামরে দেহ পদছায়া।
দারাদি তনয়, কেহ নয়, এ মিছে প্রণয়,—
দীনে রক্ষ তুমি মোক্ষধাম হে! শ্যাম হে!
শিবের সম্পদ্ পদ, প্রদানে হর বিপদ্,
নিরাশ্রয়ে নিরাপদ কর, হে নীরদ-কায়া! ॥(ঠ)

* * *

মথুরা-কামিনীগণের শ্রীকৃষ্ণ-রূপ দর্শন।

দিব্য বস্ত্র পরি হরি, সেই স্থান পরিহরি,
মালাকর-ভবনে গমন।
সে দিলে পুষ্পের হার, বাসনা পূর্ণ তাহার,
করিলেন ব্রহ্ম-সনাতন ॥ ১৬৫
গোকুলের গোকুলচন্দ্র, নিরখি মলিন চন্দ্র,
কোটি-চন্দ্র নিন্দিত রূপ ধরে।
তাহে ভূষণ বনমালা, ত্রিভুবন ক'রেছে আলা,
নিরখিয়ে মন্মথ-মনোহরে ॥ ১৬৬
যত কুলকন্যা মথুরার, দিয়ে গবাক্ষের দ্বার,
কৃষ্ণ-রূপখানি দৃষ্ট করে।
হেরি কান্তি নবঘন, চক্ষে ধারা ঘন ঘন,
উন্মাদিনী হয় পরস্পরে ॥ ১৬৭

* * *

ঝিঁঝিট-অহং—যৎ।

ও কে যায় গো কালো মেঘের বরণ,
কালো রতন রমণীরঞ্জন।
মোহন করে মোহন বাঁশী, বিধুমুখে মৃদু হাসি,
সই!
আবার কটাক্ষে চায়, নাচায় দুটি নয়ন-খঞ্জন ॥
নিরখি বিদরে প্রাণী, ঘেমেছে চাঁদ বদনখানি,
লেগে দারুণ রবির কিরণ গো:—
বিধি আমায় সদয় হ'ত
কুলের শঙ্কা না থাকিত (সই!)
তবে বসনে ঢাকিতাম গিয়ে ও বিধু-বদন ॥(ড)

* * *

কুব্জা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে চন্দনদান।

(হেথা) চন্দন হাতে, রাজ-সভাতে,
যায় কংসের দাসী।
হদ্দ মজা, নাম কুব্জা, মুখে মধুর হাসি॥
অঙ্গে-পৃষ্ঠে ঢিপি-ঢাপা, আট দিকে আট বেঁকা,
পেটটা ভোঙ্গা, শতেক ভাঙ্গা,
যেন গাঙ্গের টেঁক॥ ১৬৯
(ঠিক) তাল-পারাটি, বড় ঠেটা,
দেখিলে ভয় লাগে।
(তায়) ভীষণ ভাষা, বৃদ্ধ-দশা,
নব অনুরাগে॥ ১৭০
(তাতে) কোটরে চক্ষু, অতি সূক্ষ্ম,
করিছে মিটমিটি।
হঠাৎ তারে, দেখিলে পরে, সদ্য দাঁতকপাটী॥
(নাই) নারীর চিহ্ন, স্তন বিভিন্ন,
কি বিধাতার গতি।
ভুরুরই ভঙ্গে নাকের সঙ্গে,
কারখতা কারখতি॥ ১৭২
দেখিতে শুলুক, কদর্য্য মুখ, বুকময় খাল ডোবা।
(তাকে) দৃষ্ট করি, বলেন হরি,
এটা কে রে বাবা॥ ১৭৩
কৃষ্ণরূপে, রসকূপে, মন গিয়েছে ভুলে।
(হলো) চলিতে অচল, ভাবে ঢলঢল,
পড়িছে ঢ'লে ঢ'লে॥ ১৭৪
(বলে) আ মরে যাই! লইয়ে বালাই,
কি রূপের মাধুরী!
রূপের সাগর, গুণের নাগর,
এই বুঝি সেই হরি॥ ১৭৫
(আমার) ইচ্ছে করে, শ্যাম-নাগরে
রাখি হৃদিপরে।
শ্যাম ত্রিলোকস্বামী, কুব্জা আমি,
স্পর্শিবে কি মোরে॥ ১৭৬
(বুঝে) কুব্জার আশয়, রসের বিষয়,
ব্যঙ্গ করি হরি।
কন দূরে থেকে, কুব্জায় ডেকে,
কোথা যাও সুন্দরি॥ ১৭৭

কৃষ্ণ 'সুন্দরী সুন্দরী' বলিয়া ডাকিবামাত্র কুব্জা অভিমানিনী হইয়া, বলিতেছে যে, ঠাকুর! আমাকে কুৎসিতা রমণী দেখিয়া ব্যঙ্গ করিতেছেন কেন?

* * *

খাম্বাজ—খেমটা।

কুৎসিতের বেশ দেখে, শ্যাম!
ঠেস করে কি কও আমাকে?
ভাল নই, কমল-আঁখি!
হাঁ হে! সুন্দরী কি সবাই থাকে?
এমন নয় যে গায় পড়েছি
তোমার রূপ দেখে,—
আমার এই রূপটি দেখে,
(থাকি) চুপটি ক'রে মনের সুখে॥ (চ)

* * *

(তখন) কৃষ্ণ-বোলে, কুব্জা বলে,
আপনারে না বুঝো।
(নিজ) অষ্ট-ভঙ্গ, বঙ্কিমাঙ্গ,
আমি বা কোন্ কুঁজো॥ ১৭৮
(কিবে) রূপের শ্রী, আহা মরি,
ভ্রমর বরং ভালো!
(নব) কাদম্বিনী, বরণ জিনি,
এমনি আন্ধার কালো॥ ১৭৯
(এ কি) গোকুল পেলে, ফেরে ফেলে,
যা হবার তাই হবে।
লয়ে গোপনে, নারীগণে, রূপের কথা কবে॥
(এ নয়) তেমন সহর, যে করিবে নহর,
লয়ে কুলাঙ্গনা।
(বড়) বিষম এ ঠাঁই, ঘুম কারু নাই,
কংস-রাজার থানা॥ ১৮১
(তখন) মিষ্ট বোলে, কৃষ্ণ বলে,
কংসেরে না ডরি।
(আমার) কি দোষ পেয়ে, রুষ্টা হয়ে,
ভর্ৎস লো সুন্দরি! ১৮২
তব দিব্য কান্তি, দেখি ভ্রান্তি,
জন্মিল মোর মনে।
(কিবে) কালো ধলো, সেই তো ভালো,
লাগে যা নয়নে॥ ১৮৩
(তুমি) শীঘ্র আসি, কংস-দাসি! পরাহ চন্দন।

(তোরে) সুন্দরাঙ্গী, করিব আমি,
করিলাম এই পণ ॥ ১৮৪
তখন, দিয়ে চন্দনাঙ্গে, অবশ অঙ্গে,
কুব্জা পড়ে ট'লে।
অমনি হরি, কুঁজীরে ধরি,ধাক্কা দিলেন ছলে ॥
ছিল ঢিপি ঢাপা,ফুলো ফাঁপা, কুঁজকুজাদি করি
সকল গেল, দেখিতে হ'ল, অপূর্ব্ব মাধুরী ॥ ১৮৬
(দেখি) আপন অঙ্গ,অবশ-অঙ্গ,কুব্জা কেঁদে বলে
(যদি) দয়া করি,ওহে হরি ! যৌবন-তরী দিলে ॥
(তাই) ভাবছি মনে, নাবিক বিনে,
কে চালাবে তরী।
(পাছে) ঘোর তুফানে, ধনে প্রাণে,
ডুবে আমি মরি ॥ ১৮৮

* * *

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কংসবধ,—ব্রজধামে রাধাশ্যাম-মিলন।

পশ্চাৎ পুরাব আশ, আশ্বাসিবে পীতবাস,
কংস বিনাশিতে শীঘ্র যান।
হেরে কৃষ্ণ-পদদ্বয়, খঞ্জ পদ প্রাপ্ত হয়,
অন্ধেরে দিলেন চক্ষুদান ॥ ১৮৯
সমরে বিজয়ী হয়ে, দ্বারে হস্তী বিনাশিয়ে,
কংস-সভায় হ'লেন উপনীত।
পরস্পর নর-নারী, শ্রীকৃষ্ণরূপ দৃষ্ট করি,
স্বভাবেতে হইল মোহিত ॥ ১৯০
রমণীগণের মন, দেখে, কামরূপী নারায়ণ,
ঋষিগণে দেখে যজ্ঞেশ্বর।
ভোজবংশে দেখে হরি, কুলের দেবতা করি,
ভক্তে দেখে বিষ্ণু পরাৎপর ॥ ১৯১
ব্রজ-রাখালের চিত্ত,—আমাদের রাখাল মিত্র,
নন্দ দেখে আমার গোপাল।
পণ্ডিতে বিরাট ভাবে, পুত্রভাব বসুদেবে,
কংস দেখে,—আইল মোর কাল ॥ ১৯২
দেখিয়ে প্রলয়-অংশ, মার্ মার্ করে কংস,
রাম-কৃষ্ণ হন্তাম বলে।
ক্রোধে ব্রহ্ম সনাতন, করিছেন নির্ঘাতন,
কেশে ধরি বসে বক্ষঃস্থলে ॥ ১৯৩
বক্ষে বিশ্বম্ভর হরি, রাম রাম শব্দ করি,
রাজা কংস ত্যজিল জীবন।
আনন্দ অমরবর্গে, পুষ্পবৃষ্টি হয় স্বর্গে,
করে কংস বৈকুণ্ঠে গমন ॥ ১৯৪
ভাগবতে লেখে স্পষ্ট, পূর্ণব্রহ্ম-রূপ কৃষ্ণ,
অবিচ্ছেদ সদা বৃন্দাবনে।
অংশরূপ ধরি হরি, বধেন দেবের অরি,
অবতার ভূভার হরণে ॥ ১৯৫
গোকুলে গোকুলপতি, পবিত্যাজ্য করি তথি,
পাদমেকং ন গচ্ছতি, আছে এই বাক্য।
বিহরে যুগলরূপ, শ্রীরাধিকা-বিশ্বরূপ,
ভাবিলে ভাবুকে পায় মোক্ষ ॥ ১৯৬

* * *

সুরট—যৎ।

বিরাজে ব্রজে রাধাশ্যামে।
রাধা কোটি চন্দ্র সাজে,কালো জলদেরি বামে ॥
কিবা নিন্দি কালো জলধর,রূপ রাধার বংশীধর.
নিরখিতে গঙ্গাধর, এল ব্রজধামে ;—
পুরাইতে মন-সাধ, ভাবে ব্রহ্মা গদগদ,
পূজিল গোবিন্দ-পদ, চন্দন কুসুমে ॥ (৭)

অক্রুর-সংবাদ—(২) সমাপ্ত।

মাথুর।

(১)

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে শ্রীরাধিকার খেদ।

রাধার মানে হারিয়ে মান, বিরহানলে ভগবান্,
রাধার কাছে লইয়া বিদায়।
সজল-জলকায়, বলেন,—দুঃখ জানাব কায়,
শতবার ধর্‌লাম তুটি পায় ॥ ১
এতেক ভাবিয়ে হরি, বৃন্দাবন পরিহরি,
মধুপুরী করেন গমন।
গোকুলে কৃষ্ণ-অদর্শন,জ্বেলে বিচ্ছেদ-হুতাশন,
গিয়েছেন পীতবসন, ত্যজিয়ে মূলাসন ॥ ২

মথুরাতে পেয়ে রাজত্ব, ভুলিয়ে সকল তত্ত্ব,
প্রবর্ত্ত হয়েছেন কুব্জা-প্রেমে।
দাসীরে করি রাজমহিষী, রত্নাসনে কালোশশী,
বসিয়ে,—পিরীত ভাসাভাসি,হচ্ছে ক্রমেক্রমে
হেথায় রাধার মানভঙ্গ, না হেরিয়ে শ্যামত্রিভঙ্গ,
বনদগ্ধা কুরঙ্গীর প্রায়।
বলে, দেও হে কৃষ্ণ! দরশন,
জগৎ জীবন! রাখ জীবন,
নিরুপায়ে তুমি হে উপায়॥ ৪
ভাসালে বিচ্ছেদ-নীরে,
কি দোষে হে দুখিনীরে,
তোমা বিনে কে করিবে রক্ষে?
আমার জীবন হরি, কোথায় রহিলে হরি,
কেন হলে বিপক্ষ আমার, হ'লে কার্ পক্ষে?
হয়ে অতি শোকাকুল, বলেন,
কে কুলাবে কুল,
প্রতিকূল আমায় বিধাতা।
বলেছিলে হে শ্যাম-ত্রিভঙ্গ!
তোমায় আমায় এক-অঙ্গ,
সে কথা রহিল এখন কোথা? ৬
কি বলিব অধিক আর, গেল বুঝি অধিকার,
এত বলি করেন রোদন।
আবার কহেন পরে, প্রাণধন কি নিল পরে,
আর কি পাব গো সে রতন? ৭
সাধনের ধন গুণনিধি, দিয়ে হ'রে নিল বিধি,
নিরবধি ভাসি দুঃখনীরে।
পুন বলি চন্দ্রাবলি! মনের কথা কারে বলি,
না ব'লে বা থাকি কেমন ক'রে? ৮
কোথা গো সখি চিত্ররেখা!
চিত্রপটে লিখে দেখা,—
তবু একবার হরিকে নেহারি!
শ্যামা সখি! তোয় বলি শোন্,
(তোর) শ্যামের মতন শ্যাম-বরণ,
একবার লয়ে আয় গো নীলবরণ
গোবর্দ্ধনধারী॥ ৯
কোথা গেলি, গো বিশখা!
হলি বুঝি গো বি-সখা,
তুই কি আমার সখার সঙ্গী হলি!
বল দেখি গো বৃন্দে দূতি!
কোথা গোলোকের গোকুলপতি,
জগতের পতি বনমালী॥ ১০
কেন,দিদি! অকস্মাৎ, কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-বজ্রাঘাত,
আঘাত হইল মোর শিরে।
এত বলি করেন রোদন,ভেসে যায় শ্রীবৃন্দাবন,
কমলিনীর কমল-আঁখির নীরে॥ ১১

* * *

খট্‌ভৈরবী—একতালা।

মনের বিষাদে, কাঁদেন শ্রীরাধে,
বলেন,—কোথা আছ প্রাণ-কৃষ্ণ!
(ব'ধে রাধার প্রাণ) কেন দীননাথ!
হেন বজ্রাঘাত,
আবার কোথা গেলে কার পূরাতে ইষ্ট॥
একে তো ননদী বাঘিনীর প্রায়,
প্রবল শত্রু আমার, ফেরে পায় পায়,
গতি ন'ই হরি ভিন্ন তব পায়।
না দেখি উপায়, একি অদৃষ্ট।
এখন আমার কেবল মরণ মঙ্গল,
মন্থনেতে সুধা উঠিল গরল.
জীবন ধারণ বিফল কেবল,
তা হ'তে এখন মরণ শ্রেষ্ঠ! (ক)

* * *

(বলেন),—কোথা হে কৃষ্ণ গুণনিধি!
ব'লে কাঁদেন নিরবধি,
হায়! বিধি কি করিলে ব'লে।
করাঘাত করেন শিরে,
কে নিল নীলবরণে হ'রে,
হরি-শোক যাবে না—না ম'লে॥ ১২
কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-দাবানল,
ক্রমেতে হলো প্রবল,
বল বুদ্ধি করিল দাহন।
কেবল রহিল শোক,
যাতে হয় প্রাণনাশক,
সে শোক না হয় নিবারণ॥ ১৩
এত বলি পড়ে ধরায়,
বৃন্দে দূতী আসি ত্বরায়,
উঠ ব'লে শ্রীরাধায়, অনেক বুঝায়!

রাধে বলে,—হও ক্ষান্ত,
হইও নাকো এত ভ্রান্ত,
তব কান্ত আনিব ত্বরায়॥ ১৪
বৃন্দে দেয় প্রবোধ-জল,
নিভাতে বিচ্ছেদানল,
সে জল নিস্ফল হয় সব।
বরং বিচ্ছেদ-আগুন,
বিগুণ হ'য়ে হয় দ্বিগুণ,
দেখে সখী জীয়ন্তে সবে শব॥ ১৫
দেখে, কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-বিষধরে,
দংশেছে রাই-কলেবরে,
একেবারে নীলবর্ণ তনু।
যে বর্ণ না হ'তো বর্ণ,
দেখিতে হইত স্বর্ণ,
সে বর্ণ হলো বিবর্ণ,
মেঘে যেন আচ্ছাদিল ভানু॥ ১৬
আনে নানা মহৌষধি,
যতেক সৃজিল বিধি,
নিরবধি করিল শুশ্রূষা।
তাতে না হয় নিবারণ,
ক্রমে বিষ-উদ্দীপন,
সখীগণ হইল নৈরাশা॥ ১৭
হেমকান্তি নীলবরণ,
হৃদে ভাবি নীলবরণ,
বিবরণ বুঝিতে কে বা পারে!
দেখে কহে সখীগণ,
জীবনে কি প্রয়োজন,
রাধার জীবন যমুনা-জীবন-পারে *॥ ১৮

* * *

খাম্বাজ—একতালা।

রাধার জীবন হরি, হরি গেছেন মথুরায়,
সে নীরদ কায়।
উপায় কি করি, রাইকিশোরী,
কিসে রক্ষা পায়॥
হয়েছেন চৈতন্য-হারা,
স্থির হয়েছে নয়ন-তারা,

কি করিবে বৈদ্য যারা,
কি ঔষধি দিবে তায়।
এ রোগের আর নাইক বিধি,
অন্য কোন মহৌষধি,
বিনে কৃষ্ণ গুণনিধি,কে বাঁচাবে রাধিকায়? (খ)

* * *

মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট বৃন্দা দূতীর গমন।

(তখন) কর্ণে শুনায় কৃষ্ণ-নাম,
শ্রীমতীকে অবিরাম,
শুনিয়ে চৈতন্য পান কিশোরী।
দেখে তুষ্ট গোপীগণ, বলে তোমার কৃষ্ণধন,—
এনে দিব, ভয় কি ব্রজেশ্বরি? ১৯
প্রবোধবাক্য কহে বৃন্দে, মধুপুরে শ্রীগোবিন্দে,
আনতে আমি চলিলাম তবে।
যাব হরির অন্বেষণে, দেখা হয় যদি অন্য সনে,
মন্দ লোকে না হয় মন্দ কবে॥ ২০
এত বলি চলে বৃন্দে,শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দে,
শ্রীরাধার বৃত্তান্ত সব কইতে।
মনে ভাবে রাজবালা, দারুণ বিচ্ছেদ-জ্বালা,
প্রাণেতে কি পারে আর সইতে॥ ২১
গিয়ে যমুনার ধারে, ভাবে কেমনে যাব পারে,
পারের মূল্য—কোথা পাব কড়ি?
একে তো তুফান ভারি, যমুনা নদীর বারি,
তরি বিনে কেমনে বা তরি? ২২
এত ভাবি উঠিল নায়,
পারে গিয়ে নেয়ে পয়সা চায়,
বৃন্দে বলে পয়সা কিসের পাবি?
কুল-কামিনী তুলেছিস্ নায়,
এই তো তোর এক অন্যায়,
বল্‌লে পরে অন্যায়, হরিণ-বাড়ী যাবি॥ ২৩
শুনি উমা ক,
বলে—বেটী ত বড় রসিক!
বলিব আর কি অধিক, কত জানেন ছলা।
ওরে বেটী গোয়ালার মেয়ে?
যা আমার পয়সা দিয়ে,
রেখে দিগে তোর যত ছলা॥ ২৪

---

* যমুনা-জীবন-পারে—মথুরায়।

বেটীদিগে চেনা ভার, হয়ে যায় নিত্য পার,
গোপিনীদের কীর্ত্তি আমি জানি।
ওদের চিনিত কেবল নন্দের বেটা,
সেই তো লাগিয়ে ঝাটা,
ফাঁকি দিয়ে গিয়েছে ইদানী ॥ ২৫
সে-ই বেটীদের দিত ফাঁকি,
দেখিয়ে ছুটি বাঁকা আঁখি,
চিন্‌ত ওদের,—জান্‌ত সে কিকির।
বনে ডেকে লয়ে যেতো,
জাতি কুল সব লুটে নিতো,
মজা করে খেতে পেতো, ছানা মাখন ক্ষীর ॥২৬
আমিও হচ্ছি নায়ের মাঝি,
জানি অনেক কারসাজি,
আমার কাছে ভারি-ভুরি খাট্‌বে না।
ভুলিব না তোর চক্ষুঠারায়,
(এ তো) ঘোল বেচা নয় পাড়ায় পাড়ায়,
ও সব ভেল্কী এখানে সাজিবে না ॥ ২৭

* * *

খাম্বাজ—পোস্ত।

[illegible] রঙ্গী যারা, তারাই করে রং
বাসনা।
ও-অনেক জানি, ও-রসে আর নাই
বাসনা ॥
[illegible] সব টেড়ি-কাটা, ইষ্টকিনে ছুপা-আঁটা,
পোশাক কাটা, মেজাজ চটা,
তাদের কর উপাসনা।
যদি পাও বঙ্গদেশী, লাভালাভ হবে বেশী,
কবলে পর কসাকসি, তবেই মিলবে রূপা
সোণা ॥ (গ)

* * *

বৃন্দে [illegible], নিন্দে করিস্, হাঁরে বেটা পাজি!
কুটনির ছেলে, পাটনি তুই,
গুজরা ঘাটের * শাজি ॥ ২৮
বেটার বড় বুক বেড়েছে, যা নয় তাই বলে।
[illegible]চাব আজি রসিকতা, রশি লাগাব গলে ॥ ২৯
[illegible]থে লুটো মালামাল, জান না আছে দায়মাল?
একবারে পয়মাল করিব।

দিবা-নিশি মরিস্ খেটে,
বেড়াস্ লোকের আমান চেটে,
ফেলিব তোর মাথা কেটে,
যেমন শূকর, তেম্‌নি খেটে মারিব ॥৩০
বৃন্দে দূতীর গালি খেয়ে,
ভয়ে পলাইল নেয়ে,
বৃন্দে উপনীত মথুরায়।
অন্তরে জানিলেন হরি, উদ্ধবে কন ত্বরা করি,
বৃন্দেরে আন গে রাজ-সভায় ॥ ৩১
বৃন্দে যথা দাঁড়াইয়ে, উদ্ধব তথায় গিয়ে,
কহিছেন মিষ্ট মিষ্ট কথা।
ডাকিছেন তোমারে কৃষ্ণ,
ত্রিজগতে যিনি শ্রেষ্ঠ,
চল হে পূরিবে ইষ্ট, কৃষ্ণচন্দ্র যথা ॥ ৩২

* * *

বৃন্দা দূতীর মুখে বৃন্দাবনের
অবস্থা বর্ণন।

শুনিয়ে উদ্ধব-বাণী, একাকিনী গেল ধনী,
মথুরায় রাজধানী, হেতু,—চিন্তামণি-দরশন।
নিরখিয়ে জলধরে, আঁখিতে না জল ধরে,
বংশীধরে করে নিবেদন ॥ ৩৩
আমি বৃন্দে সহচরী, শ্রীরাধিকার কিঙ্করী,
সুগোচর কর হে হরি!
অগোচর তোমার কি আছে?
তোমার জন্যে কিশোরীর,
হয়েছে যে কি শরীর,
বলিতে পারিনে হরি!—
প্যারী তোমার আছে কি মরেছে। ৩৪
পত্রে বুঝি আছে লেখা,
একবার তোমায় চক্ষের দেখা,
দেখিবেন কমলিনী।
তোমার জন্যে আছে প্রাণ,
কৃপা করে ভগবান্!
রাখ হে দাসীর মান, ব্রজে চল শ্যাম গুণমণি!
(তোমার) আর যত গোপী সব,
কেবল মাত্র দেখি শব,
অসম্ভব শুনাই শ্রবণে।

---

* গুজরা ঘাটের শাজী—খেয়াঘাটের ইজারদার কর্ত্তা।

নাহি পক্ষি-জন-রব, কোকিলের কুহু রব,
নাহি শুনি হে মাধব ! তরু লতাগণ সব,—
শুকাল বৃন্দাবনে ॥ ৩৬
(ছিল) রসময় শ্রীবৃন্দাবন,
সব শূন্য হয়েছে এখন,
তাল-বন তমাল-বন, নিধুবন নিকুঞ্জবন,
সে বন হয়েছে, বনমালি ! তোমার বিহনে।
সব বৃক্ষশাখা ম্রিয়মাণ, নহে কথা অপ্রমাণ,
ভগবান্ ! দেখ গে নয়নে ॥ ৩৭
(এখন) আর কিছু নাই হে সুখ,
রোদন করে সারী শুক,
সর্ব্বদা অসুখ, তাদের মনে।
পুষ্পের সৌরভ নাই, মধুর গৌরব নাই,
মধুহীন হয়েছে তোমার মধুর বৃন্দাবনে ॥ ৩৮
অলিকুল ত্যজেছে পদ্ম,
মুদিত হয়ে আছে পদ্ম,
স্থলপদ্ম জলপদ্ম, রোদন করেন স্বর্ণপদ্ম,*
নীলপদ্ম বিনে।
শুন ওহে কালোশশি ! ব্রজে উদয় হ'ত শশী,
দিবানিশি রাইশশী, মলিন এক্ষণে ॥ ৩৯

* * *

খট্-ভৈরবী—একতালা।

শুন হে মাধব ! ব্রজে নাই উৎসব,
বলে,—কোথা গেল প্রাণ-কৃষ্ণ।
বহে চক্ষে শতধার,—ব্রজগোপিকার,
নরনারী সবে শবাকার,
(সদা) নিরানন্দময়, একি অদৃষ্ট !
তোমার সাধের বৃন্দাবন হয়েছে বন,
নাই হে আর তেমন,তোমার থাকিলে মন,
সাধের ব্রজপুরে দুর্দ্দশা এমন !
শ্রীকৃষ্ণ থাকিলে হতো না কষ্ট।
ব্রজনাথ ! ব্রজের শুন সমাচার,—
তুমি হে শ্রীরাধার ছিলে মূলাধার,
বিচ্ছেদ-বিকার জন্মেছে রাধার,
হয় প্রতিকার, তুমি যদি নাথ !
কর হে দৃষ্ট ॥ (ঘ)

* স্বর্ণপদ্ম—শ্রীরাধিকা। নীলপদ্ম—শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দার ভর্ৎসনা।

(একবার) ব্রজে চল হে দয়াময় !
ব্রজের দুঃখ সমুদয়,
দেখিবে নয়নে।
(তুমি) একবার গেলে চিন্তামণি !
জীবন পায় অনেক প্রাণী,
মধুর নাম কৃষ্ণ ধ্বনি, শুনিলে শ্রবণে ॥৪০
(তবে) না যাও যদি পেয়ে রাজ্য,
বেড়ে থাকে কিছু মাৎসর্য্য,
আশ্চর্য্য নয় হে ! তোমার পক্ষে।
মোক্ষ জন্মে হে পদে, ভাবিলে তুচ্ছ ব্রহ্মপদে,
তুললে তুচ্ছ রাজ্য-পদে,
সঁপেছ মন কুব্জা-পদে,
বুড়ী কি সুন্দরী হলো, কিশোরী অপেক্ষে ॥ ৪১
ত্যাজ্য করে বৃন্দাবন,কুব্জার কুঞ্জ দেখে এখন,
ভুলেছ হে রাধারমণ !
কুব্জামোহন হয়েছ এক্ষণে।
রাধার হৃদিপদ্মাসন,—ত্যাজ্য করে পীতবসন
বসেছ হে রত্ন-সিংহাসনে ॥ ৪২
তুমি শুকসারী ত্যাজ্য করি,
পুষিলে দাঁড়কাক।
দুর্গোৎসবে শাঁকের বাদ্য,
ধোবার নাটে ঢাক ॥৪৩
বারাণসী ত্যাজ্য করি, ব্যাসকাশীতে বাস।
ঘৃত খেতে রাজী হও না,
কাঁজী-ভোজন বার মাস ॥৪৪
তুমি ত্যজিলে হীরে,
কালো জীরে যত্ন করলে অতি !
ফেলে মুক্তামণি, চিন্তামণি !
রতিতে হলো রতি ॥ ৪৫
বিদ্যাধরী ত্যাজ্য করি, নিলে কাঠকুড়ুনী।
(জান) কত খেলা, ভাসালে ভেলা,
ত্যজিয়ে তরণী ॥ ৪৬
ক্ষীর ছানা তা রোচে না, নালতে-শাকে রুচি।
(গেল) দ্বিজের মান বিদ্যমান, মান্যমান মুচি ॥
(হয় না) জীবন-রক্ষা, পান না ভিক্ষা,
যিনি দীক্ষাদাতা।

(আর) কাজ কি কথায়, মরি হায় হায়!
কুটনীর মথায় ছাতা॥ ৪৭
(লয়ে) গঙ্গাজল, বিল্বদল, পূজিলে তুমি চেড়ী।
হাতিশালে, এত কালে পুষিলে দুগ্ধ ভেড়ী॥৪৮
(ত্যজে) পদ্মমধু, ওহে বঁধু! বসিলে শিমুল-ফুলে
দিলে কালি, বনমালি! অলিকুলের কুলে॥৪৯
তোমার বুদ্ধি নাই, হে কানাই!
জানিলাম হে এত দিনে।
দিয়ে কড়ি, ডুবিলে হরি! পরের বুদ্ধি শুনে॥
জানি নন্দলাল! চিরকাল,
তোমার যে সব কর্ম্ম!
তুমি নারী-হত্যা পার করতে,
নাইক ধর্ম্মাধর্ম্ম॥ ৫১
ওহে গোকুলপতি! এ দুর্গতি
তোমার ভাগ্যে ছিল।
যার নাম কুব্জা, কুজের বোঝা,
সে বামে বসিল॥ ৫২

* * *

আলিয়া—ত্রিতালী-মধ্যমান।

তোমার, এই কি ছিল হে কপালে লিখন!
শ্রীমধুসূদন! বিপত্তিভঞ্জন নামে বিপদ্
হলো ঘটন॥
স্বর্ণ-সরোজিনী যিনি, প্রেমময়ী প্রেমাধিনী,
তাঁরে ত্যজে চিন্তামণি, কুব্জাতে হইল মন॥
অলি যেমন পদ্ম ছেড়ে, কেয়াফুলে বসে উড়ে,
শেষ কালে যায় পাখা ছিঁড়ে, ভাগ্যে রয় জীবন
ব্রহ্মা ধরেন তোমার পদে,
(তুমি) ভুললে তুচ্ছ রাজ্যপদে,
ধরিলে কুব্জা দাসীর পদে,
করিতে তার মান-হরণ॥ (ঙ)

* * *

আর এক কথা কর-শ্রবণ,
বলি যে তোমার কাছে।
পেয়ে রাজত্ব, হয়েছ মত্ত, প্রভুত্ব কি আছে?
রাজার যে রীতি নীতি আগে জানতে হয়।
এ ত বাথানে গিয়ে, বাঁশী বাজিয়ে,
গরু চরান নয়॥ ৫৪
তোমার যত বিদ্যা-বুদ্ধি, জানি সমুদাই।
মিথ্যা বলা,*আক কলা,—পেটে তোমার নাই
হবে ধর্ম্মাধর্ম্ম, বিচার করতে,
সাজিবে না হে ফাঁকি।
এ ত ব্রজাঙ্গনা, ভুলান নয়,
দেখিয়ে বাঁকা আঁখি॥ ৫৬
বড় শক্ত কথা, প্রজা রাখা,
এর মন্ত্রী ভাল চাই।
সে সকল চিহ্ন তোমার কিছু মাত্র নাই॥ ৫৭
কেবল কুব্জা আছে বামে ব'সে,
হয়ে পাটেশ্বরী।
মতি-হারে, বাঁশের গুজি, দেখে লাজে মরি॥৫৮
তুমি শক্র-গণ্য, মহামান্য, হও চক্রপাণি!
মথুরায় এসে করলে শেষে, মেথরাণীকে রাণী॥
মণিকোটা ত্যাজ্য ক'রে, মান্য করলে গোকা।
(এখন) করলে বেশ, বাঁধিলে কেশ'
ছেঁড়া চুলে খোঁপা॥ ৬০
(তুমি) গোলোকপতি, যদুপতি, ব্রহ্মাণ্ডের পতি
তুমি রাজা, তোমার প্রজা, পশুপতি প্রভৃতি॥
তোমার পাটেশ্বরী, রাইকিশোরী কনক-বরণী।
নব মেঘের কোলে যেমন, স্থির সৌদামিনী॥ ৬২
ত্রিভুবনের রাজা হয়ে, এ রাজ্যে প্রবৃত্ত।
শ্রীরাধারে ত্যাজ্য করি কুব্জার প্রেমে মত্ত॥৬৩

* * *

ভৈরবী—একতালা।

তোমার এ কেমন অদৃষ্ট, ছিছি হে শ্রীকৃষ্ণ!
এত কষ্ট তোমার ছিল কপালে।
ত্যজে রাধিকায়, মজিলে কুব্জায়,
দেখিয়ে লজ্জায় মরি সকলে।
যাঁর, পদসেবা করেন ব্রহ্মা শশধর,
শ্মশানে বসি ভাবেন শঙ্কর,
যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর, পরম ঈশ্বর, বেদে কয় হে,—
এখন কুব্জা-ঈশ্বর হ'লে হে কালে॥ (চ)

* * *

(তুমি) ব'ধে এলে রাধার প্রাণ,
হানিয়ে বিচ্ছেদ বাণ,
ভগবান্! কেমন বিবেচনা।

---

* মিথ্যা বলা—তোমার বলা বৃথা।

(তোমার) দয়াময় নাম রাখিল কে ?
তুমি অতি নির্দ্দয় হে !
শ্রীকান্ত ! নিতান্ত গেল জানা ? ৬৪
যে লয় তব পদাশ্রয়, তারে কর নিরাশ্রয়,
নীরদবরণ-শরণ যে লয়েছে।
তোমাকে হে ভগবান্ ! বলি দিল সর্ব্বস্ব দান,
তবু হয়ে অপমান, পাতালে গিয়েছে ॥ ৬৫
(আর) এক কথা বলি তোমারে,
ত্রেতাযুগে রাম-অবতারে,
বিনা দোষে বালি-রাজে বধিলে।
কিবা তব বিবেচনা, বল, ওহে কেলেসোণা !
দোষ গুণ কিছু নাহি ধরিলে ॥ ৬৬
গর্ভবতী সীতা সতী, বনে দিলে রঘুপতি !
দোষ গুণ না ক'রে বিচার।
(তব) ভক্ত ছিল তরণি, *
বধিলে তারে গুণমণি,
তব লীলা, চিন্তামণি ! বুঝা অতি ভার ॥৬৭
(তোমার) ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছু নাই,
বুঝা গেল, হে কানাই !
বিশেষতঃ নাই হে দয়া মায়া।
তোমার বিদ্যা নাস্তি, বুদ্ধি নাস্তি,
নাস্তি তোমার কায়া ॥ ৬৮
(তোমার) গুণ নাস্তি, রূপ নাস্তি,
নাস্তি তোমার মূল।
(তোমার) জাতি নাস্তি, যাতনা নাস্তি,
নাস্তি তোমার কুল ॥ ৬৯
যদি ভাব অসম্ভব, শুন হে কেশব !
একে একে তোমায় আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি সব ॥
(তোমার) ধর্ম্ম নাস্তি, কর্ম্ম দেখ মনেতে ভাবিয়ে
বুদ্ধের ধর্ম্ম নষ্ট করলে, শঙ্খাসুর হয়ে ॥ ৭১
কায়া নাস্তি,—আছে তোমার পুরাণে লিখন।
নিরাকার ব্রহ্ম তুমি নিত্য নিরঞ্জন ॥ ৭২
(তোমার) কর্ম্ম নাস্তি, দেখ হরি !
মনেতে ভাবিয়ে।
ইচ্ছায় সকলি কর, ক্ষীরোদেতে শুয়ে ॥ ৭৩
(তোমার) বিদ্যা নাস্তি,
ব্রজপুরে জানে সর্ব্বজনে।

নৈলে কেন গোপের সঙ্গে, গরু চরাবে বনে ?
কু-ঘটনা ঘটে কি কখন, বুদ্ধি থাকিলে চিতে ?
মায়ামৃগ ধরিতে গিয়ে হারাইলে সীতে ॥ ৭৫
মায়া নাস্তি, কৃষ্ণ ! তোমার হইল প্রকাশ।
মধুপুরী এলে, করি রাধার সর্ব্বনাশ ॥ ৭৬

* * *

ললিত-ঝিঁঝিট—একতালা।

ব'ধে রাধার প্রাণ, এলে কালাচাঁদ !
বল এ তোমার কোন্ ধর্ম্ম ?
কেঁদে কেঁদে নন্দ, হইল হে অন্ধ,
কে করে গোবিন্দ। এমন কর্ম্ম ?
তোমার, মাতা যশোমতী,
কি কব দুর্গতি, ওহে যদুপতি !
পতিত-পাবন !
ওহে, তব সঙ্গিগণে, তব অদর্শনে,
ধরাসনে তারা করিয়া শয়ন :—
বহে, চক্ষে বারিধারা বলিতেছে তারা,
বলেছিলে,—ছাড়া হব না আজন্ম ॥ (ছ)

* * *

(তোমার) ব'লে আর জানাব কি,
তুমি কিছু জান না ! কি ?
শ্রীহরি ! তোমারে ছি !
তোমার জন্যে রাধে বিনোদিনী।
হইল শ্যামকলঙ্কিনী, অকলঙ্ক-শশী ধনী,
তুমি সে চিন্তা কর্‌লে না চিন্তামণি ॥ ৭৭
তুমি হে সাধনের বন !
তারা-আরাধনের ধন,—
কৃষ্ণ-ধন তোমায় হ'য়ে ছাড়া।
শ্রীরাধা মনের দুঃখে, করাঘাত করেন বক্ষে,
চক্ষে বহে তারাকারা ধারা ॥ ৭৮
(তুমি) মানমান হে যার মানে,
সে ধনী আজি মরে প্রাণে,
পদে ধ'রে ভেঙ্গেছ যার মান হে !
যে মানেতে হয়ে দীক্ষে,
যোগী হ'য়ে লও মান ভিক্ষে,
সেই মানিনীর এত অপমান হে ॥ ৭৯

* তরণি—অরণীসেন (কৃত্তিবাসের রামায়ণ)।

সে সব দিন গিয়েছে ভুলে,
মনে থাকে না পুরাতন হ'লে,
নূতন রাজা হয়েছ নূতন রাজ্যে !
ধরেছ এখন নূতন বেশ,
নূতন ছত্র হৃষীকেশ !
নূতন রসিক !—পেয়েছ নূতন ভার্য্যে ॥৮০

* * *

নূতন জিনিসের বড় আদর।

নূতন পিরীতি ভাল হে বঁধু !
অতি মিষ্টি নূতন মধু,
শুনতে ভাল নিত্য নূতন কথা।
পরিতে ভাল নূতন বস্ত্র,
কর্ম্মে ভাল নূতন অস্ত্র,
দেখ্‌তে ভাল নূতন ছত্র,
বৃক্ষের নূতন পাতা ॥ ৮১
ভাল নূতন কুটুম্বিতে, আদর থাকে নূতন স্ত্রীতে
নূতন জিনিস ভাল হয় দেখ্‌তে।
অতি উত্তম নূতন ঘর, নূতন বরের হয় আদর,
নূতন সরিষের তৈল ভাল মাখ্‌তে ॥ ৮২
শয়নে ভাল নূতন শয্যা,
মন খুসি হয় নূতন ভার্য্যা,
নূতন দ্রব্য খেতে লাগে মিষ্ট।
তাইতে এখন নূতন প্রেমে মজেছ হে কৃষ্ণ ॥

* * *

ললিত—পোস্তা।

এখন নূতন পিরীত যখন বেড়েছে।
তুমি বাঁকা, কুব্জা বাঁকা, দুই বাঁকাতে মিলেছে !
তোমার যেমন বাঁকা আঁখি,
কুব্জা তেমনি কোটরচ'খী,
খাঁদা নাকে ঝুমকো নলক ঝুলিয়েছে।
সকলি নিন্দে, যেন সারিন্দে,
মাথার ফাঁকে টাকের উপর পরচুলেতে
ঘেরেছে ॥
ভাল ভাল গহনা গাঁটা,
তাতে আবার ডায়মন-কাটা,—
প'রে কেমন কুব্জাবুড় সেজেছে !
কিবা রূপসী, রাজমহিষী,
ঠিক যেন রাহু আসি, কালশশী গিলেছে ॥ (জ)

* * *

নূতন জিনিসের অনেক দোষ।

করিছ এ ঘর নূতন নূতন,
নূতনের গুণ সকলি বিগুণ,
নূতন বেগুণ খেতে লাগে না মিষ্ট।
নূতন জলে কফের বৃদ্ধি,
নূতন ঘোড়া কার সাধ্যি,—
বশ করে শীঘ্র বিনে কষ্ট ॥ ৮৪
নূতন পিরীতে হলে বিচ্ছেদ,
একেবারে হয় মর্ম্মচ্ছেদ,
লাগে না যোড়া নূতন পিরীত ভাঙ্গলে।
নূতন জ্বরে বিকার হলে,বাঁচে না ধন্বন্তরি এলে,
নূতন মাঝি ভাবে—বাতাস উঠলে ॥ ৮৫
মোট আনা দায় নূতন মুটে-(য়),
অসুখ হয় নূতন ঘুঁটে,
পাক পায় না নূতন চেলের অন্ন।
অপকারী নয় নূতন সিদ্ধি,নূতন গুড়ে পিত্তবৃদ্ধি,
নূতন বুদ্ধি হলে মান উচ্ছন্ন ॥ ৮৬
শাসিত হওয়া ভার নূতন রাজ্যে,
বশ হওয়া ভার নূতন ভার্য্যে,
জিনিস্ বিকায় না গেলে নূতন হাটে।
মিষ্টি হয় না নূতন কুল,নূতন মুহুরির ঠিকে ভুল
নূতন কথা থাকে না নারীর পেটে ॥ ৮৭
যোগ জানে না নূতন যোগী,
আহার পায় নূতন রোগী,
নূতন শোক প্রাণনাশক হয়।
মান রাখে না নূতন ধনী,
দায়মাল হয় নূতন খুনি,
গুণমণি ! নিত্য নূতন কীর্ত্তি ভাল নয় ॥ ৮৮

* * *

ললিত-বসন্ত—আড়খেমটা।

ওহে বঁধু হে ! নূতন পিরীতে করে জ্বালাতন।
সদা ভার, মন তাহার, কিছু যায় না বোঝা,
তার কি বোঝা !—হয় না সোজা বাঁকা মন !

ভাল নয় হে নূতন কীর্ত্তি,
ঘটে বিপদ্ নিত্যি নিত্যি,
নিত্যি নূতন বিচ্ছেদে করে মান-হরণ ॥
ব'লে থাকে অনেক লোক,
নূতন পিরীত ভাঙ্গলে শোক,
মানের নাশক হয় আগে ধ'রে চরণ ॥
লজ্জা ভয় সমুদয়ে, সব ডুবিয়ে দয়ে,
তারে লয়ে, শেষে করে প্রাণ হরণ ॥ (ঋ)

* * * *

পুরাতন জিনিসের অনেক সুখ।
ওহে! পুরাণো পিরীত রাখাটা উচিত,
কাযে লাগে এক দিন।
সে পিরীত যায় না কভু, ছাড়লে তবু,
ভাবে সেই দিন ॥ ৮৯
অতেব, সব ভাল হয় পুরাতন হলে,
পুরাতন কথাকে পুরাণ ব'লে,
পুরাতন পুরুষ তুমি হে ভববান্।
পুরাতন লোকের কথা মান্য,
পুরাতন চালে' বাড়ে অন্ন,
পুরাতন কুষ্মাণ্ড-খণ্ড অমৃত-সমান ॥ ৯০
পুরাতন জ্বরে পায় পথ্য,
বিশ্বাসী হয় পুরাতন ভৃত্য,
পুরাতন ঘৃত ত্রিদোষ নষ্ট করে।
পুরাতন গুড়ে পিত্তি নাশে,
পুরাতন তেঁতুল কাস নাশে,
পুরাতন সিদ্ধি অগ্নিমান্দ্য হরে ॥ ৯১
পুরাতন রতন পরিপাটী,
পুরাতন টাকায় রূপা খাঁটি,
পুরাতন বুনিয়াদীর বড় নাম।
পুরাতন সোণা মাথার মণি,
পুরাতন বাস্তুসাপের মাথায় মণি!
পুরাতন প্রেম সু-রীত হয় হে শ্যাম! ॥৯২
পুরাতন প্রেম পরেশ-তুল্য,
পুরাতনের কি আছে মূল্য?
পুরাতন পিরীত ভাঙ্গিলে যায় হে গড়া।
দেখ দেখ শ্যাম! মনে বুঝে,
পুরাতন পিরীত মেলে না খুঁজে,
পিরীত আছে কি পুরাতনের বাড়া? ৯৩

ঔষধে লাগে পুরাতন কাঁজি,
দরকারী হয় পুরাতন পাজি,
পুরাতন দ্রব্যের গুণ লিখেছেন শুতি।
(যদি) নূতন দেখে মন ভুলেছে,
আমাদের বড়াই আছে,
(তবু) কুবুজী হতে অতি রূপবতী। ৯৪
(না হয়) কুব্জাকে হে সঙ্গে করি,
বৃন্দাবনে চল হরি!
দুঃখিতা না হবেন প্যারী,
যত দুঃখ ও-মুখ দেখ্‌লে যাবে।
নন্দের আনন্দ হবে, উলু দিয়ে বৌ ঘরে লবে,
কৌতুক করি নাই, যৌতুক যত পাবে ॥৯৫
ছল করি কহে বৃন্দে,
তাতে যদি নাথ! ঘটে নিন্দে,
তবে না হয় মথুরাতেই থাক।
চিন্তে কি হে প্রাণ-সখা!
দেখে যাব চক্ষের দেখা,
তুমি মনে রাখো বা না রাখো ॥ ৯৬
(কিন্তু) না গেলে শ্যাম! বৃন্দাবনে,
দ্বন্দ্ব ঘটিবে রাধার সনে,
গেলে তোমার নূতন প্রেম চটে।
বল হে শ্যাম! হবে কার,
উপায় কিছু দেখিনে আর,
পড়েছ তুমি উভয়-সঙ্কটে ॥ ৯৭

* * *

ইমন—পোস্তা।

বল, দুদিক্ কেমনে রাখিবে কানাই!
শুনি তাই।
দুই গুরুতে হলে দীক্ষে,
কোন পক্ষে মুক্তি নাই।
দু'রাজার প্রজাদের দ্বন্দ্ব, দু'দল হলে বাধে দ্বন্দ্ব,
দুই উক্তিতে মনের সন্ধ মেটে না,—
ওহে প্রাণাধিক! বলিব কি অধিক,
তার সাক্ষী সুরধুনী দেখতে পাই।
ওহে, দু'পা দিলে দুই তরিতে,
বল, কেমনে পারে তরিতে?
কোনরূপেতে তরিতে পারে না,—

উভয় বিদ্যমান, রাখ্‌বে কার মান,
বল হে গোবিন্দ ! আমি মনের সন্দ
মিটিয়ে যাই ॥ (এ)

* * *

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

কৃষ্ণ কন, প্রাণসখি ! কি কাজ করিলে।
রাধার বিচ্ছেদানলে জীবন বধিলে ॥ ৯৮
রাধা রাধা ব'লে শ্যাম ভূতলে পড়িল।
গরুড়ের ভরে যেন সুমেরু ভাঙ্গিল ॥ ৯৯
কাতর হইয়ে অতি কাঁদিয়ে আকুল।
(বলেন) এ তরঙ্গে ব্রজেশ্বরী যদি দেন কূল ॥
কৃষ্ণ কন, হলো ভার জীবন-ধারণ।
জলে স্থলে রাধারূপ করি দরশন ॥ ১০১
বৃন্দে বলে, বিশ্বরূপ ! এ যে কথা অপরূপ,
কেমনে তুমি দেখ রাধিকারে !
শুন শুন হে মাধব ! আমি তোমার জানি সব,
কেন মিছে ভুলাও আমারে ? ১০২
কৃষ্ণ কন, শুন সখি !
মিথ্যা কথায় ফল আছে কি,
কেন কব প্রবঞ্চনা-বাক্য।
যে যার থাকে অন্তরে, সে যদি থাকে অন্তরে,
তা ব'লে কি যায় তা'র সখ্য ? ১০৩
(বে শুন 'ওহে !)
রাধাপদ, কোকনদ সম দেখি জলে।
সে পদ্ম হেরিলে আমার হৃৎপদ্ম জ্বলে ॥ ১০৪
রাধানেত্র সম নেত্র ধরয়ে কুরঙ্গ।
সে নেত্র হেরি, মম নেত্র, করয়ে কু-রঙ্গ ॥ ১০৫
সুবর্ণ-চম্পক হেরি রাধার সুবর্ণ।
সে সোহাগে সদ্য গলে এমন সুবর্ণ ॥ ১০৬
বৃন্দে বলে, ভগবান্ তব সম নাই !
তোমার বিচ্ছেদ বড়,—এ বড় বালাই ॥ ১০৭

* * *

বড়র বড় দোষ।

ত বিপদ্ বড়, শুন চক্রপানি !
হলে বড় জ্বালা বিধিমতে জানি ॥ ১০৮
(খ) বড় যোদ্ধা শুম্ভ আর নিশুম্ভ দুই ভাই।
ভবানী করিল ধ্বংস, বংশে কেহ নাই ॥ ১০৯
বড় যজ্ঞে দক্ষ রাজা পান বড় কষ্ট।
বড় শোকে দশরথের প্রাণ হ'ল নষ্ট ॥ ১১০
বড় বীর হনুমান্ সদাই বিস্মৃতি।
বড় মায়া কালনিমের বড়ই দুর্গতি ॥ ১১১
বড় দর্প গরুড়ের দর্প চূর্ণ হ'ল।
বড় রূপে শশধরের কলঙ্ক জন্মিল ॥ ১১২
বড় দর্পে রাবণের হইল নিধন।
বড় দানে বলি রাজার পাতালে গমন ॥ ১১৩
বড় প্রেম ক'রো না হে ত্রিভঙ্গ কানাই !
বড় প্রেমে বড় জ্বালা বড়তে কার্য্য নাই ॥ ১১৪

* * *

ভূপালী—পোস্তা।

ওহে কালাচাঁদ ! বড় পিরীতি বড় ভাল নয়।
বড় প্রেমে বড় জ্বালা, হয় না তাতে সুখোদয়
বড় গাছে বড় ঝড়, বড়ই বড় ডুক্কর,
বড় হ'য়ে ছোট হলে অপমান,—
বড়, লবণাক্ত সিন্ধুনীর, অতি বড় সুগভীর,
বড় বীর, শুম্ভ বীর, রণেতে হইল ক্ষয় ॥
দেখ বড় আশা করি, কালনিমে পাকায় দাড়ি,
ভাগ ক'রে লব ব'লে লঙ্কাখান,—
(শেষে) হনুর করে, যমঘরে,
গেল সেই দুরাশয় ॥ (ট)

* * *

শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের মূলাধার।

কৃষ্ণ কন,—প্রাণসখি ! কেমনে জীবন রাখি,
শ্রীমতীরে নাহি দেখি, জীবন-সংশয়।
এ বিরহ দাবানল, মানে না প্রবোধ-জল,
দিবা-নিশি বিদরে হৃদয় ॥ ১১৫
ওহে বৃন্দে ! শুন সার, রাধা আমার মূলাধার,
সদা আমি জপি 'রাধা রাধা।'
রাধার লাগি সহচরি !
গোলোকধাম ত্যাজ্য করি,
ব্রজে হয়ে নরহরি, বহিলাম শিরে নন্দের বাধা
রাধা আমার মূল মন্ত্র, পূজা করি রাধামন্ত্র,
রাধাতন্ত্রের লিপি-অনুসারে।
সে রাধার অদর্শনে, প্রাণে বাঁচি কেমনে,
সে উপায় বলহ আমারে ॥ ১১৭

রাধা আমার কুল মান, রাধা ধ্যান, রাধা জ্ঞান,
বাঁশীতে রাধার গুণ, গাই দিবা নিশি।
মন-হৃৎপদ্মাসনে, মানস-রস-বৃন্দাবনে,
উদয় আসি হন রাইশশী॥ ১১৮
রাধা ছাড়া কখন নই, জানি নে রাধার চরণ বই,
অন্য নাম শুনিনে শ্রবণে।
ডুবেছি রাধা-রসকূপে, রাধা বিনে কোনরূপে,
অন্য রূপ লাগে না নয়নে॥ ১১৯
বল্‌লে বৃন্দে সহচরি! ব্রজে একবার চল হরি,
কি সুখে আর যাব বৃন্দাবনে।
সুখ নাই হে! দুঃখ সদা,
বইতে হয় নন্দের বাধা,
শ্রীরাধা তো তা ভাবে না মনে॥ ১২০
মা বাপে না আদর করে, ননী খেলে বাঁধে করে,
গোষ্ঠেতে চরাতে দেয় ধেনু।
গরু চরিয়ে হলো না বিদ্যে!
একটী কেবল সুখের মধ্যে,
রাধা ব'লে বাজাই মোহন বেণু॥ ১২১
শুন দূতি! তাদের গর্ব্ব, রাখালের উচ্ছিষ্ট দ্রব্য,
'খা রে' বলে দেন যশোমতী।
কি বলিব অধিক আর, দুঃখের সব সমাচার,
ওহে সখি! ব্রজে আমার হয়েছে দুর্গতি॥ ১২২
বল্‌ছ তুমি বার বার, ব্রজে চল একবার,
প্যারী তোমায় দেখবেন চক্ষের দেখা।
আমি কি রাধার রাখিনে মান,
দেখ হে সখি! বিদ্যমান,
মস্তকে রাধার নাম লেখা॥ ১২৩
মানময়ী করিলে মান, পদে ধরে ভেঙ্গেছি মান,
হ'তে হয় যে অপমান, তা আমার হয়েছে।
তবু প্রেমের অনুরাগী, হইয়ে বিরাগী যোগী,
ভেঙ্গেছি মান ভিক্ষা মাগি,
সকলে জেনেছে॥ ১২৪

* * *

ভক্তের ভগবান্‌।

তুমি বল্‌লে, পেয়ে রাজা,
বেড়েছে কিছু মাৎসর্য্য,
দূতি! এটা আশ্চর্য্য তো নয়।
পুরাণেতে আছে ব্যক্ত, প্রাণ যদি চায় ভক্ত,
ভক্ত-বাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌তে হয়॥ ১২৫
দেখ, ভক্তজন্য যুগে যুগে হ'য়ে অবতার।
ভূ ভার হরিয়ে করি, জীবের উদ্ধার॥ ১২৬
(ছিল) মহাপাপী রত্নাকর, কর্ম্ম তার অতি দুষ্কর,
উক্তি করি, একবার করিল স্মরণ।
জপিয়ে আমার নাম, পূর্ণ হ'লো মনস্কাম,
বাল্মীকি হইল নাম, গাইল রামায়ণ॥
মম ভক্ত প্রহ্লাদে, রাখিলাম কত বিপদে,
শুন দূতি! বলি সে বৃত্তান্ত।
প্রহ্লাদেরে বধিবারে, যুক্তি করে বারে বারে,
কিছুতে না হলো প্রাণ অন্ত॥ ১২৮
ফেলে দিলে সিন্ধুনীরে,
গুণসিন্ধু ব'লে আমারে,
একবার করেছিল স্মরণ।
জলে না ডুবিল কায়, নামের ফলে রক্ষা পায়,
স্বচক্ষে তা দেখে সর্ব্বজন॥ ১২৯
আনি এক মত্ত করী, প্রহ্লাদে বন্ধন করি,
ফেলে দিল করি-পদতলে!
মম ভক্ত জানি করী, রাখে তারে পৃষ্ঠোপরি,
তাও দৃষ্টি করিল সকলে॥ ১৩০
খেতে দিল সর্পবিষ,
প্রহ্লাদ বলে,—জগদীশ!
এইবার রক্ষে কর প্রাণ।
কালকূট বিষ বেষ্টি, আমি দিলাম কৃপাদৃষ্টি
হইল বিষ, অমৃত সমান॥ ১৩১
শেষে ফেল্‌লে বহ্নিতে, মম নাম বর্ণিতে,
অমনি বহ্নি হইল শীতল।
অঙ্গে করে অস্ত্রাঘাত, সে অস্ত্র হইল নিপাত,
মন্ত্রীর মন্ত্রণা হ'ল নিষ্ফল॥ ১৩২
মহাপাপী অজামিল, তারে না ভাবিলাম ভিন,
ডেকেছিল একবার আমায়।
তাহারে করিলাম মুক্ত, এ কথা জগতে ব্যক্ত,
বিমানে বৈকুণ্ঠে চ'লে যায়॥ ১৩৩
যে জন হয় ভক্তিমান্‌, তারে মেলে ভগবান্‌,
তুষ্ট হন মনে আপনার।
আছে বুদ্ধি জ্ঞান তব, অধিক আর কিবা কব?
ভক্তি হয় সকলেরি সার॥ ১৩৪

ভৈরবী—ঠেকা।

শুন দূতি! দিলাম তোমায় পরিচয়।
(আছে) শিবের উক্তি, সাধুর যুক্তি,
ভক্তের কাছে মুক্তি নয়॥
লেখা আছে তন্ত্রসারে, ভক্তি সার ভবসংসারে,
মন্ত্রেতে কি কার্য্য করে', হয়ে মাত্র পাপচয়,—
আছে ধূপ দীপ নৈবেদ্য, গন্ধ পুষ্প যথাসাধ্য,
সে সাধনা ভক্তিসাধ্য সমুদয়॥
মন তন্ত্র-সার, জিহ্বা যন্ত্র তার,
মন্ত্রেতে ভক্তিতে যুক্তি হলেই,
ঘটে ফলোদয়॥ (ঠ)

* * *

ভক্তি করি যে আমারে ডাকে একবার।
মনের মানস পূর্ণ করি আমি তার॥ ১৩৫
মহারাসে গোপিকার পুরালাম ইষ্ট।
ঘরে ঘরে হইলাম, ষোড়শত অষ্ট॥ ১৩৬
শুন শুন ওহে দূতি! বলি হে তোমায়।
স্ত্রীরত্নের তুল্য রত্ন, কোন রত্ন নয়॥ ১৩৭
কুব্জাকে দেখে তোমার হ'লো না প্রবৃত্তি।
শত শত থাকিলেও তবু আশা না হয় নিবৃত্তি॥
দেখ, দশানন বন্দিল ল'য়ে দশ হাজার নারী।
বস্তারে হরিল তবু, বলাৎকার করি॥ ১৩৯
সাতাইশ রমণী দেখ, চন্দ্র দেবতার।
তার মধ্যে নয় জন, অতি দুরাচার॥ ১৪০
তা বলে'ত চন্দ্রদেব, করেন নাই ত্যাগ।
কুবুজার উপর তোমার এত কেন রাগ॥ ১৪১
বৃন্দে বলে, ক্ষান্ত হও জ্বালিও না শ্রীহরি!
(এখন) আমার সঙ্গে, ব্রজপুরে, কর হে শ্রীহরি*
চল চল কালো বরন! করো না আর রঙ্গ!
না গেলে, বাধিবে গোল, শুন হে জলদাঙ্গ!
দাসখত লেখা আছে, তোমার হাতের সই।
ধ'রে লয়ে যেতে আজ্ঞা, দিয়াছেন রসময়ই॥১৪৪
(ক'রে) ডিক্রীজারী, ঘুচাব জারী,
পলাবে তুমি কোথা।
হাতে) লাগাব রশি, কাল-শশি!
ঘুচাব রসিকতা॥ ১৪৫

শুনিয়ে সখীর বাণী, হাসিয়ে কন চিন্তামণি,
ওহে সখি! আবার বাঁধিবে কবে?
(আমি) রাধার প্রেমে প্রেমাধীন,
বাঁধিতে কেন হবে? ১৪৬
এখন চল ব্রজে যাই,
কেমন আছে—দেখি গে রাই,
হৃদে আমার জাগছে রাধার রূপ।
কমলিনী কমলাক্ষী, তিনি গোলোকের লক্ষ্মী,
এক অঙ্গ,—বিচ্ছেদ কিরূপ? ১৪৭
কি বলিব অধিক আর,তোমরা সঙ্গী রাধিকার,
তোমরা আমার রাধার তুল্য ব্যক্তি।
বৃন্দে বলে প্রাণাধিক!
কি বলিব হে! আর অধিক,
ঐ চরণে থাকে যেন ভক্তি॥ ১৪৮

* * *

শ্রীকৃষ্ণের গোকুল-যাত্রা।

তখন, গোকুলে যেতে করেন যাত্রা,
ব্রজগোপী সব শুনিয়ে বার্ত্তা,
দাঁড়িয়ে আছে যমুনার ধারে।
চাতকিনী যেন সব, পাইয়ে মেঘের রব,
তেমতি দেখিছে বারে বারে॥ ১৪৯
কক্ষে লয়ে জলাধার, দেখ্‌ছে ভবকর্ণধার,
হেন কালে জগৎ-জীবন।
প্রকাশিলা অরবিন্দ, এলেন গোকুলচন্দ্র,
পার হ'য়ে যমুনা-জীবন॥ ১৫০

* * *

সুরট—পোস্তা।

গেল সব নিরানন্দ, কি আনন্দ মরি মরি!
গোকুলে ধরে না সুখ,
দেখিয়ে গোলোকের হরি॥
প্রকাশিল অরবিন্দ, উদয় হলেন গোকুলচন্দ্র,
লজ্জাতে গগনচন্দ্র, শরণ নিলেন নখোপরি।
পশু পক্ষী আদি যে সব,
তাদের মুখে ছিল না রব,
তারা দেখিয়ে কেশব,উঠে বসে বৃক্ষোপরি (ড)

* * *

* কর হে শ্রীহরি—গমন কর।

শ্রীকৃষ্ণের রাই-কুঞ্জে গমন।

(তখন) সখী-সঙ্গে চিন্তামণি,
গেলেন যথা বিনোদিনী,
ধরাশনে করিয়া শয়ন।
দেখিয়ে—কহেন হরি, উঠ উঠ প্রাণেশ্বরি!
মরি মরি! একি অলক্ষণ॥ ১৫১
কর হে রাধে! বিঘ্ন-শান্তি,
ঘুচাও মনের ভ্রান্তি,
এত ভ্রান্ত হ'লে কি কারণ?
তুমি আমি এক-অঙ্গ, কেন কর রস-ভঙ্গ,
শুন শুন করি নিবেদন॥ ১৫২
(তুমি) সর্ব্বমতে সর্ব্বকর্ত্রী,সর্ব্বজীবের অধিষ্ঠাত্রী,
তুমি রাই! অনন্ত-রূপিণী।
ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মমান্যা, পরমপ্রকৃতি ধন্যা,
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী॥ ১৫৩
কে জানে তোমার তত্ত্ব, তমঃ রজ গুণ সত্ত্ব,
প্রকারেতে প্রকাশিলা লীলা।
স্বর্গে মন্দাকিনী হ'লে, ভোগবতী রসাতলে,
গঙ্গারূপে ধরাতে আইলা॥ ১৫৪
রাক্ষসে করিলে ধ্বংস, সীতারূপে অবতংস,*
ত্রেতাযুগে অযোধ্যাতে গিয়ে।
শতস্কন্ধ সংগ্রামে, তুমি বাঁচাইলে রামে,
অসিধরা তারা-মূর্ত্তি হয়ে॥ ১৫৫
অপার মহিমা তব, ভাবেতে আসক্ত ভব,
ব্রহ্মাণ্ড তোমার লোমকূপে।
মহাবিষ্ণু কন্দি কোলে, ভাসিয়ে ক্ষীরোদ-জলে,
তুমি রাই! বটপত্ররূপে॥ ১৫৬
ধন্য এই বৃন্দারণ্য, গোপনে গোপের কন্যা,
প্রকাশিলা রাধে! ব্রহ্মময়ি!
আমি হে বৈকুণ্ঠপুরী, আসিয়াছি পরিহরি,
তোমার লাগি—নন্দের বাধা বই॥ ১৫৭
তব প্রেমে অনুরাগী, সেজেছি পরম যোগী,
তব লাগি নিকুঞ্জ-কাননে।
কল্পনা—এই কল্পতরু, ভাবিয়ে পরম-গুরু,—
কৃষ্ণনাম লিখেছি চরণে †॥ ১৫৮

* অবতংস—অবতীর্ণ অর্থে।
† চরণে—শ্রীরাধার চরণে।

প্রকাশিয়ে হৃৎপদ্ম, সে পদ্মে চরণপদ্ম,
মিলিয়ে ত্রিভঙ্গ-অঙ্গ হই।
অন্তরেতে রাধা রাধা, আছি তব প্রেমে বাঁধা,
তিলার্দ্ধও তোমা ছাড়া নই॥ ১৫৯

* * *

ভৈরবী—ঠেকা।

রাধে! উঠ উঠ একি অলক্ষণ!
ধরণীতে তুমি ধন্যা কি কারণ?
তুমি আমি এক-অঙ্গ, ছাড়া নই তোমার সঙ্গ,
মিছে কেন কর রঙ্গ, কর চক্ষু-উন্মীলন॥
শুন মম নিবেদন, তুমি হে! মম জীবন,
জীবন ত্যজিয়ে মীন বাঁচে আর কতক্ষণ॥ (ঢ)

* * *

যুগল-মিলন।

প্যারী বলে,—প্রাণনাথ! কথায় কর অশ্রুপাত,
বজ্রাঘাত কর ব্যভারেতে।
তোমার ওসব মায়াবীতে,
ভোলেন প্রজাপতির পিতে,
কোন্ বিচিত্র নারী ভুলাইতে॥ ১৬০
না বুঝে হে বংশীধারি! তব সঙ্গে প্রেম করি,
মনে করি কখন কি হয়!
যাবে যাও হে মধুপুরী, তাহে নাহি খেদ করি,
অবলার প্রাণে সব সয়॥ ১৬১
জ্বলিতেছি বিরহানলে,কি করে প্রবোধ-জলে,
এ অনল জলে কি নিভায়?
যাহার জনম জলে, কি তার করিবে জলে,
মরি মরি! জ্ব'লে প্রাণ যায়॥ ১৬২
তোমার বিচ্ছেদে শ্যাম! উপায় কি করি।
উন্মত্ত হইল আমার মন-মত্তকরী॥ ১৬৩
বিরহ-কেশরী হেরে পলায় রাবণ।
প্রবোধ-অঙ্কুশাঘাতে না মানে বারণ॥১৬৪
দুরন্ত মাতঙ্গ-মন ভ্রমিতেছে ধরা।
ধৈর্য্যরূপ মাহুতেরে নাহি দেয় ধরা॥ ১৬৫
ওহে শ্যাম-রায়! তুমি ধর্ম্ম পাল্‌লে বেশ!
তোমার বিরহে আমার অস্থিচর্ম্ম শেষ॥ ১৬৬
(যেমন) ইন্দ্রের হইল-শেষ, ক্ষতাঙ্গ শরীর।
সিন্ধুর হইল শেষ, লবণাম্বু নীর॥ ১৬৭

চন্দ্রের হইল শেষে, কলঙ্ক ঘোষণা।
অহল্যার হইল শেষ, অসতীত্বপণা॥ ১৬৮
পরশুরামের হলো শেষ স্বর্গপথ গেল।
যজ্ঞ শেষ, দক্ষরাজার ছাগমুণ্ড হ'ল॥ ১৬৯
সূর্পণখার হ'ল শেষ, নাসিকা ছেদন।
সীতার হইল শেষ, পাতালে গমন॥ ১৭০
তেমতি বিশেষ, প্রেমের শেষ, আমি নাহি চাই
রেখো শেষ, হৃষীকেশ! শেষ যেন তোমায় পাই
এইরূপে কথা হয় শ্রীরাধা-গোবিন্দে।
হেনকালে উপনীত সখী-সহ বৃন্দে॥ ১৭২
সখী সম্বোধিয়ে রাধে কহেন বচন।
শুনিয়ে সখীরা সব সহাস্য-বদন॥ ১৭৩
বৃন্দে বলে, একি ভ্রান্ত ব্রহ্মময়ী রাই!
রাধাকৃষ্ণ এক-দেহ,—কিছু ভিন্ন নাই॥ ১৭৪
বৃন্দের প্রবোধ-বাক্যে আনন্দিত মনে।
শ্যাম-বিনোদিনী বিরাজেন সিংহাসনে॥ ১৭৫

* * *

খট্-ভৈরবী—আড়াঠেকা।

শোভা দেখি বাণীর নাই বাণী!
নীলাম্বুজ-বামে রাধে—স্বর্ণ-সরোজিনী জিনি!
বাঁকা দুটি পদ্ম-আঁখি, রাকাচন্দ্র পদ্মমুখী,
রাধাকৃষ্ণ চক্ষে দেখি লাজে লুকায় সৌদামিনী!
পদ্ম-জ্ঞান করি রাধাকে,
ধায় অলি ঝাঁকে ঝাঁকে,
এ কথা আর বলিব কাকে?
যেন কমলে কামিনী॥ (ণ)

মাথুর—(১) সমাপ্ত।

মাথুর।

(২)

বৃন্দাদূতীর মথুরা-যাত্রা।

মথুরায় কুব্জাসনে, ভূষিত রাজভূষণে,
ত্রিভঙ্গ রাজ-সিংহাসনে রাজত্ব শাসনে।
(হেথায়) ব্রজে কিশোরী ধরাসনে—
দগ্ধা মন হুতাশনে,
প্রবৃত্তা প্রাণ-নাশনে নিষেধ না শোনে॥১

না হেরি পীতবসনে, অচলাঙ্গ অনশনে,
আদর-শূন্য-অদর্শনে, আদরিণী কিশোরী।
হইয়ে সুখ-বঞ্চিতে, মরণ ভাল বাঞ্ছিতে,
চিতে সাজাইতে কন, বৃন্দের কর ধরি॥ ২
শুনে বৃন্দে গোপিনীর, না ধরে নয়নে নীর,
ধ'রে কৃষ্ণমোহিনীর চরণারবিন্দে।
বচন জিনি সুধায়, প্রবোধিয়ে শ্রীরাধায়,
বৃন্দে মথুরায় ধায়, আনিতে গোবিন্দে॥ ৩
কত ভাব্য ভাবনায়, দ্রুত গিয়া যমুনায়,
চড়ি নাবিকের নায়, যমুনা উত্তরে।
না দিয়ে পারের মূল্য, ধেয়ে ব্রজাঙ্গনা চল্লো,
নেয়ে রাগে অগ্নি-তুল্য, ধরায় উঠে ধরে॥৪
হয়ে মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর, ধরিয়ে দূতীর কর,
বলে বেটি! বার্ কর, পয়সা কোন্‌খানে!
এ কিরূপ সুরূপিণি! বেহায়া বেটি গোপিনি!
পার হ'য়ে যাবি পাপিনি!
তাই ভেবেছিস্ মনে॥ ৫
গোলে মিশিয়ে গেলে কি হয়?
ঘোলে জল মিশানো নয়!
রঙ্গ-গুলো সমুদয়, দেখ্‌ছি ব'সে হেলে।
ঘুচিয়ে দিয়ে সকল বোল,
লুটে-পুটে খেতো সম্বল,
বেটিদিগে চিনত কেবল, নন্দঘোষের ছেলে॥
দেখায়ে ভঙ্গি আঁখির, খামকা খাইতে ক্ষীর,
সে বড় জানত ফিকির, আনত বনে ডাকি।
ভাল ছিল তার মরদানি,
পথে লুঠতো হবে দানী,
কুল মজায়ে সে এদানি,
দিয়ে গিয়েছে ফাঁকি॥ ৭
শুনে বৃন্দে কুবচন, ঝর ঝর করি ঝরে লোচন,
বলে, কর রে কর মোচন, কেন রে করে ধর্‌লি?
মূল্য চাস্ বারে বারে
ও মা মরি! মা রে মা রে!
অবোধ নেয়ে! তুই আমারে,
কৈরে পার কর্‌লি॥ ৮
না ক'রে পার বলিস্ পার,
এ কোন্ তোর ব্যাপার!
আমি দেখছি অপার, পার্ হয়েছি কৈ।

যে পারে আছি—সেই পারে,
কে পার করিতে পারে,
পারো যদি পার করিবারে, পারের কথা কই ॥৯

* * *

অহং—একতালা।

ওরে! পারের কর্ত্তা হরি,
পারে আন্‌তে পারি,
পাব রে কাণ্ডারি! পার সে কালে।
এখন কৈ রে পার হ'য়েছি,
এই তো আমি আছি,
কৃষ্ণ বিনে অপার সিন্ধুকূলে।
তোর তরিতে উঠে, কৈ তরি সঙ্কটে!
দেহ উঠ্‌লো তটে, প্রাণ যে জলে* ;—
হাঁ রে! কে দেয় এমন তার,
নাবিক রে! কৃষ্ণ-শোকে তরি,
কে আছে কাণ্ডারী, এই ভূতলে॥
যার, এপার ওপার তুল্য, এমন পারের মূল্য,
অবোধ নেয়ে! আমায় চাস্ কি ব'লে,—
অন্তরে কাণ্ডারি, বিচ্ছেদ-সাগর-বারি,—
ডুবি মরি সে তরঙ্গজলে ;—
গোপী পার পেয়েছে জেনো
পারত্রিকের ধন, কৃষ্ণধন,—
প্রাণে প্রাপ্ত হলে॥ (ক)

* * *

মথুরার রাজ-সভায় বৃন্দার প্রবেশ।

ক্ষান্ত করি কর্ণধারে, ভাসে চক্ষু শতধারে,
বৃন্দে উপনীত মথুরায়।
অন্ত জানিলেন কৃষ্ণ, অনন্ত গুণবিশিষ্ট,
উদ্ধবে পাঠান ইসারায়॥ ১০
যথা বৃন্দে সকাতরা, উদ্ধব আসিয়ে ত্বরা,
কৃষ্ণসখা—কন মিষ্ট কথা।
ডাকিছেন তোমায় ব'লে হরি,
যতনে যাতনা হরি,
আনিলেন শ্রীগোবিন্দ যথা॥ ১১
হরি-চরণারবিন্দে প্রণতি করিয়ে বৃন্দে,
ছলে বলে, ওহে পঙ্কজ-আঁখি!

* জলে—পক্ষান্তরে—জ্বলে।

মিছে গোকুল পরিহরি,
কি দেখিতে এলাম,—হরি!
যা গোকুলে তাই মথুরায় দেখি॥ ১২

* * *

বৃন্দা বলিতেছে,—কি দেখিতে আমি মথুরায়
এলাম! গোকুলেও যাহা, এখানে ত
তাহাই দেখিতেছি।
সে কেমন?—

মথুরায় কাল রাজা হয়েছ গুণমণি।
গোকুলেও কাল রাজা হয়েছে ইদানি॥ ১৩
মথুরা তোমার দেশ হয়েছে, বিদেশ জ্ঞান নাই
গোকুলেও তোমার দ্বেষ হয়েছে, তুল্য দুই
ঠাঁই॥ ১৪
মথুরায় সব কৃষ্ণ পেয়েছে,* হৃষ্ট হয়েছে অতি।
গোকুলেও সব কৃষ্ণ পেয়েছে, তুল্য দুই বসতি
আর দেখেছি,—মথুরাতে কংসের ঘরণী।
'কৃষ্ণ রে কি কর্‌লি!' ব'লে কাঁদছে রাজরাণী॥
গোকুলেও রাণী কাঁদ্‌ছে,—
'কৃষ্ণ! গেলি রে কি ব'লে!'
(আমি) কি অপরূপ দেখ্‌তে এলেম
এ মধুমণ্ডলে! ১৭
আর দেখ্‌ছি মথুরায়,—দীন নাই হে শ্যাম!
গোকুলেও আর দিন নাই হে, তুল্য দুই ধাম॥
উভয় স্থানে তুল্য ভাব,হরি! কি বুঝেছ ভাব?
এ ভাব বুঝিতে বিদ্যা কিছু চাই।
সে দফাতে নবডঙ্ক, পেট চিরিলে নাই অঙ্ক,
জানি হে বঙ্ক! জানি সমুদাই॥ ১৯
তুমি বাথানের প্রধান ছাত্র, সরস্বতীর বরপুত্র,
গোপাল! গো-পালে থাক সদা।
নানা শাস্ত্রে অধ্যাপক,শিক্ষাগুরু অতি-ব্যাপক,
ঘরে পণ্ডিত হলধর দাদা॥ ২০
এক কড়াতে একটা জাম,
চারিটা জামের বল্‌তে দাম,
সাম্‌লাতে পার না শ্যাম!
গা-ময় ঘাম—দাঁতকপাটি লাগে।

* কৃষ্ণ পেয়েছে—মথুরা পক্ষে সৌভাগ্য-ব্যঞ্জক; গোকুলপক্ষে মৃত্যু-ব্যঞ্জক।

কেবল গোরুর করিতে যত্ন,সে বিষয়ে স্থায়রত্ন,
গো-চিকিৎসায় কে দাঁড়াবে আগে ?২১
তবে বিধাতা দিলে বিষয়, মহামূর্খ হন মহাশয়,
মহামহিম,—মহালক্ষীর বলে।
মূর্খের কাছে মান রক্ষে,
ঘরে পরে হাসে পরোক্ষে,
শরীরেতে বিদ্যা না থাকিলে॥ ২২
রহস্ত ত্যজিয়ে বৃন্দে, পুনঃ কয় পদারবিন্দে,
ওহে নাথ! করো না কিছু মনে।
উভয় স্থানে যে দিন নাই, তদন্ত বলি কানাই,
দীন বলি শ্যাম! অর্থহীন জনে॥ ২৩
মথুরায় আসিয়ে হরি, দীনের দৈন্তদশা হেরি,
সকলকে করেছো ভাগ্যবন্ত!
গোকুলে যে দিন নাই, চরণে ধরে জানাই,
শুন দীননাথ! সে দিনের বৃত্তান্ত॥ ২৪

* * *

(গোকুলে আর দিন নাই।)—
আলিয়া—একতালা।

নাথ! গোকুলে আর দিন নাই!
যে দিন আইল অক্রূর মুনি, নিদয় গুণমণি,
ব্রজে আর উদয় হয় না দিনমণি,
আমরা জানি কি, দিন-যামিনী?
কেবল অন্ধকারে, হে কানাই!
তারা-আরাধনের ধন হয়ে হারা,
শুন ওহে তারানাথের নয়ন-তারা!
হারায় বহে তারাকারা ধারা,
তাহায় তারা দেখি সর্ব্বদাই॥
মনে ক'র্‌লাম একবার দেখি রাধিকারে,
আছে কি ম'লো রাই বিচ্ছেদ-বিকারে,
দেখা হ'লো না শ্যাম! অন্ধকারে,
আমরা অন্ধের মত পথ হারাই॥ (খ)

* * *

বৃন্দা ও শ্রীকৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি।

কৃষ্ণ কন—কি চমৎকার! শুনিয়া জন্মে বিকার,
বল্লে,—গোকুল অন্ধকার দিনে।
এ যে বাক্য অবিহিত, সূর্য্যের উদয় রহিত,—
কি হেতু হইল বৃন্দাবনে? ২৫

দূতী কয় রাধারমণ! সূর্য্যের সুত শমন,—
গোকুল এখন তারি অধিকার।
পুত্রে দিয়ে ব্রজরাজ্য, অবকাশ পেয়ে সূর্য্য,
প্রকাশ নাহিক ব্রজে আর॥ ২৬
ব্রজে পেয়ে কালবরণ, কাল করে কাল হরণ,
অকালে কালপ্রাপ্ত প্রায় হলো!
জমা নাই তার যমালয়, প্রায় যায় হে যমালয়,
শ্যামালয় সামান্ত হোতে গেলো! ২৭
তবে যদি বল নিদয়!
ব্রজে আছে তো চন্দ্রোদয়,
তাতেও হয় ত অন্ধকার হীন।
রাইচন্দ্র শ্যামচন্দ্র, যুগলচন্দ্র হেরি চন্দ্র,
ব্রজের উদয় ছেড়েছে অনেক দিন॥২৮
কৃষ্ণ কন দূতীর কাছে,
কৃষ্ণচাঁদ তো ব্রজে আছে,
যে চাঁদ চাঁদের দর্প নাশে।
(যাতে) মম হৃদি-তিমিরান্ত,
রাইচাঁদের গুণানন্ত,
যে চাঁদের গুণ চন্দ্রচূড় ভাষে॥ ২৯
দূতী বলে বিনয়হস্ত, রাইচাঁদ যে রাহুগ্রস্ত,
নতুবা আঁধার হতো কি ভগবান্!
(ছিল) রাইচাঁদ চাঁদের শ্রেষ্ঠ,
শ্যামচাঁদ! দিয়েছো কষ্ট,
চাঁদ ক'রেছো চাঁদের অপমান॥ ৩০

* * *

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—কাওয়ালী।

তব বিচ্ছেদ-রাহু দেখিলাম।
প্যারী-পূর্ণচাঁদকে গ্রাসিল হে শ্যাম!
রাহু গ্রাসি সুধাকরে, নবদণ্ড স্থিতি করে,
পূর্ব্বাপরে জানি আমরা সবে,—
শ্যাম! তোমার রাহু কেন নবদণ্ডে যাবে,
প্রাণদণ্ড করা আছে মনস্কাম॥
যে হ'তে করেছ গ্রাস, শশীর নাহি প্রকাশ,
অবকাশ দুঃখে আর দেখিনে,
ওহে গোবিন্দ! প্যারী-চন্দ্র বিনে,
ঘোর অন্ধকার হ'লো ব্রজধাম! (গ)

* * *

নূতন বস্তুর অনেক দোষ।
ছলে কয় বৃন্দে ধনী, কৃষ্ণ! তুমি নূতন ধনী,
তাইতে উচিত ব'ল্‌তে হয় ভয়।
নূতন ধনীর বিদ্যমান, কভু রয় না মানীর মান,
নূতন কিছুই প্রশংসিত নয়॥ ৩১
নূতন চালে অগ্নি নষ্ট,নূতন রাজ্যে শাসন-কষ্ট,
নূতন ভার্য্যে পতির বশ হয় না।
নূতন বয়েসে ধরে না জপ,
নূতন জলে ধরে কফ,
নূতন হাঁড়িতে তৈল সয় না॥ ৩২
গুণ করে না নূতন সিদ্ধি,নূতন গুড়ে পিত্ত-বৃদ্ধি,
নূতন বালকে কথা কয় না।
নূতন চোর পড়ে ধরা, নূতন বৈরাগী মুখচোরা,
সদর হ'তে চেয়ে ভিক্ষা লয় না॥ ৩৩
নূতন শোক প্রাণনাশক, নূতন বৈদ্য ভয়ানক,
নূতন গৃহস্থের সকল দ্রব্য রয় না।
নূতন ধ'নে দুর্গন্ধ, নূতন জ্বরে আহার বন্ধ,
নূতন পীরিত ভাঙ্গিলে প্রাণে সয় না॥ ৩৪
নূতন ইক্ষুর নাই মিষ্টি, নূতন মেঘে শিলাবৃষ্টি,
নূতন হাটে যত যায় বিকায় না।
ওহে নিদয় কৃষ্ণধন! যে পায় নূতন ধন,
অহঙ্কারে সে চোখে দেখ্‌তে পায় না॥৩৫

* * *

বৃন্দার মুখে শ্রীকৃষ্ণের অবিচার-কথা।

বৃন্দা বলিতেছেন,—হে শ্রীহরি! তুমি এক জনের নয়ন হরণ করিয়া আর একজনকে দিয়াছ! তোমার এ কেমন দান?···

কিন্তু হারায় মান হারাবে গোপী,
ছুটো কথা বলি তথাপি,
অবিচার কথা সয় না প্রাণে।
এদেশের লোকে, হে বঁধু!
ঘোর চোরকে বলে সাধু,
নিমকে স্বাদু ব'লে গুণ বাখানে॥ ৩৬
মথুরায় শুনিলাম, কল্পতরু তোমার নাম,
সকলে বল্‌ছে—কৃষ্ণ বড় দাতা।
কারু ক'রে সর্ব্বনাশ, কারু বাড়ালে উল্লাস,
ছি ছি নাথ! দানের ব্যাখ্যা বৃথা॥ ৩৭

কংসেরে করি নিধন, উগ্রসেনে দিয়েছ ধন,
ছিল দরিদ্র—আশু হ'ল ধনী।
বল্‌ছে উগ্রসেনের নারী,
কৃষ্ণ তোর গুণ বল্‌তে নারি,
চিরজীবী হও রে চিন্তামণি!॥ ৩৮
(আবার) কংস-ভার্য্যা তোমার মামী,
হারায়ে আপন স্বামী,
বল্‌ছে, কৃষ্ণ বড় কষ্টে রও।
শোকেতে ক'রে আচ্ছন্ন,
আমায় যেমন কর্‌লে ছন্ন,
প্রাতর্ব্বাক্যে উচ্ছন্ন হও॥ ৩৯
মধুর বৃন্দাবনের মধু, মধুপুরে বিলালে বঁধু!
কারু কেটে হাত—কারে চতুর্ভুজ।
(ব্রজে) চন্দ্রমুখী রাধিকে,
শোকে কুব্জা ক'রে তাকে,
কুব্জার ঘুচায়ে দিলে কুঁজ॥ ৪০
ব্রজে সঙ্গী রাখাল যারা, থাক্‌তে পদ পদহারা,
তব শোকে উঠিতে নাই শক্তি।
হেথায়, খঞ্জকে দিলে চরণ, ওহে জলদবরণ!
সকলে করিছে গুণের উক্তি॥ ৪১
ব্রজে বিচ্ছেদ-কারাগারে,
বন্দী ক'রে যশোদারে,
দৈবকীকে বাঁচালে সে দুঃখে।
অন্ধকে নয়ন দান, করেছো হে ভগবান্!
ছি ছি নাথ! এ দানের কি ব্যাখ্যে॥ ৪২

* * *

খট্‌-ভৈরবী—একতালা।

এ সব কেমন দান, তোমার কি বিধান?
আমায় বল বল হে গোবিন্দ!
এসে মধুপুরে, তুমি দিয়েছো
হে ত্রিনয়নের ধন! অন্ধের নয়ন,—
কিন্তু ব্রজে কর্‌লে নন্দের নয়ন অন্ধ॥
কারু বা অকার্য্য, কারু বা সাহায্য,
কারে কর ত্যাজ্য, কারে কর পূজ্য,
এ বড় আশ্চর্য্য,—কারু ঘরে চৌর্য্য,
কারে দেও ঐশ্বর্য্য, এ রীত মন্দ॥ (খ)

* * *

শ্রীকৃষ্ণের মুখে ব্রজধামের ছল-নিন্দা।

বৃন্দে বলে প্রাণাধিক!
ব'ল না হে আর অধিক,
গত কর্ম্মের অনুশোচনা নাই।
(এখন) বল বল কালো-বরণ!
ব্রজে যাবার বিবরণ,
শ্রীমুখে তাই শুনে প্রাণ যুড়াই ॥ ৪৩

কি বলে বৃন্দে-সুন্দরী, আমোদ শুনিতে হরি,
ছলে কন ব্রজের করি নিন্দে।
দুঃখের হয়েছে শেষ, সব জান সবিশেষ,
কি সুখে আর ব্রজে যাই হে বৃন্দে! ৪৪

সুখ নাই যাতনা বই, নন্দের বাধা মাথায় বই,
অতুল ঐশ্বর্য্য যার দেখি।—
সে দেয় মোরে গোচারণে,
অবাক্ হয়েছি আচরণে,
উচ্চারণে ঘৃণা হয় হে সখি! ॥ ৪৫

নবনীর তরে করে, মা হ'য়ে বন্ধন করে,
এমন ভূধরে কে বাস করে?
রাখালের দেখেছো ভব্য, উচ্ছিষ্ট ক'রে দ্রব্য,
খা রে কানাই! ব'লে দেয় মোর করে ॥ ৪৬

এ সব যন্ত্রণা, সই! কেবল রাধার জন্য সই,
কমলিনী তা বোঝেন না হৃদে।
তিলে তিলে করে মান, ঘুচায় আমার মান,
ধর্‌তে হয় পদে পদে পদে ॥ ৪৭

ধরিলে নারীর পায়, পূর্ব্ব পুণ্য নষ্ট পায়,
শুধিয়ে দেখো পণ্ডিতের কাছে।
যদি, পাপে পেয়েছি পরিত্রাণ,
মানে মানে পেয়েছি মান,
ব্রজে যাওয়া আর কি ফল আছে? ৪৮

শুনে কয় বৃন্দে গোপিনী, হয়ে অগ্নিস্বরূপিণী,
ওহে রাখাল! বল কি হয়ে মত্ত?
রাধার চরণ ধ'রে পুণ্য, তোমার হয়েছে শূন্য,
জ্ঞানশূন্য!—জান না রাধার তত্ত্ব ॥ ৪৯

ওহে অবোধ চিন্তামণি! রাই যদি হ'তো রমণী,
তবে চরণ ধরায় পুণ্য যেতো।
পুণ্য গেলেই হ'তো পাপ,
হ'তো তাপ,—যেতো প্রতাপ,
তবে তোমার এমন উদয় কি হ'তো? ৫০

রাধার চরণ ধরি, পূর্ব্ব পাপে মুক্ত—হরি!
হয়েছো তুমি জানে জগজ্জনে।
কেমন বিপদে ছিলে, কি সম্পদ আশু পেলে,
এ পদ তোমার রাই-পদের গুণে ॥ ৫১

* * *

আলিয়া—একতালা।

ব্রজে চতুষ্পদ, চরানো বিপদ,
সে দায় ত্রাণ হয়েছো।
ধরে রাধার পদ, ওহে রাধানাথ!
(এসে) মাতুল-পুরে অতুল পদ পেয়েছো॥
যে পদ আপদের আপদ, সদাশিবের সম্পদ,
ওহে! যে পদে জীবের মোক্ষপদ,
সেই পদ ধরেছো।
রাধার পদের পদার্থ, ভাবের ভাবার্থ,
তুমি বই আর কে জানে হে তত্ত্ব?
ব্রহ্মজ্ঞানে ধর্‌লে পদ, বাঁশীতে গান কর্‌লে পদ,
সে কিশোরীর পদে বন্দী,
তুমি পদে পদে আছো॥ (ঙ)

* * *

বৃন্দা বলিতেছেন,—শ্রীরাধার নিকট তুমি যে দাস-খৎ লিখিয়া দিয়াছ, তাহা শুধিবার জন্য তোমাকে বৃন্দাবন যাইতে হইবে,—এই দেখ সেই দাস-খৎ।

বৃন্দে কয় রাধারমণ! গোকুলে কর্‌তে গমন,
নাই হে! মন বুঝিলাম অন্তরে।
তা করিবে কি পীতবসন! মহাজনের আকর্ষণ,
তোলো গা তোলো—অলসে কি করে? ৫২

সাক্ষী চন্দ্র দিনমণি, লিখে দিয়েছো গুণমণি,
দাসত্ব-খৎ রাধার নিকটে।
এই দেখ মোর হাতে খৎ,
তোমারি হাতের দস্তখৎ,
চেরা-সই বটে কি না বটে ॥ ৫৩

খতে বন্ধক রেখেছো মনে,
ভক্তি রেখেছো সুদের তনে,*
পরিশোধের উপায় ছিল না,
বিনে রাধার কৃপা।

* তনে—অঙ্কে।

তোমায় মুক্ত কর্‌তে চিন্তামণি!
কৃপা করি কমলিনী,
আজ্ঞা দিয়েছিলেন একটা রফা॥ ৫৪
(তুমি) মুক্ত হ'য়ে ঋণে বন্দী,
করেছিলে কিস্তিবন্দী,
মাসে মাসে ধর্‌বে রাই-চরণে।
(দিয়ে) পরিশোধ এক কিস্তি,
দেখাশুনা আর নাস্তি,
পালিয়ে এসেছ—জ্বালিয়ে মহাজনে॥ ৫৫
ওহে শ্রীনন্দ-নন্দন! হবে যে কর-বন্ধন,
রাইরাজাকে তুমি কি জান না?
(এখন) মানে মানে থাকে মান,
রাধায় কি অনুমান—
করেছো মনে, তাই আমায় বল না? ৫৬

* * *

পরজ—একতালা।

দেখ কি জোর রাই রাজারি।
কৃষ্ণ তোমার ভাঙ্গব জারি॥
যখন হবে ডিক্রিজারী,
ভাঙ্গিবে কপাল কুব্জারি॥
ল'য়ে সাধের কুবুজাকে,
যাবে পালিয়ে কোন্ রাজার মুলুকে,
সকল রাজের রাজা আমার,
গোকুলে রাই রাজকুমারী॥
যখন তোমার বাঁধ্‌বে করে,
দুঃখবারণ! কে তা বারণ করে,
বারণ ধর্‌লে মাক্ষকারে,
কে উদ্ধারে বংশীধারি! (চ)

* * *

(শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—এ দাসখৎ জাল,—
এ লেখা আমার নহে।)

বৃন্দের শুনি বচন, হাসিয়ে পদ্মলোচন,
কহেন করিয়া রসিকতা।
যা ধারিতাম শ্রীরাধার, পরিশোধ ক'রে
সে ধার,
সে খতের ফেড়েছি আমি মাথা॥ ৫৭
লোকত ধর্ম্মত নিন্দে, কি দেখাবে ওহে বৃন্দে,
ও জালখৎ,—তোমার হাতের সই।
পাপ নাই, কি জন্যে ঠেকি,
দুর্গা বল ছি ছি সখি!
এ খতে মোর দস্তখৎ কই?॥ ৫৮
এ লেখা যে অতি মন্দ, আমার লেখা দীর্ঘছন্দ
মোর লেখা নয়,—লেখার কথা বলি।
বৃন্দে কয়,পেয়ে ছন্দ,তোমার যে লেখা দীর্ঘছন্দ,
সে কথা নয় মিথ্যা বনমালি! ৫৯
যে কলম ধরিতে হাতে,
লিখ্‌তে যে পোড়োদের সাথে,
যে পাঠশালে থাকৃতে অবিশ্রাম।
তোমার বলাই দাদা সরকার,
সর্দ্দার পোড়ো তুমি তার,
তোমার নীচে শ্রীদাম আর সুদাম॥ ৬০
গোষ্ঠে গিয়েছো ঘরে এসেছো,
আনাগোনা ঘ *লিখেছো,
লিখ্‌তে আবেশ অমন কারু কি আছে?
লিখে লিখে ওহে ত্রিভঙ্গ!
কালী লেগে কালো অঙ্গ,
খড়ি পেতে পেতে তিন ঠাঁই বেঁকেছে॥ ৬১
তুমি যেমন বিদ্যাবন্ত, লেখাপড়ায় মূর্ত্তিমন্ত,
জানি কান্ত! জানি আমরা সব।
এক দিন রাধার মানে, লেখাপড়া বিদ্যমানে,
যৎকিঞ্চিৎ দেখেছ কেশব॥ ৬২
ধরে নাপতিনীর বেশ, মদন-কুঞ্জে হয়ে প্রবেশ,
কমলিনীর কমল-চরণে।
অলক্ত পরাতে শ্যাম, লিখেছিলে কৃষ্ণনাম,
সে তোমার গুণ, কি পায়ের গুণ, কে জানে?
আবার জালখৎ বলিলে হাতে,
শুনে যে প্রাণ যায় জ্বালাতে,
আমরাই মাত্র জালে ত্রাণ পাই।
বন্দী হয়ে তোমারি জালে,
জীব ঘুরে মরছে জঞ্জালে,
তোমার উপর জাল করায় কাজ নাই॥ ৬৪

* আনাগোনা ঘ—সে কালে পাঠশালে ব্যবহৃত 'ঘ'এর বিশেষণ, অপর পক্ষে পুনঃপুনঃ জন্ম-মৃত্যু।

যদি জোর ক'রে কও পেয়ে যোত্র,
মানিনে ও সব খৎপত্র,
কিসের লেখা?—লেখাতেই কি হয়?—
ও কথা রবে না সখা!
আর কারু নয় তোমারি লেখা,
যা লিখেছো—খণ্ডিবার নয়॥ ৬৫
তোমার লেখার দায়, সংসারের সমুদায়,
জীবের হতেছে ভোগাভোগ।
কারু হচ্ছে পঞ্চামৃত, কেউ হচ্ছে জীবন্মৃত,
অন্নাভাবে সদা প্রাণ-বিয়োগ॥ ৬৬
তব লেখাতে গোবিন্দ! শুক্রাচার্য্য হন অন্ধ,
ইন্দ্রের অঙ্গেতে জন্মে যোনি।
হরিশ্চন্দ্র বরাহ পালে, নল রাজা অশ্বশালে,
তোমার লেখাতে চিন্তামণি!॥ ৬৭
দান দিয়ে বন্ধন বলি, মাণ্ডব্যের হ'লো শূলী,
বশিষ্ঠের শত-সুত নিধন।
কুলকন্যা ব্রজে বসতি, আমাদের যে এ দুর্গতি,
ওহে কৃষ্ণ! তোমারি লিখন॥ ৬৮

* * *

অহং—একতালা!

এ যমুনাপারে, কে আসিতে পারে,
আমরা কুলের কুলবালা।
(কেবল) তুমিই বাদ সেধেছো,
অবলায় বধেছ,
কপালে লিখেছো বিচ্ছেদ-জ্বালা॥
তোমারি লিখন মাত্র, কারু স্বর্ণছত্র,
কারু শিরে বজ্র দেও, হে কালা!—
ঘটে যা দিয়েছো লিখে, কারু অট্টালিকে,
কারো পক্ষে মাধব! বৃক্ষের তলা॥
তুমি লিখেছ ত্রিভঙ্গ! সেই ত রসভঙ্গ,
সাঙ্গ হ'লো তোমার সঙ্গে খেলা;—
তোমার লেখায় আসি, তোমার বামে বসি,
কুব্জা কংসের দাসী, হয় প্রবলা;—
রাজকন্যে কমলিনী, সে হয় কাঙ্গালিনী,
নীলমণি ছিল যার কণ্ঠমালা॥ (ছ)

* * *

(বৃন্দা বলিতেছেন,—তুমি স্বয়ং ভগবান্;
তোমাকেও কিন্তু অনেক ভোগ
ভুগিতে হয়।)

যদি বলহে ব্রজের স্বামি!
না হয় খৎ লিখেছি আমি,
লেখার ভোগে নিজে আমি ভুগিনে।
(লিখি) জীবের ভাগ্যে যে লিখন,
খণ্ডিবে না তা কখন,
কর্ম্মভোগ ভুগিবে জীবগণে॥ ৬৯
সেটা মিথ্যা হে কানাই!
কর্ম্মভোগ যে তোমার নাই,
এ ভোগায় ভুলিনে ভগবান্!
প্রত্যক্ষেতে দেখ্‌ছি ভোগ,
ভোগ দেখে মোর প্রাণ-বিয়োগ,
এ ভোগ তোমায় কোন্ বিধি ভোগান? ৭০
কুরূপা কংসের দাসী, এর পিরীতে মন উদাসী,
একি হে! লোক-হাসাহাসি তব।
বামে বসায়ে সিংহাসনে, রহস্য উহারি সনে,
এ কপালের ভোগ নয়?—মাধব!॥ ৭১
তুমি হয়েছ হে বংশীধর! রাহুগ্রস্ত শশধর,
দুঃখ দেখে বিদরে আমার বুক।
দিয়েছো নীলরত্নমালা,
কালামুখীর কণ্ঠে কালা!
কাল'চাঁদ! তোমার কালা মুখ॥ ৭২
(তুমি) কোন্ রাজ্যে ছিলে ধনী,
তোমার রাণী সে কোন্ ধনী,
যে ধনীর নামেতে বংশীধ্বনি?
রূপেতে হরে যামিনী, কামনার ধন যে কামিনী,
শোভে যেন মেঘে সৌদামিনী॥ ৭৩
শ্রীহরি! তার শ্রী হরি, গোকুলে ক'রে শ্রীহরি,
ছি ছি হরি! মজিলে কার সনে?
(কোথা) দ্বিজরাজ অতি ভদ্র,
একেবারে কি নমঃশূদ্র,
এত ক্ষুদ্র হৈলে কি কারণে?॥ ৭৪
বামভাগে যা দেখি শ্যাম!
এ তোমার বিধি বাম,
এমন রূপের নারী কি পাওয়া যায়?

রূপ দেখে বিশ্বরূপি! লজ্জায় লুকায় রূপী, *
বদন দেখে ভেক ভেকিয়ে যায়॥ ৭৫
নাক দেখে লুকায় পেঁচা, নয়নের দেখে খাঁচা,
বিড়াল বিরলে কাঁদে ব'সে!
ধ্বনীর ধ্বনি শ্রবণ করি, গাধা হ'লো দেশান্তরী,
মেষের সঙ্গেতে ধ্বনি মেশে॥ ৭৬
দুটী কাণ দেখে, কানাই! হাতীর খাতির নাই,
কাননে লুকায় মনো-দুঃখে।
জো নাই করিতে যোড়,
চরণ দেখে মাণিকযোড়, †
উড়ে গিয়েছে উ'ড়ের মুলুকে॥ ৭৭
কিবা অঙ্গের হাব-ভাব,
পেটে পিঠে একটী ভাব,
এই ভাবে কি এত ভাব ঘটে?
দেখি ভাব-শুদ্ধ ভাব, একি ভাবের প্রাদুর্ভাব,
ভাব দেখে যে ভাব ভক্তি ছটে॥ ৭৮
ওহে রাখাল! জ্ঞানাভাব,
এ নয় তোমার ভদ্র ভাব,
যেমন উপর-ভাব হয় হে!
তোমার দুঃখের ভাগী,
করেছ নাথ! এই অভাগী,
এ আবার কপালের ভোগ নয় হে? ৭৯

* * *

আলিয়া—কাওয়ালী।

এ সব, কপালে লিখন, তোমার হে কানাই!
করবে কি?—সাধ্য নাই;—
লোহায় জড়িত হেম, চাঁদের সঙ্গে রাহুর প্রেম,
শ্যামাঙ্গে কুব্জা মিশেছে তাই।
এই কি তোমার কুব্জা সুন্দরী হে!!
এ নিন্দে রূপসী অঞ্জনাকে ধরি-হে!
বড়াই বরং রূপের মাধুরী হে!!
এই কি তোমার করে মন চুরি হে?
পৃষ্ঠে কুঁজ দৃষ্ট ক'রে, হৃষ্ট হয়ে তিষ্ঠ ঘরে,
মিষ্ট কথা—ইষ্ট আলাপন সদাই॥ (জ)

* * *

* রূপী—বানরী।
† মাণিকযোড়—দীর্ঘ পদ বিশিষ্ট পক্ষী বিশেষ।

শ্রীকৃষ্ণের লক্ষ্মীহীন মথুরারাজ্য।

(আর) এক কথা কর শ্রবণ,
ত্যজে মধুর বৃন্দাবন,
মনে করেছো হয়েছি ভাগ্যবন্ত।
(তুমি) কাঙ্গালের শিরোমণি,
হয়েছো হে চিন্তামণি!
ভাব ত কিছু বোঝা নাই তদন্ত॥ ৮০
রাজার মুল রাজলক্ষ্মী,
লক্ষ্মীই রাজার উপলক্ষী,
মূল কই, ঘরেতে গুণধাম।
ঘর নাই তার উত্তরদ্বারী!
ভূমি নাই তার জমিদারী!
বিদ্যা নাই তার ভট্টাচার্য্য নাম! ৮১
মাথা নাই তার মাথা ধরে!
ভক্তি নাই যার ঘরে,
মুক্ত-পুরুষ নাম তার কিরূপ?
ঘরেতে নাহিক অন্ন, তার নাম দাতাকর্ণ,
সেইরূপ তোমার হে বিশ্বরূপ! ৮২
(যার) মূলমন্ত্র মনে নাই, সে জন কি—কানাই!
সিদ্ধপুরুষ নাম ধরে ধরায়?
লক্ষ্মীহত হয়ে গোপাল।
নাম ধর হে মহীপাল,
কি দেখে মহিমা লোকে গায়? ৮৩
লক্ষ্মী গেলেই বুদ্ধি যায়,
মান যায়—কর্ম্ম বেজায়,
কুব্জায় লয়ে কেমন পিরীতি?
(তুমি) রাজা ছিলে গোকুলে হরি!
রাণী—রাই রাজরাজেশ্বরী,
প্রজা ছিলেন প্রজাপতি প্রভৃতি। ৮৪
মথুরায় যে অধিকার, এ কেবল মনোবিকার,
যেমন স্বপ্নে রাজা বাতিকে জানায়।
(যেমন) মাদক দ্রব্য ক'রে ভোজন,
মনে মনে হ'য়ে রাজন,
আপনি হাসে আপনি নাচে গায়॥ ৮৫
(তুমি) সেই ভূপতি মথুরায়,
হয়েছো হে শ্যামরায়।
দুঃখেতে ভাবিছ সুখভোগ।

(তুমি) দুঃখীর হয়েছ শেষ,
সবে জেনেছে সবিশেষ,
বায়ুগ্রস্ত বোঝে না নিজ রোগ ॥ ৮৬

* * *

খাম্বাজ—পোস্তা।

ঘরে নাই লক্ষ্মী,—
তুমি দুঃখী বই নাথ কিসের সুখী ?
হরের আরাধ্য ধন রাই,
হারিয়েছ হে পদ্ম-আঁখি !
যদি কও চিন্তামণি ! লক্ষ্মী আমার কুব্জা ধনী,
লোকে কয় ভেকবদনী,
তুমিই বল পদ্মমুখী ! (ঝ)

* * *

খাম্বাজ—পোস্তা।

এই কি সব বৈভব, ঘরে লক্ষ্মী কই হে ভব ?
ভব দুঃখে পশু পক্ষী কাঁদে লক্ষ্মীবল্লভ !
হরারাধ্য রাই-লক্ষ্মী হারিয়েছো, হে মাধব !
যদি বল চিন্তামণি !
লক্ষ্মী আমার কুব্জা ধনী,
জগতে বলে ভেকবদনী,
তুমি পদ্মমুখী ভাব ॥ (ঞ)

* * *

শ্রীকৃষ্ণ এখন লক্ষ্মীহীন।

ওহে পক্ষিনাথনাথ ! * তোমার হে লক্ষ্মী হত,
ধরেছি তোমারে পরম দুঃখী।
তুমি যদি বল কানাই !
লক্ষ্মীর ত হাত-পা নাই,
পুরুষের সম্ভ্রমটাই লক্ষ্মী ॥ ৮৭
তোমার এ যে সম্ভ্রম, মনে হয় মনের ভ্রম,
অভ্রমা হয়েছো ত্রিভুবনে।
মথুরাতে কয়েক জন, রাজন ব'লে পূজন,
করে মাত্র,—আর মানে কোন্ জনে ? ৮৮
এই তোমার রাজবেশ, হৃদয়-মাঝে প্রবেশ,
হয় না কারু, লয় না স্মরণাদি।
ইন্দ্র আদি দিক্‌পাল, এ রূপ ভজে না গোপাল !
বিধি এ রূপ করেছেন অবিধি ॥ ৮৯
সুর কি নর কিন্নর, বসু আদি বৈশ্বানর,
এ রূপে বিরূপ ত্রিভুবন।
শশধর কি বিষধর, * লয়কর্ত্তা গঙ্গাধর,
লয় না কেহ এরূপে স্মরণ ॥ ৯০
পৃথিবীতে যত দেবালয়,
এ ভাব তোমার কে বা লয় ?
ব্রজের ভাবটী প্রকাশ করে জানি।
যশোদা সাজাতো অঙ্গ,
সেই সাধকের সাধনের অঙ্গ,
অনঙ্গ-মোহন অঙ্গখানি ॥ ৯১
সেই যে ত্রিভঙ্গ-ভাব, সেই ভাবে সবারি ভাব,
ভেবে,—ভব রয়েছেন ভুলে।
ব্রহ্মাদি যাহার প্রজা, সে জন কেমন রাজা,
সেই রাজা তুমি ছিলে হে গোকুলে ॥ ৯২
অম্বরে দুকূলাই অঙ্গ, হয়ে তোমার সর্ব্বস্বান্ত,
ভ্রান্ত কান্ত ! জ্ঞান ত তোমার নাই।
শুনে কথা কৃষ্ণ কন, এ কথা নহে চিক্কণ,
এ কি অপরূপ শুনতে পাই ॥ ৯৩
ব্রজে যারে করেছো দৃষ্ট,
আমি মথুরায় সেই কৃষ্ণ,
উৎকৃষ্ট না হইলাম কিসে ?
বৃন্দে কন, ওহে কৃষ্ণ !
ব্রজে ছিলে জগতের ইষ্ট,
মান-ভ্রষ্ট হ'লে স্থানদোষে ॥ ৯৪
(যেমন) ভগীরথ-খাতে থাকলে বারি,
সেই বারি পাপ-নিবারী,
গঙ্গা ব'লে পূজে সুরাসুরে।
কূপ-মধ্যে সেই জল, প্রবেশিলে কি থাকে বল্ ?
অসীম মহিমে যায় দূরে ॥ ৯৫
(যদি) কুস্থানে তুলসী-বৃক্ষ,
থাকে হে পুণ্ডরীকাক্ষ !
সে তুলসী কে তোলে ভূতলে ?
শূদ্রের বাড়ী দেবরাজ,
থাকেন যখন হে ব্রজরাজ !
দ্বিজ প্রণাম করে না সে কালে ॥ ৯৬

---

* পক্ষিনাথনাথ—গরুড়পতি—শ্রীকৃষ্ণ।
† অভ্রমা—সম্ভ্রমহীন।
* বিষধর—অনন্ত।

যবনালয়ে থাক্‌লে ঘৃত,
ল'য়ে কে করে যজ্ঞব্রত ?
গব্য কেবল গোপগৃহে গ্রাহ্য।
(যদি) কুল-কন্যা যুবতীকে,
নিশিতে কেউ শ্মশানে দেখে,
সে নারী পতির হয় ত্যাজ্য ॥ ৯৭

* * *

(তোমার এই রাজবেশে জগতের দ্বেষ।)—
যার, চোরের সঙ্গে কুটুম্বিতে,
সদা যায় চোরের বাড়ীতে,
সাধু হ'য়ে সে পড়েন বন্দিশালে।
সেই কৃষ্ণ বট তুমি, ত্যজে রাধার কুঞ্জভূমি,
স্থানদোষে নাথ ! অপবিত্র হ'লে ॥ ৯৮
বিশেষ, তোমার এই রাজবেশ,
এ বেশে জগতের দ্বেষ,
কোন্ দেশে কে উপদেশ লয়।
রাজ-আভরণ রাজছত্র,
রাজবসনে ঢাকা গাত্র,
দেখে হয় না প্রেমের উদয় ॥ ৯৯
এ রূপে মজে না মন, ওহে মন্মথমোহন !
মন হ'লো মোর শতমণ ভারী।
বিকিয়েছিলাম বিনা মূলে, কি রূপ কদম্ব-মূলে,
দেখিয়েছিলে, ওহে বংশীধারি ! ১০০

* * *

আলিয়া—কাওয়ালী।

প্রেমের উদয় করে না—বিনা ব্রজের রূপ।
ব্রজনাথ ! কই স্বরূপ ॥
সেই যে নবীন জলধর, দ্বিভুজ মুরলী-ধর,
গঙ্গাধর-ভাব্য যে রূপ অপরূপ !
অলকা তিলকযুক্ত কায় হে,
যে রূপ চিন্তিলে নাথ ! শমন লুকায় হে !
জীবের গমন স্বর্গ—সকায় হে !
ভক্তের হাটে যে রূপ বিকায় হে !
রাজসিংহাসনোপরি, আছ রাজভূষণ পরি,
এ নয় সুদৃশ্য, ওহে বিশ্বরূপ ! ॥ (ট)

* * *

নিদান-কালে শ্রীরাধিকার দান।

বৃন্দে কন,—পদ্মনেত্র !
আনি নাই আমি খৎপত্র,
ছল মাত্র জেন সমুদায়।
ব'ল্‌লাম কত রসাভাষে,
পাশ-কথা* তোমার পাশে,
এখন, সার তত্ত্ব জানাই কানাই ! ॥ ১০১
রাধার প্রতিজ্ঞা বলবৎ ত,
দেহ করিবেন পরিবর্ত্ত,
ব'সে আছেন চিতা সজ্জা করি।
শুনে তাঁর বন্ধু বান্ধব,ব্রজে সব গেছে মাধব !
তোমায় আন্‌তে পাঠালেন কিশোরী ॥ ১০২
কথাটা নাথ ! কর গ্রহ, ধনাদি রাধার সংগ্রহ,
যে কিছু আছে হে ভগবান্ !
যে ধনের যেই পাত্র, লিখে ইচ্ছা দান-পত্র,
নিদান-কালে দিতেছেন দান ॥ ১০৩
বিদ্যা নিলেন সরস্বতী, বুদ্ধি নিলেন বৃহস্পতি,
ধরাকে দিয়েছেন ধৈর্য্যশক্তি।
(কেবল) নিজ সঙ্গে মান যাবে,
জ্ঞান দিয়েছেন শুকদেবে,
নারদকে দিয়েছেন কৃষ্ণভক্তি ॥ ১০৪
নয়নে এসেছি দেখে, নয়নের ভঙ্গী রাধিকে,
হরিণীকে দিয়েছেন হে হরি !
গমনের গৌরবের অংশ,
কিছু পেয়েছেন রাজহংস,
কিছু দিয়াছেন করীকে কৃপা করি ॥ ১০৫
কণ্ঠের মধুর ধ্বনি, কোকিলকে দিয়াছেন ধনী,
শতদলকে দিয়েছেন সৌরভ।
চন্দ্রকে অঙ্গের জ্যোতি, দিয়েছেন গুণবতী,
গণপতিকে দিয়েছেন গৌরব ॥ ১০৬
কটিদেশের কোটি ব্যাখ্যে,
সিংহকে দিয়েছেন ভিক্ষে,
প্রতাপ দিয়েছেন দিবাকরে।
যে ধন অতি প্রশংসার, শুন ওহে সারাৎসার !
সার ধন রেখেছেন তোমার তরে ॥ ১০৭

* * *

---

* পাশ-কথা—বাজে কথা।

ভৈঁরো—একতালা।

চল চল চঞ্চল পদে নাথ! চল হে বৃন্দারণ্যে।
বিতরণ করে প্যারী নিধনকালে সব ধন অন্যে
ওহে কৃষ্ণধন! কেবল জীবন রেখেছেন
তোমার জন্যে॥
চল চল ওহে জীবন রাধার!
একবার সে যমুনা-জীবন-পার,
জীবনের জীবন-কান্তে জীবনান্তে, ডেকেছে
রাজার কন্যে॥
বলেন প্যারী, এখন কৃষ্ণশোকানলে,
বেঁচে আছেন কৃষ্ণ-নামৌষধ বলে,
দেখা দাও একবার অন্তিমকালে,
নাথ! কে আছে আর তোমা ভিন্নে;—
বিলম্ব করো না ওহে রসময়!
কিশোরীর এখন বড় অসময়,
এ সংসার সব বিষময়, ওহে বিশ্বময়!—
মনের কথা তোমা বিনে কে জানে অন্যে? (১)

* * *

শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনে যাইবার জন্য অনুরোধ।

চল চল কালবরণ! কাল-বিলম্ব কি কারণ,
অনিত্য কথায় ক'রে রঙ্গ?
ওহে পঙ্কজ-আঁখি বঙ্ক. তোমারি লভ্যের অঙ্ক,
জলে জল বাধিল জলদাঙ্গ! ১০৮
(যখন) ধন-ভাগ্য পায় পুরুষে, পায় পায় ধন
পায় সে ব'সে,
কোথাকার ধন কোথা এসে পড়ে!
কপালের বশ হয়ে বিধি, বিধিমত করিয়া নিধি,
এনে দেন আপনি মাথায় ক'রে॥ ১০৯
ধন হয় না অন্বেষণে, ধন হয় না অধ্যয়নে,
ধন ধন করিলে কি ধন ঘটে?
পণ্ডিতের উপবাস, মুর্খের অট্টালিকায় বাস,
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ধন বটে॥ ১১০
তুমি হে গোকুলেশ্বর! ব্রজে দ্বাদশ বৎসর,
রাহুর দশায় কত ভোগ ভুগ্লে!
এখন হে কুব্জাপতি! একাদশ বৃহস্পতি,
এ দশা কেবল দশার কালে॥ ১১১
(নৈলে) তুমি যারে ক'রেছো নিধন,
সে চায় তোমায় দিতে ধন,
একি ধন-ভাগ্য? গুণমণি!
চল একবার বৃন্দাবন, এখনি এসো,—কতক্ষণ?
রাণীকে সুধাও, কি বলেন বা উনি॥ ১১২
কি হয় উঁহার মতি, হয় কি না হয় অনুমতি,
কি জানি নাথ! তোমারি বা কি মতি?
না দেখে যদি কুব্জায়, তিল মধ্যে প্রাণ যায়,
ও সঙ্গে যায়, তাতেই বা কি ক্ষতি? ১১৩
(আর) কুব্জায় ল'য়ে ব্রজে বাস,
কর যদি হে পীতবাস!
তবে যে উভয় পক্ষে রক্ষে হয়।
যদি বিবেচনা হয় বিহিত,
রাধার জীবন-ত্যাগ রহিত,
আমি গিয়ে করি হে দয়াময়! ১১৪
হবে না হয় দুজনা নারী, রাখ্বে মন দু-জনারি,
বাধা তায় দিবে না রাধা সতী।
দেখে পুরুষের পরম দোষ,
মনে কিঞ্চিৎ অসন্তোষ,
সতী, ত্যাগ করে না নিজ পতি॥ ১১৫
যদি বল হে গুণমণি! অবলা অভিমানিনী,
কুব্জা আমার নূতন প্রেয়সী।
কার সনে হবে ঐক্যতা,
সবাই করিবে বিপক্ষতা,
তোমরা তো রাধার কেনা দাসী॥ ১১৬
কার সঙ্গে হবে ভাব, ওর সেথানে লোকাভাব,
কাঁদাবে সবে দুঃখিনী কার।
নব্য বয়সের রসিকে, প্রাণ-তুল্য প্রেয়সীকে,
নিরানন্দে ভাসাইতে নারি॥ ১১৭
তা ভেবো না গুণধাম!
তোমারি ত সে ব্রজধাম,
তারাই তারা,—তুমি তথাকার চন্দ্র।
(তুমি) দিবে চাঁদ যার করে,
তায় কে নিরানন্দ করে?
বাম যারে শ্যাম! সেই তো নিরানন্দ॥ ১১৮

* * *

পরজ—একতালা।

কুব্জা প্রাণের প্রেয়সী, কাঁদ্‌বে কেন কালশশি।
তার কি নিরানন্দ থাকে?
গোবিন্দ যার হৃদয়-বাসী।
মিলিয়ে দিব বৃন্দাবনে,
যত এক-বয়সী নারীর সনে,
জটিলে মা সই হবে ওর,
বড়াই হবে দেখনহাসি॥ (ড)

* * *

কাব্য* শুনি কমলাক্ষ, বৃন্দেরে কহেন বাক্য,
নারি, সই! দু-নারী স্বীকার করতে।
চরণ দিলে দুই তরিতে,
কেমন বিপদ হয় হরিতে,
তরঙ্গে তাহারে হয় মরতে॥ ১১৯
দুই গুরু—সমূহ দোষ, উভয়ে সদা অসন্তোষ,
দুই ব্যবস্থায় ক্রিয়া হয় মন্দ।
দুই রাজার হইলে গ্রাম, প্রজার কষ্ট অবিশ্রাম,
দু-দলী গ্রামেতে সবাই দ্বন্দ্ব॥ ১২০
অশেষ যন্ত্রণা ভোগে, দুই সন্তান একযোগে,
জন্মে যদি পোরাতির উদরে।
দুই নামেতে নাই মুক্তি,
এক মুখেতে দুই উক্তি—
করলে,—তারে রাজা দণ্ড করে॥ ১২১
দুই ধর্ম্ম আচারে, গতি পায় না কোন জনে,
দুকূল হারায় দুপথগামী।
দুই বৈদ্য গেলে ঘরে,যুক্তি করতে রোগী মরে,
দুই নারীতে মত করিনে আমি॥ ১২২
বৃন্দে বলে প্রাণাধিক!
ধিক্ তোমারে ধিক্ ধিক্,
স্ত্রীরত্ন-তুলনা রত্ন আছে কি দয়াময়?
(তোমার) দুই নারীতে নাই প্রবৃত্তি,
রসিক হ'লে খেদ নিবৃত্তি,
শত স্ত্রী হ'লেও নাহি হয়॥ ১২৩
দশ হাজার রমণী-সঙ্গে, দশানন বঞ্চিল রঙ্গে,
কুন্তী মাদ্রী,—পাণ্ডুর দুই নারী।
অদিতি কদ্রু বনিতা, সঙ্গে ত্রয়োদশ বনিতা,
কশ্যপ আছেন বংশীধারি!॥ ১২৪
অগ্নি আছেন শীতল সদা,
দুই ভার্য্যা স্বাহা স্বধা,—
সঙ্গে—রস-রঙ্গে অবিশ্রাম।
লইয়া সাতাশ ভার্য্যে, চন্দ্র আছেন সৌভার্য্যে,
এক এক ভার্য্যার গুণ শুন হে শ্যাম!১২৫
ভরণী ঘরণী ঘরে, কত কষ্ট দেন নরে,
জগৎ জ্বালায় যার জ্বলে।
আর তার আর্দ্রা ধনী, প্রাণিগণের মহাপ্রাণী,
টানাটানি করেন জ্বরের কালে॥ ১২৬
যে জন চলে মঘায়, সাপে কিম্বা বাঘে খায়,
মঘায় ভোগায় নানাভোগে।
দুর্গা ব'লে দিলে সাড়া, মানে না উত্তরাষাঢ়া,
উত্তরভাদ্র—যাত্রায় কি রোগে॥ ১২৭
বিশাখা মাগী বিষে ভরা, বিষাদ ঘটায় ত্বরা,
বিড়ম্বনা করে বিবিধ কার্য্যে।
এরা চাঁদেতে লাগায় গ্রহণ,
চাঁদকে করায় চান্দ্রায়ণ,
তবু চাঁদের কত মন,
লইয়ে পাপিনী ন'টা ভার্য্যে॥ ১২৮
দুই ভার্য্যে শিবের শ্যাম!
তরঙ্গিণী একজনার নাম,
এক জনার নাম করালবদনী কালী।
তোমার এই যে দুই নারী,
যেমন কুব্জা তেমনি প্যারী,
(এরা) মাটির মেয়ে, খাঁটী সোণাতে তৌরি॥

* * *

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কে রমণী মহাকালের ঘরে!
অসিখণ্ড বামার বাম করে॥
পরবাসে, স্ববাসে, কি কানন-বাসে,
লাজ নাহি বাসে, বামা তেয়াগিয়ে বাসে,—
কৃত্তিবাসের হৃদে বাস করে॥
শিরে তরঙ্গিণীর কত তরঙ্গ,
তাই শিবের রসরঙ্গ,
সপত্নী সহিত দ্বন্দ্ব, নিরখিয়ে সদানন্দ,
ভাসিছেন সদানন্দ-সাগরে॥ (ঢ)

* * *

* কাব্য—রসালাপ।

যুগল-মিলন।

কৃষ্ণ কহিছেন শেষ, সখি! সে শুন বিশেষ,
মধুর বৃন্দাবন ত্যাজ্য করি।
এক পদ নাহি গমন, করিতে কংস-দমন,
অংশরূপে এলাম কংসপুরী ॥ ১৩০
আমি গোলোক পরিহরি,গোকুলে এসে বিহরি,
গোকুল আমার গোলোকের স্বরূপ।
কমলিনী কমলাক্ষী, তিনি গোলোকের লক্ষ্মী,
এক অঙ্গ,—বিচ্ছেদ কিরূপ? ১৩১
তোমরা সঙ্গিনী রাধার,
সেই গোলোকের পরিবার,
সেই বিরজা এখন যমুনা।
স্বপনে বিচ্ছেদ দেখি, মথুরায় এসেছ সখি!
বিধির বিপাকে বিড়ম্বনা ॥ ১৩২
নাই ব্রজে প্রমাদ,—বৃন্দে!
দেখগো সবে প্রেমানন্দে;
শুনে বৃন্দে শ্রীমুখের উক্তি।
ভেবেছিল নিরাকার, দেহ ছিল শবাকার,
অমনি জন্মিল দেহে শক্তি ॥ ১৩৩
শোক সন্তাপ পাসরে, প্রণমি যজ্ঞেশ্বরে,
সত্বরে উত্তরে বৃন্দাবনে।
দেখে গোকুলে সেই উৎসব,
রাখাল-সঙ্গে সেই কেশব,
সেই গোধন লইয়ে গোবর্দ্ধনে ॥ ১৩৪
সেই কুসুমের সৌরভ, সেই গোপিকার গৌরব,
সেই মধুর রব করতেছে কোকিলে।
পূর্ব্ব জন্মের বিবরণ, লোকে যেমন বিস্মরণ,
তেমনি বৃন্দে গেল বিচ্ছেদ ভুলে ॥ ১৩৫
রাই কোথা ব'লে সুধায়, দেখিতে রাধায় ধায়,
উপনীতা মদন-কুঞ্জবনে।
দানবারি দুঃখ-নিবারি,দেখে বৃন্দের বহে বারি,
অনিবারি যুগল নয়নে ॥ ১৩৬

* * *

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কি শোভা কমলিনী শ্যাম সনে!
যেন সৌদামিনী জড়িত ঘনে।
দেখে রজনী বাসরে, ভৃঙ্গ ডাকে ব্রজেশ্বরে,
পদ ঘনাইয়ে গুণ গুণ স্বরে,
হেরে যুগলরূপ কিশোরী-কিশোরে,
কোকিল পঞ্চমস্বরে ডাকে সঘনে ॥ (৭)

মাথুর—(২) সমাপ্ত।

মাথুর।

(৩)

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে শ্রীরাধিকার খেদ।

কৃষ্ণ, গোকুলবাসীরে ফেলে, বিরহ-সমুদ্রজলে,
আরোহণ-করি রথোপরে।
বলভদ্রে সঙ্গে ল'য়ে, যমুনা উত্তীর্ণ হয়ে,
অবতীর্ণ হইলা মধুপুরে ॥ ১
হরি, দুরাত্মা কংস বধিয়ে,উগ্রসেনে প্রবোধিয়ে,
রাজ্য দিয়ে দ্বারকাতে যান।
হেথায়, ব্যাকুল গোকুলবাসী,
দিনে কৃষ্ণপক্ষ নিশি,
বিনে কৃষ্ণ ওষ্ঠাগত প্রাণ ॥ ২
সব শূন্য জ্ঞানোদয়, দ্বাদশ অরুণোদয়,—
হেন তাপে বৃন্দাবন জলে।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ব'লে খেদে, অষ্টসখী-মধ্যে রাধে,
অষ্টাঙ্গ লুণ্ঠিত ভূমিতলে ॥ ৩

* * *

খাম্বাজ—যৎ।

কে সজনি! কৃষ্ণ-নাম শুনালি আমার শ্রবণে?
আবার কি জন্যে ঔষধি পাপ-জীবনে?
পাব না পাব না হরি, বৃথা সে ভাবনা করি,
প্রাণান্ত হইলে এখন বাঁচি গো প্রাণে।
মরণে ছিল বাসনা, তাহাতো এখন হ'ল না,
মরণ-হরণ কৃষ্ণ-নামের গুণে ॥ (ক)

* * *

দেখি,—চিতে-সজ্জা কম সই!
কিবা জলশায়ী হই,
কত সই বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা?
বনদগ্ধা মৃগী প্রায়, মন-দগ্ধা দগ্ধ কায়,
বলি কা'য় করি কি মন্ত্রণা? ৪
কি সুখে বাঁচিব ধনি! রাধা কৃষ্ণ-ধনে ধনী,—
এই ধ্বনি ছিল বৃন্দাবনে।
(আমায়) কে দিল অভিসম্পাৎ?
ঘুচিল সুখ-সম্পদ,
পদচ্যুত,—অচ্যুত বিহনে॥ ৫
আমার প্রাণের কি প্রয়োজন?
সে প্রিয় ভাব যখন,
ঘুচাইল সে প্রিয় মাধব?
করিতে বিরহ-শান্তি, ভেবে জলধর-কান্তি,
জলদগ্নি মধ্যে প্রবেশিব॥ ৬

* * *

খট-ভৈরবী—একতালা।

সই! কে যাবে মধুভুবনে?
মৃতদেহে আর, জীবন রাধার,—
কে দিবে এনে, সই! মধুসূদনে।
প্রাণ দহে কৃষ্ণ-বিরহ-তপন,
কে মোর আপন, করে প্রাণপণ,
ক'রে নিরূপণ দুঃখের আলাপন,
কে জানাবে গিয়ে হরির চরণে॥
ঘুচাইল বিধি সুখের বিহার,
হ'রে নিল নীলরতনের হার,
শমন সমান বিরহ-প্রহার,
বল কত আর সহে পরাণে॥
জেনে এস, সখি! রাখিতে গোকুল,
কত দিনে হরি হবেন অনুকূল,—
দাশরথি দীনে কবে দিবে কূল,
গোকুলচন্দ্র ভব-তুফানে॥ (খ)

* * *

বৃন্দার উক্তি।

পরজ—আড়া

কেন, প্রেমময়ি রাই! ত্যজে রত্নাসন!
ত্রিভুবন তোর আসন ধরাসন।
তোমার দুখে ওগো রাধে!
আমরা ত আছি নিরশন।
কেঁদ না রাই! এনে দিব সে পীতবসন॥ (গ)

* * *

শ্রীরাধিকাকে বৃন্দার সান্ত্বনা প্রদান।

ওগো, এ কেমন ধারা, নয়নেতে ধারা,
ধরাসনে কেন রাধিকে?
কেন, হও দুর্ভরসা, একি ঘোর দুর্দ্দশা,
দু-দিন দুর্দ্দিন দেখে? ৭
দিয়ে, নয়ন-প্রহরী, রেখেছিলে হরি,
সে হরি হরিল চোরে!
আমি, যমুনা তীরব, সে চোরে ধরিব,
সে ধন এনে দিব তোরে॥ ৮
হবে, সুদিন প্রভাত, পাবে দিননাথ,
এ দিন কি কখন রয়?
রাধে! অতি দীনহীন, পায় শুভদিন,
চিরদিন সমান নয়॥ ৯
তোমার, গোবিন্দ আসিবে, বিবন্ধ নাশিবে,
ভাসিবে মনের সুখে।
আর ঢেল না অঙ্গ, দেখে তরঙ্গ,
রঙ্গময়ি রাধিকে। ১০
আমি, করি তোরে মানা, রাধে! আর ভেবনা,
ভাবিলে ভাবনায় ঘেরে।
যে জন, ভাবনাতে ভোর, ভাবনার সাগর,
ভাবনাতে ভাসায় তারে॥ ১১
তোমার, ভেবে নিশিদিন, তনু হ'ল ক্ষীণ,
প্রাণ হারাইবে পাছে।
এমন, অনেকের হয়, তোমা ব'লে নয়,
জন্মিলে যাতনা আছে॥ ১২
কভু, সুখ শরীরে, কভু দুঃখ-নীরে,
নিরাপদে যায় না জন্ম।
ঘটে সকলের আপদ, আপদ সম্পদ,
সংসার-ধর্ম্মের কর্ম্ম॥ ১৩
তখন, ধরিয়ে পদারবিন্দে, বিনয়ে কহিছে বৃন্দে,
শ্রীগোবিন্দে এনে দিব ব্রজে।
শুন রাধে! সারোদ্ধার, করিব বিপদোদ্ধার,
বিপদনাশিনী-পদ পূজে॥ ১৪

বিনা দৈব আরাধন, [illegible] কার্য্য-সাধন,
অকালে বোধন করি রাম !
দেবী পূজে হরষিতে, উদ্ধার করিল সীতে,
রাবণে অসিতে হ'ল বাম ॥ ১৫
পূজিব কালীর কায়, কৃপাময়ীর কৃপায়,
অনুপায় দূরে যায় জানি।
কাতরে চাহিলে তারা, ত্রিভঙ্গ আসিবে ত্বরা,
কাতরা হয়ো না কমলিনি ! ॥ ১৬
কালী হ'লে অনুকূল, অকূলে পাইবে কূল,
প্রতিকূল রবে না শ্রীহরি।
ঘুচাবে মনের কালি, কৈলাস-বাসিনী কালী,
ঐ মানস কর গো কিশোরি ! ॥ ১৭

* * *

শ্রীরাধিকা ও বৃন্দার শ্যামা-পূজা।

তখন, করিবারে ব্রজে গতি,
করে বৃন্দে সুসঙ্গতি,
দ্রুতগতি যায় ব্রজাঙ্গনা !
পূজা ক'রে শুভঙ্করী, ঘট-মধ্যে ঘটা করি,
ঘটে যায় অঘটন ঘটনা ॥ ১৮
বিধিমতে আনে দ্রব্য, পঞ্চামৃত পঞ্চগব্য,
পঞ্চশাখা পঞ্চম রতন।
পঞ্চদীপ আনে ত্বরা, পূজিতে পঞ্চস্বরা, *
পঞ্চদেব অগ্রে আবাহন ॥ ১৯
রক্ত কোকনদ জবা, কুসুম সুন্দর শোভা,
সিন্দূর চন্দন যত্নে দিল,
আনি জাহ্নবীর নীর, ভক্তিভাবে ভবানীর,
পদাম্বুজে অর্পণ করিল ॥ ২০
উপচার নাহি সংখ্য, বস্ত্র আভরণ শঙ্খ,
সঙ্কটনাশিনী-সন্নিকটে।
দিয়ে, চরণে কুসুমাঞ্জলি, ক'রে গোপী কৃতাঞ্জলি,
বলে উমে ! উদ্ধার উৎকটে ॥ ২১
ওগো মা ত্রিপুরেশ্বরি !
হে শিবে ! হে শুভঙ্করি !
অশুভনাশিনী বেদে বলে।
দেহি দুর্গে ! কৃষ্ণধন, হর বিচ্ছেদ-বেদন,
নিবেদন চরণ-কমলে ॥ ২২

আলিয়া—কাওয়ালী।

সঙ্কটহরা শিবে শ্যামা ! শ্যাম করে আসিবে !
গোকুল-অন্ধকার কবে নাশিবে ;—
গোপিকা সুখে ভাসিবে,
সে নীলমাধব কি প্রকাশিবে,
নিদয় গোবিন্দ রাধায় ভালবাসিবে ॥
তুমি কৃষ্ণপ্রদায়িনী, দিয়ে হর হররাণি !
দর্পাপহারিণী ব'লে লোকে ঘুষিবে।
গোপীর প্রতি রাগ সম্বর,
দেহি দুর্গে পীতাম্বর,
না দিলে নিতান্ত রাধা ডুবে মরিবে ॥* (ঘ)

* * *

তখন ব্রজময়ী রাধিকার, মর্ম্ম বুঝে সাধ্য কার,
দুটি চক্ষে শতধার বহে।
হয়ে অতি ম্রিয়মাণ, বলে, রাখ দুর্গে ! রাখ মান,
দহে প্রাণ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে ॥ ২৩
তব আশ্রিত গোপিনী, শুন গো বিশ্বব্যাপিনি !
বিশ্বন্তরে ! হর কেন তবে।
কর শত্রু-পরাভব, ঝটিতে প্রসন্না ভব,
অসম্ভব এত কি সম্ভবে ? ॥ ২৪
চরণে মিনতি করি, ক্ষম দোষ ক্ষেমঙ্করি !
অক্ষম-অধম-দুঃখহরা।
কৃপাকুরু হে ত্রিপুরে ! প্রাণকৃষ্ণ মধুপুরে,
দহে প্রাণ !—দেহি দুর্গে ! ত্বরা ॥ ২৫
(ত্রাহি মে, হে ভীমে ! হে উমে ! কৃষ্ণ দেহিমে)
ওমা কিঞ্চিৎকর কৃপা, কঙ্কালী কালস্বরূপা !
ত্বং কালী কপালমালিকে !
কৈবল্য-বিধায়িনি ! কৌমারি হে কল্যাণি !
কল্যাণ দেহি মে কালি কালিকে ॥ ২৬
মা চণ্ডমুণ্ডদমনি ! চন্দ্রচূড়-রমণি !
চণ্ডনায়িকে ! চণ্ডিকে !
ভ্রমরি ! ভ্রমর-হরা, অসিতে ! অসিধরা,
অমর-আপদ-খণ্ডিকে ! ॥ ২৭
হরি-হীন-দুর্গতি, হর গো হৈমবতি !
হের গো হেরম্ব-জননি !
অপর্ণা অন্নপূর্ণা ! হে দুর্গে ! হেমবর্ণা,
হের মে হরি-ভক্তিদায়িনি ॥ ২৮

---

* পঞ্চস্বরা—মুক্তাহরা।

* পাঠান্তর।—ডুবে মরিবে—নয়নজলে ভাসিবে।

ব্রহ্মাণী বিশ্বেশ্বরী, ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী,
বিষয়-বাসনা-বারিণী।
শঙ্কর-সীমন্তিনী, সর্ব্বাপদ-হন্তিনী,
সর্ব্বসিদ্ধিকারিণী ॥ ২৯
অপরা পরাৎপরা, শঙ্করী সারাৎসারা,
সংসারার্ণব-তারিণী।
হে গিরিশ-গৃহিণি! গঙ্গাধর-রমণি,
গোপীরে গোবিন্দদায়িনী ॥ ৩০
আশুতোষ-রমণী, আশু দুঃখ-ভঞ্জিনী,
অশুভ নাশিনী অম্বিকে!
বারাহি! বিরূপাক্ষী, বৈষ্ণবী বিশালাক্ষি,
বিমলা বিপদ-ভঞ্জিকে ॥ ৩১
ত্বং বিষ্ণু হর বিধি, সাগর সঙ্গম আদি,
স্থাবর জঙ্গমাদি জানি!
ত্বমর্থ ত্বং সমর্থ, হে দুর্গে! সর্ব্বতীর্থ,
ত্বং নিত্যা নিত্যানন্দ-রূপিণি ॥ ৩২
ত্বং দিবা ত্বং হি রাত্রি, সৃজন-লয়কর্ত্রী,
স্বর্গাদি রসাতল মর্ত্তী।
অজ্ঞান দাশরথি, করে মা! আরতি,
ত্বং পদে রতি মতি দেহি ॥ ৩৩

* * *

বৃন্দার মথুরা-যাত্রা।

তখন যোড়করে, স্তব করে গোকুল-কামিনী।
স্তবে তুষ্টা, কৃপা-দৃষ্টা, হইলা ভাবিনী ॥ ৩৪
দিলা বর, পীতাম্বর, আসিবে গোকুলে।
শুন বার্ত্তা, কর যাত্রা, সে মধুমণ্ডলে ॥ ৩৫
শুভদাত্রী, শিবকর্ত্রী, কন দৈববাণী।
বৃন্দে বলে, দৈব-বলে, দুঃখ হরে জানি ॥ ৩৬
দৈববাণী হৈতে পাব দৈবকীনন্দনে।
গেল শাস্তি, দুঃখ নাস্তি, হ'ল এত দিনে ॥ ৩৭
বৃন্দা দূতী, করে স্তুতি, বুঝায়ে রাধারে।
সকাতরা, হয়ে ত্বরা, উদয় মধুপুরে ॥ ৩৮
দুঃখানলে, শুষ্ক তনু, হেলে পড়ে বায়!
মুক্তকেশী, ছিন্নবেশী, অতি জীর্ণ কায় ॥ ৩৯
পীতাম্বর-শোকেতে অম্বর অসম্বরা!
প্রেমবিরহে, চক্ষে বহে তারাকারা ধারা ॥ ৪০
যেন মণিহারা ফণী, উন্মাদিনী ধনী।
চিন্তা করে,—কিরূপে পাইব চিন্তামণি ॥ ৪১
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে, কৃষ্ণ! কোথায় রহিলে।
কোথা হে! গোপীর প্রাণ দহিলে দহিলে ॥ ৪২
বৃক্ষমূলে শোকাকুলে চক্ষে বহে বারি।
আনতে বারি আইল যত মথুরা-নাগরী ॥ ৪৩
নারীগণে দেখি বৃন্দা কান্দিয়া বিকল।
বলে, কে তোরা গো দুঃখিনীর উপায়
কিছু বল ॥ ৪৪

* * *

সুরট—যৎ।

ওগো! তোমরা কেউ দেখেছ নয়নে,—
সেই রাধার নয়নাঞ্জন নবজলদ-বরণে।
তা'র পরিধান পীতবসন, করে বংশী নিদর্শন,
আসি ব'লে অদর্শন, হ'ল বৃন্দাবনে ॥
শুন গো সজনি! শুন,
না পেলে তার অন্বেষণ,
জীবন ত্যজিবে রাধে, যমুনার জীবনে;—
তার কমল যুগল কর, কমলিনীমধুকর,
নিন্দে কোটি সুধাকর, চরণ-কিরণে,—
যে কৃষ্ণ পাণ্ডব-সারথি,
যে চরণে ভাগীরথী, বঞ্চিত হয় দাশরথি,
সে হরির চরণে ॥ (৪)

* * *

মথুরার রাজ-সভায় বৃন্দা।

রমণীর দুঃখে কান্দে রমণী সকলে।
সন্নিধান সন্ধান জানায় সে সকলে ॥ ৪৬
বৃন্দা-আগমন মনে জানিয়ে মাধবে।
নিকটে আনিতে আজ্ঞা দিলেন উদ্ধবে ॥ ৪৭
উদ্ধব বৃন্দের অতি সম্মান করিল।
সভা করি দ্রুত গিয়ে সভায় আনিল ॥ ৪৮
হৃষীকেশ-রাজবেশ দেখে ব্রজাঙ্গনা।
নির্ভয়ে নির্দ্দয় বলি করিছে ভর্ৎসনা ॥ ৪৯

* * *

খট্-ভৈরবী—একতালা।

হরি! প্যারি প'ড়ে ধরাসনে।
ওহে ব্রজরাজ! কি সুখে বিরাজ—
কর তুমি রাজ-সিংহাসনে ॥

সুবর্ণ-বরণী রাজকুমারীর,
কৃষ্ণ ভেবে কৃষ্ণবরণ শরীর,
কব কি যাতনা তব কিশোরীর,
আছ কি শরীর বেঁধে পাষাণে॥
নব নব নারী করিছ সোহাগ,
রাগে মরি তব দেখে নব রাগ,
কিসের রঙ্গরাগ, কিসের অনুরাগ,
সকলি বি-রাগ, কিশোরী বিনে॥ (চ)

* * *

পরজ—একতালা।

কেমন ধর্ম্ম তোমার, শ্যাম! ভাবি নিশি দিন।
দিননাথ! যারে দাও শুভদিন,
তারে দীনের অধীন ক'রে
আবার কাঁদাও চিরদিন॥ (ছ)

* * *

শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীরাধিকার অবস্থা বর্ণনা।

আমি গোকুলবাসিনী, পরদুঃখে দুখিনী,
বৃন্দে গোপরমণী!
পাছে না পার চিনতে, মনে কত মোর চিন্তে,
হয় হে চিন্তামণি॥ ৫০
ওহে, গোপের গোবিন্দ! গোকুলের চন্দ্র!
উদয় মধুপুরে আসি।
নাই, সাধন ভজন, উন্মাদ-লক্ষণ,
ব্রজনাথ বিনে ব্রজবাসী॥ ৫১
তোমায়, করি মিনতি, কমলিনীর প্রতি,
কঠিনতা ভাব ছাড়।
রাধার ওষ্ঠাগত প্রাণ, করিতেছে আনচান,
কাতরা হয়েছে বড়॥ ৫২
সে সুবর্ণ-বরণী, বিবর্ণ-ধারিণী,
অধৈর্য্যা ধরণী পরে।
কাঁদে, সোণার ভ্রমরী, গুমরি গুমরি,
গুণ গুণ গুন স্বরে॥ ৫৩
আছ, কুব্জার রঙ্গে, রস-প্রসঙ্গে,
বলতে শুনতে লাজ।
এত, নিন্দের অঙ্ক, এমন কলঙ্ক,
রেখ না বঙ্করাজ!॥ ৫৪
তোমার, লাবণ্য হেরি, কাঁদে নীলগিরি,
নবঘন লুকা'ল লাজে।
ওহে! বিনে রাই-রূপে, এ রূপে* কিরূপে,
কুরূপা কুব্জা সাজে? ৫৫
তোমার, লাবণ্য ভাবিয়া, অঙ্গনে বসিয়া,
কাঁদিতেছে অঙ্গদেবী।
উঠে, অশক্ত চলিতে, কেঁদে বলে ললিতে,
কে তোরা মথুরা যাবি? ৫৬
সব ছিন্ন ভিন্ন, হ'ল তোমা ভিন্ন,
গোকুলের চিহ্ন নাই।
যত, বৃক্ষের শাখা, শুকাইল সখা,
বিশাখা বলে বিষ খাই॥ ৫৭
আর, কুঞ্জেতে গুঞ্জে না, ভ্রমরা ভ্রমরী,
মরি মরি মনোদুঃখে।
সদা, তুবাহু পসারি, কাঁদে শুক সারী,
যতেক লোকেতে দেখে॥ ৫৮
কেঁদে, সারী বলে,—শুক! মনে নাহি সুখ,
কি সুখেতে নৃত্য করি।
কেহ, গেল না আনতে, মধুর বসন্তে,
মধুসূদনে মধুপুরী! ৫৯

* * *

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজধামে আগমন ও যুগল মিলন।

বৃন্দেরে প্রবোধিয়া কহেন শ্রীহরি।
বিবন্ধে পড়িয়া, বৃন্দে! আছি মধুপুরী॥ ৬০
অভিশাপ জন্যে দুঃখ পায় জগজ্জন।
মুনিপুত্র-শাপে হয় পরীক্ষিতের নিধন॥ ৬১
মুনির শাপে জয় বিজয়, রাক্ষসকুলে জন্ম হয়,
কুম্ভকর্ণ আর দশানন।
পূর্ব্বাপর দৃষ্ট হয়, শাপ কভু মিথ্যা নয়,
সত্য সত্য বেদের বচন॥ ৬২
দূতী কহে,—রসময়! ও কথা হে এ সময়,
ভাল নাহি লাগে তোমার মুখে।

* এ রূপে—শ্রীকৃষ্ণের রূপে।

ব্রজে চল একটীবার, বিলম্ব ক'রো না আর,
দেখবে রাধা আছেন কি দুঃখে ॥৬৩
দূতী-বাক্যে দুঃখিত হইয়া দয়াময়।
নিদয় শরীরে হ'ল প্রেমের উদয় ॥ ৬৪
ভাবিয়া ব্রজের ভাব অন্তর অধৈর্য্য।
ত্যক্ত জন্য সিংহাসন করিলেন ত্যাজ্য ॥ ৬৫
ব্রজের বেশ হৃষীকেশ ধরিয়া সানন্দ।
গোকুলে উদয় হরি গোকুলের চন্দ্র ॥ ৬৬
নিকুঞ্জেতে যুগল-মিলন হৈল আসি।
মৃতদেহে জীবন পাইল ব্রজবাসী ॥ ৬৭
নন্দালয়ে নিরানন্দ হইল বিমুখ।
দুবাহু পসারি সুখে নাচে সারী শুক ॥ ৬৮
রাখাল পাইল প্রাণ, হেরি গোবিন্দেরে!
বিচ্ছেদের বিচ্ছেদ হ'লো গোপীর মন্দিরে ॥৬৯
কোকিল ললিত গায়, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি।
শুক তরু মুঞ্জরে, গুঞ্জরে কুঞ্জে অলি ॥ ৭০

* * *

সুরট—যৎ।

বিরাজে ব্রজে রাধাশ্যামে।
রাধে কোটিচন্দ্র সাজে, কালো জলদের বামে ॥
কিবা, ত্রিভুবন-মনোহর, রূপ রাধা-বংশীধর,
নিরখিতে গঙ্গাধর, এলেন ব্রজধামে,—
পুরাইতে মনসাধ, ভাবে ব্রহ্মা গদ-গদ,
পূজিল গোবিন্দ-পদ, চন্দন-কুসুমে ॥ (জ)

মাথুর—(৩) সমাপ্ত।

নন্দ-বিদায়।

কংসের কারাগারে বসুদেব ও দেবকী।

অক্রূর সহিত হরি, ব্রজপুর পরিহরি,
কংসরাজ্য মধুপুরী, মধ্যে উপনীত।
ধ্বংস করি কংসেরে, গিয়ে দেখেন কারাগারে,
বসুদেব-দেবকীরে পাষাণে পীড়িত ॥১
দেখেন কাঁদিছে বসু,
বলে, কোথা রে অমূল্য বসু!
কৃষ্ণ! তোমার ইষ্ট এই কি মনে!
হাঁরে, সমুদ্র থাকিতে করে,
গেল জীবন জীবনের তরে,
জীবনের জীবন, হাঁরে! তাও কি সয় জীবনে?
তুমি নন্দন থাকৃতে হরি, বন্ধনে প্রাণ পরিহরি,
তুই এসে এই মধুপুরী, আছ রে নিশ্চিন্ত!
শুনেছি কথা সম্পষ্ট, কংস তো হয়েছে নষ্ট,
তবে কেন রে প্রাণকৃষ্ণ! আমাদের প্রাণান্ত!
এই দেখ জননী তোর,
তোর শোকে সদা কাতর,
অন্তরে যাতনা নিরন্তর।
একে ত প্রস্তর-ক্লেশ, অঙ্গে শক্তি নাই বিশেষ,
পুত্র হয়ে অবশেষ, তুই হলি প্রস্তর! ৪
তখন, দেখিছেন দেবকীপুত্র,
দেবকী পাষাণ-গাত্র,
অস্থিচর্ম্ম অস্তি মাত্র, প্রাণ মাত্র বাকী।
দুনয়নে বহে নীর, শোকে গোবিন্দ-জননীর,
নিরন্তর নীরযুক্ত আঁখি ॥ ৫
কাঁদে কেবল কৃষ্ণ ব'লে,
দুঃখে বক্ষের পাষাণ গলে,
পাষাণহৃদয় ছেলে, কোথা রে গোবিন্দ!
তোর শোকে প্রাণ-অবসান,
তাতে বক্ষে এই পাষাণ,
সাধ্য কার খণ্ডেন বিধির নির্ব্বন্ধ ॥ ৬

* * *

সুরট-মল্লার—তেতালা।

শমন-সঙ্কটে তরি কেমনে।
ও মন-পাতকি!—ভাব কি মনে!
কিসে হবে রে বিশ্বাস,
এ বিশ্বাস বিনাশ,—জীবনে ॥
ভেবে দেখ মন! মনে, এবার ভবে আগমনে,
আমি বলতে বলছি রাধারমণে,—
তুই এসে ধরণীতলে, ছজন কুজনে ভুলে,
বিজনে সে জনে তো পূজিলিনে ॥
এখন কি করি কি দিবা কর!
ভয়ঙ্কর দিব'কর-সুত-বিহিত ভব-বন্ধনে;—
আশা-কুবৃত্তি হ'তে, যদি নিবৃত্তি হ'তে,
তবে প্রবৃত্তি হ'ত হরির চরণে ॥

জঠর-যন্ত্রণা পেয়ে, জঠর কঠোর দায়ে,
অযতনে হারালি সে রতনে ;—
ভেবে অহং কার, যদি অহঙ্কার-হত চিত,
হ'তে চিত ! তবে ভব-পারে ভাবি কেনে !(ক)

* * *

ঝিঁঝিট—একতালা।

দুঃখে গেল রে জীবন ! ওরে দুখিনীর জীবন।
পাষাণ-ভরে আমার হৃদয় কাতর,
কোথায় পাষাণ-হৃদয় নির্দয় বারিদবরণ !
কত কষ্ট পেয়ে অষ্টম উদরে,
গর্ভে ধারণ করেছিলাম আমি তোরে—বাপ !
একি তাপ !
(একবার) জীবনান্তকালে, মাকে দেখা দিলে,
দুঃখের বেলায় তবু জুড়াতো জীবন ॥
কংসভয়ে তোরে নন্দালয়ে রাখি,
সদানন্দ-হৃদয়-ধনে প্রাণে ফাঁকি,
হায় ! একি দায় !
কেবল জঠরে যন্ত্রণা, দিলি কেলেসোণা !
আমার ক্লেশ না হ'লো নিবারণ ॥ (খ)

* * *

শ্রীকৃষ্ণের নিকট জনৈক দ্বারীর কর্ম্ম-প্রার্থনা।

দ্বারে দাঁড়ায়ে দেখেন হরি,
হেন কালে এক বৃদ্ধ দ্বারী,
পদ্মনেত্রে প্রণতি করি, দিতেছে পরিচয়।
বলে, হে ভূলোক-ভর্ত্তা !
তুমি ত ত্রিলোকের কর্ত্তা,
জানে কি সামান্য লোকে মহিমার নিশ্চয় ॥ ৭
ওহে কৃষ্ণ কংসারি ! কৃতান্ত-ভয়ান্তকারি !
আমি কংসের নিযুক্ত দ্বারী, আছি হে বহুকাল
এখন তো বয়সের শেষ,
অঙ্গে শক্তি নাই বিশেষ,
সংসারটা তাতে বিশেষ, ঘটেছে জঞ্জাল ॥ ৮
শুনলাম, এখন তোমার রাজ্য,
তোমারি হাতে কর্ম্ম-কার্য্য,
তুমি ত সমস্ত দেশের কর্ত্তা সর্ব্বময়।
নিবেদন করিয়ে রাখি,
কর নির্ব্বেদন নীরজ-আঁখি !
কর্ম্মক্ষেত্রে ভাল কর্ম্ম, দিয়ে ব্রহ্মময় ॥ ৯
শুনে, হরি বলেন, ওহে দ্বারি !
এখন আমি ব্যস্ত ভারি,
অন্য কথা কইতে আমার অবকাশ নাই।
লোকটী তুমি ভাল হে দ্বারি !
তোমার ভাল করতে পারি,
আপাতক তো আমার হাতে কর্ম্ম-কার্য্য নাই ॥
তোমার, কর্ম্ম যেমন হয় না কেন,
আর নাই তোর ভাবনা কোন,
কিছুকাল কর কালযাপন, অন্য কারাগারে *।
দ্বারি ! লোকটা তুমি উপযুক্ত,
তোমার কর্ম্মের উপযুক্ত,
ফল তোরে দেবই দেব ক'রে ॥ ১১
ফলের কথা শুনিবামাত্রে,অনিবার বারি নেত্রে,
দ্বারী অমনি পদ্মনেত্র-যুগলে—
বলে, কর্ম্ম চেয়েছি ব্রহ্মময় !
ফল দিবার তো কথা নয়,
হাঁ হে, কর্ম্মফল তো ফলে ফললেই ফলে ॥ ১২
কৈ করুণা করুণাসিন্ধু ! কাতর জনের বন্ধু !
ফলে আমার কাতর অন্তরে।
কি বললে হে বৈকুণ্ঠনিধি !
শেষে করলে এই বিধি,
আবার বললে কেন যেতে অন্য কারাগারে ॥

* * *

খাম্বাজ—পোস্তা।

কারাগার হ'তে আবার,
বললে কারাগারে যেতে।
গেলে সেই কারাগারে,
কার-আগারে হবে যেতে।
জন্ম-কারাগারেতে, কর্ম্ম-কারাগারেতে,
ব্রহ্মকারাগার হ'তে পাঠাবে কারাগারেতে ॥(গ)

* * *

* অন্য কারাগারে—অন্ধকার অর্থাৎ অপর কাহারও আগারে বা অপর কোন জন্মে।

দেবকী কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব।

আবার দেখিছেন হরি, দেবকী শোক পরিহরি,
হরি প্রতি ভক্তি করি কয়।
বলে,—হে গোলোকের স্বামি!
ত্রিলোক রাখিতে তুমি,
ভূলোকেতে হইলে উদয়॥ ১৪
হাঁহে, ধরায় এত কে ভাগ্য ধরে,
তোমারে উদরে ধরে,
ব্রহ্মাণ্ড তব উদরে, ওহে ব্রহ্মময়!।
তবে কেন বৈকুণ্ঠনাথ! করিতে বৈরঙ্গ পাত,
বৈমুখ হইলা দয়াময়!॥ ১৫
হাঁহে! তুমিই তো জগতে জনক,
তোমা'র যে জননী-জনক,
সেটা কেবল ভ্রমজনক মাত্র।
তুমি বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত ধন, চিরকালের চিরন্তন,
তোমায়, চিন্তা ক'রেছিলাম, তাইতে, বলে
দেবকীর পুত্র॥ ১৬
কেবল, জগতের রিপু নাশিতে,
নিজ কীর্ত্তি প্রকাশিতে,
তুমিই সীতে, তুমিই অসিতে, তুমিই রবি
ভৈরবী।
তুমিই গোকুল প্রকাশিলে,
তুমিই অগ্নি তুমিই শিলে,
তুমিই ত করেছ শিলা-অহল্যা মানবী॥ ১৭
এইরূপে কত প্রকারে, দেবকী কত স্তুতি করে,
দ্বারে দাঁড়ায়ে দেখেন মাধব।
তখন, তুষ্ট হ'য়ে অন্তর্য্যামী,
অনন্ত ভুবনের স্বামী,
রাম সহ হলেন দেবকীর অন্তরে উদ্ভব॥ ১৮
ত্যজিয়ে বাৎসল্য ভাবে,
দেবকী দেখে ভক্তিভাবে,
স্বয়ম্ভুরূপ হৃদয়-মন্দিরে।
দেখে নাই সুখো বিরাম, কৃষ্ণ সহ বলরাম,
যুগলের যুগলরূপ হেরে॥ ১৯
* * *

সুরট—ঝাঁপতাল।

দেখিছেন দেবকী চিতে, রামকৃষ্ণ যুগলেতে,
অমরপুর-বন্দিত, রজতমণি-মরকত।
ইন্দ্রনীল-নিন্দিত, নীল নলিনীদলগত,—
জল-জলদ-রুচি রুচির, হরি হর যেন মিলিত॥
কিবা, শিঙ্গা শোভিত রামকর,
বাঁশীতে শোভে শ্যামকর,
রেবতী-মনোরমণ রাম,রাধামোহন রাধানাথ;—
দাশরথি কয়, ও দেবকি!
ও-রূপের তুলনা দিব কি?
শুক নারদ যাতে বিবেকী,
বিধি আদি যাতে মোহিত॥ (ঘ)
* * *

চিত্ত-মাঝে নিত্য রূপ দেখিছেন দেবকী।
করেন মায়ায় বদ্ধ, মায়াময়, মা বলিয়া ডাকি॥
ভ্রান্তি গিয়ে অন্তরেতে উদয় হ'লো আসি।
ডাকে, কাঁদতে কাঁদতে জগৎকান্তে নয়নজলে
ভাসি॥ ২১
বলে, কংসভয়ে নন্দালয়ে তোমাকে
রেখে এসে।
ও নীলকান্ত! জীবনান্ত হয় আমাদের শেষে॥
ওরে, তোর শোকে কি, আর বুকে কি,
এ যন্ত্রণা সয় রে?
দিলে, কত কষ্ট, কৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ! কংস দুরাশয় রে॥
দে রে, বন্ধন খুলে, বদন তুলে,
দেখি চাঁদবদন রে।
হর, হৃদয়ের বেদন, হৃদয়ের ধন!
দূরে যাক্ রোদন রে॥ ২৪
ওরে, ঐ তোর জনক, দুঃখজনক
বক্ষ-মাঝে শিলে!
হয়ে, তুমি পুত্র, সেই কুপুত্র,
শত্রু ত নাশিলে॥ ২৫
একবার, এসেছ যদি, ও নীল-নিধি!
নিকটে এসো মোর।
দেখে, মায়ের দুঃখ, হয়েছে সুখ,
ও মোর সন্তান পামর॥২৬
হ'বে, প্রাণ-হারা,—যাতনা হারা,
নিধিকে নিরখিলে।
হবে, সুস্থ দেহ সজীব, জীবের জীবকে*
পেলে কোলে॥ ২৭

* জীবের জীবকে—জীবের জীবন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে।

একবার, মা বোলে ডাক রে কৃষ্ণ!
কষ্ট যাক্ দূরে।
কর, বক্ষ রক্ষে, ব্যাখ্যে তোমার থাক্‌বে
মধুপুরে। ২৮

*　*　*　*

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

আয় আয় কোলে, ডাক মা ব'লে রে!
ভূমিষ্ঠ অবধি কৃষ্ণ! হারাই হারাধন তোরে॥
আয় হেরি হারাণে-সোণা ;—
এই দেখ বুকে, তোর শোকের উপর যাতনা,
পাষাণ তুলে বাঁচাও, ফিরে চাও!
পাষাণী জননীরে!
ঐ দেখ কাঁদিছে বসু,
আয় কোথা রে,—দেখা দে রে,অমূল্য বসু!—
বধ রে বধ রে—মাধব্ রে!
আসি কংসাসুরে॥ (ঙ)

*　*

নন্দরাজের বিলাপ।

মুক্ত করি বসুদেব-দেবকীর বন্ধন।
বিনয়ে করিয়ে হরি-চরণ-বন্দন॥ ২৯
প্রবোধবাক্যে বুঝায়ে বসুদেব-দেবকীকে।
মথুরা হইতে বিদায় করিতে নন্দকে॥ ৩০
বলরামকে বলেন দাদা! বল গে বসুদেবে!
নন্দকে বিদায় করা তাহারি সম্ভবে॥ ৩১
নন্দ ত জানে না কৃষ্ণ, পুত্র নয় আমার।
আমি জানায়েছি, পিতা নন্দই আমার॥ ৩২
যে কার্য্যে এসেছি আমি অবনীমণ্ডলে।
কার্য্য-সাধন হয় না আমার, নন্দালয়ে গেলে॥
শত্রু-বিনাশন-সূত্রে সংসারেতে আসা।
ভক্তের পূরাতে আশা, নন্দালয়ে বাসা॥ ৩৪
আমার কাছে পিতা মাতা ভাই খুড়া জেঠা।
সকলি সমান, আমি যখন হই যেটা॥ ৩৫
এইরূপ কহিছেন হরি,
কিন্তু, নয়নে বারি অনিবারি,
জগতের বিপদ-বারী বারিদবরণ॥
হরি, এমনি ভক্তের বাঁধা,
ভক্তের রয়েছেন বাধা,
ভক্তের হাতে পড়েছেন বাঁধা,
যে রাধারমণ॥ ৩
ওঁকে, মুক্তি জন্য ভক্ত ভাবে,
পুত্র-ভাবে নন্দ ভাবে,
ভুলে আছেন সেই ভাবে, ভক্তিপ্রিয় মাধব।
নন্দের বাৎসল্য ভাবে, কৈবল্যের কর্ত্তা ভাবে,
সে ভাব দেখিলে ভবের, ভাবের উদ্ভব॥ ৩৭
তখন, এই কথা শুনিবামাত্র,রেবতীর প্রিয়পাত্র,
বসুদেবের নিকটে গিয়া কন।
শুনিয়ে সমস্ত বাক্য, হয়ে বসুদেব সজলাক্ষ,
করেন নন্দের নিকটে গমন॥ ৩৮
গিয়ে বসু কন বাণী, পিতা সত্য বট মানি,
আমি ত কেবল উপলক্ষ মাত্র।
তোমার স্নেহে প্রতিপালন,
তোমারি গৃহেতে রন,
তোমার এখন পরম প্রিয়পাত্র॥ ৩৯
কিন্তু, মূলসূত্র শুন হে নন্দ!
পুত্র নন কারো গোবিন্দ,
উঁহার পুত্র-পরিবার জগৎ-সংসার।
কিছু নাই ওঁর অগোচরে, উনিই কর্ত্তা চরাচরে,
উনিই সার, উনিই অসার, উনিই সারাৎসার।
অবনীর উদ্ধার জন্য, অবনীতে অবতীর্ণ,
দেবকীর গর্ভে নারায়ণ।
কি কব তাঁহার তত্ত্ব, ভব যাঁর ভাবে মত্ত,
বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত যাঁর চরণ॥ ৪১
অতএব শুন ভাই নন্দ!
তোমারি তো ছেলে গোবিন্দ,
বৃথা কি দেবকী ভবে গর্ভজালাটা ভুগিবে?
এখন দুদিন এখানে রাখ,
আর ত কেউ লবেনা ক,
তোমার গোপাল তোমারি থাক্‌বে॥ ৪২

*　*　*

বাসুদেবের বাক্যে নন্দের মনোভাব।

এই কথা শুনিবামাত্র, স-নীর ত্রিনেত্র-নেত্র*
দেবরাজকে বজ্রসম লাগে।

---

* সনীর-ত্রিনেত্র-নেত্র—ত্রিনেত্রের অর্থাৎ মহাদেবের নেত্র সনীর সজল হইয়া উঠিল।

শুনে, মুখ তোলে না চতুর্ম্মুখ, বশিষ্ঠাদি বিমুখ,
বাণী হারায়ে বাগ্‌বাদিনী,
অবাক্ হলেন আগে ॥ ৪৩
শুনে এই সকল পরিচয়, নন্দ অমনি দণ্ড ছয়,
কতক্ষণ জ্ঞান ছিল না, মাংসপিণ্ডের মত।
মৃত দেহ ছিল প'ড়ে, কৃষ্ণ-নাম কর্ণকুহরে,
শুনায় তখন ইষ্ট মন্ত্রের মত ॥ ৪৪
কৃষ্ণনামের মহিমা এত,
ছিল, মহীতে প'ড়ে মোহিত,
গোপাল গোপাল ব'লে,
অমনি কেঁদে উচ্চৈঃস্বরে।
বলে, হে বসুদেব!
তোমারে কি জন্যে দেব?—
আমার প্রাণের গোপাল শুণেশ্বরে ॥ ৪৫

* * *

ললিত-ভৈরবী—একতালা।

ও বসুদেব!
তোর সঙ্গে প্রাণ-গোপালের কি সম্বন্ধ?
তাই ভেবে কি, আমায় ফাঁকি দিয়ে,
রাখ্‌বে গোবিন্দ?
হায় রে কপাল, হারাই গোপাল!
বিধি ঘটালে বিবন্ধ!
ত্রাণ কিসে পাই, মান কিসে পাই!
উপায় কিরে উপানন্দ?
কাঁদে নন্দ চেতন-হারা, হারায়ে নয়নের তারা,
শ্রীদাম আদি যত তারা, সবে নিরানন্দ।
যে ধন হরের হৃদয়-পরে, সদা করে রে আনন্দ,
সে ধন বিদায় দেয় কেমনে নিদয়হৃদয় নন্দ ॥(চ)

* * *

তখন, চেতন পাইয়ে নন্দ কাঁদে বার-বার।
বলে, কোথা রে গোকুলের চাঁদ!
দেখা দে একবার ॥ ৪৬
বলে, ও বসুদেব!
হৃদয়-বস্তু তোমারে কেন দিব?
কেন দেবের দুর্ল্লভ দ্রব্য দেবকীরে দিব? ৪৭
যখন যশোদা ক'রেছিল মানা,
তা না শুনিয়ে তাহারে নানা—
কপাল খেয়ে—ক'রেছিলাম ব্যঙ্গ!
এনে, ব্যাধের করে সঁপে দিলাম,
সাধের বিহঙ্গ! ৪৮
হায়! দুঃখে পড়েছে আমার মনের মাতঙ্গ*।
কেন, সুখের সমুদ্রে উঠে হে আজ,
শোকের তরঙ্গ ॥ ৪৯
কি কলঙ্ক ঘটালেন মহেশের মহিষী।
সিংহশিশু কেড়ে লয় মা মহিষের মহিষী ॥
ও বসুদেব! এ চাতুরী শিখেছ কোথায় হে?
জলে অঙ্গ জলে তোমার কথার ব্যভারে হে ॥
আমার উঠেছে দুঃখের নদী মাথায় মাথায় হে
আমার চিন্তামণি কি তোমার ছেলে,
কেবল তোমারি কথায় হে? ৫২
তুমি মূল সূত্র বলে, পুত্র তোমার ত নয় হে।
হাঁহে, মূলের কথা বল্‌লে,
পুত্র তোমার তনয় হে ॥ ৫৩
আবার বল্‌লে, তোমারি পুত্র,
কেবল উপলক্ষ আমি।
আমায় প্রত্যক্ষ হ'তে আবার লক্ষ্য,
কিসের তুমি? ৫৪
সদানন্দ জানেন, কৃষ্ণ নন্দের তনয় হে।
বসুদেব! বলিলে, কৃষ্ণ নন্দের ত নয় হে?৫৫
নাই—বিচার, দেশে অবিচার,
হায়! কি কর্‌লে শ্যামা।
হেদে, পরের ছেলেকে ছেলে বলে,
বেটা ছেলেধরার মামা ॥ ৫৬
নন্দে দিলে গোবিন্দ ধন, মা সদানন্দরাণি!
কেন হর মা! হররমা! সদানন্দ নন্দরাণী!৫৭
এখন এ বিপদ উদ্ধার মা বিপদবিনাশিনি!
(একবার) হরি বল মন!
হরি-স্মৃতি,—বিপদ্ বিনাশিনী ॥৫৮
সঙ্কটে করুণা কর মা শঙ্করি!
যেন সন্তান হারায় না তোমার কিঙ্কর-কিঙ্করী ॥

* * *

খট্-ভৈরবী—একতালা।

মা! আজি কর ত্রাণ, কাতর সন্তান,
বড় বিপদে প'ড়ে ঈশানী ॥

* মনের মাতঙ্গ—মন-মাতঙ্গ।

যে ধন সাধন ক'রে তোরে, পেয়েছিলাম ঘরে,
কৃষ্ণধন অমূল্য-রতন,—
নিল যজ্ঞস্থলে আমার সে নীলমণি॥
গোকুল আকুল গোকুলচন্দ্র হ'য়ে হারা,
যে নন্দন নন্দরাণীর নয়নতারা,
ত্রিনয়নি! ত্রিনয়নের নয়নতারা,
আমার নয়নতারার তারা তারিণি!
এ ধন নিধন* হ'য়ে কি ধন ল'য়ে যাব?—
গোধন চরাইতে এ ধন কোথা পাব?
কি ধন দিয়ে যশোদারে বুঝাইব?
তারিণি গো! তার নিধন প্রাণী! (ছ)

* * *

শ্রীকৃষ্ণবিরহে ব্রজ-রাখালগণের বিলাপ।

তখন তারা বলে কাঁদে নন্দ,
হারা হয়ে প্রাণ-গোবিন্দ,
ধুলায় প'ড়ে ধুলায় ধুসর।
বলে, ওরে প্রাণাধিক! আমার প্রাণে ধিক ধিক
কেন আর আমি অধিক,
তোর শোকে কাতর?
হাঁরে, তুই যে নস্ সন্তান,
পেলাম আমি সে সন্ধান,
বন্ধু-শোক-সন্ধান, পূরিয়ে হৃদয় বিদরে।
তুমি কি জন্যে যাবে না ব্রজে,
ওরে গোপাল! গো-পাল ত্যজে,
রবে মথুরার ভূপাল-মন্দিরে॥ ৬১
তোরে কে শিখালে এ মন্ত্রণা?
এমন মনন তোর ছিল না,
বল্না এটা কার ছলনা,
তা আমার সঙ্গে কেন?
আমি বা কাহার লক্ষ্য, সবে মাত্র উপলক্ষ,
তুমি রে কুমার নীলরতন! ৬২
তার কত বিপদ ঘটালে বিধি,
এই বালকটীতে মোর বাল্যাবধি,—
সংসারের সকল লোকের দৃষ্টি।

* নিধন—ধনহীন।

তবে আর ত লোকের ছেলে আছে,
কেউ ত যায় না তাদের কাছে,
আমার ছেলেটী কেবল সকলের
লাগে মিষ্টি॥ ৬৩
সংসার সমুদ্র-মাঝে, সাগর-সিঞ্চিত ও-যে,
নীলকান্ত হ'তেও আমার নীলকান্ত বড়।
গেলে সে ধন বিলায়ে পরে,
প্রাণ কি রবে দেহ-পরে!
ঘরে পরে গঞ্জনা হবে যে বড়॥ ৬৪
মথুরায় তো অনেক দিন,
এসেছ রে প্রাণ-গোবিন্!
আর এখানে অধিক দিন,
থাকার এই তো ফল রে!
আমি এমন দেশ ত দেখি নাই হরি!
চল শীঘ্র পরিহরি,
পরের বস্তু লয় যে হরি, কি অধর্ম্মের ফল রে॥
হরি! আর যাবে না বৃন্দাবনে,
উপানন্দ মুখে তা শুনে,
শ্রীদাম আদি রাখালগণে, প্রাণান্ত প্রমাদ গণে,
করিতেছে রোদন।
কেবল শব্দ হাহাকার, যেন প্রলয়ের আকার;
অমনি সবে শবাকার, ভূতলে পতন॥ ৬৬
কেউ বা উঠে কারে ধরে,
কেউ উঠে কাহার করে,—
কর দিয়ে কত প্রকারে, করিতেছে করুণা।
কেউ কেঁদে কয়, ও সুবল!
শুনে সংবাদ শুকাল বোল,
সত্য ক'রে বল্ কৃষ্ণ! বল্,—কেন যাবে না?
কেউ কেঁদে কয়, ও কানাই!
ব্রজবালকের আর কেউ নাই!
তুমি ভিন্ন ছিন্ন-ভিন্ন মধুর বৃন্দাবন রে!
আমাদের দেহ মাত্র, প্রাণ তুমি,
প্রাণাধিক রাখালের স্বামি!
বল, কি দোষে যাবে না তুমি,
নন্দের ভবন রে! ৬৮
কেঁদে, ছিলাম ব'লে হে সখা!
তুমি বৃক্ষ আমরা শাখা,
তোমায় না পাইলে দেখা, রাখাল কিসে বাঁচে?

এদের, বল তুমি, কৌশল তুমি,
এদের সকলি তুমি,
তোমার কৌশল-শৃঙ্খলে এরা
বেঁচে আছে ॥ ৬৯
ওরে,ইন্দ্র-বৃষ্টি দাবানল, কে তাহে বাঁচাবে বল,
বল, কেবা ধরিবে গিরি, ও ভাই গিরিধর রে!
বল, কি জন্যে যাবিনে ব্রজে,
ব্রজনাথ! তুই ব্রজ ত্যজে,
কোন্ রাজার রাজ্যে এখন,
ধর্‌বি ধরাধর রে ॥ ৭০
তুমি, ব্রজে যদি আর না যাও কানু?
তোমার ধেনু বেণু, সে রুণু-ঝুনু,
সুমধুর শব্দটী এখন কাদের নফর হবে?
হাঁরে কানাই! কি তোর জ্ঞান নাই?
যাদের তুমি-ভিন্ন জ্ঞান নাই,
এখন তোমাকে হারায়ে তারা
কার কাছে দাঁড়াবে? ॥ ৭১

* * *

অহং-সিন্ধু—একতালা।

ওরে ভাই কানাই!
শুন্‌লাম তুই নাকি আর যাবিনে বৃন্দাবনে।
ও তোর, ধেনু কে চরাবে, বেণু কে বাজাবে,
কে বাঁচাবে বনে সে বিষ-জীবনে ॥
আমরা, শ্রীদামাদি যত, তোর অনুগত,
ও ভাই কানু! তা ত জান ত মনে;—
ছি ভাই! ভাঙ্গলে কেন, ওহে রাখালরাজ!
ব্রজের ধূলাখেলা (ছি ভাই ভাঙ্গলে কেন)
(আর ত হবে না) (হলো এ জন্মের মত)
বল কি অপরাধ হল তোর রাঙ্গা চরণে (জ)

* * *

আবার কেঁদেছিলাম, বলে, গোবিন্দ গুণধাম,
কি জন্যে রে ব্রজধাম, পরিহরিলে হরি!
আমরা স্বপ্নেও শুনি নাই তা ত,
তুমি নও নন্দের সুত,
তুমি, ভূলোকের হরি নও,
হাঁরে গোলোকের হরি! ৭২
হাঁরে! তোমারে কি ভাবেন হর,
হররাণীর মনোহর,
হাঁরে! বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত তবে কি তুমি?
হাঁরে! বেদে কি তোমারি ব্যাখ্যে?
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে,
অন্তরে কি তুমিই অন্তর্যামী? ॥ ৭৩
যদি, মোক্ষ জন্য তোমারে ভাবে,
তবে কেন ভাই সখ্যভাবে,
দুঃখ দাও রে, ভবের দুঃখহারি!
আমরা একটা কথা শুধাই তোরে,
ভবের লোক যে প'ড়ে কাতরে,
ব্যগ্র-চিত্ত বারে বারে,
ডাকে সখা বিপদতারণ হরি ॥ ৭৪
হাঁরে! ও রাখালের অঞ্জন! ভবে বিপদভঞ্জন,
তুমিই কি নিরঞ্জন অসুরদর্পহারী? ৭৫
তবে আমরা করেছি কি রে,
বাহিরে রাখিয়ে হীরে,
জীরের করেছি যত্নের চূড়ান্ত!
ব্রহ্মবস্তু পেয়ে করে,
কেউ কি রাখে অনাদরে?
কৌস্তভ-শোভিত-হারে ও গোলোকের কান্ত!
হাঁ ভাই! তুমিই ত জগতে শ্রেষ্ঠ,
তোমার মুখে যে উচ্ছিষ্ট,
উন্মত্ত হয়ে, কৃষ্ণ! দিয়েছি বারে বারে!
ক্ষম সে সকল দোষের শাস্তি,
ভ্রান্তি-মোচন! যদিও ভ্রান্তি—
জন্য অগণ্য হ'লেও হ'তে পারে ॥ ৭৭
ওরে মুক্তিকল্পতরু! তোয় ভুলে,
কদম্ব-তরুর তলে,
কত যে কৌতুক-ছলে, মন্দ বলেছি গোবিন্দ!
কিন্তু, তোমারি চরণাশ্রিত,
শ্রীদামাদি আমরা যত,
এত ত জানি না ভাল মন্দ ॥ ৭৮
যে তুমি নও রাখালেশ্বর,
তুমি নিখিল অখিলেশ্বর,
তোমার অবনীর নবনী-সর শুধু নয় পিপাসা।
হাঁ ভাই! গোষ্ঠে গোচারণ-কালে
কত অপরাধ তোর, চরণতলে,
করেছি ভাই! তাই, এলে চলে,
ভেঙ্গে, আমাদের বৃন্দাবনের বাসা ॥ ৭৯

এইরূপে কাঁদে তখন, শ্রীদাম আদি রাখালগণ,
ধরাতলে প'ড়ে সবে রসাতলে যায়।
কাঁদে আর এদিকে উপানন্দ,
উপায়ান্ত কাঁদিছে নন্দ,
বলে, কোথা রে প্রাণ-গোবিন্দ!
প্রাণ যায়, প্রাণ যায় ॥ ৮০
দেখে বসুদেব বলে, এ কি!
আমি একটী কথা বলেছি তা কি,—
সত্য?—তার কার্য্য জান আগে।
একি নন্দের মমতা রে, এত ত নাই মম তারে,
কোথা কৃষ্ণ!—শমতা রে,
কর তোর পিতা নন্দে আগে ॥৮১
ও সে, কার মায়াতে নন্দ কাঁদে,
মহামায়া যাঁর মায়ার ফাঁদে,
যাঁর মায়ায় যশোদা বাঁধে,
যিনি নন্দের বাধা মাথায় ক'রে বন।
যাঁর, মায়াতে সৃষ্টি-স্থিতি লয়,
যাঁর মায়ায় যিনি নন্দালয়,
তাঁরি মায়ায় কাঁদে রাখালগণ ॥ ৮২
বসুদেব বলেন কৃষ্ণ! তুমিই ত জগতের শ্রেষ্ঠ,
কারাগার-বন্ধন-নষ্ট, আমাদের ক'রে দূর।
এখন সৃষ্টি-স্থিতি হয় যে লয়,
তুমি নয় কিছু দিন নন্দালয়,—
থাকগে গিয়ে সে-ই বা কত দূর? ৮৩
তোমায় যেরূপ নন্দের স্নেহ,
জগতে কার সাধ্য কেহ,—
বুঝাইতে পারে এসে পারুক।
আমিত পার্‌লাম না বাপু,
এ কষ্টের হাটে গুণতে হাপু,
এখন এখান হ'তে পালাই,
আমার প্রাণটা তো বুড়াক ॥ ৮৪
হরি বিপদের মধুসূদন, বিপদ দেখিয়ে তখন,
নন্দের কোলেতে আসি অমনি উদয়।
এমনি কৃষ্ণের মায়া, ছিল যার চিত্তে-যত মায়া,
অমনি করিয়ে মায়া হরিলেন মায়াময় ॥ ৮৫

* * *

ললিত-বিভাস—ঝাঁপতাল।

বসিলেন কোলেতে হরি, নন্দের হরিতে মায়া।
ধরিলেন শ্রীগোবিন্দ মোহিতে মোহিনী-মায়া॥
যে মায়ায় মোহিত আছে বিধি-পঞ্চানন,
যে মায়ায় মোহিত জীবের মহীতে ভ্রমণ,
যে মায়ায় যোগীন্দ্র ইন্দ্র মোহ মহামায়া॥
জ্ঞান-সৌদামিনী নন্দের উদয় অন্তরে,
বলে, রে গোবিন্দ! তুমি থাক মধুপুরে;—
নন্দে ত্যজি সদানন্দে রবি রে সাদরে,
বারেক দিও রে দেখা, গিয়ে যশোদারে,
ত্যজিব যখন আমরা জীবন-মায়া ॥(ঝ)

* * *

নন্দের দিব্যজ্ঞান।

তখন, অমনি কৃষ্ণের মায়ায় ভুলে,
নন্দন করিয়ে কোলে,
বন্দন করিয়ে নন্দ বলে।
ওহে ত্রিলোকের ত্রিতাপহারি!
ত্রিপুরারির হৃদয়-বিহারি!
তোমারি কৃপায় তুমি ছিলে গোকুলে ॥৮৬
ত্রিলোকের পিতা তুমি ত,
আবার আমায় ব'লেছিলে পিত,
তুমিই তো তাপিত কর্‌লে হরি!
আবার, মায়ারূপী তুমি হরি!
তোমারি যে মায়াপুরী,
তোমারি অযোধ্যা কাঞ্চী, দ্বারকা মথুরাপুরী॥৮৭
একবার জীবনান্তে মহীমাঝে,
দিলে দরশন মহিমা যে,
থাক্‌বে বহুকাল হে!
ওহে, কৃতান্তভয়-অন্তকারি!
অন্তকালে ভয় তাহারি,
ওহে হরি! কাল বেটা যে পরকালের
কাল হে! ৮৮
তখন, হরি দেখলেন্ হলোনা কিছু,
করেন আকর্ষণ আর কিছু,
চিত্ত উহাদের নিত্যানন্দময়।
অমনি শোক গেল দূরে,
হলো উদয় হৃদয়-মন্দিরে,
নন্দের আনন্দ অতিশয় ॥ ৮৯

তখন, উপানন্দে ডাকিয়ে বলে,
আর কেন চল গোকুলে,
গোপকুলে সংবাদ জানাও।
হরি ঘটালেন বিবন্ধ, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে নন্দ,
কেঁদে বলে উপানন্দ, কেন মায়ায় পতিত হও॥
নন্দের বিদায়-কালে, হরি আবার গিয়ে
বসিলেন কোলে,
বিবিধ প্রবোধ-বাক্যে করিয়ে সান্ত্বনা।
দিলেন পিতাকে পীতাম্বর, কতকগুলি অম্বর,
শোক-সম্বরণ-হেতু, আভরণ নানা॥ ৯১

* * *

যমুনাতীরে সমাগত নন্দ উপানন্দ ও ব্রজরাখালগণের শ্রীকৃষ্ণ-জন্য বিলাপ।

তখন, ভূলোকে গোলোকের হরি,
গোপকুল পরিহরি,
আসিয়ে মথুরাপুরী, থাকেন শ্রীনিবাস!
হেথায়, আনন্দ ত্যজিয়ে নন্দ,
সঙ্গে ল'য়ে উপানন্দ,
চিত্তে নিত্য নিরানন্দ,ত্যজিলেন প্রবাস-বাস॥
শ্রীদাম আদি রাখালগণে, শমনে সামান্য গণে,
ত্বরায় শমন-ভবনে, কিম্বা জীবনান্ত আগুনে,
করিল গমন-মন।
বলে, রাখালের জীবন হরি!
রাখালে কেন পরিহরি,
থাকিলে হরি ল'য়ে জীবন-মন॥ ৯৩
তখন দিনমণি-সুতার* তীরে,
গিয়ে ব্রজবাসীরে,
করাঘাত করিয়ে শিরে, হারায়ে কেশবে সবে।
হরি যে করেছিলেন মায়া,
আবার পরিহরিলেন সেই মায়া,
এমনি যে কৃষ্ণের মায়া, কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ মহামায়া,
হলো মহীতে মোহিত সবে॥ ৯৪
অমনি কেঁদে উঠে নন্দ, বলে ওরে উপানন্দ,
হারায়ে প্রাণ-গোবিন্দ, প্রাণ কিসে রবে!
এলাম কৃষ্ণধন দিয়ে বিদায়,
এখন গিয়ে যশোদায়,
কি ধন নিয়ে কি ব'লে বুঝাবে॥ ৯৫
তখন, এইরূপে কত প্রকারে,
বিলাপ করিয়ে পরে,
যমুনার তীরে, নীরে, কাতর হ'য়ে নন্দরায়।
অমনি হাহাকার শব্দ মুখে,
কেউ কাঁদে ঊর্দ্ধমুখে,
কেউ বা দুঃখে পতিত ধরায়॥ ৯৬
তখন, শ্রীদাম কাঁদিয়ে কয়,
ভাই কানাই রে! এ সময়,
একবার এসে দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ রে!
যার, বাধা বয়েছো মাথায় ক'রে,
আজ, সেই পিতা তোর কোথায় প'ড়ে,
হাঁরে, পিতৃহত্যা হ'লে পরে,
তুমি কিসের সন্তান রে॥ ৯৭

* * *

সুরট-মল্লার—একতালা।

কোথায় রহিলি রহিলি সুত!
রাখালের জীবন নন্দসুত!
ও তোর শোকে রে, গোবিন্দ।
নিরানন্দ নন্দ, জীবনে জীবন্মৃত।
জীর্ণ শীর্ণ দেহে শূন্য হিতাহিত,
নয়নাম্বুজ নয়নাম্বু-ধৃত,
পুত্র হ'য়ে করলে হিতে বিপরীত,
পিতায় ক'রে তাপিত।
তপন-তনয়াতীরে-নীরে তোর,
কাঁদে পিতা নন্দ শোকেতে কাতর,
কভু কান্দে ভূমিতে, কভু বা ত্যজিতে—
জীবনে জীবনোদ্যত।
একবার পরকালের কালে দরশন,
দে রে আসি কৃষ্ণ! পরকালের ধন!
বারি দেরে মুখে বারিদ-বরণ!
মরণ-কালে যা হিত॥ (ঐ)

* * *

* দিনমণি-সুতার—যমুনার

শ্রীকৃষ্ণের জন্য যশোমতীর বিলাপ।

তখন, অরুণ-তনয়া-তীরে,
একত্রে ব্রজ-বসতিরে,
দারুণ কাতর হেরে, নন্দের কর্ণ-কুহরে,
করে কৃষ্ণ-নামের ধ্বনি।
তখন, হরিনামামৃত পানে,
নন্দ প্রায় ত মৃত প্রাণে,
জ্ঞান প্রাপ্ত হইল অমনি॥ ৯৮
তখন, নন্দ বলে,—উপানন্দ।
হারা হ'য়ে প্রাণ-গোবিন্দ,
যশোদার নিকটে এখন কেমন ক'রে যাব?
তুমি হও হে অগ্রগামী,
এই কদম্ব-তরুর তলে আমি,
কিছুকাল থাকি,—তবে বিলম্বেতে যাব॥ ৯৯
আবার কেঁদে বলে, দারুণ বিধি!
এই কি তোর উচিত বিধি?
আমার হৃদয়ের নিধি, কে হরিয়ে লয়।
তখন, অমনি ব্রজরাপাল সহ,
উপানন্দ নিরুৎসাহ—
চিত্তে চলে নন্দের আলয়॥ ১০০
দেখে, ক্ষীর সর নবনী করে,
'আয় গোপাল' এই শব্দ ক'রে,
দ্বারে দাঁড়ায়ে নন্দ-মনোরমা।
উপানন্দে দেখিয়া কন,তোমরা এলে কতক্ষণ?
কৈ কত দূরে সে প্রাণধন, কৃষ্ণধন আমা(র)?
দেখে, বিরস তোমাদের মুখ,
নীরস তরুর তুল্য,—বুক—
ফেটে আমার উঠিল উপানন্দ!
তোরা, হয়ে এলি নিরানন্দ,
বল কোথায় নৃপতি নন্দ,
হাঁরে, যশোমতীর অমূল্য মতি
কোথায় সে গোবিন্দ? ১০২
সত্য ক'রে বল শ্রীদাম! আমার কৃষ্ণ-বলরাম,
ব্রজধাম এলো কি না এলো?
আমি তবে রাখিব প্রাণ,
নৈলে করি বিষ পান,
কৃষ্ণ শোকে মিথ্যা প্রাণ,রাখায় ফল কি বলো॥
অমনি আঁখি ছল ছল, প্রাণপাখীটী চঞ্চল,—
দেহ-পিঞ্জরের মধ্যে হলো যশোদার।
রাণী, কণ্ঠের নীল-মুক্ত-শোকে,
মুক্তকণ্ঠে ডাকে কৃষ্ণকে,
অমনি ধরায় প'ড়ে ধূলা মাখে, চক্ষে শতধার॥
ক্ষণেক চৈতন্য নাই, ক্ষণেক বলে,—
এলি কানাই!
এইরূপ কাঁদয়ে বার বার।
হেন কালে আসি নন্দ,
বলে কোথায় আয় গোবিন্দ!
তোর শোকে দুনয়ন অন্ধ, দেখা দে একবার॥
তখন, কৃষ্ণশূন্য নন্দরাণী
শুনে ত্রিগুণ কাতরা রাণী,
বলে নন্দ নৃপমণি! অমৃত ত্যজিয়ে এলে জলে
তুমি রতন-হারা হয়ে সাগরে,
ঘরে এসে অকূলে গিরে,
দিয়ে এখন অভাগীরে,
ছলে বুঝাতে এলে॥ ১০৬
তখন, নন্দ বলে অভাগিনি!
তুই না চিনে কহিলি চিনি,
না চিনিলি পাইয়ে চিন্তামণি।
সে যে, বসুদেব-দেবকী-সুত,
তবে কেন তার করে সুত,
বাঁধিলি বলিয়ে সুত, ফণীকে খাওয়ালি ত ঘৃত,
বলিয়ে নীলমণি॥ ১০৭
(অতএব) সে নয় সামান্য রাণী,
তা হ'তেই ভবানী বাণী,
ভবের আরাধ্য তিনি, জীবের অন্তর।
অবনীর হরিতে ভার, অবনীতে অবতার,
এখন, কর্ত্তা হয়েছেন মথুরায়,
কংসেরে পাঠায়ে লোকান্তর!
তখন, নেত্রে বহে শতধার,
কৃষ্ণশোকে যশোদার,
নন্দবাক্য শুনিয়ে কত মন্দভাষে ভাষে।
বলে, ছিছি নন্দ! ধিক্ ধিক্,
দিলে যাতনা প্রাণাধিক,
কারে বিলায়ে প্রাণাধিক,
প্রাণ ধরেছ কিসে?॥

তোমায়, কংসের আলয়ে যেতে,
নীলমণিকে লয়ে যেতে,
কত বারণ করেছি ওহে প্রমত্ত বারণ!
যেমন তোমার চিত্ত ক্রূর,
তেমনি তোমার সে অক্রূর,
যা হ'তে আর নাই ক্রূর, এই অর্থে নাম অক্রূর,
নৈলে কি হয় এত ক্রূর, অক্রূর কখন॥ ১১০
তখন, লয়ে গেলে করিয়ে জোর,
সঙ্গে আমার মাখন-চোর
এসে, চোর হ'য়ে যে ক'চ্ছ জোর,
ওহে নন্দরায়!
আমায়, ছলে কলে বুঝাতে এলে,
করে ছল-ছল আঁখিযুগলে,
ছি ছি নন্দ! প্রাণ যে জ্বলে,
তোমার প্রবোধ-বচনে হায় হায়॥ ১১১

* * *

অহং-সিন্ধু—একতালা।

প্রাণ যায় নন্দরায়!—প্রবোধ বচনে।
ছি ছি! ধিক্ জীবনে,—
জীবন হারায়ে, জীবন লয়ে,
এলে ছিছি! ধিক্ জীবনে,
জীবন দিতে কি পার নাই যমুনার জীবনে।
আমার নীলকান্তমণি, মণির শিরোমণি,
নৃপমণি! লয়ে গেলে বা কেনে,—
বল কোন্ পরাণে, রেখে এলে নাথ!
অনাথিনীর ধনে,—
বল কোন্ পরাণে,
আজি খোয়াইলে অমূল্য রতনে॥ (ট)

* * *

তখন, নন্দ বলে, ও অভাগিনি!
পুত্র নয় তব নীলমণি,
তবে, যদি আমার কথা না মানি,
তারে পুত্র-ভাবেই ভাব।
তা হ'লেও যে তোমার ঘরে,
কিঞ্চিৎ নবনীর তরে,
নাইক আর কোন প্রকারে,আসার সম্ভব॥১১২
দেখ দরিদ্র পেয়ে উচ্চপদ, তুচ্ছ করে ব্রহ্মপদ,
পদে পদে বিপদ ঘটায়।
সামান্য নদীতে তরঙ্গ হলে,
ভাঙ্গে দুকূল অবহেলে,
একূল ওকূল সকলি ডুবায়॥ ১১৩
গোপাল গোয়ালার ছেলে,
গিয়ে কংস-বধের ছলে,
মথুরায় অতুল সম্পদ হল তার।
গোয়ালা ব'লে আর নাইক রুচি,
(সে) মুচি হ'য়ে হয়েছে শুচি,
কৃষ্ণ তোমার কৃষ্ণ ভজেছে,
সেথায় পেতেছে পসার॥ ১১৪
ধর, এই নাও ধড়া চূড়া বেণু,
আর ভানু-কন্যার তীরে কানু,
তোমার নবলক্ষ ধেনু, পাল্‌বে না আর গোঠে
আর কি বাধা সে মাথায় করে!
তার কথার ব্যথার ভরে,
প্রাণ কি আছে দেহ-পরে,
সেই নিদয়হৃদয়ের তরে,
কাতর হৃদয় আমার বিদরিয়ে উঠে॥ ১১৫
তখন নন্দবাক্য শুনে রাণীর,
দু-নয়নে বহে নীর,
নীরদ-বরণ নীলমণির, শোকে সকাতরা।
কেবল কাঁদে আর বলে হায় হায়!
আয় রে কৃষ্ণ! প্রাণ যায়!
একবার এসে দেখা দে রে ও নবনী-চোরা!১১৬
তুমি যে দিন হতে ব্রজপুরী,
পরিহরি গিয়াছ হরি!
প্রাণ হরি মথুরামণ্ডলে রে।
গোপাল তোমার অদর্শন-ব্যাধি,
সেই অবধি নিরবধি,
আমার প্রবেশ করেছে হৃদি,
দেখ গো-কুল আদি,
অকূলে আকুল রে॥ ১১৭
আমি, কিঞ্চিৎ নবনীর তরে,
বেঁধেছিলাম যুগ্ম করে,
তাইতে কি শোক-রত্নাকরে ডুবালি আমাকে?
তবে, কি জন্যে রে কমল-আঁখি,
তোরে আঁখিতে আঁখিতে রাখি,
নবনী ক্ষীর দিতাম চন্দ্রমুখে? ১১৮

ললিত-ঝিঁঝিট—একতালা।

হায় কি এতকাল,—
বৃথা তোর যতনে দেহ পতন করিলাম আমি!
কেন, কি দোষে, নীলমণি!
ত্যজিয়ে জননী, দেশান্তরা হ'লে, বল রে তুমি।
গোপাল ভিন্ন, ছিন্ন ভিন্ন বৃন্দারণ্য,
তোমা শূন্য দেহে রয়েছি আমি,—
আরতো কেউ ডাকে না—ও গোপালের মা!
(তোমার গোপাল কোথায় ব'লে!)
পথের কাঙ্গালিনী-মত পথে পথে ভ্রমি! (ঠ)

নন্দবিদায় সমাপ্ত।

উদ্ধব-সংবাদ।

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে রাধিকার বিলাপ।

কংস ধ্বংস জন্য হরি, ব্রজপুরী পরিহরি,
মধুপুরী করি শ্রীহরি ব্রহ্ম সনাতন।—
নিস্তার করিতে সুরে, বিনাশ করি কংসাসুরে,
করেন মুক্ত দেবকীরে, কারাগারবন্ধন ॥ ১
কুব্জাসনে সিংহাসনে, ভূষিত হয়ে রাজভূষণে,
আছেন রাজত্ব-শাসনে, ত্রিভঙ্গ মুরারি।
হেথা-গোকুলে হরি-অদর্শনে,
পতিত হয়ে ধরাসনে,
কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-হুতাশনে, দগ্ধ হন কিশোরী ॥ ২
হেরে, গোকুলে কৃষ্ণ শূন্য, দশ দিক্ হেরি শূন্য,
বাহ্যজ্ঞান হলো শূন্য, যেন উন্মাদিনী।
গোপিকাদি সব নারীতে,
সদা আসে প্যারীবাড়ীতে,
শ্যামবিরহ নিবারিতে, বৃন্দে আদি সঙ্গিনী ॥ ৩
নয়নে না জল ধরে, গগনে হেরে, জলধরে,
বলে আমায় ঐ জলধরে এনে দে সখি!
এইরূপ নিকুঞ্জ-বনে, কুঞ্জরগামিনী কৃষ্ণ বিনে,
অচৈতন্য ধরাসনে, পড়েন চন্দ্রমুখী ॥ ৪

*　*　*

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

কৃষ্ণ-শূন্য হেরি গোকুলে।
চৈতন্যরূপিণী পড়েন অচৈতন্য ধরাতলে ॥
দেখে বৃন্দে আসি ধরে, বাক্য না সরে অধরে,
জলদের জল ঝরে, জল ঝরে আঁখি-যুগলে।
এ বিকার নির্বিকার, কে করে বিনে নির্বিকার,
আছে কার সাধ্য কার, অধিকার এ
ভূমণ্ডলে ॥ (ক)

*　*　*

দে'খে প্যারীর জ্ঞানশূন্য,
হ'লো বৃন্দার জ্ঞান শূন্য,
বলে—আজ হ'লো শূন্য, বৃন্দারণ্য-পুরী।
ধরায় রাই অচৈতন্য, করিবারে সচৈতন্য,
শুনায় চৈতন্য-রূপ কর্ণে মন্ত্র হরি ॥ ৫
মহৌষধি নাম শুনিবামাত্র,
উন্মীলন করিয়ে নেত্র,
বলেন আমার কমল-নেত্র, কই বৃন্দে। কই!
কোথা গেল রে বিশখা!
বাঁচিনে হ'য়ে বি-সখা!
আনি আমার সে সখা, বাঁচাও যদি সই! ৬
ও ললিতে! অঙ্গ দেখি। তোরা আমার
অঙ্গ দিবি,
বলেছিল আনিয়ে গোকুলে।
সে কথা হলো অনেক দিন,
সে দিনের আর বাকী ক'দিন?
আন্‌বি বুঝি সেই দিন জীবনান্ত হ'লে? ৭
কাঁদ্‌ব কত নিশি দিন,
জ্ঞান নাই মোর, নিশি-দিন,
হবে কি আর সে দিন, সুদিন রাধার।
অক্রূর হরিল যে দিন, সে দিন করাল দিন,
ক'রে দীন,—দীনবন্ধু গিয়েছে আমার ॥ ৮
হরি,—ব'লে গিয়াছে আসব কাল,
কাল হলো কত কাল,
সে কাল হয়ে মোর কাল-ভুজঙ্গরূপ।
দংশিল আসিয়ে বক্ষে,
রাধার জীবন হবে রক্ষে,
মহৌষধি আর নাই ত্রৈলোক্যে, বিনা বিশ্বরূপ

*　*　*

ললিত-বিভাস—একতালা।

সই! কি হ'ল কি হ'ল, বক্ষেতে দংশিল,
শ্যাম-বিচ্ছেদ-ভুজঙ্গ।
সে বিষে, কে বাঁচাবে আর, জীবন রাধার,
রাধার মূলাধার বিনে ত্রিভঙ্গ॥
এ সংসার-ময়, হেরি বিষময়,
বিষেতে আচ্ছন্ন হ'ল অঙ্গময়,—
আর কি দুঃখ সয়,—
(ভেবে বিস্ময়, এ অসময় গো,—)
রসময় কি অঙ্গ দিয়ে জুড়াবেন অঙ্গ! (খ)

* * *

মাধবের আদেশে উদ্ধবের ব্রজ-যাত্রা।

এইরূপ শ্রীরাধার, নয়নে বহে শতধার,
দেখে কাতর রাধায়, বৃন্দে কেঁদে কয়!
কর দুঃখ সম্বরণ, নবঘন-শ্যামবরণ,
আনিয়ে মিলাইব রাই তোমায়॥ ১০
বৃন্দে ভাবি হৃদে শ্রীহরি, আনিবারে শ্রীহরি,
করিছেন শ্রীহরি এমন সময়।
(হেথা) অন্তরে জানিলেন কৃষ্ণ,
অনন্ত গুণবিশিষ্ট,
জগতের দুরদৃষ্ট-হারী জগন্ময়॥ ১১
কাতরে কন মাধব, শুন হে সখা উদ্ধব!
আছি হয়ে মথুরার ধব, ব'সে সিংহাসনে।
পেয়ে এ বৈভব সব, তিলার্দ্ধ নাই উৎসব,
ব্রজের বসতি সব, না হেরে নয়নে॥ ১২
অবিলম্বে পদব্রজে, গমন করিয়ে ব্রজে,
আসিয়ে ব্রজের কুশল ক'বে।
ব'লে চক্ষে শতধার, ভবনদীর কর্ণধার,
সংবাদ লইতে রাধার, পাঠান উদ্ধবে॥ ১৩
উদ্ধব প্রণমিয়া কৃষ্ণ-পদে, হৃদে রেখে দৃষ্টি মুদে,
ভবের ইষ্ট, গোলোকবিহারী।
দিননাথ-সুতার জলে,
পার হ'য়ে ভাসে নয়ন-জলে,
কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-অনলে জ্বলে, বৃন্দাবনপুরী॥ ১৪
দাঁড়ায়ে যমুনার কূলে, দেখেন উদ্ধব গোকুলে,
ব্রজ-বসতি সব।
বৃক্ষের শুকায়েছে পল্লব,
বিনা ব্রজের ব্রজ-বল্লভ,
পশুপক্ষী নীরব সব, না হেরে কেশব॥ ১৫

* * *

সুরট-খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

আসি, দেখিছেন উদ্ধব, ছিন্ন ভিন্ন ব্রজমণ্ডলে।
হেরি, কৃষ্ণশূন্য অচৈতন্য, পড়ে সব ধরাতলে॥
ভ্রমে না ভ্রমর সব, কমলে নাহি রব,
হয়ে নীরব কোকিল কাঁদে তমালে,—
না শুনিয়ে মধুর বেণু, কাঁদে ধেনু সকলে,—
যমুনা হয়েছে প্রবল, গোপিকার নয়ন-
জলে॥ (গ)

* * *

শ্রীকৃষ্ণ-বিহনে শ্রীবৃন্দাবন।

দেখে উদ্ধব, দীনবান্ধব-ভিন্ন ছিন্ন-ভিন্ন—
আছে গোকুলে শোকাকুলে সকলে
জীর্ণ শীর্ণ॥ ১৬
নাই, গোপিকার গৌরব, কুসুমের সৌরভ,
অলি বসে না কমলে।
শুষ্ক কলেবর, নীরব পিকবর,
কাঁদে ব'সে তমালে॥ ১৭
ব্রজের শ্রীহরি, লয়ে শ্রীহরি,
করেছেন শ্রীহরি, মধুপুরে।
বিনা সে কেশব, সবে যেন শব,
হয়ে আছে ব্রজপুরে॥ ১৮
পণ্ডিত বিহনে যেমন, সভার শোভা নাই।
দিনমণি ভিন্ন যেমন দিনের শোভা নাই॥ ১৯
রাজ্যের শোভা নাই যেমন, নরপতি বিনে।
ব্রাহ্মণের শোভা হয় না যেমন যজ্ঞোপবীত
বিহনে॥
সরোবর কি শোভা পায় সলিল যদি না থাকে
বিদ্যাহীন পুরুষের শোভা নাই যেমন
ভূলোকে॥
দেবী না থাকিলে যেমন মণ্ডপের
শোভা হয় না!
সুপুত্র বিনে যেমন, বংশের শোভা হয় না॥ ২২

নিশির শোভা হয় না যেমন, শশধর বিনে।
তেমনি বৃন্দাবনচন্দ্র ভিন্ন,শোভা নাই বৃন্দাবনে
আছেন দাঁড়ায়ে উদ্ধব, যেখানে মাধব,
থাকিতেন মাধবীতলে।
দেখে, দ্রুতগামিনী, এক কামিনী,
গিয়ে কমলিনীকে বলে ॥ ২৪
পড়ে, কেন ধরাতল, বাঁধ গো কুন্তল,
গা তোল গা তোল প্যারি!
আর, কেন গো কাতর, দেখে এলাম তোর,
এসেছে মনচোর হরি ॥ ২৫

* * *

খাম্বাজ—একতালা।

রাই! চল চল যাই সকলে।
হবুতে দুঃখার্ণব, এসেছেন মাধব,
দেখ্‌লাম দাঁড়ায়ে মাধবীতলে ॥
শোক সম্বর গো প্যারি! অম্বর সম্বর,
ঐ দেখ, এসেছেন তোর পীতাম্বর,
শির করতলে, বিগলিত কুন্তলে!
কেন প'ড়ে ধরাতলে! (ঘ)

* * *

উদ্ধব-আগমনে বৃন্দাবনের প্রফুল্লতা।

উদ্ধবে মাধবে প্রভেদ,অবয়বে নাই ভেদাভেদ
যেন ব্রজের হরি ব্রজে দেখে উদয়।
হয়, নব-শাখা তরুবরে, সলিল পূর্ণ সরোবরে,
করে রব পিকবরে যেন বসন্ত সময় ॥ ২৬
বসে অলিদলে শতদলে সুখে,
নৃত্য করে সারী শুকে,
পশুপক্ষী সকলে সুখে, করে রব গৌরবে।
যেন, হলো কৃষ্ণের আগমন,
প্রফুল্লিত সকলের মন,
মোহিত হলো বৃন্দাবন, ফুলের সৌরভে ॥ ২৭
হেথায়, ছিলেন রাই ধরাতলে,
গোপিনী যখন ধ'রে তুলে,
বলে,—মাধবীতরুর তলে,দেখে এলাম কেশবে
শুনে রাধার নয়ন ভাসে,
কত মিনতি-ভাষে ভাষে,
কাজ কি আর ও সম্ভাষে, ভাষে আর সবে!

আর পাব কি দীনবান্ধবে, ক'রে দীন বান্ধবে,
গিয়ে ব'ধে মথুরার ধবে, পেয়েছেন বৈভব।
লয়ে ব্রজের শ্রী হরি, করেছেন শ্রীহরি,
আর কি আমার শ্রীহরি আসার সম্ভব ॥ ২৯
বলে, রাই নয়ন গলে, শুনে গোপী করযুগলে
বসন গলে দিয়ে বলে সত্য।
প্রবঞ্চনা করি নাই, গোকুলে এসেছে কানাই,
বৃন্দাবন অসুখী নাই, সেইরূপ চিত্ত মত্ত ॥ ৩০
হরি দিয়েছেন ব্রজের গৌরব,
হয়েছে ফুলের সৌরভ,
পশু পক্ষী করিছে রব, নীরব গোকুলে নাই।
রাই দেখে শুনে গোকুলের ভাব,
ভাবের কিছু অনুভাব,
ভব-ভাবিনী ভাবেন এ ভাব,
কি ভাব দেখ্‌তে পাই ॥৩১
এক ভাবেন এসে নাই শ্যাম,
আবার ভাবেন ঘনশ্যাম,
ব্রজধাম না এলে,—এ সব কি শুনি!
এত ভাব অন্তরে, বৃন্দেরে কন সকাতরে,
চল যাই সত্বরে, হেরি গে চিন্তামণি ॥ ৩২

* * *

সুরট-মল্লার—ঝাঁপতাল।

হরি, হেরিতে হরি-সোহাগিনী,
চঞ্চল-চরণে চলে,
যেন মত্তা মাতঙ্গিনী রঙ্গিণী ভূমণ্ডলে ॥
গগন হ'তে শশী যেন উদয় আসি ভূতলে,
সখীগণ যেন তারা, ঘেরিল তারা সকলে;—
হৃদে কাতরা, গমনে ত্বরা,
ভাসে আঁখি-তারা জলে ॥
রাধার চরণতল-কিরণ, যেন তরুণ অরুণ,
নখে দশখণ্ড শশী আছে পদ-কমলে,—
দাশরথি কহিছে, যখন মুদিব আঁখি-যুগলে,
হৃদয়-পদ্মে যেন দেখি, ও-পাদপদ্মযুগলে,
তবে কি আর ভয় ভবে কালে, সে কালে ॥(ঙ)

* * *

মাধবী তরুতলে রাধিকার গমন।

কুঞ্জ হ'তে যান যখন কুঞ্জরগামিনী।
ভূমে উদয় হয় যেন শত সৌদামিনী ॥ ৩৩
হরিনাম ধ্বনি ক'রে সব ধনী,
হরি যায় দেখিতে।
সঙ্গে সঙ্গিনী শ্যাম-সোহাগিনী,
প্রেম-ধারা আঁখিতে ॥ ৩৪
নাই, বিশ্রাম রাধার, ভব-মূলাধার,
দেখিবার জন্যে।
ভানু-শশি-বন্দিনী, ভানুজ-ভয়হারিণী,
বৃকভানু রাজকন্যে ॥ ৩৫
ভবের সম্পদ, যে যুগলপদ,
কুশাঙ্কুর বাজে সে পদে।
করেছিলেন পূজ্যমান, সেধে ভগবান্
ধরেছিলেন যে পদে ॥৩৬
হ'তেছে নির্গত, বিন্দু বিন্দু রক্ত,
যেন অলক্ত শোভা পায় পায়।
সেই, শ্রীহরি ভিন্ন, যেন ছিন্ন,
প্রমদায় প্রেম দায় ॥ ৩৭
নাই, সুমধুর হাস্য, মলিন আস্য,
ম্লান যেন শশধরে রবে।
দেখেন,—দাঁড়ায়ে উদ্ধব,
বলেন,—এ নয় মাধব,
ওরে কি শ্রীধরে ধরে ॥ ৩৮
কেন সখি ! উদ্ধব, ব'লে এ কেশব !
প্যারীর ত বারি নয়ন-যুগলে গলে।
দেখে রাধার ভাব, না বুঝে সে ভাব,
শাসিল প্রবলে বলে ॥ ৩৯
হরি ছিলেন প্রতিকূল, হলেন অনুকূল,
আজ যদি গোকুলে !
হলো যে মঙ্গল, কেন অমঙ্গল,—
বারি নয়ন-যুগলে গলে ॥ ৪০
শুনে, কন প্যারী, কৈ মধুপুরী—
এসেছেন পরিহরি হরি।
সেই অবয়ব, এত নয় মাধব,
দেখে ওরে ভ্রমায় মরি ॥ ৪১

* * *

ভৈঁরো-ললিত—একতালা।

কও কিরূপ ঐ বিশ্বরূপ !
আছে সে রূপের বিভিন্ন।
শ্রীধরের শ্রী ধরে,—ধরায় ধরে কি, সই ! অন্ন !
সে রূপ হেরে, মনকে ঘিরে,
সখি ! করে গো আচ্ছন্ন,
চিন্তামণির হৃদে শোভে
ভৃগুমুনির পদচিহ্ন ॥ (চ)

* * *

উদ্ধবের সহিত বৃন্দার কথা।

তখন, শুনি বাক্য কিশোরীর,
বৃন্দের শিহরিল শরীর,
নিরখিল শ্যাম সে ত নয় !
মনেতে বিচার করি, শ্রীরাধার কিঙ্করী,
বিনয় করি উদ্ধবেরে কয় ॥ ৪২
কে তুমি কোথায় ধাম, এসেছ হে ব্রজধাম,
রাধার গুণধাম অবয়ব সব।
ক'রে তোমার দৃশ্য রূপ, ঠিক যেন হে বিশ্বরূপ,
কিন্তু নও কেশব ! ৪৩
শুনিলে কন উদ্ধব, মাধব নই—আমি উদ্ধব,
পাঠালেন জগতের ধব, আমারে গোকুলে।
কেমন আছেন ব্রজবসতি,
সঙ্গিনী আদি রাধা সতী,
মগ্ন আছেন শ্রীপতি, সদা শোকাকুলে ॥ ৪৪
বৃন্দে, শুনিলে উদ্ধবের বচন,
বারি-পূরিত দু'নয়ন,
বলে, প্যারীকে কি পদ্মলোচন করেছেন মনে
দেখ, ব্রজের বসতি সব, ছিন্ন ভিন্ন যেন শব,
হ'য়ে আছি সবে শব, সেই কেশব বিনে ॥ ৪৫
ক'রে গিয়াছেন যে দুর্দশা,
দেখ উদ্ধব ! ব্রজের দশা,
দশম দশা* হ'তে রাধার কত দশা হলো।
দীনবন্ধু ক'রে দীন, গিয়েছেন যেই দিন,
অন্ধকার নিশি দিন, সুদিন ফুরাল ॥ ৪৬

* * *

* দশম দশা—মৃত্যু।

বিভাস—ঝাঁপতাল।
হেরি অন্ধকার, হে উদ্ধব।
ব্রজের ধব মাধব বিনে।
অক্রুর হ'রে লয় যে দিন দীনবন্ধুকে,
দিন গিয়ে সে দিন, নিশি হয়েছে আজি দিনে।
তারানাথের নয়নতারা, হারায়ে কাতরা,
গোপদারা সবে বৃন্দাবনে,—গেছে নয়নতারা,
তারার তারাকারা ধারা,তারা-আরাধনের ধনে,
না হেরে নয়নে॥ (ছ)

* * *

শুনে, উদ্ধব কন যেমন রাই,
মাধব কাতর ঐ ধারাই,
'রাই রাই' ভিন্ন নাই মুখে।
কমল-নেত্রে শতধার, ভব-নদীর কর্ণধার,
মগ্ন আছেন শ্রীরাধার,—বিচ্ছেদের দুঃখে॥
শুনে, বৃন্দে বলে, শ্যাম সখা!
হারা হয়ে শ্যাম সখা,
ললিতে আদি বিশখা, আছি সকলে ক্ষুণ্ণ।
জ্ঞান নাই মোদের পূর্ব্বোত্তর,না করিলে উত্তর,
প্রত্যুত্তরে হই কই উত্তীর্ণ? ৪৮
ব্রজে পাঠান তোমায় সম্ভব,
যা পেয়েছেন বৈভব,
রাজরাণীও অসম্ভব, হয়েছে মনোমত।
তাঁর গোকুলের সংবাদ লওয়া,
রোগীর যেমন ঔষধ খাওয়া,
বেগারের পুণ্যে গঙ্গা নাওয়া,
মনে নয় সম্মত॥ ৪৯
কংসেরে করি নিধন, পেয়েছেন রাজ্যধন,
কৃষ্ণধন আর কি গোধন, চবাবেন গোকুলে?
যা হউক একটী শুধাই উদ্ধব!
বিচারপতি কেমন মাধব?
হয়েছেন মথুরার ধব, শুনি সে সকলে॥ ৫০
বিদ্যা বুদ্ধি জানি সকল,
লেখা পড়ায় যেমন দখল,
জিজ্ঞাসিলে কথা, ককিয়ে উঠে শ্যাম।
ছিল, রাখাল লয়ে গলাগলি,
সরস্বতীর সঙ্গে দলাদলি,
ও বিষয়টা গালাগালি বিদ্যায় গুণধাম॥ ৫১

লোকের, শৈশব কালে হাতে খড়ি,
তাঁর হাতেতে পাঁচন-বাড়ী,
দিয়াছিল তাই বাড়াবাড়ি,
কেবল গোরুর জানেন ভাল যত্ন।
করেছেন গোঠে মাঠে হাঁটাহাটি,
বাথানে তাঁর চতুষ্পাঠী,
গোচিকিৎসায় পরিপাটী, ঐ বিদ্যায় ন্যায়রত্ন॥৫২
শ্রীরাধার মানে দাসত্ব খৎ, শ্যাম তায় দস্তখৎ,
করতে কত নাকে খৎ, দিয়াছেন কুঞ্জবনে।
যদি, এখন হয়েছেন ধনী,
কি ক'রে চালান রাজধানী,
কেমন বিচার করেন শুনি,ব'সে সিংহাসনে॥৫৩

* * *

সুরট-খাম্বাজ—কাওয়ালী।
শুনি কি বিচার করলেন শ্রীহরি।
তবে কোন্ বিচারে মরে কিশোরী;—
অচেতন্য জ্ঞান শূন্য, দিবা শর্ব্বরী॥
এই কি তার হ'লো বিচার,
গোকুলে করিলেন প্রচার,
সঁপিলাম মন কুলাচার পরিহরি!
জগৎ ব্রহ্মাণ্ড যার, ক'রে যায় ভৃত্যাচার,
সে বিচার-পতির এক অবিচার;—
হলো রাধার কি পাপাচার?
তার উপরে অত্যাচার,
কৃপণাচার করলেন ব্রজে কুঞ্জবিহারী। (জ)

* * *

আবার নিন্দে শ্রীগোবিন্দ,
কহেন উদ্ধবে বৃন্দে,
হরির করিলে নিন্দে, অধোগতি হয়।
যা করেছেন শ্রীনিবাস,
নিন্দিলে হয় নরকে বাস,
কিন্তু 'দোষা বাচা গুরোরপি'
শাস্ত্র-মতে কয়॥ ৫৪
বৃকভানু রাজার কন্যে,
জগৎপূজ্যা ত্রিলোক-মান্যে,
তারে ক'রে দিলে দৈন্যে, কুব্জার প্রেমে বাঁধা।
যে রাধার জন্যে হরি, গোলোকপুরী পরিহরি,
ব্রজে হয়ে নরহরি, নন্দের বয়েছেন বাধা॥ ৫৫

নামে যাঁর বিপদ হরে, যে নাম কর্ণ-কুহরে,
শুনিলে জীবের দুঃখ হরে, ভব-নদীর কূলে।
যাঁর, বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত চরণ,
যাঁর পদ করিয়ে স্মরণ,
কাল* কর্‌ছেন কাল-হরণ, শ্মশানে বিহ্বলে ॥৫৬
দেখ, ত্রিলোক-পবিত্রকারিণী,
যমালয়-গমন-বারিণী,
সুরধুনী যে পদে জন্মেছে।
ব্রহ্মপদ ইন্দ্রপদ, তুচ্ছ হয় এ সম্পদ,
এ সব পদ, জ্ঞান হয় আপদ,—
শ্যাম-পদের কাছে ॥ ৫৭
দেখ, ব্রত যাগ যজ্ঞ ক'রে,
ফল যারে সমর্পণ করে,
সে যদি নীচ কর্ম্ম করে,
তারে বলিতে কি দোষ?
যখন ছিলেন শ্যাম ব্রজধামে,
রাই থাকিতেন শ্যামের বামে,
ভক্তের মনে কোন ক্রমে,
হ'ত না অসন্তোষ ॥ ৫৮
ধরায় দেবালয় করে যারা,
ব্রজের ভাব ঠিক করে তারা,
কুব্জা কৃষ্ণ কোন ভক্তেরা,
স্থাপিত ক'রেছে কি কোন দেশে?
দিয়ে রাধা-লক্ষ্মী বন-বাস,
কোন্ লাজেতে শ্রীনিবাস,
কুব্জায় লয়ে কচ্ছেন বাস,
রাষ্ট্র দেশ-বিদেশে ॥ ৫৯

* * *

সুরট—কাওয়ালী।

ও ভাবে কি হয় ভক্তের মোহিত মন!
সে যে ভাব, সব অভাব এখন কি ভাবে—
কুব্জার ভাবে আছে মন্মথমোহন।
ব্রজের ভাবটী কেবল ভক্তের হাটে বিকায়,
যে ভাব ভাবিলে শঙ্কায় শমন
অন্তরে গিয়ে লুকায়,
ভবের ভাবনা যায়, জীবের সকায়—
গোলোকেতে হয় গমন ॥ (ঝ)

বৃন্দে যত প্রবলে বলে,
শুনে উদ্ধব কাতরে বলে,
ভক্তাধীন তাঁয় বেদে বলে, জান ত সহচরি!
তিনি ভক্তি পান যার তার,
কি রাজার কি প্রজার?
শুধু নয় কুব্জার প্রেমে বাঁধা হরি ॥ ৬০
ভক্তজন্য বিশ্বরূপ, ধরায় ধরেন নানারূপ,
বরাহ-আদি নৃসিংহরূপ, হইয়ে বামন।
হেথা, নন্দের বাধা লয়েছেন শিরে,
সে রাধারমণ ॥ ৬১
তাই, করেছিল ভক্তি-সাধন,
তাতেই বটে ভবারাধ্য ধন,—
বাধ্য হ'য়ে দিয়েছেন বন্ধন, কুব্জার প্রেমডোরে
শুনে বৃন্দে বলে,—উদ্ধব! তাতেই দীনবান্ধব
হয়েছেন কুব্জার ধব, গিয়ে মধুপুরে ॥ ৬২
কিছু, যা ছিল অন্তরে ভক্তি,
শুনে জন্মিল অভক্তি,
উক্তি বেদের—ভক্তিপ্রিয় মাধব বটে!
এ যে, শুধু নয় তার ভক্তিভাব,
তার স্বভাবগুণে অনুভাব,
দেখে, ভাবের প্রাদুর্ভাব,ভাব-ভক্তি চটে ॥৬৩
যদিও, ছিলেন পরম পবিত্র,
স্থান বিশেষে অপবিত্র—
রয়েছেন ত্রিলোক-পবিত্র, ত্রিলোচনের ধন।
যখন,ব্রজে ছিলেন নিরঞ্জন, ভবের কালভঞ্জন,
ভবের ভবারাধ্য ধন ॥ ৬৪
যদি, ভগীরথ-খাদে থাকে বারি,
সেই বারি কলুষ-নিবারী,
স্পর্শমাত্র করিলে বারি, সবারি পাপ-ক্ষয়।
সেই বারি কোনরূপে, প্রবেশ যদি হয় কূপে,
পরশ করিলে কোনরূপে,মান্য নাহি হয় ॥ ৬৫
হরি যারে তোলেন শিরে,
সেই অতুল্য তুলসীরে,
ক'রে সচন্দন মুনি ঋষিরে, ইষ্ট সাধন করে।
যদি, সেই তুলসী যবনে তুলে,
অপবিত্র ব'লে ভূতলে,
টেনে ফেলে দেয়—কেউ না তুলে,
বিষ্ণুর মন্দিরে ॥ ৬৬

---

* কাল—মহাকাল অর্থাৎ মহাদেব।

খাম্বাজ—পোস্তা।

দেখে সেই হরির ভক্তি, হরিভক্তি যায় চটে।
ত্যজিয়ে পদ্মের মধু মনঃপূত হ'ল চিটে॥
কুব্জা কংসের দাসী, তাতে তার মন উদাসী,
লক্ষ্মী যার চিরদাসী,
থাকতে চরণের নিকটে॥ (ঞ)

* * *

উদ্ধবের নন্দালয়ে গমন।

শুনে, উদ্ধব বলে, ব্রজের প্রতি,
আছে ব্রজনাথের প্রীতি,
এথা তোমরা সম্প্রতি, কর ধৈর্য্যাবলম্বন।
ব্রজপুরী পরিহরি, তিলার্দ্ধ নন শ্রীহরি,
পাদমেকং ন গচ্ছতি, ছাড়া নন বৃন্দাবন॥৬৭
তখন, গোপীগণে আশ্বাসিয়ে,
নয়ন-জলে ভাসিয়ে,
নন্দালয়ে প্রবেশিয়ে, দেখিছেন উদ্ধব।
কাঁদিছেন উপানন্দ, অন্ধ হ'য়ে আছেন নন্দ,
ঘটাইয়ে ঘোর বিবন্ধ, গিয়েছেন মাধব॥ ৬৮
আবার, দেখেন নন্দরাণীর,
দু'নয়নে বহিছে নীর,
নীরদবরণ নীলমণির,—শোকে সকাতরা।
কেবল বলে, কি এলি গোপাল!
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ রে গোপাল!
আবার, দেখেন প'ড়ে গোপাল,
ঊর্দ্ধমুখে তারা॥ ৬৯
শ্রীদাম-আদি রাখাল সব,প্রাণবিহীন যেন শব,
কেবল ডাকে এলি কেশব, সবারি শবাকার।
দেখিয়া ব্রজের ভাব, যে দশা বিনা কেশব,
যত ব্রজবাসী সব, করে হাহাকার॥ ৭০
তখন, ধীরে ধীরে যান উদ্ধব,
দেখে যশোদা বলে।
এলি মাধব, তোর শোকে গোকুলের সব,
প'ড়ে ধরাতলে॥ ৭১
যেন, মৃত দেহে পেয়ে প্রাণী,
মাধব ব'লে উদ্ধবে রাণী,
কোলে করি, আয় নীলমণি!
ডাক দেখি মা ব'লে॥ ৭২

ঝিঁঝিট-মধ্যমান—ঠেকা।

যদি, এলি গোপাল! আয় কোলে করি।
অভাগিনী জননীরে কেমনে ছিলে পাসরি॥
অন্ধ হ'য়ে আছে নন্দ, ঐ দেখ প'ড়ে উপানন্দ,
তোর শোকে গোবিন্দ! আমার,
নিরানন্দ নন্দপুরী॥ (ট)

* * *

উদ্ধবের মথুরা-যাত্রা।

তখন, কেঁদে কয় উদ্ধব,
মাধব নই—আমি উদ্ধব,
মাধব-দাস বাস মথুরাতে।
দিয়াছেন অনুমতি বিপদ্‌বারী,
তত্ত্ব ল'তে তোমা সবারি,
শুনি, রাণীর নয়নের বারি, পতিত ধরাতে॥৭৩
পরে, চৈতন্য পাইয়ে রাণীব,
অনিবার নয়নে নীর,
বলে,তুই এলি নীলমণির জননীর তত্ত্ব নিতে?
এই যে ছিল বৃন্দাবন,
কেবল মাত্র আছে জীবন,
হারা হ'য়ে জীবনের জীবন, পড়ে ধরণীতে॥৭৪
ঐ দেখ প'ড়ে উপানন্দ,অন্ধ হয়ে আছেন নন্দ,
সকলেতেই নিরানন্দ, স্পন্দন রহিতে।
শ্রীদামাদি রাখালগণে, জ্ঞানশূন্য অঙ্গনে,
প'ড়ে সব গোধনগণে, প্রমাদ গণিতে॥ ৭৫
নাহি খায় তৃণ জল, নয়নে ঝরিছে জল,
জলদ-বরণ বিনে জল, কেউ দেয় নাই মুখে।
উঠিবার ক্ষমতা নাই, কারু দেহে মমতা নাই,
কেউ মমতা করে এমন নাই,
কানাই বিনে এ দুঃখে॥ ৭৬
না হয়, অক্রুর তারে হরিল,
সে কেমনে পাসরিল,
জনক জননী বধ করিল পাষাণ-হৃদয় ছেলে।
পেয়েছে রাজ্য মধুপুর, সেই বা পথ কতদূর?
কেমনে নিষ্ঠুর ক্রুর, মায়ে রয়েছে ভুলে? ৭৭

* * *

খাম্বাজ—যৎ।

আর কত দিন, মায়ার অধীন,
হয়ে রব বৃন্দাবনে।
কেঁদে গেছে নয়ন-তারা,
সেই অন্ধের নয়ন-তারা,
হারা হ'য়ে তারা-আরাধনের ধনে॥
যায় বিদরয়ে হিয়ে, সে চাঁদবদন চাহিয়ে,
কে দিবে ক্ষীর সর নবনী;—
ক্ষুধার সময় হ'লে, সহিতে নারে,
ভাসে নয়ন-জলে
বেদন অন্যে কি জানিবে, এই—
অভাগিনী বিনে? (ঠ)

* * *

এইরূপ নন্দরাণীর, নয়নে বহিছে নীর,
চিন্তামণির শোকের কারণ হ'যে।
কভু বক্ষে হানে কর, কভু প্রসারি দুই কর,
কভু কয় যোড় কর,—ধর নবনী কর
পাতিয়ে॥ ৭৮
হারা হয়েছে বাহ্য জ্ঞান,
দেখি উদ্ধব বিধিবিধান,
প্রবোধবচনে শান্ত করি।
প্রণমিয়ে যশোদায়, গোকুল হ'তে বিদায়,
হয়ে গিয়ে মথুরায়, হরিকে প্রণাম করি॥ ৭৯
বলে, ত্রিলোকের নাথ! গোকুল ক'রে অনাথ,
শ্রীনাথ বিহনে তারা সব।
প্রাণ মাত্র আছে দেহ, যদি দরশন দেহ,
থাকে—দেহ হয়েছে শব কেশব!॥ ৮০

* * *

আলিয়া—মধ্যমান। ৫

কি দেখিলাম কেশব! ব্রজবাসী সব,
শবপ্রায় সব প'ড়ে ধরাসনে!
জীর্ণ শীর্ণ ছিন্ন ভিন্ন, জ্ঞান-বিভিন্ন তোমা ভিন্ন,
হয়ে আছে বৃন্দাবনে॥
গোকুল আঁকুল গোকুলচন্দ্র হয়ে হারা,
শুন ওহে তারানাথের নয়ন-তারা!
তারায় বহে যার, তারাকারা ধারা,
জ্ঞান নাই আর,—বাঁচে কত তারা,
নয়নতারা বিনে॥
মা যশোদা সদা করে লয়ে সর,
ডাকেন গোপাল গোপাল ক'রে উচ্চৈঃস্বর,
একবার গুণেশ্বর, হয় না অবসর,
আসিবার রে!—
ধর ধর সর তোর দিই চন্দ্রাননে॥ (ড)

উদ্ধব-সংবাদ সমাপ্ত।

রুক্মিণী-হরণ।

দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন জন্য নারদ মুনির আগমন।

লেপন সর্ব্ব কায়, গঙ্গা-মৃত্তিকায়,
স্মরিয়া শ্রীরাধারমণ।
শ্যাম জলদ-কায়, দেখিতে দ্বারকায়,
নারদ ঋষির গমন॥ ১
লোক রাগাইতে, দ্বন্দ্ব লাগাইতে,
দণ্ডে শত দেশে যান।
বাজায়ে দোকাটি, গমন একাটি,
দ্বারকায় অধিষ্ঠান॥ ২
প্রণমিল মুনি, প্রভু চিন্তামণি,—
চরণ-সরোজে আসি।
মুনি আগমনে, আনন্দিত মনে,
সহ কৃষ্ণ পুরবাসী॥ ৩
হেরি দ্বারকার, পুরী চমৎকার,
নির্ম্মাণ মণি-মাণিকে।
মুনি কন,—এ সব, কেন হে কেশব!
কার জন্য অট্টালিকে? ৪
গ্রহরূপী হরি, অনুগ্রহ করি,
কর নিবেদন গ্রহ।
গৃহে নাই ভার্য্যে, আছ কি সৌভার্য্যে,
যথারণ্য তথা গৃহ॥ ৫
ভক্তি নাই তার ভজন, অগ্নি নাই তার ভোজন,
শক্তি নাই তার রাগ।
মান নাই তার সজ্জা, জাতি নাই তার লজ্জা,
ঘৃত নাই তার যাগ॥ ৬

পক্ষী নাই তার খাঁচা, সুখ নাই তার নাচা,
প্রাণ নাই তার দেহ।
দ্রব্য নাই তার মাচা, রূপ নাই তার নাচা,
গৃহী নয়, তার গৃহ ॥ ৭
শীঘ্র হয়ে কৃতী, কর হে নিষ্কৃতি,
প্রকৃতি আন হে বামে।
যুগল-মিলন, রূপ অতুলন,
হেরিব দ্বারকাধামে ॥ ৮
কর মনোযোগ, করি যোগাযোগ,
তবে শুভযোগ জানি।
শুনে মনঃপ্রীতি, নারদের প্রতি,
শ্রীপতি কহেন বাণী ॥ ৯
হ'ল প্রয়োজন, কর আয়োজন,
সর্ব্বজন ইহা বলে।
শুনি মুনিবর, প্রভু পীতাম্বর,-
পদে প্রণমিয়ে চলে ॥ ১০

* * *

শ্রীকৃষ্ণ-বিবাহের আয়োজন জন্য নারদ মুনির যাত্রা,—বীণায় হরিগুণ গান।

সাজিল মুনি সত্বরে, কৃষ্ণ-বিবাহের তরে,
তুলে পঞ্চস্বরে বীণার তান।
দীনের দিন রাখ রে বীণে!
দিন গেল রে দিনে দিনে,
এত বলি বীণাকে বুঝান ॥ ১১
তোর জোরে যমে ভাবি নে,
তো বিনে নাই বন্ধু, বীণে!
বিনে সুখে, সুখে কাল কাটাই রে!
যা করেছ ভাই নবীনে, এখন প্রবীণে বীণে!
কৃষ্ণ বিনে আর মুক্তি নাই রে! ১২
তন্ত্রমত কর তন্ত্র, যন্ত্রণা ঘুচাও যন্ত্র!
দেহ-যন্ত্রে যন্ত্রী যেই জন।
গুন্ গুন্ তুলিয়ে তান, তাঁরি গুণ ক'রো গান,
কি গুণ অনিত্য আলাপন ॥ ১৩
বীণে! জানো বহু রাগিণী রাগ,
যে রাগে থাকে বিরাগ,
তায় কি প্রয়োজন রে!
সেই রাগে তো অনুরাগ,
যে রাগে ঘটে বৈরাগ,
প্রয়াগ-গমনে বাঞ্ছা মন রে! ১৪
গেল দিন ত নবরাগে, কামাদি বিপক্ষ-রাগে,
রাগে রাগে আছেন দয়াময় রে!
চল রাগ আলাপন করি,
যে রাগ তুলিলে হরির,—
রাগ-ভঞ্জন হয় রে! ১৫
মূল কথা শুন মন দিয়ে, মূলমন্ত্র মিশাইয়ে,
মূল-তান আলাপ কর ভাই রে!
চল সিন্ধু আলাপিয়ে, কৃপাসিন্ধুর নাম দিয়ে,
ভবসিন্ধু পার যাহাতে পাই রে! ১৬
চল কল্যাণ আলাপ করি,
যাতে কল্যাণ করেন হরি,
কল্যাণ,—গমন-অন্তে হয় রে!
জপ জয় জয় জলদকান্তি, মিশাইয়ে জয়জয়ন্তী,
কর অন্তে যমকে পরাজয় রে! ১৭
মল্লারে আইসে জল, মেঘের জলে কি ফল!
কৃষ্ণগুণ গাও রে মল্লারেতে!
যেন, হৃদয়-মাঝারে হন, উদয় কৃষ্ণ নবঘন,
প্রেম-জল ঝরে নয়ন-পথে ॥ ১৮
চল অহং ছাড়ি অহং আলাপি,
বল, 'কৃষ্ণ! অহং পাপী!
কাতর অহং কুরু মোরে ত্রাণ!'
শুনে বীণা বিনাইয়ে, ক অক্ষর বর্ণাইয়ে,
কাতরে কৃষ্ণের গুণ গান ॥ ১৯

* * *

সুরট—ঝাঁপতাল।

কিং ভবে,কমলাকান্ত! কালান্তে কাল-করে।
কুরু করুণা—কাতর কিঙ্করে, কৃষ্ণ কংসারে!
ক্রিয়াবিহীন-কুমতি-কৃত পাতকিকুল-নিস্তারে।
কেশব করুণাসিন্ধু কলি-কলুষ-সংহারে ॥
ওহে, কুলবিহীন-কুল!
কুলকামিনী-কুলহরকান্তে!
কালিয়-ফণি-কাল, কালবরণ! কাল নিবারে!
কম্পে কায়া কামাদি কজন কুজনব্যবহারে।
কাতরোঽহং রক্ষ, কমলাক্ষ! দাশরথিরে ॥ (ক)

* * *

নারদ মুনির বিদর্ভ নগরে গমন।

চলেন মুনি চিন্তামণি গুণগান ক'রে।
ভীষ্মক ভূপতি রাজ্যে বিদর্ভ নগরে ॥ ২০
সভায় সবার মধ্যে ভূপতি বিহরে।
শুনিল ঐ কৃষ্ণ নাম শ্রবণ-কুহরে ॥ ২১
রাজা বলে, যদি ঐ কৃষ্ণ আমায় কৃপাদৃষ্টে চান
আমার রুক্মিণী কন্যা তাঁরে করি দান ॥ ২২
অন্তঃপুরে রুক্মিণী শুনিয়ে ঐ ধ্বনি।
মুনির বীণা শুনি যেন মণিহারা ফণী ॥ ২৩
অমনি রমণী মধ্যে হলেন অধরা।
তারাকারা ধারায় ভাসিল নয়ন-তারা ॥ ২৪
ধনীর, দূরে গেল অঙ্গরাগ.প্রেমে অঙ্গ ঢল ঢল
চঞ্চল চকিত মন, দুটী চক্ষু ছল ছল ॥ ২৫
ভাবেন সতী, কৃষ্ণ পতি, যদি আমার ঘটে।
জন্ম সফল, কর্ম্ম সফল, তবে আমার বটে ॥ ২৬
ফলিবে কি অদৃষ্টে আমার,
মিলিবে কৃষ্ণ-করে কর।
পিতা কি আমারে আনি দিবেন পীতাম্বর বর ॥
কি হৈল কি হৈল, সখি! হায় কোথা যাব।
প্রাণ হারাইলাম সখি! প্রাণ কোথায় পাব? ২৮

* * *

লুম-ঝিঁঝিট—যৎ।

মধুর, কৃষ্ণধ্বনি কে শুনায় গো সই!
গেলো, প্রাণ তো গৃহের প্রান্তভাগে—
আমি ত আর আমার নই ॥
নাম শুনে যার আঁখি ঝোরে,
বিধি যদি মিলায় তারে, সই—গো!
রাখি হৃদয়-মাঝারে তারে,
রাঙ্গা পায়ের দাসী হই ॥
হবে কি মোর শুভাদৃষ্ট, হবে চণ্ডীর শুভ দৃষ্ট,
সই গো! আমায় দিয়ে কৃষ্ণ—মনোভীষ্ট,
পুরাবেন কি ব্রহ্মময়ী! (খ)

* * *

নারদমুনির রুক্মিণীদর্শন ও ঘটকালী।

দ্রুতগতি দেব-ঋষি, রাজার সভায় আসি,
আশীর্ব্বাদ করেন রাজনে।
ভীষ্মক মানিয়া ভাগ্য, যত্নে দিয়া পাদ্য অর্ঘ্য,
প্রণাম করিল শ্রীচরণে ॥ ২৯
মুনি কন, নৃপমণি! তব তনয়া রুক্মিণী,
রূপের তুলনা ভগবতী।
যদি, রাখ বাক্য নৃপবর! এ কন্যার যোগ্য বর,
যজ্ঞেশ্বর দ্বারকার পতি ॥ ৩০
পাত্র বুঝে কন্যা দিবা,কিং ধনে কিং কুলেন বা,
পাত্র-দোষে শ্রেয় নহে কাজ।
আছে, ত্রিভুবন দেখা মম,
সুপাত্র নাই তাঁর সম,
পুরুষেষু বিষ্ণু মহারাজ ॥ ৩১
শুনিয়ে মুনির বাক্য, অমনি হইল ঐক্য,
ভাবিছেন ভূপতি অন্তরেতে।
করেছিলাম যে বাসনা, সে বাসনা শবাসনা,
পূর্ণ করি দিলেন হাতে হাতে ॥ ৩২
এত কৃত পুণ্য ছিল, বিধি কি বিক্রীত * হৈল
আমার নিকটে † আহা মরি!
রাখ বাক্য মুনিরাজ, কি কাজ আর কালব্যাজ,
বাসনা পূরাও শীঘ্র করি ॥ ৩৩
তখন, শুভ লগ্ন শুভ বারে,
রুক্মিণীরে দেখিবারে,
অন্তঃপুরে নারদের গমন।
সাজাইতে রাজকন্যা, এলো যত কুলকন্যা,
নগরবাসিনী নারীগণ ॥ ৩৪
ত[illegible] নব-সুন্দরী, সুন্দর সুচিত্র করি,
অলক্ত পরান রাঙ্গা পায়।
নখচন্দ্রে কোটি মার, যেন শশী পূর্ণিমার,
খণ্ড খণ্ড পড়িছে ধরায় ॥ ৩৫
মায়ে দিল হরিদ্রা গায়, মালিনী মালা যোগায়,
খোপায় চাপায় ঘেরে সখা!
যথাযোগ্য সাজায় গাত্র, কজ্জলে উজ্জ্বল নেত্র,
সীঁতায় সিন্দূর মাত্র বাকী ॥ ৩৬
এক ধনী করি প্রবেশ, বিনাইয়া বেণী বেশ,
হৃষীকেশ-রাণীর কেশ বান্ধে।
লক্ষ্মীর সুসজ্জা দেখি, দ্বিলক্ষ যোজনে থাকি,
সরমে শরচ্চন্দ্র কান্দে ॥ ৩৭

---

* বিক্রীত পাঠান্তর—সদয়।
† নিকটে পাঠান্তর—অদৃষ্টে।

সখীগণ সঙ্গে করি, গমন নিন্দিত করী,
হরিষে হরি স্মরণ করিয়া।
ভীষ্মক-রাজনন্দিনী, বিশ্বজন-বন্দিনী,
দেখা দেন নারদেরে গিয়া ॥ ৩৮
নারদ বলে দিব্য বর্ণ, দিব্য নাসা দিব্য কর্ণ,
সুবর্ণপ্রতিমা ত্রিলোকধন্যা।
কোমল কক্ষ কোমল বক্ষ, দীর্ঘকেশী কমলাক্ষ,
লক্ষ্মীর লক্ষণা বটে কন্যা ॥ ৩৯
লোমশী উচ-কপালী মেয়ে,
খড়্গা-নাসা খড়ম-পেয়ে,—
হ'লে পতির অমঙ্গল ঘটে।
তা নয় ইঁহারে ধরি, মেয়ে ত্রিলোকসুন্দরী,
বাহ্য লক্ষণ সকলি ভালো বটে ॥ ৪০
একবার হাঁ কর মা, চন্দ্রমুখি!
তোমার দন্তের তদন্ত দেখি,—
তবে নারদ ক্ষান্ত হইতে পারে।
শুনি লক্ষ্মী করেন হাস্য, নারদের হৈল দৃশ্য,
দেখি দন্তে মুক্তাহার হারে ॥ ৪১
রমণী-মাঝে নারদ কয়, মেয়ের কিছু মন্দ নয়,
কিন্তু একটী বলি তোমাদের কাছে।
সকলি ভাল চলিলাম দেখে,
কিছু কিছু মা লক্ষ্মীকে—
চঞ্চলা চঞ্চলা ভাব লাগে ॥ ৪২
ইনি, স্থির হবেন না এক ঠাঁই,
সকলকে দয়া সমান নাই,
কারে দিবেন দুঃখ, কারে অতুল প্রতাপ।
ইঁহার পাত্র যেমন কৃপাসিন্ধু,
জগতের নাম জগদ্বন্ধু,
রূপ কব কি কামদেবের বাপ ॥ ৪৩
যা হৌক নারদ কয় শেষ, মেয়ে সুন্দরীর শেষ,
বিশেষ দেখি নে হেন মেয়ে।
এই, মাসের প্রথম কি শেষ,
শুভ কর্ম্ম হবে শেষ,
বিশেষ জানাই কৃষ্ণে গিয়ে ॥ ৪৪
বুঝে পাইলে ঘটকালী,
ঘটাতে পারি আজি কালি,
স্থির করি নাই—স্থির ক'রে যাই।
চাই, তিন-শ হাতি ন-শ ঘোড়া,
মাণিক চাই এগার ঘড়া,
কথায় হবে না লেখা পড়া চাই ॥ ৪৫
রমণীগণ বলে, ঘটক!
তায় কিছু রবে না আটক,
সৎপাত্রে দিতে কি রাজা ভাবে!
পাত্র যেমন, পাবেন পণ,
ঘটকের আছে নিরূপণ,
দশ-অংশের এক অংশ পাবে ॥ ৪৬
হাসি রমণীগণ কয়, পাত্র তোমার কেডা হয়,
নারদ বলে,—ল্যাঠা বাধালে বড়।
মিথ্যা কাজ কি বলি খাঁটি,
এখানকার বেহাই বটি,
কোটে পেয়েছো যা হয় তাই করো ॥ ৪৭
রমণীগণ কয় হাসি হাসি,
আমরা সবাই মেয়ের মাসী,
তবে, বেহাই! কেমন বটেন গৃহিণী।
তোমার, পক্ক দাড়ি পায়ে ঝোলে,
ইহাই দেখে কি বেহানী ভুলে?
যদি ভুলেন তবে তাঁকে ধন্যি ॥ ৪৮
নারদ বলেন, কে কি কয়,
বয়স তো আমার অধিক নয়,
বাবা হয়েছেন—তার-পরেতে হই।
লেখাতে বয়স অতি কমি,
মহাপ্রলয় দেখেছি আমি,
কবার বা বড জোর আশী নব্বই ॥৪৯
যেবার, বটপত্রে হরি ভাসে,
তার ফিরে বার বৈশাখ মাসে,
জন্ম আমার হয় মহীতলে।
বয়স তাকিতে * পারে না অন্য পরে,
কৈলাসেতে গেলে পরে,
মা আমাকে কালিকার ছেলে বলে ॥৫০
এক চতুরা নারী কয়,
হাঁ হে! কালিকার ছেলে † কে বা নয়,
কালিকার পেটে জন্মেন সবাই।

* তাকিতে—অনুমান করিতে।
† কালিকার ছেলে—একপক্ষে কালিকাদেবীর; অপর পক্ষে—অল্প বয়স্ক।

ও সব ফাঁকি-জুকি করিলে,
কালিকার সম্বন্ধ ধরিলে,
মা হন ভগিনী, পিতা হন ভাই ॥৫১
এইরূপে হয় কত, রসাভাস উভয়ত,
নারীগণে গেল নিজালয়।
দেখি কন্যা দেব-ঋষি, রাজার সভায় আসি,
করেন শুভ সম্বন্ধ-নির্ণয় ॥ ৫২
জগতে হৈল সমাচার, স্ত্রীগণে মঙ্গলাচার,
করে কন্যা লয়ে অন্তঃপুরে।
পর দিন হৈলে প্রভাত,
আনন্দে আইবুড় ভাত,
যত্নে রাণী দেন রুক্মিণীরে ॥ ৫৩
প্রতিবাসী নারীগণে, ডাকে মাকে জনে জনে,
দণ্ডে শতবার খান লক্ষ্মী।
যে ডাকে—তার বাড়ী যান,রাখেন সবারি মান,
না গেলে কেহ পাছে হয় দুঃখী ॥ ৫৪
একজন দ্বিজ-রমণী, প্রাচীনা অতি দুঃখিনী,
চিরদিন ভিক্ষাজীবী স্বামী।
রুক্মিণীর নিকটে আসি,
বলে,—নয়ন-জলে ভাসি,
শুন মাগো! দুর্ভাগিনী আমি ॥ ৫৫
কপালে নাহিক ভদ্র, পতি অতি সুদরিদ্র,
পড়েছি মা! বিধির বিড়ম্বনে।
কপালে যা কখন নাই,
মনে আজি করেছি তাই,
যদি মা! তোর দয়া হয় গো মনে ॥৫৬

* * *

খাম্বাজ—যৎ।

বলিতে তো পারিনে মাগো।
যাও যদি দয়া ক'রে।
অতি দরিদ্র দ্বিজরমণী কাঙ্গালিনীর মন্দিরে॥
আমি দৈন্য দ্বিজনারী, মা! তুমি রাজকুমারী,
দয়া কি তোর্ হবে, লক্ষ্মী!
লক্ষ্মীহীন দ্বিজবরে!
রুক্মিণি! তোর বল্‌বো বলে,
এনেছি মা! কাল বিকালে,
ক্ষীর সর মিষ্টান্ন কিঞ্চিৎ,
ভিক্ষা করি নগরে॥ (গ)

রুক্মিণীর ভ্রাতা রুক্মীর ক্রোধ।

রুক্মী আদি নামে চারি পুত্র ভূপতির।
কৃষ্ণ সঙ্গে সম্বন্ধ শুনিয়া রুক্মিণীর ॥ ৫৭
রুক্মী অতি দুঃখী হয়ে, ঐক্যে চারি ভাই।
বলে, ধিক্ ধিক্ এর বাড়া কি অধিক লজ্জা
পাই? ৫৮
আছে, জগৎমান্য, অগ্রগণ্য, বহু নরপতি।
শিশুপাল ভূপাল, ভূ-মান্য মহাপতি ॥ ৫৯
প্রতাপে সিন্ধু, জরাসন্ধ তারে দিলেও সাজে।
পিতা, আমার ভগিনীকে
ফেল্‌লেন জলসিন্ধু-মাঝে ॥৬০
অতি অপকৃষ্ট নাম কৃষ্ণ, জাতিভ্রষ্ট জানি॥
জন্ম দেবকীর গর্ভে, পালে নন্দরাণী ॥ ৬১
তার, বাপ মা থাকে, পড়ে পাকে,
বাঁধা কংসালয়॥
কথা জগতে ঘোষে,
নন্দ ঘোষের বাধা মাথায় বয়॥ ৬২
অতি, কুসন্ধানে,কুল-মজানে, অতি কদাচারী।
কুহক দিয়ে, বার্ করেছে,
আয়ান ঘোষের নারী ॥৬৩
তার, বাড়া কি ঘোর পাতকী,আছে পদে পদে
করে কীর্ত্তি, দস্যুবৃত্তি, মাতুল কংসে ব'ধে ॥৬৪
সহস্র দোষ ঢাকে, যদি বিদ্যা দেখ্‌তে পাই।
তাতে, নবডঙ্ক, বঙ্কর পেটে
আঙ্ক-কলাও নাই॥ ৬৫
কিছু, জানিনে গন্ধ, এ সম্বন্ধ,
কালি ঘটেছে আসি।
বাধালে কাণ্ড, লণ্ডভণ্ড, নারুদে ভণ্ড ঋষি॥ ৬৬
দেবতার, যেমন রূপ তেমনি গুণ,
তেমনি বাহন ঢেঁকি।
নারুদে বেটা, হদ্দ ঠেঁটা, মুনির মধ্যে মেকি ॥৬৭
বেটা, মিথ্যাবাদী, কপাল যুড়ে
গঙ্গা মাটীর ফোঁটা।
ঠকের, ধোকায় ঠেকি, পিতা কি,
কুলে রাখ্‌বেন খোঁটা? ৬৮
পিতা আমার বাধাতে চান, ভারি কুটুম্বিতে।
রাম যেমন করেছিলেন,চণ্ডালের সঙ্গে মিতে॥

না জেনে তত্ত্ব, করেছেন পত্র,
এ কথা কেহ রাখে?
কপালে অগ্নি, তাকে ভগিনী
দিলে কি বিষয় থাকে? ৭০
পিতা মিলন করিবেন খুব।
যেন গঙ্গায় মিশাবেন কূপ ॥ ৭১

* * *

এ তো ভালো মিলন বটে,—যেমন,—

এক মোহর আর এক বটে, বাবলা আর বটে
শালে আর চটে, রামকুঁড়ে আর মঠে ॥ ৭২
সুজন আর শঠে, চন্দন আর শিমুল কাঠে।
খাটুলি ছাপর খাটে, সানকি আর টাটে ॥৭৩
চামর আর পাটে, কুলীন ব্রাহ্মণ আর ভাটে।
মজলিসে আর মাঠে, পরম যোগী আর কুটে ॥
আসল আর ঝুঁটে, ঐরাবত আর উটে।
দেওয়ান আর মুটে, আনারসে আর ফুটে ॥৭৫
চাঁদি আর নোড়ে, সাধু আর চোরে।
সোণা আর সীসে, অমৃত আর বিষে ॥ ৭৬
রোহিত আর পাঁকালে, সিংহ আর শৃগালে।
দালিম আর মাখালে,রাজা আর রাখালে ॥ ৭৭

* * *

রুক্মিণী-স্বয়ম্বরার্থ নৃপতিগণ সমীপে
পত্র প্রেরণ।

বৃদ্ধ দশায় বুদ্ধি যায়,
জ্ঞান থাকে না জায়-বেজায়,
যায় প্রাণ তথাচ না শুনিব।
আমরা হয়েছি উপযুক্ত, যাকে দেওয়া উপযুক্ত,
গুণযুক্ত দেখে ভগিনী দিব ॥ ৭৮
তখন চারি সহোদরে, পরস্পর যুক্তি ক'রে,
সর্ব্বত্র পাঠায় অনুচর।
কৃষ্ণ প্রতি করি দ্বেষ, নিমন্ত্রিল নানা দেশ,
লিখি রুক্মিণীর স্বয়ম্বর ॥ ৭৯
শুনিয়ে সাজিয়ে বর, আইল বহু নৃপবর,
বর মাগি বরদার পদতলে।
দ্রবিড় দ্রাবিড় সৌরাষ্ট্র, সর্ব্বত্রে হলো রাষ্ট্র,
ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ চলে ॥ ৮০

উথলিল প্রেমসিন্ধু, সসৈন্যে যায় জরাসিন্ধু,
স্মরণ করিয়া হরগৌরী।
হাতেতে বান্ধিয়া সূত যায় দমঘোষ-সুত,
শিশুপাল দুষ্ট কৃষ্ণবৈরী ॥ ৮১
ষাটি লক্ষ কিংবা আশী, উদয় হইল আসি,—
রাজগণ বিদর্ভনগরে।
কৃষ্ণ সঙ্গে শক্রবাদ, শুনিয়ে হেন সংবাদ,
লক্ষ্মী মনোদুঃখী অন্তঃপুরে ॥ ৮২
কৃষ্ণ বলি রুক্মিণীর, চক্ষে বহে প্রেম-নীর,
ভাবেন সতী কি হয় ললাটে।
মানসে ডাকেন সতী,কোথা হে ত্রৈলোক্যপতি!
জগদীশ! মান রক্ষ এ সঙ্কটে ॥ ৮৩

* * *

শ্রীকৃষ্ণের নিকট রুক্মিণীর পত্র প্রেরণ।

নিকটে দেখিয়া সতী, সুদরিদ্র ভাব অতি,
প্রাচীন ব্রাহ্মণ এক জন।
যত্নে কর ধরি তার, করিয়া দুঃখ-বিস্তার,
কহেন বেদন নিবেদন ॥ ৮৪
শুন ওহে দ্বিজরাজ! যথা কৃষ্ণ ব্রজরাজ,
বিরাজে দ্বারকাপুরী মধ্যে।
রাখিতে মোরে সঙ্কটে,যেতে হবে তাঁর নিকটে,
ত্বরায় গমন যথাসাধ্যে ॥ ৮৫
রাখ যদি এই দায়, তোমারে দারিদ্র্য দায়,
মুক্ত আমি করিব অনায়াসে।
ধর ধর ধর পত্র, প্রাণ আমার পদ্ম-পত্র-
জলবৎ থাকিল কৃষ্ণের আশে ॥ ৮৬

* * *

খাম্বাজ—যৎ।

[illegible] দ্বিজ! যাও হে একবার
কৃষ্ণ কাছে দ্বারকায়।
এই, রুক্মিণী দুঃখিনীর দুঃখ
বলো কৃষ্ণের রাঙ্গাপায় ॥
বলো সে শ্যাম নবঘনে,
কৃষ্ণ! তোমার অদর্শনে,
প্রেমাধীনী চাতকিনী রুক্মিণী প্রাণ হারায় ॥(ঘ)

* * *

রুক্মিণীর প্রতি সখীগণের সান্ত্বনা।

অন্তঃপুরে পূর্ণ দুঃখী, দরিদ্র দশাতে লক্ষ্মী,
ভাবিতেছেন কৃষ্ণধন বিনে।
মুখে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' রব, কেবল কৃষ্ণ-গৌরব,
শুনিয়ে কহিছে সখীগণে ॥ ৮৭
কি করো গো ঠাকুরাণি!
আছেন রাজা আছেন রাণী,
উপযুক্ত সহোদরগণ গো।
দেখি পাত্র কুল মান, তোমারে করিবেন দান,
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ'—তোমার একি পণ গো! ৮৮
লোকে শুনে ব্যঙ্গ করে,তাইতে ধরি ত্রুটি করে,
বারংবার করি তোমায় বারণ গো!
কাজ কি কৃষ্ণ কৃষ্ণ রবে,যাতে তুমি সুখে রবে
তেমনি বরে হইবে মিলন গো ॥ ৮৯
কেন কর কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ হৈতে উৎকৃষ্ট,
এসেছে নগরে কত জন গো!
লাজের কথা আই আই!
আইবুড়তে যেন আই!
ছি ছি মেনে! এ আবার কেমন গো! ৯০
বয়স তো তোমার বড় নয়, যদি হয় বড় নয়,
হয় নয় শিখেছ এমন গো!
আই মা! বসি মায়ের কোলে,
বিয়ের কথা ঝিয়ে তোলে,
শিকায় তোলে ভ্রাতার বচন গো! ৯১
হয় যদি ভালো কপাল,
ঠাকুরজামাই শিশুপাল,—
ভূপাল সঙ্গে হইবে বরণ গো!
ধনে যক্ষ রূপে কাম, আমাদের মনস্কাম,
সেই বরে হয় সংঘটন গো! ৯২
রূপ গুণ তার আছে শুনা,
গজদন্তে মিল্‌বে সোণা,
উপাসনা করি ধরি চরণ গো!
কৃষ্ণকথা আর তুলো না,কৃষ্ণ নহে তার তুলনা,
দেখো না আর দিনেতে স্বপন গো ॥ ৯৩
থাকিবে তোমার কথা,
সে ত কেবল কথার কথা,
কৃষ্ণকথা করো না আলাপন গো!

মন্দ কেবল হবে পরে,
সুখ পাবে না বাপের ঘরে,
ভাঙ্গিলে পরে সহোদরের মন গো! ৯৪
লক্ষ্মী কন, কি বল সই!
হব কি আমি জল-সই?
তোলো কি শিশুপালের বচন গো!
শুনিয়ে কি ছার রূপ ধন,
আমায় করিবে সম্বোধন,
না পাইলে কৃষ্ণধন আমার নিধন গো! ৯৫
তারে করি আরাধন,সেই আমার সাধনের ধন,
যে ধন ধরে গিরি গোবর্দ্ধন গো।
সে বিনে সব অসাধন, লব সেই অমূল্য ধন,
মরি কিংবা মন্ত্রের সাধন গো! ৯৬
পদ্মের গতি যেমন জল,জল বিনে জ্বলে কমল,
কমলের জীবন জীবন গো!
দীনের গতি যেমন দাতা,
দুঃখী পুত্রের গতি মাতা,
সতীর গতি পতি-রত্ন-ধন গো! ৯৭
শস্যের গতি যেমন বৃষ্টি, অন্ধজনের গতি যষ্টি,
দৃষ্টিহীনের যষ্টি তো নয়ন গো!
রথীর গতি হয় সারথি, নিরাশ্রয় জনার গতি,
জগন্মধ্যে জগদীশ যেমন গো! ৯৮
গৃহীর গতি অর্থ মূল, যোগীর গতি বৃক্ষমূল,
সংসার অসার সদা মন গো।
মীনের গতি যেমন বারি, তরির গতি কাণ্ডারী,
আমার গতি তেমনি হরি, নন্দের নন্দন গো!

* * *

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

আমার পতি ত সেই পতিতপাবন।
কৃষ্ণ গতিহীনের গতি,—সে জীবের জীবন ॥
সে ভিন্ন জানিনে মনে, জন্মে জন্মে সেই চরণে,
আমার ধন প্রাণ কুল মান সমর্পণ!
আমার সহোদর কাল হলো, সই! আমায়,
অতি শিশুবুদ্ধি শিশুপালকে দিতে চায়,—
আজি না দেখা দিলে হরি,
তেজিব প্রাণগো সহচরি!
হৃদে চিন্তা করি, চিন্তামণির শ্রীচরণ ॥ (৬)

ফিরে সখী বলে, যোড়কর,
হেঁগো! তুমি যে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কর,
কালো কি গৌর,—দেখি নাই এক দিন।
করি, কৃষ্ণ কৃষ্ণ অবিরত, কৃষ্ণপক্ষের শশীর মত,
করিলে তনু দিনে দিনে ক্ষীণ॥ ১০০
গৌরাঙ্গ কি শ্যামরূপ, তোমায় মজালে কিরূপ,
স্বপ্নে কি দেখেছ ঠাকুরাণি!
বল দেখি তার বিবরণ, স্বর্ণ-কান্তি বি-বরণ,—
যার জন্যে করিলে গো আপনি॥ ১০১
শুনতে চাই সকল বিষয়,
কেমন বয়স, কেমন বিষয়,—
রূপ গুণ তার কও করি প্রকাশ।
শুনি নাই তার নামের ধ্বনি,
ও রাজনন্দিনি ধনি!
আমাদের যে সকলি আকাশ* ॥১০২

* * *

রুক্মিণী কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা।

লক্ষ্মী কন কি অপরূপ, কিরূপে বর্ণিব রূপ,
চিন্তার অগোচর চিন্তামণি।
অঙ্ঘ্রিতল † অতুলনা, শিশুবুদ্ধি যত জনা,
শিশু-ভানু ‡ তুলনা দেয় সজনি! ১০৩
অভিমান করি মানসে,
জলে রক্তোৎপল ভাসে,
সরোজ শরণাগত চরণ-সরোজ।
ঘনাইয়া এসে ঘন, দেখি কান্তি নবঘন,
ঘন ঘন গগনে গরজে॥ ১০৪
দেখি ক্ষীণ কটি তাঁর, করি কোটি নমস্কার,
রাজ্য ছাড়ি কেশরী যায় বনে মনো দুঃখে।
কটিতটে পীতাম্বর, ঈষদ্বক্ত কলেবর,
মুনিবর¶ পদচিহ্ন বুকে॥ ১০৫
হরি মোহন বংশীধর, সশঙ্কিত শশধর,
পদনখাশ্রিত শশী আসি।
ভবকর্ত্রী ভাগীরথী, চরণে যার উৎপত্তি,
কমলা কমলপদ-দাসী॥ ১০৬

হেরি সেরূপ ত্রিভঙ্গ, কুলবতীর কুলভঙ্গ,
মুনির মনোমোহন মাধুরী।
হেন রূপ আছে কোথায়, তুলনা করিব তায়,
অতুল্য তুলনা তুল্য হরি॥ ১০৭

* * *

সিন্ধু-ভৈরবী—যৎ।

অপরূপ গো সই!
পতি আমার বিশ্বরূপ, নাই স্বরূপ তাঁর রূপ,
দেই কি তুলনা,—হরির তুলনা নাই হরি বই।
বলি, সেরূপ কি বর্ণিব, যদি সদয় হন মাধব,
এনে রূপ দেখাব, আমি,
যদি কৃষ্ণের দাসী হই॥ (৮)

* * *

রুক্মিণীর পত্র লইয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণের দ্বারকায় গমন।

হেথায় রুক্মিণীর পত্র লয়ে, ব্রাহ্মণ দুঃখিত হয়ে,
যাত্রা করে দ্বারকা-গমনে।
যাইতে মনঃপুত নয়, না গেলে ঘুচে প্রণয়,
যায় আর ভাবে মনে মনে॥ ১০৮
বলে, লেখা করি দেখেছি অঙ্ক,
লাভের বিষয় নবডঙ্ক,
প্রাচীন কায়া তাতে নানা রোগ।
অবলার কথা ধরিলাম,
কোন্ দেশে বা মরতে চল্লাম,
কপালে কি এত কর্ম্মভোগ! ১০৯
রাজার মেয়ের এমনি গুণ,
ভালো করুন বা না করুন,
না গেলে পর মন্দ করিবেন রাগে।
উনি বলেছেন পাবে অশ্ব,
আমি দেখছি পাব ভস্ম,
পোড়া কপাল যোড়া কখন লাগে? ১১০
দ্বারকায় রাজা কৃষ্ণ, তাঁরে আমি করি দৃষ্ট,—
দিব পত্র ওরে আমার দশা!
অতি দীন হীন দরিদ্র বেশ,
কেমনে করিব প্রবেশ?
যেমন যাওয়া তেমনি ফিরে আসা॥১১১

* আকাশ—শূন্য। † অঙ্ঘ্রিতল—চরণতল।
‡ শিশু-ভানু—নবোদিত সূর্য্য।
¶ মুনিবর—ভৃগু।

ভাগ্যবন্ত লোক যারা, অর্থ পেয়ে মত্ত তারা,
কাঙ্গাল দেখে বেঁকে বসে জানি।
দেখ্‌ছি আমি দিব্য চক্ষে,
লাভে হৈতে কামাই ভিক্ষে,
পোহাইল আজি কি কাল রজনী॥ ১১২
ভেবে কিছু পাইনে কুল, সকলি হইল ভণ্ডুল,
এক সের তণ্ডুল নাই বাসে।
নিত্য নিত্য করি ভিক্ষা, তবে হয় প্রাণরক্ষা,
ব্রাহ্মণীটী মরিবে উপবাসে॥ ১১৩
যা হৌক যা করেন দুর্গে,
যা হবার তাই হবে ভাগ্যে,
উপসর্গে ভুগি কিছু দিন।
জিজ্ঞাসিতে জিজ্ঞাসিতে, দ্বারকার রাজপথে,
উপনীত ব্রাহ্মণ প্রবীণ॥ ১১৪
দেখে দ্বিজ দিবারাত্রি, যাইতে অগণন যাত্রী,
কৃষ্ণ-দরশনে দ্বারকায়।
অতি দৈন্য আতুর অন্ধ মুখেতে বলে গোবিন্দ,
প্রেমানন্দে পুলকিত-কায়॥ ১১৫
মগ্ন হয়ে প্রেমভরে, ডাকিছে পথে পরস্পরে,
কে যাবিবে ভবসিন্ধু পার।
আয় রে করি ঐকান্ত, দ্বারকায় দ্বারকাকান্ত,
অবতীর্ণ ভবকর্ণধার॥ ১১৬
অগণন পথিকগণ মনের উল্লাসে।
দর্শনের পূর্ব্বে না যাইতে পারহাসে॥ ১১৭
হেরি, সজল-জলদকান্তি ভ্রান্তি দূরে গেল।
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত পদ নয়নে হেরিল॥ ১১৮
প্রেমে পুলকিত চক্ষে বহে শতধার।
কেঁদে পথিকগণ ফিরে এসে পুনর্ব্বার॥ ১১৯
বৃদ্ধ যদি সুধায় ভাই! কাঁদ কি কারণ?
তারা বলে, গিয়েছিলাম কৃষ্ণ-দরশন॥ ১২০
দ্বিজ বলে,—হেসে গেলে, শেষে চক্ষের জল।
আহা মরি! কৃষ্ণদর্শনের এই কি ফল! ১২১
অঙ্গে ধূলি, কতগুলি দেখ্‌ছি ভূমে পড়ি।
দ্বারিগণে গায়েতে মেরেছে বেত্রবাড়ি॥ ১২২
অর্থলোভে, সকলি ডোবে,
মানের গোড়ায় ছাই।
নিয়ে, মহাপ্রাণী, টানাটানি,
শেষে এই ঘটে রে ভাই! ১২৩
গিয়েছিলে অর্থলোভে, তার হলো খুব স্বার্থ।
ধরি চুলে, ভূমে ফেলে,
বুঝিয়ে দিয়েছে অর্থ॥ ১২৪
দেখ্‌ছি ব্যভার, আমিও আবার,
যাই তাদের কাছে।
আমার কপালে, বৃদ্ধকালে, অপমৃত্যু আছে॥
লয়ে যাইতেছি রুক্মিণীর পত্র,—
কৃষ্ণে কে বলিবে?
আমার হাতে থাক্‌বে লিখন,
কপালের লিখন ফল্‌বে॥ ১২৬

* * *

ব্রাহ্মণের দ্বারকাদ্বারে গমন।

এইরূপে করি বিপ্র বিধিমত ভয়।
দ্বারকানাথের দ্বারের নিকটে উদয়॥ ১২৭
যমসম দ্বারের রক্ষকগণ দেখি?
দুর্গম জানিয়া দুর্ভাবনা দূরে থাকি॥ ১২৮
বৃক্ষমূলে বসি, ভয়ে মূলমন্ত্র জপে।
করি অপার হইয়া পার, ব্যাপার কিরূপে॥১২৯
দেখিয়া দ্বারীরে আজ্ঞা দিলেন দয়াময়।
বৃক্ষমূলে বসি বিপ্র, আনহ আলয়॥ ১৩০
যজ্ঞেশ্বরের আজ্ঞা পেয়ে ধেয়ে দ্বারী যায়।
ব্রাহ্মণ্যদেবের আজ্ঞা ব্রাহ্মণে জানায়॥ ১৩১
ভাগ ফিরা তোমারি মনুয়া-ধারি!
আব ক্যা হিঁয়া রহেনা।
কিষণজী বোলায়নে তোম্‌কো
জল্‌দি হুজুর যানা॥ ১৩২
কেঁপে দ্বিজ বলে, বাবা! হাম হুঁই ক্যা করেঙ্গে
দ্বারী বলে, বাত রাখ দেও,
পাকড়্‌কে লে যাঙ্গে॥ ১৩৩
তোম্‌সে হাম্‌সে বাত নেহি হ্যায়,
কেস্তরে মেই ছোড়ে।
জগদীশনে হুকুম কিয়া,
আও বে রাস্তা থোড়ে॥ ১৩৪
দ্বিজ বলে, ছোড়্‌ দে,
বাবা ক্যা কিয়া মেই গুণা?
ক্যা তেরা বাপ্‌ ফিকির কর্‌কে,
ফকিরকো দুখ্‌ দেনা? ১৩৫

কহ যাকে কিষণজীকো বুড্‌ঢা হুঁয়াসে ভাগা!
আশীষ করেগা, বাবা, রামজী কল্যাণ করেগা॥
পুনর্ব্বার আসি এক অন্য দ্বারী কয়।
ওহে দ্বিজ! এখনও বিলম্ব কেন হয়? ১৩৭
তোমারে ডাকিছেন কৃষ্ণ দুরদৃষ্টহারী।
না ডাকিতে,—যাঁর আশ্রিত ব্রহ্মা ত্রিপুরারি॥
ব্রাহ্মণের হৈল ব্রহ্মভাবের উদ্ভব।
বলে, আমারে ডাকিছেন কৃষ্ণ এ নহে সম্ভব॥
শুনেছি বিরিঞ্চি-হর-বাঞ্ছিত সে কৃষ্ণ।
অগণ্য অধমে করিবেন কৃপাদৃষ্ট? ১৪০
ক্রিয়া নাই তার ধর্ম্ম, বীজ নাই তার জন্ম,
অসম্ভব শুনি।
জন্ম হয় নাই মৃত্যু হ'লো,
পীরিত নাই তার বিচ্ছেদ এলো,
জীব নাই তার প্রাণী॥ ১৪১
মেঘ নাই তার বর্ষে জল,
বৃক্ষ নাই তার ফলিল ফল।
এ কথা কি বিফল!
ধান নাই তার হ'লো চিড়ে,
শিরো নাস্তি শিরঃপীড়ে,
বুদ্ধি নাই তার বল॥ ১৪২
ব্যক্তি নাই তার উক্তি করিলে,
ভক্তি নাই তার মুক্তি পেলে,
কথা যুক্তি নয়।
কৃষ্ণ ডাকিছেন এ নিগুণে,
বোবায় বলে—কালায় শুনে,
একি সম্ভব হয়?॥ ১৪৩
* * *
সিন্ধু-ভৈরবী—যৎ।
সে দিন কি হবে!—
দীন হীন গতিহীন অতি দীন,
এ দীনের সে দিন কি হবে!
হরি রে! দ্বারকাকান্ত কৃষ্ণ আমায় ডাকিবে॥
আমি ত ডাকি নাই তাঁরে,
একবার কৃষ্ণ বলি দিনান্তরে,
ডাকিলে—ডাকিয়ে স্থান দিতেন পদ-পল্লবে।
গতি নাই করিলে বিচার, তবে দাশরথি পার,
পতিতপাবন কৃষ্ণনাম-গুণে সম্ভবে॥ (ছ)

শ্রীকৃষ্ণের রাজসভায় দরিদ্র ব্রাহ্মণের সমাদর।

সঙ্গে করি দ্বিজবর, যথা প্রভু পীতাম্বর,
দ্বারী লয়ে গেল শীঘ্রগতি।
ছিলেন রত্নসিংহাসনে, দ্বিজে হেরি ধরাসনে,
বসিলেন বৈকুণ্ঠের পতি॥ ১৪৪
বিধির বিধাতা হরি, বিধিমতে যত্ন করি,
দ্বিজেরে দিলেন রত্নাসন।
যজ্ঞেশ্বর যথাযোগ্যে, তুষিলেন পাদ্য অর্ঘ্যে,
পত্র-পাঠে চিত্ত উচাটন॥ ১৪৫
বিদর্ভ গমন জন্যে, সাজ—আজ্ঞা দিয়ে সৈন্যে,
দ্বিজে লয়ে যান অন্তঃপুরে।
আনয়ন করেন শীঘ্র, নানা উপাদেয় দ্রব্য,
ভোজন করান দ্বিজবরে॥ ১৪৬
স্বর্ণথালে অন্ন পোরা, নানা ব্যঞ্জন-কটোরা,
পঞ্চামৃত দধি ঘৃত তায়।
পরিবেশন পরিপাটী, পায়সান্ন বাটি বাটি,
হরি-পুরে* হরিষে দ্বিজ খায়॥ ১৪৭
নানা দ্রব্য থরে থরে, খেতে দ্বিজ ভেবে মরে,
বলে কোন্‌টা আগে কোন্‌টা খাব পাছে।
খেয়ে, তিন মালসা ক্ষীর-সর,
বলে হে গোকুলেশ্বর!
খিন্ন শরীর জীর্ণ না হয় পাছে॥ ১৪৮
সকল দ্রব্যই ঘৃতপক্ক, পেটে পাছে না হয় পক্ক,
লোভে খেয়ে কি শেষে পড়িব পাকে?
ওহে কৃষ্ণ মহাশয়! অগ্নিমান্দ্য অতিশয়,
এতো সয় অভ্যাস যদি থাকে॥ ১৪৯
আপনি, আদর করেন কি উদরমরা,
তৈলপক্ক তিলের বড়া,
গুরুপাক পায়স মাংস মীন।
দিচ্ছেন আপনি খাচ্ছি কেঁপে,
কালি মরিব উদর ফেঁপে,
সাহস করিতে নারি,—নাড়ী ক্ষীণ॥ ১৫০
তুমি খাও খাও লাগালে ধন্না,
শর্ম্মা কিন্তু ভয়ে খান্ না,
খেতে কিন্তু সকলগুলি পারি।

---

* হরিপুরে—শ্রীকৃষ্ণালয়ে।

খেয়ে কি আপনাকে খাব ?
আত্মহত্যার পাতকী হব ?
শুনি হাসি কন বংশীধারী ॥ ১৫১
আনন্দে কর ভোজন, জপিয়ে জয় জনার্দ্দন,
ক্ষুন্ন রেখো না, পূর্ণ করিয়া খাবে।
পূর্ণব্রহ্মের কথা ধরি, খায় দ্বিজ উদর পুরি,
খায় খায় তবু মনে ভাবে ॥ ১৫২
একবার একবার খায় না ডরে,
আবার লোভে মনে করে,
খেলাম না হয় জন্মের মত খাই।
খেলাম খেলাম খেয়ে মরি,
মহাপ্রাণীকে শীতল করি,
একবার বই ত দু'বার মরণ নাই ॥ ১৫৩
জিজ্ঞাসেন নন্দ-নন্দন, কেমন বটে রন্ধন ?
সূপকার তো সুপক্ক ক'রেছে ?
দ্বিজ বলে, করি ডাক, শাক বড় হয়েছে পাক,
সব হারি হয়েছে শাকের কাছে ॥ ১৫৪
বলিছে করি নির্ঘণ্ট, আশ্চর্য্য হয়েছে ঘণ্ট,—
কচু-শাকের ওহে হরি!
চিনি, গোল্লা, মিছরি মিছে,
ফাঁক ফাঁক সব শাকের নীচে,
কি সৃষ্টি করেছেন শাকম্ভরী ॥ ১৫৫
জন্মে যাহা খাই নাই কভু,
প্রচুর খাওয়ালে প্রভু!
কিন্তু খুব ভোজনটী হলো এখানে।
ক্ষীর ক্ষীরসে কেবল পোষক,
বাড়ার ভাগ কি আবশ্যক!
নালিতের শাক চালিতের অম্বল যেখানে ॥
খায় দ্বিজ উদর পুরি, রুচিপূর্ব্বক পূরি কচুরি,
ধরে না তবু পোরে না আত্তি মন।
ঊর্দ্ধশ্বাস উপজিল, উদরীর মত উদর হৈল,
উঠে শেষে সাধ্য কি আচমন ॥ ১৫৭
গুরুজন-ছাড়া ভোজন করি,
দ্বিজ বলে,—মরিলাম হরি!
সহ্য হয় না শয্যা কই হে শোব।
দ্বিজেরে দেখিয়া ব্যস্ত,
দ্বিজ-হস্তে নিজ হস্ত,—
দিয়ে অমনি উঠান মাধব ॥ ১৫৮

রত্ন-পালঙ্ক উপরে, ইষ্ট-সম* সমাদরে,
শয়ান করান কৃষ্ণ দ্বিজে।
দ্বিজের যাতে প্রবৃত্তি, গোবিন্দ আজ্ঞানুবর্ত্তী,
অনাহারী হয়ে আছেন নিজে ॥ ১৫৯
ভূতলে ব্রাহ্মণ ধন্য, হইলেন জগন্মান্য,
কি মান্য বাড়ান ভগবান্।
তেজেতে কম্পিত ভানু, ব্রাহ্মণ কৃষ্ণের তনু,
দ্বিজের বদনে কৃষ্ণ খান ॥ ১৬০

* * *

ব্রাহ্মণের প্রাধান্য।

যাগ যজ্ঞ কি পূজন, বিনা ব্রাহ্মণ-ভোজন,
ক্রিয়া সিদ্ধ নহে বেদের বাণী।
ব্রাহ্মণে যা কর দান, ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা পান,
কৈলাসেতে পান শূলপাণি ॥ ১৬১
ব্রাহ্মণে যা বলে—ফলে, চতুর্ব্বর্গ হ'লে করে,
ব্রহ্মবাক্যে কে পারে রাখিতে † ?
ব্রহ্মশাপে হয় ধ্বংস, সগর-ভূপতি-বংশ,
তক্ষকে দংশিল পরীক্ষিতে ॥ ১৬২
ব্রাহ্মণের পদাম্বুজে, ব্রাহ্মণের পদরজে,
যে মজে,—সে ধন্য মর্ত্ত্যলোকে।
পুত্রবৃদ্ধি শত্রুক্ষয়, মহাব্যাধি নষ্ট হয়,
ভূদেব-ব্রাহ্মণ-পাদোদকে ॥ ১৬৩
এখন বলে সর্ব্বজনে, সে কাল নাহি ব্রাহ্মণে,
কলির ব্রাহ্মণ তেজোহীন।
চারিযুগ দেখ সূর্য্য, সমান তেজ সমান পূজ্য,
কলি বলি সূর্য্য নহে ক্ষীণ ॥ ১৬৪
চারি যুগ আছে তুল্য, স্বর্ণের সমান মূল্য,
যত্নে লয় পাইলে স্বর্ণচূর্ণ!
অনল নহে শীতল, শুকায় কি সাগরের জল,
চারি যুগ জলধি জলে পূর্ণ ॥ ১৬৫
চারি যুগ সমান দর্প, ধরিয়াছে কাল সর্প,
ভুজঙ্গ না ছাড়িয়াছে বিষ।
করিলে বিহিত অনুমান, এইরূপ ব্রাহ্মণ-মান,
চারি যুগ রেখেছেন জগদীশ ॥ ১৬৬

---

* ইষ্টসম—ইষ্টগুরুর মত।
† রাখিতে—নিবারণ করিতে।

এখন কেবল কলি বলে,
কিঞ্চিৎ কালেতে ফলে,
ব্রহ্ম-মন্যু ব্রহ্ম-আশীর্ব্বাদ।
কিঞ্চিৎ বিলম্ব দেখে, যতেক পাষণ্ড লোকে,
ব্রাহ্মণের সঙ্গে করে বাদ ॥ ১৬৭

* * *

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের পদসেবা।

অপর শুন বৃত্তান্ত, হেথায় দ্বারকাকান্ত,
দ্বিজসেবায় আছেন উল্লাসে।
বাড়াতে ব্রাহ্মণ-মান্য, চরণ-সেবার জন্য,
বসিলেন দ্বিজ-পদপাশে ॥ ১৬৮
এসেছেন কত পথ চলি, বেদনা হয়েছে বলি,
ভক্তি-ভাবে হলেন গদ্গদ।
বেদনা ঘুচাই দূরে, বলি,—তুলি নিলেন উরে,
প্রবীণ দ্বিজের দুটি পদ ॥ ১৬৯

* * *

ঝিঁঝিট—যৎ।
কমলা-সেবিত যাঁর কমল-চরণ।
দিয়ে, কমল হস্ত করেন হরি,
ব্রাহ্মণের পদ-সেবন ॥
ভাবিলে যাঁহার পদ, তুচ্ছজ্ঞান ব্রহ্মপদ,
হয় রে—
দিলেন ব্রাহ্মণে কি পদ,
ভৃগু-পদ হৃদয়ে ধারণ ॥ (জ)

* * *

শ্রীহরির ঐশ্বর্য্যদর্শনে ব্রাহ্মণের লোভ।

দরিদ্র দ্বিজের নাই সুখের অভাব।
পদ্মহস্তে পদসেবা করেন পদ্মনাভ ॥ ১৭০
পদ্ম-আঁখির মর্দ্দনেতে হদ্দ নিদ্রা হ'লো।
হয়ে একটি কাতি, পোহায় রাতি,
পাশটি না ফিরিল ॥ ১৭১
পর দিন উঠিয়া দ্বিজ বসিয়া সভায়।
কৃষ্ণ-অট্টালিকা পানে একদৃষ্টে চায় ॥ ১৭২
দ্বিজ বলে,—ধন্য ধন্য দ্বারকার কান্ত।
ভগবান্ করেছেন কৃষ্ণে ভারি ভাগ্যবন্ত ॥ ১৭৩
চিন্তামণির মণি-মন্দির মুনির মনঃপ্রীত।
কত চন্দ্রকান্ত সূর্য্যকান্ত মণিতে রচিত ॥ ১৭৪
সুধাকর-কর নিন্দি করে কি উজ্জ্বল।
কুহু-নিশিতে দিনপ্রায় দ্বারকামণ্ডল ॥ ১৭৫
কত হীরে চিরে ঘেরেছেন দ্বারের চৌকাঠ।
গজমতিতে গজগিরি স্বর্ণের কপাট ॥ ১৭৬
প্রাচীর প্রবল উচ্চ * রতনে রচিত।
পরশ ছাউনি তাতে প্রবালের ভিত ॥ ১৭৭
সুমেরু সমান উচ্চ অতি বহ্বারম্ভ।
ফণি-শিরোমণিতে মণ্ডিত যত স্তম্ভ ॥ ১৭৮
দ্বিজ বলে এক এক মাণিক, সাত রাজার ধন।
ইহার, স্তম্ভ বেড়া মাণিক ঘেরা,
এ আর কেমন ॥ ১৭৯
আপশোষে আকুল দ্বিজ—বলে,—
আহা মরে যাই।
কপালের ফাকটা বোজে,—
ইহার একটা যদি পাই ॥ ১৮০
আড়ে আড়ে চান দ্বিজ নাড়ে দিয়ে হস্ত।
অঙ্গময় ঘর্ম্ম বয় লোভে শশব্যস্ত ॥ ১৮১
ছাড়াতে অশক্ত হ'লো রক্ত দুই কর।
জো দিয়ে যোড়ান মাণিক ছাড়ান দুষ্কর ॥ ১৮২
শ্রান্ত হ'য়ে ক্ষান্ত দ্বিজ কপালে ঘা মারে।
বলে, সকলি ভগবানের হাত,
আপন হাতে কি করে? ১৮৩
এইরূপে দীন দ্বিজ কিছু দিন তথা।
মনে ভাবে, শুনিনে কিছু
দেওয়া থোয়ার কথা ॥ ১৮৪
ভক্তিভাবে খাওয়ান শোয়ান,—বচন যেন মধু
ফলে বা না ফলে কৃষ্ণ বিদায় করেন বা শুধু।
ভাবনার বিষয় নয়,—কপাল-গুণে ডড়াই।
ইহার, সূত্র তোলে—উত্তর-সাধক লোক
একটী নাই ॥ ১৮৬
হেথায়, হরিতে রুক্মিণী হরি উৎকণ্ঠিত অতি।
আজ্ঞা দিলেন,—শীঘ্র রথ সাজা রে সারথি ॥
সৈন্য সঙ্গে নাই, অন্য জনে না জানান।
না জানেন বলরাম এ সব সন্ধান ॥ ১৮৮
দরিদ্র ব্রাহ্মণে কন ব্রহ্ম-সনাতন।
শীঘ্র আসি কর দ্বিজ! রথে আরোহণ ॥ ১৮৯

* প্রবল উচ্চ—অত্যন্ত উচ্চ।

পদব্রজে পথশ্রান্তে কেন দুঃখ পাবে?
দণ্ড মধ্যে আনন্দে আপন ঘরে যাবে॥ ১৯০
দ্বিজ ভাবে মনে মনে রথে না হয় যাই।
ভেবেছিলাম মনে যেটা কপালে ঘট্‌ল তাই॥
নগদ অঙ্ক আঁকিয়েছিলাম,
আর তবে হ'লো না!
সে কি একটী সিকি পাইনে,
এ কি বিবেচনা! ১৯২
লক্ষণেতে ভেবেছিলাম লক্ষ টাকা পাব।
শেষে একটী পাই পাইনে,
ভাই রে! কোথা যাব॥ ১৯৩
ইনি, আত্মসুখের সুখী হয়ে, বললেন রথে উঠ
মিষ্ট-ভাষী কৃষ্ণ,—ইহাঁর দৃষ্টি অতি ছোট॥১৯৪
অতি, শক্ত-শরীর, ভক্ত-বিটেল
কথায় করুণা প্রকাশ।
আহ্লাদে আমাকে আকাশে তুলিলেন,
শেষে সকলি আকাশ॥ ১৯৫
ইনি, পরকে দিবেন কি,
আপনি বা কোন্ সুখ-ভোগে থাকেন।
আতর কিন্‌তে কাতর,—
গায়ে কাষ্ঠ ঘ'সে মাখেন॥ ১৯৬
এক, দরিদ্রের মতন, হরিদ্রে মাখা,
বস্ত্র প্রতিদিন।
আহারের দোষে কৃষ্ণবর্ণ, মাজাখানি ক্ষীণ॥
বল্‌ব কি দেখে শুনে, পড়েছি আমি ধন্দে।
ইহাঁর জ্যেষ্ঠ ভাই, বলরাম—
লাঙ্গল তার স্কন্ধে॥ ১৯৮
দেবালয় বিপ্রসেবা নাহি দেখ্‌তে পাই।
কৃষ্ণ যেন অহংব্রহ্ম * ইহাঁর ধর্ম্মকর্ম্ম নাই॥ ১৯৯

* * *

শ্রীকৃষ্ণসহ রথারোহণে ব্রাহ্মণের বিদর্ভ-যাত্রা।

যা হ'বার তাই হবে, ব'লে চক্ষে জল পড়ে।
ভাবিয়া চিন্তিয়া দ্বিজ রথে গিয়া চড়ে॥ ২০০
পবন-বেগেতে রথ গগনে উঠিল।
কম্পে কায় ব্রাহ্মণের পরাণ উড়িল॥ ২০১
কেঁদে বলে, তুমি রথ আনিলে কোথায়?
ওহে কৃষ্ণ! অবশেষে প্রাণটা বুঝি যায়॥২০২
ওহে কৃষ্ণ! ম'লাম ম'লাম্ নাই—
আমি গিয়েচি।
আমার, রথ-আরোহণ মত্ হ'লোনা,
পথ পেলে বাঁচি॥ ২০৩
যে আশাতে আসা, তার তো ফল ফলিল বড়
অধিকন্তু কেন প্রভু (আর) ব্রহ্মহত্যাটা কর॥
নামিয়ে দাও হে, নাম করিব, ব্রহ্ম-স্থাপন হয়।
হেসে কৃষ্ণ বলেন, চক্ষু মুদিলে যাবে ভয়॥২০৫
ভয়ে কাষ্ঠ হয়ে, দ্বিজ, রথ-কাষ্ঠ ধরে।
শশব্যস্ত হয়ে, ছত্র জলপাত্র পড়ে॥ ২০৬
আবার বলে, 'ওহে কৃষ্ণ!
হায় হায় কি করিলে!
ধর্ম্ম খেয়ে তুমি আমাকে জন্মের মতন সারিলে
আমার ঘটি গেলো হে! ঘটিল বিপদ,
একি কপালের লিখন।
ছাতি গেলো হে ছাতি ফাটে!
মৃত্যু ভালো এখন॥ ২০৮
তুমি, নিরাশ্রয়ের গতি শুনে, তোমার আশ্রয় ধরলাম।
একি, ভরণী যাত্রায় এসে, দুঃখের তরণী
বোঝাই কর্‌লাম॥২০৯
যোগীর ধন কোশাকুশী আর কুশাসন।
রাজার ধন রাজ্যপাট, বেশ্যার যৌবন॥ ২১০
চোরের ধন সাহস, যেমন গণকের ধন পাঁজি।
আমার, সবে ধন, দ্বারকাকান্ত!
ঐ ঘটিটী পুঁজি॥ ২১১

* * *

খাম্বাজ—পোস্তা।

ওহে দ্বারকাকান্ত! সর্ব্বস্বান্ত আমার হলো!
সবে ধন জলপাত্র তাল-পত্র-ছত্র গেলো॥
শুনে নাম কৃষ্ণ দাতা, কষ্টেতে এসেছি হেথা,
তুমি কি করিবে, কৃষ্ণ! ফল্‌লো মোর
অদৃষ্টফলো।

* যেন অহংব্রহ্ম—দ্বিজের বিদ্রূপোক্তি; দ্বিজ জানেন না যে কৃষ্ণ বাস্তবিকই 'অহংব্রহ্ম'।

কিঞ্চিৎ ধন পাবো ব'লে,
সঞ্চিত ধন চললাম ফেলে,
ব্রাহ্মণী সুধাইলে, কি বল্‌বো তাই আমায়
বলো ॥ (ঝ)*

* * *

কৃষ্ণ কন আর কেঁদ না,
মিথ্যা আর অনুশোচনা,
করা যাবে বিবেচনা,
দেখো হে দ্বিজ! বল্লাম।
ভাবিতেছে ব্রাহ্মণ,তুমি বিবেচনাতে বিলক্ষণ,
তার ত আমি সুলক্ষণ,
দেখে শুনেই চল্‌লাম ॥ ২১২
ভাবে দ্বিজ কত-মত, নিকট হইল পথ,
বিদর্ভ নগরে রথ, সত্বরে উত্তরে।
ব্রাহ্মণের করে ধরি, নামাইয়া দেন হরি,
যথায় ব্রাহ্মণপুরী নগর-উত্তরে ॥ ২১৩

* * *

দরিদ্র ব্রাহ্মণের দারিদ্র্য-মোচন।

নিকটে হয়ে উদয়, দ্বিজ দেখে নিজালয়,
সব অট্টালিকাময়, কৃপাদৃষ্টে
কৃপাময় চেয়েছেন আপনি।
দ্বিজ নাহি বুঝে অন্ত,
বলে—এ সব অট্টালিকা-তন্ত্র,
করেছে কোন্ ভাগ্যবন্ত,
ভেঙ্গেছে আমার কুঁড়েখানি ॥ ২১৪
উহু উহু মরি মরি!
জলে প্রাণ দেই গলে ছুরি,

হরি হরি! কি দিলে হরি!
আমারে এত শাস্তি।
উপলক্ষ ছিল মাত্র, সবে ধন এক জলপাত্র,
আর তালপত্র-ছত্র,
তালপত্রের কুঁড়েখানিও নাস্তি ॥২১৫
দাঁড়াই এখন কার ঘরে, দরিদ্র দেখিলে পরে,
অবহেলো করে পরে, কেহ নাই ত্রিভুবনে।
এতো কি ছিল ললাটে, শয়ন বৃক্ষ-নিকটে,
জল খেতে হ'লো ঘাটে, জলপাত্র বিনে ॥২১৬
আগে পারিলে জানিতে,
হতো না এত কাঁদিতে,
ফলিতো কিছু গেলে আনিতে
রাজা শিশুপালে।
কোথাকার কৃপণ কৃষ্ণ,আনিতে গিয়ে এত কষ্ট,
ধন প্রাণ স্থানভ্রষ্ট, আমার কপালে ॥ ২১৭
ব্রাহ্মণী গেলো কোথায়,
হায় হায়! না হেরি তায়,
মম মৃত্যু মমতায়, হ'লো রে বিধাতা!
বিধি কি আনিল ভারতে,
বিধিমতে দুঃখ দিতে,
বিধি! কি তোর সঙ্গেতে, এত বিপক্ষতা ॥২১৮
হেথায়, অট্টালিকা মধ্যে থাকি,
ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণে দেখি,
বলে দাসি! দেখ দেখি, শুভদিন উদয় গো।
ছিন্ন-ছাড়া জীর্ণ অতি,ঐ আমার প্রাচীন পতি,
চিহ্ন আছে জীর্ণ ধুতি,
ভিন্ন অন্য নয় গো ॥ ২১৯
যত্নে ব্রাহ্মণী পরে, রত্ন ভূষণ অঙ্গে পরে,
সখী সঙ্গে সমাদরে, চলিল পতি আনিতে।
করি, বৃক্ষমূলে আগমন, বসনে ঢাকি বদন,
ধরিয়ে দুটি চরণ, প্রণমিল কাঁদিতে কাঁদিতে ॥
দ্বিজ ভাবে, ইনি নন সামান্যে,
সুর নর কি নাগ-কন্যে,
আমি বা কিসের জন্যে, ইঁহার প্রণাম লই।
দ্বিজ অমনি ভূমে পড়ি,
বলে, আমিও তোমাকে প্রণাম করি,
কে তুমি রাজরাজেশ্বরি! আমারে কৃপা
কর কৃপাময়ি! ২২১

---

* এই স্থানে আর একটি গীত বর্দ্ধমান-কাটোয়া অঞ্চলে প্রচার আছে।—
"সর্ব্বনাশ হলো আমার,
স্বচক্ষেতে দেখ্‌লেন হরি!
কিঞ্চিৎ লভ্যের তরে
এসে চল্লেম সঞ্চিত নাশ করি ॥
এনেছিলাম জল-পাত্র,
আর তাল-পত্র-ছত্র,
সবে ধন জল-পাত্র,
রথ হ'তে গেল পড়ি।"

ব্রাহ্মণী কয় হয়ে রুক্ষ,
আই মা! ছি ছি একি দুঃখ,
একবারে খেয়েছ চক্ষু, ও পোড়াকপা'লে!
দ্বিজ বলে—কি ফেরে পড়িলাম!
কেন মা, আমি কি করিলাম!
তোমারে কি কটু বলিলাম?
কেন ফেলো জঞ্জালে? ২২২
ব্রাহ্মণী কহিছে শেষে,
ধিক্ ধিক্ আ-মর্ মিন্‌সে!
কতদিন ছিলিনে দেশে, সব গিয়েছিস্ ভুলে?
দ্বিজ বলে সে আর কেমন,
কার পত্নী তুমি বা কোন্?
কোন্ বেটা অব্রাহ্মণ, দেখেছে কোন্ কালে?
একেতো বিপাকে পড়েছি,
বিধির সঙ্গে বাদ করেছি,
বাঁচা মিথ্যে প্রাণে মরেছি, কাঁদি বৃক্ষতলে!
আবার তুমি বুঝি বা রাজকন্যে!
রাজদৈবে ফেলিবার জন্যে,
খেতে মাথা এলে এখানে, পরাণে বুঝি মেলে?
মিছে দ্বন্দ্বে নাইকো গুণ,
থাকে দোষ মাপ করুন,
ফিরে ঘরে যাও ঠাকরুণ!
ফেল্‌বেন না বিপত্তে।
আপনি এসেছেন বৃক্ষতলে,
কর্ত্তামহাশয় দেখ্‌তে পেলে,
এইখানে আমাকে ফেলে,
করিবেন ব্রহ্মহত্যে॥ ২২৫
দ্বিজনারী বৃক্ষতলায়, বিশেষ বীরতা জানায়,
অতুল ঐশ্বর্য্য তোমায়, দিয়েছেন গোবিন্দ।
শুনি হৈল জ্ঞানের উদয়, আনন্দে প্রফুল্ল-হৃদয়,
ভেবেছিলাম কৃষ্ণ নিদয়,
তবে কি আমার ধন্দ? ২২৬
পাইয়া অতুল ধন, সহ ভার্য্যা ব্রাহ্মণ,
সৌভাগ্যে কাল যাপন, করে ক্রিয়া-কর্ম্মে।
হেথায় কৃষ্ণের লাগি, রুক্মিণীর মন বিবাগী,
সুখ সাধ সর্ব্বত্যাগী, কত ভয় জন্মে॥ ২২৭
সহোদর সহ বাদ, সাধে বা ঘটে বিষাদ,
ঘটে বা ঘটে প্রমাদ, মনে কত ঘটে।
করে বাদ বহু ভুপাল, আইল দুষ্ট শিশুপাল
রক্ষ নাথ হে গোপাল! দাসীরে সঙ্কটে॥ ২২৮

* * *

বারোঁয়া—যৎ।

প'ড়ে বিপদ-সাগরে, ডাকি তোমারে,
ওহে জগবন্ধু! রক্ষাং কুরু রুক্মিণী দাসীরে।
একবার দেখা দাও হে তুমি,
অখিল ব্রহ্মাণ্ডস্বামি!
অনন্তরূপ অন্তর্যামী, দাসী-অন্তঃপুরে॥
তৎপদে সঁপেছি প্রাণ, রাখ প্রাণ, রাখ মান,
অভয় পদপ্রান্তে স্থান, দাও দাশরথিরে॥ (ধ্রু)

* * *

বলরামের বিদর্ভ-নগরে গমন।

হেথায় ত্যোজিয়া দ্বারকাধাম, এসেন নবঘনশ্যাম,
শুনিলেন বলরাম, পশ্চাৎ এ কথা।
দোসর হ'তে গোবিন্দে, লাঙ্গল ধরিয়া স্কন্ধে,
আনন্দে বলাই যান তথা॥ ২২৯
ভাবিলেন বলভদ্র, ভায়া বড় অভদ্র,
একা যান শত্রু-মাঝে তিনি।
জরাসন্ধ শিশুপাল, ভেয়ের আমার চিরকাল,
দু'বেটা পরম শত্রু জানি॥ ২৩০
কোন স্থানে যান না ডেকে,
ভায়ার নির্ব্বুদ্ধি দেখে,
মনে মনে বড় দুঃখ হয়।
ঝগড়া করিতে সদাই আর্ত্তি,
চিরকাল দৌরাত্ম্যি,
নিত্য নিত্য নূতন কীর্ত্তি,
ভালো তো এ সব নয়॥ ২৩১
মরণ বাঁচন নাহিক জ্ঞান,
কালীদহে গিয়ে ঝম্প দেন,
বাদ করেন গে ইন্দ্ররাজার সনে।
সদাই ফেরেন শত্রু-হাতে,
আমি ফিরি সাথে সাথে,
বাঁচেন কেবল বলাই-দাদার গুণে॥ ২৩২
মানেন না তো কোন কালে,
জ্যেষ্ঠ ভাইকে শ্রেষ্ঠ ব'লে,
আত্মবুদ্ধি শুভ তার সদা।

সম্পদ-সময়ে তার, অন্য সৈন্য সমিত্যার,
বিপদ কালেতে কেবল দাদা॥ ২৩৩
আপনি হয়েছেন যোগ্য,
আমাকে ভাবেন অবিজ্ঞ,
একটী কথা সুধান না বিরলে।
এই যে গেলেন বিদর্ভে, আপন মনের গর্ব্বে,
ইহাতে সঙ্কট যদি ফলে॥ ২৩৪
একবার একবার মনে রাগি,
বলি—ফিরিব না আর তার লাগি,
মন বোঝে না,—পড়েছি মায়া ফাঁদে।
সে যেন মোর এক কায়া, কনিষ্ঠ ভেয়ের মায়া,
পাসরিতে নারি প্রাণ কাঁদে॥ ২৩৫
সে রাখুক বা না রাখুক মান,
কৃষ্ণ যে আমার প্রাণ,
সর্ব্বদা কল্যাণ বাঞ্ছা করি।
চিরকাল বালক ধরিব,তার দোষ কি মনে করিব
ছোট বই তো বড় নয় সে হরি॥ ২৩৬
আপনি মান পাই না পাই, ভেয়ের মঙ্গল চাই,
এত বলি ত্যজে নিজ ধাম।
করিতে কৃষ্ণের হিত, ত্বরান্বিত উপনীত,
বিদর্ভনগরে বলরাম॥ ২৩৭
হেথায় হয়ে অগ্রগামী, এসেন ত্রৈলোক্য-স্বামী,
গোবিন্দ আনন্দ শঙ্খ-ভরে।
অন্তঃপুরে উর্দ্ধমুখী, দেখেন সুধাংশুমুখী,
রুক্মিণী—গোবিন্দ রথোপরে॥ ২৩৮
দেখে ভবের কর্ণধার, দুই চক্ষে শতধার,
বলেন, তোমরা হের হের সই গো!
পূজে চণ্ডী পড়িলো ফুল,চণ্ডী আমায় অনুকূল,
খণ্ডিল মনের শূল, চণ্ডীসাধনের ধন ঐ গো॥

* * *

সিন্ধু-ভৈরবী—যৎ।

উদয় গগনে ;—
সখি! ঐ দেখ মোর শ্যাম-নবঘন,
এলেন আমার জগবন্ধু রথ-আরোহণে।
ঐ পদে রেখেছে মতি, ব্রহ্মা ইন্দ্র পশুপতি,
ভবভার্য্যা ভাগীরথীর জন্ম ঐ চরণে।
গলে বনফুল-হার, শিরে শিখিপুচ্ছ যার,
দ্বিভুজ মুরলীধর, পীতবাস পরণে॥ (ট)

সমাগত ভূপতিগণের ক্রোধ।

হেথা রুক্মিণীর স্বয়ম্বরে, আসি বহু নৃপবরে,
সজ্জা করি সবাই কয় সভাতে।
ভূপতির কি দুরদৃষ্ট! মানস করেছেন কৃষ্ণ,—
গোপের নন্দনে কন্যা দিতে॥ ২৪০
রুক্মী তবে কিসের জন্য, আনিল করি নিমন্ত্রণ,
অপমান করিতে রাজগণে?
আমাদের হয়েছে বিমর্ষ,
ইহাদের, বাপে-ঝিয়ে পরামর্শ,
উভয়ের মন দেবকী-নন্দনে॥ ২৪১

* * *

ইহাদের বিবেচনা কেমন?—

রাজা, ডালিম ফেলে নালিম খান,
ব্রাহ্মণ ফেলে মুচিকে দান,
ভালো ত বিবেচনা!
বিবেচনা হ'লো কোন্ দেশী?
বাপকে রেখে উপবাসী,
বেয়াইকে ক্ষীর ছেনা? ২৪২
বিবেচনাকে ধন্যি ধন্যি, গঙ্গা ফেলে পুষ্করিণী,
স্নান করেন রে ভাই!
একি, বিবেচনা করিলেন রাজা,
ঘরে এনে লক্ষ রাজা,
কোটালের দোহাই! ২৪৩
ময়না টিয়ে উড়িয়ে দিয়ে,খাঁচায় পোষেণ কাক।
ঘণ্টা নেড়ে দুর্গোৎসব, ইতুপূজাতে ঢাক॥২৪৪
সিদ্ধিযোগ ত্যাগ করি, ভরণী মঘায় যাত্রা।
চৌত্রিশ অক্ষর খালি রেখে,
"ধ"য়ের মাথায় মাত্রা॥ ২৪৫
ফেলে হীরে বাঁধিলেন জীরে,
সোণা বাইরে আঁচলে গিরে,
এ দেশে লোক থাকে?
ঘোড়া ফেলে জয়পতাকা ছাগলের মস্তকে!
ব্রাহ্মণ প্রতি করি কোপ, সভাসদ সদ্গোপ!—
নইলে মান্য কৃষ্ণ!
জাহাজ ডুবিয়ে ডোঙ্গায় চড়া!
জিলিপি ফেলে তালের বড়া,
জ্ঞান করেছেন মিষ্ট॥ ২৪৭

আরগিণেতে * মন ভুল্‌লো না,
মন ভুলেছে চরকা!
শালকে রেখে যবে-স্থবে,
চটে দিয়েছেন মারকা! ২৪৮
সার চন্দন ফেলে, মান্য শিমুলের কাঠ!
উঠানে বসান অধ্যাপককে,
ভাটকে দিয়েছেন খাট॥ ২৪৯
মনসা-মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন,
জলে ডুবিয়ে শ্যামা।
রূপোকে রেখে কূপোর মধ্যে,
কাগজে বেঁধেছেন তামা॥ ২৫০
যজ্ঞের ঘৃত অগ্রভাগ খায় যেন শৃগালে!
রুক্মিণীকে দিতে চান, নন্দের বেটা রাখালে!

* * *

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রুক্মিণী-হরণ ও রুক্মী প্রভৃতির যুদ্ধ-চেষ্টা।

যতেক রাজার দল, সবে করে কোলাহল,
হলাহল উঠিছে মনোরাগে।
আছে, ক্রোধে চারি রাজসুত,
আসিয়া জনেক দূত,
কহিতে লাগিল রাজার আগে॥ ২৫২
ধনুকে সন্ধান পূরে, রুক্মিণীর অন্তঃপুরে,
ছিলাম আমরা রক্ষার কারণে।
শূন্যভরে আসি হরি, রাজার নন্দিনী হরি,
রথে চড়ি উঠিলো গগনে॥ ২৫৩
যুদ্ধ করি কোনক্রমে,পারি নাই তার পরাক্রমে,
হারি মেনে এসেছি মহারাজ!
যায় নাহিকো বহুদূর, নিকটে আছে নিষ্ঠুর,
ধরেন তো করেন না কালব্যাজ॥ ২৫৪
শুনি রুক্মী উঠিল দ্রুত, জলন্ত অনলে ঘৃত,
জ্বলে উঠে যেন দিল ঢালি।
বলে বেটারা দূর দূর,ভালো বাঁচালি অন্তঃপুর,
হস্ত কামড়ায় দিয়ে গালি॥ ২৫৫
রাগে হয়ে জ্ঞানশূন্য, বলে ধর ধর ধর সৈন্য!
কি আর দেখ রে যায় দর্প।
হবে, জগতে কলঙ্কধ্বনি,ভেকে চুরি করে মণি,
ঠেলিয়ে ফেলায়ে কালসর্প॥ ২৫৬
ক্রোধে চারি সহোদর, বলে সৈন্য ধর ধর,
বংশীধারী শূন্যপথে যায় রে!
হাতে লয়ে নানা অস্ত্র, সবে হয়ে শশব্যস্ত,
গেলো গেলো হায় হায় হায় রে॥ ২৫৭

* * *

সুরট—কাওয়ালী।

ঐ যায় রুক্মিণী লয়ে রথোপরে।
আরে, ধর্ ধর্ ধর্ দ্রুত মার্ মার্
দুরাচার কৃষ্ণ গোপ-কুমারে॥
অতি অগণ্য ও যে ব্রজে গোপাল—
গো-রাখাল চিরকাল রে;—
ব্রজ-গোপিনী সকলে, ও রাখালে ভোলে,
রাজকুমারী কি সাজে সে বরে?॥ (ঠ)

* * *

অবাক্ হ'য়ে রাজগণ, সবাই দুঃখে মগন,
বলে, পণ্ড হ'লো এ সব মন্ত্রণা।
জরাসন্ধ সুধায় দূতে, বেষ্টিত দেবকী-সুতে,
কে কে আছে কতগুলি সেনা॥ ২৫৮
দূত বলে, মহাশয়! বহু সেনা তার সঙ্গে নয়,
কিন্তু তার কাজ কি সেনা সাথে?
বাইরে ডাক্‌ছে বলরাম,
ভয় কি রে ভাই ঘনশ্যাম!
নূতন এক লাঙ্গল লয়ে হাতে॥ ২৫৯
জরাসন্ধ বলে হদ্দ, এসেছেন সেই বলভদ্র,
ভদ্রলোক তার কাছে না যান।
নাই অন্য অস্ত্রে শিক্ষা, কেবল লাঙ্গলে দীক্ষা,
তাইতে ইন্দ্র প্রাণ ভিক্ষা চান॥ ২৬০
কৃষ্ণকে করেছি ক্ষান্ত,
বটি তা হ'তে আমি বলবন্ত,
কিন্তু আমি পারি নাই বলার * বলে।
কাতর দেখে না করে দয়া,
নাইকো বলার বলা কওয়া,
অকস্মাৎ লাঙ্গল লাগায় গলে॥ ২৬১

* আরগিণেতে—অরগাণ নামক বাদ্যযন্ত্রে।

* বলার—বলরামের।

একদিন আমায় যুদ্ধস্থলে,
দিয়েছিলো সেই হলটা গলে,
অদ্যাপি বেদনা স্কন্ধে আছে।
নাম শুনে তার কাঁপে অঙ্গ,
আমি তো ভাই! দিলাম ভঙ্গ!
হার মেনেছি হলধরের কাছে॥ ২৬২

* * *

শিশুপাল ও নারদ মুনি।

এইরূপে রাজন কয়, নারদ মুনি হেন সময়,
রাজসভা মধ্যে উপনীত!
কহেন,—শুন শিশুপাল! তুমি মান্য মহীপাল,
কহিব তোমার কিছু হিত॥ ২৬৩
হাতে বেঁধে এলে সূত,সে আনন্দ নন্দসুত—
ঘুচালে তোমার, ওহে ভূপ!
হাসিবে বিপক্ষ নরে, এ বেশে এক্ষণে ঘরে,
লজ্জা থেয়ে যাইবে কিরূপ? ২৬৪
আমি একটী যুক্তি বলি ভাই!
ভক্তি হয় ত কর তাই,
যাউক প্রাণ—মানকে হাতে রেখো।
যাও ঘরে ডুলিতে চ'ড়ে, বস্ত্র আচ্ছাদন ক'রে,
কিছুকাল অন্তঃপুরে থেকো॥ ২৬৫
এ কথাটা পুরাণা হবে,নগরে দেখা দিও তবে,
শিশুপাল বলে,—কথা বটে।
করিতে হ'লো এই কার্য্য, বৃদ্ধস্য বচন গ্রাহ্য,
বলিয়ে ডুলিতে গিয়ে উঠে॥ ২৬৬

* * *

ডুলি চড়িয়া শিশুপালের নগরে প্রবেশ।

শিশুপালে মন্ত্রণা দিয়ে, নারদ তবে দ্রুত গিয়ে,
উদয় শিশুপালের নগরে।
ঘরে ঘরে বাদ্য করে, মুনি অনুমতি করে,
সাজ সাজ সকলে শীঘ্র ক'রে॥ ২৬৭
শুনে যত বাদ্যকর, সকলে হয়ে সত্বর,
পথে গিয়ে বাজায় রাজার আগে।
যায় নিয়ে জয়ঢাক ঢোল, নগরে বিষম গোল,
শুনে শব্দ পঞ্চগ্রাম জাগে॥ ২৬৮

শিশুপাল কয়, এ কিরূপ!
ওরে বেটারা চুপ চুপ!
একি লজ্জা!—পড়িলাম সঙ্কটে।
মুনি বলেন, বলিল রাজা,
বাজা বেটারা বাজা বাজা,
কামাই দিস্‌নে গাঁয়ের নিকটে॥ ২৬৯
শুনিয়ে মুনির সাড়া, কন্ কন্ বাজিছে কাড়া,
টং টং বাজে টিকরা দড়।
দুই পাশেতে থাক্ থাক্,
বাজে বাঘ-লেঙ্গুরে ঢাক্,
দগড়ে নগর করিছে জড়॥ ২৭০
দম্ফেতে বাজায় দম্ফ, ঝমঝমী জগঝম্প,
ভূমিকম্প বাদ্য-শব্দ করে।
ধাতিং তা বাজে বাদল,ভোঁ ভোঁ শিঙ্গের বোল,
ঝাঁক করি বাঁক বাজে পঞ্চম স্বরে॥ ২৭১
বাজে যত বাদ্য নানা, বি বি বাজিছে দামামা,
ধু ধু ভেরীর শব্দ ভাল।
বিদায় করিছেন বলি বাজা,
যায় যত ইংরাজী বাজা,
ডবল বাঁশী তবলা করতাল॥ ২৭২
প্রধান প্রধান যত ঢুলী,আহ্লাদে যায় ঢুলিঢুলি
নূতন নূতন রঙ্গের হাত বাজায়ে।
একবার কাছ ঘুনিয়ে যায়,
ছক্কা দিয়ে শিরোপা চায়,
বলে,—ছাড়িনে মহারাজার বিয়ে॥ ২৭৩
চুপ চুপ ধুমকি সাজে,
ধুমকিটি ধুমকিটি ঢেলাং বাজে,
বারণ করিলে দ্বিগুণ বেড়ে উঠে।
শিশুপাল যেন হয়েছে চোর,
বলে বিয়ে নয়, আজি মৃত্যু মোর!
এতো কি সাজা—রাজার আপন কোটে?
নগরে শুনিয়ে রব, শিশুপালের ভগিনী সব,
আনন্দে মগনা হয়ে চলে!
মঙ্গলাচরণ জন্যে, ডাকে যত কুলকন্যে,
সমাদর করিয়ে সবে বলে॥ ২৭৫
হলো কি শুভদিন আজ লো,
ঐ বাজ্‌লো ঐ বাজ্‌লো,
দাদার বিয়ের বাজনা আহা মরি!।

আয় লো ধনি!—আয়লো মণি!
মতিদিদি মনোমোহিনি!
মঙ্গলা মাসি!—মঞ্জুরি মাধুরি! ২৭৬
আয় লো হীরে! আয় লো ধীরে!
আসিছে দাদা গাঁ—টা ফিরে,
আয় লো রাসু রঙ্গিণি! বামনি!
আয় লো জয়া জগদম্বা! নিয়ে পান-গুয়া রম্ভা,
সাধের বউকে উলিয়ে ঘরে আনি॥ ২৭৭
কোথা গেলি লো তারামালিনি!
শীঘ্র দে লো পিঁড়িতে এলোনি,
ঐ দেখ সিকিতে * আলোচালি।
মেনেছিলাম সত্যপীরে,
পীর মেনে চেয়েছেন ফিরে,
ঠাড়ো গুয়োপান দিতে হবে কালি॥২৭৮
নগরের যত নাগরী,
"বৌ দেখি বৌ দেখি" করি,—
নগরের বাহিরে যায় হেঁটে।
শিশুপালের ভগিনী গিয়ে,
ডুলির আচ্ছাদন তুলিয়ে,
'আই মা!' বলি দন্তে জিহ্বা কাটে!
নারীগণকে বল্‌ছে এসে,
আয় লো মজার বৌ দেখ্‌সে,
জন্মেতো দেখি নাই হেন বউ!
লাজের কথা কারে ক'ব,
ও মা আমি কোথা যাব।
বিয়ের ক'নের গোঁপ দেখেছো কেউ?॥

* * *

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

ছি ছি আই আই! বলিবো কায়!
মরি লজ্জায়! শিশুপেলে ছারকপালের—
কারখানা কেউ দেখ্‌সে আয়॥
লজ্জা নাই পাষাণ-বুকো, মর্ মর্ মর্
কালামুখো!
ছি ছি মুড়িয়ে মাথা, ঘোল ঢেলে তায়,
গোল ক'রে কেউ ঢোল বাজায়॥ (ভ)

* * *

* সিকিতে—সিকেয়।

শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে রুক্মীর পরাভব ও লাঞ্ছনা।

হরিয়ে রুক্মিণী হরির ত্বরায় গমন রথে!
রুক্মিণীর সহোদর-সহ যুদ্ধ পথে॥ ২৮১
ভগবানের বাণে বাণে প্রাণে কাতর হয়ে।
রুক্মী হয়ে দুঃখী,—বাঞ্ছা যায় পলাইয়ে॥ ২৮২
পলায় পাছে, পরাভব—দেখিয়ে পরাৎপর*।
ক্রোধে শীঘ্র তোলেন তারে রথের উপর॥
কত মন্দ বলেন, তারে নন্দের নন্দন।
রথ-কাষ্ঠে রাখেন, করি নিগড় বন্ধন॥ ২৮৪
বলরাম বলেন হেসে, খুব করেছো ভাই!
নূতন কুটম্ব হ'লে, তার এমনি আদর চাই॥২৮
মরি, ধন্য ধন্য গণ্য পুণ্য মান্য বাড়াইলে!
একি, সভ্য ভব্য দিব্য নব্য কাব্য দেখাইলে।
করি, দ্বন্দ্ব ছন্দ, মন্দ বলো, সম্বন্ধ মান না।
বলো, বেটা সেটা ঠেটা,
এটা কেটা তা জান না॥২৮
ভায়া! দয়া মায়া হায়া—কায়া মধ্যে নাই।
বরো শ্বশুর-শিশুর † কসুর,
ওটা শিশুর বুদ্ধি ভাই॥ ২৮৮
এখন, ভার্য্যে রাজ্যে পূজ্যে,
ভার্য্যার ভেয়ের এ কি কও হে!
তুমি ভূলোক-ভবলোক-গোলোক-পালক,—
শ্যালক-পালক নও হে॥ ২৮৯
বলরামের বাক্যেতে লজ্জিত কমল-চক্ষু।
রুক্মিণী দুঃখিত,—দেখি সহোদরের দুঃখু॥ ২৯০
তুণ্ডে ধরি হৃষীকেশ, তার কেশ মুড়াইয়া।
দূর হ রে দুর্ভাগা! বলি, দিলেন তাড়াইয়া॥

* * *

রুক্মিণীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ।

রথে মনোরথ পূর্ণ—পূর্ণব্রহ্মময়।
লক্ষ্মী ল'য়ে ঐক্য হয়ে দ্বারকায় উদয়॥ ২৯২

* * *

* পাঠান্তর,—কোথায় পলাবে যথা প্রভু পরাৎপর
† শ্বশুর-শিশুর—শ্বশুর-পুত্রের।

লক্ষ্মী-নারায়ণ-মিলন।

বিধিমতে বিবাহ নির্ব্বাহ হয় পরে।
হৃদয়ে দ্বারকাবাসীর আনন্দ না ধরে ॥ ২৯৩
হেরিয়ে যুগল-কান্তি, ভ্রান্তি গেলো দূরে।
জয় জয় শব্দ হয় চিন্তামণি-পুরে * ॥ ২৯৪

*   *   *

বেহাগ—যৎ।

কি শোভা শ্যাম-বামে সাজিল রুক্মিণী।
যেন রে জলদে সৌদামিনী ॥
শুভ দরশনে আগমন শুকমুনি।
সুরগণ সহ শুভাগমন সুরমণি ॥
সুত সঙ্গে শুভদা সহিত শূলপাণি।
এলেন, সুধাকর-সহ সূর্য্য,
শুভবার্ত্তা শুনি ॥ (চ)

রুক্মিণী-হরণ সমাপ্ত।

সত্যভামার ব্রত।

সত্যভামার অভিমান ও শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক মানভঞ্জন।

নারদ গিয়া ইন্দ্রালয়ে, পারিজাত পুষ্প লয়ে,
সে স্থান হ'তে প্রস্থান করেন ঋষি।
বীণায় কৃষ্ণগুণ ল'য়ে, দিলেন কৃষ্ণ-গুণালয়ে,
দ্বারকা নগরে আশু আসি ॥ ১
হেরে পুষ্প সুবাসিত, হরপূজ্য † হরষিত,
তুষিলেন মধুর সম্ভাষে।
সেই পুষ্পে হৃষীকেশ, সাজান রুক্মিণীর কেশ,
বিচিত্র-বিউনি কেশ-পাশে ॥ ২
লক্ষ্মী-নারায়ণ-পদে, প্রণাম করি প্রমোদে,
জানেন মুনি কি সুখ ঘটেছে।
বাধাব আজি অতুল দ্বন্দ্ব,ইথে কিছু নাই সন্দ,
অন্তরে অতুল আনন্দ,
দেন তথ্য সত্যভামার কাছে ॥ ৩

ছি ছি মা! শ্রীনাথের কৃত্য,
দেখে জ্ব'লে গেল চিত্ত,
বিচিত্র গুণ তাঁর এত জানিনে।
শুনিলে শোকে হবি কাতরা,
মৌখিকে প্রেয়সী তোরা,
মন বাঁধা তাঁর রুক্মিণীর মনে ॥ ৪
পুষ্প আনিলাম গিয়ে স্বর্গ,ছি ছি এ'কি উপসর্গ,
আমি ভাবিলাম,—তোমায় দিবেন হরি!
ত্যজে তোমা হেন প্রেয়সীরে,
দিলেন রুক্মিণীর শিরে!
হরি কি করিলেন হরি হরি ॥ ৫
বলি চ'লে যান মুনি, সত্যভামা হয়ে মৌনী,
অমনি বসিলেন অভিমানে।
করিতে মানভঞ্জন, হরি বিপদভঞ্জন,
যান সত্যভামা-বিদ্যমানে ॥ ৬
একেবারে বাক্য রোধ, না রাখেন অনুরোধ,
নাই উত্তর,—শুনে বাক্য শত।
কৃতাঞ্জলি বিদ্যমান, হরি হয়ে ম্রিয়মাণ,
রাখিতে মান বাড়ান মান কত ॥ ৭
কে করিল হে অপমান? একি মান অপ্রমাণ!
মানে যে মান রাখ না সুন্দরি!
মনে রৈল মনের কথা, বল না কি মনোব্যথা?
না শুনে যে মনস্তাপে মরি ॥ ৮
তখন অধোমুখে কন ধনী,
করিয়ে গুন্ গুন্ ধ্বনি,
যাও যাও, যে ঘরে সুখের বাসা।
বুঝেছি ভাল-বাসাবাসি, কেন শত্রু-হাসাহাসি,
করিতে আর এ স্থানেতে আসা ॥ ৯
হয়েছে কপাল পোড়া,পোড়ার উপর দৃষ্টিপোড়া,
একি পোড়া!—এত দেও জ্বালা।
বুঝেছি তোমার ভাব-ভঙ্গি,
আর কেন হে ভাবের উক্তি?
গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা? ১০
ভেবেছিলাম আছ বন্দী,
করেছিলে সত্যে বন্দী,
মরিতে তেঁই দিয়াছিলাম মন।
সদরে আদরের কথা, বিরলে গিয়ে বিপক্ষতা,
এমন প্রিয় জনে কি প্রয়োজন? ১১

---

* চিন্তামণিপুরে—দ্বারকায়। † হরপূজ্য—শ্রীকৃষ্ণ।

সম্মুখে সুন্দর সাধু, যেন সুধা বর্ষে বিধু,
বনে ব্যাঘ্র—মনে তা জানিনে!
ছি ছি মেনে আর এসো না,
কাণ কাটে হে যেই সোণা,
সেই সোণা বাসনা আর করিনে॥ ১২
অবলা পেয়ে কর হেলা,
বারণ করেছি বার-বেলা,
বার বার দিও না কথা খণ্ডি।
মুখে মধু অন্তরে বিষ, তুমি ঊনিশ আমি বিশ,
ও বিষয় বুঝিবার ভূষণ্ডী॥ ১৩
করিতে কত রঙ্গ—পেয়ে,
গোকুলে গোয়ালার মেয়ে,
আমরা তেমন নই হে অবোধ নারী।
যে মজিয়ে যাবে বাজিয়ে বাঁশী,
নষ্টের স্বভাব কাষ্ঠ-হাসি,
দৃষ্টিমাত্র আমি বুঝিতে পারি॥ ১৪
কাঁদ কেন আর কপট কান্না,
যে ঘরেতে ঘর-কন্না,
ভাব গিয়ে সেই ঘরের ভাবনা!
যদি কাঁদ্‌তে এসেছ শুনিতে পায়,
ওহে কান্ত! ধরি পায়,
কাঁদিতে হবে জানিতে কি পার না॥ ১৫
তখন, বুঝি সত্যভামার মন,
ইন্দ্রপুরে করি গমন,
হরি পারিজাত পুষ্প হরি।
করি সেই ফুল-বাগান, ধনীর মন যোগান,
সুন্দর আনন্দিত হলেন হরি॥ ১৬
এক দিন পুনর্ব্বার, মিছে দ্বন্দ্ব বাধাবার,
চেষ্টায় নারদ তথা যান।
বর্ণনা করি জ-কার, নিত্য বস্তু নিরাকার,
নির্গুণ জনার গুণ গান॥ ১৭

*   *   *

সুরট—ঝাঁপতাল।

জয়তি জগদীশ জগবন্ধু জগজ্জীবন।
জপে গুণ যোগীন্দ্র-আদি যতনে যারে যোগিগণ।
যজ্ঞেশ্বর যাদব জয় যশোদানন্দন।
যদুকুলোদ্ভব জলদবর্ণ জনরঞ্জন।
তুমি, জীবের জীব আত্মরূপ,
স্বং যজ্ঞ তুমি জপ,
যন্ত্রি-জন-যন্ত্র যম-যন্ত্রণা-নিবারণ॥
জগত-আরাধ্য, জগদাদ্য জগন্মোহন,—
এই, জঘন্য দাশরথিরে তার
হে জগত্তারণ! (ক)

*   *   *

সত্যভামার প্রতি নারদ মুনির উপদেশ।

আনন্দ-হৃদয়,মুনির উদয়,যথা নারী সত্যভামা
গিয়া সন্নিধান, সুধান বিধান,
সুমঙ্গল বল গো মা॥ ১৮
সত্যভামা কন, শুন তপোধন!
হরি পারিজাত হরি
আমারে উদ্যান, করিলেন দান,
অনেক মিনতি করি॥ ১৯
আমারি কেশব, মিথ্যা আর সব,
আমার আমার করে।
কহেন নারদ, ঘটিবে বিরোধ,
বলিনে তাহারি তরে॥ ২০
তোমার ভবন, পারিজাতবন,
সৃজন করেন আনি।
তাইতো ভাব মোর, হরির গুমর,
জাননা তুমি জননি! ২১
হৈল অনুমান, তুমি কেঁদে মান,
বাড়ালে জানিবে তা কি।
বলিলে মরিবে ফুলে, যা পেয়েছ তুমি ফুলে,
ফলে কিন্তু তুমি ফাঁকি॥ ২২
অবলা বলিয়ে, বাড়ান ছলিয়ে,
বলি দুটো কথা মিষ্টি।

* এ গানটী অনেক সময় মজলিসী ভাবে গীত হইয়া থাকে। ঝাঁপতাল,—কালোয়াতী মতে একটী উচ্চ অঙ্গের তাল। গায়কগণ ইহার অন্তর্গত গুরু স্বর লঘু করিয়া মিষ্টতা সম্পাদন করেন,—যথা, 'যজ্ঞেশ্বর' স্থানে 'যজ্ঞেশ', 'জঘন্য' স্থানে 'জঘন' এবং 'জগত্তারণ', স্থানে জগৎতারণ ইত্যাদি। এই গানটীর বাণী ও বিরামের বড়ই তাৎপর্য্য আছে।

তুমি মন পাবে ?—হরির পাবে' পাবে,
সকলি কুয়ের স্থষ্টি ॥ ২৩

অন্তরের অন্তরা, জানিস্ কি মা ! তোরা,
কপট কথায় রাজী ।
নাই, লেশ মমতার, তোর প্রতি তাঁর,
ভালবাসা ভোজ-বাজী ॥ ২৪

জানি তাঁর পণ, করি সংগোপন,
আমারে না কন কি ?
মন, লয়েছে কিনি, কেবল রুক্মিণী,
ভীষ্মক রাজার ঝি ॥ ২৫

শুনি ধনী কন, দুখেতে—চিকণ,—
স্বরেতে মন বিরসে ।
কহ দেখি মুনি ! পতি চিন্তামণি,
কিরূপে রাখিব বশে ? ২৬

মুনি কন শেষ, শুনহ বিশেষ,
করতে পার যদি ব্রত ।
আছে একটা রূপ, অতি অপরূপ,
পুণ্যক নামেতে ব্রত ॥ ২৭

সে ব্রতের বিধি, লিখেছেন বিধি,
দক্ষিণায় পতি-দান ।
আছে ব্যবস্থায়, পুন লবে তায়,
স্বর্ণেতে করি সমান ॥ ২৮

হইলে সঙ্গতি, হ'তে পারে গতি,
পতি রয় তার কেনা ।
শুনি কন ধনী, পিতা পূর্ণ ধনী,
মুনি ! কি তুমি জান না ? ২৯

যতেক বাসনা, দিতে পারি সোণা,
পর্ব্বত প্রমাণ করি ।
এ নহে বিস্তর, হন মনোহর,—
বড় জোর মণ দুই ভারি ॥ ৩০

তখন করি সেই ব্রত, নারদ মুনি বিব্রত,
কহেন করি চাতুরী ।
দেহ মা ! দক্ষিণে, আমারে এক্ষণে,
যাইতে হবে সুরপুরী ॥ ৩১

* * *

সত্যভামার পুণ্যক ব্রত ।

কিসে অপ্রতুল, বলিয়ে অতুল,
আনন্দে রাজার সুতা ।
কৃষ্ণের সমতুল, করিবারে তুল,
তখনি আনেন তথা ॥ ৩২

মহা পরাক্রম, করিয়া বিক্রম,
ভীম বৈসে তুল ধরি ।
এক দিকে ভর করেন বিশ্বম্ভর,
বিশ্বম্ভর রূপ ধরি ॥ ৩৩

রাজার নন্দিনী, সত্যভামা ধনী,
গদ্‌গদ—ভ্রমে ভুলে ।
করি আকিঞ্চন, আনিয়া কাঞ্চন,
দিতেছেন তুলে তুলে ॥ ৩৪

যতেক তাঁহার, স্বর্ণসীঁতি হার,
স্বর্ণচম্পকের কলি ।
স্বর্ণ-ভূষণ মাত্র, স্বর্ণবারি-পাত্র,
কর্ণসাজ স্বর্ণগুলি ॥ ৩৫

কনকের তরে, জনকের ঘরে,
জনেক ধনী পাঠায় ।
তার যত স্বর্ণ, ছিল নানাবর্ণ,
সে দিল কন্যার দায় ॥ ৩৬

আশী মণ কি শত, করি পরিমিত,
স্বর্ণ দেন তুলোপরি ।
ভাবিয়ে বিষণ্ণ, ফুরাইল স্বর্ণ,
প্রসন্ন না হন হরি ॥ ৩৭

পড়িয়া সঙ্কটে, নারদ-নিকটে,
লজ্জায় কহেন ধনী !
স্বর্ণ ভিন্ন নিধি, থাকে যদি বিধি,
বিধিমতে দেই এখনি ॥ ৩৮

কহেন নারদ. স্বর্ণে যদি শোধ,
না পার,—যা পার তাই ।
শীঘ্র আনি দেহ, নাহিক সন্দেহ,
অভাবেতে দূষ্য নাই ॥ ৩৯

মুনির উত্তর, শুনিয়া সত্বর,
সত্যভামা অকাতরে ।
করতে পতি মুক্ত, আনি মণি মুক্ত,
অমনি দেন তুলোপরে ॥ ৪০

রত্ন যে প্রধান, সব হলো প্রদান,
ভাবেন রাজার মেয়ে।
শেষে দেন রামা, কাঁসা দস্তা তামা,
মুনির অনুমতি পেয়ে ॥ ৪১
ব্যস্ত হয়ে দায়, বস্ত্র সমুদায়,
দেন এক বস্ত্র পরি।
প্রতিজ্ঞা—কনক, শেষেতে চণক,
যব গম আদি করি ॥ ৪২
তথাচ তুলনা, হরির হলো না,
হরিষে বিষাদ সতী।
লাজে তৃণ হেন, হইয়া কাঁদেন,
বলে,—হারাইলাম পতি ॥ ৪৩
মুনি কন, মা গো! তুমি বিদায় মাগো,
আমিও বিদায় হই।
ফিরে নে জননি! হীরা মুক্তা মণি,
চিন্তামণি আমি লই ॥ ৪৪

* * *

নারদের শ্রীকৃষ্ণ-লাভ।

গা তোল হে কৃষ্ণ! আর কেন তিষ্ঠ,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি মোর হলো।
আমার এক লোক, ছিল আবশ্যক,
ভাল হৈল সঙ্গে চল ॥ ৪৫
নানা স্থানে যাই, নানা দ্রব্য পাই,
বইতে লজ্জা পাই আমি।
দিলাম সেই ভার, তুমি লবে ভার,
ভার বইতে ভাল তুমি ॥ ৪৬
ওহে জলদকায়া! দ্বারকার মায়া,
ত্যজ আর মিছে কাঁদ।
ব্রতের সামিগ্র, কাচা পাতো শীঘ্র,
আলোচালি কলা বাঁধো ॥ ৪৭
কি দেখ কি ভাব! দ্বারকার ভাব,
পাবে না মোর নিকটে।
ছিলে যে গোলোকে, এসেছ ভূলোকে,
জন্মিলে যাতনা ঘটে ॥ ৪৮
মোর, তরু-তলে বাস, ওহে পীতবাস,
উপবাস প্রায় থাকি।
কি শীত বরষা, ভোজন ভরসা,
হরি! মোর হরীতকী ॥ ৪৯
কপালে লিখন, কি জানি কখন,
কার ভাগ্যে কিবা ঘটে।
জনম বৈরাগ্য, যেমন হতভাগ্য,
হরি কিনা তার মুটে ॥ ৫০
তুমি, জীবের কপালে, লেখ জন্মকালে,
সুখ দুঃখ ভোগ যথা।
তোমার কপালে, এ লেখা লিখিলে,
হরি হে! কোন্ বিধাতা ॥ ৫১
তখন, ভূমে পড়ি রামা, কাঁদে সত্যভামা,
বলে, কি হলো রে হায়!
করি দক্ষিণান্ত, হইল সর্ব্বস্বান্ত,
কৃষ্ণ লয়ে মুনি যায় ॥ ৫২
কিবা, অশীতি পর, পঞ্চম বৎসর,
বালকাদি পুরে যত।
মুখে হাহাকার, ধ্বনি সবাকার,
দ্রুত যায় যথা ব্রত ॥ ৫৩
শুনি অমঙ্গল, যদুবংশে গোল,
মহাপ্রলয়ের ধারা।
কেহ মূর্চ্ছাগত, উন্মাদের মত,
পথে পড়ি জ্ঞানহারা ॥ ৫৪
ষোড়শ শত অষ্ট, নারী—শুনে কৃষ্ণ,
ঐ লয়ে যায় ঋষি।
বাস না সম্বরে, দেখতে পীতাম্বরে,
এলো সব এলোকেশী ॥ ৫৫
পড়িয়ে ভূতলে, নয়ন উথলে,
কেঁদে বলে যত রামা।
ছার ব্রত-দায়, কার ধন কা'য়,
দিলি তুই সত্যভামা? ৫৬
দ্বারকা-জীবন, এ তিন ভুবন,—
জীবন জগতময়।
জগত সংসার, জীবের অধিকার,
কৃষ্ণ তোর শুধু নয়! ৫৭

* * *

সিন্ধুভৈরবী—যৎ।

কি ব্রত করলি বল, ফলল ফল একি ফল,
প্রতিফল তোমায়।

রক্ষিণাতে সাধনের ধন কৃষ্ণধন দিলি বিদায়॥
তোরে ধিক্ তোর ব্রতে ধিক্!
আছে কি ধন আর অধিক?
অখিল-ব্রহ্মাণ্ড-পতি পতি তোর মন যোগায়।
তোরে বিড়ম্বিল বিধি,
প্রাক্তনে নাই প্রাপ্ত নিধি,
কপাল যার মন্দ, শ্রীগোবিন্দ-চরণ সে কি
পায়? (খ)

* * *

কুবেরের ভাণ্ডার হইতে ধনরত্ন আনয়নের জন্য যদুবংশীয়-গণের দূত প্রেরণ।

যদুবংশে একযোগ, সকলে হয়ে সংযোগ,
যার ঘরে ছিল যত রত্ন।
শুনিয়া মুনির পণ, সবে করি প্রাণপণ,
সমর্পণ করে করি যত্ন॥ ৫৮
করি দিল আয়োজন, গিরি তুল্য করি ধন,
গিরিধারী তুল্য নাহি ঘটে।
যদুবংশে কহে মুনি! ক্ষণেক রাখ চিন্তামণি,
আনি ধন কুবেরনিকটে॥ ৫৯
ব'লে পাঠাইল চরে, ধনপতি-গোচরে,
চরে গিয়া জানায় তারে ত্বরা।
কুবের করিয়া তুচ্ছ, কহে কত বাক্য উচ্চ,
বড় উচ্চ পদ পেয়েছে তারা॥ ৬০
শুনি নাই যে এমন কার, চমৎকার অহঙ্কার,
শিবের ধনেতে লোভ করে।
কিছু তো বুঝে না সূক্ষ্ম, কতকগুলা গণ্ডমূর্খ,
জন্মেছেন সেই যদুনাথের ঘরে॥ ৬১
ভব মোর ভবকাণ্ডারী, আমারে করি ভাণ্ডারী,
রেখেছেন ধনের রক্ষাতে।
অগোচরে দিলে পরে, আমারে বধিবেন পরে,
নীলকণ্ঠ ব্যয়কুণ্ঠ তাতে॥ ৬২
অতুল ধনে যেন দরিদ্র, না ভাঙ্গান এক মুদ্র,
অতি ক্ষুদ্র মতে চলেন তিনি।
ঘরেতে ঘরণী তাঁর, জগদম্বা মা আমার,
দেন না তাঁরে অলঙ্কার একখানি॥ ৬৩
ভাণ্ডারেতে পট্টবাস, তা না পবি রুত্তিবাস,
ব্যাঘ্রচর্ম্ম নিত্য পরিধান।
একটিবার মনে হ'লে মণিমন্দির হয় হেলে,
তা না করি শ্মশানেতে স্থান॥ ৬৪
এমন জনার ধন, দিয়ে কি হব নিধন,
এমন অনুরোধ ভাল নয়।
আমি ত হইব ধ্বংস, হবে ধ্বংস যদুবংশ,
কোপাংশ হরের যদি হয়॥ ৬৫
কৃষ্ণ হয়েছেন সম্পন্ন, বিষয় করেছেন উৎপন্ন,
বংশ করেছেন ছাপ্পান্ন কোটি।
অধিক কিছু ভাল নয়, একবারেতে হবে লয়,
আজি বা কি করেন ধূর্জ্জটি! ৬৬
অনেক খরিদদারে বসে হাট,
অনেক পড়োতে হয় না পাঠ,
অনেকের মৃত্যু হয় অনেক লোভে।
অনেক পরিবারে ঘটে কষ্ট,
অতি লোভে তাঁতি নষ্ট,
অনেক যাত্রী উঠিলে তরি ডোবে॥ ৬৭
অনেক আশাতে হয় ফক্কি,
অনেক কোঁদলে ছাড়ে লক্ষ্মী,
অনেক আদরে অহঙ্কার বাড়ে।
অনেক নারীতে যায় ধর্ম্ম,
অনেক মন্ত্রীতে খায় কর্ম্ম,
অনেক জ্বালেতে পাকে পাক পড়ে*॥ ৬৮

* * *

কুবেরের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য যদুবংশীয়গণের যাত্রা।

ক্রোধে কুবের অনুচিত, কহিলেন যথোচিত,
দূত গিয়া কয় দ্বারকায়।
শুনি যক্ষের বাক্য শূল, কুপিল কৃষ্ণের কুল,
হয়ে ব্যস্ত হস্ত কামড়ায়॥ ৬৯
নহে সহ্য এক দণ্ড, কুবেরে করিতে দণ্ড,
সাজিল প্রচণ্ড হরি-সুতে।
পিতা যাদের দর্পহারী, তাদের সঙ্গে দর্প করি,
বেটা মোর অমান্য করে দূতে॥ ৭০

* পাকে পাক পড়ে—ঔষধে পাক নষ্ট হয়

বেটারে ধরেছে কাল, ভরসা করে মহাকাল,
এ সব কটু বলে তারি বলে।
আজি, রণে হ'লে প্রবর্ত্ত,শিবের যাবে শিবত্ব,
কৈলাস পাঠাব রসাতলে॥ ৭১

* * *

টৌরী—কাওয়ালী।

সাজিল কংস-রিপুবংশ* সমরে।
সসৈন্য শিবের কুবের কাঁপে ডরে॥
বিপক্ষ ত্রৈলোক্যনাথ-সুত যারে রে।
করে কে রক্ষে সে যক্ষে ত্রৈলোক্যের মাঝারে
যাঁরে যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ফণীন্দ্র ভজে,
তাঁর তনয় ত নয় সামান্য,
অমান্য কে করে, কে পারে,
দাশরথি পড়েছে কি একান্ত ঘোরে রে,
যাবে একান্ত নিতান্ত কৃতান্তেবি নগরে॥ (গ)

* * *

খাজে বাদ্য সাজে সৈন্য, কুবের দমন জন্য,
গমন করিছে হরি-পুত্র।
হ'য়ে যক্ষপুরে উপনীত, কহে, হেঁরে দুর্নীত!
ভাব না কি, কি হবে দশা অত্র? ৭২
এখন করিবে কার আরাধন,
নিধন ক'রে লব ধন!
বাঁচাতে ধন হবি ভুবন-ছাড়া।
এ বড় আশ্চর্য্য মজা, হয়ে একটি ক্ষুদ্র অজা,
সিংহের কাছেতে শিং নাড়া॥ ৭৩
করি উষ্মা অতিরেক,হাতীকে লাথি মারে ভেক,
বিড়াল বধিতে যুক্তি ইন্দূর যুটে।
এত নয় ভারি সঙ্কট,
যেমন লক্ষপতির সঙ্গে যোট,
প্রাণপণে দেয় তিনপণের মুটে †॥৭৪
আমরা জয়ী পৃথিবীতে, ব্রহ্ম সনাতন পিতে,
মাতা ব্রহ্মময়ী—ব্রহ্ম তুই।
জীবের গতি চিন্তামণি,
তোদের শিবের শিরোমণি,
দাসানুদাসের মধ্যে তুই॥ ৭৫

বাসনা থাকে মরণ, মোদের সঙ্গে ক[illegible]
নইলে পালা প্রাণ-শঙ্কা রেখে।
ডেকে আন্ তোর গঙ্গাধরে,
দেখ্‌ব কেমন বল ধরে
হলধরের শিষ্য যাউক দেখে॥ ৭৬
অক্ষম জনার রঙ্গ ঘরে, বসি ঘোর তরঙ্গ ক[illegible]
ধরিলেই প'ড়ে খান খাবি।
করেছিলি ত বড় রাগ,রাখ না তার অনুরাগ
রাগ দেখে ছাগ পশুর প্রায় পলাবি॥ ৭[illegible]
মূর্খ লোকের এই কর্ম্ম,
রাখতে মান থাকে না ধর্ম্ম
সে কর্ম্ম সহজে নাহি চলে।
বিহিত করিলে বিধিমতে,
সাজা দিলে যায় সোজা পথে,—
কিল খেয়ে দাখিল খুন হ'লে॥ ৭৮
বিরলে বসি বীরপণা, এমন বীরের বিড়ম্বনা,
কেন বা করিস্ বিরস বদন-খানা।
মেরে মালসাট হেরে যাচ্ছ,
কেড়ে ধন ছেড়ে দিচ্ছ,
বেঁড়ে লেজ নেড়ে কেন নড় না? ৭৯

* * *

ভীত কুবের কর্ত্তৃক মহাদেবের শরণ-গ্রহণ।

কুচক্র দেখে কুবের, শরণ লইতে শিবের,
ত্যজে ধন রাখিতে জীবন।
সদলে যায় যক্ষ-পতি, যথায় দক্ষ-সুতা-পতি,
ত্রৈলোক্য-পতি ত্রিলোচন॥ ৮০
কম্পান্বিত কলেবর, বলে, ওহে দিগম্বর!
পীতাম্বর-পুত্র আসি পুরে।
হরে ধন বাঁধে কর, কাতর তব কিঙ্কর,
শঙ্কর! সঙ্কটে রক্ষ মোরে॥ ৮১

* * *

সিন্ধু—কাওয়ালী।

কি দেখ হে ত্রিলোচন! ত্রিলোকদুঃখ-মোচন!
তব ধন হরিল হরি-বংশে।
তারা কি হে তারাপতি!
আছে সে ধন-অংশে?

---

* কংস-রিপুবংশ—শ্রীকৃষ্ণের বংশ।

† 'তিনপণে'র মুটে—(তুচ্ছতা ব্যঞ্জক)—তিনপণ কড়ি যাহার মজুরী—এমন মুটে।

ভবে মরি ওহে ভব ! হ'লো একি অসম্ভব,
ভকে আজি,—ভুজঙ্গ অঙ্গে দংশে,—
হে ভব-কর্ণধার ! কি ধার হরির ধার,
সুত তাঁর মম জীবন ধ্বংসে ॥
াবে না কি হবে পরে, পরম যতন ক'রে,
রম পাতক যে পর হিংসে,—নাথ !
কন হেন প্রলয়, তব ধন অন্তে লয়,
ষ্টি লয় হয় প্রভু ! তব কোপাংশে ॥ (ঘ)

* * *

বেরে অভয় দেন অভয়ার পতি ।
ন্তর ভব, কন ভব, উল্লসিত-মতি ॥ ৮২
ানমা কুবের ! তুমি হরির পরিচয় ।
ম গুরু কল্পতরু কৃষ্ণ দয়াময় ॥ ৮৩
কিঞ্চিৎ-সঞ্চিত-ধন বঞ্চিত যে জন্য ।
লো ইষ্ট পর্য্যাপ্ত, মম প্রাক্তন অতি ধন্য ॥৮৪
কত পুণ্য-জন্য আমি হয়েছি কৃতার্থ ।
প্রেমানন্দে সদানন্দ করিছেন নৃত্য ॥ ৮৫

* * *

কুবেরের ভাণ্ডার হইতে অসংখ্য রত্ন গ্রহণের পর, শ্রীকৃষ্ণের-পুত্রগণের দ্বারকায় প্রত্যাগমন।

কুবেরের ভাণ্ডারের, অসংখ্য রতন ।
হরিয়া হরিষে যায় হরি-পুত্রগণ ॥ ৮৬
ারকায়, দ্রুত যায় আনন্দে সকলে ।
করি যত্ন, যত রত্ন, তুলে দেয় তুলে ॥ ৮৭
কোনরূপে বিশ্বরূপের তুল্য না হইল ।
হকুল, প্রাণাকুল, সঙ্কট গণিল ॥ ৮৮
কি অদৃষ্ট হায় ! কৃষ্ণ হারাইলাম বলিয়া ।
কাঁদে ব্যস্ত, হয় সমস্ত, শিরে হস্ত দিয়া ॥ ৮৯
কৃষ্ণনারী, সারি সারি, আছে কৃষ্ণে ঘেরে ।
বে বলে, কেন গো না দেখি রুক্মিণীরে ॥ ৯০
তিনি কিসের দুঃখী, স্বয়ং লক্ষ্মী, অন্তর-যামিনী
আছেন ইষ্ট মনে, কৃষ্ণ-ধ্যানে,
কৃষ্ণের কামিনী ॥ ৯১
য়ন মুদে, দেখ্‌ছেন হৃদে দ্বারকায় বিপত্ত ।
ামকে আমার তুলে দিলে সামান্য সম্পত্ত ॥

সবে বলে রুক্মিণীরে, দে গো সমাচার ।
যায় কৃষ্ণ, কি অদৃষ্ট দেখ্‌বে না একবার ? ৯৩
যাবার বেলা, রাজ-বালা না দেখলে মরিবে ।
এ বিচ্ছেদ, জন্ম-খেদ, মর্ম্মে তার রবে ॥ ৯৪
যত রমণী, যায় অমনি, তাঁর অন্তঃপুরে ।
চক্ষে ধারা, তারাকারা, কহে রুক্মিণীরে ॥ ৯৫

* * *

খট্‌-ভৈরবী—ঠেকা।

ও রাজনন্দিনি ! ত্রিলোক-বন্দিনি !
পেয়েছ মা ! কিছু কি শুনতে ?
ছলে নারদ মুনি, ভুলায়ে রমণী,
নিল মা তোর নীলকান্তে ॥
জন্মজন্মান্তর, ভেবে নিরন্তর,
পেয়েছিলে গো মা, শ্রীকান্তে,—
ওমা পতিব্রতা ! সকল হ'ল বৃথা,
চিন্তামণি-পদ-চিন্তে ॥ (ঙ)

* * *

রুক্মিণী অন্তরে হাসি, কহেন যেন উদাসী,
সত্যভামা সর্ব্বনাশী, কি করেছে হায় গো !
করি সকলের সর্ব্বস্বান্ত, ধন-প্রাণ দ্বারকা-কান্ত,
করেছে ব্রতে দক্ষিণান্ত, দিয়েছে বিদায় গো !
প্রাণ ত হবে না রক্ষে, সবে না সবে না বক্ষে,
কেমনে দেখিব চক্ষে, কৃষ্ণ আমার যায় গো !
আমার, সঙ্গে কেবল অঙ্গ আছে,
আর সব ত্রিভঙ্গ কাছে,
ধন প্রাণ মন রয়েছে, কৃষ্ণের রাঙ্গা পায় গো !
অবিচার কি প্রাণে সয়, জগতের যে জগন্ময়,
একা কৃষ্ণ তার নয়, কি বলি বিলায় গো !
ষোড়শত অষ্ট নারী, কৃষ্ণধনের অধিকারী,
সবাই অংশী বংশীধারী, দিব কেন তায় গো ?
চল ফিরাব কমল-আঁখি,
কে লয় তার সাধ্য বা কি ?
পরকে কাঁদায় সখি ! মিছে পরের দায় গো !
হবে বলি ক্রিয়া নষ্ট, অনেকেরে দিয়ে কষ্ট,
পরে দিয়া পরের কৃষ্ণ, সে কেন কাঁদায় গো !৯৯
সঙ্গেতে যত রমণী, রমণীর শিরোমণি,
যান যথা চিন্তামণি, সবে দেখ্‌তে পায় গো !

লক্ষ্মীরে দেখিতে আগত, শত্রুভাব করি হত,
হইতে শরণাগত, সত্যভামা ধায় গো ! ১০০
কহে কাতর হইয়া সজলাক্ষী,
দিদি ! তুমি স্বয়ং লক্ষ্মী,
মোর দোষে পশু পক্ষী,কাঁদিছে দ্বারকায় গো !
করি যদি কোনরূপ, রাখিতে পার বিশ্বরূপ,
সকলে মোরে বিরূপ, এ কলঙ্ক গায় গো ! ১০১
করিতে চিন্তামণি মুক্ত, দিলাম কত মণিমুক্ত,
লোকের কাছে পাইনে মুখ তৃ,
একি অনুপায় গো !
এখন, শ্যাম রাখ মান রাখ যদি,
আমি তোমার নিরবধি,
দাসী হ'য়ে জন্মাবধি, রব রাঙ্গা পায় গো !১০২
সপত্নী করিছে স্তব, এত বড় অসম্ভব,
করুণা হলো উদ্ভব, সুখে লক্ষ্মী কন গো !
থাক থাক কি বাহুল্য, করবে কৃষ্ণ আনুকূল্য,
কি ধনে করেছ তুলা, তোমরা—ছি কেমন গো
কর তুলা সামান্য জ্ঞানে, শ্যামধন সামান্য ধনে,
অমান্য করেছ কেনে, জগৎ-মান্য ধন গো !
কি ছার ফণীর মণি, তিন মণির শিরোমণি,
অচিন্ত্যরূপ চিন্তামণি, সামান্য ধন নয় গো !
তুল্‌বে আমার শ্যামচাঁদে,
যেমন মক্ষিকাতে সাগর বান্ধে,
বামন যেমন চাঁদে, ধরিতে আশা মন গো !
এ কেমন বাসনা সই লো !
পঙ্গুতে লঙ্ঘিবে শৈল,
কব কি প্রাণেতে সই লো, বড় বিড়ম্বনা গো !
কি ধন আছে রত্নাকরে,শ্যাম-ধনে সমান করে,
যে ধন ধরেছে গিরি গোবৰ্দ্ধন গো !
বালকের মত খেলা,ত্রিলোকের নাথকে তোলা,*
জানিস্‌নে তোরা অবলা, এ ধন কি ধন গো !
আর হ'য়ে দুঃখ কাতরা,
কাঁদিস্‌নে রমণী তোরা,
যা বলি সকলে ত্বরা, কর আয়োজন গো !
মুনির যেমন পণ, কর শীঘ্র সমর্পণ,
ত্বরায় তোরা কর গমন, তুলসী-কানন গো !

* * *

ঝিঁঝিট—যৎ।

বিশ্বম্ভরের কত ভার,
আজ তাই দেখি আনগো সখি !
তোরা, তুলে কেউ তুলসী আন,
কৃষ্ণনাম তায় দিব লিখি ॥
শ্যামকে আজি করি সামান্য,
বাড়াব তুলসীর মান্য,
সই গো,—করি দর্পহারীর দর্পচূর্ণ,
জগতে এ নাম রাখি ॥ (৮)

* * *

তুল মধ্যে কৃষ্ণনামাঙ্কিত তুলসীপত্র প্রদান।

তুলিয়া তুলসীপত্র, সখী আনি দিল তত্র,
কমল-করে লন কমলাক্ষী।
পূর্ণ হেতু মনস্কাম, তার মধ্যে কৃষ্ণনাম,
স্বহস্তে লিখেন স্বয়ং লক্ষ্মী ॥ ১০৮
হস্তে করি লয়ে সাধে, তুলে দেন তুলমধ্যে,
তুলসীর তুলনা কি সংসারে !
ত্রিলোক-পতি তিল-মধ্যে, অমনি উঠেন ঊর্দ্ধে,
তুলসী রহিল ভূমি-পরে ॥ ১০৯
সবে বলে, ধন্যা ধন্যা, ভীষ্মক-রাজার কন্যা,
অবতীর্ণা লক্ষ্মী অংশে মেয়ে।
আনন্দ দ্বারকাবর্গ, সহ নারী বন্ধুবর্গ,
হাতে স্বর্গ পায় কৃষ্ণ পেয়ে ॥ ১১০
কৃষ্ণের রমণী মাত্র, লয়ে সেই তুলসীপত্র,
মুনিরে কহিছে ব্যঙ্গ-ছলে।
তোমার কৃষ্ণ তুল্য ধন,এই লও হে তপোধন !
কাণে গুঁজে স্বস্থানে যাও চলে ॥ ১১১
পর্ব্বত-প্রমাণ রত্ন, দিলাম করিয়ে যত্ন,
তখনি নিলে পেতে অনায়াসে।
এখন, অমনি দিতে চৈল কৃষ্ণ,
অতি লোভে তাঁতি নষ্ট,
বলি রমণী ঢ'লে পড়ে হেসে ॥ ১১২
করি গেলে ভার যোত্র, কালো তুলসীর পত্র,
চিরকাল কাল কাটাবে সুখে।
কুবেরের ধন ব'সে পেলে,
তা নিলে না ছারকপা'লে!
যেমন কপাল, ছাই পড়িল মুখে ॥ ১১৩

---

* তোলা—ওজন করা।

দরিদ্র ঘরেতে জন্ম, বামুনে কপালের কর্ম্ম,
হবে কেন ঐশ্বর্য্য নিধি।
কপালেতে ঢেঁকী চড়া,
উহার কেন, সই! হবে ঘোড়া,
অবিচার করবেন কেন বিধি? ১১৪
ছি ক'রে ত্যজিলে সৃষ্টি, মুষ্টি ভিক্ষা বড় মিষ্টি,
এক দিন পান, এক দিন উপবাস।
এত কেন হবে লাভ,
ডেকরার সদা ঝগড়া স্বভাব,
ঝকুড়োর ঘরে লক্ষ্মীর হয় না বাস॥ ১১৫
চারি পয়সা হইলে দণ্ড,লোকে কাঁদে চারি দণ্ড,
সারা দিনটা আপসোসে বাঁচে না।
এত ধন হারালে পেয়ে,পাষাণবুকো অলপেয়ে,
এখনো যে বুক ফেটে মলো না॥ ১১৬
কিছু বুদ্ধি নাইক ঘটে,
দিদি! ওটা পাগলই বটে,
দেখনা ছি ছি! এখনো যে হাসে।
বিষয়-জ্ঞান নাই কিসের বিজ্ঞ?
ঐ মিনসে করে যজ্ঞ,
কেমন করি সভাতে বসে? ১১৭
যেমন গুণ তেমনি রূপের ঘটা,
কটা কটা জটা ক'টা,
দাড়ির ভাব দেখলে ছেলে,দাড়িয়ে হাসে হর্ষে।
বাহন ঢেঁকি—বুদ্ধি ঢেঁকি,
আমি ত দেখি নাই সখি!
পোড়াকপালে এমন ভারতবর্ষে॥ ১১৮

* * *

তুলসীর মাহাত্ম্য।

হরের বিরাগ-দেহ, বলে, কি গঞ্জনা দেহ,
ইঁ গো মা! কৃষ্ণের প্রিয়ে যত?
তোদিগে শিখাব অর্থ,
শ্যাম হতে কি আছে অর্থ?
পরম যোগী পরমার্থে রত॥ ১১৯
এই, পাগল বেশে দেশে দেশে,
করি সঞ্চয় নানা ক্লেশে,
দেখ্‌ছি মা! হৃদয়-ভাণ্ডারে।
অসাধ্য সাধনের ধন, হরি বিপদভঞ্জন,
করি যাব যুগাযুগান্তরে॥ ১২০
প্রত্যক্ষ দেখি যে ভ্রান্ত,না বুঝি তুলসীর অন্ত,
কর ব্যঙ্গ ত্রিভঙ্গ-অঙ্গনা!
হরি যার নিকটে তুচ্ছ, মরি কি মহিমা উচ্চ!
ত্রিলোকে নাই তুলসীর তুলনা॥ ১২১
আমি, ত্যজিয়ে অতুল অর্থ,
নিলাম এই তুলসীপত্র,
ব্রহ্মাণ্ড পড়েছে মোর করে।
এ ধন করিলে পরিবর্ত্ত, শিবের লব শিবত্ব,
ব্রহ্মা দেন ব্রহ্মপদ ছেড়ে॥ ১২২

* * *

সিন্ধু-ভৈরবী—যৎ।

এই তুলসী যদি কৃষ্ণের চরণপদ্মে প্রদান করি
তবে, জন্মের মত তোদের চিন্তামণি কিন্‌তে
পারি॥
লক্ষ্মীকান্তের তুল্য ক'রে,
যে ধন, লক্ষ্মী দিলেন আমারে,
আমার অলক্ষ্মী কি থাকবে ঘরে?
ওরে অবোধ নারি॥
প্রাপ্ত হলেম যে সম্পদ,
এর কাছে কি ব্রহ্মপদ?
দিয়ে, অভয়পদ, নিরাপদ,
আমারে করিবেন হরি॥(ছ)

সত্যভামার ব্রত সমাপ্ত।

সত্যভামা, সুদর্শনচক্র এবং গরুড়ের দর্পচূর্ণ!

সত্যভামার দর্প।

দর্প ঘটে যার, রাজা কি প্রজার,
নর কিম্বা সুরাসুর।
গোলোক-বিহারী, হরি দর্পহারী,
সে দর্প করেন চুর॥ ১

করেন, নারীগণ সহ, দ্বারকায় উৎসাহ,*
যদুবংশচূড়ামণি।
ভাবে সত্যভামা, কে আমার সমা—
শ্যামাঙ্গের সোহাগিনী॥ ২
অন্যান্য নারীগণে, গোবিন্দকে মনে গণে,
আমার বাঁধা মাধব।
যে কাজে যান চলি, আমি যদি বলি,
জলধর জলে ডোব॥ ৩
তাতেই হন রত, আমার অবিরত,
দিয়েছেন মনে মান।
আমার কথা হ'লে, ভাসেন কুতূহলে,
আমি তাঁর যেন প্রাণ॥ ৪
কৃষ্ণ মোর ঋণী, এমন আদরিণী,
তারিণী করেন হেন কারে।
অন্য নারীর প্রতি, নাই কৃষ্ণের প্রীতি,
যান ধর্ম্মরক্ষার তরে॥ ৫
বাঁধা মোর প্রাণে, সদা মোর পানে,
বাঁকা নয়নের তারা।
আমি করিলে মান, কেঁদে ম্রিয়মাণ,
ভয়ে ভগবান্ সারা॥ ৬
দিবানিশি আমি, গরবেতে ঘামি,
রইতে নারি রত্নঘরে।
পরশ-রতনে, পরশ করিনে,
চরণে ঠেলেছি তারে॥ ৭

* * *

সুদর্শন চক্রের দর্প।

কি কৃষ্ণের চক্র, সুদর্শন-চক্র,
ঐ মত গর্ব্ব মনে।
থাকি কৃষ্ণের হাতে, কেবা মোর সাতে,
লাগে এই ত্রিভুবনে॥ ৮
ইন্দ্র শশধরে, কেবা মোরে ধরে,
গঙ্গাধরে নাহি ধরি॥†
ব্রহ্মা ক্রোধ-মুখে, ছুটিলে সম্মুখে,
কেটে খণ্ড খণ্ড করি॥ ৯
ভব-কর্ণধার, দিলেন হেন ধার,
এ ধারে না ধরে মলা।
পারি, করিতে দমন, করি যদি মন,
শমনের কাটি গলা॥ ১০

* * *

গরুড়ের দর্প।

শুন শাস্ত্র যথা, গৌরবের কথা,
গরুড়ের যে প্রকার।
আমা হেন বীর, স্বর্গ পৃথিবীর,
মাঝে আছে কেবা আর? ১১
ফেল্‌তে পারি বলে, সাগরের জলে,
সুমেরুকে পৃষ্ঠে করি।
কেবল শ্রীগোবিন্দে, রাখি নিজ স্কন্ধে,
অন্য স্কন্ধে গিয়া চড়ি॥ ১২

* * *

গরুড়ের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা।

এ তিন জনের, গরব মনের,
হরিতে হরি হরিষে।
গরুড়ে কহেন, আর তোমা হেন,
কেবা আছে মম পাশে? ১৩
কর আয়োজন, মম প্রয়োজন,
নীলপদ্ম দেহ আনি।
প্রভু যজ্ঞেশ্বর,—আজ্ঞা খগেশ্বর,—
পেয়ে কহে, ভাগ্য মানি॥ ১৪

* * *

গরুড়ের গর্ব্বোক্তি ও গমন।

এ কোন্ জঘন্য, কার্য্য জন্য, জগন্মান্য!
দাসানুদাসে স্মরণ।
আনি এক পল,—মধ্যে নীলোৎপল,
দিব হে নীলবরণ! ১৫
করি, বিনতা-নন্দন, বিনয়ে বন্দন,
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত-পদে।
প্রেমে পূর্ণ-কায়, কৃষ্ণগুণ গায়,
গমন করে আমোদে॥ ১৬

* * *

* উৎসাহ—উৎসব—আমোদাদি।
† নাহি ধরি—গণ্য করি না।

টৌরী—কাওয়ালী।

ভাব, শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে,—
নিতান্ত কৃতান্ত-ভয়ান্ত হবে ভবে।
ভাবিলে ভাবনা যত ভ্রূভঙ্গে হরে রে!
তরল তরঙ্গে ভ্রূভঙ্গে ত্রিভঙ্গে যেবা ভাবে॥
মন! কিমর্থে এ মর্ত্ত্যে কি তত্ত্বে এলি,
সদা কুকীর্ত্তি দুর্বৃত্তি করিলি!—কি হবে রে!
উচিত এ নহে দাশরথিরে ডুবাবে!
কর, প্রায়শ্চিত্ত, রে চিত্ত! সে নিত্য
পদ ভেবে॥ (ক)

* * *

হনূমান্ কর্ত্তৃক গরুড়ের পথরোধ।

পেয়ে কৃষ্ণের অনুমতি, কৃষ্ণ-পদে রেখে মতি,
চলে পক্ষী নীলপদ্মারণ্যে।
কি ছার পবন-গতি, যায় হেন দ্রুত-গতি,
অগতির গতির আজ্ঞা জন্যে॥ ১৭
ঘন ঘন শব্দ ডাকে, দিবাকর-কর ঢাকে,
দুই পাখা ঘেরিল গগনে।
দম্ভে ধরা কম্পে ঘন, বাসুকির অসুখী মন,
অনন্তের অনন্ত ভয় মনে॥ ১৮
নানা বন তেয়াগিয়ে, খগেন্দ্র উদয় গিয়ে,
কদলীকানন মধ্যভাগে।
যথা বীর হনুমন্ত, পরম-জ্ঞানে জ্ঞানবন্ত,
রামচন্দ্র জপিছেন যোগে॥ ১৯
জিনিয়া রাবণ রাজা, উদ্ধারিয়া রাম-কার্য্য,
স্বকার্য্য-সাধনে বসি বনে।
হৃদে চিন্তে নারায়ণ, পরম ব্রহ্ম নারায়ণ,
বাহ্যজ্ঞান-বর্জ্জিত সাধনে॥ ২০
পথ-মধ্যে আছে বসি, গরুড় নিকটে আসি,
পথ না পেয়ে রাগেতে জ্বলিছে।
কোন্ ব্রহ্ম হনূমান, না পেয়ে তার অনুমান,
অপমান-বাক্য-গুলো বলিছে॥ ২১

* * *

হনূমান্ ও গরুড়ের বাগ্‌যুদ্ধ।

ওহে রে বনের পশু!
ছাড়বি রাস্তা কি কাল পরশু?
দণ্ড দুই ডাকছি তোর নিকটে।
জগতে দেখিনে এমন আর,
এ যে বুদ্ধি চমৎকার,
প্রতিকার করিতে হৈল বটে॥ ২২
কোন বানরে দিলে তাড়া,
হ'য়ে বুঝি পালছাড়া,
হতবুদ্ধি হয়েছিস্ রে হনূ!
পথ যুড়েছিস্ লেঙ্গুড় পেতে,
আরে ম'লো কি উৎপেতে!
পাইনে যেতে মাথায় উঠল ভানু॥ ২৩
ছাড় রে বানর! পথ ছাড়,
প্রাণ করিছে ছাড় ছাড়,
প্রাণ-কৃষ্ণের পূজার বেলা যায় ব'য়ে।
অপরাহ্ন হ'লে পর, পূজা হবে না পরাৎপর,
জলে কি ফেলিব পুষ্প ল'য়ে? ২৪
হাজার ডাকে দেন না উত্তর,
বসেছেন যেন রাজপুত্তুর,
কম্মস্থত্রে জন্ম বানর-কুলে!
ঘেরেছিস্ জমি একটা কুড়ো,
এখন বল্‌ছি লেঙ্গুড় কুড়ো,
মারি নাইকো কৃষ্ণের জীব ব'লে॥ ২৫

* * *

খাম্বাজ—যৎ।

পদ্ম-আঁখি আজ্ঞা দিলেন,
পদ্মবনে আমি যাব।
আনিতে নীলপদ্ম,
সে নীলপদ্মের চরণ-পদ্মে দিব॥
হয় না হরির কার্য্য-সিদ্ধি,
কিসে তোর এত বুদ্ধি,
মলো রে বাঁদরে-বুদ্ধি,
হরির দোহাই তুচ্ছ তব। (খ)

* * *

পবনপুত্র যোগাসনে, পক্ষি-বাক্য নাহি শুনে,
পক্ষী ক্রোধ-হুতাশনে, কহে রুক্ষ ভাষে।
আরে খেলে কচুপোড়া, ভাল সময় ভাল পোড়া,
মনোদুঃখে মুখপোড়া, কি আনন্দে ভাসে॥ ২৬
আমি কৃষ্ণের অনুচর, যারে চিন্তে চরাচর,
গণ্ডমূর্খ বনচর বল্‌লে ত বুঝে না।

ডালে বসি কাল কাটে,
মুক্তা দিলে দাঁতে কাটে,
জল দিলে পর শুষ্ক কাঠে,
ফল কভু ফলে না ॥ ২৭
কর্চ্ছিস্ কার্ বলে বল,
ওরে বানর ! বলরে বল,
আমি গরুড় মহাবল; কিছু শঙ্কা নাস্তি।
জিনি যেন বসেছিস্ কোট,মর ভেড়ে মরকোট,
কল্যাণ চাস্ ত এখনি ওঠ,
নইলে পেলি শাস্তি ॥ ২৮
কিসে ধর্ম্ম মোক্ষ ফল,
জানিস্নে কোন ফলাফল,
বনে বসে খাস্ ফল কেবল কর্ম্মফলে।
কিছু নাই তোর প্রশংসার,
এলি কেবল এ সংসার,
করে গেলি পেটটি সার পরাৎপর ভুলে ॥ ২৯
তথ্য শুন সত্য বলি,
বেন্ধেছি আমি দৈত্য বলি,
গজ-কচ্ছপেরে তুলি, নিলাম ওষ্ঠে করি।
যুদ্ধে জিনি পুরন্দরে, প্রবেশিয়ে তার অন্দরে,
হায় কি মনের আনন্দ রে ! সুধা এনেছি হরি ॥
আমি গরুড় দিগ্বিজয়, সবে মেনেছে পরাজয়,
মৃত্যুঞ্জয় না পান জয়, করিলে হেলায় যুদ্ধ।
চাই ত করি সৃষ্টি লয়, যমকে পাঠাই যমালয়,
তোকে কি মোর মনে লয়, পশু একটী ক্ষুদ্র ॥
সহায় কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু, গোষ্পদ জ্ঞান করি সিন্ধু,
সদাই আমার সুখসিন্ধু, মধ্যে ভাসে মন।
এলে ইন্দ্রের ঐরাবত, জ্ঞান করি পতঙ্গবৎ,
সিন্ধু আদি পর্ব্বত, জ্ঞান করেছি তৃণ ॥ ৩২
কে মোর দর্পেতে লাগে, অনন্ত বাসুকি নাগে,
সে ত মোর আহারে লাগে, খেয়ে থাকি সর্প।
কারে মানিনে ভুবনময়, মানি কৃষ্ণ জগন্ময়,
অন্ত আমার মান্ত নয়, ধরি অতি অল্প ॥ ৩৩
মনে করেছিলাম এটা,
মারিব না বানরের ছা-টা,
ধর্ম্ম রাখ্‌তে কর্ম্মে লেঠা, কি করে এ পাপে।
গরুড় করি অহঙ্কার, ঘন ছাড়ে হুহুঙ্কার,
শুনে শব্দ লঙ্কার, রাক্ষসগণ কাঁপে ॥ ৩৪

শুনে শব্দ রঙ্গ-ভঙ্গ, হনূমানের ধ্যানভঙ্গ,
অসময়ে রাম-রস-ভঙ্গ, বল্‌ছে অভিমানে।
ভক্তিরূপ রজ্জু দিয়ে, কত যত্নে মন বাঁধিয়ে,
বসেছি নয়ন মুদিয়ে, ধ্যান ভাঙ্গিলি কেনে ॥৩৫

* * *

সিন্ধুভৈরবী—যৎ।

শুন রে বিহঙ্গ ! তুই কি ধ্যান ক'রে,
ধ্যান ভাঙ্গতে এলি।
ছিল হৃৎকমলে কমললোচন,
রামকে আমার ভুলিয়ে দিলি ॥
পক্ষি রে ! কি করি বল,
হলেম অচল নাই অঙ্গে বল,
ছিল যে হৃদয়ে বল, দুর্ব্বলের বল বনমালী।
মনে প্রাণে ঐক্য ছিল,রাম মোর সাপক্ষ ছিল,
কেন পক্ষী তুই বিপক্ষ হ'য়ে,
আমার, মোক্ষধন হারায়ে দিলি ॥ (গ)

* * *

গরুড় কয় ক'রে ব্যঙ্গ,করেছি তোর ধ্যান ভঙ্গ,
তাইতে কাঁদছ ওরে আমার দশা।
আমি দিব তা কিসের চিন্তা,
নয়ন মুদে তোমার চিন্তা,
আমড়া জাম কুমড়া আর শশা ॥ ৩৬
হিংস্রক লোকের চিন্তা যেমন,
সদাই পরের মন্দ।
ঠকের চিন্তা, পরে পরে সদাই লাগে দ্বন্দ্ব ॥ ৩৭
সাধুর চিন্তা, পরকাল—পর-উপকার করা।
চোরের চিন্তা, পরম-সুখে পরের ধন হরা ॥৩৮
দরিদ্রের চিন্তা,
প্রাতে উঠে ভাবে কিরূপেতে চলব।
কলির চিন্তা, কিরূপে জীবের ধর্ম্ম কর্ম্ম খাব ॥
মুনির চিন্তা, চিন্তামণি,—নাই অন্য আশা।
নিকর্ম্মা লোকের চিন্তা, তাস আর পাশা ॥ ৪০
বৈদ্যের চিন্তা,সন্নিপাত যোগায় গেঁটে গেঁটে।
পেটুকের চিন্তা,দশে পাঁচে পাকা কলার ঘটে ॥
ধনীর চিন্তা ধন ধন নিরানব্বুইয়ের ধাক্কা।
যোগীর চিন্তা জগন্নাথ, ফকিরের চিন্তা মক্কা ॥৪২
গৃহস্থের চিন্তা, বজায় করিতে,
চারি চালের ঠাটটা।

শিশুর চিন্তা সদাই মা'কে,
পশুর চিন্তা পেট্‌টা ॥ ৪৩
মরি মরি আহা রে, পেট ভরে না আহারে,
ঐ দুঃখে সদাই থাক ক্ষুণ্ণ।
হনূ! আমার সঙ্গে যাস,
জগন্নাথের প্রসাদ খাস,
যত চাস্‌ পাবি পরিপূর্ণ ॥ ৪৪
চল রে কৃষ্ণের পুরী, খাওয়াব পুরি উদর পুরি,
কিসের চিন্তা চিন্তামণির ঘরে?
যাঁর ঘরে ঘরণী লক্ষ্মী, তোর মত তিন লক্ষি,
বানরের পেট বাল্যভোগেই ভরে ॥ ৪৫
খাও আশী কি শত মণ,
তোর মনের সংখ্যা যত মণ,
মনোহরের মন তাতে সন্তুষ্ট।
প্রভুর কি প্রসাদের গুণ,
শরীর হবে তোর ত্রিনগুণ,
তিন দিনে তোর কান্তি হবে পুষ্ট ॥ ৪৬
ফুলবে কাভা ফুলিবে বুক,
করসা হবে পোড়া মুখ,
ঘৃত ছেনা মাখন ভোজন কর্‌তে।
হবে, চিকণ বুদ্ধি শরীর মোটা,
বানর একটা হবি গোটা,
আঁকড়ে লাঙ্গুল পার্‌বে না কেউ
ধ'রতে ॥ ৪৭
নানা রকম আছে প্রসাদ,
যার মনে হয় যে দিন যে সাধ,
ইচ্ছা ভোজন ইচ্ছাময়ের ঘরে।
অনেক দ্রব্য ঘৃতপক্ক, একটা শঙ্কা তোর পক্ষে,
ঘৃত ভোজনে লোমের হানি করে ॥ ৪৮
তাতেই তোর হানি কি বল,
যায় যাবে লোম বাড়িবে বল,
লোম গেলে বান্দরে গঠন সারবে।
ঘৃতাদি ভোজনের রসে,
কৃষ্ণ করেন লেঙ্গুড়টী খসে,
তবে মনুষ্যের দলে বস্‌তে পার্‌বে ॥ ৪৯
থাক্‌বে না বান্দরে বুদ্ধি,
আমি লেখাব আঙ্ক সিদ্ধি,
পড়িলে কভু মূর্খ কেহ থাকে?
যদি, পড়াই তারে শব্দ মনু,
আমি কর্‌তে পারি হনু!
তিন দিনেতে তর্কবাগীশ তোকে ॥ ৫০

* * *

গরুড়কে হনুমানের ভৎ'সনা।

হেসে বলিছে হনূমান্‌ আপনি আপনার মান,
বাড়ালে কি বাড়ে?
শাস্ত্র কভু মিথ্যা নয়, যোগীর বুদ্ধির ভ্রম হয়,
মৃত্যু যখন চাপেন গিয়া ঘাড়ে ॥ ৫১
রাগে শরীর যায় পেকে, ব্যঙ্গ করে উড়নপেকে,
রাম বল মন! রামের কি এত সৃষ্টি!
জগৎকর্ত্তা জগদীশ, মিথ্যা তার দোহাই দিস্‌,
তোর প্রতি কৃষ্ণের নাই দৃষ্টি ॥ ৫২
কাণ্ডটা বুঝেছি পাকা,
উঠেছে তোর মরণ-পাখা,
পাখা নেড়ে পাকাম করিস পাখি!
ওরে কৃষ্ণের বুলবুলি!
পড়েছিস্‌ তুই কত বুলি!
কি বোল তোর আছে বল দেখি? ৫৩
দূরে থেকে বলছিস্‌ দূর, ওরে গরুড়! দূর দূর,
কাছে ঘনিয়ে আয় না গরব কর্‌তে?
যদি ক'ড়ে আঙ্গুলে ডেনা নাড়ি,
পট্‌ করে বাহির হবে নাড়ী,
নাড়িনে বলি—নাহক জীবহত্যে ॥ ৫৪
গগনে দুটো পাখা মেলে, স্বর্গে ইন্দ্র চন্দ্রে মেলে,
গজ-কচ্ছপ পেয়েছিলে খেতে।
মোর কাছে তবে কেন ধন্না?
কচি ছেলের মত কান্না,
লেঙ্গুড় নেড়ে পদ্মবনে যেতে ॥ ৫৫
কাজ কি একটা ভারি তুলে,
পারিস্‌ যদি লেঙ্গুড় তুলে,
সরোবরে সরোজ আনিতে যা না!
বটি, রাম নামেতে বৈরাগী,
মধ্যে মধ্যে যখন রাগি,
ব্রহ্মা সাধিলে শর্ম্মার রাগ পড়ে না ॥ ৫৬
আমি, বিজয়ী হয়েছি বিশ্ব,
বিশ্বম্ভরের প্রধান শিষ্য,
চিন্তা ক'রে যদি আমাকে চিনতে

এখনও আছিস্ মায়ের গর্ভে,
কেটে মরিস্ মেটে গর্ব্বে,
যৎকিঞ্চিৎ জানালে পারিস্ জান্‌তে ॥ ৫৭
ও আমার দুর্দ্দশা! শুন নাই দশাননের দশা!
ইন্দ্র যার আজ্ঞার অনুবর্ত্তী।
আমি গিয়ে তার ঘাড়ে চ'ড়ে,
দাঁত ভেঙ্গেছি চড়ে চড়ে,
ব্যক্ত আছে চরাচরে, আমার দৌরাত্মি ॥
ওরে মূর্খ তা জান কি?
আমার মা যে মা-জানকী!
যাঁর গুণ জানে না পঞ্চবক্ত্রে।
যার পতি রঘুবর, মা মোরে দিয়েছেন বর,
নাস্তি মরণ—আছি মরণ দেখতে ॥ ৫৯
আমি জানি ওরে ষোল আনা,
তোকে দিয়ে পদ্ম আনা,
পদ্মআঁখির সেটা নয় হৃদয়ে।
হরি যদি করিতেন স্মরণ,
আমি গিয়ে তাঁর নিতাম শরণ,
কোটি পদ্ম রাঙ্গা চরণে দিয়ে ॥ ৬০
ই কি হরির একলা চর,
তাঁর চর এই চরাচর,
কে নয় চর তাঁহার গোচর?
তোমারে বলেছেন আন্‌তে সরোজ,
সরোজ-আঁখির এত কি গরোজ?
আমি কি পরম বস্তু হরির পর? ৬১
আমাকে ক'রে সব-বাজ্জিত,
নিজ কর্ম্মে নিয়োজিত,
করেছেন বৈকুণ্ঠপতি রাম।
আজ্ঞা দিলে কিঙ্করে, বান্ধি গিয়ে ব্রহ্মার করে,
শিবকে আনি সহ-কৈলাস-ধাম ॥ ৬২
তুই বলছিস পশু পশু,
রাগিনে বলি বুদ্ধি শিশু,
কুকুরের প্রতি তুলসীর হয় কি রাগ?
যদি, বালকে বাপান্ত করে,
জ্ঞানবন্তে কি তা ধরে?
তবে জ্ঞানীর কিসের অনুরাগ? ৬৩
বিশেষ আছে সম্বন্ধ, করিতে নারি তোর মন্দ,
তুই কনিষ্ঠ এক ইষ্ট-সাধনে।
শিশুতে আমাকে পশু ভাবে,
রামকে ভাবি পশু-ভাবে,
বীর-ভাবেতে বসি এই বনে ॥ ৬৪

* * *

খট্‌ভৈরবী—পোস্তা।

পশু নই আমি রে! তোর জ্যেষ্ঠ
হই রে কৃষ্ণবাহন!
হাঁরে। পশু পায় কি পশুপতির আরাধ্য ধন ॥
তুই যে কৃষ্ণে অনুগত, আমিও সেই রামে রত,
ওরে শ্রীনাথ-জানকীনাথ অভেদ জীবন ॥ (ঘ)

* * *

হনুমানের ভর্ৎসনাবাক্যে গরুড়ের উত্তর।

থাকে, বৃক্ষের ডালে পাতায়,
মোর সনে সম্বন্ধ পাতায়,
আহা মরি! রস-নয়নে খাট।
কথা জানিস্ বহুরূপী, ক্যা বাৎ কহ বানর রূপী!
তুমি আমার দাদার যোগ্য বট ॥ ৬৫
লোকে তোরে বলে কপি,
কিন্তু নয় তোর ধাতটা কফী,
খালি বাতিকবৃদ্ধি গেল জানা।
আমি তোমার কনিষ্ঠ, এক ঘরে দুই ঘনিষ্ঠ,
এক সূর্য্যে রৌদ্র পোহাই রে দুজনা ॥ ৬৬
আমি থাকি হরিদ্বারে, তুমি রও কিষ্কিন্ধ্যাপুরে,
আমার পাখা, তোমার গায়ে লোম।
আমার চিন্তা মোক্ষ ফল,
তোমার চিন্তা মোচাফল,
দাদা! তুমি কেবল খাবার যম ॥ ৬৭
ব্যঙ্গ-ছলে গরুড় কয়, পরিচয় ত বলিতে হয়,
দাদা মহাশয়! নমস্কার হই।
দেখা হইল ভাল ভাল,
ছেলে পিলে ত আছে ভাল,
কোথা গেল বড়বৌ ঠাকুরাণী কই? ৬৮
আসা যাওয়া নাই অনেক দিন,
সেই দেখা আজ বৎসর তিন,
তুমি ব্যস্ত আমিও ব্যস্ত যেমন।

ব্যবসা কার্য্যের প্রতুল ত বটে ?
পাতা কেমন অশ্বত্থ-বটে ?
আম্রবাগানে মুকুল ধরেছে কেমন ? ৬৯
কোথা গেল অঞ্জনা মাসী,
এখানে রন্ ত বারমাসই,
বোন্‌পোর বাড়ী দোষ কি দু'দিন গেলে ?
কার সনে বা সাক্ষাৎ ঘটে,
অঙ্গদ দাদার মঙ্গল ত বটে ?
সুগ্রীব মামার কটী এখন ছেলে ? ৭০

* * *

হনুমান্ কর্ত্তৃক গরুড়ের লাঞ্ছনা।

ক্রোধে পবনপুত্র বলে,সবাই আছেন সুমঙ্গলে,
তোমার কল্যাণে আর বিনতা-মাসীর পুণ্যে।
এক খবর এসেছে আমার কাছে,
যম রাজার কিছু খেদ আছে,
তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্যে ॥ ৭১
ভাল ত জ্বালা মেলি পুড়িয়ে,
উড়ে আসিস্ ফর্‌ফরিয়ে,
হুস হুস করি খেদাইবো বা কত !
আছে তোর ঐ বিদ্যে,পাছে রামের নৈবেদ্যে,
ঠোকর দিয়ে সকলি করিস্ হত ॥ ৭২
রামের ভোগ রামশালি,
ছাড়িয়ে দিলাম আতবচালি,
একপাশে তাই খুঁটে খুঁটে খাগ্যা।
এক টিপুনে যাস্ মারা,
লোকে বল্‌বে পাখিমারা,
ঐ ভয় কর্‌ছি হতভাগ্যা। ৭৩
দেখে তোর দুর্ম্মতি,
আমাকে দিয়েছেন অনুমতি,
চক্ষুলজ্জার হরি দেন নাই শাস্তি !
ক'রেছ মনে পাপ প্রচুর, এস করি দর্প চূর,
আমার কাছে চক্ষুলজ্জা নাস্তি ॥ ৭৪
জ্ঞান নাই তোর এক তোলা,
ক্ষণ না দেখে পদ্ম তোলা,
শুক্রবারের বারবেলা মান না।
বলে হনুমান,—মারব কি,
প্রকাশ ক'রে নিজ মূর্ত্তি,
মুচড়ে ধরে গরুড় পক্ষীর ডেনা ॥ ৭৫

বাথে বাম বগলে পুরে,
গরুড় বলে, মলেম বাপরে,
ত্রাহি ত্রাহি কণ্ঠাগত প্রাণ।
নিজ হস্তে পদ্ম তুলে,
রামজয় রামজয় শব্দ তুলে,
দ্বারকাযাত্রা করেন হনুমান্ ॥ ৭৬
মাঝে মাঝে অন্তরটিপ্পি,
গরুড় কাঁপিছে মরণকাঁপনি,
কেঁদে বলিছে গেলাম গেলাম যাই রে !
দিওনা চাপান আর জিয়াদা,
তনু গেল গো হনুমান দাদা !
মাঝে মাঝে আল্‌গা দিও ভাই রে ! ৭৭
দাদা তোমার দয়া নাই,
আমি যে তোমার ছোট ভাই,
বলেছি দুটো বুদ্ধি কি মোর ঘটে ?
রুদ্র মারিবেন ক্ষুদ্র পাখী,
তাতে তোমার পৌরুষ বা কি ?
যোগ্য পাইলে মারা যোগ্য বটে ॥ ৭৮
ছিল আমার কত মান, করিলে হদ্দ অপমান,
স্বত্র শুনিলে শক্র উঠবে নেচে।
দাদা ! তোমাকে হারি মানিলাম,
তুমি জানিলে আর আমি জানিলাম,
আর যেন ব'লো না কারু কাছে ॥ ৭৯
তোমার হাতে আমার কষ্ট,
এ কথা যেন না জানেন কৃষ্ণ,
হনুমান কন, তাঁর অগোচর কুত্র।
আগে জানেন সেই লক্ষ্মী-পতি,
তিনি দিয়াছেন এ দুর্গতি,
আমি কেবল উপলক্ষ মাত্র ॥ ৮০
গরুড় বলে, গো দাদা রুদ্র !
দেখিবে কৃষ্ণের সভাশুদ্ধ,
সেইটে হবে বড় বিড়ম্বনা।
জানিলাম না হয় তিনজনায়,
তবু বাঁচিব গঞ্জনায়,
গঞ্জ-গোলায় গোল যেন করো না ॥ ৮১
হনুমান্ কহেন ওরে মূর্খ !
নৈলে কেন তোর এত দুঃখ,
সূক্ষ্ম বুঝ না, চক্ষু থাকিতে অন্ধ।

কৃষ্ণ জীবের ঘটে ঘটে,
হরি জানিলেই জগতে রটে,
বিশেষ ঢাকে না যে কথাটা মন্দ ॥ ৮২
গরুড় বলে, হায় হায়! কি কাল নিশি পোহায়,
এখন দাদা! ভরসা তোমার কৃপা।
লয়ে যেও না—হয়ত ছাড়,
নৈলে দাদা চেপে মার,
চাই ভিক্ষা—দুই দফার এক দফা ॥ ৮৩
বিপদে প'ড়ে খগপতি,
বলে, কোথা হে লক্ষ্মীপতি!
দাসের দুর্গতি যেন যাতে!
তোমার গর্ব্বে করি গর্ব্ব, তুমি কৈলে এত খর্ব্ব,
মান ঘুচালে হনুমানের হাতে ॥ ৮৪

* * *

খট্‌ভৈরবী—পোস্তা।

কোথা হে মধুসূদন! আজি বিপদে রক্ষা কর
আমি আর মনে না করিব কৃষ্ণ! আমি বড় ॥
হে দুর্গে! বগলে! হনুমান্ রাখিল বগলে,
ওমা লজ্জানিবারিণি! আমার লজ্জা হর।
কোথা হে পশুপতি! পশুর হাতে এ দুর্গতি,
প্রভু! বাঁচাও কিম্বা মৃত্যুঞ্জয়!
আজি আমার মৃত্যু কর ॥ (৮)

* * *

সত্যভামাকে শ্রীকৃষ্ণের ছলনা।

রেখে বগলে পাখী,
বাজায়ে বগল, হনুমান্ আনন্দে;
চলে নীলপদ্ম লয়ে ভেট দিতে গোবিন্দে ॥ ৮৫
ভক্ত-জন্য অবতীর্ণ ভবে বিশ্বরূপ।
চিন্তামণির চিন্তা মনে সাজিতে রামরূপ ॥ ৮৬
প্রাণসমা, সত্যভামা, কোথা গেলে সুন্দরি!
আর দেখ কি সাজ জানকী,
আমি রামরূপ ধরি ॥ ৮৭
কোথা দাদা রাম! আমি হই রাম;
অনুজ হয়ে ধর ছত্র।
কি দেখ আর, আসিছে আমার
ভক্ত পবনপুত্র ॥ ৮৮

অন্য রূপে, কোনরূপে, হেরবে না সে চক্ষে।
দেখে রামময়, জগৎময়, রামমন্ত্রে দীক্ষে ॥ ৮৯
তথ্য শুনে সত্যভামা,
ভাবে—গেল মান আজি।
লোকে লজ্জা মুখে লজ্জা,
কার বল্‌ছেন—সাজি ॥ ৯০
হলো মিথ্যা সাজা, দিলেন সাজা,
হরি হয়ে মোর কাল।
গরব গেল, সতিনীগুলো, হাসবে চিরকাল ॥ ৯১
ষোড়শত অষ্টরমণী কৃষ্ণের সকলে আইল ধেয়ে
চিনিনে তোমা, সত্যভামা, বট সামান্যা মেয়ে ॥ ৯২
আজি হলধর আর শ্যাম হলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
অপরূপ দেখিতে রূপ সাজিল ত্রিভুবন ॥ ৯৩
লয়ে স্বরগ-সহিতে, রামরূপ দেখিতে,
সাজেন শূলপাণি।
বৃষে চড়ি বামে করি, বিশ্বের জননী ॥ ৯৪

* * *

সীতা সাজিতে সত্যভামার অক্ষমতা।

করেন হরিধ্বনি, শুনি সত্যভামা ধনী,
আড়চক্ষে চান রামে।
বাঁধিয়ে কেশ, বিনায়ে বেশ,
বস্‌তে গেলেন বামে ॥ ৯৫
বলছেন হরি, হরি হরি! এই কি তুমি সীতে?
ওরে কপাল! বলিয়ে গোপাল,
লাগিলেন হাসিতে ॥ ৯৬
নাই গোলকল্প, অতি অল্প, আস্‌ছে হনুমান।
না হইয়া সীতে, কোথা বসিতে—
এলে ঘুচাতে মান? ৯৭
হর বলে, তাল ধরিলে, শেষ কালে নট।
হ'ল না হ'ল না, সীতার তুলনা,
এখান হইতে উঠ ॥ ৯৮

* * *

রুক্মিণীর সীতারূপ ধারণ।

তবে হরি, ত্বরা করি, ডাকেন রুক্মিণীরে।
কোথা লক্ষ্মি! কমলাক্ষি! মোরে দুঃখী ক'রে ॥
তোমা ভিন্ন জগতে অন্য,
নাই যে আমার গতি।

তুমি হও মম শক্তি আদ্যাশক্তি সতি! ১০০
সিংহ-বামে শোভা কি পায় শৃগালরমণী?
তুমি থাকতে, মোর ভক্তে, সত্যভামা ধনী॥
তখন পীত-বসন, আকর্ষণ বুঝি রাজসুতা।
যান সম্মুখে, হাস্যমুখে, ভীষ্মকদুহিতা॥ ১০২
হেরে লক্ষ্মীর বদন, মধুসূদন, মধুরবাক্যে কন।
মম কামনা, উভয়ে জানা, বিলম্ব কি কারণ॥

* * *

সুদর্শন চক্রের দর্প।

সিংহাসনে রামরূপ, হয়ে বসিলেন বিশ্বরূপ,
রুক্মিণী বামেতে হন সীতে।
হনুমান ত্বরান্বিত, দ্বারকায় উপনীত,
দ্বন্দ্ব ঘটে পুরে প্রবেশিতে॥ ১০৪
বীরে করি দরশন, দর্প করি সুদর্শন,
বলে রে বানর! কোথা যাবি?
রেগে বলে হনুমান, দেখছি ক'রে অনুমান,
গরুড়ের মত মান পাবি॥ ১০৫

* * *

সুদর্শন চক্রের দর্পচূর্ণ।

শুন রে সুদর্শন চক্র! সকলি প্রভুর চক্র,
চক্রি-চূড়ামণি তিনি জগতে।
তাঁরি ঘুরণে মরিছ ঘুরে, ভাষায় বলে ভবঘুরে,
ঘুরে ঘুরে পড়িলে আমার হাতে॥ ১০৬
আমি যখন হইলাম বক্র,
স্বর্গ হ'তে এলে শঙ্খ-চক্র,
তোরে করিতে নারে রক্ষে।
মনে করেছিস বড় ধার,
ধারের কি তুই ধারিস্ ধার,
ভবকর্ণধার আমার পক্ষে॥ ১০৭
শুনেছি বড় পরাক্রম,
আমার অঙ্গের একটি লোম,
কাটিতে পারিস তবে ধার ধরি!
বাড়িয়ে দিলাম হয়ত কাট,
নইলে দ্বারের ছাড় কপাট,
শ্রীপাদপদ্মে পদ্ম প্রদান করি॥ ১০৮

মিথ্যা নহে শুন শুন, ওরে চক্র সুদর্শন!
যম করেছেন আকর্ষণ তোরে।
কেন মরিছ ঘুরি ঘুরি, অঙ্গুলে হও অঙ্গুরী,
বলি—অঙ্গুল মধ্যে দেন পুরে॥ ১০৯

* * *

হনুমান কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের পদপূজা।

করি চক্র-দর্পচূর্ণ, হরিষে হয়ে পরিপূর্ণ,
যায় পূর্ণব্রহ্ম দরশনে।
দেখে অনাথের নাথ, রত্নাধিক রঘুনাথ,
বসিয়াছেন রত্নসিংহাসনে॥ ১১০॥
করে লয়ে নীল পদ্ম, পুলকিত হৃৎপদ্ম,
চরণপদ্ম নিকটেতে রাখি।
গললগ্নী-কৃতবাসে, স্তব করে পীতবাসে,
প্রেমাশ্রুতে ঝরে দুটী আঁখি॥ ১১১
তব তত্ত্বে শিবোন্মত্ত, কিং জানামি ত্বন্মহত্ত্ব,
প্রভো! ত্বং ত্রিজগতে ত্রাণ-জন্য।
ভানুবংশোদ্ভব তনু, পয়োধি-ত্রাণকর্ত্তা প্রভু,
দশরথাত্মজ! কুরু মে ধন্য॥ ১১২
শবাকার হয়ে ভূমে, প্রণাম করিছে রামে,
ধূলিতে ধূসর হনুমন্ত!
কর দুঃখ মোচন, অকিঞ্চনের আকিঞ্চন,
গৃহাণ কমলং কমলাকান্ত॥ ১১৩
পূজিতে রঘুনন্দন, আনে সুগন্ধি চন্দন,
জহ্নুসুতাজল যত্নে দিল।
পুলকিত হৃৎপদ্ম, করে নিল নীলপদ্ম,
চরণপদ্মে অর্পণ করিল॥ ১১৪

* * *

বাহোঁয়া-পিলু—যৎ।

অদ্য মে সফলং জন্ম, অদ্য মে সফলা ক্রিয়া।
তোমার, কমলা-সেবিত চরণকমলে
নীলকমল দিয়া॥
কোটীজন্মার্জ্জিত পুণ্য, বুঝি ছিল মম পরিপূর্ণ,
ওহে পূর্ণব্রহ্ম! সাধ পূর্ণ করলে তল্লাগিয়া।
ধন্যোহং ধন্য মে আঁখি,বামাঙ্কে রামরূপ দেখি,
আমার অপরাঙ্কে ধন্য,
হেরি, মা—জানকী রামপ্রিয়া॥ (চ)

* * *

সত্যভামার অপমান।

লজ্জা পেয়ে সত্যভামা বেড়ায় বদন ঢেকে।
সরম দিয়ে সতীকে যত সতীনে কয় ক্ষেপে॥
শ্যামসোহাগী হবি বলে, শ্যামের বামে ব'সে।
একবারেতে এ জন্মের মত গেলি বসে*॥ ১১৬
কেহ বলে মা,কেমন মেয়ে আই আই মা ছি-টে
শুনে লোকে দিবে গায় গোবর-গোলার ছিটে
আমের ডাল ভেঙ্গে গেলি,জানায়ে সতী সাধ্বী
আগুন দেখে বস্‌লি বেঁকে, †
তোর নাই অসাধ্বি॥ ১১৮
মানে মানে মান রাখতে অনেক করিল মানা।
সাধের কাজল পরতে গিয়ে,
হয়ে এলি কাণা। ১১৯
বাপের কালে জানিনে মাগো,
কেমন মূর্ত্তি সীতে!
তুই সাজবি শুনে আমরা কেঁপে
মরেছিলাম শীতে॥ ১২০
শক্তি হবে না এমন কাজে, কি জন্যে সাজা।
স্বপন দেখে গোল যেমন,
তেমন পেলি সাজা॥ ১২১
এখন মেনে বেঁচে আছিস, লাজের মাথা খেয়ে
আমরা হলে তখনি মরতাম অমনি বিষ খেয়ে
মনে করেছিস্‌,
আমাকে বড় ভালবাসেন শ্যামসুন্দর?
তাও ত মেনে পরিচয় পেলে এলি সুন্দর! ১২৩
আমরা বুঝি, মরণ ভাল হতমানের পর্ব্বে।
রাষ্ট্র হয়েছে লাজের কথা,
উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্বে॥ ১২৪
কোন্ সাহসে বল্‌তে গেলি ক'রে দৌড়াদৌড়ি
তোর সজ্জা, বলা লজ্জা,
ছি ছি গলায় দে দড়ি॥ ১২৫
কালের স্বরূপ পোহাল রাত্রি,
ভোর কি সুদিন এলো।
বাঁধলি কেশ, ধরলি বেশ,সকলি শেষ এলো*
মৃত্যুসমা হয়ে কায়, অমনি গিয়ে লুকায়,
সত্যভামার দুর্গতি অকথ্য।
হয়ে গেল হতমান, পরে বীর হনূমান,
কৃষ্ণে কি সুধান শুন তথ্য॥ ১২৭

* * *

শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মে হনূমানের নিবেদন।

যত কৃষ্ণের রমণী মণ্ডল,
আলো করেছে ভূমণ্ডল,
ষোড়শত অষ্ট নারীমালা।
সুধান বীর রঘুবীরে, প্রভু হে! তব শিবিরে,
এ সব কাহার কুলবালা॥ ১২৮
কহিছেন চিন্তামণি, এ সব মম রমণী,
তোমার বিমাতা মাত্র সবে!
জানায়ে আপন নাম, সকলে কর প্রণাম,
আশীর্ব্বাদ করিলে ভাল হবে॥ ১২৯
হনূমান কহেন শ্রীহরি!
আজ্ঞা হবত কবি শ্রীহরি,
এখানে থাকলে এখনি হব নষ্ট।
এক বিমাতার জন্যে হরি,
চৌদ্দবৎসর দেশান্তরী,
আমার ভাগ্যে ষোড়শত অষ্ট॥ ১৩০
ভজি মা জানকীর পদ, অন্তে বাঁধা মোক্ষপদ,
এ সব আপদ্ কেন করেছ জড়?
কোন দিনে গোল বাধাবে ঘরে,
দিন কতক কাল গেলে পরে,
দীনবন্ধু-দুঃখ পাবে বড়॥ ১৩১
যে হতে অযোধ্যা ছাড়ি,
প্রভু হয়েছেন বনচারী,
বিমাতায় বিমত মোর তখনি।
বড় দুঃখেতে জানাই,
ইচ্ছাময়! মোর ইচ্ছা নাই,
রাখতে ঘরে জননীর সতিনী॥ ১৩২

---

* গেলি ব'সে—হতমানত্বব্যঞ্জক।
† আমের ডাল ভেঙ্গে—সহমরণোদ্যতা সতী আমের ডাল ভাঙ্গিয়া নিজের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতেন। আগুন দেখে—(চিতায়)।

* সকলি শেষ এলো—শেষে সবই আলগা—অর্থাৎ বৃথা হ'য়ে গেল।

প্রভু! যদি মনে লয়, ইহাদিগে যমালয়,
পাঠায়ে করি মার আপদের অস্ত।
তব সাধ পূরে না লক্ষ্মী পেয়ে,
যত লক্ষ্মী-ছাড়ার মেয়ে,
পুরে কেন পুরেছ লক্ষ্মীকান্ত? ১৩৩
আমি জানিনে ইহার সম্বন্ধ,
কে কবে বিয়ের সম্বন্ধ,
এ সব মন্দ মন্দলোকেই করে।
এক নারীতে শুভযোগ,
দুই জন হলেই গোলযোগ,
তুমি নারীর হাট বসালে ঘরে॥ ১৩৪
হস্তেতে ধরেছি সাট, আজ্ঞা হয়ত ভাঙ্গি হাট,
আপনি বল্ছেন, এদের প্রণাম কর?
প্রণাম করা শ্রম পরবাদ, বিমাতার আশীর্ব্বাদ,
মনে মনে বলেন শীঘ্র মর॥ ১৩৫

* * *

হনুমানের বগল হইতে গরুড়ের
মুক্তিলাভ।

তখন গরুড়ের দেখি দুর্গতি,
কন দুর্গতির গতি, *
ছাড় ওটাকে, দেহ প্রাণ ভিক্ষে।
হনুমান কন, একি দুঃখ!
এই কি প্রভুর পড়া শুক?
কুসঙ্গে এমন কেন শিক্ষে? ১৩৬
এ নয় দাসের উপযুক্ত, তাহাতে এর উপযুক্ত,
সাজা দিয়াছি দেখে কর্ম্মের দাঁড়া।
বলি ছেড়ে দিল পক্ষে,
পক্ষী বলে, মোর পক্ষে,—
গেল একটা মরণান্ত ফাঁড়া॥ ১৩৭
উড়ে যায় আর চায় পাছে,
ভাবে আবার ধরে পাছে,
শ্রমে পড়ে ডেনা বেয়ে ঘর্ম্ম।
বলে, বাঁচিলাম রাম রাম!
বড় দায় হৈল আরাম,
আজি আমি পেয়েছি পুনর্জ্জন্ম॥ ১৩৮

* দুর্গতির গতি—শ্রীকৃষ্ণ।

আমিত পাপে পরিপূর্ণ,
পিতা মাতার ছিল পুণ্য!
এ সঙ্কটে তেঁই বাঁচে প্রাণী।
কৃষ্ণকে যে পৃষ্ঠে বই,
জানিনে কৃষ্ণের চরণ বই,
দুঃখ দিবার মূল দেখিলাম তিনি॥ ১৩৯
তখন লজ্জাযুক্ত সুদর্শন, প্রভুরে করি দর্শন,
হনুমান চক্র তেয়াগিয়া।
পবন গতির প্রায়, পবননন্দন যায়,
চরণ-পঙ্কজে প্রণমিয়া॥ ১৪০
করি সুসিদ্ধ মানস-কার্য্য, রামরূপ করি ত্যাজ্য,
তদন্তরে কৃষ্ণরূপ ধরি।
বামে লয়ে রুক্মিণীরে, ভাসেন প্রেমসিন্ধুনীরে,
কৃপাসিন্ধু রত্নাসনোপরি॥ ১৪১

* * *

সিন্ধু-ভৈরবী—যৎ।

মাধবের নিন্দি নীলাঞ্জন নীরদবরণ।
তাহে, কমলা, স্থির চপলা,
বামে শ্যামেরি ভূষণ॥
নীলকান্ত* মরে ত্রাসে, নীলাম্বুজ নীরে ভাসে,
হেরি কৃষ্ণরূপ অভিমানে বিমানে
রন নবঘন॥ (ছ)

সত্যভামা, সুদর্শনচক্র এবং গরুড়ের
দর্পচূর্ণ সমাপ্ত।

দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ।

মহাভারতের গুণ-ব্যাখ্যা।

ভারতের সভাপর্ব্ব, ভারত-মধ্যে অপূর্ব্ব,
শ্রবণে কলুষ সর্ব্ব হর,—ব্যাস-বাণী।
রাজসূয় বিবরণ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ,
যাতে লজ্জা-নিবারণ, করেন চিন্তামণি॥ ১
ধন্য সতী সত্যবতী, † রত্নগর্ভা গুণবতী,
জন্মেন অগতির গতি, যে ধনীর উদরে।

* নীলকান্ত—নীলবর্ণ মণিবিশেষ।
† সত্যবতী—বেদব্যাসের জননী।

যিনি রচিয়ে পুরাণ, জীবের বাঞ্ছা পুরাণ,
কাতরে ত্বরা তরাণ, সঙ্কট-সাগরে ॥ ২
দ্বৈপায়ন তপোধন, যাঁর বাক্যে মোক্ষধন,
পায় জীব হয়ে নিধন, এ নয় অন্যথা।
তাঁরি করুণা-আশায়, তাঁরি চরণ ভরসায়,
কিঞ্চিৎ ভেঙ্গে ভাষায়,কই ভারতের কথা ॥৩

* * *

সুরট—ঝাঁপতাল।

যাতে জীবের জন্ম জয়,যাতে মুক্ত জন্মেজয়,*
জন্মে জ্ঞানোদয়, জন্ম-মৃত্যু-ভয় যায় দূরে।
শুনরে জীব! যারে চিন্তে,
যাবে চিন্তামণি-পুরে :—
যার ভক্তি এ ভারতে, সেই ধন্য এ ভারতে,
তার ভার কি পার হ'তে,
ভূভার-হারী ভার হরে ॥ (ক)

* * *

ভব মধ্যে এই ভারত, সুধা-মাখা বাক্য-রত,
অবিরত কৃষ্ণ-ভক্তগণে।
অভক্তে না রস পান, তাদের পক্ষে বিষপান,
কষ্ট পান—কৃষ্ণ নাম যেখানে ॥ ৪
ইথে চাই ভদ্রতাই, ভাব চাই ভাবুক চাই,
ভক্তিযুক্ত ব্যক্তি চাই ইহাতে।
ভক্তিশূন্য কলেবর, দিগম্বর কি পীতাম্বর,
মানে না সে বর্ব্বর, ভাগবত, ভারতে ॥৫

* * *

ভক্তির প্রাধান্য বর্ণন ও দরিদ্র ব্রাহ্মণের আখ্যান।

ভক্তিতে না করলে আবাদ,
ভূমিতে শস্য ফলে না!
ভক্তিতে না পড়ালে পাখী,
কখন কৃষ্ণ বলে না ॥ ৬
ভক্তিতে না শুনলে কৃষ্ণ-কথা, নয়ন গলে না।
ভক্তিতে না ডাকিলে,
ভগবানের আসন টলে না ॥ ৭
ভক্তিতে না যোগালে মন,শ্রদ্ধাতে মন সরে না
ভক্তিতে না পড়িলে চণ্ডী,কখন বিপদ হরে না
ভক্তি ভিন্ন জগন্নাথ, দেখলে জীব তরে না।
ভক্তিতে না খেলে ঔষধ,ঔষধে গুণ ধরে না ॥৯
ভক্তি কেমন বস্তু তার, কই শুন করি বিস্তার,
বিবেকী দীন বিপ্র একজন।
নিত্যরূপ জলদকায়, দরশনে দ্বারকায়,
ত্যজে ভবন করিছেন গমন ॥ ১০
মন প্রতি অনুযোগ,করি শিক্ষা দিচ্ছেন যোগ,
বলেন মন! কর মনোযোগ।
মম বাঞ্ছা ব'লে হরি, এ সংসারে কাল হরি,
তোরি দোষে ঘটিল দুর্যোগ ॥ ১১
অপরূপ ভাবি তাই, কেন কর শত্রুতাই,
আমারি দেহেতে বাস করি।
আমি বলি,—হরি বল,তুই আমার হরিলি বল,
দুর্ব্বল করিলি হরি হরি! ॥ ১২
কাল হয়ে কালদণ্ড, আগত করিতে দণ্ড,
নিস্তার কে করে তার করে।
তুই আমার হলি কাল, নৈলে কি করিত কাল,
কালরূপ চিন্তিলে অন্তরে ॥ ১৩
গেল প্রায় সব দিবস, এখন হইবে বশ,
যদি চিন্তা কর হরিচরণ।
ভজিয়ে নন্দকুমার, শেষে যদি ঘটে আমার,
মধুর [illegible] সমর্পণ ॥ ১৪
কিন্তু মিথ্যা তো[illegible] উপাসনা,
মন! তোর মনোবাসনা,
আমারে সঁপিতে কাল-করে।
অন্ত নিকটে উদয়, অন্তরে পাইয়া ভয়,
দ্বিজবর কহিছে অন্তরে ॥ ১৫

* * *

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

এই ছিল কি মন রে! তোর মনে।
আমারে মজালি মন, না ভজে রাধারমণে ॥
তুই আমার আমি তোর,
তোর সনে কি মনান্তর!
মনান্তরে রাখলি কেন আমার মন্মথমোহনে।
যারে চিন্তে বিধি হরে, না চিন্তিয়ে চিন্তাহরে,
তুই আমায় ডুবালি অন্তে,
চিন্তাসাগর-জীবনে ॥ (খ)

* জন্মেজয়—জনমেজয়।

মনে অনুযোগ করি, ব্রাহ্মণ হেরিতে হরি,
দ্বারকায় সত্বরে উত্তরে।
যথায় অমাত্য সনে, যদুনাথ রাজসিংহাসনে,
দ্বিজ গিয়া রূপ দরশন করে॥ ১৬
যেমন, করে পায় মোক্ষপদ,
বন্দিয়ে গোবিন্দ পদ,
কাতর বচনে দ্বিজ কয়।
পেয়েছি অনেক কষ্ট, অদ্য এ দীনের ইষ্ট,
পুরাও ওহে কৃষ্ণ দয়াময়! ১৭
শুনেছি কমলাকান্ত! তব তুল্য ভাগ্যবন্ত,
অনন্ত ভুবন মাঝে নাই।
রত্নাকর সুধাকর, ইন্দ্র আদি কিঙ্কর,
পদাশ্রিত শঙ্কর সদাই॥ ১৮
কমলা-সেবিত পদ, তুলনাহীন সম্পদ,
চতুর্ব্বর্গ পদের অধিপতি।
ওহে প্রভু বিশ্বরূপ! বিশ্বমাঝে তদ্রূপ,
আমি একটি দরিদ্রের পতি॥ ১৯
ভাগ্যবন্তগণ কাছে, কেহ যদি কোন কাচ কাচে,
অর্থাৎ ভাঁড়ামি ক'রে যায়।
ধনীর আছে ব্যবহার, তারে কিছু পুরস্কার,
ধন দ্বারা করেন তুবায়॥ ২০
আমি আসী লক্ষ বার,
আসি যাই প্রভু! তোমার—
নিকটেতে নাহি দেশ পার।
এখন হ'রতে কষ্ট, হল না করুণা-দৃষ্ট,
কেন হে করুণাসিন্ধু হরি? ২১
বিতরণ করলে ধন, ধনের হবে নিধন,
এরূপ ধনের পতি নহ!
দেন যদি জলসিন্ধু, কুশাগ্রে হে জলবিন্দু,
সিন্ধুর কি হানি তাতে কহ? ২২
সে কি প্রভু! এ কি পণ, করতে নারি নিরূপণ,
এমন কৃপণ ভাব ছাড়।
প্রকাশ ভুবনময়, নাম কৃষ্ণ দয়াময়,
কৈ তুমি দয়ার ধার ধারো? ২৩
রাজ্য পদ হস্তী হয়, কটাক্ষ প্রদানে হয়,
বামনে ধরাতে পার ইন্দু।
দীন-দৈন্য-শূন্য জন্য, এ কথা সামান্য গণ্য,
ওহে পূর্ণরূপ কৃপাসিন্ধু! ২৪
যদি কিছু বিতরণ, জন্য হে ভবতারণ!
না হয় চিত্ত, ভব-চিত্তহারী!
মম এই নিবেদন, ত্বৎপদে—মধুসূদন!
যদি তাই কর দুঃখ-নিবারি॥ ২৫

* * *

আলিয়া—কাওয়ালী।

দীননাথ! হবে দীন-দুঃখ নাশিতে—
আসিতে ভুষিতে।
হয় দেহ শ্রীপদ, না হয় ব'লো, এ আমোদ,—
আমি দেখ্‌বো না তোর,—
আর হবে না আসিতে॥
আর যাতনা সহে না সদায়* হে!
ঘুচাও যদাপি নাথ! যাতায়াত-দায় হে!
হই জনমের মতন বিদায় হে!
নৈলে তো দায় রবে সমুদায় হে!—
না হয় ভবে জন্ম-মরণ,—
দুঃখের তরু,—অসিতবরণ!
যদি ছেদ কর কৃপা-অসিতে॥ (গ)

* * *

শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনা-গমন।

দ্বিজেরে বাঞ্ছিত বর, দিলেন প্রভু পীতাম্বর,
হেনকালে উপনীত নারদ।
কর-যোড় করি বিনয়, কহেন ব্রহ্মতনয়,
বন্দি হর-বন্দিত শ্রীপদ॥ ২৬
শুন প্রভু! নিবেদন, ভগবান জনার্দ্দন!
এলাম আমি যুধিষ্ঠিরের জন্য।
রাজসূয় যজ্ঞ-কারণ, বাঞ্ছা তার,—ভবতারণ!
যে যজ্ঞ জগতে অগ্রগণ্য॥ ২৭
করেছে অযোগ্য সাধ, ওহে হরি,—ত্বৎপ্রসাদ,
বিনা সাধ পূর্ণ কেবা করে?
তুমি মাত্র সঙ্গতি, বিপদ্ সম্পদে গতি,
পাণ্ডবের সখা কয় সংসারে॥ ২৮
তুমি বল তুমি সম্বল, ভরসার ধন তুমি কেবল,
তারা প্রবল তোমারি সম্ভ্রমে।

---

* সদায়—সদাই।

মুনি-বাক্যে দিয়ে কর্ণ, সজল জলদ-বর্ণ,
সজললোচন হন প্রেমে ॥ ২৯
সর্ব্ব কর্ম্ম হলো রোধ, পাণ্ডবের অনুরোধ,
বলবান্ করেন ভগবান্।
পাণ্ডুপুত্র পঞ্চ জন্য, করে করি পাঞ্চজন্য,
হস্তিনায় গমন-বিধান ॥ ৩০
অন্তরে হয়ে আকুল, ডাকেন যত যদুকুল,
কুলবতী সহিত সঙ্গে করি।
কেউ যায় বাজিবাহনে,
কেউ বা হস্তি-আরোহণে,
হস্তিনায় উপনীত শ্রীহরি ॥ ৩১
হেথা পাণ্ডব আছে অন্তরে,
সখার তরে কাতরে,
হেরিয়ে হরি হরিল দুঃখ সব।
ছলে কন ধর্ম্মতনয়, প্রণয়ের ভাব এ তোর নয়,
পাণ্ডবের গতি তুমি কেশব! ৩২

* *

সুরট—ঝাঁপতাল।

হরি হেরি হরিল দুঃখ, বলে ধর্ম্মরাজন।
এত কেন বিলম্ব তব, বল হে দুঃখভঞ্জন!
তোমা বিনে কে আছে আর,
পাণ্ডবের মূলাধার,
বিপৎকালে কর্ণধার, বিদিত কথা জগজ্জন!
তুমি বুদ্ধি তুমি বল, তব করুণা সম্বল,
তব বলে প্রবল আমি, রিপুবল-বিনাশন!
ঘন আশে চাতকী থাকে, যেমন ঘন ঘন ডাকে,
তব আশাতে আমি তেমনি আছি
ওহে নবঘন! (ঘ)

* * *

রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন।

তখন শুনে যজ্ঞের উত্থাপন,
হরি কন,—এ কঠিন পণ,
যজ্ঞ ত নয় যোগ্য অন্য প্রতি।
তুমি বট যোগ্যতাপন্ন, হবে যজ্ঞ সম্পন্ন,
আমার ইথে সম্পূর্ণ পিরীতি ॥ ৩৩

পূর্ব্বে রাজা হরিশ্চন্দ্র, দানে ইন্দ্র রূপে চন্দ্র,
এই যজ্ঞ করেছিলেন তিনি।
সপ্ত দ্বীপ নিমন্ত্রিয়ে, নির্ব্বাহ করেন ক্রিয়ে,
দেবতার আগমন নাই জানি ॥ ৩৪
তা হতে তোমার যজ্ঞ, হবে প্রশংসার যোগ্য,
তুমি বল পৃথিবী পাতাল স্বর্গে।
আসিবেন তব গোচর, চর্ম্মচক্ষের অগোচর,
ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি দেববর্গে ॥ ৩৫
ডাকিয়ে যত নিজ জন, কি কি কর্ম্মে নিয়োজন,
কর রাজন্!—যাতে যে বলবান্।
শুভাশুভ সুবিচার্য্য, ব'সে করুন দ্রোণাচার্য্য,
কৃপাচার্য্য দ্বিজে দিউন দান ॥ ৩৬
তিন জন সভা সাজনে, জনেক রাজ-সম্ভাষণে,
দুঃশাসনে ভার দেহ ভোজ্য।
রাখতে ধন দিতে ধন, ভাণ্ডারেতে দুর্য্যোধন,
থাকিলে হইবে ভাল কার্য্য ॥ ৩৭
তোমায় লজ্জা দিবার তরে,
দান দিবে সে অকাতরে,
শত্রু লোক থাকা ভাল ভাণ্ডারে।
চিন্তা কি হে নৃপবর! হবে তব শাপে বর,
তব ধন কে ফুরাইতে পারে? ৩৮
যার ঘরে এই পীতবাস, রজনী-বাসর বাস,
কমলা অধীনী তব বাসে।
হরমোহিনী হেমবর্ণা, আসিবেন অন্নপূর্ণা,
পূরে তব পুণ্যের প্রকাশে ॥ ৩৯
আপামর সাধারণে, স্তব ক'রে ধন-বিতরণে
বিদুরকে দাও—বিদুর বড় প্রেমী।
আজ্ঞা দিউন আমার তরে,
বাসনা আছে অন্তরে,
দ্বিজপদ ধৌত করিব আমি ॥ ৪০
কত গুণ দ্বিজের পূজায়, আমা বই কে তত পায়!
যে ভজে দ্বিজের পদারবিন্দ।
ব্রহ্মণ্যদেব-কৃপায়, তার থাকে না অনুপায়,
পায় পায় সে পায় পরমানন্দ ॥ ৪১
এইরূপে কৃপানিধান, করেন যজ্ঞের বিধান,
স্থানে স্থানে সঁপিলেন সকলে।
জগৎ আগমন সমস্ত, ইন্দ্র আদি ইন্দ্রপ্রস্থ,
অধিষ্ঠান হইলেন সকলে ॥ ৪২

হয়ে শ্রান্ত-কলেবর, এসেন যত দ্বিজবর,
পীতাম্বর পরম যতনে।
ভৃঙ্গারে লইয়া বারি,ডাকিছেন হরি বিপদ্‌বারী,
এই আসুন বসুন সিংহাসনে ॥ ৪৩

* * *

ললিত-বিভাস—একতালা।

যত্নে জলদবরণ, করেন দ্বিজের চরণ—
প্রক্ষালন—প্রেমের জন্যে।
যাঁর পদ অভিলাষী, মেখে ভস্মরাশি,
ঈশান সন্ন্যাসী ;—
যাঁর দিবানিশি, চরণ সেবার দাসী,
লক্ষ্মী গোলোকমাঝে ॥
ভজেন যাঁর চরণপদ্ম পদ্মযোনি,
নরকার্ণবে তরিতে তরণী,
যে পায়, নরকান্তকারিণী, ত্রিলোক-তারিণী,
জন্ম নিলেন সুরধুনী ত্রিলোকধন্যে। (৳)

* * * *

রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান।

পাণ্ডুসুতের ভবন, আগমন ভুবন,
পাইয়া যজ্ঞের নিমন্ত্রণ।
আইল ভূপতিবর্গ, সঙ্গে করি বন্ধুবর্গ,
কলরবে পুরী পরিপূর্ণ ॥ ৪৪
প্রজাগণ নানা জাতি, লয়ে দ্রব্য নানা ভাতি,
ভেট দেয় আসি নৃপবরে।
আহ্লাদে হয়ে মগন, আগমন মুনিগণ,
আসি সবে আশীর্ব্বাদ করে ॥ ৪৫
ভৃগু সনক সনাতন, শাতাতপ তপোধন,
বশিষ্ঠ বিশিষ্ট মুনিবর।
সঙ্গে করি শিষ্যবর্গ, এলেন মহামুনি গর্গ,
মুনিবর্গ মাঝে বিজ্ঞবর ॥ ৪৬
অন্তরে অনন্ত সুখ, আগমন করেন শুক,
দেখেন ভুবন মাত্র ব্রহ্ম।
এলেন মুনি দ্বৈপায়ন, পরাৎপর-পরায়ণ,
পরাপর * পরা ব্যাঘ্র-চর্ম্ম ॥ ৪৭

ষাটি হাজার সঙ্গে শিষ্য, জ্বলদগ্নি প্রায় দৃশ্য,
দুর্ব্বাসা উদয় ত্বরান্বিত।
গহন কানন-বাসী, দেবল প্রবল ঋষি,
আসি সভা মধ্যে উপনীত ॥ ৪৮
ঘোর ভক্ত বাতাহারী, কপিল কৌপীনধারী,
বিপিন ত্যজিয়ে অধিষ্ঠান।
আনন্দে নারদ যান, বীণা যন্ত্রে তুলে তান,
যন্ত্রণাহারীর গুণ গান ॥ ৪৯

* * *

সুরট-মল্লার—ধামার।

ভজ পরমাদরে মন ! পরমার্থের কারণ,
পরমাত্ম-রূপ পরমব্রহ্ম পরদেব হরি।
পরম-যোগি-পূজিত সদা পরম সঙ্কটহারী ;—
পরমশিব রূপে পরম পুরুষ শিরোবিহারী ;—
চরমে হরি পরম-দাতা, পরম-পদ-দানকারী ॥
পরমাণু- নন্দিত পরম সূক্ষ্ম কলেবর-ধারী ;—
পরমেশ পরমারাধ্য পরমায়ু-রূপধারী ;—
পরম দীন দাশরথির পরম দুঃখ-নিবারী ॥ (চ)

* * *

শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য দানের প্রস্তাব।

সুর নর কিন্নরাদি সভায় আগত।
যথাযোগ্য স্থানে বসি সমাদর কত ॥ ৫০
যজ্ঞ পূর্ণ,—পাণ্ডব প্রেমেতে পুলকিত।
শান্তিবারি দেন সবারি গাত্রে পুরোহিত ॥ ৫১
তখন চক্র করি চক্র ক'রে শিশুপালে বধ্যে*।
বসিলেন ত্রৈলোক্যনাথ লক্ষ রাজার মধ্যে ॥ ৫২
যজ্ঞ সাঙ্গ পর পূর্ব্বাপর আছে এক বিধান।
যিনি মান্য, অগ্রগণ্য অগ্রে অর্ঘ্য পান ॥ ৫৩
দূর্ব্বা ফুল, লয়ে নকুল, সুধান সভাজনে !
কারে অর্ঘ্য, দিতে যোগ্য, বল বিজ্ঞগণে ॥ ৫৪
শুনে বচন, সবে লোচন, ফিরাইল ত্বরা।
ভেবে আকুল, হয় নকুল, না পায় কূল-কিনারা
কহেন ভীষ্ম, এই বিশ্বমাঝে আর কার মান ?
থাক্‌তে কৃষ্ণ জগদিষ্ট, সভার বিদ্যমান ॥ ৫৬

* পরাপর—চিরকাল।

* বধ্যে—বধ করিবার নিমিত্ত।

হন, গোলোক-শশী, গোকুলবাসী,
নকুল জান না রে!
জগবন্ধু হয়ে বন্ধু, বন্দী তোদের ঘরে ॥ ৫৭
উনি ত্রিসংসার, মধ্যে সার, সারাৎসার নিধি।
বাঞ্ছা করেন, ঐ চরণ পঞ্চানন বিধি ॥ ৫৮
এই যে সভার মধ্যে বিরাজ করেন চিন্তামণি।
যেমন, চতুর্দ্দিকে পুষ্করিণী, মধ্যে সুরধুনী ॥ ৫৯
যেমন, শত শত পশুর মধ্যে
বিরাজ করেন সিংহ।
যেমন, শত শত পক্ষীর মধ্যে গরুড় বিহঙ্গ ॥
যেমন, শত শত শিষ্যের মধ্যে
বিরাজ করেন গুরু।
যেমন, শত শত বৃক্ষের মধ্যে চন্দনের তরু ॥
যেমন, শত শত তারার মধ্যে চাঁদ রন গগনে
যেমন, শত শত রাখাল-মধ্যে গোপাল
বৃন্দাবনে ॥ ৬২
যেমন, শত শত ধামের মধ্যে বৃন্দাবন ধাম।
যেমন, শত শত রাজার মধ্যে
ধন্য রাজা রাম ॥ ৬৩
যেমন, শত শত ভার্য্যের মধ্যে
শয্যায় বিরাজে স্বামী।
যেমন, শত শত বৈরাগি মধ্যে
বিরাজেন গোস্বামী ॥ ৬৪
যেমন, শত শত ফণীর মধ্যে বিরাজেন অনন্ত
যেমন, শত শত মূর্খের মধ্যে একটী গুণবন্ত ॥
যেমন, শত শত লতার মধ্যে একটী মহৌষধি।
যেমন, শত শত বর্ব্বরের মধ্যে
একটী সত্যবাদী ॥ ৬৬
যেমন, সাত কাহণ কড়ির মধ্যে একটী
পরশ মণি।
তেমনি রাজসভার মধ্যে ব'সে আছেন চিন্তামণি
পূর্ণ কর মনস্কাম পূর্ণ কর যজ্ঞ।
হরি বই কে আছে অর্ঘ্য গ্রহণের যোগ্য? ৬৮

* * *

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

যাঁর অনন্ত গুণ বলেন মুনিগণ।
যাঁর অনন্ত শয্যায় শয়ন,—
যাঁর শঙ্কায় শঙ্কিত শমন ॥
না পান অনন্ত ভেবে অন্ত যাঁর,
যদুকুলেশ্বর, সভায় সেই যজ্ঞেশ্বর,—
তাঁর আগে অর্ঘ্য-যোগ্য আর কোন্ জন?
ধর ধর ধর রে নকুল! মোর বচন,
ধর রে শ্রীধর-চরণ;—
সকল কার্য্যে গুণ ধরে, যে ধরে ঐ গুণধরে,
গঙ্গাধরের অধরে ঐ গুণ-ধারণ ॥ (ছ)

* * *

শিশুপালের ক্রোধ।

শুনে কৃষ্ণের প্রধানত্ব, সভামধ্যে রাগে মত্ত,
কৃষ্ণদ্বেষী যত রাজগণ।
ভীষ্মের কথা সার, দিচ্ছে ঘোর উত্তর,
অমনি উঠে শিশুপাল রাজন্ ॥ ৬৯
ওরে ভীষ্ম বাহাত্তুরে!
কত ধিক্ বা দিব তোরে,
কাপুরুষের মত তোর কর্ম্ম।
নিলিনে পুত্র সংসার, ক'রে মাত্র পেটটী সার,
দুর্য্যোধনের অন্নদাস জন্ম ॥ ৭০
গৃহকর্ম্ম তাও কর না, যোগ-ধর্ম্ম তাও ধরনা,
মোড়লী ক'রে বুড়লী* পরের ঘরে।
পুত্রহীন জল দিবা, যাত্রা নাই ওরে ভীষ্ম
বুড় বেটা! তোর মুখ দেখলে পরে ॥ ৭১
থাকতে লক্ষ নৃপমণি, কৃষ্ণ তোমার শিরোমণি,
গোপরমণী-নাগর যেই কৃষ্ণ।
গোয়ালার অন্ন খায়, গোয়ালার নামে বিকায়,
ক্ষত্রি-কুলে জন্মিয়ে পাপিষ্ঠ ॥ ৭২
শিরে বয় নন্দের বাধা, সকল কর্ম্মে হয় বাধা,
ও পাতকীর নাম উচ্চারণে।
কত পাপ ওর বলতে নারি,
বধেছে পূতনা নারী,
গোহত্যা করেছে বৃন্দাবনে ॥ ৭৩
মাতুলকে ক'রে নিধন, সঞ্চয় করেছে ধন,
দস্যুবৃত্তির বিষয় লোকে জানে।
তুই, জগৎপতি বলিস্ কায়, জরাসন্ধের শঙ্কায়,
লুকিয়ে থাকে সমুদ্রের মাঝখানে ॥ ৭৪

* বুড়লী—বুড়ো হইলি।

তুই যে বলিস্ হরি ব্রহ্ম,
হাতে হাতে এক অপকর্ম্ম,
দেখ না এই—কে করে রাজসূতে।
যে কর্ম্ম নাপিতে করে, গাড়ু লয়ে আপন করে,
তার লয়েছে বামুনের পা ধুতে ॥ ৭৫
যদি, কালির অক্ষর পেটে থাকত,
তবে কি গালে কালি মাখত?
কালি কি কখন দিত ক্ষত্রিকুলে?
ওরে নিগ্রহ করেন কালী,
দেখ। হয় নাই দোয়াতে কালি,
গোয়ালা বেটাকে বাপ বলে গোকুলে ॥৭৬
ওরে, খাটিয়েছে খুব নন্দরায়,
তার বার বৎসর গোরু চরায়,
উহার, আমরা জানি সব দুর্গতি।
উহার নামটী ছিল রাখাল কানাই,
ধন পেয়েছে এখন তা নাই,
এখন যাদুর নামটী যদুপতি ॥ ৭৭

* * *

শিশুপালের কথায় ভীষ্মের উত্তর।

পরে, কন ভীষ্ম, করি হাস্য, শুন রে দুরাশয়!
হরি ব্রহ্ম, তার মর্ম্ম, তোর কর্ম্ম নয় ॥ ৭৮
কটু বাক্যে কত যাতনা, মন্দ পায় কি কানা?
সন্ন্যাসী কি জানে বিচ্ছেদ-জ্বালা কেমন জ্বালা
বন্ধ্যা জানে কি মর্ম্ম, কেমন পুত্রশোক?
সঙ্গম-রসের মর্ম্ম, পায় কি নপুংসক? ৮০
অরসিক কি বুঝতে পারে রসিকের রহস্য?
ধর্ম্ম কেমন কর্ম্ম,—তার কি মর্ম্ম পায় দস্যু? ৮১
পশুর কখন কি কৃষ্ণ-কথা শুনে নয়ন গলে?
পশু কখন কি মুক্তাহার পেলে পরে গলে? ৮২
পশু কখন কি বিষ্ণুতৈল মাখতে বল্‌লে মাখে?
পশু কখন কি পশুপতিকে ডাকতে বললে ডাকে
শিশু কখন কি মান রেখে কথা কয় মানীকে?
অন্ধ কি আনন্দ করে,—করে পেয়ে মাণিকে?
বাঘ কি কখন চিন্‌তে পারে সুখের পক্ষী
শুকে?
ভৃঙ্গের ধন কমলিনীর গুণ জানে কি ভেকে?
যবনে জগন্নাথের প্রসাদ ধরে কি মস্তকে?
মূর্খ কখন করে কি যত্ন পুরাণাদি পুস্তকে ॥ ৮৬
তুই চিন্‌বি কি'রে চিন্তামণি, ওরে শিশুপাল!
শালগ্রামকে ভাঁটা ব'লে জানে শিশুর পাল ॥
বিনাশ-কালেতে হয় বিপরীত বুদ্ধি।
বিনাশ-কালেতে নাড়ীর হয় কিছু বৃদ্ধি ॥ ৮৮
বিনাশ-কালেতে কেহ নাহি থাকে শুচি।
বিনাশ-কালেতে হয় অমৃতে অরুচি ॥ ৮৯
বিনাশ-কালেতে বন্ধুর কথা লাগে বিষ।
বিনাশ-কালেতে হয় গুরু প্রতি রিষ ॥ ৯০
বিনাশ-কালেতে লোক হয়ে বসে ভ্রান্ত।
বিনাশ-কালেতে অতি শান্ত হন অশান্ত ॥৯১
বিনাশ-কালেতে গুরুকে কটু বলে সাধুজন
বিনাশ-কালেতে করে কুপথ্য ভোজন ॥ ৯২
বিনাশ-কালেতে রাগে শৃগাল হন সিংহ!
বিনাশ-কালেতে ক্ষেপে হয়ে বসে উলঙ্গ ॥ ৯৩
বিনাশ-কালেতে ইষ্ট পূজায় ভক্তি চটে।
বিনাশ-কালেতে জরা চাড়া দিয়ে উঠে ॥ ৯৪
নিকটে বিনাশ-কাল তোর রে শিশুপাল!
তাইতে তুমি নিন্দা কর নন্দের গোপাল ॥ ৯৫
আমি কি অর্ঘ্য দিতে যোগ্য যদুনাথকে বলি?
হয়ে বামন, হরি যখন, ছলতে যান বলি ॥ ৯৬
পাতাল পৃথিবী হরি হরিলেন এক পায়।
দ্বিতীয় চরণ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা দেখতে পায় ॥
কমণ্ডলুর মধ্যে বিধির ছিল গঙ্গাজল।
চরণ ধুয়ে করেন ব্রহ্মা জনম সফল ॥ ৯৮

* * *

খাম্বাজ ঝিঁঝিট—একতালা।

ওরে অভাগা! ব্রহ্মা দেন অর্ঘ্য
ঐ চরণ-কমলে।
তাইতে গোবিন্দ পদোদ্ভবা গঙ্গা নাম
জগতে বলে ॥
গোলোকের নাথ ধরার ভূপাল,
চিন্‌লিনে তোর পোড়া কপাল!
তুই কি মনে করিস্ ওরে শিশুপাল!
গোপাল গোপের ছেলে?
হাঁরে, কোন গোপনন্দন, গিরি গোবর্দ্ধন,
ধরে করে,-করে কালিয় নিধন,—

কোন্ গোপশিশু ভূতলে, ভক্ষণ করে অনলে
ব্রহ্ম বিনে কি ব্রহ্মাণ্ড দেখায় বদনমণ্ডলে ?
শুন নাই গুণ তার জগতে প্রচার,
করে করে কংস রাজাকে সংহার,
যে নন্দ-নন্দনের গুণে, অন্ধ প্রাপ্ত হন নয়নে,
দৃষ্টিবিহীন নয়ন থাক্‌তে রে তুই
কি অদৃষ্ট-ফলে ? (জ)

* * *

শিশুপাল বধ।

ভীষ্মদেবের কথায়, বিশ্বপতির মাথায়,
সুখে নকুল অর্ঘ্য সমর্পিল।
দেখে রুষ্ট শিশুপাল, নিন্দা করিয়া গোপাল,
কত বাক্য কহিতে লাগিল ॥ ৯৯
শুনিয়া কহেন হরি, কিছু কাল কাল হরি,
তোর দর্প করি সম্বরণ।
কারণ আছে রে তার, বলি শুন করি বিস্তার,
ওরে মূর্খ ! বলি তোরে শোন ॥ ১০০
যে দিন হলি ভূমিষ্ঠ, তোরে করিবারে দৃষ্ট,
গেলাম আমি সূতিকা মন্দিরে।
জননী তোর পেয়ে ভয়, আমারে মাগে অভয়
বিবিধ বচনে সকাতরে ॥ ১০১
এই যে বালক মোর, ভূতলে অতি পামর.
কৃষ্ণ-দ্বেষী হবে চিরকাল।
দোহাই মোর বচন, রেগো পঙ্কজলোচন,
যাতে রক্ষা পায় শিশুপাল ॥ ১০২
তুমি বাছা !—নির্ব্বিকার,সদা অঙ্গে অঙ্গীকার,
ক'রো এ শিশুর বাক্য-বাণ।
আছে তাঁর অনুরোধ, সম্বরণ করি ক্রোধ,
এতক্ষণ আছি রে অজ্ঞান ! ১০৩
শত নিন্দা আছে পণ, হৈলে তাই সমাপন,
সমুচিত দণ্ড দিব পরে।
হেসে বলে শিশুপাল, কার হ'লো মৃত্যুকাল,
বুঝিতে কিছু না পারি অন্তরে ॥ ১০৪
নিন্দা আমি করি কার ? নিন্দা যার অলঙ্কার,—
তোর নিন্দা করিয়া কি রস !
হরি কন, ক' তুই, আমি গণি এক দুই,
দশম হবে,—হ'লে দশ-দশ ॥ ১০৫
বলি নিরানব্বুই, নিরাপদে রবি তুই,
শত হলে থাকা ভার ওরে দুরাচার !
শিশুপাল বলে গোপ !
তোর কোপে মোর লোপ,
হতবুদ্ধি এত অহঙ্কার ? ১০৬
গুণের কথা কিসে কই, নিন্দে বই গুণ কই,
গুণের মধ্যে গোপীর গুণ জানো।
গুণ তব জগতে গায়, জেয়ে হয়ে যমুনায়,
গোপীরে চড়ায়ে গুণ টানো ॥ ১০৭
হরি কন, নিন্দা তোর, গণিলাম সত্বর,
অল্পায়ু হইতে অল্প বাকী।
শিশুপাল বলে, ভ্রান্ত ! এক শত পর্য্যন্ত,
কি গুণে গণিবি বল দেখি ? ১০৮
চিরকাল চরালে গাই, কড়া শটকে পড়া নাই,
বঙ্ক তোমার অঙ্ক নাই পেটে !
হরি কন, রে মূঢ়মতি ! ভার্য্যা মম সরস্বতী,
রাজ্যে জানে, বেদাগমে রটে ॥ ১০৯
যে জন যে দিন হবে, যার মরণের দিন যবে,
গণে স্থির ক'রে রেখেছি আমি।
তোমার আর একদণ্ড, অন্তে হবে প্রাণদণ্ড,
এত বলি কুপিত ভবস্বামী ॥ ১১০
শত নিন্দা হলো অন্ত, কালরূপ হয়ে অনন্ত,
লোহিত করিয়া দ্বিনয়ন।
শিশুপালকে বিনাশনে, আজ্ঞা দেন সুদর্শনে,
শুনে চক্র বেগে করে গমন ॥ ১১১
মস্তক করে ছেদন, জয় জয় মধুসূদন,
আনন্দে বলেন দেবগণে।
ভারতী ভারতে উক্ত, শিশুপাল হয়ে মুক্ত,
স্থান পায় বৈকুণ্ঠ ভুবনে ॥ ১১২
তদন্তে জলদ-কায়, যান প্রভু দ্বারকায়,
তুষিয়া পাণ্ডব পঞ্চ জন।
আরোহণ করিয়া যান, রাজগণ স্বদেশে যান,
কিছু দিন রহিল দুর্য্যোধন ॥ ১১৩

* * *

পাণ্ডব-সভায় দুর্য্যোধনের অপমান।

পাণ্ডবের কিবা সভা, ইন্দ্রসভা-নিন্দি শোভা,
মাণিক জড়িত যত স্তম্ভে।

টিকের সরোবর, করেছেন নরবর,
জল-জ্ঞান হয় অবিলম্বে ॥ ১১৪
প্রাচীরের স্থানে স্থানে,
স্ফটিক-যোগে নির্ম্মাণে,—
দ্বার জ্ঞান হয় দেখে চক্ষে।
চতুর্দ্দিক্ করি ভ্রমণ, সভা দেখে দুর্য্যোধন,
হিংসায় ভাবিছে মনোদুঃখে ॥ ১১৫
বিধাতা হইল বাদী, স্ফটিকের দেখে বেদী,
বারি-জ্ঞান করি দুর্য্যোধন।
মহামানী ভ্রমে ভুলে, চলিলেন বস্ত্র তুলে,
দেখে হাস্য করে সভাজন ॥ ১১৬
প্রাচীরে নাহিক দ্বার, দ্বার ভেবে পুনর্ব্বার,
যাইবারে কপালে বাজিল।
দেখিয়া সভার লোকে, সঘনে হাসে পুলকে,
অপ্রমাণ অপমান ঘটিল ॥ ১১৭
খল খল হাসিতে সব, রাজা যেন জীয়ন্তে শব,
দুর্য্যোধন হয়ে মান-হত।
লজ্জায় মাথা না তুলে, ডাকিয়া নিজ মাতুলে,
অভিমানে চলিলেন দ্রুত ॥ ১১৮
শকুনি সুধায় দেখে, ভাব কেন, বাছা! দুঃখে,
কিসের অভাব পৃথ্বীপতি?
কেঁদে বলে দুর্য্যোধন,
ধিক্ ধিক্ মোর রাজা জন!
ধিক্ বীর্য্য ধিক্ আমার শকতি! ১১৯
কি লজ্জা দিলেন কালী, লজ্জায় হয়েছি কালী,
মেদিনী বিবরে,—তাতে যাই।
অনলে করি প্রবেশ, বাঁচনাপেক্ষা সেই বেশ,
অথবা এখনি বিষ খাই ॥ ১২০
জ্ঞাতিগণের ঐশ্বর্য্য, সাধ্য নাহি করি সহ্য,
ধৈর্য্য নাহি ধরে চিত্ত,—মামা!
ক্ষুদ্র বেটারা করে ভুল,
মোরে দেখে হাসে মাতুল!
কি লজ্জা আজি দিলেন শ্যামা ॥ ১২১
মিথ্যা ধন মিথ্যা জন,
আমি তো মিথ্যা রাজন,
মিথ্যা রাজ্য চিত্তে আর কি ধরে!
মিথ্যা গজ মিথ্যা হয়, বিচারে সব মিথ্যা হয়,
মিথ্যা সোহাগ আর করি অন্তরে ॥ ১২২

আমি যে সংসারে মানী,
সে কথা কি আর মানি?
আমি অদ্য হতমানীয় শেষ।
পাণ্ডবের বিদ্যমান, কার আর সমান মান?
জিনিল নকুল সর্ব্ব দেশ ॥ ১২৩
পঞ্চজনে আসি ভব, বলে ছলে পরাভব,
করিয়া করিল দিগ্বিজয়।
পাণ্ডবেরে ভয়ঙ্কর, গণিয়া সঁপিল কর,
লক্ষ্য রাজা ঐকা সবে হয় ॥ ১২৪

* * *

কালেংড়া-বাহার—একতালা।

মামা! আমি কিসের ধনী!
কি গো আমার মানের ধ্বনি?
এ ধন হতে নিধন ভাল,
স্থান যদি দেন সুরধুনী ॥
পাণ্ডবের কি অতুল পদ,
মামা! দ্বারকায় যার রাজ্যপদ,
যজ্ঞে এসে দ্বিজের পদ,
ধৌত করেন সেই চিন্তামণি।
নাই সুখ ভোজন-শয়নে,
দেখে পাণ্ডবের প্রতাপ নয়নে,
তৃণ হেন যেন মনে আপনারে আপনি গণি ॥ (ঝ)

* * *

শুন গো মাতুল! দুঃখ অতিশয় না সয়।
অসহ্য হইল মোর জ্ঞাতির বিষয় ॥ ১২৫
ভাদ্রে রৌদ্র অসহ্য যেমন আছে বলা।
ততোধিক অসহ্য,—ভার্য্যে হয় যার প্রবলা ॥
ভৃত্য হ'লে নিন্দুক,—অসহ্য জ্বালা বলি।
বৈরাগীর অসহ্য যেমন, শুনলে ছাগল-বলি ॥
শোকের কালে অসহ্য,—করিলে রঙ্গ-রস।
সাধুর অসহ্য যদি ঘটে অপযশ ॥ ১২৮
সতীর অসহ্য যেমন লম্পটের বাণী।
লম্পটের অসহ্য যেমন উপদেশ-কাহিনী ॥ ১২৯
মাঘে মেঘে মিশালে অসহ্য হয় বটে।
ততোধিক অসহ্য জ্বালা,—জ্ঞাতিসুখে ঘটে ॥ ১৩০

* * *

পাশা-খেলার প্রস্তাব।

কথা শুনে শকুনির, দুঃখে দুটী চক্ষে নীর,
বলে, বাছা! বলি রে তোমায়।
পাণ্ডবের ঐশ্বর্য্য, অঙ্গে যদি অসহ্য,—
হয়—তার শুন রে উপায়॥ ১৩১
বাহু-বলে হৈতে জয়ী,সে পাণ্ডবের সাধ্য কৈ?
তাদের অর্জ্জুন দিগ্বিজয় একা।
জ্ঞান হয় পঞ্চ জন, বল-বন্ধে পঞ্চানন,
অধিকন্তু কৃষ্ণ তাদের সখা॥ ১৩২
শুন ওরে দুর্য্যোধন! চক্র ক'রে রাজ্য ধন,
তাদের লওয়া যায় রে সমুদাই।
এনে তোমার ভদ্রাসনে, আমি যুধিষ্ঠিরের সনে,
যদি একবার পাশা খেল্‌তে পাই! ১৩৩
পণ ক'রে সব লব অর্থ,
অধিকার গেলেই অধীনত্ব,—
করিবে তোমার পঞ্চ পাণ্ডুসুতে।
কথা শুনে জুড়ায় মন, দুর্ভিক্ষ-কালে যেমন,
দরিদ্র,—রতন পায় হাতে॥ ১৩৪
কুমুদীর আনন্দ যেমন, নিরখিয়া সন্ধ্যা।
পুত্র প্রসবিয়া যেমন, আনন্দিত বন্ধ্যা॥ ১৩৫
ভক্তের আনন্দ যেমন, নিরখি গোবিন্দে।
অসুরের আনন্দ যেমন, শুনে দেব-নিন্দে॥১৩৬
হিংস্রকের আনন্দ যেমন,
গাঁয়ের লোকের মন্দে।
ব্যাধের আনন্দ যেমন,
মৃগ পড়িলে ফান্দে॥ ১৩৭
কয়েদীর আনন্দ যেমন, ত্রাণ পেয়ে বিবন্ধে।
আশু চক্ষু পেয়ে যেমন আনন্দিত অন্ধে॥ ১৩৮
শনির আনন্দ যেমন, প্রবেশ ক'রে রন্ধ্রে;
চাকোরের আনন্দ যেমন, হেরে পূর্ণচন্দ্রে॥১৩৯
ভ্রমরের আনন্দ যেমন, কমলের গন্ধে।
নারদের আনন্দ যেমন দ্বি-দলের দ্বন্দ্বে॥ ১৪০
মাতুলের বাক্যে মজে ততোধিক আনন্দে।
দুর্য্যোধন আনন্দে মাতুলপদ বন্দে॥ ১৪১
বলে, মামা! মৃত্যু-দেহে ঘটালে জীবন।
এ রাজ্য তোমারি, মামা! তোমারি ভবন॥১৪২
জীবন পর্য্যন্ত তব হৈলাম আজ্ঞাধীন।
হবে রক্ষা—যে আজ্ঞা করিবে যেই দিন॥ ১৪৩
মম পুরে যে তব না হবে অনুগত।
পুরে হতে আমি তারে করিব নির্গত॥ ১৪৪
মজে মন-সুখে,—রাজা ত্যজে রাজকার্য্য!
অবিলম্বে পাশা খেলা করিলেন ধার্য্য॥ ১৪৫
পিতার নিকটে কথা করিলেন প্রশ্ন।
ত্বরায় পাঠান দূত যথা ইন্দ্রপ্রস্থ॥ ১৪৬

* * *

শকুনির সহিত যুধিষ্ঠিরের পাশা-খেলা।

পত্র পাঠ করি, পত্র-পাঠ আয়োজন।
হস্তিপৃষ্ঠে হস্তিনায় আইল পঞ্চ জন॥ ১৪৭
প্রণমিল ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর পায়।
পাশা-খেলা-বিবরণ, পরে শুন্‌তে পায়॥ ১৪৮
জ্ঞাতিগণের অনুরোধ করি বলবত্ত।
হইলেন ধর্ম্মসুত খেলায় প্রবর্ত্ত॥ ১৪৯
কুন্তীপুত্র খেলায় নহেন কিছু শক্ত।
হারিলে না ক্ষান্ত হন,—বড় খেলা শক্ত॥ ১৫০
উভয় দলে উত্থাপন করিছেন পণ!
হয়ে মত্ত, নানা অর্থ করি নিরূপণ॥ ১৫১
ধর্ম্মসুত পরাজয়, শকুনির জিত।
পুনঃপুন হতেছেন বিষম লজ্জিত॥ ১৫২

প্রথমতঃ শকুনির কাছে হেরে বাজী॥ ১৫৩
তদন্তরে হারিয়া হইল জ্ঞান শূন্য!
প্রদান করেন যত সেনাপতি সৈন্য॥ ১৫৪
তদন্তরে দেন যত বসন ভূষণ।
পশ্চাতে পণেতে দেন রাজসিংহাসন॥ ১৫৫
রজত কাঞ্চন মুদ্রা দেন ক্রমে পরে।
প্রাণ পণ আছে রাজার প্রাণের উপরে॥১৫৬
সুবর্ণভৃঙ্গার আর স্বর্ণ-বাটা-বাটী।
পণে সমর্পণ,—পরে ভদ্রাসন বাটী॥ ১৫৭
সভার মধ্যেতে যত ছিল সভাসৎ।
তার মধ্যে যারা যারা ছিল অতি সৎ॥ ১৫৮
পুনঃপুন ধর্ম্ম-সুতে করিছে বারণ!
তা শুনিয়া দুই চক্ষু লোহিতবরণ॥ ১৫৯
যাউক রাজ্য ধন জন রমণী কুমার।
জীবন পর্য্যন্ত আছে প্রতিজ্ঞা আমার॥ ১৬০

সহ্য নাহি হয় ব্যঙ্গ বাক্য শকুনির।
এত বলি রাগে বহে দুই চক্ষে নীর ॥ ১৬১
শকুনি কহেন, বাছা! উষ্মা অকারণ!
কি দোষেতে কর চক্ষু লোহিত বরণ ॥ ১৬২
ধর্ম্ম নাম ধ'রে কেন, হেরে কর রাগ!
এমন বাগের কোথা আছে অনুরাগ? ১৬৩
শকুনির মুখে এই ব্যঙ্গ-বাণী শুনে।
আহুতি পড়িল যেন জ্বলন্ত আগুনে ॥ ১৬৪
ধর্ম্ম ত্যজি কন ধর্ম্ম,—অধর্ম্ম-বচন!
শকুনি কয়,—কেন বাছা ঘূর্ণিত লোচন? ১৬৫
ধর্ম্মশীল সুশীল জগতে বড় রব।
কেন নষ্ট কর আজি সে সব গৌরব? ১৬৬
সম্পর্কেতে গুরু আমি,—তোমার মাতুল!
আমারে বলিলে কটু,—বলিবে বাতুল ॥ ১৬৭
বিদ্যা বুদ্ধি যায় সব, হইলে অপ্রতুল!
অপ্রতুল-কালে লোক কহে অমনি ভুল ॥ ১৬৮
এত বলি শকুনি ফেলিল পাশা সারি।
চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া লোক সারি সারি ॥ ১৬৯
শকুনি কয়,—ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি হউন যিনি।
সকলেরে হেলায় খেলায় আমি জিনি ॥ ১৭০
পাত্র মিত্র সব দিয়াছ,—আরতো কিছু নাই।
ক্ষান্ত হও, ধর্ম্ম-সুত! তোমারে জানাই ॥ ১৭১
ভ্রান্তি যদি না যায়,—ওহে কুন্তীর কুমার!
স্বদোষে মজিবে তবে কি দোষ আমার? ১৭২

* * *

খাম্বাজ—অ ডখেম্‌টা।

এবার কি ধর্‌বে বাজি,
কি ধন আছে কও বাবাজী!
সকল ধন ফুরিয়েছে বে পণে,
হারিয়েছো মাতঙ্গ বাজী ॥
চা'ল জান না চাল্‌তে এসো কি মনে বুঝি!
ছেলেতে লাগিয়ে আগুন,
কেবল শিখেছো চা'ল ভাজাভাজি।
চাল্‌তে ভাল,—জেনে দেশে সব ছিল রাজি।
দেখে চাল-চুল, তোমাকে সুজন
বুঝিলাম আজি ॥ (ঐ)

* * *

পাশা-খেলায় দ্রৌপদীকে পণ-রক্ষার কথা;—ভীমের ক্রোধ।

শকুনির বাক্যবাণ, ক্রমে হয় বলবান্,
পুনঃপুন করিয়া শ্রবণ।
রাজার জ্বলিছে কর্ণ, হাসে দুঃশাসন কর্ণ,
রসাভাসে কয় কত বচন ॥ ১৭৩
শকুনি বলে,—রাজন্! যদি খেলা প্রয়োজন,
ধন জন কিছু নাহি আর।
কাজ কি কথা আর গোপন?
দ্রৌপদীরে করি পণ,
সমর্পণ করহ এবার ॥ ১৭৪
শুনে অতি কুবচন, ঘূর্ণিত করি লোচন,
গদা হস্তে করি বৃকোদর।
না পারে রাগ সম্বরিতে, শকুনিরে সংহারিতে,
সভা মধ্যে দাঁড়ায় সত্বর ॥ ১৭৫
ওরে বেটা দুরাচার! অতিশয় অত্যাচার,—
আচার বিচার কিছু নাই।
শিখে একটা ভোজবাজি,
নিলি সব জিনিয়া বাজি,
গজ বাজী নিলি সমুদাই ॥ ১৭৬
ছলে রে জ্ঞাতির ধন, হ'রে পাপী দুর্য্যোধন,
সুখ-ভোগী হবে ভাবিয়াছ!
পড়েছ দাদার দায়, নতুবা এই গদায়,
সাধ্য কি জনেক প্রাণে বাঁচ ॥ ১৭৭
কালে গদা প্রকাশিব, সকলের প্রাণ নাশিব,
আশিব ঘটাব শত্রুকুলে।
অধার্ম্মিক হবে জিত, ধার্ম্মিক হবে লজ্জিত,
এ কথা বুঝেছো ভ্রমে ভুলে ॥ ১৭৮
আমরা তোর ভগ্নী-কুমার,
দুরাত্মা বেটা! তোমার—
ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছু নাই বোধ!
দ্রৌপদীকে কর্‌তে পণ, কর্‌লি বেটা উত্থাপন,
এত বলি করি মহাক্রোধ ॥ ১৭৯
দন্তে কর কামড়ায়, গদা লয়ে যায় ত্বরায়,
প্রহারিতে শকুনির মাথে।
কম্পান্বিত সভা-জন, প্রলয় দেখে রাজন,
ক্ষান্ত করিছেন ধরি হাতে ॥ ১৮০

কেন বল কর ভাই ! তোমরা তো মোর সবাই,
বিক্রীত হয়েছো মোর পণে।
না মানিলে ধর্ম্ম যায়, কর—থাকে ধর্ম্ম যায়,
রাখ ধর্ম্ম ধর্ম্মের বচনে ॥ ১৮১
যদি পণে যাই বনে, ধর্ম্ম-অবলম্বনে,
তথাচ থাকিতে হবে সবে।
যদি দেহে থাকে ধর্ম্ম, ধর্ম্মের এমনি ধর্ম্ম,
ঘুচান তিনি জন্ম-মৃত্যু ভবে ॥ ১৮২

* * *

পাশা-খেলায় যুধিষ্ঠিরের পরাজয়,—
পণে সর্ব্বস্ব প্রদান।

কহিয়া ধর্ম্মমহিমে, রাজা শান্ত করি ভীমে,
শকুনিরে কহেন তৎপরে।
তব বাক্য ধরিলাম, দ্রোপদী পণ করিলাম,
ফেল পাশা,—খেলহ সত্বরে ॥ ১৮৩
কেলিবামাত্র জিনিল, ধর্ম্মের পণ কিনিল,
তথাচ না যায় মনোরাগ।
ডুবিলাম যদ্যপি তবে, পাতাল দেখিতে হবে,
এইরূপ জন্মেছে বিরাগ ॥ ১৮৪
শকুনি বলে,—এবার পণ, কি করেছ নিরূপণ ?
রাজারাণী গেল রাজধানী।
কহেন ধর্ম্মকুমার, আর কিছু নাহি আমার,
সবে মাত্র আছে পাচটী প্রাণী ॥ ১৮৫
যা করেন বিপদহারী, এবার যদি হারি,
পঞ্চ ভাই হইব বিক্রীত।
তখন বসিতে বসিতে পরাজয়,
কৌরবের জয় জয়,
পাচ ভাই ভয়েতে বাক্য-হত ॥ ১৮৬
দুষ্টমতি দুঃশাসন, করিতেছে এসে শাসন,
বলে—রে পাণ্ডব ! কথা শোন।
যে কর্ম্মে যে হয় পারক, পরিবারের পরিচারক,
এক এক কর্ম্মে হও পঞ্চজন ॥ ১৮৭
তণ্ডুলের আয়োজন, করুক ধর্ম্ম-রাজন,
পারিবে,—অধিক পরিশ্রম নয়।
অস্ত্রবিদ্যায় গুণবান, করে ল'য়ে ধনুর্ব্বাণ,
রাজার পাছে থাকুক ধনঞ্জয় ॥ ১৮৮

ভীমের অঙ্গে বল ভারি,
সরকারের হউক ভারী
পরিবারের জল বইতে হবে।
অনুমতি শুন মোর, মাদ্রীসুত লয়ে চামর,
রাজার অঙ্গেতে ডুলাইবে ॥ ১৮৯
সুভদ্রা আসুক ঘরে, সে যেন দুই সন্ধ্যা করে,
রন্ধন,—রন্ধন-ঘরে আসি।
শীঘ্র আন দ্রোপদীরে থাকুক এসে মন্দিরে,
নারীগণের মধ্যে হ'য়ে দাসী ॥ ১৯০
ছলে বলে দুঃশাসন, ওরে ভীম ! বলি শোন,
স্থূল বুদ্ধি তোর তো অতিশয়।
ছিলি অন্তি হলি চর, এখন রাজার গোচর,
একাসনে বসা যোগ্য নয় ॥ ১৯১
কথা শুনে বৃকোদর, উষ্মায় ফুলে উদর,
দরদরিত ধারা দুটী চক্ষে।
দন্ত কড় মড় করে, দন্তাঘাত করে বরে,
করাঘাত ঘন করে বক্ষে ॥ ১৯২
রাজসভার বিদ্যমানে, মৃতকল্প অভিমানে,
মানসে কাঁদিয়ে কৃষ্ণে বলে।
না লইলে প্রাণ হরি, লও কেন হে মান হরি,
দিয়া মান, হরি ! কেন হরিলে ॥ ১৯৩

* * *

অহং-ললিত—একতালা।

জীবন থাকিতে সব, হলাম আমরা শব,
কে সবে কেশব ! এ সব দুখ ?
মান গেল, হে কৃষ্ণ ! প্রাণে কি সুখ ॥
ওহে, আমি বৃকোদর, রাজার সহোদর,
(এত অনাদর, ঘটালে হরি !—)
(হ'য়ে আমরা করা, অজ্ঞের সেবা করি,—)
(দ্রৌপদী কিঙ্করী হবে কি করি,—)
কি ব'লে হে কৃষ্ণ ! দেখাব মুখ ?
ওহে, ভ্রাতা ধনঞ্জয়, ত্রিভুবনে জয়,
রণে মৃত্যুঞ্জয়, মানেন পরাজয়,—
ত্রিভুবনে নাম ধর তুমি হে মাধব !
(পাণ্ডবের বান্ধব, ত্রিভুবন কর,—)
কি দোষে হে কৃষ্ণ ! হইলে বৈমুখ ॥ (ট)

* * *

দ্রৌপদীকে কুরুরাজসভায় আনিতে সঞ্জয়পুত্রের গমন।

আকাশ-বাণীতে হরি, ভীমের মনোদুঃখ হরি,
কহিছেন দুঃখ অল্পকাল।
শ্রবণ কর তদন্তরে, অনন্ত সুখ অন্তরে,
প্রাপ্ত হন কৌরব ভূপাল॥ ১৯৪
আজ্ঞা দেন ত্বরান্বিতে,
দ্রৌপদীরে সভায় আনিতে,
কে যাবে রে! হও অগ্রগামী।
কর্ণ বলে, আনিতে তায়,
কাজ কি অধিক ক্ষমতায়,
যাউক সঞ্জয়পুত্র প্রতিকামী॥ ১৯৫
রাজাজ্ঞা পালনের তরে, সঞ্জয়সুত সত্বরে,
বিদায় দুর্য্যোধনের নিকটে।
পাণ্ডবের শঙ্কায়, সঘনে কম্পিতকায়,
পথে রোদন উভয়-সঙ্কটে॥ ১৯৬
আশু বধে দুর্য্যোধন, ভীমের করে নিধন,
মারীচের মরণ মোর হ'লো।
চিন্তায় কি করে আর, ব'লে দ্রুপদ-তনয়ার,—
নিকটে আসিয়া উত্তরিল॥ ১৯৭
ভয়ে চায় চতুর্দ্দিকে, বিনয় করিয়া দ্রৌপদীকে,
বলে, জননি! গা তুলিতে হয়।
সতী শুনে সংবাদ, বলে ছি ছি কি অপবাদ!
ফিরে যাও সঞ্জয়-তনয়! ১৯৮
বিদায় ক'রে দিলেন সাধ্বে,
আর প্রতিকামীর সাধ্যে,
হয় না বল্‌তে, অমনি ফিরে চলে।
দুর্য্যোধনের কাছে গিয়া, বল বুদ্ধি হারাইয়া,
বিকারের রোগীর মত বলে॥ ১৯৯
বলেন গান্ধারী-তনয়, কাপুরুষের কর্ম্ম নয়,
ও বেটা অধম, জানা আছে।
পাণ্ডবের ভয় করে,
'পাছে মরিব ভীমের করে',—
ঐ ভয়ে ওর মুখ শুকিয়ে গেছে॥ ২০০
ওটা পুরুষ নয়—অতি অবলা,
কোন কর্ম্মে ওরে বলা,
ছি ছি কিছু প্রয়োজন নাই।
কোথা গেলি রে দুঃশাসন!
করিয়া কেশ-আকর্ষণ,
তুমি তারে শীঘ্র আন তো ভাই! ২০১

* * *

দ্রৌপদীকে আনিতে দুঃশাসনের গমন।

দুঃশাসন দুরাচার, শ্রুতমাত্র সমাচার,
গমন করিছে অতি-বেগে।
বায়ুতুল্য ত্বরান্বিত, অন্তঃপুরে উপনীত,
হ'য়ে কহে দ্রৌপদীর আগে॥ ২০২
শুন নাই বিবরণ, পাশায় রাজ্য হরণ,
তোমাদের করেছি আমরা ধনি।
তোমারে করিয়া পণ, করিয়াছে সমর্পণ,
জগতে প্রকাশ এই ধ্বনি॥ ২০৩
কি শুনাব অধিক আর,
তোমার প্রতি অধিকার,
আর পঞ্চ পাণ্ডবের নাই।
এসো এসো ছাড়িয়া দ্বার,
অধিকার হলো দাদার,
দেহ এখন তাঁহারি দোহাই॥ ২০৪
কু-রঙ্গ শুনিয়া ধনী, গহন বনে কুরঙ্গিণী,
হয় যেমন ব্যাঘ্র নিরখিয়ে।
চঞ্চল হইল প্রাণ, চঞ্চলার মত যান,
তথা হইতে ভয়ে পলাইয়ে॥ ২০৫
কি শক্র ঘেরিল পাছে, অঙ্গ পরশয় পাছে,
কি জানি কি কপালে লিখন।
দেখে অতি ভয়ঙ্কর, ধনী করিয়া যোড়কর,
কহিছেন বিনয়বচন॥ ২০৬

* * *

সুরট—ঝাঁপতাল।

বিনয়ে বলি শুন শুন, সতীর অঙ্গ পরশন,
করো না রে দস্যু সম,
দূষ্য কাজ এ— দুঃশাসন!
আমি অবলা কুলবালা
ক'রো না কটু ভর্ৎসন;—
এত রঙ্গ মোর সনে, ভীম যদি এ কথা শুনে,
পাবিনে ত্রাণ এ আসনে,
ঘটাবে যম-দরশন॥

ওরে। মম হিতের কথা শুন,
জ্বালিয়ে পাপ-হুতাশন,
অকালে কেন ঘটে কর্ম্মদোষে বিনাশন,—
কেন রব কর ভীষণ, ত্যজে মধুর সম্ভাষণ,
হৃদয়ে কেন কর বাক্যবাণ বরিষণ॥ (৯)

* * *

হেসে বলে দুঃশাসন, আমায় কাঁদে পবশন,
সতীত্ব ঘুচাবে---আহা মরি।
এই যে ভারত-বসতি, মধ্যে তব তুল্য সতী,
দেখ্‌তে না পাই আর দ্বিতীয়া নারী॥ ২০৭
এক স্বামী ভিন্ন ধরা, সে ধনী অগণ্য ধরা,
কুলকলঙ্কিনী লোকে বলে।
তব চরণে প্রণমামি, বধু লয়ে পঞ্চ স্বামী,
আছে বাঞ্ছা আরও কিছু পেলে॥ ২০৮
কুরু-পাণ্ডবের বল, দানা অতি প্রবল,
শাসন পৃথিবী সসাগরা।
যত রাজা দেয় কর, ধনে প্রায় রত্নাকর,
কার সাধ্য দোষ ব্যক্ত করা? ২০৯
যাহার মৃত্যু যোগায়, দুকুলের দোষ গায়,
শঙ্কায় সংসার অনুগত।
নৈলে কলঙ্কিনি!—তোর,দোষে হাসিত নগর,
লজ্জার সাগর কূলে হতো। ২১০
রব করতে নারে কেউ, ঘরে ঘরে ঘরের ঢেউ,
কিন্তু পাপে পরিপূর্ণ হলো।
এত দিনে ফল্‌লো কল,
বিধি দিচ্ছেন প্রতিফল,
বিষয়-সম্বল-বল গেলো॥ ২১১

* * *

কুরুরাজ-সভায় দ্রৌপদী।

তুই কি ভীমের ভয় দেখালি,
সে আশায় পড়েছে কালি!
দাস হয়ে সে চিরকালি, খাটবে আমাদের ঘরে
আমাদের দ্বেষ আর কে করে দেশে,
কলঙ্কিনী বলবে কে সে,
এত বলি ধরিয়ে কেশে, দ্বারের বাহির করে॥
ধ'রে সতীর কুন্তলে, দয়া ধর্ম্ম রসাতলে,
দিয়া এনে সভাতলে, কত কয় কুবাণী।
জিনি মাস্তে চরাচরে, কটু কয় কৌরবের চরে,
ধনী যেন কৌরব-গোচরে চোরের রমণী॥২১৩
রিপুগণের বাক্য-শরে, মনাগুণে গুন্ গুন্ স্বরে,
কেঁদে পঞ্চ প্রাণেশ্বরে, কহিলেন রূপসী।
দেখেন পতি পঞ্চজন, হারিয়ে রাজা ধনজন
বলবুদ্ধি বিসর্জ্জন, দিয়ে রয়েছেন বসি॥ ২১৪
দেখিছেন বৃকোদরে, মৃত তুল্য অনাদরে,
মেদিনী যদি বিদরে, তাহাতে মিশায়।
ধরা-ধন্য ধনঞ্জয়, ধনঞ্জয়ে মৃত্যুঞ্জয়,
রিপুচক্রে পরাজয়, হ'য়ে হেঁট মাথায়॥ ২১৫
সহদেব আর নকুল, অন্তরে গণি অকূল,
দুঃখেতে হয়ে আকুল, চক্ষে জল ঝরে।
মর্ম্মে দুঃখ ধর্ম্মরায়, পেয়ে মুখ না ফিরায়,
পঞ্চের পঞ্চত্ব প্রায়, কৌরবের পুরে॥ ২১৬
পতিবাক্যে নাই উত্তর, মরণ তুল্য কাতর,
দেখে ব্যাকুল অন্তর, কেঁদে দ্রৌপদী কন।
এ যে দুঃখ অতিশয়, দুঃশাসনকে ধর্ম্ম সয়,
ধার্ম্মিকের যার বিষয়, সংশয় জীবন॥ ২১৭

* * *

লুম-ঝিঁঝিট—একতালা।

এ ত, তোমার খেলা নয়, কান্ত!
বুঝিলাম একান্ত,—
এ খেলা খেলেছেন গুণনিধি,—
বিধির হৃৎকমলের নিধি কমলাকান্ত॥
এ বিপত্তিকালে কোথায় নাথ! তব,
বিপদ্-সম্পদ কালে তোমার মাধব বান্ধব,—
পাশায় রাজ্যধন, নিল দুর্য্যোধন,
কৃষ্ণ জানেন না কি এ বিপদ্-ভদন্ত॥
তিনি, কখন মাতঙ্গ কখন পতঙ্গ,
করেন এ সব রঙ্গ ভঙ্গ,
জানি আমি সব, সেই কেশব;—
একবার বলেন যায় অন্তরঙ্গ,আবার তার বৈরঙ্গ,
ঐ রঙ্গে তাঁর দিন-রজনী অন্ত॥ (৬)

* * *

দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে দুঃশাসনের চেষ্টা, দ্রৌপদীর শ্রীকৃষ্ণ-স্তব।

দ্রৌপদীর শুনে বচন, ঝর ঝর ঝুরে লোচন,
বচন বদনে নাহি সরে।
কুবচন কহে কর্ণ, দ্রৌপদীর স্বর্ণ-বর্ণ,
বিবর্ণ হইল বাক্যশরে॥ ২১৮
দুঃশাসন দুরাচার, না করি চিত্তে বিচার,
বল করি দ্রৌপদী প্রতি বলে।
আর মুখ চাও কার, দাসীত্ব ক'র স্বীকার,
অন্তঃপুর মধ্যে যাও চ'লে॥ ২১৯
পট্ট-বস্ত্র রত্নহার, গলে করো ব্যবহার,
ও সব কাহার—তা জাননা?
অবিলম্বে শুন শুন, দেহ হৈতে ভূষণ,
দেহ খসাইয়া মুক্তা সোণা॥ ২২০
বলে, মান হরিবারে, যায় বস্ত্র ধরিবারে,
বিপদ্ গণিয়া গুণবতী।
মনে ডাকিছেন অন্তরে, অনন্ত গুণসাগরে,
কোথা হে গোবিন্দ! গোলোকপতি!॥২২১
করুণার কল্পতরু! কৃপাসিন্ধু কৃপা কুরু!
কর দৃষ্টি করুণানয়নে।
দুষ্টমতি দুঃশাসন, হরে মান, পীতবসন!
ধরে বসন সভা বিদ্যমানে॥ ২২২
দয়াময়! এ নিন্দা, লয় যে মান হরি!—হরি।
হরি ক'রে সার, ধুচলো পসার,
এই হলো হার হরি॥ ২২৩
বিপদে যাদ, ভুলজলধি!
না রাখ অনুপায় পায়।
দিব অনলে, অথবা জলে, হরি হে!
জীবন যায় যায়॥ ২২৪
রাজকুমারী, রাজার নারী,
কত কটু দুঃখলে বলে।
ওহে শ্রীপতি; এ দুর্গতি,
কি অধর্ম্ম-ফলে ফলে? ২২৫
বাজিয়ে বাদ্য, ক'রে গদ্য,
করছে হে কৌরব রব।
আর সহে না, এ যন্ত্রণা,
কত হে কেশব! সব॥ ২২৬
কৃপা-নিধান! কর বিধান,
হরে মান পামর মোর।
শ্রীচরণের দাসীকে মনে,
ভেবেছো পরাৎপর পর। ২২৭
একি বিড়ম্বনা, বিবসনা,
করতে দুষ্টমতির মতি।
মনাগুনে দগ্ধ দেহ, দেহ শীঘ্রগতি গতি! ২২৮

* * *

ভৈরবী—একতালা।

ওহে দয়াময়। বড় দুঃসময়,—
লজ্জা মান হরে হে বিপক্ষ;—
কোথা সঙ্কটের ঔষধি, নিদান-কালের নিধি,
নীলবরণ! লজ্জা-নিবারণ!
আসি দ্রুপদ-কন্যা দাসীর বিপদ রক্ষ॥
এই যে গতি দুষ্ট দুষ্টমতি দুঃশাসন,
কে করে শাসন, বড়ই দুঃশাসনী,
দাসের দাসীর করে কেশ আকর্ষণ,
হে গোবিন্দ! তোমার এ কেমন সখ্য?
পাণ্ডবেরই সখা বলে হে ত্রৈলোক্য,
তবাশ্রিতে বিপদ হরে লক্ষ লক্ষ,
লক্ষ রাজ মাঝে অর্জ্জুন বেন্ধে লক্ষ্য,
সে কেবল তোমার চরণ উপলক্ষ॥ (ঢ)

* * *

কাঁদতে কাঁদতে একান্তে,
দ্রৌপদী ডাকেন শ্রীকান্তে,
নিরাকার-রূপে আগমন করি।
হৃদয়ে বসি বিশ্বরূপ, কহিছেন স্বপ্নরূপ,
কিরূপে মান রাখিব হে সুন্দরি! ২২৯
সতি! কিছু আছে হে মনে,—
দরিদ্র কিম্বা ব্রাহ্মণে,
কখন বস্ত্র দান দিয়াছ তুমি?
সুখ দুঃখ জয় পরাজয়, কেবল কর্ম্ম অনুযায়,
কর্ম্মই কর্ত্তা,—কর্ত্তা নই হে আমি॥ ২৩০
কর্ম্ম হ'তেই ছত্র দণ্ড, কর্ম্ম হ'তেই প্রাণ-দণ্ড,
কর্ম্ম পণ্ড কেবল কর্ম্মগুণে।
কর্ম্মই হন কর্ণধার, কর্ম্মই কর্ত্তা ডুবাবার,
সাধু প্রণাম করেন সদা কর্ম্মের চরণে॥২৩১

কিছু ভগ্ন বস্ত্র বিতরণ,
ক'রে থাক—থাকে স্মরণ,
বল আমাকে তবে করি বল্।
এসেন যদি ব্রহ্মা হরে, কার সাধ্য বস্ত্র হরে?
ওহে ধনি! দেখাই কর্ম্ম-ফল॥ ২৩২
সতী কন,—হে চিন্তামণি!
কারে কি দিব কুল-রমণী?
স্বামিগণে দেন নাই স্ত্রীধন।
প্রাণ সঁপে ঐ পাদপদ্মে, সদা ভরসা হৃৎপদ্মে,
বিপদ্-সম্পদে কৃষ্ণধন॥ ২৩৩
কেবল একটী কথা হ'লো স্মরণ,
এক দিন হে দীনতারণ!
বালিকা কালে জননীর বাসে।
দুখিনী এক দ্বিজকন্যে, কিঞ্চিৎ ভগ্ন বস্ত্র জন্যে,
প্রার্থনা করেন মোর পাশে॥ ২৩৪
ওহে করুণানিধান! ছিল যে বস্ত্র পরিধান,
অঞ্চলের ভাগ কিঞ্চিৎ চিরে।
তাই কি দিবার যোগ্য হবি?
রোদন দেখি—রোদন করি,
দিলাম দুঃখিনী রমণীরে॥ ২৩৫
তখন, পেয়ে কিঞ্চিৎ উপলক্ষ,
সেই কথা ক'রিয়া লক্ষ্য,
'আর কি ভয়'—কহেন দয়াময়।
বংশে প্রবেশ করেছে শনি,
তোমায় করতে বিবসনী,
দুরাশা করেছে দুরাশয়॥ ২৩৬
অপরূপ দেখাবার তরে, বাস ক'রে তব অন্তরে,
অনন্ত বাস ল'য়ে থাকলাম সতি!
দেখি,—দুষ্ট দুঃশাসন, কত পারে লইতে বসন,
ক' দিন হরে, কত ধরে শকতি॥ ২৩৭

* * *

অন্তরা—কাওয়ালী।

তোমায় লজ্জা দিবে, কার মরণের দিবে,
আমার প্রাণের বন্ধু তোমার স্বামী।
তোমার বাসনা পুরাতে, বাস পরাইতে,
গোলোকের বাস হ'তে এলাম আমি॥
আমারে অপ্রীতি, আমার ভক্ত প্রতি,
দ্বেষ করে, যে নরক-পন্থাগামী,—
ধনি! ইষ্ট পূর্ণ হবে, কষ্ট কি সম্ভবে?
যারা ভবে কৃষ্ণপ্রেমের প্রেমী॥ (৭)

* * *

দুঃশাসন কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর বস্ত্র-আকর্ষ[ণ]

সভা মধ্যে দুঃশাসন, করে বস্ত্র আক[র্ষণ]
যত চায় করিতে মান হত।
যিনি ভবে অদ্বিতীয়, অমনি বস্ত্র ল'য়ে ছি[লে]
সতীর অঙ্গে পরাইছেন দ্রুত॥ ২৩৮
দিতেছেন পীতবাস, চিত্র বিচিত্র ব[াস]
যা দেখে নাই সুর নর সমস্ত।
সভা মধ্যে শোভাকর, দেখে লাগে চমৎকা[র]
পর্ব্বত-প্রমাণ হইল বস্ত্র॥ ২৩৯
ভ্রান্ত জীবের আকিঞ্চন, করে করে [সিঞ্চন]
প্রার্থনা যেমন সিন্ধুজল!
টানে বস্ত্র ক্রমাগত, সপ্ত দিন [গত]
আর পারে না হইল দুর্ব্বল॥ ২৪০

* * *

দুর্ব্বাসা ও নারদ-মুনির কথোপকথন।

সতীরে দিয়ে ধন্যবাদ, কৌরবের পরিবা[দ]
কর্‌ছেছে যতেক সাধুগণে।
বিচিত্র দেখে গৌরব, লজ্জায় সবে নীরব
হরিষে বিষাদ হইল মনে॥ ২৪১
পাণ্ডবের রাজ্য নষ্ট, দ্রৌপদীর সভায় কষ্ট
শুনে রাষ্ট্র আইল বহু জন।
হেথা দেখ্‌তে হরি সারাৎসার,
দাবক [illegible]
পথ-মাঝে নারদে দেখে, ব্যঙ্গ করি কন॥ ২[৪২]
পরে পরে হৈল দ্বন্দ্ব, তোমার যে পরমান[ন্দ]
দ্বন্দ্বের যে গন্ধ পেলে নাচ!
কুরু-পাণ্ডবে বিবাদ,
পাশার আমোদ হয় যে বা[দ]
তুমি যে ভাই! এখনও এখানে আছ?॥ ২৪৩
কুমুদীর আনন্দ যেমন, নিরখিয়া সন্ধ্যা।
পুত্র প্রসবিয়া যেমন, আনন্দিত বন্ধ্যা॥ ২৪৪
ভক্তের আনন্দ যেমন, হেরিয়ে গোবিন্দে।
অসুরের আনন্দ যেমন, শুনে দেব-নিন্দে।

হিংসকের আনন্দ যেমন, গাঁয়ের লোকের মন্দে
ব্যাধের আনন্দ যেমন, মৃগ পড়িলে ফান্দে॥
কয়েদীর আনন্দ যেমন, ত্রাণ পেয়ে বিবন্ধে।
হঠাৎ চক্ষু পেয়ে যেমন, হরষিত অন্ধে॥ ২৪৭
শনির আনন্দ যেমন প্রবেশ ক'রে রন্ধ্রে।
চকোরের আনন্দ যেমন পেয়ে পূর্ণচন্দ্রে॥ ২৪৮
ভ্রমরের আনন্দ যেমন, কমলের গন্ধে।
তোমার আনন্দ তেম্‌নি উপস্থিত দ্বন্দ্বে॥ ২৪৯
শুনে মুনি দুর্ব্বাসায়, নারদ করেন সায়,
মিছে আর কি দেখিব তাদের খেলা।
যেখানে সেখানে রই,
দেখ্‌তে পাইনে খেলা বই,
খেলা দেখ্‌তে হয়েছে মোর হেলা॥ ২৫০
জগতের যত ভূত পঞ্চ, খেলিছেন সতরঞ্চ,
নাচেন করিয়া ঊর্দ্ধ বাহু।
ভোর হয়ে যায় বাজী, ঘরে থাকতে গজ বাজী,
জিনিতে না পারিলেন কেহু॥ ২৫১
মিথ্যা ফল মিথ্যা হয়, যদি কিছু কর্ম্ম হয়,
তবে এদের যত্ন করা ভাল।
ব্যবসার জন্য তরী, তরী রেখে যদি তরি,
নতুবা তরীতে কিবা ফল? ২৫২
বার বার হইল মাৎ, জীব-রাজার যাত্রায়াত,
কখন হলো না খেলা সাঙ্গ।
পঞ্চরং হয়ে কেহু, করিছেন উহু উহু,
বিপক্ষ করিছে নানা ব্যঙ্গ॥ ২৫৩

* * *

সুরট—একতালা।

না দেখি চাল্ বিচার ক'রে,—
ফাঁদে প'ড়ে মনোমন্ত্রী মরে।
কেবল পাপের পিল থাকে রে ভাই!
কাঁদে জীব-রাজা, মাৎ হ'য়ে ঘরে॥
ঘরে, থাকে দুটো বাজী,
না চলে সে হারায় বাজি,
খেলার দোষে হেরে এসে ভাই!
জীবের শত্রু দলের ছুটা বোড়ে॥ (ত)

* * *

নারদের বাক্য শুনি, আনন্দে দুর্ব্বাসা মুনি,
নিজ-স্থানে করেন গমন।
পাণ্ডবের দুঃখ হরি, হেথায় ফিরিলেন হরি,
দ্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণ॥ ২৫৪
ধ্বনি হলো দ্রৌপদী ধনী, ধরায় ধন্যা রমণী,
ধৃতরাষ্ট্র নৃপমণি,—সঙ্কট গণিল!
বিনয় করি পাঞ্চালীরে, ডেকে পঞ্চ সহোদরে,
রাজ্য দিয়া সমাদরে, বিদায় করিল॥ ২৫৫
ভারত-অমৃত-বাণী, চিন্তামণির ভার্য্যা বাণী,
চিন্তা করি ব্যাস মুনি, প্রকাশেন ভারতে।
এ রস-পানে যেই ধায়, সে কি সুধায় শুধায়?
এ পথে কেবল সু ধায়, কু ধায় না এ পথে॥

* * *

সুরট—যৎ।

যাতে জীবের জন্মে জয়, যাতে মুক্ত জন্মেজয়,
জন্মে জ্ঞানোদয়, জন্ম-মৃত্যু-ভয় যায় দূরে।
দ্রৌপদী-গুণ যেই নরে, শুনে কর্ণ-কুহরে,
তার সব বিবন্ধ হরে, আনন্দে বিহরে।
শুন রে জীব! যাবে চিন্তে,
যাবে চিন্তামণি-পুরে॥
যার ভক্তি এ ভারতে, সেই ধন্য এ ভারতে,
তার ভার কি পার হ'তে?
ভূভার-হারী ভার হরে॥ (থ)

দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ সমাপ্ত।

দুর্ব্বাসার পারণ।

ভারত-মাহাত্ম্য।

ভারতের বনপর্ব্ব, শ্রবণে কলুষ সর্ব্ব,—
হয় খর্ব্ব—বেদব্যাস-বাণী।
থাকে, ভারতে যাহার প্রীতি,
ভারতে তাহার প্রতি,
অনুকূল হ'য়ে শ্রীপতি, দেন পদতরণী॥ ১
যেরূপেতে অনুকূল, হ'য়ে রক্ষে পাণ্ডুকুল,
করেছেন যদুকুলপতি।

তাহার বর্ণন-কথা, ভারতে ভারতে গাঁথা,
শ্রবণ করিতে সেই কথা, শ্রবণ রাখো-পাতি ॥২
ভারতে যার নাই মন,
ভারতে তার মিছে গমন,
তারে শমন দণ্ডে দণ্ডে দণ্ডে।
জ্ঞানশূন্য নর-কে, যেতে হয় নরকে,
না ভেবে পরাৎপরকে, তার কে বিপদ খণ্ডে ?
তাই বলি ওরে মন ! ভাবো রে শমন-দমন,
আগমন করিয়ে এ ভারতে।
মিছে আসা এ সংসার,
ভাবো নিত্য সারাৎসার,
যদি রাখবি ভবের পসার, সার ভাবো
ভারতে ॥ ৪

* * *

সুরট-মল্লার—ঢিমে-তেতালা।

ভব-সঙ্কটেতে তরি কেমনে !
ভেবেছ রে মন ! কি মনে মনে !
গেল, কুপথে ভ্রমণে দিন, না ভেবে রাধারমণে ॥
দুঃখে থাকি জননী-উদরে,
বলেছিলি দামোদরে,—
সাদরে পূজিব চরণ—বিজনে.—
আসি সংসার-রত্নাকরে, কি রত্ন পেয়েছ করে ?
ও রত্ন হারালি রে অযতনে,—
সেই দুস্তারে, কে তোর নিস্তারে,
ভয়ঙ্কর দিনকর-সুত আসিবে কর-বন্ধনে ॥
আশা-কুবৃত্তি আছে তোর,
নিবৃত্তি ক'রে তারে,
প্রবৃত্ত হ রে হরি-সাধনে,—
ভাবো বিপদ-ভঞ্জন, হবে বিপদ-ভঞ্জন,
নিরঞ্জন জ্ঞানাঞ্জন দিবেন নয়নে ;—
ভবে সে পদ, হ'লে সম্পদ,
দাশরথির কি বিপদ, থাকে ভবপার-গমনে ॥(ক)

* * *

কুরু-কুলের সমৃদ্ধি।

ভারতে ভারতে রাষ্ট্র, অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র,
ক্রূরের ইষ্ট, কুরু-কুলের প্রধান।
তাহার অঙ্গজ যত, কুমন্ত্রী সব সভাসত,
কুকর্ম্মেতে সদা রত, অসৎ অজ্ঞান ॥ ৫

ভবে, হয় লক্ষ্মীভাগ্য যার,
কি রাজার কি প্রজার,
যোটে এসে হাজার হাজার,
মজার মজার লোক।
কেউ থাকে না বিপক্ষ, পাতিয়ে বসে সম্পর্ক,
অসম্পর্ক থাকে না কোন লোক ॥ ৬
সদা, বিরাজ করেন মন্দিরে,
শ্বশুর আর সম্বন্ধীয়ে,
মামাশ্বশুরের মামার মামাতো
ভেয়ের ছেলে।
বেহায়ের মকরের জ্যেঠা,
থাকেন যার যেখানে যে-টা,
পরিচয় সব দেন যেটা, আত্মীয় ও কুটুম্ব ব'লে ॥
থাকেন কত শালার শালা,
গায়ে উড়ায়ে শাল দোশালা,
বাটীতে কিন্তু কোন শালার, চতুঃশালা নাস্তি।
করেন, তুচ্ছ জ্ঞান ব্রহ্মপদ,
হাঁটিতে দেন না মাটিতে পদ,
পেয়ে পরের সম্পদ, চড়েন হয় হস্তী ॥ ৮
যত বেটা খোসামুদে, রাজায় রাখে তোষামুদে,
মন্ত্রীর প্রধান শকুনি মামা যার।
দুষ্টবুদ্ধ কুরুবংশে, জন্ম লয়েছে কলি-অংশে,
জ্যেষ্ঠ পুত্র ধৃতরাষ্ট্র রাজার ॥ ৯
শকুনি-বুদ্ধে দুর্য্যোধন, পাশা-ক্রীড়ায় রাজ্যধন,
হরিল,—বঞ্চিত হলো যুধিষ্ঠির।
বনবাস দেয় দুর্জ্জন, পাঞ্চালী সহিত পঞ্চজন.
নিষেধ করিল কত জন,
মানে না বারণ ইষ্টির ॥ ১০
নিষ্ঠুর পাষাণ জীবন, দ্বাদশ বৎসর জন্য বন,
পাঠায়ে ভবন মধ্যে থাকে।
হলে, জগৎ-সংসার বিপক্ষ,
ঘটে না বিপদ তার পক্ষ,
হয়ে জগদীশ্বর সাপক্ষ,
সখ্য করেন যাকে ॥ ১১

* * *

আলিয়া—যৎ।

ভবে তার কারে ভয়।
যারে, সাপক্ষ হইয়ে হরি, দেন পদ অভয় ॥

বিপক্ষ ত্রৈলোক্য হ'লে সবে পরাজয় মানে,
রণে বনে কি জীবনে, রাখেন ভক্তের জীবনে
কৃপাময় কৃপা-কৃপাণে, রিপু করেন ক্ষয় ॥
তার, যে ভাবে চরণ দৃঢ় জ্ঞানে,
শমনে সামান্য গণে,
ভাবে না মূঢ় অজ্ঞানে,দাশরথি খেদে কয় ॥(খ)

* * *

দুর্য্যোধনের রাজসভায় দুর্ব্বাসার আগমন।

দ্বাদশ বৎসর জন্য, বাস করেন অরণ্য,
পাণ্ডবগণ পাঞ্চালী সহিতে।
রক্ষা করেন চিন্তামণি,আইসেন যান কত মুনি,
ধর্ম্মরাজ নৃপমণি, আছেন কাম্যক-বনেতে ॥১২
হেথায়, হস্তিনায় রাজসিংহাসনে,
দুর্য্যোধন রাজ্য-শাসনে,
পাত্র মিত্র মন্ত্রী সনে, আছেন রাজসভাতে।
বেষ্টিত আছেন সভাজন,শকুনি বেটা অভাজন
সম্মুখেতে কত জন, দাঁড়ায়ে যোড়-হাতে ॥১৩
হরিয়ে পাণ্ডবের মান, নিজে মান্য অপ্রমাণ,
উঠেছে মান বিমান পর্য্যন্ত।
সুরপতি অপেক্ষা সভা,
সভার কি হয়েছে শোভা!
মণি-মাণিক্যে আভা হয়েছে চূড়ান্ত ॥ ১৪
রাজসভায় আসি নিত্য, নৃত্যকীরে করে নৃত্য,
গান করে যত গুণিগণে।
আছেন, এইরূপে দুর্য্যোধন,
হেথা দুর্ব্বাসা তপোধন,
একাদশীর করিতে পারণ, ইচ্ছা করি মনে ॥ ১৫
আসিছেন—ভাসিছেন রঙ্গে,
ষাটি হাজার শিষ্য সঙ্গে,
হরিগুণানুগুণ প্রসঙ্গে সমর্পিয়ে মন।
ভাবি হৃদে রূপ চিন্তামণির, মুনির নয়নে নীর,
দুর্য্যোধন নৃপমণির, সভায় গমন ॥ ১৬

* * * .

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

জয়তি জগদীশ জগবন্ধু বন্ধু সংসারে।
কলুষগর্ব্বখর্ব্বকারী, কুরু করুণা কংসারে ॥
যদি হে গতিবিহীন-জনে,—
তার তারে দুস্তারে।
তবে ত্বং মাহাত্ম্য-গুণ-বিস্তার হে মুরারে!
ত্যজন কুজন সঙ্গে, ভ্রমণ সদা কুপ্রসঙ্গে,
মগ্ন সংসার-তরঙ্গে, আসি ফিরে বারে বারে।
ক্রিয়াহীন কুমতি দীন দাশরথি দাসেরে,—
দেহি ত্বং চরণে স্থান,শমন-শাসন-সংহারে ॥(গ)

* * * .

সত্য নিত্য পরাৎপরে, নাহি পর যাঁর উপরে,
সঁপি মন তাঁর চরণপরে, দুর্ব্বাসা তপোধন।
বলেন, জয়োঽস্তু নৃপমণি।
সভায় দাঁড়ালেন মুনি,
মুনিরে প্রণাম অমনি, করে দুর্য্যোধন ॥ ১৭
যত্নে তখন পাদ্য-অর্ঘ্য,দিয়ে আসন যথাযোগ্য,
বলে, আমার সকল ভাগ্য, তব আগমনে।
ভক্তের পুরীতে আসা,ভক্তের পুরাতে আশা,
কি আশাতে আশা ক'রে মনে। ১৮
ভাষে ভক্তিভাবে নৃপমণি,দেখিয়ে সন্তুষ্ট মুনি,
বলেন শুন নৃপমণি! আসার কারণ।
কল্য একাদশীর উপবাস,—
ক'রে অদ্য তব বাস,
এলাম ক'রে অভিলাষ, করিতে পারণ? ১৯
সৌভাগ্য মানিয়ে রাজন, নানাবিধ আয়োজন,
মুনিরে করাতে ভোজন, অন্নব্যঞ্জন আদি।
নানা পিষ্টক পায়সান্ন, ঘৃত-পক্ক মিষ্টান্ন,
মণ্ডা মুড়ী ক্ষীর দুগ্ধ দধি ॥ ২০

* * *

কুরুগৃহে দুর্ব্বাসার ভোজন।

তখন গললগ্নীকৃত-বাসে,
দাঁড়ায়ে মুনির পাশে,
বলে, দাসে কর কৃপাবলোকন।
প্রস্তুত হয়েছে সমুদয়, গা তুলিতে আজ্ঞা হয়,
নাই বিলম্ব করার প্রয়োজন ॥ ২১
অমনি, শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে,
মুনি বসিলেন আহারে,
'দে রে দে রে নে রে খা রে'—শব্দ।

ভোজন করিছেন সুখে,
বাক্য নাই কারো মুখে,
একেবারেতে সকলে নিস্তব্ধ ॥ ২২
হ'য়ে আহারে তৃপ্ত মুনিবর,
বলেন, মহারাজ! মাগো বর,
শুনি অমনি নৃপবর, ভাবিছেন মনে মনে।
এমন সময় শকুনি আসি, কহিছেন হাসি হাসি,
লহ বর দ্বিজবর-চরণে ॥ ২৩

* * *

খাম্বাজ—পোস্তা।

মুনিবর দেন যদি বর,
নরবর! কি ভাবো মনে?
থাকে কি বাদ বিসম্বাদ,
(তোমার) এমন মাম বর্ত্তমানে ॥
এই মামার বুদ্ধি-বলে,
খেলায় ধন রাজ্য নিলে,
দেখ কলে-কৌশলে,
সংহার করি পাণ্ডবগণে। (ঘ)

* * *

দুর্য্যোধনকে দুর্ব্বাসার বর-প্রদান।

শকুনি বলে,—নরবর! বর যদি দেন দ্বিজবর,
লহ বর মুনিবর-চরণে।
আগত একাদশীর পারণ, পাণ্ডবগণ যথা রবন,
করেন যেন কাম্যক-কাননে ॥ ২৪
এর যুক্তি একটী আছে রাজন্!
দ্রৌপদীর হইলে ভোজন,
তদন্তর গিয়ে ভোজন, ইচ্ছা করেন মুনি।
দিতে পারিবে না কোন অংশে,
মুনিগণের কোপাংশে
সবংশে সব ভস্ম হবে অমনি ॥ ২৫
শুনে দুর্য্যোধন বলে, মামা!
বুদ্ধিমান্ তোমার সমা,
নাই মামা! এ তিন সংসারে।
ব'লে অমনি দুর্য্যোধন, যথা দুর্ব্বাসা তপোধন,
গিয়ে প্রণাম করে যুগ্মকরে ॥ ২৬
বলে,—ওহে মুনিবর! দাসে যদি দিবে বর,
অন্য বর নাহি প্রয়োজন।
এই বাঞ্ছা মমান্তরে, দ্রৌপদীর ভোজনান্তরে,
আগত দ্বাদশীতে ঋষি! করিবে পারণ ॥ ২৭
অমনি, শুনি বাণী নৃপমণির,
মুনির নয়নে বহে নীর,
বলেন, মহারাজ! এ বাণীর কি দিব উত্তর?
এ কেমন বর চাহিলে তুমি,
এ বর তোমারে আমি,—
দিতে হে ধরণীস্বামি! হই সকাতর ॥ ২৮

* * *

বিভাস-মিশ্র—একতালা।

হে নরবর! এ বর চাহিলে কেমনে?
পারি প্রাণ সঁপিতে, দেহে প্রাণ থাকিতে,
নারি এ বর দিতে,—
এ সব কুমন্ত্রণা, তোমায় দিলে কোন্ জনে?
তারা, হয় জগৎপূজ্য, ঐশ্বর্য্য রাজ্য,—
ত্যাজ্য করে যখন গিয়েছে বনে।
ধর্ম্ম আর কত সয়, এত দুরাশয়,
কারলে আশয়,—
যে যন্ত্রণা সহ ক'রে আছে পাণ্ডবগণে ॥ (ঙ)

* * *

শুনে বলে দুর্য্যোধন, দাও বর তপোধন!
শত্রু করিতে নিধন, যে কৌশলে পারি।
দাসে করি কৃপাদান, ঐ বর কর প্রদান,
ক'রেছি আমি সুসন্ধান, শত্রু বিনাশেরি ॥ ২৯
শুনি মৌনভাবে থাকি মুনি,
বলেন ওহে নৃপমণি!
অবশ্য করিব আমি, বাঞ্ছা তোমার যা মনে।
স্বীকার হইলাম রাজন!
দ্রৌপদীর হইলে ভোজন,
শিষ্য সহ করিতে ভোজন,
যাব কাম্যক-বনে ॥ ৩০
সন্তোষিয়ে রাজার মন, দুর্ব্বাসা করিল গমন,
ভাবি হৃদে রাধারমণ, বারি-ধারা চক্ষে।
ক্রমে দিন তিথি গত, একাদশীর দিনাগত,
উপবাসে করিয়ে গত, পারণ-উপলক্ষে ॥ ৩১
হেথায় ধর্ম্মরাজন, অতিথি করা'য়ে ভোজন,
তদন্তরে করিয়ে ভোজন পঞ্চ সহোদর।

বলেন,—অনশন, থাক কোন জন,
এসো অদ্য করিবে ভোজন,
উচ্চৈঃস্বরে ডাকেন বৃকোদর ॥৩২
দেখে, অনশন নাহি আর,
দ্রৌপদীরে করিতে আহার,
অনুমতি দিল পঞ্চ জন।
শ্রবণ কর তদন্তর, দ্রৌপদীর ভোজনানন্তর,
উপস্থিত দুর্ব্বাসা তপোধন ॥ ৩৩

* * *

পাণ্ডবগৃহে দুর্ব্বাসার গমন।

সঙ্গে শিষ্য ষাটি হাজার,
জয়োহস্তু ধর্ম্মরাজার,—
বলে মুনি দাণ্ডায়ে সম্মুখে।
দেখে,—আসুন ব'লে, আসন দিয়ে,
ভক্তি-ভাবে পদ বন্দিয়ে,
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন মুনিকে ॥ ৩৪
আগমন কি কারণ? মুনি কন—করিব পারণ,
আছি কল্য ক'রে একাদশী।
তবাশ্রমে করিব ভোজন, শুনিয়ে ধর্ম্মরাজন,
অমনি যান নয়ন-জলে ভাসি ॥ ৩৫
মুনিবাক্যে হৃদয়ে বেদন,
পেয়ে রাজার শুকালো বদন,
বলে, কোথা হে মধুসূদন! দাসে অদ্য রক্ষ!
একবার আসি দাও হে দেখা,
রাখ পাণ্ডবে পাণ্ডবের সখা!
কাতর কিঙ্করে—কমলাক্ষ ॥ ৩৬

* * *

ভৈরবী—একতালা।
কোথা ভগবান! আজি রাখ মান,
একবার হের আসি পদ্মচক্ষে;—
তুমি হে মাধব! ওহে ভবধব!
দেহ দিন—দীন-বান্ধব।
তোমার এ দীন—বান্ধব, জানে ত্রৈলোক্যে ॥
পাণ্ডবের চির ও পদ সম্পদ,—
বেদে কয়—ও-পদ আপদের আপদ,
বিপদার্ণব জ্ঞান হয় গোষ্পদ,
ও পদ-তরণী দিলে তার পক্ষে ॥

আজি, ক্ষুধার্ত্ত হইয়ে মুনি চায় অন্ন,
এ সময় এ দীন দৈন্য অন্ন-শূন্য,
হয়, পাণ্ডবকুল শূন্য, হলে ব্রহ্মমন্যু,
ব্রহ্মণ্যদেব! যদি কর হে রক্ষে ॥ (৮)

* * *

হেথায় কুরুরাজন,— পাত্র মিত্র বন্ধুজন,
বহু জন লয়ে, সভায় বসি।
নানালাপ শাস্ত্র-প্রসঙ্গ, কেউ করিছে রস-রঙ্গ,
এমন সময়ে শকুনি হাসি হাসি ॥ ৩৭
বলে, মহারাজ! কিছু হয়েছে স্মরণ?
দুর্ব্বাসা করিতে পারণ,
গিয়েছেন আজ পাণ্ডবের কাছে।
বল্‌বো কি মাথা মুণ্ড ছাই!
এতক্ষণ বেটারা হ'য়ে ছাই,
ভস্ম হ'য়ে কোন্ দিকে উড়ে গেছে ॥ ৩৮
হবে না, তুষ্ট শুনে মিষ্ট ভাষা,
নামটি তার দুর্ব্বাসা,
তার কাছেতে ভাষাভাষি নাই।
রেখে ঠিক ক'রে যমের বাটীতে বাসা,
যেতে হয় তার সঙ্গে কইতে ভাষা,
তফাৎ হলে একটী ভাষা, এক ভাষাতে ছাই ॥
যদি, শুনতে পাই এই কথাটা,
ছাই হয়ে গেছে ভাই ক'টা,
মুনির পা-টা পূজা করি গিয়ে।
যুড়ায় এখন সব দেশটা,
সভার মাঝে বল্‌লে দোষটা,
লাগে শেষটা আপনা-আপনি গায়ে ॥ ৪০
করেছেন, কি কুঘটন প্রজাপতি!
এক যুবতীর পাঁচটা পতি,
তারা আবার ভূপতি—
হতে চায় কোন্ লাজে?
দেখ দেখি কি পৌরুষ!
ওদের জন্মটা কার ঔরস?
অপৌরষ সভাজনের মাঝে! ৪১
এই কথা শকুনি ভাষে,
দুর্য্যোধন আনন্দ-সাগরে ভাসে,
হেথায়, যুধিষ্ঠির নয়ন-জলে ভাসে,
কাম্যক কাননে।

বৃকোদর-মুখেতে শুনি, বিপদ্-বাক্য যাজ্ঞসেনী,
কাঁদিয়ে ডাকে অমনি, ব্রহ্ম-সনাতনে ॥ ৪২

* * *

দ্রৌপদীর শ্রীকৃষ্ণ-স্তব।

আলিয়া—একতালা।

একবার দেখা দাও হে ভগবান্।
যখন দুষ্ট দুঃশাসন, মম কেশাকর্ষণ,
করেছিল সভায় হরিতে বাসন, হৃদয়-পদ্মাসন—
মধ্যে দরশন, দিয়ে রেখেছিলে মান ॥
ও শ্রীপদ-প্রান্তে এ দাসী একান্ত,
নিতান্ত এ মন সঁপেছে শ্রীকান্ত!
ভ্রান্তিমোচন! মম কান্তের ঘুচাও ভ্রান্ত,
করিয়ে কৃপা বিধান॥
ছলে দুর্য্যোধন নিলে সব ঐশ্বর্য্য,
বনবাসী হ'লাম ত্যজে করে রাজ্য,
ভরসা কেবল, ঐ যুগলপদ-বীর্য্য,
তাতেই ধৈর্য্য থাকে প্রাণ॥ (ছ)

* * *

পাণ্ডবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের দৈববাণী।

হেথা, অন্তরে জানিলেন কৃষ্ণ,
অনন্ত-গুণবিশিষ্ট,
পুরাতে পাণ্ডবের ইষ্ট, ভবের ইষ্ট যিনি।
যাঁর বেদে হয় না সন্ধান,
ভাবনা-হারী ভবের প্রধান,
পাণ্ডবে দেন সুসন্ধান, ক'রে দৈববাণী ॥ ৪৩
তখন, দৈববাক্য ক'রে শ্রবণ,
সফল মানিয়ে জীবন,
মুনিগণে,—ধর্ম্মরাজন কন যুগ্মকরে।
নিবেদন শুন মুনি! অস্ত হন দিনমণি,
সত্বরে আসুন আপনি, সায়ংসন্ধ্যা ক'রে ॥ ৪৪
ও-চরণাশ্রিত এ দীন জন,
দ্রব্যাদি সব আয়োজন,
ক'রেছে হে ক'রে ভোজন, তৃপ্তি কর দাসেরে॥
যুধিষ্ঠির-বাক্য মুনি, শ্রবণ করে অমনি,
শিষ্যগণে লয়ে তখনি, গেলেন নদীতীরে ॥৪৫
ভার্য্যা যার আপনি বাণী, দিয়ে উপদেশ-বাণী।
চিন্তিত দেখে কহিছেন বাণী, রুক্মিণী হেসে হে
আচম্বিতে কেন অমনি, চিন্তাযুক্ত চিন্তামণি!
ব'সে ব'সে রমণীগণ-পাশে ॥ ৪৬
প্রকাশিয়ে বল শুনি, ডেকেছে বুঝি যাজ্ঞসেনী
বাহিরে গিয়ে কারে এখনি, কি কথাটি বল্‌লে
নৈলে কেন এমন ভাব, স্বভাবে ঘুচে অভাব
এ সব ভাব বৈরিভাব, সেই ভাবেতেই চল্‌লে
শয়নে কি আহারে, থাক যদি কোন বিহারে,
অমনি উঠ শিহরে, দ্রৌপদীকে মনে হ'লে।
শুনি হরি কন,—রুক্মিণি!
আমায়, ঐ ছয় জনে রেখেছে কিনি,
আমার ভক্তাধীন নাম চিন্তামণি,
ব্যক্ত ভূমণ্ডলে ॥ ৪·

* * *

বিভাস-মিশ্র—একতালা।

ভক্তাধীন চিরদিন, আমি এ তিন সংসারে
ভক্তের স্থানে আছি বাঁধা তা কি জাননা?
ভক্ত দিলে বাধা, যত্নে ধারণ করি
মস্তক-উপরে।
হই ভক্ত-অনুরক্ত, চারি বেদে ব্যক্ত,
ভক্তগণে স্থান দি গোলোক' উপরে,—
ভক্তে দিতে পারি,—প্রাণ চাহে যদি
দেহ পরিহরি,--
দেখ, ভক্ত-পদ রাখি হৃদয়ে ধ'রে ॥
দেখ, নামটি মোর অনন্ত, কে পায় আমার অন্ত
হই, অনন্তরূপে জীবের অন্তরে,—
আমি ভক্তের রিপু, নাশ্‌লাম হিরণ্যকশিপু,
প্রহ্লাদে রাখিলাম, নৃসিংহ-রূপ ধ'রে ॥ (জ)

* * *

কাম্যক-কাননে শ্রীকৃষ্ণের আগমন

এই কথা ব'লে শ্রীহরি, দ্বারকাধাম পরিহরি,
কাম্যক-বনে শ্রীহরি, করিলেন তখন।
হেথায় দ্রুপদ-কন্তে, ক্ষীণে মলিনে দীনে দেখে,
আসিছেন হরি সেই জন্তে,
ক'রে আশাপথ নিরীক্ষণ ॥ ৪৮
বিলম্ব দে'খে দ্রৌপদী, ভাবে চরণ দুই যদি,
বিধির হৃদির ধনেরে।

স্তব করে গোলোকবাসীরে,

বলে, দেখা দাও দাসীরে,

মরে আজি বনবাসীরে, না হে'রে তোমারে ॥ ৫০

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু! দিন দাও দীনবন্ধু!

দেখ্‌ব কেমন পাণ্ডবের বন্ধু,

বলে হে সংসারে।

কে জানে তোমার মর্ম্ম, তুমি হে পরমব্রহ্ম,

তোমার কর্ম্ম ব্যাপ্ত চরাচরে ॥ ৫১

তুমি অনল তুমি জল, তুমি স্বর্গ মহীতল,

তুমি স্থল তুমি নির্ম্মল, বায়ু বরুণ ধর্ম্ম।

তুমি সূর্য্য তুমি চন্দ্র, প্রজাপতি শিব ইন্দ্র,

যক্ষ রক্ষ তুমি নরেন্দ্র, যাগ যজ্ঞ কর্ম্ম ॥ ৫২

যাজ্ঞসেনী যুগ্মপাণি, করে স্তব, চক্রপাণি,

এমন সময় আসি আপনি, কহেন দ্রৌপদীরে!

নয়ন মুদে কারে ভাব?

কি তোমার আছে অভাব?

কেন আজ দেখি স্বভাব,—

পরিবর্ত্ত তোমারে? ৫৩

এই কথা ব'লে পীতবসন,

দ্রৌপদীর হৃৎপদ্মাসন,—

মধ্যে গিয়ে দরশন, যেন সুদর্শনধারী।

বেদে নাই যাঁর অন্বেষণ, অনন্তরূপ অনন্তাসন,

যাঁর ভুবনে পরিতোষণ, করেন ত্রিপুরারি ॥ ৫৪

ভাবে দেবেন্দ্র হুতাশন,

যাঁর কমলা নারী কমলাসন,

কৌস্তভ যাঁর শিরোভূষণ, শমন-শাসন কারী।

দর্শনে নাই নিদর্শন, বাক্য যার সুধাবরিষণ,

সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশন, করেন যেই হরি ॥ ৫৫

কুশাসন করি আসন, যুগে যুগে অনশন,

থাকি পায় না অন্বেষণ, যার যোগী মুনি।

যাঁর কটিতে শোভা পীতবসন,

সে রূপ হৃদয়ে দরশন,—

ক'রে নয়নে ধারা বরিষণ, দ্রৌপদী অমনি ॥ ৫৬

* * *

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

বিশ্বরূপ-রূপ হেরিয়ে অন্তরে।

যায় অন্তরের দুঃখ অন্তরে।

ভ্রান্ত ঘুচাও মন! বলি শোন তোরে ॥ (ঙ)

ও পদ ক'রে ঐকান্তে ভাবিলে কমলাকান্তে,

জয়ী হবি অন্তে সে কৃতান্তেরে ॥

যদি করি বিভবের দুঃখ খর্ব্ব, রে!

পরিহর ধন-জনে, কুমন্ত্রী ছজন কুজনে,

নির্জ্জনে বিপদ্-ভঞ্জনে, ডাক দিনান্তরে ॥ (ঝ)

* * *

রূপ ক'রে নিরীক্ষণ, মনস্থ ভক্তি-বলে বলে।

শোক তাপ নিবারি, অমনি বারি,

আঁখি-যুগলে গলে ॥ ৫৭

কিছু পরিশ্রম স্বীকার, ক'রে নির্ব্বিকার,

যদি ভাব, মন! মনে মনে।

ঐ পদ ক'রে দৃষ্ট, যাবে দুরদৃষ্ট,

শঙ্কা রবে না শমনে মনে ॥ ৫৮

কেন পাও ভয়, হবে অভয়,

ঐ অভয়পদ ভাবো সার-সার।

হরিপুরে নাশি, অনায়াসেই,

হবি ভব পারাপার ॥ ৫৯

ঘটে দুর্ম্মতি, ও পদে মতি,

রাখে না থাকে না যার যার।

তারা কি পারে, যেতে পারে?

পারের ভাবনা তার তার ॥ ৬০

আসিয়ে ভবে, কেন মর ভেবে,

দুঃখ পেয়ে পদে পদে!

তবু হ'লো না কো জ্ঞান, শুন রে অজ্ঞান!

কত শিখাই [illegible] পদে ॥ ৬১

সংসার-বিকারে, আছ অন্ধকারে,

বাড়ায়ে রিপুর প্রবল বল ॥ ৬২

কেন রও বিহ্বলে, সদা যাও ভুলে,

না দেখ রে কমল-আঁখি-আঁখি!

একবার দেখ নয়ন-তারা,

তারানাথের নয়নতারা,

তারা মুদে থাকি থাকি ॥ ৬৩

প্রাণ ত্যজে হবি শব, ধন জন সব,

কোথা রবে এ সব,—শব!—

আর রাখবে না বন্ধুবর্গে, তখন সেই দুর্গে,

রাখিবেন দুর্গাধব-ধব* ॥ ৬৪

* দুর্গাধব-ধব—মহাদেবের ঈশ্বর অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ।

বিভাস-মিশ্র—একতালা।

তাই বলি মন! মিছে বারবার ভ্রমণ,
করিছ ভব-সংসারে।
সদা বিষয়-মদে মত্ত, মনরে! কুতত্ত্বে প্রবর্ত্ত,
এ তত্ত্বে আর তত্ত্ব, নাই প্রশংসা রে॥
পান কর যেই নাম-সুধা, যাবে ভবের ক্ষুধা,
ভাবতে কি তোর বাধা, সে কংসারে,—
দিবাকরসুত, বাঁধিবে দিয়ে সুত,
করের তরে করে,—
কি কর দিয়ে তার করে, কর্‌বি মীমাংসা রে॥
ওরে, অমাত্য বন্ধুবর্গ, ত্যজে এ সংসর্গ,
এরাই উপসর্গ, কেবল সংসারে,—
একবার হয়ে বিগুণ, ওরে দাশরথি!
শ্রীপদ কর ভজন,
সে জন-ভবনে যাও,
ছজন কুজন ধ্বংস ক'রে॥ (এ)

* * *

তখন দ্রৌপদী হৃৎপদ্মাসনে, ব্রহ্মরূপ দরশনে,
ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রহ্মণ্যদেবেরে।
স্তব করে যাজ্ঞসেনী, যজ্ঞেশ্বর তুষ্ট শুনি,
কহিছেন দ্রুপদ-কন্যারে॥ ৬৫
যে জন্যে কর উপাসনা, পূর্ণ হবে সে বাসনা,
তব গুণের ঘোষণা, রবে হে সংসারে।
আছি অদ্য অনাহার,
না হয় কিছু করাও আহার,
চল শীঘ্র রন্ধনাগার, কন দ্রৌপদীরে॥ ৬৬
শুনি পাঞ্চালীর নয়নে বারি,
বলে ওহে বিপদবারি!
তুমি কেন আবার বিপদ-বারি
মধ্যেতে ডুবাও হে!
সকলি তো জান তুমি, দাসীর অন্তর্যামী,
কি আছে কি দিব আমি?
জেনে কেন চাও হে? ৬৭
শুনে কন ভবের স্বামী,
জানি তাই চাহিলাম আমি,
প্রতারণা কেন তুমি, কর আজ আমায় হে!
কি আছে মোর অগোচর? জানি তত্ত্ব চরাচর,
জেনে শুনে সুগোচর, করিলাম তোমায় হে!৬৮
বিলম্বে নাই প্রয়োজন, আছে মম প্রয়োজন,
যাব সত্বর ক'রে ভোজন, ফিরে দ্বারকায় হে!
মধুসূদনের বচন শুনি, রোদন করে যাজ্ঞসেনী,
বলে, কেন আর কপটবাণী,
কও জলদকায় হে!॥ ৬৯

* * *

ঝিঁঝিট-মধ্যমান—ঠেকা।

দাসীরে আর কেন প্রতারণ।
লজ্জা-নিবারণ!
আমার কর আজ লজ্জা-নিবারণ॥
কি কব দুঃখের ভাষা,
যে বাদ সেধেছেন দুর্ব্বাসা,
এ বিপদার্ণবে ভরসা,
কেবল ঐ যুগল চরণ॥ (ট)

* * *

হেথায়, এসেছেন চিন্তামণি,
শুনি যুধিষ্ঠির নৃপমণি,
একত্রে আসি অমনি, পঞ্চ সহোদর।
গললগ্নীকৃতবাসে, প্রণাম করি পীতবাসে,
বলে, দয়া করি দীনের বাসে,
যদি এসেছ দামোদর! ৭০
দুঃখার্ণবে উদ্ধার, কর ভবকর্ণধার!
পাণ্ডবের মূলাধার, তুমি এ সংসারে।
আজ, ব্রহ্মশাপে পরিত্রাণ,
কর হে কৃপা-নিদান
চরণ-প্রসাদ দান, ক'রে পাণ্ডবেরে॥ ৭১
শু'নে হরি কন কেন ভয়, সকলে হও অভয়,
মিছে ভয়,—নির্ভয় হ'য়ে থাক।
কি ভয় তাহার জন্যে,
ব'লে হরি কন, দ্রুপদকন্যে!
পাকস্থালী সত্বরে গে দেখ॥ ৭২

* * *

শ্রীকৃষ্ণের শাকের কণা-ভোজন।

কহিলেন চিন্তামণি, যাজ্ঞসেনী গিয়ে অমনি,
পাকস্থালী আনি তখনি, নিরীক্ষণ করে।

রেখে কিছুমাত্র তাতে নাই,
ছিল একটী শাকের কণা—তুলিয়ে তাই,
কাঁদিতে কাঁদিতে দিল অমনি
জগৎকান্তের করে ॥ ৭৩
সুধা-জ্ঞানে গোলোক-শশী,
তাই করেন আহার ব'লে তৃপ্তোঽস্মি,
জগৎ তৃপ্ত হইল অমনি।
হরির মহিমা কি যে, কে জানিবে মহীমাঝে?
সদা ভেবে হৃদয় মাঝে,
কিছু জানেন শূলপাণি। ৭৪

* * *

আলিয়া—একতালা।

রাখতে ভক্তের মান, ভক্তাধীন ভগবান্।
পাণ্ডবের কি ভাগ্য হেরি,
ভক্তি-ডোরে বাঁধা হরি,
করেন জগৎতৃপ্ত,
যে ধন মহাযোগী যোগে হন অপ্রাপ্ত,
করেন শাকের কণা গ্রহণ, সুধার সমান॥
অভক্ত অমৃত দিলে,
দৃষ্টিপাত তায় হয় না ভুলে,
ব্যক্ত আছে ভবে, ভবের জীব সবে,
দৃঢ় জ্ঞানে ভাবে, দিলে ভক্তিভাবে,
বিষ করেন পান॥ (ঐ)

* * *

বিনা আহারে সশিষ্য দুর্ব্বাসার উদর-
পরিতৃপ্তি ও প্রস্থান।

হেথা, দুর্ব্বাসা মুনি নদীর কূলে,
শিষ্যগণ লয়ে সকলে,
সন্ধ্যা আহ্নিক সন্ধ্যাকালে, করিয়ে সম্পূর্ণ।
কিন্তু শক্তি নাই উঠিবার,
উদ্গার উঠে বার বার,
উদরীর মত উদর, হয়েছে পরিপূর্ণ॥ ৭৫
জেনে অন্তর্যামী দামোদর,
কন সত্বরে গে বৃকোদর!
মুনিগণে সমাদর, করে আনো ভবনে।
হরির আজ্ঞা ধরি শিরে,
গিয়ে নদী-তীরে—তপস্বীরে,
বৃকোদর সব ঋষিরে অমিয় বচনে॥ ৭৬
বলেন, আজ্ঞা করিলেন নৃপমণি,
আহার করতে চলুন মুনি!
শুনি অমনি সকল মুনি,
কন—আহারে কাজ নাই।
কি বল হে তর্কবাগীশ! ন্যায়রত্ন! ন্যায়বাগীশ!
তর্করত্ন! বিদ্যাবাগীশ! কি বল হে ভাই! ৭৭
কোথায় আছ হে তর্কালঙ্কার!
বাক্য নাই যে মুখে কার,
আহার করিতে কা'র কার,ইচ্ছা আছে—বলে।
শুনে, সকলেই বলে কেউ না খাব,
খেয়ে কি আপনাকে খাব!
এর উপরে খেলেই খাবি খাব,প'ড়ে নদীর কূলে
একে ফেটে যাচ্ছে পেটের মাস,
আমি ত আর ছয় মাস,
ভোজন থাকুক—জল দিব না মুখে।
কেউ বলে গেলাম গেলাম আহা রে!
কাজ নাই আর আহারে,
শমন-সমান প্রহারে, মরিতেছি অসুখে॥ ৭৯
কেহ প'ড়ে মৃত্তিকায়, ঠিক যেন মৃতকায়,
সুধালে কথা কয় না কা'য়, শ্বাস মাত্র আছে।
কেউ কেঁদে কয়,—শাক্‌শুন বিবি,
অকস্মাৎ কি দিলে ব্যাধি!
কে করে ব্যাধি নিব্যাধি,বৈদ্য নাইক কাছে॥
ভোজনে আর নাই আশ্বাস,
আমাদের সকলের হয়েছে উর্দ্ধশ্বাস,
শিরোমণি মামা! তোমার গো কেমন?
তখন, দুর্ব্বাসা মুনি সমাদরে,
কহেন বীর বৃকোদরে,
আহার করিব কোন উদরে, স্থান নাই এমন॥
চল্‌লাম আমরা আশ্রমে,
কাজ নাই আর পরিশ্রমে,
নিজাশ্রমে গমন করুন আপনি।
সুখে থাকুন ধর্ম্মরাজন,
আমরা আর করিব না ভোজন,
ব'লে মুনি সর্ব্বজন, চলিলেন অমনি॥ ৮২

করি মুনির চরণে দণ্ডবৎ, গমন জিনি ঐরাবত,
ভীম গিয়ে কহিলেন তাবৎ, জগৎপতি-পাশে।
শুনি তুষ্ট চিন্তামণি, যুধিষ্ঠির নৃপমণি,
স্তব ক'রে কন অমনি, পীতবাসে বাসে॥ ৮৩

* * *

ললিত—একতালা।

দানে দিয়ে দিন, দীননাথ!
করিলে দুঃখের অন্ত।
নিজ গুণে নির্গুণে, দিলে পদে স্থান নিতান্ত॥
মহিমা যে মহী-মাঝে, আছে ব্যক্ত গুণ অনন্ত,
শুনহে ভববৈভব! ত্যজিয়ে সব বৈভব,
করেছি বৈভব, তব চরণ একান্ত;—
কুমতি দাশরথি, বিষয়-বিষ-পানে ভ্রান্ত;—
নাই তার উপায়, রেখ ও পায়,
যদি কৃপায় হয় কালান্ত॥ (ভ)

দুর্ব্বাসার পারণ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণ-বিরহানন্তর কুরুক্ষেত্র-যাত্রায় মিলন।

বৃন্দাবন-ধামে নারদের আগমন।

কৃষ্ণপ্রিয়ে রাধিকার, কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-অধিকার,
শত বর্ষ হৈল সমাপন।
প্রেমে মত্ত হয়ে মর্ত্যে, যুগল-মিলন তত্ত্বে,
তত্ত্বজ্ঞানী নারদের আগমন॥ ১
করে করি যন্ত্র বীণে, মুখে হরিমন্ত্র-বিনে,
নাহি মন অন্য আলাপনে।
করেন মুখে উচ্চারণ, চল রে চল চরণ!
শ্রীনাথ-চরণ-দরশনে॥ ২
না হেরে সেই অচ্যুত,
করোনা পদ!—পদচ্যুত,
চল পদ! বিপদ ঘুচাই রে!
প্রাপ্তে হরি-উচ্চপদ, তুচ্ছ হবে ব্রহ্ম-পদ,
শ্যামপদ সম্পদ কর ভাই রে॥ ৩

কর রে! কি কর ভাই!
কর না মনে,—কর চাই*
কর কৃষ্ণ করমালা করে।
নতুবা হবে দুষ্কর, কি ধন ল'য়ে দিবা কর
দিবাকর-সুত ধর্‌লে করে॥ ৪
হেদে রে অধম মুখ! হরি কি তোরে বৈমুখ
অধোমুখ কর্‌লি তুই আমারে!
দিনান্তে নাম লওনা মুখে, দুর্ম্মুখ কাল সম্মুখে
কোন্ মুখে মুখ দেখাবি তারে? ৫
কর্ণ! কথায় কর্ণ দিও, কর্ণ-নাশকের প্রিয়†
শুন তস্য নামানুকীর্ত্তন।
রসনা! রস না বুঝে, রসহীন দ্রব্যে ম'জে
রস না ঘটালি কি কারণ? ৬
ওরে মন! তোর মন্ত্রণা বা কি?
সে দিনের আর ক'দিন বাকি?
সকলি বাকী—পুণ্যের নাই পুণ্যে‡।
যে পদ ভাবিল বলি,
সদাই তোরে ভাব্‌তে বলি,
যাবে ভাবনা,—ভাব না কি জন্যে?
আমি করিনে মন্দ চেষ্টা,
তোরি দোষে মন্দ শেষটা,
হলো রে মন! দেখ্‌ছি অনায়াসে।
যেমন কুপুত্র-দোষে সমস্ত, পূর্ব্ব-পুরুষ নরকস্থ,
জলধি-বন্ধন যেমন রাবণের দোষে॥ ৮
বলি বল্‌তে হরি বার বার,
তুই দেখিস্ রে তিথি বার,
দিন দেখিবে শুভ দিনে,
দীননাথকে কি ভাব্‌বে?
যখন, ভব-যাত্রায় করবে গমন,
ডাকিবে দুরন্ত শমন,
সে কি তোমায় দিন দেখতে রাখ্‌বে? ৯
হবে না সে দিন কর্‌া, হয়তো হবে ত্রিপুষ্কর্‌া,
বান্ধব বৃক্ষ আদি সঙ্গে লবে!

---

* কর চাই—পারের পাথের চাই।
† কর্ণনাশকের প্রিয়—কর্ণনাশক অর্জ্জুন; তাহার প্রিয় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ।
‡ পুণ্যে—পুণ্যাহ।

তোরে বলছি দিনে তিন সন্ধ্যা,
গেলো ঐ দিন—এলো সন্ধ্যা,
দিন থাকতে যা কর তাই হবে ॥ ১০
এ তোর ভাল ভরসা, ঘুচায়ে সমস্ত বরষা,
শুকালে নদী, তরী আরোহণ করবে।
যখন অধিকার করবে কফে,
অধিকার কি থাকিবে জপে?
কণ্ঠকে কণ্টক যখন ধরবে! ১১

* * *

আলিয়া—একতালা।

গেল রে দিন গেল একান্ত।
কি কর রে মম! মানস-ভ্রান্ত।
নিন্দি রূপ নীল-কমল,
হৃৎকমলে ভাব সে কমলাকান্ত ॥
মুদিলে নয়ন সব নৈরেকার,
কেহ নয় আমার, আমি নৈ রে কার,
কর সেবা কার, ঘরে কেবা কার,
হয় রে জায়া সুত:—
না শুন শ্রবণ! সুজনভারতী,
ভব-নিস্তারণ তোমার ভার অতি,
কেন চিন্ত না রে দাশরথি—
শিয়রে অসুর-ভাবে কৃতান্ত ॥ (ক)

* * *

শ্রীকৃষ্ণ-হীন বৃন্দাবন।

জপিয়া রাধারমণ, নারদের শুভাগমন,
মগ্ন হ'য়ে সদা সেই নামে।
মনযোগে একান্ত যোগে, ভুবন ভ্রমণ-যোগে,
উপনীত দৈবযোগে,
শ্রীগোবিন্দের বৃন্দাবন ধামে ॥ ১২
দেখেন শ্রীনাথ-ভিন্ন, শ্রীবৃন্দাবন ছিন্ন ভিন্ন,
প্রাণ-মাত্র জ্ঞান-বিভিন্ন, শোকে জীর্ণ সকলে।
বিরহে নাহি নিষ্কৃতি, কিবা পুরুষ কি প্রকৃতি,
সবে হ'য়েছেন শবাকৃতি,
কৃষ্ণশূন্য গোকুলে ॥ ১৩
দিন যেন কুহুরজনী,
নাই কোকিলের কুহু ধ্বনি,
কি কুহকে চিন্তামণি, ফেলে গেছেন আ মরি!
সারি কেঁদে কয়, ওহে শুক!
শূন্য ব্রজে শ্যাম-সুখ,—
নৈলে সুখত নাই হে শুক!
মরি হে মরি গুমরি ॥ ১৪
কৃষ্ণবিরহ-বিপক্ষ,—জ্বালায় দগ্ধ পশু পক্ষ,
কৃষ্ণ বিনা কৃষ্ণপক্ষ, মম আঁধার নয়নে।
ভাসে ব্রজ নয়ন-জলে, প্রাণ জ্বলে মন জ্বলে,
জলজ কুসুম জ্বলে, জলদাঙ্গ-বিহনে ॥ ১৫
তাপেতে তনু শুকায়, সুরভী না তৃণ খায়।
সংশয় প্রাণ রাখায়, রাখালাদি সকলি।
সবে হয়েছে বল-হীন, জলমধ্যে কাঁদে মীন,
হরিশোকে কাঁদে হরিণ, বনমধ্যে ব্যাকুলী ॥ ১৬
মুনি গিয়া নন্দ-দ্বারে, দেখেন রাণী যশোদারে,
শতধারা নয়ন-দ্বারে, নয়ন অন্ধ রোদনে!
স্বপ্নবৎ মুখে বুলি,
কে রে আমার গোপাল! এলি,
কোলে আয় রে বনমালি!
মা ব'লে [illegible] ॥ ১৭

* * *

কৃষ্ণ-শূন্য গোকুল কি প্রকার?—
যেমন,—
বিষয়-শূন্য নববর, বারি শূন্য সরোবর,
বস্ত্রশূন্য বেশ।
দেবী-শূন্য মণ্ডপ, কৃষ্ণশূন্য পাণ্ডব,
গঙ্গাশূন্য দেশ ॥ ১৮
জল-শূন্য ঘট, শিব-শূন্য মঠ,
ব্যয়-শূন্য কাণ্ড।
নাড়ী-শূন্য দেহ, নারী-শূন্য গেহ,
কর্পূরশূন্য ভাণ্ড ॥ ১৯
শিকল-শূন্য তালা, ভজন-শূন্য মালা,
দৃষ্টি-শূন্য নয়ন।
ভূমিশূন্য রাজার রাজ্য, বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য,
নিদ্রা-শূন্য শয়ন ॥ ২০
পুত্র-শূন্য কুল, মধু-শূন্য ফুল,
মধু-মালতী বকুল।
নিরখিলা মুনি, বিনে চিন্তামণি,
তাই হ'য়েছে গোকুল ॥ ২১

হায়! কি করেছেন কৃষ্ণ, দুরদৃষ্ট করি দৃষ্ট,
যায় মুনি গোপীগণ যথা।
দেখেন গোপিকে সকলি,
সখার শোকে শোকাকুলী,
ব্যাকুলিতা রাধা স্বর্ণলতা ॥ ২২
স্খলিত বসন কেশ, ললিত চিকুর কেশ,
হৃষীকেশ-বিহনে তনু জরা।
পতিতা ধরণী-পৃষ্ঠে, পতিত-পাবন কৃষ্ণে,
হারিয়ে রাধা-শক্তি শক্তি-হারা ॥ ২৩
কেঁদে বলে চন্দ্রাবলী,
ওলো ললিতে! তোরে বলি,
অনল আন গো খেয়ে মরি।
বিধি ল'য়েছেন যে ধন হরি,
পাব কি আর হরি হরি!
জন্মের মত সে হরি, করেছেন শ্রীহরি ॥ ২৪
ললিতে বলে বিশখা গো!
মরি বিষ দে!—বি-সখা গো,—
ত্যজে প্রাণ, বিরহ-বিষে বাঁচি।
কার লেগে আর সকাতর,
আর পাবিনে সখা তোর,
সুখের অন্ত অন্তরে জেনেছি ॥ ২৫
সম্মুখে নারদ মুনি হেরিয়া ব্রজরমণী,
অমনি অধীরা ধরাতলে।
আগমন মুনি কিমর্থে, অধীনী পাপিনী তত্বে,
চিন্তামণি তোমায় কি পাঠালে? ২৬
নিদারুণ সে শ্যামবর্ণ, করিছেন সদা বিবর্ণ,
বর্ণনা করিব দুঃখ কত।
প্রাণ আমাদের কৃষ্ণ-গত,
কৃষ্ণ-বিনে প্রাণ ওষ্ঠাগত,
কৃষ্ণ তো হলোনা অনুগত ॥ ২৭

* * *

খট্-ভৈরবী—একতালা।

কেন হে মুনি! এখন তুমি—
এই গোকুলে পাপ-রাজ্যে!
পড়িয়ে গোকুলে সকলে অন্তকাল-রূপ,
বিনে কালোরূপ,
রাধে হেম-কমলিনী ধরায় শয্যে ॥
ত্যজে কমলিনী-হৃদয়-বাসর,
শতেক বৎসর গেছেন ব্রজেশ্বর,
বলি দুঃখ—হেন পাইনে অবসর,
কৃষ্ণবিচ্ছেদ-শর হৃদয়ে বাজ্‌ছে।
জলধর বিনে জ্বলে জ্বলে কায়,
সে যাতনা, মুনি! কব আমরা কায়,
ব'ধে গোপীকায় রৈল নীলকায়,
পেয়ে দ্বারকায়,—নূতন ভার্য্যে ॥ (খ)

* * *

ব্যাকুলা ব্রজ-রমণী, নিরখি নারদ মুনি,
অমনি করেন অঙ্গীকার।
কালি আনিয়ে দিব ব্রজে,
ব্রজনাথকে পদব্রজে,—
দিয়ে এ দুর্গতির সমাচার ॥ ২৮
স্বীকার করি বচন, চিন্তাযুক্ত তপোধন,
চিন্তামণি আনিব কিরূপে?
উৎকণ্ঠিত হ'য়ে মনে, পুন যান দিক্-ভ্রমণে,
হৃদয়ে ভাবিয়ে বিশ্বরূপে ॥ ২৯

* * *

কৈলাসে মহাদেব ও জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ।

পরে শুন আশ্চর্য্য সূত্র, জনেক ব্রাহ্মণপুত্র,
সুদরিদ্র গুণ-জ্ঞানহত।
জঠর কঠোর দায়, সমুদায় তার দায়,
লজ্জা মান ক্রিয়া ধর্ম্ম হত ॥ ৩০
যায় সেই দ্বিজ দীন, দৈবযোগে একদিন,
শৈব-নাথ শিবের কৈলাসে।
শির সমর্পিয়া রজে, প্রণমি পদসরোজে,
যাচ্‌ঞা করেন কৃত্তিবাসে ॥৩১
ওহে প্রভু ত্রিলোচন! সংসারে শুনি বচন,
দারিদ্র্য-মোচন নাকি তুমি?
দুঃখে মোর তনুচ্ছেদন, বিনে অন্ন-আচ্ছাদন,
রোদন-সাগরে ভাসি আমি ॥ ৩২
সংসারে শুনি হে ভব! কুবের ভাণ্ডারী তব,
জীবে, ধন প্রাপ্ত হয় তব গুণে।
আমি বড় অনর্থযোগী, কিঞ্চিৎ হও মনোযোগী,
মহাযোগি! মম দুঃখ শুনে ॥ ৩৩

দেখি দ্বিজের যোড় পাণি, হেসে কন শূলপাণি,
হাসালে আমায় তুমি দুঃখে!
তব দারিদ্র্য ধিক্ ধিক্,
আমার জেনো ততোধিক,
আমিও ঐ ভিক্ষা-মন্ত্রে দীক্ষে ॥ ৩৪
অন্ন বিনা শুকায় চর্ম্ম, বস্ত্র-বিনে ব্যাঘ্র-চর্ম্ম,
স্থান-বিনে শ্মশানে প'ড়ে থাকি।
ভস্ম-কপাল!—অশ্ব নাই,
বল্‌ব কি বলদে যাই।
তৈল বিনে গায় ভস্ম মাখি ॥ ৩৫
এমনি দুঃখ নিরবধি, ভিক্ষা করি সন্ধ্যাবধি,
তারা উঠিলে তারা দেন রেঁধে।
কি গুণের ভার্য্যা চণ্ডী,
রেঁধে বলেন এই খাও পিণ্ডি!
মনের দুঃখেতে মরি কেঁদে ॥ ৩৬
দেখছ—হরকে পুরুষটি গোটা,
কফো ধাতু তেঁই উদর মোটা,
দুঃখে সুখে সদানন্দে থাকি।
যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি ফল,
দেখ্‌চ ভেবে কি ফল!
ধুতুরা খাই আর মধুবানাথকে ডাকি ॥ ৩৭
ঘরে অচল দেখিয়ে, অচল-নন্দিনী-প্রিয়ে,
আত্মপুরুষ শুকায় তার রবে।
থাকিত যদি বৈভব, তবে কি ভাবিতেন ভব?
ভবানীর কি বাণী সইতাম তবে? ৩৮
থাকিলে ঘরে সম্পত্ত, সিদ্ধ হয় সার পথ্য,
দরিদ্র ক'রেছেন গোলোক-স্বামী।
সাধের ভার্য্যা গিরিবালা,
তার গর্ভে দুটি বালা,
রাং-বালা দিতে পারিনে আমি ॥ ৩৯
গণেশের গর্ভধারিণী, কথায় কথায় ইনি,
বুকে চড়েন দুঃখে বুক ফাটে।
আর এক ভার্য্যা সুরধুনী,
শিরে চ'ড়ে করেন ধ্বনি,
বিষয় থাক্‌লে এমন বিপদ ঘটে? ৪০
পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ ছিলাম যুতে,
খেয়েছে আমায় বার ভুতে,
ভূতে সুখ করেছে বহির্ভূত।
সিদ্ধেশ্বরী ঘরে বনিতা,
তাঁর, পেটের ছেলে সিদ্ধি-দাতা,
সিদ্ধিরস্ত তার পেটেতে হত ॥ ৪১
পাঁচ জনে খায় একলা মাগি,
দশ হাতে খায় ডোকলা মাগী,
কিবে আমার সুখের ঘরকন্না!
পরকে দিব কি স্বয়মসিদ্ধ,
হবে কি তোমার কার্য্য সিদ্ধ,—
দিয়ে ফল-হীন বৃক্ষ-কাছে ধন্না ॥ ৪২
যদি কিছু চাও হে শর্ম্মা!
আছেন একজন কৃতকর্ম্মা,
জগদিষ্ট কৃষ্ণ আমার গুরু।
যে যায় তাঁর সন্নিধানে, অদৈন্য করেন দানে,
স্থাবকায় হ'য়েছেন কল্পতরু ॥ ৪৩

* * *

দ্বিজমুখে কৃষ্ণনিন্দা।

দ্বিজ বলে, হে শূলপাণি!
তোমায় জানলাম—তাকেও জানি,
'সে বাড়ী যাও'—বলার কি গুণ আছে?
হবে না বল্লে—রবে না জ্বালা,
কাজ কি ও সব ওজর-টালা,
ভিক্ষুকেরে দুঃখ দেওয়া মিছে ॥ ৪৪
জন্মে ভুলি নে ঠকেছি,
সেখানে একবার গিয়ে দেখেছি,
তোমার ইষ্ট কৃষ্ণ যেমন দাতা।
তাঁর পুরীমধ্যে যাবে কেটা?
দ্বারে যেন যম চারি বেটা,
'কাহা যাও রে নিকল' এই কথা ॥ ৪৫
তাঁর সোণার মন্দির—হীরের খুঁটী,
ভিক্ষুক গেলে পায় না মুটি,
উপুড় হস্ত করা নাই তার মত।
অনেকগুলি ক'রেছেন প্রিয়ে,
যোল শত আট বিয়ে,
আট প্রহর ঐ রসেতে মত্ত ॥ ৪৬
আপনার কার্য্য সিদ্ধি, কতকগুলি বংশবৃদ্ধি,—
ব'সে ব'সে ক'রেছেন কেবল প্রভু।

কখন নাই ক্রিয়া-কাণ্ড,তাঁর তুল্য ঘোর পাষণ্ড,
সংসারে দেখি নে আমি কভু ॥ ৪৭
বিনে কখন বনিয়াদি ব্যক্তি,
শরীরে হয় কি দান-শক্তি ?
নূতন বিষয়ে অহঙ্কার মাত্র।
রাখালে রাজত্ব পেলে,
মানীর মান কি সেখানে গেলে ?
হতমান হইতে যাওয়া তত্র ॥ ৪৮
জানি তাঁর পূর্ব্ব সূত্র, অগ্রে বসুদেবের পুত্র,—
নন্দেরে বাপ বলেন কংস-ভয়।
গোকুলে চরাত গোরু, তিনি হবেন কল্পতরু !
তা হইলে পর, বেদ মিথ্যা হয় ॥ ৪৯
দ্বিজ কহিতেছে নানা, কৃষ্ণের দোষ বর্ণনা,
সেই পথে নারদ দৈবে যান।
শুনিলেন দ্বিজের রব, কৃষ্ণের নাশে গৌরব,
অন্তরে জন্মিল অভিমান ॥ ৫০

* * *

কৃষ্ণনিন্দা শ্রবণে নারদের ক্রোধ।

আলিয়া—একতালা।

কে মোর বাদ সাধে আনন্দে।
কহে কুবচন মম গোবিন্দে ॥
কে করে সংসারে এই যে পাতকী,—
পাতক-তারণ হরির নিন্দে।
দীনবন্ধু সদা দীন-প্রীতিকর,
দিনকর-সুত-ত্রাস-নাশ-কর,
সুধাকর-শিরধর,—সে শঙ্কর
কিঙ্কর, যে হরির পদারবিন্দে ॥ (গ)

* * *

অতি ত্রস্ত, নিকটস্থ, ব্রহ্মার নন্দন।
প্রেমানন্দে, সদানন্দে করেন বন্দন ॥ ৫১
যথোচিত, কোপান্বিত ব্রাহ্মণে কন রুখে।
একি দুঃখ, ওরে মূর্খ ! কৃষ্ণ-নিন্দা মুখে ॥ ৫২
চমৎকার, কুলাঙ্গার, জন্ম ব্রহ্মকুলে।
জপের মালা, জঠরজ্বালা-দায়ে
দিয়েছিস্ ফেলে ॥ ৫৩
ক অক্ষর, জবাক্ষর,* বিদ্যার দফায় বন্ধ্যা।
গায়ত্রী মন্ত্র উড়িয়ে দিয়েছিস্,
পুড়িয়ে খেয়েছিস্ সন্ধ্যা ॥
হত-কর্ম্মে হয় কাল—পরকাল মান না।
নরাধম ! শিয়রে যম, তা বুঝি জাননা ? ৫৫
তোর নাই বস্তু, সিদ্ধিরস্তু, হত দ্বিজবংশে।
আমার ইষ্ট, কি ধন কৃষ্ণ, জান্‌বি কি গুণাংশে
ক্রিয়া-কর্ম্ম-হীন জন্ম, বললি তুই তাঁরে।
কোন্ যজ্ঞ, তাঁর যোগ্য, আছে ত্রিসংসারে ?
সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর হরি, সর্ব্ব শাস্ত্রে বলে।
সর্ব্ব যজ্ঞ পূর্ণ—হরির চরণ-কমলে ॥ ৫৮
নাই তাঁর সামান্য দান, ভিক্ষুকের পক্ষে।
মুক্তি ভিক্ষে দেন, যার ভক্তি ঝুলি কক্ষে ॥
ব্রাহ্মণের মূর্খতা কেমন ?—
দেবের দুর্লভ দুগ্ধ—চু য়ে যেমন গন্ধ।
যবনে স্পর্শিলে শিব, পূজা যেমন বন্ধ ॥ ৬০
নানা উপকরণে যেমন, মদিরার ছিটে।
পক্ষিরাজ ঘোড়ার যেমন, পক্ষাঘাত পিঠে ॥৬১
পরম পণ্ডিতের যেমন, চোর অপবাদ রটে।
মিশকালি কালীর পাঁঠা, যেমন একটু খুঁটে ॥
দাতার ব্যাখ্যা যায় যেমন, রূঢ় বাক্য ভস্ম।
ব্যাকরণ-অদৃষ্টে যেমন পুস্তক অমাস্য ! ৬৩
ভৃষ্ট দ্রব্যে এক ফোঁটা জল
পড়িলে যেমন যায়
[illegible]বাস্তু রমণীর যেমন, বোটকা গন্ধ গায় ॥ ৬৪
[illegible]র্প পুরুষের যেমন অন্ধ দুটি চক্ষু।
ধিক্ ধিক্ ততোধিক ব্রাহ্মণের ঘরে মূর্খ ॥ ৬৫
করেন বিধিমত, বিধিপুত্র, দ্বিজেরে ভর্ৎসনা।
করেন পরে, সমাদরে, শিবের অর্চ্চনা ॥ ৬৬
বীণা-যন্ত্রে, শিব-মন্ত্রে, তুলিয়া সুতান।
করেন বসন্ত-রাগে, হর-গুণ গান ॥ ৬৭

* * *

বসন্ত-বাহার—কাওয়ালী।

কাতরে উদ্ধার, হে উমাকান্ত !
গেল দিন ত নিকট কৃতান্ত ॥
হর পাপ, কৈলাস-বিহারি, পাপহারি !
কাণহারি ! নৈলে-আমি এ জনম হারি,
কে আর লইবে ভার,
কে আর করিবে পার,—

* জবাক্ষর—যবক্ষার।

অপার সংসার-সাগর ঘোর তর,
হর! তুমি যদি কর দুঃখের অন্ত॥
তৎপদে বিহীন ভক্তি রতি,
কাতর অতি দাশরথি,
দেহ-রথে আমার অজ্ঞান-সারথি,
মন-অশ্ব বাঁধা তাতে, অসার সারথি মতে,
না চলে ভক্তি-পথে, মজালে সুতে;—
করে কুপথ-গমনেতে কালান্ত॥ (ঘ)

* * *

প্রণমিয়া গঙ্গাধরে, হরিগুণ ল'য়ে অধরে,
প্রস্থান করেন দেবঋষি।
কৃষ্ণ-নিন্দে অভিমান, দুঃখে হ'য়ে ম্রিয়মাণ,
কন কৃষ্ণ-বিদ্যমানে আসি॥ ৬৮
ওহে কৃষ্ণ! কৃপাসিন্ধু! শ্রীনাথ! অনাথ-বন্ধু!
দৈবে গেলাম শিবের কৈলাসে।
একি বিধির সৃজন, দরিদ্র দ্বিজ একজন,
তব নিন্দে করে ভব-পাশে॥ ৬৯
বলে,—কৃষ্ণ বড় ক্রিয়া-হীন, দান-হীন দয়াহীন,
কর্ম্ম তাঁর সকলি অসার।
গুরু-নিন্দা শুনে কর্ণ, জ্বলে হে জলদ-বর্ণ!
মস্তক ছেদন যোগ্য তার॥ ৭০
কি করিব দ্বিজপুত্র, গলে আছে যজ্ঞ-সূত্র,
বধিতে অযোগ্য তার প্রাণ।
গুরু-নিন্দা হয় যত্র, ক্ষণেক না রবে তত্র,
তখনি ত্যজিবে সেই স্থান॥ ৭১
কি করিব গুণ-ধাম শিবের কৈলাস ধাম,
ত্যাজ্য মত নয় শাস্ত্র বটে।
দ্বিজ বধি কি ত্যজি হরে,
এ কূল রাখ্‌তে ও কূল করে,
পড়েছিলাম উভয়-সঙ্কটে॥ ৭২

* * *

আমার সে উভয়-সঙ্কট-জ্বালা কেমন?—
যেমন,—
গুরু-পুরোহিতে দ্বন্দ্ব, কেবা ভাল কেবা মন্দ,
উভয়েতে সমান সম্বন্ধ।
বাত-শ্লেষ্মায় ক্রূরা নাড়ী,
রাজ-বৈদ্য হয় আনাড়ি,
চিকিৎসা করিতে ঘোর ধন্দ॥ ৭৩
বাতিকে ব্যবস্থা চিনি-ডাব,
তাতে হৈল প্রাদুর্ভাব,
কণ্ঠ রোধ করে গিয়া কফে।
কফের দমন কর্‌তে গেলে,
শুঁঠ পিপুল মরিচ খেলে,
বাতিক বৃদ্ধি হয়ে উঠে ক্ষেপে॥ ৭৪
পর-পুরুষে নারীর গর্ভ,
রাখিলে গর্ভ জেতে খর্ব্ব,
না রাখিলে জীবন নষ্ট ঘটে।
পড়িলে জীব অগাধ জলে,
মরিতে কয়—ধরিতে গেলে,
না ধরিলে পাপ,—উভয়-সঙ্কট বটে॥ ৭৫

* * *

নারদের নিবেদন।

তুমি যে পুরুষ পূর্ণ, অবনীতে অবতীর্ণ,
যোগী ভিন্ন কে জানে ইহার সূত্র?
ওহে বসুদেবের কুমার!
কেহ নাম ঘোষে তোমার,
ঘোষে কেহ নন্দ ঘোষের পুত্র॥ ৭৬
মানব-দেহ ধারণ, করেছ ভবতারণ!
মানবের নীতি-রীতি ধর।
দীন দৈন্তে সকাতরে, কর হে দান অকাতরে,
যথাযোগ্য যাগ যজ্ঞ কর॥ ৭৭
ওহে কৃষ্ণ! কংসারি! হয়েছ তুমি সংসারী,
করা উচিত ক্রিয়া বিধিমত।
দৈব-কর্ম্ম নাই ঘরে,
দোষে হে লোক তোমারে,
বলে, দৈবকীনন্দন ক্রিয়া-হত॥ ৭৮
শুনিয়ে মুনির উক্তি, অমনি করিয়া যুক্তি,
চিন্তামণি কন মুনির স্থানে।
স্থির করিলাম কল্প, করিব না গৌণকল্প,
হব কল্পতরু-যোগ্য দানে॥ ৭৯
রাহুতে গ্রাসিবে আসি, পূর্ণিমাতে পূর্ণশশী,
পুণ্যকাল নিকটে সম্প্রতি।
কুরুক্ষেত্র-সন্নিকটে, প্রভাস নদীর তটে,
প্রভাতে নিশ্চয় মোর গতি॥ ৮০
শাস্ত্রীয় মানি বিধান, সস্ত্রীক হইয়ে দান,—
কর্ম্মেতে কর্ম্মের ফলাধিক্য।

কহিব সেই ধর্ম্মাচার, শীঘ্র তুমি সমাচার,
রুক্মিণীরে দেহ এই বাক্য ॥ ৮১
পাতাল পৃথিবী স্বর্গ, এ তিন ভুবনবর্গ,
শীঘ্র তুমি দেহ নিমন্ত্রণ।
যত্ন ক'রে জগজ্জনে, কুরুক্ষেত্র-আগমনে,
শুভ কর্ম্ম করেন সম্পূর্ণ ॥ ৮২
মুনিরে বলি এইরূপ, তস্য পর বিশ্বরূপ,
দ্বারকায় বঞ্চিলেন রাত্রে।
যদুবংশ সমিভ্যার, সঙ্গে রত্ন ভার ভার,
প্রভাতে গমন কুরুক্ষেত্রে ॥ ৮৩
কর্ম্মকর্ত্তা চিন্তামণি, মন্ত্রণার শিরোমণি,
উদ্ধব মাধব সঙ্গে যান।
বাসুদেবের গমনে, বসুদেব উল্লাস-মনে,
অক্রূরাদি করেন প্রস্থান ॥ ৮৪
সত্যভামা জাম্ববতী, সাধ্বী সতী গুণবতী,
রুক্মিণী ভীষ্মকরাজ-পুত্রী।
মুনিমুখে শুনে অমনি, ষোলশত অষ্ট রমণী,
কুরুক্ষেত্রে হন অধিষ্ঠাত্রী ॥ ৮৫
তদন্তে মুনি নারদ, অচ্যুতের অনুরোধ,—
জন্য সাজিলেন নিমন্ত্রণে।
প্রথমেতে প্রথমত, গমনে হইল মত,
মহেশের কৈলাস-ভবনে ॥ ৮৬

* * *

পরম বৈষ্ণব নারদ শক্তিগুণ গান করিয়া,
কৈলাসে গমন করিতেছেন ; ভণ্ড
বৈরাগীরা তা মানে না।

গৌরাং ঠাকুরের ভণ্ড চেড়া,
কত অকাল কুষ্মাণ্ড নেড়া,
কি আপদ করেছেন সৃষ্টি হরি !
বলে, গৌর ব'লে ডাক্ রসনা।
গৌর-মন্ত্রে উপাসনা,
নিতাই ব'লে, নৃত্য করে ধুলায় গড়াগড়ি ॥ ৮৭
গৌর ব'লে আনন্দে মেতে,
একত্র ভোজন ছত্রিশ জেতে,
বাগ্দী কোটাল ক্ষেপা কলুতে একত্র সমস্ত
বিল্বপত্র জবার ফুল, দেখ্তে নারে চক্ষের শূল,
কালী-নাম শুনিলে কাণে দেয় হস্ত ॥৮৮
দোয়াতের কালিকে সেহাই বলা,
কালীতলার পথে না চলা,
হাট করে না কালীগঞ্জের হাটে।
হাঁড়ির কালিকে বলে ভূষা,
ভেড়েরা কি কালমুষা,
কাল-ভগিনী কালী মায়ের সঙ্গে,
বাদ ক'রে কাল কাটে ॥ ৮৯
দক্ষ-সুতা মোক্ষদা মা, সংসারজননী শ্যামা,
শঙ্কর-শরণাগত যে শ্যামা-পদ-তলে।
কত ক্ষুদির বেটা রামশন্না,
শ্যামা মায়ের নাম সন্ না।
শাক্ত বামুনের ভাত খান না,
বলি দিয়েছে ব'লে ॥ ৯০
এ দিকে কেউ ডোম কোটালকে করে শিষ্য,
তাদের প্রতি নাই উষ্ম,
শূওর বলিতে নাই দুষ্য,
আনন্দে ভোজন হয় ব'সে তাদের বাড়ী।
শাক্ত বামুনকে দয়া হয় না,
পাঁটা উঁহাদের পেটে সয় না,
ঐ বিষয়টায় মন্দাগ্নি ভারি ॥ ৯১
কিবা ভক্তি—কিবা তপস্বী,
জপের মালা সেবা-দাসী,
ভজন-কুটরী আইরি-কাঠের বেড়া।
গোসাঞিকে পাঁচ সিকে দিয়ে,
ছেলে শুদ্ধ করেন বিয়ে,
জাত্যংশে কুলীন বড় নেড়া ॥ ৯২
ভজ হরি শ্রীনিবাস, বিদ্যাপতি নিতাই দাস,
শাস্ত্র অনেকের অগোচর নাই কিছু।
এক এক জন বিদ্যাবন্ত, করেন কিবা সিদ্ধান্ত,
বদরিকাকে ব্যাখ্যা করেন কচু ॥ ৯৩
না হবে যদি এত বিদ্যা,
কালী তারা মহাবিদ্যা,—
সঙ্গে সদা থাকে দ্বেষ করি।
যারা ভিন্ন ভাবে তারা,
থাকিতে তারা—অন্ধ তারা,
তারা বিমুখ হইলে বিমুখ হরি ॥ ৯৪

* * *

নারদ-মুখে তারা-গুণ-গান।

দিতে সংবাদ শঙ্করে, মুনি ক'রে বীণা করে,
করকে কন,—আজি যজ্ঞালয়ে ভাই রে!
তারা-গুণ তুই বাজা রে, মুক্তকেশীর বাজারে,
মুক্তি-অভিলাষে আমি যাই রে॥ ৯৫
গাও তারা-গুণ সেতারা!
যে গোবিন্দ সে তারা,
কেবল বুঝিবার ধন্দ সব রে!
তবে, তুই রহিলি কি ধুমে,
শ্রীমাতঙ্গী কিবা ধুমে,
বদনে কর না সদা রব রে! ৯৬
ভেবে সে অসিতবরণে, অভয়-পদে বর নে,
যমকে জয়ী হ'য়ে কেন থাক না?
আছ, কি ধন ল'য়ে পাসরি, যুগল বাহু পসারি,
জননী জগদম্বা ব'লে ডাক না? ৯৭
সদা থাক মন!—সুনীতে,ভবানীগুণ শুনিতে,
শ্রবণে বাসনা সদা কর্ না?
ভবে বাঞ্ছা থাকে তরিতে,তারিণী-পদ-তরীতে,
আরোহণ করিয়া মন তর্ না? ৯৮
নৈলে তরা বড় দায়, বর মাগ সে বরদায়,
শুনি মুনির বীণে মনের উল্লাসে।
অতি ভক্তি-প্রকারে, তারিণী-গুণ ভকারে,
বর্ণনা করিয়া যান কৈলাসে॥ ৯৯

* * *

সুরট-মল্লার—কাওয়ালী।

(মা!) তারিণি তাপহারিণি!
তার তারা! প্রদানে পদ-তরণি॥
তপনতনয়-তাপে তাপিত তনয়-তনু,
ত্রাস নাশ, তারা! ত্রিবিধ তাপ-বারিণি॥
তপাদি লোক-মন-তৃপ্তি-কারিণী,
তুমি তপ্ত-হেম-বরণী,
তন্ত্রে তদন্ত-বিহীন,—
জানে কে তত্ত্ব তব, পদ-তরঙ্গ তরল তরণী॥
ত্রিগুণ-ধারিণি ত্রিলোচনি!
তৃণাতীত তৃণ, তপ-বিহীন,
তুচ্ছ তব তনয় দাশরথির তিমির-
দূর-কারিণী॥ (ভ)

মহাদেবের কুরুক্ষেত্র যাত্রা।

যন্ত্র বাজাইয়া মুনি, ভব-যন্ত্রণা-হারিণী,—
গুণগানে পুলকিত-গাত্র।
ভবের ভবনে গিয়ে, পদপ্রান্তে প্রণমিয়ে,
পরম যতনে দেন পত্র॥ ১০০
পেয়ে যজ্ঞ-নিমন্ত্রণ, আপনারে মানি ধন্য,
আনন্দে নাচেন শূলপাণি।
হ'য়ে অতি চঞ্চল, বলেন শীঘ্র চল চল,
কোথা গেলে হে অচল-নন্দিনি! ১০১
ডাকো ষড়ানন-হেরম্বে, নিমন্ত্রণ সর্ব্বারম্ভে,—
প্রভুর সঙ্গে আমার বড় হৃদ্য।
সেই খানে হবে ভোজন, রন্ধনের প্রয়োজন,
এখানে নাই আবশ্যক অদ্য॥ ১০২
কোথা গেলি রে বীরভদ্র!
শীঘ্র করি যাও ভদ্র,
রৌদ্র বড় শিশু ল'য়ে চলা।
এস আমরা শুভঙ্করি! ঊষা-যাত্রায় যাত্রা করি,
প্রভাত হ'লে শনিবারের বারবেলা॥১০৩
মনে কিঞ্চিৎ সন্ধ র'য়েছে,
বৃষটা কিছু কৃশ হ'য়েছে,
পূর্ব্বে যেমন চলিত, সে ভাব নাই।
স্নানাদি করিয়া পথে, যেমত হউক কোন মতে,
আহারের পূর্ব্বে যাওয়া চাই॥ ১০৪
শুনিয়ে শিবের বাণী, উগ্র করি কন ভবানী,
কারে ডাকচ আপনি যাও তথা!
এসেছিলে এ সংসার, উদর করেছ সার,
তোমার কি আর আছে লোক-লৌকতা? ১০৫
লোকে বলিবে ধন্য ধন্য, যত যাবে কুল-কন্যা,
অগ্রে তারা ক'রে বেশ ভূষা।
বস্ত্র-আভরণ ভিন্ন, কুৎসিত অঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন,
হ'য়ে যাব, ছারকপালের দশা! ১০৬
তোমা হৈতে কে নয় বা সুখী?
পাতাল হতে আসিবে বাসুকী,
সুসজ্জা করিয়া ভার্য্যা-সঙ্গে।
ইন্দ্র আসিবে ঐরাবতে,
সাজিয়ে ভার্য্যা নানা মতে,
মণিময় ভূষণ দিয়ে অঙ্গে॥ ১০৭

হংসোপরে ব্রহ্মাণী, সজ্জায় আসিবে সম্মানী,
বিধিমতে সাজায়ে দিবেন বিধি।
বলদে ব'সে যাব তথা, হংসমধ্যে বক যথা,
বলি তোমার লজ্জা থাকে যদি ॥ ১০৮
তুমিত সদা নিঃশঙ্ক, হাতে নাই দুটী বাই শঙ্খ,
কেমন ক'রে লোকের কাছে দাঁড়াই!
পতি বড় ভাগ্যবন্ত, এক বস্ত্র শত গ্রন্থ,
দিয়ে পরেছি বছর দুই আড়াই ॥ ১০৯
আবার সদা বল সদানন্দ!
গৌরী! তোমার পথ মন্দ,
জলে অঙ্গ,—বলি জলে ডুবি।
কপালেতে আগুন জেলে,
আপনি হয়েছ পোড়াকপালে,
তা কেন দেখ না মনে ভাবি? ১১০
চাই রাগে পাষাণ ভাঙ্গতে শিরে,
প্রতিবাদী হয় প্রতিবাসীরে,
ধবে তারা, তবে করিব কি?
বলে, ভাং খায় ধুতুরা খায়,
ওর কথা তোর গায় মাখায়,
কাজ কি বাছা! হেমন্তের ঝি। ১১১
জানি হে জানি শূলপাণি!
তোমার গুণ কেবল আমিই জানি,
আর কে জানে ত্রিভুবনমধ্যে।
যাকে ল'য়ে যে ঘর করে,
তার পরিচয় তার করে,
প্রকাশ ক'রে দিতে পারি বিদ্যে ॥ ১১২
আবার সদাই আমাকে দেও আশা,
পুরুষের হয় দশ দশা,
চিরদিন সমান থাকে নাকি?
কৈওনা ও সব ভুও কথা,
রসহীনের রসিকতা,
কৌষিকী * ও সুখে হয় না সুখী ॥ ১১৩
অনায়াসে কও অনাসৃষ্টি,
সৃষ্টির যখন ছিল না সৃষ্টি,
তব ঘরে এই দিগ্‌বাসার বাসা!
গেল সত্য ত্রেতা দ্বাপর, হবে সুখ তার পর,
ভাব একি হে অসম্ভব আশা ॥ ১১৪

* কৌষিকী—অম্বিকার নামান্তর।

আহা মরি কি দুর্দ্দশা,
প্রবীণ দশার কি হবে দশা?
আবার কি আমার কালে সুখ হবে?
হলো নব্য বয়সে লভ্য ভারি,
ত্রিকাল ঘুচিয়ে ত্রিপুরারি,
পাকিয়ে দাড়ি জাঁকিয়ে ঘর দিবে ॥ ১১৫

* * *

সিন্ধুভৈরবী—যৎ।

কোন্ কালে আর হ'বে সঙ্গতি,
চিরকাল এই গতি,
আর কি মোর কালে সুখ হবে,
কাল ঘরে যাব পতি হে।
ভেবে অঙ্গ কালি আমার,
কালকূট পতির আহার,
কালফণী অঙ্গে হার,
ইথে বাঁচে কি সতী হে ॥ (৫)

* * *

গৌরী করেন যে সব উক্ত, শঙ্কর সঙ্কট-যুক্ত,
কহেন শুন হে রাজবালা!
প্রিয়বাদিনী হইলে ভার্য্যে, ঘর-কন্না সৌন্দর্য্যে,
করা যায়,—নৈলে বড় জ্বালা ॥ ১১৬
কি দিবে প্রকাশ ক'রে বিদ্যা?
তুমিত সেই মহাবিদ্যা,
সত্য নিত্য—সকলি জানেন যিনি।
বল কি ওয়াব আছে কি গুণ?
তুমি কি জান আমার গুণ,
আমিও তোমার গুণ ভাল জানি ॥ ১১৭
শক্তি হে। তোমার বাণী,
শক্তিশেল অধিক জানি,
শক্তি হয় না তিষ্ঠি আমি অত্র।
শুন শুন হে মহামায়া! তব প্রতি গেছে মায়া
বালকদুটির মায়া মাত্র ॥ ১১৮
সংপ্রতি এক নিমন্ত্রণ, ক'রে দিচ্ছে তন্ন তন্ন,
অন্নদা! অন্যায় শিখাও কারে?
সকলেরি কি হয় ধন? যার যেমন আরাধন।
তা ব'লে কেহ কি আহার বাভার ছাড়ে?
বিশেষ গুরুর পত্র, না গেলে তন্ত্র পরমার্থ,
কিছুমাত্র থাকে না আমার।

কর যাত্রা যাত্রাকালে, দুঃখ আর দিওনা কালে,
করোনা কালি! কাল বিলম্ব আর ॥ ১২০
তোমার বুঝিবার ভ্রম, কোথা আমাদের অসম্ভ্রম,
আমারি গণেশ অগ্রে পূজ্য।
তদন্তে পূজি শঙ্করে, যাগ যজ্ঞ জগতে করে,
মান ল'য়ে কাজ, ধনেতে কি কার্য্য? ১২১
শক্তি! তোমায় কে না মানে,
শক্তি ছাড়া কে বাঁচে প্রাণে?
অবিরত রও অভিমান কিসে?
তবে কিঞ্চিৎ অর্থযোগ,
করিতে নারি যোগাযোগ,
অলঙ্কার পাও না মোর পাশে। ১২২
ধন্য পুরন্দর-ভার্য্যো, এনেছেন নানা ঐশ্বর্য্যো,
তুমি কি আমায় দিতে বল তাই?
পরের দেখে কর শোক, তুমিত বড় হিংসক,
ছি ছি! ও সব আবশ্যক নাই ॥ ১২৩
সব অদৃষ্ট কি সমান হয়? কারু হয় লক্ষ্মী হয়,
কেউ বা নিরাশ্রয় নিরানন্দে।
বিনয় যেমন যার, তার তেমন ঘর দ্বার,
তাদৃশ করিবে,—নাই নিন্দে ॥ ১২৪
কেহ শ্রাদ্ধ করে মরে, কেহ করে দানসাগরে,
কেহ সারে তিলকাঞ্চনে।
যাকে যার অর্থ কড়ি, দিবা হেতে ফলের ছড়ি,
কেউ মরে বর-বাসনে ॥ ১২৫
কেহ বা কারি প্রচুর, করে দান টাকা মোহর,
কেহ কেহ দেয় মুষ্টি ভিক্ষা।
কেহ খায় জিলিপি খাজা, কেহ খায় চাল-ভাজা,
পেলে হয় পিত্তি-রক্ষা ॥ ১২৬
কেহ বা সঙ্কটে পড়ি, ফাঁড়া কাটে মন্ত্র পড়ি,
কেহ তরে নানা ধন-বিতরণে।
কেহ বা বিপাকে প'ড়ে, সত্যপীরে ভক্তি করে,
ন-কড়ার শিন্নি দিব মানে ॥ ১২৭
কেহ বা সৌভাগ্যবতী,
কাণবালা সোণার সীঁথি,—
গহনায় সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকে।
কেহ বা প্রাণপণ ক'রে,
পিত্তলের গহনা কিনে পরে,
কি করিবে কষ্টে আটই রাখে ॥ ১২৮

তখন মহাদেব—পার্ব্বতীকে বলিতেছেন, অতএব তোমার যদ্যপি অলঙ্কারের খেদ থাকে, তবে আমার যথাশক্তি কিঞ্চিৎ লও,—

* * *

খাম্বাজ—যৎ।

লও হে শক্তি! যথাশক্তি
দিলাম কণ্ঠে হাড়মালা।
তবু যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞে দুর্গে!
যোগ্য নয় যাব না বলা ॥
অনেক দিনের ইষ্ট মনে, যাব ইষ্ট-দরশনে,
হলো বিঘ্ন করে, বিঘ্নহরের জননি!
দিওনা জ্বালা।
কপালে নাই অশ্ব করী,
বস করি উপরে উমা করি,
আমার কি সাধ, শঙ্করি!
বৃষবাহন করি চলা।
বিধি কিঞ্চিৎ দিতো হাতে,
তবে তোমায় বিধিমতে,
দিয়ে মণিময় আভরণ অঙ্গে,
সাজাতাম হে রাজবালা! (ছ)

* * *

শ্রীকৃষ্ণের যজ্ঞে নানাদেশবাসীর আগমন।

বিপদভঞ্জিনী-সঙ্গে, বিবাদ ভঞ্জিয়া রঙ্গে,
যজ্ঞে যাত্রা করিলেন হর।
ল'য়ে গোবিন্দের আদেশ, নিমন্ত্রিতে নানা দেশ,
ভ্রমণ করেন মুনিবর ॥ ১২৯
করেন জগৎ রাষ্ট্র, কি মগধ কি সৌরাষ্ট্র,
বিরাট পাঞ্চালে চলে বার্ত্তা।
যেতে চিন্তামণি-পুরে, মুনি কন মণিপুরে,
অমনি করিল সবে যাত্রা ॥ ১৩০
হরি-যজ্ঞ সমাচার, দেন যথা হরিদ্বার,
হরিষে গমন সবে করে।
নিবিড় অরণ্যবাসী, কলিঙ্গ দ্রাবিড় কাশী,
প্রয়াগ-নিবাসী বাস ছাড়ে ॥ ১৩১

স্থানেতে দিয়ে ভঙ্গ, চলিল উৎকল বঙ্গ,
গৌড়রাজ্য নবদ্বীপ আদি।
শুনে ধ্বনি সবে উদাসী, সুরধুনী-তীর-বাসী,
সবে যায় পাইব ব'লে নিধি॥ ১৩২
বীরভূমে সব বামুন জুটে,
পরামর্শ করিছে ঘাটে,
বলে, ভাই! চলিবার কর ধার্য্য।
বৃন্দাবনের নন্দের ছেলে,
ভারি সম্পদ ভারি-কপালে,
দ্বারকায় পেয়েছে সোণার রাজ্য॥ ১৩৩
সর্ব্বাংশে পুরুষ যোগ্য,
কুরুক্ষেত্রে করিবেন যজ্ঞ,
নিমন্ত্রণ গিয়াছে নাগাদ লঙ্কা।
কর্ম্ম শুনিলাম হদ্দ, কাঙ্গালিদের বরাদ্দ,
ফি ফি জন এক এক শত তঙ্কা॥ ১৩৪
সবে যাচ্ছে রবাহুত, যে যাবে সে পাবে বহুত,
বহু দূর,—যাই কি না-যাই ভাবি।
ঘোষালের পো কোথা বামা!
দেখ্ দেখি কি করেন শ্যামা,
মাণকে মামা! কি বলিস্ গো যাবি? ১৩৫
কোথা গেলি রে সাতকড়ে!
শীঘ্র নেরে সাইত ক'রে,
বাঁধা ছাঁদা রেতের মধ্যে চুকো।
বেরুবো রাত্রি থা'কতে ভোর,
খোলের ভিতর থালিটে পোর,
নে কয়লা চকমকী আর হুঁকো॥ ১৩৬
পীঠে বুচকী হাতে হুঁকো,
অমনি হ'লো পশ্চিমমুখো,
বৈদ্যনাথের বনের কাছে গিয়ে।
কারু কারু হয় না মত,
বলে,—ভাই! সে অনেক পথ,
বহ্বারম্ভে হয় বা লঘু ক্রিয়ে॥ ১৩৭
কথা শুনে হচ্ছি ভীতু,
পথে কেবল বিকয় ছাতু,
তা হ'লে তো আমাদের চলে না।
না জেনে শুনে পথে চল্‌লি,
শুনেছি বড় কুপল্লী,
কোনও গাঁয়ে গুড়-মুড়ি মেলে না॥১৩৮
কি দিবে নাই লেখা যোখা,
যাওয়া হচ্ছে কপালঠোকা,
শয়েক দেড় শ আশা করেছি বড়।
পথ চারি মাস কাল মরিব হেঁটে,
দেবে পাছে পয়সা বেঁটে,
এইখানে তার বিবেচনা কর॥ ১৩৯
আর একটা ভারি ভয়,
তিলি তামলীর বাড়ী নয়,
ভদ্র লোকে বিদায় করিবে তথা।
আমি বল্‌লাম তখন দেখো,
ভারি মুস্কিল হ'বে ভেকো,
সুধায় যদি সন্ধ্যা গায়ত্রীর কথা॥ ১৪০
একজন জা'নলেই করিব জয়,
কি বলিস্ রে ধনঞ্জয়!
সন্ধ্যা গায়ত্রী জানিস্ খোড়াখুড়ি?
শালকে আর শেওড়াফুলি,—
তোর বাপতো রাম গাঙ্গুলী,
দক্ষিণদেশে থানতো গোড়াগুড়ি॥ ১৪১
রামজয় কয়,—একি জ্বালা!
গায়ত্রী জানে কোন্ শালা?
আমি যেন সবারি মধ্যে চোর।
সবাই মেলে খোঁয়াড়ে ঢুকে,
আমাকে ফেলে কাটগড়া-মুখে,
পয়সা নিয়ে মারিবে বুঝি দৌড়! ১৪২
হেথা, করি দেশ তন্ন তন্ন, মুনি দিয়ে নিমন্ত্রণ,
বৃন্দাবনে করেন গমন।
মগ্ন মন হরিমন্ত্রে, তুলে তান বীণাযন্ত্রে,
শ্রীগোবিন্দ-গুণানুকীর্ত্তন॥ ১৪৩

* * *

মূলতান—কাওয়ালী।

শ্রীকান্ত-শ্রীচরণ ভাব রে মন!
বলি শুন দিন ত অন্ত, কৃতান্ত-আগমন।
এ পসার কেন আর,
সব অসার রে কর সার,—
কেবল ভরসার স্থান যে জন॥
আছ কি ভাবে কি পাবে জ্ঞানহারা!
নিদানে কি ধন দারাসুত যারা,
মুদিলে তারা কে তারা তখন!

না রেখে পার্থ-সারথি*-পদে রতি,
ব্যর্থ দিন তোর অতি গত দাশরথি,
দেখ না,—মম শিয়রে শমন ॥ (জ)

* * *

নন্দ ও যশোদাকে নিমন্ত্রণ করিতে নারদের আগমন।

যার ইচ্ছাতে সৃষ্টি হয়, বীণা সেই নাম লয়,
উপনীত নন্দালয় হইয়ে আনন্দ।
দেখেন নন্দনের শোকে নন্দ,নিরবধি নিরানন্দ,
রহিত হ'য়েছে স্পন্দ, যুগল আঁখি অন্ধ ॥
মুনি কন দিয়ে পত্র, কালোরূপ করুণনেত্র,
কৃষ্ণ তোমার কুরুক্ষেত্র,ওহে নন্দ ভূপতি!
জীর্ণ তনু যার লেগে, গমন করহ বেগে,
প্রাপ্ত হবে নিরুদ্বেগে, প্রাণ-পুত্র শ্রীপতি ॥১৪৫
সে স্থানে হ'য়ে বিদায়, বাঁচাইতে বিচ্ছেদ-দায়,
দেন বার্ত্তা যশোদায়, কহেন মুনি যতনে।
যার লাগি অতি কাতর,মা! তোর মাখন-চোর,
শতবর্ষ অগোচর, আজ পাবে সে রতনে ॥ ১৪৬
হৃৎসুত ত্রিতাপবারী, গোকুল আদি সবারি,
শোকাগ্নিতে দিলেন বারি,
কি ফল আর রোদনে?
ত্বরায় যাউন নন্দরায়, মা! তুমি চল ত্বরায়,
আর কেঁদ না উভরায়, কৃষ্ণ ব'লে বদনে ॥১৪৭
পুত্র-আগমন প্রভাসে, মধুমাখা মুনির ভাষে,
যুগল নয়ন জলে ভাসে, বলে নন্দ-রমণী।
আমার দূর হ'বে কি দুরদৃষ্ট?
ইষ্ট কি পূরাবেন ইষ্ট?
আর কি মোর প্রাণকৃষ্ণ,
দিবে আমায় হে মুনি! ১৪৮

* * *

সিন্ধু-ভৈরবী—যৎ।

সবে ধন সাধনের ধন, কৃষ্ণধন তপোধন
আর পাব কি তায়?
ক'রে গেছে প্রাণ-গোবিন্দ
অন্ধ নন্দ-যশোদায় ॥
অপুত্রিণী ছিলাম ভাল, সন্তানে সন্তাপ হ'লো,
কি মায়া বাড়ালে কৃষ্ণ,মা বলে দুঃখিনী মায়;—
না হেরে গোপাল-মুখ, গো-পাল সব ঊর্দ্ধমুখ,
বনে কাঁদে পশু পক্ষ,
ব্রজে শিশুগণ পড়ি ধুলায় ॥ (ঝ)

* * *

সিন্ধুকূলে কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু অবতীর্ণ।
ঘরে ঘরে কন মুনি দিয়া নিমন্ত্রণ ॥ ১৪৯
ব্রজের দুর্গতি হরিবার অভিলাষী।
হরি বাব দিয়াছেন কুরুক্ষেত্রে আসি ॥ ১৫০
মুনি-মুখে শুনি চিন্তামণির সমাচার।
শবাকার দেহে প্রাণ প্রাপ্ত সবাকার ॥ ১৫১
শুষ্ক বৃক্ষ পল্লবে* দুর্লভ বাক্য শুনি।
নীরব কোকিলের ধ্বনি শুনি কৃষ্ণ ধ্বনি ॥ ১৫২
রাজীবলোচন কৃষ্ণ আসিবেন ব'লে।
শুষ্ক ছিল রাজীব, সজীব হৈল জলে ॥ ১৫৩
প্রকাশে কুসুমগণ বৃন্দাবন-বনে।
অশোক কিংশুক শোক-নাশক-বচনে ॥ ১৫৪
সুকোমল শব্দে সুখযুক্ত শুকসারী।
সুরভী সুরব শুনে, উঠে সারি সারি ॥ ১৫৫
মঙ্গল শুনিয়া মধুমঙ্গলাদি যত।
গোপাল-বালক সব পুলক-বিহিত ॥ ১৫৬
কেশব কেশব শব্দে উৎসব গোকুলে।
ললিতে বলিতে যায় সঙ্গিনী সকলে ॥১৫৭
আবার! বিচিত্র বাণী কি শুনি গো চিত্রে!
প্রাণ-কৃষ্ণ দান করিতেছেন কুরুক্ষেত্রে ॥ ১৫৮
দান দৈন্যে অদৈন্য করিতেছেন অর্থ দিয়ে।
হয়েছেন কল্পতরু সঙ্কল্প করিয়ে ॥ ১৫৯
চল আমরা কৃষ্ণ-কল্পতরুমূলে যাই।
বিচ্ছেদ-বিদায় ভিক্ষা চরণে গিয়া চাই ॥ ১৬০
নারদ এসে নন্দ-বাসে দিয়ে গেল পত্র।
প্রভাতে প্রভাসতীর্থে যায় গোপমাত্র ॥ ১৬১
এই কথা বলিয়া যথা বৃষভানু-কন্যা।
চৈতন্যরূপিণী কুঞ্জে আছেন অচৈতন্যা ॥ ১৬২
ললিতা স্খলিত-বস্ত্র গলিত-নয়নে।
চঞ্চলা জিনিয়া যান চঞ্চল-চরণে ॥ ১৬৩

---

* পার্থ-সারথি—অর্জ্জুনের সারথি শ্রীকৃষ্ণ।

* পল্লবে—পল্লবিত হয়।

কৃষ্ণমনোমোহিনী! তোমার কৃষ্ণ এলো ব'লে।
যুগল পদ ধরিয়ে ধরণী হৈতে তোলে॥ ১৬৪

* * *

সিন্ধুভৈরবী—যৎ।

এসো গো রাই রাজকুমারি!
ভেসোনা আর নয়ন-জলে।
সাধে বিধি দিলেন জল,
তোমার চিন্তামণির চিন্তানলে॥
ব'লে গেলেন মুনিবর,
ত্যজ ধুলায় লুণ্ঠিত কলেবর
রাধে! অম্বর সম্বর, পীতাম্বর প্রাণ পেলে।
কুদিন আজ হরিলেন হরি,
শীঘ্র গমন কর প্যারি।
এলেন কুরুবংশ-ধ্বংসকারী,
কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ-স্থলে।
একে বিচ্ছেদ-উন্মাদিনী,
তাতে বিবাদিনী ননদিনী,
সদা ভাবছো গো—রাই বিনোদিনী।
গোকুলে অকূলে;—
অন্তরে বুঝিলাম অন্ত,
শ্রীদামের শাপ হলে অন্ত,
তুমি পাবে নিজ কান্ত
চল রাই! নিশান্ত ব'লে। (প্র।

* * *

কর্ণে শুনি কৃষ্ণ-ধ্বনি, অমনি উঠিল ধনী,
বলেন, আহা কি শুনালি সই গো
ক'রে সাবন ভক্তিনাব,
পেয়েছিলাম অমূল্য নিধি,
কৈ সে আমার প্রাণ-কৃষ্ণ কৈ গো? ১৬৫
ললিতে বলে কুরুক্ষেত্রে,
শুনি ধ্বনি—ধারা-নেত্রে,
উথলিয়া উঠে শোকনদী।
দাঁড়া তবে গো চন্দ্রাবলি!
কাল-ননদীর কাছে বলি,
সে যে আমার কৃষ্ণ-প্রেমের বাদী। ১৬৬

*

আমার ননদী কেমন?—

শরীরের শত্রু কাসরোগ,
যেমন জীর্ণ করে বপু।
ভজনের শত্রু কাম ক্রোধ ইত্যাদি যেমন রিপু।
দাতার শত্রু কুমন্ত্রী, কর্ম্মে দেয় পাক।
কুলের শত্রু কুপুত্র, চুলের শত্রু টাক॥ ১৬৮
গৃহীর শত্রু চোর যেমন, বিষয় করে হানি।
চোরের শত্রু চৌকিদার, ছেলের শত্রু জানি॥
প্রজার শত্রু শোষক রাজা, নাশক পদে পদে
রোগীর শত্রু হাতুড়ে বৈদ্য,
বস দিয়া প্রাণ বধে॥ ১৭০

* * *

কুটিলার নিকট শ্রীরাধিকার প্রভাস
গমন-জন্য অনুমতি প্রার্থনা।

কুটিলের নিকটে ধীরা, কহেন সবে সকাতর,
ননদি গো! তোমার অপেক্ষা।
তবে যাব বিনিশ্চয়, আমারে যদি অভয়, —
দেও তবে কিঞ্চিৎ করি ভিক্ষা॥ ১৭১
হলে তব অনুমতি, যাব তবে শীঘ্র গতি
নিকটে এলেন শ্যামরায়
না কহিও বিষ-বিষ,*
যদি দেখতে চাও দাসী দিন
... সেবা তব তোর পায়॥ ১৭২
দিয়াছ বহু দুঃখ শোক,
আর দেওয়া কি আবশ্যক?
প্রকোপ সে কোপ ছাড় মোরে।
এনেছ ঘরে যে অবধি, নিরবধি প্রাণ বধি,
রেখেছ অপরাধী রাধিকারে॥ ১৭৩
অন্তরেতে দিয়ে কালি, করেছ কালি চিরকালি,
কালিয়-দর্পহারি-অপবাদে।
সব করেছি জল-সয়,সয়েছি জ্বালা আর না সয়,
আর যেন দিওনা দুঃখ হৃদে॥ ১৭৪

* * *

---

* না কহিয়ে বিষ বিষ - বাক্য জ্বালা না দিয়।

আলিয়া—যৎ।

চরণ ধরি তোমার,
ননদি! দুঃখের নদী কর পার।
দেখে আসি কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ ধন আমার॥
শ্যাম প্রতি যে রাগ তোমার,
সংপ্রতি আজি ক্ষমা কর,
আমা প্রতি করুণ নয়ন ফিরাও একবার।
শ্যাম বিনে দগ্ধ অন্তর, শত বৎসর স্বতন্তর,
কথান্তর আর কেন গো তার,—
দেখাও যদি ব্রজের জীবন,
এ দুঃখ সব হবে জীবন,
নতুবা আজি যাবে জীবন,জীবনে রাধার॥(ট)

* * *

কুটিলার কৃষ্ণ-নিন্দা।

কুটিলে বলে ঘুরায়ে আঁখি,
থাক্ থাক্ লো! দাদাকে ডাকি,
বাধালি লেটা—ঘটা ক'রে শেষকালে!
ঘটাবি একটা দুর্য্যোগ, তারি কচ্ছিস্ উদ্যোগ,
যোগ করেছিস্ আবার সবাই মেলে॥ ১৭৫
আছিস ধরা-শয়নে পড়ে বাসে,
শত বৎসর উপবাসে,
কেমন কঠিন তোর প্রাণী।
অস্থি-চর্ম্ম-দেহ মলিনে,
কি আশ্চর্য্য তবু মলি নে,
অদ্যাপি তোর 'কালা কালা' বাণী॥ ১৭৬
পরপুরুষ তো অনেকে ভজে,
চিরকাল নয় আবার ত্যজে,
অঙ্গ বঙ্গে আছে তো অনেক লোক লো!
অনেকের তো ভাঙ্গে কুরীত,
বাপ রে বাপ এ কি বিপরীত!
সামলাতে পারলিনে শ্যামের শোক লো! ১৭৭
কি চক্ষে দেখেছিস্ তাকে,
পোড়া-কপালে ধড়া-পরাকে,
রূপ আছে কি গুণ আছে তার লো!
মাথায় ক'রে বয় বাধা,
কোন্ ঠাঁই তার ভালো, রাধা!
তিন ঠাঁই শরীরে বাঁকা যার লো! ১৭৮

কিরূপ নন্দের কৃষ্ণ, ছোঁড়া যেন পোড়া-কাষ্ঠ,
অপকৃষ্ট কর্ম্ম, চরায় গাই লো!
মাথায় চূড়া করে পাঁচনি, নির্গুণের চূড়ামণি,
কালার পেটে কালির অক্ষর নাই লো!
বলিতে কথা ঘৃণা করে,
চুরি ক'রে খায় লোকের ঘরে,
বারো বৎসর বয়েসে এমন লো!
গোকুলের গোপকে দিয়া কষ্ট,
কত করেছে ভাঁড় নষ্ট,
উচ্ছিষ্ট করে দেবের অগ্রভাগ লো! ১৮০
মানে না মান্য লোকের মানা,
কদম গাছে ক'রে থানা,
জন্ম-জ্বালা—জল আনতে জানিলো।
ছুঁয়ে অঙ্গ সর্ব্বনেশে, সতীর সতীত্ব নাশে,
নন্দের ভয়ে কেউ বলে না বাণী লো!
স্ত্রী-হত্যে গো-হত্যে, কিছু ভয় করেনা মর্ত্ত্যে,
বৎসাসুর পুতনা মাগীকে মারে।
হ'য়ে কপট মেয়ে যমুনার ঘাটে,
অবলা মেয়ের পসরা লোটে,
মথুরার হাট বন্ধ করে॥ ১৮২
ঘর-জ্বালানে ঘর-মজানে, কুমন্ত্র কুতন্ত্র জানে,
ল'য়ে যায় নির্জ্জন নিবিড় বনে।
ছিদ্র ক'রে বাঁশের পাবে,ফুঁ দিয়ে মজিয়ে তাবে,
কুলবতীকে কুল মজাতে টানে॥ ১৮৩
মর মর তোর গঙ্গায় দড়ি,
তারি জন্যে দৌড়াদৌড়ি,
ক্ষেপলি এ জন্ম ক্ষ্যাপালি—ক্ষেপালি লো।
আবার, চাইতে এলি অনুমতি,
আরে মলো! কি দুর্ম্মতি,
আমায় বুঝি ঘটকালীর ভার দিলি লো! ১৮৪
তবে আমিও তোদের সঙ্গী হই,
শ্যাম-কলঙ্কের বোঝা বই,
যোগে-যাগে ফিরি তোদের পাছে লো!
দাদার মন হ'তে যাই,নন্দের বেটার গুণ গাই,
কত বা কপালে লেখা আছে লো! ১৮৫
জড়াতে পারিলে আমাকে শুদ্ধ,
তবেই হয় অঙ্গ শুদ্ধ,
শত্রু গেলে শ্যাম-কলঙ্ক ঢাকে লো!

স্বার্থে ডুবিল শ্যাম-সাগরে,
বুন ভাইতে ঝাঁপ দিলে পরে,
আয়ান দাদার মুখটা বড়
থাকে লো ! ১৮৬
ওলো পোড়ামুখি ! তাই কই,
তেমন মায়ের মেয়ে নই,
বাঁশী শুনে ভাসিব কুল ভাসিয়ে।
কালার কথা বিষ-বর্ষণ,
যে করে তার মুখ দর্শন
করি না—প্রতিজ্ঞা, মায়ে ঝিয়ে ॥১৮৭
সতী লক্ষ্মীর পেটের ছেলে,
কভু চলিনে মন্দ চেলে,
তোদের কাছে দাঁড়াতে মরি ত্রাসে।
তোদের বাতাস লাগ্‌লে গায়,
কলঙ্কিনী হ'তে হয়,
সঙ্গদোষে সৎগুণ যে নাশে। ১৮৮
সে কালে তোর ছিল রীতি,
সঙ্গোপনে শ্যাম-পিরীতি,
ধর্‌লে ভয়ে হ'তিস জড়সড়।
আজ্ঞা নিতে এলি মোর,
ব'লে ক'য়ে ডাকাতি তোর !
ইদানি তোর বুক বেড়েছে বড় ॥ ১৮৯
ব্যস্ত হ'য়ে রাধিকা কন, এ সব কথা উত্থাপন,
তোমার কাছে বুঝিবার ফেরে।
তুমি যে অনুমতি করে,
দেখতে আমার প্রাণ-মাধবে,
সাপের মুখে সুধা কি কখন ক্ষরে ? ১৯০
আমি চললাম দেখ্‌তে কালা,
তোমায় বলা ধর্ম্ম পালা,
অনুমতি চেয়েছি ননদি !
ব'লে যান চ'লে রাই, সঙ্গিনী সঙ্গে বড়াই,
ললিতে বিশাখা বৃন্দে আদি ॥ ১৯১
কুটিলে কয় ক্রোধে জ্বলি,
থাক্ থাক্ লো মাকে বলি,
দেখি তুই কেমন ক'রে যাবি লো !
হবে না কুরুক্ষেত্রে যেতে,
হয়তো আমাদেরি হাতে,
ঘরে ব'সে আজি কৃষ্ণ পাবি লো ! ১৯২

দ্রুত গিয়ে বলিছে মায়,
ওমা ! করিস্ কি দেখ্‌সে আয়,
রহিল কোথা সে আয়ান দাদা ?
ইচ্ছে হয় মোরা হই খুন,
শুনেছিস্ তোর বধূর গুণ,
সেই আগুন জ্বেলেছে আবার রাধা ? ১৯৩

* * *

খাম্বাজ—আড়খেম্‌টা।

আই আই আই কি কর্‌লে মা !
তোর বউ রাধিকে এ ঘর কর্‌লে না।
হলো জ্বালা, এলো কালা,
কালামুখী কালার পিরীত ভুল্‌লে না ॥
নন্দের বেটা সেই গোপালে,
আবার আসবে নাকি এ গোকুলে,
কালা,ছারকপালে দাদার কুলে,
কালী দিতে ছাড়্‌লে না ॥ (ঐ)

* * *

একত্রে যুটলো ছায় মায়,
যেমন উল্টা বাতাস উজান নায়,
নাচা ভার তার তরঙ্গে।
কালাপাহাড় আর অজামিলে,
জ্বরের সঙ্গে যুটিলে পিলে,
ভরণীযোগা অমাবস্যার সঙ্গে ॥ ১৯৪
ভাঙ্গা ঢোল তালকাণা যন্ত্রী,
শনি রাজা কুজ মন্ত্রী,
দুই জন সুজনের চূড়।
ছুটিল বাতাস মাঘের হিমে,
মাথামাথি মাখালে* নিমে,
আদার সঙ্গে গোলমরিচের গুঁড় ॥ ১৯৫

* * *

জটিলা,—বড়াইকে ভর্ৎসনা করিতেছে।

জটিলে শুনে কুটিলের মুখে,
ধেয়ে যায় দক্ষিণমুখে,
বড়ায়ের সম্মুখে, মুখ নেড়ে কয় কত।

---

* মাখালে—মাখাল ফলে।

বড় দেখি যে বাড়াবাড়ি,
দাঁড়া দেখি লো বড়াই বুড়ি!
মুরদ হবে না আড়াই বুড়ি,
সাহস কেন তোর এত? ১৯৬
কত কাল তোর পাইনে সাড়া,
ভেবেছিলাম পাপ হলো ছাড়া,
পোড়াকপালি! আবার এ পাড়া,
কবে সাঁধালি বল্ না লো।
ক্ষেপা-নারদের কথায় ক্ষেপে,
চল্‌লি নিয়ে চেপে চুপে,
বউকে আমার কোনরূপে,
করিতে দিল্ না ঘর লো! ১৯৭
তুইতো ক'রে ঘটকালী,
দিলি আমার কুলে কালি,
ইহার বিচার করেন কালী, তবে দুঃখ যায় লো!
ব'লে কেবল লোক জাগাব,
ফেলে আকাশে থুতু গায় লাগাব,
তোর জ্বালাতে কোথায় যাব,
হায় হায় হায় লো! ১৯৮
আমি তোকে জন্মে জানি,
বৃন্দাবনে ঢাকবাজানি,
কেবল পরের ঘর-মজানি, চিরকাল স্বভাব লো
বাল্যকালে ঘোম্‌টা খুলে,
কালি দিয়েছিস্ শ্বশুরকুলে,
পাকিয়ে বেণী পাকা চুলে,
অদ্যাপি এ ভাব লো! ১৯৯
কালি হলো নন্দতনয়,
তার সঙ্গে তোর এত প্রণয়?
বয়স তার তো কিছু নয়,
বৎসর আট নয় দশ লো।
কীর্ত্তি মেনে রাখ্‌লি ভাল,
ঘৃণার কথা আমায় বলা,
দুধের ছেলে চিকণ কালা,
তাকে নিয়ে তোর রস লো! ২০০
তোর রঙ্গ দেখে দেখে,
রেখেছি উম্মা গায় মেখে,
অবলা বধূকে দুবেলা ডেকে,
নিবিড় বনে যাস্ লো!
অবলা কি জানে ছিদ্র, কোথা কৃষ্ণ বলভদ্র,
পোড়ামুখি! ধ'রে ভদ্র,
তুই গিয়ে ঘটাস্ লো! ২০১
তোর পোড়া কাবে জানাই,
ঘরে এনে দিয়ে কানাই,
তিনে নাই তেরোতে নাই,
ফাঁকে ফাঁকে থাকিস্ লো।
পোড়ালি খুব লো পুরাণো মাগি!
সে-কেলে তে-কেলে মাগি!
বে-আক্কিলে হতভাগি! তুই চক্ষের বিষ লো!
বয়েস হলো নিরেনব্বুই,
মরতে হ'বে আজি কালি বই,
পাপের বোঝা কেন বই,
মনে করতে নাই লো!
গয়া গঙ্গা গুরু গোবিন্দ,
মুখে নাই তোর ও সম্বন্ধ,
কেবল পরের ক'রিস্ মন্দ,
পরকালে দিস্ ছাই লো॥ ২০৩
যত অবলা—মায়ের ঝি, ধর্ম্মপথের জানে কি?
তুই তো ক'রে কলঙ্কী,
ঢোল বাজায়ে দিলি লো।
বেটা ছেলে নন্দের বেটা,
তাকেই বা দোষ দিবে কেটা?
তুই মাগি! এর যত লেটা,
কপাল খেতে ছিলি লো॥ ২০৪

* * *

বড়াইয়ের উত্তর।

তখন, মনোদুঃখে বড়াই বলে,
বড়াই যে বলিস্ বুকের বলে,
চক্ষে চক্ষে ঘর করতে হ'লে,
এত ক'রে কেউ কয় না।
গেল গেল মোর জাঁক গুমর,
হাজার ঘাট্ তোর চরণে মোর,
ক্ষমা কর জটিলে! তোর,
মুখ-নাড়া আর সয় না॥ ২০৫
আপনার কড়ি আপনি খাই,
দীনবন্ধুর গুণ গাই,
দুটি চক্ষের মাথা খাই, কারু মন্দে থাকিনে।

কি বলিস্ তুই একযাই,
কোন্ অভাগীর ঘর মজাই ?
একলা শ্যামকে দেখ্‌তে যাই,
আমি তো কারুকে ডাকিনে ॥ ২০৬
গোকুলে লোক সকলে কাণা,
তোর বধূর গুণ কেউ জানে না,
ঢাকে-ঢোলে দিয়ে কাঁসিতে মানা,
মন্দ কেবল আমি লো।
কাঙ্গাল দেখে যাইস কতই ক'য়ে,
বুড়ী তেঁই থাকি সয়ে,
হরি থাকেন তো আমার হ'য়ে,
বিচার করিবেন তিনি লো ! ২০৭
ঘরে নন্দের বেটা শ্যাম এলে,
রাখ্‌তে নারিস্ ঘর সাম্‌লে,
ঘর না বুঝে পরকে মেলে,
মন্দ হয় পাছে লো !
বিনা দোষে মোরে মজাবি,
রসাতলে আপনি যাবি,
ভাল-বাসার মাথা খাবি,
মাথায় ধর্ম্ম আছে লো ! ২০৮
ধরলি কি দোষ কর্‌লি ভুল,
ছায় মায় কি একটী ভুল,
সেয়াকুলে জড়িয়ে চুল,
ঝগড়া তোর জানি লো।
কারু কাঁচা এলে দিই না পা,
একি পাপ বাপ রে মা !
মা লক্ষ্মী ! কর ক্ষমা,
তোদিকে হারি মানি লো ! ২০৯
আই আই মা কি অদৃষ্ট,কেন হ'লো পাপ-দৃষ্ট,
কোথা দেখ্‌তে যাচ্ছি কৃষ্ণ,
শত বৎসর পরে লো !
শ্যাম দেখা নাই ভাগ্যে লেখা,
যেন রাবণের বোন শূর্পণখা,
এমন সময় দিয়া দেখা,
যাত্রা ভঙ্গ করে লো ! ২১০
নন্দের বেটার বয়স অল্প,তার প্রেমে মন সঙ্কল্প,
হেসে হেসে তাই করিস্ গল্প,
মোর কি বয়েস ভারি লো !

যখন ছিল না সৃষ্টি মাত্র, জলে ভাসে বটপত্র,
শয়নে ছিলেন তত্র, সেই বংশীধারী লো ! ২১১
দেখে ক্ষুদ্র কাল ছেলেটী,
মাথায় চূড়া পরণে ধটী,
আশু জ্ঞান হয় অতি শিশুটী,
অন্ত কেবা পায় লো !
তিন পা ভূমির কথা শুনে,
বালক বামুন বুঝে বামনে,
বলি বদ্ধ হৈয়া দানে, পাতাল-পুরে যায় লো !
তুই ভাবিস নবযৌবনা, ব্রজ-রমণী যত জনা,
কৃষ্ণ করেন তায় করুণা,
তা নয় তা নয় লো !
যে ভক্তি-যৌবন হৃদয়ে ধরে,
মুক্তি-আলিঙ্গন দেন তাঁরে,
তারে সদাই করুণা করে, নন্দের তনয় লো !
তার নবীনে প্রবীণে নাই, চন্দ্রাবলী কি বড়াই,
সবারি সমান সে কানাই, ভক্তির যুবতী লো
সুধু নয় রমণীর পতি, ভক্তে লেখেন পশুপতি,
প্রজাপতি কি সুরপতি, সকলের পতি লো

* * *

কালেংড়া-বাহার—একতালা।

তাঁরি তো সব এ সম্পত্তি,
হরি তো ভুবনের পতি।
পুণ্যাত্মার পতি হরি, পতিত জনার পতি ॥
নিস্তারণে ভব-বারি,
আবার, করেছেন ত্রিতাপ-বারী,
পতিত-পাবনে পদে কারণ-বারি-উৎপত্তি ॥ (ভ)

* * *

যশোদার প্রতি নন্দরাজ।

শুনিয়ে কৃষ্ণের তত্ত্ব, দূরে গেল কুটিলত্ব,
কুটিলের তবে ক্ষণমাত্রে।
গোপ-গোপিকার সঙ্গে, কৃষ্ণগুণ প্রসঙ্গে,
গমন করিছে কুরুক্ষেত্রে ॥ ২১৩
মগ্ন সুখ-সিন্ধু-নীরে,
চলে রাই ল'য়ে গোপিনীরে,
নীরদ-বরণে নিরীক্ষিতে।

শ্রীগোবিন্দ দরশনে, চলে উপানন্দ স্নানে,
সানন্দ আনন্দ হয়ে চিতে ॥ ২১৬
নিরীক্ষিতে ব্রজরাজে, ব্রজের রাখাল সাজে,
গোবৎসাদি ঊর্দ্ধমুখে ধায়।
[illegible]য়ে, নবনী যশোদা যায়, করে ধরি নন্দরায়,
না দেয় বিদায় যশোদায় ॥ ২১৭
বলে, কোথা যাবি অভাগিনি!
কার শোকে তুই বিবাগিনী?
গেলে তোর জীবন যে যাবে!
ভ্রমেতে হৃদি কাতর, সে নয় তনয় তোর,
[illegible] করিলে কি আসিবে ॥ ২১৮
পরের ধনে করি শোক, ঘুচাস কেন পরলোক?
শোক তোর নাশক হলো রাণ!
সঙ্গে কৃষ্ণ বলরাম, যে[illegible] গেলেন কংসধাম,
শুন, কৃষ্ণ, ব'লেছে যে বাণী ॥ ২১৯
[illegible] বলরাম প্রাণ-গোপাল!
বাঁধাল কংস মহীপাল,
[illegible] তব বিলম্ব কি কারণ?
[illegible] কাঁদে কাতরে,
কালি ব'লে এসেছি তোরে,
[illegible] ব্রজে যশোদার [illegible] ॥ ২২০
[illegible] কৃষ্ণ করেন উক্ত,
কে কার পিতা কে কার পুত্র?
[illegible] তারাতে-পর্ব মাত্র জেনো!
[illegible] উঠেছে ব্রজের অধিকার,
ব'লে কি ফল অধিক আর,
তোমার আর বিলম্ব হেথা কেন? ২২১
তবে যে, কিছু কাল যত্ন ক'রে,
পালন ক'রেছ মোরে,
তার ত করি নাই ধর্ম্মরোধ।
হীন কর্ম্ম আচরণ, ক'রে তব গোচারণ,
সে ঋণ ক'রেছি পরিশোধ ॥ ২২২
কঠিন নাই সম তার, লেশ নাই মমতার,
বজ্রাঘাত আঘাত করেছে।
শুনে সেই বাক্যবাণ, পুরুষের পাষাণ প্রাণ,
অদ্যাপি দেহেতে মোর আছে ॥ ২২৩
তুই যাবি মায়ার ঘোরে, সেরূপ যদি হানে তোরে,
নির্ঘাত আঘাত বাক্যবাণ
সে কি রমণীর প্রাণেতে সয়,
তার কিছু নাহি সংশয়,
তখনি ত্যজিবি তুই প্রাণ ॥ ২২৪

* * *

সিন্ধু-খাম্বাজ—যৎ।

যাস্‌নে রে দুর্ভাগিনি যশোদে!
কৃষ্ণ যে কথা বলেছে আমায়,
শক্তি-শেল আছে হৃদে ॥
গোপাল-চিন্তে দূরে রাখ,
ঘরে গোপাল চিন্তে থাক,
যদি পুত্র হ'তো গোপাল,
তবে কি এত বাদ সাধে?
দেখে চিহ্ন কাঙ্গালিনী,
তোরে চিনিবে না সে চিন্তামণি,
কেবল হায় হায় ক'রে,
[illegible] মরবি ঝরিবে বিষাদে ॥ (চ)

* * *

যশোদা কহেন, নন্দ! চরণে ধরি আমি।
ধরিতে না পারি ধৈর্য্য, ধরো না হে তুমি ॥
মরণ-কারণ অকারণ চিন্তা কি হে!
আমা হইতে তোমার পাষাণ-দেহ নহে ॥ ২২৬
হবে না মরণ নন্দ! নন্দনের শোকে।
বিস্তর দেখেছি তেঙ্গে প্রস্তর মস্তকে ॥ ২২৭
দেখিয়াছি ভুজঙ্গের অঙ্গে ভুজ দিয়ে।
দংশে না ফণীতে তব বনিতে শুনিয়ে ॥ ২২৮
পাব মুক্তি বলি, পাবকেতে সঁপি কায়।
বাঁচিলে পোড়ার অগ্নি মোরে না পোড়ায় ॥ ২২৯
ভবনে হারায়ে কৃষ্ণ জীবনের জীবনে।
জীবন সঁপিতে যাই যমুনা-জীবনে ॥ ২৩০
অঙ্গ নাহি ডুবে মোর সলিল-মাঝারে।
যম নাহি লয় মোরে, যমুনা কি পারে? ২৩১
মৃত্যু-বাসনাতে বাসে উপবাস করি।
বিশ দিন,—বিষ ভোজন তাহায় না মরি ॥ ২৩২

* * *

যশোদার কুরুক্ষেত্র যাত্রা।

তখন বহিত করিয়া মানা, সহিত রোহিণী।
চ'লে যান রাণী বেঁধে অঞ্চলে নবনী ॥ ২৩৩

দেখা দে গোপাল ! প্রাণ-দুলাল ! কোথা ব'লে
চলেন পথে,—নয়ন-পথে অশ্রুধারা গলে ॥ ২৩৪

* * *

ললিত-ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

আয় রে ! গোপাল ! আয় রে !
মাকে দেখা দে রে মাখন-চোরা !
মরি রে নীলমণি রে ! তোর,—
শোকে জননী সকাতরা ॥
কি ছলে গোবিন্দ ! মায়ে
কালি ব'লে গেলি তোরা।
আমার, কেঁদে কেঁদে নয়নের তারা—
গেছে ওরে নয়ন-তারা !—
তারা-আরাধনের নিধি তোরে হয়ে হারা ॥
বাছা, গগনে না উঠিতে ভানু,
চঞ্চল ক্ষুধায় তনু,
অঞ্চলের নিধি মায়ের অঞ্চল-ধরা ;—
ও বিধু-বদন চেয়ে এখন, কে দেয় ক্ষীর নবনী,
কার মাকে মা বলিয়ে পাসরিলি রে নীলমণি !
বাছা ! কে জানে বেদন বিনে জঠরেতে ধরা।
বাছা ! উদিত হ'লে দিন-মণি,
সাজাতাম রে নীলমণি।
ও রূপ-পসরা—সে রূপ যাব কি পাসরা ;—
সাজাতাম তোর ইন্দুবদন অলকা-তিলকে,—
রাধা-নামাঙ্কিত শিখি-পুচ্ছচূড়া মস্তকে,
গলে গুঞ্জামালা কটি-বেড়া পীতধড়া ॥ (৭)

* * *

দ্বারকায় রাজপুরীদ্বারে যশোদা।

গোপাল ! গোপাল ! সদা,
শব্দে রাণী মা যশোদা,
দ্বারকার দ্বার-সন্নিধানে।
যজ্ঞ-স্থলে যদুবর, গণ্য মান্য নৃপবর,
ভিন্ন অন্য কে যাবে সেখানে ॥ ২৩৫
দ্বারে সব কোমরবন্দ, তারা ঘোর প্রতিবন্ধ,
কেঁদে রাণী কয় হ'য়ে কাতরা !
ওরে দ্বারি ! বাঁচা রে,
দেখা আমার প্রাণ-বাছারে,
হবি রে বাছা ! চিরজীবী তোরা ॥ ২৩৬

ঘূর্ণিত করি লোচন, ব'লো না বাছা ! কুবচন
ছিন্ন ভিন্ন তনু মম দেখে।
ব্রজের নন্দ-গোপরমণী,
তোদের হই রাজজননী
দে রে আমার প্রাণ-গোপালকে ডেকে ॥২৩৭
নয়নের অগোচর, হ'লে মোর মাখনচোর
গোপাল ব'লে মরিতাম তখনি !
প্রবঞ্চনা ক'রে মায়,
কালি আসিব ব'লে আমায়
শত বৎসর লুকায়েছে নীলমণি ॥ ২৩৮
ব'লে এলেন তপোধন, কুরুক্ষেত্রে প্রাণধন,
কৃষ্ণ আমার যজ্ঞ না কি করে ?
দেখি বাছাকে সর্ সর্, এই দেখ রে ক্ষীর সর,
এনেছি প্রাণ-গোপালের তরে ॥ ২৩৯
শুনে দ্বারী বল্‌ছে রাগী,দূর হ মাগি হতভাগি !
স্বপন দেখেছিস্ শুয়ে ছেঁড়া চটে।
আঁচল পেতে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে,
ক'রে বেড়াস্ অন্ন-চিন্তে,
চিন্তামণির মা এমনি বটে ! ২৪০
যদুনাথ তোর হলে বেটা,
বাবু পেতো তোর কোন বেটা !
সোণার শয্যায় শুয়ে থাক্‌তিস্ ঘরে।
ভগবান্ ভুবন-ভর্ত্তা, সংসারের বিরাজ-কর্ত্তা,
এত অবিচার তাঁর মা হলে পরে ! ২৪১
নিন্দি গগনের বিধু,
লক্ষ্মী হতেন তোর পুত্রবধূ,
হাজার দাসী খাটিত আজ্ঞা-তলে।
এখন তোকে বল্‌ছি আমি,
ফের করিলে বদ্‌নামি,
তাড়িয়ে দিব ধাক্কা দিয়ে গলে ॥ ২৪২
এক দ্বারী এসে কয়, শোন রে বুড়টি !
নিকালো হিঁয়াসে তোড়েঙ্গে হাড্ডি ॥ ২৪৩
ক্যা বাত কহতো দোসরা গণ্ডী।
ব্রজ-কি গোয়ালিনী ঝুটা রেণ্ডী ॥ ২৪৪
বক্‌বক্ করনা ক্যা মজা লাগাই।
শোনে আই মহারাজন কি মাই ॥ ২৪৫
কাঁহা রে লছমন ! ক্যায়ছা ধরম।
কাঁহা রে চৌবে, গোল কাহে একদম ? ২৪৬

উন্‌ বাৎ শুনকে কহে দশরথ।
ছোড় দেও রেণ্ডীকো শুন মেরা বাৎ॥ ২৪৭
বদ্‌নাম ক্যায়া কাম রেণ্ডীকো আগাড়ি।
যো হোগা সো হোগা পিছে,
জানে দেও পাগলী॥২৪৮
ক্যায়া কাম্ ঝুট-মুট, নাম লেও রাম্‌কা।
জবাব কর ছাফ আপনে কাম্‌কা॥ ২৪৯
নাহক দেনা আদ্‌মিকো জ্বালা।
তোম নেহি দেতেহো, হরি দেনেওয়ালা॥ ২৫০

* * *

া দিল দ্বারে প্রবেশিতে,
ক্রোধে যায় প্রাণ নাশিতে,
শত শত বলে মন্দ বাণী।
া্রীর ভয়ে অমনি সরে,
গোপাল ব'লে উচ্চৈঃস্বরে,
কেঁদে কেঁদে বলে নন্দরাণী॥ ২৫১
অতি ক্ষুদ্র নীচ জাতি, বলে মন্দ নানাজাতি,
তোর মা হয়ে এত বিড়ম্বনা রে!
মরি কৃষ্ণ! জলে মর্ম্ম, বুঝিতে না পারি মর্ম্ম,
কপালের লিখন কেমন রে! ২৫২
নৈলে দক্ষ প্রজাপতি, জামাতা যার পশুপতি,
ত্রৈলোক্যতারিণী সতী কন্যে।
ক্ষণমাত্র ছিন্ন ভিন্ন, কেবল কপাল জন্য,
ছাগমুণ্ড তাহার কি জন্যে? ২৫৩
নিতান্ত কপালের কর্ম্ম, অগ্রপূজা স্বয়ং ব্রহ্ম,
গণেশের হইল গজমাথা।
পিতা যার শূলপাণি, পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী,
সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশিনী মাতা॥ ২৫৪
পুণ্যশীল দশরথ, পূর্ণ যার মনোরথ,
পূর্ণব্রহ্ম পুত্র রাম যাঁর।
বধূ যার সীতা শক্তি, কর্ম্ম-জন্য হেন ব্যক্তি,
পুত্রশোকে মৃত্যু হয় তাঁর॥ ২৫৫
গুরু যার পঞ্চানন, ভাই ধর্ম্ম বিভীষণ,
অধিপতি কনক-লঙ্কার।
চণ্ডিকার বরপুত্র, রাবণের কি কর্ম্মসূত্র!
বানরের হাতে ছারখার॥ ২৫৬
আমি জানি মোর পুত্র, হরি রে পরম শত্রু!
শত্রুগণ হাসছে কি বলিব!
যে কথা কহিলো নন্দ,
তাই হ'লো রে প্রাণগোবিন্দ!
কি ব'লে মুখ তারে দেখাইব? ২৫৭
ঘুচিল সকল আলাপন, এ পাপ-জীবন সমর্পণ,
যমুনার জীবনে গিয়ে করি!
ব্রজে ছিল নাম পুণ্যবতী,
পূর্ণ হয়েছে সে সুখ্যাতি,
যে বাকি আজি পূর্ণ-করলি হরি! ২৫৮

* * *

সিন্ধুভৈরবী—যৎ।

এত বাদ কি সাধিলি, সাধের গোপাল রে।
কি কপাল রে!
ব'লে কাঙ্গালিনী—
তোর দ্বারীতে দেয় না যেতে দ্বারে॥
বিধাতার কত মন্ত্রণা, তার জননীর এ যন্ত্রণা,
হায় হায় হায় রে!—
যার সন্তান ভূপতি এই দ্বারকাপুরে,
কাল্, আসিব ব'লে এলি মথুরা,
মায়ে ব'ধে মাখনচোরা!
শত বৎসর নয়ন আমার,
ভাসিছে শত ধারে॥ (ভ)

* * *

"গোপাল"—ধ্বনি শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ।

হরি ব্রহ্ম পরাৎপর, যজ্ঞবেদীর উপর,
শুদ্ধচিত্তে দানাদি মানসে।
পুলস্ত্য পৌলস্ত্য গর্গ, শৌনকাদি মুনিবর্গ,
শিষ্যবর্গ সহ চতুঃপাশে॥ ২৫৯
মুনিগণে কত বিতর্ক, দ্বন্দ্ব যাতে হয় তর্ক,
নারদ আছেন সেই উদ্যোগে।
মধ্যস্থ মুনি সকলে, দাঁড়াইলেন মধ্যস্থলে,
বামে শক্তি রুক্মিণী চিন্তামণি-সংযোগে॥ ২৬০
দানাদির সঙ্কল্প, করিবেন করিয়ে কল্প,
কুশ-হস্তে করেন আচমন।
অকস্মাৎ চিন্তামণি, 'গোপাল গোপাল' ধ্বনি,
শুনিয়ে অধৈর্য্য হৈল মন॥ ২৬১
দুই চক্ষে শত ধার, ভবনদীর কর্ণধার,
বিনয়ে কহেন শুন যত মুনি।

এখন আমার যজ্ঞ, দানাদি হলো না যোগ্য,
ব'লে গা তুলেন চিন্তামণি ॥ ২৬২
ওগো বলভদ্র দাদা!
এলো বুঝি মোর মা যশোদা,
দ্বারী বুঝি ছাড়ে নাই দ্বার গো!
বলেছে কত মন্দ বাণী,
কাঁদে মা মোর নন্দরাণী,
'গোপাল' বলিয়া অনিবার গো ॥ ২৬৩
সেই যে কাল আসিব ব'লে,
শত বৎসর এসেছি চ'লে,
নন্দসনে কংসযজ্ঞ-স্থলে।
চল আমরা দুই জন, অপরাধ করি ভঞ্জন,
'মা' বলি পড়িগে পদতলে ॥ ২৬৪
এত বলি যান ত্বর, জলধরের জল-ধারা,
নয়নে গলিত অনিবার।
ব'লে রক্ষ মা বিপদে, পতিত যশোদার পদে,
শিবের সম্পদ পদ যার ॥ ২৬৫
শোকে রাণী অচেতনা, সন্তানে করে সান্ত্বনা,
বুঝিতে না পারে নন্দরাণী।
উদ্ধব আসি বলে ধন্য, মা তোর একি পুণ্য,
পদে পড়ি বিপদকাণ্ডারী ॥ ২৬৬

* * *

ঝিঁঝিট—যৎ।

গোপাল বলে কাঁদিস্ না মা যশোদে!—
আর বিষাদে।
ওমা! চেয়ে দেখ পতিতপাবন
পতিত তোর পদে॥
বলিতেছেন হরি করপুটে,
কুসন্তান অনেকের ঘটে,
মাগো! হেন মা কোথা ত্যজেছে
সন্তানে অপরাধে॥ (খ)

* * *

যজ্ঞান্তে দান।

করি, জননীর শোক সম্বরণ,তদন্তরে শ্যামবরণ,
প্রবর্ত্ত হলেন যজ্ঞদানে।
নানা রত্ন বিতরণ, করেন ভবতারণ,
বসিয়া সভার বিদ্যমানে॥ ২৬৭

অকাতরে শ্যামবর্ণ, মুক্তা মণি কি সুবর্ণ,
চারি বর্ণে করিছেন দান।
কারে দেন স্বর্ণ-তোড়া, কারে দেন স্বর্ণ-ঘড়া,
পাত্রাপাত্র সকলি সমান ॥ ২৬৮
কতকগুলি বিপ্রগণে, অসন্তুষ্ট হয়ে মনে,
বলে,—একি কাণ্ড অসম্ভব।
একি উচিত দান বলি?
দ্বিজ তাম্লী—বনমালী,
আজি দেখছি সমান করলেন সব ॥২৬৯
একি মানীর মান রাখা?
হাজরা বেটা পায় হাজার টাকা,
তর্কালঙ্কার পেলেন সেই তঙ্কা!
টোলে পড়ে যার তিন শ ছাত্র,
এই দানের কি ঐ পাত্র?
দিতে একটু হ'লোনা উঁহার শঙ্কা? ২৭০
যত বেটা কুমন্ত্রী যুটে, সুপকার বামুনে খুঁটে,
শিরোমণিকে বিদায় করলেন ভাল।
ভাগ্য না মানেন কৃষ্ণ, এ সব অতি বিশিষ্ট,
দান লয়ে পতিত হ'তে হ'ল ॥ ২৭১
উনি যেমন লোকের পুত্র,
কাজ কি তুলে সে সব সূত্র,
জাত্যংশে যেমন জানা আছে!
এখানে কি এসে লোক, ব্যাপক যে অধ্যাপক,
দায়ে পড়ে মুখ ঢেকে এসেছে ॥ ২৭২

* * *

গৌড়দেশস্থ এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কথা।

এইরূপ কয় পরস্পরে, আশ্চর্য্য শুনহ পরে,
গৌড় দেশে দ্বিজ এক থাকে।
নানা শাস্ত্রে জ্ঞানবান,কিন্তু ক'রেছেন ভগবান,
সুদরিদ্র কর্ম্মের বিপাকে ॥ ২৭৩
নাহি তার কন্যা পুত্র, শ্বশুরকন্যা দোসর মাত্র,
ন অন্ন ন বস্ত্র বারিপাত্র।
বার মাস ব্যাকুল তনু, শীতকালে ভরসা ভানু,
বরষায় ভরসা তালপত্র ॥ ২৭৪
কুরুক্ষেত্র-বার্ত্তা শুনি, কহে সেই দ্বিজরমণী,
ওহে কান্ত! সহে না সহে না।
কত কাল কাটাব কান্ত! দন্তে আর দিয়া দন্ত,
অন্নাভাবে অন্তায় মন্ত্রণা ॥ ২৭৫

আমার কর অনুগ্রহ, করগে দান প্রতিগ্রহ,
সুখে কিছুদিন করি পতির সেবা।
লইতে দান সেই রাজ্য,
যাও হে তুমি ভট্টাচার্য্য!
দশে কর্ম্ম করিলে দোষে কেবা? ২৭৬
রক্ষে করিবে পরকাল, ভিক্ষে ক'রে চিরকাল,
পুণ্যপথে আছ নিরবধি।
তুমি যে কর ধর্ম্মাচার, পাত্রাপাত্র সুবিচার,
দেখিয়া ভাল করেন কই বিধি? ২৭৭

* * *

বিধাতার এই কি বিচার?—

বিধাতার অবিচারে লোকের হয় দুঃখ।
সারকুড়ে জল থাকে, সরোবর শুষ্ক॥ ২৭৮
রামশেলের অন্নে ঘটে শালপত্র।
সাকারা কন্থার ভাগ্যে নাকারা পাত্র॥ ২৭৯
মধুফল আম্রে দেখ হয় কত বিঘ্ন!
বাবলার ফলে নাই, কোন কালে ভয়॥ ২৮০
বিধিমতে করি আমি, বিধাতারে নিন্দা।
ভাড়ানীর সাত বেটা, রাজরাণী বন্ধ্যা॥ ২৮১
বিধাতার অবিচারে তুমি শ্রীকান্তে
চিন্তিয়া কর চিরকাল অন্ন-চিন্তে॥ ২৮২
দ্বিজ বলিছে, সীমন্তিনি!
তুমি বট মোর সুমন্ত্রিণী,
তব বাক্য ব্রহ্ম করি ধরি।
দ্বিজ অমনি ত্বরায় ক'রে, করিলেন গৃহ পরিহরি,
শ্রীহরির যজ্ঞেতে শ্রীহরি॥ ২৮৩
পথশ্রান্তে দ্বিজবর, ক্ষুধানলে কলেবর,
জ্বলে—চলে কেবল বাতাসে।
কষ্টেতে না চলে কায়া, কৃষ্ণ! কি তোমার মায়া,
বলে আর নয়নজলে ভাসে॥ ২৮৪

* * *

দেশ-সিন্ধু—আড়া।

দিবে দুর্গতি দীননাথ! দীনে কতদিন?
কবে দয়া হবে? পাব সুদিন সে দিন!
এই যে কু-আশার,—এ সংসার,—
প্রশংসার কি হে! বেদ-তন্ত্রসার,—
যাহা সার-সারাৎসার,
তবে, অসার চিরদিন॥ (ধ)

কায়-ক্লেশে যোগে-যাগে, যত্নে যজ্ঞেশ্বর-যাগে,
উপনীত দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
দ্বিজে দেখি জ্ঞানবান্, ভক্তিভাবে ভগবান্,
করেন মধুর সম্ভাষণ॥ ২৮৫
বসাইয়া রত্নাসনে, বিচার দ্বিজের সনে,
করেন কমলাকান্ত কত।
দেখে দ্বিজের বিদ্যা সাধ্য, হরপূজ্য* বড় বাধ্য,
প্রশংসা করেন শত শত॥ ২৮৬
প্রকাশ পান বিদ্যার ব্যুৎপত্তি,
হরির কাছে প্রতিপত্তি,—
হ'য়ে দ্বিজ হর্ষ বড় মনে।
শুভলগ্নে উপস্থিত, সম্পূর্ণ ক'রেছি প্রীত,—
আমি তো দ্বারকা-নাথ সনে॥ ২৮৭
যত অগণ্য ভাট অগ্রদানী,
ইহাদিগে চক্রপাণি,
দান ক'রেছেন হাজার টাকা বসি।
আমাকে দিতে পারেন না অল্প,
পঞ্চাশ হাজার ন্যূনকল্প,
অনুমান বরং কিছু বেশী॥ ২৮৮
জন পচিশেক কোমরবন্দ,
সঙ্গে যদি দেন গোবিন্দ,
সন্দ পথে—অনেকগুলি টাকা!
মাটির ঘরেতে হবে না গাড়া,
সম্মুখ বরষায় ইট পোড়া,
হয় কিরূপে?—মুস্কিলের লেখা॥ ২৮৯
হেথা হরি ভাবিছেন মনে,
কি দান দিব এ ব্রাহ্মণে?
রাজ্য দিলে গুণের শোধ নয়।
কহেন মাধব রঙ্গে,
এস হে দ্বিজ! তোমার সঙ্গে,
কোলাকুলি করি মহাশয়॥ ২৯০
ব'লে মান মিষ্ট বোল, তুষ্ট হয়ে দেন কোল,
কৃষ্ণ তাঁরে সভা বিদ্যমানে।
দেখে ভাল-বাসাবাসি,
আহ্লাদে রাখিতে হাসি,—
পারে না দ্বিজ,—আবার ভাবে মনে॥ ২৯১

---

* হরপূজ্য—শ্রীকৃষ্ণ।

আমার সঙ্গে যত সখ্য,
তবে আমাকে দু তিন লক্ষ,
টাকা দিবেন আর কি তার কথা ?
এইরূপে যায় দিন সকল,
আবার উঠে দিলেন কোল,
কৃষ্ণ করেন কত রসিকতা ॥ ২৯২
ভানু অস্ত প্রায় গগনে, ব্রাহ্মণ আকাশ গণে,
ভাবিছে দেওয়ার কথা কৈ ?
না জানি কি দেন গোপাল,
আট-ক'পালের যেমন কপাল,
কোলেতে বিদায় পাছে হই ॥ ২৯৩
দ্বিজ বলে,'আসি প্রভু !'কৃষ্ণ বলেন এস প্রভু ।
দ্বিজ ভাবে—তবেই দফা সাঙ্গ ।
বড় আশা করিলাম মনে,
কোথা রাজা,—কোথা বনে !
ব'লে বহে নয়নে তরঙ্গ ॥ ২৯৪
বিদরিয়ে যায় হিয়ে, দ্বারের বাহিরে গিয়ে,
বলে রে বিধি ! এই ছিল তোর মনে !
হেঁটে মলাম মাসাবধি, মাসাটাও পেতাম যদি,
ঘরে গিয়ে মুখ দেখাই কেমনে ? ২৯৫

* * *

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

মরি হায় রে, বিধি ! কি কপালের দায় !
এসে, আশা ক'রে বন্ধ্যা-বিচার,
সন্ধ্যাকালে বাক্‌দানে বিদায় ॥
কোলাকুলি কণ্ঠ ধ'রে,
আগে, প্রাণটা দিলেন শীতল ক'রে,
শেষে, বিদায় দিলেন ঘন্টা নেড়ে,
সন্তাপে প্রাণ যায় ॥
চক্ষু নাই আমার পানে,
করি, সূক্ষ্ম বিচার হরির সনে,
একি ছাপ, হেদে,
মূর্খ বামুন হাজার টাকা পায় ॥ (ঐ)

* * *

রোদন করি দ্বিজ যায়, পুনরায় যদুরায়,
ডাকি দ্বিজে করেন শীতল ।
কহেন গোলোক-স্বামী; বিস্মৃত হয়েছি আমি,
হেথা গ্রহণ করুণ কিছু জল ॥ ২৯৬
জলপানী-দ্রব্য সব আনয়ন করি কেশব,
দ্বিজেরে দিলেন গুণনিধি ।
বৃক্ষফল নানারস, মধুর আম্র আনারস,
কুলপুত কদলী কাঁটালাদি ॥ ২৯৭
কাঁকুড় তরমুজ শসা, নানা রস তিক্ত কষা
বাতাবি দাড়িম্ব নারিকেল ।
মর্ত্তমান রম্ভা নাম, খর্জ্জুর গোলাপ-জাম,
বাদাম বকুল জাম কুল ॥ ২৯৮
দিলেন দ্বিজে বরবটি, বুট-খাসা দাড়িম্ব ফুটি,
সকরকন্দ আলু আদা মূলো ।
দেশেতে সন্দেশ যত, সে নাম করিব কত,
যতনে দিলেন কতগুলো ॥ ২৯৯
পক্কান্ন পানিতুয়া, মণ্ডা মতিচুর মেওয়া,
শর্করা সরবৎ সরভাজা ।
ওলা মিছরি কদমা পেড়া,
বরফি ছাবা ছেনাবড়া,
ক্ষীরতক্তী ক্ষীরপুলি খাজা ॥ ৩০০
জিলেপি গোল্লা নবাৎ খাসা,
কাটা ফেণি ফুলবাতাসা,
নিখুঁত এলাচ দানা সাকোর পোলা ।
দিয়া ছানা শর্করা, সখের সন্দেশ পাক করা
দেখে দ্বিজ আহ্লাদে উতলা ॥ ৩০১
বলে হ'তেম তো অমনি বিদায়,
ঘর-পোড়ার কাঁসা আদায়
ব'লে জিজ্ঞাসে কৃষ্ণ-সন্নিকটে ।
দ্রব্যগুলি উৎকৃষ্ট, নিবেদন কি হে কৃষ্ণ
নিবেদিত কি অনিবেদিত বটে ? ৩০২
কহেন শ্রীমধুসূদন, স্বচ্ছন্দে করুন নিবেদন,
এখনি কিনে আনালেম সম্মুখে ।
শুনিয়ে দ্বিজ দরিদ্র, নিবেদন ধেনু-মুদ্র *
শ্রীকৃষ্ণায় নমো বলে মুখে ॥ ৩০৩

* * *

জয়জয়ন্তী—যৎ ।

গ্রহণং কুরু হে গোবিন্দ ! সব নিবেদয়ামি ।
দৈন্য দ্বিজবরে কুরু ধন্য হে ! গোলোকস্বামি !

* ধেনুমুদ্র—নিবেদন ব্যঞ্জক মুদ্রা।

ইন্দ্র-ভোজনীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হয়েছি আমি।
কোথা পাব, এ সব কেশব!
অন্নাভাবে ভ্রমি॥ (ন)

* * *

দ্বিজ অতি শুদ্ধচিত্ত, সুব্রাহ্মণ সুপবিত্র,
মন্ত্রপূত করি কৃষ্ণে দিলে।
সাঙ্গ হৈল নিবেদন, বসিয়া বংশীবদন,
বদনে আনন্দে দেন তু'লে॥ ৩০৪
না রাখিলেন অবশিষ্ট, দ্বিজ তাই করিয়া দৃষ্ট,
অদৃষ্টে হাত দিয়া ভাবিতেছে।
বলে, ছি ছি! একি কাণ্ড,
আরে মলো কি পাষণ্ড!
এমন ব্রহ্মাণ্ডে কেবা আছে? ৩০৫
ব্রাহ্মণে সামগ্রী দিয়ে,
আপনি খেলে কি লাগিয়ে,
এ যে ধার্ম্মিক অজামিল অপেক্ষে।
আমার, ভিক্ষায় প্রয়োজন নাই,
এক্ষণেতে রক্ষা পাই,
দুষ্টের হাতে প্রাণটা পেলে ভিক্ষে॥ ৩০৬
করে, আশাভঙ্গ দুরাশয়,
পাতে দিয়ে কেড়ে লয়,
এমন অধম দয়া-শূন্য।
পরে হবে কি পাপিষ্ঠ,—
যমের ভয় করে না কৃষ্ণ,
ব্রাহ্মণের করে মনঃক্ষুণ্ণ॥ ৩০৭
যাগ যজ্ঞ সকলি মিছে,
যে সব অর্থ দান দিতেছে,
ডেড়ে ক'রে * কেড়ে আনবে শেষে!
দায়ে দান সব হবে হত,
টোপ্ দিয়ে মাছ ধরা-মত,
ব'লে বিপ্র চলিল স্বদেশে॥ ৩০৮
হেথা দ্বিজ গেল কুরুক্ষেত্র,
এই কথা শুনিবা মাত্র,
প্রতিবাসিনী যত গৃহস্থ-নারী।
পাড়া শুদ্ধ সব আসিয়ে, ব্রাহ্মণীর কাছে গিয়ে,
চারি দিকে দাঁড়ায় সারি সারি॥ ৩০৯

* ডেড়ে ক'রে—দেড়গুণ করিয়া

বলে, হোক্ হোক্ আহ্লাদের কথা,
ঠাকুরটি গিয়েছেন তথা,
যজ্ঞের বড় জাঁক শুন্‌লেম আমি।
নগদ-জিনিসে সর্ব্ব-শুদ্ধা,
বড় কম নগদ হাজার মুদ্রা,
শেষকালে খুব সুখ হলো মামি! ৩১০
কয় হিতের কথা হীরামণি,
সম্পর্কে নাতনী তিনি,
ঠাকুরণদিদি! ঠাউরে কর্ম্ম করো।
খেয়ে কর'না ছারখার, আখেরে হবে উপকার,
গড়িয়ে কিছু অলঙ্কার পরো॥ ৩১১
লাগিবে গহনায় যত টাকা,
এখনি তার কর লেখা,
আসিবা মাত্র খুলে নিও তোড়া।
এখনকার যে সব কস্তা, শাড়ীগুলি ভারি সস্তা,
আস্‌ছে হাটে,—কিনো একযোড়া॥৩১২
টোপতোলা বাই দখিণে সাঁখা,
দাম কোথা তার আড়াই টাকা!
আগে লও হাত দুটো তো ঢেকে।
শেষে নিও কাণবালা,
হঠাৎ এক-গাছ সোনারে বালা,
আজি গড়ুক,সেকরাকে দাও ডেকে॥৩১৩
এখনকার হয়েছে মত, বিবিয়ানা মুখভরা নথ,
গড়িয়ে একটা তাই পরো স্বচ্ছন্দে।
বার্টপানা মুখে দিবে ঝলক,
উঠছে খাসা ঝুম্‌কো নোলক,
ভাতাতির মাগ তাতে কিসে নিন্দে? ৩১৪
এখন তোমার পড়িল পাশা,
গড়ায়ে নিয়ো ঝুম্‌কো খাসা,
গেথে মুক্ত ফেরাও ক'রে তারে।
উপর কাণে প'রো পিপুলপাতা,
পায়ে প'রো পঞ্চমপাতা,
ঠাকুরণদিদি! যার থাকে সে পরে॥ ৩১৫
গলে প'রো পাঁচনরী হার,
হারে বড় দেয় বাহার,
চিকৃমালায় চিক্-চিক্ করিবে গলা।
নয় লম্বা নয় বেঁটে, নাকটি তোমার ঘুতের বটে,
ময়ূরে একখানি বেশর চাই উজ্জ্বলা॥ ৩১৬

দরিদ্র-দশায় উচ্ছন্ন, বিষয় হলেই পরিচ্ছন্ন,
গায়ে ভরে উঠ্‌বে খেতে মাখ্‌তে।
গড়িয়ে নিও কোমরবেড়া,
গোটা গোটা গোট একছড়া,
দুরন্ত পাছায় চুড়ন্ত লাগবে দেখতে ॥ ৩১৭
বয়েস একটু হচ্ছে ভারি,
তাতেই হঠাৎ বলতে নারি,
গোলমলটা পরো কিছুদিন যদি!
কিছু পরিতে নাই বাধা,
যদ্দিন আছেন ঠাকুরদাদা,
তদ্দিন তোমাকে সাজে ঠাকুরণদিদি! ৩১৮
দশ আঙ্গুলে চুটকী প'রো,
চুটকি চাটকী কিছু না ছেড়ো,
গায় দশ তোলা,—তাই থাকিবে তোলা!
দৈবের কর্ম্ম বিধবা হ'লে,
কে করে তত্ব ভাতার ম'লে?
যা সাইৎ কর এই বেলা ॥ ৩১৯
যা যখন পাও ঝাঁপিতে পুরো,
মিন্‌সে দেখছ খেয়ে-ফুরো,
পেয়ে ধন পস্তান না হয় দেখো।
ছুনোছুনি বাঁধা নিয়ে, আনা সুদে বজ্জ দিয়ে,
খাটিয়ে খুটিয়ে সঞ্চয় ক'রে রেখো ॥ ৩২০
অমঙ্গলের কথাটা বলা,
তোমার কাছে হয় না বলা,
ঠাকুরদাদা গা-তোলার মধ্যে।
হলো অনেকের সঙ্গে চেনাচিনি,
কারিতে হবে খুচি-চিনি,
চিড়ে দই সাজিবে না তাঁর শ্রাদ্ধে ॥ ৩২১
এই মতে হয় রসিকতা, বলিতে বলিতে কথা,
হেনকালে ব্রাহ্মণ আইল।
আস্তে ব্যস্তে দ্বিজনারী, পদ-প্রক্ষালন বারি,
দিয়ে বলে,—এত যে গৌণ হলো? ৩২২
বদন কি জন্যে ভারি?
কত দূরে আছে ভারী!
কি আন্দাজ নগদে জিনিসে?
দ্বিজ বলে, শুনে সে কথা,
ঠাউরে বলি ঘুরিছে মাথা,
পেটরা খুলে থাক একটু ব'সে ॥ ৩২৩
ভাগ্য মোর ফিরেছে সতি!
কোল দিয়েছেন যত্নপতি,
ফলিবে যাত্রা, কুলায়ে দিয়াছেন কালী।
কত পুণ্য করেছিলে,
পেয়েছ পতি আট-কপালে,
আমি পেয়েছি নারী পোড়াকপালী ॥ ৩২৪
যা হবার হয়েছে হদ্দ, এবারকার মত হাট হদ্দ,
বদ্ধ হয়ে গৃহে আর কি কার্য্যে?
এতেক বলি ব্রাহ্মণ, তপস্যা-কারণ বন,
প্রবেশিল সঙ্গে লয়ে ভার্য্যে ॥ ৩২৫

* * *

কুরুক্ষেত্রে শ্রীরাধিকার আগমন।

হেথা কুরুক্ষেত্রে দান, করিছেন ভগবান,
ব্রজবাসী সব এলো অগ্রেতে।
সঙ্গে কুলকামিনী, হ'য়ে গজেন্দ্র-গামিনী,
বৃকভানুনন্দিনী পশ্চাতে ॥ ৩২৬
আগমন কুরুক্ষেত্রে, রাইকে নিরখিয়ে নেত্রে,
দ্বারকার রমণী মাত্রে বলে।
কি ভবানী সুরধুনী, কোন্ ধনীর ও ধনী?
ভুবন-মোহিনী মহীতলে ॥ ৩২৭
কেউ বলে, ও নয় কামিনী, গগনের সৌদামিনী,
আসছে বুঝি ভূতলে উদয় গো!
কেহ বলে, ও রূপসি!
তারা ঘেরে আসিছে শশী,
কহেন রুক্মিণী সতী, তা নয় তা নয় গো ॥ ৩২৮

* * *

গাই—সুর।

ও নয় গো গগনের চাঁদ,
গোকুলচাঁদের শিরোমণি।
ব্রজের আদ্যাশক্তি রাধা মুক্তি-প্রদায়িনী॥
দেখ পদদুখানি, প্রভাতেরো ভানু জিনি,
বৃকভানুসুতা ভানুজ-ভয়বারিণী।
চাঁদের কি এমনি বরণ, ঢেকেছে রবির কিরণ,
হ্যাঁ গো! চন্দ্রোদয়ে মলিন কি হয় দিনমণি? (প

* * *

অষ্ট-সখী-মালা, মধ্যে রাজবালা,
উপনীত সেইখানে।
পড়িল দুর্য্যোগে, হরি দৈবযোগে,
চান চন্দ্রাবলী-পানে॥ ৩২৯
নয়নে নয়ন, কমল-নয়ন,
করেন গোপন ছলে।
আড়চক্ষে চাই, নিরখিয়ে রাই,
অভিমানে যান জ্ব'লে॥ ৩৩০
কিরূপেতে সই? দেখ রে বৃন্দে সই।
বিশ্বরূপের আচরণ।
পড়েছিলাম ধরা, ধরে এনে তোরা,
দুঃখ দিলি কি কারণ? ৩৩১
ও পীতবসন,— মুখ দরশন,
জনমে নাহি করিব।
ও ছার বাসনা, কাণকাটা সোণা,
আর ত নাহি পরিব॥ ৩৩২
যে ঘরেতে ফণী, প্রবেশিল, ধনি।
কি সুখেতে বাস করি।
রাহুগ্রস্ত বিধু, বিষমাখা মধু,
আমার হইল হরি! ৩৩৩
যে দেহেতে রোগ, সদা করে ভোগ,
সে কায়ার মিছে মায়া!
অপ্রিয়বাদিনী, জায়া যার জানি,
যায় যাক সেই জায়া॥ ৩৩৪
ওগো সখীগণ! শোন্ কথা শোন,
তোরা যদি মোর হবি।
ও পাপ-মাধবে, ব্রজে যেতে হবে,
এ অনুরোধ না করিবি॥ ৩৩৫
পতিত-পাবন, গেলে বৃন্দাবন,
আমার কি লাভ হবে?
লইয়ে কেশবে, এ সব কে সবে?
বল্ তোরা সখী সবে॥ ৩৩৬
কৃষ্ণ-দরশন, কৃষ্ণ-আলাপন,
হবে না এ শরীরেতে!
প্রতিজ্ঞা আমার, করব না ব্যভার,
কৃষ্ণের ক-অক্ষর যাতে॥ ৩৩৭
দেখব না কমল, কালিন্দীর জল,
কাজল আর পরিব না।
ভাজিব কলসী, আর কোশাকুশী,
কুশাসনে বসিব না॥ ৩৩৮
কপট কঠিন, কর্ম্ম-ক্রিয়া-হীন,
কুজনে কথা কব না।
কুরূপ কপিলে, কুচক্রী কুটিলে,
কুবদন দেখিব না॥ ৩৩৯
যদি, কোকিলে কুহরে, এ কর্ণকুহরে,
না শুনিব ধ্বনি আর।
পরিব না সখি! কদম্ব কেতকী-
কবরী-কুসুম-হার॥ ৩৪০
পূজিব না কালীকে, কাত্যায়নী মাকে,
কারণ-বারি প্রদানে।
কাঞ্চন-আভরণ, করেতে কঙ্কণ,
কুণ্ডল নাহি দিব কাণে॥ ৩৪১
কদম্ব-নিকটে, কিম্বা কেশিঘাটে,
কংসারিকে নাহি চাব।
কালো না হেরিব, কুঞ্জ তেয়াগিব,
কালো কেশ ঘুচাইব॥ ৩৪২

* * *

খাম্বাজ—যৎ।

আমি দেখিব না সই! বংশীবদনের বদন।
দেখিলাম চন্দ্রাবলীর নয়নে হরির নয়ন॥
যেমন কৃষ্ণ-রাধিকে বলি,
বেঁধেছে চন্দ্রাবলী গো!
দুঃখ কারে বলি,কে শুনে রাই দুঃখিনীর রোদন
জন্মের মত এই যে আসা,
ঘুচিল কৃষ্ণপ্রেমের আশা,
আমার আজ অবধি হলো,
কৃষ্ণের বিচ্ছেদ ভূষণ॥ (ক)

* * *

শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দার ভর্ৎসনা।

করিয়ে অনেক নিন্দে,
ছি ছি ব'লে শ্রীগোবিন্দে,
কহিছে চতুরা বৃন্দে দেখেছি দৃষ্টি করা।
আছে সেই বুদ্ধি সেই ব্যভার,
কিসে চালালে রাজ্যভার,
ত্যজে কাঞ্চন কাচে সার,
অদ্যাপি তাই পরা॥ ৪৪৩

অট্টালিকা ক'রে ব্যাদ, তাল-পত্র-কুঁড়ে সাধ,
ঘৃতের না বুঝে স্বাদ, ঘোলে সুখ হে সখা!
শিয়রে সুরধুনী রেখে, করেন তর্পণ কূপোদকে
দর্পণ রাখিয়ে ঢেকে, জলেতে মুখ দেখা॥ ৩৪৪
জানি ত আমরা সমুদায়, ঐ চন্দ্রাবলীর দায়,
প'ড়ে দায় ধরেছ পায়, গায় ভস্ম মেখে।
রাঙ্গাচরণে প্রণিপাত, ওহে কৃষ্ণ! কি উৎপাত!
আড়নয়নে দৃষ্টিপাত, আবার তাবে দেখে!৩৪৫
কর কর্ম্ম জায়-বেজায়, বাঁচিনে আর লজ্জায়!
দিন কত কাল কুবুজায়, লয়ে হ'লে বিব্রত।
গেল কিছু কাল ঐ রঙ্গে, হাসাইয়ে বৈরঙ্গে,
সাঁতার দিয়ে সে তরঙ্গে, দ্বারকা গেলে নাথ!
কত রঙ্গ সেখানে গিয়ে, হলো যে রুক্মিণী প্রিয়ে,
ষোল শত আট বিয়ে, কর্‌লে তে কি লাগিয়ে?
তুমি বড হ'লে হে ভগবান্!
তবু হ'লে না জ্ঞানবান,
হানিব কত বাক্যবাণ,
আমরা দাসী হ'য়ে॥ ৩৪৭
সে কালে যে রাখাল ছিলে,
নিন্দে ছিল না নন্দের ছেলে,
যশোদার কাঁচা ছেলে, বলিত সবাই ব্রজে।
এখন তো আর বওনা বাধা,
উতুবে গেছে বয়েস আধা,
হয়েছ নাতির ঠাকুরদাদা,
আর কি কিছু সাজে? ৩৪৮
শোভা পেয়েছে বল কোথা,
সাবালকের বালকতা?
দুষ্ট নজর দুঃশীলতা, উচিত এখন ক্ষান্ত।
দুদিন বৈ হে হৃষীকেশ।
পড়িবে দন্ত পাকিবে কেশ,
রোগের কি হবে না শেষ, সে দিন পর্য্যন্ত?৩৪৯
আমরা মনে, করিতাম সদা এমনি,
গোবিন্দ হয়েছেন জ্ঞানী,
জ্ঞান না হ'লে রাজধানী, চালান কিরূপ বসি?
আছে, বুদ্ধি সাধ্যি সকলি তাই,
কেবল, নাই ধড়া ধবলী গাই,
বুড়ো বয়সে চূড়াটি নাই,
বেশটি কেবল বেশী॥ ৩৫০

জ্বলে বিচ্ছেদাগুন শতবর্ষ, প্রেম-বারি যদি বর্ষ,
যদি জলধর! হর্ষ, কর শ্রীরাধায় হে!
যে জন-জন্মেতে জ্বলি, সে জন দেয় জলাঞ্জলি,
পবন হয়ে চন্দ্রাবলী, জলধর উড়ায় হে! ৩৫১

* * *

শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকার মিলন।

বৃন্দের শুনি বচন, করিতে বিচ্ছেদ মোচন,
ধরিয়ে প্যারীর চরণ, সাধনের ধন সাধে।
করেছি দোষ পায় পায়, নিরুপায় ধরেছি পায়,
আজি আমায় রক্ষ কৃপায়, অপরাধে রাধে!৩৫২
শুনে বাক্য সুমধুর, হৃদয়ের অভিমান দূর,
সুখে মগ্ন সুরাসুর, যুগল দর্শনে।
সাঙ্গ হৈল মহোৎসব, স্থানে স্থানে যান সব,
প্রণাম করি কেশব-যুগলচরণে॥ ৩৫৩
দরশন-অসি ধরি, বিচ্ছেদ ছেদন করি,
ব্রজগোপীকে করেন হরি, মুক্ত শোকানলে।
অংশ ধার দ্বারকায়, পূর্ণ-ব্রহ্ম শ্যামকায়,
বামে লয়ে রাধিকায়, বিরাজেন গোকুলে॥৩৫৪

* * *

সুরট—ঝাঁপতাল।

শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার সনে, শ্যাম শোভিত স্বর্ণাসনে,
সাদরে সাধক সব সাজিল সন্দর্শনে।
সব সখী-সদনে, সঘনে সজল সচন্দনে;—
সাধে সনক-সনাতন-স্মরণীয় সনাতনে॥
শ্যামসুন্দর-সহিত শত বৎসর,
স্বতন্তর সবে শব-শরীর,
শবশয্যা করি শয়নে;—
সুখসাগরে শুক-সারী,
কিশোরী-শ্যাম সহ স্বনে;—
সাধন-সম্বল-শ্রবণ-শূন্য দাশরথি ভণে॥ (ব)

শ্রীশ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণ-বিরহানন্তর কুরু-
ক্ষেত্রযাত্রায় মিলন সমাপ্ত।

প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ।

৺দাশরথি রায়।

পাঁচালী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ।

অযোধ্যায় রাজা দশরথের নিকট
বিশ্বামিত্র মুনি।

শ্রবণে কলুষ সর্ব্ব খর্ব্ব, নিশাচর গর্ব্ব খর্ব্ব,—
হেতু হরি গোলোক শূন্য ক'রে।
পুণ্যফলে সূর্য্যবংশে, অবনীতে চারি অংশে,
অবতীর্ণ দশরথের ঘরে। ১
যোগে বসি তপোধন, দেখেন যোগারাধ্য ধন,
সুর-মুনির সঙ্কট নাশিতে।
দেখে মগ্ন আনন্দ-নীরে,
ভাসে আঁখি প্রেমনীরে,
মন্ত্রণা করয়ে সব ঋষিতে। ২
হ'ল, এতদিনে পুণ্যযোগ,কর যজ্ঞের উদ্যোগ,
হয়েছে শুভ যোগাযোগ,
আর দুর্য্যোগ ভেবো না।
কে করে আর যজ্ঞ নষ্ট, করিব সকল ইষ্ট,
ভবের ইষ্ট আন্‌লে কি ভাবনা? ৩
মুনি-বোলে সর্ব্ব জন,করেন যজ্ঞের আয়োজন,
বিজনেতে একত্রেতে বসি।
যান আনিতে ভবের মিত্র,
রাম স্মরি বিশ্বামিত্র,
অযোধ্যায় গমন করেন ঋষি। ৪
বলেন,—ওরে চল পদ! তুচ্ছ পদ ব্রহ্মপদ,
সে রামপদ হেরিলে জ্ঞান হয়।
কর রে! তুমি কি কর, তুলসী চয়ন কর,
চন্দনাক্ত ক'রে দিবে সে পায়। ৫
কর্ণ রে! ও কথায় দিও কর্ণ,
যিনি বধিবেন রাবণ-কুম্ভকর্ণ,
সে গুণ-বর্ণন ভিন্ন কর্ণ দিও না।
শুন রে অজ্ঞান-নেত্র!
জ্ঞান-নেত্রে দেখ পদ্মনেত্র,
ত্রিনেত্র ত্রিনেত্র মুদে, যে রূপ করেন ভাবনা।
রসনা! না বুঝে রস, ম'জোনা যাতে বিরস,
কর পান, যে রস পান করেন মুনিগণে।
শুন রে অধম ওষ্ঠ! সে নাম-সুধা হীন-উষ্ণ,*
যাবে কষ্ট ডাকিলে সঘনে। ৭
মন! তোর মন্ত্রণা কত,
সে দিনের আর বাকী কত!
দিনমণিসুত দিন গণে মনে মনে।

---

* হীন-উষ্ণ—উষ্ণতাহীন অর্থাৎ শীতল।

যখন বাঁধবে করে ধর্‌বে কেশে,
তখন কে ডাক্‌বে হৃষীকেশে,
ভেবে মন! দেখ মনে মনে॥ ৮

* * *

মল্লার—কাওয়ালী।

কি কর রে মন! অনিত্য ভাবনা।
শমন-সঙ্কটার্ণবে, অনায়াসে পার হয়ে যাবে,
যে নাম ভাবিলে জীবের যায় ভাবনা॥
ওরে, কুমতে কুপথে সদা ক'র না ভ্রমণ,
চল রে চরণ! শ্রীরামের শ্রীচরণ,
দরশন করিলে ভবে, হবে সিদ্ধ কামনা।
ওরে পদ! কর সে পদ সম্পদ,
আপদের আপদ,
এ সম্পদ মিছে আর ভেবো না,
কর, হৃদয়-পদ্মেতে সে পদ-স্থাপনা;—
অবশ্য কলুষ তবে হবে রে নিধন,
হরের হৃদের ধন, করিলে আরাধন,—
ঘুচাবেন দাশরথি দাসের জঠর-যন্ত্রণা॥ (ক)

* * *

ভাবি রাম-চিন্তামণি, যান বিশ্বামিত্র মুনি,
যথা দশরথ নৃপমণি, রত্নসিংহাসনে।
দেখে, আসুন ব'লে আসন দিয়ে,
যত্নে পদ বন্দিয়ে,
মিষ্টভাবে ভাষেণ মুনিগণে॥ ৯
কন প্রভু! কি প্রয়োজন?
কিম্বা ভেবে প্রিয়জন,
এ দীন জনের সফল কায়া।
মুনি! তুমি দেব-দেহ,
হলো তোমার দরশনে শুদ্ধ দেহ,
কেবল পদধূলী দেহ ক'রে দয়া॥ ১০
সন্তুষ্ট হইয়ে মুনি, বলেন,—ওহে নৃপমণি!
অদ্য পূর্ণ কর মনোরথ।
রাজা কন, কি অদেয় আছে?
মুনি বলেন আমার কাছে,
সত্যে বন্দী হও দশরথ॥১১
শুনে কন নরবর, সত্য সত্য মুনিবর!
সত্য করিলাম তোমার কাছে।
মুনি কন,—করিলে দিবা,
চাহিলে যদি সেই দ্রব্য,
প্রবঞ্চনা কর আমার কাছে॥ ১২

* * *

মুনির প্রার্থনায় দশরথের মনোভাব।

শুনে রাজা কন—সে কি হয়?
দাসে আজ্ঞা যাহা হয়,
তাই দিব সত্য করিলাম।
মুনি কন, করিলে স্বীকার,
রক্ষা করে সাধ্য কার?
দেহ ভিক্ষা লক্ষ্মণ-শ্রীরাম॥ ১৩
অবার্য এ বাক্য রাজন্‌!
করেছি যজ্ঞের আয়োজন,
তাই প্রয়োজন শ্রীরাম লক্ষ্মণে!
পুরাবেন মনোভীষ্ট, নিশাচরে করিবেন নষ্ট,
যজ্ঞ পূর্ণ হবে রাম-গমনে॥ ১৪
শুনি দশরথ কন হাসি, অসম্ভব কথা ঋষি!
দুগ্ধপোষ্য রাম-লক্ষ্মণ শিশু!
নয় যজ্ঞের যুদ্ধের সম-যোগ্য,
আমি রক্ষা করিব যজ্ঞ,
মুনি কন, সে নয় বনপশু! ১৫
সে দুরন্ত তাড়কাসুত, যার ভয়ে ভীত রবিসুত
হয় মৃতকায় দেখিলে তাড়কায়।
চল যদি হয় সাধ্য, রাজা কন অসাধ্য,
জেনে শুনে কে যমের মুখে যায়? ১৬
আশ্চর্য্য এ কথা মুনি,
ভেকে আন্‌বে ফণীর মণি?
শৃগালে কি সংহার করে করী?
পিপীলিকায় আনে শিখরে,
শার্দ্দূলকে নকুল ভক্ষণ করে,
গরুড়কে ভক্ষণ ভুজঙ্গ করে ধরি? ১৭
অসম্ভব শ্রবণে কে করে গ্রহণ,
বেলা দুই প্রহরে চন্দ্রগ্রহণ,
নিশি-অর্দ্ধে সূর্য্যের উদয়।
মিথ্যাবাদী কমল-যোনি, ব্যাধিগ্রস্ত শূলপাণি,
অন্নপূর্ণার অন্নকষ্ট হয়? ১৮

বরুণের জলকষ্ট, চণ্ডাল হ'ন দ্বিজের ইষ্ট,
বাগ্‌বাদিনী হয়েছেন বোবা।
ধন নাই কুবেরের ঘরে, ভিক্ষা করে রত্নাকরে,
বাবলার বৃক্ষে ফুটলো জবা ॥ ১৯
সরোজ হ'ল মধুশূন্য, শিমুলে মধু পরিপূর্ণ,
নরকস্থ হ'ল সাধুগণে।
হলেন হীনশক্তি আদ্যাশক্তি,
বোবায় করে বেদ-উক্তি,
হলেও—উক্তি কে করে বদনে ॥ ২০
এই কথা ব'লে মুনিরে,
ভাসে রাজা আঁখিনীরে,
কেমনে রঘুমণিরে, মুনিরে দিব দান!
কহিলেন নরকান্ত, শ্রীরামধনে একান্ত,
হলে প্রাণান্ত, করবো না প্রদান ॥ ২১

* * *

পরজ—যৎ।

কব কায়, প্রাণ যায়, মুনির বচনে।
চাইলে পারি প্রাণকে দিতে,
দেহে প্রাণ থাকিতে,—
প্রাণাপেক্ষা চক্ষে দেখি রামধনে ॥
রাম দুগ্ধপোষ্য-কায়, সে কি তাড়কায়,
নিধন করবে সে ধন গিয়ে বনে!
এই কথা কি লয় মনে,
যায় শঙ্কা করে শমনে মনে,—
দিয়ে অকূলে হারাব অমূল্য রতনে ॥ (খ)

* * *

দশরথের বাক্য শুনি, বলেন বিশ্বামিত্র মুনি,
তখনি ত নৃপমণি! বলেছিলাম আমি।
যদি বট সত্যবাদী, শুনলেই হবে প্রতিবাদী,
সত্বরে রাম দিবে না হে তুমি! ২২
হয়ে সত্যে বন্দী নরবর,
না দিলে তার কলেবর,
যুগে যুগে নরকেতে থাকে।
যে বংশে তব উৎপত্তি, মান্ধাতা রঘু নরপতি,
তাদের পুণ্যে পূর্ণিত বসুমতী,
বিখ্যাত তিন লোকে ॥ ২৩
আর রাজা শুন বলি, সত্যে বন্দী হয়ে বলি,
ত্রিলোক বামনে দিলেন দান।
হরিশ্চন্দ্র নৃপবর, সত্যে বন্দী দ্বিজবর,—
নিকটে হয়ে সর্ব্বস্ব করেন প্রদান ॥ ২৪
কর্ণ ছিল কেমন দাতা,
কেটে দিল পুত্রের মাথা,
সত্যে বন্দী হয়ে দ্বিজের কাছে।
শুনে ভাবে দশরথ, রামের তুল্যরূপ ভরত,
শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণে কি ভেদ আছে? ২৫

* * *

শ্রীরাম-লক্ষ্মণ বলিয়া ভরত-শত্রুঘ্নকে বিশ্বামিত্রের হস্তে প্রদান।

ক'রে প্রবঞ্চনা নৃপমণি,
বলেন, শান্ত হও হে মুনি!
সত্যে বন্দী হয়েছি যখন।
কিঞ্চিৎকাল কর বিশ্রাম, অন্তঃপুর হ'তে শ্রীরাম,
লক্ষ্মণকে ডেকে আনি এইক্ষণ ॥ ২৬
গিয়ে অন্তঃপুরে সঘনে, ডাকেন ভরত-শত্রুঘ্নে,
শিখাইয়ে দেন যুগল পুত্রে।
ভরত! জিজ্ঞাসিলে তোমার নাম,
বলো আমার নাম শ্রীরাম,
শত্রুঘ্ন! লক্ষ্মণ নাম বলো বিশ্বামিত্রে ॥ ২৭
রাজা সঙ্গে দুটী শিশু, সভামধ্যে আসি আশু,
যুগল পুত্র দিয়ে ঋষিবরে।
বলে, লও মুনি! এই যুগল কুমার,
আমার নয় এখন তোমার,
কর আশীর্ব্বাদ, পদধূলী দেও শিরে ॥ ২৮
পেয়ে ভরত-শত্রুঘ্ন, বলেন মুনি ঘন ঘন,
রাম-লক্ষ্মণ-জ্ঞানে দশরথে।
করি আশীর্ব্বাদ রাজারে,
গমন করেন বন প্রান্তরে,
নিশাচরী তাড়কা যে পথে ॥ ২৯
তখন মুনি কন, হে শ্রীরাম!
এই স্থানে কর বিরাম,
আমাদের দুঃখ-বিরাম, করিতে তব আগমন
এই দুই গমনের পথ, কোন্ পথে যাওয়া মত?
এই পথেতে ছয় মাসেতে তপোবন গমন ॥ ৩০
আর এই পথে নিকট বটে, কিন্তু গমন সঙ্কটে,
তাড়কা নামেতে নিশাচরী।

ভরত বলেন মুনিবর! শুনে কাঁপে কলেবর,
তবে এ পথে কেমনে যেতে পারি? ৩১

দশরথের প্রবঞ্চনা বুঝিয়া বিশ্বামিত্রের প্রত্যাবর্ত্তন।

শুনি মুনি বিস্ময়, বলেন—এত নয় বিশ্বময়!
ধ্যানস্থ হয়ে দেখেন মুনি।
নন রাম—নন লক্ষ্মণ, দিয়েছে ভরত শত্রুঘ্ন,
প্রবঞ্চনা ক'রে নৃপমণি। ৩২
হ'য়ে ক্রোধান্বিত-কলেবর, যথা দশরথ নরবর,
মুনিবর আসিয়ে সভায়!
কোপদৃষ্টে বিশ্বামিত্র, বলেন, রে অজের পুত্র!
কোন্ পুত্র দিয়েছিস্ আমায়? ৩৩

* * *

ঝিঝিট-মধ্যমান—ঠেকা।

রাজা প্রবঞ্চনা ক'র না মোরে।
গোলোক শূন্য করি হরি,
অবতীর্ণ তোমার ঘরে॥
রামের পদ যোগীর পরমার্থ,
মহাযোগী যায় কৃতার্থ,
দেখ্‌লে তোমার পুত্র,
ভয়ে রবির পুত্র যায় দূরে।
আমাদের পূর্ণযোগ-সাধন,
পেয়েছ হে অতুল্য ধন,
রাক্ষসকুল ক'রে নিধন,
উদ্ধারিবেন সুর-নরে॥ (গ)

* * *

বিশ্বামিত্রকে দশরথের নানাবিধ ছলনা।

শুনে রাজা কন মহাশয়!
ত্যাগ ক'রে প্রাণের আশয়,
বিদায় দিতে কি পারি রাম-লক্ষ্মণে?
সকলি জ্ঞাত আছেন মুনি,
শাপ দিয়েছেন অন্ধমুনি,
পুত্রশোকে হারাব জীবনে॥ ৩৪

মুনি কন, তোমায় মুনি অন্ধ,
দিয়েছেন শাপ ক'র না সন্ধ,
সে বিবন্ধ ঘট্‌তে পারে পরে।
এখন হয়েছ যাতে সত্যে বন্দী,
কৈ দেখি,—রামের চরণ বন্দি,
রাখ বন্দী ক'রে ইহ-পরে॥ ৩৫
ক্রমে বিশ্বামিত্র ঋষি, দশরথে কন রোষি,
রাজা ভাবে পাছে ঋষি, ভস্মরাশি করে।
ভয়ে কাঁপে কলেবর, দশরথ নৃপবর,
দেখে বশিষ্ঠ মুনিবর বলেন,
দাও এনে রঘুবরে॥ ৩৬
শুনে রাজা কন রোদন ক'রে,
এখন আমার রামের করে,
ধনুর্ব্বাণ দিই নাই হে মুনি!
মুনি কন, ভাব সেই কারণ,
অবশ্য ধনুর্ব্বাণ ধারণ,
করেছেন-রাম লক্ষ্মণ গুণমণি॥ ৩৭
রাজা কন, ধনুর্ব্বাণ ধারণ,
আমার দূর্ব্বাদল শ্যামবরণ,
ক'রে থাকেন—দিব হে এক্ষণে।
কিন্তু আমারে মুনি! দোষী কর্‌লে,
যদি না দেন কৌশল্যে,
তবে কেমনে দিব রাম-লক্ষ্মণে? ৩৮
শুনে কন গাধিসুত!
অবশ্য কৌশল্যা দিবে সুত,
আশু ত রবিসুত-দমন।
আর কি ফল আছে বিলম্বে?
গিয়ে অন্তঃপুরে অবিলম্বে,
রাম ল'য়ে কর হে আগমন॥ ৩৯
পুন মুনি কন সুমন্তরে,
একটী কথা বলি শোন্ তোরে,
যে ভাবেতে আছেন রঘুমণি।
দরশন করিব তারে, বল সেই জগৎ-পিতারে,
এসেছেন দরশন করিবার তরে,
বিশ্বামিত্র মুনি॥ ৪০

* * *

বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক শ্রীরামের স্তব।

অমনি, ঘন ঘন জল আঁখিতে,
না পান পথ নিরখিতে,
দুঃখেতে বক্ষেতে হানে কর।
এইরূপে, দশরথ যান অন্তঃপুরে,
হেথায় শুন তৎপরে,
বিশ্বামিত্র কয় পরাৎপরে
স্তুতি ক'রে যোড়কর॥ ৪১

* * *

পরজ—ঠেকা।

ওহে দীননাথ! দেখিব এবার হে!—
ভক্তাধীন নাম কেমন বেদে বলে।
কৃপা কর কৃপাসিন্ধু! নিদান কালের বন্ধু,
তারো জীবে ভবসিন্ধুজলে॥
হরণ করিতে ভূভার, শ্রীচরণে ভার,—
আছে ব'লে মধুকৈটভে বধিলে,
নৈলে বিপদবারী হরি কেন বলে,—
বেদেতে—নরসিংহরূপে,
ভক্ত প্রহ্লাদে রাখিলে॥ (ঘ)

* * *

শ্রীরাম-লক্ষ্মণের রণবেশ ধারণ।

মুনি, স্তুতি করেন কাতরে, অন্তর্যামী অন্তরে,
জানিয়ে বিশেষ বিবরণ।
তুষ্ট হ'য়ে বিশ্বামিত্রে, কৌশল্যা সুমিত্রে,—
মায়ের কাছে উল্লাসেতে রন॥ ৪২
করিতে ভূভার হরণ, দূর্ব্বাদল-শ্যামবরণ,
ভগবৎমায়া কে বুঝিতে পারে?
অমনি কন শ্রীরাম-মাতা,
শুন সুমিত্রে! বলি কথা,
এসো সাজাই শ্রীরাম-লক্ষ্মণেরে॥ ৪৩
সুমিত্রে কন, রাম-রতনে,
সাজাব দিয়ে কি রতনে?
ও রতনে কি রতনে শোভা করে!?
শুনি কৌশল্যা বলে—বেশ,
না হয় যদি বনে প্রবেশ,
রণবেশ বেশ হ'তে ত পারে? ৪৪

শুনে হাসেন মনে মনে ভগবান্,
সুমিত্রে আনি ধনুর্ব্বাণ,
রাম-লক্ষ্মণের করে আনি দিল।
কিবা শোভা অপরূপ, রামের রূপ বাল-রূপ,
দেখে রূপ, কত রূপ বিরূপ হ'য়ে গেল॥ ৪৫
কেউ দেখিছে বিশ্বরূপ,
কেউ দেখিছে কাল-স্বরূপ,
কেউ দেখিছে শান্তরূপ, শ্রীরাম।
কেউ দেখিছে বাল্যরূপ,
কেউ দেখিছে ব্রহ্মরূপ,
কেউ দেখিছে অনন্তরূপ, অনন্ত গুণধাম॥ ৪৬
রাম ধারণ করেছেন রণবেশ,
অন্তঃপুরে হয়ে প্রবেশ,
দশরথ হেরে সে বেশ, আবেশ হয়ে তনু।
গাত্র ভাসে নেত্রজলে,
দেখে রণরূপ অন্তর জলে,
বলে আনি কে দিলে,
রাম-লক্ষ্মণের করে ধনু? ৪৭

* * *

বিভাস-আলিয়া—একতালা।

কে করূলে সর্ব্বনাশ,—
আমারে বিনাশ করিতে এ মন্ত্রণা।
কে সাজালে কমলতনু,
রাণি হে! কমল করে ধনু,
দেখে কাঁপে তনু, জীবনে যন্ত্রণা॥
রামকে হৃদে রেখে দেখবো চিরকাল,
সে সাধে বিষাদ ঘটিল যে সে কাল,
ভয় হয় হে মনে,
অন্ধ মুনির শাপ ফল্‌লো এত দিনে,—
হলাম,—অযত্নে অমূল্য রতনে বঞ্চনা॥ (ঙ)

* * *

দশরথ করিছেন রোদন, রাণী হৃদে পেয়ে বেদন
বলে রাজা! নিবেদন করি চরণে।
কেন নাথ! ভেবে অনাথ,
কে আমাদের রঘুনাথ,
ক'রে অনাথ, লয়ে যাবে বনে? ৪৮
রাজা কন এ বিপত্ত, ঘটালে এসে বিশ্বামিত্র,
রামলক্ষ্মণ যুগল পুত্র, লয়ে যাবেন তিনি।

কারো কথা করেন না রক্ষে,
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ যজ্ঞ রক্ষে,—
করবেন গিয়ে কহিছেন মুনি॥ ৪৯
তবু প্রবঞ্চনা ক'রেছিলাম,
ভরত-শত্রুঘ্নে দিয়েছিলাম,
লুকায়ে রেখেছিলাম রাম-লক্ষ্মণে।
মুনি কন—এদের কর্ম্ম নয়,
রাক্ষস-কুল করিতে লয়,
হয় কি এ সব লয়কর্ত্তা বিনে? ৫০
আমি বলি আমার শ্রীরাম বালক,
মুনি কন—গোলোক-পালক,
তিনি বালক—ভাবেন ত্রিলোকের লোকে।
আর অজ্ঞানেতেও বালক ভাবে,
বালকেতেও বালক ভাবে,
তোমার গৃহে বালক-ভাবে
বাস যাঁর গোলোকে॥ ৫১
আমি বলি ধনুর্দ্ধারণ, দূর্ব্বাদল-শ্যামবরণ,
করে নাই এখন—তারা শিশু।
মুনি কন নৃপবর! ধনু ধারণ রঘুবর,—
করেছেন দেখ গিয়ে আশু॥ ৫২
সত্যে বন্দী হয়েছি রাণি!
রাম-লক্ষ্মণ ধনুষ্পাণি,—
হয়েছেন দেখলেই দিব দান!
এসে তাই করিলাম দৃশ্য,
না দিলে কোপানলে ভস্ম,—
করিবেন গাধির নন্দন॥ ৫৩
শুনে কন কৌশল্যা সুমিত্রে,
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে বিশ্বামিত্রে,—
দিয়ে দান রাখ কুলের ধর্ম্ম।
গো-ব্রাহ্মণ করিতে পালন,ধরায় ক্ষত্রিয়জন্ম লন,
অপালন ক'রো না—হবে অধর্ম্ম॥ ৫৪
রাণীরে সুমন্ত্রণা দেয়, রাজার হলো জ্ঞানোদয়,
তবু হৃদয় ভাসে নয়নজলে।
অধৈর্য্য হয়ে অন্তরে, রাজা কন সুমন্ত্ররে,
জীবন-রাম-লক্ষ্মণকে কর কোলে॥ ৫৫
তখন জনক-জননীর চরণ,
প্রণাম করেন ভবতারণ,
ভবতারিণী সুরধুনী যাঁর চরণে।
ঝোরে কৌশল্যার নয়নবারি,
অভিষেক হ'ল দানবারি,
মঙ্গলধ্বনি করেন রাণীগণে॥ ৫৬
শুনি সুমঙ্গল বচন, মনে হাসেন পদ্মলোচন,
রাক্ষস নাশে স্বস্তিবাচন, আজ অবধি হলো।
করেন যাত্রা হেরে সুলক্ষণ,
সুমন্ত্র লয়ে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ,
আনিয়ে সভায় উদয় হলো॥ ৫৭
তখন শ্রীরাম-লক্ষ্মণের রূপ,
মুনি কন কি অপরূপ!
বিশ্বরূপ রূপ হেরে মরি!
অপরূপ করি দৃষ্ট, পূরাবেন রাম মনোভীষ্ট,
হেরে আজ জনম সফল করি॥ ৫৮॥

* * *

বিশ্বামিত্রের শ্রীরামরূপ দর্শন।

পরজ-বাহার—যৎ।
দেখে রূপ কমল-আঁখির;
মুনির আঁখি ভাসে জলে।
ভবে দেখিলে এরূপ রূপ,
মন প্রাণ যায় যে ভুলে।
ভব তাই ভাবেন একরূপ,সম্পদে ভেবে বিরূপ,
ত্রিনয়ন মুদে ওরূপ, বেঁধেছেন হৃদয়-কমলে।
বৈরী ভাবে কাল-রূপ, ভক্ত ভাবে বিশ্বরূপ,
দশরথ বাৎসল্য-রূপ,
ভেবে রামকে করে কোলে॥
জন্মে ভাবিনে ও-রূপ, কর্ম্ম করেছি যেরূপ,
কেমনে দাশরথি হেরবে,
ঐ রূপ অন্তকালে॥ (চ)

* * *

শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্র মুনির হস্তে সমর্পণ।

তখন বিশ্বামিত্রের ভাসে আঁখি,
নিরখিয়ে কমল-আঁখি,
বলেন, পূর্ণ কর মনস্কাম।
কর্ম্ম নয় দশরথের, কর্ম্ম নয় ভরতের,
রাক্ষসকুল-লয়কর্ত্তা রাম॥ ৫৯

কত স্তব করেন মুনি, দশরথ নৃপমণি,
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে তখনি, মুনিরে সঁপিল।
রাজার, বক্ষ ভাসে চক্ষের জলে,
রামশোকে হৃদয় জ্বলে,
মিনতি-ভাবে ভাষিতে লাগিল ॥ ৬০
"———————————————————।
শান্ত ক'রে নৃপবরে, লক্ষ্মণ আর রঘুবরে,
মুনিবর লয়ে করেন গমন ॥ ৬১
মুনি বলেন, হে শমন-দমন!
কোন্ পথে করিবেন গমন?
শমন-সম এই পথে তাড়কা।
রাম কন—ডরাই কায়?
এক বাণেতেই তাড়কায়,
বিনাশ করিব—পেলেই তার দেখা ॥ ৬২
মুনি কন, হে ভবতারণ!
নৈলে কেন শ্রীচরণ,—
স্মরণ করেন সুর-মুনি?
তুমি ভিন্ন সাধ্য কার, বধা নয় অন্য কার,
নির্ব্বিকার তুমি চিন্তামণি ॥ ৬৩

* * *

তাড়কার সহিত শ্রীরামচন্দ্রের সাক্ষাৎকার।

শ্রীরাম-লক্ষ্মণের হয় নাই দীক্ষে,
মুনি দিলেন বাণ শিক্ষে,
রাম কন—আর কত দূরে তাড়কা?
মুনি কন, হে জগজ্জীবন! ঐ বন তাড়কা-বন,
প্রবেশ হইলেই পাবে তার দেখা ॥ ৬৪
পুন, ঋষি কন,—নীলকায়!
আমি দেখাতে তাড়কায়,
পারব না হে,—যাব না সে বন।
আমি থাকি এইখানে, লক্ষ্মণ আমার রক্ষণে,—
থাকুন,—তুমি যাও ভবতারণ ॥ ৬৫
শুনি, ঈষৎ হাস্য করি মুখে, তাড়কার সম্মুখে,
যেন কালসম হয়ে কালবারী।
দূর্ব্বাদল-শ্যামকায়, দেখে মায়া হ'ল তাড়কায়,
বলে,—কিবা রূপ আহা মরি মরি! ৬৬
দাঁড়ায়ে আছেন রামচন্দ্র,
দেখে তাড়কা বলে, সূর্য্য চন্দ্র,
আস্‌তে না পান পবন শমন ইন্দ্র,
আমার ভয়ে এ বনে।
পশুপতি পদ্মযোনি, সৃষ্টিকর্ত্তা হন যিনি,
আর এসেন যিনি তিনি,
করেন গমন শমন-ভবনে ॥ ৬৭
রক্ষে নাই কোন পক্ষে, জীব জন্তু পশু পক্ষে,
লক্ষ রক্ষে বিনাশ করি, চক্ষেতে দেখিলে।
কিন্তু হেরে তোর আশ্চর্য্য রূপ,
দাঁড়ায়ে আছিস্ যেরূপ,
আবার নয়ন মুদিলে ঐরূপ, হৃদ-কমলে ॥ ৬৮

* * *

শ্রীরামরূপ-দর্শনে তাড়কার মোহ।

সিন্ধু-ভৈরবী—তেতালা।

আহা মরি, কি অপরূপ তোর হেরি নয়নে!
ধরাতে ধরে না যে রূপ,—
এ রূপ বিরূপ হয়ে, কে তোয় দিল কাননে!
এ লাবণ্য হেরে কে হলো কুপিতে,
যদি থাকে পিতে, সেও-তো তোর কু-পিতে,
প্রাণ থাকিতে, যদি হ'তো সে সু-পিতে,
তবে কি সুঁপিতে, পারিত কি দিতে—
আসিতে এ বনে?
দাশরথি খেদে বলে তাড়কায়,
তোমার মত পুণ্যবতী বলি কব কায়,
আসিয়ে ধরায়,
ছিল পুঞ্জ পুঞ্জ ফল, যাতে চারি ফল,
পেয়েছ,—যেও না বিফল-অন্বেষণে ॥ (ছ)

* * *

তাড়কা-বধ।

তখন, খেদ ক'রে তাড়কা বলে,
হারায়েছি বুদ্ধি-বলে,
নিরখিয়ে ও চাঁদ-বদন।
আর দেখ্‌ছি চমৎকার, দূর হ'লো মনো-বিকার,
শুনে হেসে নির্ব্বিকার কন ॥ ৬৯

আমার নাম শ্রীরাম,
শুনে তাড়কা বলে—দুঃখ বিরাম,
ওরে রাম-নাম শুনে মোর হ'লো।
আর একটী সুধাই কথা,
বুঝি তোর কেউ নাই কোথা,
রাম বলেন, সে কথা শুনে কি হবে বল? ৭০
এসেছি আমি যে কাজে,
কাজ কি আমার অন্য কাজে?
কাজে-কাজে জান্‌বি পরিচয়।
তাড়কা কথা কয় উপযুক্ত,
তুই কি যুদ্ধের উপযুক্ত?
তোর সঙ্গে যুক্তি যুদ্ধ নয়॥ ৭১
ওরে, আমি যুদ্ধে রাগিলে,
চক্ষের নিমেষে গিলে,
খেতে পারি,—মায়াতে পারিনে।
যদি ইচ্ছা করি আহারে,
মায়ায় বলি আহা রে।
শুনে রাম কন আহারে,—
ব্যভারে জানি এক্ষণে॥ ৭২
ক'রে, কমল-চক্ষু রক্তাকার,
দেন ধনুতে গুণ নির্ব্বিকার,
শুনি তাড়কার উড়িল পরাণ।
রাক্ষসী কয়—নাই নিস্তার, বদন করি বিস্তার,
দেখে বাণ যোড়েন ভগবান্॥ ৭৩
দেখে, নিশাচরী কয় তিষ্ঠ,
রাখি ধরণীতে অধ-ওষ্ঠ,
উর্দ্ধ-ওষ্ঠ ঠেকিল গগনে।
বলে মাগী জায়-বেজায়,
রামকে গিলে খেতে যায়,
রামের বাণ বেগে যায়,পড়ে মুখে সঘনে॥ ৭৪
রক্ষে করে সাধ্য কার, তাড়কা ক'রে চীৎকার,
বিকট আকার পড়িল ধরণী!
নিধন করি তাড়কায়, নীল-সরোজকায়,
যান ত্বরায় যথায় আছেন মুনি॥ ৭৫
ফিরে আসি চিন্তামণি, দেখেন অচৈতন্য মুনি,
লক্ষ্মণে কন রঘুমণি, একি সর্ব্বনাশ!
চৈতন্য-রূপ পরশ মাত্র, ধরা হ'তে বিশ্বামিত্র,
উঠে কন হয়েছে ত বিনাশ॥ ৭৬

রাম বলেন, সে কি কাজ!
তাড়কা ব'ধে কালব্যাজ,
চল চল মুনিরাজ! যথা যজ্ঞস্থান।
শুনে চলেন বিশ্বামিত্র, সঙ্গে লয়ে ভবের মিত্র,
বিচিত্র রূপ দেখে দেখে যান॥ ৭৭
তখন মৃত্তিকায় তাড়কায়,
দেখে মুনির শুকায় কায়,
বলেন হে নীলকমল-কায়! এ কায়-বিনাশে।*
হয়েছে কত পরিশ্রম, অগ্রে সব মুনির আশ্রম,
ঐ বনে শ্রম দূর কর হে! ব'সে॥ ৭৮

* * *

ললিত-বিভাস—কাওয়ালী।

তারকব্রহ্ম রাম নৈলে কে পারে হে,
সুরসঙ্কট নাশিতে।
দূর্ব্বাদল-শ্যাম-কায়! কব অন্য কায়,
আসিয়ে এ কায়, তাড়কায় বধিতে॥
হরি! তুমি মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ নৃসিংহ,
ছলিলে বলিরে বামন-রূপেতে॥
ভৃগুরাম-রূপ ধ'রে, ভূ-ভার হরিলে,
নিঃক্ষত্র ক'রে,—
রাক্ষস-বংশ ধ্বংস কর,
এই শ্রীরাম-রূপেতে॥ (জ)

* * *

শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক যজ্ঞ-বিঘ্নকারী রাক্ষসগণের বিনাশ সাধন।

শুনে তুষ্ট হয়ে রাম, কন—সব কষ্ট-বিরাম—
ঐ চরণ দরশন ক'রে হলো।
আমার, কি কষ্ট তাড়কা-নাশ,
এক বাণে করি বিনাশ,
সৃষ্টিনাশ এখনি করি বল॥ ৭৯
তখন এইরূপ কত কথায়,
মুনিগণের আশ্রম যথায়,
লয়ে মুনি যান তথায়, হইল শুভযোগ।
রাম আনিলেন বিশ্বামিত্র,সকল মুনি যুটে একত্র,
করিলেন যজ্ঞের উদ্যোগ॥ ৮০

* এ কায়-বিনাশে—এই দেহ বিনাশ করিতে।

অমনি হোমাগ্নির ধূম উঠে গগনে,
দৃষ্ট করি নিশাচরগণে,
হাস্ত করি সঘনে, ঘৃত ভোজনের আশে।
মারীচ সুবাহু প্রধান, সঙ্গে শত সহস্র যান,
যেমত আছে বিধান,
গিয়ে দাঁড়ায় যজ্ঞের পাশে ॥ ৮১
যজ্ঞ নাশিতে যায় রাক্ষস, ক'রে রাম চাক্ষুষ,
নানা অস্ত্র বরিষণ করেন হাসি।
ধরণী কাঁপে অনুক্ষণ, ছাড়েন বাণ লক্ষ্মণ,
দিক্ হয় না নিরীক্ষণ, দিনে হ'লো নিশি ॥ ৮২
করেন সিংহনাদ মুহুর্মুহু, নিশাচর সহ সুবাহু,
পড়িল আর নাহি কেহু, মারীচ রহিল।
যুড়িয়ে পবন-বাণ, মারীচেরে ভগবান্,
না ক'রে তারে নির্ব্বাণ, সাগর পারে ফেলিল ॥
কর্লেন নিশাচর দমন, কালের কাল-দমন,
মুনিরে হ'য়ে সুস্থমন, যজ্ঞ সমাপিল।
দক্ষিণান্ত করিয়ে সবে, অনন্ত আর কেশবে,
ভক্তিভাবে স্তুতি আরম্ভিল ॥ ৮৪

* * *

মুনিগণ কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের স্তব।

তুমি বেদ, তুমি বিধি, তুমি মহেশ্বর।
তুমি যাগ, তুমি যজ্ঞ, তুমি যজ্ঞেশ্বর ॥ ৮৫
তুমি ধর্ম্ম, তুমি কর্ম্ম, তুমি হে অনন্ত।
গোলোকেতে বিষ্ণু তুমি পাতালে অনন্ত ॥ ৮৬
তুমি ইন্দ্র, তুমি চন্দ্র তুমি দিবাকর।
তুমি পবন, তুমি শমন, তুমি রত্নাকর ॥ ৮৭
তুমি সর্প, তুমি দর্প, তুমি দর্পহারী।
তুমি যক্ষ, তুমি রক্ষ, তুমি বনে হরি * ॥ ৮৮
তুমি অরুণ, তুমি বরুণ, তুমি খগপতি।
তুমি তীর্থ, তুমি নিত্য, তুমি বসুমতী ॥ ৮৯
তুমি জল, তুমি নির্ম্মল, তুমি হে পর্ব্বত।
তুমি বৃক্ষ, তুমি পক্ষ, তুমি ঐরাবত ॥ ৯০
তুমি আকাশ, তুমি পাতাল, তুমি দিক্‌পাল।
তুমি ঋষি, তুমি যোগী, তুমি মহীপাল ॥ ৯১
তখন, এই প্রকারে স্তব করে যত যোগী মুনি।
বলে, চিন্তার্ণবে পার কর চিন্তামণি! ৯২

* হরি—সিংহ।

সোহিনী-বাহার—একতালা।

কর হরি! কৃপাবলোকন।
সাধন-সঙ্গতি-হীনে দিয়ে শ্রীচরণ ॥
সুজন কুজন ত্যজে, যে জন বিজনে ভজে,
জোরে বাঁধে হৃৎসরোজে, পঙ্কজলোচন,—
হরি হে! হরিতে ভূ-ভার,
অভয়-পদে আছে ভার,
দাশরথি দাসের ভার,
আর কে করে গ্রহণ ॥ (ঝ)

* * *

গৌতম-আশ্রমে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।

স্তবে তুষ্ট হয়ে রাম, কহিছেন অবিরাম,
হবে পূর্ণ মনস্কাম, কর কিছু অপেক্ষে।
শুনে, কহিছেন বিশ্বামিত্র,
শুন হে নিদানের মিত্র!
তব অগোচর কুত্র আছে হে ত্রৈলোক্যে? ৯৩
পুনঃ কন রঘুমণি, যজ্ঞ পূর্ণ হলো ত মুনি!
আছি ত হে হ'য়ে আমি,তোমাদের চিরবাধ্য।
আর, কি ফল আছে বিলম্বে,
অযোধ্যায় অবিলম্বে,
গমন কর না কেন অদ্য? ৯৪
মুনি কন—হে মধুসূদন! দাসের এক নিবেদন,
যেতে হবে আমার সদন, জনক-রাজার পুরে।
দিয়েছে নিমন্ত্রণ-পত্র,
শুনে রাম কন—আমরা তত্র,
হইয়ে রাজার পুত্র, যাব কেমন ক'রে? ৯৫
জনক ঋষি রাজা হন, নাই সেখানে আবাহন,
ঋষি কন,—আবাহন আছে আমার তথা।
গুরুর আবাহন হ'লে পরে,
শিষ্য সঙ্গে যেতে পারে,
আছে বিধি পূর্ব্বাপরে, ব্যভার যথা-তথা ॥৯৬
শুনে সম্মত হন রঘুবর,
লয়ে রাম-লক্ষ্মণে মুনিবর,
যাত্রা করেন শ্রীরাম-পদ ভাবি মনে।
নিজাশ্রম তেয়াগিয়ে, মুনি কিছু দূরে গিয়ে,
যুক্তি করিলেন মনে মনে ॥ ৯৭

না ব'লে রামে সবিশেষ,
গৌতম-কাননে প্রবেশ,
হয়ে বলেন, বেশ বেশ এ অতি রম্যস্থান।
যেমন আছে ব্যবহার,
উভয়ে কিছু কর আহার,
আমিও করিব আহার, ক'রে আসি স্নান ॥ ৯৮

* * *

আলিয়া—একতালা।

মুনি, দেখেন জীবনে।
অনন্ত-রূপ ধরি হরি অনন্তাসনে ;
হয়ে ভ্রান্ত উমাকান্ত সাধেন সেই চরণে ॥
হৃদয় প্রফুল্ল মুনির, নীর হ'তে তুলে শির,
নয়নে নীর, দেখে অনুজ,—
সহ রঘুবীর দাঁড়ায়ে ধরাসনে ॥ (ঐ)

* * *

অহল্যা-উদ্ধার।

তখন, নীর হ'তে তীরে আসি,
দুইটী আঁখি-নীরে ভাসি,
হৃষীকেশে কন ঋষি, শুন দয়াল রাম!
দাঁড়ায়ে কেন ধরাসনে,দয়া ক'রে এই পাষাণে,
ব'সে একবার করহে বিশ্রাম ॥ ৯৯
শুনে কন নির্ব্বিকার, পাষাণে কেন এ প্রকার,
দেখ্‌ছি আকার—নর কি দেবতা ?
আমি এতে কেমনে বসি ?
তুমি বসিতে বল ঋষি,
কোন দেবতা উঠ্‌বেন রুষি,
এতো নয় ভাল কথা ॥ ১০০
মুনি কন হে ভবতারণ!
দেও পাষাণে কমল-চরণ,,
পাষাণে এ.রূপ ধারণ, সে কারণ বল্‌ব পরে।
শুনে কন চিন্তামণি, সত্য কথা বল্‌বে মুনি!
বিশেষ কথা মুনি অমনি, বলেন পরাৎপরে ॥
শুনিয়ে কন শ্রীরাম, একি হয় রাম-রাম!
ঋষি কন তারকব্রহ্ম রাম, তুমি পাতকী তারিতে
কভু রও গোলোকে, কভু রও নাগ-লোকে,
কভু রও ভূলোকে, কভু কারণ বারিতে ॥১০২

শুনি মুনির স্তুতি বচন,
স্বীকার করেন সরোজলোচন,
করিতে অহল্যার শাপ-মোচন, যান ত্বরা করি।
দেখে কন লক্ষ্মণ গুণনিধি,
এ নয় মুনির উচিত বিধি,
তবে আর বেদ-বিধি, কে মানবে হে হরি!
তুমি তো ব্রাহ্মণের মান, বাড়ায়েছ ভগবান্,
দিয়ে দান কৃপানিধান, হবে দত্তাপহারী।
পূজিলে ব্রাহ্মণের পদ, হয় তার মোক্ষপদ,
কোন্ তুচ্ছ ব্রহ্মপদ,
ইঁহে ভৃগুপদ হৃদে ধারি! ॥ ১০৪
ব্রাহ্মণ নন সামান্য, ব্রাহ্মণের কত মান্য,
ব্রাহ্মণে কর্‌লে অমান্য, শূন্য হয় বংশ।
ব্রহ্মণ্যদেব বলেছ তুমি,
নরের মধ্যে ব্রাহ্মণ আমি,
ব্রাহ্মণ পেলেই পাই আমি,
অন্যেতে নাই অংশ ॥ ১০৫
ব্রাহ্মণেরে ক'রে কোপ, সগরবংশ হলো লোপ,
জয়-বিজয় বৈকুণ্ঠের দ্বারী ছিল!
কয়েছিল কটু ভাষা, মহামুনি দুর্ব্বাসা,
শাপ দিলেন—তাই অবনীতে এলো।
কেবল, ব্রাহ্মণের কোপে রঘুবর!
ভগীরথের হয় শাপে বর
মাংসপিণ্ড অস্থি-নাস্তি ছিল।
হলো দেহ সুন্দর, ব্রহ্ম-শাপে ইন্দ্রের,
সহস্র চিহ্ন অঙ্গময় হলো ॥ ১০৭
আর শুন হে রাম চিন্তামণি! ব্রাহ্মণের রমণী,
তিন বর্ণের জননী, ব্যক্ত যে বেদেতে।
আজ্ঞা করিছেন মুনি, মাতৃতুল্য ব্রাহ্মণী,
তাঁর অঙ্গে তব চরণ দিতে? ১০৮
মুনি কশ্যপের তিন বনিতে,
তাঁর সন্তান অবনীতে,
পাতালেতে স্বর্গেতে, সুরাসুরকিন্নর।
পশুপতি দিক্‌পাল, মহীতে যত মহীপাল,
বরুণ প্রভৃতি বৈশ্বানর ॥ ১০৯
তাই বলি হে ত্রিলোকমান্য!
ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ সমান মান্য,
ব্রহ্মকুল ভাবলে সামান্য, কুলক্ষয় হয়।

কে দিবে এমন বিধি, শুন ওহে বিধির বিধি!
এ কার্য্য অবিধি, করা উচিত নয়॥ ১১০

* * *

অহংসিন্ধু—কাওয়ালী।

কে দেয় এ বিধি, হে বিধির বিধি!
দিতে পাষাণে কমল-চরণ।
রেখেছ হে তুমি ভগবান্, দ্বিজের অতুল্য মান
হরি! ভৃগুপদ করি হৃদয়ে ধারণ॥
তুমি এখন ধরায় বড় নও কেশব!
তোমাপেক্ষা গণ্য মান্য দ্বিজ সব,
বিধিমত বেদে আছে যে সব,
পূজিতে হবে সব, দ্বিজের চরণ!
তুমি শ্রেষ্ঠ বট বেদেতে বিধিতে,
দিতে নারেন বিধি আসিয়ে বিবিতে,
পার পায় জীব ভব-জলধিতে,
ঐকান্তে দ্বিজ ক'রে আরাধন॥ (ট)

* * *

কলির ব্রাহ্মণ।

পুনরায় লক্ষ্মণ কন, বাক্য অতি সুচিকণ,
কলি-আগমন হবে যখন, দ্বিজ হারাবেন মান।
সইতে নারিবে ভূ-ভার,
দ্বিজের থাকবে না দ্বিজের ব্যভার,
সবার কাছে হবেন অপমান॥ ১১১
ত্যাগ করেন ত্রিসন্ধ্যে, কুকর্ম্মেতে ত্রিসন্ধ্যে,
যাগ যজ্ঞ সকলি হবে হত!
এখন দিলে রাজ্য—
একটী পাই কি নিষ্ঠ দ্বিজ?
একটী পাই করিলে দান,
কলিতে সেইখানে শত শত॥ ১১২
আছে ব্রাহ্মণের যে আচার,
কলিতে হবে অনাচার,
হবে অবিচার, যাবে জেতে বেজেতে।
লবে দান—হবে কুরীত,
আহার দিলেই বড় পিরীত,
চণ্ডাল হইলেও পারেন খেতে যেতে॥ ১১৩
পকান্ন যদি শুনেন,সেধে গিয়ে আপনি বলেন,
পিরীত-ভোজন সকল বাড়ীতেই আছে।
যখন, কিনে বাজারের দ্রব্য খাওয়া যায়,
হাড়ি হ'লেও যাওয়া যায়,
প্রণয়েতে জাত কোথা গেছে?॥ ১১৪
আমরা যদিও যাই কে কি করে?
সে দিন, শিরোমণি খুড়ো কেমন ক'রে,
ছেলেকে পাঠালেন জেলের বাড়ী?
ন্যায়বাগীশ সন্ধ্যাকালে,
লয়ে গেছিলেন ভাইপোর ছেলে,
লুচি নিয়ে আস্‌ছেন তাড়াতাড়ি॥ ১১৫
আমাদের অত নাই, কি বল হে নাৎ-জামাই!
মূর্খ বটে—ধর্ম্মভয়টা আছে।
খেতে যাওয়া উচিত নয়,থাকে না কেন প্রণয়!
বিদেশে কে তত্ত্ব লয়, যা করবে মনে আছে!
কিন্তু আজ পাকা ফলারের শুনলে কথা,
ব্রাহ্মণী খেয়ে বস্‌বেন মাথা,
গণ্ডা-দশেক ছেলে দেবেন ছেড়ে।
যদি বলি, যাব না—আছে দলাদলি,
সে বলে, ভাব গলাগলি,
দিবে মাগী গালাগালি,
তাড়কার মত খেতে আস্‌বে তেড়ে॥ ১১৬
আমি বলি সে হয় জেতে, *
তবু মাগী চাবে যেতে,
কর্ম্মকর্ত্তার ভেজেতে—আমাতে গঙ্গাজল।
এবার গঙ্গাস্নানে গিয়েছিলাম,
ধর্ম্ম-সুবাদ ক'রে এলাম,
আমি না হয় খেতে গেলাম,
তোর্ তাতে কি বল?॥ ১১৮
ছেলেগুলো মরে কেঁদে,
খাবে দশখান আনবে বেঁধে,
দিন রাত্রি মরি রেঁধে, এক দিন যায় সে ভাল।
আমরা বরং যেতে ভাবি,
মাগীগুলো ভাই! বড় লোভী,
ছেলের নামে পোয়াতি বর্ত্তায় চিরকাল॥ ১১৯
এইরূপ কলির আচার, এখন প্রভু! যে বিচার
করতে উচিত যা হয় কর।
শুনে হেসে কন মুনি, শুন ওহে চিন্তামণি!
পাষাণ বেড়িয়ে ভ্রমণ কর॥ ১২০

---

* জেতে—জাতিতে ঠেলা।

না করেন কথা অবিজ্ঞে, শিরে ধরি মুনিআজ্ঞে
ভ্রমণ করেন পাষাণ বেড়ে।
অমনি পবন সাহায্য করে, মন্দ মন্দ বায়ু-ভরে,
রামের পদধূলি উড়ে, পাষাণে গিয়ে পড়ে॥
পেয়ে পদধূলী পাষাণকায়,
অহল্যা পায় মানবী-কায়,
পতিত হ'য়ে মৃত্তিকায়, শ্রীরামে প্রণাম করি।
বলে হে নীলকমলকায়!
এত দয়া আছে কায়,
যদি কৃপা করি পাষাণ-কায়,
মুক্ত করলে আজ হরি!॥ ১২২

* * *

অহল্যা কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের স্তব।

কানেড়া-বাগেশ্রী—যৎ।

রক্ষাং কুরু দাশরথি! দাসীরে পদ-বিতরণে।
ভব-তিমির-নাশন জীবের ভূভার-হরণে॥
কুমতি-কুলপাতকী যদিও ভজন-বিহীনে,
তার তার হে তারকব্রহ্ম! তার তার নিজগুণে
বেদে বিদিত আছে হে নাথ!
থাক বারি, কারণে,—
ভক্তগণ মুক্তি-হেতু এলে ভব নিস্তারণে॥ (ঠ)

* * *

ব'লে অহল্যা করি স্তুতিবাণী,
কি জানি রাম! স্তুতি-বাণী,
আপনি বাণী ভার্য্যা তোমার ঘরে।
রব ত্রিলোকের ভর্ত্তা!
কোপ ক'রে অভাগীর ভর্ত্তা,
দিয়েছিলেন পাষাণ-কায় ক'রে॥ ১২৩
ভাগ্যে পাষাণী হয়েছিলাম,
তাইতে পদ দেখতে পেলাম,
জনম সফল করে নিলাম,
আমি আজ ভারতে।
যে পদ পায় না কমলযোনি, সৃষ্টিকর্ত্তা হন যিনি,
আমি কিন্তু সকলে জিনি,
চলিলাম গৃহেতে॥ ১২৪

কিন্তু নিবেদন আছে রাম!
পতি-পদে অবিরাম,
দুষী হ'য়ে থাকে সব নারীতে।
ঠেকে দায়ে শিখিলাম,
ও—পদ-রজের গুণ দেখিলাম,
আর তো পাষাণ পারবে না করিতে॥ ১২৫
তাই বলি হে কৃপানিধান!
পদধূলি কিছু কর দান,
যতনে অমূল্য ধন যাই হে লইয়ে।
আবার যদি পাষাণকায়,
তা হ'লে নীল-নীরজকায়,
লেপন করি সর্ব্বকায়,
রব না পাষাণ হয়ে॥ ১২৬

* * *

পায়ে-মানুষ করা ছেলে দেখিয়া
কাঠুরিয়াগণের বিস্ময়।

এখন শ্রবণ কর তদন্তরে, না চিনিয়ে পরাৎপরে,
ছিল যত অন্য পরে, কাঠুরিয়াগণ।
স্বচক্ষে তারা দেখিল,
পদ-পরশে পাষাণ মানবী হ'লো,
বলে, ভাই রে! একি হলো,
আশ্চর্য্য দরশন!॥ ১২৭
দেহ কাঁপিছে থর থর,
কত কালের পুরাতন পাথর,
পড়েছিল এ বনে।
মুনি বেটা কোথায় পেলে,
পায়ে মানুষ-করা ছেলে,
বাপের কালে এমন তো দেখিনে॥ ১২৮
ওরে ভাইরে! কি উৎপাত,
ও ছেলের পায়ে প্রণিপাত,
দেখে শুনে' পাত হ'লো পরাণী।
এই ব'লে সব ধায় বেগে,
দেখে নগরের প্রান্তভাগে,
পলারে পলারে কথা শুনি॥ ১২৯
জিজ্ঞাসা করিছে তারা,
কোথা হ'তে ভাই! এলি তোরা,
কার ভয়ে এত কাতরা হয়ে আছ মনে?

শুনে বলে, ভাই! কাঁপে চিত্ত,
বুড়োবেটা বিশ্বামিত্র,
পায়ে-মানুষ-করা কার পুত্র-
দু'টো ধরেছেন বনে? ১৩০
গৌতম মুনির কাননে, গিয়ে কাষ্ঠ-অন্বেষণে,
দাঁড়াইয়ে দেখিলাম দূর হ'তে।
একটী কাঁচা সোণার বরণ,
একটী দূর্ব্বাদল-শ্যাম-বরণ,
রূপ তাদের ভাই! জাগিছে হৃদয়েতে॥ ১৩১
বিশ্বামিত্র আছে ব'সে,
গৌরবরণ দাঁড়ায়ে পাশে,
মানুষ হচ্চে নীলবরণের পায়ে।
বনে ছিল যত বৃক্ষ-পাষাণ,
যাতে করে পদ প্রদান,
মানুষ হয়ে গেল সব চলিয়ে॥ ১৩২
দেখে পলায়ে আসি ভাই!
পাহাড় পর্ব্বত কিছুই নাই,
লতা বৃক্ষ সমুদাই, পায়ে মানুষ কর্‌লে।
করিতাম কাষ্ঠ বেচে দিন পাত,
কোথা হ'তে এ উৎপাত!
গরীব দুঃখীর পক্ষপাত,
মুনি বেটা আজ কর্‌লে॥ ১৩৩
দেখিলাম চমৎকার নয়নে,
ঘাস একগাছি নাইকো বনে,
তৃণ আদি সব মানুষ হ'লো।
এই দিকে ভাই আস্‌ছে তারা,
দেখবি যদি দাঁড়া তোরা,
ভুল্‌বে তোদের নয়ন-তারা, রূপে ধরা আলো
হেথা রাষ্ট্র হ'লো দেশ-বিদেশে,
পায়ে-মানুষ-করা দেশে,—
এসেছে—এনেছে বিশ্বামিত্র।
একগুণ যদি ঘটে, কোটিগুণ ধরাতে রটে,
অঘটন কত ঘটে, পেলে একটী সূত্র॥ ১৩৫

* * *

নাবিকের ভয়।

হেথা অহল্যারে সন্তোষিয়ে,
শ্রীরাম লক্ষ্মণ মুনি আসিয়ে,
ভাগীরথীকূলেতে উপনীত।
পায়ে-মানুষ-করা শুনেছে তারা,
তারানাথের নয়ন-তারা,
দেখে তারা ফিরায় না নয়ন-তারা,
হইল মোহিত॥ ১৩৬
হয়, রূপ দে'খে মন মোহিতে,
বলে ভাই রে! মহীতে,
দেখেছ, কে, কহিতে পার তোমরা সকলে?
একি রূপ চমৎকার! হরিল মনের অন্ধকার,
বর্ণিবারে সাধ্য কার, আছে হে ভূতলে? ১৩৭
তখন, কহিছেন ভব-নাবিক,
ত্বরায় তরী আন নাবিক!
'তরী আন' শুনে নাবিক,
তরণী লয়ে বেগে চলে।
নাবিক বলে,—সে সব কথা,—
শুনেছি, পার হবে কোথা?
আমার বুঝি খাবে মাথা,
হাঁ রে! সর্ব্বনেশে ছেলে!॥ ১৩৮
তোমার দেখ্‌তে পেয়েছি পায়ের শোভা,
ত্রিলোকের মনোলোভা,
কিন্তু বাবা! পরিবারের পক্ষে নয় ভাল।
তোমার ঐ সর্ব্বনেশে পায়ের গুণ,
জানিয়া বাছা! হয়েছি খুন,
তুমি দিবে আমার কপালে আগুন,
তরীখানা মানুষ ক'রে বল॥ ১৩৯
কেনে ঘুচাও ভাত-ভিক্ষে,
সংসার এই উপলক্ষে,
চালাই বাছা! কর রক্ষে দানে।
মুনি কন—ত্রিলোকের ইষ্ট!
দেখ কেমন পারের কষ্ট
মনোভীষ্ট পূর্ণ ক'র সে দিনে॥ ১৪০

* * *

শরজ-বাহার—একতালা।

পারের দুঃখ দেখ আজ মহীমণ্ডলে।
হতে পার, যে ব্যাপার,—
এমনি কাতরে, তরিবার তরে,
দাঁড়িয়ে জীব ভবকূলে॥
হরি কাণ্ডারী বিনে কে করে পার হে—
তাতে না পেলে চরণ-তরী, কেমনেতে তরি,
তরী বিনে আমরা রহিলাম পড়িয়েভবকূলে॥(ভ)

* * *

শুনে হেসে কন দীননাথ,
মুনি! তুমি ভেবে অনাথ,—
হও কেন পারের তরে।
এক্ষণেতে যে ব্যাপার, বল কিসে হবে পার?
তোমায় পার করিব মাথায় ক'রে॥ ১৪১
পুন কন ভব-তরী, নাবিক! এবার আন তরী,
তব কৃপায় আমরা তরি, যাব আজ পারে!
তুই যদি আজ করিস্ পার,
স্বীকার হ'লাম তোকেও পার,
কর্‌বো ব্যাপার লব না সেই পারে॥ ১৪২
নাবিক বলে, ও কথাই নয়,
তুমি দেখছি রাজতনয়,
যা বল তা হ'বার নয়, আমি নয় কাঁচা-ছেলে।
এ কথা কি গ্রাহ্য হয়?
তোমার দ্বারে বাঁধা হস্তী হয়,
তোমার কি এ কাজ শোভা হয়,
তরী চালাবে জলে? ১৪৩
রাম বলে—তোরে এ ব্যাপারে,
রাখব না—পাঠাব পারে,
পারের কার্য্য করতে হবে না ফিরে।
নাবিক বলেন—তোমার মানস,
বুঝেছি আমার নৌকা মানুষ,
ক'রে দিবে, পার করিব কেমন ক'রে?১৪৪
হেসে রাম বলেন—ভূলোকে,
রাখব না—পাঠাব গোলোকে,
নাবিক বলে, কাজে কাজেই হবে!
দিবে নৌকাখানির দফা সেরে,
খেতে না পেয়ে সংসারে,
যাব চলে—যেখানে দুই চক্ষু যাবে॥ ১৪৫
ছেলেপিলে পাবে কষ্ট,
কেমনে চক্ষে করবো দৃষ্ট,
রাম কন্,—সব কষ্ট যাবে তোর দূরে।
নাবিক বলে, তাঁহতে পারে,
না খেলে কদিন বাচ্‌তে পারে,
অনাহারে সকলে যাবে ম'রে॥ ১৪৬
রাম কন—তোদের পাঠাব স্বর্গে,
নাবিক বলে—যাব না স্বর্গে,
যে উপসর্গে পড়েছি—বাঁচে না প্রাণ!
আমি স্বর্গে যেতে পার্‌বো নাই,
পার করিতে পার্‌বো নাই,
চরণে তোমায় ভিক্ষা চাই,
নৌকাখানি কর দান॥ ১৪৭
শুনে কন নীলাম্বুজ, সকলে হবি চতুর্ভুজ,
নাবিক বলে—তোমার কথায় হব!
তোমার বাপ মা তো আছে ঘরে,
গিয়ে স্বর্গে পাঠাও তা'দিগেরে,
চার হাত কেন পাঁচ হাত ক'রে,
দাও না তাদের সব॥ ১৪৮
তখন নাবিকের কথা শুনি রুষি,
বলেন বিশ্বামিত্র ঋষি,
এখনি করিব ভস্মরাশি, নৈলে পার কর্।
তোর্ ভাগ্যে কি এ সব হয়?
ভিখারীর হয় কি হস্তী হয়?
সুধা-ভাণ্ড ত্যজে বেটা! ধরিলি বিষধর?১৪৯
দেখে কোপ বিশ্বামিত্রের,
নাবিকের যুগল নেত্রের—
বারি দেখে সরোজনেত্রের, দয়া হয় অন্তরে।
ভবে যাঁর পদ তরণী, বলেন আন তরণী,
ভয়ে নাবিক আনি তরণী, কহিছে কাতরে॥১৫০
মুনি! কর তরীতে আরোহণ,
সঙ্গে লয়ে গৌরবরণ,
উনি কিন্তু ঐখানে র'ন,
শুনি ঋষি কন,—ধীবর!
ওঁর চরণের দোষ কিছুই নয়,
ধূলাতেই মানবী হয়,
বসায়ে তরীতে জগন্ময়, চরণ ধৌত কর॥ ১৫১
ছিল নাবিকের পুণ্যসূত্র,বিশ্বামিত্র হ'লেন মিত্র,

সদা সাধেন যাঁয় ত্রিনেত্র,
তাঁয় নাবিক বসায় তরীতে।
রাখে বাম হস্তে যুগল-পদ,
বিধি আদি ভাবেন যে পদ,
নাবিক সেই মোক্ষ-পদ,
অনাসে করে করেতে ॥ ১৫২
মরি মরি কিবা পুণ্য, ক'রেছিল নাবিক ধন্য,
ধন্য ধরায় ধীবরের পুণ্যবল!
হেরে কন বিশ্বামিত্র মুনি,
নাবিক! করে পেলি অতুল্য মণি,
যাতে আছে চতুর্ব্বর্গ ফল ॥ ১৫৩

* * *

সুরট—একতালা।

ধন্য ধন্য নাবিক হে! তুমি আজ ভূতলে!
পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য করেছিলে ॥
পেয়েছ ছেড় না পদ রে!
বাঁধ জোরে হৃৎকমলে।
রামকে পার ক'রে দে,
অনায়াসে পার হবি ভব-সিন্ধুজলে ॥
ফণীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র, আশ্রিত যে পদকমলে,—
যে পদ যোগে মহাকাল, জপেন চিরকাল,
তুই পেলি সে পদ অবহেলে ॥ (চ)

* * *

কাষ্ঠতরী সোণা।

নাবিক, পরশ মাত্র পদকমল,মন হ'লো নির্ম্মল,
বলে ওহে নীলকমল! কি পদ আমি ধরি!
যে পদ দিলে মোর করে,
এ পদ বিধি ব্যাখ্যা করে,
শঙ্কর সেবা করে, যে পদ পান না হরি! ১৫৪
ধরিয়ে তোমার পদ, তুচ্ছ হলো ব্রহ্ম-পদ,
বিপদের বিপদ, তোমার এই পদ দুখানি।
যদি কৃপা করি দিলে পদ, দিওনা যেন সম্পদ,
বাঞ্ছা নাই মোর অন্য পদ, ওহে চিন্তামণি!
আমার মন বেড়ায় কু-রীতে,
হবে পাব করিতে,
তবে পার ক'রতে পারি আজ তোমারে।
শুনে কন ভবের স্বামী,স্বীকার করিলাম আমি,
অনায়াসে পার হবে তুমি,
এ ভব-সংসারে ॥ ১৫৬
শুনে নাবিক রাম-লক্ষ্মণে তরীতে,
ল'য়ে যান ত্বরিতে,
পার হব ব'লে ত্বরিতে, দিলে তুলে পারে।
রাম নাবিকে হয়ে সুপ্রসন্ন, কাষ্ঠতরী কার স্বর্ণ,
উঠিলেন নীরজবর্ণ, ভাগীরথী-তীরে ॥ ১৫৭
তরী কাষ্ঠ ছিল হয়ে স্বর্ণ, জলমধ্যে হ'লো মগ্ন,
নাবিক বলে একি বিঘ্ন, ওহে বিঘ্নহারি!
শুনে, রাম বলেন তোর যা বাসনা,
কাষ্ঠ ঘুচে হৈল সোণা,
কষ্ট জন্য উপাসনা, করতে হবে না কারি ॥১৫৮
শুনে নাবিক বলে, ঘোর বিপদ,
আমি চাইনে সম্পদ!
করে পেয়েছি যে সম্পদ, ও সম্পদ বিফল।
ভুগিতে হবে পদে পদে,
কায নাই আমার সম্পদে!
পাছে বঞ্চিত হই পদে, যে পদে চারি ফল* ॥

* * *

মিথিলায় জনক রাজ-সভায় বিশ্বামিত্র, শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ।

শ্রীরাম লক্ষ্মণের রূপ-লাবণ্যে
সকলেই মোহিত।

দিয়ে তুষ্ট হ'য়ে নাবিকে বর,
সুমিত্রে-সুত রঘুবর,
বিশ্বামিত্র মুনিবর, উত্তরিলা মিথিলায়।
উপনীত রামচন্দ্র, রূপ জিনি কোটী চন্দ্র,
সভামধ্যে রামচন্দ্র, শোভা—
তারা-মধ্যে যেন চন্দ্রোদয় ॥ ১৬০
আবার ঐ চরণকমলে, ভ্রমরা ভ্রমরী মিলে,
মধুলোভে সদত বসত।
চন্দ্র হেরে লজ্জা পায়, চন্দ্র,—রামচন্দ্র-পায়,
আছে প'ড়ে নখরে শত শত ॥ ১৬১

* চারি ফল—ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ।

হলো রূপ হেরে সবে মোহিতে,
করি দৃষ্টি মহীতে,
পরস্পর কহিতে, লাগিলেন সভায়।
জনক করেন সম্ভাষণ, পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে আসন,
লয়ে রাম-লক্ষ্মণে উপবেশন,
করেন ঋষি তথায় ॥ ১৬২
হইল আশ্চর্য্য শোভা, রাজসূয়-তুল্য সভা,
দেখে রামের রূপের আভা, শঙ্কা অনেকের।
কেহ বলে ভাই! মিথ্যা আসা,
ত্যাগ কর মনের আশা,
ওদের হলো সিদ্ধ আসা, যে আশা জনকের ॥
হবে না আর ধনু ভাঙ্গা,
আমাদের ভাই! কপাল ভাঙ্গা,
ভাঙ্গা কপাল ভাঙ্গিলে আজ দুই জনে।
তদনন্তর কন গৌতম-সুত,
এসেছেন যত রাজসুত,
ধনু লয়ে আশু ত আসুক্ মল্লগণে ॥ ১৬৪
অনুমতি পেয়ে রাজার, গিয়ে মল্ল দশ হাজার,
ধনু আনি সকল রাজার সম্মুখে রাখিল!
দেখে কোদণ্ড* রাজা সকল,
মনোমধ্যে হয়ে বিকল,
বলে বিবাহ না দিবার কল,
রাজা করেছেন ভাল! ১৬৫
এমন পণ কেউ দেখেছ মজার,
বেটা আন্‌লে মল্ল দশ হাজার,
ভাঙ্গে সাধ্য কোন্ রাজার,
শক্তি আছে ভারতে?
ভাঙ্গার কথা থাকুক দূরে,
করে ক'রে কেউ তুলিতে পারে,
এমন বিয়ে পূর্ব্বাপরে, কে পারে করিতে?
তখন পরস্পর কাণে কাণে,
কহিছে কথা—শুনে কাণে,—
শতানন্দ থাকি সেইখানে,—বসিয়ে সভাতে।
বলে, ধনু দেখে তনু লুকিয়ে,
ব'সে আছে বদন বেঁকিয়ে,
এসেছ, বর সেজে ঘর ত্যজে,
এ পণ শুনিয়ে কাণেতে ॥ ১৬৭

খাম্বাজ—একতালা।
কে আছ হে ধনুর্দ্ধর?
ধরায় যত দণ্ডধর, কে এমন বল্‌ধর?
আসি, ত্বরায় ধনু ধর ধর ॥
দিগম্বর তায় দিয়েছেন বর,
যে ভাঙ্গিবে ধনু সেই হবে বর,
সুসজ্জা ক'রে কলেবর,
এলে বর সেজে সব নরবর!
কে আছে বীর এই ভূতলে,
আজ, হরের ধনু করে তুলে,—
ভঞ্জন করে অবহেলে,
সীতার পাণি গ্রহণ কর ॥(ণ)

* * *

বিরাট হরধনু দেখিয়া সমাগত নরপতিগণের দুর্ভাবনা।

আবার হেসে কন শতানন্দ,
এসেছ হয়ে ভারি আনন্দ,
ধনু দেখে নিরানন্দ, একবারে সকলে।
শুন হে সব ধনুর্দ্ধারি! এই ধনু বামহস্তে ধরি,
তুলিয়ে সীতাসুন্দরী, রাখিতেন বাল্যকালে ॥
শুনে,হেসে কন সব নরবর,এ অসম্ভব মুনিবর!
দেখে আমাদের কলেবর, শুকায়ে গিয়েছে!
যারে, আনে মল্ল দশ হাজার,
এমন সাধ্য কোন্ রাজার?
অসাধ্য সাধ্য হবে যার,যাবে ধনুকের কাছে ॥
যারে, রাবণ দে'খে বিমুখে,
পলায়ে গেল অধোমুখে,
আমরা আজ গিয়ে মুখে, মাখিব চূণকালি।
যে, চোদ্দভুবন করে জয়,এমন রাবণ দিগ্বিজয়,
তিনি মেনেছেন পরাজয়,
যার প্রহরী জয়কালী! ১৭০
এ, বিবাহ নয়,—ভাগাবার কথা,
এমন পণ কে করে কোথা?
দেখি নাই, শুনি এ অসাধ্য।
শতানন্দ কন ভূতলে, স্থান-ভ্রষ্ট ক'রে তুলে,
রাখিলেও হয় পণ সিদ্ধ ॥ ১৭১

* কোদণ্ড—ধনু।

(আর যদি) থাক কেহ রাজার ছেলে,
না পার ভাঙ্গিতে—তুলে ছিলে,
দিলেও, তাকে দিলেও দেওয়া যায় সীতে।
শুনে, হেসে বলে সব রাজপুত্র,
এইবারে গৌতমপুত্র,
বলবেন মাত্র অগ্রে ধনু যে পার ধরিতে ॥ ১৭২
কিন্তু, আছে এইরূপ কালে কালে,
সিংহ হ'তে চায় শৃগালে,
চাঁদকে বামন ইচ্ছা করে ধরে।
গাধা ডাকিবেন কোকিলের রবে,
বানরের ইচ্ছা দেবরাজ হবে,
ময়ূরের নৃত্য দেখে নাচে ছাতারে ॥ ১৭৩
ভেকের ইচ্ছা ধ'রে আনি, ভুজঙ্গের মাথারমণি,
চড়য়ের মন হয় হব খগপতি।
দরিদ্র যেমন মনে করে, অমূল্য রত্ন পাব করে,
জোনাক যায় চন্দ্রের ঢাকিতে জ্যোতিঃ ॥ ১৭৪
এই প্রকার সব রাজশিশু, বুদ্ধি যেন বনপশু,
পশ্চাৎ হতে যায় আশু ধনুর নিকটে।
পরস্পর হুড়াহুড়ি, সভায় করে জড়াজড়ি,
শতানন্দ ক্রোধ করি গিয়ে ধনুকে উঠে ॥ ১৭৫
দেখিলাম শত শত রাজসুত, যার যেমন বীরত্ব,
নিবীর্য্য উব্বীর তলে।
উঠে ক্রোধে লক্ষ্মণ কন কথা,
ব'লো না মুনি! এমন কথা,
বীর-শূন্য আছে কোথা,
থাকতে রঘুবীর মহীতলে? ১৭৬
শুনে, হেসে সভাশুদ্ধ বলে,
থাম রে থাম জ্যাঠা ছেলে!
তোমরা দিবে ধনুকে ছিলে,
শুনি মরি লজ্জায়!
ব'সেছিলি থাক্‌গে ব'সে,
দেখে শুনে গিয়েছি ব'সে,
কাজ নাই আর এত রসে,
যায় রাবণ পরাজয় ॥ ১৭৭
শুনে লক্ষ্মণ ক্রোধে বলে,
বল্ আছে যার সেই ত বলে,
অমন, রাজার মাকে ডান বলে,
ঘরে ব'সে অনেকে!
এলি ক'রে বেঁড়ে জাঁক,
ধনুক দেখে সকলে ফাঁক,
কুঁদের মুখে থাকে না বাঁক,
দেখবে সকল লোকে ॥ ১৭৮
থাকলে বিদ্যা বুদ্ধি সূক্ষ্ম, দূর বেটারা গণ্ডমূর্খ,
কথাগুলি শুনিতে রুক্ষ,
যেন, সব রজকের বিশ্বকর্ম্মা।
পরিচয় দিস্ রাজার বংশ,
বেটাদের, ক-অক্ষর যেন গোমাংস,
বিদ্যার মধ্যে অন্ন ধ্বংস সকলে অকর্ম্মা ॥১৭৯
আবার, হাসি দেখি সব পোড়ার মুখে,
ফিরে যাবি কোন্ মুখে?
কালিচুণ তোদের দিয়ে মুখে,
ধনু ভাঙ্গিবেন রাম!
এখন, শুনে কথা হয় না লাজ,
তোদের, নাড়ী কাটিতে কেটেছেন ন্যাজ,
কোন্ মুখে এলি রাজ-সমাজ, রাম রাম রাম!
শ্রবণ করহ পরে, সীতা অট্টালিকা-পরে,
সখী সঙ্গে আছেন কৌশলে।
সভামধ্যে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মণ,
সখীরে ক'রে নিরীক্ষণ,
আনন্দে সব জানকীরে বলে ॥ ১৮১
যেমন তোমার সোণার বরণ,
তেমনি পেলে গৌরবরণ,
যেন চন্দ্র উদয় হয়েছে সভাতে!
শুনে সীতা কন, বলোনা সখি!
ঐ গৌর-বরণকে আমি দেখি,
সন্তানতুল্য জন্মেছে গর্ভেতে ॥ ১৮২

* * *

আলিয়া-বিভাস—একতালা।

সখি! ও নয় আমার পতি, গর্ভেতে উৎপত্তি,
হেরি ওরে যেন, হেন জ্ঞান হয়।
সেই হরের মন হরে,
সখি রে! দেখলে মন হরে,
অপরূপ-রূপ রূপ বিশ্বময় ॥
দিবাপতি সুরপতি নিশাপতি,—
পশুপতির পতি সেই সীতাপতি,
নাই আর অন্য মতি,—

বিনা সে চরণ, সব অকারণ,
কৃপা করি গোলোকপতি দিবেন পদাশ্রয় ॥(ত)

* * *

শ্রীরামচন্দ্র-কর্তৃক হরধনুর্ভঙ্গ।

হেথা, সীতারে কাতর দেখে একান্ত,
অনন্ত ভুবনের কান্ত,
অন্তর্যামী জানিয়ে বিবরণ।
ভঞ্জনার্থে হর-ধনু, উঠিয়ে নীল-কমলতনু,
বামহস্তে করিলেন ধারণ ॥ ১৮৩
শিশু যেন তৃণ তুলে, তেমনি রাম ধনু তুলে,
অবহেলে সকলেতে দেখি।
বলে সব কিমাশ্চর্য্য! ধন্য ধন্য ধন্য বীর্য্য!
এমন আর না শুনি, না দেখি! ১৮৪
চমৎকার মনে গণে,
হেথা তেত্রিশকোটী দেবগণে,
সবাহনে আসি গগনে, থাকেন অন্তরীক্ষে।
হেথা শুনে জানকীর, দেখে রূপ কমলাখির,
করে ধ'রে সব সখীর, দেখান পদ্মচক্ষে ॥ ১৮৫
হেথায় ভুবন-জন-জনক, শুক-আদির সুখজনক,
ধনু ধারণ করেছেন জনক, দেখিয়ে আনন্দ!
লক্ষ্মণে কন নীলবরণ, কর ভাই! ধরা ধারণ,
জানত বিশেষ বিবরণ, ঘটে পাছে বিবন্ধ ॥
অমনি, পেয়ে শ্রীপতির অনুমতি,
লক্ষ্মণ ধরেন বসুমতী,
হেরে রাম সুস্থমতি, ধনুতে দেন গুণ।
হেরে সীতার মনে সুখ অনন্ত,
হেথা পাতালে কাঁপে অনন্ত,
ভাঙ্গেন ধনু যার অনন্ত গুণ ॥ ১৮৭
ধনু ভাঙ্গতে করে মিড় মিড়,
রাখ হে রাখ হে মৃড়!
পরিত্রাহি শুনে মৃড়, নাড়িছেন মাথা।
দেখে হেসে কন পার্ব্বতী, অকস্মাৎ পশুপতি,
ব'সে বসে নাড়িছে কেন মাথা ॥ ১৮৮
শিবা কন করি যোড়পাণি,
কিছু নয় বন শূলপাণি,
সিদ্ধির ঝোঁকে মাথা ন'ড়ে উঠিছে।
কাতর দেখে সর্ব্বমঙ্গলায়, শিব কন মিথিলায়,
ছিল ধনুক জনকালয়, সেই আমায় ডাকিছে ॥
গুরু আমার ভাঙ্গছেন ধনু,
ধনু ডাকে তাই পুনঃ পুন,
মাথা নেড়ে তাই বলিলাম, ধনু!
আমার কর্ম্ম নয়।
হয়েছেন রাম অবতার, নাহি তোর নিস্তার,
স্বয়ং লক্ষ্মী সীতার, বিবাহ আজ হয় ॥ ১৯০
হেথা ধনু ভাঙ্গেন ত্রিলোকের সার,
স্তব্ধ হয় ত্রিসংসার,
রাজগণ আপনাকে অসার, ভাবে মনে মনে।
দেখে স্তব্ধ যত মহীপাল, কাঁপিতেছে দিক্‌পাল,
ভাঙ্গিয়া ধনু ফেলেন ধরাসনে ॥ ১৯১
দেখি সীতে উল্লসিতে, আনন্দিতে যত ঋষিতে
দেবগণ হরষিতে, জয়ধ্বনি করে!
আনন্দ-মন অনেকের, কি আনন্দ জনকের,
ত্রিভুবন-জনকেরে* ধন্যবাদ করে ॥ ১৯২
উঠি জনক ভূপতি, কোলে লয়ে রঘুপতি,
বলে আমার সীতাপতি, তুমি হ'লে অদ্য।
ভেবেছিলাম হবে বিফল, ছিল কিঞ্চিৎ পুণ্যফল,
করলে রাম জনম সফল,
আমার পণ হ'লো সিদ্ধ ॥ ১৯৩
কর বাছা! সীতা-বিবাহ,
রাম কন—অদ্য বিবাহ,—
নির্ব্বাহ হয় বল কেমনে?
বিবাহ করা কেমন কথা?
পিতা মাতা রইলেন কোথা?
লোকে যেমন বলে কথা, বিয়ে হোগলা বনে ॥
শুনে হেসে কন জনক, এ বড় সুখজনক,
আছে ভবে তোমার জনক,
বিশ্বাস নয়, এ কথা।
যদি আছেন তাঁরা, কোন দেশে,
দূত গিয়ে দেশ বিদেশে,
কত জন আছেন কোন্ দেশে,
বল কোথা কোথা? ১৯৫

* ত্রিভুবন জনকের—শ্রীরামচন্দ্রের।

হেসে কন নিরঞ্জন, আমাদের পিতা এক জন,
আপনার পিতা ছিলেন ক'জন,
এখন ক'জন আছে?
আপনার পিতার করিতে ঠিক,
চিত্রগুপ্ত হয় বেঠিক,
বলুন দেখি ক'রে ঠিক্ সভাজনের কাছে? ১৯৬
এ প্রকার শুনে রহস্য, সভাশুদ্ধ করে হাস্য,
কেউ রাম-রূপ করি দৃশ্য, করে সকল নয়নে।
ত্রিভুবনে উৎসব, শত্রুপক্ষ যেন শব,
ধন্যবাদ দে জনকে সব, কহিলেন মুনিগণে॥

* * *

ঝিঁঝিট—একতালা।

কিবা পুণ্য নর হে তুমি, ধন্য এ মহীমণ্ডলে।
গোলোক শূন্য ক'রে আছেন,
ত্রিলোক-মান্যে কন্যে ছলে॥
জামাতা পেলে হে,
যাঁরে যোগী করে আরাধন,—
মহাযোগী জ্ঞান-নেত্র মুদে হৃদে দেখেন যে ধন,
পদ্মযোনি বাধ্য আছেন যে পদ-কমলে॥ (খ)

* * *

দশরথের নিকট জনকের দূত প্রেরণ।

মুনি-বাণী শুনি জনক, হয়ে অতি সুখজনক,
কন, রাম যে আমার জগৎজনক,
সেটা জানি ভাল;
পরমব্রহ্ম নির্ব্বিকার, ভিন্ন ধনু সাধ্য কার,
ভঙ্গ করিতে অন্য কার, সাধ্য হয় বল? ১৯৮
দশরথ ধন্য ধন্য, ধরায় প্রকাশ কত পুণ্য,
বৈকুণ্ঠ করি শূন্য অবতীর্ণ তার ঘরে।
তখন ক'রে শুভ লগ্নপত্র,
পাঠান দূত লিখে পত্র,
[illegible]মিভ্যারে দুই পুত্র, লইয়ে সত্বরে॥ ১৯৯
[illegible]সি আমার মনোরথ, পূর্ণ করুন দশরথ,
[illegible]রাম লক্ষ্মণ ভরত, আর শত্রুঘনে।
[illegible]য়ে কন্যে হব পার,দুই ভেয়ে রবে না অপার,
[illegible]র ব্যাপার করিব দুইজনে॥ ২০০

অমনি লয়ে পত্র দূত ধায়,সত্বরেতে অযোধ্যায়,
হেথা বিরহে অযোধ্যায়, ক্ষুণ্ণ মনে সকলে।
গেল দূত পত্র লয়ে করে, দিল দশরথের করে,
সকলে জিজ্ঞাসা করে, কোথা হ'তে এলে? ২০১
শুনি করি ধন্যবাদ, শ্রীরামের সুসংবাদ,
শুনি রাজা আশীর্ব্বাদ দূতেরে করিল।
শুনে শুভ লগ্নপত্র, আনন্দে খুলিয়ে পত্র,
বশিষ্ঠের করে পত্র, দশরথ দিল॥ ২০২

* * *

দশরথ-প্রভৃতির মিথিলায় আগমন।

জগতে যাঁর গুণ বিশিষ্ট,পত্র পড়েন সেই বশিষ্ঠ,
বিবরণ শুনে হৃষ্ট,-[illegible]চিত্ত হয়ে অমনি।
বলেন, কর উদ্যোগ মুনিবর।
হয়ে প্রফুল্ল-কলেবর,
চলিলেন নৃপবর, যথা সকল রাণী॥ ২০৩
শুনি শুভ সমাচার, যেমন যেমন কুলাচার,
করে সব মঙ্গলাচার, যা আছে পূর্ব্বাপরে।
তখন শত্রুঘ্ন ভরত, সঙ্গে লয়ে দশরথ,
আরোহণ করে রথ, হরিষ অন্তরে॥ ২০৪
উঠেন রথে বশিষ্ঠ, আর অনেক বিশিষ্ট,
মনের পুরাতে ইষ্ট, লয়ে সমিভ্যারে।
ত্বরায় শ্রীরাম-জনক, উপনীত যথা জনক,
হয়ে অতি সুখজনক, সভার ভিতরে॥ ২০৫
করেন পরস্পর সম্ভাষণ,নানাবাক্যে পরিতোষণ
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে আসন, সকলকে জনক রাজা
যিনি যেমন উপযুক্ত, তেমনি তাঁরে উপযুক্ত,
বাসা দেন করিয়ে যুক্ত, এসেছেন যত রাজা॥
ক'রে সিধে-সামগ্রী আয়োজন,
দেন পাঠায়ে বহু জন,
যে দ্রব্য যার প্রয়োজন, সকলের বাসায়।
দেখে সক্রোধে বশিষ্ঠ বলে,
এ সিধে দিয়েছ কি ব'লে?
ভয়ে কেঁপে দূত বলে, কেন মহাশয়? ২০৭
বশিষ্ঠ বলেন, নে-যা বেটা!
কি হবে আর চাল ক'টা?
খেশারীর দাল গোটা গোটা,
মালসাটাও যে ফাটা।

দাঁড়া বেটা জনককে চিনি,
কণামাত্র দিয়েছেন চিনি,
কোন্ বেটা সিধে বাচ্‌নি,
করে দিয়েছে ?—উঠো ॥ ২০৮
কেবল ধনুক-ভাঙ্গা করেছেন পণ,
যার জেতের হয় না নিরূপণ,
হয়েছে বেটার স্বপন, লক্ষ টাকা দেখে।
রাগে কাঁপে কলেবর, সত্বরেতে মুনিবর,
যথা দশরথ নৃপবর, কহিছেন কোপে ডেকে ॥

* * *

খাম্বাজ-পোস্তা।

দিয়ে আজ রামের বিয়ে,
রাজা রাখবে কলঙ্ক কুলে।
নাইকো দোষ সূর্য্যবংশে,
ছিদ্রাংশে কোন কালে॥
জানকীর জন্মের কথা, শুনে ধরেছে মাথা,
দেখেছ বল কোথা,—
কার, কন্যা উঠে লাঙ্গলের ফালে! (দ)

* * *

সেথা সিধে লয়ে ফিরে যায়,
সংবাদ দেয় জনক রাজায়,
মহারাজ! মরি লজ্জায়, মুনির কথা শুনে।
বল্‌লেন কত জায় বেজায়,
বিবাহ নিষেধ দশরথ রাজায়,
করিলেন সেখানে ॥ ২১০
বলে, তোমার কুল অকলঙ্ক,
চন্দ্রকুলে আছে কলঙ্ক,
তুমি আজ সে কলঙ্ক, প'রে যাবে তুলে।
শুনি রাজা নিরানন্দ,বলেন মুনি! কেন বিবন্ধ ?
ঘটনা শুনে শতানন্দ, ক্রোধভরে বলে ॥ ২১১
চন্দ্রবংশে কলঙ্ক খোঁটা,
দিয়েছেন বুড়ো মুনি বেটা,
সূর্য্যবংশ আঁটা-সাঁটা, কুল্ ত কেমন আছে!
শুনে আমাদের মাথা হেঁট,
সূর্য্যবংশে পুরুষের পেট,
আবার ভগীরথের জন্মের কথা,
কব কার কাছে ? ২১২

জানি সব সবিশেষ, কেন মরে হাসায়ে দেশ,
রাষ্ট্র আছে দেশ-বিদেশ,
শুনে রাজা কন সে উদ্দেশ,
কাজ কি আমার শুনি ?
কি হবে ক'য়ে নানা কথা,
এখন উত্থাপন যে কথা,
মুনি কন, সে কথা ঘুচিবে এখনি ॥ ২১৩
এখনকার যজমেনে বামুনের রীত,
পেলে থুলেই বড় প্রীত,
হয়ে বসেন্ এমন সুহৃদ্, এক-মরণে মরেছে।
বলে, এ আমার বড় যজমান,
এ হ'তে কি পান জজ মান ?
সুপ্রিমকোর্টের জজ মান
পান না এর কাছে ॥ ২১৪
শুনেন যদি দুর্গোৎসব, মনে হয় ভারি উৎসব,
ভার ভার আনেন সব, সামগ্রী বাঁধিয়ে।
জ্ঞান নাই শুচি অশুচি, ধন্য ধন্য ধন্য রুচি,
দে-মাখান পাতের লুচি,
নিয়ে দেন ব্রাহ্মণীকে গিয়ে ॥ ২১৫
ঘৃণা হয় না একটুক,
ওদের বাড়ীর,মাগীগুলো ভাই! এমন পেটুক,
তাদের ইচ্ছা যুটুক পটুক, পাকা ফলার *।
মাগীদের ছেলে থাকে সম্মুখে,
পাছু ফিরে লুচি তুলে মুখে,
আড়ে গেলে পোড়ার মুখে,
শব্দ হয় না গলার ॥ ২১৬
যদি ছেলেটা দেখ্‌তে পেলে,
লুকিয়ে রাখে পাতের তলে,
বলে, দূর্‌হ পোড়াকপালে!
ছেলে একা ফেলে গেল জা।
বলে, তোর বাপ এনেছে লুচি, আছে তোলা,
খাইও এখন সন্ধ্যাবেলা,
নাওগে একটা পাকা কলা, আছে মজা মজা ॥
এই কথা ব'লে জনক রাজায়,
শতানন্দ ভাণ্ডারে যায়,
মনে ইচ্ছা যা যায়, উত্তম সামগ্রী।

---

* পাকা ফলার—লুচি।

খাদ্য দ্রব্য ভার ভার, ঘুচাতে মুনির মনোভার,
করিবারে ব্যবহার, পট্টবস্ত্র অলঙ্কার,
দিয়ে পাঠান শীঘ্র ॥ ২১৮
গিয়ে দূত কন,—মহাশয়! যেমন যোগ্য,
এ নয় আপনার সমযোগ্য,
জনক মহারাজ যোগ্য, হয় কি তোমার?
শুনলেম কথাটা অমঙ্গল,
বিবাহের ক'রেছেন গোল,
বশিষ্ঠ কন, কোন্ বেটা গোল,—
ক'রে সাধ্য কার? ২১৯
মুনি, সিধে পেয়ে হয়ে সুস্থির,
ক'রে দিলেন লগ্ন স্থির,
এ কর্ম্মে হলে অস্থির, কেমন ক'রে হবে?
হ'তে পারে কি এই দণ্ডে?
লগ্ন রাত্রি চারি দণ্ডে,
হবে বিবাহ-নির্ব্বাহ হবে ॥ ২২০

* * *

বিবাহসভায় শ্রীরামচন্দ্রের অপরূপ শোভা।

মুনি কন রাজাকে হ'লো শুভযোগ,
কর বিবাহের উদ্যোগ,
আর কি হয় ভঙ্গ যোগ সিধেতে সিধে হলো*
অমনি দিবসান্তে হৈল নিশি,
সকলে সভায় আসি,
রাজগণ মুনি ঋষি, সভা হয়েছে আলো ॥ ২২১
তখন পূরাতে জনক-মনোরথ,
সভায় আনিলেন দশরথ,
শ্রীরাম লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন ভরত বসায়ে রত্নাসনে।
হলো কি আশ্চর্য্য শোভা,
তুচ্ছ সুর-পুরের সভা,
হয় সকলের মনোলোভা,
রামেরে হেরে নয়নে ॥ ২২২

* * *

পরজ—একতালা।

সভার শোভা হেরে সবার মন হরে।
দেবরাজ লাজে যায় দূরে ॥
বর্ণনে না যায় বর্ণ, জনকের পুরে।
বেষ্টিত সব নৃপমণি, যোগী ঋষি যত মুনি,
ভাসিছেন আনন্দ-সাগরে ॥ (ধ)

* * *

হেথা শুন সমাচার, দেন রাণী নগরে সমাচার,
করিতে হবে কুলাচার, যে সব আচার আছে।
আছে যেমন স্ত্রী-আচার,
শ্রীআচার মনোমধ্যে করি বিচার,
পাঠান সকলের কাছে ॥ ২২৩
বাটী হ'তে গিয়ে দাসী,
যেখানে যত প্রতিবেশী,
দাসী অমনি সকলে তুষি,
বলে—সীতার বিয়ে।
তোমরা, চল শীঘ্র সকলেতে,
হবে বিয়ে সন্ধ্যে-রেতে,
বর আছে ব'সে সভাতে, দেখবে চল গিয়ে ॥
শুনে পরস্পর করে ডাকাডাকি?
কোথা গেলি আয় লো থাকি!
আমি কি একক্ষণে থাকি?
আমাদের ডাকি ছুঁড়ি গেল কোথা?
শামী রামী বিমলী ভগী!
তিলকী গুলকী জয়ী যোগী!
নবি ভবি শিবি সবি! আয় লো! তোরে হেথা
পাঁচী পঞ্চী পদী পরাণী!
হৈমী হরি হীরে হারাণী!
মুংলি মানকী মুঞ্জরী মল্লিকে! আয়।
দিগম্বরের দই দিনী! গণশী সই গৌরমণি!
রত্নী যত্নী ধুনী বদনী!
পুটী বেণেনী কোথায়? ২২৬
আয় লো কোথা গঙ্গাজল!
কামিনী কোথা বল্ বল্?
যামিনী কোথা? যামিনী যে হ'লো!
আয় লো গোলাপ! আয় লো আতর!
এখনো মাখন! হয় না তোর?

---

* সিধেতে সিধে হ'ল—সিধে পেয়ে সব গোল মিটিল।

এখনো লজ্জা হয় না তোর ?
ও পাড়ার সব গেল ! ২২৭
তখন সাজে যত কুলাঙ্গনা,
যার যত আছে গহনা,
পতিরে ক'রে প্রবঞ্চনা, যান বিবাহের বাড়ী।
কেউ পরে শান্তিপুরে ধুতি,
শিমুলের কোন যুবতী,
কেউ পরেছেন বারাণসী সাড়ী॥ ২২৮
কেউ পরেছেন জামদানী,কেউ কাল ধুতিখানি,
কালার পাড় মিহিতে খাপ ভাল।
কেউ পরেছে পটাপটী, কেউ জন্ম-এয়স্ত্রী শাটী,
কোন সুন্দরী নীলাম্বরী,
প'রে করেছেন আলো॥ ২২৯
কেউ পরেছেন বুটোদারি,
কেরেপ পরেছেন যার আদর-ভারি,
কেউ সুইসের ডালিম ফুলের রং।
পরেছেন কোন কোন নারী,
লালবাগানে * লালকিনারী,
যান জনক-রাজার বাড়ী, চলেছেন এক ঢং॥
কেউ প'রে রঙ্গিণ মলমল,চরণে আটগাছা মল,
রূপে করে ঝলমল, মৃদু মন্দ হাসে।
যান সব কুলকামিনী, গমন জিনি গজগামিনী,
যে বাসে রাজকামিনী, দাঁড়ালেন সব এসে॥
হেথায় সভায় সকলে ব'সে,
শুভ লগ্ন উদয় এসে,
গললগ্নীকৃতবাসে, জনক সকলে কয়।
করুন্ আমায় অনুমতি, সকলেতে শুদ্ধমতি,
কন্যা দান করি সম্প্রীত, যেমন আজ্ঞা হয়॥২৩২
দেন সকলে অনুমতি-দান,
কর মহারাজ ! কন্যা দান,
শুনে দান দেন রাজা দানবারি-বরে। †

যার বেদে হয় না সন্ধান,
যে প্রকার আছে বিধান,
ক'রে সম্প্রদান জনম সফল করে॥ ২৩৩

যে প্রকার আছে আচার,
শ্রী-আচার স্ত্রী-আচার,
করে অন্তঃপুরে।
তখন ভরত শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণে,
ভ্রমণ করে কন্যাগণে,
জানকীর কর রামের করে দিয়ে স্তব করে॥

* * *

আলিয়া—একতালা।

হে কৃপানিধান ! গ্রহণ কর দান,
যেমন বিধান আছে এ সংসারে।
ধরায় পুণ্যধর, হ'লাম হে শ্রীধর !
(ধর নাথ ! আজ ধর হে,—)
তোমার কমলার শ্রী-করে, কমল-করে॥
এমন কি ধন আছে তোমায় দান করি,
হরি ! দিলেন কুবেরের ভাণ্ডার দান ত্রিপুরারি,
লক্ষ্মী যার জায়া সদা আজ্ঞাকারী,—
কিঙ্কর হ'য়ে পদে আছে রত্নাকরে॥ (ন)

* * *

বাসর-ঘরে শ্রীরামচন্দ্র।

নানামতে শ্রীরামে স্তব করেন জনক।
স্তবে তুষ্ট মহাবিষ্ণু জগৎ-জনক॥ ২৩৫
শুভক্ষণে শুভলগ্নে শ্রীরামের বিবাহ।
কুশণ্ডিকা কার্য্য সকল হইল নির্ব্বাহ॥ ২৩৬
'জয় জয়' শব্দ হয় ত্রিলোকেতে ধ্বনি॥
রমণী সব করে উৎসব, করে শঙ্খধ্বনি॥ ২৩৭
ভূলোকে ত্রিলোকের আছে যেমন ধারা।
যায় বাসরঘরে লয়ে বরে, দিয়ে জলধারা॥
যত কুলকন্যে বরকন্যে, লয়ে সমাদরে।
রাখে, পৃথক্ ক'রে পৃথক্ ঘরে চার সহোদরে
বাসর-সজ্জা দেখে লজ্জার লজ্জা যায় দূরে।
কি কব তাহার, যেরূপ ব্যবহার
করেছে জনক-পুরে॥ ২৪০
ইন্দ্রালয় মনে কি লয়, কি ছার রাবণ-বাসর !
তুল্য গোলোক করেছে ভূলোক,
শ্রীরামের বাসর॥ ২৪১
সব, চতুরা রমণী, গিয়ে অমনি,
চিন্তামণি-পাশে।

---

* লালবাগানে—ফরাসডাঙ্গার লালবাগান মিহি কাপড়ের জন্য বিখ্যাত।

† দানবারি—বরে-দেবশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রে।

বলে, ওহে রঘুবর ! হয়ে ব'স বর,
জানকী ক'রে পাশে ॥ ২৪২
ওহে জানকীরমণ ! যেমন যেমন,
আছে পূর্ব্বাপরে।
কর নাই দৃষ্টি, রয়েছে ষষ্ঠী,
তায় প্রণাম কর পদোপরে ॥ ২৪৩
শুনে, কন কমল-আঁখি, বটে বটে সখি !
না দেখি উহারে।
উঠে ভব-ইষ্টি, কৃত্রিমষষ্ঠী,
চরণে ঠেলে দেন দূরে ॥ ২৪৪
হেসে নারী সব, জানকী-কেশব,
দেখে যেন যুগল শশী।
বসিল তারা, যেমন তারা—
বেষ্টিত মধ্যে শশী ॥ ২৪৫
রামকে ঠকাব বলে, সকলে বলে,
রাম হে ! বিয়ে করলে কার কন্যে ?
শুনি বিবরণ, বলে নীল-বরণ,
শুন সব কুল-কন্যে ! ২৪৬
স্বামী গোলোকের, বলেন জনকের,
কন্যে বিবাহ করি।
সব নারী বলে রাম ! রাম্ রাম্ রাম্,
শুনে যে লাজে মরি ॥ ২৪৭
এমন কথা, শুনি নে কোথা,
ভগিনী বিবাহ করে।
বেশ তোমার দেশ, নাই দ্বেষাদ্বেষ,
সহোদরী-সহোদরে ॥ ২৪৮
আমাদের দেশে, অন্য দেশে,
হ'তে আনে বরে।
আমাদের কপালে অগ্নি, পরকে ভগ্নী,—
দিয়ে দেয় পর ক'রে ॥ ২৪৯
শুনে, লাজে অধো-মুখ, করি কমলমুখ,
বলেন কমল-আঁখি।
শুন নাই, গোল অনেকের,তোমাদের জনকের,
কন্যে বলেছি সখি ! ২৫০
শুনে সব, যুবতী বলে, এখনি ব'লে,
গোল ব'লে দোষ সারবে।
ব'লে ও কথা, গোল ব'লে কোথা,
শাক দিয়ে মাছ ঢাকবে ? ২৫১

দেখে আমরা, কোথা আছি সব,
আপনি কেশব,
ঠক্‌লেন বাসর-ঘরে !
আমাদের, সরে না বাণী, যাঁর ভার্য্যা বাণী,
তিনি বাণী হারান একেবারে ॥ ২৫২
ঠাকরুণদের, গুণের বাণী, আপনি বাণী,
পারেন না বর্ণিতে !
নারী, পাঁচ জনাতে, একত্রেতে,
যদি পান বসিতে ॥ ২৫৩
তখন,এই প্রকার, নির্ব্বিকার, সঙ্গে সব রমণী।
রসাভাসে রামকে ভাষে,
যত কুল-কামিনী ॥ ২৫৪
তোমার সঙ্গে, রস-রঙ্গে, রজনী হ'লো শেষ।
লয়ে, বামে জানকী, ব'স কমল-আঁখি!
কেমন দেখি হয় বেশ ॥ ২৫৫
ব'লে, কুলবনিতা, জনকদুহিতা,
রামের বামে বসায়ে !
বলে, দেখ অপরূপ, মরি কিবা রূপ,
সেজেছে উভয়ে ॥ ২৫৬

* * *

আলিয়া—যৎ।

আহা মরি ! কিরূপ হেরি, শ্রীরামের কমলাঙ্গ।
এ রূপ হে'রে, যায় যে দূরে,
অঙ্গ লুকায়ে অনঙ্গ ॥
সব সতী, হয় বিস্মৃতি, ভুলে পতির প্রসঙ্গ !
বলে, কুল ত্যজিলাম, আজি বিকালাম,
আমরা, নিলাম রূপের সঙ্গ ॥ (প)

* * *

বলে, নিশি হইও না বিগত,
হবে আমাদের জীবন গত,
দিনমণি হ'লে আগত, হারাব রাম-সীতে।
কৃপা করি কিঞ্চিৎ কাল,পোহাইওনা হয়ে কাল,
হ'লে প্রত্যুষ কাল, ভানু উদয় হবে অবনীতে
যদি, বল আমার হয়েছে সময়,
হ'ল প্রভাত নাই অসময়,
কিন্তু আমাদের রাম রসময়,
যাবেন তোরে দেখে।

একবার হ'য়ে গৃহে প্রবেশ,
শ্রীরাম-সীতার যুগল বেশ,
দেখে রাখতে যাবি সুখে ॥ ২৫৮
এখন আমাদের শুন নাই বারণ,
যদি একবার নীলকমল-চরণ,
দেখে নয়নে স্মরণ লয়ে থাকবি।
আমরা তখন বল্‌ব যেতে,
দেখব কেমন পার যেতে,
যেতে তুই! কখন নাহি পারবি ॥ ২৫৯
আবার কোন যুবতী যুগ্মকরে,
স্তুতি করে দিবাকরে,
বলে দিননাথ! দয়া ক'রে উদয় হইও না।
স্বল্প কাল গে কর বিশ্রাম,
আমরা, জন্মের মত জানকী-রাম,
ল'য়ে করি দুঃখ-বিরাম,
তুমি যদি প্রকাশ কর করুণা ॥ ২৬০
তখন এইরূপে সব কয় কাতরে,
যামিনী প্রভাত হয় সত্বরে,
হেথা দশরথ সাদরে, জনকে কহিছে।
হইল উদয় দিননাথ, সত্বরেতে নরনাথ,
কর বিদায় যেমন বিধান আছে ॥ ২৬১
শুনি জনক সজল-আঁখি,
বলে, বিদায় দিব বল্‌লে সে কি?
প্রাণ থাকতে কমল-আঁখি, বিদায় করি কেমনে?
দশরথ কন, বটে এ কথা,
কিন্তু, এ ঘর সে ঘর সমান কথা,
ঘর ছেড়ে ঘরে যাবার কথা,
দুঃখ ভাব কেন মনে? ২৬২
তখন এইরূপ মিষ্টভাষে,
উভয়ে উভয়কে ভাষে,
জনকের বক্ষ ভাসে, নয়ন-সলিলে।
গিয়ে প্রবেশ হয়ে অন্তঃপুরে,
শত্রুঘ্ন ভরতেরে,
রাম-ব্রহ্ম পরাৎপরে, কন্যাগণ সকলে ॥ ২৬৩
বাহিরে আনিয়ে রাজা, যথা দশরথ মহারাজা,
বিবাহের সামগ্রী যা যা, দিলেন একেবারে।
বাহক পরিচারক আদি, দ্রব্যাদির নাই অবধি,
ভারীর স্কন্ধে নিরবধি, যাচ্চে ভারে ভারে ॥ ২৬৪

আনন্দে বিলান ধন, তখন আসি তপোধন,
বলেন সকল সাধন, পূর্ণ আমাদের হ'লো।
আশীর্ব্বাদ উভয়কে ক'রে,
রামাদি চারি সহোদরে,
সম্ভাষিয়ে সমাদরে, ঋষিগণ চলিল ॥ ২৬৫

* * *

পরশুরামের দর্পচূর্ণ।

হেথা পুত্রবধূসহ চারি পুত্র, লইয়ে অজের পুত্র,
বশিষ্ঠাদি হয়ে একত্র, অযোধ্যায় গমন।
দশরথপুত্র শ্রীরাম, ধনু ভেঙ্গেছেন অবিরাম,
লোক-মুখে শুনি ভৃগুরাম, সক্রোধে আগমন ॥

* * *

ভৈরবী—একতালা।

এ কথা শ্রবণে ক্রোধিত-অন্তরে।
চলেন ভৃগুরাম, রাম ধরিবারে,—
কম্পিতা হলো ধরণী চরণভরে ॥
না মানে বারণ, যেন মত্ত বারণ,
শমনসম কোদণ্ড করে।
বলেন নিঃক্ষত্রি করেছি কত শতবার,
বার বার এইবার,
দেখি কত বল ধরে, হরধনু ভঙ্গ করে,
আজ নিতান্ত কৃতান্তপুরে পাঠাব তারে ॥ (ক)

* * *

তখন ক্রোধ-ভরে পরশুরাম,
আসিছেন অবিরাম,
যথা শ্রীরাম দশরথ-পুত্র।
কোপে বলেন তিষ্ঠ তিষ্ঠ, পূরণ করি মনোভীষ্ট,
জান না আমায় পাপিষ্ঠ!
গমন করিছ কুত্র? ২৬৭
বিবাহ ক'রে সমাদরে, চ'লেছ চারি সহোদরে,
এখনি শমনদ্বারে, পাঠাব নিশ্চয়।
কোথা লুকাল বেটা দশরথ,
বেটায় লয়ে চড়ে রথ,
এসো পূরাই মনোরথ হয় না প্রাণে ভয়! ২৬৮
বেটার, এখন কি সে কথা মনে পড়ে,
আমার, ধনু লয়ে মাথায় টাক পড়ে,
মর্‌তো ভৃত্য হয়ে ফির্‌ত সঙ্গে সঙ্গে।

মনে নাই বুঝি সে সব দিন,
বেটা পেয়ে বেটা! পেয়েছিস্ দিন,
বাঁচিস্ যদি আজিকার দিন, গৃহে যাস্ রঙ্গে॥
বেটার, কিছু শঙ্কা নাই গাত্রে,
কত বুদ্ধি কব অজের পুত্রে, *
ডে'কেছে আজ রবির পুত্রে,
যা পুত্রগণ—সহিতে।
যেদিন তোর বেটা হরের ধনু ভাঙ্গে,
সেদিন গেছে তোর কপাল ভেঙ্গে,
ক'রে বিবাহ জনকদুহিতে॥ ২৭০
আমি আছি ভারতমধ্যে-রামে,
বেটার নাম রেখেছিস্ শ্রীরাম,
এখনি যাত্রা শমনধাম,
আজ এই রামের † করে।
শুনে দশরথের নয়ন ভাসে,
ভাষে কত মিনতি ভাষে,
সম্ভাষে ভৃগুরামে যুগ্মকরে॥ ২৭১
তখন, না শুনে স্তব দশরথের,
কোপে গিয়ে রামের রথের,
সম্মুখে দাঁড়া'য়ে পরশুরাম।
না জানে রামে দর্পহারী, গিয়ে আপনি দর্পহারী,
হইতে বলেন শোন রাম!॥ ২৭২
দেখি কত ধরিস্ বল, বল্ রে রাম! বল্ বল্,
ধনু ভেঙ্গেছ হ'য়ে প্রবল, জনকের ভবনে।
শুনে কন চিন্তামণি, ধনুর্ব্বাণের কি জান তুমি?
তপস্যা কর সঙ্গে ঋষি মুনি, ব'সে তপোবনে॥
শুনে কোপে বাড়িল দ্বিগুণ,
জামদগ্ন্য সম আগুন,
হয়ে, কন—আমার ধনুতে গুণ দে রে পাপিষ্ঠ!
যদি পারিস্ দিতে গুণ, তবেই ধরায় ধরিস গুণ,
তবে জানিলাম নামের গুণ,
নৈলে এখনি করিব নষ্ট॥ ২৭৪
ব'লে, রাম দেন ধনু রামের করে,
লন শ্রীরাম বাম করে,
ধনু সহিতে রাম করে, রামের বল হরণ।

* অজের পুত্র—এক অর্থে দশরথ; অপর অর্থে ছাগপুত্র—নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।
† এই রামের—পরশুরামের।

যাঁর ত্রিলোকবিখ্যাত গুণ, চরণেতে চেপে গুণ,
অবহেলে ধনুতে গুণ, দেন নীলবরণ॥ ২৭৫
করি হাস্য আস্যে গোলোকেশ্বর,
যোজনা করিলেন শর,
নৈলে কি বিশ্বেশ্বর, গুরু ব'লে মানে?
ভৃগুরাম অসম্ভব দৃষ্টে হে'রে,
দৃষ্ট মুদে দেখে অন্তরে,
গোলোকপুরী শূন্য ক'রে বসিয়ে বিমানে॥ ২৭৬

* * *

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

একি ভবে অসম্ভব, হে ভবধব!
হেরিলাম রথাসনে।
হরি! আমি জ্ঞান-শূন্য, কার গোলোক শূন্য,
আসি অবতীর্ণ, হ'লে ধরাসনে॥
আমি মূঢ়মতি, নাই সাধন-সঙ্গতি,
কর যদি গতি, অগতির গতি!
কে হরে দুর্গতি, ও চরণে মতি,
মনের নাই হে,—
তারো দিয়ে ভক্তি-গতি ভব-বন্ধনে॥ (ব)

* * *

পরে স্তুতি করেন ভৃগুরাম, তুমি পূর্ণব্রহ্ম রাম,
আমি রাম অবিরাম, আশ্রিত শ্রীপদে।
ব্যক্ত গুণ পরস্পর, চরাচর তোমার চর,
হ'য়ে অগোচর* দুষি পদে পদে॥ ২৭৭
যদি রাখ রাম! কৃপা করি, মম মন-মস্তকরী,
রাখ রাই স্নেহে বন্ধন করি, নিজ গুণে গুণে।
শুন হে ভব-সম্ভব! নাই মোর ভব সম্ভব,
পাব কি পদ অসম্ভব, মরি সেদিন গুণে গুণে॥
করি ভ্রমণ লয়ে কুজনে,
না ভজিলাম পদ বিজনে,
সদা ছয় দুর্জ্জনে, না ভাবিয়া পর পরকাল।
মিছে এলাম মিছে গেলাম,
কমল-চরণ না ভজিলাম,
সঙ্গ-দোষেতে মজিলাম,
জড়ায়ে জঞ্জাল জাল॥ ২৭৯

* হয়ে অগোচর—না জানিয়া শুনিয়া।

তুমি সৃজন-পালন-লয়কারী,
বিধি আদি আজ্ঞাকারী,
ত্রিলোকের সাহায্যকারী,
এলে গোলোকপুরী পরিহরি,
হরিতে ভূভার ভার।
যার তবে জ্ঞান হবে অনন্ত,
সে তোমার পাবে অন্ত,
তুমি কর একান্ত,
কৃতান্তভয়-নিস্তার তার॥ ২৮০
যে জন ও রস ত্যজে, কু-রসে সদা রয় ম'জে,
আপনা আপনি মজে, জ্ঞান নাই তাঁহারে যার
তবে যারা মূঢ় ব্যক্তি, না করে ও গুণ উক্তি,
কেমনে সে পাবে মুক্তি,
যাবে ভব-পারাবার॥ ২৮১
শুন হে দীনবান্ধব! ধৈর্য্য হও ত্রিভুবনধব,
হে মাধব! দাসে কৃপা করি।
শুনিয়ে কহেন রাম, তুমি আমি সম রাম,
অবিচ্ছেদ অবিরাম, সদাকাল হরি বিহরি॥২৮২
পুনঃ কন ভগবান,এখন যোজনা করেছি বাণ,
অব্যর্থ আমার বাণ, না ফিরিবে তূণে।
শুনে কন ভৃগুরাম, কর যা হয়, তারকব্রহ্ম রাম
আমি পদে শরণ নিলাম, যে বিধান হয় মনে॥
কহিছেন শমন-দমন,তোমার স্বর্গের পথ গমন,
নিবারণ করলেম শর-জালে।
কত মতে সান্ত্বনা* ভৃগুরামে,
দশরথ ল'য়ে শ্রীরামে,
অবিশ্রাম অযোধ্যায় রথ চলে॥ ২৮৪
দেখি রামাদি দশরথ রাজায়,
দুন্দুভি সবে বাজায়,
বাজায় বেজায় কাণে লাগে তালি।
দেখে, পুরবাসীর মনাবেশ,
রাম-সীতা গৃহে প্রবেশ,
দে'খে যুগলরূপ-বেশ, আনন্দ-মন সকলি॥ ২৮৫

* * *

ললিত—একতালা।

রাম-সীতা যুগলেতে কি শোভা হ'ল উজ্জ্বল।
নীল-গিরিবরে যেন কনকলতা জড়িল॥

* সান্ত্বনা—সান্ত্বনা দিয়া।

আসি সব প্রতিবাসী, হেরে ঐরূপ মন উদাসী
হ'য়ে উদয় যুগল-শশী,
অযোধ্যা করেছেন আলো;—
দাশরথি খেদে কয়, মিছে আশা দুরাশয়,
রেখেছে বেঁধে ঐ পদদ্বয়,
কক্ষে করি চিরকাল কালো*॥ (ভ)

শ্রীরামচন্দ্রের বন-গমন ও সীতাহরণ।

শ্রীরামচন্দ্র রাজা হইবেন শুনিয়া সকলের আনন্দ।

ত্রিভুবনে আনন্দ অপার সবাকার।
দশরথ রামচন্দ্রে দিবে রাজ্যভার॥ ১
অভিষেক-আয়োজন হয় পূর্ব্বদিনে।
ত্রিভুবন-আগমন অযোধ্যাভবনে॥ ২
পূর্ণঘট স্থাপন হইল সারি সারি।
দূতগণে যত্নে আনে নানা তীর্থবারি॥ ৩
ভাসিল অযোধ্যাবাসী আনন্দসাগরে।
জয় জয় শব্দ করি কয় পরস্পরে॥ ৪
চিন্তা নাই কালি, ভাই! রাম রাজা হবে।
রবে না অকাল-মৃত্যু সব দুঃখ যাবে॥ ৫
নগর-নাগরী যত যায় সরোবরে।
কামিনীর চরণ না চলে প্রেম-ভরে॥ ৬
বলে সখি! আনন্দ ধরে না মোর নয়নে।
বসিবেন রামরত্ন রত্নসিংহাসনে॥ ৭
কালি সবে রামরূপ দেখিব নিরালা।
এইরূপে আনন্দ-মগনা কুলবালা॥ ৮
স্বর্গবাসী পাতালবাসী দিল দরশন।
অরণ্যবাসী যোগী তপস্বী আইল অগণন॥ ৯
কুবের আসি, রাশি রাশি, রত্নপ্রদান করে।
দিবানিশি প্রেম-উল্লাসী, হইল ত্রিপুরে॥ ১০

* কালো—কাল—মহাকাল মহাদেব।

শ্রীরামশশী পোহালে নিশি হবেন রাজন।
'ভালবাসি ভালবাসি' শব্দ ত্রিভুবন ॥ ১১
দেবঋষিবর্গ আসি আশীর্ব্বাদ করে।
সুজন, দোষী, সবে প্রত্যাশী রামরাজ্য তরে ॥
বশিষ্ঠ ঋষি, সভায় বসি করেন জয়ধ্বনি।
কুব্জিদাসী, সভায় আসি, দেখে সব তখনি ॥১৩
অমনি দাসী সর্ব্বনাশীর মন উদাসী হয়!
ত্বরায় আসি রাজ-মহিষী কেকৈ প্রতি কয় ॥

* * *

কেকয়ীর প্রতি কুব্জাদাসী।

বলে, শুন গো কেকৈ, মা! তোরে কৈ,
তোর থাকে কৈ মান?
রাজা দশরথ, বল্‌লে যেমত,
তোর ভরত অজ্ঞান ॥ ১৫
রামের মার অহঙ্কার,
পার্‌বি না আর সইতে।
কথার জোরে, আর কি তোরে,
দেবে ঘরে রইতে? ১৬
মা! তুমি যে মানী, অভিমানী,
ফুলের ঘা টি সয় না।
এখন, হবে যে অন্যায়, মনের ঘৃণায়,
ঘরকন্না হয় না ॥ ১৭
তোমার ঘুচাল সে রাগ, যত অনুরাগ,
বিধি তো বিরাগ করলে।
তুই তো পতি বিনে, প্রাণ সবিনে,
সতীনে কথা বল্‌লে! ১৮

* * *

ঝিঁঝিট—যৎ।

আমি,দেখে এলাম রাণি গো! কি হয় কপালে
হবে রাম রাজা, কালি নিশি পোহালে ॥
ওমা! লুকাইবে তব নাম, সপত্নী-সন্তান রাম,
সম্পদ পেলে তোর তো কিছু রবে না মান;—
অনুগত কেউ হবে না,মৃত্তিকাতে পা দেবে না,
—রাণী কৌশল্যে ॥ (ক)

* * *

রাম রাজা হইবেন,—এ সংবাদে কেকয়ীর আনন্দ এবং কুব্জীকে রত্নহার প্রদান।

শুনে কন ভরতের মাতা,
ও দাসি! তুই কহিস্ কি কথা?
কি আমায় সব বলিস্ বৃথা,কেমন কথা হ্যালো!
রাম যে পাবে রাজ্যভার,
তাতে কি মোর মনোভার?
তোর আবার এ কোন ব্যভার?
তাই বুঝা ভার হ'লো ॥ ১৯
যেমন কুমন আপনি কুঁজী,
তাই আমায় বুঝেছিস্ বুঝি?
বল্‌লি কথা চক্ষু বুজি, সুখ কি এর পর?
আজি কি আমার শুভাদৃষ্ট!
পূর্ণ হ'লো মনোভীষ্ট,
জ্যেষ্ঠপুত্র কুলশ্রেষ্ঠ
রাম যে আমার হবে রাজ্যেশ্বর ॥ ২০
ও দাসি! তুই মর্ মর্,
আমার ভরত আপন, রাম কি পর?—
তোর কথায় কি ভাঙ্গব ঘর,যা হয় নাই বংশে?
সতীনে সতীনে হবে দ্বন্দ্ব,
কখন ভাল কখন মন্দ,
তা ব'লে কি রামচন্দ্র,
বাছারে করিব হিংসে? ২১
আমার ভরত হৈতে অধিক,
রাম ত আমার প্রাণাধিক,
ধিক্ আমায় ধিক্ ধিক্, ভিন্ন ভাবি যদি।
রাম যে আমার প্রধান অপত্য,যত ধন সম্পত্ত,
অধিকার তার আধিপত্য,তায় কে হয় বিবাদী?
দশরথের পত্নী হই? প্রধান রাণী কেকৈ,
আমি রামের মা নই? কে করে অমান্য?
অন্যেতে মান রাখে না রাখে,
রাম যদি মা ব'লে ডাকে,
রাম আমারে সদয় থাকে,
তবেই যে আমি ধন্য? ২৩
আগে শুনালি কথা মধুর, শুনে দুঃখ হ'লো দূর,
আরে মলো দূর দূর! আর কথা কেহ বলে?

রাম রাজা হবে আমার,
ব'লে—সুখে নাই পারাপার,
কণ্ঠে ছিল রত্নহার, দিল দাসীর গলে॥ ২৪

*   *   *

দেবতাগণের মন্ত্রণা ও শ্রীরামস্তব।

তখন স্বর্গবাসী দেবগণে, সকলে-প্রমাদ গণে,
একত্রে আসি গগনে, করিছেন যুক্তি।
কেকৈ করলে বিড়ম্বন, শ্রীরামে না দিল বন,
ম'লো না দুষ্ট-রাবণ, আমাদের নাই মুক্তি॥২৫
যার জন্যে অবতার, হরি কি করেন তার,
কবে পাইব নিস্তার, রাবণ জ্বালাতে।
ইন্দ্র বলে, এ কি জ্বালা,
কত তার যোগাব মালা,
বিধি! দুঃখ দিলি ভালা, রাবণের হাতে॥ ২৬
খেদ ক'রে বলে পবন, ঘুচালে বেটা রাবণ,
মুক্ত করি তার ভবন, ভারি কর্ম্মভোগে।
মনের দুঃখে বলে অগ্নি, আমার কপালে অগ্নি,
ভেবে ভেবে মোর মন্দাগ্নি,
রন্ধনকালে যোগাই অগ্নি,
না যোগালে রে'গে অগ্নি, দে'খে শঙ্কা লাগে॥
খেদ ক'রে যম বলে শেষে,
দুঃখে চক্ষের জলে ভে'সে,
আমাকে রেখেছেন ঘোড়ার ঘাসে,
ভয়ে হয়েছি বদ্ধ।
শনি বলে, ভাই ছি ছি ছি!
মনের ঘৃণায় ম'রে আছি,
আমি বেটার কাপড় কাচি, অপমানের হদ্দ॥
খেদ ক'রে কয় পরস্পরে,
এত দুঃখ দেবের উপরে,
যাহোক দেখ অতঃপরে, কিবা আছে ভাগ্যে।
যতেক অমর পরে, স্তব করে শূন্যপরে,
শ্রীরাম ব্রহ্ম-পরাৎপরে, করি করযোগে॥ ২৯

*   *   *

গী ত-ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

ভ্রান্ত হ'য়ে কি লাগিয়ে আছ হে চিন্তামণি!
ভূভার হরণে হ'লে রঘুকুল-শিরোমণি॥
দশ-জন্মার্জ্জিত দশবিধ পাপ নিবারণে,
দশ অবতার মধ্যে দশানন-উদ্ধারণে,
দশরথসুত রূপ ধ'রেছো আপনি॥
ওহে, দিনমণি-কুলোদ্ভব! তব পদ ভাবে তব,
লঙ্ঘিবারে ভবতরঙ্গ অঙ্ঘ্রি তরণী;—
হরিল দেবের মান দশানন দুরাচারী,
তাহারে হত, কর হে নাথ!
হরি! দেবের দুখ হরি,
ত্যজিয়ে বৈকুণ্ঠপুরী, এলে হে ধরণী॥ (খ)

*   *   *

কেকয়ীর স্কন্ধে দুষ্টা সরস্বতীর আবির্ভাব ও কুমন্ত্রণা দান।

দেবগণে চৈতন্য দিলেন গোলোকপতি।
স্মরণ করিলা সবে দুষ্টা সরস্বতী॥ ৩০
বলে বিনয়বাণী, বীণাপাণি!
তোমা বিনা ত্রাণ কৈ?
কর, শীঘ্র যাতে, রঘুনাথে,
বনে দেয় কেকৈ॥ ৩১
গিয়ে, ত্বরা করি, কেকৈ রাণীর,
স্কন্ধে কর ভর।
যেন, ঘটায় বিবাদ, শত্রুতা-বাদ,
সাধে রামের উপর॥ ৩২
শু'নে, দেবের বাণী, দুষ্টা বাণী,
বসেন রাণীর স্কন্ধে।
অমনি রাণীর, উড়িল প্রাণী,
পড়িল বিষম ধন্দে॥ ৩৩
বলে যাইসনে দাসী, ফিরে বল আসি,
কি শুনালি সমাচার।
আমি দেখে কি স্বপন, তোরে সমর্পণ,
করেছি গলার হার?॥ ৩৪
হবে রাম রাজা, তারি কি বাজা,
করতেছে প্রসঙ্গ?
তবেই হ'লো, বল ফুরালো,
আমার দফা সাঙ্গ॥ ৩৫
তবে কৌশল্যে, প্রমাদ করলে,
এই ছিল ললাটে।

হ'লো ঘোর সোহাগী, শেষে মাগী,
গরবে মরিবে ফেটে ॥ ৩৬
মনের গরবে একে, দেখে না চক্ষে,
কক্ষে ধ'রে রামচন্দ্র।
আমার, এ কি দশা, একে মনসা,
তাতে ধুনার গন্ধ ॥ ৩৭
একে সতিনী, আবার তিনি,
হবেন রাজ-জননী।
যেমন কুষ্ঠের উপর বিষফোঁড়া,
তেম্‌নি পোড়া জানি ॥ ৩৮
বৈশাখী রৌদ্রে, বালির শয়ন,
সহ্য হইতে পারে।
জলন্ত আগুনে যদি, অর্দ্ধেক অঙ্গ পোড়ে ॥ ৩৯
মাঘের শীতে সহ্য হয় জলমধ্যে বাস।
সপ্তাহ কাল সওয়া যায় নিরম্বু উপবাস ॥ ৪০
সহস্র বৃশ্চিকে যদি দংশে কলেবরে।
এক দিনে যদি কারুর শত পুত্র মরে ॥ ৪১
সর্ব্বস্ব লইলে চোরে, সহ্য বরং হয়।
রোগে হয় জীর্ণকায়া, তাহাও প্রাণে সয় ॥ ৪২
সওয়া যায় তপ্ত তৈল, অঙ্গে কেউ ঢালে।
কারাগারে ফেলে যদি বুকে চাপায় শিলে ॥৪৩
সওয়া যায়,—বুকে যদি দংশে কালসর্প।
তথাচ না সওয়া যায়, সতীনের দর্প ॥ ৪৪
অকস্মাৎ রাণীর অর্মান পড়ে গেল মনে।
রাজা মৃগয়া করতে, তুষ্ট সন্তো,
বন্দী আমার সনে ॥ ৪৫ :

* * *

কেকয়ীর অভিমান।

ঘুচাব বালাই, চে'য়ে লব তাই,
দিবেন আমায় ভূপ।
হবে, রজনী-প্রভাত, দেখি রঘুনাথ,
রাজা হয় কিরূপ? ৪৬
ক'রে কপট ছলা, হৈয়া উতলা,
কৈকৈ রাজ-নারী।
করে, ভূতলে শয়ন, উথলে নয়ন,
দাসী তোলে ধরাধরি ॥ ৪৭
এলাইল কেশ, এলো-থেলো বেশ,
ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছাগত।
না সম্বরে বাস, ঘন ঘন শ্বাস,
মণিহারা ফণীর মত ॥ ৪৮
গিয়া জানায় দাসী, শুনে উদাসী,
রাজা হয়ে অন্তরে।
আস্তেব্যস্তে, অতি ত্রস্তে,
এলেন অন্তঃপুরে ॥ ৪৯

* * *

রাজা দশরথ কর্তৃক কেকয়ীর মানভঞ্জন।

ধ'রে যুগল হস্ত, রাজা ব্যস্ত,
দে'খে রাণীর কান্না!
কন, কও কি লাগি, এত বিরাগী?
তোমারি ঘরকন্না ॥ ৫০
কও, মনের কথা, কি মনের ব্যথা,
কে দিলে,—কি হ'লো মনে!
প'ড়ে ধরা-শয়নে, ধারা নয়নে,
সয় না দেখে প্রাণে ॥ ৫১
বুঝি, হারালে কি ধন, তাই কি রোদন,
বল হে বদন তুলে।
দিব, চাও হে রতন, দেহটা পতন,
কর কার শোকানলে? ৫২
হ'বে, রজনী প্রভাত, প্রাণের রঘুনাথ,
হবে আমার রাজ্যেশ্বর।
দিয়ে, রামকে রাজ্যধন, করিব সাধন,
আমি হয়ে অবসর ॥ ৫৩
ছি ছি! হ'লে কি পাগল, এ কি অমঙ্গল,
কি বলিবে লোকে শু'নে।
কর, সুখের আলাপ, দুঃখের বিলাপ,
কেন কর শুভদিনে ॥ ৫৪

* * *

দশরথের নিকট কেকয়ীর দুই বর গ্রহণ।

শু'নে রাজার রাণী, কৈকৈ রাণী,
কহিছে ভূপের স্থানে।

যদি রাখ মুখ, যায় হে মনোদুঃখ,
নতুবা প্রাণে বাঁচিনে ॥ ৫৫
মনে, নাই হে নৃপবর, তুমি, দিবে দুই বর,
সত্য ক'রেছিলে বনে।
আজি তাই দেহ, তবে রাখি দেহ,
শুনিতে বাসনা মনে ॥ ৫৬
দিয়ে ভরতে রাজ্য, কর হে ধার্য্য,
আমারে কর হর্ষ।
দেহ কালি বিহানে, রামকে বনে,
চতুর্দ্দশ বর্ষ ॥ ৫৭
শু'নে বাক্য দশরথ, বাতাসে কদলীবৎ,
ঝর ঝর কম্পে কলেবরে।
ঝর ঝর চক্ষে ধারা, যেন উন্মাদের ধারা,
ফাটে বুক বাক্য নাহি সরে ॥ ৫৮

* * *

দশরথের বিলাপ।

হ'য়ে মায়া-রিপু বলবন্ত, জ্ঞানের করিল অন্ত,
দন্তেতে লাগিল দন্ত, ভ্রান্ত হয়ে রয়।
চৈতন্ত পাইয়া শেষে, চক্ষুনীরে বক্ষ ভাসে,
দুঃখে পড়ি রুক্ষ ভাষে, রাণী-প্রতি কয় ॥ ৫৯
এত মনে ছিল সাধ, সাধিলে একি বিসম্বাদ,
পুত্র-সঙ্গে শত্রুবাদ, এমনি পাষাণ হলি!
যায় প্রাণ, কি বল্‌লি বাণী?
তোর তুণ্ডে কি কালবাণী,
দংশিতে পতির প্রাণী, মুণ্ডে বাজ দিলি ॥ ৬০
বন্দী হ'য়ে তোর সত্যে,
সকলি মোর হ'লো মিথ্যে,
ঘোর পাতকী তোর চিত্তে, এত বাদ কে জানে
ক'রেছিলাম মন্দ কার, হলো জগৎ অন্ধকার,
অন্ধমুনির শাপ আমার, ফললো এতদিনে! ৬১
আমি প্রাণপণে তোর যোগাই মন,
করি বিশেষে আলাপন,
সব করেছি সমর্পণ, তার ধার তুই শুধলি।
আমার রাম হবে রাজন, প্রেমে মত্ত জগজ্জন,
(কিবা শত্রু প্রিয় জন, সকলের ইথে প্রয়োজন,)
সকলে ক'রেছে আয়োজন,
ক'রে কুবুদ্ধি সৃজন,—
তুই দিয়া সব বিসর্জ্জন, আমায় কেন বধলি ॥ ৬২

খাম্বাজ—যৎ।

কি কথা শুনালি, রাণি! শুনে প্রাণে বাঁচিনে।
কালি হবে রাম রাজা আমার,
আজি দিলি তারে বনে ॥
বধিতে পতির প্রাণী, শুনালি কি কালবাণী,
হ'য়ে কাল-ভুজঙ্গিনী, দংশিলি পতির প্রাণে।
জীবনের জীবন হরি,—সেই হইলে বনচারী,
জীবনে ত্যজিব জীবন,
কাজ কি এ পাপজীবনে? (গ)

* * *

কৌশল্যার বিলাপ।

রাণী-বাক্যে দশরথ পড়িয়া বিপাকে।
জীবন সঙ্কল্প করি রামচন্দ্রকে ডাকে ॥ ৬৩
না সরে বদনে বাণী নয়নের জলে।
রাণীর নির্ঘাত বাণী রঘুনাথে বলে ॥ ৬৪
শু'নে রাম তখনি করিলা অঙ্গীকার।
অযোধ্যা নগর মধ্যে হৈল হাহাকার ॥ ৬৫
কোথা রাম রাজা হবে, কোথা যায় বন।
হরিষ-বিষাদে মগ্ন হৈল ত্রিভুবন ॥ ৬৬
অন্তঃপুরে কৌশল্যা শুনিয়া এই ধ্বনি।
মহাবেগে আইল যেন মণিহারা ফণী ॥ ৬৭
সন্তানের তুল্য স্নেহ নাই,—
যেমন—পরমাণু তুল্য সূক্ষ্ম, হিংস্রক তুল্য মূর্খ,
ভিক্ষা তুল্য দুঃখ।
সাধন তুল্য কর্ম্ম, দয়া তুল্য ধর্ম্ম,
কুষ্ঠ তুল্য যোগ ॥
মানব তুল্য জন্ম, মাহেন্দ্র তুল্য রোগ,
স্বর্গ তুল্য ভোগ।
পূর্ণিমা তুল্য রাতি, ব্রাহ্মণ তুল্য জাতি,
গোলোক তুল্য ধাম, রাম তুল্য নাম।
বট তুল্য ছায়া, কার্ত্তিক তুল্য কায়া,
সন্তান তুল্য মায়া ॥ ৬৮
বিশেষ বৈকুণ্ঠপতি-পুত্র হ'য়ে হারা।
কাঁদে রাণী,—দুই চক্ষে বহে শতধারা ॥ ৬৯
কে মোর মস্তকে আজি হানে বজ্রাঘাত?
কে মোর পাঠাবে বনে পুত্র রঘুনাথ? ৭০

তোর, রাজ্য-ধনে, কার্য্য কি রাম!
আয় রে ত্যাজ্য করি।
তোরে, লয়ে কক্ষে, করিব রে ভিক্ষে,
হয়ে দেশান্তরী ॥ ৭১
হাঁ রে! কৈ সে রাজন্, এত আয়োজন,
করলে তবে কেনে।
সে কি, ধরবে ছিয়ে, বিদায় দিয়ে,
আমার রামকে বনে ॥ ৭২
বাছা! কৈ সে ভূষণ? কৈ সে বসন?
সে বেশ কোথা লুকালি?
বাজে, রুণুঝুনু সুর, চরণে নূপুর,
সে নূপুর কারে দিলি? ৭৩
ছিল, শোভিত সুন্দর, বাহুমূলে তোর,
বহু মূল্যের আভরণ।
ছিল, মাণিক অঙ্গুরী, আঙ্গুলে তোর, হরি!
হরি নিল কোন্ জন? ॥ ৭৪
কেন, স্বর্ণহার ত্যজিয়ে শূন্য—করেছ গলদেশ?
কিসের জন্য ছিন্ন ভিন্ন দেখি এ চাঁচর কেশ?
কেন বাকল গাত্রে, সজল নেত্রে,
হেরি সজল জলদরূপ,
করে, এত অযতন, ও নীলরতন!
কে তোর হয়েছে বিরূপ? ॥ ৭৬
চন্দনের অর্দ্ধচন্দ্র, কেন দেখি নে ললাটে?
কেন, মলিন বদন, মরি রামধন!
মুখ দেখে বুক ফাটে ॥ ৭৭
ফিরে, পর রে সে বেশ, নতুবা প্রবেশ,-
করিব সরযু-নীরে।
হাঁ রে। সন্তানের, এমন বেশ কি—
মায় দেখিতে পারে? ॥ ৭৮

* * *

সিন্ধু—যৎ।

হাঁ রে! কে তোরে সাজালে আহা মরি রে!
মরি রে গুমরি! এ নবীন বয়সে,
রাম! তোরে করলে জটাধারী রে ॥
সে আভরণ কৈ রে সকল?
কক্ষে কেন বৃক্ষের বাকল,
চক্ষে হেরে, মা হইয়ে কি
প্রাণে সৈতে পারি রে! (ঘ)

কৌশল্যার নিকট শ্রীরামচন্দ্রের বিদায়-প্রার্থনা।

রাম-শোকে কাঁদে রাণী দশরথ-জায়া।
মায়াবাক্যে বিক্ষুব্ধ জন্মিল বিষ্ণুমায়া ॥ ৭৯
কহেন করুণাময়, 'কেঁদো না মা' ! ব'লে!
কমল-নয়ন ভাসে নয়নের জলে ॥ ৮০
মা! তোমার চরণ, করি গো ধারণ,
ক'রো না বারণ তুমি।
দেহ মা! বিদায়,—পিতৃসত্য-দায়,
বনচারী হব আমি ॥ ৮১
যদি, কর যাত্রা-বাদ * বড় অপরাধ,
অপবাদ বংশে রবে।
ভাল, হবে না উত্র † হাসিবে শত্রু,
কুপুত্র নাম রটিবে ॥ ৮২
যাতে, থাকে মোর নাম, রাখ পতির মান,
করি মা! প্রণাম তোরে।
আমায়, কর মা! আশীষ,বল "রাম রে! আসিস
শত্রুজয়ী হ'য়ে ঘরে" ॥ ৮৩
পিতা ধর্ম্ম, পিতা স্বর্গ, সর্ব্বশাস্ত্রে শুনি।
অতএব পিতৃসত্য পালিব জননি! ॥ ৮৪
যে বিদ্যায় ফল নাই, মিথ্যা বিদ্যা জানি।
যে ব্যবসায় লভ্য নাই, তাকে নাহি মানি ॥৮৫
যে পুষ্পে নাই দেবের অধিকার,
মিথ্যা তাকে ধরা।
যে ভূষণে শোভা নাই, মিথ্যা তাকে পরা ॥৮৬
যে কার্য্যে যশ নাই, মিথ্যা সেই কার্য্য।
যে রাজ্যে বিচার নাই, মিথ্যা সেই রাজ্য ॥৮৭
যে গৃহে অতিথি নাই, মিথ্যা সেই গৃহ।
যে দেহেতে ধর্ম্ম নাই, মিথ্যা সেই দেহ ॥ ৮৮
যে দ্রব্যে রস নাই, মিথ্যা—তাহার কি মান।
যে গীতে নাই হরির নাম, মিথ্যা সেই গান ॥
দৈবকার্য্যে লাগে না যে ধন সেই মিথ্যা মাত্র।
পিতৃকার্য্যে লাগে না যে জন,
মিথ্যা সেই পুত্র ॥৯০
এইরূপ, কহিয়া রঘুনাথ বিদায় লইলেন।

* যাত্রাবাদ—যাত্রাবন্ধ।
† উত্র—উত্তরে অর্থাৎ উত্তরকালে।

শ্রীরামচন্দ্রের বনযাত্রার কথা শুনিয়া সীতার বিলাপ।

সীতা শ্রীরামচন্দ্রের সহিত বনে যাইতে উদ্যত।

রঘুনাথের বন-যাত্রা-বার্ত্তা পেয়ে সীতে।
বরষার বৃক্ষ যেন শুক্ময় অতি শীতে॥ ৯১
ঘন ঘন কম্পে তনু, তাপেতে ত্রাসিতে।
জীবনে উদ্যত স্মরি জীবন নাশিতে॥ ৯২
শতবার পড়েন ভূমে আসিতে আসিতে।
না পান পথ, নয়নজলে ভাসিতে ভাসিতে॥৯৩
বলে, অকস্মাৎ কি বিষাদ, ঘটিল হরষিতে।
এখনই রাম রাজা হবে বল্‌লে গো দাসীতে॥
প্রেমে গদগদ চিত্ত হ'লো গত নিশিতে।
কে মোর সুখের তরু কাটিল রে অসিতে?৯৫
চরণে ধরি, কহেন সতী, হ'য়ে মৃদু-ভাষিতে।
ও রামচন্দ্র! আমায় ভাল ভালবাসিতে॥ ৯৬
ভালবাসি ব'লে কেবল বাক্যেতে তুষিতে।
এখনি দাসীরে ফেলে বনে প্রবেশিতে॥ ৯৭
কেকৈ রাণীর প্রতি সতী রাগে হ'য়ে গর গর।
নিরখি রামরূপ, অনুতাপে তনু জর জর॥ ৯৮
বলিতে বলিতে সতী, কাঁপে অঙ্গ থর থর।
যোগীর বেশ দে'খে রামকে,
ঝুরে আঁখি ঝরঝর॥ ৯৯
সোণার ভ্রমরী, বলে মরি হে রাম! মরি মরি!
হরি! সে ভূষণ তোমার কে নিল হে হরি!
হরি॥ ১০০
তুমি পর্‌লে বৃক্ষ-বাকল, আমিও বাকল
পরি, হরি!
দে'খ রঘুনাথ, ক'রে অনাথ, আমায় যেয়ো
না পরিহরি॥ ১০১
তোমার সঙ্গী হ'তে আমায় মানা করছে,
জনে জনে।
ফিরিব না হে! কারু কথায়, ফিরিব তোমার
সনে সনে॥ ১০২
ও হে বাঞ্ছাকল্পতরু! বাঞ্ছা দাসীর মনে মনে।
হৃদয়ে লয়ে রাজ্যাচরণ, সেবা করিব
বনে বনে॥ ১০৩

ওহে রামচন্দ্র! তোমার চন্দ্রবদন দে'খে দেখে
মনের আগুন গুম্‌রে গুম্‌রে উঠছে
থেকে থেকে॥ ১০৪
চক্ষে দেখে, চক্ষের জল, রাখব কত
চক্ষে চক্ষে।
আমার প্রাণ ভোলে না, তোমার মায়া—
প্রাণের মধ্যে রেখে রেখে॥ ১০৫
ছিলাম এদ্দিন, জনকের ঘরে,
দুঃখে বদন ঢেকে ঢেকে।
কত দুঃখে তোমায় পেলেম,
অন্তরেতে ডেকে ডেকে॥ ১০৬
আমার প্রতি, বিধির মন কি,
সদাই উঠছে রুখে রুখে,
বুঝিলাম, দুঃখিনী সীতের জন্ম যাবে
দুখে দুখে॥ ১০৭
আমায় সঙ্গী ক'রে চল রঘুনাথ!
লয়ে চরণের প্রান্তভাগে।
যদি ত্যজ দাসীরে রাজীবলোচন!
ত্যজিব জীবন তোমারি আগে॥ ১০৮

* * *

সিন্ধু—যৎ।

যেন ত্যজ না দাসীরে গুণমণি!
প্রাণের রঘুমণি!
আমি সঙ্গে যাব তোমার,—হইয়ে যোগিনী॥
চৌদ্দবৎসর অদর্শন,
হ'ব হে রাম নবঘন!
বল দেখি ততদিন কি বাঁচে চাতকিনী? (ঙ)

* * *

লক্ষ্মণের বিলাপ ও বনগমনে প্রার্থনা।

উন্মাদ-লক্ষণ হ'য়ে লক্ষ্মণ সভায় আসিয়ে,
যোগিবেশ দে'খে প্রাণ হারায়।
ধূলাতে অঙ্গ আছাড়ে, আতঙ্কে নিঃশ্বাস ছাড়ে,
অপাঙ্গে তরঙ্গ ব'য়ে যায়॥ ১০৯
কাঁদে লক্ষ্মণ ধরাতলে, প'ড়ে রামের পদতলে,
কহে বিনয়-করুণা-বচনে।

থাকিতে তব নিজ-দাস, কি জন্য হৈয়ে উদাস,
ত্যজে বাস করিবে বাস বনে? ১১০
করি মিনতি, করুণানিধি!
এ দাসে দেও প্রতিনিধি,
পিতৃসত্য আমা হ'তেই হবে।
তুমি যদি যাও হে বন, ভুবন হইবে বন,
ত্রিভুবন দুঃখেতে মগ্ন হবে॥ ১১১
তাইকে ভালবাসি ভাল,
আন্তরিকে নয়—কথায় বল,
কেমন কপট তব হিয়ে।
কর হে! কথায় মনোযোগ,
অনুজ হয়ে করি অনুযোগ,
অনুতাপ অন্তরেতে পে'য়ে॥ ১১২
ভালবাসা কি প্রকার?—
নিতান্ত ঐ পদ প্রান্তে অনুগত আমি।
তোমার, অন্তরের অন্ত কিছু
পাইনে অন্তর্যামী!॥ ১১৩
আসার অধিক দেয় যদি, তাকেই বলি দান।
পণ্ডিতে যাতে মান্য করে, তাকেই বলি মান॥
দরিদ্র দুর্ব্বলে দয়া, তাকেই বলি পুণ্য।
স্বনামে বিক্রীত হয়, তাকেই বলি ধন্য॥ ১১৫
দেবতায় করে বশীভূত, তাকেই বলি সাধ্য।
ভোজনে অমৃত-গুণ, তাকেই বলি খাদ্য॥ ১১৬
ব্যাধির রাখে না শেষ, তাকেই বলি ঔষধি।
সর্ব্বত্র সম্মত হয়, তাকেই বলি বিধি॥ ১১৭
ঋণ-প্রবাস-রোগবর্জ্জিত,—তাকেই বলি সুখী
নিত্য ভিক্ষে, প্রাণ রক্ষে,
তাকেই বলি দুখী॥ ১১৮
বাহুবলে করে যুদ্ধ তাকেই বলি বীর।
আখের ভে'বে কর্ম্ম করে,
তাকেই বলি ধীর॥ ১১৯
ইসারায় করে কার্য্য, তাকেই বলি বশ।
মজলিসে ব্যাখ্যা করে, তাকেই বলি যশ॥ ১২০
দশের কাছে দূষ্য হয় না, তাকেই বলি ভাবা।
অন্তরেতে ভালবাসে, সেই তো ভালবাসা॥

* * *

অহং-সিন্ধু—যৎ।
সঙ্গী কর, রঘুবর! ত্যজ না—
রাম! নিজ দাসে।
এই যে বল ভালবাসি,
একাকী যাও বনবাসে॥
পীতবসন পরিহরি, বাকল পরিলে হরি!
মরি মরি! কাজ কি আমার,—
এ ছার আভরণ-বাসে।
রবির কিরণে মুখ, ঘামিলে পাইবে দুখ,
ছত্রধারী হবে কে এ'সে,—
ক্ষুধাতে হ'লে আকুল, কে যোগাবে ফলমূল,
এ দাসে হও অনুকূল,
রবে হে হরি! হরিষে॥ (৮)

* * *

জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের বন-গমন।

প্রবোধিয়া মায়, পিতৃসত্য-দায়,
বিদায় ল'য়ে ভবনে।
দ্রুত যান বন, জানকী-জীবন,
জানকী-লক্ষ্মণ সনে॥ ১২২
ত্যজে মায়ের কোল, ত্যজিয়ে সকল,
বৃক্ষের বাকল বাস।
রাজ্য তেয়াগিয়ে, প্রথমত গিয়ে,—
বাল্মীক-আলয়ে বাস॥ ১২৩
অহোরাত্রি হরি, তথায় বিহরি,
শ্রীহরি করেন প্রাতে।
অযোধ্যানিবাসী, হইয়ে উদাসী,
সবে যায় সাথে সাথে॥ ১২৪

* * *

গুহকচণ্ডালের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের মিতালি।

পরে যান গুণধাম, গুহকচণ্ডাল-ধাম,
সহিত লক্ষ্মণ-সীতে।
ধরি তার হাত, বৈকুণ্ঠের নাথ,
কহিছেন,—তুমি মিতে॥ ১২৫

ধন্য রে চণ্ডাল! মরি কি কপাল,
মহাকাল যাঁয় ভজে।
সদয় তার পক্ষে, ওরে যাঁরে বাক্যে,
ত্রৈলোক্যের নাথ মজে! ॥ ১২৬
কহিছে ত্রিলোক, ধন্য রে গুহক!
পে'লি অভয়-পদচ্ছায়া।
কহিতেছে অন্য, গুহক নহে ধন্য,
ধন্য শ্রীরামের দয়া ॥ ১২৭

* * *

সে কেমন? যেমন—

বাসুকির ধৈর্য্যকে ধন্য, ধরে পৃথিবী মাথায়।
ধন্বন্তরির চিকিৎসাকে ধন্য,
ম'রে জীবন পায় ॥ ১২৮
অগ্নির তেজকে ধন্য, পাষাণ ভস্মরাশি।
মদনের বাণকে ধন্য, শিব যাতে উদাসী ॥ ১২৯
কর্ণের দানকে ধন্য, পুত্রের মাথা চেরে।
পরশুরামের প্রতিজ্ঞা ধন্য, ক্ষত্রি বিনাশ করে!
ব্রাহ্মণের বাক্য ধন্য, ভগীরথের হয় অস্থি!
'ইন্দ্রায় স্বাহা' বল্‌লে, ইন্দ্রের দফা নাস্তি ॥ ১৩১
ভগীরথের তপস্যাকে ধন্য, আনলে ভাগীরথী
ভৃগুমুনির সাহসকে ধন্য,
বিষ্ণুকে মারে লাথি ॥ ১৩২
ইন্দ্রদ্যুম্নের কীর্ত্তিকে ধন্য, জগন্নাথ দিয়ে।
ছত্রিশ বর্ণ খায় অন্ন, একত্রে বসিয়ে ॥ ১৩৩
সাবিত্রীর ব্রতকে ধন্য, বাঁচে মৃতপতি যাতে।
রঘুনাথের দয়া ধন্য, চণ্ডালকে বলে মিতে ॥
কেহ বলে, রঘুনাথের দয়া ধন্য নয়।
স্বকর্ম্মেতে ফল প্রাপ্ত, সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥ ১৩৫
কোটি কোটি জন্মার্জ্জিত পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য।
ছিল গুহকের, তাইতে রাম ক'রলেন ধন্য।
কেহ বলে, এত অপরিমাণ যদি ধর্ম্ম।
(আপনি গিয়ে দেখা যারে দেন পূর্ণব্রহ্ম।)
তাঁর কেন হয় তবে, চণ্ডালকুলে জন্ম। ১৩৭
অতএব অপর ধন্য, বলা কেবল বৃথা।
রঘুনাথের মায়াকে ধন্য, মান্য এই কথা ॥ ১৩৮
গুহক-চণ্ডালাধম, এক রজনী বিশ্রাম,
পূর্ণ করি মনস্কাম, পূর্ণব্রহ্ম উঠিয়া বিহানে।
বলেন মিতা! শুন ভাই,
বিলম্বে আর কার্য্য নাই,
পিতৃপণে বনে যাই,
ফিরে দেখা করিব তোমার সনে ॥ ১৩৯
গুহক বলে হ্যাঁ রে মিতে!
তোর কি দয়া নাই রে চিতে?
কালি এসে চাইস্ আজি রে যেতে,
পিরীতে এমন রীত নয় রে ভাই!
তোর পে'য়েছি দেখা অসম্ভব,
আর কি দেখা পাব,
জন্মের মত খেদ মিটাব,
উড়ে যায় প্রাণ,—তোর শু'নে যাই যাই ॥ ১৪০
অমন কথা মুখে কবি নে,
এখন, মাসেক ছ'মাস যে'তে পাবি নে,
আমার ঘরে কি খে'তে পাবি নে,
হ্যাঁ রে মিতে! তাই ভে'বেছিস্ মনে।
নিত্য বনে মৃগ বধিব,
প্রাণপণে তোর সেবা করিব,
গেলে কিন্তু প্রাণে মরিব,
তোর সনে দেখা হ'লো কি ক্ষণে ॥ ১৪১
দয়া ক'রে কন রঘুবর, কর কি মিতে! সমাদর,
এ তো মিতে! আমার ঘর,
আসিব যাব কতবার ভবনে।
মিষ্টবাক্য দানে হরি, গুহকেরে তুষ্ট করি,
সেই স্থান পরিহরি,
প্রস্থান করেন অন্য স্থানে ॥ ১৪২
গুহক বলে হায় হায়,
মিতে আমার যায় রে যায়,
একদৃষ্টে অমনি চায়, কমল-চরণ পানে।
রঘুনাথের কৃপায়, রঘুনাথের রাঙ্গা পায়,
গুহক দেখিতে পায়,
নানা চিহ্ন আছে নানা স্থানে ॥ ১৪৩
ভে'বে যোগিগণ জীর্ণ, চারি ফল যাতে উত্তীর্ণ,
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন,
গোষ্পদ ত্রিকোণ * আছে পাশে।

---

* গোষ্পদ ত্রিকোণ—জ্যোতিষ শাস্ত্রোক্ত সুলক্ষণ বাচক পদরেখাদি।

চাপাচক্র মৎস্যপুচ্ছ, যে পদ ভে'বে পদ উচ্চ,
ব্রহ্মপদ হয় তুচ্ছ, গুহক দেখিল অনায়াসে॥
গুহক বলে, হেঁ রে ভাই ?
যে চরণ তোর দেখিতে পাই,
মনে মনে ভাবছি তাই,
কেমনে ভ্রমণ করিবি বনে ?
কাঁদিবি রে ভাই! ঘোর বিপদে,
কুশাঙ্কুর ফুটিলে পদে, পাবি দুঃখ পদে পদে,
কি হবে ভাই! সয় না আমার প্রাণে॥ ১৪৫
দুগ্ধফেন-শয্যামাঝে,কিংবা রাখি হৃৎসরোজে,
তথাপি তোর পদে বাজে,
কমল পদ এমনি তোর রে মিতে!
ও চরণ দে'খে নয়নে, দয়া কি হ'লো না মনে ?
কোন্ প্রাণে পাঠালে বনে,
কেমন পাষাণ তোর পিতে ? ১৪৬

* * *

খাম্বাজ—যৎ।

ভাই! যাস্‌নে রে রামা মিতে!
তুই ভ্রমিতে কাননে!
বড় হবি কাতর,—
বাজিবে রে তোর রাঙ্গা চরণে॥
আমার যে চণ্ডাল-কায়া,
জগতে নাই কারু মায়া!
তোর দেখে কি হ'লো আদর,
প্রাণ কাঁদে কেনে॥ (ঐ)

* * *

ত্যজিয়া গুহক-পুরী, প্রভু ভগবান্!
ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে পরে যান॥ ১৪৭
ভরদ্বাজ করিলেন, বিবিমতে স্তুতি।
এক রাত্রি করিলেন, তথায় বসতি॥ ১৪৮
যান মধ্যে সীতা, দুই পাশে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
গায়ত্রীর আদ্য-অন্তে প্রণব যেমন॥ ১৪৯
এই মতে ত্যজিলেন নানা মুনির স্থান।
চিত্রকূট পর্ব্বতে রহিলা ভগবান্॥ ১৫০

* * *

অযোধ্যায় ভরতের আগমন।

রাজা দশরথের মৃত্যু ও
ভরতের রাম অন্বেষণে বন-গমন।

হেথায় বিপত্তি ঘোর অযোধ্যানগরে।
রাম-শোকানলে রাজা দশরথ মরে॥ ১৫১
ভরত—ছিলেন নিজ মাতুলভবনে।
দূতে গিয়া সংবাদ জানায় ততক্ষণে॥ ১৫২
দূতমুখে ভরত শুনিয়া সমাচার।
অযোধ্যানগর আইল, করি হাহাকার॥ ১৫৩
কোথা রাম বলিয়া, ভাসিল চক্ষুনীরে।
বজ্রাঘাত হইল যেন ভরতের শিরে॥ ১৫৪
জননীরে অনেক করিল অনুযোগ।
আমারে বিদায় দিয়ে কর রাজ্যভোগ॥ ১৫৫
অশেষ ভর্ৎসনা করি, জননীর প্রতি।
কৌশল্যারাণীর কাছে করে নানা স্তুতি॥ ১৫৬
শুন গো জননি! পাছে কর অভিরোষ।
কোন অংশে, মা! আমার নাহি কোন দোষ॥
পাপিনী জননী মোর, ক'রে কুমন্ত্রণা।
পিতারে করিলে নষ্ট, তোমারে যন্ত্রণা॥ ১৫৮
ভয়েতে ভরত নানামত দিব্য করে।
রব না জননি! আমি এ পাপ-নগরে॥ ১৫৯
ভরত বিদায় ল'য়ে, কৌশল্যার স্থানে।
পুরোহিত বশিষ্ঠে ডাকিয়ে বিদ্যমানে॥ ১৬০
পিতৃস্বর্গে * দানাদি করিল সেই দিনে।
পিণ্ডদান অপেক্ষা থাকিল রাম বিনে॥ ১৬১
সৈন্য সহ ভরত উন্মাদপ্রায় মন।
রাম-অন্বেষণে দ্রুত কাননে গমন॥ ১৬২
নন্দীগ্রাম রহিল না, গেল নিজধাম।
হেথায়, চিত্রকূট পর্ব্বত, ভাবেন প্রভু রাম॥
আইসে যায় সর্ব্বদা অযোধ্যাবাসিগণে।
যথারণ্য তথা গৃহ জ্ঞান হয় মনে॥ ১৬৪

* * *

পঞ্চবটী বনে শূর্পণখার নাসা-কর্ণচ্ছেদ

তিন জন সঙ্গোপনে প্রত্যুষেতে উঠি।
চিত্রকূট ত্যজিয়ে গেলেন পঞ্চবটী॥ ১৬৫

* পিতৃ-স্বর্গে—পিতার স্বর্গার্থে।

দৈবে তথা রাবণের ভগ্নী শূর্পণখা।
শ্রীরাম সঙ্গেতে পঞ্চবটী মধ্যে-দেখা॥ ১৬৬
নবদুর্ব্বাদলশ্যাম রামরূপ দেখি।
মনোহর রূপেতে মন হরে শূর্পণখী॥ ১৬৭
মন বুঝে বৈদেহীপতি কহিলেন তায়।
'ভজ গে' ব'লে, লক্ষ্মণে দেখান ইসারায়॥ ১৬৮
শুনে, নয়ন ঠেরে, ঘোমটা ক'রে,
প্রেমটী করিবার তরে।
যায় হেলিয়ে দুলিয়ে, গলিয়ে অঙ্গ,
সোহাগের ধনী পরে॥ ১৬৯
আদরে মরেন, ইন্দ্রকে দেখে,
ঠমকে কথা কন না।
রাবণ দাদার, গরবে সদা,
চক্ষে দেখ্‌তে পান না॥ ১৭০
উচ্চ পয়োধর, হাস্য-অধর,
প্রেমভরে তনু টলে।
মনোমোহিনী, গজগামিনী,
গজমতি-হার গলে॥ ১৭১
ঠাট-ঠমকে, মন চমকে, করিবে নব প্রণয়।
খুনিয়ে এসে, রসাভাষে, শুনিয়ে কথা কয়॥১৭২
বিলম্ব সয় না বিলাতে রতি,
অতিশয় জ্বালা মনে।
বলে, বাঁচা রে বাঁচা, ত্যজ না বাছা!
এসেছি যাচা ক'নে॥ ১৭৩

* * *

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

কে বলে গৌরবরণ!
নিলাম শরণ হও হে স্বামী!
কামিনীর মনচোরা ধন,
এমন যোগীর যোগ্য নও হে তুমি॥
মনের মতন, পেলাম রতন, ত্রিভুবন ভ্রমি,—
হও আমার প্রেমের গুরু কল্পতরু,
তোমায় দিব হে যৌবন প্রণামী।
সামান্য রমণী নই হে, হও প্রেমের প্রেমী,—
শুনেছ শমন-দমন, সেই রাবণ-
রাজার ভগ্নি আমি॥ (জ)

* * *

রস ভাষে রাক্ষসী, লক্ষ্মণ কহেন রুষি,
কালামুখি। তুই কার রূপসী,
এমনি কি অসতী!
ত্যাজ্য করে ঘরকন্না,
কার কাছে তুই দিলি ধন্না,
কাঁদ্‌তে এলি প্রেমের কান্না,
কে হবে তোর পতি? ১৭৪
চাই নে নারীর বদন পানে,
দৃষ্টি রামের চরণ-পানে,
রামনামামৃত-পানে, হরণ করি কাল।
ফের্ হবে তোর ভাগ্যে জানি,
ফের যদি কহ ও সব বাণী,
এক বাণে বধিব প্রাণী, করিস্ নে জঞ্জাল॥
কথা শুনে শূর্পণখী, রাগে ছল ছল আঁখি,
বলে, মরি ছি ছি হলো কি! আই আই আই
ছাই দিলে মোর মানের আদরে,
ডুবাবে ছোঁড়া ভরা ভাদ্দরে,
লজ্জায় মরি মাটী বিদরে, তাহাতে মিশাই॥
মূর্খের সহিত শাস্ত্র-আলাপ, দুঃখের প্রধান গণি
দুঃখীর সঙ্গে আমোদ করা,
তার বাড়া দুঃখ জানি॥ ১৭৭
তার বাড়া দুঃখ, কাণার সঙ্গে চলা।
তার অধিক দুঃখ, রাগী লোক সঙ্গে খেলা॥
তার বাড়া দুঃখ, অবুঝের সঙ্গে কথা বলা।
তাহার অধিক দুঃখ, কালার সঙ্গে সলা॥ ১৭৯
তার বাড়া দুঃখ,
না-বুঝা সঙ্গে ব্যবসা যদি ঘটে!
তার বাড়া দুঃখ,
ক'তো বাবুর সঙ্গে এয়ারকী বটে॥ ১৮০
তার বাড়া দুঃখ, বালকের সঙ্গে কাজিয়ে।
তার বাড়া দুঃখ, তাল-কাণার সঙ্গে বাজিয়ে॥
দুঃখ আছে নানামত, কিন্তু নহে দুঃখ এত।
অরসিকের সঙ্গে প্রেম-আলাপে
দুঃখ যত॥ ১৮২
শূর্পণখা রাগে বলে,
বরমালা তোর দিব যে গলে,
পোড়াকপা'লে! তোর কপালে,
হবে কেন তা বল্ রে!

তুই যে হবি আমার পতি,
হবি রাবণের, ভগ্নীপতি,
মানবে তোরে সুরপতি,
অনেক তপস্যার ফল রে! ১৮৩
দিবানিশি রঙ্গে রবি,
আতর গোলাপ অঙ্গে দিবি,
সোণার পালঙ্কে শুবি,তাতে কি তোর ফল্ রে
ফলবে কেন সুখের ফল,
বিধি দিয়েছেন প্রতিফল,
বনে তু'লে খাবি ফল, কর্ম্মফলাফল রে! ১৮৪
কথায় কি এত অপ্রতুল,
কি কথায় তুই কর্‌লি ভুল,
মর ছোঁড়া! শিমুলের ফুল, যাবি রসাতল রে!
জন্মেছিস্ কার কুবংশ,
পেটে নাই তোর বিদ্যার অংশ,
ক-অক্ষর গো-মাংস, ঠিক মাখালের ফল রে!
নহিস্ শতাংশের মোর এক অংশ,
তোর কাছে মোর মানের ধ্বংস,
দশার বাপ নির্ব্বংশ* ! কি পোড়া কপাল রে।
নিতান্ত কি তোর কপাল কাটা,
তোসকে শুলে বাজ্‌বে কাঁটা,
মজুরের কপাল খেজুরের চ্যাটা,
শয়ন চিরকাল রে॥ ১৮৬
পরনেতে বাকল আঁটা,
তৈল বিহনে মাথায় জটা,
তার যে এত গরবের ঘটা,এ ত মজা ভাল রে
গায়ে যদি তেল মাখ্‌তো,
পরনে যদি বস্ত্র থাকতো,
তবে কি দেশের লোক রাখ্‌তো?
ঘটাতো জঞ্জাল রে! ১৮৭
যদি গিয়ে দাদাকে বলি,
চণ্ডীতলায় † দেবে বলি,
জনমের মতন তবে গেলি,
সে বড় বিষম রে!

শুনিস্ নাই মোর দাদার বল,
ইন্দ্র চন্দ্র হুকুম-তল,
বরুণ গিয়ে যোগায় জল,
ঘাস কাটে তার যম রে! ১৮৮
শুনি লক্ষ্মণ ক্রোধে বলে,
প্রলাপ বক্‌চিস্ মরণকালে,
কাল-ঘরে যাবি সকালে, কা'ল-বিলম্ব হবে না
আমি, ব্রহ্মাকে নাহি ডরাই,
আমার কাছে দর্প নাই,
আমি দর্পহারীর ভাই,
কর্‌লে দর্প রবে না॥ ১৮৯
স্বর্গে যম পুরন্দরে, তোর দাদার দাসত্ব করে,
শুনেছি ব্রহ্মার বরে, দিগ্বিজয়ী হ'লো রণে।
হ'লো এক ব্রহ্মায় এত মানী,
আশ্রিত সদত জানি,
কোটি ব্রহ্মা শূলপাণি, আমার দাদার চরণে॥
বলিয়ে এতেক ভাষা, *
খড়্গ দিয়ে কাটেন নাসা,
জন্মের মত প্রেমের আশা,শূর্পণখার উঠিলো।
কেঁদে বলে শূর্পণখা, কি কর্‌লি ওরে লখা!
এত কি কপালের লেখা,
হায় বিধি কি ঘটিলো! ১৯১
অন্নেয়ে যদি কাণ কাটতো,
তবু বিধাতা মান রাখ্‌তো,
কেবা দেখ্‌তো চুলে ঢাকতো,
কাটিলি কেন নাক রে।
মুখে রক্ত মাখিয়ে, চলে লক্ষ্মণকে শাসিয়ে,
দেখ কি করি তোর কপালে,
পোড়াকপালে থাক্ রে॥ ১৯২

* * *

খর দূষণ ও রাবণের নিকট শূর্পণখার পঞ্চবটীর বৃত্তান্ত কথন।

সরমে তনু জর জর, নয়নে বারি ঝর ঝর,
রাগেতে হয়ে খরতর, কহে গে খর-দূষণে॥
তদন্ত জানাবার তরে, কহিতে গেল তদন্তরে,
রাবণ-অগ্রে রোদন করে,
বদন ঢেকে বসনে॥ ১৯৩

---

* দশার বাপ নির্ব্বংশ—দশপুত্রের বাপ হইয়াও নির্ব্বংশ।

† চণ্ডীতলায়—লঙ্কার রাবণ রাজা চণ্ডীপূজা করিতেন।

শুন গো দাদা দশানন! আমার দুঃখ-বিবরণ,
ভ্রমণ করিতে বন, পঞ্চবটী মাঝে।
রাম নামেতে জটাধারী, তার যে সুন্দরী নারী,
দাসী নয় তার মন্দোদরী,
তোমার বড় সাজে॥ ১৯৪
মনে করিলাম তারে, হ'রে লইয়ে আসিবারে,
বিপত্তি বন মাঝারে, ঘটিল আমার তায়।
অভিমানে অঙ্গ জ্বলে, মান যে গেল রসাতলে,
ঝাঁপ দিব সাগরের জলে মনের ঘৃণায়॥ ১৯৫
এত দিনে, দাদা! তোমার সর্ব্বনাশ করলে!
ভেকেতে ধরিল সর্প, ইন্দুরে বিড়াল ধরলে॥
ঐরাবত পদ্মকাননেতে বন্দী হ'লো॥
হস্তের বাতাসে মহাবৃক্ষ উপাড়িল॥ ১৯৭
চড়াইয়ের ভরেতে ভাঙ্গিল বৃক্ষডাল।
সিংহের বনেতে রাজা হইল শৃগাল॥ ১৯৮
পর্ব্বতটা নিয়া যায় পিপীলিকার পালে!
কুম্ভীর পড়িল ক্ষুদ্র-মৎস্যধরা জালে॥ ১৯৯

* * *

বাহার—আড়খেম্‌টা।

পঞ্চবটী এসে, দাদা গো!
আমার নাক কাটে এক সর্ব্বনেশে।
বরং স্বচক্ষে এই দেখ, দাদা!
রুধিরে যায় অঙ্গ ভে'সে॥
এত দিনে নাম ঘুচালে তুচ্ছ মানুষে,—
তুমি সিংহ হ'য়ে শৃগাল হ'লে,
এই ছিল কি ভাগ্যে শেষে! (ঝ)

* * *

রাবণের ভয়ে মারীচের স্বর্ণমৃগী-রূপ-ধারণ।

ভগ্নীবাক্যে রাবণ জলদগ্নি সম জ্বলে।
রাগে হস্ত কামড়ায় হায় হায় বলে॥ ২০০
বিহিত করিব কিসে, করে বিবেচনা।
রাগিয়ে জাগিয়ে করে যামিনী যাপনা॥ ২০১
চলিল রাবণ পরে, প্রত্যুষেতে উঠে!
সমুদ্র-দক্ষিণকূলে মারীচনিকটে॥ ২০২
মারীচ তপস্যা করে, করি যোগাসন।
সবিশেষ তাঁহারে জানায় দশানন॥ ২০৩
কহিছে রাবণ,—সঙ্গে আইস ত্বরিতে।
আনিব লঙ্কায় ভণ্ড-তপস্বীর সীতে॥ ২০৪
মারীচ কহিছে,—অবধান লঙ্কেশ্বর!
সে রাম মনুষ্য নয়, ব্রহ্ম পরাৎপর॥ ২০৫
মুনি-যজ্ঞ নষ্টে গিয়াছিলাম বাল্যকালে।
এক বাণে তার পড়েছিলাম সমুদ্রের জলে॥
সেই হ'তে জেনেছি তারে, তারকব্রহ্ম রাম।
অদ্যাপি জাগয়ে মনে দূর্ব্বাদলশ্যাম॥ ২০৭
না চিনে সেই চিন্তামণি, বিনাশ কারণে।
আতঙ্কে পতঙ্গ পড়ে, জ্বলন্ত আগুনে॥ ২০৮
শুনিয়া কুপিয়া উঠে রাবণ দোর্দ্দণ্ড।
ভণ্ড রাম ব্রহ্ম তোর, হ'লো রে পাষণ্ড! ২০
খড়্গ ল'য়ে যায় প্রাণ দণ্ডিতে রাবণ।
ত্রাসিত তাড়না দেখে তাড়কানন্দন॥ ২১০
উভয়সঙ্কটে মারীচ হৈল উচাটন।
গেলে রামচন্দ্র বধে, না গেলে রাবণ॥ ২১১
অতএব মরি কেন রাবণ নিকটে।
যা করেন জগবন্ধু, যাওয়া যুক্তি বটে॥ ২১২
হরিতে জানকী, মারীচ হইল উদ্‌যোগী।
যুক্তি ক'রে অরণ্যে হইল স্বর্ণমৃগী॥ ২১৩
যথায় লক্ষ্মণ লক্ষ্মী রাম জটাধারী।
আইল মারীচ স্বর্ণমৃগী-রূপ ধরি॥ ২১৪
মায়াতে ভুলিল সীতা, মৃগী দে'খে চক্ষে।
করিলেন রঘুনাথে স্বর্ণমৃগী ভিক্ষে॥ ২১৫
শুনে ভগবান্, বাণ ধনুকে যুড়িলে।
মায়াবী মারীচ রঙ্গে ভঙ্গে বনে চলে॥ ২১৬
পিছে পিছে ধাইলেন কমললোচন।
গিয়ে বনান্তরে করেন বাণ বরিষণ॥ ২১৭
মারীচ সঙ্কট গণে, দেখে প্রাণে মরি।
যা হক্ রাবণের কার্য্য মৃত্যুকালে করি॥ ২১৮
লক্ষ্মণেরে ডাকি, লয়ে—শ্রীরামের স্বর।
আসিবে লক্ষ্মণ,—শূন্য হবে তবে ঘর॥ ২১৯
শ্রীরামের বাণেতে বিন্ধিল কলেবর।
মায়া করি কাঁদিছে মারীচ নিশাচর॥ ২২০
কোথা রে গুণের ভাই! লক্ষ্মণ ধানুকি!
মৃত্যুকালে দেখা দাও, হে প্রিয়ে জানকি!

* * *

জয়জয়ন্তী—যৎ।

আয় রে লক্ষ্মণ! যায় রে জীবন,
বনে অন্য সখা নাই।
বধ করে নিশাচরে, প্রাণ বাঁচায়ে প্রাণের ভাই
যদি আমায় রক্ষা কর,
ত্বরায় নে আয় ধনুঃশর (রে),
আমি সকাতরে ডাকি তোরে,
তুই এলে নিস্তার পাই॥
স্বপক্ষ কেউ নাই রে সাথে,
পড়েছি বিপক্ষ-হাতে,
বিপাকে আজি বুঝি লক্ষ্মণ! জীবন হারাই।
আমি যদি মরি প্রাণে,—
তায় ভাবি নে ভাবি নে, (রে),
মলে জন্মদুঃখিনী সীতার,
কি হবে ভাই! ভাবি তাই॥ (ঐ)

* * *

মারীচের রোদন, বনে শ্রবণে শুনে সীতে।
কাঁপে গাত্র, যুগল নেত্র, লাগিল ভাসিতে॥
মনে মনে প্রমাদ গণি, চন্দ্রাননী মণিহারা ফণী
হন জ্ঞানশূন্যা, অচৈতন্যা চৈতন্যরূপিণী॥ ২২৩
শিরে করি করাঘাত, বলেন রঘুনাথ!
বুঝি হে ভাঙ্গে কপাল।
ঘটালে কুদিন, সোণার হরিণ,—
হলো বুঝি মোর কাল॥ ২২৪
বিধি কি কুবুদ্ধি আমার হৃদি মাঝে দিলে।
আমি সাধ করে, মোর সাধের নিধি,
সাগরে দিলাম ফেলে॥ ২২৫
আমি চাই সুখ, বিধি যে বৈমুখ,
সুখোদয় হবে কেনে?
নৈলে, রাজার নন্দিনী, হব রাজরাণী,
কোথা রাণী দিলে বনে! ২২৬
সীতা হয়ে অধীরা, নাহি ধৈর্য্য ধরে মন।
উন্মাদলক্ষণে, লক্ষ্মী লক্ষ্মণেরে কন॥ ২২৭
বলে কি কর, দেবর! কাঁদে রঘুবর—কাননে।
(শুন না কাণে) লয়ে তব নাম,
ডাকিছেন রাম, সঙ্কট ঘটেছে বনে॥ ২২৮

* * *

অহং-সিন্ধু—যৎ।

লক্ষ্মণ! যাও রে বিপদে পড়েছেন—
আমার গুণনিধি রাম।
কর আর বিলম্ব কেন, ধর ধর ধনুর্ব্বাণ, (রে)
গিয়ে রাখ রে রঘুনাথের জীবন,
রাখ রে সীতার মান॥
ঐ যে তোরে ঘন ঘন,
ডাকিছে রাম নবঘন,
আজি আমায় হয়েছে বিধি বাম রে,—
ভাঙ্গিল কপাল এ অভাগী,
কেন চাইলাম স্বর্ণমৃগী, (রে),
ওরে! বিপাকে আজি বুঝি, লক্ষ্মণ!
রামকে হারালাম॥ (ট)

* * *

জানকীর বাক্যে লক্ষ্মণের রাম-অন্বেষণে গমন।

লক্ষ্মণ কহেন কথা, রক্ষ মা জনকসুতা!
কি নিমিত্ত চিন্তা গো অনিত্য?
(তোমার রাম) জগতের মূলাধার,
বিপত্তির কর্ণধার,
কর্ণেতে না শুনি তাঁর বিপত্ত॥ ২২৯
কাঁদ কেন কি লাগিয়ে? কাঞ্চন-হরিণী লয়ে,
রাম তব আসিবেন তিলার্দ্ধে।
আমায় আজ্ঞা দিলেন হরি,
থাকিতে তব প্রহরী,
কিরূপে যাইব বনমধ্যে? ২৩০
কে কাঁদিতে কি শুনিলে,
বুঝিতে না পারি নীলে,
ক্ষম, কেন ঘটাও বিবন্ধ?
যদি তব বাক্য শুনি, তোমায় রেখে একাকিনী,
গেলে বিপদ হইবে নিঃসন্দ॥ ২৩১
শুনে সতী উন্মার্মতি, কহেন লক্ষ্মণ-প্রতি,
কার্য্যকালে বুঝা যায় মন।
অন্তরে এত খলতা, মুখে তোর অতি শীলতা,
অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ॥ ২৩২
দুঃখিনীর কপাল মন্দ, হারাই বুঝি রামচন্দ্র,
কে যাবে!—প্রাণ যায় রে বিদরিয়ে!

পতিত রাম শত্রু-সনে, শত্রুতা করিয়া মনে,
তত্ত্ব না করিলি ভাই হয়ে॥ ২৩৩
বুঝিলাম পেয়ে সূত্র, জ্ঞাতি যে পরম শত্রু,
মায়া-বাক্যে পূর্ব্বে কত বল্‌লি!
এত বাদ ছিল মনে, সঙ্গে সঙ্গে এসে বনে,
সঙ্গোপনে সর্ব্বনাশ কর্‌লি॥ ২৩৪
শ্রীরামে করে নিধন, হ'রে তার রাজ্য ধন,
হবি রাজা, ওরে পাপগ্রস্ত।
কন জানকী এই মত, অকথ্য বচন কত,
শুনে লক্ষ্মণ কর্ণে দেন হস্ত॥ ২৩৫
দুই চক্ষে বহে ধারা, অনুতাপে অঙ্গ জরা,
বাক্য নাহি সরে বাক্য-শরে।
কন লক্ষ্মণ হয়ে দুঃখী, সন্তানে কি বল লক্ষ্মী?
বলিয়ে কাঁদেন উচ্চৈঃস্বরে॥ ২৩৬
যা করেন ভগবান্, ব'লে লয়ে ধনুর্ব্বাণ,
যাত্রা করিছেন বনে দ্রুত।
ধনুকের রেখা দিয়ে, সীতারে কন নিষেধিয়ে,
হবে না এই রেখা-বহির্ভূত॥ ২৩৭
এইরূপে লক্ষ্মণ যান, যথা বনে ভগবান্,
হেথায় শুন হে বিবরণ।
লক্ষ্মণে পাঠায়ে বনে,—একাকিনী-সঙ্গোপনে,
বিলাপিয়ে জানকী রোদন॥২৩৮
এমন কপাল কার, জনক জনক যার,
শ্বশুর অসুর-সুরমান্য।
পতি যার ত্রৈলোক্য-পতি, অযোধ্যায় নরপতি,
তার পত্নীর বসতি অরণ্য॥ ২৩৯
এই রূপে রামপ্রিয়ে, রামপদে মন সমর্পিয়ে,
বিলাপিয়ে করেন রোদন।
কাঁদেন রাম-নাম স্মরি, বনমধ্যে একেশ্বরী,
রাবণ পাইল শুভক্ষণ॥ ২৪০

* * *

সীতা-হরণ।

হরণে হ'য়ে উদ্‌যোগী, হইল কপট-যোগী,
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান কায়।
রুদ্রাক্ষের মালা গলে, ভস্ম-ত্রিপুণ্ড্র কপালে,
ভস্মাভরণ সর্ব্বগায়॥ ২৪১
যোগিবেশে লঙ্কাপতি,
বোম্ বোম্ বাক্যেতে গতি,
কক্ষে ঝুলি—ভিক্ষা উপলক্ষ।
উপনীত হইল যথা, জনক-নন্দিনী সীতা,
কনক-বরণী স্বয়ং লক্ষ্মী॥ ২৪২

* * *

খাম্বাজ—যৎ।

ভিক্ষে দে কে গো বনে, বনবাসিনি নারি!
অহং তীর্থবাসী যোগী বিরাগী জটাধারী॥
ভক্তি-মুক্তি-কারণ,ভজ রে মন! জয় নারায়ণ,
জয় শিব রাম বোম, ভোলা ত্রিপুরারি।
প্রচণ্ড উদিত ভানু, ত্রাসেতে ত্রাসিত তনু,
দুঃখিপানে চাও, লক্ষ্মী!
বিলম্ব আর সৈতে নারি॥ (ঠ)

* * *

রেখার বাহিরে রহি, ভবতি! ভিক্ষাং দেহি,
পুনঃপুন বলে দশানন।
নহে রাবণের শক্তি, লইতে রামের শক্তি,*
রেখামধ্যে করিয়া গমন॥ ২৪৩
দ্বারে যোগী ক'রে দৃষ্টি, লইতে তণ্ডুল মুষ্টি,
কন লক্ষ্মী,—লহ ভিক্ষা আসি।
নিকটে গিয়া না লয় ভিক্ষে,
নিরখিয়া আড়চক্ষে,
বদন ফিরায় ভণ্ড ঋষি॥ ২৪৪
দেবর-লক্ষ্মণ-বাণী, ভুলিয়ে রাঘব-রাণী,
দেখা দেন রেখার বাহিরে।
ভিক্ষা দেন দশমুণ্ডে, দশানন সেই দণ্ডে,
রথে তুলে লয় জানকীরে॥ ২৪৫
বিপদে পড়িয়া সতী, ঊর্দ্ধকরে করেন স্তুতি,
উদ্ধার, হে রঘুপতি! মোরে।
দেখেন, দশদিক্ শূন্যাকার, শূন্যপরে হাহাকার,
মৃত্যুর আকার রথোপরে॥ ২৪৬
মৃগী-বধে গেল হরি, মৃগী নয়,—জীবনের অরি,
মরি হে! ওমার প্রাণ গেলো।
দুষ্ট যদি কুবাক্য বলে,এখনি ঝাঁপ দিব জলে,
জন্মের শোধ বুঝি দেখা হলো! ২৪৭

* রামের শক্তি—শক্তিরূপিণী রামভার্য্যা সীতা।

কাঁদিয়া কহেন সতী, ওহে আত্মবিস্মৃতি!
বিস্মৃতি আমারে কি কারণ?
জীবন হারায় দাসী, অন্তরে বারেক আসি,
অন্তকালে দাও হে দরশন॥ ২৪৮

* * *

ললিত-ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

ভ্রান্ত রাম! কান্ত! কোথা রহিলে রঘুমণি!
বিপদে রাম! রক্ষ হে! বিপক্ষ-করে যায় প্রাণী
আসিয়া কানন মধ্যে কপট যোগিরূপ ধরি,
এ কোন্ পাষণ্ড দশমুণ্ড লয় হরি,
অকূলে কূল দেও, হে রঘুকুল-শিরোমণি!
হরি! কোথা আছ পরিহরি,
সীতে লয়ে যায় হরি,—
কি ক্ষণে চাহিলাম আমি হবি! হে হবিণী,—
আমারে মজালে দুষ্ট হয়ে কপট-সন্ন্যাসী!
তার হে তারকব্রহ্ম! বারেক দেখা দাও আসি
বিপাকে মরে হে সীতে জনমদুঃখিনী॥ (ড)

* * *

হেথা রাম ক্রোধ-মনে, মারীচে মারিছেন বনে,
হেন কালে লক্ষ্মণ আইল!
ধনুহস্তে ধারা-নেত্র, অনুজে দেখিবা মাত্র,
তনু যে রামের উড়ে গেল॥ ২৪৯
লক্ষ্মণ কি জন্যে এ'ল! লক্ষণে বুঝিনে ভাল,
ঘ'টেছে জানকীর অমঙ্গল।
হবে কি! রবে কি শু'নে,—
প্রাণ জানকী বিহনে,
না জানি,—কি মোর আছে কর্ম্মফল! ২৫০
দুই চক্ষে শতধার, ভবনদীর কর্ণধার,
শুধান কি হ'লো রে বিবন্ধ!
বল রে লক্ষ্মণ! বল, দুঃখেতে অতি দুর্ব্বল,
দুর্ব্বলের বল রামচন্দ্র॥ ২৫১

* * *

অহং-সিন্ধু—যৎ।

ভাই! কেন লক্ষ্মণ! এলি একা রাখি,
বনে চন্দ্রমুখীরে।
আজি বুঝি মারীচের মায়ায়
হারালাম জানকীরে।
ডেকেছে কাল-নিশাচরে,
ভাই! আমি ডাকি নাই তোরে॥ (চ)

সীতাহরণ সমাপ্ত।

সীতা-অন্বেষণ।

সীতা-বিরহ-কাতর রামচন্দ্রের সীতা-অন্বেষণ ও জটায়ুর মৃত্যু এবং সদ্‌গতি।

সীতা-হারা হয়ে রাম, নয়নে বারি অবিরাম,
বিরাম নাহিক অর্দ্ধ দণ্ড!
জিজ্ঞাসেন পশু পক্ষে, করাঘাত করেন বক্ষে,
জীবন নাশিতে প্রায় উদ্দণ্ড॥ ১
ভ্রমণ করেন বনে বনে, জিজ্ঞাসেন বৃক্ষগণে,
মুখে শব্দ, 'হা সীতে! হা সীতে!'
বলেন উপায় করি কি রে!
চলেন অতি ধীরে ধীরে,
দুঃখনীরে ভাসিতে ভাসিতে॥ ২
প্রথমে দেখেন হরি, ভূমে যায় গড়াগড়ি,
পাখা নাই প'ড়ে একটা পাখী।
জিজ্ঞাসা করেন রাম, কিবা নাম কোথা ধাম,
তুই বেটা মোর সীতা খেয়েছিস্ নাকি? ৩
পক্ষী বলে শুন রাম! জটায়ু আমার নাম,
তোমার পিতার হই সখা।
রাবণ হরিল সীতে, গেলাম তারে বিনাশিতে,
সেই-ত কাটিল মোর পাখা॥ ৪
ব'লে পক্ষী ত্যজিল জীবন,
লক্ষ্মণে কন্ মধুসূদন,
পিতার সখা পিতার সমান।
শুন রে লক্ষ্মণ! বলি, কাষ্ঠ আনি অগ্নি জ্বালি,
অগ্নিকার্য্য কর সমাধান॥ ৫

* * *

সুগ্রীবের সহিত শ্রীরাম-লক্ষ্মণের সাক্ষাৎকার ও সখ্য বন্ধন।

দুই ভাই তদন্তরে, দেখেন পর্ব্বতোপরে,
কপিসঙ্গে সুগ্রীব রাজন্।
কহিছেন বিস্ময়, কে তোমরা দেও পরিচয়,
কি হেতু এখানে আগমন ॥ ৬
সুগ্রীব রাজন কয়, শুন মম পরিচয়,
শ্রীপাদপদ্মে করি নিবেদন।
কিষ্কিন্ধ্যানগরে ধাম, সুগ্রীব আমার নাম,
বালী কে'ড়ে নিল রাজ্য ধন ॥ ৭
আপনি কে, কি জন্য বনে?
বিস্ময় জন্মিল মনে!
লক্ষণে সব দেবের লক্ষণ।
কিবা রূপ আহা মরি!
জ্ঞান হয় গোলোকের হরি,
আপনি আসি কৃপা করি দিলেন দরশন ॥ ৮
শুনি কন গুণধাম, দশরথ-পুত্র রাম,
পিতৃসত্য পালিতে আসি বন।
এই দেখ বিদ্যমান, জটা-বাকল পরিধান,
সঙ্গে ভাই অনুজ লক্ষ্মণ ॥ ৯
আর, সঙ্গে ছিলেন জানকী,তার তত্ত্ব জান কি
কোথা গেল, কে করিল হরণ!
তোমরা তার অন্বেষণ লাগি,
যদি হও উদ্যোগী,
তবে আমি পাই হারাধন ॥ ১০
এখন,তুমি যদি সাপক্ষ হ'য়ে,বানর-কটক লয়ে,
কর যদি সীতার উদ্ধার!
তোমা ভিন্ন কেবা পারে,অলঙ্ঘ্য সাগর পারে,
পারে যেতে এত শক্তি কার? ১১
অতএব তোমারে বলি, বলে তুমি মহাবলী,
কর যদি উপকার কার্য্য।
আমি তব সাপক্ষ হ'য়ে, কিষ্কিন্ধ্যানগরে গিয়ে,
বালি ব'ধে তোমায় দেব রাজ্য ॥ ১২
শুনিয়ে সুগ্রীব বলে, স্বর্গ-মর্ত্ত্য রসাতলে,
সর্ব্বত্রেতে খুঁজিয়া দেখিব!
করিলাম অঙ্গীকার, বার বার তিনবার,
তব সীতা উদ্ধার করিব ॥ ১৩

আর এক কথা নিবেদন,—
করি, হরি! কর শ্রবণ,
ঐ দুটি অভয় চরণ, দেও হে আমাকে।
ঐ পদ, রাম! ভালবাসি,
শিব হয়েছেন শ্মশানবাসী,
ব্রহ্মা সদা ভাবেন ব্রহ্মলোকে ॥ ১৪
শুন হে গোলোকের পতি!
আমি ক্ষুদ্র পশুজাতি,
পশুপতি-আরাধ্য-ধন তুমি।
কি জানি হে তব তত্ত্ব, কি জানি তব মাহাত্ম্য,
কি স্তব করিতে জানি আমি ॥ ১৫
সুগ্রীবের ভক্তি দেখি,কমলাকান্ত কমল-আঁখি,
কমলহস্তে হস্ত ধরি তার।
সুধামাখা কন বাক্য, প্রাণ-তুল্য তুমি সখ্য,
অদ্যাবধি হইলে আমার ॥ ১৬
সুগ্রীব বলে মাধব!
দাসের যোগ্য হব না তব,
মৈত্র যোগ্য বল কিসে হরি!
ওহে ভব-কর্ণধার! মৈত্র হ'য়ে ক'রো পার,
চরমকালে দিয়ে চরণ তরি ॥ ১৭

* * *

খাম্বাজ—একতালা।

দেখো, ভুলো না তখন।
চরমকালে দিও হে চরণ ॥
আমি পশুজাতি, কি জানি ভকতি?
তুমি, অগতির গতি, পতিতপাবন ॥
কর্ম্মভূমে আসি না হইল কর্ম্ম,
বিষয়ার্ণবে ডুবাইলাম ধর্ম্ম,
জন্মাবধি আমার বৃথা গেল জন্ম,
কালবশে কাল হ'লো হে হরণ ॥
অসার সংসারে তুমি সারাৎসার,
ভব-ভয়হারি ভব-কর্ণধার।
ভজন-বিহীন আমি অতি দুরাচার!
শরণাগতেরে রেখো হে স্মরণ ॥ (ক

* * *

সীতা-অন্বেষণের জন্য বানরগণের উদ্যোগ ও যাত্রা।

ভূলোকে গোলোকেশ্বর, সুগ্রীবকে দণ্ডধর,
করিলেন বালীকে বধিয়ে।
পে'য়ে রাজসিংহাসন, করিতে সীতার অন্বেষণ,
চলিল বানর-সৈন্য ল'য়ে॥ ১৮
নীল শ্বেত পীতবর্ণ, বানর কে করে গণ্য?
ভল্লুক আনিল দেশ যুড়ি।
কেউ, লম্ফ দিয়ে উঠে গাছে,
নে'চে বেড়ায় গাছে গাছে,
কেউ বা করে দন্ত-কিড়িমিড়ি॥ ১৯
বেড়ায় লোকের চালে চালে,
যা খায় তাই রাখে গালে,
সভায় এসে বসেছে দেখ্‌তে পাই।
মানুষের কথা বুঝিতে পারে,
বল্‌ছে পোড়ার মুখটী নেড়ে,
কথায় বলে—মাথায় চড়ে,
বানরকে দিলে নাই॥ ২০
কোন বানরের লম্বা দাড়ি,
আপনার গালে চড়াচড়ি,
দাঁত দেখায়ে লোককে দেখায় ভয়।
কেউ বা পড়ে আটচালায়,
নোলাটী বাড়িয়ে কলাটী খায়,
সাক্ষাতে তা বলাটা উচিত নয়॥ ২১
সুগ্রীব রাজার আদেশে, জানকীর উদ্দেশে,
দেশে দেশে যায় কপিগণ।
কোন কোন বীর যায় পূর্ব্বে,
অন্য দিক্ যাবার পূর্ব্বে,
সঙ্গে সৈন্য লয় অগণন॥ ২২
বলে, কাকে পাঠাই পশ্চিমে,
কে জানে পশ্চিমের সীমে?
যে জানে সে যাও শীঘ্র চলি!
কে যাবি রে উত্তর? প্রদান কর উত্তর,
সৈন্য ল'য়ে যাও হে শতবলী! ২৩
শুন ওরে হনূমন্ত, তুমি বড় বুদ্ধিমন্ত,
লও রে প্রধান কপিগণে।
যাও রে তুমি দক্ষিণেতে, মৃগ দ্বিজ দক্ষিণেতে,
দৃষ্টি করি যাত্রা শুভক্ষণে॥ ২৪
হও রে অতি তৎপর, মিতাকে না ভে'বো পর,
যার-পর বন্ধু নাই রে আর।
তাঁর কার্য্যে ক'রো না হেলা,
ডুবাইও না রে ভবে ভেলা,
ভবার্ণবে উনি কর্ণধার॥ ২৫
মুনি ঋষি যাঁরে ভাবে,
এমন সুদিন আর কি পাবে?
দেখা দিলেন আপ্‌নি কৃপা করি।
সুর নর যাঁরে চিন্তে,
তারে কেবা পারে চিন্‌তে?
চিন্তিলে যায় ভবের চিন্তে, চিন্তামণি হরি॥ ২৬
দুর্লভ দুরারাধ্য ধন, পূর্ণব্রহ্ম সনাতন,
বেদ-পুরাণেতে যাঁরে কয়।
একবার মুখে বল্‌লে রাম,
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম,
চতুর্ব্বর্গ ফল লভ্য হয়॥ ২৭
সদা ভাবেন কৃত্তিবাস, ত্যজে বাস গৃহবাস,
শ্মশানে গিয়ে করেন বাস, বাসনা ত্যজিয়ে।
ব্রহ্মা ইন্দ্র শমন পবন,
পদ পেয়েছেন আপন আপন,
ঐ রামের চরণ পূজিয়ে॥ ২৮
কর ভক্তি রাম-পদে, অশ্বমেধ পদে পদে,
হবে লভ্য দিব্য পদ পাবে।
এ দেহ-পঞ্চত্বকালে,
অধিকার না কর্‌বে কালে,
অনায়াসে যম-যন্ত্রণা এড়াইবে॥ ২৯

* * *

আলিয়া—একতালা।

ওরে! রামকে চিনতে পাবা ভার।
ভজে ইন্দ্র চন্দ্র, ঐ পদারবিন্দ,
মহাযোগীর আরাধ্যধন,—
সে সব ধন, কি পায় রে অন্যে,
এত পুণ্য আছে কার॥
যাঁর, পদোপরে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশচিহ্ন,
গোষ্পদাদি স্বর্ণরেখা ভিন্ন ভিন্ন,
অবনীতে আসি হলেন অবতীর্ণ,
করিতে জীব-উদ্ধার॥

পদ্মযোনির হৃদিপদ্মের যে ধন,
অন্বেষণে যাঁর না হয় অন্বেষণ,
অনশনে ব'সে ভাবে ঋষিগণ,
অভয় চরণ তাঁর ॥ (খ)

* * *

সুগ্রীবের বাক্য শেষ, হ'লে কন হৃষীকেশ,
শুন ওরে পবনকুমার।
হ'য়ে বাছা! মনোযোগী,
আমারে ঘুচাও যোগী,
কর বাপু! সীতার উদ্ধার ॥ ৩০
হ'য়ে আমি সীতাহারা, দিবসে দেখি রে তারা,
দিগ্বিদিক্ সব শূন্যাকার।
এ বিপদে কিসে তরি, তুমি যদি দিয়ে তরী,
বিপদসাগরে কর পার ॥ ৩১
আর তত্ত্ব কথা কারে কই,
সীতার তত্ত্ব তোমা বই,
কে করিবে পবন-নন্দন!
হারা হয়ে চন্দ্রমুখী, নয়নে না চন্দ্র দেখি,
লাগে না ভাল চন্দ্রের কিরণ ॥ ৩২
প্রাণপ্রিয়া অদর্শনে,
প্রাণ কি আমার ধৈর্য্য মানে?
সহ্য হয় না সীতার বিচ্ছেদ।
যেমন, শারী অদর্শনে শুক,
তিলেক নাহিক সুখ,
অসুখ সর্ব্বদা মনে খেদ ॥ ৩৩
জীবন ত্যজিয়ে মীন, হয় রে জীবন-হীন,
দিনমণি বিনে যেন দিন।
না দেখিয়ে নবঘন, চাতকের যেমন মন,
চন্দ্র বিনে চকোর মলিন ॥ ৩৪
চক্ষু হারাইয়া অন্ধ, সদা থাকে নিরানন্দ,
করে তার ব্যাকুল পরাণী।
হারায়ে মণি ফণী যেমন, সেইরূপ আমার মন,
বিনে সেই জনকনন্দিনী ॥ ৩৫
জাগিছে আমার অন্তরে,
মানে না প্রাণ—প্রাণান্ত রে,
দেহান্তরে ভুলিব নারে সীতে।
মানে না প্রবোধ-জল, দারুণ বিচ্ছেদানল,
তুমি যদি পার বিনাশিতে ॥ ৩৬

হনুমান্ কর্ত্তৃক শ্রীরামের স্তব।

হনুমান বলে হরি! চরণে নিবেদন করি,
শুনেছি তুমি ভবের বৈভব।
তুমি জগতের চিন্তা হর, চিন্তামণি নাম ধর,
তব চিন্তা একি অসম্ভব! ৩৭
শুন হে রাম গুণমণি! সুরমণির শিরোমণি,
ঋষি মুনি ভাবিয়ে না পায়।
অনীল নীলকান্ত মণি, হৃদয়ে কৌস্তভ মণি,
তোমায় ডাকলে চিন্তামণি!
দিনমণিসুত দূরে যায় ॥ ৩৮
ওহে রাম দয়াময়! তোমার অভয় পদদ্বয়,
ঐ শ্রীপদে জন্মিল জাহ্নবী!
বেদ পুরাণে আছে শোনা,
কাষ্ঠতরী হলো সোণা,
ঐ চরণে পাষাণ মানবী ॥ ৩৯
বৈকুণ্ঠ পরিহরি, ভূভার হরিতে হরি,
অবনীতে হলে অবতীর্ণ।
পরমপুরুষোত্তম, কে আছে তোমার সম,
পরম পুরুষ তোমা ভিন্ন ॥ ৪০

* * *

অহং—একতালা।

কি দিব তুলনা, জগতে মেলে না,
তোমারি তুলনা, তুমি হে হরি!
আছেন, নাভিপদ্মে বিধি, তোমার গুণনিধি,
তুমি বিধির বিধি, সর্ব্বোপরি ॥
ভজে, তোমার পদদ্বয়, মৃত্যু ক'রে জয়,
মৃত্যুঞ্জয় নাম ত্রিপুরারি;—
ঐ চরণে জাহ্নবী, পাষাণ মানবী,
স্বর্ণময় হলো কাষ্ঠতরী ॥
ওহে! তোমার অভয় পায়, জীবে মুক্তি পায়,
ভবের উপায়,—পারের তরী;—
বলির, বাড়ালে সম্পদ, দিয়ে মাথে পদ,
দিলে ইন্দ্রপদ, স্বর্গোপরি ॥
দীনের দীনবন্ধু, করুণার সিন্ধু,
ত্রাণ কর ভবসিন্ধুবারি;—
হলে, পূর্ণ অবতার, হরিতে ভূভার,
রাবণ বধিতে রামরূপ ধরি ॥ (গ)

* * *

হনূমানকে শ্রীরামের অভিজ্ঞান প্রদান।

রামঅগ্রে যোড় করে, হনূ নিবেদন করে,
কিছু নাই চরাচরে, তব অগোচর।
আমি যে তব অনুচর,
মা যদি হন মোর গোচর,
করবে না তো সুগোচর, বলে বনচর ॥ ৪১
আমি যে তোমার দাস,
কিসে হবে তাঁর বিশ্বাস,
হলে পরে বিশ্বাস*, বিশ্বাস হবে না।
মিথ্যা হবে যাওয়া আসা, পূর্ণ না হইবে আশা,
দেখিয়ে আমার দশা, কথাটি কবেন্ না ॥ ৪২
আমি কিসে চিনিব তাঁরে,উপায় বল আমারে,
অন্য কিছু করিনে আর চিন্তে।
দাও কিছু চিহ্ন ত মোরে,
চিহ্নিত ব'লে আমারে,
মা জানকী, যদি পারেন চিন্তে ॥ ৪৩
মারুতির শুনিয়ে বাণী, বাণীপতি কন বাণী,
সীতার লক্ষণ ভাল জানি।
রূপে হবে অন্ধকার, সৌদামিনী কোন্ ছার,
নখরেতে চন্দ্র তাঁর, গজেন্দ্রগামিনী ॥ ৪৪
আর তোমাকে সীতা চিনিবেন যায়,
আয় রে আমার নিকটে আয়,
প্রত্যয় জন্মিবে যায়, জনক-ঝিয়ারি।
হবে না রে অচিনিত, মম নামে নামাঙ্কিত,
লও রে আমার হস্তের অঙ্গুরী ॥ ৪৫
সঙ্গে লও রে সৈন্যগণে, দেখিবে সকল স্থানে,
সাবধানে পবন-কুমার!
মনে বড় হয় শঙ্কা, কেমনে লঙ্ঘিবে লঙ্কা,
শত যোজন সাগর-পাথার ॥ ৪৬
হনূ বলে হে গুণধাম! পারের কর্ত্তা তুমি রাম।
তুমি প্রভু! কৃপা কর যারে।
এ সমুদ্র কোন্ ছার, গোষ্পদ তুল্য জ্ঞান তার,
ভব-সমুদ্রের যেতে পারে পারে ॥ ৪৭
কর হে লজ্জানিবারণ,বিপদে রেখো মধুসূদন।
চরণে এই নিবেদন করি।
এত বলি ভূমিতে পড়ি, প্রণমিয়ে শ্রীহরি,
বদনে বলি শ্রীহরি, করিল শ্রীহরি ॥ ৪৮

* * *

সীতা-অন্বেষণে হনূমানের যাত্রা।

সঙ্গে লয়ে অনুবল, অঙ্গদাদি নীল নল,
ভল্লুক-প্রধান জাম্বুবানে।
রামজয় শব্দ করে, পাতালে বাসুকি নড়ে,
শমনের শঙ্কা হয় প্রাণে ॥ ৪৯
পর্ব্বত-শিখর বারি, খুঁজে সবে বাড়ী বাড়ী,
হনূমানের চক্ষে বারি দুঃখ আর সয় না।
বলে, একবার যদি দাও মা! দেখা,
বিধির বাক্য বেদে লেখা,
শমনের সঙ্গে দেখা জনমে আর হয় না ॥ ৫০
শ্রীরাম কাঁদেন রাত্রি-দিন,
ঘুচাও গো মা! এ দুর্দ্দিন,
আমাদিগে দেখে দীন,কর মা! কৃপাদৃষ্ট।
যে জন্য এ ভবে আসা,
ক'রো না নৈরাশা আশা,
পুরাও গো মা! সকলের ইষ্ট ॥ ৫১

* * *

খট্—একতালা।

আমি জানিনে গো আর, মা! তোমার,
কেবল অভয় পদ ভিন্ন।
হ'য়ে সীতে, ভার নাশিতে,
অবনীতে অবতীর্ণ ॥
হই বঞ্চিত, নাই সঞ্চিত,জন্মার্জ্জিত কৃত পুণ্য!
হের দীনে, এ দুর্দ্দিনে,
তোমা বিনে, নাই আর অন্য ॥
করিতে মা! তব তত্ত্ব, না জেনে এসেছি তত্ত্ব,
পরম পদার্থ পদ দিয়ে কর ধন্য ;—
মা! তোমারে নিরাহারে পূজে পদ পাবার জন্য
দাশরথি-প্রিয়া সতি! দাশরথির জ্ঞানশূন্য ॥(খ)

* * *

সীতা-অন্বেষণরত বানরগণের পরস্পর কথাবার্ত্তা।

করিছে বানরগণ, জানকীর অন্বেষণ,
দেখে বন উপবন, পর্ব্বত-শিখর।

---

* হলে পরে বিশ্বাস—আমি মরিলেও; অর্থাৎ আমি রামের চর এই বলিতে বলিতে মরিলেও।

দুর্ব্বল বানর যারা, তারাসুতের* ভয়ে তারা,
তাড়া পেয়ে সভয়-অন্তর ॥ ৫২
ঝগড়া করে পরস্পর, কতকগুলো নীচ বানর,
সদাই করে কিচিমিচি রব।
তার মধ্যে কতক ভদ্র,
যেমন ভূতের ভদ্র বীরভদ্র,
বানরের দলে তেমন ভদ্র সব ॥ ৫৩
হ'লো কতগুলো সঙ্গহারা,
হ'য়ে হ'লো সঙ্গছাড়া,
বলে পারিনে এমন ধারা, ওদের সঙ্গে যেতে।
কেউ বলে, পাছু চল রে চল!
আমরা হ'লাম আর একদল,
সীতা খোঁজা কেবল ছল,
ফলটী মূলটী খাব খুঁজে পেতে ॥ ৫৪
কোথা খুঁজে পাব জানকী,
জানকী কেমন তা জান কি?
কেউ কখন দেখেছ কি? কেমন মূর্ত্তি সীতে।
মন ছিল ভাই কার আসিতে,
ঘোর অরণ্যে প্রবেশিতে,
যাব প্রাণ নাশিতে, সীতা অন্বেষিতে ॥ ৫৫
রাবণ তো করেছে ভাল,
নিবান আগুন কেন জ্বাল,
অন্বেষণে ফল কি বল?
পরের ধন ল'য়ে গিয়েছে পরে।
নইলে ভুগিতে হ'তো কত ভোগ,
হয়েছে ভাল শুভযোগ,
সাধে সাধে ডেকে রোগ,
এনো না আর ঘরে ॥ ৫৬
সীতে সীতে করিছ এখন,
মানিবে কথা জানিবে তখন,
সময় পেয়ে ধরিবে যখন, কাঁপিবে তখন শীতে
সুগ্রীব তো বুড়া হয়েছে!
বুদ্ধিশুদ্ধি সকল গেছে,
এই তো গ্রহ ঘটিয়েছে,
রামের সঙ্গে পাতিয়েছে মিতে ॥ ৫৭
অঙ্গদটা রাজার বেটা, সেটার বড় বুদ্ধি মোটা,
দেখতে কেবল মোটা সোটা, মোনাকাটা জন্ম।

মন্ত্রী ওদের জাম্ববান, ওদের কাছে মাতব্বমান,
কে বলে তারে বুদ্ধিমান্,
বিদ্যমান দেখ তার কর্ম্ম ॥ ৫৮
হনুমান্ তো মস্ত ষণ্ডা,
শ্রীরামচন্দ্রের প্রধান পাণ্ডা,
মনটা তায় নয়কো ঠাণ্ডা, খাণ্ডা ধরেই আছে।
সবারি সঙ্গে করে বাদ,
বললে পরে ঘটে প্রমাদ,
কার আছে ম'রতে সাধ,
কে যাবে তার কাছে? ৫৯
এইরূপে হয় বলাবলি,
কেউ বলে, কালি যাব চলি,
কেউ বা দেয় গালাগালি, সুগ্রীব রাজারে।
সবাই মোড়ল জনে জনে,
লাফালাফি করে বনে,
কে বা কার কথা শুনে, বানরের বাজারে ॥ ৬০

* * *

সুরট—কাওয়ালী।

দেখ দেখ বানরেরি রঙ্গ।
দন্ত দেখায়ে, লেজটী দুলায়ে,
করে লাফালাফি, ঝাঁপাঝাঁপি,
ডাল পালা ভঙ্গ ॥
মরকট বানর যারা, সঙ্কট ভাবিয়ে তারা,
তারা-সুতে সদা করে ব্যঙ্গ;—
দিলে কলাটী, বাড়িয়ে গলাটী,
মারে উঁকি ঝুঁ[illegible] [illegible],
ছাড়ে তাদের সঙ্গ ॥ (৬)

* * *

অঙ্গদ ও সম্পাতি।

এইরূপে দক্ষিণেতে যায় কপিগণে।
রাক্ষস-পিশাচ-জন্তু মনে নাহি গণে ॥ ৬১
হনুমান্ জাম্ববান্ ভাবিয়ে আকুল।
বলে, অকূল মাঝারে কেবা কূলাইবে কূল ॥ ৬২
যদ্যপি না পাই, ভাই! সীতার উদ্দেশ।
সুগ্রীব হইবে ক্রুদ্ধ, কেমনে যাব দেশ? ৬৩
এইরূপেতে সকলেকে বলাবলি করে।
অঙ্গদ নিকটে দাঁড়াইল যোড় করে ॥ ৬৪

* তারাসুতের—অঙ্গদের।

কহিল অঙ্গদ বীর হাসিতে হাসিতে।
কিসের ভয়? হবে জয়, উদ্ধারিব সীতে॥ ৬৫
এত ব'লে সিন্ধুকূলে কুশাসন পাতি।
বসিল বানর সব, দেখিল সম্পাতি॥ ৬৬
বলে, আহা কি আশ্চর্য্য বিধির ঘটন!
বহু কাল পরে আজ মিলিল ভক্ষণ॥ ৬৭
শুনিয়া অঙ্গদ বলে, ম'লো বেটা পাখী।
আমাদের সঙ্গে একটা করিবে পাকাপাকি॥৬৮
পাখা নাই পাখী! তোর পাকাম কেন এত?
যত করুতে পারিস্ কর ক্ষমতা আছে যত॥৬৯
আমাদিগে ভেবেছ সামান্য বনচর।
যমালয়ে পাঠাইব মেরে এক চড়॥ ৭০
কোন বিপক্ষ পক্ষ রে তোর পাখা দিল
পুড়িয়ে?
এমন, মুণ্ডমালায় দাঁতখ'রুট বসেছ
ডানা গুড়িয়ে॥ ৭১
কি আছে বাকী হবে পাখি! হয়েছে
তোর হদ্দ।
সব, গেছে ফুরিয়ে তবু খুড়িয়ে মস্ত মোটা মর্দ্দ
এখন প'ড়ে প'ড়ে মুণ্ড নেড়ে ফড়িং ধরে খাও
থাক,চুপটী ক'রে মুখটী বুজে বাঁচ্তে যদি চাও
শুনিয়ে হাসিয়ে পক্ষী,
বলে বেটাদের ছেড়েছে লক্ষ্মী,
বানুরে ভাব দেখে আমি কি ভুলিব?
বেড়াচ্ছ বড় তাল ঠুকে,পড়েছ আমার সম্মুখে,
একবারে সব ভরিব মুখে, উবু-উবু গিলিব॥ ৭৪
যত বানর আছে পালে,
অপমৃত্যু আছে কপালে,
কর্ম্মফল আপনি ফলে, ফলাতে আর হয় না।
কি জন্য এত চড়া, বলিস্ কথা কড়া কড়া,
বোঝাই করুলে পাপের ভরা,কখন ভর সয় না
শুনি হনূমান্ করে উষ্ম,
বলে, বলিস্‌নে কথা দুষ্য,
চেপে ধরুলে বেরিয়ে যাবে নাড়ী।
তোকে কি আমরা করি ভয়?
করিতে পারি সৃষ্টি লয়,
জান না বুদ্ধি-পরিচয়,
যমকে যমালয় পাঠাতে পারি॥ ৭৬

সহায় আছেন শ্রীরামচন্দ্র,
মানি কি আমরা ইন্দ্র চন্দ্র?
ভালবেসে হনুমান্‌চন্দ্র, নাম রেখেছেন হরি।
হ'তে পারি পার ভবসিন্ধু,
হাত বাড়ালে ধরি ইন্দু,
অকূল পাথার জলসিন্ধু, বিন্দু জ্ঞান করি॥ ৭৭

* * *

রামনামের গুণে ছিন্ন-পক্ষ সম্পাতির
দেহে নূতন পক্ষ-সঞ্চার।

রাম নাম শুনিয়ে পাখী,
জলে ভাসে যুগল-আঁখি,
কমলাকান্ত কমল-আঁখি! বদনে পাখী বলে।
কৃপা করি দাও হে দেখা,দীনবন্ধু দীনের সখা!
বলিতে বলিতে উঠিল পাখা,
রাম নামের ফলে॥ ৭৮
পক্ষীর পাখা উঠিল সব,
ভয়ে বানর জীয়ন্তে শব,
ভাবে একি অসম্ভব, দেখিলাম আজি চক্ষে।
সম্পাতি কয় হনূমানে, বল মম বিদ্যমানে,
তোমরা যাবে কোন্ স্থানে কোন্ উপলক্ষে?৭৯
শুনিয়ে কহে মারুত, সম্পাতি! শুন ভারতী,
সীতা হারিয়ে সীতাপতি,—
পাঠান সীতার অন্বেষণে।
পক্ষী বলে, জানি জানি,
শুনেছি ক্রন্দনের ধ্বনি,
রাবণের রথে এক রমণী, দেখেছি নয়নে॥ ৮০

* * *

সুরট—পোস্তা।

শুনেছি ক্রন্দনের ধ্বনি,—
সে ধনী কে তা কে জানে!
জানকী জানিলে তখন,
রাবণ কি আর বাঁচত্ প্রাণে?
আমার থাকিলে পক্ষ,
হতেম রে তার প্রতিপক্ষ,
সে আমার হ'তো ভক্ষ্য,
করুতাম লক্ষ্য তারি পানে॥

দেখেছি রাবণের রথে,
হ'রে লয়ে যায় যে পথে,
পড়িলে আমার হাতে,
তায়, মোড়া দিয়ে ধরতাম কাণে॥ (চ)

* * *

সাগর-পারের মন্ত্রণা।

এত বলি সম্পাতি, স্বস্থানে সম্প্রতি,
শ্রীরাম বলি গমন করিল।
ভদন্তে বানর-সৈন্য, দশ দিক্ দেখে শূন্য,
কোথা যাব ভাবিতে লাগিল॥ ৮১
অঙ্গদ কয় জাম্ববানে,
তুমি, মন্ত্রী ভাল সকলে জানে,
কর দেখি মন্ত্রণা ইহার।
শুনি কহে জাম্ববান্, পক্ষী দিল যে সন্ধান,
পারে যাওয়া এই যুক্তি সার॥ ৮২
অঙ্গদ কয় বারে বারে, যেতে হবে সিন্ধুপারে,
সম্বোধন বাক্যে সবে ডাকে।
শুনি সিন্ধু-পারের কথা,
পেট পানে হেঁট করে মাথা,
কেউ আর কয় না কথা, চুপটি ক'রে থাকে॥৮৩
কিঞ্চিৎ বিলম্ব ক'রে, উত্তর প্রদান করে,
যোড়করে মনে পেয়ে ত্রাস।
গয় গবাক্ষ মহোদর, শতবলী সহোদর,
বলে, লাফাতে পারি সাগর, যোজন পঞ্চাশ॥
যারা, বৃদ্ধ কপি বুদ্ধিমান্, অঙ্গদের বিদ্যমান,
পরাক্রম করিতেছে আসি।
হয়েছে এখন অঙ্গ ভার,
অধিক লাফাতে পারি না আর,
হদ্দ যেতে পারি, যোজন আশী॥ ৮৫
হাসি জাম্ববান্ বলে, কি করিব আর বৃদ্ধকালে,
যুবাকালের কথা বলি শুন।
যখন বলিরে ছলনা করি, বিরাট্ মূর্ত্তি হ'য়ে হরি,
পদে আচ্ছাদেন ত্রিভুবন॥ ৮৬
বলিব কি সে চমৎকার, সেই মূর্ত্তি তিন বার,
একদিনে করি প্রদক্ষিণ।
আর কি আছে সে সব কাল,
এখন, লাউতে চাপড় হারিয়ে তাল,
নিকট হ'লো কালাকাল, চক্ষে দৃষ্টি হীন॥ ৮৭

এখনও কি করি শঙ্কা,
লাফিয়ে যেতে পারি লঙ্কা
কিন্তু গিয়ে ফিরে আসিতে নারি।
অঙ্গদ বলে কোন্ ছার, শত যোজন শত বার,
যাতায়াত করিতে আমি পারি॥ ৮৮

* * *

সাগর-পারে যাইতে হনুমানের প্রতি অঙ্গদের আজ্ঞা।

শুনি জাম্ববান্ কয়, তোমার যাওয়া উচিত নয়,
তুমি হে! রাজপুত্র মহারাজ।
বানরের মধ্যে আছে বীর,
অতি যোদ্ধা অতি সুধীর,
সে গেলে পর, সিদ্ধ হবে কাজ॥ ৮৯
ঐ দেখ বিদ্যমান, ব'সে আছে হনূমান্,
সামান্য জ্ঞান ক'রো না উহারে।
ঐ যে বীর হনূমন্ত, বুদ্ধিমন্ত বলবন্ত,
লক্ষ যোজন উপরান্ত, যেতে আস্‌তে পারে॥
ওর পরাক্রম যত, সে সব কথা বলিব কত,
যে দিনেতে ভূমিষ্ঠ হইল।
দেখেছিল শূন্যোপরে, রাঙ্গা ফলটি মনে ক'রে,
লাফিয়ে গিয়ে সূর্য্য ধরেছিল॥ ৯১
ও, ব'সে আছে কোন্ ভাবে,
কি অভাবে মৌনভাবে,
ডাকো তারে নিকটে তোমার।
অঙ্গদ শুনিয়ে বাণী, বলে কত মিষ্ট বাণী,
এসো এসো পবন-কুমার॥ ৯২
পার হয়ে সিন্ধু-নীরে, দেখে এসো জানকীরে,
তুমি ভিন্ন সাধ্য আছে কার?
ত্রিজগতে যিনি পূজ্য, কর রে তাঁহার কার্য্য,
মুখ উজ্জ্বল কর রে আমার॥ ৯৩
হনূ বলে হে মহারাজ! সাধিব রামের কাজ,
তব আজ্ঞা পালন করিব।
করিলাম অঙ্গীকার, হরি যদি করেন পার,
তবেই ত সঙ্কটে পার পাব॥ ৯৪

* * *

মহারাজ! হরিই কেবল পারের কর্ত্তা।

খট-ভৈরবী—একতালা।

যদি করেন পার, ভব-কর্ণধার,
তবে কে করে পারের চিন্তে?
সেই অচিন্ত্য অব্যয় জগতের মূলাধার,
নিত্য নির্ব্বিকার,—
তিনি সাকার কি নিরাকার,কে পারে জানতে?
সগুণ নির্গুণ ব্রহ্ম সনাতন,
পরম পদার্থ পরম কারণ;—
পরমাত্মা রূপে জীবে অধিষ্ঠান,
পুরুষ কি নারী, নারি রে চিনতে॥
দয়াময় নাম শুনি চিরদিন,
দে'খে দীন হীন, দেন যদি দিন,
আমি দুরাচার ভজন-বিহীন,
স্থান কি পাব না সে পদ-প্রান্তে? (ছ)

* * *

অঙ্গদের শুনি বাণী, কহে যুগ্ম করি পাণি,
বিনয় করিয়া হনূমান্!
তব আজ্ঞা না লঙ্ঘিব, এখনি সিন্ধু লঙ্ঘিব,
রাখিব হে! তোমার সম্মান। ৯৫
ব'সে কর আশীর্ব্বাদ,
ঘটে না যেন কোন প্রমাদ,
পারি যেন যাইতে আসিতে।
করো না সন্দেহ—শঙ্কা,
এই আমি চল্লেম লঙ্কা,
প্রভু রামের অন্বেষিতে সীতে॥ ৯৬

* * *

হনূমানের শ্রীরামপদ-চিন্তা।

এত বলি হনূমান, রামপদ করে ধ্যান,
বাহ্যজ্ঞান-বর্জ্জিত সাধনে।
দেখিতেছে জ্ঞানচক্ষে, কমলার ধন কমলাক্ষে,
হৃদিপদ্মে পদ্মপলাশ-লোচন॥ ৯৭
দেখি বিভু বিশ্বময়, হ'লো জ্ঞান-চন্দ্রোদয়,
অজ্ঞানতিমির দূরে যায়।
বলে,—হে নীরদ-কায়! রেখো দুটি রাঙ্গা পায়
অন্থপায়ে তুমি হে! উপায়॥ ৯৮

তুমি সূক্ষ্ম তুমি স্থূল, তুমি সকলের মূল,
তুমি রাম! গোলোকবিহারী।
তুমি নিত্য তুমি আদিত্য, তুমি পরম পদার্থ,
তব তত্ত্ব কিছু বুঝিতে নারি॥ ৯৯
কখন সৃষ্টি কর পালন, কখন কর বিনাশন,
নানা মূর্ত্তি কর হে! ধারণ।
কখন হে মধুসূদন! বটপত্রে কর শয়ন,
কখন বা বিরাট বামন॥ ১০০
কখন সাকার নিরাকার, কত মূর্ত্তি কতবার,
অনন্ত না পান অন্ত তব।
আমি কি মাহাত্ম্য জানি!
বলিতে নারেন বীণাপাণি,
তোমার মহিমা, হে মাধব! ১০১
যে রূপ দেখিলাম প্রভু!
এমন আর দেখি নাই কভু,
তুমি বিশ্বরূপ বিশ্বম্ভর!
ইন্দ্র চন্দ্র হুতাশন, পায় না তব দরশন,
অন্বেষণ করি নিরন্তর॥ ১০২
অন্তে কি পায় অন্বেষণ, মূলাধার যাঁর মূলাসন,
পীতাম্বর আসন তোমার।
আছ তুমি সর্ব্ব ঘটে,
জে'নে শু'নে কি লভ্য ঘটে?
পড়িয়ে ঘোর সঙ্কটে, দেখি অন্ধকার॥ ১০৩

* * *

অহং—একতালা।

তোমার, কে বুঝিবে ভাব, ভব পরাভব,
মুকুন্দ-মাধব! শ্রীমধুসূদন!
হরি! কে পায় তব অন্ত, অনন্ত যায় ক্লান্ত,
তুমি হে! নিতান্ত, কৃতান্তদলন॥
করলে ক্ষীরোদ উদ্ধার, তুমি গদাধর!
সৃজিয়ে সংসার, কর হে পালন;—
তোমার, ব্রহ্মা আজ্ঞাকারী, গোলোকবিহারি,
হ'লে বনচারী কমললোচন!
কিবা, বরণ উজ্জ্বল, জিনি নীলোৎপল,
অনীল নীলকণ্ঠ-ভূষণ;—
অসার সংসারে, আসা বারে বারে,
ঘুচাও একেবারে বারিদবরণ!—

আমার পঞ্চত্ব-সময় দীন-দয়াময়!
দিও হে অভয় অভয়চরণ ॥ (জ)

* * *

হনুমানের লঙ্কায় গমন।

স্তব করি হনুমান্, সীতার উদ্দেশে যান,
এক লাফে উঠিল আকাশে।
দেখি মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর, ভাস্কর মানি দুষ্কর,
রথ লয়ে পলাইল ত্রাসে ॥ ১০৪
যায় বীর অতি বেগে, সুরসা সাপিনী আগে,
পথ-মধ্যে আগুলিল আসি।
তারে করি পরাজয়, মুখে বলি রামজয়,
বিনাশিল সিংহিকা-রাক্ষসী ॥ ১০৫
উত্তরিল গিয়ে পরে, লঙ্কার উত্তর ধারে,
লঙ্কাখান করে টলমল।
রাবণ বলে দেখি দেখি,ভূমিকম্প হলো নাকি?
উথলে কেন সাগরের জল? ১০৬
ভাবটা কিছু বুঝিতে নারি,
অমঙ্গলটা বাড়াবাড়ি,
এক্ষণে সব হ'চ্ছে দেখ্‌তে পাই!
হেথায়, হনূ করে বিবেচনা,
আর কত করিব আনা-গোনা,
মাথায় ক'রে লঙ্কাখানা রামের কাছে যাই ॥

* * *

লঙ্কার পথে উগ্রচণ্ডার সহিত
হনুমানের সাক্ষাৎ।

আবার ভাবে উচিত নয়, রাগে সকল নষ্ট হয়,
কার্য্য-সিদ্ধি হয় না কোন মতে।
এত ভাবি চুপে চুপে, রুদ্র যান ক্ষুদ্র রূপে,
উগ্রচণ্ডার সঙ্গে দেখা পথে ॥ ১০৮
বাম হস্তে ধরি অসি,
বলেন কে রে! ছদ্মবেশি!
কোথা যাবি বল কোন্ কার্য্যে?
হনূ বলে, হই রামের চর, পরমব্রহ্ম পরাৎপর,
রাবণ হ'রে আনে তাঁর ভার্য্যে ॥ ১০৯
রাম-প্রিয়া জগতে মান্তে,
এসেছি মা তাঁরি জন্তে,
কনকপুরে জনক-কন্তে, করতে অন্বেষণ।
তাঁর মহিমা কে বুঝিতে পারে?
অপার ভেবে এসেছি পারে,
দাসে যদি কৃপা ক'রে দেন দরশন ॥ ১১০
আপনি কে? কার দারা?
অসিতারূপা অসিধরা!
শুনি হাস কহেন তারিণী।
কৈলাসে আমার বাস, শুন ওরে রামদাস!
নাম আমার ভব-নিস্তারিণী ॥ ১১১

* * *

হনুমানের উগ্রচণ্ডা-স্তব ও স্তব-তুষ্টা
উগ্রচণ্ডার হনুমানকে লঙ্কা-প্রবেশে
অনুমতি প্রদান।

হনূ বলে, মা! দণ্ডবত, পূর্ণ কর মনোরথ,
তুমি গো মা! পতিতপাবনী।
যোগ-মায়া যোগাদ্যা আদ্যা,
কালিকা সিদ্ধবিদ্যা,
মহাবিদ্যা হরের ঘরণী ॥ ১১২
ত্রিপুরে ত্রিপুরেশ্বরী, দিগ্বসনা দিগম্বরী,
ত্রিলোচনা ত্রিগুণধারিণী।
তুমি মা! সকল গতি, নির্গুণা সগুণা সতী,
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী ॥ ১১৩
তুমি গো মা! সর্ব্বোপরি, ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী,
অম্বিকে! অভয়া স্বাহা স্বধা।
শরণ্যে! শর্ব্বাণী, ঈশ্বরী ঈশানী,
শারদা বরদা বরপ্রদা ॥ ১১৪

* * *

অহং—একতালা।

এ মা, জগৎ-জননি!
ওগো মা নগেন্দ্র-নন্দিনি! তারিণি! সর্ব্বাণি!
ভবরাণি! বাণি! নারায়ণি!
এ মা কমলে! কামিনি! মাতঙ্গিনি! রঙ্গিণি!
করাল-বদনি! মহাকাল-রাণি!
কাল-বারিণি! শিবানি! ভবানি!
তারা নীরদবরণি! নবীনে রমণি!
ত্রিনয়নি! এ মা! খট্বাঙ্গধারিণি!
নিশুম্ভদলনি! মায়া-প্রবর্দ্ধিনি!

কোটি-চন্দ্র-ভাতি, জিনি নিভাননি !
দিগ্বাসিনি ! রাতুল-চরণ !
দাশরথি চাহে চরণ দুখানি ॥ (ঝ)

* * *

স্তবে তুষ্টা ভগবতী, স্বস্থানে করেন গতি,
হনুমানে দিয়ে স্বর্ণলঙ্কা ।
মনে মনে হনুমান্, করিতেছে অনুমান,
তবে আর কারে করি শঙ্কা ॥ ১১৫

* * *

লঙ্কার সৌন্দর্য্য এবং রাবণের ঐশ্বর্য্য-দর্শনে হনুমানের বিস্ময় ।

প্রবেশি লঙ্কার দ্বারে, দেখিতেছে চারি ধারে,
ফল-ফুলে শোভিত কানন ।
বৃক্ষোপরে পক্ষী সব, করিতেছে কলরব,
কুহু কুহু ডাকে পিকগণ ॥ ১১৬
স্থানে স্থানে সরোবর, অতি রম্য মনোহর,
তাহে শোভে প্রফুল্ল কমল ।
মন্দ মন্দ সমীরণ, বহিতেছে সর্ব্বক্ষণ,
গুঞ্জরিছে ভ্রমর সকল ॥ ১১৭
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত, সৌন্দর্য্য যথোচিত,
দেখে সব স্বর্ণময় পুরী ।
হনু বলে ইন্দ্রালয়, এর কাছে কি তুল্য হয় ?
কিবা শোভা আহা মরি মরি ! ১১৮
বরুণ পবন দিবাকর, সকলেতে দেন কর,
শমনের সদা ভয় অন্তরে ।
হার গেঁথে দেন ইন্দ্র, প্রত্যহ পূর্ণিমার চন্দ্র,
চন্দ্রদেব আসি উদয় করে ॥ ১১৯
গ্রহদের সব গ্রহ বিগুণ,
তাঁদের খাটিতে হয় দ্বিগুণ,
শনির তো রন্ধ্রগত শনি ।
মানে কেবল সদানন্দে, সদা আছে সানন্দে,
নিরানন্দের নিরানন্দ ধ্বনি ॥ ১২০
রাবণের দেখি ঐশ্বর্য্য, হনু বলে কি আশ্চর্য্য !
এমন তো দেখি নাই ত্রিভুবনে !
কি সাধনা সেধে ছিল ! কত পুণ্য করেছিল !
সেই পুণ্যে পরিপূর্ণ ধনে ॥ ১২১

ধনে পুত্রে লক্ষ্মীমন্ত, লক্ষ্মীর কৃপা নিতান্ত,
আপনি লক্ষ্মী এসেছেন কৃপা করি ।
ব্রহ্মা ধ্যানে পান না যারে,
দশানন কি আনতে পারে ?
ভূলোকেতে গোলোকের ঈশ্বরী ॥ ১২২
কি দোষেতে লক্ষ্মীকান্ত, রাবণের প্রাণান্ত,
করিতে চান বুঝিতে কিছু নারি ।
বলিকে যেমন ক'রে ছল,
দিলেন তারে রসাতল,
আবার তার দ্বারে হলেন দ্বারী ॥ ১২৩
ভক্তির লক্ষণ নানা,
আমার তো নাই সে সব জানা,
কোন্ সাধনা সাধিল রাবণ ?
লক্ষ্মী এলেন অগ্রসর, এত পুণ্য হবে কার ?
পশ্চাতে আসিবেন নারায়ণ ॥ ১২৪
আবার ভাবে হনূমান,
ক'রেছে রামের অপমান,
ও বেটা তো পুণ্যবান নয় !
গুরুভক্তি থাকিলে পরে,
তবে কি গুরু-পত্নী হরে ?
দুষ্টবুদ্ধি অতি দুরাশয় ॥ ১২৫
সকলি বেটার কুলক্ষণ, মদ্য মাংস ভক্ষণ,
কোন্ পুণ্যে হ'য়েছে লঙ্কাপতি !
কিন্তু শুনেছি পুরাণে কয়,
পাপেতে পাপীর বৃদ্ধি হয়,
পশ্চাতে সব হয় বিনষ্টি ॥ ১২৬
বিধির বুদ্ধি থাক্‌লে ঘটে,
এ দুর্ঘট তবে কি ঘটে ?
বর দিয়ে তো মজাইল সৃষ্টি !
আ ম'রে যাই চতুর্ম্মুখ,
দেখ্‌তে নাই তার মুখ,
আটটা চক্ষে হলো না তাঁর দৃষ্টি ॥ ১২৭
বিধির যদি থাকৃত চক্ষু,
ধার্ম্মিকের কি হ'তো দুঃখু ?
অবশ্য তার হ'তো বিবেচনা ।
ইক্ষু-গাছে ফলের সৃষ্টি,
হ'লে যে হ'তো কত মিষ্টি,
তা হ'লে তাঁর বাড়িত গুণপণা ॥ ১২৮

আসল কর্ম্মে সকলি ভুল,
চন্দন গাছে নাই ক ফুল,
যোগীর বাস বদরিকা-মূল, অধার্ম্মিকের কোটা।
শ্রীরামচন্দ্র বনচারী, ধরা-কন্যা ধরায় পড়ি,
ছি ছি ছি গলায় দড়ি,
বিধি রে! তোর বুদ্ধি বড় মোটা॥ ১২৯

* * *

সুরট—পোস্তা।

বিধির নাই বিবেচনা,
থাকলে আর এমন হ'তো না।
স্বর্ণভূমি ফে'লে রে'খে,
বেণা-বনে মুক্ত বোনা॥
ধার্ম্মিকের থাদি-কাচা, অধার্ম্মিকের উড়ে কোঁচা,
সতীদের অন্ন যোড়ে না,
বেশ্যাদের জড়োয়া গহনা॥
রাবণের স্বর্ণপুরী, শ্রীরামচন্দ্র বনচারী,
পদ্মফুল ত্যাজ্য করি, যত্ন করে ঝুগী-পানা॥
সৃষ্টি সব সৃষ্টি-ছাড়া,
বাজিয়ে পায় শালের যোড়া,
পণ্ডিতে চণ্ডী প'ড়ে,
দক্ষিণা পান চারিটি আনা॥ (ঐ)

* * *

পূর্ণ হ'লো পাপের ভরা,
অপেক্ষা আর নাইকো বাড়া,
হাতে হাতে কর্ম্মফল দেখাব।
কত আসিব বারে বারে, একবারে সপরিবারে,
সঞ্জীবনীপুরেতে পাঠাব॥ ১৩০
এত বলি হনুমান, দে'খে বেড়ায় নানা স্থান,
কোনখানে সন্ধান করিতে পারে না।
দেখিতেছে অনিবারি, সকলের বাড়ী বাড়ী,
দুঃখে দুটি চক্ষে বারি ধরে না॥ ১৩১

* * *

রাবণের অন্তঃপুরে হনুমানের প্রবেশ—
মন্দোদরী ও বৈষ্ণব দর্শন।

গিয়ে রাবণের অন্তঃপুরে,
দেখিতেছে ঘু'রে ঘু'রে,
কোন্ ঘরে আছেন জানকী।
গিয়ে রাবণের ঘরে, বসিয়ে গবাক্ষ-দ্বারে,
হনুমান্ মারে উঁকি ঝুঁকি॥ ১৩২
মন্দোদরীকে দে'খে কয়, এ মেয়েটি মন্দ নয়,
রূপেতে ঘর করিয়াছে আলো।
সকলি সুলক্ষণ বটে,
ভাব দেখে যে ভাবনা ঘটে,
ব্যভারেতে লাগ্‌ল না তো ভাল॥ ১৩৩
যা হো'ক আমায় হবে দেখতে,
ফিরে যাব না প্রাণ থাকতে,
পুনর্ব্বার খুঁজে সব দেখিব।
যদি না পাই মায়ের দরশন, লঙ্কাখানা বিনাশন,
প্রভাতকালে আমি তো কালি করিব॥ ১৩৪
মনে মনে আবার কয়, সাধিলে কর্ম্ম সিদ্ধ হয়,
মিথ্যা নয় বেদের লিখন।
এত ভাবি চলে শেষ, দেখিয়ে বৈষ্ণব-বেশ,
করিতেছে শ্রীরাম-কীর্ত্তন॥ ১৩৫
হরিনামাঙ্কিত গাত্রে, প্রেমধারা বহে নেত্রে,
করমালা করেতে করিছে।
প্রশংসিয়া হনু বলে, ধন্য রে রাক্ষসকুলে!
জীরের গাছে হীরের ফল ধরেছে॥ ১৩৬
কি আশ্চর্য্য মরি মরি! রাক্ষসেতে বলে হরি,
একি প্রভুর লীলা চমৎকার!
শু'নেছি কথা পুরাণে বলে,
প্রহ্লাদ জন্মে দৈত্যকুলে,
দৈত্যকুল করিল উদ্ধার॥ ১৩৭
হরি-কথাতে মতি যার, পুনর্জ্জন্ম হয় না তার,
বাস তার গোলোক-উপরি।
জানে না কো জীব সকল,
যে নামেতে শিব পাগল,
হরিনামের যে কত ফল,
বলিতে নারেন হরি॥ ১৩৮
হরি হরি যেবা বলে, মুক্তি তার করতলে,
শিব ইহা লিখেছেন তন্ত্রে।
কাটে মায়া কর্ম্ম-পাশ, সর্ব্ব পাপ হয় বিনাশ,
তারকব্রহ্ম রাম-নাম-মন্ত্রে॥ ১৩৯
যেখানে আছেন হরিদাস,
সেইখানে হরির বাস,
ভক্ত ছাড়া রন্ না অর্দ্ধদণ্ড।

ভক্তের মানে তাঁর মান,
ভক্তে দিলে তিনি পান,
ভক্ত-দণ্ডে হয় তাঁর দণ্ড ॥ ১৪০
যে সকল লোক হরি-ভক্ত,
তারা সকলে জীবন্মুক্ত,
কেহ নহে তাঁদের সমান।
ত্রিজগতের চিন্তামণি, ভক্তের অধীন তিনি,
ভক্ত হয় তাঁহার পরাণ ॥ ১৪১

* * *

ললিত—একতালা।

শুধুই হরি হরি কর্‌লে হরি পাওয়া ভার।
নামের ফল, হয় কেবল,
অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন, দেহে আছে পরিপূর্ণ,
সাধু ভিন্ন কেবা নাশে অন্ধকার ?
সাধু দরশনে পাপ থাকে না,
জনম সকল তার সিদ্ধ হয় কামনা,
একবারে যায় সব যন্ত্রণা,—
গণ্য নয় আর অন্য মতে, সার্থক সাধুর পথে,
পথের পথী হ'লে, হরি মেলে তার ॥ (ট)

* * *

অশোকবনে সীতার সহিত হনুমানের সাক্ষাৎকার।

না থাকিলে সাধুর বল,
হ'তো এত দিন রসাতল,
এই ব্যক্তির পুণ্যে কেবল, আছে
লঙ্কাখান।
আর, দেখিলাম যত ঘরে ঘরে,
পাপ কর্ম্ম সকলে করে,
কিছুমাত্র নাই ধর্ম্মজ্ঞান ॥ ১৪২
ধন্য বলি বিভীষণে, যায় জানকী-অন্বেষণে,
অন্য স্থানে রম্য স্থান যথা।
সর্ব্বদা অসুখ মন, সম্মুখে অশোক-বন,
দেখি হনু উপনীত তথা ॥ ১৪৩
বৃক্ষমূলে হয়ে দুঃখী, ব'সে আছেন পূর্ণলক্ষ্মী,
রূপে আলো করেছে কানন !
চিত্রপুত্তলিকা-প্রায়, স্থিরচিত্তে হনু চায়,
বলে বুঝি দেখিলাম স্বপন ॥ ১৪৪

আবার ভাবে, তাতো নয়,
ভূতলে কি চন্দ্রোদয় !
আবার ভাবে, হবে সৌদামিনী।
কিঞ্চিৎ বিলম্ব পরে, আবার বিবেচনা করে,
ইনিই হবেন জনক-নন্দিনী ॥ ১৪৫
দেখিলাম একি চমৎকার, তুলনা কি দিব আর?
মা নইলে এতরূপ আর কার ?
যা ব'লেছেন প্রভুরাম, স্বচক্ষে তা দেখিলাম,
দূরে গেল মনের আঁধার ॥ ১৪৬
প্রফুল্লিত হৃদ্‌পদ্ম, উদয় হ'লো জ্ঞানপদ্ম,
দেখি মায়ের পাদপদ্ম দুখানি।
দুটি চক্ষে বহে ধারা,
বলে, পরিচয় করি কেমন ধারা,
পশুজাতি,—কথার বা কি জানি ? ১৪৭
বিশেষ ক'রে বলিব কত,
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি গত,
রাবণ আইল হেন কালে।
হনু বলে দেখি রঙ্গ, কি কথার হয় প্রসঙ্গ,
ক্ষুদ্ররূপে লুকায় বৃক্ষডালে ॥ ১৪৮

* * *

সীতা ও রাবণ।

নারীগণ সব সঙ্গে ল'য়ে গলায় বসন দিয়ে,
দাঁড়াইল সীতার সম্মুখে।
রাবণকে দেখে জানকী,
জানুতে দুটি স্তন ঢাকি,
রামকে ডাকি বসিলেন অধোমুখে ॥ ১৪৯
রাবণ বলে,—ও সুন্দরি !এই দেখ মন্দোদরী,
ইনি তোমার হবেন আজ্ঞাকারী।
আমি তোমার দাস, থাকি তোমার পাশ,
তুমি আমার হবে পাটেশ্বরী ॥ ১৫০
রামকে মিছে ডাকাডাকি,
মিছে কেন মুখ ঢাকাঢাকি ?
আমার সঙ্গে প্রীতি কর সম্প্রতি।
কেন মিছে ভাব দুঃখ,স্বর্গের অধিক পাবে সুখ,
আমার মন থাকিলে তোমা প্রতি ॥ ১৫১
রাম-নিন্দে করে রাবণ, দুটি করে দুটি শ্রবণ,—
ঢাকিয়ে কন জনক-নন্দিনী।

তুই রামনিন্দে করিস্ পাষণ্ড!
লোমকূপে যাঁর ব্রহ্মাণ্ড,
যে রামচন্দ্র জগৎচিন্তামণি ॥ ১৫২
তাঁরে জিনতে ঠুক্‌ছিস্ তাল,
আয়ু নাই তোর অধিক কাল!
হয়ে এসেছে তোর কাল পূর্ণ।
করিস্ নে আর বাড়াবাড়ি,
আমার কাছে বেঁড়ে জারী,
করিবেন সেই দর্পহারী তোর দর্প চূর্ণ ॥ ১৫৩
শ্রীরাম দর্পহারীর দাপে,
রাখিবে তোর কোন্ বাপে?
পাপাত্মা! তোর বাপের লঙ্কা হবে ধ্বংস।
তুই যজ্ঞেশ্বরের কি যোগ্য হবি?
কুকুরে পায় কি যজ্ঞের হবি?
বিলম্ব নাই শীঘ্র হবি, সবংশে নির্ব্বংশ ॥১৫৪
সীতার কটূত্তর শু'নে, বিষদৃষ্টে বিষনয়নে,
রাগে যেন গর্জ্জে বিষধরে।
সীতার করিতে দণ্ড, অমনি হ'লো উদ্দণ্ড,
অ-স্বীয় ভাবে * অসি লয়ে করে ॥১৫৫
দে'খে সীতার জন্মে ভয়,
বলেন,—কোথা হে রাম দয়াময়!
বিপদে রাখ বিরূপাক্ষসখা!
ডাক্‌ছি তোমায় অবিরাম,
নিদয় হইও না রাম!
সদয় হ'য়ে দেও হে একবার দেখা ॥ ১৫৬

* * *

খটভৈরবী—একতালা।

আর নাই উপায়, অদ্য প্রাণ যায়,
সহায় কেহ নাই আমার পক্ষে।
এমন সঙ্কটে, কোথা আছ রাম! নবঘনশ্যাম!
আসি রাক্ষসের করে কর হে রক্ষে ॥
জন্মাবধি আমায় বাদী চতুর্ম্মুখ,
সুখের সাগরে উপজিল দুখ,
ধিক্ ধিক্ ধিক্ এ দুখিনীর মুখ,
লোকে যেন না দেখে ত্রৈলোক্যে ॥
কি দোষে দাসীরে হইলে হে বাম!

শ্রীচরণ ভিন্ন জানিনে হে রাম!
অনন্ত ভূধর অন্তর্য্যামী নাম,
দেখা দিয়ে রাখ নামের ব্যাখ্যে ॥ (ঠ)

* * *

নিকটে ছিল মন্দোদরী, ব্যস্ত হয়ে হস্ত ধরি,
লঙ্কানাথে বুঝায় লঙ্কেশী।
গো স্ত্রী বালক বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সিদ্ধ,
এরা কখন নয় বধ্য
ব্রহ্মচারী দণ্ডাদি সন্ন্যাসী ॥ ১৫৭
মন্দোদরীর শুনি বচন, করিয়ে রাগ সম্বরণ,
নিকটে ডাকিয়ে চেড়ীগণ।
বলে, বুঝায়ে বলিস্ ভালমতে,
আমা প্রতি প্রীতি জন্মে যাতে,
এত বলি করিল গমন ॥ ১৫৮
শুনিয়ে আইল চেড়ী, শূর্পণখা-আদি করি,
সীতাকে সকলে ঘেরি, হানে বাক্যবাণ।
কহে নানা কটু ভাষা, তোর লাগি কর্ণ নাসা,
গিয়েছে আমার, হয়েছে হত মান ॥ ১৫৯

* * *

সীতার বিলাপ।

মারে ধরে করে তাড়ন,
সীতা বলে, হে ভবতারণ!
কোথা আছ তারো এ সঙ্কটে।
যাতনা আর কত সব?
আমার ক্ষতি নাই মাধব!
নিষ্কলঙ্ক নামে তব, কলঙ্ক পাছে ঘটে ॥ ১৬০
তুমি হে রাম অন্তর্য্যামি! অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডস্বামি!
আছ হে রাম! সবারি অন্তরে।
কি দোষ দাসীর দেখিয়ে,অন্তরের অন্তর হ'য়ে,
রেখেছ নাথ! আমারে অন্তরে! ১৬১
আমি আর কিছু জানিনে রাম!
নবদূর্ব্বাদলশ্যাম,—
ভিন্ন অন্য দেখিনে নয়নে।
তব পদ ভালবাসি, দিয়ে চন্দন তুলসী,
পূজি হে রাম! দিবানিশি শয়নে স্বপনে ॥ ১৬২
কিসে বিড়ম্বিল বিধি, পে'য়ে হারালেম গুণনিধি
পশুপতির আরাধ্য-ধন ধনে।

* অ-স্বীয় ভাবে—শক্রভাবে।

আমার কপাল গুণে, পিতৃসত্য সাধনে,
দ্বাদশ বৎসর এলে বনে ॥ ১৬৩
সাধ ছিল অযোধ্যা-ধামে,
রাজা হবেন রাম, বসিব বামে,
সে আশা আর পূর্ণ হ'লো কই !
কোথা হ'বে অভিষেক, পেলাম আঁকে সেক,
বন পাঠায়ে দিলেন কেকয়ী ॥ ১৬৪
অদৃষ্টের লিপি কেবা খণ্ডে !
যিনি কর্ত্তা এ ব্রহ্মাণ্ডে,
তাঁর ভার্য্যা হ'য়ে এত যন্ত্রণা !
কালেতে সকলি করে,
সিংহের ধন শৃগালে হরে !
সেটা কেবল বিধির বিড়ম্বনা ॥ ১৬৫
শুনিয়া সীতার দুখ, বিদরিয়া যায় বুক,
হনূ বলে, আর তো সৈতে নারি।
হয় হবে নারী-হত্যে,
আসি নাই আমি তীর্থ করতে !
চেড়ী বেটীদের বারি করিব নাড়ী ॥ ১৬৬
আবার বিবেচনা করে,যা হয় তাই করিব পরে,
আর কি করে, তাও দেখা চাই।
থাকি এখন গুপ্ত হয়ে,শেষে যাব শাস্তি দিয়ে,
প্রকাশ হয়ে এখন কার্য্য নাই ॥ ১৬৭
এত বলি বীর বসিল ডালে,
ত্রিজটা কয় হেন কালে,
স্বপ্ন দে'খে কেঁপে উঠিল প্রাণ।
প্রাতে একটা হবে দ্বন্দ্ব, ফলিবে স্বপ্ন নিঃসন্দ,
সীতাকে কেউ বলো না মন্দ,
চাও যদি কল্যান ॥ ১৬৮

* * *

সীতার প্রত্যয়ের জন্য হনূমান্ কর্ত্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের আখ্যান-বর্ণন।

স্বপ্ন শুনি চেড়ীগণ, ত্যজিল অশোক-বন,
অন্য স্থানে করে পলায়ন।
সীতা রহিলেন একাকিনী,
ত্রৈলোক্যের মাতা যিনি,
বৃক্ষমূলে করিয়া শয়ন ॥ ১৬৯

তখন মনে মনে হনূ বলে,হঠাৎ নিকটে গেলে,
বিশ্বাস তো করিবেন না তিনি।
শ্রীরাম ব'লে ডাকি দেখি, চান যদি চন্দ্রমুখী,
রাম নামে হয়ে আহ্লাদিনী ॥ ১৭০
বসিয়া বৃক্ষের ডালে,জয় সীতারাম বদনে বলে,
অশ্রুজলে ভাসে দু-নয়ন।
সময় পে'য়ে হনুমান্, আপন মনে করে গান,
মধুর স্বরে শ্রীরাম কীর্ত্তন ॥ ১৭১

* * *

বিভাস—ঝাঁপতাল।

ত্যজ রে বিষয়বাসনা, ভজ রে রামচরণ।
ভবের বৈভব রাম,—ভব-ভয়-তারণ।
দশরথের নন্দন, জগত-মনোরঞ্জন,—
দিয়ে তুলসী চন্দন, লও রে ! তাঁর শরণ ॥
দেখ রে মন ! হইও না ভ্রান্ত,
রামনাম দ্বি-অক্ষর-মন্ত্র, জপ রে ! সেই মহামন্ত্র,
দেখে ক্ষান্ত হ'বে শমন ;—
গুণাতীত সে রঘুপতি, আরাধিয়ে পশুপতি,
পতিত-জনার গতি, হরি পতিত-পাবন ॥ (ভ)

* * *

শুনিয়ে রাম নামের ধ্বনি,
চক্ষু মেলি চান অমনি,
মৃগনয়নী শাখামৃগ-পানে।
দেখেন একটী ক্ষুদ্রকায়,নয়ন-জলে ভেসে যায়,
মত্তচিত্ত রামগুণ-গানে ॥ ১৭২
সীতাদেবী ভাবে চিত্তে,
এসেছে আমায় ভুলাইতে,
কপিরূপে রাবণের চর।
নইলে কে আসিবে লঙ্কা,
নাশিতে অভাগিনীর শঙ্কা,
পার হ'য়ে অলঙ্ঘ্য সাগর ? ১৭৩
মায়াধারী কে হবে বানর,
ভাবি সীতা অতঃপর,
বিশ্বাস না হয় কদাচিত।
চিন্তাযুক্ত হনূমান, মা কিসে প্রত্যয় যান ?
আরও কিছু করি গান, রামনামামৃত ॥ ১৭৪
অযোধ্যানগরে ধাম, দশরথ-পুত্র রাম,
পঞ্চবর্ষে তাড়কা বধিলা।

ভাঙ্গে হরের ধনু, ভাঙ্গিল নীলাব্জতনু,
সীতা-সতী বিবাহ করিলা॥ ১৭৫
কিবা গুণ আহা মরি ! স্বর্ণ হলো কাষ্ঠতরী,
পাষাণ মানবী পদ-স্পর্শে।
দরশন করিলে রামে, মুক্ত জীব পরিণামে,
সুধামাখা রামনামে, বলিতে সুধা বর্ষে॥ ১৭৬
জিনিয়া পরশুরামে, গেলেন অযোধ্যাধামে,
রাম-সীতা-শোভা চমৎকার।
দেখি সবার যুড়াল আঁখি,
রাজা হবেন কমল-আঁখি,
শুনিয়া আনন্দ সবাকার॥ ১৭৭
কেকয়ী যে হ'লো বাম, বনে দিল সীতা রাম,
শোকে দশরথ ছাড়ে কায়।
সঙ্গে যান লক্ষ্মণ, ভ্রমণ করেন বন,
শূর্পণখা আইল তথায়॥ ১৭৮
রামকে ভজিতে চায়, সীতাকে খাইতে যায়,
লক্ষ্মণ কাটেন নাক-কাণ।
শূর্পণখা রাবণে কয়, রাবণ হয়ে বিস্ময়,
রাগেতে হইল কম্পমান॥ ১৭৯
সঙ্গে লয়ে মায়ামৃগী, হইয়ে পরম যোগী,
লুকাইয়া থাকে বৃক্ষ-আড়ে।
মৃগী দেখি মৃগনয়নী, রামকে কহেন অমনি,
স্বর্ণমৃগী ধরে দেহ আমারে॥ ১৮০
শুনিয়া সীতার বাক্য, ধরিতে মৃগী কমলাক্ষ,
ধনু লয়ে যান শ্রীরাম ধানুকী।
শুনি সীতার কটু কথা, লক্ষ্মণ গেলেন তথা,
দশানন হরিল জানকী॥ ১৮১
মৃগী বধি আসি তথা, কুটীরে না দেখি সীতা,
কেঁদে বেড়ান হইয়া অধৈর্য্য।
সুগ্রীবের পেয়ে দেখা, তাহাকে বলিয়া সখা,
বালি ব'ধে দেন তারে রাজ্য॥ ১৮২
সুগ্রীব সহায় হ'য়ে, বানর কটক লয়ে,
দেশে দেশে করেন ভ্রমণ।
সেই আজ্ঞা অনুসারে, আসিয়াছি সিন্ধু-পারে,
করিতে জানকী-অন্বেষণ॥ ১৮৩

* * *

হনুমানের মুখে রাম-চরিত শুনিয়া সীতার আনন্দ।

শুনিয়ে বিশেষ কথা, বিশ্বাস করেন মাতা,
মৃদুস্বরে কন হনুমানে।
হও যদি রামের চর, আমার বরে হও অমর,
বাড়ুক বল, থাক বাছা! কল্যাণে॥১৮৪
যুড়াল কর্ণ যুড়াল প্রাণ,রাম নামে রে হনুমান্!
তাপিত অঙ্গ শীতল হইল।
হয়েছিলাম যে জীবন-মৃত,
শুনিয়ে রাম-নামামৃত,
দেহে আমার জীবন সঞ্চারিল॥ ১৮৫

* * *

খাম্বাজ—একতালা।

মরি, কি শুনালি রে!
সুকল রাম-নাম সুধা মাখা!
কবে সে দিন হবে, দেখিব রাঘবে,
সেই আশ্বাসে কেবল জীবন রাখা॥
সর্ব্বদা অসুখ অশোক বন-মাঝে,
যে করে পরাণী বলিব কার কাছে?
অবশেষে আমার আরো বা কি আছে!
কর্ম্ম-ফলাফল কপালে লেখা॥ (চ)

* * *

সীতাকে হনুমানের শ্রীরামচন্দ্র-দত্ত অঙ্গুরী-প্রদান।

হনু বলে মা! তোমায় কই,
জানি নে অভয় চরণ বই,
আসিবার কালে ব'লে দিয়েছেন হরি।
মা! তোমার বিশ্বাসের জন্য,
হীরাতে জড়িত স্বর্ণ,
দিয়েছেন তাঁর হস্তের অঙ্গুরী॥ ১৮৬
শুনিয়ে অঙ্গুরীর কথা, দাও বলি বিশ্বমাতা,
পদ্মহস্ত পাতিলেন অমনি।
আস্তে ব্যস্তে হনুমান্, অঙ্গুরীটি করে প্রদান,
দেখিয়ে কহেন চন্দ্রাননী॥ ১৮৭
হ'লো আমার বিশ্বাসজনক,
রামকে যৌতুক দিয়েছেন জনক,
এ অঙ্গুরী বিবাহের কালে।

সে সকল সুখ হ'লো বঞ্চিত,
রাক্ষসেতে করে লাঞ্ছিত,
আর কত আছে রে কপালে! ১৮৮
যা হয় হ'ক্ ভাগ্যে আমার,
বল রে কুশল সমাচার,
কেমন আছেন লক্ষ্মণ শ্রীরাম?
হনূ বলে, মা! সুমঙ্গল,
ভাল আছেন নীলকমল,
কমল-আঁখির আঁখির জল, নাই মা! বিরাম॥
তোমার জন্যে দুটি ভাই, অসুখ মনে সর্ব্বদাই,
বনে বনে করেন ভ্রমণ।
আহার-নিদ্রা কিছু নাই,
বলেন, বৈদেহীকে কোথা পাই!
এই বাক্য সদা সর্ব্বক্ষণ॥ ১৯০
হনূর শুনিয়ে বাণী, কাঁদি কন রাম-রাণী,
তা হ'তে দুঃখ বেশী যে আমার!
দেখ রে বাছা! বর্ত্তমান, দেহে মাত্র অছে প্রাণ,
তাও বুঝি থাকে না রে আর! ১৯১
দুঃখের কথা বলি কায়, শয়ন আমার মৃত্তিকায়,
মৃত্যুপ্রায় হয়ে আমি আছি!
গিয়েছে রে! সুখ, দুঃখে প্রবর্ত্ত,
সময় পে'য়ে বলবন্ত,
পঞ্চত্ব হ'লে এখন বাঁচি॥ ১৯২
ত্রিভুবনে ছিলাম ধন্যা, জনক-রাজার কন্যা,
হয়ে এত হ'লো রে! দুর্গতি।
জনক-কন্যা নই রে শুধু, দশরথ-পুত্রবধূ,
জগৎপতি রঘুপতি পতি॥ ১৯৩
তথাপি রাক্ষসে দণ্ডে, দিবানিশি দণ্ডে দণ্ডে,
দণ্ড যমদণ্ডকে জিনিয়ে।
শুন বাছা মারুতি! রামকে আমার ভারতী,
জানাইবে বিশেষ করিয়ে॥ ১৯৪
ভাল ক'রে বুঝায়ে কবে,
বল রে! আসিবি কবে?
বিলম্ব হ'লে না রবে জীবন আমার!
লক্ষ্মণে আর সুগ্রীবেরে,
সকল দুঃখ জানাবে রে!
মারুতি রে! তোরে দিলাম ভার॥ ১৯৫

* * *

সুরট—কাওয়ালী।

ব'লো ব'লো হনুমান্! (বাপ রে!)
যত দুঃখ রে, সব দেখ রে,—
আর সহে না সহেনা হৃদে রাক্ষসের অপমান॥
ছি ছি রাজার নন্দিনী হ'য়ে,
চিরকাল দুঃখ স'য়ে,
দুঃখের সাগরে আমি ভাসিলাম,—
সুখে কি সুখ তা না জানিলাম;
এ জীবনে ধিক্, কি বল্‌ব অধিক,
দেহ কেটে যেতো, যদি হ'তো রে পাষাণ (৭)

* * *

হনূমানের আম্র-ফল ভোজন।

হনূ বলে, মা! নিবেদন করি গো তোমারে।
আপনি যে করিলেন আজ্ঞা, বলিব সবাকারে
আর চিন্তা ক'রো না মা চিন্তামণি-প্রিয়ে!
তোমায় উদ্ধারিবেন রাম, রাবণে বধিয়ে॥১৯৭
অচিরে তোমার দুঃখ হইবে মোচন।
রামকে কি দিবে দাও, তব নিদর্শন॥ ১৯৮
শুনিয়ে সম্মত হন জগত-জননী।
হনূমানের হস্তে দেন মস্তকের মণি॥ ১৯৯
আর পাঁচটি আম্র-ফল দিয়ে কন তাহারে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর সুগ্রীব বানরে॥ ২০০
তিন জনে দিবে তিনটি আপনি একটি লবে।
আর একটী ফল বাঁটি, সব বানরে দিবে॥ ২০১
যে আজ্ঞা বলিয়ে হনূ করিল গমন।
সমুদ্রের ধারে গিয়ে ভাবে মনে মন॥ ২০২
লুকিয়ে এলাম, লুকিয়ে যাব, ভাল হয় না কর্ম্ম
চেড়ী বেটীদের মারিব আজি হয় হবে অধর্ম্ম॥
করিব একটা হানাহানি কীর্ত্তি যাব রে'খে।
সকলেতে হাসে যেন লঙ্কাখানা দেখে॥ ২০৪
এতেক চিন্তিয়া হনূ বসিল তখন।
আপনার ফলটী অগ্রে করিল ভক্ষণ॥ ২০৫
খাইয়া অমৃত ফল পেয়ে আস্বাদন।
বলে, বহু সৈন্য এক ফল হবে না বণ্টন॥ ২০৬
এতেক চিন্তিয়া বীর সে আম্রটী খায়।
সুগ্রীবের ফলটী পানে, বারে বারে চায়॥২০৭

বলে, সুগ্রীব আমাদের রাজা,
তার ফলের অভাব নাই!
যা হয় তাই হবে ভাগ্যে, এ ফলটী খাই ॥২০৮
একে একে হনুমান্ খায় তিন ফল।
লক্ষ্মণের ফলটী দে'খে জিহ্বায় সরে জল ॥ ২০৯
খাব কি না খাব ব'লে, অনেক ভাবিল।
লক্ষ্মণে প্রণাম করি, সে আম্রটী খাইল ॥ ২১০
শ্রীরামের ফলটী ল'য়ে নাড়া চাড়া করে।
একবার বলে খাই,
একবার বলে খাবনা ডরে ॥ ২১১
এইরূপে হনুমান্ অনেক চিন্তিল।
যা কর, হে রাম! ব'লে বদনে ফেলে দিল ॥
চর্ব্বণ করিল ফল গিলিবারে চায়।
আটাকাটী দিয়ে আঁটি লাগিল গলায় ॥ ২১৩
ত্রাহি ত্রাহি করে হনু বলে প্রাণ যায়।
কোথা আছ রামচন্দ্র! রাখ এই দায় ॥ ২১৪
তোমায় ভ'জে পায় লোকে চতুর্ব্বর্গফল।
সামান্য ফলের জন্য এতো দিলে প্রতিফল?
পশুকুলে জন্ম আমার জনম বিফল।
জানিনে হে রামচন্দ্র! ধর্ম্মাধর্ম্ম ফল ॥ ২১৬
কর্ম্ম-ফলে বনে বনে খেয়ে বেড়াই ফল।
ভবে এসে কোন কর্ম্ম হ'লো না সকল ॥ ১১৭

* * *

খাম্বাজ—একতালা।

গেল দিন ভবের হাটে।
ও কি হবে! রবি বসিল পাটে ॥
আসা-যাওয়া সার, হ'লো বারে বার,
কিসে হবে পার, ভবের ঘাটে?
না ফলিলো আমার আশা-বৃক্ষের ফল,
কর্ম্মফলে বনে খে'য়ে বেড়াই ফল,
নাইকো পুণ্যফল, কর্ম্মসূত্র ফল,
জানি না বুঝি না কি ফলে কাটে ॥
গুরুদত্ত তত্ত্ব মনে করি যদি,
ভুলাইয়া রাখে ছ'জন প্রতিবাদী,
তাই ভাবি নিরবধি,স্বীয় গুণে রাখ সঙ্কটে ॥(ত)

* * *

হনু বলে রাম রাম,নামিল ফল হ'লো আরাম,
বিরাম করিল চারি দণ্ড।
বলে, আঁটিটি গলায় লে'গে এ'টে,
মরেছিলাম দম ফেটে,
জ্ঞান ছিল না, হয়েছিল প্রাণদণ্ড ॥ ২১৮
লোকে বলে রাম দয়াময়,
তার তো পেলাম পরিচয়!
বলিতে হ'লে অপরাধ হয় পাছে।
ভক্তাধীন শুন্‌তে পাই,
তার তো লক্ষণ কিছু নাই,
কেবল নামের গুণ আর,
চরণের গুণ আছে ॥ ২১৯
সে সব কথায় কাজ কি আর?
লঙ্কা গিয়ে পুনর্ব্বার,
ফলের শেষ ক'রে তবে ছাড়িব।
আম্র কাঁঠাল আনারস, নানা ফলের নানা রস,
পক্ক ফল বে'ছে বে'ছে পাড়িব ॥ ২২০
আর, যে কার্য্যেতে এসেছিলাম,
তাতে কৃতকার্য্য হ'লাম,
আসিবার সময় লুকিয়ে এলাম,
যাবার বেলায় লুকিয়ে যাওয়া, ভাল হয় না কর্ম্ম
চুরি ক'রে কর্‌লে কাজ, পরে পেতে হয় লাজ,
অপযশ ঘোষে লোকে জন্ম ॥ ২২১
লুকিয়ে কর্ম্ম যে যা করে,
প্রকাশ হ'তে থাকে তা পরে,
লুকিয়ে গেলে পরে লজ্জা পাব।
ঘটে ঘটিবে ব্যতিক্রম, জানাব কিছু পরাক্রম,
লঙ্কাখানা সমভূম ক'রে তবে যাব ॥ ২২২
এত বলি পুনরায়, অশোক-বনে হনু যায়,
সীতা দেখি বলেন তায়,
বাছা! এলে কি কারণ?
হনু বলে, মা যজ্ঞেশ্বরি!
ফল খেয়ে লোভ হয়েছে ভারি,
আর কিছু ফল করিব ভক্ষণ ॥ ২২৩

* * *

হনুমান্ কর্ত্তৃক রাবণের অশোক-বন ভঙ্গ।

শুনি কন বিশ্বমাতা,সে ফল আর পাব কোথা?
হনু বলে, তার বৃক্ষ দাও মা! দেখিয়ে।

সীতা বলে ঐ দেখা যায়,
রক্ষক সব আছে তথায়,
যাবা মাত্র তখনি দেবে বল্ দেখিয়ে ! ২০০
হনূ বলে, সে পরের কথা,
পরে জান্‌তে পারিবে মাতা !
সে সব কথায় এখন কার্য্য নাই।
রক্ষকে কি করিবে বল ?
আমাকে যদি করে বল্,
তার প্রতিফল পাবে আমার ঠাঁই ॥২২৫
শুনি জানকীর জন্মে ভয়,
বলেন, হনূটী বড় মন্দ নয়,
সন্দ করে না, দ্বন্দ্ব করিতে চায়।
মানে না কথা নিষেধ কর্‌লে,
রামের চর জান্‌তে পার্‌লে,
হবে হনূর প্রাণ বাঁচান দায় ॥ ২২৬
হ'ক এখন কোনরূপে,কেউ না জানে চুপে চুপে,
দেশে যেতে পার্‌লে ভাল হয়।
সে কথা না শুনে হনূ, ক্ষুদ্র ক'রে ক্ষুদ্র তনু,
বৃক্ষে উঠে হইয়ে নির্ভয় ॥ ২২৭
কাননে যত ছিল ফল,
মানসে রামকে দিল সকল,
বলে, প্রভু ফলে কর দৃষ্ট।
আর যেন লাগে না গলায়,
একবার খেয়ে ভুগেছি জ্বালায়,
পেয়েছিলাম অতি বড় কষ্ট ॥ ২২৮
এত বলি বসিল আহারে,
দে'খে বলে সবে, আহা রে !
কোথা হতে এ বাহারের,—
বানর একটা এলো ?
কাছে গেলে দেখায় ভাব্‌কি,
বল দেখি ভাই ! এর ভাব কি ?
ক্ষুদ্র ছিল এখনি বড় হলো ॥ ২২৯
এ তো হ'লো বিষম জ্বালা,
সুস্থ প্রাণে দিলে জ্বালা,
এর তো আর না দেখি উপায় !
আর জন কয়, শুন রে ভাই !
দূর করি সকল বালাই,
এ সংবাদ জানায়ে রাজায় ॥ ২৩০

এই যুক্তি স্থির করি, দুজনে করি গোহারী,
জানাইল রাবণ রাজারে।
শ্রবণেতে দশস্কন্ধ, মনেতে জানিয়ে সন্ধ,
ভয় মানে আপন অন্তরে ॥ ২৩১

* * *

অশোক বনে রাবণ-পুত্র অক্ষের সহিত হনূমানের যুদ্ধ ও অক্ষের মৃত্যু।

নিজ-পুত্র-অক্ষ প্রতি, করিলেন এ আরতি,
শুন পুত্র ! অক্ষয়-কুমার !
অশোকের কাননেতে,আসি একটা বানরেতে,
স্বর্ণবন করিল ছারখার ॥ ২৩২
আন তারে বন্দী করি, স্বহস্তেতে সংহারি,
ঘুচাই এ যত দুঃখ-ভার।
পুত্র শুনি পিতৃবাণী, কোপেতে হ'য়ে আগুনী,
সঙ্গে সেনা লইয়া অপার ॥ ২৩৩
উত্তরি অশোক-বনে, দৃষ্ট করি হনূমানে,
হানিলেক বাণ খরশান।
রাম-ভক্ত হনূমান্, ক্রোধে হয়ে কম্পবান্,
সজোরেতে লম্ফ করি দান ॥ ২৩৪
অক্ষয়ে ধরিয়া করে, আছাড়িয়া ভূমি-পরে,
সংহারিল সে অক্ষের প্রাণ।
অক্ষের হরিল প্রাণ, হেরি যত সৈন্যগণ,
সবে ভয়ে করিল প্রস্থান ॥ ২৩৫
আসি রাবণ-গোচর, ব্যক্ত করি সমাচার,
বিদিত করিল একে একে !
শুনি তাহা লঙ্কেশ্বর, দুঃখেতে দহি অন্তর,
চক্ষু মেলে কিছু নাহি দেখে ॥ ২৩৬
তদন্তে মুছি লোচন, ক্রোধে হয়ে হুতাশন,
ইন্দ্রজিতে করিল স্মরণ।
ইন্দ্রজিত আজ্ঞা পেয়ে, অমনি আসিয়া ধেয়ে,
নমস্কারি বন্দিল চরণ ॥ ২৩৭
বলে, পিতা ! কহ কহ, কেন দুঃখ দুঃসহ,
নেত্র-জল কর বিসর্জন ?
কার হেন যোগ্যতা ? আসি করে অনিষ্টতা,
এবে তার বধিব জীবন ॥ ২৩৮
রাবণ বলে, শুন পুত্র ! এমন না হৈল কুত্র !
কপি একটা আসি অশোকবনে

যে ঘটালে দুর্ঘট, বলিতে সে সঙ্কট,
মনে হৈলে ব্যথা পাই মনে ॥ ২৩৯
সেই সেই স্বর্ণবন, সমূলে করি নিধন,
মনঃ-সুখে করয়ে বিহার।
তাহার সংহার-আশে, অক্ষয় পুত্র ছিল পাশে,
পাঠাইনু কি বলিব আর! ২৪০
দুষ্ট কপি বল করি, অক্ষয় কুমারে ধরি,
একেবারে করেছে সংহার।
শোকে অঙ্গ জরজর, অস্থির সদা অন্তর,
তার লাগি করি হাহাকার ॥ ২৪১
কি আর কহিব কথা, অন্তরেতে পাই ব্যথা,
তুমি পুত্র বীরের প্রধান।
শীঘ্র করি তথা গতি, বাঁধিয়া সে দুষ্টমতি,
আনি কর মম সুস্থ প্রাণ ॥ ২৪২

* * *

ইন্দ্রজিতের সহিত হনুমানের যুদ্ধ; হনুমান্ রাবণ-পুরে নীত।

শুনিয়ে পিতার বাণী, ইন্দ্রজিত ধনু আনি,
নমস্কারি পিতার চরণে।
আসিয়া অশোক-বনে, দৃশ্য করি হনুমানে,
বাণ হাণে পরম যতনে ॥ ২৪৩
হনুমান্ মহাবল, সমরে সদা অটল,
বাণ-গুলা লুফি ফেলি দূরে।
উপাড়িয়া বৃক্ষবর, মারে সৈন্যের উপর,
সৈন্য সব যায় ছারেখারে ॥ ২৪৪
বিষম ব্যাপার হেরি, ইন্দ্রজিত ইন্দ্র-অরি,
আর কোপ সম্বরিতে নারি।
হানে নাগ-পাশ বাণ, সৃজিয়া সর্প মহান্,
হনূরে ফেলিল বন্দী করি ॥ ২৪৫
বন্দী হইল বীর হনু, হর্ষিত রাবণ-তনু,
বলে, আর যাবি রে কোথায়?
এখনি লইয়া পুরে, দিব তোরে যমপুরে,
সাবধান হও আপনায় ॥ ২৪৬
হনূ বলে, থাক থাক! সকলি কর্ম্ম-বিপাক,
এ বন্ধনে হনূ কি ডরায়?
এখনি পারি ছিঁড়িতে,প্রাণি-বিনাশ ভাবি চিতে,
তাই সহি আছি আপনায় ॥ ২৪৭

এত বলি হনূমান্, রহিলেন বিদ্যমান্,
ইন্দ্রজিত সে কালে কহিল।
শুন যত রক্ষঃসেনা! আছ তোমরা অগণনা,
এই হনু, বন-ধ্বংস কৈল ॥ ২৪৮
ইহারে লইয়া সবে, অতি মনের উৎসবে,
ভেট দেহ পিতৃ-বিদ্যমান।
শুনি ইন্দ্রজিত-বাণী, সেনা সবে ভয় মানি,
হনূ কাছে হ'য়ে অধিষ্ঠান ॥ ২৪৯
কেহ ধরে হাতে পায়, কেহ তার ধরি পায়,
শূন্যে লয়ে যায় কিছু দূর।
হনূ তায় রঙ্গ করি, আপনার অঙ্গোপরি,
কিছু ভার বাড়ায় তনুর ॥ ২৫০
সে ভার সহিতে নারি, ডাক ছাড়ি মরি মরি,
পথিমধ্যে ফেলিয়া তাহারে।
বলে, এটা কিবা ভারি, আর না বহিতে পারি,
কেমনেতে ল'য়ে যাব দ্বারে? ২৫১
পথিমধ্যে এ প্রকারে, আনি তারে যত্ন ক'রে,
দ্বারদেশে কৈল উপস্থিত।
হনূর প্রকাণ্ড কায়, দ্বারেতে নাহি সান্ধায়,
সকলেতে হইল চিন্তান্বিত ॥ ২৫২

* * *

হনূমানকে রাবণের ভর্ৎসনা।

রাবণ এ বার্ত্তা শুনি, তথায় আসি আপনি,
হনুমানে করিয়া দর্শন।
বলে, এ সামান্য নয়, লেজ দেখি লাগে ভয়,
এরে পুরে না লব কখন ॥ ২৫৩
এত চিন্তি দশানন, হনুমান প্রতি কন,
শুন দুষ্ট বানর রে পশু!
নাহি তোর প্রাণে ভয়, আমি রাবণ দুর্জ্জয়,
কেন আইলি লঙ্কাপুরে আশু? ২৫৪
সুন্দর অশোক-বন, তারে কৈলি ঘোর বন,
আর তোর নাহিক নিস্তার।
এখন করি বিচার, পাবি শাস্তি রে অপার,
কেবা তোরে রাখে এইবার? ২৫৫
বল্ তুই সত্য কো'রে,কেন আইলি মম পুরে?
কে পাঠালে তোরে এই ঠাঁই।
হ'য়ে তুই কার দূত, ঘটালি এ অদ্ভুত,
আমি তাই শুনিবারে চাই ॥ ২৫৬

বাহার—আড়খেমটা।

ওরে হনুমান্! বল রে বল ইহার
শুনি সুসন্ধান।
কে তোরে পাঠায়ে দিলে,
হারাইতে নিজ প্রাণ॥
জান না আমি রাবণ, মোরে ডরে ত্রিভুবন,
এখন দেখবি কেমন,—
আর কি তোর আছে ত্রাণ॥ (থ)

* * *

রাবণের ভর্ৎসনা-বাক্যে হনুমানের উত্তর।

হনু বলে, রাবণ হে! সকল আমি জানি।
আমায় পাঠালে লঙ্কা রাম গুণমণি॥ ২৫৭
সীতা উদ্ধারিতে তিনি করিলেন আদেশ।
তাঁহার লাগিয়া যত হয় দ্বেষাদ্বেষ॥ ২৫৮
মম বাক্য অবধান কর লঙ্কাপতি।
যদি রাখিবারে চাও লঙ্কার বসতি॥ ২৫৯
স্কন্ধে করি সীতা ল'য়ে রামের গোচর।
প্রদান করিয়া হও, নির্ভয়অন্তর॥ ২৬০
পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র নরের আকার।
কেন তার করে, হবে সবংশে সংহার॥ ২৬১
রাম-আজ্ঞা শিরে ধরি আইনু হেথায়।
ভাঙ্গিনু অশোক-বন আপন ইচ্ছায় ২৬২
কি করিবি কর, তোরে আমি না ডরাই।
শ্রীরাম-প্রসাদে আমি জয়ী সর্ব্বঠাই॥ ২৬৩

* * *

হনুমানের লেজে অগ্নি প্রদান ও লঙ্কা-দাহ।

এত যদি হনুমান, কহিল রাবণ স্থান,
শুনে রাবণ হ'য়ে ক্রোধমতি।
বলে আর কিবা কর, শীঘ্র এরে সংহার,
অসিঘাত দেখাইয়ে সম্প্রতি॥ ২৬৪
তথা ছিল বিভীষণ, তিনি কহিলা তখন,
কর রায়! ক্রোধ সম্বরণ।
আমার বচন শুন, যেমন ও দুষ্ট জন,
ভঙ্গ কৈল অশোকের বন॥ ২৬৫
লেজে জড়ায়ে বসন, তৈলেতে করি ভূষণ,
কর তাতে আগুন প্রদান।
আগুনে পুড়িবে লেজ, জ্বালায় না সবে ব্যাজ,
এখনি ও হারা হবে প্রাণ॥ ২৬৬
গলেতে বাঁধিয়ে দড়ি, ফেরাবে সকল বাড়ী,
হেরি যত লঙ্কবাসিগণ।
ধন্য ধন্য সবে কবে, কিছু ভয় নাহি রবে,
এই যুক্তি স্থির সর্ব্বক্ষণ॥ ২৬৭
শুনি বিভীষণ-বাণী, রাবণ আনন্দ মানি,
তাহাতেই পুরিলেক সায়।
বিবিধ আনি বসন, তৈলে করি জুবড়ন,
হনুমানের লেজেতে জড়ায়॥ ২৬৮
কামরূপী হনুমান, ক্রমে হয় বৃদ্ধিমান্,
লেজে বসন নাহিক কুলায়!
হে'রে রাবণ ক্রোধে কয়, শুন মম দূতচয়,
আন বসন করিয়া ত্বরায়॥ ২৬৯
সীতা যে বসন পরি, আন তাহা পরিহরি,
তাহাতে পূরিবে মনোরথ।
হনু এ বচন শুনি, মনে মহা ভয় মানি,
চিন্তিতে লাগিল নিজ পথ॥ ২৭০
সে কালে হেরিল সবে,পূর্ণ বসন লেজে শোভে,
আর নাহি বসনের কাজ।
রাবণ হেরিয়া কয়, আর দেরি করা নয়,
শীঘ্র কর আগুনের সাজ॥ ২৭১
রাবণের শুনি বাক্য, সকলে করিয়া ঐক্য,
হনুর লেজে অগ্নি জ্বালি দিল।
জ্বলিল আগুন ঘোর, উঠে শব্দ মহা জোর,
হেরি হনু আহ্লাদে গলিল॥ ২৭২
আর না বিলম্ব করি, 'রাম-জয়' শব্দ করি,
উঠে ব'সে চালের উপরে।
বিষম লেজের অগ্নি, যেমন করে অশনি,
ঘর সব পুড়ি-পুড়ি পড়ে॥ ২৭৩
হেন কাজ যদি কৈল লঙ্কার ভিতর।
হেরিয়ে রাবণ হৈল ভাবিত-অন্তর॥ ২৭৪
জলধরে ডাকি বলে করহ বর্ষণ।
জল বরষিয়া কর নির্ব্বাণ আগুন॥ ২৭৫
আজ্ঞামাত্র জলধর ভাসাইল জলে।
জল পেয়ে আগুন দ্বিগুণ হ'য়ে জ্বলে॥ ২৭৬

রত্নময় ঘর সব হ'লো ছার খার।
গেল গেল শব্দ মুখে করে হাহাকার ॥ ২৭৭
উলঙ্গ-উন্মত্ত হ'য়ে পালিয়ে যায় ডরে!
পবন-পুত্র,জলন-সূত্র অমনি তাদের ধরে ॥
পড়িল সকল লঙ্কা, হ'লো ভস্মরাশি।
দাঁড়াইবার স্থান নাই, কান্দে লঙ্কাবাসী ॥২৭৯
কেবল রহিল বিভীষণের মহল।
হরিভক্ত জানি, অগ্নি না করিল বল ॥ ২৮০
বৃক্ষাদি পুড়িয়া সব, হ'লো ছিন্ন ভিন্ন।
কার কোথা ঘর দ্বার,চিনিবার নাই চিহ্ন ॥২৮১
শঙ্কাতে রাক্ষসগণ লঙ্কাতে না রয়।
নাহি ত্রাণ গেল প্রাণ পরস্পর কয় ॥ ২৮২

*　*　*

খট্‌ভৈরবী—একতালা।

এই পারকে, নিস্তার পাব কে,
বল যাব কে কোথায়, নাই রক্ষে ॥
এখন, আছে এক উপায়,—
বলি শোন, শ্রীমধুসূদন,
তিনি বিপত্তভঞ্জন, এ ত্রৈলোক্য ॥
ভজ শ্রীরামচন্দ্রের দুটি পাদপদ্মে,
দ্বিদল পদ্ম মুদে দেখ হৃদি-পদ্মে,
পদ্মযোনি যাঁর জন্মে নাভিপদ্মে,
নীলপদ্ম জিনি রূপের ব্যাখ্যে ॥
লঙ্কাতে থাকিয়ে, শঙ্কাতে প্রাণ গেল,
অভয় পদ-প্রান্তে শরণ লই গে চল,
দুখে। সময়ে মুখে হরি হরি বল,
বল কি করিবে যম বিপক্ষে ॥ (দ)

*　*　*

লেজের আগুনে হনুমানের মুখ দগ্ধ।

লঙ্কা পোড়াইয়া হনূ, পুলকে পূর্ণিততনু,
প্রণমিল জানকীর পায়।
জিজ্ঞাসে যোড় করে, মা তোমার এ কিঙ্করে,
লেজের আগুন কিসে যায়? ২৮৩
শুনিয়ে কহেন সীতে, সুধামৃত লেজে দিতে,
হনূ বলে, সে সব কেমন ধারা?
বান্দরে বুদ্ধি বুঝিতে নারে,
লেজটা লয়ে মুখে ভরে,
মুখটা পুড়ে নাম হলো মুখপোড়া ॥২৮৪

আপনি দেখে আপনার মুখ,
লজ্জায় হনূ অধোমুখ ;—
বলে কি কপালের দুঃখ মুখ পুড়িয়ে চল্‌লাম।
কর্‌লেম কি, হ'লো কি রঙ্গ!
দেশে গেলে সব করিবে ব্যঙ্গ,
নাক কেটে যাত্রাভঙ্গ (কথায় বলে)
কাজে আমি তাই করিলাম ॥ ২৮৫
যেমন গুটিপোকায় গুটি করে,
আপনার বুদ্ধে আপনি মরে ;
মাকড়সা যেমন বন্দী আপন জালে।
প্রকারে আমার ঘটেছে তাই,
করি কি উপায় কোথা যাই?
এত ভোগ ছিল কি কপালে! ২৮৬
বুদ্ধি না থাকিলে ঘটে, দুর্ঘট তার অনাসে ঘটে,
সত্য বটে, শাস্ত্র মিথ্যা নয়।
আনন্দ কি নিরানন্দ, বিধাতার সব নির্ব্বন্ধ,
কর্‌তে গেলে পরের মন্দ আপনার মন্দ হয় ॥
বস্তু ক'রেছি আমি যে সব কর্ম্ম,
বিচার কর্‌লে নাই অধর্ম্ম,
দৈবকর্ম্মে এ দায় কেন ঘটিল?
ধর্ম্মশাস্ত্র-অনুসারে, পাষণ্ডে দণ্ডিতে পারে,
আমার তবে কোন্ বিচারে,
ঘরপোড়া নাম ঘটিল? ২৮৮
কেঁদে বলে হনুমান্, কি কর্‌লে হে ভগবান্!
ঘুচালে মান, প্রাণ কেন রাখিলে!
শুনেছিলাম ভবতারণ! হয় বিপদভঞ্জন,—
শ্রীমধুসূদন ব'লে ডাকিলে ॥ ২৮৯
আমার বিপদ কাটেন কই,
জানি নে অভয় চরণ বই,
তবে কেন কর্‌লেন চরণ ছাড়া?
না জানি কি অপরাধে,
আমাকে ঠেলেছেন পদে,
এ বিপদ হইতে কি বিপদ আছে বাড়া? ২৯০
আবার ভাবে হনুমান্, বড় নিদয় ভগবান্,
মা জানকী নিদয় তো নন।
দয়াময়ীর বড় দয়া, সন্তানে সদা সদয়া,
যোগে ব'সে যোগমায়ার ভজি শ্রীচরণ ॥ ২৯১

*　*　*

ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

বসিলেন যোগে, যোগ-সাধনে।
যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র না পায় যাঁরে ধ্যানে॥
বেদে নাই যার অন্বেষণ, দর্শনে নাই নিদর্শন,
কে করে তার নিরূপণ,
ব্রহ্মা, ভাবেন ব্রহ্মজ্ঞানে॥
বর্ণময়ীর কিবা বর্ণ, লাজেতে বিবর্ণ স্বর্ণ,
বর্ণিতে পঞ্চাশ বর্ণ,—বর্ণে পরাভব মানে।
অসাধ্য সাধন অতি, গুণ গান গণপতি।
পতিত জনার গতি, দাশরথি কিবা জানে॥ (ধ)

* * *

সীতার কথায় সকল বানরেরই মুখ পুড়িল।

এইরূপে করে যোগ, করি মনঃ-সংযোগ,
দৈব-যোগে শুভযোগ হ'লো।
যোগ-আরাধ্যা যোগমাতা,
যোগীর অগম্য তথা,
হনূর অন্তরের কথা, অন্তরে জানিল॥ ২৯২
দেখেন ভক্তিযুক্ত মারুতি,মায়া জন্মে মা'র অতি
বলেন বাপু! ভাবনা কি সম্ভবে?
দেশে যাও রে! ত্যজ দুঃখ,
তোমার মতন অমনি মুখ,
তোমার যত জ্ঞাতিদের সব হবে॥ ২৯৩
মায়ের কথা করি শ্রবণ,
গেলো রোদন, হাস্যবদন,
বন্দিয়ে যুগল চরণ, লইল বিদায়।
রাম ব'লে মারে লম্ফ, তরণীর ন্যায় ধরণীকম্প,
শব্দ শু'নে ত্রিলোক মূর্চ্ছা যায়॥ ২৯৪

* * *

শ্রীরামের নিকট হনুমানের প্রত্যাবর্ত্তন ও সীতার সংবাদ-কথন।

হইল সমুদ্র-পার, মহারুদ্র অবতার,
অবহেলে চক্ষুর নিমিষে।
অঙ্গদাদি নীল নল, ধন্য ধন্য বলে সকল,
হনূমানে দেয় কোল, মনের হরিষে॥ ২৯৫
কৃতকার্য্য হ'য়ে সব, 'রাম জয়' করিয়ে রব,
চলেন উত্তরমুখে সুখে।
সকলেরি তুষ্ট মন, কষ্ট নহে কোন জন,
মধুবন দেখিল সম্মুখে॥ ২৯৬
অঙ্গদের আজ্ঞা পায়, মধুবনে মধু খায়
পরে যায় সুগ্রীব-নিকটে।
ব'সে আছেন সভাতে সবে,বেষ্টন করি রাঘবে,
হনূ দাঁড়াইল করপুটে॥ ২৯৭
সুধান সুগ্রীব ভূপ, কিরূপে গেলে বল স্বরূপ,
কিরূপ সীতার রূপ বল।
হনূ বলে, মহারাজ! সৌদামিনী পায় লাজ,
না দেখি ভুবন-মাঝ, উপমার স্থল॥ ২৯৮
গেলাম তব কৃপাবলে, সিন্ধুপারে অবহেলে,
রাবণে না করিলাম শঙ্কা।
দিলাম তারে গালাগালি,গালে দিয়ে চুণ কালি,
কালি পুড়িয়ে এসেছি তার লঙ্কা॥ ২৯৯
যুদ্ধ-বিক্রম কর্‌লেম যথা,
থাকুক এখন সে সব কথা,
মা জানকীর কষ্ট তথা, দেখে এলাম বড়।
বিলম্ব না কর আর, নিবেদন এই আমার,
মা জানকীর উদ্ধার, শীঘ্র গিয়ে কর॥৩০০
যতেক দুঃখের কথা,বলিতে যা বলেছেন মাতা,
সংক্ষেপেতে সকলি কহিল।
প্রণমিয়া চিন্তামণি, সীতার মাথার মণি,
রাম-গুণমণি-হস্তে দিল॥ ৩০১

* * *

ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

লও হে মণি চিন্তামণি হে!
দিলাম চিহ্নিত আনি,
জানকীর মস্তকের মণি।
দিয়ে কত মরকত, হেম হীরাতে জড়িত,
ফণি-মণিতে রচিত, দেখ হে নীলকান্তমণি!
জ্ঞান হয় তড়িৎশ্রেণী, কিম্বা উদয় দিনমণি,
লজ্জা পেয়ে দ্বিজমণি,
ঘনেতে লুকায় অমনি॥ (ন)

সীতা-অন্বেষণ সমাপ্ত।

তরণীসেন বধ।

—৹◇৹—

শ্রীরামের সহিত সমরে মকরাক্ষের মৃত্যু ও রাবণের বিলাপ।

রণে পতন মকরাক্ষ, শ্রবণে বিংশতি-অক্ষ,
ত্রৈলোক্য অন্ধকার হেরি।
ছিল বসি সিংহাসনে, পতিত হ'য়ে ধরাসনে,
লাগিল খিল দশনে, লঙ্কার অধিকারী॥১
দশমুণ্ড লোটায় ধরা, বিশ নয়নে বহে ধারা,
শ্রাবণে যেমন ধারা পড়ে ধরাতলে।
ছিল সভাসদ্‌গণে, দেখিয়ে প্রমাদ গণে,
গিয়ে সকলে দ্রুতগমনে,রাবণে ধ'রে তোলে॥
সরে না বাণী কার মুখে, জল এনে দেয় মুখে,
দশাননের সম্মুখে, শুক সারণ বসিয়ে।
বুঝায় বিংশতিলোচনে,
কত শত প্রবোধ-বচনে,
শত-ধারা বহে লোচনে, রাবণ কয় কাঁদিয়ে॥৩
মন্ত্রি! কি দুঃখ কব অধিক আর,
যায় মম অধিকার,
বীর শূন্য লঙ্কায় হইল ক্রমে ক্রমে!
এ যাতনা কারে জানাই,
কনক-লঙ্কায় বীর নাই,
বেঁধে আনিতে দুই ভাই, লক্ষ্মণ-শ্রীরামে॥ ৪
নাই ত্রিলোকে মোর সম রে!
আমি পরাজিত সমরে,
যারে পাঠাই সমরে, মরে নরের করে।
মজিলাম মজালাম লঙ্কা,দে'খে রামকে হয় শঙ্কা,
ছিল বুঝি আয়ুর সন্ধ্যা, এই অবধি ক'রে॥ ৫

* * *

খাম্বাজ—একতালা।

দুঃখ কি, কব তোমারে, ভুবন শূন্যময় দেখি!
নই ত্রাসিত কোন কালে, বেঁধেছিলাম কালে,
কিন্তু, কাল-সম রামকে রণে নিরখি।
হ'লাম, একা রণে আমি জয়ী ত্রিভুবন,
হুতাশন কুবের বরুণ পবন,
করে মার্জ্জিত ভবন,
ভয়ে, ভীত সূর্য্য চন্দ্র ফণীন্দ্র মুনীন্দ্র,
আজ্ঞাকারী ত্রাসে সহস্র-আঁখি॥
দাশরথি বলে, শুন দশানন!
ঐরূপ হৃদয়ে ভাবেন পঞ্চানন,
শ্রীরাম মানব নন;—
তোর পাঠাতে ভব-পারে,রাম এসেছেন পারে,
হ'লে,তোরে কৃপা পারে যাই সঙ্গে থাকি॥(ক)

* * *

তরণীসেনের যুদ্ধ-যাত্রার উদ্যোগ ও মাতৃচরণ-বন্দনা।

পুন রাজা কন, নয়নে বারি,
মন্ত্রি হে! বিপদ-বারি,—
মধ্যে পার কে করে আমারে।
এলো রিপু সিন্ধুপারে, সংগ্রামে কেহ না পারে,
এমন বীর কে আছে পুরে,
মারিবে রামেরে? ৬
শুনি মন্ত্রী কয়, হে ত্রিলোক-মান্য!
নর-বানর গণি সামান্য,
কেমনে কন বীর-শূন্য হয়েছে লঙ্কায়!
যার ভয়ে কাঁপে ধরণী, আছে বীর তরণী,
দেব দানব পলায় শঙ্কায়॥ ৭
সে গিয়ে করিলে রণ, সাধ্য কার রণে রন,
শিব আইলে তাঁর মরণ, তরণীর করে।
আজ সমরে আইলে কাল,
তাঁর দরশন মৃত্যুকাল,
ব্রহ্মা পলান ব্রহ্মত্ব ত্যাগ ক'রে॥ ৮
আইলে রণে হুতাশন,
তিনি করিবেন যম-দরশন,
ছাড়িলে পরে শরাসন বিভীষণ-পুত্র।
রণে সুরগণ তেত্রিশ কোটী,
এসেন যদি বাঁধিয়ে কটি,
পলাবেন রবে.না একটী ত্যজিয়ে সমরক্ষেত্র॥৯
তরণীর গুণ অবিরাম,
শু'নে মন্ত্রিমুখে দুঃখ-বিরাম,
হ'লো, রাবণ বলে—রাম জিনিবে তরণী।
কহিতেছে দশমুখে, দূতে দেখি সম্মুখে,
তরণীরে ডে'কে আন এখনি॥ ১০

রাবণ-আজ্ঞায় দূত আসিয়ে,
তরণী যথা আছে বসিয়ে,
রাবণবাক্য প্রকাশিয়ে সমস্ত কহিল।
শুনে তরণী বলে শুর্ভাদন,
দীননাথ দিলেন দিন,
ভাবি যাঁরে নিশি দিন বুঝি কুদিন ফুরাল ॥ ১১
শুনি দ্রুত যান তরণী, পদভরে কাঁপে ধরণী,
ভবপারের তরণী—শ্রীরাম-চরণ স্মরি।
মুখে রামনাম উচ্চারণ, বলে শীঘ্র চল চরণ!
যদি দেখবি রামের চরণ,কর গমন ত্বরা করি ॥

* *

বিভাস—ঠেকা।

আজ দ্রুতগমনে চল চরণ!
শ্রীরামচরণ-দরশনে।
চরমে রবে না দুঃখ সুখ সে পদ-শরণে ॥
জনমিয়ে পাতকি-কুলে,
আছি বিহ্বল স্থূলে ভুলে,
রাম যদি কূল দেন অকূলে,—
ভবকূলে তবে ডুবি নে ॥
ওরে কর! তুমি কি কর,
আশু তুলসী চয়ন কর,
রামকে যদি প্রদান কর,কর চন্দনাক্ত যতনে।
বদন রে! বলি শুন তোরে,
ডাক সদা সীতাকান্তরে,
তবে কি ভয় কৃতান্তেরে,অন্তরে আর ভাবিনে

* * *

ভাবি রামের পদতরণী,দ্রুতগমনে গিয়ে তরণী,
ধরণী লুটায়ে প্রণাম করি!
দাঁড়ায়ে আছেন সম্মুখে,
দিয়ে আলিঙ্গন দশ-মুখে,
তরণীর গুণের ব্যাখ্যা করে সুর-অরি ॥ ১৩
বলে শুন বাছা তরণি! শোকসিন্ধুর তরণী,
হ'য়ে তুমি ধরণী মধ্যে আমায় রাখ।
বীর নাই আর লঙ্কায়, নর-বানরের শঙ্কায়,
সদা সশঙ্কিত-কায় কব কায় এ দুঃখ ॥ ১৪
তোমার পিতা এর মূল সূত্র,
সহোদর হ'য়ে হল শত্রু,
শত্রুপক্ষে সে আছে নিয়ত।
সেইত রিপু হয়েছে প্রধান,
লঙ্কার সব অনুসন্ধান,
রামকে ব'লে সকলি করলে হত ॥ ১৫
ছিল এমনি আমার প্রভুত্ব
তেত্রিশ কোটি দেবতা ভৃত্য,
রসাতল স্বর্গ মর্ত্ত্য, দেখে, কম্পিত হ'ত মোরে।
ছি ছি কি লজ্জার কথা!
ভেকে কাটে ভুজঙ্গের মাথা,
শৃগালে শুনেছ কোথা, হরির আসন দরে ॥ ১৬
শুনিলে কথা কোন কালে,
ব্যাঘ্রের মাথা গেলে নকুলে,
গরুড়কে ভক্ষিল আসি নাগে।
গিরি লয়ে যায় পিপীলিকায়,
বিড়ালকে মূষিকে খায়,
দিবাকর হয়েছে উদয়, গিয়ে পশ্চিমদিগে ॥ ১৭
হ'বেন, বাক্যহীন বাগ্বাদিনী,
পেঁচার মুখে কোকিলের ধ্বনি,
অপাবন সুরধুনী, স্পর্শ করে না তাঁরে।
মিথ্যাবাদী হলেন ব্রহ্ম, বিষ্ণুত্যাগী নারদশর্ম্মা,
বিশ্বকর্ম্মা হলেন অকর্ম্মা, হে'রে সূত্রধরে ॥ ১৮
কুঞ্জরে করিয়া জয়, আসে একটী ক্ষুদ্র অজায়—
তেমনি মোরে করে জয়, নর আর বানরে।
শুনে, তরণী বলে মহারাজ!
সিংহাসনে কর বিরাজ,
করবো না আর কালব্যাজ,
আমি গিয়ে সমরে ॥ ১৯
কর আশীর্ব্বাদ অনুক্ষণ, আশু যেন রাম লক্ষ্মণ
গিয়ে যেন দেখিতে পাই রণে।
রণস্থল করিব জয়, ঘোষণা রবে হব বিজয়,
মৃত্যুঞ্জয় রাখিতে নারিবেন রণে ॥ ২০
শুনে রাবণ দেহে প্রাণ পান,
তরণী-করে গুয়া পান,—
দিয়ে অমনি শির ঘ্রাণ, মুখচুম্বন করি।
হ'য়ে বিদায় পূরাতে মনোরথ,
সারথিরে কয় সাজাও রথ,
ঘোষণা রাখিতে ভারত,
কয় তরণী ত্বরা করি ॥ ২১

* * *

আলিয়া—ঝাঁপতাল।

ত্বরায় সাজা রথ, মনোরথ পূরাব রণে।
কর যোজনা অশ্ব,করি দৃশ্য, গিয়ে নীলবরণে॥
দিলেন অনুমতি লঙ্কার প্রধান,
মনেতে ক'রেছি বিধান,
লব শরণ ভবের-প্রধান-চরণে,—
রাখ আমার এই ভারতী,
আশু রথ ল'য়ে সারথি!
চল দাশরথি,—বিরাজ করেন যেখানে॥
তা হ'লে কাবে ভয়, রাম যদি দেন অভয়,
শমন দূরে যাবে পেয়ে ভয়,
পার ভবভয়-ভঞ্জনে॥ (গ)

* * *

স্মরণ করি দাশরথি,
তরণী কন, রথ আন সারথি!
রথ লয়ে যোগায় সারথি,
দেখে আনন্দিত তরণী রথী,
হইয়া অন্তরে।
স্মরণ হ'লো এমন সময়, প্রণাম না করিয়ে মায়,
গেলে চরণ দিবেন না আমায়, রাম রঘুবরে॥
রথে না হ'য়ে আরোহণ, অন্তঃপুরে প্রবেশন,
দণ্ডাকার হয়ে হন, প্রণাম জননীরে।
দেখে তরণীর রণসজ্জা,
সরমা বলেন, কেন রণসজ্জা?
এ বজ্রাঘাত কে দিল মোর শিরে? ২৩
বাছা! তোর যাওয়া হবে না সমরে,
কে আছে রামের সম রে?
যারে পাঠায় সমরে, মরে রামের করে।
রণে রাঘব অক্ষয়, রাক্ষসকুল করিতে ক্ষয়,
গোলোকের ধন ভূলোকে উদয়,
হ'য়েছেন কৃপা ক'রে॥ ২৪
সুর-অরি বিনাশিতে, এলেন লঙ্কায় রাম-সীতে
শাসিতে নাশিতে দশাননে।
রামের বাণে মৃত্যুঞ্জয়, এলে হন পরাজয়,
ঐ চরণে সর্ব্বজয়, হয় ত্রিভুবনে॥ ২৫
শরণ নিলে সফল জন্ম,
হয় না আর তার ভবে জন্ম,
জন্ম মৃত্যু-হরণ-কারণ রাম।
শ্রীরামের চরণ পূজায়, শমন-শঙ্কা দূরে যায়,
ভব-পারে অনায়াসে যায়, গোলোকে বিশ্রাম,
তাই বাছা! করি বারণ,তাঁর সঙ্গে করিবা রণ॥
এ কর্ম্ম নয় সাধারণ, যেতে না দিব রণে।
বলে কোলে করি তরণীরে,
ভাসিয়ে নয়ন-নীরে,
অভাগিনী জননীরে যাবি বিনাশি পরাণে॥২৭

* * *

সুরাট-মল্লার—একতালা।

বাপ তরণী! নাই ধরণী-মাঝে,
মা ব'লে ডাকে আমারে!
হ'লো শিরে সর্পাঘাত, হৃদে বজ্রাঘাত,
এমন নির্ঘাত বাণী কে বলে তোরে॥
ওরে সে রাম মানব নন, বিধি পঞ্চানন,
সহস্রানন সাধেন যায় সাদরে,—
রাঘব ত্রিলোক-বিজয়, কে তারে করে জয়,
দ্বারী যাঁর জয়-বিজয়,
চতুর্দ্দশ ভুবন-পরাজয়, যাঁর সমরে॥ (ঘ

* * *

শুনি বাক্য জননীর, হৃদে আনন্দ তরণীর,
শ্রীরামের গুণের ধ্বনির, বর্ণন শুনিয়ে!
বলে, অনুমতি কর মোরে, যাই রাঘব-সমরে,
যদি কৃপা করেন পামরে, দয়া প্রকাশিয়ে॥২৮
অপরাধ কর ক্ষমা, আশীর্ব্বাদ কর গো মা।
শুনি কাঁদিয়ে সরমা, বলে রে তরণী!
তুই যাবি করিতে রণ,
পিতা তোর লয়েছে শরণ,
জেনে কারণ ভবতারণ-চরণ-তরণী॥ ২৯
দেখ বাছা! এই ত্রিলোকে,
আমায় মা বলে আর বল কে?
তোমায় ল'য়ে ভূলোকে, আছি মাত্র আমি।
হ'য়ে পাষাণ অন্তরে, কেমনে পাঠাই সমরে,
অগ্রে বিনাশ ক'রে মোরে,
যাও রে বাছা! তুমি॥ ৩০
লঙ্কায়, দুঃখাগ্নির বাড়াতে তাত,
সূত্র তোমার জ্যেষ্ঠতাত,
রাম যে ত্রিজগতের তাত, তাতো জান মনে।

রাক্ষস-কুল বিনাশিতে,
চুরি ক'রে এনেছেন সীতে,
নয়ন-জলে ভাসিছেন সীতে,
প'ড়ে অশোক-বনে ॥ ৩১
শুনেছ কখন এমন কথা?
বনের বানর কয় কথা,
জলে শিলে ভাসে কোথা?
কে দেখেছে কোন্ কালে!
দিতে, সুমন্ত্রণা যদি কেহ যায়,
বুঝাইয়ে কয় রাজায়,
রাখে না তার মান বজায়, নাশয়ে সকলে ॥ ৩২
দেখ, এমন বীর ইন্দ্রজিতে,
একা এসে ইন্দ্রে জিতে,
যমাদি সূর্য্য চন্দ্র জিতে, এলো যে রাবণ।
তেমনি ঘ'টে উঠেছে বিলক্ষণ,
নয় লঙ্কার সুলক্ষণ,
কাল-রূপেতে রাম লক্ষ্মণ, দিয়েছেন দরশন ॥৩৩
শুনে তরণী কয়, মা! হবে অধর্ম্ম,
যুদ্ধে যাওয়া যোদ্ধার ধর্ম্ম,
না গেলে হবে অধর্ম্ম, প্রতিজ্ঞা করেছি।
গিয়ে যদি রামের রণে হারি,
চিরদাস হব তাঁহারি,
সকলে জিনিলাম তবে কি হারি,
সার মনে ভেবেছি ॥ ৩৪

* * *

মল্লার—তেতালা।

যদি কৃপা করেন রণে রাম।
মিছে সংসার আশ্রমে, ভ্রমণ করি ভ্রমে,
সে চরণ শরণ হয় না কোন ক্রমে,—
কিছু পরিশ্রমে পাই যদি চরমে,
তবে পূর্ণ হবে মনস্কাম ॥
যদি এ পাপদেহ পতন হয় রামের শরে,
দেখব সর্ব্বেশ্বরে, ডাকব উচ্চৈঃস্বরে,
শমন হ'য়ে দমন অমনি যাবে স'রে,—
করবো গোলোকধামে বিশ্রাম ॥ (৬)

* * *

শুনি বাক্য তরণীর, তরণীর জননীর,
নয়নেতে বহে নীর, শ্রাবণের ধারা।
বক্ষে করে করাঘাত, ভালে কত করে আঘাত,
মুণ্ডে হ'লে বজ্রাঘাত, পড়ে যেন ধরা ॥ ৩৫
হ'লো বাক্যরোধ সরমার,
মৃত্যু-তুল্য দেখে মার,
বলে কি হৈল আমার কুমার তরণী।
কর্ণমূলে অবিরাম, করে শব্দ রাম রাম,
সরমা ক'রে রাম রাম, উঠে বসে অমনি ॥ ৩৬
তরণীর নয়নজলে বসন গলে,
বলে নিবেদিয়া পদযুগলে,
শ্রীরামের পদযুগলে স্থান পাব না আর।
অনুমতি পে'লে তোমার, হয় সাধ পূর্ণ আমার,
কদাচারী এ কুমার, যদি হয় উদ্ধার ॥ ৩৭
শুনেছি শাস্ত্রের কথা, মহাগুরু পিতা মাতা,
হেলন করলে মায়ের কথা, নরকেতে বাস।
মাকে অমান্য করলে পরে, দুঃখ পায় ইহ পরে,
মাতা তুষ্ট থাকিলে পরে,
হয় গোলোক-নিবাসে বাস ॥ ৩৮

* * *

কলিকালের মাতৃ-ভক্তি।

মায়ের তুল্য করিতে স্নেহ,
ভারতে দেখিনে কেহ,
অমন স্নেহ কে করে ভুবনে?
কিন্তু এখনকার কলিযুগের অনেক ব্যক্তি,
তাঁদের দেখে মাতৃভক্তি,
উড়ে যায় হরিভক্তি,
উক্তি করতে যুক্তি হয় না মনে ॥ ৩৯
কিন্তু না ব'লেও থাকা যায় না,
করেন মাগকে নিয়ে ঘরকন্না,
মা ডাকলে কথা কন্ না, সন্ না মাগী ব'লে।
একে মরছি আপনার জ্বালায়,
বুড় মাগী আবার কেন জ্বালায়?
আমার জলায় মজুর, বসে আছে সকলে ॥
খেতে খামারে হয় নি ধান,
তুই মাগী বজ্জাতের প্রধান,
সংসারের অনুসন্ধান, নাইত কিছু তো'র।

কেবল, ব'সে ব'সে নিচ্চ আহার,
এখন, গোটা কত হয় প্রহার!
তবে মনের দুঃখ ঘুচে মোর॥ ৪১
একলা খেটে মরে ছুঁড়ী,
চক্ষের মাথা খেয়েছিস্ বুড়ি!
গুঁড়িয়ে মুড়ি খাচ্চ কাটা কাটা।
পরের মেয়ে সইবে কত,
অন্যের মতন যদি ও হ'তো,
হাতে ধ'রে বার ক'রে দিত,
মেরে সাত ঝাঁটা॥ ৪২
তুই মাগি! থাকৃতে কাছে,
ও ছেলের ন্যাকড়া কাচে!
বেড়াস্ কেবল কাছে কাছে,কত কথা ক'য়ে।
আমার সংসারটা কর্‌লি শূন্য,
মাগি! কবে যাবি উচ্ছন্ন,
আপদ শূন্য হয় ফেলে দিয়ে॥ ৪৩
এম্‌নি মায়ের সঙ্গে শীলতার কথা,
আহারের আবার শুন কথা,
উত্তম ব্যঞ্জন কাঁঠাল আর ক্ষীরে।
আপনারা খান সমুদয়, বৃদ্ধ মাকে নিত্য দেয়,
পুঁয়ের ডাঁটা অলবণ ভাতে,
ভাঙ্গা পাথরে বেড়ে॥ ৪৪

* * *

বিভাস—ঠেকা।

এদের দেখে মাতৃভক্তি, হরিভক্তি উড়ে যায়।
মরি হায় হায়! দুঃখ কব কায়,
স্বর্গে গমন হয় স-কায়,
ভক্তিতে জননী-চরণ-পূজায়।
এরা এখন মাকে দেয়
সাত-গাঁটী * বাস পরিবারে,
ঢাকাই মলমল শান্তিপুরে, পরায় পরিবারে,
পান না কাচা দীক্ষাগুরু,
যা করিবেন শয্যাগুরু,
মরণ বাঁচন তার কথায়।
আপনারা শোন দোতালায়,
মাকে ফেলে গাছতলায়॥ (চ)

কলিকালের পিতৃ-ভক্তি।

হ'লো, কি আশ্চর্য্য কলির সৃষ্টি,
সৃষ্টি ছাড়া এদের সৃষ্টি,
সৃষ্টিকর্ত্তা অবাক্ হয়েছেন দে'খে।
তাঁর আর সরে না বাণী,
বাণী হারা হয়েছেন বাণী,
জ্ঞানশূন্য ভবানী, বাণী নাই তাঁর মুখে॥৪৫
এদের দেখে শুনে অভক্তি,
শুনলে যেমন মাতৃভক্তি,
পিতৃভক্তি ততোধিক আবার।
বাপ থাকে, বাহিরে দরজার উপর,
তৃণকাষ্ঠ হীন ছাপ্পর,
তালপত্র ঘেরা দুই ধার॥ ৪৬
আপনাদের শয়ন পালংখাটে
বাপের শয়ন ছেঁড়া চটে,
কপ্নি একটুকু কটিতটে, ঘটে না সব দিন!
আপনারা খান, খাসা মোণ্ডা ক্ষীর দুধ,
বাপকে খাওয়ান আকাঁড়া * খুদ,
দিবসান্তর ডাল ব্যঞ্জন-হীন॥ ৪৭
যদি দিবানিশি মিন্‌শে চেঁচায়,
ফিরে কেহ নাহি চায়,
বলে, কেবল বেটা খেতে চায়, ভীমরতি হয়েছে
বলে,তোর দেখে শুনে মেনেছি হার!
যোগাই কোথা হ'তে এত আহার?
এত রাত্রে কে যাবে তোর কাছে? ৪৮
যে দেখি তোর বাড়াবাড়ি,
ফেলে রে'খে ঘর বাড়ী,
কা'র বাড়ী শুইগে না হয় গিয়ে।
এমন কলেরাতে এত লোক মলো,
আরে মলো—বুড়া না মলো,
চিত্রগুপ্ত ভুলে গেল, খাতা না দেখিয়ে॥ ৪৯
যাদের, পিতাকে ভক্তি এইরূপ,
বুদ্ধি বানরের স্বরূপ,
পিতা যে বস্তু বিরূপ, জানে না সকলে।
অত মান্য নন দীক্ষে গুরু,পিতা মাতা মহাগুরু,
শিববাক্য লেখা আছে মূলে॥ ৫০

* সাতগাঁটী—সাতটী গ্রন্থিযুক্ত অর্থাৎ অতীব ছিন্ন।

* আকাঁড়া—আছাঁটা অর্থাৎ ছাঁটা নহে।

রামকেলি—পোস্তা।

হন পরমগুরু পিতে।
গুরু পিতার তুল্য নাই জগতে,—
মায়ের মাথা কাটেন পরশুরাম,
শুনিলাম, পিতার আজ্ঞা পালন করিতে॥
গোলোকপুরী করি শূন্য,
হরি অযোধ্যাতে অবতীর্ণ,
চতুর্দ্দশ বর্ষ জন্য, বনে রাম এলেন পিতার
কথাতে।
পিতার আজ্ঞা ক'রে হেলন,
যদি কেউ করে সব তীর্থ-ভ্রমণ,
করতে হয় নরকে গমন,—
কিছু ফল ফলে না বিফল তাতে॥ (ছ)

* * *

তখন, এই কথা ব'লে তরণীর,
দুটী চক্ষে বহে নীর,
জননীর চরণ ধরিয়ে।
বলে অনুমতি কর মা! মোরে,
কেন দুঃখ দাও পামরে,
সত্বরে গো সমরে, রামেরে দেখি গিয়ে॥ ৫১
অপরাধ ক্ষম মা! আমার, অভাজন এ কুমার,
চরণ-সেবন করতে তোমার,পারিনে একদিন।
আমার, পালন ক'রেছ সাদরে,
দিয়েছিলে স্থান উদরে,
কত কষ্ট পে'য়েছ দেহ পরে,
দশ মাস দশ-দিন॥ ৫২
মনে রৈল সে সব আশা,
বৃথা হ'লো যাওয়া আসা,
ভবে আসা বিফল হ'লো আমার!
হ'লাম দগ্ধ কলুষাগ্নির তাতে, *
না দেখিলাম জননী-তাতে, †
ভবে পার কেমনে তাতে,
হবে তোমার কুমার? ৫৩
যার নাই জননী-পদে মনের গতি,
ঘটে তার বহু দুর্গতি,
ভবের পতি গতি করেন না তার।

কর এই আশীর্ব্বাদ,যেন হয় না কোন বিসম্বাদ,
রাম আমার ল'য়ে সংবাদ,
যেন করেন আজ নিস্তার॥ ৫৪
ব'লে, মায়ের চরণে করে প্রণাম,
বদনে করে রাম-নাম,
পূর্ণ হেতু মনস্কাম, গিয়ে রথে ত্বরায় উঠে।
আনন্দিত তরণী রথী,বেগে রথ চালায় সারথি,
পথের মধ্যে মারুতি ঘটায় দুর্ঘটে॥ ৫৫
দেখে, যোড় করে বিভীষণ-সুত,
বলে, পথ ছাড় রে পবন-সুত!
রবিসুত-দমনে * গিয়ে দেখি।
আমি নই রে বিপক্ষ, কেন হও মোর বিপক্ষ,
আজ হ'য়ে আমার সাপক্ষ,
দেখাও কমল-আঁখি॥ ৫৬

* * *

খটভৈরবী—একতালা।

হয় দুঃখ বিরাম, যদি দেখাও রাম,
একবার নিরখি এ পাপচক্ষে।
আজ, তুমি হও মোর তরী,তবেই ত্বরায় তার,
রাখ মান, বাছা হনুমান!
তোমার চরণ-যুগলে মাগি এই ভিক্ষে॥
আমি জানি তুমি রামের প্রধান ভক্ত,
তোমার প্রসাদে ভবে পাই মুক্ত,
হেরব চরণ তাঁর মনে এই যুক্ত,
সাধেন পঞ্চবক্ত্র,—রাখি যাঁয় বক্ষে॥
ও পদ দাশরথি! কেন কর না চিন্তে,
পান না শুক নারদ সদা ক'রে চিন্তে,
বিধি আদি না পান ভাবিয়ে নিশ্চিন্তে,
পারে না যায় চিনতে সহস্র-চক্ষে †॥(জ)

* * *

তরণীসেন ও হনুমান্।

শুনি হনুমান্ কন হাসি,
দূর বেটা বিড়াল-তপস্বি!
মায়া কর এখানে আসি, রাম দেখিব ব'লে।

---

* তাতে—ঝাঁজে; উত্তাপে।
† জননী-তাতে—মাতা-পিতায়।

* রবিসুত-দমনে—শমন-দমন শ্রীরামচন্দ্রে।
† সহস্রচক্ষে—ইন্দ্রে।

দেখবি যদি ভগবান্,   করে কেন ধনুর্ব্বাণ,
হবি যদি নির্ব্বাণ, ধনুখান দে ফেলে ॥ ৫৭
রাক্ষসকুলের জানি ধর্ম্ম,
জ্ঞান নাই তোদের ধর্ম্মাধর্ম্ম,
অধর্ম্মেতে পরিপূর্ণ দেহ।
দেখ্‌ছি বেটা তোদের রীত,
হৃদয়ে বিষ মুখে পিরীত,
এসেন যখন এমন সুহৃদ,
জানিয়ে কত স্নেহ ॥ ৫৮
বেটা তোর পিসী শূর্পণখা,
কত গুণ তার যায় না লেখা !
[illegible] [illegible], করে র[illegible] সঙ্গে।
বলে, তুমি আমার [illegible] ও হে পতি,
মিলিয়ে দিলেন প্রজাপতি,
জানায় কত সম্প্রীতি, মাতিয়ে অনঙ্গে ॥ ৫৯
তোরে সে কথা বলা বৃথা,
সে যেন কত পতিব্রতা,
অন্তর্য্যামী তার অন্তরের কথা,
বুঝিয়ে তৎক্ষণে।
রাম বলেন ও সব নারি ;
সঙ্গে আমার আছে নারী,
যাও ঐখানে সুন্দরি ! দেন দেখায়ে লক্ষ্মণে ॥
জানে না, লক্ষ্মণ ঘোর তপস্বী,
রূপ দেখে মোহ রূপসী,
তোর পিসী সেই শূর্পণখা রাঁড়ি !
বলে, করেছিলাম শিবের সাধন,
হ'লো [illegible]র্ণ যোগসাধন,
মিলিয়ে দিলেন পতি-ধন, আহা মরি মরি ! ৬১
যত কথা কয় ঘুরে ফিরে,
লক্ষ্মণ না দেখেন ফিরে,
শূর্পণখা ফেরেফারে, বলে রসের কথা।
দেখায় কত রসের দোকান,
তোর পিসীর নাক কাণ,
কেটে লক্ষ্মণ খেয়ে দিলেন তার মাথা ॥ ৬২

*   *   *

তরণীর সহিত হনুমানের যুদ্ধ ও হনুমানের পরাজয়।

কয় কটুবাক্য হনুমান,   শুনি তরণী অনুমান
ক'রে বলে হনুমান্—সঙ্গে বিবাদ মিছে !
যত তরণী বলে মিষ্ট কথা,
পবনপুত্র কয়, যাবি কোথা ?
এক চড়ে ভাঙ্গিব মাথা,
পাঠাব যমের কাছে ॥ ৬৩
শাল বৃক্ষ ছিল করে,   তরণীকে প্রহার করে
বাণেতে তরণী করে, কাটিয়ে খান খান।
পুনর্ব্বপি কপী [illegible],
ফেলে তরণীরে করে কাতর,
তরণী বলে, ওরে হনুমান্ ॥ ৬৪
বলে বেটা বনপশু ! পথ ছেড়ে দিবে না আশু
পশুপতি-আরাধ্যধন দেখিতে।
বলে, যা কর হে ভগবান্ !
ছাড়ে কোটি কোটি বাণ,
সহিতে না পারে বাণ, ভঙ্গ দেয় রণেতে ॥ ৬[illegible]
বানরে করিয়ে জয়,   [illegible]খে শব্দ রাম-জয়,
শমনে করিতে জয়, যায় অবহেলে।
দেখে, কটক-মধ্যে আছেন রাম,
নবদূর্ব্বাদল-শ্যাম
স্তব করিয়ে অবিরাম, কেঁদে তরণী বলে ॥ ৬৬

*   *   *

মল্লার—একতালা।

কৃপাং কুরু কমলা[illegible] ! রক্ষ এ দীন পামরে।
গতি-বিহীন, ভেবে হীন,
বঞ্চনা করো না মোরে।
ছ'জন কুজন ত্যজে, বিজন হয়ে তোমারে,—
ভজন ক'রেছে যে জন,
সে জন অনায়াসে তরে,—
ক'রে তার দুঃখ ভঞ্জন,
পাঠাও ভবপারে ॥ (ঝ)

*   *   *

শ্রীরামচন্দ্রের সহিত তরণীর সাক্ষাৎকার ও শ্রীরাম-বন্দনা।

তরণী কয়, হে দয়াল রাম!
এ দাসের দুঃখ-বিরাম,
কর রাম! নিদয় হইও না।
নাই মোর সাধন-শক্তি, নিজগুণে কর মুক্তি,
মুক্তিদাতা! বঞ্চনা করো না॥ ৬৭
আমি পাতকিকুলে উদ্ভব, মম ভাগ্যে অনন্তব,
দয়া হবার সম্ভব, নাই বটে মোরে।
তা বল্‌লে শুনব না রাম! চণ্ডালের দুঃখবিরাম,
[illegible] নিও বলে তারে॥ ৬৮
তোমার দেহে নাই বিকার,
নাম যে ধর নির্ব্বিকার,
দে'খে আমার পাপাকার, ঘৃণা করো না তুমি।
শুন হে ভবকর্ণধার! অজামিলাদি উদ্ধার,
করেছ ভবের মূলাধার, শুনেছি ত আমি॥ ৬৯
এসে, সুর-শঙ্কা নিবারিতে,
রাক্ষসকুল উদ্ধারিতে,
[illegible] করিতে, পারি নাই রাম!
তখন স্তব শুনি তরণীর, কমল নেত্রে বহে নীর,
[illegible] নয়নে নীর করিতেছেন রাম॥ ৭০

* * *

তরণীর স্তবে ভক্তবৎসল রামচন্দ্রের প্রসন্নতা।

[illegible] জানি [illegible] ভক্ত, লঙ্কায় সব অভক্ত,
ভক্ত মাত্র মিতা বিভীষণ।
[illegible] ভগবান বলে সকলে,
এস বাছা! করি কোলে,
তবে কেন বা যুদ্ধস্থলে, ল'য়ে শরাসন? ৭১
[illegible] পুত্র, [illegible] এ কার পুত্র?
[illegible] ভ্রাতুষ্পুত্র, দশাননের ইনি।
ভক্ত তোমার লঙ্কায়, এই তরণী আর অতিকায়,
[illegible] তরণীর শুকায় কায়, মনে ভাবে অমনি॥ ৭২

* * *

শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি তরণীর কপট-কোপ ও কটুবাক্য প্রয়োগ।

স্তুতিপাঠ করিলে রাম, করিবেন না সংগ্রাম,
তবে আমার মনস্কাম, পূর্ণ ত হ'ল না।
হৃদয়ে রাখিয়ে ভক্তি, মুখে করে কটু উক্তি;
প্রাণ বাঁচাতে কর যুক্তি, ভাই দুই জনা॥ ৭৩
মনে ক'রেছ করব না রণ,
এখনি তোদের ঘটাব মরণ,
পিতা-মাতায় কর স্মরণ, ও ভণ্ড তপস্বি!
কাণ্ডজ্ঞান নাস্তি তোর,
ভক্ত কে তোর লঙ্কার ভিতর?
ভক্তবিটল! দেখে পায় হাসি॥ ৭৪
শুনি হাসি কন লক্ষ্মণ,
ভক্ত পাও ঠাকুর! বিলক্ষণ,
কোন্ দিন কি অলক্ষণ, ঘটান সত্বরে।
ব'লে, লক্ষ্মণ যান যুঝিবারে,
তরণী,—রামকে বারে বারে,
গালি দিয়ে বলে সারথিরে,
শর ধনু দাও মোরে॥ ৭৫

* * *

ঝিঁঝিট—ত্রিতালী মধ্যমান।

কোদণ্ড দে মোরে সারথি (রে),
আর বিলম্বে কাজ কি বল রে,—
এই দণ্ডে করিব দণ্ড, ভণ্ড বাম তপস্বীরে।
ওরে নিতান্ত ডেকেছে কৃতান্ত, এসে সমরে,
মোর সমরে ত্রাসিত সুরকান্ত,
নর-বানরের রুধিরে সাগর,—
আজি করিব সাগর-তীরে॥ (ঐ)

* * *

শ্রীরামের বাণে তরণীর শিরশ্ছেদ ও কাটা মুণ্ডে রাম নাম উচ্চারণ।

তখন, আরক্তলোচন করি, ধনুখান করে করি,
সিংহনাদ করি তরণী ধায়।
ধরণী হয় কম্পমান, বেগে যায় তরণীর বাণ,
দেখিছেন ভগবান্, পড়ে বিভীষণের পায়॥ ৭৬

লক্ষ্মণ যান যুঝিবারে, বিভীষণ বারে বারে,
নিষেধ করি যুঝিবারে, শ্রীরামেরে কয়।
শ্রবণ কর রঘুবীর! তোমার বধ্য তরণী বীর,
অন্যের সাধ্য নয়॥ ৭৭
শুনি দাঁড়ান রাম মহাবলী,
তরণী বলে, রাম! শুন বলি,—
যদিও তুমি বড় বলী,
কিন্তু বলির কাছে রও বাঁধা!
কি কর্‌ছ বলাবলি,
যা মনের কথা,—তাও বলি,
আর করতে পাবে না বলাবলি,
তাতে পড়িল বাধা॥ ৭৮
শুনে ক্রোধে ভগবান্, তরণীরে মারেন বাণ,
ত্রিভুবন কম্পমান, বাণের গর্জ্জনে।
অগ্নিসম পড়ে বাণ, বাণে তরণী কাটে বাণ,
বলে হরি নির্ব্বাণ, করিবেন কতক্ষণে? ৭৯
এইরূপ শরাসন, উভয়ে করেন বরিষণ,
রামে কন বিভীষণ, বৈষ্ণব বাণ ছাড়।
শুন ওহে রঘুবর! ব্রহ্মা ওরে দিয়েছেন বর,
বৈষ্ণব বাণে সহা, কেটে মুণ্ড পাড়॥ ৮০
শুনি মহানন্দে ভগবান,
বাহির ক'রে বৈষ্ণব বাণ,
যুড়িলেক ধনুকে বাণ, নির্ব্বাণের কর্ত্তা।
ক'রে,মন্ত্রপূত ছাড়েন বাণ, ধরণী হয় কম্পমান,
দ্রুতগমনে গিয়ে বাণ, কাটে তরণীর মাথা॥৮১
তখন কাটা মুণ্ড বলে রাম,
ক্ষণমাত্র নাই বিরাম,
গোলোকে গিয়ে বিশ্রাম, করেন তরণী।
অমনি হাহাকার শব্দ করি,
তরণীর মুণ্ড কোলে করি,
বিভীষণ রোদন করি, পড়িল ধরণী॥ ৮২

* * *

তরণীর জন্য বিভীষণের বিলাপ।

ভৈঁরো-রামকেলী—একতালা।

ও তরণি! ধরণীতলে নাই তোমা ভিন্ন।
গেলে আমার জীবন-কুমার,
ক'রে পিতার হৃদয় শূন্য॥
নাই মোর মায়া, পাষাণকায়া,
মম সম কে আর অন্য?—
ধিক্-জীবনে, ত্রিভুবনে, আজ হইলাম গণ্য॥
ওরে ধিক্, আমার প্রাণাধিক!
হারাইয়ে প্রাণাধিক,
কেন সাধ হইল অধিক, জীবন-ধারণ-জন্য;—
তোয় খোয়ালেম, কেন নিলাম
শ্রীরামচরণে শরণ্য;—
একবার চা রে! প্রাণ বাঁচা রে।
শোকে হৃদয় হয় বিদীর্ণ॥ (ট)

* * *

তরণীসেনের মৃত্যুতে বিভীষণের বিলাপ ও শ্রীরামকর্ত্তৃক সান্ত্বনা।

ল'য়ে, পুত্রমুণ্ড বিভীষণ, বক্ষে করি, ধরাসন,—
মধ্যে লুটায় উন্মাদের প্রায়!
বলে, গেলি পুত্র! ত্যজিয়ে আমায়,
কি কব গিয়ে সরমায়?
শুধাই রে দে রে আমায়, ব'লে তার উপায়॥৮৩
বলিবে, তুমি এলে,—তরণী কই?
তখন তারে কি কই?
কেমনে তাহারে কই, এমন নির্ঘাত বাণী।
এমন ধন আর কোথা পাই?
কোলে দিয়ে তারে বুঝাই,
কোথা যাব বল রে তরণী! ৮৪
ডাকবে শোকে হ'য়ে কাতর,
আর কি দেখা পাব তোর,
লঙ্কার ভিতর তোর সম পাব না।
আর দেখিতে পাব না চক্ষে,
তোমা ধনে ত্রৈলোক্যে,
ছিলাম তোমার উপলক্ষে,
আর গৃহে যাব না॥ ৮৫

"————————————।

কাঁদে এইরূপ বিভীষণ, করিয়ে রাম দরশন,
পরশন তায় করিয়ে সুদর্শনধারী॥ ৮৬
এখন শোক কেন মিতা!
শুধাইলাম তখন তুমি তা,
তোমার পুত্র বল্‌লে না হে আমায়।

ম তার বধের প্রধান,
বল্‌লে সব অনুসন্ধান,
আমি সন্ধান পূরিলাম তায় ॥ ৮৭
আর কেন কর শোক,
শোকটা কেবল ক্রিয়া-নাশক,
ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলি করে হত।
করে শোকেতে আচ্ছন্ন যায়,
যায় না দুঃখ, চক্ষু যায়,
ইহ পর থাকে না বজায়,
যদি শোক থাকে নিয়ত ॥ ৮৮
এইরূপ কহিছেন বিপদ্‌বারী,
শুনি বিভীষণ নয়নের বারি,
নয়নে নিবারি, অমনি বলে!
নিবেদন শ্রীপদে জানাই,
সে শোক আমি করি নাই,
শোক্‌কে স্থান দেই নাই,
ভুলেও দেহ-স্থলে ॥ ৮৯
তবে এ দুঃখ করিতেছিলাম,
তবে আমি রহিলাম,
অগ্রে তারে বিদায় দিলাম,
যেতে গোলোকেতে।
সে ধন্য ধরায় পুণ্যবান্, দিলে পদ নির্ব্বাণ,
আমায় পাতকী জ্ঞানে ভগবান্,
রাখিলেন ভূলোকেতে ॥ ৯০

* * *

অহং—একতালা।

আমি, সে শোক করি নাই, শ্রীচরণে জানাই,
কি হবে মোর নাই সঙ্গতি।
যদি, তার নিজগুণে, এ অধম নির্গুণে,
তবে রয়,—হয় গুণের সুখ্যাতি ॥
সদা মনেতে সন্দেহ, কলুষপূর্ণ দেহ,
স্থান, দেহ কি না দেহ, ঐ পদে শ্রীপতি!—
(ভয় হয় শমনে)
যখন শমন বাঁধিবে তায় তরি কেমনে?
শমনদমনকারি! যদি কর দীনের গতি ॥
মিছে দারা পুত্র সব, তারা সব কে সব!
আমি, শব হ'য়ে শয়ন করলে ক্ষিতি,
(তত্ত্ব লবে না ভুলে)
পেয়ে অনিত্য ধন গৃহে রবে ভুলে,
স্থূলে ভুলে, ভবের কূলে, কাঁদে দাশরথি ॥ (ঠ)

তরণীসেন বধ সমাপ্ত।

মায়াসীতা বধ।

শ্রীরামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে বীরবাহুর মৃত্যু ও রাবণের খেদ।

শ্রীরামের শরাসনে, বীরবাহু সমরাসনে,
শয়ন করিয়ে দেখে রামে।
পাইল নির্ব্বাণ-পথ, আরোহণ পুষ্পক-রথ,
হ'য়ে বীর যায় গোলোক-ধামে ॥ ১
তখন ভগ্নদূত বিঘ্ন দেখি, করি ছল ছল আঁখি,
বিংশতি-আঁখিরে * যোড়করে।
বলে, কি কর হে লঙ্কার স্বামী!
কহিতে কম্পিত আমি,
বীরবাহু পতিত সমরে ॥ ২
এই কথা করিয়ে শ্রবণ, অন্ধকার দেখি ভুবন,
জীবন-সংশয় মনে গণে।
ছিল সিংহাসনোপরে, জ্ঞান-শূন্য ধরাপরে,
পড়ে রাজা ধারা বয় নয়নে ॥ ৩
অমনি, উঠিয়া লঙ্কার নাথ,
বলে, গেলি পুত্র! ক'রে অনাথ,
পাষাণ সম হইলাম রে আমি।
ভেবে শীর্ণ হ'লো বপু, এ কেমন হ'লো রিপু,
ফেরে না কেহ, যে যায় সমর-ভূমি ॥ ৪
আমি, নিজ বংশ বিনাশিতে,
চুরি কর্‌লাম রামের সীতে,
প্রকাশিতে পারি নে দুঃখের কথা।
পারে না কেহ তাহারে, যে যায় সমরে হারে,
এমন শত্রু ছিল আমার কোথা? ৫
বাঁধিলাম যম-পুরন্দরে,
হ'লাম প্রবেশ তাদের অন্দরে,
ছিল,লঙ্কাপুরে আনন্দ রে! কি আমার তখন।

---

* বিংশতি-আঁখিরে—রাবণকে।

দেহে মাত্র ছিল না শোক,
শোক যে এমন প্রাণনাশক,
জন্মাবধি জানিনে কখন ॥ ৬

* * *

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

শোকানলে হ'লো দগ্ধ কায়।
আমি এ দুঃখ কব কায়, কে আছে লঙ্কায়,
সশঙ্কিত সদা রিপুর শঙ্কায়,
প্রাণ-সম হারাইয়ে অতিকায়,
আর কত সব শব-প্রায় ॥
পুত্রশোকে হয় হৃদয় বিদীর্ণ,
কোথা গেল প্রাণাধিক কুম্ভকর্ণ,
কেঁদে নয়ন অন্ধ, বধির হ'লো কর্ণ,
কি ফল আর স্বর্ণলঙ্কায় ॥ (ক)

* * *

তখন পুত্রশোকে কাঁদে রাবণ,
শূন্যময় দেখে ভুবন,
জীবনে ধিক্ দেয় শত শত।
আমায় ত্রিভুবন মানে হারি রে,
আমি সমরে হারি রে,
ধন্য বল তাহারি রে, সকলি করলে হত ॥ ৭
দেখিয়ে আমার বীর্য্য, ভয়ে অস্থির চন্দ্র সূর্য্য,
আর হয় কি সহ্য, মোর পরাণে এত ॥
হে'রে, মানুষের রণে হেঁট মাথা,
দৃষ্টে যার উড়ে মাথা,
সেই শনি মোর কাপড় কাচে নিয়ত ॥ ৮
অন্য নন যিনি শমন,
বেটাকে কল্লেম এমন দমন,
বারমাস ঘোড়ার ঘাস কাটে।
বরুণ আসি যোগায় জল,
ইন্দ্র আছে হুকুম-তল,
মালাকার হ'য়ে আছে নিকটে ॥ ৯
আর কথা কবার নাই যুক্ত,
পবন করে ভবন মুক্ত,
দ্বারে মোর জয়কালী প্রহরী।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কা করে, কিঙ্কর হয়ে রত্নাকরে,
যুগ্ম করে আছে আট প্রহরই ॥ ১০

যত হার মেনেছে দেবতারা,
এখন দেখে হাসে তারা,
আমার নয়নতারা দিবানিশি ভাসে।
নর-বানর আহারের যোগ্য,
তাদের রণে হলাম অযোগ্য,
সমযোগ্য হল বেটারা এসে ॥ ১১
বানরে করে লঙ্কা দগ্ধ, ভেবে হলো দেহ দগ্ধ,
প্রাণ দগ্ধ হলো মনাগুনে।
জানিনে, হবে এ অবস্থা, পশুর হস্তে দুরবস্থ।
আর কত সব বল পরাণে! ১২
গুরুর মান্য * করিত দেবে,
এখন সম্মুখে দাঁড়িয়ে গালি দেবে,
দেবে কত দেবে ধিৎকারী †।
ছিলাম সকলের অগ্রগণ্য,
মানুষের কাছে হ'লাম অগণ্য,
হলো জঘন্য লঙ্কার অধিকারী ॥ ১৩

* * *

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

আর বিফল জনম ধারণ।
সকলি হলো অকারণ,
শূন্য হলো স্বর্ণলঙ্কাধাম—
কি করিলাম,মানুষ-রামের সীতা করে হরণ।
কে ছিল মম সম রে!
ধরায় শর ধরে মম সমরে,
বাঁধিলাম পুরন্দর-যমেরে,
হৃদয় বিদীর্ণ হয় হলে স্মরণ ॥ (খ)

* * *

রাবণমন্ত্রী সারণের মন্ত্রণা।

কেঁদে রাবণ বলে, কি করি মন্ত্রি!
শুনিয়ে কহিছেন মন্ত্রী,
ধৈর্য্য হও, কি হবে কান্দিলে?
ক'রো না মনে উদ্বিগ্ন, ঘটে তাতে বহু বিঘ্ন,
বিঘ্নহারীর পিতা লিখেছেন মূলে ॥ ১৪
উদ্বিগ্ন থাকিলে পরে, পায় না ত্রাণ ইহ পরে,
দেহ পরে ব্যাধি জন্মায় যত।

* গুরুর মান্য—গুরুর মত মান্য।
† ধিৎকারী—ধিক্কার।

যে রাজার উদ্বিগ্ন চিত্ত, থাকে না তার রাজত্ব,
উদ্বিগ্নে সকলি হয় হত ॥ ১৫
সকলে কর স্থির যুক্ত, যেটা হবে উপযুক্ত,
কি প্রযুক্ত এত উচাটন ?
সর্ব্বকাল ধাতার লিখন, সময় হবে যার যখন,
কার সাধ্য রাখে তখন ? পারেন না পঞ্চানন ॥
তার আর মিছে অনুশোচন,
শুন হে বিংশতিলোচন !
আমার বচন ধর এইবার।
যেতে হবে না সমরে,
যে কোন হেতুতে রিপু মরে,
যুক্তি স্থির করুন দেখি তার ॥ ১৭
শুনে রাবণ বলে না করলে রণ,
কেমনে হবে রামের মরণ,
হেসে বলে শুক-সারণ, কি তব অসাধ্য ?
কোন তুচ্ছ শক্র রাম ? হাসি পায় রাম রাম !
ত্রিসংসারে সকলি যার বাধ্য ॥ ১৮
শুন হে লঙ্কার রায় ! বিশ্বকর্ম্মায় ডাক ত্বরায়,
সীতার মূর্ত্তি ক'রে দিক্ নির্ম্মাণ।
শুনে হবে মনঃপূত, করিয়ে তায় মন্ত্রপূত,
অবশ্য পাইবে জীবন-দান ॥ ১৯
দাও, রামের পরিচয় শিখাইয়ে,
ইন্দ্রজিত যান ল'য়ে,
রামের সম্মুখে গিয়ে, কাটিবেন সীতার মাথা।
হবে মহারাজ ! দুঃখ-বিরাম,
সীতা-শোকে মরিবে লক্ষ্মণ-রাম,
বানরগণ পলাবে যথা তথা ॥ ২০

* * *

মূলতান—কাওয়ালী।

আর কি ভয় করিতে রিপু-জয় ?
ব'সে ব'সে লাভ কর বিজয়।
হয় ফণীন্দ্র-মুনীন্দ্র ইন্দ্র রণে পরাজয়,—
কি করিবে ভণ্ড, রণে শাসিব ব্রহ্মাণ্ড,
যদি সাধ পূরণ করেন আজ মৃত্যুঞ্জয় ॥
পার রণে প্রবেশিতে, ল'য়ে মায়াসীতে,
তায় পার নাশিতে অসিতে,
সমরে পড়িলে সীতে,
রণে যার জীবন নাশিতে,
অবশ্য ত্রাসেতে সীতে লইবে আশ্রয় ॥(গ)

* * *

মায়াসীতা নির্ম্মাণ করিতে বিশ্বকর্ম্মাকে রাবণের আদেশ।

শুনে রাবণ বলে, শুক-সারণ !
এ যুক্তি নয় সাধারণ,
এইবার রামের মরণ, হইবে নিশ্চয় !
মনে হয় পুলকিতে, বিশ্বকর্ম্মায় ডাকিতে,
লঙ্কাপতি দূত প্রতি কয় ॥ ২১
দূত গিয়ে বিশ্বকর্ম্মায়, বলে লঙ্কেশ্বর তোমায়,
ডাকিতে পাঠালেন আমায়, চল সত্বরেতে।
তখন শুনি বিশ্বকর্ম্মা চলে,যুগ্ম করে বসন গলে,
উপনীত রাবণ-অগ্রেতে ॥ ২২
ভয়ে শুকায়েছে কায়, কয় না কথা শঙ্কায়,
মৃত্যুকায় অপেক্ষায় বেশী।
মনে ভাবে কত কি,কি জানি,এখন বলে কি ?
কালস্বরূপ আছে বেটা বসি ॥ ২৩
জানি বেটা করেছে রব,কার মুখে নাহিক রব,
কি গৌরব রব, ক'বে দিয়েছেন বিধি।
ত্রিলোক ক'রেছে শূন্য, কবে যাবে উচ্ছন্ন,
সত্বরেতে লঙ্কা শূন্য, রাম করেন যদি ॥ ২৪
এইরূপ ভাবে বিশ্বকর্ম্মা,
দেখে মন্ত্রী বলে,—বিশ্বকর্ম্মা,
এসেছে,—মহারাজ ! আজ্ঞা যা হয় কর।
শুনে রাবণ বলে বিশ্বকর্ম্মায়,
যে জন্যে ডেকেছি তোমায়,
হও তৎপর, বিলম্ব না কর ॥ ২৫
যেরূপ আকার রামের সীতে,
সেইরূপ নির্ম্মাণ সীতে,
মূর্তি প্রকাশিতে হবে তোমারে।
শুনে বিশ্বকর্ম্মা কয়, লঙ্কাপতি !
যা করিবেন অনুমতি,
অবিলম্বে দিব তাই ক'রে ॥ ২৬
কি ফল আছে মায়াসীতে,
বিরাজমান ত আছেন সীতে,
কি দিবা-নিশিতে, অশোকের কাননে।

কি হেতু হে মহারাজ !
থাকৃতে আসল, নকলে কি কাজ ?
ভাব কিছু বুঝিতে নারি মনে ॥ ২৭
শুনে রাবণ বলে, মায়াসীতে,
সমরে হবে বিনাশিতে,
অসিতে হবে তারে কাটিতে।
ঐ সীতায় মোর জন্মেছে মায়া,
তাইতে প্রকাশ করিব মায়া,
কেমনে পারি ও সীতে নাশিতে ? ২৮
এখন বল্‌লে আমার প্রিয়জন,
নাই সমরে প্রয়োজন,
রামলক্ষ্মণ ভণ্ড দুজন, আশু ম'রে যায়।
সমরে, ডাকৃবে রামকে মায়াসীতে,
রামের সম্মুখে অসিতে,
নাশিতে হইবে গিয়ে তায় ॥ ২৯
মরবে বেটা তত্‌ক্ষণ, রামের শোকে লক্ষ্মণ,
ত্যজিবে জীবন, কপিগণে।
পলাবে সাগর-পারে,তারা কি করিতে পারে ?
সিংহাসন উপরে, বসিব সীতার সনে ॥ ৩০
হবে মনের দুঃখ দূরীকরণ,লঙ্কা শূন্য যে কারণ,
হয় যদি প্রতিজ্ঞা পূরণ, শোক কিছু করিনে।
দেখ্‌ছি শুন্‌ছি সর্ব্বকাল,
থাকে না, হলে পূর্ণ কাল,
কালাকাল মানে না ত কালে ॥৩১

* * *

পরজ—একতালা।

কাল পূর্ণ হ'লে পরে !
নিয়ম আছে পূর্ব্বাপরে ॥
ভারতে প্রকাশ ভারতে,—
শুনি সকল শাস্ত্রেতে,
কিছু নাই কালাকাল অগ্র পরে ॥
যত পাতকীরে এই মহীতে,
মায়ায় কেবল হয় মোহিতে,—
অজ্ঞান চিত্ত রয় ভ্রমিতে,
দুঃখ পায় সে ইহ-পরে ॥ (ঘ)

* * *

রাবণের আত্মতত্ত্ব-চিন্তা।

পুনরায় বিশ্বকর্ম্মায় রাবণ কহিছে।

কারো মৃত্যু হ'লে পরে,
তাঁর উপর শোক করা মিছে ॥৩২
পিতা সত্ত্বে পুত্র মরে, বলে অকাল-মরণ।
কাল পূর্ণ হ'লে ধরায় কেহ নাহি রন ॥৩৩
যার যেটা নিয়মকাল সে পর্য্যন্ত রয়।
অকালে শুনেছ কোথা কালপ্রাপ্ত হয় ?৩৪
জন্মিলে মরণ হয়, আছে সর্ব্ব কাল।
কালের কাল হয় তার, হ'লে পূর্ণকাল ॥৩৫
যক্ষ রক্ষ নাগ অসুর জন্ম লয়েছে যারা
স্থাবর জঙ্গম পশু পক্ষী রবে না কেউ তারা ॥৩৬
গন্ধর্ব্ব কিন্নর নর রত্নাকর প্রভৃতি।
ভূচর খেচর চরাচর আদি রবে না বসুমতী॥৩৭
যাদের অমর বলে সকলে,
কিন্তু তারাও অমর নয়।
সৃষ্টিকর্ত্তা করেন্ কোথা, হলে তাঁর সময় ॥৩৮
পঞ্চম পাতকী যারা তারাই শোক করে।
শোক প্রবেশ করিতে নারে
কখন, পুণ্যবান্ শরীরে ॥ ৩৯
শোকার্ণবে মগ্ন হয়ে কি নরকে মজিব ?
চিত্ত প্রফুল্লিতে রব যত দিন রব ॥ ৪০
কেহ সার ভাবে সংসার কিন্তু সকলি অসার।
দারা পুত্র পৌত্র-আদি কেহ নয় কার ॥ ৪১
বাজিকরের ভেল্কি যেমন দেখ হে সকলে !
কোথা থাকেন ভাই বন্ধু দুনয়ন মুদিলে ॥ ৪২
আমার গৃহ, আমার ধন, সকলি আমার কয় !
কিন্তু আমার কে, আমি কার,
কবে না নির্ণয় ॥ ৪৩
কেবল ভ্রমেতে ভ্রমণ করে আসি সংসারক্ষেত্রে
অসার বস্তু সার ভাবে,
সারকে দেখে না নেত্রে ॥ ৪৪
সংসারে আসা, সকলের আশা,
ধন জন পরিবার।
যায় না ভ্রম, মিছে পরিশ্রম,
করিছে বার বার ॥ ৪৫
মায়ার ফাঁদে, পড়িয়ে কাঁদে, জ্ঞানশূন্য হ'য়ে।

কিন্তু অনিত্য দেহ, দেখেনা কেহ,
তিলার্দ্ধ ভাবিয়ে ॥ ৪৬
কিসের রোদন, কিসের বেদন,
কি জন্যে লোক ভাবে
কেমন অভাব, কেমন ভাব,
ঠিক হয় না ভেবে ॥ ৪৭
জন্মিলেই মৃত্যু হয়, শুনেছি বেদ-পুরাণে!
যাতে জন্ম নিতে না হয়,
জীব, তার চিন্তে করে না কে'নে?

* * *

সুরট-জয়জয়ন্তী—কাওয়ালী।

যাতে জন্ম নিতে না হয় আর জন্মভূমে।
হ'য়ে ধৈর্য্য, কর সৎকার্য্য,
ত্যজ অসার সংসার-আশা,
ভুল না আর মায়ার ভ্রমে ॥
কেহ ভাবে না ক এক দিন,
দিন গেল, ফুরাল দিন,
সে দিন ত রবে না কোন ক্রমে;—
জঠর কঠোর দায়, সে যন্ত্রণা যাতে যায়,
আসিতে না হয় ফিরে আশ্রমে;—
যা হ'লো এবার, না হয় পুনর্ব্বার,
আসা যাওয়া বার বার,
গেল অমূলক পরিশ্রমে ॥ (৬)

* * *

রাবণের পূর্ব্বজন্ম-বিবরণ-স্মরণ।

আবার রাবণ বলে, হে বিশ্বকর্ম্মা!
তুমিত বটে বিশ্বকর্ম্মা,
দেবের মধ্যে গণ্য এক জন।
সকলি ত জান তুমি, স্বর্গ্য মর্ত্ত্য পাতাল ভূমি,
আছে চতুর্দ্দশ ভুবনে যত জন ॥ ৪৯
আমি কি বুঝিনে সূক্ষ্ম?
যত মূর্খ বেটারা আমায় মূর্খ,
—জ্ঞান করে, একি দুঃখ, হাসি পায় শুনে।
ক'র দেব-পক্ষে সদা দ্বেষ,
[illegible]নে সব উদ্দেশ,
বুঝায় কত [illegible] ॥ ৫০

সৌজন্য শিখাতে মোরে, এসে যত পামরে,
অমরে দুঃখ দিই ব'লে!
আমার যেটা মনের ভাব, কে কবিবে অনুভব;
এ ভাব বুঝিতে পারে কি সকলে? ৫১
হেসে অবাক্ তাদের শুনে বাণী;
যেমন বাণীকে * এসে শিখাইতে বাণী,
পতিভক্তি ভবানীকে শিখাতে যেমন যায়!
এসে যত বেটা মূর্খের হাট,
দিতে বৃহস্পতিকে ব্যাকরণের পাঠ!
ধৈর্য্য ধরা শিখায় ধরায়! † ৫২
নারদকে দেয় হরিভক্তির দীক্ষে!
মহাযোগীকে যোগ-শিক্ষে!
উর্ব্বশী-মেনকাকে নৃত্য শিখাতে চায়।
দে'খে শুনে মরি দুঃখে,
ধন্বন্তরিকে নাড়ী-পরীক্ষে!
কর্ণকে দেয় দানের দীক্ষে!
শুনে হাসি পায় ॥ ৫৩
এসে ধর্ম্মাচার প্রকাশিতে,
বলে দিতে রামকে সীতে,
কেবা রাম কেবা সীতে, আমি যেন জানিনে।
ছিলাম আমরা বৈকুণ্ঠের দ্বারে,
জয় বিজয় দুই সহোদরে,
বলিতে হৃদয় বিদরে, ধরায় যে কারণে ॥ ৫৪
দেখিবারে চিন্তামণি, দৈবযোগে দুর্ব্বাসা মুনি,
উপনীত হন অমনি, বৈকুণ্ঠের দ্বারে।
দোষ কি দিব বিধাতায়?
আমরা দ্বার ছেড়ে দিলাম না তায়,
মুনি মোদের অভিশাপ করে ॥ ৫৫
তোদের বৈকুণ্ঠে থাকা নয় যুক্ত,
ধরায় করা বাস উপযুক্ত,
আসা, অবনীতে সেই প্রযুক্ত, তুচ্ছ অপরাধে।
হ'লো পাপে পূর্ণ কলেবর,
তাই ব্রহ্মার কাছে মাগি বর,
ঐ ব্রহ্ম পীতাম্বর, দেখ্‌তো আমাদের
সেধে ॥ ৫৬

---

* বাণীকে—সরস্বতীকে।
† ধরায়—পৃথিবীকে।

অন্য কি ছার,—শূলপাণি,দর্শনার্থে চক্রপাণি,*
যুগ্মপাণি করতেন আমাদের কাছে!
আমরা কি দেবতায় মানি?
ছিলাম কত হ'য়ে মানী,
তাইতে হ'য়ে অপমানী,ভূতলে থাকা মিছে!
তাই দাসের ঘুচাতে দুর্গতি,
রাম-রূপে অগতির গতি,
করেছেন লঙ্কায় গতি, পশুপতি-আরাধ্য।
যারে, পায় না যুগে যুগে আরাধিয়ে,
রেখেছি সেই লক্ষ্মী বাঁধিয়ে,
দেখেন, ভক্তি-ভাব যার হৃদয়ে,
হরি হন তার বাধ্য॥ ৫৮

* * *

ভৈরবী—একতালা।

নিলে তারকব্রহ্ম রামের নাম।
যায় ভবভয় দূরে, শমন পলায় ডরে,
জঠর-যন্ত্রণা হয় না বারে বারে,
গোষ্পদ জ্ঞান হয় জলধিরে,
অন্তে পায় মোক্ষধাম॥
মম তুল্য কে ধরায় ভাগ্যবন্ত,
অশোকবনে লক্ষ্মী আর লক্ষ্মীকান্ত,
হয়ে ভ্রান্ত যার পদ ভাবেন উমাকান্ত,
শ্মশান-বাসে অবিশ্রাম॥ (চ)

* * *

রাবণ কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের স্তব

আমার, ভাগ্যফলে এসেছেন রাম,
কি কব দুঃখ রাম রাম!
ভ্রান্তগণে বলে আমাকে ভ্রান্ত।
মম তুল্য কে আছে ভক্ত?
ধরাতলে রামের ভক্ত,
ভক্তবিটলেরা বুঝেনা ত অন্ত॥ ৫৯
ও'র নাই, ভক্তের কাছে আসিতে বাধা,
ভক্তের কাছে চিরকাল বাঁধা,
তার সাক্ষী দেখ না বাঁধা,
বলির কাছে পাতালে।
দেখ, ভক্ত প্রহ্লাদে করেন রক্ষে,
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে,
তাই ভক্তাধীন নাম ব্যাখ্যে,
আছে ধরাতলে॥ ৬০
দেখ অস্পর্শীয় কদাচারী,
হিংস্রক পাপী মাংসাহারী,
মিতা ব'লে তাহারি গৃহে যান ভক্ত ভেবে।
দেখ হিংস্রক কত বনপশু,
সেই বনে পঞ্চবর্ষীয় শিশু,
তারে রক্ষে করেন অমূল্য বস্তু,*
ভক্ত ভেবে ধ্রুবে॥

* * *

অতএব দেখ, রামের গুণের তুল্য গুণ
জগতে কার আছে?—

যেমন কমল-তুল্য ফুল নাই, পূর্ণিমা-তুল্য নিশি
শিবের তুল্য দেবতা নাই,
দেবর্ষি তুল্য ঋষি
ভীষ্ম-তুল্য যোদ্ধা নাই, কৌরব-তুল্য মানী
সূর্য্য-তুল্য বীর্য্য নাই,বলির তুল্য দানী
প্রহ্লাদ-তুল্য বৈষ্ণব নাই, শুকের তুল্য মুনি
গরুড়-তুল্য পক্ষী নাই, অনন্ত-তুল্য ফণী ৬১
গঙ্গার তুল্য জল নাই, অঙ্গার-তুল্য মসী।
ব্রাহ্মণ-তুল্য জাতি নাই, বাসের তুল্য কাশী
তুলসী-তুল্য বৃক্ষ নাই, কোকিল-তুল্য রব।
সতী-তুল্য সতী নাই, ভব-তুল্য ধব॥ ৬২
বটের তুল্য ছায়া নাই, শঠের তুল্য কুজন
কার্ত্তিক-তুল্য কায়া নাই, মনের তুল্য গমন॥৬৩
চক্ষুর তুল্য রত্ন নাই, ভিক্ষের তুল্য দুখ।
অপহরণ-তুল্য পাপ নাই, ধর্ম্ম-তুল্য সুখ॥ ৬৪
আশ্বিনের তুল্য পূজা নাই, ধ্রুব-তুল্য শিশু।
ভগীরথ-তুল্য পুত্র নাই, সিংহ-তুল্য পশু॥ ৬৯
স্বর্ণ-তুল্য ধাতু নাই, কর্ণ-তুল্য দাতা।
তেমনি রামের তুল্য গুণ কার,
জগতে আছে কোথা? ৭০

* * *

* দর্শনার্থে চক্রপাণি—বিষ্ণুকে দেখিবার জন্য।

* অমূল্য বস্তু—অমূল্য ধন।

রাবণের মোহ।

বলিতে বলিতে রাবণ অমনি যায় ভুলে
যেমন মাদক দ্রব্য পান করিলে,
কত কয় বিহ্বলে। ৭১
বলে, কি কর হে বিশ্বকর্ম্মা!
তোমায়, কি কহিলাম আমি।
অবিলম্বে মায়াসীতে নির্ম্মাণ কর তুমি॥ ৭২
এবার দেখি কোন্ বেটা বাপে জটাধারী বামে
কেটে মায়াসীতে, লয়ে সীতে বসাইব বামে॥
ভণ্ড বেটার কাণ্ড দে'খে ব্রহ্মাণ্ড যায় জ্ব'লে।
আর কেন করে সীতার মায়া,
যাক্ না দেশে চ'লে॥৭৪
মানুষ বেটার মানস আবার, উদ্ধারিবেন সীতে
এসে, বনের কটা বানর লয়ে,লঙ্কা প্রবেশিতে॥
বিরক্ত হইয়ে রাবণ আরক্ত-লোচনে।
বিশ্বকর্ম্মায় বলে, শীঘ্র যা অশোক-কাননে॥৭৬
ওরে বেটা বিশ্বকর্ম্মা!
তোরে কে বলে বিশ্বকর্ম্মা!
কাজের ব্যবহারে জানলাম তুই রজকের
বিশ্বকর্ম্মা॥ ৭৭
শুনে ভয়ে বিশ্বকর্ম্মা, চলে দূত সঙ্গে ল'য়ে।
সীতার গুণ বর্ণন করে আনন্দ হৃদয়ে॥ ৭৮

* * *

ললিত-ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

কমল-চরণ দেহি কমলা!
বাঞ্ছা আছে দরশনে।
কৃপণতা ক'রো না মা! এ অকৃতি সন্তানে॥
ঐ পদাশ্রিত দাস তোমারি,
শুন গো মা ধরা-কুমারি!
পদে পদে দোষ আমারি,
তোষ যদি মা নিজ গুণে॥
এ মা! সুরশঙ্কা বিনাশিতে,
রাবণ-কুল নাশিতে,
ভূ-সুতা হইয়ে সীতে, এলে লঙ্কা ভুবনে,—
কভু সীতে কভু অসিতে, কভু অন্নদা কাশীতে,
এবে, হবে মহিমা প্রকাশিতে,
যদি, তার দাশরথি দীনে॥ (ছ)

বিশ্বকর্ম্মার মায়া-সীতা নির্ম্মাণ।

তখন, বলে ওরে শুন শুন, ত্বরায় কর গমন,
বৃথা ভ্রমণ ক'রো না মিছে কাজে।
সফল হবে জীবন,—দেখি গিয়ে ভুবন-জীবন,
কান্তা আছেন অশোক-বন মাঝে॥ ৭৯
নৈলে ভবে কিসে তরি,
বিনা মা জানকীর চরণ-তরী,
আসি, অবতার হয়েছেন লঙ্কায়।
তাঁর, পদে উত্তীর্ণ চারি ফল,
হেরে জনম করি সফল,
ত্যজ অন্বেষণ বিফল,
এমন ফল পাবে কোথায়? ৮০
গিয়ে দেখে ত্রিজগতের মাঝে,
পতিত অশোক-বনের মাঝে,
হৃদয়মাঝে হইল বেদন।
বলে, কবে হবে দুঃখ-নিবারণ?
রাবণ বেটার দেখব মরণ।
মায়ের দুঃখ দূরীকরণ, করবেন নীলবরণ? ৮১
ব'লে, প্রণাম করি জগৎ-মাতায়,
যায় দরশন করিয়ে সীতায়,
যথায় সিংহাসনে ব'সে রাবণ।
অমনি দে'খে দশানন, উগ্র করি দশানন,
বলে, পাঠালাম তার বিলম্ব কি কারণ? ৮২
পেয়ে রাবণের অনুমতি,
নির্ম্মাণ করি সীতা-মূর্ত্তি,
বিশ্বকর্ম্মা লঙ্কাপতিকে দেয়!
দৃষ্ট করি মায়াসীতে, হ'য়ে রাবণ হর্ষিতে,
বলে, হয়েছে অভেদ সীতে,
সেই সীতা আর এই সীতায়॥ ৮৩
দে'খে, হ'লো রাবণের মনঃপুত,
করে অমনি মন্ত্রপূত,
মায়া-সীতা জীবন প্রাপ্ত হ'লো।
শ্রীরামের সব পরিচয়, মায়া সীতাকে সমুদয়,
হেসে হেসে রাবণ শিখাইয়ে দিল॥ ৮৪

* * *

যুদ্ধস্থলে ইন্দ্রজিৎ মায়াসীতা কাটিতে উদ্যত ও মায়াসীতার কাতরতা।

তখন ডেকে বলে ইন্দ্রজিতে,
এসেছিলে ইন্দ্রে জিতে,
আজ এস গে রামকে জিতে,
মায়া-সীতে কেটে।
শুনি, পিতার চরণে প্রণাম করি,
শিবের চরণ স্মরণ করি,
লয়ে, মায়াসীতে ত্বরা করি,
ইন্দ্রজিৎ রথে উঠে॥ ৮৫
অতিশয় আনন্দ হৃদয়,
বলে, আজ বিধি হলেন সদয়,
আর নিদয় রবেন কত কাল!
দূর হবে লঙ্কার পাপ, ঘুচিবে পিতার মনস্তাপ,
এখন, সুখে সীতায় ল'য়ে কাটান বাল॥৮৬
এইরূপ মনে হ'য়ে উল্লসিতে,
রণে, প্রবেশ হয় ল'য়ে মায়াসীতে,
উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিছে সীতে,
'কোথা রাম'!, ব'লে।
অমনি দূরে ছিল হনুমান,
সীতায় দেখে অনুমান,
করে ইন্দ্রজিত-বিদ্যমান,
বলে ভাসি নয়নজলে॥ ৮৭
তুই কেনে রণে এনেছিস্ সীতে?
ইন্দ্রজিৎ বলে,—হবে নাশিতে,
এই সীতের জন্যে লঙ্কা যায়!
করলে, সর্ব্বনাশী সর্ব্বনাশ,
রাক্ষস-কুল সব হ'লো নাশ,
এর জীবন করলে নাশ, রামকে করি জয়॥ ৮৮
শুনি হনূব নয়ন-যুগলে অবিশ্রাম বারি গলে,
করযুগলে কয় রামেরে গিয়ে।
দেখে রাবণপুত্র মেঘনাদ, করে বীর বীর-নাদ,
রণমধ্যে রাম যথা বসিয়ে॥ ৮৯
ইন্দ্রজিত ভাবিয়ে আশু-যান,
আশু যাতে রাম দেখ্‌তে পান,
দক্ষিণ করে ক'রে কৃপাণ,
ধ'রে, বাম করে সীতার কেশ।
কত দুর্ব্বাক্য কহিয়ে সীতে,
কাটিতে যায় মায়াসীতে,
ত্রাসিতে হ'য়ে সীতে,
বলে, রাখ হে হৃষীকেশ। ৯০

* * *

অহং সিন্ধু—একতালা।

প্রাণ যায় রঘুনাথ! অনাথের নাথ রাখ নাথ।
এ পাপ-নিশাচরের করে।
দাসীর, কেহ নাই ত্রৈলোক্যে, হের পদ্মচক্ষে,
এ জন্মের মতন চক্ষে নিরীক্ষণ ক'রে॥
মধুসূদন! নির্ব্বেদন করলে কই,
কে আছে সুহৃদ, কারে দুঃখ কই!
বাদ সাধিলেন কেবল বিমাতা কৈকই,
(কৈ কথা কই হে)
একবার দরশন দেও হৃৎপদ্মোপরে॥ (জ)

* * *

মায়াসীতা-বধ ও মায়াসীতার কাটা-মুণ্ডে রাম নাম উচ্চারণ এবং শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ প্রভৃতির বিলাপ ও বিভীষণের সান্ত্বনা।

আবার, কেঁদে বলে মায়াসীতে,
হ'বে রাম তোমার সীতে,
আসতে নাশতে চায় রাক্ষসে!
রাখ আমায় রঘুবর!
কোথা প্রাণের লক্ষ্মণ দেবর!
জীবন রক্ষে কর আমায় এসে॥ ৯১
আমি জানিনে রাম! তোমা ভিন্ন,
নিজ দাসীরে বিভিন্ন,
কেন ভাব ভিন্ন ভিন্ন দেখি।
শুন হে ভুবনজনক জনক!
কোথা রইলেন পিতা জনক,
এ বড় দুঃখজনক, হ'লো হে কমল-আঁখি!৯২
কত মোরে করেন মমতা,
সুমিত্রে কৌশল্যা মাতা!
রৈলে কোথা ভরত শত্রুঘ্ন?

প্রজ্বলিত হয় মনের অগ্নি,
কোথা উর্ম্মিলা নাম ভগ্নী,
সেই দেখা হয়েছে ভগ্নি!
এ জন্মের মতন ॥ ৯৩
কত এইরূপ কাঁদে মায়াসীতে,
ইন্দ্রজিৎ অসিতে,
কাটিতে সীতের পড়ে মাথা!
মায়াসীতার কাটা মুণ্ড বলে রাম,
কোথা রাম! রাখ রাম!
একবার দেখা দেও হে রাম!
রৈলে এখন কোথা? ৯৪
অমনি দে'খে, রাম চিন্তামণি,
ধরায় পতিত হন অমনি,
লক্ষ্মণ গুণমণি হলেন অচেতন।
কাঁদিছে যত কপিগণে, শব্দ উঠিল গগনে,
দে'খে প্রমাদ গণে,—বিভীষণ তখন ॥৯৫
বলে,—একি হরি! হলে হে ভ্রান্ত,
ভ্রান্তিমোচন! কেন হে ভ্রান্ত,
হও হে ক্ষান্ত, লক্ষ্মীকান্ত! তুমি।
রাক্ষসের মায়ায় ভু'লে, গেলে রাম স্থলে ভুলে,
তোমার মায়ায় জগৎ ভুলে,
আছে হে ভবস্বামী ॥ ৯৬
ব্রহ্মা মোহ তোমার মায়ায়,
তুমি নিশাচরের মায়ায়,
ভুলে রাম! পড়িলে ধরাতলে।
কার সাধ্য বিনাশিতে,
পারে জনকসুতা সীতে,
অশোক-বনে আছেন সীতে,
চল দেখে আসি সকলে। ৯৭
বহে নয়নে বারি অবিরাম,
কাঁদিয়ে কহেন রাম,—
বন্ধু! আমার দুঃখ-বিরাম, করিবার জন্যে।
আর কি আমি পাব সীতে!
চক্ষে দেখিলাম অসিতে,
নাশিতে পড়িল জনক-কন্যে ॥ ৯৮

* * *

হনুমানের অশোক বন-গমন ও সীতা-দর্শন, শ্রীরামের নিকট প্রত্যাগমন এবং সীতার সংবাদ দান।

শুনে, বিভীষণ বলে হনুমান্!
যাহক্ কর অনুমান,
বর্ত্তমান দেখ গিয়ে সীতে।
আছেন অশোকের বনে,
সংবাদ ল'য়ে ভুবন-জীবনে,
দিয়ে আশু রাখ উল্লাসেতে ॥ ৯৯
অমনি প্রণাম করি রামের পায়,
উপায়ের উপায়ের উপায়—*
করিতে গমন করে বীর।
গিয়ে রুদ্র ক্ষুদ্র-বেশে,
দেখে ধরাসুতা ধরায় ব'সে,
সত্বরে উত্তরে এসে, বলে, শুন রঘুবীর! ১০০

* * *

ললিত—ঝাঁপতাল।

কেন ভ্রান্ত হে কমলাকান্ত!
অন্ত না বুঝে অন্তরে।
শান্ত হও কৃতান্ত-অরি!
দে'খে, এলাম তব কান্তারে ॥
হলে রাক্ষসের মায়ায় ভ্রাসিতে,
এলে জগতে লীলা প্রকাশিতে,
কে পারে সীতে নাশিতে, রাবণান্তকারিণীরে।
পড়ি, চেড়ীবেষ্টিত ক্ষিতিতে,
ধারা যুগল আঁখিতে,
মায়ের দুঃখ দেখি আঁখিতে,
দুঃখ পেলাম হে অন্তরে ॥
কেঁদে দাশরথি কয় দাশরথি!
এ তব কোন্ ভার অতি?
কত সবে ভুভার অতি,
আশু রাবণে পাঠাও কৃতান্তপুরে ॥ (ঝ)

মায়াসীতা বধ সমাপ্ত।

---

* উপায়ের উপায়ের উপায়—উপায়ের উপায় ভগবান্;—তাঁহার এই বিপদে উপায়।

লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

ইন্দ্রজিতের পতনে দেবগণের আনন্দ ও রাবণের শোক।

লক্ষ্মণের সমরে, ইন্দ্রজিৎ প্রাণে মরে,
সুখে পূর্ণিত অমরে, দেখিয়ে বিমানে।
করে, জয়ধ্বনি সুরপুরে, লক্ষ্মণের শিরোপরে,
পুষ্পবৃষ্টি করেন সুরগণে॥ ১
বলেন, সাধু সাধু হে লক্ষ্মণ!
এত দিনে সুলক্ষণ,—
দেবের হইল, জ্ঞান হয়।
দেখিলাম পৃথিবীর, মধ্যে তব তুল্য বীর,
আর নাই, কহিলাম নিশ্চয়॥ ২
তোমরা সূর্য্যবংশতিলক, রক্ষা কর ত্রিলোক,
গোলোকের ধন ভূলোকে অবতীর্ণ।
সামান্য নন তব জ্যেষ্ঠ, পূজেন সদা সুরজ্যেষ্ঠ,
দেব-শ্রেষ্ঠ স্বয়ং ব্রহ্ম পূর্ণ॥ ৩
কে বুঝে তোমার অন্ত, তুমি সাক্ষাৎ অনন্ত,
স্বয়ং লক্ষ্মী জগৎ-মাতা সীতা।
রাবণ তাঁর গণ্য নয়, কর্‌তে পারেন সৃষ্টি লয়,
তিনি, কভু সীতা কখন অসিতা॥ ৪
আর, স্বয়ং রুদ্র অবতার,
ভৃত্য রাম জগৎপিতার,
পলকে ত্রিলোক নাশিতে পারে।
এই ভিক্ষা মাগে দেবে,
দেবের ধন দেবে দেবে,
কবে ব'ধে দুষ্ট নিশাচরে॥ ৫
শুনি ঈষৎ হাসি লক্ষ্মণ, সঙ্গে মিতা বিভীষণ,
আর পরম ভক্ত বীর মারুতি।
জয়ী হ'য়ে সমরে, ভেটিবারে শ্রীরামেরে,
চলেন আনন্দভরে অতি॥ ৬
হেথা কটক-মধ্যে নবঘন,
থাকি দেখছেন ঘন ঘন,
হেনকালে লক্ষ্মণেরে হেরি!
ঘন ঘন জল আঁখিতে, লক্ষ্মণেরে কোলে নিতে
যান রাম দু বাহু পসারি॥ ৭
ক'রে লক্ষ্মণে কোলে জগৎপিতে,
জয়ধ্বনি করে কপিতে,
হেথায়, রণবার্ত্তা দিতে ভগ্নদূত চলে।
প্রবেশিয়ে লঙ্কায়, গিয়ে অতি শঙ্কায়,
রাবণ-অগ্রে রোদন করি বলে॥ ৮
শুন মহারাজ! নিবেদন,
কহিতে হয় হৃদে বেদন,
ইন্দ্রজিৎ পড়িল সমরে।
এই কথা শুনিবা মাত্র, বারিপূর্ণ কুড়ি নেত্র,
বক্ষে কুড়ি করাঘাত করে॥ ৯
ছিল রাবণ সিংহাসনে, দশ শির ধরাসনে,
লোটায় মূর্চ্ছিত দশানন।
চেতন পাইয়ে পরে, কাঁদে রাবণ উচ্চৈস্বরে,
কোথা, আয় রে প্রাণের মেঘনাদ!
তোর হেরি চন্দ্রানন॥ ১০

* * *

আলিয়া—একতালা।

কোথায় গেলি রে ইন্দ্রজিতে!
আমার এ সকল ঐশ্বর্য্য, হ'ল রে অসহ্য,
না হেরিয়ে তোমার সে রূপ-মাধুর্য্য,
তব বীর্য্য-ভয়ে কাঁপে চন্দ্র সূর্য্য,
ইন্দ্রে বেঁধেছিলি ইন্দ্র জিতে॥
তোমার বাহু-বলে নাশিলাম সব,
শাসিলাম রিপু যত, কত কব!
এ সব বৈভব, তোমা হ'তে সব,
আজ মরে প্রাণে তোর পিতে!
গেলি পুত্র! এখন শোকে আমি মরি,
শূন্য হ'লো আমার স্বর্ণ লঙ্কাপুরী,
বনচারী জটাধারি-নারী
*চুরি ক'রে এনে কাল্‌-সীতে! (ক)

* * *

শুক-সারণের মন্ত্রণা ও রাবণের সমর-সজ্জা।

কুড়ি নেত্র ভাসে জলে, পুত্রশোকে হৃদয় জ্বলে,
হ'লো রাবণ উন্মাদের প্রায়।
করিতে শোক সম্বরণ, পাত্র মিত্র শুক সারণ,
মন্ত্রী তখন রাবণে বুঝায়॥ ১১

বলে ক্ষান্ত হও লঙ্কাপতি!
তোমাতে সকল উৎপত্তি,
চিন্তা কিসের আপনি বর্ত্তমানে।
ভণ্ড লক্ষ্মণ-রামেরে, এখনি সমরে মে'রে,
রণজয় করিবেন চল রণে॥ ১২
সারথি সাজাক্ রথ, হবে পূর্ণ মনোরথ,
দশরথ-পুত্র দুটা ব'ধে।
কোন কর্ম্ম হবে না আটক,
পালিয়ে যাবে বানর কটক'
কিন্তু, ঘরপোড়াকে আন্‌তে হবে বেঁধে॥ ১৩
সেই বানরটাই কুয়ের মূল,
সমূলে কর্‌লে নির্ম্মূল,
সকল কর্ম্মে আগিয়ে বেটা জুটে।
বেটার কি ভাই লেজ লম্বা,
চেহারাটাও আখাম্বা,
কিন্তু, গুণের-মধ্যে দেখালে রম্ভা,
অমনি সঙ্গে ছোটে॥ ১৪
বেটার দয়া মায়া নাই শরীরে,
গাছ পাথর নে যুদ্ধ করে,
ঐ বেটাই সকল কর্‌লে শূন্য!
তখন, মন্ত্রি-বাক্যে শোক পাসরি,
শঙ্কর-চরণ স্মরি,
বলে রাবণ, সাজ সাজ সৈন্য॥ ১৫
প্রাণের ইন্দ্রজিৎ মরে, স্বয়ং যাব সমরে,
শু'নে শব্দ স্তব্ধ অমরে, কাঁপে বসুন্ধরা।
পুরাতে রাজার মনোরথ, মাণিকজড়িত রথ,
সারথি সাজায়ে যোগায় ত্বরা॥ ১৬
বলে, মারিব লক্ষ্মণ করিলাম কোটি,*
যারে ডরায় তেত্রিশকোটি,
চলে সেনা বিরাশী কোটি, শব্দ ভয়ঙ্কর।
বলে, বধিব নর-বানরের জীবন,
নৈলে ধিক্, রাবণ-জীবন!
মিথ্যা, নাম শঙ্কর-কিঙ্কর॥ ১৭
আমি রাবণ ত্রিভুবন বধি,
এসে লঙ্কায় সেই অবধি,
বেঁচে রয়েছে অদ্যাবধি, এ বড় আশ্চর্য্য!

* কোটি—প্রতিজ্ঞা।

কর্‌লে, বংশ ধ্বংস লণ্ড ভণ্ড,
(সেই) পরমহংস রামা ভণ্ড,
আজি নাশিব ব্রহ্মাণ্ড,আমি হয়েছি অধৈর্য্য॥

* * *

রাবণের রণযাত্রার উদ্যোগ ও মন্দোদরীর নিষেধ।

হেথা অন্তঃপুরে মন্দোদরী,
রাজার প্রধানা সুন্দরী,
পুত্রশোকে ছিলেন অচৈতন্য।
সৈন্যরব বাদ্যধ্বনি, করি শ্রবণে শ্রবণ ধনী,
ধায় আঁখিতে বারি পরিপূর্ণ॥ ১৯
দেখে রণসাজে দশানন, সেনা সাজে অগণন,
শুকায়েছে চন্দ্রানন, বলে ছি ছি কি কর!
ওহে নাথ! করি বারণ, কার সনে করিবে রণ,
ক্ষান্ত হও লঙ্কার ঈশ্বর! ২০

* * *

বিভাস—একতালা।

তাই, করি হে বারণ, করো না আর রণ,
লও শরণ, নীলবরণ-চরণ-পল্লবে।
আর কেন রণসাজে! আর কি রণ সাজে?
কে জিনে ভুবন-মাঝে, সে লক্ষ্মীবল্লভে॥
জাহ্নবীর জল চন্দন-তুলসীতে,
যে চরণ পূজেন হর হরষিতে,
তাঁর, হরণ করে সীতে,
সবংশ নাশিতে আনিলে হে!—
এখন, ফিরে দেও সীতে, সেই রাঘবে॥
মানব-জ্ঞানে অশোক বনে রাখ্‌লে সীতে,
পারেন, পলকে সীতে ব্রহ্মাণ্ড নাশিতে,
তুমি যাও সীতে, অসিতে নাশিতে,
জ্ঞান নাই হে!—
ঐ সীতে কি অসিতে!—
যে যা ভাবে ভবে॥ (খ)

* * *

রাবণের যুদ্ধযাত্রা।

মন্দোদরীর নিষেধ-বাক্যে রাবণের ক্রোধ,—
রাবণের রণ-গমন, যুদ্ধস্থানে প্রথমেই
হনূমানের সহিত রাবণের সাক্ষাৎ-
কার ও তিরস্কার।

শু'নে রাবণ বলে, মন্দোদরি!
তুই, দিতে এলি শিক্ষে।
তুই জানিস্ জানকীকান্তে আমার অপেক্ষে?
বিধির উপর দিস বিধি, মরি ঐ দুঃখে!
শিবকে চাস যোগের
বিষয় দিতে যোগশিক্ষে? ২২
নারদকে দেয় দেখ কৃষ্ণ-ভক্তির দীক্ষে!
বৃহস্পতির বানান ফলার
নিতে চাস পরীক্ষে? ২৩
জয় বিজয় দুই ভাই ঠাকুরের দ্বার করিতাম
রক্ষে।
গোলোক ত্যজে এসেছি
মুনির শাপ উপলক্ষে॥ ২৪
শক্রভাবে তিন জন্মে পাব কমলাক্ষে।
সাত জন্মে পাব চরণ ভজিলে পরে সখ্যে॥২৫
আমাকে বুঝাতে কেবল এসে যত মুর্খে।
সহে না সহে না আমার এত দিন অপেক্ষে॥২৬
বলিতে বলিতে রাবণ ক্রোধে হুতাশন।
রথে আরোহণ হন যথায় আসন॥ ২৭
উষ্মায় করিছে শব্দ দশনে দশন।
বলে, দিয়ে দণ্ড ভণ্ডরে আজ করিব শাসন॥২৮
করে, নর বানরে ব্রহ্মাণ্ডময় মম তদ্রাসন।
দেবের নিকটে হৈল এ বড় ভর্ৎসন॥ ২৯
খেলে যারে খেতে পারি সে হয় ত্রুরশন।
নখে খণ্ড খণ্ড করি পেলে তার দর্শন॥ ৩০
শৃগাল হয়ে বাঞ্ছা করে সিংহের আসন।
সে চায় বিভীষণে দিতে মম সিংহাসন? ৩১
তখন সসৈন্যে যায় রাবণ সিংহনাদ ক'রে।
সারথি চালায় রথ পশ্চিম দুয়ারে॥ ৩২
সম্মুখে দেখিতে পেয়ে পবননন্দনে।
বলে, কোথা লুকায়ে রেখেছিস্ বেটা!
সেই, ভণ্ড রাম-লক্ষ্মণে? ৩৩
আজি বিভীষণের সহিত পাঠাব যমালয়।
আজিকার রণে সৃষ্টিস্থিতি করিব প্রলয়॥ ৩৪

* * * *

হনূমানের উত্তর।

শুনি হাসি হাসি অমনি কহিছে হনূমান্।
যাবি, ইন্দ্রজিতের কাছে বেটা করেছি অনুমান
বেটা! নির্ব্বংশ হলি, তবু শ্রীরামে না চিন্‌লি।
সুধার সাগর ত্যজে বেটা হলাহল গিল্‌লি॥ ৩৬

* * *

সুরট-মল্লার—কাওয়ালী।

ওরে, পাষণ্ড! ভণ্ড বলিস্ রামধনে।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জানি, মার্কণ্ডেয় আদি মুনি,
আছেন, হরের রমণী, চিন্তামণির পদ-ধ্যানে।
ওরে রাম যে অখিলের পতি,
যারে ভজে প্রজাপতি,
সুরধুনী উৎপত্তি ঐ চরণে,—
ভবে, তরিবার তরণী,
জীবের নাই ঐ পদ বিনে।
পাষাণ মানব পদপরশে,
নামে জলে শিলা ভাসে,
কাষ্ঠতরী স্বর্ণ, চরণের গুণে,—
ভাবিস্ ওরে মূঢ়জ্ঞান! ভেবে তাঁরে দৃঢ় জ্ঞান,
ভব, গুণ গান শ্মশান-ভবনে,—
তাঁরে, না ভজিয়ে দাশরথি
রহিল ভব-বন্ধনে॥ (গ)

* * *

রাক্ষসগণের সহিত বানরগণের সাক্ষাৎকার ও বানরগণের পরিচয়।

তখন সসৈন্যে ত্বরান্বিত উপনীত রাবণ।
যেখানে কটক মধ্যে ভুবন-জীবন॥ ৩৭
চতুর্দ্দিক্ বেষ্টিত আছে বানর অগণন।
দে'খে হে'সে হে'সে কহিছে সব নিশাচরগণ॥
ঐ রামের সম্মুখে ব'সে,
দাঁত খিচাচ্ছে ঐ বেটার নাম নল!
সমরেতে ক্ষেপে বেটা, যেন দীপ্তানল॥ ৩৯

ঐ মোটা-পেট, ক'রে মাথা হেঁট,
কেবল লম্বা ল্যাজ উহার!
বিদ্যার মধ্যে করেন পৃথিবীর,—
কলাবাগান সংহার॥ ৪০
ঐ উত্তর ধারে মাথা ধরে, গা চুলকায় ব'সে।
বানর একটা হ'তো গোটা,
যদি আহার পেতো ক'সে॥৪১
ঐ ভোজনে দড়, সুগ্রীব বড়,
ব'সে পশ্চিম পাশে।
ওর বল-বুদ্ধি পাশের আঙ্গুল,
কেবল মাথা নাড়িছে ব'সে॥ ৪২
ঐ ঘরপোড়াটা বিষম ঠ্যাটা—
বেটার কি ভাই বল।
ঐ বানর বেটাদের মধ্যে,
কেবল ঐ বেটাই প্রবল॥ ৪৩
ওর ল্যাজের সাটে, ভুবন কাটে,
যখন খিঁচিয়ে উঠে দাঁত।
আমাদের আতঙ্কেতে গড়িয়ে পড়ি,
অমনি কুপোকাত॥ ৪৪
ঐ দক্ষিণ ধারে লেজটী নাড়ে,
ব'সে বালির বেটা।
রাবণের ঘাড়ে চ'ড়ে মুকুট কেড়ে,
এনেছিলাম ঐ বেটা॥ ৪৫
অঙ্গদ বীর মন্দ নয় সংগ্রামে কিন্তু বোকা।
ঐ লেজটী বেঁড়ে, ঐ ভেড়ের ভেড়ে,
বানরের মধ্যে বোকা॥ ৪৬
ঐ নীল বানরটা কোণে ব'সে.
মটীর মিটীর চায়।
চাপা চাপি, দেখলে বেটা
পিছয়ে দাঁত খিঁচায়॥ ৪৭
কেউ বলে, ভাই! ভাগ্যে যা থাক্
দেখতে বড় ভাল।
লেজটি আছে, গাটি সাদা,
মুখটি কেমন কালো॥ ৪৮
আজ সমরে, যদি রামেরে, জিনি বানরগণে।
এদের একটাকে ধ'রে পিঁজরে পুরে,
নিয়ে রাখ্‌ব গে বাগানে॥ ৪৯
বানরপালে যে জন পালে,খরচ নাই ত দড়।
কলা, কুমড়া, শসা, মুলা দিলেই
বাধ্য হয় বড়॥ ৫০
খাদ্যের ওদের বিচার নাই, তাতে ওরা ভাল।
পাতা লতা, ফল কি ফুল, যাহ'ক্ পেলেই হল॥
নাই গুণের কম, দেখ না রকম প্রভুভক্ত বটে
ঐ দেখ, পোষ মানালে,
পশুজেতে প্রাণপণেতে খাটে॥ ৫২
আর একটী আছে কল,
ওদের গলায় শিকল,
দিয়ে, রাখ্‌তে হয় আটকে।
পাবি পাঁচ দিনেতে পোষ মানাতে,
যদি না যায় ছুট্‌কে॥ ৫৩
যদি রম্ভাতরু গোটা কত,
রাখি বাগানের পাশে।
কলার কাঁদি দেখে ব'সে ব'সে,
যাবে বেটাদের মন ব'শে॥৫৪
তখন এইরূপ নিশাচরগণ কহে পরস্পরে।
গাছ-পাথর ল'য়ে বানর প্রবেশে সমরে॥৫৫
রাবণ কহিছে রোষে, নিজ সারথিরে।
চালা রথ, মারি শীঘ্র তণ্ড তপস্বীরে॥ ৫৬

* * *

মূলতান—কাওয়ালী।

দে রে দে রে শরাসন সারথি রে!
চালা রথ, মনোরথ পুরাই ব'ধে আজি
দশরথ-সুত দাশরথিরে॥
তায় সসৈন্যে দিব উচিত দণ্ড,
দেখিব কি করে যোগী ভণ্ড,
কে রাখে ব্রহ্মাণ্ডে, নর-বানরের রুধিরে;—
সাগর করিব সাগরতীরে॥
আমি কোদণ্ড ধরিলে রে নিতান্ত,
এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মম অখণ্ড,
দাপে কাঁপে রবিসুত,
রসাতল পাঠাই বসুমতীরে॥ (ঘ)

* * *

যুদ্ধারম্ভ ও রাবণের মস্তকে নীল-বানরের প্রস্রাব ত্যাগ।

অগ্রে সেনা পাছে রাবণ,
আতঙ্কে কাঁপে ত্রিভুবন,
উভয় দলে হইল মহামার।
ক্রমে নিশাচর-চরে, মারে বাণ গাছ পাথরে,
সৈন্য সব হইল সংহার॥ ৫৭
মারে বানর গাছ পাথর, কাঁপে রাবণ থরথর,
কখন বানর-কটক জয়ী কভু দশানন।
কীল লাথি চড় মারে,
বলে রাক্ষস, বাপ রে মা রে!
না পারে পবনকুমারে বিংশতিলোচন॥ ৫৮
ক্রোধভরে লঙ্কেশ্বর, বেছে বেছে তীক্ষ্ণ শর,
হানে রাম-কিঙ্কর উপরে।
বিঁধিছে বানর-অঙ্গ, দিল বানর রণে ভঙ্গ,
তখন নীল বানর করিতে রঙ্গ,
উঠে দশমুণ্ডোপরে॥৫৯
হ'লো, বিব্রত পৌলস্ত্যনাতি,
মারে রাবণের মাথায় লাথি,
মারে চড় দশাননের গালে।
একটা মাথা হ'লে পরে
তা'হলেও বা ধর্ত্তে পারে,
দশমুণ্ডের উপরে আনন্দে নীল খেলে॥৬০
হাসে নীল খিল খিল, মারে কিল ঘাড়ে।
ধড়াধ্বক মারে চড়, টেনে চুল উপাড়ে॥ ৬১
রাবণ বলে,কি হ'ল দায় নীল বানর কোথায়?
ক'রে দাপ করে প্রস্রাব রাবণের মাথায়॥ ৬২
মুখ বুক দিয়ে প্রস্রাব, গড়িয়ে পড়ে যত।
দুর্গন্ধে দশস্কন্ধের প্রাণ ওষ্ঠাগত॥ ৬৩
একে ত দুর্গন্ধ, তাতে বানরের প্রস্রাব।
দশানন বলে, প্রাণ গেল বাপ্ বাপ্॥ ৬৪
বলে, ওরে বেটা দুরাচার!
কি করলি মাথায় ব'সে
নীল বলে, কিছু মনে ক'রো না
মুতেছি তরাসে॥ ৬৫
ক'রে প্রস্রাব, দিয়ে লাফ, পলায় নীল বীর।
সমরে প্রবর্ত্ত হন লক্ষ্মণ সুধীর॥ ৬৬

ডেকে বলেন, লক্ষ্মণ, ওরে ভ্রান্ত রাবণ!
কথা শোন যদি তুই রাখিবি জীবন॥ ৬৭

* * *

সুরট-মল্লার—কাওয়ালী।

যদি রাখ্‌তে জীবন রাবণ! করিস বাসনা মনে
একান্ত দুঃখান্ত, কৃতান্ত-ভয়ান্ত, হবে নিতান্ত,
নিলে শরণ শ্রীকান্ত-চরণে॥
শুক নারদের যায় পরমার্থ,
মহাযোগী যায় কৃতার্থ,
বিধি ব্যাস আদি না পায় সাধনে,—
জ্ঞান পরিহরি সেই হরির শক্তি হরিলি কেমনে
তুই অতি মূঢ়মতি, সম্প্রতি রেখে সম্প্রীতি,
সঁপিতিস্ মতি দৃঢ় জ্ঞানে—
তুই করিস তার উপরে দর্প,
যে হরে ভুবনের দর্প
এ যে সর্প-দর্প নাশিতে ভেকের মনে—
যে ধন নয়ন মুদে, সদা সাধেন ত্রিনয়নে॥ (ক)

* * *

রাবণ ও লক্ষ্মণে যুদ্ধ ও শক্তিশেলে লক্ষ্মণের পতন।

আছে, হেঁট মাথায় লজ্জিত রাবণ,
বানরের প্রস্রাবে।
সক্রোধে লক্ষ্মণ বীর কহেন বীরদাপে॥ ৬৮
আজ, মলি বেটা দশানন!
তোর পূর্ণ হ'লো পাপে!
তোয় মারিব নিশ্চয়,
দেখি, রাখে তোর কোন্ বাপে? ৬৯
আর নাই, রক্ষে, তোর পক্ষে,
প'ড়েছিস্ রামের কোপে।
ক'রে, হেঁট মাথা ভাবলে মাথা,
থাকে না কোনরূপে॥ ৭০
তোর পারেন না ভার ভূভার আর,
সহিতে কোনরূপে।
থাক্‌বি কত কাল, নিকট হ'লো কাল,
রাম তোর এসেছেন কালরূপে॥ ৭১
শুনে উষ্মায়, করিয়ে সায়,রাবণ উঠে কোপে।

বেটা! সাধ ক'রে এসেছিস্
ধরিতে কালসাপে? ৭২
বেটার গলা টিপিলে বেরয় দুধ,
অকালে গেছিস্ বুড়িয়ে।
জ্ঞান নাস্তি, পাবি শাস্তি,
মস্ত হচ্ছিস্ খুঁড়িয়ে॥ ৭৩
ঐ বিদ্যায় অযোধ্যা হ'তে দিয়েছে তাড়িয়ে।
ঢে'লে ঘোল বাজিয়ে ঢোল,
মাথা দিয়েছিস মুড়িয়ে॥ ৭৪
রাজার ছেলে হ'লে কি হয়?
বুদ্ধি গিয়েছে কুড়িয়ে।
বানরের মতন হয়েছে বুদ্ধি,
বানরের সঙ্গে বেড়িয়ে॥ ৭৫
জ্যেঠা বেটার কথা শুনে গাটা উঠলো জুড়িয়ে
পরাক্রম ক'রে লঙ্কেশ্বরে,
কেন মারিস পুড়িয়ে॥ ৭৬
লঙ্কায় এসেছিস বেটা! মথায় পা বাড়িয়ে।
এখনি সমরে তোর মাথা যাবে গড়িয়ে॥ ৭৭
অমনি, বলিতে বলিতে রাবণ ক্রোধে হুতাশন
অবিরত নানা অস্ত্র করে বরিষণ॥ ৭৮
নিশ্বাস বহিছে যেন প্রলয়ের ঝড়।
ঘন ঘন সিংহনাদ দন্ত কড়মড়॥ ৭৯
বিংশতি করেতে রাবণ ছাড়িতেছে বাণ।
অমনি, বাণে বাণে লক্ষ্মণ করেন নির্ব্বাণ॥ ৮০
ডেকে কন লঙ্কাপতি, শুন রে লক্ষ্মণ!
তোরে মারিব পশ্চাতে,
অগ্রে মারি বিভীষণ॥ ৮১
সক্রোধেতে শেলপাট দশানন ছাড়ে।
চক্ষুর নিমিষে লক্ষ্মণ শেল কাটি পাড়ে॥ ৮২
ব্যর্থ হৈল শেলপাট, ক্রোধিত রাবণ।
শক্তিশেল ধনুকে যুড়িল ততক্ষণ॥ ৮৩
ডাক দিয়ে লক্ষ্মণেরে কহিছে রাবণ।
রক্ষা কর দেখি, বেটা! আপনার জীবন॥৮৪
ছাড়ে রাবণ, শক্তিশেল মন্ত্রপূত ক'রে।
শক্তিশেলের গর্জ্জনেতে কাঁপে চরাচরে॥ ৮৫
দুরন্ত শেলের মুখে অগ্নি জ্বলে ধক ধক।
অন্য কি ছার দে'খে ভাবিত ত্র্যম্বক পাবক॥৮৬
বায়ুবেগে পড়ে শেল, লক্ষ্মণের বুকে।
হাহাকার শব্দ অমনি হইল ত্রিলোকে॥ ৮৭
রণজয় ক'রে লঙ্কায় চলিল রাবণ।
চেতন হারায়ে লক্ষ্মণ ভূতলে শয়ন॥ ৮৮
ঘন ঘন ঘনবরণ বলেন,—গা-তোল লক্ষ্মণ!
বিপদে পড়িয়ে কাঁদেন বিপদভঞ্জন॥ ৮৯

* * *

লক্ষ্মণের শোকে শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ।

ঝিঁঝিট—একতালা।

কেঁদে, আকুল নারায়ণ,
বলেন, গা তোল রে লক্ষ্মণ!
আর ধরায় কতক্ষণ,—র'বি,—হেরি কুলক্ষণ!
মলিন চন্দ্রানন!

কি বিষাদে খেদে মুদিলি নয়নতারা,
বল রে প্রাণাধিক! তুই'রে নয়নতারা!
কি করিলি! যেমন অন্ধের নয়নতারা,
(ভাই রে) হারায়ে কাতরা,
মন্দ, ছিল চন্দ্র তারা আসি যখন বন॥
ও তোর, দুগ্ধপোষ্য তনু কোমল অতিশয়,
এ বক্ষে কি দারুণ শক্তিশেল সয়?
এত কি প্রাণে সয়?
ছিল মনে যে আশয়,(ভাই রে!) হলো নিরাশয়
এখন, গিয়ে নীরালয় ত্যজি পাপ-জীবন॥ (চ)

* * *

তখন, বারিপূর্ণ দু-লোচন,
উচ্চৈঃস্বরে পদ্মলোচন,
কাঁদিছেন লক্ষ্মণে করি কোলে।
প'ড়ে, অকূলকাণ্ডারী অকূলে,
বক্ষ ভাসে চক্ষের জলে,
কোমলাঙ্গ লুটায় ভূমিতলে॥ ৯০
বলেন, বিধি আমায় কুপিতে,
বনে এলেম হারালেম পিতে,
তাইতে তাপিত হয়ে থাকি।
ধিক্ ধিক্ আমার জীবনে, এসে পঞ্চবটী বনে,
রাবণ হরিল জানকী॥ ৯১
দেখে তোর চাঁদ বদন,
সে বেদন হ'লো নির্ব্বেদন,
এখন এ বেদন—কিসে বল নিবারি?

এ জ্বালা কিসে নিভাই, হারায়ে প্রাণের ভাই,
বল ভাই ! কি উপায় করি ॥ ৯২
হাঁরে, আমায় কে আর এনে দিবে ফল ?
সকলি হ'লো বিফল,
আমার প্রতি প্রতিফল, এই কি বিধির বিধি !
আমার জন্যে বনে বনে, কষ্ট পেয়েছ জীবনে,
তাই ভেবে তোর এই কি হ'লো বিধি ! ৯৩
একবার, কথা কয়ে রাখ রে জীবন,
তুই আমার জীবনের জীবন,
ত্রিভুবন শূন্যময় দেখি।
ধিক্ আমায় ধিক্ ধিক্, প্রাণ তুল্য প্রাণাধিক,
হারা হলেম কাজ কি আর জানকী ?৯৪
থাকুক সীতে অশোকবনে, সাগরের জীবনে,
জীবন এখনি সমর্পিব।
কি বলে, যাব অযোধ্যায়,
যাওয়া উচিত অরণ্যয়,
থাকতে প্রাণ কি লক্ষ্মণে ত্যজিব ? ৯৫
আমার, বক্ষে সদা রবে লক্ষ্মণ,
ভ্রমণ করিব অনুক্ষণ,
শিরে সতী লয়ে যেমন, ভ্রমেছিলেন ভব।
বলিতে কথা প্রাণ বিদরে,
হারা হ'য়ে সহোদরে,
হে জীবন রাখা কি সম্ভব ? ৯৬

* * *

অহংসিন্ধু—একতালা।

ওরে ভাই লক্ষ্মণ ! একি হেরি কুলক্ষণ,
কি দুঃখে, ভাই ! মুদিলি নয়ন।
একবার, ডাকরে দাদা বলে,
(লক্ষ্মণ রে !) ও বদন-কমলে,
দুঃখের কালে আমার যুড়াক রে জীবন ॥
কাজ কি আমার রাজ্যে,
কাজ কি আমার ভার্য্যে,
যদি তুমি করলে সমর-শয্যায় শয়ন ;—
দুঃখ, আর সইতে নারি, তোর শোকে ভাই !
মরি, দারুণ, শক্তিশেলে
কত পেলি রে বেদন ॥
ভাই ! হারায়ে তোমারে, ধিক্ ধিক্ আমারে,
এখনও পাপদেহে রয়েছে জীবন ;—
একবার কওরে কথা, দূরে যাক মনের ব্যথা,
হারাই, অকূল সাগরে অমূল্য রতন ॥ (ছ)

* * *

হয় না শোক-সম্বরণ, দূর্ব্বাদল-শ্যামবরণ,
কেঁদে কন লক্ষ্মণেরে ডাকি।
শুন ওরে প্রাণের ভাই !
এ জ্বালা কিসে নিভাই ?
জীবন-ল'য়ে কি সুখে আর থাকি ? ৯৭
কেঁদে কন দামোদর, হারা হ'য়ে সহোদর,
সংসারেতে কি সুখে লোক থাকে ?
ভার্য্যা গেলে ভার্য্যা হয়,
গেলে রাজ্য রাজ্য হয়,
সহোদর মেলে না এ তিন লোকে ॥ ৯৮
শুন রে দারুণ বিধি !
আমার প্রতি কি এই তোর বিধি !
হৃদির নিধি লক্ষ্মণে হরিলি।
অযোধ্যায় হব রাজা, সিংহ হয়ে হ'লাম অজা,
সকল সাধে বিষাদ করিলি ॥ ৯৯
তাতেও আমার ক্ষতি নাই,
আবার, হরণ করলি প্রাণের ভাই,
এ জ্বালা কি সহ্য হয় বুকে ?
ত্যজ্য করে সিংহাসন, শয়নাসন কুশাসন,
তাতেও সুখী লক্ষ্মণের মুখ দেখে ॥ ১০০
এ যাতনা কারে কই !
বাদ সাধিলেন মাতা কৈকৈ,
সহিতে নারি, কহিব দুঃখ কারে ?
অযোধ্যায় আর যাবনা ফিরে,
কি কব কৌশল্যা মা'রে ?
কি ধন দিয়ে তুষিব সেই সুমিত্রা-মাতারে ॥১০১
মা যখন শুধাবে কথা,
রাম এল আমার লক্ষ্মণ কোথা ?—
কি কথা কহিব মায়ের কাছে !
ধিক্ ধিক্ আমার জীবনে,
উচিত জীবন জীবনে,
সঁপিয়ে যাই সহোদরের কাছে ॥ ১০২
সহোদরের শোক যে যে পেয়েছে,
তার দেহে প্রাণ কেমনে আছে ?
পক্ষিহীন থাকে যেমন খাঁচা।

বারি-শূন্য সরোবর, রাজ্যশূন্য নরবর,
সহোদর-শূন্য তেম্‌নি বাঁচা ॥ ১০৩
ভার্য্যা রাজ্যে কার্য্য নাই,
কোথা লক্ষ্মণ! প্রাণের ভাই,
অন্ধকার হেরি রে জগৎময়!
একবার ডাক তেম্‌নি ক'রে দাদা ব'লে,
আয় আয় ভাই! করি কোলে,
দুঃখের সময় যুড়াক রে হৃদয় ॥ ১০৪

* * *

ঝিঁঝিঁট—মধ্যমান।

কি হ'ল হায়! কি নিশি পোহায়!
আজ রে, কেন ভাই! নীরব,
রব কি হারায়ে তোমায় ॥
রাখিয়ে তোরে অন্তরে, পাই রে বেদন,
ও চাঁদবদন, হেরি অন্তরে,
কি লয়ে অযোধ্যা যাব,
কি কব সুমিত্রা মাতায়?
কেন ভাই! হ'লে বিবর্ণ, সুবর্ণ জিনি
তোমার ছিল বর্ণ, শশিবদন মসী হ'ল,
সে বর্ণ লুকাল কোথায় ॥ (জ)

* * *

হনুমানের গন্ধমাদনে যাত্রা।

শোকেতে ব্যাকুল রাম, কান্দিছেন অবিরাম,
অবিশ্রাম কমল-আঁখিতে বারি।
ভবের বিপদহারী যিনি,
বিপদে প'ড়েছেন তিনি,
বুঝায় রামে উন্মাদের প্রায় হেরি ॥ ১০৫
কহে মন্ত্রী জাম্ববান্, ভয় নাই ভগবান্!
কার সাধ্য মারিতে লক্ষ্মণে?
ঔষধার্থে মধুসূদন! পাঠাও পর্ব্বত গন্ধমাদন,
আনিবারে পবননন্দনে ॥ ১০৬
শুন রাম রঘুমণি! উদয় হ'লে দিনমণি,
বাঁচাতে নারিব কোন মতে।
গন্ধমাদন আর লঙ্কায়,
ছয় মাসের পথ গণনায়,
কার সাধ্য যাইতে সে পথে? ১০৭

শু'নে কন বিপদভঞ্জন,
ওরে আমার বিপদভঞ্জন!
তোমা বিনে কেহ নাই সংসারে।
তুমি গিয়ে গন্ধমাদন,
ঔষধ আনি লক্ষ্মণের জীবন,
দান দাও বাছা! শীঘ্র ক'রে ॥ ১০৮
শু'নে কন হনুমান্, এই জন্যে ভগবান্!
এত চিন্তা চিন্তামণি! তোমার।
আজ্ঞা পেলে কৃপাসিন্ধু!
গোষ্পদ-জ্ঞানে পার হই সিন্ধু,
অসাধ্য কাজ জগবন্ধু! কি আছে আমার?
দিলেন রাম অনুমতি, প্রণমি পদে মারুতি,
রামের আরতি * শিরে ধরি।
করেন নিজ কীর্ত্তি প্রকাশ,
মস্তক ঠেকিল আকাশ,
উঠে আকাশ রাম জয় জয় করি ॥ ১১০
হেথা লঙ্কায় থাকি রাবণ,
জে'নে বিশেষ বিবরণ,
মনে মনে ভাবিছে উপায়।
ঐ বেটা আপদের গোড়া,
হ'ল ঘোর পোড়া ঘরপোড়া,
ঐ বেটা বুঝি গন্ধমাদন যায় ॥ ১১১

* * *

কালনেমির সহিত রাবণের পরামর্শ ও
কালনেমির গন্ধমাদনে গমন।

বলে, যা কর শঙ্করি শ্যামা!
কোথা গো কালনিমে মামা!
তোমা বিনে কে আছে হিতকারী?
করি মামা নিবেদন, কর আমায় নির্ব্বেদন,
গিয়ে পর্ব্বত গন্ধমাদন গিরি ॥ ১১২
মারিলে পবনকুমারে, লঙ্কার অর্দ্ধেক তোমারে,
দিব ভাগ অর্দ্ধেক রমণী।
এইরূপ রাবণ ভাষে,
শু'নে কালনেমি আনন্দে ভাসে,
মুচকে হেসে কহিছে অমনি ॥ ১১৩

* আরতি—স্নেহাশীর্ব্বাদ।

খাই তাতে ক্ষতি নাই,
বাছা! তোমাকে বিশ্বাস নাই,
ফাঁকি দিয়ে বা'র কর ছাগল-ছা।
তার, বাবা-মায়েরই সা'রব দফা,
যা'ক্ এখন একটা রফা,
আগিয়ে কেন ভাগ চুকাও না বাছা! ১১৪
বরং, থাকুক স্থাবর অস্থাবর বিষয়,
কাজ নাই এখন সে সব আশয়,
নারীর ভাগটা চুকিয়ে ফেল আগে।
কাজ নাই রে'খে সে সব গোল,
তোমার সঙ্গে গণ্ডগোল,
করা ভাল নয়, যা থাক এখন ভাগ্যে॥ ১১৫
মনোমধ্যে করোনা রাগ,ক'রে নিব ঘুঁটি ভাগ,
ঐটি বাপু! হয় ভাগের রীত।
চক্ষুলজ্জা করলে পরে, ঠকতে হয় জানি পরে,
ভবিষ্যৎ ভেবে করা উচিত॥ ১১৬
করে কালনেমি এইরূপ রস,
রাবণ হ'য়ে মনে বিরস,
বলে পৌরুষ কর কেবল ঘরে!
জানি, বিদ্যা বুদ্ধি যত গুণ,
আহারের বিষয় শতগুণ,
এই বারে মামা! দেখিব তোমারে॥ ১১৭
হেথায়, চলেন পবন-অঙ্গজ,
বলে কোটি মত্ত গজ,
শব্দে স্তব্ধ হৈল ত্রিভুবন।
শ্রীরাম-পদে সঁপে মন,
ঔষধ আনতে করে গমন,
ক'রে রাম-গুণানুকীর্ত্তন॥ ১১৮

* * *

জয়জয়ন্তী-মল্লার—ঝাঁপতাল।

মজ না মজ না মন। জানকী-বল্লভ-পদে।
ত্যজ না ত্যজ না সদা,
ভজ না হৃদে নয়ন মুদে॥
জে'ন অনিত্য সংসার,
ভু'ল না যেন সারাৎসার;—
ত্রিসংসার সকলি অসার,ম'জ না সংসার-মদে॥
যাতে জনম জন্মহারা, জাহ্নবী শঙ্করদারা,
সদানন্দে সদানন্দ ধারণ করেন যে পদ হৃদে,—
না ভ'জে এ দাশরথি,
কুমতি পাতকী দাশরথি!
না ক'রে সঙ্গতি ও ধন,
দুঃখ পায় সে পদে পদে॥ (ঝ)

* * *

হনূমানের গন্ধমাদন পর্ব্বতে উপস্থিতি ও কুম্ভীররূপিণী গন্ধকালীর শাপমোচন এবং কালনেমির নির্য্যাতন।

মুখে শব্দ 'জয় শ্রীরাম', করিতেছে অবিরাম,
নাই বিশ্রাম হনূর বদনে।
কি ছার পবন-গতি, যায় হেন শীঘ্রগতি,
সঁপে মতি শ্রীরাম-চরণে॥ ১১৯
গন্ধমাদন লঙ্কায়, ছয় মাসের পথ গণনায়,
ক্ষণমধ্যে যাইয়ে বীর তথায়।
বিবরণ শুন পরে' উত্তরি পর্ব্বতোপরে,
খুঁজিয়ে ঔষধ নাহি পায়॥ ১২০
কত কব সে বিস্তার, ক্রমে রুদ্র অবতার
নানা বিঘ্ন করি নিবারণ।
দেখে, কুঠার মধ্যে একটা বাস,
হনূমান তার নিকটে আসি,
প্রণমিল তপস্বিচরণ॥ ১২১
আছে, কালনেমি মায়া ক'রে,
জিজ্ঞাসে রাম-কিঙ্করে,
বলে, আসুন আসুন আসুন মহাশয়!
হনূমানের যে কাজে আসা,কহিল সকল আশা,
পশ্চাতেতে আসা যে আশয়॥ ১২২
মুনি কন রামকিঙ্করে, অনেক দিন অবধি ক'রে,
অতিথির পাইনে দরশন।
এলে, কৃপা করি আমার স্থান,
কর আহারাদি স্নান,
আছি চৌদ্দ বৎসর অনশন॥ ১২৩
পুরাও আমার আশা,তোমার যে কাজে আসা,
সব আশা পূর্ণ হবে পরে।
দেখিছেন হনূমান, কাঁদি কাঁদি মর্ত্তমান,
নানা ফল বর্ত্তমান, জিহ্বায় জল সরে॥ ১২৪

ঔষধ ল'য়ে যাব পরে,
আহারটা করি উদর পু'রে,
গায়ে বল না হ'লে পরে,
কেমন করেই বা যাই ?
কাচা কাপড় যাচা মেয়ে,
উপস্থিতটে ত্যাগ করিয়ে,
গেলে, সে দিন আহার যুটে নাই ॥ ১২৫
কলার কাঁদি দেখে ব'সে ব'সে,
তখনি গিয়াছে মনটা ব'সে,
ইচ্ছা হয় যায় ব'সে, দেখে মুনি বলে,কি কব।
আসিতে অনেক কষ্ট হৈল,
স্নান ক'রে এস মেখে তৈল,
ঐ যে দেখা যায় হে সরোবর ॥ ১২৬
তৈল মেখে হনুমান,
দেখে সরোবর বিদ্যমান,
স্নান করিতে জলে নামে বীর।
অবগাহন করিবামাত্র, নখ দিয়ে হনূর গাত্র,
ধরিলেক দুরন্ত কুম্ভীর ॥ ১২৭
অমনি কুম্ভীর ধরি বীর সাপুটে,
লম্ফ দিয়া উঠে তটে,
কুম্ভীরের নাশিল পরাণী।
হ'ল, গন্ধকালীর শাপ-মোচন,
পেলে উপদেশ বচন,
যায় হনুমান যথা মায়া-মুনি ॥ ১২৮
বলে বেটা দুরাচার, ঐ বেটা রাবণের চর,
আমার মনের অগোচর নাই।
যাঁরে ভজে চরাচর, আমি সেই রামের চর,
শমন-পুরে এ বেটারে সত্বরে পাঠাই ॥ ১২৯
বেটা! আমার কাছে করিস্ মায়া,
জানিস্ ত আমার যত মায়া,
মহামায়া এলে ফেরেন নাই।
অমনি বাড়ায়ে ল্যাজ জড়ায়ে ধরে,
কালনেমি ডাকে গঙ্গাধরে,
রক্ষা কর হনুমানের করে,
প্রাণ পেয়ে পলাই ॥ ১৩০
আবার কখন প্রাণের ভয়ে,
ডাকে কোথা রাখ অভয়ে!
সভয়ে কর মা! পরিত্রাণ।
কখন বলে, কোথা হরি!
হনুমান্ লয় জীবন হরি,
তুমি নাকি ভয়হারী ভক্তের ভগবান্ ॥ ১৩১

* * *

খাম্বাজ—পোস্তা।

কোথা, শঙ্কর! আসি এ কিঙ্করে রক্ষা কর।
এ দাসের বিনা দোষে,
জীবন নাশে রামকিঙ্কর ॥
ধনের লোভে এলেম গন্ধমাদন,
কাজ নাই ধন,থাকিলে জীবন,
দেশান্তরে ক'রে গমন,
খাব ভিক্ষে মাগি ওহে হর!—
কোথা গো মা জগদম্বা! ওমা! এ যন্ত্রণা হর,—
কোথা হে মধুসূদন!
বিপদ-তারণ বিপদ হর ॥(ঐ)

* * *

হনুমান যত লেজ টানে,
কালনেমি বলে, লেজটা নে,
হেঁচকা টানে, লেজ মচকাতে না পারে।
হইয়ে ক্ষুদ্র-আকৃতি, বা'র হ'য়ে হয় নিজাকৃতি,
মারে কীল পবন-কুমারে ॥ ১৩২
উঠে শব্দ দুম দাম, মারে লাথি গুম গাম,
ধুম ধাম হইল সমর।
কভু জয়ী নিশাচর, কভু জয়ী রামের চর,
কাঁপিতেছে চরাচর, বিমানে অমর ॥ ১৩৩
রুষিয়ে পবন-অঙ্গজ, বলে কোটি মত্ত গজ,
কালনেমিকে জড়ায়ে লাঙ্গুলে।
আতঙ্কে কালনেমি বলে,
ভাই! কি হবে মেরে দুর্ব্বলে,
পলাই এখন প্রাণটা রক্ষে পেলে ॥ ১৩৪
শুন রে হনু! কথা শুন,
যেমন তোদের বিভীষণ,
নিয়েছে শরণ, আমিও তাই চরণে।
শুনে কন পবনসুত,ডেকেছে তোরে রবিসুত,
যা আশু ত সাক্ষাৎ-কারণে ॥ ১৩৫
এখন মিতালির কর্ম্ম নয়,
রাবণ-বাবা কোথা এ সময়!
ধ'রেছে তোর পবন-বাবার ছেলে।

এক আছাড়ে ফেল্‌ব পিষে,
এখন, বাঁচাক এসে তোর মেসো পিসে,
এই বেলাটা পালা দেখি পিছ্‌লে ॥ ১৩৬
না হয় ডাক তোর কোথা খুড়া জ্যেঠা,
আছে তোর যে যেখানে যেটা,
লেজটা টেনে বাহির কর্‌তে তোকে।
এসে রাখ্‌তে পারে না তোর ভগ্নীপতি,
জানিস্ তো রাম গোলোকপতি,
যখন তাঁর কিঙ্কর ধরেচে তোরে ॥ ১৩৭
হয়ে হনুমান্ ক্রোধান্বিত,শ্রীরাম স্মরি ত্বরান্বিত,
নিশাচরে পর্ব্বতে আছাড়ে।
সাপুটে বীর লেজের সাটে,
টেনে ফেলে রাবণ-নিকটে,
যেন, বায়ুভরে গিরি উপাড়ে পড়ে ॥ ১৩৮
দেখিয়ে বিস্মিত রাবণ, গেল কনকলঙ্কাভুবন,
জীবন সংশয় আর রক্ষা নাই!
মন্ত্রি! আছে আর কি বিধান?
না পাই ক'রে সন্ধান,
নাহি ফিরে, যাহারে পাঠাই ॥ ১৩৯

* * *

সুরট-মল্লার—একতালা।

মন্ত্রি! বল কি করি এক্ষণে।
আর যাতনা সয় না প্রাণে;
মজ্‌লো, কনক লঙ্কাপুরী,
বনচারী জটাধারী রামের রণে ॥
কোথা গেল আমার ছিল যত সৈন্য,
দশ দিক্ আমি সদা হেরি শূন্য,হয় হৃদয় বিদীর্ণ,
হারাইয়ে প্রাণাধিক কুম্ভকর্ণে॥
পুত্রশোকে আমার সদা দগ্ধ কায়,
কোথা গেল ইন্দ্রজিত অতিকায়!
এ দুখ কব কায়, কে আছে লঙ্কায়,
ঐ বড় খেদ মনে;—
যাদের বাহুবলে শাসিলাম সব,
বধিলাম কত—বাঁধিলাম বাসব,
এখন শব-প্রায় হ'য়ে কত সব,
বিপক্ষ-ভবনে ॥ (ট)

* * *

রাবণ বলে, কি হ'ল দায়,
কি করি মন্ত্রি! এ বিধায়?
নর-বানরে লঙ্কা মজাইল!
পাঠাই যাহারে সমরে,নর-বানরের হাতে মরে,
একজন ত কেহ নাহি ফিরিল ॥ ১৪০
বলে লঙ্কার অধিকারী, সুমন্ত্রণা এর কি করি?
এই যুক্তি শুন হে সকলে।
পাঠাও এখন ভাস্করে, উদয় হ'তে শীঘ্র ক'রে,
রথ লয়ে গগনমণ্ডলে ॥ ১৪১

* * *

রাবণের আদেশে মধ্যরাত্রে সূর্য্যদেবের উদয় ও হনুমানের বগলে সূর্য্যদেব রক্ষিত।

হ'লে উদয় দিনমণি, লক্ষ্মণ মরবে অমনি,
রাম মরিবে অনুজ-শোকেতে।
ডেকে কয় ভাস্করে, যাও তুমি ত্বরা ক'রে,
উদয় হ'তে উদয়গিরি পর্ব্বতে ॥ ১৪২
বিলম্ব ক'রো না সূর্য্য! শীঘ্র প্রকাশ কর বীর্য্য,
সহ্য আর হয় না কোন মতে।
শুনে কন দিবাপতি, কেমনে লঙ্কার পতি,
উদয় হব নিশাপতি থাকিতে? ১৪৩
হয়েছে হদ্দ অর্দ্ধ নিশি, দীপ্তিমান্ রয়েছে শশী,
শুনে রাবণ হয় কোপান্বিত।
দেখে রাবণের রাগ দুষ্কর,ভয়ে বলেন ভাস্কর,
হইতে উদয়গিরি ত্বরান্বিত ॥ ১৪৪
হেথায়, কালনেমিরে করি দমন,
ঔষধার্থে করে ভ্রমণ,
না পারে বীর করিতে নির্ণয়।
বলে, যা কর রাম চিন্তামণি!
করে পর্ব্বত অমনি,
উপাড়িয়া মাথায় তুলে লয় ॥ ১৪৫
করি শব্দ ভয়ঙ্কর, করি রাম-কার্য্য রাম-কিঙ্কর,
পবনপুত্র চলে পবন-বেগে।
ক'রে শব্দ 'জয় শ্রীরাম', ডাকিতেছে অবিরাম,
হেনকালে দেখে পূর্ব্বদিকে ॥ ১৪৬
উদয় হয় ভাস্কর, মনে গণি দুষ্কর,
দিবাকর নিকটে গিয়া কয়।

একি অসম্ভব হেরি, থাকিতে অর্দ্ধ শর্ব্বরী,
কেন উদয় হও মহাশয়! ১৪৭
তব বংশে উৎপত্তি, রামরূপে ত্রৈলোক্যপতি,
গুণমণি লক্ষ্মণ অনন্ত।
রাবণেরই পুরাবে ইষ্ট,
লক্ষ্মণের করবে প্রাণ নষ্ট,
চরণে ধরি, কৃপা করি হও ক্ষান্ত॥ ১৪৮
দয়া কর, হও হে ধৈর্য্য, কর কিছু রাম-সাহায্য,
এসো দুজনায় করি হে মিতালি।
তুমি ভানু আমি হনূ, উভয় অঙ্গ এক-তনু,
এস দু'জনে করি কোলাকুলি॥ ১৪৯
তখন হনুমান্ মহাবলী,
কাছে এসো বলি—বলি,
গলাগলি করি জড়িয়ে ধরে।
মুখে বলে'জয় বগলে'! দিবাকরে করে বগলে,
ভয়ে সূর্য্যের নয়ন গলে,
আর ডাকে শ্রীরামেরে॥ ১৫০

* * *

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কৃপা কর, এ কিঙ্করে কৃপাময়!
তব কিঙ্করে করে জীবন-সংশয়,
অশেষ যন্ত্রণা প্রাণে আর নাহি সয়।
বিনা অপরাধে বধে, শরণাগত ও পদে,
প'ড়ে বিপদে ডাকি তোমায়॥
তুমি, ভক্ত-ভয়হারী হরি! ত্রৈলোক্যে,
ভূলোকে সেই উপলক্ষে,
যদি ভক্তে কর রক্ষে,
হের আসি পদ্ম-চক্ষে,
রেখেছে পবনসুত, কক্ষেতে আমায়॥ (ঐ)

* * *

ডাকে সূর্য্য ঘন ঘন, দেখা দাও নবঘন—
বরণ রাম রঘুমণি!
পবনপুত্র হনুমান, হরিল আমার মান,
ভয়ে মরি কাঁপিছে পরাণী॥ ১৫১
আবার, মনে মনে ভাবে সূর্য্য,
প্রকাশ করি নিজ বীর্য্য,
পোড়াইতে পারি হনুমানে।
থাকিতে হ'ল ক'রে সহ্য,
করি কিঞ্চিৎ রাম-সাহায্য,
কি হবে বিবাদ ক'রে বানরের সনে॥১৫২
এখন, এই যুক্তি মনে লয়, রাবণ বেটা যমালয়,
গেলে হয় দেবের নিস্তার।
মান গেল সব রসাতলে,
খাটি বেটার হুকুম-তলে,
আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়ে তার॥ ১৫৩
এত কি প্রাণে সহ্য হয়?
যম হয়ে বেটার রাখে হয়!
রজক হয়ে শনি কাপড় কাচে!
ছত্রধর নিশাকর! ইন্দ্র হয়েছেন মালাকার!
রত্নাকর কিঙ্কর! এ অপমানে কি প্রাণ বাঁচে?
ত্রিলোকমাতা কালী যিনি,
প্রহরী হ'য়ে আছেন তিনি,
লঙ্কার দ্বারে থাকেন আদ্যাশক্তি।
এমনি বেটা দুর্জ্জয়, সকলে মানে পরাজয়,
মৃত্যুঞ্জয় প্রজাপতি প্রভৃতি॥ ১৫৫
এইরূপ দুঃখে ভানু ভাষে,
শুনে হনুমান্ মুচকে হাসে,
থাক তোমাকে ছেড়ে দিব না আর।
বুঝি, নানান কথায় মন ভুলিয়ে,
উদয় হবে গগনে গিয়ে
রাবণ-কার্য্য করিবে উদ্ধার॥ ১৫৬

* * *

নন্দিগ্রামে হনুমান্।

তখন, মাথায় পর্ব্বত বগলে ভানু,
বায়ুবেগে চলেন হনু,
বাড়ায়ে তনু শত যোজন প্রায়!
ছাড়াইল নানা গ্রাম, সম্মুখেতে নন্দিগ্রাম,
শ্রীরামকিঙ্কর দেখিতে পায়॥ ১৫৭
শুনেছি প্রভুর নিকটে,সেই ত এই গ্রাম বটে,
যাই না সংবাদ নিয়ে দিয়ে।
যায় ঘোর শব্দ ক'রে,
ভরত বলেন কে রে কে রে।
যায় রামের পাদুকা লঙ্ঘিয়ে? ১৫৮
হ'য়ে ভরত কোপাংশ, রামানুজ রামাংশ,
ধ্বংস জন্য বাটুল মারেন হৃদে।

বজ্রসম বাঁটুল প্রহারে, 'রাম রাম' শব্দ ক'রে
বলে, হনুমান্ রাখ রাম! বিপদে॥ ১৫৯

* * *

খাম্বাজ—মধ্যমান-ঠেকা।

কোথা হে অনাথবন্ধু হরি! মরি মরি।
দারুণ বাঁটুল প্রহারি,*
দাসের জীবন লয় হে হরি॥
ধ্যান ক'রে ঐ কমল পদ,
জ্ঞান করি সিন্ধু গোষ্পদ,
যে করে ও পদ-সম্পদ, তার থাকে কি বিপদ,
ভবনদীর তরী ঐ পদ,
জীবে দেও হে মোক্ষপদ!
আমার, বাঞ্ছা নাই আর অন্য পদ,
ওহে ভক্তবিপদহারি! (ঙ)

* * *

পড়ি বীর ধরণীপরে, ডাকে ব্রহ্ম পরাৎপরে,
যাতনা পায় বক্ষোপরে পবননন্দন।
ছিল যত হৃদয়ে বেদন,
রামনামে হয় নির্ব্বেদন,
নৈলে নাম বিপত্তে মধুসূদন কেন? ১৬০
ভরত, রাম-নাম করি শ্রবণ,
যেন মৃতদেহে পায় জীবন,
ভবন হ'তে বাহির হ'য়ে অমনি।
যেখানে পবনসুত, আসি দশরথ-সুত,
বলেন, বল বল আশু ত,
কোথা চিন্তামণি? ১৬১
পশুজাতি বনে থাকা,
পেলি রাম নাম সুধামাখা,
যে নামের গুণের লেখা জোখা নাই!
তুমি কে? কাহার পুত্র?
তোমার সঙ্গে দেখা কুত্র?
কি-সূত্রে তাঁর তত্ত্ব পেলে ভাই? ১৬২
শুনে কন মারুতি তখন, আমি সেই পবননন্দন,
রবিনন্দন-দমনের † দাস।

প্রভু ছিলেন পঞ্চবটীর বনে,
সীতা মারে হরে রাবণে,
ক'রেছেন তার সবংশে বিনাশ॥ ১৬৩
লঙ্কায় হয়েছে বীর শূন্য, রাগে হ'য়ে পরিপূর্ণ,
পাপিষ্ঠ আসিয়ে পুত্রশোকে।
শুন তার বিবরণ, রাবণ করিয়ে রণ,
মেরেছেন শেল লক্ষ্মণের বুকে॥ ১৬৪
হ'লেন, লক্ষ্মণ সমরে পতন,
দেখে ধরায় হারায়ে চেতন,
পড়ে আছেন রাম রঘুমণি।
ঔষধ জন্যে যাইলাম, খুঁজে ঔষধ না পেলাম,
পর্ব্বত তুলিলাম অমনি॥ ১৬৫
এই কথা শুনিবা মাত্র, ভরতের ঝবে নেত্র,
কহিছেন পবন-নন্দনে।
বিনয়ে বলি তোমারে,
চল রে বাছা! লয়ে আমারে,
রাঙ্গাচরণ দেখি গে নয়নে॥ ১৬৬
রয়ে আছি অতি ক্ষীণ, কোমলাঙ্গ অনেক দিন,
না দেখিয়ে জীবন মৃতপ্রায়।
আর, রাম কি দয়া প্রকাশিবে?
আর কি অযোধ্যায় আসিবে?
স্থান কি আমায় দিবেন রাঙ্গাপায়? ১৬৭

* * *

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

ওরে, দীননাথ কি দীনে দিবেন দিন! (রে)
ভবের নিধি আসিবেন ঘরে,
কবে হবে এমন সুদিন॥
জন্ম লয়ে পাপোদরে, না ভজিলাম দামোদরে,
বলিতে হৃদি বিদরে, বল আর কাঁদব কত দিন
কুরঙ্গে কুসঙ্গে গতি, ক্রিয়াহীন কুমতি অতি,
দেন যদি দিন দাশরথি,
দাশরথির আগত দিন॥ (চ)

* * *

তখন, ভরত করে রোদন,
বলে কোথা হে মধুসূদন!
হৃদের বেদন আশু হর।
ভেবে পাপিনী-কুমার, অপরাধ গ্রহণ আমার,
করো না আর ভবভয়হর!॥ ১৬৮

---

* প্রহারি—প্রহার করিয়া।
† রবিনন্দন-দমনের—শমন-দমনের অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের

কোথা গো মা সীতা সতি!
সন্তানে হয়ে বিস্মৃতি,
আছ লক্ষ্মি! রাবণের ভবনে।
কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কখন নয়,
শাস্ত্রে কয় শুনেছি শ্রবণে॥ ১৬৯
দুঃখের কথা কারে কই! পাপিনী মাতা কৈকৈ,
এ যাতনা দিবার মূল তিনি।
শুনে শেল বাজে বুকে
শক্তিশেল লক্ষ্মণের বুকে,
তার মস্তক কাটা উচিত এখনি॥ ১৭০
পাপিনীর পাষাণ কায়া, বনে নবনীরদকায়া,
দিয়ে লজ্জা হয় না দেখাতে মুখ।
পিতায় করিল নাশ, সর্ব্বনাশী সর্ব্বনাশ,
করলে আমার কৈতে ফাটে বুক॥ ১৭১
হেথা কৌশল্যা রাণী সুমিত্রা,
শ্রীরামের শুনিয়ে বার্ত্তা,
আসিছেন কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে।
ডাকিছেন অবিরাম,
কোথা রাম! কোথা রাম!
ব'লে কাঁদেন চেতন হারাইয়ে॥ ১৭২
জ্ঞান-শূন্য ধরাতলে, ভরত করে ধ'রে তুলে,
নয়ন-জলে ভাসিতে ভাসিতে।
সান্ত্বনা করিছে ভরত, মা! পূর্ণ হবে মনোরথ,
ত্বরায় আসিবেন রাম-সীতে॥ ১৭৩
তখন, রাবণ-সঙ্গে বিসংবাদ,
হনুমান্ বলে সংবাদ,
শক্তিশেলে প'ড়েছেন লক্ষ্মণ।
লয়ে যাই ঔষধি, সুমিত্রা কন মহৌষধি,
আছে তো সেথা শ্রীরামের চরণ॥ ১৭৪
সেই, কমল-আঁখির চরণ লয়ে,
দিবে লক্ষ্মণের বুকে বুলাইয়ে,
তার কাছে আর কি ঔষধ আছে?
তোরে ধিক্! তোদের মন্ত্রণায় ধিক্!
মরে শক্তিশেলে প্রাণাধিক,
ঔষধ খুঁজ, মহৌষধি থাকতে কাছে॥১৭৫

* * *

ললিত-ভেঁরো—একতালা।

ওরে হনুমান্! নারিলি রামকে চিন্‌তে চর্ম্মচক্ষে
সৃষ্টি স্থিতি লয় উৎপত্তি হয় যে রামের কটাক্ষে
ভাবিলে সে পদ,—রয় কি বিপদ,
বিপদহারী যার পক্ষে;—
শিবের সম্পদ, সে কমলপদ,
সদা সাধেন সুর-যক্ষে॥
দিও না আর অন্য ঔষধি,
থাক্‌তে কাছে মহৌষধি,
অপার জলধি—পারে এলি মরি দুঃখে,—
প্রাণ কাতরা, যা বাপ! ত্বরা,
ত্বরায় বল্‌গে পদ্মচক্ষে,—
ও নীলবরণ! যুগল চরণ,—
দেও রাম! লক্ষ্মণের বক্ষে॥

* *

গন্ধমাদন লইয়া হনুমানের প্রস্থান ও লক্ষ্মণের চৈতন্য লাভ।

শুনে হনুমান্ কয় নাই বিস্মৃতি,
রাম যে তোমার আত্মবিস্মৃতি,
হয়ে আছেন রাবণের শঙ্কায়॥
লোমকূপে যাঁর চৌদ্দভুবন,
শত সহস্র কোটি রাবণ,
কটাক্ষে যার ভস্ম হ'য়ে যায়॥ ১৭৬
জনকনন্দিনী সীতে, পলকে সৃষ্টি নাশিতে,
পারেন তিনি রাবণের ভয়ে ভীত।
গুণের যার নাই অন্ত, লক্ষ্মণ সাক্ষাৎ অনন্ত,
রাক্ষসের মায়ায় জ্ঞানহত॥ ১৭৭
এইরূপে হনুমান্ ভাষে,
শুনে, কৌশল্যার নয়ন ভাসে,
বক্ষ ভাসে ভরতের নয়নজলে।
তখন পবনপুত্র মহাবল, জানিতে ভরতের বল,
কাতর হ'য়ে ভরতেরে বলে॥ ১৭৮
হ'লাম তব প্রহারে মৃতবৎ,
চলিতে নারি পর্ব্বত,
কৃপা করি খুড়া মহাশয়!
আমায় হও কৃপাবান্, শুনি ভরত ছাড়িল বাণ,
গিরি সহ হনুমান্ শূন্যমার্গে যায়॥১৭৯

ভরত বাণে দেন হনুমানে তুলে,
রাম জয় রাম জয় শব্দ তুলে,
ক্ষণমধ্যে সাগর-পারে বীর।
গিয়ে বলে, হে মধুসূদন!
এনেছি গিরি গন্ধমাদন,
আর চিন্তা কেন রঘুবীর? ১৮০
তখন, সুষেণ ঔষধ ল'য়ে, বিশিমতে বাটিয়ে,
দেন ঔষধ লক্ষ্মণের বুকে।
উঠিলেন গৌরবরণ, দূর্ব্বাদলশ্যাম-বরণ,
চুম্ব দেন লক্ষ্মণের মুখে॥ ১৮১
যথা ছিল গন্ধমাদন, রেখে এলেন বায়ুনন্দন,
কক্ষ হ'তে ছেড়ে দেন ভাস্করে।
বামে লক্ষ্মণ, দক্ষিণে রাম,
হেরি বানরে জয় জয় রাম,
আনন্দেতে অবিরাম করে॥ ১৮২

* * *

ঝিঁঝিট—মধ্যমান-ঠেকা।

কি অপরূপ শোভা উজ্জ্বল।
(হায়) রঘুকুল-তিলক-রূপে
ত্রিলোক করেছে আলো॥
দেখ রে ক'রে নিরীক্ষণ,
মরি মরি হেমগিরি, বামেতে লক্ষ্মণ;—
ত্রিপুরারি অনুক্ষণ, যাঁর পূজেন চরণকমল॥
কিবা পদতলারুণ, নখরে নিশাকরের কিরণ;—
মুনিগণের মন হরণ, হেরে হয় পদযুগল॥ (ত)

লক্ষ্মণের শক্তিশেল সমাপ্ত।

মহীরাবণ-বধ।

রাবণ ও মহীরাবণে কথাবার্ত্তা।

রাবণের করেন অন্ত, লক্ষ পুত্র লক্ষীকান্ত,
উপলক্ষ নাই কিছু মাত্র।
মহীতে নাই একজন, পাতালে মহীরাবণ,
ভাবে রাবণ আছে এক পুত্র॥ ১
কোথা রে প্রাণপুত্র মহী! আগমন কর মহী,
মহিষমর্দ্দিনী-পরায়ণ!
তত্ব নাই চিরকাল, তোর পিতার সঙ্কটকাল,
আসি দুঃখ কর নিবারণ॥ ২
ছিল বীর রসাতলে, অকস্মাৎ আসন টলে,
ভাবে একি ঘটিল আজি ঘটে।
জনকের জানি স্মরণ, ত্বরায় আসি লইল শরণ,
রাজা দশাননের নিকটে॥ ৩
প্রণমে হ'য়ে ভূমিষ্ঠ, রাবণ বলে বাক্য মিষ্ট,
ইষ্ট সিদ্ধ হউক পুত্র! তোর।
শুন রে মহী! বলি শুন,
কি জন্যে তোমার আকর্ষণ,
সে গুমর নাই রে পুত্র! মোর॥ ৪
সবে জেনেছে সবিশেষ, দশাননের দশা শেষ,
জীবন-মৃত্যু হ'য়ে সবে আছি।
রাম নামে এক যোগী ভণ্ড,লঙ্কা কৈল লণ্ড ভণ্ড,
শঙ্কা প্রাণে বাঁচি কি না বাঁচি! ৫
সেই ভণ্ড রামের সীতে,
বলিলাম তারে বামে বসিতে,
রূপসী দেখি প্রেয়সী-বাঞ্ছা ছিল।
অশোক-বনে কাঁদিছে ধনী,
করি রাম-রাম-ধ্বনি,
অতুল ঐশ্বর্য্যে না ভুলিল॥ ৬
কিমাশ্চর্য্য বলিব তোরে,
সাগর বাঁধিল গাছ-পাথরে,
নর-বানরে ভাঙ্গিল লঙ্কাপুরী।
এক বানর নাম ঘরপোড়া,
বল্‌ব কি সে ঘোর পোড়া!
তার পোড়াতে ইচ্ছা হয় হই দেশান্তরী॥ ৭
এক বানর নাম ধরে নল,
বল্‌ব কি রে! দুঃখানল,
সে এসে প্রস্রাব করে স্কন্ধে।
সহোদরের গুণ শুন, ঘরের শত্রু বিভীষণ,
শরণ লয়েছে রামচন্দ্রে॥ ৮
বড় রাগে মেরেছি লাথ,
তারি দোষে মোর পুত্র নাতি,
সবংশে হইল সবে নষ্ট।
অভিমানে বুক চড় চড়,
বানরে এসে মারে চড়,
এর বাড়া কি আছে আর কষ্ট! ৯

এর বাড়া কি হতমান, হরে মান হনুমান,
অনুমান করিতে কিছু নারি।
বুড়ো ভল্লুক জাম্ববান,সে বেটার কি বাক্যবাণ!
ভগবান্ দুঃখ দিলেন ভারি! ১০
মহী কয় তোমায় কই,
পিতা! তোমার জ্ঞান কই?
কার সঙ্গে ক'রেছ তুমি দ্বন্দ্ব।
সে রাম ব্রহ্মাণ্ডপতি, ব্রহ্মাণ্ড যাতে উৎপত্তি,
তুমি বল, ভণ্ড রামচন্দ্র॥ ১১
তুমি আমার কুপিতা, জগন্মাতা কোপিতা,—
ক'রে রেখেছ অশোক-অরণ্যে।
তোমায় বলিতাম সু-পিতে,
যদি রাম-পদে মন সঁপিতে,
সম্পদে মজেছ কিসের জন্যে! ১২
সার ক'রেছ চণ্ডীকে,রাম বা কে চণ্ডী বা কে?
দণ্ডীকে না চিনে দণ্ড পে'লে!
এক ভিন্ন নাস্তি আর, রাম ভিন্ন কি অভয়ার?
মূর্ত্তিভেদে কীর্ত্তি নানা ছলে॥ ১৩

* * *

সাহানা-বাহার—যৎ।

শুনেছি সেই তারকব্রহ্ম
মানুষ নয়,—রাম জটাধারী।
পিতে! কি নাশিতে বংশ,
সীতে তাঁর ক'রেছ চুরি॥
যে পদ ভাবে সুরজ্যেষ্ঠ,
বাল্মীকি-আদি বশিষ্ঠ,
যে নাম জপি পুরান্ ইষ্ট, তব ইষ্ট ত্রিপুরারি॥
কত গুণ রাম প্রকাশিলে,
গুণে সলিলে ভাসিল শিলে,—
হ'লো বনপশু বন্দী গুণে—
কত গুণ তাঁর মরি মরি॥
এখনো তাঁয় পার চিন্তে,
তথাচ না থাকে চিন্তে,
চল, লক্ষ্মী দিয়ে লক্ষ্মীকান্তে,—
শরণ লও তাঁর চরণ ধরি॥ (ক)

* * *

রাবণ বলে, তুই কি আমায়
দিতে এলি সুশিক্ষা?
আমি ভ্রান্ত,—জ্ঞানবন্ত তুমি আমার অপেক্ষা?
রাম যে পরম বস্তু, তুই আমায় দিলি দীক্ষা!
দরিদ্র যেমন দেন কমলাকে ভিক্ষা! ১৫
আমি জানি মূল, নানা শাস্ত্রে করে ব্যাখ্যে।
রাম যে ব্রহ্ম পরাৎপর দেখছি দিব্য চক্ষে॥১৬
জয় বিজয় দুই ভাই করিতাম প্রভুর দ্বার রক্ষে
ঘটিল পাপ অভিশাপ দু'জনার পক্ষে॥ ১৭
হরি কন, তোমরা দু'জন দোষী হয়েছ মুখ্যে।
লঙ্কাতে পাঠান প্রভু সেই উপলক্ষে॥ ১৮
সদ্‌ভাবে হয় সপ্ত জন্ম তায় কিছু অপেক্ষে।
তিনজন্মে শত্রুভাবে দিবেন মুক্তি ভিক্ষে॥১৯
মম সম কে আছে জগতে ভাগ্যবন্ত!
দ্বারাসহ দ্বারস্থ যাহার লক্ষ্মীকান্ত॥ ২০
বলিতে বলিতে রাবণ অমনি হয় ভ্রান্ত।
পুত্র প্রতি ক্রোধমতি ক'হছে দুরন্ত॥ ২১
মানুষে মিশাব গিয়ে, শুনে তোর বৃত্তান্ত॥২২
ভণ্ড যোগী, কাণ্ড মিছে নাম জানকীকান্ত।
বেটা বস্তুহীন! পরম বস্তু তারে করিস্ একান্ত
তুই ভেবেছিস্ তারই কোপে মম সর্ব্বনাশ।
জন্মিলে জীবের মৃত্যুকালে হয় অন্ত॥ ২৪
বেটা রসহীন! রসাতলে গিয়াছিস্ নিতান্ত।
রামকে বলিস্ সীতে দিতে, এ যে মরণান্ত ২৫
শুনিলে এ কথা এখনি হাসিবে সুরকান্ত।
দূর হ রে দুর্ব্বল বেটা! বুঝেছে,তোর অন্ত॥২৬
পিতৃবাক্যে ঐ রঘুনাথ বনচারী হনু ত।
পরশুরাম ক'রেছিল মাতৃ-জীবনান্ত॥ ২৭
তুই, বেটা হয়ে পিতাকে দিতে এলি গুরুমন্ত্র!
লাথি খেয়েছে বিভীষণ ভুলে ঐ তন্ত্র॥ ২৮
মোর বংশে পুত্র কেবল ছিল ইন্দ্রজিত।
পিতার বাক্যেতে মহী হইল লজ্জিত॥ ২৯
ত্যজ উষ্মা, পিতা। আর বল শিব শিব।
আজি আমি তোমার শত্রু শীঘ্র বিনাশিব॥৩০

* * *

মহীরাবণের মায়া।

যাত্রা ক'রে পিতৃপদ ধরিয়া মস্তকে।
মনে বলে, রাখ লজ্জা হে ছিন্নমস্তকে!৩১

ভেবেছি সামান্য পুরুষ, তাতো নয় তাঁরা।
মায়া ক'রে দেখিব একবার যা কর মা তারা ॥ ৩২
লাঙ্গুলের গড় করি পবন-অঙ্গজ।
তন্মধ্যে রাম রাখি বীর যেন মত্ত গজ ॥ ৩৩
গড়ের রক্ষক বিভীষণ ধর্ম্মময়।
মায়া করে মহীরাবণ রজনী সময় ॥ ৩৪
সূর্য্যকুল-পূজ্য কভু হন বশিষ্ঠ মুনি।
মুখে বলে জয় জয় জগৎ-চিন্তামণি ! ॥ ৩৫
বিভীষণ সন্ধান জানায় হনুমানে।
যে রূপে যাউক মায়া-রূপ আর কি হনু মানে ?
জানকীর জনক হ'য়ে একবার যায়।
প্রকাশ হইল কর্ম্ম হ'ল না বজায় ॥ ৩৭
পুত্র শোকে দুটি আঁখি হইয়া মুদিতে।
রামের মা হইয়া যায় কাঁদিতে কাঁদিতে ॥ ৩৮

*　　*　　*

অহং-বিঁঝুট—একতালা।

জীবন-রাম রে ! একবার,
মা ব'লে আয় কোলে,
মায়ের জুড়াক তাপিত প্রাণ।
তোর পিতার কি পুণ্য ছিল
তোর শোকে প্রাণ ত্যজিল,
রাম ! ওরে অভাগী মা'লো না রাম !
তোর মা বড় পাষাণ।
চেয়ে দেখ রে নয়ন-তারা,
নয়নে সদাই নয়ন-ধারা,
কেঁদে অন্ধ হ'লাম,
সেই যে রাম ! তুই গেলি বনে,
সেই প'ড়েছি ধরাসনে,
রাম ! মায়ের উঠিবার শকতি,
নাই রে অঙ্গ অবসান ॥ (খ)

*　　*　　*

বিভীষণ বার্ত্তা দিয়ে যায় অকুশল।
কৌশল্যা-রূপ ধরি রক্ষা হ'ল না কৌশল ॥ ৩৯
অন্তরে থাকিয়া বীর ভাবিছে অন্তরে।
খুড়া বিভীষণের মূর্ত্তি ধরে তদন্তরে ॥ ৪০
খুড়া বেটা ঘরের ভেদী মন্ত্রণার চূড়।
দেখি দেখি কপালে কি করেন চন্দ্রচূড় ॥ ৪১
গড়ের নিকটে গিয়া মায়া করি কয়।
ছাড় দ্বার বারেক রে পবনতনয় ! ॥ ৪২
দুরন্ত রাবণ-পুত্র ফিরে মায়া-ছলে।
কোন্ ছিদ্রে কি জানি ফেলিবে কোন্ ছলে !
সহোদর সহ আছেন কি রূপে শ্রীরাম !
বারেক নয়নে হেরি দূর্ব্বাদল-শ্যাম ॥ ৪৪
চিন্তাযুক্ত চিন্তামণি আছেন হেন বাসি *।
কি ভয় বলি, উভয় ভাইকে
অভয় দিয়ে আসি ॥ ৪৫
বিভীষণ-জ্ঞানে জ্ঞান-হত পবনপুত্র।
ছাড়ি দিল দ্বার, চিন্তা না করিয়া উত্র † ॥ ৪৬

*　　*　　*

মহীরাবণ কর্ত্তৃক রাম-লক্ষ্মণ-হরণ ও হনুমানের হস্তে বিভীষণের লাঞ্ছনা।

হরিতে হরিরে মহী ব্যস্ত অতিশয়।
যুগল হস্ত ধরি ত্রস্ত পাতালস্থ হয় ॥ ৪৭
হেথায় আইসে যায় বার্ত্তা লয় বারে-বারে।
বিভীষণ দরশন দিলেন গড়ের দ্বারে ॥ ৪৮
দিতেছে উত্তর নায় পবন কুমার।
পাঁচ বার চোরের,—সাধুর একবার ॥ ৪৯
এখনি গড়ের মধ্যে গেলি বিভীষণ।
মায়া করি এলি বেটা রাবণনন্দন ! ॥ ৫০
মহীরাবণের কথা গণিছে মানসে।
বামহস্তে ধরি অমনি বিভীষণের কেশে ॥ ৫১
কড়মড় করে দন্ত ঘন মারে চড়।
রক্তবর্ণ করে দিল নখের আঁচড় ॥ ৫২
ঘন ঘন বলে, ঘনশ্যাম রাখ কে হয়।
দেখা মায়া ঘুচাবে বেটা ! মায়া শিখেছ বড় ॥ ৫৩
ঘন ঘন মারিছে ঘুষা, ঘুরে রে দুটী আঁখি।
হেসে বলে বেটার আজি মাক হয়েছে ফাঁকি !
পারিস্ যদি যুদ্ধে জিন্তে অযোধ্যার ঈশ্বরে।
বাপের বেটা হ'য়ে কেটা লুকিয়ে চুরি করে ॥ ৫৫
ধর্ম্ম খেয়ে কর্ম্ম বেটা ! খুড়ার মূর্ত্তি ধর।
সরমের মাথা খেয়ে সরমার ঘর ঢুকিতে পার ॥

* হেন বাসি—এইরূপ মনে করি।
† চিন্তা না করিয়া উত্র— উত্র অর্থাৎ উত্তরকালে অর্থাৎ ভবিষ্যতে কি হইবে, তাহার চিন্তা না করিয়া।

ধরাতলে বিভীষণ ওষ্ঠাগতপ্রাণ।
ত্রাহি ত্রাহি বলে রক্ষা কর ভগবান্ ॥ ৫৭
এসো ভগবান্ দেখাই, ব'লে হনুমান্ রোকে।
বজ্রসম তিন কিল পুনঃ মারে বুকে ॥ ৫৮
বেটা! রোগের শেষ,—
তোকেই শেষ করিলে গেল সেটা,
রাবণ বেটার বেটা মারিতে,
হাতে পড়িল ঝাঁটা ॥৫৯
রসাতলে থেকে বেটার হয়েছে রস-পিত্ত।
রাম লক্ষ্মণ হরিবে বেটা ক'রে চৌর্য্যবৃত্ত? ৬০
ভদ্রকালীর পূজা ক'রে মর্দ্দ হয়েছ ভারি।
ভদ্রাভদ্র না গ'ণে যাও ভদ্রলোকের বাড়ী ॥৬১
এখন, কোলে রাখিলে ভদ্রকালী
তোর ভদ্র নাই।
তোর যখন হয়েছে শক্র, শক্রঘ্নের ভাই ॥৬২
তখন গালি খেয়ে লাথিল খুন বলে বিভীষণ।
বলে, আমারে নষ্ট করো না পবননন্দন ॥ ৬৩
কপট রাবণপুত্র ধ'রে মোর মূর্ত্তি।
রাম লক্ষ্মণ লইল চুরি ক'রে চৌর্য্যবৃত্তি ॥ ৬৪
যাউক প্রাণ, যাউক মান, ছিন্ন কর্ম্মসূত্র।
রাজীবলোচন রাম... একবার
দেখ রে পবনপুত্র ॥ ৬৫
অস্থ নেরো হনুমান্ ... পানে চা...
না দেখে নয়নে ... ব্বীদল-কায় । ৬৬
আকাশ ভাঙ্গিয়া ... আছাড়িল ধরা।
উন্মাদের প্রায় চলে ... ॥ ৬৭
ধনহারা গৃহী যেমন, জ্ঞান-হারা ...!
মনেতে ব্যাকুল ..., মান হারা'লে মানী ॥৬৮
প্রাণহারা বিরহে যেমন যোষা পতি থাকে।
বৎসহারা গাভী যেমন ঊর্দ্ধমুখে ডাকে ॥ ৬৯
গো-হারা হইয়া যেমন গো-রক্ষকের জ্বালা।
মন্ত্রহারা গুণী যেমন অন্তর উতলা ॥ ৭০
মণিহারা ফণী করে মণি অন্বেষণ।
তেমনি, চিন্তামণি-হারা হ'য়ে পবননন্দন ॥ ৭১

* * *

ভৈরবী—যৎ।

মরি রে! জীবন-রামকে হারালাম!
রেখেছিলাম হৃৎকমলে,
নীলকমল জটাধারী রাম ॥
দীনের কর্ত্তা দিনকর!
কোন্ পথে গেল আমার, হে!
ও হে! তব কুলোদ্ভব,
আমার নবদূর্ব্বাদলশ্যাম।
মায়াবী রাক্ষস-চোরে,
ঘরে আনিলাম ডেকে যতন ক'রে, রে!
কেবল অযতন-সাগরে
আমার নীলরতন ডুবালাম ॥ (গ)

* * *

মহীরাবণ-পুরে হনুমান্।

যাঁরে ধ্যানে চিন্তে মুনি, হরিয়ে রাম চিন্তামণি,
মহী ছাড়ি মহীরাবণ, প্রকাশে নিজ বিদ্যে।
স্মরণ করি মহামায়া, সৃজন করিল মায়া,
স্থানে স্থানে রাখে পথ রুদ্ধে ॥ ৭২
কোন স্থানে অগ্নি জ্বলে,
কোন স্থান পূরিত জলে,
কল কল ধ্বনি করে তরঙ্গ!
ভয় পাইল ভগবান, ... কম্পমান,
দেখি মহীরাবণের রঙ্গ ॥ ৭৩
যুগল ভাই ... নাগপাশ-বন্ধন করে,
ভববন্ধন ... নামে।
রঙ্গ-মনে সঙ্গোপনে, ভদ্রকালী-ভদ্রাসনে,
রাখে বীর বৈকুণ্ঠপতি রামে ॥ ৭৪
বাঁধি লক্ষ্মণ-রঘুমণে, পুরোহিত দ্বিজবরে,
আনন্দে নাচিছে রাবণ-পুত্র।
পূজিব নর-রুধিরে, নরকান্তকারিণীরে,
এনেছি পিতার দুটা শক্র ॥ ৭৫
হেথা বীর হনুমান, ত্যজি শোকে বাহ্যজ্ঞান,
পাতাল সুড়ঙ্গপথে চলে।
শরণ করি কৃপাসিন্ধু, মায়া-অগ্নি মায়াসিন্ধু,
উদ্ধার হইল অবহেলে ॥ ৭৬
বলে,যাব কার সন্নিধান,কে দিবে মোরে সন্ধান,
না পান সন্ধান যার যোগী।

গিয়া বীর পাতালপুরে,বলে দুর্গে। হে ত্রিপুরে!
যোগিপ্রিয়ে মা! হও উদ্‌যোগী॥ ৭৭
বৃক্ষতলে বসি বীর, মন্ত্রণা করিছে স্থির,
সব সন্ধান রমণী-নিকটে।
নারী ছিদ্র পেলে পরে, গুপ্ত কথা ব্যক্ত করে,
সব জানিব সরোবরের ঘাটে॥ ৭৮
পুরোহিত দ্বিজ আসি, নিজ স্ত্রীকে ভালবাসি,
বলে, তোমায় বলি,—কারে বলো না।
ব্রাহ্মণী কয়, কৃষ্ণ-গোপাল!
এমন বলার পোড়াকপাল।
কারে বলিব?—তুমি করিলে মানা! ৭৯
তখন প্রবেশ হ'য়ে কথার ছিদ্রে,
রাত্রে ধনীর না হয় নিদ্রে,
বলে, বলিলে পতির নিন্দা হয়।
যা থাকে তাই হবে কপালে,
এ কথা তো রাত্রি পোহালে,
ছোট দিদীকে না বলিলে নয়॥ ৮০
রাত্রে না পেয়ে ফাঁক, পেট ফুলে হইল ঢাক,
গুমরে গুমরে বলে, ওমা মলাম!
একি পোড়া ছি ম'লো ম'লো
আজি কি রাত্রি তুটো হ'লো!
কখন পোহাবে, পেট ফেটে যে গেলাম! ৮১
যোগে যাগে পোহায় নিশি,
প্রভাতে কক্ষে কলসী,
ব্রাহ্মণী রামমণিকে জাগাচ্ছে।
রাজবাড়ীর এই গুপ্ত বাণী,
কালি বলিলেন আমাদের তিনি,
দেখো দিদি! ব'ল না কার কাছে॥ ৮২
রামমণি কয়, হরি হরি!
ধিক্ ধিক্ মোরে গলায় দড়ি!
বলিলে কথা তোর বড় সঙ্কট লো।
ভাল বাসিস্ বল্‌লি আমাকে,
এই কথা বারি * করিব মুখে?
আগুন দিয়া পোড়াই এমন ঠোঁট্ লো! ৮৩
তোর সঙ্গে কি সম্বন্ধ,
তোর ভাতারের ভাল মন্দ,
হবে দায়, তাই আমি করিব? মর লো!
তুই খেলে ভাতারের মাথা,
মোর তাতে কি থাকে মাথা?
তোর ভাতার আর মোর
ভাতার কি পর লো? ৮৪
কথা শুনি রামমণির পেটে,
উদরীর সমান ফুটে উঠে,
জলের ঘাটে জানায় গিয়ে ত্বরা।
গাঁয়ে, কি দৈব করেছেন বিধি,
শুনেছিস্ লো নাগরি দিদি!
কালিকের কথা শুনেছিস্ লো! তোরা॥ ৮৫
দেখি নাই আমি শুনিলাম বাছা!
কোন্ দুঃখিনীর ছুটী বাছা,
বয়স কাঁচা তারা ছুটী ভাই লো!
পূজা ক'রে ভদ্রকালী,
রাজা নাকি মাকে দিবে বলি,
শুনিয়া অবধি দিদি! আমি নাই লো! ৮৬
পুরুতঠাকুরাণী করিলেন মানা,
বলিলেন, একথা কারে ব'লো না,
অতএব আমার প্রকাশ করা হয় না।
কেবল বল্‌ছি কথা লুকায়ে ঘাটে,
তোরা পাছে বলিস্ হাটে,
তোদের পেটে কথা জীর্ণ পায় না॥ ৮৭
আমাদের মত নহিস্ যে পেটে,
বারো শ জন্মের কথা পেটে,
জীর্ণ ক'রে গিন্নী হয়েছি বাছা!
তোদের, কাঁচা বয়স তের চৌদ্দ,
সদাই চেষ্টা রস-গদ্য,
বিবেচনা নাই আগা-পাছা॥ ৮৮
নারীর মুখে পেয়ে অন্ত, হর্ষিত হনুমন্ত,
যায় ভদ্রকালীর নিবাসে।
দুই চক্ষু ভাসে নীরে, ভক্তিভাবে ভবানীরে,
কহে গললগ্নীকৃতবাসে॥ ৮৯
কঙ্কালি! কালবারিণি! কালান্ত-কালকারিণি!
কৃশকরা কটাক্ষে কৃতান্ত।
খরশান খড়্গধরা, খলে খণ্ড খণ্ড করা,
ক্ষেমঙ্করি! ক্ষীণে হও মা! ক্ষান্ত॥ ৯০
গৌরি! গজাননমাতা! গতিদা গায়ত্রী গীতা,
গঙ্গাধর জ্ঞানে গুণে গান্ ত।

* বারি—বাহির।

ঘণ্টানাদ-বিলাসিনি! ঘটনায় ঘটরূপিণি!
ঘনরূপিণি! কুরু মা! ঘোরান্ত॥ ৯১
উমে! ত্বং উমেশ-রাণী,উৎকট খাপ উদ্ধারিণী,
উদ্দেশে আছেন উমাকান্ত।
চিদানন্দ-স্বরূপিণি! চিত-চৈতন্যরূপিণি!
চণ্ডি! চরাচর-জন্য চিন্ত॥ ৯২
ছলরূপে! ত্যজি ছলে,
পদছায়া দেও ছাওয়ালে,
ছাড় ছন্দ ঘুচাও ও মা! ভ্রান্ত।
তুমি করিবে জননি! জয়া,
জয়ন্তী যোগেশজায়া,
জানকীজীবনের জীবনান্ত॥ ৯৩

* * *

ঝিঁঝিট—যৎ।

তুমি কি বধিবে রঘুনাথের প্রাণ।
ও মা! তব পতি পশুপতি,
রঘুপতির গুণ গান॥
কর দুর্গে! দুঃখের অন্ত, ত্রাসিত জানকীকান্ত,
লাগি রামের জীবনান্ত,—
ভয়ে কুরু অভয়দান॥ (ঘ)

* * *

লক্ষ্মণের বিলাপ।

না হইয়া মূর্ত্তিমান্, গুপ্তভাবে হনুমান্,
পাতাল মধ্যেতে কাল কাটে।
রাজা আজ্ঞা দিল চরে,
নিকটেতে কে আছ রে!
যাও শীঘ্র সরোবরের ঘাটে॥ ৯৪
তোক পূজার সংকল্প, শক্র রাখা গৌণকল্প,—
করা নয়, করাযে আন স্নান।
শুনি দূত যায় ত্রস্ত, যথায় বন্ধনগ্রস্ত,
ভবের আরাধ্য ভগবান্॥ ৯৫
রাজা দশরথ-পুত্রে, চারি হস্ত এক সূত্রে,
বন্ধন করি যায় সরোবরে।
প্রাণ-সংহার-লক্ষণ, মনেতে ভাবি লক্ষ্মণ,
কাঁদিয়া কহেন রঘুবরে॥ ৯৬
ওহে ব্রহ্ম-সনাতন! অদ্য জন্মেরি মতন,
গেল প্রাণ, ভাঙ্গিল আশার বাসা।
দুরন্ত রাজকিঙ্কর, ভয়ঙ্কর বাঁধে কর,
ভগবান্! কি কর হে ভরসা! ৯৭
প্রাণ-ভয়ের উৎকণ্ঠে, মহাপ্রাণী এলো কণ্ঠে,
বলির আরাধ্য! তোমায় বলি।
বাজিছে দুন্দুভি মন্দিরে, ভদ্রকালীর মন্দিরে,
বলিছে, অদ্য দিবে নরবলি॥ ৯৮
হলো না মা সীতার উদ্ধার,ও হে ভবকর্ণধার!
সারোদ্ধার অদ্য নাই উপায় হে!
কি কালরজনী-অন্ত, প্রভু হে! জান না অন্ত,
মধুসূদন! বিপত্তে প্রাণ যায় হে! ৯৯
স্নান করাইয়া পরে, ত্রিপুরেশ্বরীর পুরে,
অস্ত্রাঘাতে করিবে প্রাণাঘাত।
তরঙ্গ মাঝারে তরী, অনায়াসে আইল তরি,
ঘাটে ডুবাইলাম রঘুনাথ! ১০০

* * *

সিন্ধুভৈরবী—যৎ।

হরি হে! আজ বুঝি প্রাণ হারালাম!
আগে নাগপাশ-বন্ধনে,
দারুণ শক্তিশেলে তরিলাম॥
পূজা ক'রে ভদ্রকালী, বলিতেছে দিবে বলি,
রাম হে! কেবল প্রাণ লয়ে ভরসা ছিল,—
সে আশা আজি ঘুচাইলাম॥
দুটি ভাইকে বনে দিয়ে,
ঘরে মা রয়েছেন পথ চেয়ে!
রাম হে! আমরা দুজনে জননীর গর্ভে
বৃথা জন্মেছিলাম (ঙ)

* * *

শ্রীরাম-লক্ষ্মণের মনোহর রূপ দর্শনে পুর-নারীগণের বিস্ময়।

বেঁধে, দুটী ভেয়ের কর, রাজার কিঙ্কর,
ল'য়ে যায় রাজ-আজ্ঞামতে।
যত রমণীমণ্ডল, শ্রীমুখমণ্ডল,
শ্রীরামের দেখে পথে॥ ১০১
কিবা, তরুণ অরুণ, কিরণ-চরণ,
বিধুগর্ব্ব নখে নাশে।
শিবের সম্পদ, পদেতে ষট্‌পদ,
সরোজ-জ্ঞানে বিলাসে॥ ১০২

যৎপদে উৎপত্তি, জহ্নুসুতা সতী,
শিবশির নিবাসিনী।
কালীয় ফণী ভূষ, ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ,—
চিহ্নিত পদ দুখানি ॥ ১০৩
কিবা, কান্তি সুকোমল, নিন্দি নীলোৎপল,
অঞ্জনে করে গঞ্জনা।
যতেক দুর্ব্বলে, দূর্ব্বাদল বলে,
রামরূপে কি তুলনা। ১০৪
ভুজ কি শোভিত, আজানুলম্বিত,
সব্য করে শোভে ধনু।
চিকুর চাঁচর, সম চ্যাচর,
নিরখি শ্রীরাম-তনু ॥ ১০৫
শোভা-পরিপাটী, অঙ্গে রাঙ্গা মাটি,
কটি-আঁটা তরুছালে।
ভালে দীর্ঘ ফোঁটা, কি শোভার ঘটা।
গলে বনফুল-মালে ॥ ১০৬
হেরি অপরূপ, বিশ্বরূপ-রূপ,
বিস্ময়ে বিস্মিত যত রমণী।
বলে, দেন যদি তারা, নয়নের তারা-
মাঝে রাখি রূপখানি ॥ ১০৭
হেঁগো। এর কাছে কি গণি,
সর্প শিরোমণি,
এ যে মুনি মন হরে।
ইচ্ছা,—পদমূলে, বিকাই বিনি মূলে,
যাই নে সে অসার ঘরে ॥ ১০৮
মন যে উদাসী, ও চরণে দাসী,
হ'তে পেলে ধন্যা আমি।
তুচ্ছ করি হরে, ব্রহ্মা পুরন্দরে,
কোন তুচ্ছ ছার স্বামী। ১০৯
তখন, অনেক নাগরী, জানায় ত্বরা করি,
যারা ছিল গৃহ-কাজে।
বলে, আয় লো সখি। তোরা,
মুনির মন-চোরা,
রূপ দেখসে পথমাঝে ॥ ১১০
রাজা করি চৌর্য্য, এনেছেন আশ্চর্য্য,
দুটি যেন কোটি শশী।
হেরে সে মাধুর্য্য, মন হ'ল অধৈর্য্য,
তোদিগে জানাতে আসি ॥ ১১১

কালো জলধরে, কার মন ধরে,
সে কালোবরণ কাছে?
একটি কাঁচা স্বর্ণ, স্বর্ণ যে বিবর্ণ,
দেখে মোহিত হয়েছে ॥ ১১২

* * *

শ্রীরামরূপ-লাবণ্য দেখিয়া রমণীগণ
কেমন আনন্দিত?—

যেমন, নব জলধর হেরে চাতকীর আনন্দ।
পূর্ণ সুখ চকোরের, হেরে পূর্ণচন্দ্র ॥ ১১৩
বসন্তে স্বদেশে কান্ত এলে কামিনীর মন।
প্রেমীর মন সুখী,—হ'লে বিচ্ছেদে মিলন ॥
হারা সন্তান পেলে যেমন জননীর আনন্দ।
হঠাৎ চক্ষু পেলে যেমন হরষিত অন্ধ ॥ ১১৫
সাধুর আনন্দ যেমন গুরুকে দান করি।
চোরের আনন্দ যেমন অন্ধকার হেরি ॥ ১১৬
পশুর আনন্দ যেমন আহারে উদর পুষ্ট।
শিশুর আনন্দ যেমন হাতে পেলে মিষ্ট ॥ ১১৭
ক্ষত্রিয় আনন্দ যেমন যুদ্ধে জিনে বৈরি।
মেনকার আনন্দ পেয়ে, তিন দিন গৌরী ॥ ১১৮
বন্ধ্যার আনন্দ যেমন, সন্তান পেয়ে জানি।
ততোধিক আনন্দ হেরে রামরূপ রমণী ॥ ১১৯

* * *

ঝিঁঝিট—যৎ।

আয় তোরা কেউ দেখবি,—
রামরূপ দেখবে আয়।
যেমন শরৎশশী, পড়ল খসি,
নবঘন মিশেছে তায় ॥
একটির অঙ্গ মেঘের বরণ,
একটি যেন চাঁদের কিরণ,
(সই গো।) তাতে চাঁদ ব'লে ধায় চকোরিণী,—
মেঘ ব'লে চাতকী ধায় ॥ (৮)

* * *

মহীরাবণের ভয়ে শ্রীরামচন্দ্রের চিন্তা
একান্ত অসম্ভব, সে কেমন?—

যেমন ক্রোড়পতির অন্নবস্ত্র-জন্য চিন্তা করা।
ধন্বন্তরির চিন্তা যেমন দেখে মাথাধরা ॥ ১২০
ঐরাবতের চিন্তা যেমন, দেখে পিপীলিকা ক্ষুদ্র

অগ্নি-ভয়ে চিন্তা করেন অগাধ সমুদ্র॥ ১২১
কল্পতরুর চিন্তা যেমন, একজন অতিথি রাখিতে
বৃহস্পতির চিন্তা যেমন, আঙ্ক ফলা লিখিতে॥
কুবেরের চিন্তা যেমন, ষোল কড়ার দায়ে
চিন্তামণির তেম্‌নি চিন্তা মহীরাবণের ভয়ে॥

* * *

ভদ্রকালীর নিকট বলিদানের উদ্‌যোগ।

কেঁদে কহেন জানকীকান্ত,
গেল রে গেল একান্ত!
প্রাণের লক্ষ্মণ! প্রাণ আমাদের ভাই রে!
বাঁচান অতি সুদুর্লভ, শঙ্কটে কার শরণ লব?
বন্ধু-বান্ধব এখানে কেউ নাই রে! ১২৪
কে আমাদের হবে মিত্র?
রাজার যত পাত্রমিত্র,
এই কর্ম্মে কে করিবে রক্ষে?
এ কি নির্ম্মায়িক রাজ্য!
কেহ না করে সাহায্য,—
দুটি ভাই অনাথের পক্ষে॥ ১২৫
এখন মহীরাবণ করে রক্ষা,
ভাই! তোমারে পাই ভিক্ষা,
আমায় ব'ধে ভদ্রকালী কাছে।
মরি,—তার শঙ্কা করি নে,
সুমিত্রা মায়ের ঋণে,
মুক্ত পেলে পরকাল বাঁচে॥ ১২৬
কোথা মিত্র বিভীষণ! এ বিপদে অদর্শন,
কোথা হে সুগ্রীব প্রাণসখা!
কোথা রে পবন-পুত্র! প্রাণাধিক প্রিয়পাত্র,
প্রাণান্ত কালেতে দে রে দেখা! ১২৭
জনমের মত আসি, বারেক দেখা দেহ আসি,
আশীর্ব্বাদ করি অন্ত কালে।
দুঃখের ক'রেছ শেষ, রক্ষা না হইল শেষ.
আজি মৃত্যু লিখন কপালে॥ ১২৮
হরি কাঁদে উৎকটে, ছিলা বীর সন্নিকটে,
অসিত-মক্ষিকা রূপ ধরি।
প্রভু! শান্ত হও বলিয়ে,
কহিছে প্রবোধ দিয়ে,
ভব-কর্ণধার-কর্ণ-মূলে॥ ১২৯

হরি হে! ত্যজ ঔদাস,
এই আইল তোমার দাস,
তব নাম-গুণে সন্নিকটে।
কি চিন্তা হে চিন্তামণি! সুরমণির শিরোমণি!
ব্রহ্মবন্ধুর পতন কি ঘটে? ১৩০
কর কটাক্ষে সৃজন অন্ত, আমি কি কহিব অন্ত?
অন্তরে অনন্ত চিন্তে যায় হে!
কি ভয়ে কম্পিত অঙ্গ? ওহে নীলপঙ্কজাঙ্গ!
মাতঙ্গের আতঙ্ক যেন পাতঙ্গের দায় হে! ১৩১
জলে স্নান করাইয়া, জলদবরণে লইয়া,
দূতগণে দিল কালী-ধামে।
প্রাণ-শঙ্কায় নরহরি, কাঁপিছেন থরথরি,
প্রাণের লক্ষ্মণে ল'য়ে বামে॥ ১৩২
সম্মুখে হেরি শঙ্করী, সবর্ণ বর্ণন * করি,
স্তব করেন রঘুবংশপতি।
শিবানি! শিবে! শর্ব্বাণি! সর্ব্বাপদ-সংহারিণি!
সন্তানে সঙ্কটে রক্ষ সতি!॥ ১৩৩
সারদা শুভদা, সর্ব্ব সম্পদ-সম্প্রদা,
সুরেশি! ষোড়শি! সুরারাধ্যে!
শুম্ভপ্রাণবিনাশিনি! শম্ভু-হৃদি বিলাসিনি!
শক্তি! শক্তিধরা শিবসাধ্যে! ১৩৪
শিশু-শশধরভালিনি! শশি-শেখর-সীমন্তিনি!
সুরেন্দ্র-সাধিকে! সুরেশ্বরি!
শঙ্কা শরীর নাশিবে, শরণাগতোহং শিবে!
সঙ্কটে রক্ষ মে শুভঙ্করি! ১৩৫

* * *

সিন্ধু-খাম্বাজ—যৎ।

ও মা কালি! মনের কালি
ঘুচাও গো মা কালদারা।
এ দাসের হয় অকাল মৃত্যু,
বাঁচাও গো মা মৃত্যুহরা॥
মহীরাবণ করি মায়া, প্রাণ বধিবে মহামায়া!
যেন, মা হয়ে সন্তানের মায়া,
ভুল না মাগো ত্রিপুরা!
যাত্রাকালে ওমা তারা! মন্দ ছিল চন্দ্রতারা,
এখন ভরসা কেবল, তারা!
তোমার করুণা-নয়নের তারা॥ (ছ)

---

* সবর্ণ বর্ণন—সকারাদি শব্দে বর্ণন।

হনুমানের নৈবেদ্য-ভোজন।

দেখি, দেবীর নিকটে হনুমান, নৈবেদ্য বিদ্যমান
রেখেছে পূজক দ্বিজবরে।
মিষ্টান্ন নানারস, মধুর আম্র আনারস,
লোভে ব্যস্ত, জিহ্বায় জল সরে॥ ১৩৬
ইদমর্ঘ্যং এতৎপাদ্যং, সোপকরণ নৈবেদ্যং,
রামচন্দ্রায় নমঃ বলি মুখে।
আড় চক্ষে চান দেবী-পানে,
ব'সে গেলেন জলপানে,
দুই হাতে তুলিয়ে দিচ্ছে মুখে॥ ১৩৭
খেয়ে হনুমান্ নানা মিষ্ট,
বলে ক'রো না মা! কোপদৃষ্ট,
পাকে পড়িব, পাক হবে না তবে।
দেব-দ্রব্য-ভাবিতে হ'লে,
আত্মাপুরুষ যায় মা! জ্বলে,
প্রাণান্তে পাতক নাস্তি,* শিবে! ১৩৮
আমায়, আদর ক'রে কে খেতে বলে?
খাই গো মা! হাতের বলে,
তোমার অগোচর সে ত নয় মা!
যেখানে খেতে যাই তারা!
সে-ই আমাকে দেয় তাড়া,
ধর্ম্ম ভাবিলে প্রাণ ত আর রয় না॥ ১৩৯
কুপুত্র অনেক হয়, কুমাতা কখন নয়,
অগ্রভাগ খেয়েছি খেয়ে ধর্ম্ম।
খেয়েছি তা তোর ক্ষতি কি মা!
তোমার খাবার অভাব কি মা!
জন্ম-সুখী, রাজার ঘরে জন্ম॥ ১৪০
বিশেষ একটু মনে বুঝ, জগৎ জুড়ে করে পূজ,
নানা দ্রব্য দিয়ে করি ঘটা।
খেতে কি বাকি আছে হেঁটে?
ব্রহ্মাণ্ড ভরেছ পেটে!
খাবে কি আর আলোচাল ক'টা? ১৪১
তখন ঠেলে ফেলি মণ্ডা ছাবা,
আলোচাল থাবা থাবা,
তাড়াতাড়ি পূরিছে দুটো গালে।

* প্রাণান্তে পাতক নাস্তি—অর্থাৎ যাহা না করিলে প্রাণান্ত হয়, তাহা দোষের হইলেও তাহাতে পাপ হয় না।

বুট ভিজে আর মুগ ভিজে,
তাতেই গেল মন ভিজে,
চিনির পানার মালসা ভূমে ঢালে॥ ১৪২
খোসা সহ খায় সশা, মণ্ডার খসায় খোসা,
বীজ খাইবে, বিবেচনা করি।
আনন্দে পবন-সুত, সেপে কলা কুলপুত,
তাতেই কিছু মনঃপূত ভারি॥ ১৪৩
যত, পরিচারক দ্বিজবর্গ, বলে এটা কি উপসর্গ?
ও রে ভাই রে! দেখে মরি ডরিয়ে।
কোথা থেকে এ আপদ এলো?
সকল করিলে এলো-মেলো,
কিছু রাখে নাই, সব খেয়েছে জড়িয়ে॥
কি হ'লো মা জগদম্বা! ঘটের খেয়েছে রম্ভা,
ভূমিতলে ঘট ফেলেছে গড়িয়ে।
নিকটে যেতে লাগে ডর, দন্ত করে কড মড়,
শঙ্কা বেটা পাছে মারে চাঁড়িয়ে॥ ১৪৫
কোথা গেলে ভট্টাচার্য্য? কি সঙ্কট! কিমাশ্চর্য্য!
আমি ত ভাই! বাঁচিনে মনস্তাপে॥
তিনটে হাঁড়ি গোল্লা ভাই!
দিবা করিতে একটা নাই,
ঘেরিল আসি কোথাকার পাপে॥ ১৪৬
আলোচাল কলা ছোলা, খেতো যদি এসব গুলা
ক্ষতি ছিল না,—ও সব মাল কাঁচ।
পদ্ম-পুষ্প-বর্ণ চিনি, খেয়েছে ষাটি বস্তা চিনি,
আমি কি ভাই! এ দুঃখেতে বাঁচি॥ ১৪৭
ছিল হাঁড়ি আষ্টেক সিকায় তোলা,
তাও রাখে নাই এক তোলা!
ভোলে খেয়েছে দেড়-শো মন ভুরো॥
সাজিয়েছিলাম একটা চূর, প্রচুর করি মতিচুর,
বেটা তার রাখে নাই একটু গুঁড়ো॥ ১৪৮
ছিল, মধু কলসী ঊনিশ কি কুড়ি,
খেয়েছে দিয়ে চুমকুড়ি,
মাছি ব'সে তায় একটু নাই ভাই রে!
সম্বৎসর খাব আশা, একখানি যে ফুলবাতাসা,
ছেলের হাতে দিব এমন নাই রে! ১৪৯
তাড়াতে কে পারে বল,
বেটার কি ভাই বিষম বল!
নিঃসম্বল করিল অনায়াসে।

তিন শ গদা পড়িলে ঘাড়ে,
তবু বেটা ঘাড় কি নাড়ে?
লাঙ্গুল নাড়ে, আর মুচকি মুচকি হাসে ॥
তখন মহীরাবণ শুনিতে পায়,
রাগে জলদগ্নি-প্রায়,
সঙ্গে সৈন্য শীঘ্র সাজাইয়া।
তারা ছুটে যেন যায়, তারা-গুণ বদনে গায়,
যতনে জকার বর্ণাইয়া ॥ ১৫১

* * *

টোরী—কাওয়ালী।

জয়দে মাতঃ জগদম্বে জননি!
যোগেশরমণী, জয়া জগদানন্দকারিণি! ॥
জগমনোমোহিনী! জগজ্জনপ্রসবিনি!
যমযাতনানাশিনি, যোগমায়া যোগিনি!
যশোদানন্দিনি, যশঃপ্রদা যোগেন্দ্র নি!—
যজ্ঞেশ্বরি জীবাত্মরূপিণি!—
জগদ্ব্যাপিনি! জলদরূপিণি!
জাহ্নবি! জীবজনমদায়িনি জনমবারিণি! ॥

* * *

সপুত্র মহীরাবণের নিধন ও রাম-লক্ষ্মণের মুক্তি।

রামকে মনে করি ধ্যান, হনূমান্ অন্তর্দ্ধান,
রাজা গিয়ে দেখিতে না পায়।
পুনঃ করি আয়োজন, দেবীর করে পূজন,
জলাঞ্জলি দিয়ে রাঙ্গা পায় ॥ ১৫২
রাম-লক্ষ্মণে সাজাইতে, বলি-বাদ্য বাজাইতে,
রাজা আজ্ঞা করে বাদ্যকরে।
দেখিয়া রাজার নীত, ত্রিভুবন কম্পান্বিত,
ত্রিভুবন-নয়ন দুঃখে ঝোরে ॥ ১৫৩
রামের দেখি দুর্গতি, হনূমান্ শীঘ্রগতি,
মূর্ত্তিমান্ হয়ে বিদ্যমানে।
ভদ্রকালী প্রতি বলে, পেয়েছ কোন্ ছুর্ব্বলে?
বধিতে সাধ কর ভগবানে ॥ ১৫৪
অসুররক্ত পানে রক্ত, মান না কো ব্রহ্মরক্ত,
বিরক্ত তোর দায়ে জগজ্জনা।
পা দিয়ে শিবের বুকে, বুক বেড়েছে ঐ বুকে,
সে বুক তোর আজি বুঝি থাকে না! ১৫৫
করিস্নে লোক হাসা-হাসি,
এলো-মেলো রাখ্ এলোকেশি!
আপনার মান থাকে আপনার হাতে!
চণ্ড-মুণ্ডের মুণ্ড কেটে, অহঙ্কারে মর্‌ছ ফেটে,
হাতে রেখেছ লোককে ভয় দেখাতে ॥ ১৫৬
কাণে পরেছিস্ দু'টো শব,
শব নিয়ে তোর রঙ্গ সব!
শবোপরে শব্দ হুহুঙ্কার।
অধর ব'য়ে রক্ত গলে, কাটা-মুণ্ড-মালা গলে,
হাস্যমুখ ভারি হুহুঙ্কার ॥ ১৫৭
আমারে প্রভু যদি দেন আজ্ঞে,
যা ঘটাই আজ তোর ভাগ্যে,
এখনি দেখ্‌তে পাবে সকল লোকে!
আমি জানি সব তোমার তদন্ত,
ভাব্‌কি দেখান বিকট দন্ত!
ডরাই নে তোর করাল বদন দেখে ॥ ১৫৮
শিব তোকে নাহি ডরায়,
সাধ ক'রে পড়েছে পায়,
ক্ষেপার মন যখন যাতে রাজী।
ও রে যেমন মেরেছ লাথি,
আমাকে কর উহার সাথী,
শক্তি! তবে তোর শক্তি বুঝি ॥ ১৫৯
আমি তোকে ভয় কি করি?
ভব-ভয়-ভঞ্জন হরি,
ভক্তি যদি প্রভুর পায় থাকে।
দেখ্‌ছি আমি মনে গ'নে,
শুন ত্রিগুণে! এখনি গুণে,
বন্দী ক'রে রাখ্‌তে পারি তোকে ॥ ১৬০
মুখে রাগ হৃদে ভক্তি, বুঝিলেন শিবশক্তি,
অভয় দিলেন হনূমানে।
অভয় পেয়ে অভয়ার, কহে বীর পুনর্ব্বার,
সুমন্ত্রণা রামচন্দ্রের কাণে ॥ ১৬১
মহীরাবণ কহিল রাম! কালীরে কর প্রণাম,
শুনে কহিছেন জটাধারী।
রাজপুত্র দুটী ভাই, প্রণাম করা জানিনে তাই,
দেখাও তুমি, তবে করিতে পারি ॥ ১৬২
শুনে মহী পড়ে ধরা, দেখায় প্রণাম করা,
হনূমান্ ল'য়ে দেবীর খড়্গো ॥

মুখে বলে জয় জগন্মাতা,
কাটে মহীরাবণের মাথা,
পুষ্পবৃষ্টি করে দেব স্বর্গে ॥ ১৬৩
পতির শোক সহিতে নারি,
এলো মহীরাবণের নারী,
দশমাস গর্ভবতী ধনী।
মরি মরি বাপ রে মারে!
কে আমার পতিরে মারে!
যায় করি মার্ মার্ ধ্বনি ॥ ১৬৪
হনূমান্ কন হে'সে কথা,এসো এসো পতিব্রতা,
সঙ্গে মরিবার সতীর লক্ষণ বটে।
একবার ভাবে নারীহত্যে,
আবার ভাবে শত্রু মারতে,
কি দোষ? বলি, এক লাথি মারে পেটে ॥১৬৫
বাহির হ'য়ে তার দুটা শিশু,
বলে, রে মুখপোড়া পশু!
কি বলিব আমরা ছিলাম গর্ভে।
বলি গদা ল'য়ে হাতে,আঘাত করিতে হনূমাথে,
ব্যস্ত হ'য়ে যায় অতি গর্ব্বে ॥ ১৬৬
হাসি কয় পবনপুত্র, আরে ম'লো পুনকে শত্রু,
শুনে বেটারা! কি করিস্! কি করিস্!
এখনো তোদের কাটে নাই নাড়ী,
ঘৃণা হয় কেমনে নাড়ি,
নেয়ে আয় গে ভবে আমারে মারিস্ ॥১৬৭
হাসি, হনূমান্ কয়, হে'লে হে'লে,
আহা মরি দিব্য ছেলে!
কাল কাল চুলগুলি মাথায়।
এখনি হলি, আগুন ক'রে,
আঁতুড়ে গিয়ে সেক নে প'ড়ে,
জল-বাতাসে মরিতে এলি কোথায়? ॥ ১৬৮
থোড়াল থোড়াল গড়ন দেখি,
নাকটি যেন টিয়ে পাখী,
বাপের মতন সব কি হয়েছে ছেলে!
নাড়ী কাটায়ে থালে নাওগে,
পোয়াতির কোলে মাই খাওগে,
বাহিরে এসো পাঁচুটের দিন গেলে ॥ ১৬৯
তখন, তর্জ্জন গর্জ্জন ক'রে, হনূমানের উপরে,
গদাঘাত করিতে ছু'টো যায়।
হনূমান্ পাতিয়ে হেঁটো,তিন আঙ্গুলে ধরে দুটো,
আসমানে হাসিয়ে পাক লাগায় ॥ ১৭০
করি, মহীরাবণকে নির্ব্বংশ,
বাড়িল সুখের অংশ,
প্রণমিয়ে কালীর চরণে!
সঙ্গে লক্ষ্মণ ভগবান্, স্বর্ণ-লঙ্কায় পুন যান,
নাশিতে দুরন্ত দশাননে ॥ ১৭১
সুগ্রীব আদি বিভীষণ, রামকে করি দরশন,
বিচ্ছেদ-হুতাশন গেল মনে।
'রাম জয় রাম জয়' ধ্বনি, স্বর্গে সুখী সুরমণি,
শ্রীরামের লঙ্কায় আগমনে ॥ ১৭২

* * *

মল্লার—ধামার।

ভানুজ-ভয়হারী রাম অনুজ সহ বিহরে।
সজল জলধরে যেন শশধর উদয় করে।
শরণার্থে শরদিন্দু, পড়ি পদনখরে,—
হেরি চিন্তামণি-কান্ত মুনীন্দ্র-মন হরে ॥
সবে, ধন্য ধন্য হনূমানে অনুমানে,
দেখে সুখ শ্রীরাম-লক্ষ্মণ বিদ্যমানে;—
বিভীষণ কহে আয় প্রাণ-মারুতি রে!
হৃদি-পঙ্কদীপে করি তোরে আরতি রে!—
প্রেমানন্দে রাম জয় রাম জয় নাদ ক'রে। (ক)

মহীরাবণ বধ সমাপ্ত।

রাবণ-বধ।

রাবণের রণ-যাত্রার উদ্যোগ ও মন্দোদরীর নিষেধ।

মহীরাবণ পাতালে মরে,
সুখে মোহিত যত অমরে,
শোকে মহীতে পড়ে দশানন।
দংশে যেন বিষধর, কপালে হানে বিশ কর,
বিশ নয়নে ধারা বরিষণ ॥ ১
শুধায়ে যুক্তি শুক-সারণে, স্বয়ং সাজিতে রণে,
সৈন্যগণে কয় লঙ্কাস্বামী।

সহে না শোক অবিরাম, আজি রণে সে ভণ্ডরাম,
দণ্ডীর দণ্ডিব প্রাণ আমি ॥ ২
হুহুঙ্কার ঘন ঘন, যেন প্রলয়ের ঘন,
প্রলয়কর্ত্তা আদি প্রলয় গণে।
টলমল করে ক্ষিতি, অনন্ত প্রভৃতির ভীতি,
প্রাণান্ত মানিছে ত্রিভুবনে। ৩
বহির্দ্বার-বহির্ভূত, হ'য়ে রণ-সজ্জীভূত,
গর্জ্জিয়ে চলেন মহাবীর্য্য।
রাবণের প্রধানা সুন্দরী, জেনে মন্দ মন্দোদরী
অন্তঃপুরে অন্তরে অধৈর্য্য ॥ ৪
হ'য়ে বিগলিতকেশী, দ্রুত আসি লঙ্কেশী,
ভাসি চক্ষুজলে রাণী বলে !
চিন্‌লে না রাম-চিন্তামনি,
অন্ধে যেমন চিন্‌তে মণি,
পারে না পাইয়ে করতলে ॥ ৫
জ্ঞান-শক্তি হারাইলে, হরির শক্তি হরিলে,
শক্তি-কোপে সকল শক্তি-লয়।
রেখে শক্তি অশোক-বনে,
পেলে কত শোক অশোক-মনে,
তবু নাই জ্ঞান হৃদয়ে উদয় ॥ ৬
জনক যার জনক, পতি যার জগজ্জনক,
গজমুখ-জনক* যারে ভজে !
কোন্ বস্তু জানকী, তুমি তার গুণ জান কি ?
জান্‌লে কি সোণার লঙ্কা মজে ? ৭
আবার তারকব্রহ্ম তার কান্ত,
যে রাম করেন তাড়কান্ত,
নরকান্ত করেন, যে গুণমণি।
তুমি, তার সনে কি করিবা রণ ?
ওহে মহারাজ ! করি বারণ,
ক'রো না নাথ ! আমায় অনাথিনী ॥ ৮

* * *

আলিয়া—একতালা।

নাথ ! রাম কি বস্তু সাধারণ।
ভূভার হরিতে, অবনীতে,
অবতীর্ণ সে ভবতারণ ;
তাঁর সনে কি তোমার রণ সাজে !
ছি ছি রণ-সাজ কি কারণ ॥

* গজমুখজনক—গণেশের পিতা মহাদেব।

যে রামপদ পূজেন ব্রহ্মা, তুলসীতে,
আন্‌লে তাঁর সীতে, বংশ বিনাশিতে,
কাটিলে সুখের তরু স্বীয় কর্ম্মাসিতে,
না শুনে কারু বারণ ॥
একবার নয়ন মুদে দেখ্‌লে না হে চিতে,
তোমারে কুপিতে শ্রীরাম জগৎ-পিতে,
জগন্মাতা সীতে কুপিতে,
তাই করে কপিতে মান হরণ ॥ (ক)

* * *

রাবণ বলে সুন্দরি ! বুঝালে আমাকে সুন্দরই,
আর ব'লো না মন্দোদরি ! সৈতে নারি চিতে।
তুমি চিনেছ নীলবরণ,
জেনেছ আমার বুদ্ধি সাধারণ,
বৃহস্পতিকে ব্যাকরণ, এসেছো পড়াইতে ! ৯
এলে, ধরাকে শিখাতে ধৈর্য্য ধরা,
বৈদ্যনাথকে নাড়ীধরা,
উর্ব্বশীকে নৃত্য করা, শিক্ষা দিতে এলে !
শিবকে এলে শিখাতে যোগ,
ধন্বন্তরিকে মুষ্টিযোগ,
নারদকে দিতে ভক্তিযোগ,
ভাল জ্ঞানযোগ পেলে ! ১০
শিখাতে এলে সৌজন্য, সব যায় সীতার জন্য,
সীতে দিয়ে রামের রাগশূন্য,—
ক'রে রন পায় ধর্‌তে ॥
আমার প্রতি হয়েছে রাগ নাশ,
ছিল কিঞ্চিৎ রাগ-প্রকাশ,
সেই রাগে দেন শ্রীনিবাস, লঙ্কায় বাস কর্‌তে ॥
আমার, লঙ্কায় যে এত বিভোগ,
সে কেবল অপরাধের ভোগ,
ছিল অটল সুখভোগ, বৈকুণ্ঠপুরী।
প্রভুর দ্বারী জয় বিজয়, দুভাই মোরা দিগ্বিজয়,
মোদিগে সেধে মৃত্যুঞ্জয়, দেখ্‌তে পেতেন হরি ॥
বরং, লঙ্কায় এসে ক্ষুদ্র হই, ব্রহ্মার কাছে বর লই,
দুঃখের কথা কারে কই ! ম'রে আছি ভূতলে।
আমরা, ব্রহ্মাকে কি মনে ধর্‌তাম !
ব্রহ্মপদ তুচ্ছ কর্‌তাম !
ব্রহ্মাকে বর দিতে পার্‌তাম, ব্রহ্মবস্তুর বলে ॥

* * *

রাম-রাবণের যুদ্ধ।

বিচিত্র শুনে লজ্জায়, অবাক্ হ'য়ে রাণী যায়,
রাবণ রণ-সজ্জায়, যায় যথা শ্রীপতি।
দাঁড়ালেন ভগবান্, ধনুর্গুণে যুড়ি বাণ,
যার ভয়েতে নির্ব্বাণ, গীর্ব্বাণ প্রভৃতি॥ ১৪
রাবণ বলে রাম! কথা শোন্,
আমার হচ্ছে রথাসন,
তোর হচ্ছে পথাসন, কত হীন তোয় বলি।
তাতে পরনে বাকল, নাই বসন,
বনের ফলমূলাশন,
জঠরের হুতাশন, জন্য জীর্ণ হ'লি॥ ১৫
মুকুট নাই তোর জটা ভূষণ,
ক্ষুদ্র কর্ম্ম তোর শাসন,
ইচ্ছা হয় না বিনাশন, করি হেন দুর্ব্বলে।
তোর শমন-ভবন-দরশন,
কাজ নাই রে পীতবসন!
প্রাণ বাঁচাবার অন্বেষণ,
দেখ, দিলাম তোয় ব'লে॥ ১৬
তখন রাক্ষস-কর্কশ বাক্য,
শু'নে হ'য়ে লোহিতাক্ষ,
বিবিধ শর সরোজাক্ষ, ছাড়েন লঙ্কেশ্বরে।
হেতু শত্রু-প্রাণ-হরণ, যত হানেন নীলবরণ,
বাণেতে বাণ নিবারণ, দশানন করে॥ ১৭
অতি ক্রোধে অর্দ্ধচন্দ্র, ছাড়িলেন রামচন্দ্র,
জ্যোতি যেন সূর্য্যচন্দ্র, গগনে বাণ চলে।
অনিবার্য্য অতি প্রচণ্ড, কাটিল রাবণ-তুণ্ড,
বিচ্ছেদ হয়ে এক খণ্ড, পড়িল ভূতলে॥ ১৮
আবার, উঠে তুণ্ডে লাগিল শির,
ব'লে কান্ত ষোড়শীর,
ক্রোধে গোলোকনিবাসীর, সেই বাণ ধায় পুন।
কেটে মুণ্ড ফেলে ধরায়, ধরায় প'ড়ে ত্বরায়,
উঠে মুণ্ড পুনরায় কি বলে তা শুন॥ ১৯

* * *

সুরট—ঝাঁপতাল।

বঞ্চিত ক'রো না, কুরু কিঞ্চিৎ করুণা শিব!
ভব! তব করুণা বিনে,
ভবে আর কত আসিব॥
বিনা করুণা উদ্ভব, কত দিন বল হে ভব!
কুলবিহীন হ'য়ে ভব,—জলধি-জলে ভাসিব॥
ওহে সঙ্কটবিনাশি! কবে বিলাবে করুণারাশি,
যারা বাদী ভজনে আসি, ছ'জনে কবে নাশিব,
দাশরথির বাসনা, যোগি! যবে হব জীবন-ত্যাগী
হ'য়ে মোক্ষফলভাগী, ভাগীরথীতে ভাসিব॥(খ)

* * *

বিভীষণের মুখে রাবণের মৃত্যু-শর-রহস্য-প্রকাশ।

ভেবে আকুল চিন্তামণি, বিভীষণ কহেন অমনি,
গুণমণি! চিন্তা কিসের তরে?
অন্ত শুন ভগবান্! রাবণ-অন্তক বাণ,
আছে রাবণের অন্তঃপুরে॥ ২০
কহেন ভুবনেশ্বর, রাবণের ভবনে শর,
কার শক্তি আনে কোন জনে?
প্রণাম হ'য়ে হনূমান, দাঁড়িয়ে কয় বিদামান,
আমি আনিব, ঐ চরণের গুণে॥ ২১

* * * *

শ্রীরামের নিকট হনূমানের উক্তি।

কিসের জন্য চিন্তা তুমি কর হে অনাথনাথ।
যোগীন্দ্র জপী তোমায় জ'পে
জানি হে জগন্নাথ! তা ত॥ ২২
আজ্ঞা দিলে ধ'রে আনি, কেবা গঙ্গাধরে ধরে?
গগন হ'তে উঠিয়ে আনি,
বাঁধিয়ে সুধাকরে করে॥ ২৩
বল যদি বল্ ক'রে আনি ধ'রে
দেবতাগণে গ'ণে।
শমন-দমন! তোমার বলে,
মানিনে শমনে মনে॥ ২৪
আজ্ঞা দাও তো এখনি আমি
ব্রহ্মার মান হরি, হরি!
যমের জননীকে এ'নে, তব পায় কিঙ্করী করি॥
কটাক্ষে নির্ব্বংশ করি সুরাসুর-কিন্নরে নরে।
গণ্ডূষে পান করি হরি! ধরি রত্নাকরে করে॥২৬
তুমি আজ্ঞা দিলে রাম!
আমি কি ব্রহ্মাণী মানি?

কৈলাস ভাঙ্গিয়া আনি, শুনি না ভবানী-বাণী ॥
বরুণকে ডুবাই জলে, বেঁধে রাখি পবনে বনে।
জয় জয় রাম ব'লে, আমি সদা জয়ী মরণে রণে

* * *

রাবণের মৃত্যুশর আনিতে বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ-বেশে হনূমানের লঙ্কায় গমন।

এইরূপ ভক্তি-ভারতী, বলিয়ে চলে মারুতি,
রামের আরতি শিরে ধরি।
গিয়া কিঞ্চিৎ অন্তরে, ভাবিছে বীর অন্তরে,
এরূপে কিরূপে প্রবেশ করি? ২৯
বৃদ্ধ এক দ্বিজবর, জীর্ণতম কলেবর,
মূর্ত্তি হইলেন বায়ুপুত্র।
মুখে বাণী সর্ব্বমঙ্গলে! কুশাসনখানি বগলে,
নয়ন জলে, গলে যজ্ঞসূত্র ॥ ৩০
হ'য়ে শঠের প্রধান, রাণী-সন্নিধান ধান,
দূর্ব্বা ধান কর মধ্যে ধরি।
গিয়া অন্তঃপুর-দ্বারে, ডাকেন রাবণ-প্রমদারে,
কোথা গো মা রাণি মন্দোদরি। ৩১

* * *

রাবণের অন্তঃপুরে বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ-বেশী হনূমান্।

দ্বারে দ্বিজ দেখ্‌তে পায়,
রাণী গিয়ে প্রণাম করে পায়,
মানসে আশীষ ক'রে কন অমনি!
শীঘ্র স্বামীর মাথা খাও,
দীর্ঘ কালটা দুঃখ দাও,
সেটা আর কর্ত্তব্য নয় লো ধনি! ৩২
তোর পতির এক গুপ্ত কথা,
ব'লে আমারে পাঠায় হেথা,
অদ্য রণে দেখে অপার সিন্ধু।
বড় বিশ্বাস তাই এলাম, রামদাস-শর্ম্মা নাম,
আমি, তোর পতির পরম বন্ধু ॥ ৩৩
আমার নাম জানে বিশ্ব,
শ্রীরাম শিরোমণির শিষ্য,
লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণের ছাত্র।
লবণ-সমুদ্র-পারে ভবন,
বীর-নগরের মধ্যে পবন—
বিদ্যাধরের হই আমি পুত্র ॥ ৩৪
আমরা পুরুষানুক্রমে, বদ্ধ রা— বনের প্রেমে,
বিপদ কালে স্বস্ত্যয়নে হই ব্রতী।
নাই অন্ন ব্যবহার, ফল মূল করি আহার,
তাইতে ভক্তি করে তোর পতি ॥ ৩৫
নাপিত ছুঁইনে তৈল মাখিনে,
চারি চাল বেঁধেও থাকিনে,
জেনে ধার্ম্মিক মোরে বড় বিশ্বাস।
কাণে কাণে নিকষাকুমার,
বল্যে, মৃত্যুশরটী আমার,
অন্তঃপুরে পূজে এসো রামদাস! ৩৬
কোথা আছে দাও দেখিয়ে শর,
শর-মধ্যে মহেশ্বর,
পূজা করিব বিলম্ব না সহে।
নহে বিশ্বাস রাণীর তার,
বলে জানিনে বাণ কোথায়?
শুনে দ্বিজ উষ্মা করি কহে ॥ ৩৭

* * *

মিশ্রা মল্লার—একতালা।

বাঁচাবো তোর প্রাণেশ্বরে,
আজ বাসরে, পূজিয়ে তার মৃত্যুশরে।
সরল হ'য়ে বল্ শর কোথায়,
নৈলে হও বিধবা রামের শরে ॥
সাধন করলে নিধন-শরে, যদ্যপি কুবুদ্ধি সরে,
তোর পতি সেই কনকপুরেশ্বর!
যদি রাম প্রতি রাগ পাসরে ॥
লঙ্ঘতে তার নাই দোসর,
লক্ষসুত প্রাণের সোসর,
না ল'য়ে শরণ,—রামশরে,
হারায় সবাই জীবন এই বৎসরে ॥ (গ)

* * *

হনূমান্ কর্ত্তৃক মৃত্যু শরগ্রহণ।

দিলে তত্ত্ব পতির হানি,
না দিলে পতির পরাণী,
যায় বা, রাণী ভাবিয়ে অন্তরে।

যা করেন ভগবান্, স্তম্ভ-মধ্যে আছে বাণ,
সন্ধান দিলেন দ্বিজবরে ॥ ৩৮
নিরখি স্ফটিক স্তম্ভ, অমনি করি অবিলম্ব,
পদাঘাতে ভাঙ্গেন হনুমান্।
বাণটী করি বগলে, মুখে বলে, জয় বগলে!
ক'র্‌লে মাগো কল্যাণি। কল্যাণ ॥ ৩৯
হাসি কি ধরে অধরে? অমনি নিজমূর্ত্তি ধ'রে,
প্রাচীরে বৈসেন মহাবীর।
হইলেন হনুমান, দশ যোজন আছে পরিমাণ,
দীর্ঘে শতযোজন শরীর ॥ ৪০
ভেদ করিল ব্রহ্ম-কটা, *
লোমগুলো অঙ্গের কটা,
লোম-পরিমাণ হস্ত একশত।
দশ যোজন লেঙ্গুড়ের ঘটা,
তারি উপযুক্ত মোটা।
লেঙ্গুড়ে গরুড় পান নষ্ট পথ ॥ ৪১
কালান্তক-যমাকৃতি, দাঁতটী কিছু খর্ব্বাকৃতি,
তবু হবে যোজন দেড়েক প্রায়।
নাসার ছিদ্র দিয়া আছে পথ,
পতাকা শুদ্ধ যায় রথ,
মহাবৃক্ষ নিশ্বাসে উড়ায় ॥ ৪২
দুই হাত যোজন সাত, এক চড় চারি বজ্রাঘাত
চড়ের শব্দে কাঁপে চরাচর।
অন্য কি ছার যার চাপড়ে,
শমন-দমন রাবণ পড়ে,
ম'লাম ব'লে ভূতলে ধড়ফড় ॥ ৪৩
সেই মহাবল হনুমন্ত,
প্রাচীরে বসে দেখায় দন্ত,
অন্তঃপুরে রাবণের স্ত্রীগণে।
দেখে রাবণের ভার্য্যা সব,
সবে যেন জীয়ন্তে শব,
হাহাকার হইল ভবনে ॥ ৪৪
বিগলিতকুন্তলে, কেউ পড়েছে ধরাতলে,
ধারাধর সমান ধারা চক্ষে।
দশ সহস্র সুন্দরী, গিয়া যথা মন্দোদরী,
কত মন্দ কহিছে মনোদুঃখে ॥ ৪৫

এক নারী কন্যা শনির, নয়ন দুটী সনীর,
মণির বিচ্ছেদে যেমন ফণী।
দুঃখের কথা আর এক জায়,
দ্রুতগতি বল্‌তে যায়,
বিধি বাম গো দিদি চন্দ্রাননি! ॥ ৪৬
* * *
মিশ্র মল্লার—কাওয়ালী।
ওগো দিদি! বিধি বুঝি, বিধবা ঘটায়।
প্রাণকান্তের প্রাণ ত বাঁচানো দায় ॥
ভুলায়ে রমণী মুনিবরের সভায়,
ঘরে গিয়া ছলে, একি ঘরপোড়া ঘটালে,
ঐ যে ঘরপোড়া বাণ লয়ে যায়!
আছে অতুল সম্পদ ভবে কার এমন,
অশ্বপাল যার শমন,—
আজ্ঞাধীন শশধর, গাঁথে হার পুরন্দর,
সে আদর আজ আমাদের সব ফুরায় ॥
এখন, কুল-লাজ ছাড় যদি কুল চাও,
কুলরমণী সবে —
অনুগত হবে হরি, অকূলে মিলাবেন তরি,
ধরি গো সেই অকূলকাণ্ডারীর পায় ॥ (ঘ)
* * *
নিরখি রামকিঙ্কর, সবে হানে কপালে কর,
এক ধনি কয়, যুক্তি মোর শোন।
জিনে যদি কিন্নর নর, তবু ওটা জাতি বানর,
কাজ কি ক'রে শত লক্ষ লক্ষণ? ৪৭
কর, লোভ দেখিয়ে বুদ্ধি হত
টোপ দিয়ে মাছ ধরার মত,
কতকগুলো কদল আন লো দিদি!
সৃষ্টি জগদম্বার, ও বড় ভক্ত রম্ভার,
তাই এক ভার শীঘ্র আন বিধি ॥ ৪৮
দেখাই বরং বর্ত্তমান,
গোটা দশ বারো মর্ত্তমান,—
রম্ভা এনে তামাসা দেখ ব'সে।
তত্ত্ব-কথা যাবে ভুলে,
খাবে মত্ত হ'য়ে বগল তুলে,
মর্ত্ত্যে বাণ অমনি পড়বে খসে ॥ ৪৯
ও পাগল, কলার লাগি, কলার জন্য গৃহত্যাগী,
কদলী-কাননে বাস করে।

---

* ব্রহ্ম-কটা—ব্রহ্ম-কটাহ।

কলা পেলে আর কিছু না চায়,
কাঁচা কলাগুলো কাঁচা খায়,
মোক্ষফল ফেলে মোচাফল ধরে ॥ ৫০
শুনে বলে আর এক নারী,
কিসে প্রীতি ওর বুঝিতে নারি,
কলা কিম্বা আম ভালবাসে।
এসে এই লঙ্কাভুবন, আগে ভেঙ্গেছে মধুবন,
কদলীবন ছিল তো তার পাশে ॥ ৫১
শুন উহার প্রতিফল,
সীতে ওরে পাঁচটী আম্রফল,
দিয়েছিলেন পাঁচ জনার তরে।
ও, পথে গিয়ে তার চারিটী খায়,
শেষে, রামের ফলটী পানে চায়,
পুনঃপুন জিহ্বায় জল সরে ॥ ৫২
হ'ল না লোভসম্বরণ, খেয়ে শেষে হয় মরণ,
গলায় লেগে গেলো না ফল পেটে।
যেমন কর্ম্ম তেমনি দণ্ড,
বিধি করেন নাই প্রাণদণ্ড,
চারি দণ্ড মরে ছিলো দম কেটে ॥ ৫৩
তাইতে, জানি আম্রে ওর,
লোভের নাহিক ওর,
কিন্তু, আশ্বিন মাসে আম কি আছে?
এক ধনী কহিছে পরে,
আছে গোড়ে আম আমার ঘরে,
দৌড়ে আনে হনূমানের কাছে ॥ ৫৪
জেনে মনের মূল, নানা জাতি ফল মূল!
আনে রমণী সব বাড়ি পাড়া।
কেউ বকুল কেউ বা কুল, বলে যদি দেয় কুল,
অনুকূল হ'য়ে ঘরপোড়া ॥ ৫৫
ইন্দ্রজিতের মাতৃস্বসা, এনে দিল দুটা সশা,
ঘোর তামাসা দেখে হনূমান!
শূর্পণখা সর্ব্বনাশী, দুটা দাড়িম্ব দেখায় আসি,
যার দোষে যায় সোণার লঙ্কাখান ॥ ৫৬
রূপসী ক'রে রস, দেখায় একটা আনারস,
নানা রস করে আবার করে।
অতি ত্বরায় অতিকার বুন,
দেখায় এনে দুটো বেগুন,
বলে যদি বেগুনে গুণ ধরে ॥ ৫৭

কেউ দেখায় দুই বাঁধা কপি,
বলে যদি ভোলে কপি,
কোনরূপে রূপী ভুললেই হলো!
কেউ দেখাচ্ছে কর পাতি,
ক্ষুদ্র লেবু কাগজি পাতি,
জামির জাম্বির কেউ করিল ॥ ৫৮
কেউ, কমলা এনে দেখায় করে,
কমলাকান্তের চরে,
হেসে হনূমান নারীগণকে কয়।
মিথ্যে ফলের আয়োজন,
ও সব ফল কেবা করে ভোজন?
ফলে তোদের ফল ভাল নয় ॥ ৫৯
যে দেয় চতুর্ব্বর্গ-ফল, তার সঙ্গে অকৌশল,
যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল ফলাবো।
রামের জয়পতাকা উড়িয়ে,
সে দিন গেলাম ঘর পুড়িয়ে,
আজ তোদের কপাল পোড়াবো ॥ ৬০

* * *

খাম্বাজ—একতালা।

আমার কি ফলের অভাব,
তোরা এনে দিলি ফল যে ভাবে!
পেয়েছি সে ফল, জনম সফল,
মোক্ষফলের বৃক্ষ রাম হৃদয়ে॥
শ্রীরামচরণ-কল্পতরু-মূলে রই,—
যে ফল বাঞ্ছা করি, সেই ফল প্রাপ্ত হই,
ফলের কথা কই, ও ফল গ্রাহক নই,—
যাবো তোদের প্রতিফল বিলায়ে॥ (ভ)

* * *

হরপার্ব্বতী-সংবাদ।

যথায় প্রভু ভগবান, হনূমান গিয়ে দিল বাণ,
আনন্দিত কোশল্যা-সুত।
বাণ পেয়ে নির্ব্বাণকর্ত্তা, রাবণকে কহেন বার্ত্তা,
কর যাত্রা,—এই এলো যমদূত ॥ ৬১
রাবণ-সংহার-কারণ, করেন মৃত্যুশর ধারণ,
এলেন সার্দ্ধত্রিকোটি দেবগণ।
বাণেতে হ'য়ে প্রবিষ্ট, সেই স্থানে উপবিষ্ট,
ইন্দ্র চন্দ্র পবন শমন ॥ ৬২

হেথা, কৈলাসে কহেন হর,
আয় রে পুত্র বিঘ্নহর !
চল ত্বরা রামহিত করা কর্ত্তব্য।
ব্যস্ত দেখি ত্রিলোচনে,
ত্রিলোচনী কোপ-লোচনে,
কহেন, তোমার ভাল ভব্য ! ৬৩
ওহে ভ্রান্ত দিগম্বর ! তুমি তারে দিয়েছ বর,
প্রাণাধিক বরপুত্র রাবণ।
যে করেছে ক'রে সাধন, ভক্তিডোরে বন্ধন,
করবে আবার সে ধন নিধন ॥ ৬৪
তোমায় আমি বলিব ছাই !
খাও ধুতুরা মাখ ছাই,
কপালে আগুন আমারো কপাল মন্দ।
। ছিলাম মায়ের সাধের ঈশানী,
বিধি করেছে সন্ন্যাসিনী,
সদা পোড়া হয়েছো সদানন্দ ! ৬৫
রাবণকে বধিবে ভব !
সেটা কি তোমায় অসম্ভব,
নিজের অপমৃত্যু জ্ঞান নাই।
বিষ ল'য়ে কর আহার, বিষধর গলার হার,
তোমার জ্বালায় ইচ্ছা হয় বিষ খাই ॥ ৬৬
শিব কন, শুন শঙ্করি ! অপমৃত্যুর ভয় না করি,
যে হ'তে এনেছি তোমায় ঘরে।
সদাই কর বিষ-বিষ ! সাধে কি আমি খাই বিষ
বিশ যুগ পড়েছি বিষ-নজরে ॥ ৬৭
তুমি খরতর বিষহরা, বিষে জর জর করি,
ভয়ঙ্করি ! ভয়ঙ্করই রেখেছো আমাকে।
শুভ দিন ক্ষণ না দেখিয়ে,
বাপ করেছেন কাল-বিয়ে,
দাঁড়িয়ে কালটা কাটালে কালের বুকে ॥ ৬৮
নারদে পাগল হ'লো ঘটক,
আমারো পাগলে ঠোক,
রাশি গণ না দেখি মিলন করে !
তোমার রাক্ষসগণ, আমার হচ্ছে নরগণ,
চিরকালটা খেয়ে ফেল্‌লে মোরে ॥ ৬৯
আমি দয়াহীন গঙ্গাধর !
তুমি শরীরে দয়া ধর,—
যত তা ত আমি সকলি জানি !
আমি বিষ খাই তাই দিচ্ছ ধিক্ !
তোমার গুণ যে ততোধিক,
প্রাণের মায়া তোমার আছে কি ঈশানি ? ॥ ৭০

* * *

কালেংড়া-বাহার—একতালা।

জানি, জানি হে ! পাষাণের সুতা !
তোমার দয়া মায়ার কথা !
ছিন্নমস্তা হ'য়ে অভয়ে !
তুমি আপনি কাট আপনার মাথা ॥
তোমার পিতা সে ত শিলে,
তার ঔরসে প্রকাশিলে, বড় সুশীলে,—
লোকে জানে হে তোমার শীলতা ॥ (চ)

* * *

শ্রীরামের ধনুকে রাবণের মৃত্যু-শর সংযোজন।

পুন, শিব কন, ও শঙ্করি !
বাধা দিও না, যাত্রা করি
না গেলে অধর্ম্ম আমার আছে।
শুনে ক্রোধে কন কালকামিনী,
আমিও পশ্চাদ্গামিনী
হ'য়ে যেতেছি বাছা রাবণের কাছে ॥
হেন বলবান্ কুত্র ? বধে আমার বরপুত্র,
গণেশ অপেক্ষা স্নেহ মোর তারে।
কার শরীরে এত বিকার ?
ভয় করে না অম্বিকার ?
অহঙ্কার বরে এত সংসারে ? ৭২
তুমি কিম্বা হউন রাঘব, অজ্ঞার হবে লাঘব,
যে হবে মোর বরপুত্র-বাদী।
সদা, করে যাগ যজ্ঞ ব্রত,
অনুগত মোর অনুব্রত,
রাবণ আমার কিসের অপরাধী ? ৭৩
যাও যাও হে রণভূমি, জয়কেতে যোগীন্দ্র তুমি,
লওগে শরণ হও গে রামের পক্ষে।
কোটি দেবতা গিয়ে তত্র,
কোট ক'রে হৈও একত্র,
দেখি আমার বরপুত্র হয় কি না হয় রক্ষে ! ৭৪

তখন, না শুনে কথা দেবীর, যথা প্রভু রঘুবীর,
আশুতোষ আনন্দে আশু যান।
রামকে জয়ী করতে রণে,
প্রণাম হ'য়ে রামচরণে,
শরমধ্যে হর নিলেন স্থান ॥ ৭৫
তখন, হরি করেন হুহুঙ্কার,
হরিতে রিপু-অহঙ্কার,
দিয়ে টঙ্কার ধরেন ধনুখান।
জয়ধ্বনি দেবে করে, দশানন রামের করে,
দেখিছে আপন মৃত্যু-বাণ ॥ ৭৬
দাঁড়িয়েছিল পর্ব্বত, অমনি জীবনমৃত্যুবৎ,
কম্পমান দেখিয়ে হৃদয়।
চক্ষে ধারা তারাকারা,
বলে মা কোথা রৈলি তারা!
আজি সমরে মরে তোর তনয় ॥ ৭৭
তুমি বল, তুমি সম্বল, শমন প্রতি করি যে বল,
সে বল কেবল ঐ চরণ।
হে মা দুর্গে! দক্ষসুতে!
তুমি যদি মা! রক্ষ সুতে,
আজি আমার বিপক্ষ ত্রিভুবন ॥ ৭৮

* * *

খট্ ভৈরবী—একতালা।

মা! আর নাই মোচন, পিতে ত্রিলোচন,
বসিলেন শরমধ্যে জীবন বধ্যে *।
এমন বিপদ সময় আমার—
কোথা রৈলে গো মা! ঈশানি! বিপদনাশিনি!
যদি রাখ মা! সন্তানে শ্রীপাদপদ্মে ॥
আজি আমার শঙ্করি! পিতা শঙ্কর বিরূপ,
ভাই হয়েছে চিরকাল কালস্বরূপ,
বিনা চরণ-তরি, তরি গো কিরূপ?
ব্রহ্মময়ি! বিপদ-সাগর-মধ্যে।
যে ভাই ছিল আমার প্রাণের অনুগত,
ছিল নিদ্রাগত, সে ভাই সে দিন গত!
হ'ল কাল আগত, না ক'রে কাল গত,
ভেঙ্গেছিলাম, মা! তার অকাল-নিদ্রে ॥ (ছ)

* * *

* বধ্যে—বধ করিবার নিমিত্ত।

রণস্থলে পার্ব্বতীর আগমন ও রাবণকে অভয়দান।

বিপদে ডাকে রাবণ, ভবানী ভব-ভবন,
ত্যজে যান কনক-লঙ্কাপুরী।
এত ভাগ্য কার ভারতে?
ভুবনের জননী রথে,
বসিলেন রাবণে কোলে করি! ৭৯
দিয়ে কত প্রিয় বচন, অঞ্চল দিয়া লোচন,—
মুছায়ে কন ত্রিলোচন-মোহিনী।
বাছা! কেন বারি নয়নে তোর,
কার ভয়েতে এত কাতর?
আমি তোর ভবভয়হারিণী ॥ ৮০
বিরিঞ্চি আদি কেশব, কারণ-জলে হই প্রসব,
ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী আমি আদ্যে।
রামের অতি অবিজ্ঞতা,
এত কি আছে যোগ্যতা?
বরদার বরপুত্র বধ্তে ॥ ৮১

* * *

শ্রীরামচন্দ্রের অকালে দুর্গোৎসব ও দুর্গাস্তব।

হেথায়, রথে দেখি শিব-শক্তি,
অমনি হারা হয়ে শক্তি,
যুগল নয়নে শতধার।
ধনুর্ব্বাণ ফেলে ভূমিতে,
কেঁদে বলেন রাম, ওহে মিতে!
দুঃখিনী সীতার হ'লো না উদ্ধার ॥ ৮২
হ'য়ে শক্ত বশীভূতা, বসিলেন, বিশ্বমাতা,
ঐ দেখ, রাবণে করি কোলে।
আর মিথ্যে আয়োজন, সবল হ'লো দুর্জ্জন,
প্রাণ বিসর্জ্জন দিই গিয়ে জলে ॥ ৮৩
বিপদ জানিয়া বিধি, শ্রীরামে কহেন বিধি,
করতে হ'লো শক্তি-আরাধন।
ভক্তিপথে ভর দিয়া, কর পূজা শারদীয়া,
শুনিয়া কহেন নারায়ণ ॥ ৮৪
দেবী নিদ্রাগত রন, শরতে নিলে শরণ,
অকালে তাঁর না হয় যদি দয়া।

বিধি কন হবে সাধন, ষষ্ঠীতে করি বোধন,
পুজিলে অভয় দিবেন অভয়া॥ ৮৫
নির্ম্মাইয়া দশভুজা, নির্ম্মল মানসে-পূজা—
করেন দেবীরে নারায়ণ।
নহে বাল্মীকির উক্তি, রঘুনাথ পূজে শক্তি,
মতান্তরে আছে রামায়ণ॥ ৮৬
পূজে দেবতা শত শত,
নীলকমল অষ্টোত্তর শত,
দুর্গাপদে করিয়া প্রদান।
নবমী-পূজান্তে হরি, যুগল কর যুগ্ম করি,
কেঁদে কন জননী-বিদ্যমান॥ ৮৭
কপালি! কালবারিণি! কালে কুপার্থ কারিণি!
কৃশকরা কটাক্ষে কৃতান্ত;
খরশান খড়্গধরা! খল খণ্ড খণ্ড করা,
ক্ষেমঙ্করি! ক্ষীণে হও মা! ক্ষান্ত॥ ৮৮
গৌরি! গজানন-মাতা!
গতিদা! গায়ত্রি! গীতা,
গঙ্গাধর জ্ঞানে গুণ গান্ত;
ঘণ্টানাদ-বিলাসিনি! ঘটনায় ঘটরূপিণি!
ঘনরূপিণি! কুরু মা! ঘোরান্ত॥ ৮৯
উমে! ত্বং উমেশ-রাণি!
উৎকট পাপ-উদ্ধারিণি!
উদ্দেশে আছেন উমাকান্ত।
চিদানন্দ-স্বরূপিণি! চিত্ত-চৈতন্যকারিণি!
চণ্ডি! চরাচর জন্য চিন্ত॥ ৯০
ছলরূপ ছাড়ি ছলে, পদছায়া দাও ছাওয়ালে,
ছন্দরূপিণি! ঘুচাও মা! ছন্দ।
আমার, করিবে কি জননি! জয়া!
জয়ন্তি! যোগেশজায়া,
জানকী-বিচ্ছেদে জীবনান্ত॥ ৯১

* * *

ললিত-ভৈরবো—একতালা।

এ যাতনা আর সহে না, জননি! জগদম্বে!
দিয়ে চরণ, দুখ হরণ যদি কর অবিলম্বে॥
হের শ্যামা, হর-রমা, হের উমা! হের অম্বে!
হের করুণানয়নে, যেমন হের মা! হেরম্বে;—
বিশ্ববিপদ-বারিণী,—সুরসঙ্কটহারিণী,—
হ'য়েছ তারিণি! নাশ, করিয়ে নিশুম্ভে,—
এ সংসারো নাশ করো,
যেমন নাশো, জল-বিম্বে;—
দাশরথির দুঃখ নাশিবে শিবে!
আর কত বিলম্বে? (জ)

* * *

শ্রীরামের শরে পার্ব্বতীর আবির্ভাব।

শ্রীরামের স্তবে অপর্ণা, উভয়-সঙ্কটাপন্না,
বসে আছেন রাবণের রথে।
একবার একবার অদর্শনা,
হ'য়ে অমনি শবাসনা,
রামকে অভয় দিচ্ছেন গিয়া পথে॥ ৯২
রাবণ বলে, বুঝেছি মা!
বিপদ-নাশিনি! শ্যামা!
বিপদে পড়েছো আজ তুমি।
মন হ'য়েছে চঞ্চলা, মোর কাছেতে মনছলা,
মনে মনে মন বুঝেছি আমি॥ ৯৩
অনেক দিন তোর এ তনয়,
জেনেছে দিন ভাল নয়,
শুভদা! শুভদিন হ'য়েছ মোর।
যে দিন তোমার শুভের,—
বন ভেঙ্গেছে বনপশুতে,
তার আগে মা! মন ভেঙ্গেছে তোর॥ ৯৪
অশ্বশালে যম নিযুক্ত, পবন করে ভবন মুক্ত,
ইন্দ্র যার হার গাঁথে জননি!
ভাঙ্গে তার ঘর পশুপালে!
এও কি ছিল কপালে!
কপালমালিনি! কপালিনি!॥ ৯৫
করবে এখনি তো প্রাণদণ্ড,
বদ্ধ হইয়ে অর্দ্ধদণ্ড,
মা! তোমার কি থাকায় প্রয়োজন?
লজ্জায় অধোবদনা, দিয়ে বেদনা পেয়ে বেদনা,
রামের শরে শক্তির গমন॥ ৯৬
হ'লো বাণ শক্তিমান, প্রেমানন্দে ভগবান,
করেন বাণ পিনাকে সংযোগ।
লাগিলে অঙ্গে যেই শর, মূর্চ্ছিত হন মহেশ্বর,
শমনের সত্বরে প্রাণবিয়োগ॥ ৯৭

শরের বীর্য্য শত-সূর্য্য, পুজেন শর হরপূজ্য, *
চন্দনাক্ত মালতী-মালায়।
জলিতেছে ধক্ ধক্, বাণের মুখে পাবক,
ত্র্যম্বক ভাবক আছেন তায়॥ ৯৮
পুলকে গোলোকেশ্বর, নিক্ষেপ করেন শর,
লঙ্কেশ্বরের দেখে প্রাণ যায়।
বসন-গলে নয়ন গলে, পতিত হইয়ে বলে,
পতিতপাবন রামের পায়॥ ৯৯
ওহে বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত ধন!
করি নাই ও পদ-সাধন,
জ্ঞানধন মোর ল'য়েছিলে হরি।
তোমাকে ভেবে বৈরঙ্গ, হ'লো সুখের তরঙ্গ,
আজি নিদ্রাভঙ্গ হ'লো হরি॥ ১০০

* * *

ভৈরবী—একতালা।

দিনের দিন গত!
কিন্তু নয় হে রাম! তব চরণে এ দীন গত।
আমার গত অপরাধ কত!
প্রাণ নির্গত সময়ে দাও হে চরণ।
হ'লাম চরণে শরণাগত॥
সৎসঙ্গ হ'তে হ'য়ে স্বতন্ত্র,
করি অসৎ ক্রিয়া সতত;—
তোমায় শত শত মন্দ,বলেছিলাম হে রামচন্দ্র!
না ভাবিয়ে ভবিষ্যত॥
ওহে গুণধাম! স্বগুণ প্রকাশ,
গুণহীন-জ্ঞানহীন-দোষ নাশ,
সগুণে তারিলে কি পৌরুষ!
সে তো স্বগুণে পাবে সুপথ (রাম!),—
জননী-জঠরে কঠোর যন্ত্রণা
আর দিবে হে রাম! কত।
ওহে দশরথাত্মজ দাশরথি!
ঘুচাও দাশরথির গতায়াত॥ (ঝ)

* * *

রাবণ বলে, হে দয়াল রাম!
কি দোষ আমি করিলাম?
প্রাণদণ্ড কর কি অপরাধে?
কি দোষে বান্ধিলে সাগর।
পশু দিয়ে পোড়ালে নগর।
বংশটা নাশ কর্‌লে সাধে-সাধে? ১০১
না জানিয়া সংবাদ, সাধুকে চোর অপবাদ,
দিয়া বাদ সাধো কেন হে হরি!
যদি বল সীতে-চোর, তাইতে এত দণ্ড তোর,
দিয়ে বাদ, তত মান তোর করি॥ ১০২
যদ্যপি চোর আমি হই, দণ্ড-যোগ্য চোর নই,
বেদ পুরাণে আছে এমন যুক্তি।
আমি, শুনেছি ব্রহ্মার ঠাঁই,
চুরি কর্‌তে দোষ নাই,
যে বস্তুকে জীবে পায় মুক্তি॥ ১০৩
তুলসী পুষ্প শালগ্রাম, মুক্তির ধন এ সব রাম,
মুক্তিদাত্রী তোমার সুন্দরী।
কোটি জন্মের পাপ নাশিতে,
চুরি ক'রে আনিয়ে সীতে,
পবিত্র করেছি লঙ্কাপুরী॥ ১০৪
সেই পুণ্যে পুণ্যোদয়, দেখ আমার পুণ্যোদয়,
পূর্ণ সুখী হয়েছি ভগবান্!
যে রত্ন নাই ত্রিসংসারে,ঘরে ব'সে পেয়েছি করে,
পদ্মযোনি হৃৎপদ্মের ধন॥ ১০৫
চুরি ক'রে আমি যদি না আনিতাম সীতে।
ওহে রাম! তা হ'লে লঙ্কায় তুমি কি আসিতে?
সীতে নৈলে অসিতে * কিসে ভালবাসিতে?
তুমি কি দেখা দিতে আমার কালভয় নাশিতে?
সাগর বাঁধা দিয়ে পথ কে পেতো
এই ত্রিলোকবাসীতে।
জগতে কে দেখতে পেতো
জলে শিলে ভাসিতে? ॥ ১০৮
যে চরণ পূজেন ব্রহ্মা গন্ধ ও তুলসীতে।
যে চরণ চিন্তেন হর কৈলাস আর কাশীতে॥
যে চরণ ভাবেন ইন্দ্র দিবস-নিশিতে।
যে চরণ ভাবেন সদা সনকাদি ঋষিতে॥ ১১০
পাষাণ মানবী হ'লো যে চরণ পরশিতে।
সীতে নৈলে সে চরণ কি এখানে প্রকাশিতে?
শত জন্ম শতদলে পূজেছিলাম অসিতে।

---

* হরপূজ্য—শ্রীরাম।

* অসিতে—বালী।

তুমি, কেটে দিলে মোর দুঃখের
তরু করুণা-অসিতে ॥ ১১২
যদি বল সীতে মোর অশোকবনে ত্রাসিতে।
হরের আরাধ্যে আছেন সদা মা হরষিতে ॥
সীতে-চোর ব'লে বাণে এসেছো বর্ষিতে।
বেদ-প্রমাণে পারিবে না রাম!
কোন দোষ দর্শিতে ॥ ১১৪
না ব'লে মোরে কীর্ত্তিমান্, বাঞ্ছা যদি ভগবান্!
চোর কথাটাই করতে বলবান্।
এ চোরের এক দণ্ড-বিধি,
আছে হে বিধির বিধি!
প্রাণ-দণ্ড করা নয় বিধান ॥ ১১৫

* * *

গারাভৈরবী—আড়া।

ধর চোরকে ধরো হে রাম!
দণ্ড কর হে রাম! রাখ চোরে।
এ জনমের তরে বন্দী করে, চরণ-কারাগারে ॥
ওহে, যদি বাঞ্ছা হয় অন্তরে,
রাখতে চোরকে দ্বীপান্তরে,
সেই তো পার হব তবে, যাব ভবসিন্ধু-পারে।
ক'রে কত কুমন্ত্রণা, মাকে দিয়েছি যন্ত্রণা,
স্থান দিতে, রাম ক'রো মানা,
আমায় জননী-জঠরে ॥ (ঐ)

* * *

রাবণের স্তবে শ্রীরামের কৃপা।

শুনে রাবণের স্তুতিবাক্য, কৃপাসিন্ধু কমলাক্ষ,
হাতের বাণ অমনি রৈল হাতে।
ক'রে বিপদ অনুমান, রণ মধ্যে হনূমান,
গর্জ্জিয়া কহিছে লঙ্কানাথে ॥ ১১৬
ক্রমে ক্রমে গেল শক্তি,মরণ-কালে কপটভক্তি,
বাক্যগুলি যেন মধু মধু।
জেতের বাহির যৌবনে যে ধনী,
বৃদ্ধকালে তপস্বিনী,
অশক্ত তস্কর যেমন সাধু ॥ ১১৭
এখনি বল্‌লি ভণ্ড যোগী,
আবার, এখনি ভজন-উদ্‌যোগী,—
হয়ে বলছিস্ তুমি হে তারকব্রহ্ম!

তোর, ভক্তি-আলাপ বুঝবো কিসে?
একবার মামা, একবার পিসে,
বেটা! ওটা তোর প্রলাপের ধর্ম্ম ॥ ১১৮
জীবনে ধিক্ বেটা! এম্‌নি,—
গণ্ডমূর্খের শিরোমণি,
ইন্দ্র-তুল্য লক্ষ পুত্র মরে।
তাতে, তিল মাত্র নাই বিষাদ,
বাঁচিতে বেটার কত সাধ!
দিনে দিনে আঁটুনি বাড়িছে ঘরে ॥ ১১৯
কার জন্যে এত ভোগ!
কে করিবে বিভোগ ভোগ?
বাড়িশুদ্ধ গিয়েছে যমের বাড়ী!
গেল, ঠাকুরের ধন কুকুরে ব'র্ত্তে,
রাজার বিষয় ভোগ করতে,
আছেন কেবল হাজার কতক রাঁড়ী ॥ ১২০
ছি ছি এমন পাপ কি জগতে আছে!—
এত পুত্র-শোকে বাঁচে?
এ অধমের আশ্চর্য্য মত।
একটি পুত্র বনে দিয়ে,
সেই শোকে আঁখি মুদিয়ে,
প্রাণ ত্যজেছেন রাজা দশরথ ॥ ১২১
পুত্র জন্যেই জগজ্জন, করে ধন উপার্জ্জন,
পুত্র জন্যেই ভার্য্যা প্রয়োজন।
দেখলে পুত্র নরক যায়, পিণ্ড দিলে মুক্তি পায়,
ওরে বেটা! পুত্র এমনি ধন ॥ ১২২
শুনে রাবণ উঠলো কুপি,
বলে বেটা! থাক রে কপি!
লেঙ্গুড়ধারী! জটাধারীর দূত।
পাষাণ ভাসিলো জলে, বানরেতে কথা বলে,
রামের গুণে দেখলাম অদ্ভুত ॥ ১২৩
আমাকে জ্ঞান শিক্ষে দিস,
ওরে ব্যাটা ন্যায়বাগীশ!
কিষ্কিন্ধ্যায় ক'খানা টোল আছে?
বড় যদি গুণমন্ত, তবু তুই হনুমন্ত,
মাণিক দিলেও কেউ বসিতে দেয় না কাছে ॥
যদি প'ড়ে থাকো ষড়্‌দরশন,
দিতে পারো বেদ-সাধন,
যদি বিদ্যা থাকে তন্ত্রসারে।

তবু তোমার বুদ্ধি খাটো,
মতির মালা দাঁতে কাটো,
জেতের বিদ্যে যেতে কথন পারে? ১২৫
রমণী যদি সতী হয়,
তবু, গুপ্ত কথা পেটে না রয়,
জেতের ধর্ম্ম বিধাতার সৃষ্টি।
অঙ্গার ধুলে শত বার, যেমন মূর্ত্তি তেম্‌নি তার,
মাখালে*চিনি মাখালে হয় না মিষ্টি॥ ১২৬
বল্‌লি রামকে দিয়ে বন, আন্ধার দেখে ভুবন,
রাজা দশরথ ত্যাগ করেছে তনু।
দশরথের পুত্র সনে, দশাননের পুত্রগণে,
তুলনা কর্‌লি হাঁরে হনূ! ১২৭

* * *

আলিয়া—একতালা।

*রামের তুল্য পুত্র কেবা পায়!
এ সব অনিত্য কুপুত্র, অন্তে কে হয় মিত্র,
বিচিত্র দশরথের পুত্র মাত্র,
যার গুণ শ্রবণমাত্র, ত্রিনেত্র পবিত্র,
রবিপুত্র দূরে যায়॥
ধন্য দশরথ শ্রীরামধনে ধনী,
রত্নগর্ভা রাণী, সে কৌশল্যা ধনী,
হেন পুত্র কেবা গর্ভে ধরেন ধনী,
জন্মেন সুরধুনী যাঁর পায়॥ (ট)

* * *

পুন, হনূমান কচ্ছেন রব, রাবণ হৈয়ে নীরব,
মন্ত্রণা করিল মনে মনে।
কাছে থাকতে কালবারণ,
মিছে কেন কাল হরণ!
বাদানুবাদ করি বানরের সনে॥ ১২৮
পুন, রাজা কন নয়নে বারি,
ওহে রাম বিপদবারি!
যদি বল, তোয় কিসে করিব দয়া?
দুষ্ট জাতি দুরাচার, হিংসাপাপী মাংসাহার,
চণ্ডাল সমান তোর কায়া॥ ২৯
গিয়া চণ্ডাল-ভূমিতে, চণ্ডালে বলেছো মিতে,
যদি বল, তোয় পশুমধ্যে গণি।

ব্যক্ত আছে সুরাসুরে, যত দয়া বন-পশুরে,
এত দয়া আর কারে চিন্তামণি! ১৩০
যদি বল তোয় হব না রত, নীরস কাঠের মত,
রাবণ রে! তোর রসহীন শরীর!
কাষ্ঠ-তরি ক'রে সোণা,
নাবিকের পূরাও বাসনা,
যে দিন পারে গেলে ভাগীরথীর॥ ১৩১
যদি বল দয়া করিনে, দয়া নাই রে দয়াহীনে!
তুই পাষাণ, দয়াহীন তোর তনু।
তুমি, পাষাণের দোষ কৈ ধ'র্‌লে!
পাষাণ মানবী ক'র্‌লে,
দিয়ে হে রাম! ঐ চরণের রেণু॥ ১৩২
যদি, পতিত ব'লে দয়া না কর,
পতিতপাবন নাম যে ধর,
পদে জন্মে পতিত-পাবনী।
রাবণের স্তবেতে হরি, ত্যজে ধনু রোদন করি,
কোলে আয় রে। কহেন চিন্তামণি॥ ১৩৩

* * *

ললিত-বিভাস—একতালা।

অবাম ভগবান, ধরায় ফেলে বাণ,
হ'লেন কৃপাবান, রাবণোপরে॥
করেন মুখে উক্ত, ওরে দশবক্ত্র!
তুই রে প্রাণের ভক্ত, কে বধে তোরে!
মিতে বল্‌লে, রাবণ তোমার ভক্ত নয়,
হ'লো রে মিতের কথা মিথ্যাময়,
মিতের কার্য্য নাই, সীতের কার্য্য নাই,
চল, যাই রে!—
ওরে, তোরে ল'য়ে আজি অযোধ্যাপুরে॥ (ঠ)

* * *

রাবণের স্কন্ধে দুষ্টা সরস্বতীর আবির্ভাব।

যুক্তি করেন যত অমর, রাবণের স্কন্ধে ভর,
করেন গিয়া দুষ্টা সরস্বতী।
অমনি ভুলে গেল ভক্তি, কত শত কটু উক্তি,
শ্রীপতিরে করে লঙ্কাপতি॥ ১৩৪
বলে শোন রে কপট সন্ন্যাসি!
আজি দিব তোর প্রাণ নাশি,
দিয়ে অসি প্রেয়সী কাট্‌বো তোর।

* মাখালে—মাখাল ফলে। উহা অত্যন্ত তিক্ত।

ওরে ভণ্ড জটাধারি!
জটাধারী কি রাখে নারী?
কপট লম্পট জুয়াচোর ॥ ১৩৫
কপট ভকতি ক'রে, কালি তুই কালের ডরে,
কালীর পায়ে দিয়েছিস্ কমলফুল!
তাতে ত পাবি না সীতে,
শরতে বাঁচ তো, মরিবে শীতে,
আমার হাতে ম'র্‌বি নাই তার ভুল ॥১৩৬
ব'ধে একটা বানর বালী,
বালীর বাঁধ ভেঙ্গেছো বলি'
পাষাণের বাঁধ ভাঙ্গিতে অভিলাষী!
বিঁধে সাতটা তালের গাছে,
তাল ঠুকৃচিস্ আমার কাছে?
ওরে রাঘব! তাল-কানা সন্ন্যাসি! ১৩৭
উনি আবার ব্রহ্মচারী,
বাস করেন গে চাঁড়াল-বাড়ি,
কুহক দিয়ে গুহক জাত মেরেছে।
স্ত্রীলোকের কথা শোনে না,
ভালুকের শুনে মন্ত্রণা,
মুলুকের হনু ডেকে এনেছে। ১৩৮
ভুলে রাবণ সবগুণ, মত্ত হ'য়ে ধনুর্গুণ,
তত্ত্ব কবিছেন দশানন।
ডেকে বল্‌ছেন সারথিরে,
শর ধনু দাও সারথি রে!
রামকে করাই যমালয় দরশন। ১৩৯

* * *

সুরট—কাওয়ালী।

দে রে দে রে দে মোরে কোদণ্ড।
রাখ ভারতী, ওরে সারথি!
করি ভণ্ড যোগীরে এই দণ্ডে দণ্ড ॥
আমি, করি বিশিষ্ট গুণে, পালন শিষ্টগণে,
সদা করি দলন পাষণ্ড!
ভুবনপূজ্য, সদা ভয়েতে সূর্য্য,—
কাঁপে দেখি মম প্রতাপ অখণ্ড ॥
দেখ সব দেবগণে, মোরে কি সামান্য গণে!
বাহু-বলে জিনেছি ব্রহ্মাণ্ড;—
জিনিতে মোরে, এসে সমরে,
ক'রে, জারি বনচারী জটাধারী বেটা ভণ্ড ॥(ভ)

রাবণের বুকে মৃত্যু-শর বেধ।

তখন, শক্তিবাণযুক্ত হরি,
আরক্ত লোচন করি,
বিরক্ত হইয়া ধরেন বাণ।
রাবণের প্রাণান্ত পণ, ক'রে করেন নিক্ষেপণ,
যায় বাণ ভুবন কম্পবান্ ॥১৪০
বক্ষেতে বিন্ধিল শর, রথ হৈতে লঙ্কেশ্বর,
হারিয়ে চেতন পতন ভূতলে।
স্থির হন্ ধরা ধনী, রাম জয় রাম জয় ধ্বনি,
সঘনে হয় গগনমণ্ডলে। ১৪১
ইন্দ্র বলেন, ও ভাই ইন্দু!
আজি বড় সুখের সিন্ধু,
এক বিন্দু সুখ ছিল না মনে।
ইন্দ্র হ'য়ে এত প্রহার, রাবণ বেটায় গাঁথিহার
হাড় জলে গিয়াছে মনাগুনে ॥ ১৪২
পবন বলেন, ও ভাই শমন!
ভালো শক্র হ'লো দমন,
শমন বলে অমন কথা রাখ।
ও বেটা ভারি অসৎ, ভাবিতে হয় ভবিষ্যৎ,
ম'ল না ম'ল—কিছু কাল দেখ। ১৪৩
যদি নাসায় থাকে নিশ্বাস,
তবে তো নাই বিশ্বাস,
বি-শ্বাস * হইলে বিশ্বাস ঘটে।
ওর, এরা কথাটা মিথ্যা বলা,
দশবার রাম কাটেন গলা,
তখনি তুণ্ডেতে মুণ্ড ওঠে। ১৪৪
তখন শনি গিয়ে দেখিছে কাছে,
এখন গায়ে শোণিত আছে,
দৌড়ে গিয়ে শমনে শনি কয়।
চিতের জলে হ'লে ছাই,
তবু বিশ্বাস হয় না ভাই!
বেটাকে আমার ভারি ভয় হয় ॥ ১৪৫
শমন বলে, ম'লো না ম'লো,
শ্রাদ্ধ গেলে তবে ব'লো,
শনি বলে, তাতেও করি মানা।

* বি-শ্বাস—শ্বাসহীন।

গেলে ওর সপিণ্ডকরণ, তারপর রটাবো মরণ,
সংবৎসর কোন কথা বল্‌বো না। ১৪৬
তখন, লক্ষ্মণকে বলেন রাম,
দশাননের শুনিলাম,
আছে কিঞ্চিৎ মরণ অপেক্ষে।
এই ভার তোমার প্রতি, শীঘ্র কিছু রাজনীতি,
তার কাছেতে ক'রে এসো শিক্ষে ॥১৪৭
বহুদিন ক'রে রাজত্ব, বহুজ্ঞানে সে রাজতত্ত্ব,
তারে শিক্ষা দিয়াছেন শূলপাণি।
শুনে লক্ষ্মণ শীঘ্র ধান, সুধামাখা রবে সুধান,
রাবণেরে রাজনীতি বাণী ॥১৪৮
লক্ষ্মণের জিজ্ঞাসায়, দশানন দেন সায়,
অতিশয় কাতরে মৃদুস্বরে।
থাকে যদি প্রয়োজন, যাও হে সুপ্রভন!
রামকে পাঠাও আমার গোচরে। ১৪৯
বুঝিয়া রাজার ইষ্ট, ত্বরায় যান রাম-কনিষ্ঠ,
ঘনিষ্ঠ হইয়ে রামকে কন।
বুঝে রাজার মনস্কাম, দয়ার জলধি রাম,
দয়া করি দিলেন দরশন। ১৫০
ছিল রাজা ধরা-শয়নে,
রামকে দেখি ধারানয়নে,
অতিশয় কাতরে মনোদুঃখে।
হে অনন্ত গুণধারি! মেঘের বরণ জটাধারি,
একবার আমার দাঁড়াও হে সম্মুখে॥
যদি মৃত্যুর বিলম্ব থাকে,
রাজনীতি কিছু তোমাকে,
পশ্চাৎ বলিব ভব-স্বামি!
শরণ লয়েছি পরে, অগ্রে আমার উপরে,
কর হে করুণা, করুণাসিন্ধু! তুমি ॥ ১৫২

* * *

আলিয়া—একতালা।

প্রাণ ত অন্ত হ'লো আজি আমার কমলআঁখি!
একবার হৃদয়-কমলে দাঁড়াও দেখি॥
ইন্দ্রবেটা হার যোগাত অশ্বপালে কাল্‌কে* রাখি
এই কাল পেয়ে কাল পাছে ধরে,
ঐ ভয়ে রাম! তোমায় ডাকি॥

* কাল্‌কে—যমকে।

ঐহিকের ঐশ্বর্য্য করা,—
আর কিছু মোর নাই হে বাকী।
একবার মরণকালে বন্ধু হ'লে,
কালবেটাকে দেখাই ফাঁকি॥ (ঢ)

* * *

রাবণের মৃত্যু।

রাবণ বলে হ'য়ে ভীতি,
দাসের কাছে রাজনীতি,
শুনবে কি? আশ্চর্য্য শুনিলাম।
ব্যক্ত আছে চরাচর, ব্রহ্মাণ্ডে কি অগোচর?
তুমি হে ব্রহ্মাণ্ডপতি রাম! ১৫৩
তব তত্ত্ব চমৎকার, নিরাকার নির্ব্বিকার,
অধিকার পতি পান না তত্ত্ব।
তুমি ব্রহ্ম আদি-শূন্য, অহমাদি* ত জ্ঞানশূন্য,
কীটাদির সম ধরি সামর্থ্য॥ ১৫৪
কি জানি আমি অকৃতি,
যে জেনেছি রাজনীতি,
আজ্ঞা-জন্য বলি তব নিকটে।
সঙ্কেতে এক বলি ধর্ম্ম, শীঘ্র ক'রো শুভ কর্ম্ম,
বিলম্ব হইলে বিঘ্ন ঘটে॥ ১৫৫
অশুভতে কাল হরণ, ক'রো ওহে কালবরণ!
অশুভ কাজ শীঘ্র করা মন্দ।
শূর্পণখার কথা ধ'রে অশুভ কাজ শীঘ্র ক'রে,
সবংশে মরি হে রামচন্দ্র! ॥১৫৬
কাটিয়া সুমেরু গিরি, স্বর্গের করিতাম সিঁড়ি,
আর এক শুভ কর্ম্ম ছিল চিতে।
লবণ-সমুদ্র-জল, এ জল ক'রে বদল,
দুগ্ধসিন্ধু পুরিব ইহাতে ॥১৫৭
ওহে গুণসিন্ধু রাম! এ সব শুভ মনস্কাম,
হ'লো না করিয়া কাল-হরণ।
এই কথা বলিয়া মুখে, রাম রূপ হেরি সম্মুখে,
শ্রীরাম বলি ত্যজিল জীবন॥ ১৫৮
রাবণ বধিয়ে রাম, করেন গিয়া বিশ্রাম,
বন্ধুগণ সহ সিন্ধুতটে।
হেথা যাতনা পেয়ে দুঃসহ, দশহাজার পত্নী সহ,
মন্দোদরী আইল নিকটে॥ ১৫৯

* অহমাদি—আমি প্রভৃতি।

ধূসরাঙ্গ ধরাতলে, কেবা কারে ধ'রে তোলে,
হ'য়ে অধরা পড়িয়া ধরায়।
ধরে না ধৈর্য্য পরাণী, 'হা নাথ !' বলিয়া রাণী,
কেঁদে কয় নাথের ধরি পায় ॥ ১৬০

* * *

অহং-সিন্ধু—একতালা।

কি করলে, হে কান্ত! অবলার প্রাণ ক্ষান্ত,
হয় না, কান্ত! এ প্রাণ-অন্ত বিনে।
যে নাথ কর্ত্তা কনকরাজ্যে, আজ সে ধরাশয্যে,
তোমার ভার্য্যা ধৈর্য্য হয় কেমনে ?
যার যম করে দাসত্ব, এমন আধিপত্য,
স্বর্গ মর্ত্ত্য মাঝে কারো দেখি নে ;—
ইন্দ্র-আদির ঠাকুরাণী, হ'য়ে তোমার রাণী,
আজ কাঙ্গালিনী হই ভুবনে ॥
সেই যে নবীন জটাধারী, বিপিন বিহারী,
সব হারালে তায় মনুষ্য জ্ঞানে !—
যার, পদ অভিলাষী, ঈশান শ্মশানবাসী,
ব্রহ্মা অভিলাষী সেই রতনে ;—
কিছুই মান্‌লে না হে নাথ ! শুনেছিলে তা ত,—
পাষাণ মানবী সেই রাম-চরণে ॥ (৭)

* * *

সীতা-উদ্ধার।

তখন কেঁদে গিয়া মন্দোদরী রামকে প্রণমিল।
রাম বলেন, হও জন্মায়তি, দয়া জনমিল ॥
শুনে, বলে রাণী, চিন্তামণি! দিলে সধবা-বর।
ব্রহ্ম বাক্য অন্যথা হবে না, রঘুবর ॥ ১৬২
শুনে কন সনাতন হইয়া লজ্জিত।
বৈধব্য-যাতনা তোমার করিব বর্জ্জিত ॥ ১৬৩
ওহে সতি! গুণবতি! না চিন্তিও চিতে।
চিরদিন জ্বলিবে তোমার পতির চিতে ॥ ১৬৪
বিভীষণে রাজাসনে রাম দেন বসিতে।
অনুমতি দেন শ্রীপতি উদ্ধারিতে সীতে ॥ ১৬৫
ক'রে শ্রবণ, অশোক বন, গেল বিভীষণ।
পরায় সীতাকে দিব্য বসন ভূষণ ॥ ১৬৬
জানকীর রূপে তাপে সুবর্ণ বিবর্ণ।
বর্ণের বর্ণনা কর্‌তে না পারেন বর্ণ * ॥ ১৬৭
চন্দ্রমুখ দেখে চন্দ্র নখাশ্রিত তিনি।
জগতের প্রধান রামা রাম-সীমন্তিনী ॥ ১৬৮
দেখতে পতি, ভুবনপতি, ভুবন মোহন।
চরণ তুলে, চতুর্দ্দোলে, হলেন আরোহণ ॥ ১৬৯
হৃষ্টমন, দেবগণ, দেখিছে গগনে।
ধেয়ে যায় দেখিতে লঙ্কার কুলকামিনীগণে ॥
বনবহির্ভূতা হন রামের সুন্দরী।
পথে গিয়ে প্রণমিকে দেখে মন্দোদরী ॥ ১৭১
হাসিতে হাসিতে সীতে ভূষিতে ভূষণে।
যানে চ'ড়ে যান রামা রাম-দরশনে ॥ ১৭২
মন্দোদরী, মলো গুমরি, মনে পেয়ে তাপ।
কেঁদে বলে, তুমি ঘুচালে, আমার প্রতাপ ॥
কাল হ'য়ে অশোকবনে তুমি প্রবেশিয়ে।
চল্‌লে আমায় অকুলসিন্ধু-সলিলে ভাসায়ে ॥
মরি পরাণে, অভিমানে, করি অভিসম্পাত।
রামচন্দ্র তোমার আনন্দ করিবেন নিপাত ॥

* * *

পরজ-বাহার—একতালা।

ভূষণে হয়ে ভূষিতে,
ভুসুতে! যাও রাম তুষিতে।
দেখো, দুঃখে মর্‌বে,
রামের বিষনয়নে পড়্‌বে সীতে!
চল্‌লে ব'ধে আমার পতি,
মোর কোপে তোমায় সতি!
দিবে না বৈকুণ্ঠপতি, বাম হয়ে বামে বসিতে।
শুন গো সীতে রূপসি!
সুখে যাও কি চতুর্দ্দোলে বসি!
বিমুখ হবেন গোলোক-শশী,—
কলঙ্ক দিয়ে শশীতে ॥ (৩)

* * *

সীতার খেদ।

চলেন সীতা সুর-মাঝে, ধরাকন্তে ধরাধন্তে,
গুণবতী অনন্তগুণধরা।
দর্শনে যার না হয় তত্ত্ব, সেই চরণ দরশনার্থ,
প্রেম চক্ষে তারাকারা ধারা ॥ ১৭৬
যথায় ল'য়ে লক্ষ্মণ, আশাপথ নিরীক্ষণ,
সীতার করেন সীতাপতি।

* বর্ণ—অক্ষর অর্থাৎ ভাষা

নিকটে হয়ে উপনীতা, ধরায় পড়ি ত্বরান্বিতা,
প্রণাম করেন সীতা সতী ॥ ১৭৭
সভূষণ সীতারূপ, দেখে অমনি বিশ্বরূপ,
হন বিরূপ, ভেবে অপরূপ।
শুনেছিলাম জীর্ণতমা, মম শোকে মৃত্যু-সমা,
তবে কেন দেখি এমন রূপ ? ১৭৮
চৌদ্দ বৎসর অনাহার, চেড়ীতে করতো প্রহার,
ব্যবহার এমনি যদি ছিল।
তবে কেন শরীর পুষ্ট ! কিসে হই সন্তুষ্ট,
দেহ-মধ্যে সন্দেহ জন্মিল ॥ ১৭৯
এ যে মন্দ বিবাণ, কিছু হয় নাই বি-বরণ *,
দিব্য আভরণযুক্ত দেহ !
ছিল বনে একাকিনী, হয়েছে কুলকলঙ্কিনী,
তাতে আর কিছু নাহি সন্দেহ ॥ ১৮০
জানের মত জানিলাম, মনে কথা মানিলাম,
আমার নাম ডুবায়েছে জানকী।
দেখব না জানকীমুখ, বলিলেন হ'য়ে বিমুখ,
কমলার কান্ত কমল-আঁখি ॥ ১৮১
দেখিয়া ত্রাসিতে সীতে, বরষার বৃক্ষ শীতে,—
শুকায় যেমন, শুকালেন তেমনি।
কেঁদে কন—কেন দাসীরে, বধ বজ্র দিয়ে শিরে,
কি অপরাধ বল, চিন্তামণি ! ॥ ১৮২

* * *

আলিয়া—কাওয়ালী।

ও নীল-বরণ ! জানিনে বিনে তব শ্রীচরণ।
কি দোষে দ্বেষ এখন ?
আদেশ ক'রে আসিতে, জনম-দুঃখিনী সীতে,
বদন দেখে যে ফিরালে বদন !
ওহে ! তুমিতো অন্তরের অন্তর জান রাম !
অনন্ত দুঃখে,—নাথ ! রাম ব'লে কাল হরিলাম,
আশা ছিল আজি বিপদে তরিলাম ;—
শিবের সম্পদ পদ হেরিলাম ;—
না দিয়ে আশ্রয় পদে, আবার কেন পদে পদে,
বিপদ কর, হে বিপদ-ভঞ্জন !
আমি তোমার চাতকিনী জানকী,—
সজল জলদকায় ! তুমি হে কমল-আঁখি !—
সয় এ যাতনা আর প্রাণে কি ?
ঘন বই চাতকী আর জানে কি ?
বাঁচাতে চাতকী-প্রাণ, না দিয়া তায় বারি দান,
বজ্র দিয়ে করিলে প্রাণহরণ ॥ (খ)

* * *

সীতার অগ্নি-পরীক্ষা।

কেঁদে ব্যাকুলা রামজায়া,
হয় না রামের দয়া মায়া,
কহেন রাম, কেন মায়া-রোদন।
লজ্জা পেলাম তোর দ্বারা, লব না এমন দারা,
পণ করেছি জনমের মতন ॥ ১৮৩
যাও যেখানে প্রয়োজন, যাও যেখানে প্রিয় জন
আয়োজন কর গিয়া তার।
আর যাব না তব সনে,
ছি ছি ! যদি অন্যে শুনে,
তবে আমার মুখ দেখান ভার ! ১৮৪
তখন, মনের অগ্নিতে সীতে,
চাহেন অগ্নি প্রবেশিতে,
শ্রীরাম কহেন, উচিত এক্ষণে।
সীতার জীবন হরিবারে, অগ্নিকুণ্ড করিবারে,
অনুমতি করেন লক্ষ্মণে ॥ ১৮৫
তখন, রামের কাছে কেউ এসে না,
কেঁদে কয় রামের সেনা,
হরিভক্তি আমাদের হরিল।
শোকযুক্ত সুর-নর, ব্যাকুল যত বানর,
শোকানলে নল ভূমে পড়িল ॥ ১৮৬
রামের লক্ষণ দেখি, লক্ষ্মীর পদ নিরখি,
লক্ষ্মণের শোক লক্ষ গুণ।
ঘন ঘন ধারা চক্ষে, ঘন-বরণের বাক্যে,
জ্বালায় প'ড়ে জ্বালান আগুন ॥ ১৮৭
জানকীর অপমান, কিছু জানে না হনুমান,
এল বীর নীলপদ্ম করি করে।
দীর্ঘশ্বাস ঘন ছাড়ে, ধরায় অঙ্গ আছাড়ে,
রোদন করি কহে রঘুবরে ॥ ১৮৮
কর হে ! কি রঙ্গ হরি ! তরঙ্গে আনিয়ে তরী,
কিনারায় ডুবালে কি কারণ ?
ওহে রাম নিরদয় ! ওহে পাষাণ-হৃদয় !
এই জন্যে কি জলধিবন্ধন ? ১৮৯

---

* বি-বরণ—বিবর্ণ।

পুড়েছে মা মোর মনাগুনে,
আর কেন পোড়াও আগুনে?
যা হউক তোমার প্রেমে হ'লাম ক্ষান্ত।
মান্‌বো না কাহারো মানা,থাকিতে মা বর্ত্তমানা,
আমি প্রাণ ত্যজি গিয়ে শ্রীকান্ত! ১৯০

* * *

ললিত-ঝিঁঝিট—একতালা।

চল্‌লাম গুণধাম! জন্মের মত রাম!
প্রণাম হই চরণে।
আমি দিব, হে জানকী-জীবন!
জীবন—জীবনে॥
রাম দয়াময় নাম শুনিলাম,
আশায় চরণে সার করিলাম,
কিন্তু দাসের আশা-বাসা, হে রাম!
আজ ভাঙ্গিলো এত দিনে।
ওহে! মা যদি মোর হন অনলে দাহন,
আমার ভুবন আঁধার, ভুবনমোহন!
অজ্ঞাত নও, ভুবনস্বামি!
অজ্ঞান বালক মায়ের আমি,
শেষে পুষিতে পারিবে না তুমি,
মাতৃহীন সন্তানে॥ (দ)

* * *

রাম-সীতা-মিলন।

হেথা, তাপে জানকীর তনু ক্ষীণ,
করেন কুণ্ড প্রদক্ষিণ,
প্রজ্বলিত হইল আগুন।
রাম-শোকে রাম-বনিতে,পড়েন গিয়া বহ্নিতে,
বর্ণিতে বর্ণিতে রামের গুণ॥ ১৯১
তখন শীতল প্রকৃতি করি,সীতাকে শীতল করি,
রাখেন অগ্নি করিয়া আদর।
কিঞ্চিৎ কালের পর, পরম দুঃখী পরাৎপর,
ঘত রাগ অগ্নির উপর॥ ১৯২
হাতে করি ধনুর্ব্বাণ, দাঁড়াইলেন ভগবান্,
করিবারে অগ্নির সংহার।
অগ্নি বলে করি স্তুতি,
কি দোষে অগ্নির প্রতি,—
প্রভু! তুমি অগ্নি-অবতার? ১৯৩

তখন, রামকে দিয়ে রামের শক্তি,
খেদে অগ্নি করে উক্তি,
প্রণাম করি জানকীবল্লভে।
দেখিলাম এইতো কার্য্য,
যে দিন হবে রামরাজ্য,
দীনের প্রতি তো এমনি বিচার হবে!
তখন, সীতে পেয়ে শীতলান্তর,
শীতে সূর্য্য উঠিলে পর,
তৃপ্ত যেমন জগতের প্রাণী।
দুঃখিনী জানিয়ে সীতে,
করেন সীতা সন্তোষিতে,
মধুর বচনে চিন্তামণি॥ ১৯৫
প্রেমানন্দে বিভীষণ, আনি রত্নসিংহাসন,
মনের মানস পূরাইতে।
জটা বাকল খসাইয়া, রত্নাসনে বসাইয়া,
রাজভূষণে সাজান রাম-সীতে॥ ১৯৬
ত্রিভুবন সুখে মগন, নৃত্য করেন দেবগণ,
রামানন্দে সানন্দ হইয়ে।
জগতের যাহন। হরি,রাজবেশে বসিলেন হরি,
বামে জনক-সুতা ল'য়ে॥ ১৯৭

* * *

ললিত-ভঁয়রো—একতালা।

কি শোভা রে! রামরূপ,—রূপসাগর-তরঙ্গ।
রত্নাসনে সীতা সনে রাজভূষণে ভূষিতাঙ্গ॥
চন্দ্রমুখীর মুখ নিরখি, চন্দ্র দুখী পায় আতঙ্ক।
মরি, হরির অঙ্গ হেরি, অঙ্গ হারায় রে অনঙ্গ॥
রামরূপ হেরে ত্রিনয়নের, প্রেমতরঙ্গ ত্রিনয়নে,
সদা কর নয়নে, ছেড় না রামরূপসঙ্গ;—
চিন্তামণির গুণের বাণী,বলতে বাণীর বাণী সাঙ্গ
সীতানাথের তুল্য কে আর আছে
অনাথের অন্তরঙ্গ। (ধ)

রাবণ-বধ সমাপ্ত।

শ্রীরামচন্দ্রের দেশাগমন।

ভরদ্বাজ আশ্রমে শ্রীরামচন্দ্র।

উদ্ধার করিয়া সীতে, ভরতের দুঃখ নাশিতে,
দেশে আসিতে শ্রীরাম উচাটন।
সবান্ধবে জগবন্ধু, পার হন জলসিন্ধু,
মুক্ত করি জলধি-বন্ধন ॥ ১
পশুপতির গতি হরি, পশুগণ সঙ্গে করি,
তথা হৈতে গিয়ে কিঞ্চিৎ পথে।
কহেন, ওরে হনুমান্! বেলা অধিক অনুমান,
হবে একটু নিকটে তিষ্ঠিতে ॥ ২
আমার যতেক হনু, অপেক্ষা করে না ভানু—
পূর্ব্বে না উঠিতে পূর্ব্বে খায়।
জানি বে আমার নল, সইতে নারে ক্ষুধানল,
যায় প্রাণ—তবু কহে না লজ্জায় ॥ ৩
অঙ্গদের অঙ্গ শীর্ণ, নীলের মুখ নীলবর্ণ,
ঐ দেখ হয়েছে ক্ষুধানলে।
নিকটে আছেন মুনিরাজ, বড় ভক্ত ভরদ্বাজ,
চল যাই, সেইখানে আজি থাকিব সকলে ॥ ৪
তুমি অতি শুদ্ধাচার, অগ্রে গিয়ে সমাচার,
জানাও তুমি মুনির নিকটে।
যথা মুনি বিদ্যমান, এক লম্ফে হনুমান,
ধনু হইতে যেন বাণ ছোটে ॥ ৫
জানায়ে আপন নাম, মুনিরে করি প্রণাম,
কহে রাম-আগমন-তত্ত্ব।
আসিতেছেন পীতাম্বর, শুনি সানন্দ মুনিবর,
কহিছেন প্রেমে হ'য়ে মত্ত ॥ ৬
মরি মরি রে প্রাণধন! তোরে বিলাব কি ধন!
নাই রে ধন, আমি রে তপোধন।
যদি বাঞ্ছা হয় মনে,
প্রাণ ত্যজে আজি যোগাসনে,
তোরে জীবন করি বিতরণ ॥ ৭

* * *

সুরট—একতালা।

শ্মশান-ভবনে ভব যা'য় ভাবে।
পাব ভবের ধন সে রাঘবে!—
হবে এমন দিন,
দীননাথের দয়া দীনে, এমন দিন কি হবে!
আমি দীন হীন অতি নিরাশ্রয়,
করিবেন আমার আশ্রমে আশ্রয়,
দিবেন পদাশ্রয়, সেই গুণাশ্রয়,
শ্রীচরণ-পল্লবে,—
ওহে, বন-যাত্রাকালে, এক দিন মম ধাম,
এসেছিলেন অশেষ গুণের গুণধাম,
আবার দয়া ক'রে আসিবেন কি রাম!
এত দয়া কি সম্ভবে?—
তবে যদি হেতু নির্গুণে নিস্তার,
স্বগুণে গুণসিন্ধু-অবতার,
দাস বিনে দাশরথির ভার,
আর, গ্রহণ করে কে ভবে? (ক)

* * *

বিশ্বকর্ম্মার গৃহ-নির্ম্মাণ।

তখন, স্বগণ সঙ্গেতে করি, সঘনে আনন্দে হরি,
উপনীত ভরদ্বাজ-ধামে।
আনন্দ অতি ঋষির, ধরায় সঁপিয়ে শির,
সত্বরে প্রণাম করিল গিয়ে রামে ॥৮
মুনির মন ছলিবারে, কহেন রাম বারে বারে,
দেখা হ'লো এক্ষণে বিদায়।
বাড়ী ছাড়া, অনেক দিন,
কেঁদে মরিছে অনেক দীন,
আমার লাগিয়ে অযোধ্যায় ॥ ৯
অদ্য না হয় থাকিতাম, তোমার মান রাখিতাম,
উভয়ের আছে ভালবাসা!
শুধু নই আমরা কটি, বানর বাহাত্তর কোটি,
কোথা তুমি দিতে পারবে বাসা? ১০
শুনিয়ে কহেন মুনি, চিন্তা কি হে চিন্তামণি!
কিনিতে হেথা সকলি পাওয়া যায়।
যদি থাকে ভালবাসা, দিতে পার ভাল বাসা,
কোটি কোটি লোক এলে এ বাসায় ॥১১
তখন মুনি যোগাসনে, করিলেন আকর্ষণে,
বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া সত্বর।
মুনি-বাণী শুনি শ্রবণে, গঠিলেন তপোবনে,
কটাক্ষেতে কোটি কোটি ঘর ॥ ১২

প্রতি-ঘরে স্বর্ণ-খাট, স্বর্ণ-কোশা স্বর্ণ-টাট,
স্বর্ণ-হাট হ'লো মুনির পুরী।
প্রতি ঘরে দেখে বসি, দীর্ঘকেশী সুরূপসী,
খাটে বসি মায়া-বিদ্যাধরী॥ ১৩

* * *

অন্নপূর্ণার রন্ধন।

পুন যোগে করি মন, অন্নপূর্ণা আগমন,
প্রণাম করি কহেন বিশেষ।
মা! কর গো রন্ধন, অতিথি রঘুনন্দন,
দশাননে ব'ধে যাচ্ছেন দেশ॥ ১৪
ঘুচায়ে দীনের পাক, অন্ন ব্যঞ্জন আদি শাক,
অন্নদা রাঁধেন নিজ করে।
ভোজন করলে সুর নরে,ফুরায় না শত বৎসরে,
ধরে না অন্ন দামোদর-উদরে॥ ১৫
মুনি বড় আনন্দ-মনে, কহিতেছেন বানরগণে,
ক্ষেউরি হয়ে স্নান ক'রে সবে এস।
ব'লে যান মুনি ঠাকুর, নাপিত লইয়ে ক্ষুর,
বলে, কে কামাবে এসো বস॥ ১৬

* * *

বানরগণের ক্ষেউরি।

ক্ষুর দেখে নাপিতের হাতে,
ভয়ে বানর যায় তফাতে,
এক বানর উঠিল বৃক্ষ-ডালে।
ক'রে দন্ত কড়মড়, এক বানর মারে চড়,
নাপিত করে ধড়ফড়,পড়িয়া ভূতলে॥ ১৭
মুনি বলে, কেন মেলে,
কি দোষী নাপিতের ছেলে?
বানর বলে, মেরেছি বটে মুনি।
ও বেটা কি জন্ম আনে,
শাণিয়ে অস্ত্র গলা পানে,
অপমৃত্যু ঘটেছিল এখনি॥ ১৮
একটা অস্ত্র পাথরে ঘ'ষে,
পায়ের অঙ্গুলি কাটিতে আসে,
দাড়ি ভিজায়ে দিল কিসের তরে।
জানে না যে রামের ভক্ত,
বেটার এত ঘাড়ে রক্ত,
আমাদের সব ঘাড় নুয়ায়ে ধরে॥ ১৯
মুনি কন যা হবার হউক,
আজকের মতন কামান রহুক
অন্ন প্রস্তুত ভোজনে বস সবাই।
শুনি এক বানর কয়, ভোজন কথাটা ভাল নয়
বেটা বুঝি দুখ দিলে হে ভাই!॥ ২০

* * *

রন্ধন-শালার দ্বারদেশে অন্নপূর্ণা।

মনের দুখে ভাসিয়ে,
সবে, দেখে পুরে প্রবেশিয়ে
স্বর্ণথালে অন্ন সারি-সারি।
অতসীকুসুমবর্ণা দাঁড়িয়ে আছেন অন্নপূর্ণা
রন্ধন ঘরের দ্বার ধরি॥ ২১
বানর বলে ওহে মুনি। দাঁড়িয়ে উনি কে রমণী?
ইন্দ্রাণী কি ব্রহ্মাণী অভয়া।
মুনি বলেন, শোন রে বানর!
দীনতারিণী নামটি ওঁর,
দীন দেখে আমারে বড় দয়া॥ ২২
উঁহার পরিবার-শুদ্ধ বাস,
বারাণসীতে বারো মাস,
এমন মেয়েটী দেখি নাই কোন রাজ্যে।
উনি গণেশ-ঠাকুরের মাতা,
গিরিবর-ঠাকুরের সুতা,
গঙ্গা ঠাকুরাণীর সতীন, গঙ্গাধরের ভার্য্যে॥
অসময়ে এসেছেন হরি, কিরূপে নির্ব্বাহ করি,
দেখিলাম ভবন অন্ধকার।
বড় দায়ে ঠেকেছিলাম,বরদাকে ডেকেছিলাম,
সেইতো হ'লেম বিপদে উদ্ধার॥ ২৪

* * *

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

দীননাথ হয়েছেন অতিথি।
না এলে দীনতারিণী, কি হ'ত দীনের গতি॥
মন-পত্র ভক্তি-ডাকে, লিখিয়ে এনেছি মাকে,
তাইতে এ মান থাকে,
হলেন অন্নদা রন্ধনে ব্রতী।
ভবের উক্তি বটেন উনি,ভুবনের গতিদায়িনী,
কিন্তু মায়ের চিরদিনই,
বড় দয়া দীনের প্রতি॥ (খ)

* * *

হেসে বানরগণে বলে,
ভাল বুঝালে বানর ব'লে,
অন্নপূর্ণা দিলেন পাক করি!
তাঁর কপালে এত পাক,
তোমার ঘরে করেন পাক,
এসে সেই ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী! ২৫
ছাড় ব্যঙ্গ ছাড় ছলনা,
ভেঙ্গে বল না কার ললনা?
মুনি বলে, ঐ হরের মনোরমা।
শুন ওরে রামের চর!
কাজ কি রেখে অগোচর,
উনি কেউ নন, উনি আমার মা? ২৬
বানর বলে,ওহে মুনি! ছিলে বুদ্ধির শিরোমণি,
বসেছ এখন বুদ্ধির মাথা খেয়ে।
তোমার, অন্ত নাই দন্ত নাই, বয়সের অন্ত নাই,
তোমার মা কি ঐ যোড়শী মেয়ে? ২৭
আজি কালি কি ছয় মাস বাঁচ,
যাত্রা ক'রে ব'সে আছ,
উরু ভেঙ্গেছে ভুরু পেকে গেল।
মা গঙ্গা দিলে ঠাঁই, মঙ্গল বই ক্ষতি নাই,
ছেলে পিলে সব বেঁচে থাকিলেই ভাল॥
তোমার হাঁড়িতে বসেছে কথা,
বাহির হয়েছে যমের খাতা,
পাকা ফল আর ক'দিন রয় গাছে।
তুমি যদি হও উহাঁর কুমার,
উনি যদি হন মা তোমার,
তবে ওঁর কপালে পুত্রশোক আছে! ২৯

* * *

বানরগণের ভোজন।

মুনি বলে, হে বানর ভাই!
ভোজনে এসে বস সবাই,
ভোজনান্তর ইহার কথা হবে।
শুনি, বানর মহা-মহোৎসবে,
ভোজনে বসিল সবে,
রামের চর সব—রাম জয় রবে॥ ৩০
খাইয়ে মোচার ঝাল, ঝাল লেগে বানরপাল,
আপনার গাল আপনি চড়াচড়ি।
মুনি কন, শঙ্কা কিরে! লঙ্কা কিছু অধিক ক'রে,
বেঁটে বুঝি দিয়েছেন কাশীশ্বরী॥ ৩১
তখন নল বলে, রে নীল ভাই!
লঙ্কা আমাদের ছাড়ে নাই!
মনে করেছ জিনেছি লঙ্কারে।
কই লঙ্কা জয়ী হ'লো, লঙ্কা যদি ফিরে এলো,
নাগাদ সন্ধ্যা রাবণ আসিতেও পারে॥৩২
মুনি কন, শুনিয়ে গোল,
সে লঙ্কা নয় ওরে পাগল!
গুড়-অম্বল খাও রে ঝাল যাবে।
তখন,শুনিয়ে মুনির বোল, করিয়ে খাবল খাবল,
গুড়-অম্বল খায় বানর সবে॥ ৩৩
ভোজন সাঙ্গ হলে পর, কহিতেছেন মুনিবর,
আচমনের ব্যবস্থা হক্ তবে।
বানর বলে, মুনি গোঁসাই।
আচমনে আর কাজ নাই!
রেখে দাও গে, রাত্রে খেতে হবে॥ ৩৪
গলায় গলায় হয়েছে সবে,
দিলে পাতে প'ড়ে রবে,
আচমন ত আর পেটে ধরে না!
শুনি মুনির আনন্দ বড়,
বলেন, ধর রে তাম্বুল ধর!
মুখশুদ্ধি কর সর্ব্বজনা॥ ৩৫
এক বানর কয় নোয়াইয়ে মাথা,
অনেক রকম খেয়েছি পাতা,
ও আমাদের নিত্য-ভোজন বনে।
মুনি কন, খাও রে পান, এর সত্ত্ব সুধাপান,
শীঘ্র অন্ন জীর্ণ পান পানে॥ ৩৬
তখন, শুনি কথা সকলে মেলি,
চিবাইয়ে পানের খিলি,
খদির চুণে ওষ্ঠ হ'লো লাল।
এ চায় উহার পানে, বলে, বিপদ ঘটিল পানে,
হাহাকার করে বানরপাল॥ ৩৭
বলে, এইবারই ত বিপদ শক্ত!
মুখে কেন, ভাই উঠে রক্ত?
এ বাদ কি ছিল মুনি বেটার মনে।
ব্যঞ্জনে দেয় লঙ্কা পুরে, এমন বিপদ লঙ্কাপুরে
হয় নাই ত রাবণের ভবনে! ৩৮

কাঁপে অঙ্গ থরহরি, বলে ভাই! মরি মরি,
বিপৎকালে একবার সবে, হরি ব'লে ডাক।
ডাকে করি ঊর্দ্ধহাত,
বলে, উদ্ধারো জানকীনাথ!
বিপদ-সাগরে প্রাণ রাখ। ৩৯

* * *

খাম্বাজ—একতালা।

হরি বিপদে রাখ,ওহে অনাথের নাথ চিন্তামণি!
কর দৃষ্টিপাত, ওষ্ঠে রক্তপাত,
কি দিয়ে বধিল এ বেটা মুনি॥
ভাল ভাল ব'লে এলে মুনির বাসে,
মুনি বেটা তোমায় ভাল ভালবাসে!
খেতে দিয়ে নাশে, তব নিজ দাসে,
এমন বেটার বাসে এলেন আপনি।
এ বেটার কপটে অপমৃত্যু ঘটে,
বিপদ শক্ত বটে, মুখে রক্ত উঠে,
কাল এল নিকটে, এমন সঙ্কটে,
কোথা রইলে মা জনক-নন্দিনি!॥ (গ)

* *

বানরগণ ও মায়া-রমণী।

মুনি কন দিয়ে অভয়,
ওরে বাছা! কিসের ভয়?
হও রে ধীর—এ নয় রুধির
মুনি দিলেন শঙ্কা নাশি,
যেমন কান্না তেমনি হাসি,
কোপ-লোপ হইল কপির
এমন আছে পূর্ব্বাপর, ভোজনের পূর্ব্বাপর,
যেমন যেমন ব্যবহার চলে।
বলেন, যাও রে শয়ন-ঘরে
স্বচ্ছন্দে শয্যাপরে,
অলস্ ত্যাগ কর গে সকলে। ৪১
বানর বলে, তা হবে না,
ও কথাটি আর রবে না!
ঘরে আমাদের যেতে বল মিছে।
আমরা পাছে রামের কোপে পড়িব,
অলস কেন ত্যাগ করিব?
অলস আমাদের কি দোষ করেছে? ৪২

শুনি, হাসি কন মুনিবর; অলস বুঝ না বর্ব্বর!
চক্ষু মুদে পা মেল গে খাটে।
অনেক ইসারার পর, চলিল যত বানর,
শয়ন-ঘরের দ্বারের নিকটে॥ ৪৩
পুরে প্রবেশিতে দেখে অমনি,
খাটে বসে মায়ারমণী, মৃগনয়নী উচ্চ কুচদ্বয়।
বানরকে দেখে বলে নারী,
একাকী আমি রইতে নারী,
এস হে! খাটে বস হে রসময়!॥ ৪৪
বানর দেখে চেয়ে চেয়ে,
বলে, এ নয় সামান্য মেয়ে,
কোন্ দেবী বসেছেন এসে ছলে।
বানর অতি মৃদুভাষে, গললগ্নীকৃতবাসে,
চরণ-পাশেতে গিয়ে বলে॥ ৪৫
বলে, যদি হও কমলা সতী, কিম্বা হও সরস্বতী,
কিম্বা হও হর-মনোরমা।
রামের কিঙ্কর হই, দয়া কর দয়াময়ি!
আমি তোমায় প্রণাম করি গো মা!॥ ৪৬
মায়া-নারী কয় উষ্মা ক'রে,
ধরলি পায়ে বল্লি কিরে,
করলি প্রণাম, হয়ে কেন রে স্বামী!
বানর বলে, দোষ ত নাই,
রাগিলে কেন মা-গোসাঞি!
অজ্ঞান বালকের উপর তুমি॥ ৪৭
এইরূপে আমোদ কত, মুনির মনের মত,
কি আনন্দ সে দিবা-রজনী!
অস্তাচলে যান চন্দ্র, প্রভাত-কালে রামচন্দ্র,
বলেন আমি বিদায় হই হে মুনি!॥ ৪৮
মুনি কন, রোদন ক'রে,
দৈবে মাণিক পেলে পরে,
দরিদ্র কি দিতে পারে অন্যে?
কহিছেন পরাৎপর, তুমি আমার নও ত পর,
এত বলি বিদায় সসৈন্যে॥ ৪৯

* * *

গুহক-ভবনে রামচন্দ্র।

হেথা, গুহকের শুভগ্রহ, হ'লো রামের অনুগ্রহ,
যেতে গুহকের গৃহ দিয়ে।

গুহক রামের লাগি, গৃহ মধ্যে গৃহত্যাগী,
বসি আছেন আশা-পথ চেয়ে॥ ৫০
কাঁদিছে ব'সে গণিছে পথ,
হেন কালে দশরথ—
পুত্র রাম দিলেন দরশন।
রামকে দেখিতে পায়, গুহক পড়িল পায়,
এলি বলে, করিছে রোদন॥ ৫১
যে দিন মিতে! গেলি বনে,
বনে আছি কি আছি ভবনে,
আর কি আমার জীবনে জীবন ছিল!
দিন গুণ্‌ছি দিন দিন, চৌদ্দ বৎসর তিন দিন,
আজিকার দিন ল'য়ে ভাই! হলো॥ ৫২
গণা না করিয়ে মোরে,
অন্ত পথ দিয়ে গেছ রে!
ভেবেছিলাম—তোর দিন বিলম্ব দেখে।
আসিব বলে গেলি যে দিন,
সেই একদিন আর এই একদিন,
এত দিন কি দীনকে মনে থাকে? ৫৩

* * *

ললিত-ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

বলে গেলিনে ব'লে রে ভাই!
ভেবেছিলাম আমি চিতে।
দীনকে বুঝি ভুলে গেছ,
দিন গেয়ে রে রামা মিতে!
গণা না করিয়ে মোরে, অন্ত পথে গেলে পরে,
ত্যজিতাম রে! প্রাণ,
বাণ দান করে হৃদয়-পরে,
নতুবা জীবনে যেতাম জীবন সঁপিতে॥
আশা দিয়ে গেলি যে কালে,
আসিব বলে আসা-কালে,
সেই আশার আশাতে আছি
তব আশা-পথে;—
নতত নবঘন রূপ জাগিছে মম অন্তরে,
গগনে দেখি নবঘন, ঘন ঘন নয়ন ঝ'রে,
ভালবাসি রে মিতে!
তোরে জীবন-সহিতে॥ (ঘ)

* * *

গুহকের দুঃখ নিবারি, স্বহস্তে নয়নবারি,—
মুছাইয়ে কন দুঃখহারী।
বঞ্চিলাম গিয়ে দূরে,
প্রাণ ছিলো তোমার উপরে,
আমি কি তোমারে ভুলিতে পারি? ৫৪
ঘরে থাকি বা থাকি বনে,
আছে দেখা মনের সনে,
নয়নের দেখাটাই কি দেখা?
দেহ-মধ্যে আছে প্রাণ,
প্রাণকে কেবা দেখ্‌তে পান,
প্রাণের তুল্য কেবা আছে সখা? ৫৫
গুহক বলে ওরে হাঁরে!
শক্তিশেল যেন প্রহারে,
সেই বাক্য লক্ষ্মণের বুকে।
সহ্য না হইল প্রাণে, সুগ্রীবের কাণে কাণে,
কহেন লক্ষ্মণ মনোদুঃখে॥ ৫৬
চরণে যার সুরধুনী, শরণাগত সুর-মুনি,
গুণ-ধাম যেন মোক্ষধাম।
কটাক্ষে ধ্বংস উৎপত্তি, স্তব গান গণপতি,
অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি রাম॥ ৫৭
সাধেন সনক সনাতন, যিনি ব্রহ্ম সনাতন,
চিন্তামণি মুনির মনোহারী।
ব্রহ্মা ধ্যানে নাহি পায়, আমার দাদার পায়,
সদানন্দ সদা আজ্ঞাকারী॥ ৫৮
হেদে, গুহক ওরে হাঁরে,
কি সাহসে বলে উহাঁরে,
এমন বা কারে করেন দয়া।
পদে পদে সন্ধি নিন্দে,
কি গুণ আছে পদারবিন্দে,
জানেন তবু দেন পদছায়া॥ ৫৯
এসে চণ্ডালের বাড়ী,
একি পিরীত বাড়াবাড়ি!
এ স্থানে কি এসে ভদ্রলোকে?
প্রভুর কিছু বিচার নাই,
ছোট লোককে দিলে নাই,
মানীর কোথায় মান থাকে? ৬০
এ যে দয়া অবিধান, এলেন হারাতে মান,
দয়াহীনের ঘরে দয়াময়॥

অন্ধে যেমন দর্পণ, করলে পরে অর্পণ,
দর্পণের দর্পচূর্ণ হয়॥ ৬১
এ কথা কি মান্য করি, চণ্ডালে বলিবে হরি,
চণ্ডালের পাখী হরি বলে না।
রাগ করুন ভগবান্‌, আমি কিন্তু দিয়ে বাণ,
বধিব ওরে, নতুবা সহে না॥ ৬২
রাগে চক্ষু রক্তাকার, অঙ্গ-জালা অঙ্গীকার,—
করিয়ে ধরেন অম্‌নি ধনু।
তূণের বাণ গুণে সঁপিয়ে,
অগ্রজের অগ্রে গিয়ে,
বধিতে যান গুহকের তনু॥ ৬৩
জানি বিশেষ বিবরণ, করে ধরি নীলবরণ,
নিবারণ করেন ত্বরিতে।
ক্ষান্ত হও রে ভ্রান্ত ভ্রাতা!
অন্তরের অন্ত-কথা,
তুমি মিতার পার নাই বুঝিতে॥ ৬৪

* * *

ললিত-ঝিঁঝিট—একতালা।
কার প্রাণ নাশন, করবি রে ভাই। শোন।
মিতার আমার কোন অপরাধ নাই!
ও যে, প্রেমে ওরে-হাঁরে, ও বলে আমারে,
আমি ওরে বড় ভালবাসি ভাই। ॥
ওরে-হাঁরে বলে জাতীয় স্বভাব,
অন্তরে উহার বড় ভক্তিভাব,
লইলে আমি-ধন,
সাধু জনার মন, যুড়াই রে:—
আমি ভাবগ্রাহী কেবল ভাবেতে যুড়াই॥
ভক্তিশূন্য আমি ব্রাহ্মণের নই,
ভক্তিতে আমি চণ্ডালের হই,
ভক্তিশূন্য নর, সুধা দিলে পর,
সুধাই না রে!—
আমায় ভক্তি ক'রে ভক্তে,
বিষ দিলে খাই॥ (ঙ)

* * *

গুহক অতি সুপবিত্র, রামের অতি সুমিত্র,
সুমিত্রানন্দন ক্ষান্ত শুনে!
আনন্দসাগরে রাম, এক রজনী বিশ্রাম,
করিলেন গুহকের ভবনে॥ ৬৫
উদয় হ'লে দিনমণি, কহিতেছেন গুণমণি,
আসিব আবার আমি, অদ্য আসি।
শুনি উন্মাদের প্রায়, পথ না দেখিতে পায়,
গুহক অমনি নয়ন-জলে ভাসি॥ ৬৬
কেঁদে বলে রে দুঃখবারি!
আমি কি থাকতে বলতে পারি?
আমি কি তোরে পারি রে বিদায় করতে?
আবার আসবি,—ও যে আশা,
আমি যে তোর করি আশা,
এ কেবল বামনের আশা,
আকাশের চাঁদ ধরতে॥ ৬৭
বিরিঞ্চি তোর বাঞ্ছা রাখে, সদানন্দ সদা ডাকে,
সঁপে মন পায় নাকো তোর দেখা।
আবার আসবি এত প্রণয়,
ও কথাতো কথাই নয়?
তুই রে হবি! চণ্ডালের সখা॥ ৬৮

* * *

নন্দিগ্রামে শ্রীরামচন্দ্র।

গুহকের শুনি বচন, তোষেন মধুসূদন,
মধু নিন্দি মধুর বচনে।
রথে চড়ি ত্বরান্বিত, নন্দিগ্রামে উপনীত,
প্রাণতুল্য ভরত যেখানে॥ ৬৯ *

---

* ইহার পর অপ্রকাশিত নূতন অংশ আমরা এইরূপ পাইয়াছি:—
চলে এক বানর চর, ভরতে করিতে গোচর,
সমাচার দিতে নন্দিগ্রামে।
আসছেন রাম কমললোচন,
এইরূপ বলিতে বচন,
চর যায় প্রণাম করি রামে॥
রামের পাদুকা,রাখি বেদিকা,—পরে ছত্র ধরে,
রাম-বিচ্ছেদ বাণ কেমনে হানে,ভরতের ধরে॥
ভরত শুনলেন রাম আসিছেন,
আর লক্ষ্মণ সীতে।
হর্ষে বর্ষে অশ্রুধারা ভরতের চিতে॥
বলেন কে শুনালি আমায় রাম-আগমন-কথা?
কি দিব রে পুরস্কার এমন ধন কোথা?

* * *

এত বলি ঝরে নয়ন, হেন কালে নারায়ণ,
ভরত নিকটে আগমন।
প্রণমিতে পদতলে, ভরতের নয়ন-জলে,
হ'লো রামের চরণ-সিঞ্চন ॥ ৭০
চক্ষু-জল চরণে দিয়ে, অপরাধ হ'লো বলিয়ে,
যুগল পদ্ম কেশ দিয়ে মুছায়।
ভরতকে করিয়া কোলে,
দুঃখানলে শোকানলে,
জল দিলেন জলধরকায় ॥ ৭১
ভরতের গুণ তখন, সুগ্রীবে ডাকিয়ে কন,
ভবে ভক্ত আছে বহু জন।
ভরতের তুল্য ভাই, ভারতের মধ্যে নাই,
শরতের শশিতুল্য মন ॥ ৭২

* * *

শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যায় আগমন।

সব সঙ্গী ল'য়ে সঙ্গে, শ্রীরামচন্দ্র নানা রঙ্গে,
নিজ পুরের প্রান্তে উদয় গিয়ে।
সব শবাকাব ছিল নীরব,
রাম এলো এই শুনিয়ে রব,
করে রব গৌরব করিয়ে ॥ ৭৩
রাম-গত রাজ্যেতে যত,
রাম-শোকেতে অবিরত,
কাঁদিতেছিল নয়ন-জলে ভাসি।

খাম্বাজ—একতালা।

আমায়, কি শুনালি রে!—
এমন সময় শ্রীরাম নামের ধ্বনি।
হয়েছিল চিত, মরণে নিশ্চিত,
সুধাতে সিঞ্চিত হ'লো অমনি ॥
এমন দিন কি হবে, হয় না অনুভবে,
বিধি বাদী আমায় রামনিধি মিলাবে,
এ পাপ পুরে শ্রীরামচন্দ্রের উদয় হবে,
পোহাবে আমার দুখ-রজনী ॥
দুখ-হরণ রাম যদি এলেন ঘরে;
তবে কেন দুখ আর রাখিব অন্তরে,
এ দুখ দূর ক'রে, পাঠাইব দূরে,
ওরে, কত দূরে বল সে চিন্তামণি ॥

কি শুনিলাম বল বল,
রাম রাম! রাম কি এলো?
ধ'রে তোল, দেখে একবার আসি ॥ ৭৪
বালক যুবক জরা, অমনি চলিল ত্বরা,
তারা-হীন* তারা যায় ত্বরায়।
গুণনিধি এলো ব'লে, দুগ্ধের বালক ফেলে,
রামাগণ সব রাম দেখতে যায় ॥ ৭৫
ভরত বলে শুন ভাই!
পুরবাসী এলেন সবাই,
কৈকয়ী মা এসে যদি আর বার।
হারায়ে হরি আবার-সবে, হরিষে বিষাদ হবে,
পুনঃ ভবন হবে অন্ধকার ॥ ৭৬

* * *

মিশ্র-মল্লার—কাওয়ালী।

একবার অবিলম্বে ওরে শত্রুঘন।
কর ভাই রে! অন্তঃপুরে গমন ॥
রাখরে পাপিনী মাকে করিয়ে বন্ধন,
শঙ্কা বড় আছে, পাছে
আবার এসে রামের কাছে,
বলে রাম! তুই যা রে বন ॥
সে ত মা নয়, পাপিনী সাপিনীর আকার,—
দয়া নাই, মায়া নাই মার আমার;—
সেই ত মনে দিয়ে কালি, বনে দিল বনমালী,
সেই অবধি হয়েছে বন অযোধ্যা-ভুবন ॥ (চ)

* * *

কৈকয়ীর বন্ধন কথা, নগরের নাগরী যথা,
শুনি সব আনন্দ অন্তরে।
কহিছে নারী পরস্পরে,
পরের মন্দ কর্‌লে পরে,
আপনার মন্দ হয় পরে ॥ ৭৭
কৈকয়ী মাগীর ছিল মন,
চৌদ্দ বৎসর বন ভ্রমণ,
এত কষ্টে রাম কি বেঁচে রবে?
পথেতে প্রাণ নাশিবে,ফিরে ঘরে না আসিবে,
আমার ভরতের রাজ্য হবে ॥ ৭৮
লজ্জা কি ইহার পর, আপন ছেলে হলো পর,
ভরত বলে, দেখ্‌ব না আর তার মুখ।

---

* তারা হীন—অন্ধ।

সেই ত রাম এলো ঘরে,
লাভ হতে স্বামীটে মরে,
পরের মন্দ ক'রে এইতো সুখ! ৭৯
দিদি! আমরা বেঁচেছি লো!
রাম ধন বিনে আঁধার ছিল,
রজনী আন্ধার বিনা যেমন শশী।
যেমন জল বিনে মীনের দশা,
ঘন বিনে ঘন-পিপাসা,
চাতকের যাতনা দিবা-নিশি ॥ ৮০
পতি বিনে যেমন নারী, নারী বিনে সংসারী,
সারী বিনে শুকের কি সুখ আছে?
চক্ষু বিনে যেমন অঙ্গ, ভক্তি বিনে সাধু-সঙ্গ,
অন্তরঙ্গ বিনে বসতি মিছে ॥ ৮১
দেহ যেমন প্রাণ-বিহনে,চিন্তামণির চিন্তা বিনে,
প্রাণের প্রশংসা কিছু নাই।
সুত বিনে প্রাণ মিথ্যা ধরি,
কর্ণধার বিনা তরি,
রাম বিনে অযোধ্যাপুরী তাই ॥ ৮২

* * *

শ্রীরামচন্দ্রের কৈকয়ী-সম্ভাষণ।

হেথায় রাম গুণধাম পুরে প্রবেশিতে।
চিন্তামণি পরে অমনি চিন্তিলেন চিতে ॥ ৮৩
কৈকয়ী মাতা মনে ব্যথা পেয়েছেন অতিরিক্ত।
উচিত অগ্রে মাকে শীঘ্র দুঃখে করা মুক্ত ॥ ৮৪
দিবা নিশি ব'লে দোষী গঞ্জনা দেন জনে জনে
কারে বলেন মনের বেদনা,
আছে রাণীর মনে মনে ॥ ৮৫
রাম গেল বন, নাই অন্বেষণ,
চৌদ্দ বৎসর যায়-যায়!
ভরত শত্রুঘন রামের চরণ—
লোটায়ে প'ড়ে পায় পায় ॥ ৮৬
হেন কালে শুনি অমনি,
রাম এলো এই ধ্বনি ধনী।
ধরিয়ে ধরা উঠিয়ে ত্বরা পাইল পরাণী রাণী ॥৮৭

* * *

আলিয়া— একতালা।
তুই কি ঘরে এলি রে রামধন!
আমার অন্তরে যে ব্যথা,
তুই বই কে জানে তা,
আমি রে তোর কৈকয়ী অভাগিনী মাতা,
কৈ কৈ দুঃখের কথা,
কৈ কৈ রাম! তুঁই কোথা!
আয় দেখি রে তোর চাঁদবদন ॥
ভুবন-জীবন! তোমায় বনে দেই নাই আমি,
অন্তরের কথা জানো অন্তর্যামী!
রাবণে বধিতে বনে গেলে তুমি,
আমায় ক'রে বিড়ম্বন ॥
বিধির চক্রে বাছা! বনে গমন তোমার,
বনপশু আমার দুখে কাঁদে কুমার!
পাপিনী মা ব'লে মুখ দেখে না আমার,—
পুত্র ভরত-শত্রুঘন! (ছ)

* * *

শ্রীরামচন্দ্রের কৌশল্যা-সম্ভাষণ।

বিমাতারে সন্তোষিয়ে, স্বমাতার কাছে গিয়ে,
বসিয়ে ভাসিল আঁখির জলে।
পরশে যার পদরেণু, পাষাণ মানবী তনু,
সেই রাম পতিত পদতলে ॥ ৮৮
রাণীর, অন্ধ ছিল যুগল আঁখি,
আঁখির তারা কমল-আঁখি,
দেখে রাণীর মনের আঁধার যায়।
যেমন, গুরু-বাক্যে জ্ঞানাঞ্জন,
প্রাপ্ত হয় জ্ঞানাঞ্জন,
চক্ষে মোক্ষধাম দেখ্‌তে পায় ॥ ৮৯
যে চন্দ্রমুখ দরশনে, দেখা নাই শমনের সনে,
পুনর্জন্ম না হয় মহীতলে।
উথলে রাণীর সুখসিন্ধু, জগবন্ধুর বদন-ইন্দু,
নিরখিয়ে নীর নয়ন-যুগলে ॥ ৯০

* * *

শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক।

এইরূপেতে দুঃখনাশন, করেন সব দুঃখ নাশন,
নগরে করেন সম্ভাষণ, সকলের কাছে আসি।

বেদে নাই যার অন্বেষণ,সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশন,—
কর্ত্তা যে পীতবসন, কমলা যাঁর দাসী॥ ৯১
তন্ত্র মাঝে অদর্শন, দর্শনে নাই নিদর্শন,
ধরেন চক্র সুদর্শন, কখন ধনুক বাঁশী।
যাঁর, নাভিকমলে কমলাসন,
ভজে ইন্দ্র হুতাশন,
তুলসী দিয়ে অর্চ্চন, করেন যারে ঋষি॥ ৯২
সেই রামেরে বিভীষণ, আনি রত্ন-সিংহাসন,
বলেন, রাজ্যশাসন কর হে গোলোকবাসি!
যে যে দ্রব্য প্রয়োজন, ল'য়ে পাত্র প্রিয়জন,
অভিষেক-আয়োজন, অমনি হয় বসি॥ ৯৩
ভবে আনন্দ সবারি, আনিবারে তীর্থবারি,
অমনি ভার ল'য়ে ভারী, যাচ্ছে অবিরত।
সকলেতে মনে সুখী,
রাম রাজা হবে আজি কি?
পাতাল হ'তে বাসুকি,আদি আসিছে কত॥ ৯৪
কতকগুলি দ্বিজ দীন, ভিক্ষাজীবী দুঃখী ক্ষীণ,
বৃক্ষমূলে হ'য়ে মলিন, বসেছে সেই পথে!
জিজ্ঞাসিছে ভারিগণে,
ভার লয়ে যাও কার ভবনে?
এত ভার লয় কোন্ জনে,
এমন ভাই! কে আছে ভারতে? ৯৫
ভারী কহে দ্বিজবর, রাজা হবেন রঘুবর,
দধি-দুগ্ধ ক্ষীর সাগর, করিবেন রাঘব।
আজ্ঞা দিয়েছেন একেবারে,
যত ভার যে দিতে পারে,
বঞ্চিত করিব না কারে, সবারি ভার লব॥ ৯৬
এই কথা যেই ভারী বলে,
শুনি দ্বিজ কয় নিজদলে,
রামের যদি আজি ভূতলে, এত ভারগ্রহণ।
এমন দিন পাব না আর, দীনবন্ধু রাম-রাজার,
কাছে গিয়ে দীনের ভার, করিগে সমর্পণ॥ ৯৭

* * *

খাম্বাজ—পোস্তা।

চল ভাই! ভার লয়ে যাই,
অযোধ্যায় রাম রাজা হবে।
দিব তাঁর চরণে ভার,
রাম বিনে আর কে লবে?
দিব ভার লব শরণ, বলিব তাঁর ধ'রে চরণ,
এবার ভার বইলাম যেমন,
হরি! এ ভার দিও না ভবে॥
পাপে হয়েছি ভারী,
আর তো ভার সইতে নারি!
না ভ'জে ভূভারহারী,
ভার হ'লো ভার বইতে ভবে॥ (জ)

* * *

বনবাসকালে লক্ষ্মণের সংযম।

রাজা হইবেন রাম, জগতে জয় জয় রাম,
অবিরাম সর্ব্বত্র জয় ধ্বনি।
আনন্দিত হ'য়ে অন্তরে, ত্রিপুরারি-পূজিত-পুরে
আগমন সুরে নরে যক্ষ রক্ষ ফণী॥ ৯৮
রত্নাসনে চিন্তামণি, সুধান অগস্ত্য মুনি,
মনে বড় আশ্চর্য্য হে হরি!
ওহে ইন্দ্রাদি-পূজিত! কে বধিল ইন্দ্রজিত?
আমি তারে আশীর্ব্বাদ করি॥ ৯৯
হইয়ে অরণ্যবাসী, চৌদ্দ বৎসর উপবাসী,
নারীর বদনদৃষ্টি-নিদ্রাশূন্য।
সেই বধিবে মেঘনাদ, পুরাণে শুনি সংবাদ,
বধিতে নারিবে তারে অন্য॥ ১০০
কহেন মধুসূদন, লক্ষ্মণ তার নিধন,—
করেছেন, জানেন সবাই।
কিন্তু চৌদ্দ বৎসর সন্দেহ,
আহার নিদ্রা-শূন্য-দেহ,
এ লক্ষণ লক্ষ্মণের তো নাই! ১০১
বেদ-বাক্য হবে বিফল,
আমি তারে দিয়েছি ফল,
প্রতিদিন ভোজন কারণে।
সঙ্গে ছিলেন সীতে নারী,
এ কথা কহিতে নারি,
নারীর বদন দেখে নাই নয়নে॥ ১০২
চৌদ্দ বৎসর জাগরণ,আহার বিনে প্রাণ ধারণ,
কভু নয় প্রত্যয় অন্তরে।
জানিতে বিশেষ বিবরণ, ভানুজ-ভয়নিবারণ,
অনুজে ডাকিয়ে কন সত্বরে॥ ১০৩

কি কথা শুনিলাম হাঁরে!
চৌদ্দ বৎসর অনাহারে,
তুই নাকি ছিলি রে লক্ষ্মণ!
জাগরণে অনশনে, এত দিন আমার সনে,
প্রাণাধিক! কিসে প্রাণধারণ? ১০৪
দৃষ্টি নাই নারীর মুখে, জানকীর সম্মুখে,
মধ্যে মধ্যে দাঁড়াইতে ভাই!
ব'লেছিল কটুভাষা, শূর্পণখার কাটলে নাসা,
নারীর বদন কেমনে দেখ নাই? ১০৫
লক্ষ্মণ কহেন হরি! ঐ রূপেতে কাল হরি,
মুনিবর কহিলেন যে ভাষা।
দেখি নাই নারীর মুখ, বন মধ্যে বিমুখ,—
হ'য়ে * কেটেছি শূর্পণখার নাসা॥ ১০৬
নিশিযোগে হ'য়ে প্রহরী,
তুমি নিদ্রা যেতে হরি,
বনে সব বিপক্ষ-ভবনে।
অনাহারের কথা,—শ্রীপতি!
শ্রীমুখের অনুমতি,
বিনা ভোজন করিব কেমনে? ১০৭

* * *

বাগেশ্রী-বাহার-একতালা।

দিয়েছ ফল ধর ব'লে!
এ ফল খেলে কি ফল ফলে।
ক্ষুধার বেলায় সুধা পেতাম হে,—
কেবল রাম! তোমার রাম-নামের ফলে॥
চৌদ্দ বৎসর নারীর বদন,
আমি দেখি নাই হে মধুসূদন!
বাঁধা ছিল যুগল নয়ন,
মা জানকীর চরণকমলে॥ (ঝ)

* * *

শুনিয়ে কহেন রাম, নিত্য নিত্য ফল দিতাম,
সে ফল রেখেছ তবে কোথা?
লক্ষ্মণ কন সকল, যতন করিয়ে ফল,
রেখেছি হে মোক্ষফলদাতা! ১০৮
তূণে হ'তে বাহির ক'রে, শুষ্ক ফল যুগ্মকরে,
লেখা ক'রে দেখান ত্বরিতে।
চৌদ্দ বৎসর গণনাতে,
তিনটি ফল নাইকো তাতে,
লক্ষ্মণ কন, যে দিন হারাই সীতে॥ ১০৯
বনে বনে কাঁদি দুই জন,
কেবা করে ফল অন্বেষণ?
নাগপাশে বন্ধনে যায় এক দিন।
শক্তিশেলে এক দিবে,
তুমি ফল কারে দিবে?
সেই দিন উভয়ে জ্ঞানহীন॥ ১১০
লক্ষ্মণের এই বাক্য, শুনি অমনি ভাসে বক্ষ,
কমল-আঁখির কমল আঁখির নীরে!
বলেন, এ ছার প্রাণে ধিক্,
চৌদ্দবৎসর প্রাণাধিক।
বিষ ভোজন আমি করেছি রে! ১১১
তখন, ভবদুঃখ-নিবারণ, মনোদুঃখ-নিবারণ,—
কারণ সীতাকে ডাকি কন।
যত দিন অরণ্যবাসী, প্রাণের লক্ষ্মণ উপবাসী,
শুনি ক্ষান্ত নহে হে জীবন! ১১২

* * *

লক্ষ্মণ-ভোজন।

রত্ন-ভাই অনশন, আমি রত্নসিংহাসন,—
মধ্যে থাকি কিছু খেতে না বাসি!
অবিলম্বে সমাদরে, অন্ন দেহ সহোদরে,
অন্য কার্য্য রাখ হে প্রেয়সি!॥ ১১৩
জানকী রন্ধন করে, সঁপে অন্ন রঘুবরে,
দেবরে অন্ন আনন্দে দেন সীতে।
গুণময়ী লক্ষ্মীর করে, লক্ষ্মণ ভোজন করে,
সুখে যান সুরগণ দেখিতে॥ ১১৪
দেবর লক্ষ্মণ প্রতি, জিজ্ঞাসেন গুণবতী,
রন্ধনের গুণ কিছু বল্লে না।
লক্ষ্মণ কহেন শুনে,চরণের গুণ আমি জানিমে,
রন্ধনের গুণ করিব কি বর্ণনা? ১১৫
ত্রিভুবনের শিরোমণি, এই রন্ধন, রঘুমণি,
গ্রহণ করেছেন অগ্রভাগ।
ভববন্ধনহারিণী, রন্ধন করেছেন তিনি,
আমি কি করিব অনুরাগ বিরাগ? ১১৬

* * *

---

* বিমুখ হ'য়ে—অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া।

সুরট-ঝাঁপতাল।

কার সাধ্য, ওমা সীতে! তব রন্ধন দূষিতে।
তুমি সীতে তুমি অসিতে তুমি অন্নদা কাশীতে
অসিতা-রূপে অসিধরা, দনুজ-কুল-নাশকরা,
সীতা রূপে এসেছ ধরা, রাবণ-কুল নাশিতে॥
দেহি অন্ন দাসে দেহি, বিশ্বমাতা বৈদেহি!
ভব-ক্ষুধা নিবৃত্ত কর, আর দিও না আসিতে।
যদি কৃপা না হয় দীনে, অন্নাদি বসন দানে,
দাশরথিরে হবে নিদানে,
ঐ চরণ দানে তুষিতে॥ (ঐ)

* * *

হনুমানের ভোজন।

তখন, হনুমানের ছিল সাধ,
লক্ষ্মণের পরে প্রসাদ,
আমি খাব আর সকলের অগ্র।
সে সাধ করি বিষাদ, জানকী সাধিলেন বাদ,
সাদরে সুগ্রীবেরে ডাকেন শীঘ্র॥ ১১৭
তার পর আমোদ-ছলে, ডেকে অন্ন দেন নলে,
নীলে ডাকি দেন তার পরে।
মনে মনে হনুমান, করিতেছেন অভিমান,
অপমানটা করিলেন আমারে॥ ১১৮
অপরে দেন আগে অন্ন,
আমার বেলাতেই অপরাহ্ন,
তাতে, ক্ষুধা পারিনে সহিতে।
মাদের এমন কর্ম্ম নয়, তাতে আমি জ্যেষ্ঠ তনয়,
উচিত কি আমারে কষ্ট দিতে? ১১৯
আমি মরি ক্ষুধানলে, আগে অন্ন দিলেন নলে,
হায় বিধি এ বড় কৌতুক!
এ লেগে প্রেম বাড়াইতে,
লঙ্কাখানা পোড়াইতে,
পোড়াইলাম আপনার মুখ॥ ১২০
সদা আজ্ঞা শুনিতাম, শিরে পর্ব্বত আনিতাম,
ঘরপোড়া নাম কিনিলাম দেশে।
বাঁচি যদি হয় মৃত্যু, এমন নির্দ্দয়-ভৃত্য,
হ'য়ে থাকা আর নাই মানসে॥ ১২১
হনুমান্ করিয়ে রাগ, কহিতেছে করি বিরাগ,
সংবাদ শুনিয়া গুণবতী।
নিকটে আসিয়ে বলেন হাঁরে!
তুমি নাকি আমার উপরে,
রাগ করেছ? কুমার মারুতি!॥ ১২২
তুমি আমার ঘরের ছেলে,
আগে খেলে, পশ্চাতে খেলে,
তাতে কি বাছা! হয় রে অপমান।
মায়ের সোহাগে ভুলে, চরণ-কল্পতরুমূলে,
প্রণাম করিল হনুমান্॥ ১২৩
সব রাগ হ'লো নিপাত, পাতিয়ে কদলীপাত,
বলে, অন্ন আন-গো জননি!
স্বর্ণথালে অন্ন আনি, দিতেছেন রামরাণী,
এক গ্রাসেতেই ভক্ষণ অমনি॥ ১২৪
যতবার দেন অন্ন, দিবা মাত্র পাত শূন্য,
হেসে হনুমান্ লাগিল কহিতে।
আমি পেলাম মনে ব্যথা,
তুমি পেলে চরণে ব্যথা,
গতিদায়িনি! গতায়াত করিতে॥ ১২৫
আর আমায় দিও না অন্ন,
হয়েছে আমার সম্পূর্ণ,
আর খেয়ে কি হব দোষী?
আরও আছে দাস দাসী,
তারা থাকিবে উপবাসী,
আমি যদি নাশি অন্নরাশি॥ ১২৬
হ'তে পারে অনাটন, অদ্য সদ্য আয়োজন,
চৌদ্দ বৎসর প্রভু ছিলেন না ঘরে!
হবিব অনেক পরিবার, এক পুরুষে সকল তার,
শুনি জানকী হাসিলেন অন্তরে॥ ১২৭
বলেন হেসে, হনুমান্!
অন্ন আছে মেরু-প্রমাণ,
তুমি খেয়েছ, খায় যেন একটী পিপীলিকে।
তখন, অন্নদা-রূপিণী হ'য়ে,
ঢেলে অন্ন দেন গিয়ে,
গায়ে পায়ে আর হনুর মস্তকে॥ ১২৮
সামলাতে পারে না হনু, অন্নেতে ডুবিল তনু,
উঃ মরি! উঃ মরি! প্রাণ করে।
সীতে কন করি দৈন্য,
খাও বাছা! কাঙ্গালের অন্ন,
গোটা কত হাতে বল ক'রে॥ ১২৯

হনূমান্ কয়, ওগো মাতা!
খেয়েছিলাম জ্ঞানের মাথা,
তোমার সঙ্গে ব্যাপকতা করি।
শিশুর উপর সাধিলে বাদ,
তোমারি হবে অপবাদ,
অপরাধ ক্ষম গো ক্ষেমঙ্করি! ১৩০

* * *

আলিয়া-একতালা।

কৃপা কর মা! কর মা কি।
অতি অগণ্য জঘন্য দাসের দর্প চূর্ণ,—
কর মা! ইথে বাড়িবে কি মান্য,
হও মা! ক্ষমাপন্ন,
আর দিওনা অন্ন স্বর্ণময়ী জানকি!
আমি পশুজাতি অতি অপবিত্র,
জেনে শুনে বনচরেরি চরিত্র,
রেখেছে মা! আমায় ক'রে চরিতার্থ,
শ্রীচরণে চন্দ্রমুখি!
গুণময়ী হ'য়ে নির্গুণে দূষিছ,
দিয়ে দর্প তুমি আপনি নাশিছ,
মা হ'য়ে হাসিছ, আনন্দে ভাসিছ,
সন্তানের দুঃখ দেখি॥ (ট)

* * *

কেঁদে বলে হনূমান, হয়েছি মা মৃতসমান,
ভোজনকালে এ দীন দাসেরে।
ব'ললে মা! কিসের জন্য,
গোটাকত কাঙ্গালের অন্ন,
খাও বাছা! হাতে বল ক'রে॥ ১৩১
তোমার, কাঙ্গালের ঘরকন্না,
এ কথাতো হয় কন না,
ব্রহ্মাণ্ডের পতি রঘুপতি।
রত্নাকর সুধাকর, শঙ্কর আদি কিঙ্কর,
স্বয়ং লক্ষ্মী ঘরণী মা! তুমি সীতা সতী॥১৩২
তোমার অভাব কিসের আছে?
তুমি অভাব সবারি কাছে,
মা! তোমার ঐ-চরণ-অভাবে।
শিব শ্মশানে ফিরে।
ল'য়ে শতদল পদ্ম, মা! তোমার ঐ চরণপদ্ম,
পদ্মযোনি নিত্য পূজা করে॥ ১৩৩

কি বলব কাঙ্গালের কাছে,
থাক মা! কাঙ্গালের কাছে,
সে কাঙ্গালের কপালে করে জানি।
কৃপণ গোলোকের স্বামী, মা! বড় কৃপণা তুমি,
হয়ে অতুল ধনের ঠাকুরাণী॥ ১৩৪
দয়াময়ী ধর নাম, নামের তুল্য মনস্কাম,
পুরাও কই? ঘুচাও কেবল দুঃখে।
মা ব'লে যে মায়ায় ডাকে,
তোমার মায়া আছে মা! কা'কে?
মহীজা*! সন্তানে ক'রো রক্ষে॥ ১৩৫
আমি দিই নাই মা! ঐহিকের ভার,
হউক যাতনা যা হবার,
বল কাঙ্গাল, ক্ষতি নাই মা! তায়।
পাছে, জীবনান্ত-কালে মাতা,
করিবে এমনি দীনতা,
যখন, সুত পড়িবে রবিসুত-দায়॥ ১৩৬

* * *

বানরগণের ভোজন।

তখন, দয়া জন্মে মার অতি,পরম ভক্ত মারুতি,
পরম যতনে যত কয়।
মধুর বচন দ্বারা, মধুসূদনের দারা,
দয়া ক'রে দিলেন অভয়॥ ১৩৭
সতী মনের উৎসবে, অপর বানরে সবে,
ডেকে কন, সকলে ভোজন কর!
নীল বলে, গো দাদা-নল!
নাই আমাদের ক্ষুধানল,
দুখানল জ্বলে উঠেছে বড়॥ ১৩৮
জননীর বিদ্যমান, হনূ দাদার হতমান,
দেখে অবাক্ হয়েছি সর্ব্বজন।
এত রাগ কিসের জন্য?
মাতা হয়ে মাথায় অন্ন,—
দিয়ে করেন এত বিড়ম্বন॥ ১৩৯
নিশ্বেসটা করেন রোধ,
মানেন না কারু অনুরোধ,
দয়াময়ী নাম শুনেছি জন্ম

* মহীজা—পৃথিবীর কন্যা—সীতা।

তপ্ত অন্ন গাত্রে ঢেলে,
নিধন করেন নিজ ছেলে,
মায়া নাই মায়ের কি এই ধর্ম্ম ! ১৪০
দেহে নাই কিছু মমতা, বিমাতা হতে কুমাতা,
সুমাতা ইহাকে বলিতে নারি।
এমন কু-মায়ের কাছে, কুমার কেমনে বাঁচে ?
আমার হয়েছে ভয় ভারি ॥ ১৪১
রুদ্র দাদার এই গতি,
আমরা তো সব ক্ষুদ্র অতি,
আর আমাদের ভোজনে কার্য্য নাই !
ত্যজ মায়ের পাদপদ্ম, এস্থান হইতে অদ্য—
প্রস্থান করিব চল যাই ॥ ১৪২
নল বলে, রে নাল ভাই !
মায়ের নিন্দে কর্‌তে নাই,
মায়ের তুল্য গুণ কে ধরায় ধরে ?
মায়ের অনেক সম্বরণ, তাইতে সন্তান বেঁচে রন,
নানাবিধ অপরাধ ক'রে ॥ ১৪৩
জগৎমাতা আদ্যাশক্তি,
তাঁর কাছেতে ভোজন-শক্তি,
জানান গিয়ে অবোধ হনুমান্।
এত কোপে কি প্রাণ বাঁচে ?
মায়ের প্রাণ তেঁই প্রাণ রয়েছে,
দয়া ক'রে মা রেখেছেন পরাণ ॥ ১৪৪
দর্পহারীর ঘরণী, জানকী দর্পহারিণী,
দর্পহারীর দুঃখ হরিতে পারেন আশু।
যিনি, বিধি-গর্ব্বখর্ব্বকরা,
তাঁর গর্ভে থেকে গর্ব্ব করা,
করে একটি খর্ব্ব বনের পশু ॥ ১৪৫
এ কথাতে সর্ব্বজন, অমনি গিয়ে করে ভোজন,
মায়ের কাছে পেয়ে অভয় দান।
তদন্তে নিশি প্রভাতে, সিংহাসনে রঘুনাথে,
বসিতে কন বশিষ্ঠ ধীমান্ ॥ ১৪৬

* * *

রত্নসিংহাসনে রাম-সীতা।

চিন্তামণি মুনি-আদেশে,
জানকী-সহ যুগল বেশে,
বসিলেন রত্নসিংহাসনে।
জয়ধ্বনি পৃথিবীতে, স্বর্গে ধ্বনি দুন্দুভিতে,
আনন্দ করেন দেবগণে ॥ ১৪৭

* * *

ললিত-ভঁয়রো—একতালা।

কি শোভা রে ! রামরূপ রূপ-সাগর-তরঙ্গ।
রত্নাসনে সীতাসনে রাজভূষণে ভূষিতাঙ্গ ॥ ;
চন্দ্রমুখীর মুখ নিরখি, চন্দ্র দুখী পায় আতঙ্ক !
মরি, হরির অঙ্গ হেরি, অঙ্গ হারায় রে অনঙ্গ ॥
রাম-রূপ হেরে ত্রিনয়নে প্রেমতরঙ্গ ত্রিনয়নে,
সদা ক'ন নয়নে, ছেড়ো না রামরূপের সঙ্গ ;—
চিন্তামণির রূপের বাণী,
বল্‌তে বাণীর বাণী * সাঙ্গ !
সীতানাথের তুল্য কে আর
আছে অনাথের অন্তরঙ্গ ? (১)

শ্রীরামচন্দ্রের দেশাগমন সমাপ্ত।

লব-কুশের যুদ্ধ।

বাল্মীকির তপোবনে সীতা-বর্জ্জন।

শ্রবণে পবিত্র চিত, বাল্মীকির সুরচিত,
রামতত্ত্ব সুধার সোসর।
রাবণে করি নিপাত, রাজ্য করেন রঘুনাথ,
ক্রমে সপ্তহাজার বৎসর ॥ ১
পঞ্চমাস গর্ভবতী, আছেন সীতা গুণবতী,
আনন্দ অন্তরে অন্তঃপুরে।
ভরত-শত্রুঘ্ন-ভার্য্যা, আছেন তারা পরিচর্য্যা,
জানকীর বেশ বিন্যাস করে ॥ ২
একাসনে জায় জায়, কত বাক্য ক'য়ে যায়,
কহিছেন লক্ষ্মণ-বনিতা।
পুরাই সাধ গো, জানকি দিদি !
তুমি অদ্য রাখ যদি,
দয়া করে দাসীর একটী কথা ॥ ৩
লঙ্কাপুরে যে রাবণ, তোমায় করে বিড়ম্বন,
সে পাপাত্মার কেমন গঠন ?

* বাণীর বাণী—সরস্বতীর ভাষা।

দেখাও ভূমে অঙ্ক পাতি,মুণ্ডে তার মারি লাথি,
খণ্ডে তবে মনের বেদন ॥ ৪
জানকী বলেন ভগ্নি! আর কেন নির্ব্বাণ অগ্নি,
জ্বালিয়ে জ্বালা দেহ মোর মনে।
সে পাষণ্ড রাক্ষস,— প্রতি মোর চাক্ষুষ,
ছিল না অশোক-বৃক্ষ-বনে ॥ ৫
দুষ্ট যখন নিজালয়, রথে ক'রে মোরে লয়,
জলে মাত্র ছায়া দেখি তার।
ছি ছি! সে বড় কলঙ্ক, এত বলি ভূমে অঙ্ক,
লিখি দেখান রাবণ-আকার ॥ ৬
না করি অঙ্ক-মোচন, দশমুখ কুন্তিলোচন,
লেখা অমনি থাকিল ভূমেতে।
দৈবে নিদ্রা আকর্ষণ, ধরায় পেতে বসন,
নিদ্রা যান জনক-দুহিতে ॥ ৭
কিঞ্চিত কালের পরে, জানকীর অন্তঃপুরে,
শান্তমূর্ত্তি যান রঘুপতি।
দেখেন জলদকায়, সীতার পাশে মৃত্তিকায়,
লেখা আছে রাবণ-আকৃতি ॥ ৮
হয় না রাগ সম্বরণ, নবঘন-শ্যাম-বরণ,
ঘন ঘন বহিছে নিশ্বাস।
সীতা সতী পতিব্রতা,—সে কথা ভাবেন বৃথা,
যায় জানকী জায়ার অভিলাষ ॥ ৯
একি কলঙ্ক ললাটে, এখনি সরোবর-ঘাটে,
শুনে এলেম রজক-বদনে।
কার সনে করি বিবাদ, করি বাদ পরিবাদ,
পুনরায় জানকী দিয়ে বনে ॥ ১০
নহে সহ্য তৎক্ষণাৎ, ডাকিয়ে ত্রিলোকনাথ,
লক্ষ্মণে নির্জ্জনে ল'য়ে কন।
সূর্য্যবংশে যে পুরুষ, কারো নাই অপৌরুষ,
মোর ভাগ্য ভেঙ্গেছে লক্ষ্মণ! ১১

* * *

সুরট—কাওয়ালী।

ওরে ভাই! জানকীরে দিয়ে এস বন।
যে লক্ষণ করি নিরীক্ষণ, রে লক্ষ্মণ!
বিপদ ঘটিল বিলক্ষণ!
অতি অগণ্য কাজে, ছিছি জঘন্য সাজে,
ঘোর অরণ্য মাঝে কেন কাঁদিলাম,
অপার জলধি কেন বাঁধিলাম,
ছি ছি ধিক্ ধিক্ ধিক্!
কার লাগি রে প্রাণাধিক্!
শক্তিশেল হৃদে ক'রেছ ধারণ ॥ (ক)

* * *

বজ্র-সম রাম-বাক্য, শুনে লক্ষ্মণ সজলাক্ষ,
ধরিয়ে চরণে কন ধীরে।
করেছ হে ভগবান্! পরিবাদে পরিত্রাণ,
পরীক্ষা করিয়া জানকীরে ॥ ১২
কেঁদে লক্ষ্মণ যোড় করে, বার বার বারণ করে,
সে বারণে রঘুবীর বিরত।
ক্ষান্ত হন না কোনরূপ, উম্মাযুক্ত বিশ্বরূপ,
অনুজে করেন অনুযোগ কত ॥ ১৩

* * *

সীতার প্রতি রঘুনাথের দ্বেষ
কি প্রকার?—

যেমন, দেবতার দ্বেষ অসুরগণে।
যবনের দ্বেষ হিন্দু পানে ॥ ১৪
রাবণের দ্বেষ হনুমানে।
বৈরাগীর দ্বেষ বলিদানে ॥ ১৫
কুপুত্রের দ্বেষ বাপ-খুড়াকে।
ষষ্ঠীর দ্বেষ আঁটকুড়াকে ॥ ১৬
হিংসুকের দ্বেষ পরশ্রীতে।
ত্রিপুরার দ্বেষ তুলসীতে ॥ ১৭
পাগলের দ্বেষ বাবিতে।
শুকমুনির দ্বেষ নারীতে ॥ ১৮
দক্ষের দ্বেষ সদানন্দে।
মনসার দ্বেষ ধূনার গন্ধে ॥ ১৯
গোঁড়ার দ্বেষ ভগবতীকে।
শিবের দ্বেষ রতিপতিকে ॥ ২০
ভীমের দ্বেষ কুরুকুলে।
সাপের দ্বেষ ঈষের মূলে ॥ ২১
চোরের দ্বেষ হিতবাক্যে।
তেমনি রামের দ্বেষ জানকীর পক্ষে ॥ ২২
কহেন, তারে লক্ষ্মণ! এ কেমন তব লক্ষণ?
আর কি অপেক্ষা মোর করা।
রাখিব না সীতা ভবনে, বাল্মীকির তপোবনে,
রাখ রে! জানকী ল'য়ে ত্বরা ॥ ২৩

তত্ত্ব যেন না পায় অন্যে,
কৌশলে দিবে অরণ্যে,
রথে তুলি করি গৌরব অতি।
মোর সুমন্ত্রণা রাখ, সুমন্ত্রেরে শীঘ্র ডাক,
তুমি রথী,—সে হবে সারথি॥ ২৪
আছে বাক্য মোর সনে, মুনিপত্নী-দরশনে,
জানকীর জানি অভিলাষ!
অনুমতি দিলাম তায়, শীতল করি সীতায়,
ছলক্রমে দেহ বনবাস॥ ২৫
দূর্ব্বাদলশ্যাম-বাক্যে, দুর্ব্বল হইয়া দুঃখে,
চক্ষুর জলেতে বক্ষ ভাসে।
করিতে আজ্ঞা পালন, ছল ছল দুনয়ন,
চলে যান জানকীর বাসে॥ ২৬
অন্ত না জানেন সীতে, লক্ষ্মণে পুরে আসিতে,
দেখে কন হাসিতে হাসিতে।
এসো এসো ওহে দেবর!
দেখা যে অনেক দিনের পর,
সে ভাব ভুলেছ নাকি চিতে? ২৭
দুঃখের দিনে এক যোগ, বনে বনে কর্ম্মভোগ,
করিলে হ'য়ে রামসনে সন্ন্যাসী!
পরের দায়ে বাকল পর,বন্ধু কে তোমার পর?
তাইতে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি॥ ২৮
ইদানী ডুমুরের ফুল,—
হয়েছ—তাতে প্রতিকূল,
তোমার প্রতি আমি হ'তে নারি!
হয়েছে আসা-আস বাদ,
তবু তোমায় আশীর্ব্বাদ,-
বিনে কি আমি জল খাইতে পারি? ২৯
তোমার রাম নাম সর্ব্বদা মুখে,
তাতে আমি ছিলাম সুখে,
ভাল ভাল বৈরাগ্য! সে সব গেছে।
ঘরকরায় হয়েছে মতি,ভগ্নীটী মোর ভাগ্যবতী,
এর বাড়া কি শ্লাঘ্য আমার আছে? ৩০
শত্রু হউক অধোমুখ, বাড়ুক তোমার সুখ,
সেই সুখ শুনিলে হই সুখী!
তবে কিঞ্চিৎ খেদ মাত্র,
কমল-আঁখির প্রিয়পাত্র,
মধ্যে মধ্যে দেখ্‌লে জুড়ায় আঁখি॥ ৩১

ওহে দেবর! সম্বৎসর, না হয় যদি অবসর,
এক দিনতো দেখা পাব তোমাকে!
বিজয়াতে নমস্কার,—
করিতে আস্‌বে, সাধ্য কার,—
সে দিন তোমাকে বাধ্য ক'রে রাখে? ৩২
শুনিয়ে লক্ষ্মণ কন, বাক্য অতি সুচিক্কণ,
শুন লক্ষ্মি! দাসের নিবেদন।
চরণে শরণ ল'য়ে তোমার,সুসার নাহিক আর,
অসার আশ্রয় প্রয়োজন॥ ৩৩
তোমার হয়েছে রাজ্য-সম্পদ,
পড়ে না এখন মাটিতে পদ,
চরণে তোমার ধূলা-বিন্দু নাই।
কি আশাতে আমি আসি,পদধূলীর অভিলাষী,
সে আশায় পড়েছে আমার ছাই॥ ৩৪
ব'লে, এই কথা সতীর পাশে,
নেত্রজলে গাত্র ভাসে,
সকাতরে কহেন লক্ষ্মণ।
কথা আছে কি রঘুনাথ সনে,মুনিপত্নী-দরশনে,
যেতে বাল্মীকির তপোবন? ৩৫
রথে হও উপবিষ্ট, পূরাতে তোমার অভীষ্ট,
অনুমতি হয়েছে দাদার।
এই কথা শুনিয়া সীতা, হয়ে অতি উল্লাসিতা
পরেন বিবিধ অলঙ্কার॥ ৩৬
ভূষণে হয়ে ভূষিতা, রথে উঠিলেন সীতা,
সন্ধান না পান কোন অংশে।
কাঁদে লক্ষ্মণ উচ্চরবে,
শক্তি ভাবেন ভক্তিভাবে,
কাঁদে লক্ষ্মণ সাধু সূর্য্যবংশে॥ ৩৭
গিয়া যমুনার পারে, ধৈর্য্য কি ধরিতে পারে?
পড়ে লক্ষ্মণ শোকে ধরাতলে।
তপোবনে প্রবেশিতে, প্রকাশ পাইয়ে সীতে,
ভাসিতে লাগিল আঁখিজলে॥ ৩৮
কন,হে জীবনকান্ত! রাখিব না এই জীবন ত,
জীবো * দিয়ে জীবনে জীবন।
একি বজ্রাঘাত শিরে, দোষ বিনে এ দাসীরে,
কেন হে রাম! এত বিড়ম্বন! ৩৯

* জীবো—বাঁচিব।

আলিয়া—কাওয়ালী।

ও রাম! না জানি চরণ-ধ্যান ভিন্নে!
হ'লো কি মনে উদয়, ওহে নিদয়-হৃদয়!
নাথ! দাসীরে দিলে আবার আজি অরণ্যে॥
রাখিতে দাসীরে হে নাথ!
তোমার শিবের সম্পদ, পদে বঞ্চিত ক'রে,
ঘরে বঞ্চিতে দিলে না কি জন্যে;—
দুখ দিলে হে বিষম, জনক-নন্দিনী সম,
জনমদুখিনী আর নাই, রাম! অন্যে॥
দাসীরে বিলাতে কৃপা কৃপণ,—হ'য়েছো—
তোমার কি পণ, জানিনে তাতো স্বপনে,—
উদ্ধারিয়ে বনে দিবে, এ বাদ যদি সাধিবে,
তবে কেন এ দুখিনীর কারণে,
দুখসাগরে ভাসিলে তোমরা দুজনে;—
বনে বনেতে রোদন, বন পশুর সাধন,
বৃথা জলধি-বন্ধন রাম! কি জন্যে॥ (খ)

* * *

দিয়ে, কাননে বিদায়, রাম-প্রমদায়,
লক্ষ্মণ বিদায় কেঁদে।
গিয়া অযোধ্যায়, হ'লেন উদয়,
হৃদয়ে পাষাণ বেঁধে॥ ৪০
অম্বুজেরে হেরি, দম্বুজনিবারী,
অনিবার চক্ষে জল।
বলেন ওরে ভাই! কি দিয়ে নিবাই,
জানকী-বিরহানল? ৪১
কি করিলাম হায়! কি নিশি পোহায়,
না হেরিয়া সীতা-রূপ।
নাই সংসার স্বীকার, বিশ্ব অন্ধকার,
দেখিছেন বিশ্বরূপ॥ ৪২
শোক সম্বরিতে, স্বর্ণময়ী সীতে,
নির্ম্মাণ করিয়া ঘরে।
তারে করি দৃষ্টি, নাহি জন্মে তুষ্টি,
রঘুবর-কলেবরে॥ ৪৩
হেথায়, পরিয়া ধরণী, রামের ঘরণী,
বাল্মীকিবাস নিকটে!
তখন তপোধন, করেণ তর্পণ,
যমুনা নদীর তটে॥ ৪৪

কিঞ্চিৎ কালান্তরে, হইল অন্তরে,
রামপ্রিয়া মমালয়ে।
আনন্দিত মন, করেন গমন,
শিষ্যগণ সঙ্গে ল'য়ে॥ ৪৫
আসিয়া ত্বরায়, দেখেন ধরায়,
পড়িয়া জনক ঝি।
মুনি কন বাণী, চিন্তামণি-রাণি!
ছি ছি মা! করেছ কি! ৪৬
গা তোল জননি! জনক-নন্দিনি!
জগৎ-জনক-প্রিয়া।
কিসের রোদন? কিসের বেদন?
আপনারে না চিনিয়া॥ ৪৭
ষাটি হাজার বর্ষ, হয়ে আছি হর্ষ,
রামের রমণী তুমি।
আসিবে এ বনে, ও পদ সেবনে,
পবিত্র হবে এ ভূমি॥ ৪৮

* * *

ললিত-ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

এসো মা গো রামপ্রিয়ে! ভেস না নয়ননীরে!
থাকতে হবে কিছু দিন,
অতি দীন মুনিমন্দিরে॥
ভবভাব্য-ভাবিনি! সীতে!
তুমি ভাব কি অন্তরে,
সহজে কি এসেছ আমার সাধ পুরাতে
সাধ ক'রে,
বেঁধে এনেছি ও পদ নিজ সাধনের ডোরে॥
তোমায়, বনে দেন পীতাম্বর,
সে সব দুঃখ সম্বর,
সম্প্রতি কৃপা বিতর, ধন্য কর মুনিবরে;—
রাজভূষণ রাজ-বাস ভালবাস গো রাজরাণি!
আমি কোথা পাব দিতে
কেবল দিব গো জগবন্দিনি!
চন্দন তুলসী চরণাম্বুজোপরে॥ (গ)

* * *

লব-কুশের জন্ম।

করি দুঃখ সম্বরণ করীন্দ্রগমনে।
চিন্তামণি-রাণী অমনি যান মুনির ভবনে॥ ৪৯

মুনি করে যত্ন যেন মণির অধিক।
মুনির রমণী যত্ন করেন ততোধিক ॥ ৫০
দেন,গ্রীষ্মে শীতল ভোগ যাতে সীতার মানস।
শীতে অগ্নি জেলে করেন সীতারে সন্তোষ ॥ ৫১
দশ-মাস গর্ভ যে দিনেতে পূর্ণ হয়।
প্রসব হন পুত্র এক পূর্ণ চন্দ্রোদয় ॥ ৫২
পূর্ণব্রহ্ম রামের সম্পূর্ণ অবয়ব।
মনের সুখে মুনি নাম রাখিলেন লব ॥ ৫৩
ক্রমেতে বয়স পূর্ণ পঞ্চম বৎসর।
বনে করেন রণশিক্ষা লয়ে ধনুঃশর ॥ ৫৪
একদিন লবেরে রাখি মুনিসন্নিকটে।
জনকনন্দিনী যান যমুনার ঘাটে ॥ ৫৫
মুনি আছেন অন্য মনে হেন কালে লব।
মায়ের পশ্চাৎ ধায় করি মহারব ॥ ৫৬
হেথায় কুটীরে মুনি না হেরিয়ে লবে।
লবের জন্যেতে পড়েন সঙ্কটার্ণবে ॥ ৫৭
তপোবনে না পেয়ে শিশুর অন্বেষণ।
লবাভাবে ভাবিয়ে বিকল তপোধন ॥ ৫৮
মোর স্থানে শিশু রাখি গেলেন জানকী।
হারাইলাম তাঁর সবে ধন হায় হায় হবে কি !৫৯
লব নাই কুটীরে সীতা করিলে শ্রবণ।
জীবন হইতে আসি ত্যজিবে জীবন ॥ ৬০
কে দিবে রে সন্ধান ? বিধান কিবা করি !
কি জানি করিল ধ্বংস ধরি করি-অরি ॥ ৬১
করিল বা সাধের শিশু শার্দ্দূলে ভক্ষণ।
কোথা লব গেলি ব'লে উন্মাদ লক্ষণ ॥ ৬২

* * *

সুরট—একতালা।

ওরে লব ! কোথায় লুকালি।
জানকী-কুমার ! জীবন আমার,
জীবন পাছে হারালি ॥
তোয়, এসে নয়নে না হেরিলে সীতে,
নয়নের জলে ভাসিতে ভাসিতে,
জলে প্রবেশিতে জীবন নাশিতে,
যাবে মনোদুঃখে জ্বলি ॥
একে হয় না সীতার শোক-সম্বরণ,—
নিরপরাধে সে নীরদবরণ,
পঞ্চমাস গর্ভে দিয়েছেন বন,
শোকে সোণার অঙ্গ কালি,—
দৃষ্টিহীন জনের যষ্টি রে ! যেমন,
তেমনি রে ! তুই জানকীর সবে ধন,
আর আছে কি ধন, কিসে সম্বোধন,
করিব বল কি বলি ॥
দুগ্ধপোষ্য তনু কোমল অতিশয়,
তপনের তাপ তোকে নাহি সয়,
তপোধন ত্যজে কোন্ বনমাঝে,
কি খেলা খেলিতে গেলি,—
বনে বনে তোর না পেয়ে সন্ধান,
হ'লো রে আমার হত ধ্যান জ্ঞান, মরি রে !—
আবার হরিসুত ! আমার হরিসাধন
ভুলালি। (ঘ)

* * *

সঙ্কট গণিয়া মুনি করেন বিধান।
লবাকৃতি করেন এক কুশেতে নির্ম্মাণ ॥ ৬৩
মন্ত্রপূত করি তার দিলেন জীবন।
কে পারে চিনিতে নহে জানকীনন্দন ! ৬৪
হেথায় এসেন সীতা করিয়ে উৎসব।
বামকক্ষে কলসী, দক্ষিণ কক্ষে লব ॥ ৬৫
দেখেন সীতা লবাকৃতি দ্বিতীয় নন্দন।
বিস্ময় হইল বিশ্ববন্দিনীর মন ॥ ৬৬
তপোধন কন সব বিস্তারিয়া বাণী।
বিস্তর আনন্দ সীতা নিস্তারকারিণী ॥ ৬৭
কুশায় নির্ম্মিত জন্য নাম রাখেন কুশী।
এরূপে কাননে আছেন জানকী রূপসী ॥ ৬৮

* * *

শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ।

হেথায় অযোধ্যাপুরে রাজ্য করেন রাম।
অন্তরে অনন্ত শোক নাহিক বিশ্রাম ॥ ৬৯
ব্রহ্মকুলোদ্ভব ছিল লঙ্কার রাবণ।
ভাবেন অন্তরে তাই ব্রহ্ম-সনাতন ॥ ৭০
মহাপাপ জন্য তাপ পাইয়া নিরবধি।
সভা-শুদ্ধ ল'য়ে অশ্বমেধ যজ্ঞবিধি ॥ ৭১
ত্রিভুবনে দিতে পত্র ত্রিভুবনের পতি।
নারদের প্রতি করিলেন অনুমতি ॥ ৭২
যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ শুনি ভাগ্য মানি মনে।

ভবাদি চলেন ভব-বন্দিতভবনে ॥ ৭৩
হেথায়, হনুমান্ কদলীবনে, শ্রবণ করি শ্রবণে,
শ্রীনাথ রামের যজ্ঞ-বার্ত্তা।
সব দুঃখ বিস্মরণ, বিশ্বরূপ করি স্মরণ,
শরণ লইতে করেন যাত্রা ॥ ৭৪
চলেন রাঘবক্ষেত্র, * ছুটে যেন নক্ষত্র,
আশু আসি পবননন্দন।
শুনিলেন রাবণ-বংশ,—ধ্বংস জন্য পাপ-ধ্বংস,
জন্য যজ্ঞ করেন নারায়ণ ॥ ৭৫
উপহাস করি মনে, গঞ্জনা সভাস্থগণে,
দিয়া কন অঞ্জনাকুমার।
বিধির বিধাতা যেই, তার প্রতি বিধি এই।
করেন বিধিমতে নিন্দা সবাকার ॥ ৭৬
হাঁ হে! তোমরা যত মুনি,চিন্তা করি চিন্তামনি,
চিন্‌তে পেরেছ ভাল তাঁরে!
কই তোমাদের শাস্ত্রদৃষ্ট, বশিষ্ঠ শুনি বিশিষ্ট।
অপকৃষ্ট দেখি ক্রিয়া দ্বারে ॥ ৭৭
শুক! তুমি বুঝ না সূক্ষ্ম, মরীচি ধরেছি মূর্খ,
দেবল কেবল নামে ঋষি।
মহামুনি দুর্ব্বাসায়, কহেন হনুমান্ দুর্ভাসায়,
শুনিলাম তুমি বড়ই তপস্বী ॥ ৭৮
বধেছেন রাম দশাননে,
দশে তোমরা দোষ গ'ণে,
দর্শাইবে ব্রহ্মবধ-ভয়।
যার সৃষ্টি তাঁর লয়, যার জীবন সেই লয়,
সে রামের দোষ নয়,
কোন্ রাজ্যে তার আলয়? ৭৯
অন্তে শমনের ডরে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে,
জগতে যতেক জীবগণ।
হরি করিলেন দোষাচার,কে করে দোষ বিচার,
রাম যে আমার শমনের শমন ॥ ৮০

* * *

পাপের ভয় রঘুনাথের অসম্ভব,
সে কেমন? যেমন—
অশ্বথ গাছে আম্র, স্বর্ণদরে বিকায় তাম্র,
বামন ধরে গগন-চাঁদে,
মূষিকের ভয়ে বিড়াল কাঁদে,
গণেশের গৌরব নষ্ট, বরুণের জলকষ্ট,
চন্দ্রের কিরণ উষ্ণ, চণ্ডাল দ্বিজের ইষ্ট,
শিমুলে জন্মিল মধু, নরকস্থ হ'লো সাধু,
মহাদেবের জন্মিল ব্যাধি,
ব্রহ্মা হ'লেন মিথ্যাবাদী,
বোবায় পড়িছে বেদ, কমলার ঐশ্বর্য্য-খেদ,
নিম্বপত্র হ'লো মিষ্ট, সাপের চরণ দৃষ্ট,
গরুড়কে দংশিল নাগে, চন্দ্রগ্রহণ দিবাভাগে,
মধুসূদন বিপদ্‌গ্রস্ত, পূর্ব্বদিকে সূর্য্য অস্ত,
শীতের ভয়ে অগ্নি ব্যস্ত,
তেমনি সীতাপতি পাপগ্রস্ত ॥ ৮১
তোমার যত সভাজন,দেখ্‌ছি অতি অভাজন,
এত বলি ভেটিতে শ্রীরাম।
আশা করি মোক্ষপদে,আশুতোষ-আরাধ্যপদে,
আশু আসি করেন প্রণাম ॥ ৮২
প্রেমে পুলকিত বক্ষ, ঘন ঘন সজলাক্ষ,
সজলজলদরূপ হেরি।
কৃতাঞ্জলি বিদ্যমান, কহিছেন হনুমান,
ভগবান্! নিবেদন করি ॥ ৮৩
এ কোন তোমার যোগ্য,কি মানসে কর যজ্ঞ?
তুমি যজ্ঞেশ্বর সুরজ্যেষ্ঠ।
অযোগ্য মন্ত্রণা লয়ে, কোন্ যজ্ঞে ব্রতী হয়ে,
যজ্ঞবেদী পরে উপবিষ্ট? ৮৪
ক'রে,ভব প্রীতে শত যজ্ঞ, নর হয় ইন্দ্রযোগ্য,
যদি করে অযোগ্য বধ কারে।
তোমায় যজ্ঞফল দিতে,যোগ্যতা কার জগতে?
যুগ্মকরে ব্রহ্মা যাঁর দ্বারে ॥ ৮৫

* * *

লুম-ঝিঁঝিট—আড়া।

তোমার কি ভয় ব্রহ্মবধ,
ওহে ব্রহ্মসনাতন!
ব্রহ্মাণ্ডের পতি তুমি ব্রহ্মার হৃৎপদ্মের ধন ॥
ব্রহ্মার বেদের বাণী, ব্রহ্মলোকনিবাসিনী,
ব্রহ্মকমণ্ডলে যিনি, ঐ পদে উদ্ভব হন ॥
কি শুনি, রাম! অসম্ভব,
ঐ চরণ ভাবেন ভব,
তুমি ভবে বৈভব, শুনেছি ভবের বচন ॥ (ঙ)

* * *

* রাঘবক্ষেত্র—অযোধ্যা।

হনুমান্ ও রাঘব ব্রাহ্মণ।

শুনে যজ্ঞের আয়োজন, রাঘব ব্রাহ্মণ একজন,
আছে কিঞ্চিৎ লোভে দাঁড়ায়ে একটী পাশে।
হনুমানের কথা শুনে, অনুমান করিছে মনে,
বেটা বুঝি ছাই দিল্লে আশ্বাসে॥ ৮৬
কোথা হ'তে এলো এটা,
ঘরপোড়া মুখপোড়া বেটা,
বুঝি পাকিয়ে কথা পাক পেয়ে দেয় কাজে।
কারু হবে না কার্য্যসিদ্ধি,
কি জানি বানুরে বুদ্ধি,
গ্রাহ্য যদি হয় রঘুরাজে॥ ৮৭
দ্বিজ হ'য়ে রাগে ভোর,
ডেকে বলে ওরে বানর!
হাঁরে বেটা! তুই ছিলি কোন বনে?
দান করিবেন শ্রীরাম দাতা,
তোর কেন তায় মাথা-ব্যথা?
লোকের মাথা খেতে তুই এলি কেনে? ৮৮
রঘুনাথ করিলে যজ্ঞ, কাঙ্গালের ফিরিত ভাগ্য,
কত সামগ্রী খেত, যেতো না বলা।
সুমন্ত্রণা যদি দিতিস্,
আপনিও ত খেতে পেতিস্,
দুটা একটা কুমড়া শসা কলা॥ ৮৯
যেখানে, বশিষ্ঠ আদি অগস্ত্য,
সেখানে আবার মধ্যস্থ,—
হনূ হয়েছে, তনু জলে জায় রাগে!
লাফ দিয়া পার হয়ে সাগর,
হ'য়েছে বুঝি বুদ্ধির সাগর!
এসেছ বুদ্ধি দিতে রামের আগে॥ ৯০
তোর শুনেছি যত বিদ্যা সাধন,
লাঙ্গুলে আগুন লাগায়ে বদন,—
পুড়িয়ে বেড়াস্, তোর উপর বৃথা রাগা!
তোর থাক্‌তো যদি বুদ্ধিবল,
সীতে দিয়েছিলেন রামকে ফল,
সেই ফল কেউ কি খায় রে হতভাগা! ৯১
শুনে রাঘব-বামনের কথা রুক্ষ,
হনুমান্ কন্ থাক্ রে মূর্খ!
পথ্যা বেটাদের সংখ্যা পাইনে কত!
বেটা বড় মান্যমান,তুই আমার রাখ্‌লি না মান,
তবেই হনুমানের মান হত! ৯২
বেটার ক-অক্ষর গো-মাংস,
বিদ্যার মধ্যে অন্নধ্বংস,
বর্ণ-বিচারে শূন্য আবার তাতে।
বানর বানর কর্‌ছ বড়,
কথার বানর ইহাকে ধর,
কর্ম্ম-বানর তুই বেটা ভারতে॥ ৯৩
ভিন্ন মধ্যে থাকিস্ নে গাছে,
ল্যাজ নাই আর সকলি আছে,
তনুর ভিতর হনুর কীর্ত্তি সব।
পশুর সঙ্গে সম্ভাষণ, পশুর মত পেট-পোষণ,
কভু ভাব না পশুপতি মাধব! ৯৪
আমি ত হয়েছি সাগর পার,
তো বেটার পার হওয়া ভার,
লাফ দিবি তার বল ঘুচায়ে চল্‌লি।
আমাকে বলিস্ মুখপোড়া,
তো বেটার কি কপাল পোড়া,
জ্বেলে,মনের আগুন সকলি পোড়া কর্‌লি!৯৫
আমিত বাস করি বনে,
সদাই ফলের অন্বেষণে,
তো বেটার যে বিফল অন্বেষণ।
নইলে, সামান্য ধন-অভিলাষে,
আসিলি আমার রামের পাশে,
চিন্‌তে পারিস্ নে রামধন কি ধন! ৯৬
পেয়ে পরমার্থ বিদ্যমান,
দু-সের চেলের অভিমান,
এমন বাসনায় দিয়ে আগুন।
অতি অধম ধনের কার্য্যে আশা,
কল্পতরু-মূলে আসা,
হাঁরে অল্পবুদ্ধি অল্পেয়ে বামুন! ৯৭

* * *

সিন্ধু-ভৈরবী—যৎ।

দুরাচার! চাইলে পাস্
রামের কাছে মোক্ষধন।
কি ছার উদর-পরিতোষের জন্য,
হারায়েছো রে! জ্ঞান-রতন॥

এসেছ কি ধনের লোভে,
চু-সের তণ্ডুলে কি সুসার হবে,
দশার ফেরে কু পসার করে,—
অসার বস্তুর আয়োজন॥ (চ)

* * *

অশ্বমেধ-যজ্ঞে ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ।

ব্রাহ্মণ হইল নীরব, যজ্ঞের কারণ সব,
শ্রীরাম বুঝান হনুমানে।
এলেম নরযোনিতে ধরণীতে,
না চলিলে নর-রীতে,
ধর্ম্মপথে নরে নাহি মানে॥ ৯৮
হয় যদি যায় বেজায়, সেই পথে প্রজায় যায়,
রাজার বজায় রাখা সেই ধর্ম্ম।
প্রমাণ পাইয়া মনে, জ্ঞানোদয় হনুমানে,
প্রমাণ করেন পূর্ণব্রহ্ম॥ ৯৯
যোগিগণ যাঁরে ধ্যায়, সেই রামের অযোধ্যায়,
ত্রিলোক যায় পেয়ে নিমন্ত্রণ।
এলেন পুর ত্যজি পুরন্দর, শশধর বিষধর,
শ্রীধর রামের যজ্ঞ জন্য॥ ১০০
শুভ দিন মনে গণি, চলিলেন দিনমণি,
শিবাসঙ্গে শিবের আগমন।
যান শক্র আদি শুক্র শনি, যথা দেব চক্রপাণি,
কেবল বক্র হয়ে এলেন না শমন॥ ১০১
সভায় না হেরে শমনে, মুনিগণ সব মনে গণে,
চিন্তামণির প্রতি অতি রাগ।
হবে কি উহার যজ্ঞপূর্ণ, পাগলের অগ্রগণ্য,
নারদের বাড়ান অনুরাগ॥ ১০২
কি দেখে সদ্ব্যবহার, সব কর্ম্ম তাঁরই ভার,
সম্প্রতি যজ্ঞে করিল হানি।
পথে বুঝি পেয়ে বিবাদ, যমকে দিতে সংবাদ,
যায় নাই নার'দে আমরা জানি॥ ১০৩
জগদীশ দিলে অভয়, নাই যেন যমের ভয়,
তা ব'লে তার মান খর্ব্ব কেনে?
যাতে গিয়েছে ঐ পাগল,ঘ'টে রয়েছে অমঙ্গল,
গোল বই মঙ্গল কই দেখিনে॥ ১০৪
ঘোর লেটা ব্রহ্মার বেটা, ব্রহ্মার কুপুত্র ওটা,
ওটা একটা উৎপাত-উৎপত্তি।
সাজায়ে কথাটি পরিপাটী,
কাজিয়ে বাধায় বাজিয়ে কাঠি,
লাঠালাঠি দেখতে বড় আর্ত্তি॥ ১০৫
হ'য়ে কপট যোগীর বেশ,অন্তঃপুরে হয় প্রবেশ,
অন্ত না জানিয়ে লোকে মানে।
হলে, কাজিয়ে বগল বাজিয়ে নাচে,
রাজার কথা কয় রাণীর কাছে,
রাণীর কথা গিয়ে বলে রাজার কাণে॥ ১০৬
যাদের বাসনা হরি, সর্ব্বসুখ পরিহরি,
হরীতকী ভক্ষিয়া হরি সাধে।
ও কোন কালেতে হরিতে রত,
চঞ্চল হরিণের মত?
হরে কাল কেবল বিবাদে॥ ১০৭
ওরে করুণ কোরেছেন হরি,
কি গুণেতে হরি হরি।
হরি পেলে কি কেবল ছাই মেখে।
হরি ও উহার অনুরক্ত, লোকে বলে হরিভক্ত,
হরিভক্তি উড়ে যায় ওরে দেখে॥ ১০৮
ও কি সাধনায় হ'লো মুনি?
কুমন্ত্রণার শিরোমণি,
ঘা ভাঙ্গাবার পণ্ডিত ভারতে।
লোকের হয়েছে ভারী মরণ,
বিবাহ আদি করণ কারণ,
বারণ হয়েছে নারদের জ্বালাতে॥ ১০৯
কারু, শুনে যদি [illegible] সম্বন্ধ,
ক'রে বসেছে অমনি মন্দ,
কন্যাকর্ত্তার বাড়ি গিয়ে বলে।
কি শুনিলাম ওরে ভাই! মেয়েটাকে জলসাই,
করবে নাকি বেঁধে হাতে গলে॥ ১১০
কে দেখে এসেছে বর, সেটা অতি বর্ব্বর,
পাত্র কোথা, পত্র করিলে কিসে?
এক কড়া নাই তার যোত্র,বয়েস সেটার সত্তর,
লভ্য করবে কি সোণা দিয়ে সীসে? ১১১
এই কথা তাহারে ক'য়ে,বর কর্ত্তার বাড়ী গিয়ে,
বলে ভাই! কি করেছ কারখানা।
বাহ্যজ্ঞান নাই করেছ ক্রিয়ে,
সাধের ছেলের দিচ্ছ বিয়ে,
খেয়ে চক্ষু দেখে এসেছ মেয়েটা যে কাণা॥১১২

পুত্র লয়ে উত্তর কাল,
বাধবে একটা গোলমাল,
বিবেচনা করিতে হয় বিহিত।
বলিলাম কথাটা রয় না-রয়,
জানিলে কথা কইতে হয়,
ভদ্র লোকের কাছে এম্‌নি রীত ॥১১৩
এইরূপ নারদের কর্ম্ম, কিছু বুঝে না ধর্ম্মাধর্ম্ম,
মিথ্যা কথার বিদ্যা-অধ্যয়ন।
কিছু বুঝে না যন্ত্র তন্ত্র, তারে আবার প্রধানত্ব,
প্রদান করেন নারায়ণ ॥ ১১৪

* * *

শ্রীরামচন্দ্রের নিকট নারদের আগমন।

নারদে করিয়া তুচ্ছ, মুনিগণ করেন কুচ্ছ,
হেথায় নারদ তপোধন।
প্রেমে ভাসিছেন নয়নজলে,
হাসিছেন হৃৎকমলে,
আসিছেন রামের ভবন ॥ ১১৫
বাসনাকে করিয়া ছাই,
অঙ্গেতে মেখেছেন ছাই,
সেই ছেয়ে মানের বৃদ্ধি অতি।
নয়, স্বর্ণ কি রূপার ভক্ত, কিনে রেখেছেন মুক্ত,
ভক্তির হাটেতে বেচে মতি ॥ ১১৬
হরি হয়েছেন পরিবার, হরিকে সুখী করিবার,
জন্য ব্যস্ত সর্ব্বদা অন্তরে।
যেরূপ বাহ্য আচরণ, ত্যাজ্যগণের গ্রাহ্য নন,
পূজ্যগণের শিরোধার্য্য করে ॥ ১১৭
নাই, অন্য ধনের অভিমান,
সেটা করেছেন অবিধান,
অবিরত শ্রীকান্তে মন আছে।
রামের করুণা-ধন, প্রাপ্তি হেতু তপোধন,
বীণাকে বিনয় করি যাচে ॥ ১১৮

* * *

মূলতান—কাওয়ালি।

ও বীণে! লবি নে—
জানকী-কান্তের নাম বিনে!
ভরসা করেছি ভবে তোর রে, বীণে!
দেখো রে! যেন ভুলিনে ॥
দুখহারী শ্রীকান্ত, দুখান্ত একান্ত,
জ্ঞানপথে চল চল।
যে পথে আছে কাল্ রবিসুত রে,—
সে পথে যেন যবিনে ॥
ও যে হর-আরাধ্য,—শ্রীহরি-চরণ-পদ্ম,
মনে ভাবিলে ভাবনা ভাবিনে,
ম'জনারে কুরস-প্রসঙ্গে, কুরঙ্গে কুসঙ্গে,
রাখ দাশরথি!—শেষ,—
মিছে রস-আশে আর কেন রে!
যা হ'লো হ'লো নবীনে ॥ (ছ)

* * *

হেথা যজ্ঞস্থলে ঋষি যত, অবজ্ঞা করিয়া কত,
নারদ প্রতি কহেন বচন।
শুনিয়ে কর্ণকুহরে, দূরে হৈতে "হরে হরে,—"
করি নিজ মনকে মুনি কন ॥ ১১৯
শুন রে মন! জ্ঞানচক্ষে,
ধন নাস্তি জ্ঞানাপেক্ষে,
কিবা বন্ধু কি বিপক্ষে, হিতকর উভয় পক্ষে।
সদানন্দ মন রেখে, হবে পরকাল রক্ষে,
কখন থেকো না দুঃখে,দুঃখে থাকা দোষ মুখ্যে,
যদি গায় ধূলা দেয় কোন মূর্খে,
রাগ ক'রো না তার পক্ষে,
বৈরাগ্যটা বড় ব্যাখ্যে, হরিনাম উপলক্ষে,
হয় কাল করি ভিক্ষে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে,
হরিময় সব নিরীক্ষে, যে অগোচর চর্ম্মচক্ষে,
যে করে প্রদান মোক্ষে,
যে দেয় পার্থে যোগ-শিক্ষে,
যে যাচে বলিরে ভিক্ষে, যে বধিল হিরণ্যাক্ষে,
যে করে প্রহ্লাদে রক্ষে,
অসংখ্য যাহার আখ্যে,
সৃষ্টি লয় যার কটাক্ষে, যারে ভজে ইন্দ্র যক্ষে,
শ্রীদাম যারে ভজে সখ্যে, পীতাম্বর যার কক্ষে,
ভৃগুপদ যার বক্ষে, সর্ব্বদা সেই পদ্মচক্ষে,
দেখ রে মন! জ্ঞানচক্ষে ॥ ১২০
মুনি এইরূপ ধ্যানে, শ্রীরামের সন্নিধানে
আনন্দ-বিধানে আশু আসি।
দেখেন কাল দণ্ডধারী, দশমুণ্ড-অন্তকারী,
মুনিমণ্ডলের মাঝে বসি ॥১২১

পতিত হ'য়ে ধরায়, পতিতপাবন-পায়,
প্রণাম করিয়া মুনি বলে।
ওহে জানকী-জীবন, তব আজ্ঞায় ত্রিভুবন,
নিমন্ত্রণ করিলাম সকলে। ॥ ১২২
দিয়াছি বার্ত্তা হিমালয়, যমালয় সোমালয়,*
রামালয় আসিতে হবে বলি।
[;নাই অনর্থে মন অনিবারি,
জানি হে কৃতান্ত-অরি!
যথার্থ কর্ম্মে কভু কি আমি ভুলি? ১২৩
আমি যে দাস তব পায়, কেহ না সন্ধান পায়,
পায় পায় কি পায় শত্রুগণ।
কি করি যত ক্ষেপায়, ক্ষেপা বলিয়ে ক্ষেপায়,
উপায় কর হে নারায়ণ! ॥ ১২৪
[বাশষ্ঠ আমাকে পাগল ধরে,
ভৃগু বড় ভ্রুকুটি করে,
কত কথায় ক'রে যাচ্ছে উক্তি।
যদি, ভোজনে দ্রব্য ভাল পান,
ভজনের তত্ত্ব ভুলে যান,
ক'জন উহাঁরা ঐ গীতকে ব্যক্তি। ১২৫
শুধু তপস্যাতে রন-না,আছে উহাঁদের ঘরকন্না,
যোগে মন কখন যোগে-যাগে।
শুন ওহে রাবণারি! সঙ্গে না থাকিলে নারী,
বনে উহাঁদের ভয় লাগে! ১২৬
যায় যজ্ঞ কর্‌তে যার ঘরে,
হোমের ঘৃত চুরি করে,
যমের ভয় লোভেতে মনে হয় না।
গলিয়ে ঘৃত চুরি করে, শনিকে দেয় কুণী পূরে,
সোমকে উহারা সমভাগ দেয় না। ॥ ১২৭
যম এসে নাই তব যজ্ঞে,
দরশন নাই তার ভাগ্যে,
উহাদের কেন আমার সঙ্গে আড়ি।
ওদের বল হে ভুবনের ভর্ত্তা!
দিলাম কি না-দিলাম বার্ত্তা,—
শুধাতে তত্ত্ব যাউক না যমের বাড়ী ॥১২৮
আমি পরোক্ষে শুনিলাম কথা,
যমের সঙ্গে বিপক্ষতা,
তোমার কিছু আছয়ে ভগবান্!

যেখানে যে পায় মান, যায় তারি বিদ্যমান
যাবে কেন যেখানে হতমান ॥ ১২৯
যেখানে আবাদ সেইখানে উৎপত্তি।
যেখানে পিরীত, সেইখানে প্রবৃত্তি ॥ ১৩০
যেখানে কৃপণ, সেইখানে সম্পত্তি।
যেখানে আপত্তি, সেইখানে বিপত্তি ॥ ১৩১
যেখানে অধম, সেখানে অপকীর্ত্তি।
যেখানে বিরোধ, সেইখানে মধ্যবর্ত্তী ॥ ১৩২
যেখানে কুভোজন, সেইখানে বায়ু পিত্তি।
যেখানে কুরাজন, সেইখানে দস্যুবৃত্তি ॥ ১৩৩
যেখানে শ্রীমন্ত, সেইখানে নানা-বিধি।
যেখানে জ্ঞানবন্ত, সেইখানে বেদবিধি ॥ ১৩৪
যেখানে মহাপাপ, সেইখানে মহাব্যাধি।
যেখানে জ্ঞানী বৈদ্য, সেখানে মহৌষধি ॥১৩৫
যেখানে দুর্জ্জন, সেইখানে প্রিয়বাদী।
যেখানে সুজন, সেইখানে প্রতিবাদী ॥ ১৩৬
যেখানে অশক্ত, সেইখানে প্রতিনিধি।
যেখানে সমাদর, সেইখানে গতিবিধি ॥ ১৩৭

* * *

আলিয়া—একতালা।

শমন আস্‌বে কেন তব ধাম!
তব নাম শুনে, ওহে কমল-আঁখি!
কেন হ'লো না সে শমন মনে সুখী,
শুন্‌লাম কথা সে কি,
হাঁ হে! তুমি নাকি শমন-দমন রাম ॥
পরম পাপী যারে বলে হে পণ্ডিতে,
যম যায় তার জীবন দণ্ডিতে,
তুমি যাবে তার বিপদ্-খণ্ডিতে,
একবার বল্‌লে রাম নাম ॥
শমনের মন অনুমানে বুঝি,
নিকটে আসিতে অভিমান ত্যজি,
দূরে থেকে বুঝি; অভিমানে মজি,—
ক'রেছে পদে প্রণাম ॥ (জ)

* * *

লব-কুশের যুদ্ধে ভরতাদির পরাজয়।

নারদের যথাযোগ্য ক'রে সম্ভাষণ।
যজ্ঞেশ্বর করেন পরে যজ্ঞ প্রতি মন ॥ ১৩৮

---

* সোমালয়—চন্দ্রালয়।

সর্ব্ব সুলক্ষণযুক্ত আনি এক অশ্ব।
মুনি মন্ত্রে অভিষেক করিলেন তস্য ॥ ১৩৯
জয়-পতাকা লিখে দেন ঘোড়ার কপালে!
জয়ী হৈতে জগতে যতেক মহীপালে ॥ ১৪০
সজ্জা ক'রে অশ্ব ছেড়ে দেন নারায়ণ!
শত্রু নিবারণে সঙ্গে যান শত্রুঘন ॥ ১৪১
ভুবনে বেড়ায় ঘোড়া পবনের বেগে।
কোন দেশে করি দ্বেষ ধরে যদি রাগে ॥ ১৪২
ঘোটক আটক রাখা কারু সাধ্য নয়।
ক্রমে হন শত্রুঘন ভুবন-বিজয় ॥ ১৪৩
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গাদি ভ্রমিয়া ভুবনে।
দৈবে ঘোড়া গেল বাল্মীকির তপোবনে ॥ ১৪৪
হেথায়, লব-কুশে করি বন-রক্ষা-ভারার্পণ।
চিত্রকূট পর্ব্বতে গেছেন তপোধন ॥ ১৪৫
করে করি ধনুঃশর দুই শিশু খেলে।
দেখিছে বিচিত্র ঘোড়া তরুবর-তলে ॥ ১৪৬
হাস্য ক'রে অশ্ব ধ'রে বান্ধে বন মাঝে!
শুনে শত্রুঘন, বনে আইল রণসাজে ॥ ১৪৭
তরুণ বালক দুটী তরুতলে দেখি।
ঘন ঘন শত্রুঘন বলে, হাঁরে একি! ১৪৮
অবোধ বালক কোথা, ঘোড়া দে রে এনে।
লব বলে, নব্য বালক কি লাগল না
তোর মনে? ১৪৯
ক্ষুদ্র দেখে যুদ্ধ-ইচ্ছা, হয় না বেটা বুড়া!
এক বাণেতে ক'রব তোর রথ-শুদ্ধ গুঁড়া ॥ ১৫০
মহাপাশ বাণ এড়ে, জানকীনন্দন!
চেতন হারায়ে বীর ভূতলে পতন ॥ ১৫১
সারথি সংবাদ দিল ল'য়ে শূন্য রথ।
শুনি ক্রোধে ধাইলেন লক্ষ্মণ ভরত ॥ ১৫২
শুধান সীতার সুতে হাসিতে হাসিতে।
কে তোরা, বালক এলি জীবন হারাতে? ১৫৩
হাসি হাসি লব-কুশ দেন পরিচয়।
দুটি ভাই যমের দূত আর কেহ নয়! ১৫৪
এনেছি তলব চিঠি তোমাদের নামে।
সসৈন্যে যাইতে হবে শমনের ধামে ॥ ১৫৫
তবে যদি কর যুদ্ধ না বুঝিয়ে মর্ম্ম।
সেটা কেবল মৃত্যুকালে প্রলাপের ধর্ম্ম ॥ ১৫৬
কাঁচা কাঁচা কথা কস্ নে, ভেবে কাঁচা ছেলে!
ঘোড়া দেনা বল্লে যেন ঘোড়ায় চড়ে এলে!
এক বেটা পুনকে শক্র নাম শত্রুঘন।
সে বেটার চটক অমনি ঘোটকের কারণ ॥ ১৫৮
মহাপাপটা চালিয়ে দিলাম দিয়ে মহাপাশ।
তোমাদের পূরাই অবিলম্বে অভিলাষ ॥ ১৫৯
এইরূপ দর্প করি কন লব-কুশি।
ভরত কহেন, নাহি ধরে অধরেতে হাসি ॥ ১৬০
ভাল মন্দ যা বলুক, শুনে হ'লেম তুষ্ট।
বালকের বচন শুনিতে বড় মিষ্ট ॥ ১৬১
লব বলে মিষ্ট নয় সংহারিব সৃষ্টি।
এত বলি, ভরতের উপরে বাণবৃষ্টি ॥ ১৬২
ক্রোধভরে ভরত ধনুকে যুড়ি বাণ।
জানকীসন্তান প্রতি করিল সন্ধান ॥ ১৬৩
উভয়ে নির্ভয় যুদ্ধ অতি ঘোরতর।
উভয়ের কাটা যায় শরে শরে শর ॥ ১৬৪
কার শক্তি জিনে সীতা-শক্তির সন্তান।
ঐষিক বাণেতে যায় ভরতের প্রাণ ॥ ১৬৫
লক্ষ্মণ পতিত হন পাশুপত বাণে!
ভগ্নদূত গিয়া বার্ত্তা দেন ভগবানে ॥ ১৬৬
বজ্রাঘাত-সম বাক্য করিয়া শ্রবণ।
পতিত ধরণী-পৃষ্ঠে পতিত-পাবন ॥ ১৬৭
থরহরি কাঁপেন হরি, হরিল চেতন।
কোথা রে ভরত! কোথা ভাই
শত্রুঘন! ॥ ১৬৮
হায়! কোথা গেলি রে লক্ষ্মণ সহোদর!।
প্রাণের সোসর আমার দুঃখের দোসর? ১৬৯

* * *

সুরট—তেওট।

'কোথা রে লক্ষ্মণ'! বলি,—
রামের ধ্বনি অধরে।
নয়ন-যুগলে জলধরের কি জল ঝরে ॥
একে শক্তি নাই দেহে, সীতা-শক্তি-বিরহে,
কেবল তোর মায়ায় আছি সংসারে।
তুমি যে শক্তিশেলে, লঙ্কায় প্রাণ হারাইলে,
সেই শক্তিশেল, লক্ষ্মণ!
আজ আমার বক্ষোপরে ॥ (ঝ)

* * *

হেথা জানকী-নন্দন যান, জননীর বিদ্যমান,
ব'ধে রামের সৈন্য কোটি কোটি।
জননী জানিবে ব'লে, মুক্ত করে গিয়া জলে,
রক্তমাখা কলেবর দুটী॥ ১৭০
ধুয়ে অঙ্গের শোণিত, অঙ্গনেতে উপনীত,
সুধান সুধাংশুমুখী সীতে!
বিলম্বের হেতু কিবা? অবসান দেখি দিবা,
অবশাঙ্গ ভেবে মরি চিতে॥ ১৭১
ছলক্রমে লব-কুশি, প্রিয়বাক্যে মাকে তুষি,
দুজনে ভোজন দ্রব্য চান!
লক্ষ্মী দেন দুই পুত্রে, শাক-অন্ন শালপত্রে,
দোঁহে খান সুধার সমান॥ ১৭২
হ'লো নিদ্রা-আকর্ষণ, কুশাসন করে আসন,
মাতৃকোলে পোহান রজনী।
দেখে শশধর গগনে অস্ত, দুই ভাই শশব্যস্ত,
রাম এসেছেন রণস্থলে শুনি॥ ১৭৩
মাকে কন করপুটে, মুনি গিয়াছেন চিত্রকূটে,
বন-রক্ষণ ভার আমাদের দিয়ে।
বিদায় দে মা! বন রাখি,
যে স্থানেতে নিত্য থাকি,
করিব খেলা সেই স্থানে গিয়ে॥ ১৭৪
জানকী বলেন হাঁরে লব! ভয়ে মরি কিঅসম্ভব,
পরস্পর কর্‌তেছে ঘোষণা?
ক'রে কার ঘোড়া বন্ধ, বনের মাঝে কর দ্বন্দ্ব,
কপাল মন্দ,—ও সব ক'রো না॥ ১৭৫
কহেন শক্তি-তনয়, যা জেনেছ মা তা নয়,
হ'লই যদি,—তাতেই বা ক্ষতি কি?
ধরি কায় ধরামণ্ডলে, খণ্ড করি আখণ্ডলে,
তব চরণবলে মা জানকি!॥ ১৭৬
মনে হয়ে সন্তোষিতে, সন্তানে সাজান সীতে
কটিতে আঁটিয়া দেন ধটী!
শিরেতে বন্ধন ঝুঁটি, যেন কোটিচন্দ্র ছুটি,
অঙ্গে আভরণ রাঙ্গামাটি॥ ১৭৭
দিয়ে, শিরে হস্ত বার্ বার্,
বলে,—দুঃখিনীর কুমার!—
সর্ব্বত্র জয়ী হও দুই জনে।
দুটি নন্দনের কেশে, রক্ষা-বন্ধন করি শেষে,
সঁপেছেন শঙ্করী-চরণে॥ ১৭৮

শ্রীরাগ—কাওয়ালী।

মাগো বিপদ্‌ভঞ্জিনি! শিবে!
রেখো, দুঃখিনী-তনয়ে লয়ে,
রেখো পদপল্লবে॥
আমার অবোধ, বালক মনে প্রবোধ,—
মানে না ওগো তারিণি!
ভয়ে কাঁপে মোর থর থর পরাণী!
রঙ্গ করে ধ'রে, তুরঙ্গ এনে ঘরে,—
বিপদে পড়িলে,কৃপা অপাঙ্গে প্রকাশিবে॥(ঞ)

* * *

শ্রীরামের সহিত লবকুশের যুদ্ধ।

ভক্তি ভাবে দুই জন, মন দিয়া সীতার চরণ,
বন্দিয়া যান করিতে সংগ্রাম।
হেথা ভ্রাতৃশোক নিবারিতে,
যজ্ঞ-অশ্ব উদ্ধারিতে,
যুদ্ধবেশে এসেছেন রাম॥ ১৭৯
যেন, বনে উদয় তিন রাম, নবদূর্ব্বাদলশ্যাম,
সুধামাখা বাক্যেতে সুধান।
আপন সন্তান জ্ঞানে, কুশ আর লব পানে,
ঘন ঘন ঘনশ্যাম চান॥ ১৮০
কন রাম ক্ষিতিপালক, হাঁ রে অবোধ বালক!
অশ্ব তোরা বেঁধেছিস্ দু'জনে।
তোরা কার সন্তান বল,ভুবনে কার এত বল?
বিবাদ বাসনা মোর সনে॥ ১৮১
ব্যঙ্গচ্ছলে লব কয়, বাণে বাণে পরিচয়,
পাবে তখনি যে হয় বাপ জ্যেঠা।
দেখে নব্য বালক দুটী,প্রথমে এসে দাঁত-খামুটী,
অম্‌নি ধারা করেছিল তিন বেটা॥১৮২
ক'রে, ক্ষুদ্র শিশু অনুমান,
তিনটী জনার তনু যান,
তারা যত বাণ মেরেছে হৃদে।
আমাদের অঙ্গে একটী ঠাঁই,
আঁচড় একটা লাগে নাই,
দেখ হে! জননীর আশীর্ব্বাদে॥ ১৮৩
তুমি এলে কার পুত্র? তোমার নিবাস কুত্র?
বল না আগে,—বল জানাও যে বড়!

শুনিয়া কহেন রাম, শ্রীরাম আমার নাম,
আর নাম রাঘব রঘুবর॥ ১৮৪
অযোধ্যায় অজভূপ, ভূতলে ইন্দ্র-স্বরূপ,
তাঁর পুত্র দশরথ নাম ধরে।
তাঁর পুত্র আমি রাম, বিজয়ী ত্রিলোকধাম,
ব্রহ্মা মোরে ব্রহ্ম জ্ঞান করে॥ ১৮৫
রাবণ জগতের জ্বালা, ইন্দ্র যার গাঁথে মালা,
সবংশে সংহার করেছি তাকে।
দুগ্ধপোষ্য বালক তোরা,
বন্ধন ক'রেছিস ঘোড়া,
বা'র ক'রে দে, মারবো না তোদিকে॥ ১৮৬
আমি সাজিব সমরে, কে আছে মোর সম রে!
শুনে দর্প লব হেসে কন!
অস্ত্র তোমার যোগ্য নাই,
কিন্তু আমরা দুই ভাই,
আছি তোমার সংহার-কারণ॥ ১৮৭
কেহ নাই আমাদের কুত্র,আমরাই প্রধান মাত্র,
সতীপুত্র লবকুশ নাম।
তোমারে পারিব না জিনতে,
এই কথাটাই হ'লো শুনতে!
ওহে রাম! রাম রাম রাম! ১৮৮
হা হে! এখনি কি শুনিলাম,
রাঘব তোমার নাম,
তবে যে হইল সব বৃথা।
শুনি, ভিক্ষা করে রাঘবেতে,
রাঘবের সঙ্গে যুদ্ধ দিতে,
সেটা বড় লাঘবের কথা॥ ১৮৯
শুনে শুনে পরিচয়, মনে যে অশ্রদ্ধা হয়,
হয় ল'তে এসেছ ক'রে জারি।
অযোধ্যানাথ! একি কহ,অজ তোমার পিতামহ,
এটা যে অযশের কথা ভারি! ১৯০

* * *

খাম্বাজ—একতালা।

কি করিবে রঘুপতি! ভূপতি!
রণে জিনতে তব কি শকতি?
সিংহ সঙ্গে সাধ সংগ্রামে,
হে অযোধ্যাপুরস্বামি,—
কি যুদ্ধে এলে তুমি অজের হয়ে নাতি॥
কোন সামান্য মানব তুমি, হে রাম!
তব অশ্ব বান্ধিলাম, কি ভয় সংগ্রাম!
গিয়ে বান্ধি ব্রহ্মার করে,
যদি, মা আমার করেন হে অনুমতি॥ (ট)

* * *

রাম কন, ওরে অবোধ!
বালকের প্রতি করলে ক্রোধ,
অপযশ আমারি ঘোষণা।
তুই, শিশু হ'য়ে সুধালি মোরে,
পরিচয় দিলাম তোরে,
তুই কেন করিস্ প্রবঞ্চনা? ১৯১
মনেতে সামান্য গ'ণে, লব কহেন নবঘনে,
বার্ বার্ কি সুধাও বারতা?
তুমি, ভয়ে দিয়াছ পরিচয়,
আমাদের কিসের ভয়?
তোমারে জানাব তত্ত্ব-কথা॥ ১৯২
কেবল, বাঞ্ছা করেছি তোমার মরণ,
তোমার সঙ্গে করণ-কারণ,
কুটুম্বিতে প্রার্থনা রাখিনে।
করতে হবে কাটাকাটি, মধ্যে আবার চাটাচাটি
এ কথাটী সে কথাটী কেনে? ১৯৩
রাম বলিছেন, ওরে লব!
আমার অঙ্গের অবয়ব,
সকলি তোদের দেখ্‌তে পাই।
কথার একটা সূত্র পেলে,
কোলে করি পুত্র ব'লে,
দুঃখের বেলা জীবন জুড়াই॥ ১৯৪
জনকনন্দিনী সতী, পঞ্চমাস গর্ভবতী,
তৎকালে দিয়াছি তারে বন!
অনুমান করি সর্ব্বে, বুঝি জানকীর গর্ভে,
জন্মিয়াছ তোমরা দুই জন॥ ১৯৫
যদি হই তোদের বাপ, শেষে পাব মনস্তাপ,
বধ করি সন্তান-রতনে।
ভ্রান্তি ঘুচা, কে তোদের পিতা,
অন্তরেতে অন্ত কথা,
শুনতে পেলে ক্ষান্ত হই রণে॥ ১৯৬
লব বলে, ওহে রাম! বল-বুদ্ধি বুঝিলাম,
ছেড়েছো তরঙ্গ দেখে হালি।

যার কাছে যার প্রাণের ভয়,
বাবা ব'লে ডাক্‌তে হয়,
হেঁয়ে বেটা! বেটা ব'লে দিস্ গালি! ১৯৭
প্রাণের বিষয় সন্ধ, পাতিয়ে বসলে সম্বন্ধ,
তুষ্ট কর মিষ্ট আলাপনে!
কাল পূর্ণ হ'লে পরে, ঔষধে কি রক্ষা করে?
বাঁচাবাঁচি হবে না বচনে॥ ১৯৮
কহেন রাঘব রথী, ওহে সুমন্ত্র সারথি!
সুমন্ত্রণা করা উচিত হয়।
দু'টো ছোঁড়া বিষম পোড়া,
সহজেতে দেয় না ঘোড়া,
যে হউক পাঠাই যমালয়॥ ১৯৯
ত্যাজ্য করি ধরাসন, করে করি শরাসন,
উঠেন দশরথ-পুত্র রথে।
পিতা-পুত্রে ঘোর রণ, ঘন ঘন ঘনবরণ,
নিক্ষেপ করেন বাণ সুতে॥ ২০০
লব ছাড়ে বিবিধ শর, বিশ্বের ঈশ্বরোপর,
বিস্ময় জন্মিল বিশ্বরূপে।
ভাবিলেন দর্পহারী, এদের দর্পে বুঝি হারি,
পরিত্রাণ পাইনে কোনরূপে! ২০১
লব প্রতি যত বাণ, হানিছেন ভগবান,
সে বাণ বাণেতে কাটে লব।
অস্থির আছেন প্রাণে, দুরন্ত লবের বাণে,
ভবের কাণ্ডারী পরাভব॥ ২০২
ত্যক্ত হন শিশু সঙ্গে, ভক্তবৎসলের অঙ্গে,
শক্তি বাজে রক্ত ব'য়ে যায়।
কিরূপে হইব মুক্ত, চিন্তামণি চিন্তাযুক্ত,
উপযুক্ত ভাবেন উপায়॥ ২০৩

* * *

সুরট—কাওয়ালী।

ভয়ে, ভীত ভগবান্ রণে।
হ'লেন জানকীসুত-লব-বাণে-বাণে॥
শরে শরে সরোজ-শরীর সব জর জর,
সঘনে শঙ্কাযুক্ত ভুবনেশ্বর;—
না পান হস্তে শর, লব-শরে অবসর,
জীবন-জন্য ভয় মনে মনে॥ (ঠ)

* * *

লবকুশের যুদ্ধে শ্রীরামের পরাজয়।

রামের বিষম দায়, সৈন্যগণ সমুদায়,
শিশুতে ফেলিল সব নাশি।
আছেন জগদীশ্বর, রথোপরে একেশ্বর,
দুইদিকে হানে শর, লব আর কুশি॥ ২০৪
পুনশ্চ লব হানে বাণ, সেই বাণে ভগবান্,
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন রথে।
নহে বাল্মীকি-কথন, রঘুনাথ রণে পতন,
এ বচন জৈমিনির মতে॥ ২০৫
পরস্পর পরাভব, কুশলযুক্ত কুশি-লব,
নিরখিছেন রণস্থলোপর।
দেখেন চিন্তামণির গলে, নীলকান্তমণি জ্বলে,
হীরা-মুক্তা শিরেতে টোপর॥ ২০৬
হরির অঙ্গের আভরণ, হরিষে করি হরণ,
দুই জন যান হেনকালে।
দেখেন বৃহৎ গাত্র, কিঞ্চিৎ চেতন-মাত্র,
তিন বীর পড়িয়া ভূতলে॥ ২০৭
ক'রে আছেন ধরাশয়ন, জম্ববান বিভীষণ,
আর বায়ুপুত্র হনূমান।
ধনুর্গুণে বন্দী ক'রে, তিন বীরে স্কন্ধে ক'রে,
আনন্দে জানকী-পুত্র যান॥ ২০৮
চেয়ে হনূমানে হাসি,
লব বলিছে, ও ভাই কুশি!
এমন পশু দেখি নে এ সব বনে!
রাম রাজার এ ভারি যশ,
বনের বানর এমন বশ,
মানুষের সঙ্গে এসে রণে॥ ২০৯
করেছিলাম এইটে মন,
বুঝি শয়েক দেড়শ মণ,—
ওজনে হবে, দুজনে তোলা ভার!
শঙ্কা ছিল চাগিয়ে তোলা,
কিছু নাই ভার যেন সোলা,
এইটে দেখি ভারি চমৎকার!॥ ২১০
বল বুদ্ধি কিছুই নাই,
হনুটোর কেবল তম্বুটো ভাই!
যে কেতে খোও, সেই কেতেই যে পড়ে!

প্রাণের ভয়ে করে উপ,
চুপ বল্‌লেই অমনি চুপ,
কুড়িয়ে লেঙ্গুড় জড়সড় করে ॥ ২১১
গাটী সাদা মুখটী কালো,
এ একতর দেখতে ভালো,
তামাসা গিয়ে দেখাব তপোবনে।
মানস করেছি মনে মনে,
এটা যদি ভাই পোষ মানে,
শিকলি দিয়ে রাখব তপোবনে ॥ ২১২
দুই ভাই হইয়ে মত্ত, করেন কত পুরুষত্ব,
শুনিয়া কহেন হনূমান্।
কে আছেন স্কন্ধোপরে,
প্রকাশ পাইবে পরে,
এখনতো সামান্য অনুমান ॥ ২১৩
বলেছেন জ্ঞানিবর্গ, হেথাই নরক স্বর্গ,
সাধুর কথা সত্য বটে সব।
সম্প্রতি ভাই! আপনা দিয়ে,
বারেক আঁখি মুদিয়ে,
বিবেচনা ক'রে দেখ্ রে লব! ২১৪
যে, বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত ধন, শঙ্কর করে সাধন,
সংসারের কর্ত্তা তোর পিতা।
সেই, হরিপ্রিয়া হরিণাক্ষী,
গোলোক-বাসিনী লক্ষ্মী,
জননী তোর জনক-দুহিতা ॥ ২১৫
আমি তোদের স্কন্ধে করেছি ভর,
বুঝ না রে বর্ব্বর!
স্বর্গ কি ইহার পর আছে!
বিবেচনা কর সমস্ত, তোদের মত নরকস্থ,
নবলোকে কে কোথা হ'য়েছে? ২১৬
যাদের জন্ম অতি বিফল,
বনের পশু খায় বন-ফল,
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই রে জ্ঞানোদয়!
গাছে গাছে করে ভ্রমণ,
জানে না শৌচ আচমন,
ছুঁলে যাদের স্নান কর্‌তে হয় ॥ ২১৭
তোরা স্কন্ধে ক'রে নিলি তাহারে,
এর বাড়া কি নরক, হাঁরে!
কে হারে, কে জিনে,—দেখ না মনে।

বড় আয়াসে যাচ্ছ চ'লে,
ভর দেই নাই বালক ব'লে,
বাঞ্ছা করেছি মাকে দরশনে ॥ ২১৮
বেঁধেছ বৃহৎ অঙ্গ, ঐ রসে করিছ রঙ্গ,
হেতু বিনে কি ইনি হন বাধ্য।
মিছা তোদের আস্ফালন,
ইনি আপনি বন্ধন লন,
নৈলে কি বাঁধিতে তোর সাধ্য? ২১৯

* * *

খটভৈরবী—একতালা।

ওরে কুশিলব! করিস কি গৌরব,
বাঁধা না দিলে কি পারিতে বাঁধ্‌তে?
ভব-বন্ধন-বারণ-কারণ,
শোন্ বিবরণ, রে জ্ঞানহীন!
আমি অনেক দিন,—
বাঁধা আছি মা জানকীর চরণ-প্রান্তে ॥
ভবচিন্তাহারী প্রতি আমি রত,
প্রাণ দিয়াছি পদপ্রান্তে অবিরত,
আমি চিন্তামণির প্রিয় সুত,—
ওরে চিন্তামণি-সুত! পার না চিন্‌তে ॥ (৬)

* * *

শ্রীরামচন্দ্রের পতন-সংবাদে সীতার বিলাপ।

লব বলেন, কুশ ভাই!
কি অপরূপ শুনিতে পাই,
পশুর মুখে পশু-ভাবের বাণী।
বানরটাকে যে স্কন্ধে করা,
সত্য এটা পাপের ভরা,
অনুযোগ করিবে রে জননী ॥ ২২০
কাঁধে কত যাতনা স'য়ে,
কত দূরে এনেছি ব'য়ে,
এখানেতে ফেলে যাওয়া ভার!
হয় হবে উপহাস, তবু জননীর পাশ,
দেখাব কপির রূপটী চমৎকার ॥ ২২১
ক'রে হনূমানকে সমাদর, চলেন দুই সহোদর,
গিয়া কুটীরের প্রান্ত ভাগে।

তিন বীরে তথা রাখিয়া, রণবার্ত্তা দেন গিয়া,
ব্যস্ত হয়ে জননীর আগে॥ ২২২
অযোধ্যার রাজা রাম, অশ্ব তার বেঁধেছিলাম,
উষ্মা ক'রে এসেছিলেন তিনি।
তাদের সৈন্য সহ চারিজনে,
সংহার করেছি রণে,
শুভ সংবাদ শুন গো জননি! ২২৩
বেটা রণেতে নয় পরিপক্ক, ভয়ে পাতায় সম্পর্ক,
বার বার ধরিয়ে মোর হাতে।
আমি বলি তার কেউ নই,
বেটা বলে তোর বাবা হই,
পড়েছিলাম বিষম উৎপাতে॥ ২২৪
সমুচিত দিয়াছি শাস্তি,রণে একটী প্রাণী নাস্তি,
নাস্তি একটী হস্তী ঘোড়া উট।
এই দেখ মা! রাম রাজার,মণিময় কণ্ঠের হার,
হীরা-যুক্ত শিরের মুকুট॥ ২২৫
বজ্রাঘাত সম বাক্যে, আঘাত করিয়া বক্ষে,
বলে, বিধি! এত ছিল মনে কি!
রামের, ভূষণ কবি দরশন, অমনি ধরি ধরাসন,
উচ্চৈঃস্বরে কান্দেন জানকী॥ ২২৬

* * *

আলিয়া—কাওয়ালি।

কি শুনিলাম মরি রে নিতান্ত।
ডুবাইলি দুঃখ-নীরে,—দুঃখিনীরে,
তোরা ক'রে এলি কি রে,
আমার জীবনের জীবনান্ত॥
ওরে লবকুশ কুসন্তান! যদি তোদের সন্ধানে,
শ্রান্ত হ'লো নরকান্তকারী সে প্রাণকান্ত,—
সকাতর দেখে রণে, আমার জলদবরণে,
বাছা! তোরা কেন হলি নে রণে ক্ষান্ত॥
এই সীতার শিরোমণি, সে নীলকান্তমণি,
পতিত ধরণীতে শ্রীকান্ত;—
মরি মরি এই লাগিয়ে, যতনে দুগ্ধ দিয়ে,
পুষেছিলাম আমি কালফণীরে,—
বধিতে রতন চিন্তামণিরে,—
সে জীবন-ধন বিনে, আর বিফল জীবনে,
আমি, জীবনে ত্যজিব আজি
পাপ জীবন ত॥ (চ)

রণস্থলে সীতা, লবকুশ ও বাল্মীকি।

ধরণী লোটায় সীতা কেশ করি মুক্ত।
নয়নের ধারায় ধরণী অভিষিক্ত॥ ২২৭
পতিতপাবন-পতি পতিত যথায়।
চঞ্চল চরণে যান চঞ্চলার প্রায়॥ ২২৮
মৃতকল্প হেরে রঘুনন্দন-বদন।
ক্রন্দন করিয়া নিজ নন্দনেরে কন॥ ২২৯
রামশোক পাসরিতে নারি রে পাষণ্ড!
ঘুচাই মনের অগ্নি জ্বাল অগ্নিকুণ্ড॥ ২৩০
লব বলে, পুত্র হ'য়ে বধিলাম জনক।
এ কলঙ্ক লয়ে বাঁচা কি সুখজনক? ২৩১
জনকনন্দিনী মা যাবেন যেই পথে।
আমাদের গমন উচিত, সেই মতে॥ ২৩২
তিন অগ্নিকুণ্ড লব সেই দণ্ডে জ্বালে।
উঠিল অনলশিখা গগনমণ্ডলে॥ ২৩৩
ঢাকিল অগ্নির ধূমে সূর্য্যের প্রকাশ।
আকাশ গণিছে * লোক দেখিয়া আকাশ॥২৩৪
চিত্রকূট গিরিগর্ভে আছেন তপোধন।
প্রাতঃসন্ধ্যা শিবপূজা করি সমাপন॥ ২৩৫
অর্পণ করিয়া মন, রামপদতলে।
তর্পণ করেন মুনি যমুনার জলে॥ ২৩৬
অকস্মাৎ জল দেখিছেন রক্তময়।
ধ্যান করি অন্তরে সকল ব্যক্ত হয়॥ ২৩৭
রাম সহ কটক বেধেছে কুশিলব।
সেই রক্তে যমুনার জল রক্ত সব॥ ২৩৮
অমনি চিত্রকূটে হয় চিত্ত উচাটন।
চলিলেন অচল ত্যজিয়ে তপোধন॥ ২৩৯
তাপিত হইয়া তপোধন পথে ধান॥
পথমধ্যে জ্ঞানপথ মনেরে দেখান॥ ২৪০
কি কর পামর মন! পথ দেখে চল না।
যাইতে যাইতে যেন, সে পথ ভুল না॥ ২৪১
সেই পথ চিন্তিয়া, মন! পথ কর আপনি।
যে পথে উৎপত্তি হন, ত্রিপথগামিনী॥ ২৪২
সাথে সাথে সদা রেখো পরমার্থ ধন।
কি জানি পরাণ যদি পথে হয় পতন॥ ২৪৩

* আকাশ গণিছে—প্রমাদ ভাবিতেছে।

যদি বল, পথে লইতে করি দস্যু-ভয়।
সাধু বিনে সে ধন, অন্যেতে নাহি লয়॥ ২৪৪
যে পথে যখন যাবে, রেখো মোর বোল।
ছেড়ো না শ্রীরাম নাম পথের সম্বল॥ ২৪৫

* * *

ভঁয়রো-রামকেলী—কাওয়ালী।

ওরে মন! রাম-চরণে মজ না রে!
ভ্রান্ত মন! নিকটে চরম দিন আমার,
পরম বিপদে পার,—
কারণ চরণ যাঁর ব্রহ্মা সাধে সাদরে॥
যাঁর পদ হয় সম্পদ, পরশে পরম পদ,
পাষাণ মানবীরূপ ধরে;—
কি চরণ মরি মরি!
ধীবরের কাষ্ঠতরী, রঘুবর-পদে হেম করে—
যাহাতে জনম-হরা, সুরধুনী শিব-দারা,
নরকবারিণী নরাদি কিন্নরে॥ (ণ)

* * *

মুনি কন রসনা! তুমি সদা বল রাম রাম।
চরণ! চল রে যথা রাম গুণধাম-ধাম॥ ২৪৬
জপ রে যতন করি জানকীরমণ, মন!
লোভ! তুমি সঞ্চয় কর,
শ্রীরামসাধন-ধন॥ ২৪৭
শ্রীরাম নামের মালা ধারণ রে কর! কর।
করে পাবে মোক্ষ-ধন, দিবেন
রঘুবর বর॥ ২৪৮
তত্ত্বজ্ঞানী মহামুনি তুল্য অপমান-মান।
তত্ত্ব কথা জিজ্ঞাসিতে
সীতে সন্নিধানে ধান॥ ২৪৯
ধূলায় প'ড়ে দেখেন, চিন্তামণি রমণী মণি।
করিছেন অবিশ্রাম রাম রাম ধ্বনি ধনী॥ ২৫০
বলেন, রামের শোক
জগতে আর কে সবে সবে।
মোর সবে না, এ জানকী
কিসের গৌরবে রবে॥ ২৫১
ছিল জানকীর বর্ণ স্বর্ণ-পঙ্কজিনী জিনি।
শোকে কেমন হয়েছেন রামসীমন্তিনী তিনি॥
রাহুতে যেমন গিয়া পূর্ণ শশধরে ধরে।
সীতার দুঃখেতে দুঃখী অমর কিন্নরে নরে॥
ধরায় পড়েছে যেন শারদশশী খসি।
দুই পাশে রোদন করিছে লব-কুশি বসি॥২৫৪
বিগলিত কেশ অশ্রুধারা বক্ষঃস্থলে চলে।
কাজল হয়েছে জল নয়নের জলে জলে॥ ২৫৫
মুনি বলে গা তোল মা! কি যাতনা কহ কহ!
ধূলার ধূসর ক'রে কেন সোণার দেহ দহ॥২৫৬

* * *

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

বল জানকি! ওমা একি! ধরাতনয়া!
প'ড়ে ধরা!
সঙ্কট কি হ'লো কেন পঙ্কজ নয়নে ধারা?
কোন বিধি হইল বাম, ভাঙ্গিল তব সুখধাম,
বদনে ধ্বনি অবিরাম,'রাম রাম' গো রামদারা॥
ওমা,বল ব্রহ্ম-স্বরূপিণি! কি ধন হারা আপনি,
সাপিনী যেন তাপিনী,
গো মা! শিরোমণি হয়ে হারা;—
নিরখিয়ে মা! তব মুখ, বিদরিছে আমার বুক,
ভানু-তাপে ঘেমেছে-মুখ,
অনুতাপে তনু-জরা॥ (ত)

* * *

বৈকুণ্ঠ-ধামে রাম-সীতা।

রোদন করিয়া রাম-কান্তা কন বাণী।
শান্ত হও মা! বলিয়া সান্ত্বনা করেন মুনি॥২৫৭
ধ্যানে বসি মহাঋষি দেখেন সকল।
তপোবনে কুণ্ড আছে মৃত্যুজীব জল॥ ২৫৮
জানকীর নয়নবারি অমনি নিবারি।
শীঘ্রতর মুনি গিয়া আনেন সেই বারি॥ ২৫৯
বিপদনিবারি অঙ্গে সে বারি বর্ষণ।
বারিস্পর্শে উঠিলেন বারিদ-বরণ॥ ২৬০
সে বারি সবার অঙ্গে সিঞ্চিলেন মুনি।
বারিতে বারিল মৃত্যু* সবে পায় প্রাণী॥ ২৬১
শব ছিল সবে হ'লো সজীব অন্তরে।
মিলন হইল মুনিবর-রঘুবরে॥ ২৬২
না হয় মিলন তথা লব-কুশি-সনে।
চিন্তামণি ভুলিলেন মুনির প্রতারণে॥ ২৬৩

* বারিল মৃত্যু—মৃত্যু নিবারিত হইল।

অশ্ব ল'য়ে চারি ভাই অযোধ্যাতে যান।
দিতেছেন দীননাথ দীন দৈন্তে দান॥ ২৬৪
আসিয়ে কুটীরে পরে বাল্মীকি মহাঋষি!
শ্রীরামের যজ্ঞে যান ল'য়ে লব-কুশি॥ ২৬৫
লব-কুশির মুখে রাম শুনেন রামায়ণ।
নন্দন করিয়া কোলে করেন ক্রন্দন॥ ২৬৬
সীতা আনাইয়া চান পুনরায় পরীক্ষে।
কাঁদিয়া জানকী কন রামের সমক্ষে॥ ২৬৭
এখনো বাদ সাধ আজো সাধ পূর্ণ নয়।
নিদয়-হৃদয়! দয়া উদয় না হয়॥ ২৬৮
ভালে ভালো যা-ছিল জ্বাল হে অনল।
চরণ স্মরণ করি মরণ মঙ্গল॥ ২৬৯
সীতার রোদনে দুঃখে ধরা দ্বিধা ফাটে।
মূর্ত্তিমতী বসুমতী রথ লয়ে উঠে॥ ২৭০
ধরিয়া ধরণী রাম-ঘরণীর করে।
বলে,মা! কেঁদ না এসো, পাতাল নগরে॥ ২৭১
জন্ম-জ্বালা দিলে ছি ছি! এমন জামাই।
মাটি হ'য়ে আছি মা!
আমাতে আমি নাই॥ ২৭২
মায়ে ঝিয়ে চল গিয়া কিছু দিন থাকি।
সুখে থাকুন রামচন্দ্র, এসো চন্দ্রমুখি!॥ ২৭৩
চিরকাল পোড়ালে তোমারে পোড়া পতি!
এখনও পোড়াতে চায় ভাবিয়ে অসতী॥ ২৭৪
মেদিনী বিদায় হয়ে সীতারে ল'য়ে যান।
পৃথিবীর প্রতি উষ্মা করেন ভগবান॥ ২৭৫
আমায় এত বিড়ম্বনা ক'রে গেল বুড়ি।
মানিব না, করিব নষ্ট কিসের শাশুড়ী? ২৭৬
নারদ কহেন, শুন, রাম দয়াময়!
জামাই হ'য়ে শাশুড়ীকে নষ্ট করা নয়॥ ২৭৭
একেতো প্রাচীনা মাগী হয়ে গেছে জরা।
তোমার উচিত নহে, ধরাকে এখন ধরা॥ ২৭৮
পৃথিবী সংহার জন্য রামের মানস।
ব্রহ্মা গিয়ে তত্ত্ব ক'রে ঘুচান অভিরোষ॥ ২৭৯
পাতাল হইতে সীতে বৈকুণ্ঠেতে যান।
কালপুরুষ আসি কহে রাম বিদ্যমান॥ ২৮০
লব-কুশে দেন রাজ্য বুঝে মৃত্যু-লগ্ন।
চারি ভাই হইলেন সরযুতে মগ্ন॥ ২৮১
চতুর্ভুজ-রূপ ধরি চলিলেন সত্বর।
চারি অংশে ছিল অঙ্গ হ'লো একত্তর॥ ২৮২
উৎকণ্ঠা-বিহীন সব বৈকুণ্ঠের মাঝে।
বিচ্ছেদের বিচ্ছেদ হয়, বামে লক্ষ্মী সাজে॥

* * *

বেহাগ—তিওট।

হরি রত্নসিংহাসনে, বসেন কমলাসনে;
বাঞ্ছেন রূপ দেখিতে পঞ্চানন।
অযোধ্যা পরিহরি, বৈকুণ্ঠে এলেন হরি,
হরিষে সুরপুরগণ।
যান ইন্দ্র ফণীন্দ্র, রবি চন্দ্র যোগীন্দ্র,—
পদারবিন্দ হেতু দরশন॥ (খ)

লবকুশের যুদ্ধ সমাপ্ত।

দক্ষ-যজ্ঞ।

চন্দ্র-মহিষীগণের দক্ষযজ্ঞে যাত্রা।

বাহার—পঞ্চম-সওয়ারী।

নারদ সংবাদ কহে বিনয়বাক্যে,প্রণয় বাখানি,
শুন গো মা দাক্ষায়ণি
দক্ষরাজার যজ্ঞ-বাণী॥
যে প্রকাণ্ড কাণ্ড মাগো!
অশ্রুত অদ্ভুত গণি!
তব, পিতার যজ্ঞে যোগ্যাযোগ্য,—
কভু নাহি দেখি শুনি॥
সকলই হ'লো সম্পূর্ণ, কিন্তু বড় আছি ক্ষুণ্ণ
ত্রিলোক হলো নিমন্ত্রণ।
ভিন্ন কেবল ত্রিশূলপাণি॥ (ক)

* * *

নারদের মুখে সতী শুনিয়া সংবাদ।
হৈমবতী হইলেন হরিষে বিষাদ॥ ১
মণিময় মন্দির ত্যজিয়া মৌন হ'য়ে।
কৈলাসের প্রান্তভাগে রহিলেন দাঁড়াইয়ে॥ ২
হেনকালে দেখ তথা দৈবের ঘটন।
শশীর সাতাইশ ভার্য্যা করিছে গমন॥ ৩

জনকের যজ্ঞে যাত্রা জানিয়া সকলে।
চতুর্দ্দোলে চড়িয়া চন্দ্রের জায়া চলে॥ ৪
বাহকগণেরে সব বারতা শুনান।
বল দেখি, বাপ! এই বটে কোন স্থান॥ ৫
বিনয়ে বাহকগণ বলিতেছে বাণী।
শিবের কৈলাস এই শুন গো ঠাকুরাণি! ৬
শুনে ক'ন দক্ষসুতা, সন্তোষ হইয়া।
চল যাই সতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া॥ ৭
এই কথা বলি সবে করিল গমন।
দাক্ষায়ণীর সঙ্গে পথে হৈল দরশন॥ ৮
উভয়ে জিজ্ঞাসা করে কুশল-সংবাদ।
শুনি পরস্পর হৈলা পরম-আহ্লাদ॥ ৯
অশ্বিনী কহিছে সতি! কহ লো বচন।
পিতার যজ্ঞেতে কবে করিবে গমন? ১০
শুনিয়া তারায় তারার বহিতেছে ধারা।
অভিমানে কাঁদিয়া কহিছেন ভবদারা॥ ১১

* * *

টৌরী—আড়া।

অশ্বিনি দিদি!
আমারে দুখিনী দেখিয়া পিতে।
অবজ্ঞা করিয়া যজ্ঞে,
আজ্ঞা না করিলেন যেতে॥
কহিছ গমন জন্য, শুনে হৃদে হই ক্ষুণ্ন,
আমা ভিন্ন নিমন্ত্রণ,
করেছেন এই ত্রিজগতে॥ (খ)

* * *

তখন শঙ্করীর শুনি বাক্য, অশ্বিনীর দুই চক্ষু,
লক্ষ্যহীন করিছে ছল ছল।
স্নেহেতে আবৃত হ'য়ে, অঞ্চল-বসন দিয়ে,
মোছান সতীর নেত্র-জল॥ ১২
সান্ত্বনা করিয়া শেষে, কহিছেন মিষ্ট ভাষে,
শুন শিবে! কহি গো তোমারে।
আপনার পিতৃ-ভবন, করিতে তথায় গমন,
নিমন্ত্রণ অপেক্ষা কে করে? ॥ ১৩
যেও তুমি হরজায়া! জনকের হবে দয়া,
দেখিয়া তোমার চন্দ্রানন।
নতুবা আমার সঙ্গে, চলহ পরম রঙ্গে,
সবে মেলি করিব গমন॥ ১৪

তখন, অশ্বিনী ভরণী দোঁহে,
খেদান্বিত হ'য়ে কহে,
আমাদের নিদারুণ পিতা।
সবার কনিষ্ঠা সতী, তাহাতে দুঃখিনী অতি,
কিছুমাত্র না করেন মমতা॥ ১৫
মম বাক্য শুন শিবে! তোমার জন্যেতে সবে,
আনিয়াছি বস্ত্র অলঙ্কার।
পরিধান কর অঙ্গে, চল আমাদের সঙ্গে,
মনে দুঃখ না করিহ আর॥ ১৬
তখন শুনি মঘা চন্দ্রমুখী,
কৃত্তিকায় বিরলে ডাকি,
কহিছেন শুন বলি তবে।
বস্ত্র অলঙ্কার আদি, এখানেতে দেও যদি,
আমাদের নাম নাহি হবে॥ ১৭
মায়ের সম্মুখে গিয়ে, অলঙ্কার আদি দিয়ে,
শিবারে সাজাব কুতূহলে।
জননী হবেন সুখী, পুরবাসিগণ দেখি,
ধন্য ধন্য করিবে সকলে॥ ১৮
তখন, শুনিয়া মঘার বাক্য, সকলে হইল ঐক্য,
মায়ের সম্মুখে গিয়া দিব।
পুষ্যা হেসে কহে বাণী, কহ দেখি দাক্ষায়ণি!
কেমন আছেন তব ভব? ১৯
বাঞ্ছা বড় আছে মনে, দেখিবারে পঞ্চাননে,
পূর্ণ কর মম অভিলাষ।
এই বাক্য শুনি শিবে,বলে, একবার তিষ্ঠ সবে,
দেখে আসি কোথা কৃত্তিবাস॥ ২০
তখন শঙ্করে কহিতে বার্ত্তা,
শঙ্করী করিলেন যাত্রা,
উপনীত শিবসন্নিধানে!
দেখে দিগম্বর হ'য়ে সনকাদি ঋষি ল'য়ে,
আছেন শিব যোগ-আলাপনে॥ ২১
তখন শঙ্করীকে দৃষ্টি করি, কহিছেন ত্রিপুরারি,
দাক্ষায়ণি! কহ কি কারণ?
শুনি, কহেন সতী গঙ্গাধরে,
আজি তোমায় দেখিবারে,
আসিয়াছেন মম ভগ্নীগণ॥ ২২
তব দিগম্বর সজ্জা, দেখিলে পাইবে লজ্জা,
বস্ত্রাদি করহ পরিধান।

শুনি তখন পঞ্চানন, নন্দীরে ডাকিয়া কন,
শীঘ্র বড় ব্যাঘ্রচর্ম্ম আন ॥ ২৩
আনিলে পোষাকী ছাল, পরিলেন মহাকাল,
দেখি সতী করিলেন পয়াণ !
গিয়া কহেন সব ভগ্নীগণে, চল শিব-দরশনে,
শুনে সবে মহানন্দে যান ॥ ২৪

* * *

চন্দ্রমহিষীগণের শিব-দরশন।

ললিত—ঝাঁপতাল।

কিবা চন্দ্রমহিষীগণে, যোগেন্দ্র-দরশনে,
গজেন্দ্র-গমনে চলে রে !
অতুল রূপের প্রভা, চরণে সরোজ-শোভা,
অলি তাহে মধুলোভা, ধায় কুতূহলে রে !
কিবা, হৃদি পুলকিত তারা,
নিশানাথের মনোহরা,
তার মাঝে ভবদারা, শোভে তারা পরাৎপরা,
চাঁদেতে যেমন তারা, বেড়া ধরাতলে রে (গ)

* *

এই মতে শীঘ্রগতি, উপনীত হৈল তথি,
যে স্থানেতে পশুপতি, বৃক্ষমূলে বসি।
দেখে সবে মহেশ্বর, হয়েছেন দিগম্বর,
কটি হৈতে বাঘাম্বর পড়িয়াছে খসি ॥ ২৫
শঙ্করের সজ্জা দেখি, লজ্জায় বদন ঢাকি,
সবে মেলি অধোমুখী, মৃদুমৃদু হাসে।
দৃষ্টি করি গঙ্গাধর, অগ্রে পসারিয়া কর,
'এস' ব'লে সমাদর, করেন মিষ্ট ভাষে ॥ ২৬
দাক্ষায়ণীর ভগ্নী হও, আমার তো ভিন্ন নও,
কেন অধোমুখে রও, দাঁড়ায়ে এক পাশে ?
ডাকিলেন মহাকাল, মনে করে কি জঞ্জাল,
দেখিতে এসেছি ভাল, ক্ষেপা কৃত্তিবাসে ॥ ২৭
আই মা ! লাজে মরে যাই !
আলাপের কার্য্য নাই,
চক্ষে দেখ্‌তে নাহি পাই, পলাবার দিশে।
সর্পগণে দর্প করে, সর্ব্বদা অঙ্গেতে ফেরে,
বাঁচে বুড়া কেমন ক'রে, ভুজঙ্গের বিষে ॥ ২৮
একে পাগল আবার তায়,
দিবা-রাত্রি সিদ্ধি খায়,
বুঝা গেল অভিপ্রায়, বুদ্ধি গেছে ভেসে।
ভস্মমাখা কলেবর, হাড়মালা দিগম্বর,
কিবা মূর্ত্তি মনোহর, দেখিলাম এসে ॥ ২৯
অশ্বিনী সবারে কন, হৈল হর-দরশন,
আর নাহি প্রয়োজন, থাকিয়া কৈলাসে।
সতী প্রতি কহেন তবে, আপনি বুঝায়ে ভবে,
অবশ্য যেও গো শিবে ! পিতার নিবাসে ॥৩০

* * *

শিবের নিকট সতীর দক্ষযজ্ঞে যাত্রার অনুমতি প্রার্থনা।

আমরা গমন করি, বলিয়া চন্দ্রের নারী,
চতুর্দ্দোলে সবে চড়ি, চলিলেন হরিষে।
হেথায় শঙ্করী ধেয়ে, করপুটে দাঁড়াইয়ে,
চরণে প্রণতি হোয়ে, কহিছেন গিরিশে ॥ ৩১
আর কিবে নিবেদিব, আজ্ঞা কর ওহে ভব।
যজ্ঞ দেখিবারে যাব, জনকের বাসে।
ভবানীর শুনি বাণী, হৃদয়ে প্রমাদ গণি,
কহিছেন শূলপাণি, মৃদু মৃদু ভাষে ॥ ৩২
শিব বলেন সতি ! তুমি যেতে চাচ্ছ বটে।
পাঠাইতে না হয় ইচ্ছা দক্ষের নিকটে ॥ ৩৩
তাহার সঙ্গেতে আমার প্রণয় যেমন।
কল্পান্তরের কথা কিছু শুন দিয়া মন ॥ ৩৪

* * *

কেমন ভাব ?—

আমাদের ভাব কেমন জামাই-শ্বশুরে ?
যেমন দেবতা আর অসুরে।
যেমন রাবণ আর রামে,
যেমন কংস আর শ্যামে।
যেমন স্রোতে আর বাঁধে,
যেমন রাহু আর চাঁদে॥
যেমন যুধিষ্ঠির আর দুর্য্যোধনে,
যেমন গিরগিটী আর মুসলমানে।
যেমন জল আর আগুনে,
যেমন তৈল আর বেগুনে।
যেমন পক্ষী আর সাতনলা,
যেমন আদা আর কাঁচকলা।

যেমন ঋষি আর জপে,(?)
যেমন নেউল আর সাপে॥
যেমন ব্যাঘ্র আর নরে,
যেমন গৃহস্থ আর চোরে।
যেমন কাক আর পেচকে,
যেমন ভীম আর কীচকে॥
যেমন শরীর আর রোগে,
যেমন দিনকতক হইয়াছিল
ইংরাজে আর মগে।
এই মত অসদ্ভাব দক্ষে আর আমায়।
শুন প্রিয়া আর কিছু কহিব তোমায়॥ ৩৫

* * *

কামোদ-বসন্ত—তেওট বিলম্বিত।

সতি! যেওনা দক্ষরাজার ভবনে।
ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করি!
যে যজ্ঞে অযোগ্য আমি,
সে যজ্ঞে যাবে কেমনে॥
শুনিয়া তোমার বাক্য, নৃত্য করে বাম-অঙ্গ হে!
পাঠাইতে বিপক্ষ মাঝে হে!
ঐক্য নাহি হয় মনে॥ (ঘ)

* * *

কহিলেন বিরূপাক্ষ, অন্যায় করিয়া দক্ষ,
বারণ করেছে নিমন্ত্রণ।
যাইতে এমন যজ্ঞে, কেমনে করিব আজ্ঞে?
প্রিয়া! তুমি হও ক্ষমাপন্ন॥ ৩৬
না পাইয়া তাঁহার বার্ত্তা, আপনা হইতে যাত্রা,
করিলে হইবে মানে খর্ব্ব।
প্রজাপতি করি দৃষ্ট, বিধিমতে উপহাস্য,
করিয়া করিবে মহাগর্ব্ব॥ ৩৭
শুনি এই বাক্য আদ্যে, শঙ্করের সান্নিধ্যে,
কহিছেন, শুন সদানন্দ!॥
যদ্যপি গুরু-শ্বশ্রু পিতা, নিকটেতে অনাহূতা,—
গমনে নাহিক প্রতিবন্ধ॥ ৩৮
শুন কন উমাকান্ত, যাইতে তুমি হও ক্ষান্ত,
তথাচ শিবের বাক্য খণ্ডি।
ক্রোধ করি হৃদি মধ্যে, পশুপতি-পাদপদ্মে,
প্রণমিয়া বিদায় হৈল চণ্ডী॥ ৩৯

শঙ্করীকে ক্রোধযুক্ত, দৃষ্টি করি পঞ্চবক্ত্র,
নন্দীরে কহেন ভ্রূভঙ্গে।
হইয়া অবিলম্বিত, বৃষ করি সুসজ্জিত,
ল'য়ে তুমি যাও সতীর সঙ্গে॥ ৪০

* * *

সতীর দক্ষালয়ে যাত্রার উদ্যোগ।

শিব আজ্ঞা হইয়া শ্রুত, বাহন লইয়া দ্রুত,
উপনীত যথা দক্ষপুত্রী।
করপুটে কহে নন্দী, পদদ্বয় শিরে বন্দী,
বৃষে চড়ি চল জগদ্ধাত্রি!॥ ৪১
শুনে হৃদে মহাতুষ্ট, বৃষে হ'য়ে উপবিষ্ট,
নন্দীরে লইয়া যান সঙ্গে।
কহেন দুর্গা মধুর ভাষে,
চল রে! কুবেরের বাসে,
অলঙ্কার পরে যাই অঙ্গে॥ ৪২
শুনে আনন্দিত অতি, চলিলেন শীঘ্রগতি,
যথায় বসতি করে যক্ষ।
উপনীত পুরী মধ্যে, হেরিয়া শিবের সাধ্যে,
ধনেশ প্রণমে লক্ষ লক্ষ॥ ৪৩
অদ্য, কিবা মম ভাগ্য, বলি দিল পাদ্য অর্ঘ্য,
বসিবারে রত্নসিংহাসন।
পুলকিত হ'য়ে চিত্তে, বারি বহে দুই নেত্রে,
বিনয়েতে নন্দী প্রতি কন॥ ৪৪

* * *

সিন্ধু—যৎ।

আজ কি আনন্দ নন্দি হে!
আমার গৃহে শঙ্কর-গৃহিণী।
হেরি ও পাদপদ্ম অদ্য, যে সকল প্রাণী॥
আজি মম শুভাদৃষ্ট, মায়ের হৈল শুভদৃষ্ট,—
রাক্ষস নিকৃষ্ট আমি শ্রেষ্ঠ—
আপনারে গণি॥ (ঙ)

* * *

গললগ্নীকৃতবাসে, দাঁড়াইয়া সতী-পাশে,
জিজ্ঞাসেন মিষ্টভাষে, কুবের তখন।
কহ, গো মা দাক্ষায়ণি! নিজ প্রয়োজন বাণী,
শ্রীমুখের আজ্ঞা শুনি, যুড়াক জীবন॥ ৪৫

এই বাক্য শুনি শিবে, কুবেরে কহেন তবে,
পিতৃগৃহে যেতে হবে, যজ্ঞ দেখিবারে।
অতএব শুন সমাচার, দিলাম তোমারে ভার,
দিয়ে রত্ন-অলঙ্কার, দেহ সজ্জা ক'রে॥ ৪৬

* * *

সে কালের গহনা।—

শুনে হৃদে হৃষ্টমতি, হইলা কুবের অতি,
আভরণ শীঘ্রগতি, আনিলা আপনি॥
প্রথমতঃ পাদদ্বয়ে, রতন নূপুর দিয়ে,
দিল যক্ষ সাজাইয়ে, কটিতে কিঙ্কিণী॥ ৪৭
ভুজেতে-বলয়া তাড়, কঙ্কণ দিলেন আর,
গলে গজমতি হার, কর্ণেতে কুণ্ডল।
ভালে শোভা ভাল হইল, চন্দ্রকান্ত মণি দিল,
শশী যেন ত্যজি এলো গগনমণ্ডল॥৪৮
নাসায় বেসর শোভা, মস্তকে মুকুট আভা,
চমকে তাহার প্রভা, যেন সৌদামিনী।
এইমত সুসজ্জিত, করিয়া কুবের কত,
হৃদে হ'য়ে পুলকিত, কহে স্তুতি-বাণী॥ ৪৯
কিন্তু যদি এক্ষণে ভাই! দক্ষ-যজ্ঞ হৈত!
নূতন নূতন গহনা কুবের মাকে কত দিত॥৫০
না ছিল তখন আর এই গহনা বই।
এখনকার গহনার কথা শুন কিছু কই॥ ৫১

* * *

এ কালের গহনা!—

ছাবা চুটকী পায়জোর, গুজরি ঘুঙ্গুর বোর,
গোল মল হীরাকাটা যায়।
হাতমাদুলি চন্দ্রহার, চৌনরগোট চমৎকার,
চাবি-শিকলি চাবি গাঁথা তায়॥ ৫২
গোখরি বালা পরিপাটী, হাতমাদুলি পলাকাটী,
তিলে-লোহা হীরের অঙ্গুরী।
তিন থাক মর্দ্দনা, কাটা পৈঁছে রোসনা,
স্বর্ণতাড় দমদম ফুলঝুরি॥ ৫৩
মহিষ শিঙ্গের শাঁখা,দুই দিকে তায় রেখা-রেখা,
মধ্যখানে সুবর্ণের মোড়া।
বাউটির কোলে কত বন্ধ, বাহুমূলে বাজুবন্ধ,
তাড় আর তাবিজ একজোড়া॥ ৫৪
গলে দোলে সাত থাকী, প্রতি থাকে ধুকধুকী,
সর্ব্বদা করয়ে ঝিকমিক।
পদক মোহন-মালা, উজ্জ্বল করয়ে গলা
তদুপরে শোভা করে চিক্॥ ৫৫
চাঁপাকলি মটরমালা, কর্ণে শোভে কাণবালা
চেড়ি ঝুমকা পিপুল-পাতা আর।
বিবিয়ানা কর্ণফুল, আড়ানি মীনের দুল,
ঝুমকাতে ঘুণ্টির বাহার॥ ৫৬
নাকে নত হিন্দুস্থানী, তাহে শোভে মতিচুণি,
নাকচোনা ঝুমকা নলক।
দক্ষিণ নাসায় কিবে, ময়ূরে বেশর শোভে,
জ্ঞান হয় দামিনী-ঝলক॥ ৫৭
মস্তকে জড়োয়া সিঁতি, তার মাঝে গাঁথা মতি,
কত শোভা ধন্য পয়সাকে!
এ সব গহনা পেলে, যক্ষরাজ কুতূহলে,
বিধিমতে সাজাইত মাকে॥ ৫৮

* * *

সীতার দক্ষালয়ে প্রবেশ।

তথাপি সে চমৎকার, দিয়া রত্ন অলঙ্কার,
শঙ্করীকে সাজাইয়া দিল।
নন্দীকে ডাকিয়া কন, কর দেখি নিরীক্ষণ,
মা আমার কেমন সাজিল॥ ৫৯
হেরি তখন নন্দী কয়, হৈল বড় মন্দ নয়,
মনে যক্ষ হইল কুপিত।
বুঝি নন্দী শীঘ্র চলে, জবা দূর্ব্বা বিল্বদলে,
চন্দনাক্ত করিল ত্বরিত॥ ৬০
হরষিত অন্তরে, মায়ের চরণোপরে,
অর্ঘ্য আনি করিল প্রদান।
সেইক্ষণে নন্দী কন, কর দেখি নিরীক্ষণ,
নিরখিয়া জুড়াল নয়ন॥ ৬১
ধনেশ করিয়া দৃষ্ট, হইলেন মহাতুষ্ট,
শিবভক্তে সাধুবাদ করে।
এমন সুসাজ করি, বৃষ-পৃষ্ঠে ত্বরা করি,
শঙ্করী চলেন দক্ষপুরে॥ ৬২
হেথায় প্রসূতি রাণী, নাহি হেরি দাক্ষায়ণী,
কাঁদি কহে কাতর অন্তরে।
বুঝি বা আমায় সতী, অভিমানী হ'য়ে অতি,
না আইলা যজ্ঞ দেখিবারে॥ ৬৩

এমন সময়ে তবে, দ্বারে উপনীতা শিবে,
দেখিয়া এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।
পুরী-মধ্যে ধেয়ে চলে, দক্ষ-মহিষীরে বলে,
আসি মা গো! কর নিরীক্ষণ ॥৬৪

* * *

ঝিঁঝিট—যৎ।

ওমা প্রজাপতি-মহিষি! প্রসূতি!
হের, তোমার যজ্ঞেশ্বরী সতী এলো ঐ।
যে দুঃখে দুঃখিত ছিলে,
আজি আসি কর কোলে,
ঐ যে শিবানী তোমার সেই ব্রহ্মময়ী ॥
সামান্য নয় তব কন্যা,
ত্রিলোচনী ত্রিলোক-মান্যা,
এ যজ্ঞ কি পূর্ণ হয় ঐ অন্নপূর্ণা বৈ ॥ (চ)

* * *

এই বাণী শুনে রাণী উন্মাদিনী প্রায়।
কৈ সতী বলিয়া অতি বেগে তথা যায় ॥ ৬৫
অম্বিকারে দৃষ্টি ক'রে বাহিরেতে এসে!
একবার, 'আয় মা' বোলে, লইয়া কোলে,
নয়ন-জলে ভাসে ॥ ৬৬
সতী যথা, যান তথা, দক্ষসুতাগণ।
বলে, ভব-গৃহিণীরে দিব, দিব্য আভরণ ॥
তথাকারে, গমন ক'রে অভয়ারে হেরে।
হেরি তারা, তাদের তারা, আর নাহি ফিরে ॥৬৮
মৃগশিরা-আদি করি পরস্পর কয়।
পশুপতির প্রিয়া সতীর, দুঃখ অতিশয় ॥ ৬৯
কোথায় এমন, সুশোভন, আভরণ পেলে!
আমরা, অনুমানি শূলপাণি চাহি আনি দিলে ॥৭০
বড় ঘটা, জানি সেটা, বড় জটাধারী।
পাবে লজ্জা তাতে ভার্য্যা, দিল সজ্জা করি ॥৭১
কেহ কয়, মৃত্যুঞ্জয়, সুধু নয় সে ক্ষেপা।
আমরা জানি চন্দ্রচূড় মিনসে বড় চাপা ॥ ৭২
তারি ছিল, বুঝা গেল, প্রকাশ হলো এবে।
দেখ যত নহে তত, অমনি মত হবে ॥ ৭৩
সতী যথা, যান তথা, দক্ষসুতা সবে।
হেন কালে রাণী, কোলে নিতে ভবানী,
যায় পরম উৎসবে ॥ ৭৪

মিষ্টান্ন পরিপূর্ণ, করি স্বর্ণথালে।
তাহে হৃষ্টমতি, হ'য়ে অতি,
আয় মা সতি! বলে ॥ ৭৫
তখন, প্রসূতির স্তুতি-বাণী,
শুনি তবে দাক্ষায়ণী,
শীঘ্রগতি উঠিয়া আপনি!
ভগ্নীগণে সম্ভাষিয়ে, মায়ের আশ্রিত হ'য়ে,
কহিলেন ত্রিলোক-জননী ॥ ৭৬

* * *

শিবনিন্দা-শ্রবণে সতীর দেহ-ত্যাগ।

যজ্ঞস্থানে আগে গিয়া, আসি সব নিরখিয়া,
পশ্চাতে মা! করিব ভোজন।
এই কথা বলি শিবে, হৃদয়ে ভাবিয়া শিবে,
যজ্ঞস্থানে করিলেন গমন ॥ ৭৭
উপনীত হ'য়ে তথা, দেখিল জগত-মাতা
ইন্দ্র চন্দ্র আদি দেবগণ!
ত্রিলোকনিবাসী যত, সবে হ'য়ে উপস্থিত,
বসেছেন দক্ষের ভবন ॥ ৭৮
স্থানে স্থানে কত জন, অধ্যাপক ব্রাহ্মণ,
করিতেছে শাস্ত্র আলাপন।
কেবল ঈশান ভিন্ন, ঈশান রয়েছে শূন্য,*
দেখি তাঁর দুঃখী হইল মন ॥ ৭৯
রত্নবেদী কত শত, নির্ম্মাণ করেছে কত,
ঘৃতের কলস সারি সারি।
দধি দুগ্ধ ঘৃত চিনি, রাখিয়াছে নৃপমণি,
হ্রদে হ্রদে পরিপূর্ণ করি ॥ ৮০
আর কত আছে দ্রব্য, কহিবারে অসম্ভাব্য,
সুভব্য করেছে যজ্ঞ-কুণ্ড।
কত কুস্তিগিরি মাল, বাহুতে ধরয়ে তাল,
পাথরে আছাড়ে নিজ মুণ্ড ॥ ৮১
সম্মুখেতে রত্ন-শোভা, তাহাতে সুন্দর আভা,
প্রকাশ করেন দক্ষ নৃপমণি।
আপনি আছয়ে বসি, চতুর্দ্দিকে শত ঋষি,
সকলে করয়ে বেদধ্বনি ॥ ৮২
চোপদার জমাদার, হাতে লেঙ্গা তলোয়ার,
সম্মুখে সর্ব্বদা আছে খাড়া।

---

* ঈশান রয়েছে শূন্য—ঈশান কোণ শূন্য রহিয়াছে।

নৃত্য গীত বাদ্য কত, হইতেছে অবিরত,
দেখিয়া বিস্ময়াপন্না তারা॥ ৮৩

* * *

সুম-ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

কিন্নরে করে গান, তাল মান তাহে,
মিশাইয়া রাগ বাহার।
ধ্র কুট্ কুট্ তানা নানা তাদিম তা তা দিয়ানা,
ঝেন্না ঝেন্না কত বাজোয়ে সেতার॥
গায় গুণী নাদেরে দানি,
মাদের দানি, ও দের তানা,
তাদিম দেরতানা, তাদিম তায়রে তায়রে দানি,
দেৎ তারে তারে দানি,
ধেতেলে ধেতেলে দানি,
তেলেনা গায় বাজে সভায় রাজার॥ (ছ)

* * *

এই মত সভা দৃষ্টি করিছেন সতী।
মঞ্চে বসি দেখিলেন দক্ষ প্রজাপতি॥ ৮৪
শঙ্করীকে দৃষ্টি করি ক্রোধান্বিত-মনে।
কহিতে লাগিল রাজা সভা বিদ্যমানে॥ ৮৫
শিব সম লজ্জাহীন নাহি সুরলোকে।
এ জন্যেতে নিমন্ত্রণ না করিলাম তাকে॥ ৮৬
তথাচ আপনি দেখ নাহিক আসিয়া।
আপন ভার্য্যা, করি সজ্জা দিল পাঠাইয়া॥ ৮৭
অভক্ষণ সিদ্ধিগুলা করয়ে ভক্ষণ।
আমিত না দেখি তারে শিবের লক্ষণ॥ ৮৮
ছাই ভস্ম মেখে বলে অপূর্ব্ব ভূষণ।
ভিক্ষা করি নিত্য করে উদর পোষণ॥ ৮৯
বস্ত্র বিনা ব্যাঘ্রচর্ম্ম করে পরিধান।
দেবের মধ্যে দুঃখী নাহি শিবের সমান॥ ৯০
ভূত্য সঙ্গে শ্মশানে সর্ব্বদা করে বাস!
মাথার খুলি বাবাজীর জলখাবার গেলাস॥ ৯১
কেবল এ গ্রহ আনি, নারুদে ঘটালে।
কনিষ্ঠা কন্যাটা আমি দিলাম জলে ফেলে॥ ৯২
ক্রোধে রাজা সভামধ্যে শিবনিন্দা করে।
শুনিয়া কহেন সতী ক্রোধিত-অন্তরে॥ ৯৩
শুন পিতা! তুমি কৈলে শিবেরে ইতর!
না রাখিব তোমার উৎপত্তি কলেবর॥ ৯৪
প্রতিজ্ঞা করিয়া সতী বসি যোগাসনে!
ত্যজিলেন তনু শিব-পদ ভাবি মনে॥ ৯৫
ধরাতলে পড়িলেন ত্রিলোকজননী।
দেখিয়া করেন নন্দী হাহাকার ধ্বনি॥ ৯৬

* * *

আলিয়া—আড়া।

কেঁদে কহে নন্দী, হায় কি বিপদ ঘটিল!
স্বর্ণময়ী মা আমার কেন রে বিবর্ণ হ'লো॥
লঙ্ঘি আমি শিব-আজ্ঞে, আসিয়া অশিব-যজ্ঞে
অকস্মাৎ কিমাশ্চর্য্য! হেরি প্রাণ না হয় ধৈর্য্য,
হর-হৃদি করি ত্যাজ্য,শয্যা মায়ের ধরাতল॥(জ(

* * *

দক্ষসেনাগণের সহিত নন্দীর যুদ্ধ।

সতীঅঙ্গ ত্যাগ দেখি, নন্দী হৈল মহাদুঃখী,
আরক্ত যুগল আঁখি, ঘুরিছে তখন।
ছাড়িয়া দীর্ঘ নিশ্বাস, ক্রোধে দক্ষযজ্ঞ-নাশ,
করিবারে শিবদাস, করিলা গমন॥ ৯৭
নন্দী ক্রোধান্বিত অতি, দেখি তবে প্রজাপতি,
কহিলেন দূত প্রতি, যুদ্ধ করিবারে।
রাজাজ্ঞা করিয়া মান্য, যতেক দক্ষের সৈন্য,
চলে সবে যুদ্ধ জন্য, কুপিত অন্তরে॥ ৯৮
আসিয়া নন্দীর সঙ্গে, রণ করে মহা-রঙ্গে,
হরভক্ত ভ্রূভঙ্গে, পরাস্ত করিল॥
দেখি দক্ষ ক্রোধে জ্বলে, ব্রহ্মতেজ যোগবলে,
বহু সৈন্য রণস্থলে, তখনি সৃজিল॥ ৯৯
আসি সব সেনাগণে, হুহুঙ্কার ছাড়ে রণে,
যজ্ঞ রক্ষার কারণে, নন্দীসনে করে মহারণ।
রণেতে পরাস্ত হ'য়ে, নন্দী নিজ প্রাণ-ভয়ে,
চলিলেন প্রাণ ল'য়ে, শিবের সদন॥ ১০০

* * *

বীরভদ্রের উৎপত্তি।

হেথায় নারদ মুনি দেখিলেন দাক্ষায়ণী,
শঙ্করের নিন্দা শুনি, ত্যজিলেন অঙ্গ।
সভা হৈতে শীঘ্র উঠি, বাজাইয়া দুই কাটি,
কৈলাসে চলেন হাঁটি বাধাইতে রঙ্গ॥ ১০১
বায়ুর সমান গতি, উপনীত হৈল তথি,
কৈলাসেতে পশুপতি, আছেন যেখানে!

নারদে দেখিয়া হর, করিলেন সমাদর,
বসিলেন মুনিবর, শিবসন্নিধানে ॥ ১০২
জিজ্ঞাসিলেন পঞ্চানন, কহ যজ্ঞ-বিবরণ,
শুনিয়া নারদ কন, মৌন হ'য়ে মনে।
বলে, শুন বিরূপাক্ষ! তোমাকে কুৎসিত বাক্য,
অনেক কহিল দক্ষ, সতী-বিদ্যমানে ॥ ১০৩
তব নিন্দা শ্রুতি-মূলে, শুনে সতী ক্রোধানলে,
দেখিলাম যজ্ঞস্থলে, ত্যজিলা জীবন।
শুনিয়া উন্মত্ত হর, ক্রোধে কাঁপে কলেবর,
জটা ছিঁড়ি গঙ্গাধর, ফেলিলা তখন ॥ ১০৪
জন্মিলা বীরভদ্র তাতে, কহে আসি বিশ্বনাথে,
কহ প্রভু! কি জন্যেতে, করিলে সৃজন।
পৃথিবীমণ্ডল তুলে, দিব কি সাগরে ফেলে?
কিম্বা আজি সিন্ধুজলে, করিব শোষণ ॥১০৫
তখন, কহিছেন কৃত্তিবাস,
যাও রে! দক্ষের পাশ,
দক্ষযজ্ঞ সহ নাশ, করগে সকলে।
শুনি বীরভদ্র চলে, মার মার মার বোলে,
ভূতগণে কুতূহলে, সমরেতে চলে ॥ ১০৬

* * *

আলিয়া—একতালা।

চলে রে বীরভদ্র রঙ্গে।
রুদ্র-পিশাচ সঙ্গে ॥
মহাকাল কোপে, প্রতি লোমকূপে,
অনল মিশ্রিত যেন অঙ্গে ॥
লম্ফে কম্পে ধরণীতল, দম্ভ করিয়া শিবের দল
যায় রণস্থল, বলে মহাবল,
নাশিল সকলে ভ্রূভঙ্গে ॥ (ঝ)

* * *

দক্ষযজ্ঞ নাশ।

দক্ষের বিনাশ জন্য, দিবাকর আচ্ছন্ন,
করিয়া শিবের সৈন্য, মহানন্দে যায় রে!
পদভরে কম্পে পৃথ্বী, হইল নিকটবর্ত্তী,
মহারাজ চক্রবর্ত্তী দক্ষের আলয় রে! ১০৭
দিনে যেন সূর্য্য রাহুগ্রস্ত, দেখিয়া যত সভাস্থ,
সবে হয় শশব্যস্ত, চারিদিকে চায় রে।
কহে সব ঋষিবর্গে,না জানি কি আছে ভাগ্যে,
আসিয়া দক্ষের যজ্ঞে, বুঝি প্রাণ যায় রে!১০৮
সকলে করয়ে তর্ক, হও সবে সতর্ক,
নন্দী অমঙ্গল তর্ক, বুঝি বা ঘটায় রে!
ভৃগু কয়, ভট্টাচার্য্য! থাকুক সকল কার্য্য,
বুঝিলাম নির্দ্ধার্য্য, পড়িলাম লেঠায় রে! ১০৯
ভয়েতে ব্যাকুলচিত্ত, কলা মূলা স্বতপাত্র,
বন্ধন করিতে গাত্র-মার্জ্জনী বিছায় রে!
শীঘ্র পলাবার চিন্তে, তাড়াতাড়ি করি বাঁধ্‌তে,
এক টেনে আর আন্‌তে,
আর দিকে এড়ায় রে! ১১০
পুনঃ শুন বৃত্তান্ত, যত শিব-সামন্ত,
দক্ষ-যজ্ঞ করে অন্ত, আসিয়া ত্বরায় রে!
শব্দ শুনি হুম্‌হাম্‌, করে মহা-ধুমধাম,
মারে কীল গুম্‌গাম, সবার মাথায় রে! ১১১
সবে করে যজ্ঞ দৃষ্ট, কেবা করে যজ্ঞ নষ্ট,
কেহ কারে সুস্পষ্ট, দেখিতে না পায় রে!
বাড়িল বিষম দ্বন্দ্ব, দেখিয়া গতিক মন্দ,
ভয় পেয়ে ইন্দ্র চন্দ্র, সকলে পলায় রে! ১১২
দ্বিজ ক্ষত্রি শূদ্র বৈশ্য, পলাইছে কার দৃশ্য,
ভূতগণ মহাদস্যু, তেড়ে ধরে তায় রে!
ভগের উপাড়ে চক্ষু, মুনি বলে একি দুঃখ,
ছাড় বেটা গণ্ডমূর্খ! প্রাণ বাহিরায় রে! ১১৩
বীরভদ্র বলবন্ত, অনেকেরে কৈল অন্ত,
ভানুর ভাঙ্গিয়া দন্ত, ভূমিতে ফেলায় রে!
কাহার ভাঙ্গিল তুণ্ড, কার হস্ত কার মুণ্ড,
অবশেষে যজ্ঞকুণ্ড মুতিয়া ভাসায় রে! ১১৪
কেহ বলে, বীরভদ্র! আপনি বট হে ভদ্র,
মোরা হই দ্বিজক্ষুদ্র, মেরো না আমায় রে!
দক্ষ কন একি কাণ্ড, বেটারা কি দুর্দ্দণ্ড,
যজ্ঞটা করিল ভণ্ড, হায় হায় হায় রে! ১১৫
অষ্টদিক্ অধঃ ঊর্দ্ধ সকলি করিল রুদ্ধ,
বীরভদ্র করে যুদ্ধ, কোথা কে এড়ায় রে!
পাইয়া শিবের আজ্ঞে নাশিতে দক্ষের যজ্ঞে,
মহানন্দে ভূতবর্গে নাচিয়া বেড়ায় রে! ১১৬

* * *

ইমন কল্যাণ—কাওয়ালী।

চতুরঙ্গে নাচে কিবে চন্দ্রচূড়-সেনা।
যজ্ঞ পাইয়া দানা, আনন্দে মগনা॥
বিরূপাক্ষ-বিপক্ষ-সাপক্ষ জনারে করে
প্রাণে তাড়না,—
বাজিছে মাদল কিবে ধাগুড় ধাগুড় ধাধা কেনা
ধেঞা তে-থাইয়া তাক্ ধেলাং
তাকিটি তাক্ তেরেকিটি তাক্,
তাকিটি তাক্ তেরেকিটি তাক্ ধেলাং,
ত্রিকুট ধেন্না নাদের দানি দেবুনা॥ (ঐ)

* * *

ভৃগুমুনির নির্য্যাতন।

বীরভদ্র বলে ধর,: রাগে করে গর্‌গর্,
ভৃগুর ধরিয়া কর, দাড়ি ছেঁড়ে পড়্‌পড়্,
বহিয়া তার কলেবর, রক্ত পড়ে ঝর্ ঝর্,
মুখে নাহি সরে স্বর, গলা করে ঘড়্ ঘড়্,
ভূমে পড়ি মুনিবর, করিতেছে ধড়ফড়্,
অন্ত যত শিবচর, দন্ত করি কড়্মড়্,
আঁচড় কামড় চড়, মারিতেছে ধড়াধড়্,
ভয়ে মুনির অন্তর, কাঁপিতেছে থর্ থর্,
পিন্ধন বসনোপর, মুতে ফেলে ছর্‌ছর্,
বলে বাপু! রক্ষা কর, তনু হৈল জর্ জর্,
পলাই রে আপন ঘর, তবে তোরা সর্ সর্,
দক্ষেরে যাইয়া ধর, সেই বেটাতো বর্ব্বর,
তোমাদের যজ্ঞেশ্বর, নিন্দা করে নিরন্তর,
কিছু মাত্র নাহি ডর মনে।
এই মত মহাবীরে, ভৃগুমুনি ধীরে ধীরে,
বিধিমতে স্তব করে,
বলে, আমায় বধিও না জীবনে॥ ১১৭
দয়া করি বীরভদ্র, করি দিল অচ্ছিদ্র,
পলা বেটা দরিদ্র! আপনার ভবনে।
মুনিবর শীঘ্র উঠে, তথা হৈতে যায় ছুটে,
আবার পাছে ধরে জটে, ভয় আছে পরাণে॥
পলায় আর করে মনে, অনেক পেলেম দক্ষিণে
এমন হইবে কেনে,কপালটা যে বাথানে।
হেথায় শিবের দল, করে মহা কোলাহল,
উপনীত মহাবল, দক্ষ রাজার সদনে॥ ১১৯

ভূতের হাতে দক্ষ-রাজার শিরশ্ছেদ।

ধরিয়া রাজার চুলে, বীরভদ্র ভূমে ফেলে,
ক্রোধান্বিত হ'য়ে বলে, নিন্দা কর ঈশানে।
ভয়ে রাজার অন্তর, কাঁপিতেছে থরথর,
বলে আমায় রক্ষা কর, কে আছ রে এখানে॥
মহাবীর হাস্ত ক'রে, মস্তক ফেলিল ছিঁড়ে,
অমনি রাজা পৃথ্বীপরে, রহিলা যে শয়নে।
শিবের দলস্থ যত, সবে হযে আনন্দিত,
হুহুঙ্কার কতশত ছাড়িতেছে সঘনে॥ ১২১
অন্দরে প্রবেশে গিয়া, নারীগণ নিরখিয়া,
ভয়েতে কাম্পিত হৈয়া, কহে মিষ্ট বচনে।
শুন শুন ভূত বাবা! মেয়ে মানুষ হাবা-গোবা,
মেরোনা রে থাবা থোবা, ধরি তোদের চরণে॥
আমরা তো ভিন্ন নই, তোমাদের মাসী হই,
কাতর হইয়া কই রক্ষা কর পরাণে।
ভূতগণ কহে হাসি, শীঘ্রগতি চল মাসি!
তোমাদের রেখে আসি, মা আছেন যেখানে॥
একেলা আছেন মাতা, এ বড় দুঃখের কথা,
বিরাজ করগে তথা, একত্রেতে সেখানে।
বিস্তর অপেক্ষা নয়, দুটা কিল খেলেই হয়,
কেন মাসি! কর ভয়, যমালয়-গমনে? ১২৪
শুনি দক্ষ-সুতাগণ, কাতর হইয়া কন,
তাহে নাহি প্রয়োজন, বৈস বাপু! ভোজনে।
নানা দ্রব্য মিষ্টান্ন, পিঠা আদি পরমান্ন,
আছে সব পরিপূর্ণ, তোমাদেরি কারণে॥ ১২৫
শুনিয়ে শিবের দল, সবে বলে খাই চল,
কিছুমাত্র নাহি কল,মাসীদিগে মারিলে জীবনে
গৃহেতে প্রবেশ করি, অনেক সামগ্রী হেরি,
দুহাতে অঞ্জলি পুরি, তুলে দেয় বদনে॥ ১২৬
কাহার গুহেতে মুখ, ব'সে পেতে বড় সুখ,
কেহ বলে একি দুখ,না ভরে পেট পরিতোষণে
মা যাহা দিতেন খেতে,পেট ভরিত খেতে খেতে
এ খাওয়াতে দুঃখ হ'চ্চে মনে॥ ১২৭
শেষে উদর পুরিয়া খাইল,দক্ষের বিনাশ হৈল,
সকলে গমন কৈল, আপনার স্বস্থানে।
হেথায় বলিতে বিবরণ, নারদ করিছে গমন,
অর্পণ করিয়ে মন, হরগুণ-কীর্ত্তনে॥১২৮

* * *

খট্‌ভৈরবী—একতালা।

মন! একান্ত চিত্তে চিন্ত, শ্রীকান্ত-শ্রীচরণদ্বয়;
মন প্রশান্ত হবে, মলিনত্ব যাবে,
সুখ পাবে—প্রসন্ন হবে,
শেষে কাটিবে সেই দুরন্ত কৃতান্ত-ভয়॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র সব ইন্দ্র চন্দ্র,
ধ্যান ক'রে যাঁরে হাতে পায় চন্দ্র,
সে চরণ শরণ নিলে ঘোচে ধন্দ,
রণে বা মরণে সুমঙ্গল হয়॥ (ট)

* * *

দেবগণের কৈলাসযাত্রা।

এই মতে হরিগুণ গাইতে গাইতে।
উপনীত মহামুনি ব্রহ্মলোকে ত্বরান্বিতে॥ ১২৯
ব্রহ্মারে কহেন দক্ষ-যজ্ঞ বিবরণ।
শুনি রজোগুণ হৈল অতি উচাটন॥ ১৩০
প্রজাপতি দক্ষ যদি হইল বিনাশ।
কেমনে হইবে তবে সৃষ্টির প্রকাশ? ১৩১
শীঘ্রগতি হংস-পৃষ্ঠে করি আরোহণ।
বিষ্ণুর নিকটে আসি দিল দরশন॥ ১৩২
দক্ষের বিনাশ-বার্ত্তা কহেন শ্রীকান্তে।
নারদে পাঠান সব দেবগণে আনতে॥ ১৩৩
ব্রহ্মা বিষ্ণু-আদি করি যত দেবগণ।
একত্র হইয়া করে কৈলাসে গমন॥ ১৩৪
এই মতে দেবগণ শিবের নিকটে।
শঙ্করে করেন স্তব সবে করপুটে॥ ১৩৫

* * *

আলিয়া—তেওড়া বা রূপক।

শিখরনাথ! হে শিখরনাথ!
শঙ্কর! অপার-পার মহিমে।
আদ্য বন্ধু হে! অনাদ্য! পাদপদ্ম দেহি মে॥
পট্ট-পট্ট জটাজুট-শূলহস্ত-ধারিণে।
দেব-উক্ত পঞ্চবক্ত্র ভক্তমুক্তকারিণে॥
ভালে ভাল শোভা সিন্ধুসুত-ইন্দুকিরণে,
দেবাদিদেব! সর্ব্ব-গর্ব্ব-খর্ব্ব-কারিণে;—
বিশ্বনাথ! শ্রীঅঙ্গ-ভূষণ ভস্মভূষণে,—
সর্ব্বত্রাতা মোক্ষদাতা কর্ত্তা তো ত্রিভুবনে॥
রঙ্গে ভঙ্গে ভূত-সঙ্গে, যজ্ঞভঙ্গ-মানিনে,—
ব্যোমকেশ ভীম ঈশ পতিত-প্রদায়িনে;—
প্রসীদ প্রসীদ প্রভু পতিত-পাবনে,—
দুঃখে রক্ষ বিরূপাক্ষ ত্রৈলোক্য-পোষিণে॥ (ঠ)

* * *

শিবসতী-সম্মিলন।

এই মত দেবগণে, স্তব করে পঞ্চাননে,
সদানন্দ স্তব শুনে সন্তোষ হইল।
কহিলেন বিরূপাক্ষ, কেমনে বাঁচিবে দক্ষ?
সকলে করিয়া ঐক্য, উপায় কি বল॥ ১৩৬
তবে, শুনিয়া শিবের বাণী, কহিলেন চক্রপাণি,
গমন কর আপনি, যথা দক্ষ আছে।
দেবগণ-কথা শুনি, চলিলেন শূলপাণি,
প্রজাপতি নৃপমণি, যজ্ঞকুণ্ড কাছে॥ ১৩৭
হেরি দেব-পশুপতি, করিয়া অতি মিনতি,
প্রস্থতি করয়ে স্তুতি, দুঃখিনীর মত।
কহিছে দক্ষের জায়া, মম কন্যা মহামায়া,
ছিলেন তোমার প্রিয়া, মোর দুঃখ এত॥ ১৩৮
বিধিমত প্রস্থতি করিল বহু স্তব।
দক্ষে প্রাণ দিতে যুক্তি ভাবিছেন ভব॥ ১৩৯
যে মুখে করিল শিবনিন্দা প্রজাপতি।
সে মুখ হইবে অজ, শাপ দিল সতী॥ ১৪০
এ কারণে শিব কন নন্দীকে ডাকিয়া।
দেহ দক্ষ-স্কন্ধে অজমুখ বসাইয়া॥ ১৪১
অজমুখ আনে নন্দী দক্ষের কারণ।
প্রজাপতি-স্কন্ধে মুণ্ড করিল যোজন॥ ১৪২
শিব-বাক্যে দক্ষরাজ সজীব হইল।
সতী-দেহ ল'য়ে, শিব নাচিতে লাগিল॥ ১৪৩
ত্রিশূলেতে সতীদেহ ধারণ করিয়া।
কৈলাস ত্যজিয়া ভব বেড়ান ভ্রমিয়া॥ ১৪৪
শ্রীকান্ত উন্মত্ত প্রায় দেখি ত্রিলোচনে।
চক্রে কাটি সতী-দেহ
ফেলে স্থানে স্থানে॥ ১৪৫
পড়ে যথা সতী-অঙ্গ পীঠ সেই স্থান।
সেই স্থানে ভব গিয়া করে অধিষ্ঠান॥ ১৪৬
এই মতে বায়ান্ন অঙ্গ "বায়ান্ন পীঠ" হৈল।
ত্রিশূলেতে সতী নাই, মহেশ দেখিল॥ ১৪৭

হা সতি! বলিয়া ভব বসি যোগাসনে।
তপস্যা করেন নিত্য সতীর কারণে ॥ ১৪৮
হেথা হেমগিরি-ঘরে জন্ম নিলা সতী।
শিব-ধ্যান ভঙ্গ করি দিলা রতিপতি ॥ ১৪৯
নারদ দিলেন, শিববিভা সতী-সঙ্গে।
সতী লয়ে কৈলাসে গেলেন ভব রঙ্গে।

* * *

টৌরী—আড়া।

হের আসি, হর-ভঙ্গী আজি কিবা শোভা হ'ল
সদানন্দের শ্রীঅঙ্গে আনন্দময়ী মিশাইল ॥
দেখ রে নয়ন ভরি, এই স্বর্ণময় পুরী,
স্বর্ণময়ী মা বিনে সব শূন্যময় হ'য়ে ছিল ॥ (ভ)

দক্ষ-যজ্ঞ সমাপ্ত।

ভগবতী ও গঙ্গার কোন্দল।

ভগবতী কর্তৃক শুম্ভের সৈন্য সংহার।

শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধে কালীরূপ ধরি।
দৈত্যবংশ-প্রাণ ধ্বংস করিতে শঙ্করী ॥ ১
ক্রোধ করি ভয়ঙ্করী স্বয়ং ধরি অসি।
দৈত্যমুণ্ড খণ্ড খণ্ড করে মুক্তকেশী ॥ ২
রণমধ্যে মহাবিদ্যা লইয়া সঙ্গিনী।
পদ্মবন ভাঙ্গে যেন মত্ত মাতঙ্গিনী ॥ ৩
দেখি রূপ অপরূপ সমর মাঝারে।
সৈন্য সব অনুভব করে পরস্পরে ॥ ৪
বলে ভাই! দেখি নাই হেন রূপ চক্ষে।
কে রমণী ত্রিনয়নী ত্রিনয়নবক্ষে? ৫
যেমন বৃত্তির শেরা ব্রহ্মোত্তর, মূর্তির শেরা শশী
কীর্তির শেরা নিত্যদান, তীর্থের শেরা কাশী ॥ ৬
জাতির শেরা ব্রহ্মকুল, ধাতুর শেরা স্বর্ণ।
বুদ্ধির শেরা বৃহস্পতি, যোদ্ধার শেরা কর্ণ ॥ ৭
পক্ষীর শেরা খঞ্জন, চক্ষের কত ব্যাখ্যা।
বৃক্ষের শেরা অশ্বত্থ, দুঃখের শেরা ভিক্ষা ॥ ৮
ধান্যধন ধনের শেরা, মান্য ভূমগুলে।
পদ্মফুল ফুলের শেরা, কুলের শেরা ফু'লে,—
তেমনি, রূপের শেরা কালো রূপ,
ঐ দানবের কূলে ॥ ৯

* * *

খাম্বাজ—যৎ।

কে সমরে শবোপরে নবঘনবরণী।
রূপ নিরখি নিন্দিত যেন নীল-নলিনী ॥
প্রভাতের ভানু প্রভা, চরণ-কিরণ-শোভা,
রণশোভা করেছে ঐ রণমত্তা রঙ্গিণী।
দ্বিজ দাশরথি কয়, সামান্যা প্রকৃতি নয়,
করে ধরে নরশির হর-ঘর-ঘরণী ॥ (ক)

* * *

শুম্ভ-সমীপে ভগ্নদূত।

তখন, প্রাণভয়ে ভঙ্গ দিয়ে শুম্ভসেনা যায়।
ব্যাঘ্র-ভয়ে ব্যস্ত হ'য়ে মৃগ যেন ধায় ॥ ১০
সিংহ-ভয়ে প্রাণ ল'য়ে, যেমন মাতঙ্গ।
ব্যাধ-ভয়ে বনে যেন, পলায় বিহঙ্গ ॥ ১১
আত ক্রত ভগ্নদূত, শুম্ভরাজায় বলে।
মহারাজ! বালব্যাজ নাহি কালাকালে ॥১২
তব সৈন্য, সব শূন্য, আজি যুদ্ধে হ'লো।
ল'য়ে প্রাণী, এলাম আমি
বুঝি পিতৃপুণ্য ছিল ॥ ১৩
গেলো দাপ, মহাপাপ, রাজ্যে হ'লো কিসে।
রাজ্যভ্রষ্ট, প্রাণ নষ্ট, নহে অল্প দোষে ॥ ১৪
রণভূমি গিয়া তুমি দেখ রাজা!—ত্বরা।
এলোকেশে, এলো কে সে, রমণী প্রখরা? ১৫

* * *

সিন্ধু—কাওয়ালী।

রঙ্গে করিছে রণ, কে রমণী, হে রাজন্!
তোমারে নিদয়া বামা কি জন্যে?
এলোকেশী করে অসি যোড়শী কুল-কন্যে ॥
বিবাদ ঘটিল কেনে, কি বাদ বামার সনে,
করেছ, রাজন্! তাতো জানি নে;—
তুমি, দ্রুত গিয়ে দেখ ধেয়ে, এমন নিদয়া মেয়ে
সাধিলে না করে দয়া, বধিলে প্রাণে ॥

---

* ফু'লে—ফুলিয়ামেলন।

চল হে রাজন্! চল, প্রাণভয়ে প্রাণাকুল,
অকূল-সাগরে কূল আর দেখি নে ;—
করি, চরণে ধরি মিনতি, যদি হে দানবপতি!
দাশরথি গতি পায়, অতি যতনে॥ (খ)

*　*

শুম্ভের সমরযাত্রা।

তখন,দূত-মুখে পেয়ে বার্ত্তা, করে শুম্ভ রণযাত্রা,
রথগামী যোদ্ধাপতি-সঙ্গে।
দ্রুত আসি রণস্থলে, দেখিল দানব দলে,
শ্যামা মত্ত সমর-তরঙ্গে॥ ১৬
সঙ্গে ভৈরবী ভৈরব, মা ভৈ মা ভৈ রব!
শ্যামা নারী এ নয় সামান্যে।
পদে প'ড়ে মৃত্যুঞ্জয়, রঙ্গে করে রণজয়,
পরাজয় হইল সসৈন্যে॥ ১৭
শুম্ভ বলে এ রমণী, ত্রিভুবন-শিরোমণি,
সুরমণির পূরাতে বাসনা!
করে অসি করে রণ, কার সাধ্য নিবারণ?
ওহে সৈন্য! সমর করো না॥ ১৮
এ বটে সুরপালিনী এলো কালী কপালিনী,
না জানি আজি আছে কি কপালে!
আমি যদি করি যুদ্ধ, পাছে স্বর্গপথ হবে রুদ্ধ,
বিরূপাক্ষ বিরূপ হইলে॥ ১৯
পুনরায় মনে ভাবে, করি যুদ্ধ শত্রুভাবে,
শীঘ্র যদি পাই পরিত্রাণ।
তনু-শঙ্কা না করিয়া, ধনুকে টঙ্কার দিয়া,
নির্ব্বাণদাত্রীরে হানে বাণ॥ ২০
ডেকে বলে দৈত্যপতি, শুন ওহে যোদ্ধাপতি!
যুদ্ধ কর আমার বচনে।
শ্যামা সঙ্গে কর রণ, হবে শীঘ্র বিমোচন,
ভঙ্গ দিয়ে যেও না কেহ রণে॥ ২১

*　*　*

সিন্ধু—যৎ।

ওরে শুম্ভ-সেনাপতি! রণে ভঙ্গ দিও না।
বধেন যদি ব্রহ্মময়ী, ভবে জন্ম আর হবে না॥
অদ্য কি শত বৎসরে,
যাবে এ প্রাণ রবে না রে!
প্রাণভয়ে হাতে পেয়ে,
পরমার্থ হারাইও না॥ (গ)

রণস্থলে নারদের আগমন।

তখন,বরদার দেখিতে রণ, নারদের আগমন,
দেবীরে নিন্দিয়া কন ঋষি।
লেঙটা বেশ রণঘটা, এ কি কর্ম্ম ভক্তি-চটা!
সর্ব্বনাশ! একি সর্ব্বনাশি? ২২
মা! তোর কর্ম্ম যে প্রকার,
সাধ্য আছে হেন কার;
করিলে কি গো মেনকার বেটি!
সতী নাম শুনি জন্ম,
এই কি তোমার সতীর ধর্ম্ম,
পতি-বক্ষে দিয়া পদ-দুটী॥ ২৩
তোর পাষাণ-কুলেতে জন্ম,
তোর কি আছে দয়াধর্ম্ম?
জানি মা! তোর জানি বিবেচনা।
নৈলে কেন কৈলাসেতে,
ঘরে তারা মা থাকিতে,
আমি করি হরি-আরাধনা! ২৪
নির্ম্মায়া তোয় দেখে আমি,
মা না বলি,—বলি মামী,
কেন কালি! কুলে দিয়ে কালি।
দিয়া পতির বুকে পা-টা,
মেয়ের এত বুকের পাটা,
ধর্ম্মপথে কেন কাঁটা দিলি! ২৫

*　*　*

খাম্বাজ—খেম্‌টা।

কেন শ্যামা গো! তোর পদতলে স্বামী?
তুই সতী হ'য়ে পতি-পরে,
(মা তুই) করিলি কি বদ্‌নামী॥
কার সনে মা ঝগড়া করো,
আপনার ছেলে আপনি মারো,
বুঝি, ঝগড়া নইলে রইতে নারো,
(মা তুই) নারদ-মুনির মামী॥
মান অপমান নাই ভবানি!
মাতুল বেটা বাতুল জানি,
আমি, কখন জানি নে আছে—
(ওমা) তোর এতো ক্ষেপামী! (ঘ)

*　*　*

যুদ্ধান্তে ভগবতীর কৈলাস-গমন ও গঙ্গাসহ বিবাদ।

অর্পণ করিয়া পদ পতি-হৃৎপদ্মে।
ভগবতী লজ্জাবতী দেবাদির মধ্যে ॥ ২৬
করি রণ সম্বরণ রক্ষা করি ধরা।
অধোমুখী কৌশিকী কৈলাসে গেল ত্বরা ॥ ২৭
কৈলাসে বসিয়া গঙ্গা, পতিতপাবনী।
অপবাদ-সংবাদ শুনিয়া সুরধুনী ॥ ২৮
কুপিলেন জাহ্নবীদেবী সপত্নী-উপরে।
বলে, এমন কুকর্ম্ম নাকি কামিনীতে করে ?২৯
যে কর্ম্ম করেছো, দুর্গে! ধিক্ তব চিত!
পুনরায় কৈলাসে আসিতে অনুচিত ॥ ৩০
তখন গঙ্গার শুনিয়া বাণী ভবানী রুষিলা।
বলে, কেন লো দুঃশীলা গঙ্গা!
আমারে দূষিলা ॥ ৩১
পতিবক্ষে দিয়া পদ আমি আছি পদে।
পদার্থ নাহিক তোর দেখি পদে পদে ॥ ৩২
ত্রিলোক-আরাধ্য পতি, দেব ত্রিলোচন।
তাঁরে ছেড়ে লয়েছিলি শান্তনুশরণ ॥ ৩৩
এক পথে কখন থাক না তুমি জানি।
সহজে তোমার নাম ত্রিপথগামিনী * ॥ ৩৪
গঙ্গা বলেন, পতিতা হইলে সুরধুনী।
তবে কে বলিত গঙ্গা পতিতপাবনী ? ৩৫
আর, পতিত হইয়া কেবা, পতিতে উদ্ধারে ?
অন্ধ কি অন্ধেরে পথ দেখাইতে পারে ? ৩৬
আমা হইতে কি গুণ, ত্রিগুণ ধর তুমি।
মঙ্কান্তকারিণী জাহ্নবী গঙ্গা আমি ॥ ৩৭
দীন দৈন্য জ্ঞানশূন্য পতিত পামর।
পশু-পক্ষ-যক্ষ রক্ষ নরাদি কিন্নর ॥ ৩৮
জগতের যত রয় শ্রীমন্ত শ্রীহীন।
পঙ্গু পাতকী অতি জরা গতিহীন ॥ ৩৯
ছোট বড় সকলে সমান মোর কৃপা।
পাতকী চাতকী,—আমি নবঘনস্বরূপা ॥ ৪০
আর, ধন ধান্য প্রচুর অদৈন্য যেই নরে।
স্থিররূপা কমলা অচলা যার ঘরে ॥ ৪১
ধনীরে সদয়া, দুর্গা! তুমি চিরদিন।
ভালো, কোন্ কালে দেহ তুমি
দীনের প্রতি দিন ? ৪২

* * *

খট্ ভৈরবী—একতালা।

তুমি, কি গুণ ধর ভবানি!
দেখি ভাগ্যবান্, তোমার অধিষ্ঠান,
আমি যত দীন-হীনের জননী ॥
জীবন্মুক্ত জীব শিবতুল্য হয়,
জীবনান্তে মম জীবনে যে রয়,
যমভয় লয়,—কৈবল্য-আলয়,—
সে লয়,—প্রলয়কারীর বাণী ॥
আমি ভয়হরা এ ভব-সাগরে,
ত্রাণকর্ত্রী কৃত-পাতকী নরে,
আমি না তারিলে দাশরথিরে,
তারো দেখি, তবে মহিমা জানি ॥ (৬)

* * *

মহাদেবের জটায় গঙ্গার স্থান-লাভ।

তখন, গঙ্গার শুনিয়া বাণী ভগবতী কন।
পতিতোদ্ধারিণী নাম শিবের লিখন ॥ ৪৩
ও নাম এক্ষণে আমি দিতে পারি খণ্ডি।
নতুবা বৃথা নাম ধরি আমি চণ্ডী ॥ ৪৪
কিন্তু, খণ্ডিলে খণ্ডিয়া যায় পশুপতির বাণী!
এই জন্যে হয়ে মান্যে রইলি সুরধুনী ॥ ৪৫
কিন্তু, অহং-মান্যা ব'লে কি করিস্ অহঙ্কার।
স্বামি-সোহাগিনি! সুখ হবে না তোমার ॥ ৪৬
আমি সুশীলা দুঃশীলা হই তবু পুত্রবতী।
বশীভূত সতত আমার পশুপতি ॥ ৪৭
তুমি, গর্ব্ব করো, গর্ভেতে সন্তান আগে ধর।
এখন, বন্ধ্যানারী হয়ে
কেন বন্ধ্যা কোন্দল কর ? ৪৮
তখন, দুর্গার শুনিয়ে বাণী,
(অভিমানে) গঙ্গা গিয়ে ত্বরা।
শিবের নিকটে কন হয়ে সকাতরা ॥ ৪৯
ভগবতী ভাগ্যবতী পুত্রবতী দেখি।
ভগবতীর ভোগমাত্র তব ঘরে থাকি ॥ ৫০

---

* ত্রিপথগামিনী—স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এই তিন পথে গিয়াছেন বলিয়া গঙ্গার নামান্তর ত্রিপথগামিনী।

গৌরীসঙ্গে বৈরিভাব আমার নিয়ত।
তুমি তারি অনুগত থাক অনুব্রত॥ ৫১
সুখের সাগরে ভাসে গণেশজননী।
দুঃখের তরঙ্গে পড়ি ভাসে তরঙ্গিণী॥ ৫২
তব ঘরে যে সুখ, সংসারের লোক জানে।
দুঃখে সুখ ছিল মাত্র পতির সম্মানে॥ ৫৩
তুমি, সে সুখে এক্ষণে যদি করিলে বঞ্চিত॥
এ স্থান হইতে মম প্রস্থান উচিত॥ ৫৪

* * *

ললিত-বিভাস—ঝাঁপতাল।

রবো না তব ভবনে, শুন হে শিব! শ্রবণে।
শৈলজার কথা আর,
সইলো না সইলো না প্রাণে॥
যে নারী করে নাথ,-হৃদিপদ্মে পদাঘাত,
তুমি তারি বশীভূত, আমি তা সবো কেমনে!
পতিরে ক'রে পদহানি, ও হ'ল না কলঙ্কিনী,
মন্দ হলো মন্দাকিনী, দ্বিজ দাশরথি ভণে॥(চ)

* * *

তখন, মনো-দুঃখে ম্রিয়মাণ,
ক্রোধ করি গঙ্গা যান,
শঙ্কট ভাবেন শূলপাণি।
করে ধরি আশুতোষ, করিছেন পরিতোষ,
নানামত দিয়া প্রিয়বাণী॥ ৫৫
যাহে মান থাকে তব, হে গঙ্গে! আমি রাখিব,
গঙ্গা কন, ওহে গঙ্গাধর।
যদি মান রাখ কান্ত! গৌরী হ'তে অধিকান্ত,
গৌরব যদ্যপি আমার কর॥ ৫৬
যদি, সপত্নীর হর মান, আমার বাড়াও মান,
তবে তব অনুরোধ রাখি।
ও যেমন মন-সুখে, চড়িল তোমার বুকে,
মস্তকে চড়িয়া আমি থাকি॥ ৫৭
কহিছেন শূলপাণি, স্বীকার করিলাম বাণী,
জটা মধ্যে থাকহ গোপনে।
সে কথা স্বীকার করি, শিরে চড়েন সুরেশ্বরী,
কিন্তু, কি করি ভাবেন গঙ্গা মনে॥ ৫৮
আমি শিব-শিরোপরে, গণেশজননী মোরে,
না দেখিলে মিছে মোর মান।
এতো ভাবি সুরধুনী, জটায় করেন ধ্বনি,
শুনে দুর্গা শিব পানে চান॥ ৫৯

* * *

মহাদেবের জটায় গঙ্গার কুলকুলধ্বনি; ভগবতীর কারণ-জিজ্ঞাসা।

কহেন গণেশ-মাতা, বল হে! যথার্থ কথা
বিশ্বময় বিস্ময় জন্মিল।
বুঝতে না পারি চিতে, তুমি বিঘ্নহরের পিতে,
শিরে তব কি বিঘ্ন হইল? ৬০

* * *

খাম্বাজ—একতালা।

হে, কি শুনি ত্রিশূলপাণি!
নাহি পাই কুল, ভেবে প্রাণাকুল,
শিরে কুল-কুল কিসের ধ্বনি?
সে ভূষণ কোথা লুকাইল সব,
করিত অঙ্গেতে ভুজঙ্গেতে রব,
কল-কল-রব শুনি কলরব,
ভয়েতে নীরব সে সব ফণী।
কর দিয়ে শিরে বলো হে কারণ,
কারে শিরে তুমি করেছো ধারণ,
দাশরথি বলে শুন মা! কারণ,
কারণ-বারি ও যে পাপবারিণী॥ (ছ)

* * *

তখন ছল করি, ত্রিপুরারি, কন ধীরে ধীরে।
দুর্গা! অকস্মাৎ, কি উৎপাত, হইল শিরঃপীড়ে
শুনে ভাষ, উপহাস, করি কন শিবে।
মৃত্যুঞ্জয়! লাগে ভয়, না জানি কি হবে? ৬২
তোমার, জর-জ্বালা, কোন জ্বালা,
জন্মে শুনি নাই!
আজি, শুনে শিরঃপীড়া, বড় মনঃপীড়া পাই॥ ৬৩
বহুকালে পীড়া হলে হয় বড় ভাবনা।
ঐ ভয়, পাছে হয়, বৈধব্য যন্ত্রণা॥ ৬৪
তোমার, ভাঙ্গ খেয়ে, ভেঙ্গেছে কপাল,
ভাঙ্গলো ভুয়ো-জারি!
খেয়ে সিদ্ধি, রোগ বৃদ্ধি, করিলে ত্রিপুরারি॥ ৬৫
যত, খেয়েছো ধুতুরার ফল, ফলিল তারি ফল
রসেছে জঠর—হ'য়ে মস্তকেতে জল॥ ৬৬

হ'লো দুঃখ, যত রুক্ষ, ভোজন আজন্ম।
ঊর্দ্ধগত জল ওটা, ঊর্দ্ধকের ধর্ম্ম ॥ ৬৭
তখন, মর্ম্ম জানি, হররাণী, হরষিত মনে।
মন্দিরে ডাকিয়ে কন কপটবচনে ॥ ৬৮

*　*　*

বেহাগ—যৎ।

হায়! বিধি, কর্‌লে কি রে!
আমি মনে ভাবি তাই।
মন্দি রে! মন্দিরে সুখ নাই।
এ যে সদ্য ব্যাধি এ অসাধ্য,
এর ঔষধি নাই;—
এ যে বৈদ্যনাথের শিরঃপীড়ে,
শুদ্ধ বৈদ্য কোথা পাই! (জ)

*　*　*

একি, অপরূপ কথা, শিব-শিরোব্যাথা,
বিধিরে বিধি বাম হ'ল।
শুনে, মরি আতঙ্কে, গরুড়ের অঙ্গে,
ভুজঙ্গ আসি দংশিল ॥ ৬৯
হ'লো, প্রজাপতি ভগ্ন, বিবাহের লগ্ন
একি অপরূপ রঙ্গ।
আমি,গণেশের জননী, কখন শুনিনি,
গণেশের যাত্রাভঙ্গ ॥ ৭০
শুরে, অপরূপ কথা শুন, শীতে ভীত হুতাশন,
বরুণের বড় পিপাসা।
কভু, শুনি নাই কর্ণে, কৃপণতা কর্ণে
কমলার দৈন্যদশা! ৭১
তখন, গৌরী কন,—শূলপাণি!
আমি কি প্রবোধ মানি?
ছল করি বল যত বাণী।
তব পীড়া হ'লো ভব! শুনি মাত্র অসম্ভব,
মনে ভাবো ভুলেছে ভবানী ॥ ৭২
তুমি, নাম ধর মৃত্যুঞ্জয়, ত্রিজগতে তব জয়,
প্রলয়-কারণ ত্রিপুরারি।
যে, তোমায় সাধে শঙ্কর! সঙ্কটে উদ্ধার কর,
বিশ্বনাথ! বিপদসংহারী ॥ ৭৩
পীড়াগ্রস্ত হ'লে জীব, আরাধনা করে শিব,
আশুতোষ! আশু দুঃখ হর।
তুমি, অসাধ্য সুসাধ্য হও, কৃপায় কৃপণ নও,
কৃতপাপী জনে মুক্ত কর ॥ ৭৪
আরাধিয়ে তব পায়, গতিহীনে গতি পায়,
গলিত শরীর আদি যার!
তব অনুগ্রহ গুণে, বিমুক্ত গ্রহবিগুণে,
পাপার্ণবে তুমি কর্ণধার ॥ ৭৫
আদ্যাশক্তি পত্নী আমি, বিধির বিধাতা তুমি,
নামে হরে বিবিধ যন্ত্রণা।
তব পীড়া বিস্ময়! শুনিয়া লাগে বিস্ময়,
নাহি সয় মিথ্যা প্রবঞ্চনা ॥ ৭৬

*　*　*

মহাদেবের নিকট ভগবতীর স্বীয় মনোদুঃখ-বর্ণন।

তখন, কৌতুকে কন কৌশিকী,
তোমার, শিরে কর দিয়ে দেখি,
শিরোরোগ তোমার কেমন?
ছলে কন গঙ্গাধর, পতির শিরে দিতে কর,
শাস্ত্রমত বিরুদ্ধ লিখন ॥ ৭৭
কহেন গণেশমাতা, মাথা আর দেখিব মাথা,
ঘুচাইলে কৈলাসের বাস্!
আমারে ভাসায়ে নীরে, শিরে রেখে সপত্নীরে,
কি কীর্ত্তি করেছো কৃত্তিবাস! ৭৮
পুত্রহেতু করে ভার্য্যে, * এই মত সর্ব্ব রাজ্যে,
সর্ব্ব লোকে সর্ব্ব শাস্ত্রে বলে।
আমি পুত্রবতী নারী, কি জন্যে হে ত্রিপুরারি।
অসম্মান আমার করিলে? ৭৯
আমি, যে দুঃখে হে দিগ্‌বাস!
তব ঘরে করি বাস,
উপবাস বার মাস করি।
যে দুঃখেতে করি সেবা,হেন শক্তি ধরে কেবা?
স্বয়ং শক্তি—সেই শক্তি ধরি ॥ ৮০
অন্নচিন্তা বার মাস, অন্য সুখের অভিলাষ,
কোনকালে নাহিক আমার।

---

* পুত্রহেতু করে ভার্য্যে—"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"—শাস্ত্র-বাণী।

জানি হে জানি শঙ্কর! শঙ্খ দিতে শঙ্কা ধর,
দূরে থাকুক অন্য অলঙ্কার ॥ ৮১
রাজকন্যা আমি দুর্গে, প'ড়ে তব কুসংসর্গে,
বন্ধুবর্গ না দেখি নিকটে।
আমি, সিদ্ধেশ্বরী নাম ধরি,
লোকের বাঞ্ছা সিদ্ধি করি,
তোমার ঘরে মরি সিদ্ধি বেটে ॥ ৮২
আপনি মাখহ ছাই, আমারে বলহ তাই,
চিরস্থাই এক দশা জানি।
কে আছে হেন কাঙ্গালি, অন্নাভাবে অঙ্গ কালী,
বস্ত্রাভাবে হৈলাম উলঙ্গিনী ॥ ৮৩
দেখিয়া দরিদ্র ঘর, ঘুচাইলাম দশ কর,
চারি হস্ত এক্ষণেতে ধরি।
হ'য়ে কুলের কুলবালা, ঘুচাতে জঠর-জ্বালা,
দৈত্য কেটে রক্ত পান করি ॥ ৮৪
আমি, দুঃখেতে ভাবিনে দুখ,
বলি—পতিসুখ অতি সুখ,
সপত্নীর ছিল না সন্ধান।
তুমি সে সুখে নৈরাশ কর, এক্ষণে থাকো তৎপর,
প্রাণের অধিক জানি মান ॥ ৮৫

* * *

হর-গৌরীর দ্বন্দ্ব।

খাম্বাজ—যৎ।

ও হে মহাদেব! এ পাপ সংসারে আর
রবে কে?
তুমি বন্ধ্যা নারীর বন্দী হ'য়ে রাখিলে মস্তকে ॥
পূর্ব্বেতে আমার লাগি, হয়েছিলে সর্ব্বত্যাগী,
এখন করিলে সুখভাগী, ভাগীরথীকে ॥ (ঝ)

* * *

মহাদেব ও নারদ।

তখন, করি যোড়পাণি, সাধেন শূলপাণি,
গৌরী না শোনেন কথা।
হরগৌরী-দ্বন্দ্ব, দেখিতে আনন্দ,
নারদ এলেন তথা ॥ ৮৬
কহেন মাতুল! কেন কর ভুল,
কিসের অপ্রতুল শুনি।
কি জন্যে কলহ, আমারে বলহ,
কোথা যান মাতুলানী ॥ ৮৭
কন দিগম্বর, ওহে মুনিবর!
কি কব তব নিকটে।
গৃহেতে রহিলে, দরিদ্র হইলে,
সর্ব্বদা কলহ ঘটে ॥ ৮৮
আমি তো ভিখারি, রাখি দুই নারী,
নাহি কিছু সম্ভাবনা।
আমি শূলপাণি, দুজনারে মানি,
আমারে কেহ মানে না ॥ ৮৯
দুখে দহে হিয়ে, অক্ষম দেখিয়ে,
ক্ষেমঙ্করী তুচ্ছ করে।
দুটি কথা হ'লে ল'য়ে দুটি ছেলে,
সদা যান পিতৃঘরে ॥ ৯০
বিনে উপার্জ্জন, ল'য়ে পরিজন,
কোন্ জন আছে সুখী?
নহে কারু পূজ্য, জগতের রাজ্য,
নির্ধন পুরুষ দোষী ॥ ৯১
বলে ত্রি-জগতে, হরের বনিতে,
সতী সাধ্বী দুই জনা।
দুজনার গুণে, জ্বলি মনাগুনে,
যতনে সহি যাতনা ॥ ৯২
গণেশ-জননী, হ'য়ে উলঙ্গিনী,
হৃদে পদ দেন তিনি!
তাতে করি কোপ, করি ধর্ম্ম লোপ,
শিরে রন সুরধুনী ॥ ৯৩
কহেন নারদ, যে জন্যে বিরোধ,
সবিশেষ আমি জানি।
দক্ষের ভবন, যেতে প্রতারণ,
করিছেন দাক্ষায়ণী ॥ ৯৪
যজ্ঞ করে দক্ষ, দেখিলাম প্রত্যক্ষ,
এলো যক্ষ রক্ষ আদি।
দেব পুরন্দর, সূর্য্য শশধর,
আগমন বিষ্ণু বিধি ॥ ৯৫
তোমার উন্মাদ, দিয়ে অপবাদ,
নিমন্ত্রণ বাদ করে।
কপটে অভয়া, ছেড়ে তব মায়া,
যেতে চান তাঁরি ঘরে ॥ ৯৬

শুনিয়া বচন, লোহিত-লোচন,
দুঃখে ত্রিলোচন বলে।
নারদের বাণী, শুন হে ভবানি!
আমারে ছ'লো না ছলে॥ ৯৭
তুমি নাম ধর সতী, হয়ে কি বিস্মৃতি,
পতির মান ঘুচাবে?
কি ভাবিয়া চিতে, হ'য়ে আমাকে কুপিতে,
কু-পিতের যজ্ঞে যাবে! ৯৮
থাকে যদি দোষ, ক্ষমা কর রোষ,
পৌরুষ, রাখ ভবানি!
তুমি এ সময়, গেলে দক্ষালয়,
আমি হই হতমানী॥ ৯৯

* * *

গৌরীর দশমহাবিদ্যারূপ ধারণ।

সুরট—যৎ।

ওহে আমারে করি অভিমানী (হে)।
তুমি দক্ষধাম যেও না, দুর্গে!
মোক্ষধাম-দায়িনী!
তোমায় দেবাদিদেব বাখানে,
দেবাদির বিদ্যমানে,
দানবে মানবে মানে, তব মানে মানী।
তুমি না মানিলে, তারা! সে মান হইবে হারা,
তুমি শক্তি, মম শক্তি হে শক্তিরূপিণি।
ওহে, বিধি আদি যজ্ঞেশ্বর,
যজ্ঞে আগমন তার,
মোরে নিমন্ত্রণ দক্ষ দিলে না ভবানি!
যাইতে সে পাপ-যজ্ঞে,তব যোগ্য নয় হে দুর্গে!
অযোগ্য করেছে তোমায় জনক-জননী॥ (ঐ)

* * *

তখন, শঙ্করী কহেন ছলে,
না গেলে কি মোর চলে?
চঞ্চল হইল মোর প্রাণী।
দক্ষ হরে তব মান, মনে করি অনুমান,
এ সন্ধান জানে না জননী॥ ১০০
আমার, মা রয়েছে পথ চেয়ে,
এখনো এলো না মেয়ে,
বলি মার জীবন্মৃত্যু কায়া।
তুমি জান না হে পশুপতি!
সংসারে সন্তান প্রতি,
গর্ভধারিণীর কত মায়া॥ ১০১
এত বলি মহামায়া, করিয়ে মায়ের মায়া,
ছলে আঁখি ছল ছল করে।
দ্রুত যান এত বলি, যেও না যেও না বলি,
গঙ্গাধর ধ'রে ত্রুটি করে॥ ১০২
তথাচ চঞ্চলমতি, কিন্তু, বিনা পতির অনুমতি,
শক্তির গমন-শক্তি নয়।
অনুমতি লইতে শিবে, আতঙ্ক দেখান শিবে,
দশমহাবিদ্যা রূপোদয়॥ ১০৩
প্রথমে হন কৌশিকী, কালিকা করালমুখী,
শবাসনা বিবসনা অঙ্গ।
ক্রোধ করি হরোপরে, বিহরে হর-উপরে,
হররাণী করে নানা রঙ্গ॥ ১০৪
নীলাম্বুজ-নিন্দিত প্রভা,
এলোকেশী লোল-জিহ্বা,
মহীর বিপদ পদভরে।
অসিতাঙ্গী ভালে শশী, অসিতে অসুর নাশি,
অট্ট হাসি ধরে না অধরে॥ ১০৫
ভয়ঙ্কররূপ-ধরা, হুহুঙ্কারে কাঁপে ধরা,
দৈত্য-অহঙ্কার-হরা কালী।
কঙ্কালীর কত খেলা, গলে নরশিরোমালা,
নরকর-বেষ্টিত কঙ্কালী॥ ১০৬
দেখে ভয়ে পঞ্চমুখ, আতঙ্কে ফিরান মুখ,
সম্মুখ হইল দৈত্যনাশা।
মুখে দিয়া বাঘাম্বর, যে দিকে যান দিগম্বর,
সেই দিকে যান দিগ্‌বাসা॥ ১০৭
পূর্ব্বে গেলে পূর্ব্বে যান,
দক্ষিণে করিলে প্রয়াণ,
দক্ষিণে দক্ষিণে কালী যান।
তারার দেখিয়া ধারা, মুদিয়া নয়ন-তারা,
ত্রিনয়ন তারার গুণ গান॥ ১০৮

* * *

ললিত-বিভাস—ঝাঁপতাল।

মহিমা কি আমি জানি, মোহিনীরূপা ভবানি!
মহীভার-নিবারিণি! মহিষাসুর-নাশিনি!
মোহিত রূপে ভব, ভবানি! ভব-মোহিনি।

ময়ি দীনে কুরু দয়া, দীনময়ি! ত্রিনয়নি!
তারারূপ সম্বর, ভয়ে ভীত দিগম্বর,—
হের মা দাশরথির কর্ম্মজ-দুঃখবারিণি॥ (ট)

* * *

দিগম্বরী সম্বরি দক্ষিণা-কালীরূপ।
তৎপরে হইলা তারারূপ অপরূপ॥ ১০৯
ষোড়শী ভুবনেশ্বরী পরে হইল সতী।
ছিন্নমস্তা বিদ্যাদি বগলা ধূমাবতী॥ ১১০
তদন্তে ভৈরবীরূপ ধরেন ভবানী।
পরে মাতঙ্গিনী যেন মত্তা মাতঙ্গিনী ১১১
মৃত্যুঞ্জয় পেয়ে ভয়, পড়িয়ে ভূস্করে।
অভয়ারে অভয় যাচেন যোড়-করে॥ ১১২
বলেন, পিতৃভূমি, তারা। তুমি যাও অতি ত্বরা
মোরে তুমি দুখ আর দিওনা দুখহরা॥ ১১৩
থাকে দয়া হে নিদয়া! এসো পুনরায়।
মোর শক্তি নাই, শক্তি!
রাখিতে তোমায়॥ ১১৪
কোন্দল করিলে মাত্র বাড়িবে অযশ।
ভিক্ষাজীবী জনের রমণী কোথা বশ? ১১৫
বিশেষ, তোমার কাছে আমি নই গণ্য
রাজকন্যা, তুমি মান্যা, আমি দীনদৈন্য॥ ১১৬
দুটী কর আমার, তোমার দশ কর।
আমি বৃষোপর, তুমি সিংহের উপর॥ ১১৭
তুমি হেমবর্ণা, আমি রজতবরণ।
রজত-কাঞ্চনে তুল্য নহে কদাচন॥ ১১৮
তবে, কি গুণে, ত্রি-গুণে! তুমি হবে বশীভূত
জীবনে কি ফল মোর, আছি জীবন্মৃত॥১১৯
জালার উপর জ্বালা আবার দেখাও নানা ভয়
এড়াই তোমার জ্বালা মৃত্যু যদি হয়॥ ১২০

* *

সিন্ধু-ভৈরবী—যৎ।

কি করি শবাসনা! তুমিতো স্ববশে রবে না!
সতত করিবে যাতে, নিজ বাসনা।
তব জ্বালাতে শঙ্করি! মৃত্যু বাঞ্ছা মনে করি,
মৃত্যুঞ্জয় নাম ধরি, তাতো হ'লো না॥
শুন হে সর্ব্বমঙ্গলে! মরণ মঙ্গল ব'লে,
ফণিহার করিলাম গলে, তারা দংশে না!
বিশ্বম্ভর নাম ধরি, বিষ খেয়ে জীর্ণ করি,
বিষে প্রাণ যায় না, কি বিষম যাতনা!
পশুপতি নাম শুনে, শঙ্কা করে পশুগণে,
ব্যাঘ্র সিংহ তারা আসি, প্রাণে বধে না;—
জীবনে কি গুণ ব'লে দিলাম আগুন কপালে,
কপাল-বিগুণে সে আগুনে দহে না! (ঠ)

* * *

সতীর দক্ষালয়ে গমন।

পতির অভিমান-বাক্যে, বাজিল সতীর বক্ষে,
সজল নয়নে ক'ন তারা।
দক্ষ হরে তব মান, ইথে কি মোর আছে মান?
অপমান করিব গে তায় ত্বরা॥ ১২১
দিব সমুচিত ফল, করিব যজ্ঞ বিফল,
ফলাফল হবে কর্ম্মদোষে।
এত বলি ক্রোধমতি, নন্দী সঙ্গে ল'য়ে সতী,
ধেয়ে যান-দক্ষরাজবাসে॥ ১২২
অপমানী হেরে শিবে, সুবর্ণবরণী শিবে,
বিবর্ণা হইল দুখে কায়া।
দৈন্য-দুঃখিনীর প্রায়, মায়া করি গিয়া মায়,
দরশন দেন মহামায়া॥ ১২৩
কন্যার বিবর্ণ কায়া, চক্ষে হেরি দক্ষজায়া,
চক্ষে বারি,—বক্ষে কর হানি।
বলে, সতি! সত্য বল, তবে পাই অঙ্গে বল,
কালো কেন কাঞ্চনবরণি!॥ ১২৪

* * *

সিন্ধু-ভৈরবী—যৎ।

মা! কিরূপ দেখালি,
কেন তোর সোণার অঙ্গ কালি?
সুবর্ণবরণি! কেন বিবর্ণা হ'লি!
সবে ধন তুমি মেয়ে, শ্মশানবাসীরে দিয়ে,
কখন গেল না, আমার মনের কালি।
হর কি অন্নদা! তোরে, রাখে এত অনাদরে?
দুঃখের তরঙ্গে, তারা! ডুবে কি ছিলি? (ড)

* * *

সতীর প্রতি প্রসূতির উক্তি।

কোথা মা! আমার দিবে জল মনের আগুনে
তা না হ'য়ে দ্বিগুণ আগুন তোর গুণে। ১২৫
তোমারে দেখিতে সতি! নক্ষত্র সপ্তবিংশতি,*
ভগ্নী তব এলো যজ্ঞস্থলে।
এ রূপ দেখিলে তারা! মরমে মরিবে তারা,
ভাসিবে নয়ন-তারা জলে॥ ১২৬
কত দুখ কব কায়, নারদের মন্ত্রণায়,
সারদে! তোমার এ দুর্গতি।
আমি না দেখিলাম ঘর-বর,† উদাসীন দিগম্বর,
সেই হ'লো রাজকন্যার পতি॥ ১২৭
আমায় সে কালে সকলে বলে,
রাণী তোর পুণ্যফলে,
জামাই হইল ত্রিপুরারি।
আমায় সবাই কহিল শিবে!
মেয়ে মোর সুখে ভাসিবে,
সে শিবের কুবের ভাণ্ডারী॥ ১২৮
তখন কেহ না কহিল আসি, শঙ্কর শ্মশানবাসী
তবে কি সঙ্কট হয় মোরে?
কপালের লিখন, চণ্ডি! কারো সাধ্য নহে খণ্ডি,
পতিদণ্ডী ঘটিবে তোমারে॥ ১২৯
কপালে যা ছিল হইল,
কেঁদে আর কি করি বল!
গত কর্ম্মে বৃথা চিন্তা করি।
যদি রক্ষা কর মোরে, অক্ষম শিবের ঘরে,
এক্ষণে আর যেওনা শঙ্করি! ১৩০

* * *

বেহাগ—যৎ।

তুমি আর যেও না মা! শিবের শিবিরে।
দক্ষ-ধামে থাক দাক্ষায়ণি!
কত পুণ্য ক'রে তোরে ধরেছি উদরে।
যেও না গো তারা! নয়ন-তারার অগোচরে।

পরাণ বিদরে, (তোরে) রেখে অতি দূরে,
এবার পরাণে রাখিব,
আমার দুখ যাক্ মা! দূরে।
শরীরে না সহে, বেশ, না হেরি শরীরে,
হেমাঙ্গ সাজাব তোমায় হেম-অলঙ্কারে॥
যতনে রাখিব তোমায় রতন-মন্দিরে।
যেন বৈমুখ হৈও না তারা!
দীন দাশরথিরে॥ (চ)

* * *

পতিনিন্দা শ্রবণে সতীর দেহত্যাগ।

জগৎ-জননী কন, শুন গো জননি!
মৃত্যু-কেতু আজি আমার প্রভাত যামিনী॥১৩১
পতি মোর পশুপতি,—সংসারের পতি।
তারে করে অনাদর দক্ষ প্রজাপতি॥ ১৩২
অঙ্গ কালি হৈল মোর, সেই দুখে দুখী।
নতুবা সংসারে কেবা, মোর তুল্য সুখী?১৩৩
আমার দুর্গতি তোরে, কে বলে জননি!
আমি জানি,আমি তো মা! দুর্গতিনাশিনী॥১৩৪
কাশীকান্ত মোর কান্ত, আমি কাশীশ্বরী।
অন্নপূর্ণারূপে লোকে অন্ন দান করি॥ ১৩৫
শুনি বাণী, দক্ষরাণী, মোক্ষদারে বলে।
মা! তোমার অপমান শুনি,
মোর প্রাণ জ্বলে॥ ১৩৬
কুলের মধ্যে থাকি আমি, কুলের কামিনী।
কুকর্ম্ম করেছে দক্ষ, স্বপনে না জানি॥ ১৩৭
অশেষ দেবতা আছে, এই ত্রিভুবনে।
বিশেষ সম্পর্ক মোর, শঙ্করের সনে॥ ১৩৮
এত বলি ভাসে রাণী, নয়নের জলে।
সঙ্গে করি শঙ্করীরে, যান যজ্ঞস্থলে॥ ১৩৯
মহারাজ! বুদ্ধিবলে মূর্ত্তিমন্ত তুমি।
কন্যার দেখিয়া মূর্ত্তি বুঝিলাম আমি॥ ১৪০
হাঁটু ধরি * গঙ্গাধরে, দিলে কন্যাদান।
শিরোধার্য্য হরের কি জন্য হর মান? ১৪১
নিতান্ত তোমার বুকে ঘটেছে যন্ত্রণা।
কুমন্ত্রী নারদ বুঝি দিলে কুমন্ত্রণা॥ ১৪২

---

*নক্ষত্র সপ্তবিংশতি—অশ্বিনী,ভরণী প্রভৃতি চন্দ্রের সাতাইশ ভার্য্যা।

† ঘর বর—কন্যার বিবাহের পাত্রের বিষয়াদি ও গুণাদি দুইই দেখিতে হয়।

* হাঁটু ধরি—কন্যা-সম্প্রদানের মন্ত্র-উচ্চারণ কালে বরের হাঁটু স্পর্শ করিতে হয়।

রাজা বলে, নীতি-শিক্ষা শুনিব কি তোর ?
সাধে কি বিষাদ ঘটে, হেন সাধ কি মোর ?॥১৪৩
তারে, যত্ন করি,রত্নপুরে চেয়েছিলাম রাখিতে।
কপালে সুখ নাইকো তার,
পারিবে কেন থাকিতে ॥ ১৪৪
পাগলে সম্ভাষা করা কোন্ প্রয়োজন ?
সাগরে ফেলেছি কন্যা, ব'লে বুঝাই মন ॥১৪৫
হ'লো না জামাতা, মোর মনের মতন।
তুমি কি জান না রাণী জামাতার মন ? ১৪৬
যায় বলদে ব'সে,
গলদেশে মালা-গুলো সব অস্থি।
সিদ্ধি ঘোঁটার সদাই ঘটা, বুদ্ধি সেটার নাস্তি ॥
অদ্ভুত, সঙ্গেতে ভূত, শ্মশানে ভ্রমিছে।
সেটা, পূর্ণ ক্ষেপা, তারে কৃপা করা মোর মিছে
তার কথা বলিব কি আর, মাথা মুণ্ড ছাই!
তৈল বিনে সর্ব্বদা সে, গায়ে মাখে ছাই ॥১৪৯
সেটা মহাপাপ ধরি সাপ,
গলায় পরেছে পৈতে।
তারে, আন্‌লে ডেকে, হাস্‌বে লোকে,
তাই হবে কি সৈতে ? ১৫০
পতি-নিন্দা শুনি সতী জীবনে নৈরাশ।
ঘন ঘন চক্ষে ধারা, সঘনে নিশ্বাস ॥ ১৫১
অহং শক্তি,—ঘুচাইলাম তোমার অহঙ্কার।
ছাগমুণ্ড হবে তুণ্ড, ঘুচায় শক্তি কার ? ১৫২
পিতারে কুপিতা হইয়া অঙ্গ অবসান।
ধরাশয্যা করি তারা, ত্যজিলেন প্রাণ ॥ ১৫৩
কান্দিছে প্রভাতে রাণী, শোকেতে অধরা।
দেখি কন্যা, অচৈতন্যা হইয়া পড়ে ধরা ॥ ১৫৪

* * *

মহামায়ার মৃতকায়দর্শনে নন্দীর উক্তি।

সুরট—কাওয়ালী।

তোমার নন্দী এলো, মা হরঘরণি!
ফিরে চাও মা! বাচাও পরাণী!।
ধূলাতে পতিত কেন, পতিতপাবনী ॥ (ঘ)

* * *

ওমা, ঈশানের ঈশানি! ত্রিতাপনাশিনি!
কি তাপ পেয়েছ মনে ?
দুটী নয়ন তারা, মুদিয়া তারা!
অধরা কেন ধরাসনে ? ১৫৫
ওমা! নিন্দিতচপলা, চারু চাঁদমালা,
বিজয়ী রূপে ত্রৈলোক্য।
ক'রে শিব-অপমান, রাহুর সম্মান,—
করিয়া বসিল দক্ষ ॥ ১৫৬
ওগো, জগৎ-জননী! জনমে না শুনি,
জননীর হেন যাতনা।
থাকি, জননীর গুণে, জয়ী ত্রিভুবনে,
যতন করে জগৎজনা ॥ ১৫৭
যদি ত্যজিলে পরাণী, হরের ঘরণী!
হর-অপমান-শোকে।
তবে, চরণের সঙ্গী, করো মাতঙ্গি!
মাতৃহীন বালকে ॥ ১৫৮

* * *

কৈলাসে যুগল-মিলন।

নন্দী গিয়ে সমাচার জানায় কৈলাসে।
ক্রোধে জন্মে * জরাসুর, হরের নিশ্বাসে ॥১৫৯
জটায় বীরভদ্র জন্মিলেন মহাবীর।
যাহার দন্তেতে কম্প হয় পৃথিবীর ॥ ১৬০
সৈন্যসহ গঙ্গাধর হইয়া কোপাংশ।
সতী-শোকে দক্ষযজ্ঞ করেন গিয়া ধ্বংস ॥ ১৬১
ছাগমুণ্ড কাটি দেন দক্ষরাজার স্কন্ধে।
সতীদেহ মস্তকে করিয়া নিরানন্দে ॥ ১৬২
মনোদুঃখে বনে বনে করেন রোদন।
সতী-অঙ্গ কাটেন হরি দিয়া সুদর্শন ॥ ১৬৩
হিমালয়ে তপস্যা করেন গিরিরাণী।
মেনকার গর্ভে পুন জন্মিলেন ভবানী ॥ ১৬৪
নারদ উদ্‌যোগী হইয়া পুনঃ দেন বিভা।
কৈলাসে হইল হরপার্ব্বতীর শোভা ॥ ১৬৫

* * *

* ক্রোধে জন্মে ইত্যাদি—ক্রুদ্ধ মহাদেবের তপস্যা হইতে জ্বরের উৎপত্তি,—ইহাই পুরাণবাণী।

বেহাগ—যৎ।
কি রূপ বিহরে রে! কৈলাস-শিখরে।
হর-বামে হর-মনোমোহিনী,—
বিচ্ছেদের বিচ্ছেদ হ'লো উভয় শরীরে॥
হর-সোহাগিনী অতি হরিষ অন্তরে।
হেরি হৈমবতী মুখ, হর-দুঃখ হরে;—
সুখে সদানন্দে ভাসে প্রেম-সুধা-সিন্ধুনীরে॥(ত)

ভগবতী ও গঙ্গার কোন্দল সমাপ্ত।

—

শিববিবাহ।

সতী-শোকে শিবের হিমালয়ে যোগ।

শিব গিয়া দক্ষ-দ্বারে, দক্ষসুতা মোক্ষদাবে,
মৃতাঙ্গী করিয়া দরশন।
ক্রোধে যজ্ঞ করি ভঙ্গ, শিবে ল'য়ে সতী-অঙ্গ
শক্তি শোকে শিবের ভ্রমণ॥ ১
সুদর্শনে অনুমতি, করেন কমলাপতি,
মৃতাঙ্গ ছেদন করিবারে।
কাটে অঙ্গ সুদর্শন, শিরে সতী অদর্শন,
হেরিয়া হরের প্রাণ হরে॥ ২
যিনি শিবের শিরে ঐশ্বর্য্য, সে বিচ্ছেদ নহে সহ্য,
শোকে ধৈর্য্য-বিহীন ধূর্জ্জটি।
নিরন্ত নহে অন্তর, নীরযুক্ত নিরন্তর,—
তারার বিহনে তারা দুটী॥ ৩
হারায়ে হেমবর্ণ সতী, ন ভূত ন ভবিষ্যতি,
কি বিচ্ছেদ ভূতপতির উৎপত্তি।
ত্যজিয়ে বৃষবাহন, ধরায় পতিত হন,
পতিতপাবন পশুপতি॥ ৪
ফণিসব নীরব গলে, কোথা সর্ব্বমঙ্গলে!
ব'লে ধারা আঁখিযুগলে গলে।
সঙ্গে কান্দে ভূতঘটা, এলো থেলো শিরে জটা,
শম্ভুর ডম্বুর ভূমিতলে॥ ৫
কপালে শশী মলিন, শশধর শোভাহীন,
শিবের শোভন সেই শিবে।
চক্ষু না থাকিলে পরে, কি শোভা তার কলেবরে?
সরোবর বারিবিনে কি শোভে? ৬
না থাকিলে সৌরভ, পুষ্পের কি গৌরব?
মেঘ বিনে কি সৌদামিনী-প্রভা?
কভু হয় না শোভাকর, পক্ষী বিনে পিঞ্জর?
লক্ষ্মীবিনে কেশবের কি শোভা? ৭
পুত্র না থাকিলে বংশে,
শোভা নাই কোন অংশে?
পণ্ডিত বিনে সভায় শোভা নাই!
নিশির নাশে অহঙ্কার, চন্দ্র বিনে অন্ধকার,
চন্দ্রচূড় চণ্ডী বিনে তাই॥ ৮
থাকতে গৃহ সন্ন্যাস, তার উপরে সর্ব্বনাশ,
সর্ব্বেশ্বরী সঙ্গে নাই সতী।
সহজে পাগল ভাব, তাহে ভবানী অভাব,
সে ভাবের প্রাদুর্ভাব অতি॥ ৯
একে দরিদ্র সহজে দুঃখ, তাহে দেশে দুর্ভিক্ষ,
একে মূর্খ তার উপরে বাঙ্গ।
একে শয়ন মৃত্তিকায়,
দংশে আবার পিপীলিকায়,
এক সাগর, তায় আবার তরঙ্গ॥ ১০
একে অন্ধ নাই দৃষ্টি,
তাহে হারালে হাতের যষ্টি,
একে দস্যু তাতে আবার উগ্র।
একে শনি তায় গত রন্ধ্র,—
একে মনসা তাতে ধুনার গন্ধ,
সদানন্দ শত গুণে ঔদাস্য॥ ১১
নন্দীরে কন কি করি, মদন মদান্তকারী,
বদন ভাসে নয়নের জলে।
এ দেহে আর মিছে যত্ন, হারালেম দুর্লভ রত্ন,
দুর্গতিহারিণি! কোথা গেলে॥ ১২
সর্ব্ব ধর্ম্ম বিনষ্টাতি, ঘুচালে বসতি, সতি!
প্রসূতিনন্দিনি! এ কৈলাসে।
কাঁদে প্রাণ দিবা-শর্ব্বরী, সর্ব্ব সুখ শূন্য করি,
সর্ব্বেশ্বরি! কান্দালে সন্ন্যাসে॥ ১৩
উচাটন কৃত্তিবাস, শবাসনা বিনে বাস,
বাসেতে বাসনা নাহি হয়।
করি অতি অবিলম্ব, যোগপতির যোগারম্ভ,—
কারণ গমন হিমালয়॥ ১৪

যোগেতে চৈতন্যহারা, চৈতন্যরূপিণী তারা,—
রূপ-চিন্তা হৃদয়-কমলে।
মানসে ডাকেন কাল, কাল-হরা হ'লো কাল,
কত কালে করুণা হবে কা'। ॥ ১৫

* * *

সুরট—ঝাঁপতাল।

ভব-তিমির-নাশা! শিবের আশা-পথে
কবে আসিবে।
কবে দুঃখ নাশিবে, শিবে!
শিবে করুণা প্রকাশিবে ॥
অসিতরূপা অসিধারিণি! অসাধারণ-গুণধারিণি
আশু দুঃখনাশিনি! আসি
আশুতোষে কবে তুষিবে।
নীলবরণি! নিস্তার, নীলকণ্ঠে কত আর,—
নিরন্তর নিরানন্দ-নীরে ভাসাইবে;—
হর দুঃখ হর-কারণে, আপদ হর পদপ্রদানে;
কবে দুর্গে! দাশরথির ভব-ভাবনা
বিনাশিবে ॥ (ক)

* * *

মেনকার গর্ভে পার্ব্বতীর জন্মগ্রহণ।

গিরি-ভার্য্যা মেনকার, শূন্য হ'লো অন্ধকার,
পুণ্যের হইল পূর্ণোদয়।
রাণী হৈল গর্ভবতী, ভবকর্ত্রী ভগবতী,
পুণ্যবতীর উদরে উদয় ॥ ১৬
শুনিয়া পর্ব্বতপতি, অন্তরে আনন্দ অতি,
আনন্দে পূরিল পুরখানি।
প্রতিবাসী নারী সব, শুনিয়া করি উৎসব,
অন্তঃপুরে যায় যথা রাণী ॥ ১৭
বলে,আহা ভালবাসি, প্রেমবিলাসী পৌর্ণমাসী,
আসিয়া আশীষ করি বলে!
হউক মা! কোলে হউক তোর,
মৈনাকের শোক-*পাসর,
হলো সূত্র—পাবে পুত্র কোলে ॥ ১৮
ক্রমে দশ মাস গত, প্রসবের কালাগত,
রাণী বসি সূতিকা-মন্দিরে!
কালপ্রাপ্ত কালে তারা, জন্মিলেন জন্মহরা,
জয়ধ্বনি দেবগণ করে ॥ ১৯
ভূমিষ্ঠা হন জগদ্ধাত্রী, চরণ ধরিয়া ধাত্রী,
বলে, মা গো! কন্যা হ'লেন ইনি।
কর্ণে শুনি কন্যারব, ঘুচিল যত গৌরব,
নীরব হইল গিরি-রাণী ॥ ২০
মৃতকল্পা মনোদুখে, বিমুখী হইয়া থাকে,
শ্রীমুখ না দেখে নন্দিনীর।
মনেতে করে মন্ত্রণা, ভুগি মিছে যন্ত্রণা,
শোকে চক্ষু রাণীর স-নীর ॥ ২১
ছি ছি কি কপাল পোড়া!
মিথ্যা খেলেম ভাজা-পোড়া!
হইল সকলি মোর বৃথা।
মিথ্যা লোকে দিলে সাধ,হরিষে হ'লো বিষাদ,
সাধে বাদ সাধিলি রে বিধাতা! ॥২২
একি মোর হ'লো শাল*! নাপিত পাইত শাল,
তাপিত হইল কথা শুনে।
স্বর্ণ-ঘড়ায় তৈল পুরে, বিলাইতাম গিরিপুরে,
পেতো মুদ্রা ক্ষুদ্র কত জনে। ২৩
সুসন্তান শুনে গিরি, করত কত বাবুগিরি,
কিছু সাধ ঘটুলো না রে ঘটে!
সকল আশায় দিয়ে কালি,
কোথাকার এ পোড়া কপালি!
মরতে এসেছিস্ মোর পেটে! ২৪
না করে কোলে অম্বিকায়,
পড়ে রন মা মৃত্তিকায়,
নারীগণ শুনিল পরস্পরে।
সকলে হৈয়ে একযোগ,গিয়ে করছে অনুযোগ,
মন্দিরের দ্বারের বাহিরে ॥ ২৫
... ব'লে কি অনাদরে,
ফেলছিস্,—ধ'রে উদরে?
তুইত মায়ের মেয়ে বটিস্ কিনা!
চমকে মরি চমৎকার,মর! মাগীর কি অহঙ্কার!
দেখি নাইতো করে এত কারখানা! ২৬
পুত্র কিম্বা কন্যা ঘটে, বেদনাতো সমান বটে!
তাতে অন্ত নাই,—মা ব'লে ডাকে!

* মৈনাকের শোক—ইন্দ্র কর্ত্তৃক পক্ষচ্ছেদের ভয়ে মেনকাপুত্র মৈনাক সমুদ্রগর্ভে আশ্রয় লইয়াছিলেন।

* শাল বা স্নাল—প্রাচীর, বাধা।

মেয়ে হ'লে কি হ'লো না ছেলে ?
পেটের ফল কি হাটে মিলে ?
গাছ-তলে না পথে প'ড়ে থাকে ? ২৭
কুলায় কেলেছ করি ধাচা,
ষাটি ষাটি ! ষেটের বাছা !
এমন পোড়া পোয়াতির মুখে ছাই।
কহিছে রমণী সর্ব্বে, কেমন মেয়ে হ'লো গর্ভে,
দেখি একবার দেখা দেখিলো দাই !!২৮
তার মুক্ত করে ধাত্রী, কালিকা বালিকা মূর্ত্তি,
নয়নে নিরখে নারীগণ।
দেখে তরুণী হেম-বরণী, তরুণ অরুণ জিনি,
চরণ দুখানি সুশোভন ॥ ২৯
চক্ষে হেরি তারাকারা, তারায় মিশিল তারা,
ফিরাতে না পারে তারা,
ত্বরায় তারা তারার মাকে বলে।
পেতেছো কি পুণ্য-ফাঁদ, পুণ্য-ফলে পূর্ণচাঁদ,
ধরা তোর পড়েছে ধরাতলে ॥ ৩০

* * *

খট্-ভৈরবী—একতালা।

এ নয় নন্দিনী, জগৎবন্দিনী,
রাণি !—কন্তে-গুণে হলে ধন্তে।
তব পতি ধরাধর,
ধরাতে কি ভাগ্যধর গো !—রাণী ! ধর গো,—
শশধরমুখী গর্ভে ধর কি পুণ্যে !
নয়নে হের গো নগেন্দ্রমহিষি !
চরণাম্বুজ-নখরেতে শশী,
ত্রিলোচনী ত্রিলোকেশী,—ইনি
ত্রিলোচনের মহিষী, ত্রিলোক-মান্তে।
ধন্ত জনম তোমার গো রাণি !
জঠরে জনম জনমহারিণী,
জগতজননী কহিবে জননী,
হেন পুণ্যবতী ভবে কে অন্তে ! (খ)

* * *

গিরিকন্যা দেখিতে দেবগণের আগমন।

শুনে,রমণী-বচন, অমনি লোচন,
ফিরাইল গিরিজায়া।
হেরি, তনয়া-বদন, করেন রোদন,
প্রেমে পুলকিত কায়া ॥ ৩১
ভূধর-ঘরণী, অধরের ধ্বনি,—
কি কপাল মন্দ বলে !
ক'রে, কোলে ঈশানী, ভাসে পাষাণী,
সুখ-জলধিজলে ॥ ৩২
যত দেবগণ, সুখেতে মগন,
নিরখিতে জননীরে।
সবে স্ববাহন, করি আরোহণ,
চলিলেন গিরিপুরে ॥ ৩৩
ত্যজিয়া ভবন, ইন্দ্র পবন,
যায় করি জয়ধ্বনি !
সূর্য্য শশধর, যথায় ভূধর,—
ঘরেতে হরঘরণী ॥ ৩৪
চলিল কুবের, হেরিতে শিবের—
শিরোমণি ভবানীরে।
গোলোক-প্রধান, করুণানিধান,
হরি যান হেরিবারে ॥ ৩৫
অজায় আসন, করি হুতাশন,
অচল-আলয়ে চলে।
চলিল শমন, শমন-দমন,—
কারিণী তারিণী ব'লে ॥ ৩৬
ঋষিগণ সব, করিয়া উৎসব,
চলিলেন দরশনে।
সনকাদি আয়, দেখতে সুখদায়,
শুকাদি সুখ-মনে ॥ ৩৭
চলেন নারদ, নারায়ণ-পদ,—
ভাবি ভবানী নিকটে।
হরষিত মন, মহা-তপোধন,
চলে হিমালয়-বাটে ॥ ৩৮
ঢেঁকীতে বাহন, অবগাহন,—
করি মন্দাকিনীজলে।
করে করমাল, অঙ্গেতে গোপাল,—
নামাঙ্কিত স্থলে স্থলে ॥ ৩৯
যোগেতে পাগল, সদাই মঙ্গল,
শিরে পিঙ্গল জটা।
যান, মজিয়ে গানে, বাজায়ে বীণে,
সাজিয়ে পদের ছটা ॥ ৪০
বলে, তার গো তোমার, তাপিত-কুমার,
প্রতি নিদয়া হ'য়ে থেকো না।

হের কুমারে, যমাধিকারের,
সীমাধিকারে রেখ না॥ ৪১
শ্যামা গো মা মোর! যম কি পামর,
সম্ভবে এই ভবে!
হে ভবদারা! মা! তব দ্বারা,
পতিত কি পার পাবে? ৪২
পাতকীর কুল, হইলে আকুল,
কুল দেওয়া রীতি জান।
ছেড়ে প্রতিকূল, মোর প্রতি কূল,
দেহ গো কূলদায়িনি॥ ৪৩
ডাকি প্রতি দিন, মোর প্রতি দিন,—
দিতে মা! কেন কাতরা?
ওমা অভয়ে! রাখ অভয়ে, *
ভয়ে মরি ভয়হরা! ৪৪
সঁপিলে কৃপায়, সুত পার পায়,
অনুপায় পথে আমি।
দোষ পায় পায়, তব রাঙ্গা পায়,—
উমা গো! উপায় তুমি॥ ৪৫
জননী-জঠর, যাতায়াত ঘোর,
যাতনা দিও না শিবে!
যত করি মানা, যতনে যাতনা,
ভকতি আমারে দিবে॥ ৪৬
ওমা! অসিতে! ভবে আসিতে,
দিও না এ দীন জনে।
সন্তানের পাক, হয় পরিপাক,
হেরিলে কৃপা-নয়নে॥ ৪৭

* * *

টৌরী—কাওয়ালী।

কৃপা,—কাতরে বিতর হরবন্দিনি!
তারা গো মা! বিন্ধ্যাচল-বিহারিণি!
হে বিমলা! মা! বিবিধ-বিবন্ধ বারিণি।
দেহি, নন্দনে আনন্দ গো নন্দনন্দিনি।
ধন্য ধন্য চরণ-সরোজ তোমার,
ত্যজে অন্য অগণ্য ধন অন্বেষণ
করি মা! দিবস-রজনী;—
দাশরথি-মতি, পাপপঙ্কে পতিত,—
পদপঙ্কজপ্রদ গো জননি!—হর সঙ্কট,—
শঙ্কর হৃদিপুরবাসিনি! (গ)

* * *

গিরিপুরে আনন্দ।

হেথায় নগেন্দ্র-পুরে যোগেন্দ্রমোহিনী!
দিনে দিনে বৃদ্ধি হন দীনের জননী॥ ৪৮
গিরীন্দ্রগৃহিণী সঙ্গে গৃহেতে থাকয়ে।
বাড়িয়ে হন পক্ষ দিনে পঞ্চানন-প্রিয়ে॥ ৪৯
দ্বিজগণ আসি করে আশীষ প্রদান।
কল্যাণীর কল্যাণে করেন গিরি দান॥ ৫০
নৃত্যগীত সুখে বাদ্য করে বাদ্যকরে।
'গিরি ধন্য' ভিন্ন অন্য শব্দ নাই পুরে॥ ৫১
স্নান করি স্বর্ণ্যপক্ষ জাহ্নবীর জলে।
জননী বসিয়া আছেন জননীর কোলে॥ ৫২
মায়া করি মায়ের কোলেতে মহামায়া।
মায়ার মায়াতে বদ্ধ হন গিরিজায়া॥ ৫৩
পূর্ণরূপা পেয়ে পূর্ণ জন্মিল পুলক।
পাষাণ-প্রেয়সী পাশরিল পুত্রশোক॥ ৫৪
লক্ষ-সুত লাভ হেন রাণীর অন্তরে!
স্তন দেন রাখি বক্ষোপরে মোক্ষদারে॥ ৫৫
গিরি-রাণী হরিদ্রা লইয়া হস্তে ক'রে।
হরিষে মাখান হরিভক্তিদায়িনীরে॥ ৫৬
তারার তারায় দিয়া কজ্জল-ভূষণ।
তারা প্রতি করে দৃষ্টিতারা সমর্পণ॥ ৫৭
ফিরাইতে নারে আঁখি, অনিমিষে রহে।
নিরখি নিরখি নীর নিরবধি বহে॥ ৫৮

* * *

গিরিপুরে নারদের আগমন।

গিরিপুরে বহেন কাল হরের রমণী।
আগমন করেন নারদ মহামুনি॥ ৫৯
পরম বৈষ্ণবীর তুষ্টিজনন কারণে।
বাঁধিলেন বীণাযন্ত্র বিষ্ণুগুণগানে॥ ৬০
হ'য়ে মত্ত, পরমার্থ-তত্ত্ব, শিক্ষা দেন মানসে।
মন ভ্রান্ত! দিন্ ত অন্ত,
ক্ষান্ত হও রে কলুষে॥ ৬১

* রাখ অভয়ে!—আমাকে অভয় দিয়া অর্থাৎ নির্ভয় করিয়া রক্ষা কর।

বলবন্ত,সে কৃতান্ত করিব শান্ত কিরূপে আমি।
রাধাকান্ত, চরণপ্রান্ত,
ধরিয়া ধ্যান্ ত, কর না তুমি ॥৬২
জোর ধ্যান্ ত, দেখে একান্ত,
কাঁপিছে প্রাণ্ ত, শমন ভয়ে।
জ্ঞানবন্ত, বলে যে মন্ত্র,
শুন না অন্তরে মন দিয়ে ॥ ৬৩
ভাব চিত্তে, কেন কুবৃত্তে,
এ দেহ মিথ্যার কুপাত্র।
হবে জীর্ণ, ছিন্ন ভিন্ন, চিহ্ন রবে না মাত্র ॥৬৪
কর ব্যর্থ, অর্থতত্ত্ব, নিত্য মত্ত শক্রমতে।
শুকদত্ত; যে পদার্থ, না কর তত্ত্ব মত্ততাতে ॥৬৫
কে করে রক্ষে, যম বিপক্ষে,
বসিয়ে বক্ষে, ধরিবে কেশে।
সে কমলাক্ষ, সহিত সখ্য,
থাকিলে মোক্ষ, পাইবে শেষে ॥ ৬৬
পাপ পূর্ণ,হইবে চূর্ণ, ভাবিলে পূর্ণরূপে মাধবে।
জ্ঞানশূন্য, সে পদ ভিন্ন,
গতি কি অন্য আছয়ে ভবে ? ৫৭
ভবে পুণ্য, ধন্য ধন্য, সে ধনে দৈন্য,
হলি আসিয়ে।
শুক মান্য, জন্ম ক্ষুণ্ণ, গণ্য হলিনে তল্লাগিয়ে ॥
এই রূপে বদনে উক্তি বীণায় কৃষ্ণ-ধ্বনি।
প্রকাশিয়ে ভক্তিমান্ ভক্ত-শিরোমণি ॥ ৬৯
আশ্রয় করিয়া হরি-গুণাশ্রয় গীত।
নিরাশ্রয়-জননী নিকটে উপনীত ॥ ৭০
প্রণমেন পরম ঋষি পড়ি ধরাতলে।
পর্ব্বতনন্দিনী-পদপঙ্কজযুগলে ॥ ৭১
মানসে কহেন ঋষি ভবানীর প্রতি।
শিবে! কি স্মর না মনে শিবের দুর্গতি ॥ ৭২
ভব-ক্লেশ সহ্য নহে, ওগো ভবরাণি।
ভবেরে প্রসন্না হও, ভব-নিস্তারিণি। ৭৩
ওমা! গিরিনন্দিনি! গিরিশ তোমা ভিন্ন!
শোকেতে কৈলাস গিরি করেছেন শূন্য ॥ ৭৪
দীনময়ি! দিবে দিন কত দিনে দীনে।
জুড়াইব যুগল আঁখি যুগল-দরশনে ॥ ৭৫

* * *

পরজ-বাহার—একতালা।

মা! কবে মজ্‌বে ভবের ভাবে।
বল্ গো শিবানি! শিবে!
কবে গো ভবানি মা!
মোর ভবের ভাবনা যাবে ॥
শুন গো মা দীন-তারা!
শিবের দর্শন বিনে তারা!
তারা ব'য়ে তারা-ধারা, শিবের সারা দিবে।
চল মা! শিবের ধামে,
দুখ আর কত দিবে,—উমে!
না বসিয়ে শিবের বামে,
শিবে বাম হ'য়ে রবে ॥ (ঘ)

* * *

গিরিরাজের দানোৎসব।

গত হ'লো পঞ্চ দিবা, পঞ্চদুঃহারিণী শিবা,—
বঞ্চেন পর্ব্বত-পত্নীকোলে।
বিরিঞ্চি আদি কেশব, ক্রমে আগমন সব,
হরিষে চলেন হিমাচলে ॥ ৭৬
জ্ঞানাত্মা গৌতম গর্গ, আসিছেন ঋষিবর্গ,
গিরি-পুরে যথায় গিরিজা।
যথাযোগ্য সম্ভাষণ, আসুন ব'লে আসন—
প্রদান করেন গিরি-রাজা ॥ ৭৭
হ'য়ে কল্পতরুবর, দান করিছেন গিরিবর,
কিবা শূদ্র বৈশ্য দ্বিজবরে।
দিচ্ছেন যার বাঞ্ছা যা'য়, তুষ্ট হয়ে সবে যায়,
আশীর্ব্বাদ করি গিরিবরে ॥ ৭৮
এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ, করিলেন আগমন,
আশীর্ব্বাদ করেন তুলে হাত।
যাত্রা ছিল কি কুক্ষণে, দশের মত দক্ষিণে,
তার পক্ষে হ'লো না দৈবাৎ ॥ ৭৯
অসন্তুষ্ট হ'য়ে মন, ব্রাহ্মণ করেন গমন,
আর এক বিপ্র-সহ দেখা পথে!
দানের দুঃখের কথা, মানের অতি খর্ব্বতা,
তার কাছে কহে খেদমতে ॥ ৮০

বলিব কি হে ভট্টাচার্য্য !
দেশের বিচার কিমাশ্চর্য্য !
ভার্য্যার কথায় রাজ্য এলেম হেটে *।
পরিশ্রম হ'লো পণ্ড, পাষাণ বেটা কি পাষণ্ড !
দুঃখে মোর বক্ষ যায় ফেটে ॥ ৮১
ঠুঁটোর মতন মুঠো করে,
দুটী মুদ্রা দিলেন মোরে,
ভাবলাম,—দুটো কথা ব'লে যাই।
ছিল, দুই দুরন্ত দ্বারী দ্বারে,
দুটো স্কন্ধে হাত দে ধ'রে,
দুটো দুয়ারের বা'র করেছে ভাই ! ৮২
ধিক্ ধিক্ মোর ধনের পিছে, †
ওর কাছে আর কাঁদিব মিছে,
দয়া কোথা হে পাষাণ-কলেবরে !
ডুবালে সমুদ্র-জলে, পাষাণ কি কখন গলে ?
চক্ষের জলে আমি কি ভিজাব তারে ?৮৩
দান ক'রেছে দুই এক দিন,
দস্যুর দয়া দৈবাধীন,
দৈবে যেমন শুভ হয় শনি।
হেমন্ত শ্রীমন্ত বটে, দানশক্তি ওর কি ঘটে ?
পাষাণ কঠিন-শিরোমণি ॥ ৮৪
বুঝিতে না পারি মর্ম্মে, কৃপণদিগে কি কর্ম্মে,
সৃষ্টি করেন কৃষ্ণ মহীতলে !
কোটি মুদ্রা পুরে ঘরে,কি দম্ভে বা কোট করে
এক পয়সা দিবার কথা হ'লে ॥ ৮৫
যত কাল কাটিয়ে বসে,
ভাটিয়ে বয়েস আঁটিয়ে এসে,
তত কি আঁটি বাড়ে টাকা টাকা।
খরচের বেলায় শূন্য দিয়ে,
জমার দিকে আঁক জমায় গিয়ে,
এদিকে যে জমায় শূন্য,‡ তার করে না লেখা ॥

যদি, তহবিলে না মিলে এক ক্রান্তি,
পহেলা নাগাদ সংক্রান্তি,
ঠাহুরে ঠিক দিয়া ঠিক করে।
নিজ পরিবারের পক্ষে, খরচ কেবল পিত্তরক্ষে,
কেবল প্রবৃত্তি উদরবৃত্তির তরে ॥ ৮৭
খরচ না হইলেই হাসেন মুচ্‌কি,
ভালবাসেন নিম্-ছেচকী,
পৌষ মাসে নিমের করেন সীমে।
মুগ রেঁধেছে শুন্‌লে ঘরে,
মাগীদিগে মুগুর মারে,
লাগে যুদ্ধ যেন কীচক-ভীমে ॥ ৮৮
অতিথি পুরুত এলে, কুটুম্ব সকলের কপালে,
অম্বু বিনে আশা নাই এক বটে *।
এসেন যদি সম্বন্ধি, বড় পিরীতের দায়ে বন্দী,
এক আধ বেলা তাঁরি যদি ঘটে ॥ ৮৯
লোকাচার পিতৃশ্রাদ্ধ, তাহে হদ্দ বরাদ্দ,
চৌদ্দ পোয়া আউসের চিড়ে মোট।
একটা কলা তিন খণ্ড, দুটো করে মুট-খণ্ড,
ফুটো মালায় দিয়ে বলে ওঠ ॥ ৯০
যে করেছিল নিমন্ত্রণ, তার উপরে রাগাপন্ন,
হৈয়ে বলে মাণ্‌কে ! গেলি রে কোথা ?
কিসের বা আমার আয়োজন ?
ছেলে ছোকরা বারো জন,
তোর সঙ্গে নিমন্ত্রণের কথা ॥ ৯১
এই গুলোকে ছেলে ধর,
বাঁশ চেয়ে যে কঞ্চি দড়,
ক্ষুদ্র রাক্ষস হায় হায় হায় রে !
কোন্ কালে পেতেছে পাত,
আরে ম'লো কি উৎপাত !
পরের পেলে কি এমনি করে খায় রে !৯২
নানা কথায় তুলে বিরাগ, দ্বিজ যায় করে রাগ,
অনুরাগ-নষ্ট,—গিরি শুনে।
আজ্ঞা দেন অনুচরে,দ্রুত যাও কে আছে রে !
ডেকে আন দুঃখিত ব্রাহ্মণে ॥ ৯৩
দরিদ্র ব্রাহ্মণ-গোচর, দ্রুতগতি গিয়া চর,
চঞ্চল হইয়া কথা বলে।

* রাজ্য এলেম হেঁটে—(বহুদূরত্ব বাঞ্জক)—বহু পথ চলিয়া আসিলাম।

† পিছে—এখানে ধনের পশ্চাৎ আশা-ভরসা ইত্যাদি।

‡ জমায় শূন্য—অর্থাৎ পুণ্য খাতায়।

* এক বটে—অত্যল্প পরিমাণ বাঞ্জক।

অচল ঘুচাবার তরে, অচল ডাকে তোমারে,
চল দ্বিজ! চল হে অচলে ॥ ৯৪
গিরিরাজার কিঙ্কর, মূর্ত্তি ঘোর ভয়ঙ্কর,
দেখিয়া কম্পিত দ্বিজ বৃদ্ধ।
বলে, হায় হায় বৃদ্ধ বয়সে,
মাগীর কথায় মাগিতে এসে,
অপমৃত্যু হৈল বুঝি অদ্য ॥ ৯৫
চরের ধরিয়া কর, বলে ভাই! রক্ষা কর,
ভিক্ষা দাও প্রাণটা আমার তুমি।
এই ভট্টাচার্য্য জানেন ভাই!
আমি তাতো বলি নাই,
তামাসা নাকি তাঁকে বলিব আমি? ৯৬
ছাড় ভাই! কেন বধ্যে, জলন্ত আগুন মধ্যে,
ফেলাও ধরিয়ে ক্ষুদ্র মাছি।
ব্রাহ্মণে প্রসন্ন হবে, দোহাই ব্রহ্মণ্য-দেবে।
তাহাই করিবে যাতে বাঁচি ॥ ৯৭
তুমি হইও না প্রতিবাদী, দুটি টাকা আশীর্ব্বাদী,
দিলাম আমি,—এই লও বাবাজী!
বুঝি রেগেছে পর্ব্বত বুড়ো,
চেপে পড়িলেই হব গুঁড়ো,
ব্রহ্মহত্যা করুতে হৈও না রাজি ॥ ৯৮
তখন অভয় দিয়ে কিঙ্কর, দ্বিজের ধরিয়া কর,
শৈলরাজসভায় সঁপিল।
অভিমান করি দূর, আনিয়ে অর্থ প্রচুর,
গিরিবর,—দ্বিজবরে দিল ॥ ৯৯
অন্তঃপুর মধ্যে রাণী, কোলে ক'রে কালরাণী,
কাল হরিছেন কুতুহলে।
দেবীরে করি দরশন, নিজ নিজ নিকেতন,
দ্বিজগণ যাবেন হেনকালে ॥ ১০০
গিরি-রাণী তুলে গাত্র, করে করি স্বর্ণপাত্র,
কন্যার মঙ্গল অভিলাষে।
ভাবে গদগদ তনু, চাহেন চরণ-রেণু,
যতেক ব্রাহ্মণগণ পাশে ॥ ১০১
তোমরা ভূদেব দ্বিজবর!
দাসীর বাঞ্ছা এই বর,—
কন্যাটী কল্যাণে যেন রন।
ধূলাতে সবে দেহ পদ, না হয় যেন আপদ,
সাধনের ধনে,—তপোধন ॥ ১০২
নারদ কন হাস্যমুখে, মেনকা-রাণীর সম্মুখে,
তনয়া চেন না তুমি তবে।
তুমি কি পদধূলি মাগ,
মাগিতে এসেছি মা গো!
তোর তনয়ার পদরেণু আমরা সবে ॥ ১০৩

* * *

আলিয়া—একতালা।

রাণি গো! এই তব যে কন্যে।
দিবে পদরজ কোন্ সামান্যে?
গঙ্গাধর হৃদে ধরে পদে,
তব তনয়ার পদরেণুর জন্যে ॥
তব কোলে হেমবরণী তরুণী,
ও'র পদ ভব-জলধি-তরণী,
করেছেন হর-ঘরণী, ধরণী-জায়া গো!
তোমারে ধন্যে।
তমোগুণে হর পদরজে মজে,
সত্ত্বগুণে হরি মত্ত পদাম্বুজে,
বাঞ্ছা করেন বিধি রজোগুণে রজে,
রজনী দিবস ধরি কি জন্যে! (ঙ)

* * *

উমার অন্নপ্রাশন।

জননীর কোলে বাস, ক্রমে প্রাপ্ত সপ্ত মাস,
শুভ দিন দেখিয়ে তখন।
পুলকে রাণী পরিপূর্ণা, করিছেন অন্নপূর্ণা-(র)
অন্নপ্রাশনের আয়োজন ॥ ১০৪
গিরি করি অতি দৈন্য, জগৎ-আগমন জন্য,
যত্নপূর্ব্বক পত্র দিল।
পেয়ে পত্র পত্রপাঠ, পর্ব্বত পাথর পাট,
সর্ব্বত্র নিবাসী সর্ব্বে এলো ॥ ১০৫
প্রচুর সামগ্রী পুরি, পূর্ণ করিলেন পুরী,
সুরপ্রিয় সুরস খাদ্য সর্ব্ব।
যার প্রতি যে দ্রব্যের ভার,
বহিতেছে ভারে ভার,
না ধরে ভূধর-ঘরে দ্রব্য ॥ ১০৬
পর্ব্বত-পুরবাসিনী, রমণী সঙ্গে পাষাণী,
রন্ধন করেন মন-সুখে।

গিরি হ'য়ে পবিত্র-দেহ, লহ লহ দেহ দেহ,
বাণী ভিন্ন অন্য নাই মুখে। ১০৭
খায় ল'য়ে যায় নিকেতনে,যত চায় দেয় যতনে,
সবে বলে, গিরি ধন্য ধন্য।
দধি দুগ্ধ ক্ষীর সর, যেন সাগর-সোসর,
বায়সে না খায় পায়সান্ন। ১০৮
বিশ্বনিন্দুক এক জন, গিরিপুরে করি ভোজন,
বিরাশী সিক্কার ওজন মতে।
এক মোট বস্ত্রে বাঁধিয়ে, ভৃত্যের মস্তকে দিয়ে
ব্যস্ত হ'য়ে গমন হয় পথে। ১০৯
তারে দেখি যত্ন ক'রে,এক জন জিজ্ঞাসা করে,
ভোজনের কেমন পরিপাট্য ?
শুনলেম, ভোজনের ভারি যশ,
দ্রব্য নাকি নানা রস,
বস্ত্র নাকি দান কচ্ছেন পট্ট ? ১১০
বিশ্বনিন্দুক হেসে কয়, তুমিও যেমন মহাশয়!
তারি কর্ম্মে তারিপ,—ও মোর দশা!
সংসারটা ভারি আঁট,মহাপ্রেত সে গিরি বেটা!
মিনসে হতে মাগী দ্বিগুণ কসা। ১১১
করেছে একটা কর্ম্ম সাড়া,
বামুনে দেন সোণার ঘড়া,
লাক দুই তিন সেই বা কটা টাকা ?
আঠার পোয়া ক'রে ওজন গড়ে,
তাতে ক-সের বা জল ধরে!
সুপড়ো সোণা—তাই বা কোন্ পাকা!
বাহিরে চটক—খরচ হাল্কি,
ভোজেও বেটার ভোজের ভেল্কি,
যে খেয়েছে সেই পেয়েছে টের!
পাকী* হন বড় মান্য, পাক করেছেন পরমান্ন,
আদ পোয়া চাল দুগ্ধ যোল সের ॥১১৩
কলার করেছেন পাকা,
কলাগুলা তার আদ্ পাকা,
একটা নাই মর্ত্তমান, সব গুলো কুলবুত।†

তিন পোয়া বেড় করেছে লুচি,
না করিলে ত্রিশ কুচি,
আহার করিতে নাই ঘৃত। ১১৪
সন্দেশ-গুলো সব মিছরি-পাকে,
তাতে কখন মিষ্টি থাকে?
দ'লো না দিলে, দ'লো হ'য়ে যায়।
চিনিগুলো সব ফুট-সাদা,
খড়ি মিশান বুঝি আধা,
এত করসা চিনি কোথায় পায় ? ১১৫
মোণ্ডাগুলো সব ফাটা ফাটা,
ক্ষীরগুলো সব আটা-আটা,
পিবকিচ বাধায় ক্ষীর খেতে।
সকল দ্রব্যই ফাঁকিতে কেনা,
ধেনো গরুর দুধের ছানা,
বড় দুঃখ পেয়েছি পাত পেতে। ১১৬
দেখিলাম বেটার সকলি ফক্কি,
বামুন বড় ষাটি লক্ষি,
ইহার বাড়া হয় যদি কাণ কাটি।
সকল বিষয়ে ন্যূনকল্প, কেবল পাহাড়ে গল্প,
মেটে জাঁকে ফেটে যাচ্ছে মাটি। ১১৭
এইরূপ গিরি রাজায়, নিন্দা করি দ্বিজ যায়,
গিরি ধন্য বলিছে অন্য লোকে।
দশে পৌরুষ করে যাকে,
একজন নিন্দিলে তাকে,
সে নিন্দে ঢাকের গোলে ঢাকে। ১১৮

* * *

মদন-ভস্ম।

শ্রবণ করহ শেষ, সপ্তবর্ষ বয়েস,
প্রাপ্ত যখন হলেন পার্ব্বতী।
ভাঙ্গিয়া শিবের যোগ, বিবাহের উদ্যোগ,
করিতে ভাবেন প্রজাপতি। ১১৯
যোগে আছেন যোগেশ্বর, হানি শর পঞ্চশর,
সচেতন করেন ত্র্যম্বকে।
চাহেন পঞ্চবদন, উমায় ভস্ম মদন,
রতি কত কাঁদে পতি-শোকে। ১২০
দেবগণ মহানন্দ, সম্বন্ধ করিতে বন্ধ,
নারদে পাঠান গিরি-স্থানে।

---

* পাকী—পাচক।
† কুলবুত—সামান্য ছোট রম্ভা, কলা-কান্দির শেষ ভাগে জন্মে।

চলিল ব্রহ্মার পুত্র, করিবারে লগ্ন-পত্র,
ম 'য়ে হরি-গুণগানে ॥ ১২১

* * *

টৌড়ী—কাওয়ালী।

দয়াময়! দীন-দুঃখ হর।
হে দীননাথ! দীনোহং ॥
দুর্জ্জয় দুর্ম্মদ দনুজদল-দমন,—
দিনকর-সুত শুভাগত,—দয়া দীনে কর ॥
দেব! দমশন দেহ, হ'লো মম জীর্ণ দেহ,
নাহি মম ভক্তি-সমাদর ॥
দ্বেষাদ্বেষ-দোষ আদি
দ্রোহিকর্ম্মে হয়েছি বড় দৃঢ়।
সদা দুস্পথে ভ্রমি, করি দুষ্করণই।
কর ভব দুস্পার পার,
মম দুষ্কর দায় জানি বড়,—
দুঃখদাবানলে দহে দিবস রজনী,
দ্বিজ দাশরথির দুরদৃষ্ট নিবারো,
দাস-দুর্গতি কর দূর ॥ (চ)

* * *

আগমন তপোধন, গিরি ক'রে সম্বোধন,
কহেন,—সাধন পূর্ণ অদ্য।
পাষাণ অতি প্রেমানন্দে, প্রণাম করিয়া পদে,
আসনে বসান দিয়ে পাদ্য ॥ ১২২
করি ইষ্ট আলাপন, বিবাহের উত্থাপন,
করেন মুনি ভূধরের কাছে।
বিবাহ দিতে তনয়ার,কাল-বিলম্ব-কেন আর?
পবিত্র এক পাত্র স্থির আছে ॥ ১২৩
সর্ব্বগুণে গুণধর, নামটী তাঁর গঙ্গাধর,
লম্বোদর সুন্দর শরীর।
সর্ব্বশাস্ত্রে মহাজ্ঞানী, বিদ্যার ভূষণ তিনি,
ভবিতব্য যা থাকে বিধির ॥ ১২৪
আছে অতুল ঐশ্বর্য্য,
অহং নাস্তি—* ইতি ধৈর্য্য,
বড়মানুষী কিছু মাত্র নাই।
তাঁর সঙ্গে ক'রে ভাব, কত জনার প্রাদুর্ভাব,
সংসারে হয়েছে দেখ্‌তে পাই ॥ ১২৫

* অহং নাস্তি—অহঙ্কার শূন্য।

কোন অংশে নাহি দোষ,
পুরুষ তো নন আশুতোষ,
অনায়াসে দেন আত্মকুল্য।
মান্তমান্ বিদ্যমান, অপ্রমাণ * আছে মান,
কিন্তু মান-অপমান তুল্য ॥ ১২৬
তব কন্যা যোগ্য তাঁর,তিনি যোগ্য জামাতার,
শুনিয়া কহেন হিমগিরি।
যোত্র-চিন্তা মোর ত নাই!
প্রিয় পাত্র মাত্র চাই,
তবেই ক্ষণমাত্র পত্র করি ॥ ১২৭
অর্থ আলয় ভূষণ, অন্য কি কল অন্বেষণ?
কন্যা জন্যে দিতে ভয় মনে।
কে খাবে আমার অতুল ধন?
সবে ধন উমাধন,
উত্তরাধিকারিণী এই ধনে ॥ ১২৮
আমাদের কুল-ধর্ম্ম, কর্‌তে চাই কুল-কর্ম্ম,
দুষ্কুলে দুষ্কর্ম্ম না হয় মাত্র।
নারদ কন ভারতী, তাতে তিনি মহারথী,
নবগুণধর † গঙ্গাধর পাত্র ॥ ১২৯

* * *

খাম্বাজ—যৎ।

শঙ্কর কুলীনের পতি এমনি কুলীন এ অখিলে
হয় যে কুলবিহীন,—
তার ভব ‡ কুল দেন ভবের কূলে ॥
আছে তাঁর কুলে কালী, ¶
তিনি, তাতেই মান্য চিরকালই,
কুলে না থাকিলে কালী,
গৌরব নাই সে মহাকালে।
হারিয়ে সে কুলদায়িনী,
কুল-ভ্রান্ত ছিলেন তিনি,
এখন তাঁরি কুলকুণ্ডলিনী,
জন্ম নিলেন পাষাণ-কুলে ॥ (ছ)

* * *

* অপ্রমাণ—অতি প্রচুর পরিমাণ।

† নবগুণধর—কুলীনের নয়টী গুণযুক্ত অথবা নূতন গুণ-সম্পন্ন।

‡ ভব—মহাদেব।

¶ কালী—জগদম্বা।

উমার সম্বন্ধ-রব, শুনিয়া রমণী সব,
অমনি মুনির কাছে এসে।
বলে, কে তুমি হে বক-ঠাকুর!
তুলিছ বিয়ের অঙ্কুর,
বরটী কেমন, রূপে গুণে বয়সে? ১৩০
পায়ে পড়েছে পক্ক দাড়ি,
ঘটক! তোমার ত চটক ভারি,
আই মা! যৌতক করেছ ঢেঁকি।
রাণী তো দিবে না বিয়ে,
এই বেশে অন্দরে গিয়ে,
তুমি, মেয়ের মাঝে মেয়ে দেখবে নাকি? ১৩১
নারদ বলে, এসো, এসো,
হাস্‌ছো ভাল, হাসো হাসো!
হাসতে হয় বয়স-দোষের হাসি!
রাজার মত হয় রাণী বটে,
ঘটে ভালই—যদি না ঘটে,
ঝগড়া ঘটে—তাইতো ভালবাসি॥ ১৩২
মাতুলের শুভ কর্ম্ম, গৌণ করা নহে ধর্ম্ম,
কৈলাসে যাইব আমি সদ্য।
কাজ কি এখন খুচরা গোল,
তোমাদের সঙ্গে গণ্ডগোল,
অনেক আছে—বাকী থাকুক অদ্য॥১৩৩
অন্তঃপুরে গিরি যায়, কন্যারে আনি তথায়,
নারদেরে করান দরশন।
দর্শনের অগোচরা, দর্শন করিয়া তারা,
প্রণমিয়া মুনির গমন॥ ১৩৪
উপনীত তপোধন, যথায় পঞ্চবদন,
মদন নিধন করি বসি।
দুর্গতি-দূরীকরণে, দুর্গাপতির শ্রীচরণে,
প্রণাম করেন দেবঋষি॥ ১৩৫
সঙ্কোচ হ'য়ে শঙ্করে, কহেন মুনি যুগ্মকরে,
কি কর মাতুল! বসি কর্ম্ম।
ভব ধন সে লয়কারিণী, যমালয়-গমনবারিণী,
হিমালয়ে লয়েছেন শুভজন্ম॥ ১৩৬
গিয়াছিলাম আমি তত্র, ক'রে এলেম লগ্নপত্র,
তুমি পত্র পাঠাও সর্ব্বত্রে।
যে যে দ্রব্য প্রয়োজন, শীঘ্র কর আয়োজন,
ডাক বন্ধু প্রিয়জন মাত্রে॥ ১৩৭

শুনিয়া মুনির অপরে, মহেশ না ধৈর্য্য ধরে,
আনন্দে উমা, অমনি উতলা।
ডাকেন নিজ নন্দীরে, কোথা গেলি ভৃঙ্গী রে!
অদ্ভুত আমার ভূতগুলা। ১৩৮
নারদে কন হ'য়ে ব্যগ্র, শুভ কর্ম্ম উচিত শীঘ্র,
আমিতো হলাম অগ্রগামী।
বিরিঞ্চি আদি কেশবে, পশ্চাৎ ল'য়ে সে সবে,
যান যাবেন, না যান, যেও তুমি॥ ১৩৯

* * *

বর-বেশে মহাদেব।

লুম ঝিঁঝিট—কাওয়ালী বা ঠুংরি।
আয় রে বেতাল! সাজ তাল!
হাড় মাল, বাঘ-ছাল,—
এনে দে রে উমাকান্তে।
আয় রে তোরা, যাব ত্বরা,
গিরি-বরবাসে—বর-বেশে বরদারে আন্‌তে॥
আয় কাল-বিলম্ব কেন, কাল-ভুজঙ্গ আন,
শুভ কাল হ'লো রে কালান্তে;—
যার জন্যে তনু জরা, জনম-যন্ত্রণাহরা,
নারদ-বদনে পেলেম শুন্‌তে;—
বিনা তারিণি! তাপ-হারিণী,—
আছি যে দুঃখে দিবা রজনী,
পার নাকি জান্‌তে॥ (ঐ)

* * *

ব্যস্ত হ'য়ে সাজি বর, চলিলেন দিগম্বর,
কহিছেন মুনিবর, এমনি ক'রে যেতেই কি হয়!
চাই লক কথার সমাপন, এই কথার উত্থাপন,
দিন ক্ষণ চাই নিরূপণ,
ওঠ্ ছুঁড়ি—তোর বিয়ে নয়॥ ১৪০
মিছে ব্যস্ত কি লাগিয়ে,
ফাঁকি দিয়ে হবে না বিয়ে,
পাষাণের মেয়ের বিয়ে,
তার মায়ের নাম মেনকা।
পরিধান ব্যাঘ্রকৃত্তি, প্রেত ল'য়ে প্রেতকীর্ত্তি,
ক্ষেপা ব'লে না দিবে পুত্রী,
খেদায়ে দিবে খামকা॥ ১৪১

তাতে দ্বিতীয় পক্ষের বর,
কাঁপিছে আমার কলেবর,
কি বলিবে গিরিবর, তার মেয়েটী বালিকা।
যাতে হয় সদ্ব্যবহার, সজ্জন সমভিব্যাহার,
সামগ্রী লও ভারে ভার,
যেমন যেমন তালিকা॥ ১৪২
নৈলে সাধ্য হেন কার, মন মজাবে মেনকার,
মনের মতন অলঙ্কার, যা চাইবে দিবে তাই।
করতে হবে বাদ্য-ভাণ্ড, নিমন্ত্রণ ব্রহ্মাণ্ড,
ভূত লয়ে হবে না কাণ্ড,
ইথে ভদ্রলোক চাই॥ ১৪৩
আহ্বান করে হে কাল!
তোমাকে লোকে চিরকাল,
পরের খেয়ে খুব হয় কাল,
নেবার বেলায় কি মোহ!
তোমায় করতে উপুড় হাত, *
কভু দেখিনে ভূতনাথ!
তোমার বাড়ী কেউ পাতে না পাত,
অখ্যাতিটে সমূহ॥ ১৪৪
কারু সঙ্গে নাই আলাপ,
কখন নাই ক্রিয়া-কলাপ,
খরচের নামে দেখ প্রলাপ!
এত কিছু ভাল ন।
জগতের লোক নিরবধি,
তোমায় আদর করে যদি,
প্রণামী দিলে আশীর্ব্বাদী,
কিছু কিছু দিতে হয়॥ ১৪৫
কুবেরের করে ধন, সব করেছ সমর্পণ,
থাকতে বিষয় বিড়ম্বন, হয়ে বসেছ ফতুরো †
যা ইচ্ছা হয় যখন, খেতে পারো ছানা মাখন,
কি কপালের লিখন, সার করেছে ধুতুরো॥ ১৪৬
সম্প্রতি এ বিবাহ, তোমার বিনে খরচনির্ব্বাহ,
হবে না তার কি কহ,করতে হবে কিছু জাঁক
অনেক তোমার প্রতিবাদী,
পাঠাও কন্যা-আশীর্ব্বাদী,
তবে আমি কোমর বাঁধি,
নৈলে,ওমর হবে ফাঁক॥ ১৪৭
সইতে হবে নানা গোল, চাও যদি সুমঙ্গল,
খাওয়াতে হবে দধি-মঙ্গল,মাগীদিগে নিশিতে।
বাহন কৈ হে মহাশয়!
হয় বিয়ে,—যদি হয় হয়, *
বলদের কর্ম্ম নয়, তাতে পাবে না বসিতে॥১৪৮
সঙ্গে যাবে হস্তী বাজী,
আর যাবে হে বাদ্য-বাজী,
হবে তায় বারুদের বাজী,
নইলে কথা কবে না।
বাড়ী গিয়ে সেই গিরি—ব্যোম্!
পোড়াইতে হবে বোম,
শুধু ক'রে ব্যোম্ ব্যোম্, গেলে বিয়ে হবে না॥
ভস্মে অঙ্গ সাজিয়ে, যাবে গাল বাজিয়ে,
তাতে বাধিবে কাজিয়ে, † তুমি তখন সরবে।
আমাকে নিয়ে ধরাধর, করিবে বেটা ধরাধর,
কি জানি ক্রোধে করি ভর,
করে বন্ধন করবে॥ ১৫০
শিব কন, শুন নারদ! অন্যায় সব অনুরোধ,—
কর, তোমার নাই কি বোধ, যার যেমন সাধ্য?
আমি কি এখন হাসাব ধরা?
বৃদ্ধ বয়সে অতি জরা,
লজ্জার কথা বিয়ে করা, তাতে আবার বাদ্য?
তারা যদি বলে হয় নাই,
তুমি বলিবে হয় নাই, ‡
তাহে কোন দোষ নাই—ঘোষণাই রোষনাই,¶
দ্বিতীয় পক্ষে ওসব নাই,—তাহেই সৌষ্ঠব।
তবে মঙ্গল আচরণ, করতে হয় আয়োজন,
খায় যদি দু'পাঁচজন, ব্রাহ্মণ কি বৈষ্ণব॥ ১৫২
কাজ কি সঙ্গে একা যাই,
আমি তো বলি কাজ নাই,
হরিকে কেবল সঙ্গে চাই, হবে না গুরু ভিন্ন।

* করতে উপুড় হাত—দান করিতে।
† ফতুরো—ভিখারী।

* হয় হয়—ঘোড়া হয়।
† কাজিয়ে—বিবাদ।
‡ হয় নাই—ঘোড়া নাই।
¶ ঘোষণাই রোষনাই—আমার নামের ঘোষণাই বিবাহে আলোকের কাজ করিবে।

বিধিকে হয় সঙ্গে নিতে,
বিবাহ-কালে বিধি দিতে,
বিধি মন্ত্র পড়াইতে,কাজ কি আর অন্ত ? ১৫৩
দিন ক্ষণ যে করতে বলা,
কালের কাছে কি কাল-বেলা ?
তুমি কি জান না ভোলা, কালগুণেতে দণ্ডে।
যার জন্যে দিন গণি,
দীনের উপায় দীন-তারিণী,
আজি যদি দিন দেন তিনি,এ দিন কি খণ্ডে!
বিরুদ্ধ যদি থাকে তারা, *
কি বলিতে পারে তা'রা ?
তারা তারার সহোদরা, দক্ষ রাজার কন্যে।
কুদিনে করিবে না ক্রিয়ে,
সে সব কথা অন্ত দিয়ে, †
সংহার-কর্তার বিয়ে, ভুলেছ কি জন্যে ? ১৫৫
এ সব কথার পর, হ'য়ে অতি তৎপর,
আসন করি বৃষোপর, সঘনে ডাকেন স্বগণে।
চলিলেন হর বরপাত্র, ভূতগণ বরযাত্র,
পুলকিত হ'য়ে গাত্র, চলে গিরি-ভবনে ॥ ১৫৬
হর বাজাইছেন গাল,
তালে তালে তায় দিতে তাল,
লাগিল বেতাল তালে দ্বন্দ্ব।
বেতালের পৃষ্ঠে মারে তাল,
যেন ভাদ্র মাসের তাল,
লাগিল তালে তম্বাল, ‡ হাসেন সদানন্দ ॥ ১৫৭
কেউ ব'লে যায় হর হর,
করে দৌরাত্ম্য দন্ত কড়মড়,
কেউ কারে মারিছে চড়, বদনে হাসি অট্ট!
কেউ বলে জয় বগলে! ক'রে বাদ্য বগলে,
কেবা কারে আগলে, পাগলের হট্ট ॥ ১৫৮
নৃত্য করিছেন নন্দী, গোলেমালে ভূতানন্দী,¶
সবাই সমান, কারে নিন্দি, আলো
ভাল বাসে না।

দিয়া থাবা থাবা ধূলা, নিভায় মশালগুলা,
বলে ব্যোম ব্যোম ভোলা! পূর্ণ হলো বাসনা
মহাবীর বীরভদ্র, ভূতের মাঝে যিনি ভদ্র,
ক'রে দেন অচ্ছিদ্র, যত ভূতের বিরোধের।
ভূতে ভূতে তার দ্বন্দ্ব, আনন্দিত সদানন্দ,
সদানন্দের কি আনন্দ, যে আনন্দ নারদের ॥
বিধি বিষ্ণু দেখে সমস্ত, ভয়ে হন না নিকটস্থ,
হরের হাজার হস্ত, দূরে তাঁরা যান।
হয়ে বড় হর্ষ মনে, দুঃখহর হরের সনে,
হর্ষে যায় ভূতগণে, হর-গুণ করিয়া গান ॥১৬১

* * *

সুরট মল্লার—ঝাঁপতাল।

শিব, শঙ্কর, শশধরধর হে গঙ্গাধর!
অশেষ গুণধর! শেষ বিষ-ধরধারি!
গিরীশ, গৌরীশ, অশেষ কলুষ-
ক্ষয়কর ত্রিপুরহর আশুতোষ এ শিশু—দোষ;
বিনাশ করিয়ে তোষ হে মহেশ!
আশু দুখহারি।
কালভয়ে শরণাগত, প্রণত কিঙ্কর ভীত,
রক্ষাং কুরু ওহে কাল কালবারি;—
ও পদে মাতৃহীন মূঢ় গতিবিহীন আমি অতি,
হে স্বগুণে গুণহীন দীন দাশরথিকে,—
তুমি ত্রাণ কর যদি হে ভবভয়বারি! (ঝ)

* * *

গিরিপুরে কুলকামিনীগণ।

হেথা, মেনকা রাণী অতি যতনে,
ডেকে আনে নিকেতনে,
গিরিবাসিনী কুলকামিনীগণ।
সজ্জা করি মনসাধে, যত রমণী জল সাধে,
অঙ্গ দিয়ে বিবিধ ভূষণ ॥ ১৬২
কারু বা পোষাক কাটা, নাগরী ঘাগরী আঁটা,
বুককাটা কারু রাঙ্গা চোলি।
পরেছেন কোন নারী, কুসুমী রঙ্গের সাড়ী,
গোটা-আঁটা তাহাতে সোণালী ॥ ১৬৩
পরেছেন কোন রসবতী, জামদানী-বুটিধুতি,
কারু বা চিকণ মল-মল।

---

* বিরুদ্ধ যদি থাকে তারা—অর্থাৎ নক্ষত্রদোষ।
† সে সব কথা অন্ত দিয়ে—অন্তের পক্ষে।
‡ লাগিল তালে তম্বাল—ঘোর উৎপাত-ঘটিল।
¶ ভূতানন্দী—মহাবিভ্রাট।

পরণে বসন ছন্দ, চরণে চরণপদ্ম,
গোল-বেঁকি গুজরি গোল মল ॥ ১৬৪
কোন কোন কামিনী ধান, মেঘ-ডুম্বুর পরিধান,
গৌরাঙ্গে নীলবস্ত্র ভাল লাগে।
তাতে দিয়াছেন চন্দ্রহার, মনের মত অন্ধকার,
দূরে গিয়াছে পতির সোহাগে ॥ ১৬৫
এক রমণীর ভারি আদর,
স্বামী দিয়াছেন শালের চাদর,
গরবে গা দুলিয়ে যান তিনি।
করিয়া নানা উৎসব, রাজ-পথে রমণী সব,
চলে যেন গজরাজগামিনী ॥ ১৬৬
উজ্জ্বল করেছে বাট, ঠিক যেন চাঁদের হাট,
সুখের সাগরে সবে ভাসে।
এক যুবতীর বিড়ম্বন, নাই বস্ত্র আভরণ,
যান তিনি বিরসে এক পাশে ॥ ১৬৭
বলিছে ধনী খেদ ক'রে,
পোড়া-কপা'লের হাতে প'ড়ে,
কোন সুখ হ'লো না ললাটে!
যে ভাতার দিয়াছেন বিধি,
একাদশী ভালো লো দিদি!
গোল-হাত * হ'লে গোল মেটে ॥ ১৬৮
নারীর ধর্ম্ম চমৎকার, বস্ত্র বিবিধ প্রকার,
গা ভরে পান অলঙ্কার,
শিরে সীঁথি, পায় পঞ্চমপাতা।
তবেই পতিব্রতা হন, কর্ত্তা ব'লে কথা কন,
নৈলে পতির খেয়ে বসেন মাথা ॥ ১৬৯

* * *

বর-বেশী শিবের ব্যাখ্যা।

রঙ্গেতে রমণী চলে, গিরিপুরে হেন কালে,
'বর এলো—বর এলো' পড়ে গেল ধ্বনি।
সজ্জা করি সবারি আগে, নগরের প্রান্তভাগে,
ধেয়ে যায় অনেক রমণী ॥ ১৭০
দেখিয়ে বরের বেশ,
ফিরে, অমনি ক'রে পুরে প্রবেশ,
বলে ছি ছি মরি লো! কি হবে!
কি বিপদ ঘটালে বিধি,
জাতি যদি বাঁচাবি দিদি!
পলাবার পথ দেখ্‌লো সবে ॥ ১৭১
রূপে গুণে জানি একান্ত,
মিলিবে উমার প্রাণকান্ত,
সকলের প্রাণ যুড়াবে যাতে!
কি করুলে গিরিবর, এমন মেয়ের এমন বর!
বলদে বসি,—আবার বুড়া তাতে! ১৭২
আশী কিম্বা নব্বুই, দুই এক-বৎসর বেশী বই,
কমি ত হবে না লয় মনে লো!
হউক বুড়ো কি হউক নব্য, এমন বুড়া কুসভ্য,
আমি তো দেখিনে ত্রিভুবনে লো! ১৭৩
তাম্রবর্ণ কাঁটা কাঁটা, শিরেতে পিঙ্গল জটা,
উদর মোটা—ঠিক যেন উদরী লো!
বর নয় সে—কি অদ্ভুত, সঙ্গে শতাধিক ভুত,
দেখিয়ে আতঙ্কে দিদি! মরি লো! ১৭৪
ভাগ্যে ছিল ত্রাণলাভ, এখনি উপরি ভাব,—*
হইত,—ছুঁইত যদি ভূতে লো!
যেমন অদ্ভুত পাত্র, তেমত যত বরযাত্র,—
সজ্জা করি,—এলো যুথে যুথে লো! ১৭৫
এক মিন্‌সে কেবল হাসে, চতুর্ম্মুখ চড়িয়া হাঁসে,
রক্তবর্ণ, হাতে করি পুঁথি লো!
আর এক জন পক্ষোপরে,
শঙ্খ চক্র করে ধ'রে,
নবঘন জিনিয়া তাঁর জ্যোতি লো! ১৭৬
পরণে আছে পীতাম্বর,
আমি ভাবিলাম এইটী বর,
বুড়ার মাথায় মৌড় দেখিলাম শেষে লো!
অমনি হ'লো চমৎকার, বড় সাধের বর বরদার,
দেখিয়ে বাঁচিনে আমি হেসে লো! ১৭৭
ভুজঙ্গের পৈতে গলে, ধুতুরা ফুল শ্রুতিযুগলে,
হেন পাগলে কন্যা কেউ সঁপে লো!
পাষাণ কি পাষাণবুকে,
চাঁদকে দিবে রাহুর মুখে?
এ পতি পার্ব্বতী পায় কি পাপে লো! ১৭৮

* গোল-হাত—আভরণ-হীন হাত। (বৈধব্য ব্যঞ্জক)

* উপরি ভাব—ভূতে পাইলে যে অদ্ভুত ভাব হয় তাহাই।

কামদ—একতালা।

মুনিবর আন্‌লেন বর, পরিধান বাঘাম্বর,
মাখা ভস্ম কলেবরে।
সাধের গিরিবর-নন্দিনী ছি মা!
এই বরে কি কেউ বরে।
বর দেখে সই! ম'লাম হেসে,
অস্থিমালা গলদেশে,
বর এসে কি বলদে ব'সে,—
দোষের কথা কত ক'ব রে!
বুড়ার কপালে আগুন, কেবল একটী গুণ,
মুখে রামগুণ গান করে। (ঐ)

* * *

বর-নিন্দায় নারদের উত্তর।

গিরিশ অতি ত্বরান্বিত, গিরিপুরে উপনীত,
গত মাত্র সবে হতবুদ্ধি।
সজ্জা দেখে রাজা শৈল, অমনি অবাক্ হৈল,
ভূত দেখে উড়িল ভূতশুদ্ধি। ১৭৯
সকলে ছিল সদানন্দ, করিলেন সদানন্দ,
নিরানন্দ গিরির মন্দিরে।
দেখে পাত্র ঈশানীর, দুই চক্ষে ভাসে নীর,
পাষাণী পাষাণ ভাঙ্গে শিরে। ১৮০
নারদে বলে যত মেয়ে, ওরে বুড়া অল্পেয়ে,
এত বাদ ছিল কি তোর মনে?
বলদে বসে চন্দ্রচূড়, বুড় কি তোর বন্ধু বড়?
এ দুর্ঘট ঘটিল তোর ঘটনে। ১৮১
নারদ কন,—ও কি কথা,
মহেশের বয়স কোথা?
তোমাদের লেগেছে চক্ষে দিশে!
কেবল সন্নিপাতে ভেঙ্গেছে দাঁত,
হাস্যবদন বিশ্বনাথ,
দৃষ্য কর—দৃশ্য মন্দ কিসে? ১৮২
আমি চেষ্টা ক'রে অনেক কালই,
ঘটাইয়াছি এ ঘটকালী,
তোমরা কেন ঘটাও আপদ।
তা ব'লে কর ভয়, কন্যা যদি বিধবা হয়,
তখন আমাকে ধ'রে করো বধ। ১৮৩
মৃত্যুকে করেন জয়, মরিবার পাত্র নয়!
বিষ খেয়ে করিতে পারেন জীর্ণ।
হ'য়ে অতি বর্ব্বর, চিনিতে নারে গিরিবর,
কি বর মন্দিরে অবতীর্ণ! ১৮৪
নারীগণ ধরিয়া কায়, বুঝায় রাণী মেনকায়,
যা ছিল লিখন,—তাই পেলে।
কেঁদে আর কি হবে লভ্য?
প্রজাপতির ভবিতব্য,
ঐ সভ্য ভব্য দিব্য ছেলে। ১৮৫
হ'য়ে থাকুক অক্ষয়,
হাতের লোহা হউক অক্ষয়,—
তোমার সাধের তনয়ার!
মা-বাপের আছে অর্থ, চিরকাল হবে তত্ত্ব,
পাত্র যোত্রহীন—কি ভয় তার? ১৮৬

* * *

গিরিরাজের কন্যাদান।

হেথা বৃষ হইতে ব্যোমকেশ,
ব্যোম্ ব্যোম্ করিয়া শেষ,
নামিলেন ধরায় ত্বরায়।
আসিয়া নরসুন্দর, কোলে করি হর বর,
ছালনা-তলায় ল'য়ে যায়। ১৮৭
নারীগণ কয় ওমা! এই বুড়াকে দিবে উমা!
গঙ্গাধর হাসেন মনে মনে!
ধুতুরার ঝোঁকে ঢ'লে, আপন আসন ভুলে,
বসিলেন গিরির আসনে। ১৮৮
সভাশুদ্ধ করে হাস্য, তখন হ'লেন পূর্ব্বাস্য,
ইসারা করেন যখন হরি!
না করিলে কন্যাদান, ভূতের হাতে যায় প্রাণ,
ভয়েতে সঙ্কল্প করে গিরি। ১৮৯
জিজ্ঞাসেন দানকালে, তিন পুরুষের নাম কালে,
নারদ কালের কুল জানে।
কথাটা আর কথায় * ঢেকে,
ঘটকালী আওড়ান ডেকে,
গিরি ধন্য হ'লেন কন্যাদানে। ১৯০

* আর কথায়—অন্য কথায়।

আদি পুরুষ কৃত্তিবাস, কৈলাস-পর্ব্বতে বাস,
সংসারের মাঝে কুল-বেত্তা।
কামদেব পণ্ডিতকে করি জয়,
তেজে তিনি দিগ্বিজয়,
বিষ্ণু ঠাকুরের অভেদাত্মা॥ ১৯১
কৃত্তিবাসের পুত্র জানি, শূলপাণি, খড়্গপাণি,
শূলপাণির ছেলে গৌরীকান্ত।
মহেশ্বর কাশীশ্বর, বিশ্বেশ্বর বাণেশ্বর,
চারি পুত্র তাঁর গুণবন্ত॥ ১৯২
মহেশ-পুত্র তিন জন, ত্রিলোচন পঞ্চানন,
প্রধান সন্তান ত্রিপুরারি।
ভূতনাথ ভৈরবনাথ, ভোলানাথ শম্ভুনাথ,
ত্রিলোচনের এই পুত্র চারি॥ ১৯৩
শম্ভুসুত শূলধর, গঙ্গাধর শঙ্কর,
শঙ্করের পুত্র সদানন্দ।
সদানন্দের পুত্র হর, তোমার মেয়ের বর,
দেখে শুনে করেছি সম্বন্ধ॥ ১৯৪
সুসন্তান সুপবিত্র, উহাঁদের শিব-গোত্র,
শুনে গিরি করেন কন্যাদান।
পরে শুন সমাচার, যেরূপ হয় স্ত্রী-আচার,
কুলাচার যে আছে বিধান॥ ১৯৫
কুলবতী সঙ্গে করি, মস্তকেতে কুলো ধরি,
বরকে বরণ কর্‌তে হয়।
মেনকা ডাকে নারীগণে, নারীগণে সঙ্কট গণে,
সবে পলাইছে নিজালয়॥ ১৯৬
এক রমণী কুলবতী, কুলমধ্যে বলবতী,
দ্রুতগতি গিয়ে নিজ পাড়া।
বলে, বারণ করেছিলো মা না?
সকলকে করেছি মানা,
যাস্‌নে লো কুলবতি! তোরা॥ ১৯৭
কোথা যাবি ও লো ক্ষমা!
ও আহ্লাদি! দে লো ক্ষমা!
বামা লো! বাহিরে যাস্‌নে রেতে।
কোথা যাবি শ্যামা লো!
কুল শীল মান সামালো,
যেতে হ'লে হয় জেতে হ'তে যেতে॥ ১৯৮
এমন নয় যে হবি মুক্ত,কেন যাবি ওলো মুক্ত!
কুলেতে কলঙ্ক-পাপ মাখ্‌তে।
যে পাপ এনেছে শৈল,সর্ব্বনাশ হবে সই লো
যে যাবে তার পোড়া জামাই দেখ্‌তে॥১৯৯
কিসের সজ্জা ওলো মতি?
ওত নয় তোর ভাল মতি
বুড় মহেশ মূঢ়মতি অতি লো!
মানা করি ওলো খুদি! কিন্তু হ'য়ে আপ্তখুদী*
গিয়ে ছিছি! মজাবি কেন জাতি লো! ২০০
মহেশ দেখ্‌তে করি মহাসাধ,
যেওনা হে মহাপ্রসাদ
প্রমাদ ঘটিবে গেলে খালি।
কুলের গায়ে দিয়ে জল, যেওনা হে গঙ্গাজল
উজ্জ্বল কুলেতে দিয়ে কালি॥ ২০১
কি দেখ্‌তে হ'য়ে ব্যাকুল,
কুল যাবে রে বকুলফুল
দেখ হে! যেওনা দেখনহাসি!
প্রতি জনে নিষেধিয়ে, ত্বরায় কহে আসিয়ে
পাড়ায় যতেক প্রতিবাসী॥ ২০২

*   *   *

খাম্বাজ—পোস্তা।

তোরা কেউ ধর্‌তে কুলো,
যাস্‌নে ওলো কুলবালা!
মহেশের ভূতের হাটে,
সে সব ঠাটে, সন্ধ্যাবেলা॥
যে রূপ ধরেছিস্‌ তোরা, চিত্ত-উন্মত্ত-করা,
চাঁদ যেমন তারায় ঘেরা,
খোঁপায় ঘেরা বকুলমালা! (ট)

*   *   *

বরণ-কালে মহাদেব দিগম্বর।

তা শুনে কহিছে নারী,
আমরা'তো রহিতে নারি
গিরিনারী করিছে অভিমান।
সজ্জা করি কুলবালা, শিরেতে বরণডালা,
সবে যান বর-বিদ্যমান॥ ২০৩
বরণ কর্‌তে যান ধনী, বেজায় দিয়ে উলুধ্বনি,
নারদ আসিয়ে হেনকালে।

---

* আপ্তখুদী—অর্থাৎ স্বেচ্ছায়।

লাগাইতে রঙ্গ ভুল, তুলিয়া ইষের মূল,
বরণডালায় দেন ফেলে ॥ ২০৪
ত্যাজ্য করি সদানন্দে, সর্প পলায় তার গন্ধে,
ব্যাঘ্রচর্ম্ম খসিল পরণে।
দাঁড়ালেন নব্যবর, দিব্য-রূপ দিগম্বর,
সারি সারি নারীর মাঝখানে ॥ ২০৫
মহেশের কাণ্ড দেখে, লজ্জায় বদন ঢেকে,
পলাতে পথ পায় না কুলবালা।
বলে, ওমা কোথা যাই!
মাটি ফাটে—তাতে মিশাই,
জনমে জানিনে হেন জ্বালা! ২০৬
এমন ক্ষেপায় দিতে, কে পারে স্বর্ণ-দুহিতে,
যে পারে—সে পারে মেয়ে বধো*।
লজ্জায় যে গেলেম গো মা!
বলে আর পালায় বামা,
পালা পালা শব্দ নারী-মধ্যে ॥ ২০৭
পদ রাখা প্রার্থনা যদি, দ্রুতপদে আয় লো পদি!
পাছে থাক্‌লে পড়ুবে পেচাপেঁচি।
দিদি ক'রেছিল মানা, না মেনে দুর্গতি নানা,
মানে মানে প্রাণ থাক্‌লে বাঁচি ॥ ২০৮
কি আছে কপালে লেখা,
এমন ছেয়ের জামাই দেখা,
একে দন্তহীন—তাতে কেশ পাকা।
এত মেয়ের মাঝে সখি!
বুড় মিন্‌সে ক'রলে একি!
চুড়ার উপর ময়র পাখা ॥ ২০৯

* * *

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

আই আই পালাই! কি বালাই,
কাজ নাই এ জামাই,
দেখ মিছে একি রঙ্গ।
মেয়ের হাট পেয়ে, অল্পেয়ে মাথা খেয়ে,
আবার হ'য়েছে উলঙ্গ ॥
গো সজনি চল, নালা কেটে যেন জল,—
এন না—বুড়াকে করি ব্যঙ্গ।

* বধো—বধিতে; বধ করিতে।

ক্ষেপা মহেশের যেওনা পাশে,
মরি ত্রাসে বুকে ব'সে—
আবার খাবে লো ভুজঙ্গ ॥
এ বড় মর্ম্মের ব্যথা, এমন বরে স্বর্ণলতা,—
দিবে গিরি—খেয়ে কি অপাঙ্গ॥
মরি মরি ছিছি মেনে, এ বাদ সাধিল কেনে—
বিরুধে নারদ বুড়া রঙ্গ?
সাধের উমার বর, ক্ষেপা দিগম্বর,—
শিরে জটা, উদর মোটা,—
কি ঘোরঘটা ভূতের সঙ্গ ॥ (ঠ)

* * *

নারীগণ যায় চলি, 'যেওনা যেওনা' বলি,
নারদ রমণীগণে ডাকে।
কেন কর গোলমাল, অমনধারা অসামাল,—
বস্ত্র অনেকেরি হ'য়ে থাকে ॥ ২১০
মোটা উদরের দশা, না রয় বসন কসা,
খসা রীত আছে লো অবলা!
মিছে কেন বারে বারে,
লজ্জা দেও বিয়ের বরে,
তোমরা মেয়ে বড় তো উতলা ॥ ২১১
উনি কিছু চতুর নন, মামা আমার পঞ্চানন,
সেকেলে—পুরুষ সরল অতি।
অকৌশল হবার নয়, ক'রো না ভবের ভয়,
আনন্দে রস কর রসবতি! ২১২
নারীগণ না শুনে বাণী, পলায় লইয়া প্রাণী,
গিরিরাণী ক্রোধে কয় নারদে।
ওরে বুড়া অল্পেয়ে!
তুইতো আমার মাথা খেয়ে,
এত বাদ সাধিলি এত সাধে ॥ ২১৩
মেয়ে দেয় হেন পাগলে,
ক'রে বন্ধন হাতে গলে,
গিরি আমার উমারে ডুবায় রে!
কি কাল নিশি পোহায়, কাল এনেছি ঘরে হায়,
কালফণী বেড়া সর্ব্ব গায় রে! ২১৪
লোকে দেখতে আসে সাধের বরে,
সাপ দেখে বাপ্ ব'লে সরে,
একি পাপ বাছার ঘটায় রে!

কে পরে বাঘের ছাল ?কে পরে নাগের মাল ?
কিছু ভালো লাগে না আমায় রে ! ২১৫
গলে দিয়ে গজমতি, গজপৃষ্ঠে হবে গতি,
আলো হবে নন্দিনী শোভায় রে !
ওমা মরি মরি ! মা রে ! মা রে !
বুঝি আমার প্রাণ-উমারে,
বুড়া মিন্সে বলদে বসায় রে ! ২১৬
এখন কি কর্ম্ম-ফল, কে খায় ধুতুরা ফল ?
ভস্ম মাখায় কেবা বল কায় রে !
আ মরি আমার অভয়ে, ভূপতির মেয়ে হয়ে,
রবে হেন কুপতি-সেবায় রে ! ২১৭
কপালে দেখে আগুন, আগুন মোর দ্বিগুণ,
মনাগুন কে মোর নিভায় রে !
মোরে রেখে শূন্য-ঘরে, বুঝি সন্ন্যাসিনী ক'রে,
যাবে লয়ে শ্মশানে বাছায় রে ! ২১৮
সজ্জা দেখি শঙ্করে, লজ্জা ত্যজি নিন্দা করে,
গিরিরাণী—মা রাখিয়ে মান।
অন্তর্যামিনী ত্রিপুরে, অন্ত জানি অন্তঃপুরে,
অন্তরে অনন্ত দুঃখ পান ॥ ২১৯
ত্বরা যান ধরাবাহিনী, মদনান্তক-মোহিনী,
বদন নয়ন-জলে ভাসি।
মন ধৈর্য্য নাহি মানে, কহেন মন-অভিমানে,
জননীর বিদ্যমানে আসি ॥ ২২০

* * *

খট-ভৈরবী—একতালা।

ওমা পাষাণি ! আবার কি শুনি !
বল কুবচন সদানন্দে।
তা কি শুন নাই শ্রবণে, ত্যজেছিলাম জীবনে,
দক্ষ-ভবনে, ক'রে শ্রবণে,—
শ্রবণ—ঐ শিবের নিন্দে।
কেন কর গো মা ! বিপদ-উৎপত্তি,
জান না মা ! আমি পতিপ্রাণা সতী,
বিক্রীত করেছি মতি,
প্রাণ-পশুপতি পতির পদারবিন্দে ॥ (ভ)

* * *

শিবের মনোহর বেশ-ধারণ।

শঙ্করীর অভিমানে, সকলে সঙ্কট গণে
বিধি করেন বিধি মনে মনে।
চিন্তিয়া অতি ত্বরায়, কহিছেন ইসারায়
লোচনে লোচনে ত্রিলোচনে ॥ ২২১
কি দেখ ত্রিপুরহর ! ধর মূর্ত্তি মনোহর
হর হে ! দুঃখ হরণ কর না ?
ঈশান ইসারা জানি, ঈষৎ হাসি অমনি
পুরান পুরবাসীর প্রার্থনা ॥ ২২২
ধরিতে সুন্দর মূর্ত্তি, ব্যগ্র হ'য়ে ব্যাঘ্রকৃত্তি,—
ত্যাজ্য করিলেন ত্রিপুরারি।
পঞ্চবক্ত্র ত্রিলোচন, ত্রিলোক-দুঃখ-মোচন,
যে রূপ মদনমদহারী ॥ ২২৩
রজতগিরির আভা, গিরিপুর করিল শোভা,
গিরিশের রূপ যে অতুল্য।
বিরূপ ছিল গিরি-নারী, বিরূপাক্ষ-রূপ হেরি,
অমনি হয় পুলকে প্রফুল্ল ॥ ২২৪
বিশ্বনাথ-রূপ শৈল, হেরিয়ে বিস্ময় হৈল,
গিরিবাসিনী কুলকামিনী যত।
ত্বরায় আসিয়া তারা, তারাপতিকে দেখি তারা,
তারায় বহিছে ধারা কত ॥ ২২৫
নারদ কন হেসে তখন,
দেখ ধনীগণ ! কেমন এখন !
দেখে ভস্মমাখা উন্ম ক'রে গেলে।
এখন, সে উন্ম ত ভস্ম হলো,
ভস্মে ঢাকা অগ্নি ছিল,
পাগল দেখে পাগলিনী হ'লে ! ২২৬
না জেনে কি ভাল মন্দ,আমি ক'রেছি সম্বন্ধ গো,
এ কপালে যশ কভু না হ'লো !
মনে করি ভিখারী যোগী,
স্বীকার করে না শিখরী মাগী, *
এ ভাব কেন,—সে ভাব কোথা গেল ?
দেখি তনয়ার ভর্ত্তা,শ্বাশুড়ী কেন প্রেমে মত্তা
কি ভাবে নয়নে বহে বারি !

---

* শিখরী মাগী—হিমালয়-গৃহিণী।

ক্ষেপা জামাই ব'লে খেদ,
কোথা গেল সে বিচ্ছেদ ?
একেবারে যে পিরীত বাড়াবাড়ি ॥ ২২৮
রাণি ! কন্যাদানে স্বীকৃত নও,
এখন, আপনি যে বিক্রীত হও !
পাগলের যুগলচরণে।
ডেকে আন গিরিবরে, বরণ ক'রে সমাদরে,
বরের কাছে বর মাগ দুজনে ॥ ২২৯
আমার সার্থক হইল শ্রম, দক্ষ-যজ্ঞের উপক্রম,
ঘট্‌তে ঘট্‌তে ঘটল না কি করি !
কপালে নাই মোর আনন্দ,
কান্ত হ'লেন সদানন্দ,
মন ভুলালেন মনোহর রূপ ধরি ॥ ২৩০
সেই তো শিবের নিন্দে হ'লো,
সেই ভূত সব সঙ্গে ছিল,
অনায়াসে দেব করিলেন ক্ষমা।
আমার যত মনোভীষ্ট,
একেবারে ক'রেছেন নষ্ট,
দয়ার জলধি আমার আশুতোষ মামা ! ২৩১

* * *

শিব-গলে পার্ব্বতীর মাল্য প্রদান।

নারদের শুনি রহস্য, ঈশানের ঈষৎ হাস্য,
পাষাণী পরমানন্দে পরে।
করে পাণ-সুপারি করি, সহ নারী সজ্জা করি,
বরণ করেন দিগম্বরে ॥ ২৩২
ধারণ করি কর-যুগলে, বরমালা বর-গলে,
বরদা যান দিতে শুভক্ষণে।
পঞ্চমুখ ত্রিপুরারি, দ্বিভুজা ত্রিপুরেশ্বরী,
মাল্য দিতে ভাবেন মনে মনে ॥ ২৩৩
এই চিন্তা ষোড়শীর,—নাথ আমার পঞ্চশির,
সব শির সম শোভা দেখি।
প্রত্যেক শির-উপরে, অর্দ্ধ-শশী শোভা করে,
প্রতি বক্ত্রে দেখি তিন আঁখি ॥ ২৩৪
করিব কি ব্যবহার, অগ্রেতে সঁপিব হার,
কোন্ শিরে ভাবেন ভবকর্ত্রী।
এক যোগে যোগেশ্বরে, মাল্য সঁপিবার তরে,
যুক্তি করিলেন মুক্তিদাত্রী ॥ ২৩৫

ললিত-ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

পঞ্চবদনেতে একবারে দিতে বরমালা।
গিরি-পুরে দশভুজা হন দুর্গা গিরিবালা ॥
দাঁড়াইলেন উমেশ-সম্মুখে ঊর্দ্ধ কর করি,
রাকা-চন্দ্রাকারূপ-ধারিণী হরসুন্দরী,
নিরখি রূপ গগনে চঞ্চলা চঞ্চলা ॥
কিবা কাঞ্চন করবী আর, কমল-কুসুম-হার,
কমল করে করি বিমলবদনী বিমলা,—
দশ-কর-আভায় দশদিক্-অন্ধকার হরে,
প্রতিকরনখরে কত শরদিন্দু শোভা করে,
নখর হেরি চকোর সুধা-মানসে উতলা ॥ (ঢ)

* * *

শিবদুর্গার বাসর।

গিরির অতি উৎসাহ, শুভদার শুভ বিবাহ,
নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ, কি আনন্দ নগরে !
হ'চ্চে জয় জয়ধ্বনি, যুবতী যতেক ধনী,
দিয়ে তারা উলুধ্বনি, ভাসিল সুখসাগরে ॥২৩৬
পবিত্র বিছায়ে বাস, বাসরে করিতে বাস,
চলিলেন কৃত্তিবাস, সঙ্গে কুলকামিনী।
ল'য়ে গৌরী-ত্রিপুরারি,
চারি-পাশেতে সারি সারি,
নগরের রসিকা নারী, সুখে বঞ্চে যামিনী ॥২৩৭
নিন্দি শশী যত রূপসী, হাসিতে খসয়ে শশী,
শশিধর নিকটে বসি, রসাভাস ভাবিছে।
একেতো শিব সুখশালী,
কাব্য করে জু'টে শালী,
বলিয়ে বাক্য রসালী, হিহি রবে হাসিছে ॥২৩৮
সে নিশি সুখের শেষ, কি শাশুড়ী কি পিশেস,
সম্বন্ধ নাই বিশেষ, একত্রে এক-গোত্র সমুদয়।
রমণীর শুনি বচন, হেসে হেসে ত্রিলোচন,
সুখদা পানে চেয়ে কন,
আজি আমার কি সুখ-উদয় ! ২৩৯
বসনে হরিদ্রা মেখে, তাহে শিল-নোড়া ঢেকে,
রমণীগণ কয় ডেকে, কি করিছ ওহে বর !
ষষ্ঠী নামে ঠাকুরাণী, বড় জাগ্রত দেবতা ইনি,
প্রণাম কর শূলপাণি ! সন্তানের মাগ বর ॥২৪০

শুনিয়া রমণী-বাক্য, শিব পানে করি কটাক্ষ,
হেসে কন বিরূপাক্ষ, এত বড় দুর্দ্দশা!
জান না রমণীগণ, আমার-নাম পঞ্চানন,
আমার কাছে গণ্য নন, ষষ্ঠী আর মনসা ॥২৪১
এ সব কি রঙ্গ তোলা, দেখায়ে রসের শীতলা,
আমায় করিবে উতলা, তাই ভেবেছ তরুণি!
আমার নাম শিব দণ্ডী, জগতের প্রাণ দণ্ডি,
কুলুই-চণ্ডী,—তিনি ঘরে ঘরণী ॥ ২৪২
ইতু দেখে মন ভীতু কি হয়?
আমারে করিতে জয়,
ধর্ম্মরাজের কর্ম্ম নয়, ধরিনে—মনে করিনে।
এই দেখ ওহে নাগরি! ষষ্ঠীকে প্রণাম করি,
ব'লে অমনি ত্রিপুরারি, ঠেলে ফেলেন চরণে ॥
অন্তরে অতি সন্তোষ, পরিহাসে পরিতোষ,
রজনী-শেষে আশুতোষ, ইচ্ছা করেন শয়নে।
এমন সুখের রেতে ঘুম—
হবে না—ব'লে করে ধুম,
নারীগণ করিয়ে জুম, হাত দেয় গে নয়নে ॥২৪৪
বলিছে যত রসবতী, ব্যক্ত আছে বসুমতী,
তুমি নাকি হে পশুপতি!
গান করতে জান ভাই!
শালা শালী শ্বশুরে, সব দুখ যাউক পাশুরে,
গান কর ললিত * সুরে, ঐ দেখ রজনী নাই ॥
নারী-বাক্যে নীলকণ্ঠ, নিন্দিয়া কোকিলকণ্ঠ,
করিয়ে প্রভু ঊর্দ্ধকণ্ঠ, আলাপ করেন তান।
অমনি মনের অনুরাগে, যতেক রমণী-আগে,
রাম-গুণ নানা রাগে, সুসঙ্গীত গান ॥ ২৪৬

* * *

ভৈরো—একতালা।

যায় দিন, জীব! মজ না জানকী-জীবনাম্বুজ-
চরণে।
স্মর না মনে, সে রঘুবংশ-তিলক,
ত্রিলোক-পালক, পুলক পাবে, যাবে শোক,—
হবে সব পাপলাঘব,—রাঘবের স্মরণে।

দিনমণি-কুলে উদ্ভব, দিনমণিসুত-বারণে,
ভবজলধিজলে তরিবি, ভাবো—
দয়ার জলধি জলদবরণে।
যে চরণ-রাজীবে জনমে জাহ্নবী,
পরশে চরণে পাষাণ-মানবী,
অহল্যাদি বিধি শশী রবি,—
পদে অধীন ধন্ত কারণে।
নক্তচরান্তক,* ভক্তভয়ান্তক,
ব্যক্ত-বেদাদি পুরাণে,—
দাশরথি-কৃপা-বিনে বিকল আছে,
দাশরথি দীন দুঃখ-হরণে ॥ (ণ)

* * *

পার্ব্বতীসহ শিবের কৈলাস-যাত্রা।

শুনে গীত হ'য়ে মোহিতে, রমণী পড়ে মহীতে,
শিবে ব্রহ্মজ্ঞান ক'রে নারী।
শশী গেল অস্তাচলে, প্রভাতে বসি অচলে,
আনন্দে ভাসেন ত্রিপুরারি ॥ ২৪৭
বরযাত্র দেবগণ, ক্রমে যান সর্ব্বজন,
গত হলো দিবস বিংশতি।
বিদায় করিতে হরে, পাষাণের প্রাণ হরে,
মমতা জামাতা প্রতি অতি ॥ ২৪৮
ইচ্ছা, তনয়া জামাই, ঘরে রাখি চিরস্থায়ী,
গিরি ভাক্ত প্রকাশেন বড়।
নন্দী হাসি নিন্দি কন, ওহে প্রভু ত্রিলোচন!
পশ্চাৎ ভাবিয়ে কর্ম্ম কর ॥ ২৪৯
শ্বশুর-বাড়ীতে গঙ্গাধর! তিন দিন থাকে আদর,
তার পরে আদরে পড়ে অম্বু।
অন্নদার পতি হ'য়ে, অন্নদাস নাম ল'য়ে,
সম্মান ঘুচাও কেন শম্ভু! ২৫০
বুঝে চলিলেই থাকে ভরম,
না বুঝিলেই অসম্ভ্রম,
কি আদরে হয়েছ হরিষ?
অধিক দিন থাকিলে পরে,
ধিক্‌ দিয়ে কয় পরস্পরে,
অমৃত ক্রমেতে হয় বিষ ॥ ২৫১

* ললিত—এক অর্থে ললিত রাগিণী;—অপর অর্থে মনোহর।

* নক্তচরান্তক—নক্তচর রাক্ষস;—তাহার সংহার কর্ত্তা।

এখন ভোজন পরমান্ন,
রবে না এমন পরে মান্ত,
কাজ কি এমন মান-ঘুচান প্রেমে ?
জলপানেতে নানা ফল, পানে লবঙ্গ জায়ফল,
এ ফল ফলিবে দেখো ক্রমে ! ২৫২
এখন বলিছে—গলার মালা,
শেষে বলিবে পেট্-টালা,
শ্বশুর শালা কেবল প্রলাপ !
নূতন নূতন ভাল লাগিবে,
শেষ কালে সকলে রাগিবে,
বলিবে, বেটা বড় গয়ার পাপ ॥ ২৫৩
কিন্তু তোমায় বৃথা কই,
মান-অপমান তোমার কই ?
আপন ভাবে সদাই থাক ভুলে।
তোমার ঘৃণা কে না গায় ?
ছাই দিলে মাখিবে গায়,
ঘর না দিলে রবে বিল্বমূলে ॥ ২৫৪
ক্ষীরেতে কি প্রয়োজন ?
বিষ দিলে করিবে ভোজন।
বিড়ম্বন কিসে তোমার ঘটে ?
শুনে শিব করেন উক্তি, যে জন বিলায় ভক্তি,
ছাই দিলে গ্রহণ তারি নিকটে ॥ ২৫৫
ভক্তির অসঙ্গতি যা'য় কে যায় তার পূজায় ?
যদি শর্করা সাজায় ভার শত।
ক্ষীর দিলে শত কুম্ভ, কদাচ না খান্ শম্ভু,
ভক্তি পেলে বিষে হই রত ॥ ২৫৬
এত বলি কৃত্তিবাস, স্মরণ করি নিজ বাস,
কৈলাসগমনে মন মত্ত।
গিরিশ-গমন-রব, শুনিয়া নীরব সব,
শবপ্রায় শৈলবাসী মাত্র ॥ ২৫৭
ব্যস্ত দেখে দিগম্বরে, গিরিরাজ শোক সম্বরে,
মণি-রত্নে তোষেন আশুতোষে।
বিদায় করেন কন্যা-পাত্র, উমা-সঙ্গে ক্ষণমাত্র,
উমাকান্ত উদয় কৈলাসে ॥ ২৫৮

* * *

কৈলাসে হরপার্ব্বতী।

পাইয়ে পার্ব্বতী-কান্তে, প্রণাম করি পদপ্রান্তে,
প্রেমে মত্ত কৈলাস-নিবাসী।
শিবের বামেতে শিবে,বসিলেন শোভা কিবে,
রজত-পর্ব্বতে পূর্ণ-শশী ! ২৫৯

* * *

বেহাগ—যৎ।

কি রূপ বিহরে রে কৈলাস-শিখরে !
হর-বামে হর-মনোমোহিনী,
বিচ্ছেদের বিচ্ছেদ হ'লো উভয় শরীরে ॥
হর-সোহাগিনী অতি হরিষ অন্তরে,
হেরে হৈমবতী-মুখ হরদুখ হরে,
সুখে সদানন্দ ভাসে প্রেমসুধাসিন্ধুনীরে ॥(ত)

শিব-বিবাহ সমাপ্ত।

আগমনী।

(১)

মেনকার স্বপ্ন।

মানসেতে গৌরীরূপ ভাবিতে ভাবিতে।
গিরিরাণী নিদ্রাগত, শেষ-যামিনীতে ॥ ১
স্বপ্নে আসি পূর্ণশশিমুখী হরপ্রিয়ে।
স্বীয় জননীর শিয়রেতে মা বসিয়ে ॥ ২
জগত-জননী অতি যত্নে জননীরে।
কৈলাস-কুশল-বার্ত্তা কন ধীরে ধীরে ॥ ৩
স্বপ্নে হেরি গিরিনারী দুঃখহরা মেয়ে।
চক্ষে ধারা তারাকারা তারাপানে চেয়ে ॥ ৪
ত্রিনয়নের নয়ন-তারা তারা পেয়ে ঘরে।
যেমন, অন্ধ পেয়ে নয়নতারা, অন্ধকার হরে ॥৫
তারায় ত্বরায় কোলে লয়ে শৈলরাণী।
এড়ায় বিচ্ছেদ-জ্বালা জুড়ায় পরাণী ॥ ৬
বলে, উমা ! মা ব'লে কি ছিল মা তোর মনে !
ঘন ঘন ঘন ধারা বহে দুনয়নে ॥ ৭

ক্ষীর সর সুরস মিষ্টান্ন স্বর্ণ-থালে।
কোলে করি দেয় উমার শ্রীমুখ-মণ্ডলে ॥ ৮
পরে স্বপ্ন ভঙ্গ হয়,—অদর্শনে উমে।
আকাশ হইতে রাণী পড়িল অমনি ভূমে ॥ ৯
এলোথেলো পাগলিনী প্রায় হয়ে শিখরী।
সকাতরা হয়ে ত্বরা কন যথা গিরি ॥ ১০

* * *

খটু-ভৈরবী—একতালা।

গিরি! গৌরী আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে,
চৈতন্যরূপিণী কোথা লুকাল ॥
কহিছে শিখরী কি করি, অচল!
নাহি চলাচল হলাম হে অচল,
চঞ্চলার মত জীবন চঞ্চল :—
অঞ্চলের নিধি পেয়ে হারাল ॥
দেখা দিয়ে কেন হেন মায়া তার!
মায়ের প্রতি মায়া নাই মহামায়ার,
আবার ভাবি গিরি! কি দোষ অভয়ার,
পিতৃদোষে মেয়ে পাষাণী হ'লো ॥ (ক)

* * *

তারা ব'লে পড়ে রাণী ধরার উপর।
ধরাধরি করিয়া তুলিছে ধরাধর ॥ ১১
বাহ্যজ্ঞানশূন্য রাণী কন্যার মায়ায়।
'দেহ কন্যা' ব'লে রাণী ধরে গিরির পায় ॥ ১২

* * *

আলিয়া—কাওয়ালী।

গিরি হে! গিরিশপুরে দ্রুত যাও।
বড় ব্যাকুল পরাণী, উমা পরাণ-নন্দিনী,
হরঘরণীকে নিজ ঘরেতে মিলাও ॥
সম্বৎসর হ'লো গত, সময় হ'লো আগত,—
ওষ্ঠাগত-প্রাণে বাঁচিনে—বাঁচাও!
শৈল! যাও হে শৈল! যাও,
মেয়ে এনে অঙ্গনে,
দুঃখিনীর দুর্গতি ঘুচাও ॥
বিনে জীবন কুমারী, ভুবন তিমির হেরি,
ভবনে ভুবনেশ্বরীরে দেখাও।
ক'রে আরাধন, মহেশ-আরাধন,
এনে বাসে উভয়ের বাসনা পুরাও :—
গৌরীর বিচ্ছেদাগুন, দহিছে জীবন মন,
জানি গুণ,—যদি আগুন নিবাও ॥ (খ)

* * *

গিরিরাজের কৈলাস-গমন।

গিরি বলে, কিরূপে উমারে আন্‌তে যাই।
আমি ত অচল,—চলাচল শক্তি নাই ॥ ১৩
জ্ঞানহারা হ'য়ে রাণী, সে কথা না মানে।
বলে,হে অলসে গিরি! বধিলে আমায় প্রাণে ॥
জানি হে পাষাণ! তোমায় জানি চিরদিন।
স্বভাব-গুণে তব কায়া দয়া-মায়া-হীন ॥ ১৫

সে কেমন?—

যেমন,—
খলের স্বভাব অন্তরে বিষ, মুখে বলে মিষ্টি।
লোভীর স্বভাব, চিরকাল, পরদ্রব্যে দৃষ্টি ॥ ১৬
মানীর স্বভাব,নিজ দুঃখের কথা পরে কন না।
অভিমানী লোকের স্বভাব,তুচ্ছ কথায় কান্না ॥
নারীর স্বভাব, গুপ্ত কথা পেটে রাখা দায়।
ডাইনের স্বভাব, ছেলে দেখ্‌লে ঘনদৃষ্টে চায় ॥
দাতার স্বভাব হয়, বাক্য নাহি মুখে!
হিংস্রকের স্বভাব, পর-সুখে মরে মনোদুখে ॥১৯
কৃপণের স্বভাব, ক্ষুদ্র দৃষ্টি,—খুদ্‌টি ধ'রে টানে।
বালকের স্বভাব,খাদ্য দ্রব্যে দেবতারে না মানে
বাতুলের স্বভাব, মিছে কথায় চারি দণ্ড বকে।
বৈদ্যের স্বভাব, কিছু কিছু অহঙ্কার রাখে ॥ ২১
জলের স্বভাব, নীচ বিনে উর্দ্ধগামী হয় না।
পাষাণের স্বভাব, শরীরে কভু দয়া মায়া রয় না
রাণীর বাণী, তুল্য জানি, পাষাণভেদী শর।
অমনি পাষাণ, হয় অবসান, দুখে জরজর ॥ ২৩
হ'য়ে কাতর, ভাবিছে পাথর, কন্যা শুভঙ্করী।
বলে ভবানি! শুনেছি বাণী,তুমি ত্রিলোকেশ্বরী
বলিলে পিতে,তবে কুপিতে,হলে কিসের জন্যে
গমন-শক্তি, দিলে না শক্তি!
তুমি হয়ে মোর কন্যে ॥ ২৫
তুমি দুর্গে, দেহ দুর্গে, দুঃখী দীনে মুক্তি।
দয়াময়ি! দুর্গে ত্বরি! দেবদেব-উক্তি ॥ ২৬
দুরারাধ্য, দশ বিদ্যা, দনুজদলনী।
দশকরা, বিপদহরা, দিগম্বর-রাণী ॥ ২৭

যোড় করে, স্তব করে, চক্ষে বহে নীর।
পিতা প্রতি জন্মে প্রীতি, দেবী পার্ব্বতীর ॥২৮
মন-গতি, তুল্য গতি, সাধ্য গিরি পায়।
অমনি ধেয়ে, উমা মেয়ে অন্বেষণে যায় ॥ ২৯
ত্বরান্বিত, উপনীত, কৈলাস-পর্ব্বতে।
দ্বারে নন্দী, করে বন্দী, না দেয় প্রবেশিতে ॥
বলে দুষ্ট! তিষ্ঠ তিষ্ঠ, একি দুষ্টগতি।
অন্তঃপুরে যাও কি রে বিনা অনুমতি ॥ ৩১
যথা গৌরী, ত্রিপুরারি, স্থান দেব-রম্য।
এ অন্দর, পুরন্দর, ব্রহ্মাদির অগম্য ॥ ৩২
গিরি কয়, পরিচয়, বলি তোর নিকটে।
তোর মা ঈশানী, সে শিবানী,
কন্যা আমার বটে ॥ ৩৩
বৎসরান্তে,আসি আনতে,কাশীকান্তের পাশে।
তিন রাত্রি, জগৎকর্ত্রী, যান মোর বাসে ॥ ৩৪
ছাড় রে দ্বার, দেখিগে মার, চন্দ্রবদনখানি।
প্রাচীন পিতে, অন্দরে যেতে,
মানা কভু নাহি জানি ॥ ৩৫
নন্দী ভাবে, ঘন হাসে, বলে একি শুনি!
অসম্ভব, গিরি তব, কন্যা ভবরাণী ॥ ৩৬
যোগমায়ার উদরেতে জন্মে জগজ্জনে।
জননীর যে জনক আছে,—জন্মে তো জানিনে
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্ত্রী, শিবকর্ত্রী শিবে।
তার পিতা হই, আর ব'লো না,
লোকেতে হাসিবে ॥ ৩৮
শ্রুতি অন্ত, পুরাণ তন্ত্র, বেদান্তে অগোচরা।
শুনেছি জগজ্জননী, আমার জন্ম-মৃত্যুহরা ॥৩৯
পরম, যার সমস্ত, শাস্ত্রে কুন ভব।
তুমি যে মাতার জন্মদাতা, জন্ম কোথা তব ?৪০
ইচ্ছা-ময়ীর পিতা হ'তে, ইচ্ছা হয়েছে মনে।
অতি প্রতুল, হয়েছ বাতুল,
ভুল কর আর কেনে ? ৪১
ভেবে মম কুমারী, মমতা করি,
এসেছ হরের ঘরে!
... কিবে, মমতা হবে,
জামাতা বললে হরে ॥ ৪২
...বর শ্বশুর, নাই যে কসুর,
ভুলিয়ে শিশুর কাছে।

জগদম্বা মায়ের সৃষ্টি কত রকম আছে! ৪৩
আমার, মাকে তুমি কন্যা কহ,
গিরি তোমাকে ধন্য!
তুমি, সাগরকে যদি বল, আমার স্বখাদ পুষ্করিণী
ব্রহ্মাকে যদি বল. আমার বৈবাহিকের সুত।
সূর্য্যদেবকে বল যদি,
আমার গমনাগমনের দূত ॥ ৪৫
বিষ্ণুকে যদি বিবেচনাহীন বালক ব'লে চল।
মফঃস্বলের নায়েব যদি যম রাজাকে বল ॥ ৪৬
নিজে পাষাণ,তেমনি বুদ্ধি দিয়াছেন মা ঘটে!
হবে, জনম উমার এটা তোমার,
পাহাড়ে বুদ্ধি বটে ॥ ৪৭
স্বপ্নেতে লোক—দেবতা রাজা
হয়, ঘুমায়ে থেকে।
তুমি, সর্ব্বাপেক্ষা বাড়াইলে,
আজি জেগে স্বপ্ন দেখে ॥ ৪৮
বড় সুখজনক, মায়ের জনক,
দেখিলাম এত কালে।
বাঁচিতে হলে, আর কত দেখিব কালে কালে ॥
ভৃঙ্গী বলে. নন্দী ভাই! ব্যঙ্গ কর বৃথা।
শুনেছি পূর্ব্বে, মেনকাগর্ভে,জন্মে জগন্মাতা ॥
পুণ্য-ফলে, ধন্য ক'রে, কন্যা হ'ন জননী।
তাইত মায়ের শৈল-সুতা রৈল নাম জানি ॥ ৫১
নন্দী বলে, কিসের দ্বন্দ্ব, সম্বন্ধ পেয়ে।
কি ভাবনা ভাব্য, করেছি কাব্য,
মায়ের বাপকে ল'য়ে ॥ ৫২
কহ কহ, মাতামহ! কুশল-বিবরণ।
যাবেন অপর পক্ষ * পরে মা,
আজি কেন আগমন ? ৫৩
তুমি পাষাণ বটে, তথাচ কিছু
দয়া আছে যায় জানা।
আইবুড়ী † তো জামাই ল'য়ে যেতে,
সাধ কভু করে না ॥ ৫৪
গিরি বলে, রহস্য হইবে ফিরে আসি!
আগে সাধ পূর্ণ করি, হেরি উমা পূর্ণশশী ॥ ৫৫

* অপর পক্ষ পরে—পিতৃপক্ষের পরে অর্থাৎ দেবীপক্ষে।

† আইবুড়ী—অর্থাৎ বৃদ্ধা মাতামহী।

তত্ত্ব হেতু এলাম নন্দি! নন্দিনী উমায়।
কন্যার নাকি দৈন্য দশা শুনি পরম্পরায়॥ ৫৬
তাইতে কিছু অর্থ যোগে, করেছি আগমন।
সাধ আছে, শঙ্করের কাছে,করিব সমর্পণ॥৫৭
নন্দী কয়, জ্ঞানোদয়, কিছু মাত্র নাই।
চেন না হে ভ্রান্ত-গিরি! তনয়া-জামাই॥ ৫৮
মহামায়া রেখেছেন, তোমায় মায়া অন্ধকূপে।
জ্ঞান সূক্ষ্ম না হইলে দৃষ্টি হয় কিরূপে? ৫৯

* * *

জয়জয়ন্তী-মিশ্র—যৎ।

ওহে ভ্রান্ত গিরি! এত অর্থ আছে কি তোমার
অর্থ দিয়ে তত্ত্ব করবে তত্ত্বময়ী তনয়ার!
ত্রিনয়নী চতুর্ব্বর্গ-প্রদায়িনী হে!
আছে জগজ্জীবের পরমার্থ,
পদপ্রান্তোপরি যাঁর;—
অর্থ দিয়ে করবে তত্ত্ব,
তুমি, কি জান তত্ত্ব তাঁর॥ * (গ)

* * *

হর-পার্ব্বতীর কোন্দল।

পিতার আগমন পুরে, অন্তরে জানি ত্রিপুরে,
জয়ারে কহেন ইসারায়।
জয়া জানায় সম্বাদ, না করি বাদ-অনুবাদ,
নন্দী দ্বার ছাড়িল ত্বরায়॥ ৬০
পুরে প্রবেশিয়া ত্বরা, দেখি গিরি কন্যা তারা,
নয়নতারা ভাসে নয়নজলে!
দৃষ্টি করি পিতৃপক্ষে, তারাকারা ধারা চক্ষে,
তারার বহিল সেই কালে॥ ৬১
সংসার যাহার মায়া, মোক্ষদাত্রী মহামায়া,
মায়া জন্যে কাঁদেন সঘনে।
পিতা এসেছেন ল'তে,আসি ব'লে কাশীনাথে,
অনুমতি চান অন্তমনে॥ ৬২
যাইতে পিতার বাস, শঙ্করী পরেন বাস,
কৃত্তিবাস না দেন অনুমতি।
দেখিয়া গমনোদ্যোগী, মহাদুখে মহাযোগী,
অনুযোগ করেন গৌরী প্রতি॥ ৬৩

তুমি সদয় অচলে, আমার কিরূপে চলে?
চলাচল শক্তি নাই ঈশানি!
বয়স হয়েছে অশীতিপর, হ্রাস হচ্ছে পর পর,
এর পর কি হয় না জানি! ৬৪
নাম ধরিয়াছি কাল, দুখে গেল তিন কাল,
দিনে অন্ন পাইনে কোন কালে!
ভার্য্যা হৈলে গুণবতী, দুখে সুখ পায় পতি,
তা হ'লো না এ পোড়া-কপালে! ৬৫
মাসী পিসী ভগ্নী নাই,
অচল কালে কারে আনাই,
অচলনন্দিনি! তা তো জান।
বলিছ যাব তিন দিবা,
আমায় কেবল দুখ দিবা,
তিন দিবা তিন যুগ যেন॥ ৬৬
কেমন গ্রহবিগুণ বিধি,দিলেন না অন্নগুণনিধি,
ভিক্ষা ক'রে এ কাল কাটাই।
ঐ দুখে আমি দুখী, তুমি হলে না দুখের দুখী,
পতিভক্তি কিছুমাত্র নাই॥ ৬৭
না ভেবে নিজ অদৃষ্ট, আমায় সদা কোপদৃষ্ট,
মনের কথা ভাবে যায় জানা।
তুচ্ছ কথায় কর তুল, সর্ব্বদা বল বাতুল,
প্রতুল বিহনে এ যাতনা॥ ৬৮
এসেছ যে বিয়ের বেলা,
সেই হ'তে করিছ হেলা,
ঘরকন্না হ'য়েছে ভার বোঝা।
সর্ব্বদা উতলা রও, বাঁকা মুখে কথা-কও,
কখন দেখিনে মুখ সোজা॥ ৬৯
বিধি করেছেন দণ্ড, বাঁচিতে ইচ্ছা একদণ্ড,—
হয় না আর এই দণ্ডে মরি।
মৃত্যু-জন্য বিষ খাই, কপালে যে মৃত্যু নাই,
দায়ে প'ড়ে ঘরকন্না করি॥ ৭০
আমি প্রাণী একজন, কত করিব উপার্জ্জন?
ভোজন-কালে মিলে পঞ্চজন।
উপযুক্ত ছেলে দুটি, আহারেতে নাই ত্রুটি,
বড়টি গজমুখ—ছোটটি ষড়ানন *॥ ৭১

* এগানটী সাহানা-বাহার রাগিণীতেও গীত হয়।

* গজমুখ—অত্যাহারশীলতা-ব্যঞ্জক; অথচ প্রকৃতই গণেশ গজমুখ। ষড়ানন—ঐ; অথচ প্রকৃতই কার্ত্তিক ষড়ানন।

জানিয়া দরিদ্র পতি, তুমিত তুচ্ছ কর অতি,
এটা তোমার তুচ্ছ বুদ্ধি বটে।
পূর্ব্বাপর আছে সূত্র, পুরুষের ভাগ্যে পুত্র,
রমণীর ভাগ্যে ধন ঘটে॥ ৭২
মোর ভাগ্য মন্দ নয়, হ'লো যুগল তনয়,
সুসন্তান রূপে গুণে ধন্য।
দেখ দুর্গা! মনে গ'ণে, তোমার কপালগুণে,
বিষয় হইল সব শূন্য॥ ৭৩
সুলক্ষণা হ'লে পরে, সুমঙ্গল হ'তো ঘরে,
কমলার হতো শুভ দৃষ্টি।
উচিত কথায় কর রাগ, ভয়ে করি অনুরাগ,
তিক্ত খাই তবু বলি মিষ্ট॥ ৭৪
শুনি হর প্রতি অতি,—ক্রোধে কন হৈমবতী,
আর না পোড়াও—ক্ষমা কর।
যাহার ক্ষমতা রয়, দিয়ে নাহি কথা কয়,
অক্ষমের বাক্যজালা বড়॥ ৭৫
বল,—অলক্ষণা নারী,এ দুঃখ ত সৈতে নারি,
পূর্ব্বেতে ঐশ্বর্য্য ছিল বুঝি।
সেই শিঙ্গা বাঘছাল, ভষুর হাড়ের মাল,
সেই বুড়া বলদ আছে পুঁজি॥ ৭৬
ভূতে করি বরযাত্র, গিয়েছিলা বুড়া পাত্র,
বিবাহ করিতে হিমালয়।
মোর জন্য কত ধন, করেছিলে বিতরণ?
বুঝে কথা কহিলে ভাল হয়॥ ৭৭
বললে পতি-নিন্দা হয়, না বলিয়া কত সয়?
রাগে হয় ধর্ম্ম কর্ম্ম হত।
যে দুঃখে হে দিগম্বর! এ ঘরেতে করি ঘর,
অন্য হৈলে দেশান্তরী হ'ত॥ ৭৮
পতি তুমি কৃত্তিবাস, ভূত সঙ্গে সহবাস,
এ বাসে কি সুখ আছে বল!
পরনে নাহিক বাস, ভোজনেতে উপবাস,
এ বাস হ'তে বনবাস ভাল॥ ৭৯
যে দেখি পতির আকার, সকলি কর স্বীকার,
অন্তরে বিকার কিছু নয়।
কি জানি হে মহাকাল! দুখে গেল ইহ কাল,
পরকাল মন্দ পাছে হয়! ৮০
শঙ্কর কহেন বাণী, জানি হে জানি ভবানি!
চিরকাল পরবাস ভেবেছ।

পতিব্রতা নাম ল'য়ে, সমরে উলঙ্গী হ'য়ে,
পতিবক্ষে পদ দিয়া নেচেছ॥ ৮১
সিংহপৃষ্ঠে আরোহণ, গমন যথায় মন,
তব জ্বালায় সদা অঙ্গ জ্বলে।
তোমার জন্যে মান হরে, দেবগণে ঘৃণা করে,
রমণীর লাথিখেগো বলে॥ ৮২
তোমার ব্যভারে গৌরি!
লোকালয় ত্যাজ্য করি,
লজ্জা পেয়ে শ্মশানে রয়েছি।
কারে জানাইব তথ্য, বুদ্ধি শুদ্ধি লোপাপত্য,
ভেবে ভেবে পাগল হয়েছি॥ ৮৩
বিষ খেয়ে জীর্ণ করি, সৃষ্টি বিনাশিতে পারি,
তোমারে দেখিয়া শঙ্কা লাগে।
যথার্থ কহিলাম মর্ম্ম, তব দেহে নাহি ধর্ম্ম,
যা হয়—না হয় কর রাগে॥ ৮৪
ক্রোধে কন ব্রহ্মময়ী, ধর্ম্মহীনা যদি হই,
তবে কেন ধর্ম্ম পানে চাই!
কে আর অনুমতি লবে,আপনার ইচ্ছায় তবে,
পিতা সঙ্গে হিমালয়ে যাই॥ ৮৫

* * *

গিরিরাজের শিব-পূজা।

এত বলি মহামায়া, করিয়া কপট মায়া,
ডাকিছেন যুগল তনয়ে।
মহেশের মান খণ্ডি, চঞ্চল চরণে চণ্ডী,
অমনি চলেন হিমালয়ে॥ ৮৬
হইয়া বিপদগ্রস্ত, যোগপতি যোড়হস্ত,
অগ্রে ধেয়ে দুখে কন বাণী।
মৌখিকে কৌতুক কই, ধর্ম্ম মোর—ব্রহ্মময়ি!
আন্তরিকেতে ব্রহ্মতারা জানি॥ ৮৭
ক্ষম দোষ ক্ষেমঙ্করি! আমি কিছু ভিক্ষা করি,
ভিক্ষাজীবী জান ভব সদা।
যদি আমায় কর রক্ষা,দেহে প্রাণ দেহ ভিক্ষা,
অন্য কিছু চাইনে অন্নদা॥ ৮৮

* * *

জয়জয়ন্তী বা সাহানা—খং।
এই ভিক্ষা করি, আমায় ত্যজি আজি
গিরিপুরী!—
যেও না হে রাজকন্যে অন্নপূর্ণেশ্বরি!

আমি তোমায় ভাবি ব্রহ্ম,
তুমি কই রেখেছ ধর্ম্ম,
জন্ম কি কাঁদাবে দেখে জনম-ভিখারী ?
দয়া কিঞ্চিৎ প্রকাশিবে, শরণাগতোঽহং শিবে,
বিচ্ছেদসাগরে শিবে ! সঁপিও না
শঙ্করি। (ঘ)

* * *

উমা প্রতি করি স্তুতি, উর্দ্ধহাতে উমাপতি,
উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।
উপায় না দেখি ক্রমে, উৎকট ভাবেন উমে,
উভয়-শঙ্কট উপজিল ॥ ৮৯
'যাব না—যাব না' বাণী,ভবেরে বলে ভবানী,
নির্জ্জনে জনকে ল'য়ে যান।
জননী কহেন, পিতে !
পতি-আজ্ঞা বিনা যেতে,—
শক্তি নাই, কহিনু প্রমাণ ॥ ৯০
শুন মোর উপদেশ, এখানে পূজ মহেশ,
কামনা করিয়ে মোর লাগি।
আশুতোষ দিগম্বর, এখনি দিবেন বর,
বাঞ্ছা-কল্পতরু শিব যোগী ॥ ৯১
ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মবাক্য, মনেতে করিয়া ঐক্য,
গিরি আ[illegible] যত্নে সেই ক্ষণে।
গাড়িয়েছে পা[illegible]-লিঙ্গ, নয়নজলে বহে তরঙ্গ,
ত্রিনয়ন ভাবনা মনে মনে ॥ ৯২
লভিতে মানস-ফল, আনি ধুতুরাদি ফল,
গঙ্গাজল বিল্বদল ত্বরা।
সাধিবারে দৈবকাজ, সাজে গিরি শৈলরাজ,
বিভূতি প্রভৃতি বেশ করা ॥ ৯৩
সাধে গিরি দেবারাধ্য, দিয়া আসনাদি পাদ্য,
যোগেতে অর্ঘ্য দান করে।
বিল্বপত্রাদি অম্বুজে, পূজে শম্ভু-পদাম্বুজে,
ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি পরে ॥ ৯৪
পূজা করি মহাকাল, নৃত্য করি দেয় তাল,
বাজে গাল ব্যোম ব্যোম্ ধ্বনি !
পূজা সমাপন পরে, যোড় হাতে স্তব করে,
বাঞ্ছা,—প্রাপ্তি তনয়া ঈশানী ॥ ৯৫

* * *

আলিয়া—কাওয়ালী।

শঙ্কর ! কর মোরে করুণা।
গুণধর গঙ্গাধর ! অধৈর্য্য ধরাধর,
ধর মিনতি ধর না ॥
হর ! হর বিষাদ, পুরাও হে মন-সাধ,
সাধ পুরাতে করি সাধনা ॥
হর ক্লেশ হে অশেষ গুণমণি !
শূলপাণি ! পাষাণী প্রাণে বাঁচে না ;—
বিপদে তব দাস, রাখ হে দিগ্‌বাস,
আশায় নৈরাশ, যেন করোনা ॥
নাম ধরেছ আশুতোষ, আমায় আশু তোষ,
তবে রয় যশ,—ঘোষণা ;—
দেহ তিন দিন জন্যে, পরাণ ঈশানী কন্যে,
তিন দিন বিনা শিবে রবে না ॥ (ঙ)

* * *

গৌরীর হিমালয় যাত্রা।

স্তব করে শৈল, হর-কৃপা হৈল,
শিব কন ভবানীরে।
গিরি ভক্ত অতি, দিলাম অনুমতি,
যাহ দুর্গা ! গিরিপুরে ॥ ৯৬
ধৈর্য্য হয় না চিত, মোর কদাচিত,
যা উচিত কর ঈশানি !
কার্ত্তিক গণেশে, রাখি মোর পাশে,
যাও তুমি একাকিনী ॥ ৯৭
শুনিয়া তাহার, হইল স্বীকার,
যুগল শিশু রাখিয়ে।
সঙ্গে হিমালয়, যান হিমালয়,
চঞ্চলগামিনী হ'য়ে ॥ ৯৮
জননী যখন, অদর্শন হন,
কৈলাস পর্ব্বত থেকে।
না দেখিয়া মায়, কাঁদে উভরায়,
কার্ত্তিক-গণেশ দুখে ॥ ৯৯
হইয়া কাতর, বলে মাগো ! তোর,
জনক পাথর জানি !
পিতৃ-ধর্ম্মে কায়া, নাই দয়া মায়া,
সন্তানে বধ জননি ॥ ১০০

এইরূপ তারা, 'মরি গো মা তারা !'
ব'লে—নয়নতারা ভাসে।
ত্যজিয়া শঙ্করে, দোঁহে যাত্রা করে,
হিমালয়ে অনায়াসে ॥ ১০১
উৎকণ্ঠিত মন, পবন-গমন,
শ্রবণে কথা না শুনে।
উচ্চৈঃস্বর করি, দাঁড়া গো শঙ্করি !
ব'লে কাঁদে দুই জনে ॥ ১০২
উন্মাদ-লক্ষণ, পথ-নিরীক্ষণ,—
না হয় নয়নজলে।
পথে দেখি পথী, কাঁদে গণপতি,
ব্যাকুল হইয়া বলে ॥ ১০৩

* * *

জয়জয়ন্তী—যৎ।

তোমরা কেউ দেখেছ রে ভাই !
কেউ না কি জান তাঁরে।
এ পথে মোর জগদম্বা মা গেল কত দূরে ॥
চিহ্ন কৈ পদ দুখানি, তরুণ অরুণ জিনি রে !
দিল বিধু খণ্ড ক'রে, বিধি চরণ-নখরে ॥
মা আমার কৈলাসকর্ত্রী,
গতি-হীনের গতি-দাত্রী,
দণ্ডি-ঘরে অধিষ্ঠাত্রী, চণ্ডী নাম ধ'রে ;—
আমাদের সেই জননীকে,
মা ব'লে জগতে ডাকে, ভাই রে !—
তাঁরে না জানে যে এ জগতে,
জগৎ-ছাড়া বলি তারে ॥ (৮)

* * *

নন্দী ও মহাদেবের কথোপকথন।

সন্তানে দেখে বিবেকী, শঙ্কর কহেন, একি !
কার জন্যে ভোগী আমি তবে ?
একি মোর কর্ম্মসূত্র, উপযুক্ত দুটো পুত্র,
চিরদিন বালক-ভাবে রবে ॥ ১০৪
নন্দী কয় হাসি হাসি, শুন হে শ্মশানবাসি !
বলি তোমায় লজ্জা তেয়াগিয়া।
সন্তানের গৃহ-ধর্ম্ম,— কভু না বসিবে মর্ম্ম,
যে পর্য্যন্ত নাহি দেহ বিয়া ॥ ১০৫

বড় দাদার দিলে বিয়া, কলাতরু আনাইয়া,
বিয়ের উচিত নয় বলা।
সেটা কিছু বিবাহ নয়, পুত্র প্রতি মৃত্যুঞ্জয় !
বিবাহ-বিষয়ে দেখাইলে কলা ॥ ১০৬
দুই হাতে এক হাত হ'লে পরে,
বিধি বন্দী করে ঘরে,
মনের কথা সন্তানে কি কবে !
সংসার নাহিক যার, সংসারে কি সুখ তার ?
যথারণ্য তথা গৃহ ভাবে ॥ ১০৭
বিশেষ, কলিতে নাই তুল্য কভু,
মাগ হয়েছেন মহাপ্রভু,
সম্বন্ধ,—সম্বন্ধীর সনে।
সার কুটুম্ব যেখানে সাদী,
সেই পক্ষেই সাধাসাধি,
জগৎ বাধ্য রমণীর চরণে ॥ ১০৮
কলিকালে এই ব্যভার,
রাজ্য হয়েছে ভার্য্যে সার,
কোথাকার বা ইষ্ট কোথাকার বা গুরু !
জ্যেঠা খুড়ার কে সুধায় নাম ?
বাপ হয়েছেন বাঞ্ছারাম, *
মাগ হয়েছেন বাঞ্ছা-কল্পতরু ॥ ১০৯
কেহ হন না মাগের উপর,
মেজেয় ব'সে মাজিষ্টর,
হুকুম-বরদার ভাতার,
যেন নাজির হয়েছেন তায়।
দেবর ভাসুর যে যে আর,
কেউ আমীন কেউ পেশকার,
জামাই-ভাগ্নে চিঠির পেয়াদা প্রায় ॥ ১১০
জগৎ হয়েছে মেগের বশ,
মেগের কাছে রাখতে যশ,
ঐ চেষ্টা দেখছি যুড়ে রাজ্য।
স্মৃতির মন্ত্র উল্টে ফেলে,
মেগের মতেই জগৎ চলে,
মাগ হয়েছেন স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্য ॥ ১১১
পিতা মাতা গুরু প্রভৃতি,
কপট ভক্তি কপট মতি,
ঐকান্তিক ভক্তি কেবল ঐ চরণে আছে।

* বাঞ্ছারাম—নগণ্যভাব ব্যঞ্জক।

বিয়ের বেলায় বাঁধেন হাত,
কলি-যুগের জগন্নাথ,
ভর্ত্তা হয়েছেন ভৃত্য, মেগের কাছে। ১১২
স্ত্রী-বাধ্যের পরিচয়, সদানন্দে নন্দী কয়,
হেথায় শুনহ বিবরণ।
হইয়ে ব্যাকুল অতি, কার্ত্তিকেয় গণপতি,
না পেয়ে মায়ের দরশন। ১১৩
সন্তান কাঁদিছে জানি, দুর্গা দুর্গতিহারিণী,
তারিণী ত্বরায় আসি পরে।
দুই কক্ষে দুই শিশু, লয়ে গমন করেন আশু,
আশুতোষ-রমণী গিরিপুরে। ১১৪.

* * *

গিরিপুরে শিব-পূজা।

মেনকার ঝুরিছে আঁখি, গিরির বিলম্ব দেখি,
অচল-মোহিনী যেন চঞ্চলা হরিণী।
পুরোহিত দ্বিজবরে, রাণী কয় বিনয় ক'রে,
ওহে দ্বিজ! উপায় বল শুনি। ১১৫
দেখিতে দুঃখিনী মায়, এবার বুঝি উমায়,
বিদায় দিলেন না ত্রিলোচন।
ধৈর্য্য নাহি ধরে প্রাণ, গিরি বা ত্যজিল প্রাণ,
প্রাণ-উমার বিনে আগমন। ১১৬
ষষ্ঠ্যাদির কল্পারম্ভে, এসেন আমার জগদম্বে,
এবার বিলম্ব কিবা লাগি?
চক্ষে ধারা তারাকার,
বলেন,—তারা কৈ আমার?
সঙ্কট ঘটালে শিব যোগী। ১১৭
করোনা আর কাল বিলম্ব,
স্বস্ত্যয়ন কর আরম্ভ।
দৈব-কর্ম্মে দৈব হরে * জানি।
মানসে মানস কর, যেন মানস পূরাণ হর,
দিয়া উমা পরাণ-নন্দিনী। ১১৮
শুনি বাক্য দ্বিজরাজ, নাহি করে কাল ব্যাজ,
স্বস্ত্যয়ন-সঙ্কল্প করে ত্বরা।
লক্ষ শিব আরাধন, জপিছে শ্রীমধুসূদন,—
নাম—আগমন-জন্য তারা। ১১৯

* দৈব হরে—দুর্দ্দৈব মোচন করে।

দুর্গা নাম আদি ধ্যান বিষ্ণুরে তুলসী দান,
শুদ্ধমতে চণ্ডী পাঠ করে।
স্বস্ত্যয়ন হৈল ইতি, দ্বিজের মনে হয় ভীতি,
পার্ব্বতী এলেন না গিরিপুরে। ১২০
ব্রাহ্মণের নিকটে ত্বরা, রাণী কয়, হ'য়ে কাতরা,
ওহে দ্বিজ! উপায় বল না।
আসিবার যে লগ্ন গেল,
স্বস্ত্যয়নে কি বিঘ্ন হ'লো!
বিঘ্নহরের মা কেন এলো না? ১২১
স্বস্ত্যয়ন দেখিয়ে সাঙ্গ, হলো আমার অবশাঙ্গ,
প্রাণ-সাঙ্গ ক'র্লে বুঝি শিব!
দণ্ডেক দুদণ্ড পরে, গৌরী না আইলে ঘরে,
জীবন জীবনে তেয়াগিব। ১২২
ফল্‌লো না স্বস্ত্যয়ন-ফল,
অভাগীর কি ভাগ্যফল!
মোক্ষ-ফল ফলে যে সাধনে।
যত সাধ বিফল হ'লো, জগৎ অন্ধকার হলো,
জগদম্বা এলো না ভবনে! ১২৩

* * *

আলিয়া—যৎ।

হে দ্বিজ! তোমায় কই।
কৈ এলো মন্দিরে আমার ব্রহ্মময়ী;
তোমার চণ্ডী সাঙ্গ হ'লো, আমার চণ্ডী কৈ।
পূজা কর্‌লে লক্ষ শিবে,
আর কবে আসিবে শিবে?
শিবের ঘর ত্যজিবে শিবে, আশায় রই।
সঙ্কল্পিত দুর্গানাম, জপ্‌লে ক-দিন অবিশ্রাম,
দুর্গা আমার আসিবে ক-দিন বই;—
তুলসীতে পূজ্‌লে বিষ্ণু,
কৈ সে বিষ্ণু আমায় তুষ্ট?
আমি যদি বিষ্ণুমায়ায় প্রাণে দগ্ধ হই। (ছ)

* * *

গিরিপুরে দশভুজা।

হেথা পথে আইসেন গৌরী,
রূপ,—দনুজের বৈরী,—
দশকরা মহিষমর্দ্দিনী।

বামপদ মহিষাসুরে, অপর পদ সিংহোপরে,
পদভরে কাঁপিছে ধরণী ॥ ১২৪
রূপে ভুবন আলো করে, বিবিধ আয়ুধ করে,
মণিময় আভরণ অঙ্গে।
চলিল সুরবন্দিনী, তপ্ত সুবর্ণ-বরণী,
সুহাস্যবদনী রঙ্গে ভঙ্গে ॥ ১২৫
গিরিবাসিনী যত মেয়ে, গৃহকার্য্য তেয়াগিয়ে,
পথ চেয়ে আছে পথ মাঝে।
মায়ের আগমন অমনি, হেরিল যত রমণী,
শঙ্কর-রমণী রণ-সাজে ॥ ১২৬
পুলকে প্রফুল্ল কায়, দ্রুত গিয়া মেনকায়,
অমনি রমণীগণ বলে।
ওগো! গা তোল রাজমহিষি!
ঐ এলো তোর উমাশশী,
পেলি দুর্গা,—দুর্গানাম-ফলে ॥ ১২৭

* * *

মূলতান—যৎ।

ওমা শৈল-রাজমহিষি! কাঁদিস নে গো আর,
তোমার দুঃখহরা উমা এলেন ঐ!
সে নাই তোর মেয়ে তারা,সিংহ-পৃষ্ঠে দশকরা,
রূপে দশদিক্ আলো করিছেন ব্রহ্মময়ী ॥ (জ)

* * *

গৌরী এলো এলো শুনি,
এলো-থেলো পাগলিনী,
এলোকেশী হয়ে রাণী,
ধরা-শয়ন ত্যজি অমনি উঠিল।
কৈ কৈ কৈ গো মা! আমার সাধের উমা,
কন্যা হরমনোরমা,
আজি কি শিবের শুভদৃষ্টি ঘটিল ॥ ১২৮
নয়ন-জলে দৃষ্টিহারা,
বলে—কোলে আয় মা তারা!
জুড়াই দুটি নয়ন-তারা,
মুখ দেখিলে দুঃখ খণ্ডে।
বিলম্ব দেখে তোমার, বিলম্ব ছিল না আর,
জীবন যেতো উমা! দণ্ডেক দু'দণ্ডে ॥ ১২৯
প্রেম-ভরে রাণী বলে,
আয় রে গণেশ! কোলে,
জননীর জননী ব'লে,—
গেলে আর কি মনে তোদের হয় না!
কেমন আছেন বল্ ঈশানি!
জামাই আমার শূলপাণি,
বিশেষ মঙ্গল বাণী, শুন্‌লে শিবের,
দুখ আর রয় না ॥ ১৩০
রাণী বলে,—কন্যা-ভ্রমে,দেখিবারে পায় ক্রমে,
এ ত নয় আমার উমে, ওহে গিরিবর!
তোমার কই হে!
কি হেরিলাম চমৎকার, যেন প্রলয়-আকার!
দশকরা কন্যা কার, অবলা এমন কে হে?১৩১
এ যে বামে বিরাজিত বাণী,দক্ষিণে বিষ্ণুঘরণী,
কমলা কমলদল মধ্যে।
ক্রোধে মহিষের প্রাণ হরে,চড়ি মৃগেন্দ্র-উপরে,
নগেন্দ্র! আনিলে কারে,
গৃহ মধ্যে কার প্রাণ বধ্যে *? ১৩২
আনিবে জানি সঙ্গে করি,আমার মেয়ে শঙ্করী,
ভয়ে মরি ভয়ঙ্করী,
কার কন্যে কার্ জন্যে আন্‌লে?
যাহার জন্যে গমন,সে কোথায় হে! সে কেমন
ধৈর্য্য হয় না—অধৈর্য্য মন,
প্রাণ-উমার মঙ্গল না শুন্‌লে ॥ ১৩৩
এই বলিয়া রাণী তখন কি বলিতেছেন?—

* * *

ললিত-ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

কৈ হে গিরি! কৈ সে আমার
প্রাণের উমা নন্দিনী।
সঙ্গে তব অঙ্গনে কে এলো রণরঙ্গিণী ॥
দ্বিভুজা বালিকা আমার উমা ইন্দুবদনী,
কক্ষে ল'য়ে গজানন, গমন গজগামিনী,—
মা ব'লে মা! ডাকে মুখে আধ আধ বাণী ॥
এ যে, করি-অরিতে করি ভর,
করে করে রিপু সংহার,
পদভরে টলে মহী মহিষনাশিনী;—
প্রবলা প্রখরা কন্যা, তনু কাঁপে দরশনে,
অসুরে নাশিছে তার বুকে বর্শা বরষণে,
জ্ঞান হয় ত্রিলোক-ধন্যা ত্রিলোক-জননী ॥ (ঝ)

* বধ্যে—বধিতে।

গৌরী ও মেনকার কথোপকথন।

মায়ের প্রতি মহামায়া ত্যজিলেন মায়া।
ধরেন অপূর্ব্ব রূপ পূর্ব্বের তনয়া॥ ১৩৪
দ্বিভুজা গিরিজা গৌরী গণেশজননী।
নগেন্দ্রনন্দিনী যেন গজেন্দ্রগামিনী॥ ১৩৫
দুই কক্ষে দুই শিশু, আশুতোষদারা।
উদয় হ'লেন চণ্ডী যেন চন্দ্রে ঘেরা॥ ১৩৬
উমাচন্দ্র কোটি চন্দ্র জিনি রূপ ধরে।
দশ চাঁদ পড়িয়া মায়ের চরণ-নখরে॥ ১৩৭
হেরিয়া গগন-চাঁদ মলিন লজ্জায়!
চাঁদে কি তুলনা তাঁর,—
চাঁদ প'ড়ে যার পায়! ১৩৮
শরদে শারদচাঁদের হাট, হৈল হিমালয়ে।
রাণী পাইল হাতে চাঁদ, উমাচাঁদকে পেয়ে॥ ১৩৯
উমা-চাঁদের মুখচাঁদ গগন-চাঁদকে ঢাকে।
চন্দ্রমুখী চাঁদ-মুখে জননী ব'লে ডাকে॥ ১৪০
রাণী বলে,—এলি আমার দুর্গা দুখহরা!
রোদনে রোদনে তারা! নাই মা!
নয়নতারা॥ ১৪১
বিদায় দিয়া কি দায়, উমা! ঘটে গৃহবাসে।
আমার, দেহ থাকে হিমালয়ে,
প্রাণ থাকে কৈলাসে॥ ১৪২
অদর্শনে ধরাসনে মৃত্যুসমা রই।
আজি, প্রাণ এনে দেহেতে দিলি,
তেঁইতো কথা কই॥ ১৪৩
মা আছে,—মা! ব'লে মনে
হয় না কিসের লাগি?
তোর শোকে, মা!—ম'লে হবি
মাতৃবধের ভাগী॥ ১৪৪
আমি পুত্রহীনা, কন্যা বিনা, অন্য গতি কৈ?
তোর ভরসা—তোরি আশা, করি ব্রহ্মময়ি।
কোন্ দিনে, ত্যজিব প্রাণ, দিনে দিনে জরা!
অসমর্থ কালে তত্ত্ব, ক'রবি নে কি তারা!১৪৬
তোর, ভাব দেখে, ভবতারিণি!
শঙ্কা মনে আছে।
মা! অন্তকালে আন্‌তে গেলে,
আসবি না গো পাছে॥ ১৪৭

রাণী-বাক্যে, মনোদুঃখে, কন শিবরাণী।
তুমি গো! আমার তত্ত্ব কর কৈ জননি? ১৪৮
জনক যাহার রাজা, মা যার রাজমহিষী।
ভাগ্যগুণে পতি না হয়, হয়েছে সন্ন্যাসী॥ ১৪৯
নারীগণের গঞ্জনাতে, লজ্জায় মরে যাই।
বলে, রাজার মেয়ে—শুনতে পাই,
তোর কি গো মা নাই? ১৫০
জনক পাষাণ—তেম্‌নি মা! তুমিও পাষাণী।
আমি, পাসরিতে নারি মায়া,
তেঁই আসি আপনি॥ ১৫১
রাণী বলে, ঈশানি! পাষাণী বটি আমি।
পাষাণ হওয়া ভালো মাগো!
যার কন্যা তুমি॥ ১৫২
যেমন দরিদ্রের মন্দাগ্নি হইলে মন্দ নয়।
ভিক্ষুক ব্যক্তি নির্লজ্জ হইলে মঙ্গল হয়॥ ১৫৩
নারীর দেহ দুর্ব্বল হইলে মঙ্গল বটে।
যোগী ব্যক্তির তেজো হ্রাস হ'লে মঙ্গল ঘটে॥
অক্ষমের মঙ্গল,—যদি না থাকে পরিবার।
সতী নারী কুরূপা হইলে মঙ্গল তার॥ ১৫৫
সন্নিপাতের রোগীর মঙ্গল, পান ক'রে গরল।
জন্মদুঃখী যে জন, তার মরণ মঙ্গল॥ ১৫৬
বোবার মঙ্গল,—কর্ণে কথা
শুন্‌তে না পায় তবে।
তোর জননী পাষাণ—তেমনি মঙ্গল জানিবে॥

* * *

পিলু-বারোঁয়া—যৎ।

বিধি, ভাগ্যেতে করেছে আমায় পাষাণী।
তেঁইতো, তোর শোকে, এ দুখে,—
জীবন থাকে, গো ঈশানি!
নৈলে কি ভেবেছ মনে,
দেখা হ'তো মায়ের সনে?
উমা! তোর অদর্শনে, বাঁচতো কি পরাণী? (ঐ)

* * *

এত বলি গিরিভার্য্যা ভাসে নয়নজলে।
করুণা করিয়া পুন কন্যা প্রতি বলে॥ ১৫৮
অচলপতি হীনগতি—কিরূপে তত্ত্ব করি।
পুরাও গো সাধ, সে অপরাধ ক্ষম ক্ষেমঙ্করি॥

কতলোকে, উমা! আমাকে,
তোমায় দুখী বলে!
শুনে শুনে মনাগুনে, সদা প্রাণ জলে॥ ১৬০
বলে, স্বর্ণলতা বিবর্ণতা, রাণি! তোর কুমারী।
করি ভিক্ষা প্রাণ-রক্ষা করেন ত্রিপুরারি॥১৬১
সবে ধন উমাধন, আরাধনের ধন।
রাখিতে চাই, ঘর-জামাই, মানে না ত্রিলোচন॥
তখন, মেনকারে দর্প ক'রে দুর্গা কন ছলে।
তোর, জামাতার দুঃখের কথা,
কেবা তোরে বলে? ১৬৩
মোর ভর্ত্তা হর্ত্তা কর্ত্তা ত্রিভুবনস্বামী।
বরং মা তুমি দরিদ্রজায়া, রাজমহিষী আমি॥
কান্ত আমার কাশীকান্ত,অন্ত কে তাঁর জানে?
জগতে ধনী, ওগো জননি!
আমার পতির ধনে॥ ১৬৫
ভক্তি করি মোর পতিকে,যে জন করে ভিক্ষে।
মোক্ষধন ত্রিলোচন তারে দেন কটাক্ষে॥ ১৬৬
নাই, কিছুরি অভাব দেখতে স্বভাব
দীন দুখীর প্রায়!
যে বুঝে ভাব, তার উঠে ভাব,
ভবের ভাবনা যায়॥ ১৬৭
তোর ধনে কি, তোর জামাই ঝি,
সম্পত্তি পাবে?
ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী—এনে তারে ধন দিবে॥
তার কখন দৈন্ত থাকে,যার ঘরে তোর মেয়ে।
জগতে অন্ন যোগাই আমি, অন্নপূর্ণা হ'য়ে॥
রত্নাকর কুবেরাদি শিবের ধন রাখে।
কত পুণ্যে, মা! তুই কন্তে, সঁপেছিল তাঁকে॥
আমি, ইন্দ্রাণী তোয় করতে পারি,
এমন পতির জোর।
দশ পুত্র সম কন্যা,—আমি কন্যা তোর॥ ১৭১
যত, প্রতিবাসী হিংস্রক, সুখ তোরে বলে না।
দুঃখের কথা, ব'লে মাতা! দেয় তোরে বেদনা
রাণী বলে, মর্ম্মের কথা বল ব্রহ্মময়ি!
এত যে ঐশ্বর্য্য তোর, বাহ্যলক্ষণ কৈ? ১৭৩
সাজাইতে শঙ্করি! তোরে
সাধ কি শিবের নাই।
রত্ন-আভরণ কেন দিলে না জামাই? ১৭৪
উমা-বিধুর অঙ্গ শুধু*, কি করে ছার ধনে!
এলে, দৈন্ত সাজে, পদব্রজে,সন্দেহ হয় মনে॥
মেনকারে হাস্যমুখে উমা কন রঙ্গে।
ওমা! আভরণ, ত্রিলোচন,
দেখিতে নারে অঙ্গে॥ ১৭৬
বলেন, এ অঙ্গ সাজাইতে
কি ভূষণ আছে ত্রিভুবন-মাঝে?
তারিণি! আমার শিরোমণি,
মণি কি তোমায় সাজে? ১৭৭
চাঁদে কি বাঁধিলে মণি, অধিক উজ্জ্বল করে।
আমার, শূন্য বেশে আশুতোষের
সদা মন হরে॥ ১৭৮
পঞ্চাননের বাঞ্ছা মনে, যা হয়, তাই করি।
নৈলে, অসংখ্য অমূল্য মণি যায় গড়াগড়ি॥১৭৯
রাণী বলে, কেন ভূষণ সাজিবে না মা! গায়।
হইলে, হস্তিদন্ত স্বর্ণ-বাঁধা অধিক শোভা পায়॥
আমি প্রত্যক্ষে দেখিব আজি নানারত্ন আনি।
সাজে কি না সাজে, অঙ্গ তোমার ঈশানি!

* * *

এই কথা বলিয়া, মেনকা,—গৌরীর অঙ্গে অঙ্গদ, বালা, তাড় প্রভৃতি পূর্ব্বকালীন অলঙ্কার সকল দিতেছেন।

* * *

এখনকার গহনা কিরূপ?—

এখনকার যে অলঙ্কার, চরণে কত চমৎকার,
পাঁয়জোরেতে বাজনঘুন্টী বাজে।
মাঝখানেতে চরণপদ্ম, চরণ-শোভা করে ছন্দ,
বাজন নূপুরপাতা সাজে॥ ১৮২
অঙ্গুলি কিবা শোভিছে,
দুই পাশেতে আটনার বিছে,
মাঝের আঙ্গুলে চুটকি দেখি।
উপরে ঝুজ্‌বুর ঘণ্টা, পঞ্চমেতে কলস-আঁটা,
কলস না থাকিলে বলে বেঁকী॥ ১৮৩
বাঁক হয়েছে নানা রঙ্গী, হীরাকাটা জলতরঙ্গী,
কাটা মুখ রাণাঘেটে পঁটে।

* শুধু—আভরণহীন।

কয়লেন সারাদিনটে দগ্ধা,
বললেন,—ওহে দিনটে দগ্ধা,
আজি তুমি যেও না দীন-তারিণি ॥৩
কালি বল্‌লেন,—মঙ্গলে, ষষ্ঠী আর মঙ্গলে,
যোগ হয়েছে—পাপযোগে যেও না।
জ্যোতিষের পুঁথিখান, খুলে দেখেন দিনমান,
আমাকে পাঠাতে তাঁর, শুভ দিন মেলে না ॥৪
নানা শাস্ত্র জানেন নাথ,
তিনি আমার বৈদ্যনাথ,
নিদানেতে তাঁরি ভারি ক্ষমতা।
কেবা বোঝে কারে কই, শুনে বড় দুঃখিত হই,
মা বলেন মোর নির্গুণ জামাতা ॥৫
নারীগণ কয় ভাল ভাল,
শশিমুখি! তোর শশিভাল,—*
হকু ধনহীন, পণ্ডিততো বটে।
আছে ধন নাই গুণ, সে ধনের মুখে আগুন,
পেটে খেতে পায় না তবু, বিদ্যা হকু পেটে ॥৬
মা হকু এখন যাও ত্বরায়,
তোর বিলম্ব দেখে ধরায়,
হারিয়ে জ্ঞান প'ড়ে আছে মেনকা।
বিলম্ব করোনা আর, চন্দ্রমুখি! অন্ধকার,—
ঘুচাও তার, দিয়ে একবার দেখা ॥ ৭
তোর মায়ের প্রতিবাসিনী,
একবার একবার যেও ঈশানি!
আমাদের ঘরে ল'য়ে দুটী তনয়।
ইহা বলে যত কামিনী, অগ্রে হয় দ্রুতগামিনী,
উমার আগমন মেনকারে কয় ॥ ৮

* * *

অহং-সিন্ধু—একতালা।

গা তোল গা তোল, বাঁধ মা! কুন্তল,
ঐ এলো পাষাণি! তোর ঈশানী।
ল'য়ে যুগল শিশু কোলে, মা কৈ মা কৈ ব'লে,
ডাক্‌ছে মা তোর শশধরবদনী ॥
মা গো! ত্রিভুবনে মান্যে, ত্রিভুবনে ধন্যে,
তোর মেয়ে সামান্যে নয় গো, রাণি!

* শশি ভাল—মহাদেব।

আমরা ভাবতেম ভবের প্রিয়ে,
আজ শুনি তোর মেয়ে!
তিনি নাকি ভবের ভয়-হারিণী ॥
ধর্‌লি, যে রত্ন উদরে, তোর মত সংসারে,
রত্নগর্ভা এমন নাই রমণী,—
মা! তোমার ঐ তারা, চন্দ্রচূড়-দারা,
চন্দ্র-দর্পহরা চন্দ্রাননী;—
এমন রূপ দেখি নাই কার,মনের অন্ধকার,
হরে, মা! তোর হর-মনোমোহিনী ॥ (ক)

* * *

পথে গিরিজার অদর্শন।

ঘরে এলেন শঙ্করী, এই কথা শ্রবণ করি,
মৃত দেহে যেন শিখরী, পাইলেন জীবন।
এখানেতে মহামায়া, তেয়াগিয়া দয়া-মায়া,
মায়ের প্রতি করি মায়া, না দেন দরশন ॥ ৯
যাহা বল্‌লে এলো তারা,
অবাক্ হ'য়ে রৈল তারা,
নয়নেতে থাক্‌তে তারা, অন্ধ তাদের আঁখি।
পাষাণী কয় কেঁদে কথা,
কই প্রাণের ঈশানী কোথা?
প্রাণ যায় আবার ব্যাপকতা,—
তোরা কর্‌লি নাকি। ১০
নারীগণ কয় করি কিরে,
ক'রে বিধিমতে সঙ্কট কিরে,
সঙ্গে নে তোর শশিমুখীরে,
এনেছিলাম এখানে।
ভাল মন্দ জানিনে মা!
আমাদিগে দে মা! ক্ষমা,
ওগো রাণি! তোর উমা,—
মেয়ে কি কুহক জানে ॥ ১১
আসিছে গিরিবর সনে, তাই শুনে যাই দর্শনে,
নারীগণের এই কথা শুনে, উঠে গিরিমহিষী।
ঘরে ঘরে গিয়ে শুধায়,
বারে বারে রাজপথে ধায়,
যেন পাগলিনী প্রায়, বিগলিতা-কেশী ॥ ১২

দেখেছ আমার পার্ব্বতীকে,
রাণী সুধান যতেক পথিককে,
তা-বই * গিয়ে নিজপতিকে, কেঁদে কন শিখরী
তুমি, সঙ্গে ক'রে আন্‌লে শৈল!
শৈলজা মোর কোথা রৈল?
খাব বিষ, অনেক সৈল,—আর সৈতে নারি॥
হ'লো আসা প্রাণ উমার, সুবচন শুনে তোমার,
সুবচনীর দিব ধার, মানস করেছি।
যার জন্য স্বস্ত্যয়ন, তুলসীদলে নারায়ণ,
বিল্বদলে ত্রিলোচন, আরাধন করেছি॥ ১৪
কালি ঘুচাইবেন কালী,
কোটি জবাতে আমি কালি,
পূজিয়ে দক্ষিণাকালী, দক্ষিণান্ত করি।
উমায় ক'রে বাসনা, শ্যামার যে উপাসনা,
আমায় তাঁর করুণা, কৈ হ'লো হে গিরি! ১৫

* * *

ঝিঁঝিট—একতালা।

গিরি! যার তরে হে!—আমি পূজিলাম শ্যামা
কৈ মোর শশিধরপ্রিয়ে উমাশশী,
সে যে, ষোড়শী অতসীকুসুম সমা॥
তুমি তো সেই দুখ-ভঞ্জনীর চাঁদ মুখ,—
নিরখিয়ে দুখ ক'রেছ ভঞ্জন,—বলি হে রাজন্!
বল, কি দোষ পেয়ে, আমার, সে নিদয়া মেয়ে,
হয়, তোমারে সদয়া, আমারে বামা॥
দাশরথি বলে দেখ্‌বে যদি মেয়ে,
দু'নয়ন মুদিয়ে হৃদি পদ্মাসন,—কর অন্বেষণ;—
তাঁরে অন্বেষণের তরে, কাজ কি অন্য ঘরে,
অন্তরে বিহরে সে হররমা॥ (খ)

* * *

গিরি বলে সে কি রাণি!
ভবনে আমি ভবানী!
সঙ্গে ক'রে আনিলাম এখনি।
এই যে শুভ সপ্তমীতে,
তৃপ্ত মন তাঁর এই ভূমিতে,
কোনখানে যাবে না ত্রিনয়নী॥ ১৬

কেন কেন ধরাশয়ন? কর মেয়ের অন্বেষণ,
আছেন কোন প্রতিবাসিনীর বাসে।
তুমি কি জাননা শিখরি! ক্ষণজন্মা ক্ষেমঙ্করী,
মেয়েকে আমার সবাই ভাল বাসে॥ ১৭
যখন আমি কৈলাসে যাই,
রমণী এসে একজাই,
মেয়ের প্রশংসা সবাই করে।
বলে,—কি পুণ্য বলিতে নারি,
রত্নগর্ভা তোমার নারী,
হেন রত্ন রাণী ধরেন উদরে॥ ১৮
মেয়ে যেন সাক্ষাৎ সতী, জগতে করে বসতি,
মেয়ে ত অনেক দেখ্‌তে পাই।
হেন মেয়ে জন্মান ভার, তোমার জগদম্বার,
জগতে তুলনা দিতে নাই॥ ১৯
পতিকে ভক্তি পতিকে ভয়,
হেন লক্ষ্মী মেয়ে কি হয়,
লক্ষ্মী যেমন নারায়ণের দাসী।
ঘরে সুখ নাই তায় কি ক্ষতি?
শুনে মেয়ের সুখ্যাতি,
সুখের সাগরে আমি ভাসি। ২০
দেখ,—সেই মেয়ে কি এসে ঘরে,
তোমায় দুখ-সাগরে,
ভাসাতে পারে আশা ভঙ্গ ক'রে?
আমার উমা স্বর্ণলতা, পথে হ'য়ে প্রসন্নতা,
আদর পেয়ে গিয়েছেন কারো ঘরে॥ ২১
অনাদরে দিলে ক্ষীর, উমা আমার দু-আঁখির,
কোণে তা দেখেন না আমি জানি।
আদরে তণ্ডুল-চূর্ণ, দিলে তাঁর বাসনা পূর্ণ,
করেন আমার দয়াময়ী ঈশানী॥ ২২
রাণি! হে! আমার ত্রিনয়নী, দয়া-ধর্ম্মপরায়ণী,
ভক্তকথা শুনায় মন,—সোণা চান্ না কাণে।
বেদের উত্তম কথা, উত্থাপন হয় যথা,
উত্তরেন গিয়ে সেইখানে॥ ২৩
উমার আমার আছে পণ, করেন মন সমর্পণ,
হর-কথা, কি হরি-কথা যথায়।
অথবা যথায় চণ্ডীপাঠ, থাকেন তাহারি পাট,
দেখ রাণি! তাই বুঝি কোথায়॥ ২৪

* * *

* তা-বই—তাহা ছাড়া।

বিল্ববৃক্ষ-মূলে মেনকার গৌরী-দর্শন।

মেয়েটির শোভা কেমন?—
গায়ত্রীর শোভা যেমন,
আদ্য-অন্তে দুটি প্রণব লয়ে।
ঐ বিল্ববৃক্ষ দেখা যায়,
তারা, এই মাত্র ঐ পথে যায়,
দেখ গে মা! দ্রুতগামিনী হয়ে॥ ৪৯
শুতমাত্র প্রতিমূলে, দ্রুত গিয়ে বিল্বমূলে,
অমূল্য ধন করি দরশন।
মুখপানে চেয়ে রাণী, মৃতদেহে পায় পরাণী,
মৃত্যুঞ্জয়-রাণীকে রাণী কন॥ ৫০

* * *

অহং-সিন্ধু—একতালা।

ওমা শঙ্করি! আমার স্বর্ণপুরী,—
ত্যজে কেন বিল্বমূলে।
কত কেঁদে মলাম উমে! মায়ের কপাল-ক্রমে,
এমন অবোধ মেয়ে তুমি জন্মেছ কুলে!
রেখ মায়ের কথা কাণে, যেখানে সেখানে,
বসো না বসো না ওমা বিমলে!—
দুখ পাবি গো উমে! (কোলে আয় মা!
ত্যেজে বিল্বমূলে)
যেন কণ্টক বেঁধে না তোর চরণ-কমলে॥
ঘরে মা! যখন আসিবে, মায়ের দুঃখ নাশিবে,
মা বলিবে,—তুষিবে,—বসিবে কোলে;—
শিবের বামে বসো মা! (বসো বসো মা!
একবার মায়ের কোলে)
আর তোর দাস—দাশরথি-হৃদ্-কমলে॥ (ঙ)

* * *

বিল্ববৃক্ষের মাহাত্ম্য।

শুনি ক'ন জননী, জননী-বিদ্যমানে।
সাধে কি বিল্বমূলে বসি, বশীভূত এখানে॥৫১
রত্ন-ঘরে ব'সে অঙ্গ শীতল হয় না এমন!
বিল্বতল শীতল, ভূতল মধ্যে যেমন॥ ৫২
জগতে বলে—সুগন্ধি চম্পক শতদল।
আমি জানি সৌগন্ধ নাই তুল্য বিল্বদল॥ ৫৩
আমি আর আমার স্বামী,আর দুটি মোর সুত।
আমাদের দল মাত্র বিল্বদলে রত॥ ৫৪
খাদ্য-দ্রব্য বিল্বদল ভোগ যেখানে পাইনে।
অমনি অরুচি হয় ক্ষীর দিলে তা খাইনে॥ ৫৫
আসন ক'রে বসেন পতি বিল্বপত্রোপরে।
মোক্ষফল দেন, বিল্বদল পেলে পরে॥ ৫৬
শুনি, উমাকে কহিছে এক গিরিবাসিনী নারী।
কথা সত্য—আমিও বিল্বের গুণ শুনেছি ভারি
বিল্বছাল পাচনে লাগে কবিরাজে কয়।
কাঁচা বেল কেটে শুকালে, বেল-শুঁঠ হয়॥৫৮
পুড়িয়ে খেলে কাঁচাবেল গৃহিনীরোগ* দূর।
পাকা বেলের অনন্ত গুণ মধু হ'তে মধুর॥ ৫৯
রস বিনা কি বশ হয়েছে তব কৃত্তিবাস?
বিল্বপত্র জারক বড় বায়ু-পিত্তনাশ॥ ৬০
ওগো উমা! মহৌষধি ঐ বেল যদি না রাখত?
তোমার স্বামীর এমন ধারা কান্তিপুষ্টি কি থাকত
ধুতুরা আদি বিষগুলা, সব খান যে অবহেলে।
শীর্ণ হয়ে যেতেন—কেবল জীর্ণ হয় বেলে॥৬২
শুনি আর এক ধনী বলে,ভেবে মলাম আমি।
বিল্ব তুল্য বস্তু নাই কন তোমার স্বামী॥ ৬৩
পাক্‌লে বেল, কলে কিছু ফলে বটে আনন্দ।
পাতাগুলা মাথায় কেন, করেন সদানন্দ? ৬৪
জগতে কেহ পায় না বাছা!
পাতায় আবার কি রস?
যাতে রস নাই,তোমার পতি সেই বস্তুর বশ!
তোমার পতির বশে যদি লোককে চলিতে হয়
তবে হয় বড় সুখ,
হয় ফেলে বলদে চড়তে হয়॥ ৬৬
ত্যাজ্য করে, ভদ্রাসন ত্যজে ভদ্রগণে।
শ্মশানে গিয়ে বস্‌তে হয়, বীরভদ্রের সনে॥৬৭
এইরূপেতে রসিকতা কথার আলাপন।
নারী পরে চল্‌লো ঘরে আপন-আপন॥ ৬৮

* * *

হিমালয়ের গৃহে গৌরী।

মেয়ে পেয়ে রাণীর তাপিত অঙ্গ জুড়াইল।
লয়ে হর-অঙ্গনাকে অঙ্গনে চলিল॥ ৬৯

---

* গৃহিণী—গ্রহণী।

বাসে গিয়ে, বাসনা পূরাণ, বসাইয়ে কোলে।
ক্ষীর সর আনিয়া দেন, বদনকমলে ॥ ৭০
বয়ান পানে চান, আর ছটি নয়ন ভাসে।
মৃদুভাষে ত্রিনয়ন-রাণীকে রাণী ভাষে ॥ ৭১
নগরে আজি কি শুনিলাম, শুন মা শুন মা!
আমি সাধ ক'রে,
সাধের নিধির নাম রেখেছি উমা ॥ ৭২
মা চেয়ে কে আদর জানে—একি অসম্ভব।
জগতে কে নানারূপ নাম রেখেছে তব ॥ ৭৩

* * *

সুরট—একতালা।

কে নাম দিলে ত্রিগুণধারিণী ॥
কে নাম রেখেছে নিস্তারিণী,—
বল মা হ'তে প্রাণ উমা,
কার কাছে এত মা! হয়েছ আদরিণী।
আমি সাধ ক'রে উমা নাম রেখেছিলাম,
উমা-গো! আজি আমি শুনিলাম,
ভবের সবে নাকি রেখেছে তোর নাম,—
ভবের ভয়-নাশিনী ॥
সুখের তরে তারে হরে সঁপেছিলাম,
ছখে ছখে কাল হর অবিরাম,
কে দিয়েছে মা! তোর দুঃখহরা মান,—
আমি ত জানি দুখিনী,—
সদানন্দের ঘরে অন্ন শূন্য সদা,
কে তোমার নাম রেখেছে অন্নদা?
শুনে দাশরথি ভয়ে কাঁপে সদা,
কে না বলে ভয়হারিণী ॥(চ)

* * *

গণেশ কন মাতামহি! আমার ত মাতা মহী,—
স্বর্গ পাতাল কর্ত্রী,—তা জান না।
তুমি গর্ভে প্রসবিলে, ভ্রমেতে মনে ভাবিলে,
মাতা পিতা তোমরা দুই জনা ॥ ৭৪
যা ভেবেছ তা ত নয়,
গিরি,—মায়ের তাত নয়,
মা নও তুমি,—সুধায়ো নারদেরে।
যাঁর আদর ক'রে নাম উমা,—
রেখেছ—উনি জগতের মা,
মহামায়া তোয় মা বলে মায়া ক'রে? ৭৫

যার উদরে ব্রহ্মাণ্ড, ধরা প্রভৃতি সপ্তখণ্ড,
বহ্নি বায়ু আদি সমস্ত হয়!
যাঁর, মায়ায় মুগ্ধ বিশ্ব, চর্ম্ম-চক্ষের অদৃশ্য,
রেও তাঁর কখন গর্ভে জন্ম লয়? ৭৬
মায়ের নাম যে ত্রিগুণধরা,
তুমি জান্‌বে কি গুণ তারা?
পিতা আমার নির্গুণ শূলপাণি।
হ'য়ে নয়ন মুদে শবরূপ, দেখেন মায়ের গুণরূপ,
আদর ক'রে নানারূপ,—
নাম রেখেছেন তিনি ॥ ৭৭
আদরের ধন দেখিলে পরে,
পরেও তাকে আদর করে,
জন্ম-অন্ধের কাছে কি গগন-চাঁদের ব্যাখ্যে?
যে কন্যে জন্মিল ভবে,
যাকে তুমি সঁপেছ ভবে,
তাঁকে তুমি দেখেছ কবে চক্ষে? ৭৮
দেখতে পায় না চরাচরে, চর্ম্মচক্ষের অগোচরে,
সদা থাকেন সদানন্দ-রাণী।
শুনি পাষাণী হেসে কয়,
উমা! তোমার জ্যেষ্ঠ তনয়,—
অবোধ গণেশ কি বলে ঈশানি! ৭৯
উমা কন,—জ্যেষ্ঠ তনয়,
মাগো! আমার অবোধ নয়,
গণেশ আমার বড় জ্ঞানবান্।
আমাকে আর গঙ্গাধরে,
মানুষ ব'লে নাহি ধরে,
মাতা-পিতায় তুল্য ব্রহ্মজ্ঞান ॥ ৮০
তদন্তরে কন ঈশানী,
জানি মা! তোমার নাম পাষাণী,
কাজে পাষাণী আজ কেন মা! হ'লে?
এ যে, মিছে আদর ওমা শিখরি!
আমাকে বসিলে কোলে করি,
আমার গণেশ দাঁড়িয়ে ধরাতলে ॥ ৮১
ধন জন মা জন্য কার?
তোমার পুরী অন্ধকার,
বংশ-হীন হয়েছিল কুল।
কন্যা ত মা বংশ নয়, বিধি আমাকে দিল তনয়,
গণেশ তোমার কুল-রক্ষার মূল ॥ ৮২

রাণী কন মা! বল অধিক,
প্রাণাধিকের প্রাণাধিক,
গণেশ আমার তাত আমি জানি।
কি করিব মা! বুঝে না মন,
গণেশে মন তোমার যেমন,
তেমনি আমার গণেশ-জননি! ৮৩
তুমি একবার শঙ্করি!
তব গণেশকে কোলে করি,
বস মা! এই রত্ন-সিংহাসনে।
আনিগে গিরিকে ডেকে,
সোণার গাছে হীরে দেখে,
জন্ম সফল করি দুই জনে॥ ৮৪
শুনি মায়ের উপাসনা, পূর্ণ করিতে বাসনা,
পূর্ণব্রহ্ম-সনাতনী তখন।
কোলে করি করিমুখে,
স্তন দান করিছেন মুখে,
রাণী রূপ করিছেন দরশন॥ ৮৫

* * *

গৌরীর গণেশ-জননী রূপ।

ললিত-বিভাস—ঝাঁপতাল।

বসিলেন মা হেমবরণী, হেরম্বে ল'য়ে কোলে।
হেরি গণেশ-জননী-রূপ,
রাণী ভাসেন নয়ন-জলে॥
ব্রহ্মাদি বালক যারা, গিরি-বালিকা সেই তারা,
পদতলে বালক ভানু, বালক-চন্দ্রধরা,
বালক-ভানু, জিনি তনু, বালক কোলে দোলে॥
রাণী মনে ভাবেন—উমারে দেখি,
কি উমার কুমারে দেখি,
কোন্ রূপে সঁপিয়ে রাখি নয়ন-যুগলে;—
দাশরথি কহিছে রাণি! দুই তুল্য দরশন,
হের ব্রহ্মময়ী, আর ঐ ব্রহ্ম-রূপ গজানন,
ব্রহ্ম-কোলে ব্রহ্ম-ছেলে, বসেছে মা ব'লে॥(ছ)

আগমনী (২) সমাপ্ত।

কাশীখণ্ড।

গৌরীর গিরিপুরে গমন।

উমা যান শরৎকালে, সপ্তমীর প্রত্যূষকালে,
হিমাচলে—মহাকালের লয়ে অনুমতি।
নাই,জ্ঞান-বুদ্ধি সমুদায়, দিয়ে বিদায় মোক্ষদায়,
পড়েছেন মুখ্য দায় কৈলাসের পতি॥ ১
তিলার্দ্ধ নাই উৎসব, শক্তি বিনে যেন শব,
ভুবন অন্ধকার সব, দেখিছেন শোকে।
কোথা শিঙ্গা ডম্বুর, মনে নাই শম্বুর,
নয়নের অম্বুর,—ধারা পড়িছে বুকে॥ ২
গলে ছিল হার অস্থির, এমনি চিত্ত অস্থির,
কোথা গেছে নাহি স্থির, রয়েছেন পাসরি।
কোথা ঝুলি কোথা সিদ্ধি,
ভুলে গিয়াছেন আত্ম-সিদ্ধি,
কোন কর্ম্ম নাই সিদ্ধি, বিনে সিদ্ধেশ্বরী॥ ৩
মনে নাই তত্ত্বসার, একবারেতে অতি-অসার,
পড়েছেন দুর্দ্দশার-সাগরে ত্রিনেত্র।
ঘরকন্না ঘোর আগুন,তাতে বিচ্ছেদের আগুন,
কপালে জ্বলিছে আগুন, তিন আগুন একত্র॥৪
সুত যার বিঘ্নহর, আপনি বিপদ-হর,
গৌরী বিনে সেই হর, হয়েছেন এমনি!
যেমন, প্রাণ বিনে কলেবর, জল বিনে সরোবর
রাজ্য বিনে নরবর, নেয়ে বিনে তরণী॥ ৫
ভক্তি বিনে আরাধন, পুত্র বিনে যেমন ধন,
লোকে করে বন্ধন, * সে ধন ধরিনে!
বসত মিথ্যা বিনে মিত্র,
তারা বিনে যেমন নেত্র,
তেমনি ধারা ত্রিনেত্র, আছেন তারা বিনে॥ ৬
যেতে গিরি-মন্দিরে, মনোদুঃখে নন্দীরে,
ডেকে কন ধীরে ধীরে, ধীরশিরোমণি।
ওরে নন্দি! কর শ্রবণ, চল চল গিরি-ভবন,
আর রাখ্তে নহে জীবন, বিনা সে তারিণী॥ ৭

* * *

* লোকে করে বন্ধন—বাক্সের ভিতর জমা করে।

ললিত-বিভাস—কাওয়ালী।

কিসে চলে বল, হিমাচলে চল।
অচল-নন্দিনী বিনে, মোর যে সদা অচল॥
হারাইয়ে সেই শিবে, যে যাতনা এই শিবে,
এ যাতনা বিনাশিবে, বিনা শিবে কেবা বল!
জানে ত্তা'ত জগজ্জন, ভবানী ভবের ধন,
সে বিনে ভবন বন, জীবন যেন বিফল॥ (ক)

* * *

মহাদেবের গিরিপুরে যাত্রা।

নন্দী তবে ত্রিলোচন,— মুখে কাতর বচন,
শুনে হেসে কহিছে অমনি।
ইতিমধ্যে এত অচল, এই ত দুদিন অচল,-
পুরে গেলেন অচল-নন্দিনী॥ ৮
উমা নন ত একাকিনী,
আর এক মা মোর মন্দাকিনী,
জটার মাঝে করিছেন বিরাজ।
দেখে শুনে লাগে অবাক,
গৃহ মার্জ্জন অন্ন-পাক,
বৃষকে তৃণ দেওয়া এইত কাজ॥ ৯
উনি রাখুন অন্ন-দায়, ছয়মাস এখন অন্নদায়,
না আনিলে কি হানি বল শুনি?
বল কৈ কি জন্ত খেদ? তুমিত' বল অভেদ,
গঙ্গা আর গণেশ-জননী॥ ১০
শিব কন,—তা বটে বটে,
আছেন জাহ্নবী জটে,
ম'লে পর কাজ করেন শুনতে পাই।
তবে মৃত্যু হয় যার, উনি করেন তার উপকার,
পাতকী ব'লে ঘৃণা উঁহার নাই॥ ১১
যদি কখন মরণ হয়, * সাধিব ওঁকে সেই সময়,
কাজ নাই কোন কথায়,
এখন মাথায় থাকুন উনি।
লয়ে গেল গিরি যারে,
আনিতে সেই গিরিজারে,
চল রে বাছা! ব্যাকুল পরাণী॥ ১২

হরকে দেখে শোকে কৃশ,
অমনি নন্দী আনে বৃষ,
ভস্মেতে ভূষিত করি অঙ্গ।
দিল ব্রহ্মবন্ধর,* কর্ণে ফুল ধুতুর,
হস্তে দেয় মহিষের শৃঙ্গ॥ ১৩
বৃষ আরোহণ করি, আনিবারে শুভঙ্করী,
ত্রিপুরারি ব্যস্ত হয়ে যান।
দিগ্‌ভ্রম লাগিল ভবে, উত্তরে যাইতে হবে,
চলিলেন ঈশানে ঈশান॥ ১৪
নন্দী কয়—একি ভ্রান্ত,জান না হে উমাকান্ত!
কোন্ পথে যাও?—এ পথ ত নয়!
কন ভব,—ভবের স্বামী, তোরা হ'য়ে অগ্রগামী
আমাকে পথ দেখা, তবেই হয়॥ ১৫
নন্দী কয়, কি শুনিলাম!
পথের জন্ত শরণ নিলাম,
তুমি পথ দেখাবার কর্ত্তা শুনে।
যে পথে শমন-দায়, জেনে জীব কেহ না যায়,
সেই পথ দেখাও নিজগুণে॥ ১৬
আমরা তোমাকে পথ দেখাব?
পথের মাঝে আজ যে ভব!
মৃত্যুর যে মৃত্যু এ কথায়!
শিব কন, শুন শুন জানাই,
তোদের পথে ভয় নাই,
আজি আমাকে পথ দেখিয়ে আয়॥ ১৭
তারা ঘরে এলে পরে,
পথ দেখাবার পথ পাব রে!
তবে তোরা ভাবিস্ নে বিরুদ্ধ।
তোরা পথ হারাবিনে,
আজি কেবল সেই তারা বিনে,
পথ দেখিতে পাইনে, আমার সকল পথ রুদ্ধ॥

* * *

ললিত-ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

নন্দি! গিরিনন্দিনী,—ত্রিনয়নের নয়ন-তারা।
তারা-হারা হ'য়ে আমি
হ'য়ে আছি রে তারাহারা॥
যে দিন তিন দিন ব'লে,
গেছে রে সেই দীনতারা,—

---

* যদি কখন মরণ হয়—মৃত্যুঞ্জয়ত্ব হেতু, 'যদি' বলার সার্থকতা।

* ব্রহ্মবন্ধর—মহাদেবের।

সেই দিনে তখনি আমি
দেখেছি রে দিনে তারা,
তারা-শোকে বহিছে তারায় ডাকারা ধারা ॥
ব'লে যোগাসনে সেই তারারূপে,
যারা আছে রে তারা সঁপে,
ওরে নন্দি! তারা কি ধন জেনেছে রে তারা,—
তোরা কি এতকাল মিথ্যা
কাল-ঘরে কাল হরিলি,—
জ্ঞান হয় রে জ্ঞানচক্ষে,
মোর তারাকে না হেরিলি,—
জলাভাবে আকুল,
সিন্ধু-কূলে থেকে তোরা ॥ (খ)

* * *

নারদ ও মেনকা।

ঈশান করি বৃষ যান, ঈশান ত্যজিয়ে যান,
বৃষ যায় যে পথে হিমালয়।
নারদেরে আকর্ষণ, করিলেন দিগ্বসন,
নারদ আসি বন্দে পদদ্বয় ॥ ১৯
হর করেন অনুরোধ, তুমি অগ্রে গিয়ে নারদ!
গিরিপুরে জানাও এই বার্ত্তা।
এই নিশিতে ভগবতী, হ'ন যেন সজ্জাবতী,
প্রত্যূষে করিতে হবে যাত্রা ॥ ২০
প্রণমিয়ে কৃত্তিবাসে, ক্ষণমাত্রে গিরিবাসে,
উদয় হইলেন তপোধন।
আসুন ব'লে, আসন দিয়ে, যত্নে পদ বন্দিয়ে,
গিরি কত করেন সম্ভাষণ ॥ ২১
মুনির আগমন শুনি শিখরী,
গিয়ে অতি ত্বরা করি,
প্রণাম করিয়ে পদতলে।
রাণী করি অভিমান, বলেন মুনি বিদ্যমান,
বয়ান ভাসে নয়নের জলে ॥ ২২
যোগী, তাহে দেব-দেহ,
শঙ্কা,—পাছে শাপ দেহ,
অবলার কথায় করো না হে ক্রোধ।
সোণার বাছা কমলিনী,
বাছারে আমার কাঙ্গালিনী,
করিবার মূল তুমি নারদ ॥ ২৩
তুমি ক'রে ঘটকালী,
দিলে মোর অন্তরে কালি।
এ কালি আর ঘুচাতে নারেন কালী।
যে দুঃখ দিলে মেনকায়, দিওনা যেন হেন কায়,
ধ'রে পায় বিনয় ক'রে বলি ॥ ২৪
নারদ কন,—এ কি ভুল, শিবের ঘরে অপ্রতুল?
কুবের ভাণ্ডারী আছে যথা!
ঈশান কাঙ্গাল, ওগো পাষাণি!
বলে যদি তোর মেয়ে ঈশানী,
তবে মানি,—ঘর বুঝে কও কথা ॥ ২৫
রাণী কয়, সুধাও বৃথা, মেয়েটি মোর পতিব্রতা,
সতী কখন পতির দোষ বলে না।
ও, পোড়াকপালী মেয়ে-গুলো,
খায় স্বামীর পায়ের ধুলো,
স্বামীতে যদি দেয় নানা বেদনা ॥ ২৬
মুনি কন—জান না মর্ম্ম,
স্বামী কেবল পরম ব্রহ্ম,
খায় চরণধুলা,—সে অন্য নারীর পক্ষে।
তোমার মেয়ের নয় সে ধর্ম্ম,
বলেন, তুমিও ব্রহ্ম আমিও ব্রহ্ম,
কখন পতির চরণ-সেবা, কখন চড়েন বক্ষে ॥
যা হউক তোমার পঞ্চানন, জামাই দরিদ্র নন,
দরিদ্রের ধন,—তিনি গো ধনি!
আছে অতুল ধন অপ্রকাশ,
ব্যাঘ্রচর্ম্ম—ত্যজে বাস,
লয়েছেন হয়ে তত্ত্বজ্ঞানী ॥ ২৮
পঙ্ক-চন্দনেতে তুল্য, মাটি সোণা এক-মূল্য,
পতঙ্গে মাতঙ্গে সম জ্ঞান।
সন্তোষ নাই খেদ নাই, সুধা-গরল ভেদ নাই,
মান-অপমান তাঁর সমান ॥ ২৯
ভেক আর সিংহের বল, সাগর গোষ্পদের জল
উত্তাপ আর শীত তুল্য তাঁর!
ভিক্ষা আর রাজ্য-পদ, তাঁর কাছে তুল্যপদ,
বিপদ্ সম্পদ্ একাকার ॥ ৩০
দেখিয়া হরের দৈন্য, তুমি দুঃখী কি জন্য?
ঘটাতে তোমার চৈতন্য-লাভ।
বহু যতনে চরণে ধ'রে, তব জামাই গঙ্গাধরে,
ইদানী আমি ছাড়ায়েছি সে ভাব ॥ ৩১

আর নাই সে বসন, এখন ভূষিত রাজভূষণ,
কর্‌লে পরে দরশন, ইন্দ্র হন ক্ষুদ্র।
করেছি তাঁকে ভাল শাসন,
আর নাই সে বলদ বাহন,
এখন কর্‌লে সম্ভাষণ, জানিবে কেমন ভদ্র ॥৩২
ওগো রাণি! শুন শুন, নাই সিদ্ধি ঘর্ষণ,
আশ্চর্য্য-দরশন, হ'য়েছে হর-কান্তি।
তিনি এখন সুদর্শন—ধারী অপেক্ষা সুদর্শন,
ছিল গুণ অদর্শন, তাইতে তোমার ভ্রান্তি ॥৩৩
ভালে জ্বলিত হুতাশন,
এখন নাই আর কোন দূষণ,
এখন কন্যার অন্বেষণ, ক'রে হবে না কাঁদতে।
ভব পেয়েছেন সিংহাসন, তব দুঃখ-বিনাশন,
এখনি পার্‌বে জানতে ॥ ৩৪

* * *

ঝিঁঝিট—ত্রিতালী-মধ্যমান।

জামাই আর নাই মা! তোর ভিখারী! (গো)
কাশীতে রাজ-রাজেশ্বর,
তোর মেয়ে রাজরাজেশ্বরী ॥
অন্নশূন্য শুনতে সদা,—
কাশীধামে, তোর উমে, এখন অন্নদা,—
অন্ন ভিক্ষা করেন আসি,ব্রহ্মা ইন্দ্র ত্রিপুরারি!
ইন্দ্র ব্রহ্মা এখন তোমার
ব্রহ্মময়ীর আজ্ঞাকারী ॥
রত্নপুরী ক'রেছেন জামাই,
পথে পতন, সব রতন, রত্নে যত্ন নাই;—
রত্নাকর হ'য়েছেন দাস,
কুবের তোর শিবের ভাণ্ডারী! (গ)

* * *

রাণী করি অভিমান, বলেন মুনি বিদ্যমান,
প্রত্যক্ষেতে অনুমান তো নাই।
মোরে কি দেহ অভয় আর?
ছিল যে দশা অভয়ার,
এবারও ত দেখি সেই দশাই ॥ ৩৫
কাশীতে রাজা হ'লেন হর,
আমার মেয়ের দুঃখহর,—
তবে তিনি হন না কিসের জন্য?
ভবে যে জন অতি কৃপণ,নিজ স্ত্রীকে প্রাণপণ,
ক'রে করে প্রতিপালন,
নারীর কপালে ধন—নারী ত নয় অন্য ॥ ৩৬
রাজ্য যদি হলো তাঁহার,
তার মত কই ব্যবহার!
স্বর্ণহার আদি পরিত মেয়ে।
জুড়াইত আমার মন, চতুর্দোলে আরোহণ,
ক'রে এবার আসিত হিমালয়ে ॥ ৩৭
অসম্ভব কথা এ যে, অতুল পদে পদব্রজে,—
পেয়ে যাতনা—মেয়ে এল যে দেখি।
সোণার বাছা ষড়ানন,
ঘোড়া পান না কি কারণ?
রাজার ছেলে শিখি-বাহনে—সে কি?৩৮
মূষিকে এল করি-বদন,
লাজে অধো করি বদন,
থাকিতে ধন—এই ধনের এই দশা!
শুনি কন তপোধন, কন্যা তোমার দৈন্য নন,
দৈন্য হ'য়ে শুন যে হেতু আশা ॥ ৩৯
এবার এখানে যাত্রাকালে,
নন্দী ব'লেছিল কানে,
মাকে আমরা সাজাই ভূষণ আনি।
শিব কন, সাজাবি কারে,
ওঁরে সাজে কি অলঙ্কারে?
মোর কণ্ঠভূষণ ভবানী ॥ ৪০
আমি, পঞ্চ-ক্রোশী ক'রেছি কাশী,
দিয়ে প্রবাল স্বর্ণরাশি,
মণি দিয়ে মন্দির তাবৎ।
মন্দির-বাহিরে হীরে, চিরে দিয়েছি প্রাচীরে,
বেন্ধেছি প্রবাল দিয়ে পথ ॥ ৪১
তোরা কি সাজাবি শুনি,
সোণা দিয়ে মোর সনাতনী।
শুনে বড় শোক হয় রে মনে।
একি ভ্রান্ত মতি হাঁরে!
ওঁরে সাজাবি মতিহারে!
মতিহারের জ্যোতিঃ হারে যে পদ-কিরণে ॥ ৪২
ভূষণ দিলে পদ্ম-করে, রাহু যেমন সুধাকরে,
তাই হবে—রূপ ঢাকিস রে কি জন্যে?

তোমার মেয়ের সুখে সুখী মহেশ,
তুমি যে ইথে কর দ্বেষ,
রাণি! কি তুমি, চেনমা নিজ ক'ন্তে? ৪৩
উমা যে এলেন তব বাস,
বেঁধে কেশ প'রে বাস,
এ না থাকিলেও নন হতমানিনী।
এলোকেশে ত্যজে বসন,
করাল-বদন বিকট-দশন,
কখন কখন নৃত্য করেন উনি॥ ৪৪
সে রূপ দেখে দেবদলে, পূজেন চরণ বিল্বদলে,
ভক্তের নয়ন গলে প্রেমে।
মহামায়া জগতের মা,
মায়া ক'রে কন তোমারে মা,
তুমি দৈন্ত ভাবো কন্তাভ্রমে॥ ৪৫
কাশীতে রাজত্ব পেয়ে, পদব্রজে এলেন মেয়ে,
সার তত্ত্ব শুন বলি তোমায়!
যাত্রাকালে তারা হন, চতুর্দ্দোলে আরোহণ,
পথে এসে পড়েন ভক্তের দায়॥ ৪৬
ধরণী বলে কাঁদিয়ে, মোর অঙ্গে না চরণ দিয়ে,
তুচ্ছ করে উচ্চ পথে কোথা যাও তারিণি!
নানাবিধ পাতকি-ভার,গ্রহণ জন্ত আমায় ভার,
দিয়েছ মা ভূভারহারিণি! ৪৭
আর ত সহিতে নারি ভার,
বাঞ্ছা ছিল—চরণে ভার—
দিব একবার পেলে চরণ অঙ্গে!
দিলে না চরণ—ডুবিলাম,
ভূভারহারিণী নাম,—
তোমার ডুবিল আমার সঙ্গে॥ ৪৮

* * *

ললিত-বিভাস—একতালা।

আমারে চরণ, কেন বিতরণ,
করলি না মা! ব'লে কাঁদে ধরণী।
তাইতে অতুল পদ, থাকতে—ধরায় পদ,—
দিয়ে এলেন মোক্ষপদদায়িনী॥
ভবে এসে নানা যন্ত্রণা যে পায়,
অনুপায় ঘটে বিধির অকৃপায়,
তোর মেয়ের ঐ পায়,
ধরলে পায়—উপায় পাষাণি গো!—
ওতো পা নয়,—পাতকি-পারের তরণী!
কল্পতরু-তুল্য চরণ-বিতরণ,
ত্রিভুবন প্রতি কৃপাবলোকন,
কি জানি কেমন অদৃষ্টের লিখন,
জান না গো!—
দাশরথি তরে—নয়নে দেখ্‌লে তোয়
ত্রিনয়নী॥ (খ)

* * *

গিরিপুরে মহাদেবের আগমন।

গিরিরাজ-রমণীর, সঙ্গে নারদ-মুনির,
কলহ সহ চক্ষে নীর, এমন সময়।
বৃষোপরে শঙ্কর, সঙ্গে সব কিঙ্কর,
উপনীত গুণাকর, হ'লেন হিমালয়॥৪৯
কাশীধামে রাজা রব, গৌরীনাথের গৌরব,
অত্যন্ত সৌরভ, সুখী সকলে শুনে।
রমা রাই রতনমণি, গিরিপুরে যত রমণী,
হর দেখতে যায় অমনি, হরষিত মনে॥ ৫০
দেখিয়ে হরের বেশ,যে বেশে পুরে হয় প্রবেশ,
এক ধনী কয় ছি ছি মহেশ,
রাজা কে রটায় লো!
হতো যদি রাজটীকে,তবে মেনকার মেয়েটিকে
এবং সোণার ছেলে দুটীকে,
হাঁটিয়ে পাঠায় লো!৫১
কিছু দেখিনে রাজার নিশান,
কোথা জয়ঢাক ডঙ্কা নিশান,
বলদে চাপিয়ে ঈশান, সেই ভাব ভাবৎ লো!
যেমন মূর্ত্তি অদ্ভুত, সঙ্গে সব সেই ভূত,
যেমন দেখেছ ভূত,তেমনি ভবিষ্যৎ লো! ৫২
বিবাহ-কালে দেখেছ কাল,
এখন কালের সেই কাল,
দর্প করে সেই কাল,—সর্পগুলো গায় লো।
সেই ডম্বুরের ধ্বনি, দেখে এলাম ওলো ধনি!
সেইরূপ কুলকুলধ্বনি, হরের জটায় লো! ৫৩
শুনিলাম রাজবেশে আসা,
আছে আভানি-শোটা আশা,
গিয়েছিলাম বড় আশা,—
ক'রে দেখ্‌তে তায় লো

সেই তাল সেই বেতাল,
নাচ্ছে আর দিচ্ছে তাল,
এক দণ্ডে সাত তাল,
বয়ে, যাচ্ছে কত তাল লো। ৫৪
সেই বলদ আছে বাহন, সেই ব্যাঘ্রছাল বসন,
সেই কপালে হুতাশন, সেই ভস্ম গায় লো!
মত্ত সেই সিদ্ধি-পানে, সেই ধুতুরার ফুল কাণে,
সেইরূপ রাগ তাল মানে,
সেই রাম-গুণ সদাই গায় লো! ৫৫
এইরূপ রমণী ভাষে, নিরখিয়ে কৃত্তিবাসে,
হেনকালে হর গিরিবাসে,
তারা ব'লে ডাকেন ত্বরান্বিত।
সঙ্গে ল'য়ে দুটি বালকে,
ত্রিলোকমাতা অতি পুলকে,
নিকটে গিয়া হন উপনীত॥ ৫৬
হর কন, কি চমৎকার, আমার ঘর অন্ধকার,
দেখি আমি অন্ধকার, তারিণি! তোমা বিনে।
আছি মাত্র শবাকার, বুদ্ধির হলো বিকার,
সাকার বস্তু নিরাকার, সদা দেখি নয়নে॥ ৫৭

* * *

গৌরীর কৈলাস-গমন জন্য বিদায়-প্রার্থনা।

এইরূপে কন ত্রিলোচন, শুনি কাতর বচন,
তারার তাপে লোচন, লাগিল ভাসিতে।
তত্ত্বময়ী সত্বরে, বিদায় লইবার তরে,
মায়ের কাছে গিয়ে কাতরে,
লাগিলেন কহিতে॥ ৫৮
বাসনা ছিল এইবার, কিছুদিন থাকিবার,
সে প্রতিজ্ঞা রাখিবার, নাহিক শকতি।
দেখি নিশা-অবসান, ব্যস্ত হয়েছেন ঈশান,
সুখে রাখেন দুখে রাখেন,
তিনিই আমার গতি॥ ৫৯
মোরে আজ্ঞা দিবেন শিব,
বৎসরান্তে আবার আসিব,
তিন দিন সুখে ভাসিব, এ যাত্রা আমায়।
বিদায় দে মা! শীঘ্র করি,এইকথা শুনে শিখরী,
দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করি রাণী পড়িলেন ধরায়॥

অহং-সিন্ধু—একতালা।
মা প্রাণ-উমা!—
মাকে কোন্ প্রাণে মা!
বল্লি আমায় বিদায় দে মা!
পারি, প্রাণকে বিদায় দিতে,
তোয় নারি পাঠাতে,
প্রাণ-উমার কাছে কি প্রাণের উপমা॥
সে দিন, করি কত রোদন, হরের ঘরের বেদন,
তুই যে আমায় কত জানালি মা!—
তাকি নাই মা! মনে,
(হেরি নয়নে, তোমার ত্রিনয়নে)
সে ভাব ভুলেছ ভুলেছ হর-মনোরমা॥ (ঙ)

* * *

জগৎমাতা প্রবোধিয়ে যত মাতাকে কন।
হররাণীর বাক্যে রাণীর, তত ঝোরে নয়ন॥৬১
কয় শিখরী, ও সুন্দরি! বালিকা ছিলে যখন।
মায়ের মায়া, মহামায়া! বুঝিতে না তখন॥ ৬২
এখন সন্তানের মা! হয়েছ উমা!
জান্‌তে পার্‌ছ তা তো!
সন্তানকে সদা না দেখে, সন্তাপ যে কত!৬৩
দুটি বালককে দুদিন রেখে, যাও মা হরকান্তে!
মায়ের মন, কাঁদে কেমন,
তবে পার্‌বে মা জান্‌তে॥ ৬৪

* * *

সন্তানের তুল্য মায়া নাই; সে কেমন?—
যেমন,—
শশীর তুল্য রূপ নাই, কাশীর তুল্য ধাম!
প্রেমের তুল্য সুখ নাই, রামের তুল্য নাম॥৬৫
রোগের তুল্য শত্রু নাই, যোগের তুল্য বল।
ভক্তির তুল্য ধন নাই, মুক্তির তুল্য ফল॥ ৬৬
ভজন তুল্য কর্ম্ম নাই, গঙ্গা তুল্য জল।
বিপ্র তুল্য জাতি নাই, সর্প তুল্য খল॥ ৬৭
পবন তুল্য গমন নাই, রাবণ তুল্য দাপ!
মরণ তুল্য শঙ্কা নাই, হরণ তুল্য পাপ॥ ৬৮
গরুড় তুল্য পক্ষী নাই, শুকের তুল্য মুনি!
বধির তুল্য অধম নাই, কোকিল তুল্য ধ্বনি।
স্বর্ণ তুল্য ধাতু নাই, কর্ণ তুল্য দাতা।
ইষ্ট তুল্য দেব নাই, কৃষ্ণ তুল্য কথা॥ ৭০

তরী তুল্য বাহন নাই, করী তুল্য দন্ত!
মানব তুল্য জনম নাই, প্রণব তুল্য মন্ত্র। ৭১
ভজন তুল্য কর্ম্ম নাই, সুজন তুল্য জন!
দৈন্য তুল্য বিপদ্ নাই, পুণ্য তুল্য ধন। ৭২
পদ্ম তুল্য পুষ্প নাই, শঙ্খ তুল্য নাদ।
মরণ তুল্য গালি নাই, চোরের তুল্য বাদ।৭৩
অযশ তুল্য অসুখ নাই, পীযূষ তুল্য রস।
মায়ের তুল্য আপন নাই, দাতার তুল্য যশ।৭৪
শঠ তুল্য কুজন নাই, বট তুল্য ছায়া।
সাত্ত্বিক তুল্য কর্ম্ম নাই, কার্ত্তিক তুল্য কায়া।
তেমনি সন্তানের তুল্য মায়া নাই,
মা মহামায়া! ৭৫
যত যাতনা জানে মায়,সন্তানে কি জানে তায়?
আমায় ত্যজে তুমি যাবে তারা!
কহিছে তারায়, বহিছে তারায়,
তারাকারা ধারা। ৭৬
তখন ঈশান, হইয়ে পাষাণ, পাষাণ পাষাণীরে,
গৌণ কেন, ঘন ঘন-ডাকেন ঈশানীরে। ৭৭
ভবের বাণী, শুনি ভবানী, অমনি ত্বরা করি।
আনেন ডেকে, দুটি বালকে
ত্রিলোকের ঈশ্বরী। ৭৮
দেখে সঙ্কট, গিরির নিকট, রাণী যায় সত্বরে।
উপনীত আছেন নাথ, নিদ্রিত যে ঘরে। ৭৯
রোদনধ্বনি, শুনি অমনি, গিরিবর জাগিল।
করে শিরে করাঘাত, রাণী বলে নাথ!
সব সাধ ফুরাল। ৮০
এলেন কাল, হ'য়ে কাল,
হর যে আমার বাসে।
ভুবন আঁধার, ক'রে আমার,
উমা যায় কৈলাসে। ৮১

* * *

ললিত-ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

গিরি! যায় হে ল'য়ে হর,প্রাণকন্যা গিরিজায়।
পার তো রাখ প্রাণের ঈশানী,
বাঁচে পাষাণী, গিরি! যা'য়।
রবে কুমারী, হবে গিরি! আশু পূর্ণ মানস,—
দিয়ে বিল্বদল যদি, আশুতোষে আশু তোষ,
হবে যাতনা দূর, দুঃখহর হর-কৃপায়।
নাথ! হরচরণে যদি ধর,দোষ নাই হে ধরাধর
চরণে ধ'রে তুমি হে নাথ! দিলে কন্যা যায়,—
ধরাতে ধরিলে পদ, হরেন অনেকের আপদ
মোর বচন ধর হে নাথ! ধর গঙ্গাধর-পদ,
ধরাতে গুণ ধরে যদি ঐ পদ ধরায়।
নাথ! কিসে যাবে আর এ বেদন,
ভিন্ন হর-আরাধন,
রাখিতে ঘরে তারাধন, নাই অন্য উপায়;—
ম'জে অসার সম্পদে, হরপদে না সঁপে মতি,
কেন মুক্তি-কন্যা, * তুমি হারা হও দাশরথি!
কি হবে! কা'ল এলো!
আজি কি কালনিশি পোহায়! (চ)

* * *

গিরি কয়,—কি ক'র্ব রাণি!
করিলে প্রকাশ—কাঁদে পরাণী।
বিদায় করিতে উমাচাঁদে।
পুরুষের যেমন ধৈর্য্য মন,
তোমাদের তা নয় তেমন,
অবলা বড় উতলা,—তেঁই কাঁদে। ৮২
হরের চরণ ধর্‌তে বল,
ক্ষতি নাই ধরি গে চল,
কিন্তু রাণি! বাঞ্ছা সেই জন্য।
বরং মুক্তি দিবেন চরণ ধ'র্‌লে,
উমা রেখে যাও ব'ল্‌লে,
ও কথাটি করিবে না হে মান্য। ৮৩
হর সনে বাদ-অনুবাদ, করায় কেবল অপবাদ,
অপরাধ হয়ে বসে অপার।
জামাই আমার ত্রিলোচন,
করেন যদি কোপ-লোচন,
বিমোচন করা অতি ভার। ৮৪
রাগলে পরে ভূতনাথ,
ভূতে কর্‌বে সব নিপাত,
দক্ষের দশা শুন নাই কি রাণি!
মান বাড়ায়ে দিয়েছেন অতি,
জামাই হ'য়ে পশুপতি,
পশুমুণ্ড শ্বশুরকে দেন উনি। ৮৫

* মুক্তিকন্যা—মুক্তিরূপা বা মুক্তিদাত্রী কন্যা।

উনি ভদ্রের উপর ভদ্র, যেখানে দেখেন অভদ্র,
সেইখানেই পাঠান বীরভদ্র।
উনি অভদ্র ঘটান যখন,
ভদ্রকালী মাকে তখন,—
ডাকিলে পরে কিছুতেই নাই ভদ্র ॥ ৮৬
মদনমোহনের ছেলে মদন,
রঙ্গ ক'রে উহাঁর সদন,
হান্‌তে গিয়ে বাণ—হারালেন প্রাণ।
কুলের যদি চাও কুশল,
করো না কোন অকৌশল,
ও পাষাণি! সাবধান সাবধান! ৮৭
শুনে তত্ত্ব,—হলো ভয়, সঙ্কট হলো উভয়,
রাণী কন নারীগণে ডাকিয়ে।
আছে যেমন পূর্ব্বাপর, রজনী প্রভাত হ'লে পর
পাঠাব মেয়ে—বল্‌না তোরা গিয়ে ॥ ৮৮
শুনি কথা রাণীর অধরে, অমনি গিয়ে গঙ্গাধরে,
রঙ্গ ছলে বলে যত রমণী।
শ্বশুর বাড়ীতে দুদিন বাস,
ভালবাস না—কৃত্তিবাস!
তুমিতো ভাল রসিক-চূড়ামণি! ৮৯
জামাই আদরের ধন, জগতে করে আরাধন,
কন্যা দিয়ে পুত্র লাভ হয়।
জামাই ঘরে এলে যেমন,
উল্লাস শাশুড়ীর মন,
শুক্ত এলে তার শতাংশ ত নয় ॥ ৯০
কী দিবে যৌতুক, আমরা দুটা কৌতুক—
করিব—মনে আশা ক'রে থাকি।
তোমাকে ষষ্ঠীর কালে,
জ্যৈষ্ঠ মাসে আন্‌তে গেলে,
ষষ্ঠি ল'য়ে মার্‌তে এসো নাকি? ৯১
অধিক বলতে শঙ্কা করি, রাণীর মেয়ে শঙ্করী,
ভগ্নী আমাদের—বলি সেই সাহসে।
সহ—ল'য়ে যাবে ত তারা,
বর্ষে বর্ষে যেমন ধারা,
তেমনি ধারা যাবেন তোমার বাসে ॥ ৯২
শশী ত রয়েছে শশিধর!
ঐ দেখ হে শশধর,—
গগনে আছে,—হয় নাই তো অস্ত।

অস্তাচলে চন্দ্র বসুক,
উদয়-গিরিতে রবি আসুক,
থাক্‌তে নিশি—এত কেন হে ব্যস্ত? ৯৩
হর কন দিয়ে প্রবোধ,
আমি নই হে এত অবোধ,
তবে, যাবনা রেতে, প্রভাতেই যাব।
থাকিতে নিশি ব্যস্ত হর,
তাতেই দে'খ তুই প্রহর,—
বেলা হ'লে কালি উমাকে পাব ॥ ৯৪
কাঁদিতে কাঁদিতে বাঁধিতে কেশ,
খাওয়াইতে ক্ষীর সন্দেশ,
দিনটে শেষ করে দিবেন শিখরী।
দরিদ্র জামাই সেই ত সাজে,
গৌণ করে রন্ধন কাজে,
সন্ধ্যা কালে আমি যে ভোজন করি ॥ ৯৫
এইরূপে কন ত্রিলোচন, রাণীশুন্‌তে পান বচন,
থাকিতে নিশি যাবেন না হর তবে।
ভাসিছে নয়ননীরে, রাণী বলিছে রজনীরে,
রজনি! আজি মোরে রাখ্‌তে হবে ॥ ৯৬
আমারে নিদয়া হইও না,
দোহাই শিবের—পোহাইও না,
রজনি রে! বলি যে পায়ে ধরি।
আজ তুমি পোহালে নিশি!
হবে আমার দিনে নিশি,
প্রাণ-কুমারী বিনে প্রাণে মরি ॥ ৯৭

* * *

ললিত-ভঁয়রো—একতালা।

ওরে রজনি! তুই আজ পোহালে এ প্রাণান্ত
ব'থে আমায়, প্রাণের উমায়,
ল'য়ে যাবেন উমাকান্ত;—
রবির উদয়, হ'লে নিদয়, হর করেন সর্ব্বস্বান্ত।
নিদয়া, মহামায়া, মায়ের মায়ায় হবেন ক্ষান্ত॥
দেখে কান্ত ত্রিলোচনে,ধারা উমার ত্রিলোচনে,
ত্রিলোচনী আমার ত্রিলোচনের নিতান্ত;—
উমা আমার, আমি উমার,
সেত আমার মনোভ্রান্ত;—
কিন্তু মনে যদি মানে রে!
না মানে দু'নয়ন ত ॥ (ছ)

দুর্গার কৈলাস-যাত্রার আয়োজন।

রাণী করিছে পোহাতে বারণ,
কাল কহিছে,* কাল হরণ—
করো না, নিশি! পোহাও শীঘ্রতর।
অচলরাণীর কথা কি চলে?
শিবের বচনে ভুবন চলে,
উদয়াচলে উদয় দিনকর॥ ৯৮
শিবের কাছে যত যুবতী,
গিয়েছিল সব রসবতী,—
ফিরে গিয়ে গিরিরাণীকে কয়।
যেতে সেই শিব-নিকট,
ভেবেছিলাম যে সঙ্কট,
ওগো রাণি! কিছুই তাতো নয়॥ ৯৯
তখন বুঝি তাঁর বয়েস নব্য,
এখন দেখিলাম ভাল ভব্য,
তাঁরে কাব্যছলে আমরা কত।—
বলেছি কথা শক্ত শক্ত, হ'তেন যদি রাগাসক্ত
তা হ'লে ত শক্ত দায় হতো! ১০০
এখন, আমরা করি অনুমান,
তুমি তাঁর বাড়িয়ে মান,—
থাকৃতে বল্‌লে এই খানেতেই থাকেন।
মান বুঝে,—খান বিষ, দেখে কর বিষ-বিষ,
তিনিও তাতেই বিষ-নয়নে দেখেন॥ ১০১
রাণী কন আমার পুরে, বাস করা থাকুক দূরে,
হাড়মালা আর ব্যাঘ্রচর্ম্ম ফেলে।—
এই পট্টবস্ত্র রত্নহার, করেন তিনি ব্যবহার,
তোরা যদি পরাস্ লো সকলে॥ ১০২
রমণী অহঙ্কার করি, বলে, হার আন শিখরি!
বাস দাও—পরাব কৃত্তিবাসে।
রাণী দিল বসন মালা, গিরিবাসিনী কুলবালা,
গিরিবালার পতির কাছে আসে॥ ১০৩
বলে—বস্ত্র পর হে হর!
এই যে মুনির মনোহর,—
মণিহার পর হে ফণিহারি!

শিব কন—এমনি হার,
আমার, কোন পুরুষে নাই ব্যভার,
ত্যাজ্য ক'রে কুলাচার,
অত্যাচার কর্‌তে আমি নারি॥ ১০৪
মুড়িয়ে জটা কেশ রাখা, ছাই ফেলে চন্দন মাখা,
হাড়মালা ফেলে মণিহার!
ডেকে তোমরা আন উমারে,
তিনি যদি কন আমারে,
তবে কর্‌তে পারি ব্যবহার॥ ১০৫
হেসে বলে যত যুবতী, আজ্ঞা করেন পার্ব্বতী,
তবে হার পরিবে গুণমণি!
হবে ব্রহ্মজ্ঞান তাঁর কথা,
তোমার গণেশের মাতা,
মন্ত্রদাতা গুরু নাকি তিনি? ১০৬
শিব কন—শুনালে মিষ্ট,
বটেন গুরু বটেন ইষ্ট,
তবে কেবল ভবের ঐ ভবানী।
আর কেআছে কর্ণধার? উদ্ধারিতে মূলাধার,—
মধ্যে উনি কুলকুণ্ডলিনী॥ ১০৭
তারাকে যে ভাবে নারী,
তাকে আমি দেখতে নারি,
যা হউক তার ভগ্নী তোমরা যদি হবে।
তবে কেন অমান্য ক'রে,
সামান্য হার এনে মোরে,
ধনি! তোমরা সাজাতে এলে সবে? ১০৮
যে রত্নহার-অভিলাষী,
হ'য়ে আমি এখানে আসি,
আমারে যদি সাজাবে কুলবালা!
শীঘ্র এনে দাও হে ধনি!
সেই সোণার-বরণ সনাতনী,
নীলকণ্ঠের সেই কণ্ঠমালা॥ ১০৯
উমা বিনে উমাকান্ত, কাতর জেনে একান্ত,
গিরিরাণীকে বলে যত নারী।
যাত্রা কর্‌তে তনয়ার, বিলম্ব করো না আর,
ভবের দুঃখ আর সহিতে নারি॥ ১১০
যেমন, পাতকী প'ড়ে ভবসাগরে,
ভবানী ব'লে ডাকে কাতরে,
সেইরূপ হয়েছেন ভব ভব-কর্ণধার।

---

* কাল কহিছে—শিব কহিতেছেন।

কেঁদে বলেন বারে বারে, পাঠাতে জগদম্বারে,
ধনি। যেন বিলম্ব না হয় আর ॥ ১১১
নারীর কথায় গিরি-নারী,
চক্ষে রেখে চক্ষের বারি,
বলে, মা! তবে সাজা উমাচাঁদে।
অনুমতি পেয়ে রাণীর, এক ধনী তারিণীর,
কেশরজ্জু দিয়ে কেশ বাঁধে ॥ ১১২
রাণীর মনোরঞ্জনে, সাজাইতে নির্জ্জনে,
এক ধনী অঞ্জন লয়ে যায়।
ব'লে হর-সুন্দরীর, গেল নরসুন্দরী,
অলক্ত পরাতে দুটি পায় ॥ ১১৩
চরণ দেখে তারিণীর, নাপিতের ঘরণীর,
ধরে না নীর নয়ন-যুগলে।
কেঁদে বলে মেনকায়, মাগো! মেয়ে বল কায়?
মহামায়া তোরে মায়া ক'রে 'মা' বলে ॥ ১১৪

* *

ঝিঁঝিট—ত্রিতালী-মধ্যমান।

কারে মেয়ে বল (গো) পাষাণি!
আমার মা, এ জগতের মা,—
তোর মা, মা! এই ঈশানী ॥
একবার এসে দেখ মা! পদ,
এ সম্পদ, হবে জ্ঞান যেন বিপদ,—
হেরলে মেয়ের পদ, ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হবে রাণি!
এ পদ ব্রহ্মারও দুর্লভ,
দাশরথি, সাধ করে, ঐ পদ লব,—
বামন সাধ করে,
সুধাকরে করে ধ'রে আনি ॥ (জ)

* * *

কহিছে নরসুন্দরী, মেয়ে তোমার বিশ্বোদরী,
হাস্য করি তারে শিখরি! করিলে অমান্যে।
মহামায়ায় পাসরিয়ে, সার বস্তু না ধরিয়ে,
অসার জ্ঞানেতে দেখে কন্যে ॥ ১১৫
হরি যেমন গোপকুলে, জন্ম ল'য়ে সেই গোকুলে
ব্রহ্মাণ্ড বদনে দেখান মাকে।
চিনেছিল চিন্তামণি, তিল মধ্যে ভুলে অমনি,
ননীচোর ব'লে যশোদা ডাকে ॥ ১১৬

যখন চেতন তখনি পতন,* পূর্ণশশী চেতন-রতন
মায়া-রাহুতে ধ'রে গ্রাস করে।
করতে এই মায়া জয়, মৃত্যুঞ্জয়ী মৃত্যুঞ্জয়,
পরাজয় মেনেছেন অন্তরে ॥ ১১৭
তখন গণেশেরে কোলে করি,
কেঁদে কেঁদে কয় শিখরী,
বাঁচা রে বাছার বাছা! মোরে।
কাঁদিয়ে চল্‌লো মহেশ্বরী,
তোকে পেলেও শোক পাসরি,
তুমি এবার থাক আমার ঘরে ॥ ১১৮
কোলের ছেলে ষড়ানন,
মা ছেড়ে থাকিবার নন,
তুমি এখন থাকিলে থাকিতে পার।
মরি মরি রে—করিমুখ! হর মম মনোদুখ,
এই কথাটি অঙ্গীকার কর ॥ ১১৯
গণেশ বলেন, আয়ি! মায়ের পদ সদা ধ্যায়ি,†
মাতৃ-আজ্ঞা বিনে কেমনে থাকি?
গণেশের এই বাণী, শুনিয়ে তখনি রাণী,
কাতরেতে উমাকে কন ডাকি ॥ ১২০
দুগ্ধ দিয়ে প্রতিপালন,
করেছি তার প্রতি—পালন,
তুমি কিছু কর মা শঙ্করি!
যদি শোকে না মজাও, গণেশেরে রেখে যাও,
এবার এখানে দয়া করি ॥ ১২১
বিশ্বমাতা কন, মাতা! গণেশ হতেই বাঁচে মাথা,
আমার ঘরে কি আছে না আছে!
এ কথাত হর কন্ না, এখন আমার ঘর-কন্না,
সকল ভার গণেশ লয়েছে ॥ ১২২
জামাই তোমার খান সিদ্ধি, ইদানী হয়েছে বৃদ্ধি,
সিদ্ধি সিদ্ধি বই নাই বদনে।
সিদ্ধি কে যোগাবে মাতা!
এই ছেলেটা সিদ্ধিদাতা,
এরে আমি রেখে যাই কেমনে? ১২৩

---

* যখন চেতন তখনি পতন—চৈতন্য লাভের সঙ্গে সঙ্গেই মায়ার আবির্ভাব।
† [illegible]

গণেশের কোন দোষ নাই
রোষ নাই—দ্বেষ নাই,
বেশ নাই—সবাই বলে বেশ।
তোর ছোট নাতি হাতী চায়,
গণেশ আমার মূষিকে যায়,
মান অপমান সমান, আমার গুণের গণেশ ॥
পুত্র-যশ বড় রস, ভুবন হয়েছে বশ,
আমার গণেশের অনুরাগে।
যাগ যজ্ঞ জগজ্জন, করে যখন আয়োজন,
আমার গণেশকে দেয় আগে ॥ ১২৫
ধন্য ধন্য হয়েছে ক্ষিতি,
ছেলের এমনি সুখ্যাতি,
নাম ক'রে কেউ পথে যদি চলে।
আমার বাছার নামের ফলে,
যা বাসনা তাই ফলে,
এমন ছেলে মোর রেখে গেলে কি চলে ?১২৬
শুনি রাণী যাতনা পায়, বলে বুঝি অন্তপায়,—
তারা ! মোর হৈল অন্তকালে।
ওমা প্রাণের উমা ! শুন, ও চাঁদবদন-দরশন,—
আর বুঝি মোর না ঘটে কপালে ! ১২৭
শোকে শোকে তনু ক্ষীণ, অনুমান অল্প দিন,
বেঁচে আছি বৎসর না [illegible]।
সম্বৎসর পরে শিবে, মা দেখতে তুমি আসিবে,
মার তো আশা পূরে না সে আসায় ॥ ১২৮
ছিল, এক পুত্র সেও নিধন,
দেখে কেবল তোর চাঁদবদন,
সংসারে রয়েছি এই মাত্র।
যদি বৎসরের মধ্যে মরি,
তুমি কি এসে শঙ্করি !
অন্তকালে করিবে আমার তত্ত্ব ? ১২৯
কণ্ঠাগত হবে জীবন,
কে এনে জাহ্নবী-জীবন,
জীবন-উমা ! কে দিবে বদনে ?
তরিবার কই তরণী, কে করিবে বৈতরণী ?
তোমা বই তো দেখিনে নয়নে ॥ ১৩০
বল মা ! তখন আছে মা কে ?
নিস্তারিতে তোর মাকে,
কাণে দেয় তুলসীপত্র তুলে।

কিসে থাকিবে পরিণাম,
তখন এসে হরিনাম,-
কে মোর শুনাবে কর্ণমূলে ? ১৩১
রবিপুত্র-দরশন, দিয়ে কেশ আকর্ষণ,-
ওগো তারা ! করিবে যখন মোর !
কারে ডাকি, কে আছে কুত্র ?
আর নাই কন্যা-পুত্র
ভরসা তারিণি ! মাত্র তোর ॥ ১৩২

* * *

অহং-সিন্ধু—একতালা।

আর সুতা নন্দন, নাই মা !—সবে ধন,
ভবের মাঝে কেবল তুই ভবদারা !
আর, হও না নিদয়া, দান ক'রে দয়া,
নিদানকালে তত্ত্ব ক'রো মা তারা ॥
সে কালেতে যদি সে কাল তোমায়,—
সাধেন বাদ যদি না দেন বিদায় ;—
তবে তাঁর পায়,—ধ'রে,
তার উপায় করো গো মা !
যেন তারা দেখে মুদি নয়নের তারা (ঝ)

* * *

গিরিপুরে একাসনে হরগৌরী।

এইরূপে কাঁদিছে রাণী, অভয়া অভয়বাণী,—
দিয়ে দুঃখ করেন ভঞ্জন।
ক্ষীর সর ল'য়ে ত্বরায়,রাণী গিয়ে দেন তারায়,
তারা কন মা ! এ আদর কেমন ? ১৩৩
আগে গণেশে তুষিবে,তবে দিবে মোর শিবে,
তোর শিবে গ্রহণ করিবে তবে।
রাণী কন,—খেতে সর,
ডাকিলে কি আসিবেন হর
ভবানি ! বড় ভয় হয় মা ভবে ॥১৩৪
সকল রমণী বলে, হারা হয়েছে বুদ্ধি-বলে
তুমি শাশুড়ী—সবার চেয়ে মান।
তুমি একবার ডাক্‌লে তাঁকে,
নেচে আসিবেন তোমার ডাকে
মহাপাতকী ডাক্‌লেও তিনি যান ॥ ১৩৫

রাণী ডাকেন মহেশ্বর! এস বাছা! ক্ষীর সর,—
কর ভোজন, শুনি রব শ্রবণে।
মহা তুষ্ট মহাকাল,দুঃখের কাল—সুখের কাল,—
রাণীর অমনি হইল ভবনে॥ ১৩৬
পুন কয় রমণী সব, আহা মরি কি উৎসব!
রাণি! আজি মনের দুখ হর।
বড় বাসনা হয়েছে মনে,
হর-গৌরী একাসনে,—
বসায়ে বরণ তুমি কর॥ ১৩৭
শুনি রাণী আনন্দ-ভরে,
কন্যা আর চন্দ্রধরে,—
বসান রত্ন-সিংহাসনোপরি।
গিরিপুরে কি আনন্দ, বসিলেন সদানন্দ,
আনন্দময়ীরে বামে করি॥ ১৩৮

* * *

ঝিঁঝিট—একতালা।

গিরিধামে গুণধাম-বামে ত্রিগুণধারিণী!
বসিলেন হর, ভুবন-মনোহর,
যেন হিরণ্য-জড়িত হীরক-মণি॥
কহিছেন শিখরী, হরকে করি বিনয়,
এমনি রূপ দেখাতে আবার
যেন দয়া হয়, দয়াময়!—
রাণী কয় আর নয়ন ভাসে, (মরি রে!)
আবার এমনি এসে, যুগল বেশে
ব'স হরঘরণি!॥
বল্‌তে গৌরীরূপ আর হর-রূপের বাণী,
বাণীর হরে বাণী,
হলো পঞ্চাশ বর্ণ, বিবর্ণ;—
অতি-বর্ণজ্ঞানহীন, দাশরথি কেন,
ও রূপ-বর্ণনে হয় অভিমানী॥ (ঐ)

কাশীখণ্ড সমাপ্ত।

ভগীরথ কর্ত্তৃক গঙ্গা আনয়ন।

দিলীপের গঙ্গা-আনয়নে গমন।

শ্রবণেতে সুবিখ্যাত, সূর্য্যবংশে ভগীরথ,
ভাগীরথী আনিলা যেমতে।
সগর-রাজার বংশ, ব্রহ্মশাপে হৈল ধ্বংস,
কপিল মুনির কোপাগ্নিতে॥ ১
সগর রাজার সুত, অসমঞ্জ গুণযুত,
গৃহ ত্যজিলেন কুব্যাভারে।
তাঁহার তনয় হয়, অংশুমান্ মহাশয়,
নাতি দেখি হরিষ অন্তরে॥ ২
পৌত্রে দিয়া রাজ্য-ভার, বনে কৈল আগুসার,
গঙ্গার উদ্দেশে তপ করে।
না পাইয়া ভাগীরথী, দেহ ত্যজে নরপতি,
সংবাদ কহিল আসি চরে॥ ৩
শোকে অংশুমান্ রায়, দিলীপেরে রাজ্য দেয়,
তপস্যাতে করিল গমন!
না পাইয়া গঙ্গারে, ত্যজে নৃপ কলেবরে,
দূতে আসি কহে বিবরণ॥ ৪
পরেতে দিলীপ রায়, দুই রাণীর প্রতি কয়,
রাজ্য পালন কর দুই জনে।
যাব আমি তপস্যাতে, গঙ্গা আনি পৃথিবীতে,
তবে পুন আসিব এখানে॥ ৫
করযোড়ে দোঁহে কয়, তুমি যাবে মহাশয়!
গঙ্গার তপস্যা করিবারে।
মোরা, দোঁহে অবলা জাতি,
কেমনেতে নরপতি!
রাজ্যপালন পারি করিবারে? ৬

* * *

বেহাগ—ঝাঁপতাল।

কেমনেতে রাজ্য পালন
করি বলো, মোরা অবলা।
তোমার বিরহে দোঁহে সদা রব সচঞ্চলা॥
সুরধুনী তপস্যাতে, তুমি যাবে কাননেতে,
প্রাপ্ত হবে না সুরধুনী,
মোরা কেঁদে হব আকুলা।

শুন শুন হে রাজন্! অধীনীর রাখ মান,
শূন্য ভবনেতে দোঁহে,
কেমনে রব কুলবালা॥ (ক)

* * *

তোমা বিনে প্রজাগণের অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা শুন ;—

যেমন, বারি ছাড়া মৎস্য,
দেখ, নাহি বাঁচে প্রাণে।
প্রসূতি ছাড়া শিশু যেমন, মরে সেইক্ষণে॥
গাভী-ছাড়া বৎস যেমন, হাম্বারবে ডাকে।
পুষ্প হইলে মধুহীন, ভৃঙ্গ নাহি থাকে॥
পুষ্প সব শুষ্ক হয়, বৃক্ষহীন * হৈলে।
ছত্রের আশ্রয় লয় দেখ, বারি বরষিলে॥
বিপদে পড়িলে আশ্রয়, লয় দেবতার।
দুর্ভিক্ষ হইলে প্রজা লয় আশ্রয় রাজার॥
(অতএব) তুমি যাবে তপস্যাতে শুন হে রাজন্
তোমা বিনে হবে হেথা, বড় কুলক্ষণ॥ ৭

* * *

সে কেমন? তাহা শুন ;—

যেমন, রাজা বিনে রাজ্য নষ্ট।
গৃহিণী বিহনে গৃহকষ্ট॥
পিণ্ড লোপ পুত্র-হীনে। দেশ শূন্য বন্ধু বিনে॥
পুরুষ হীনে পুরী শূন্য কহে সর্ব্বজনে।
বৃন্দাবন শূন্য দেখ হয় কৃষ্ণ বিনে॥
যেমন, বারি-হীনে পুষ্করিণী শূন্য,
মৎস্য হীনে বারি।
তেমনি হবে মহারাজা! প্রজারা তোমারি॥ ৮
তুমি যাবে তপস্যাতে, বল মোরা কিরূপেতে,
রাজ্য পালন করিব দোঁহায়?
ঋতুরাজ পাইয়া ছল, আসিয়া করিবে বল,
তখন বল কি হবে উপায়! ৯
কোকিল হানিবে স্বর, তনু হবে জর জর,
ক্ষমা কর,—যেও না তপেতে।
বলি অতি বিনয় ক'রে, সাধি চরণেতে ধ'রে,
ক্ষান্ত হও রমণী-বাক্যেতে॥ ১০

বিনয় করি রমণীরে, কহে রাজা ধীরে ধীরে,
রাজ্য পালন কর দুই জন।
পিতৃ-আজ্ঞা খণ্ডাইতে, না পারিব কোন মতে,
ত্বরায় করিব আগমন॥ ১১
এত বলি নৃপবর গেল তপস্যাতে।
দুই রাণী রহে কেবল গৃহের মধ্যেতে॥ ১২

* * *

তপস্যায় দিলীপের দেহ-ত্যাগ।

হেথায় দিলীপ নৃপমণি, অরণ্যে গিয়া আপনি,
গঙ্গার উদ্দেশে তপ করে।
গঙ্গার চরণপ্রান্তে, সদা তপ অবিশ্রান্তে,
গত হইল হাজার বৎসরে॥ ১৩
গঙ্গার না দর্শন পায়, ভাবিত হইয়া রায়,
শোকে তনু করিল পতন।
দেখি যত দেবগণ, খেদান্বিত সর্ব্বজন,
কিরূপে জন্মিবে নারায়ণ॥ ১৪
ইন্দ্র কহে দেবগণে, কহ দেখি সর্ব্বজনে,
কিরূপেতে সূর্য্যবংশ রবে!
রাম যদি না জন্মান, নাহি তবে আমাদের ত্রাণ,
রাবণের হাতে প্রাণ যাবে॥ ১৫
ব্রহ্মধামে চল যাই, ব্রহ্মারে গিয়া সুধাই,
শুনে ব্রহ্মা কি কহেন বাণী।
এত বলি সুরগণ, উপনীত সর্ব্বজন,
যথায় আছেন পদ্মযোনি॥ ১৬

* * *

দেবগণসহ ব্রহ্মার কৈলাসে গমন।

বসন্ত—তিওট বা রূপক।

কহ কহ, দেবগণ! কি নিমিত্তে আইলে!
বিরস-বদন কেন, দেখি আজ সকলে॥
আমি সৃষ্টি-অধিকারী, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি,
কহ কহ সত্য করি, পূর্ণ হবে কহিলে ;—
কেবা কৈল রাজ্যচ্যুত? কেন এত বিষাদিত?
দুখ দিয়াছে বুঝি অসুর সুরদলে॥ (খ)

* * *

* বৃক্ষহীন—বৃক্ষচ্যুত।

আইস আইস দেবগণ! এত বলি পদ্মাসন,
অভ্যর্থনা করিল সভায়।
কুশাসন বসিবারে, আনি দিল সবাকারে,
বৈসে ইন্দ্র আদি দেবরায়॥ ১৭
বিধি কহে, কহ দেখি, কি কারণে সবে দুখী?
কহ কহ করিব শ্রবণ।
সূর্য্যবংশ আদি-অন্ত, কহে বিধিরে তদন্ত,
শুনে ব্রহ্মা কহেন তখন॥ ১৮
যাই চল কৈলাসেতে, কহি শঙ্কর-সাক্ষাতে,
শুনিব শঙ্কর কিবা কন।
এ মতে বিধি প্রভৃতি, সুরগণ সংহতি,
উপনীত কৈলাস ভবন॥ ১৯
দাণ্ডাইয়া সুরগণ, স্তব করে সর্ব্বজন,
বদনেতে ব্যোম্ ব্যোম্ ধ্বনি।
হর হর কাশীপতি! তুমি অখিলের গতি,
অচিন্তনীয়াব্যক্ত শূলপাণি! ২০
ত্বং নমামি দিগম্বর! নাশহ ত্রিপুরাসুর!
ওহে শিব! বৃষ-আরোহণ!
কে জানে তোমার তত্ত্ব, তুমি রজ তুমি সত্ত্ব,
প্রলয়রূপে সৃষ্টি কর সংহরণ॥ ২১

* * *

ললিত-ভঁয়রো—খয়রা।

হর হর দিগম্বর! তুমি হে কৈলাস-ঈশ্বর।
কে জানে তোমার তত্ত্ব, তুমি রজ তুমি সত্ত্ব,
মৃত্যুকে করিয়া জয়, মৃত্যুঞ্জয় নাম ধর॥
পেয়ে বড় শঙ্কা মনে, এলেম তোমার সদনে,
এ বিপদ হ'তে প্রভু
আমাদের কর নিস্তার॥ (গ)

* * *

এই রূপে স্তব যদি করে দেবগণ।
সদয় হইয়া তবে কহে ত্রিলোচন॥ ২২
প্রাণ যদি চাহ আমার, তাহা দিতে পারি।
কি নিমিত্তে আইলে, কহ ধাতা অসুরারি! ২৩
ব্রহ্মা কহে শুন প্রভু! করি নিবেদন।
শঙ্কা পাইয়া আইলাম তোমার সদন॥ ২৪
তোমার আশ্রিত হ'য়ে আইলাম হেথায়।
ইহার বিহিত যদি কর দয়াময়॥ ২৫

* * *

আমরা তোমার আশ্রিত, সে কেমন?—
যেমন,—
সিংহের আশ্রিত পশু। মায়ের আশ্রিত শিশু॥
বৃক্ষের আশ্রিত ফল। শরীরের আশ্রিত বল॥
যেমন বারি-আশ্রিত মীন।
দাতা-আশ্রিত দীনহীন॥
রাজা-আশ্রিত প্রজাগণ।
তেম্‌নি তোমার আশ্রিত দেবগণ॥ ২৬

* * *

দিলীপের দুই রাণীর পুত্র-বর লাভ।

তখন শিবের নিকটে কহে যত দেবগণ।
যে নিমিত্তে আইলাম শুন বিবরণ॥ ২৭
সূর্য্য-বংশ-অন্ত-কথা কহে ত্রিলোচনে।
শিব শুনি কহিলেন, শুন সর্ব্ব জনে॥ ২৮
যাহ সবে দেবগণ! আপন আলয়।
ইহার বিহিত আজি করিব নিশ্চয়॥ ২৯
এত বলি দেবগণে বিদায় করিয়া।
স্বপ্ন দিলা মহেশ্বর রজনীতে গিয়া॥ ৩০
মম বরে তোমাদের জন্মিবে কুমার।
ইহার উপায় বলি, শুন সারোদ্ধার॥ ৩১
এক শয্যায় শয়ন করহ দুই রাণী।
একজনার গর্ভ হবে, বর দিলাম আমি॥ ৩২
হইবে উত্তম-পুত্র খ্যাত সূর্য্য-কুলে।
একচ্ছত্র রাজা হবে ধরণীমণ্ডলে॥ ৩৩
পিতৃ-পুরুষ উদ্ধার করিবে গঙ্গা আনি।
এত বলি অন্তর্দ্ধান হইলা শূলপাণি॥ ৩৪
প্রভাতে উঠিয়া তবে রাণী দুই জন।
দোঁহে মেলি স্বপ্ন-কথা কহে বিবরণ॥ ৩৫
হেন কালে উপনীত অষ্টাবক্র ঋষি!
শীঘ্রগতি প্রণাম করিল দোঁহে আসি॥ ৩৬
পুত্রবতী হও বলি, কহিল রাণীরে।
করযোড় করি দোঁহে কহে ধীরে ধীরে॥ ৩৭
কিবা বর প্রদান করিলে মহামুনি!
সন্তান জন্মিবে বল কি হেতু আপনি? ৩৮
আমরা বিধবা হই, এই সূর্য্য-কুলে।
কি হেতু সন্তান বল, জন্মিবে এ কুলে? ৩৯

* * *

ললিত-ভৈরবো—খয়রা।

ভেব না মনে রাণি! দিলাম পুত্রবর-দান।
বিধবা হ'লেও, পুত্র হবে তোমার বলবান্॥
ত্রিভুবনে যশ প্রকাশিবে,
দোঁহে সতী ব'লে ঘুষিবে,
যত কাল চন্দ্রসূর্য্য রবে, সূর্য্যবংশে রবে মান।
যদি হই মহামুনি, হৃদে থাকেন চিন্তামণি,
আমার বচন রাণি! হইবে না আন॥ (ঘ)

* * *

ভাগীরথের জন্ম-গ্রহণ।

মুনি তবে কন, আমার বচন—
না হবে খণ্ডন, শুন ওগো রাণি!
দুইজনা মেলি, কর হর্ষকেলি,
পুত্র মহাবলী, জন্মিবে আপনি॥ ৪০
নাহি কর ভয়, দিলাম অভয়,
থাকহ নির্ভয়, সতী বল্‌বে পৃথিবীতে।
ঘুচিবে কুযশ, ভাবিহ নির্য্যস,
হইবে সুযশ, তব সেই পুত্র হ'তে॥৪১
মুনি এত বলি, গেলা গৃহে চলি,
বর দিয়া দুই জনে।
রাণী দুইজনা, করয়ে ভাবনা,
আপনার মনে মনে॥ ৪২
রাণী সত্যবতী, সুমতির প্রতি,
কহিছেন ধীরে ধীরে।
কি করি বল না, উপায় কহ না,
বর দিল মুনিবরে॥ ৪৩
না হবে খণ্ডন, তাহার বচন,
পুত্র হবে গর্ভে মোর।
তাহার উপায়, কর গো ত্বরায়,
বিলম্ব সহে না আর॥ ৪৪
সুমতি রাণী কয়, ইহার উপায়,
করিব ত্বরায় আমি লো!
রজনী যোগেতে, দেখিনু স্বপ্নেতে,
আসি শিওরেতে কে যেন কহিল॥ ৪৫
পরা বাঘছাল, গলে হাড়মাল,
শিঙ্গা করতলে ধরি লো!
মুনির বচন, তাহার কথন,—
না হবে খণ্ডন, আর লো! ৪৬
এরূপ বচন, কহে দুই জন,
দিবা অবসান হইল।
রজনীযোগেতে, পালঙ্কোপরেতে,
দোঁহেতে শয়ন করিল॥ ৪৭
সত্যবতী পরে, সুমতি রাণীরে,
পতি মনে জ্ঞান করিল।
দৈবের ঘটনে, একত্র শয়নে,
জ্যেষ্ঠা গর্ভবতী হইল॥ ৪৮
ক্রমে ক্রমে মাস, গত হৈল দশ,
আনন্দ-উল্লাস বাড়িল।
মাংসপিণ্ড প্রায়, পড়িল ধরায়,
দেখিতে সবাই আইল॥ ৪৯
গর্ভপাত হৈল, কেহ বা কহিল,
কেহ কয়,—তাহা নয় লো।
———————————————॥ ৫০
এরূপ রমণীগণে, কহে কথা সর্ব্বজনে,
আজ্ঞা দিল ততক্ষণে, দুই রাণী পরে লো॥ ৫১
দাসী আনি কুমারেরে শোয়াইল পথধারে,
দৈবের নির্ব্বন্ধ পরে,অষ্টাবক্র আইল।
প্রভাতে করিতে স্নান, সরোবরে মুনি যান,
দৈবের ঘটনা দেখ, খণ্ডে কোন্ জনা লো!৫২
বক্র মুনির অষ্ট ঠাঁই,শিশু সেই মত করে তাই,
অষ্টাবক্র ক্রোধ-মনে কহিতে লাগিল।
ব্যঙ্গ কর মোর প্রতি, শুন ওরে শিশুমতি!
এত বলি ক্রোধমতি, মুনিবর কহিল॥ ৫৩
যদি আপন স্বভাব-ক্রমে,কর তুমি এরূপ ক্রমে,
আমার বরেতে তবে উঠ তুমি গা তোল।
মহামুনির বচন, খণ্ডে বলে কোন্ জন,
রাজার নন্দন তখন দাঁড়াইয়া উঠিল॥ ৫৪

* * *

ভৈরবী—আড়খেমটা।

নমো নমো দ্বিজ! নম, তুমি হে পূর্ণ ব্রহ্ম!
তোমার মর্ম্ম বলিতে কে পারে।
কৃষ্ণ যিনি পরম ব্রহ্ম, জানিয়া দ্বিজের মর্ম্ম,
বক্ষে ভৃগুপদ-চিহ্ন ধরে॥
আমি গো শিশুমতি, না জানি ভকতি স্তুতি,
আশীর্ব্বাদ কর মোরে!

পাণ্ডুবংশজাত, পরীক্ষিত নর-নাথ,
দ্বিজের শাপে সে জন মরে॥ (৬)

* * *

প্রণমিয়া করযোড়ে মুনিরে তখন।
গদগদ স্বরে কহে বিনয় বচন॥ ৫৫
ভাগ্যে মুনি বাঁচাইলা করুণা করিয়া।
তব প্রসাদেতে আমি উঠিনু বাঁচিয়া॥ ৫৬
যত কাল বাঁচিব আমি, ভারত-সংসারে।
গুরুর সমান করি মানিব তোমারে॥ ৫৭
অষ্টাবক্র কহে, বাছা রাজার কুমার!
একচ্ছত্র রাজা হবে ধরণী-উপর॥ ৫৮
পিতৃগণে মুক্ত কর গঙ্গা-তপস্যাতে।
উদ্ধার হইবে তারা গঙ্গা-পরশেতে॥ ৫৯
যেমন দৈত্যকুলে দৈত্যপতি বলি মহাশয়।
বামনেরে দান দিয়া, পাতালেতে রয়॥ ৬০
অদ্যাবধি কীর্ত্তি দেখ, ধরণীতে ঘোষে।
অদ্যাপি দ্বারকানাথ আছেন দ্বারদেশে॥ ৬১
শুন,—সূর্য্য-বংশেতে সগর মহাবল।
অশ্বমেধ যজ্ঞ-কীর্ত্তি রাখে ধরাতল॥ ৬২
তুমি গঙ্গা আনি কীর্ত্তি রাখ ধরাতলে।
তব নাম থাকে যেন পৃথিবীমণ্ডলে॥ ৬৩
এত বলি ভগীরথে নিয়া তপোধন।
সত্যবতী রাণীর কাছে কৈল সমর্পণ॥ ৬৪
সত্যবতী কহে, শিশু কাহার তনয়?
বিশেষিয়া মহামুনি! কহ গো আমায়॥ ৬৫
নি মুনি আদি অন্ত রাণীরে কহিল।
তৎপর হর্ষমনে বিদায় লইল॥ ৬৬
আনন্দের সীমা নাই রাণী দুইজনা।
গর মধ্যেতে সবে করিল ঘোষণা॥ ৬৭

* * *

সুরট—আড়া।

সই! শুনেছ কি রাজার বাটীর কথা?
আই কি বালাই!—তপে গেল নরনাথ,
বতীর হ'ল সুত,—
করে প্রকাশ, বল! কার দুটা মাথা।
কোন ধনী কয়, ওলো সজনি!
কি কহিলি বল্ ফিরে শুনি,
আমাদের ঘরে যদি হতো,
লোকে যে কি করিত,—
কলঙ্ক রটায়ে দিত, করিত অবস্থা॥ (৮)

* * *

নগরে নানারূপ রটনা।

নগর-নাগরীগণ, বারি আন্‌তে করি গমন,
একজনায় অন্যজন, তখন কহিছে গো!
শুনেছ কি এক আশ্চর্য্য,
দেশের ব্যবহার কিমাশ্চর্য্য!
আমাদের নৃপতির ভার্য্যার,
সন্তান হয়েছে গো! ৬৮
রাজা তপ করিতে গেল, সেথা কৃষ্ণ প্রাপ্ত হলো
দূতে সংবাদ দিয়ে গেল,
তাই আমরা শুনিলাম গো!
বিধবা যুগল রাণী, ঘরে তারা প্রেমাধীনী,
কিসে হেন নাহি জানি, সরমে মলাম গো! ৬৯
একজনা কহে পরে, বড় কথা বড় ঘরে,
বলিব না গো—কেমন ক'রে,
প্রাণ যে কাঁপে গো!
ছোট রাণী সত্যবতী, তার চাওনি খারাপ অতি
পুরুষ দেখ্‌লে তার মতি,
কেমন যেন হয় গো! ৭০
উঠিয়া ইষ্টকোপরে, দশ দিক্ দৃষ্টি করে,
পুরুষ দেখিলে ঠারে-ঠোরে,
কটাক্ষেতে চায় গো!
বড় যে সুমতি রাণী, তাহার কেবল বাহারখানি,
বস্ত্র অলঙ্কার আনি, কত ঢঙে পরে গো! ৭১
ওমা ওমা মরি মরি! সূর্য্যবংশে কলঙ্ক ভারি,
এমন নাহিক হেরি, কেবা হেন করে গো!
এমন ঝি বউ যদি আমাদের হতো,
ঝাঁটা খেয়ে প্রাণটা যেতো,
যা হবার তাই হতো,
কে করে নিয়া ঘর গো! ৭২
আর এক রসবতী বলে,
কাজ কি মোদের ও সকলে?
যদি শক্র দেয় ব'লে, যাবে ধ'রে নিয়া গো!

ভাত খাই, কাঁসী বাজাই,
ঝগড়ের কিছু জানি নাই,
আদার ব্যাপারী হ'য়ে,
জাহাজে কি কাজ গো? ৭২
এই মত জনে জনে, নিন্দা করে সর্ব্বজনে,
হেন কালে সেইখানে, এক বৃদ্ধা আইল গো!
কুম্ভ নিয়া কক্ষে করি,
সরোবরে আনতে বারি,
আইল বৃদ্ধা ধীরি ধীরি, তথায় তখন গো!৭৩
সূর্য্যবংশের নিন্দা শুনি,
ক্রোধে বুড়ী কহে বাণী,
জানি জানি তোদের জানি,
তোরা যেমন সতী গো।
সত্যবতী আর সুমতি,
তাদের বাড়া কেবা সতী?
আছে আর এই ক্ষিতি মধ্যে গো॥ ৭৪
যদি বল বিধবা হ'য়ে পুত্র হলো কি লাগিয়ে?
তার কথা বিবরিয়ে, বলি আমি তোরে গো!
অষ্টাবক্র বর দিল, সত্যবতীর পুত্র হ'ল,
খণ্ডে কার সাধ্য বল, সেই মুনির বাক্য গো?
আবার আছে মুনির বাণী,
যে নিন্দা করিবে রাণী,
জেতের বার হবেন তিনি, মুনি শাপ দিলে গো
তাই তোদের করি বারণ,
নিন্দায় কি প্রয়োজন?
মুনির শাপ হবে না লঙ্ঘন,
অবশ্য ফলিবে গো॥ ৭৬
দূর দূর সব অল্পেয়ে!
বারি আনতে বারছলা পেয়ে,
পরের যত কুচ্ছ গেয়ে,
বেড়াস পথে পথে গো!
যাই তোদের শাশুড়ীর কাছে,
যা করিব তা মনে আছে,
একবারেই মান খুইয়ে দেবে, সবার গো॥ ৭৭
এত বলি তাড়াতাড়ি, বারি নিয়া যায় বুড়ী,
দেখিয়া যতেক নারী,
নিজ গৃহে শীঘ্র করি গেল গো! ৭৮

* * *

বেহাগ-জংলা—আড়খেমটা।
ঘরে যা যা তোরা সকলে।
নৈলে তোদের শাশুড়ী ননদীকে দিব ব'লে
আমি ভাল জানি মনে,
সতী তারা দুই সতীনে
অকলঙ্ক কুলে কেনে, মিছে কালি দিস্ তুলে:
যদি বল পুত্র হলো, মুনি বরদান ছিল,
যা হবার তা হ'যে গেল,
কি হবে দ্বেষ করিলে? (ছ

* * *

ভগীরথের বিদ্যাশিক্ষা।

হেথায় সত্যবতী রাণী, ভগীরথে লইয়া আপনি
হরষিতে কাটাইছে কাল।
সপ্তম বৎসর জানি, গুরু মহাশয়ে আনি,
লিখিবারে দিল পাঠশাল॥ ৭৯
নানা মতে শিক্ষা দেয়, আসি গুরু মহাশয়,
ভগীরথ নাহি কহে বাণী।
শেষে গুরু ক্রোধে জলে, নানামত কটু বলে,
জারজ ব'লে গালি দিল মুনি॥ ৮০
শুন রে নির্ব্বংশের বেটা!
পিতা তোর বল কেটা?
পিতার কি নাম কহ রে দেখি।
শুনি ভগীরথ রায়, দুই চক্ষে বারি বয়,
অন্তরেতে হলো মহাদুঃখী॥ ৮১
গুরু কহে,—মর রে ছোঁড়া!
খেগে যারে কচুপোড়া,
তোর পেটে বিদ্যে সাধ্যে হবে না।
কেন আছিস্ এখানেতে, দূর দূর দূর হাবাতে,
তোর মা শেষে দিবে গঞ্জনা॥ ৮২
তোর মা যে সত্যবতী,
কেবল তিনি সত্যবতী!
সত্য কথা বৈ তিনি কন না!
ফেরেন পরের ঘরে ঘরে,
সকলের দ্বারে দ্বারে,
উঁচু বই নীচু দিকে চান না॥ ৮৩
গুরু কহে এইরূপ, ক্রোধে ভগীরথ ভূপ,
নিজ গৃহে আসিয়া তখন।

কারে কিছু না কহিয়া, শিশু ক্রোধাগারে গিয়া,
থাকে পড়ে করিয়া শয়ন ॥ ৮৪
বেলা দুই প্রহর প্রায়, গগনোপরেতে হয়,
রাণী ভাবে পুত্রের কারণ।
কেন না এখনো এল, ভগীরথ কোথা গেল?
তত্ত্ব রাণী করয়ে তখন ॥ ৮৫
পাঠশালে গিয়া পরে, সত্যবতী তত্ত্ব করে,
না পাইয়া ঘরে আইল ফিরে।
সত্যবতী আর সুমতি, দোঁহেতে ব্যাকুল অতি,
নানামতে আক্ষেপ সে করে ॥ ৮৬
কোথা গেলে বাছাধন! না দেখে বিধুবদন,
রৈতে নারি গৃহের ভিতর।
প্রাণ উড়ু উড়ু করে,
তোর মনে কি এই ছিল রে!
মা বলিয়া কে ডাকিবে আর! ৮৭
এই মত দুই রাণী, রোদন করে অমনি,
হেনকালে শুন বিবরণ।
দাসী কোন কার্য্যান্তরে,
গিয়ে দেখে ক্রোধাগারে,
ভগীরথ করিয়া শয়ন ॥ ৮৮
দাসী গিয়া শীঘ্রতর, কহে দোঁহার গোচর,
ভগীরথ আছয়ে শয়নে।
শুনি রাণী ধেয়ে যায়, কুমারে দেখিতে পায়,
কহে তবে আনন্দিত মনে ॥ ৮৯
কেন রে ক'রে শয়ন, ক্রোধাগারে কি কারণ?
হইয়াছে কিবা অভিমান?
উঠ উঠ যাদুমণি! তোমার নিমিত্তে আমি,
হইয়াছি পাগল সমান ॥ ৯০

* * *

বেহাগ-জংলা—খেমটা।

সত্য করি কহ মোরে,
কে মম পিতে গো জননি!
মিথ্যা কহ যদি মোরে, আমি নাহি রব ঘরে,
ব্রহ্মচারী বেশ ধ'রে,
যাব আপনি দেশ দেশান্তরে,—
এ মুখ না দেখাইব, তপস্যাতে প্রাণ ত্যজিব,
হব স্বর্গ-গামিনী ॥ (জ)

বশিষ্ঠ ও ভগীরথ।

ভগীরথ কহে মা গো! করি নিবেদন।
এক কথা বলি যদি কর অবধান ॥ ৯১
রাণী কহে, কি কথা কহ রে বাছাধন!
কহিলাম সত্য সত্য কহিব বচন ॥ ৯২
ভগীরথ কহে মা গো! নিবেদন করি।
কোথায় মম পিতা? কহ সত্য করি ॥ ৯৩
শুনি রাণী কহে, বড় ঠেকিলাম দায়।
সত্য কথা কৈলে, পুত্র যদি ছেড়ে যায় ॥ ৯৪
মিথ্যা কহিলে ধর্ম্মেতে পতিত হব আমি।
কেমন ক'রে মুখেতে তবে এই কথা আনি ॥
কপটেতে রাণী কহে, শুন বাছাধন!
যখন, রাজা হ'য়ে বসিবে তুমি রত্ন-সিংহাসন ॥
তখন কহিব তব পিতার কাহিনী।
এইরূপ বারে বারে কহে দুই রাণী ॥ ৯৭
না শুনে চতুর শিশু মায়ের বচন।
অগ্রেতে কহ গো পিতার কুশল কথন ॥ ৯৮
রাণী কহে অগ্রে বাছা! স্নান ভোজন কর।
পরেতে শ্রবণ করো বশিষ্ঠগোচর ॥ ৯৯
শুনি ভগীরথ স্নান ভোজন করিয়া।
বশিষ্ঠ নিকটে কহে প্রণাম করিয়া ॥ ১০০
কোথায় আছেন পিতা? কহ দয়াময়!
কিবা নাম হয় তাঁর? কহিবে আমায় ॥ ১০১
শুনিয়া বশিষ্ঠ কহে রাজার কুমারে।
অগ্রে বাছা! বড় হও—কহিব এর পরে ॥ ১০২
এক্ষণে কহিলে পরে না রবে গৃহেতে।
ভগীরথ কহে, মোরে হইবে বলিতে ॥ ১০৩
মুনি কহে, তব পিতা দিলীপ আছিল।
তপস্যাতে গিয়া সেই পরাণ ত্যজিল ॥ ১০৪
ভগীরথ কহে, মুনি! করি নিবেদন।
কি কারণে তপস্যাতে করিল গমন ॥ ১০৫

* * *

বসন্ত—তিওট।

কহ গো মহামুনি! তোমার মুখেতে শুনি,
অপূর্ব্ব পিতামহ-বিবরণ।
কি হেতু যজ্ঞ করে! যজ্ঞে কে বিঘ্ন করে!
বিশেষিয়া মোরে কহ হে বচন ॥

কিসেতে হবে মুক্তি, দেহ সে মোরে যুক্তি,
শক্তি বিনা নাহি মুক্তি কদাচন ॥ (ঝ)

*　*　*

মুনিবর কন, রাজার নন্দন!
শুন বিবরণ বলি।
সূর্য্যবংশে ছিল, সগর ভূপাল,
বড়ই বিশাল, বলে মহাবলী ॥১০৬
একচ্ছত্রাধিপ, ছিল সেই নৃপ,
বড়ই প্রতাপান্বিত।
দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন,
সংগ্রামে মহা-পণ্ডিত ॥ ১০৭
মুনি-বরে তার, শতেক কুমার,
একেবারে সবে হৈল!
বলে বলবান্, সকলে সমান,
ব্রহ্মশাপেতে মরিল ॥ ১০৮
তাদের উদ্ধারে, গঙ্গা আনিবারে,
তপ করিবার তরে।
কি কব সে কথা, গিয়া তব পিতা,
গঙ্গা না পাইয়া মরে ॥ ১০৯
করযোড় করি, মুনি-বরাবরি,
কহে ধীরি ধীরি, রাজার নন্দন।
তপস্যা করিব, গঙ্গারে আনিব,
উদ্ধারিব মম পিতৃগণ ॥ ১১০
শুন মুনিবরে! মন্ত্র দেহ মোরে,
না রব গৃহেতে আমি।
মুনিবর কয়, রাজার তনয়!
এক্ষণে না হও অরণ্যগামী ॥ ১১১
হইয়া রাজন, প্রজার পালন,—
অগ্রে কর বাছাধন!
পরেতে যাইয়া, তপস্যা করিয়া,
গঙ্গারে আনিয়া, উদ্ধারহ পিতৃগণ ॥১১২
হেনকালে রাণী, আসিয়া আপনি,
কহে কথা মুনিবরে।
কিসের কথন, কহ দুইজন,
বিশেষিয়া কহ মোরে ॥ ১১৩
বশিষ্ঠ ঋষি কন, তোমার নন্দন,
তপস্যাতে যাব, বলে।
গঙ্গারে আনিব, পিতৃকুল উদ্ধারিব
আমি নিজ বাহুবলে ॥ ১১৪
দীক্ষা হইবারে, আমার গোচরে,
তোমার কুমার চায়।
ওগো সত্যবতি! কহি তব প্রতি,
কি কহিব ইহার উপায়? ১১৫
ভগীরথ নিকটেতে সত্যবতী কয়।
না যাইও তপস্যাতে,—সময় এ নয় ॥ ১১৬
তুমি গৃহ হইতে গেলে শূন্যময় হবে।
এ ছার গৃহেতে তবে কোন্ জন রবে? ১১৭
সরযুতে গিয়া, আমি ত্যজিব জীবন।
মাতৃবধের ভাগী তোরে হইবে অংশন ॥ ১১৮
তপস্যাতে যাহ যদি শুন বাছা! ধীব!
শূন্যময় হবে তবে এ গৃহ-মন্দির ॥ ১১৯
সে কেমন?—যেমন,—
শিব বিহনে কাশী শূন্য, কহে মুনিগণ।
সর্ব্ব শূন্য দেখে দরিদ্র যে জন ॥ ১২০
দিক্ শূন্য হয় যেমন বন্ধুর কারণে।
অমরাপুরী শূন্য যেমন, ইন্দ্রের বিহনে ॥ ১২১
যেমন শ্রীকৃষ্ণ বিহনে শূন্য বৈকুণ্ঠ নগরী।
তুমি তপস্যাতে গেলে তেমনি হবে পুরী ॥১২

*　*　*

ভগীরথের তপস্যায় গমন।

এইমত নিবারণ করে যত রাণী।
ভগীরথ কহে তবে, যোড় করি পাণি ॥১২৩
কেন মোরে বারে বারে, বারণ কর তুমি।
তপস্যা করিতে মাগো! যাইব যে আমি ॥ ১২৪
পিতৃগণ উদ্ধারিব তোমার আশীষে।
না হবে প্রমাদ, আশীর্ব্বাদ কর ব'সে ॥১২৫
এইরূপে নানা ছলে মায়ে ভুলাইয়া।
মন্ত্র-দীক্ষা লইলেন বশিষ্ঠের কাছে গিয়া ॥ ১২৬
মহামন্ত্র কর্ণে যদি মুনিবর দিল!
অষ্টাঙ্গেতে প্রণিপাত হইয়া পড়িল ॥ ১২৭
মায়ের নিকটে গিয়া কহে মৃদুবাণী।
আশীর্ব্বাদ কর মোরে, চলিলাম জননি! ১২৮
এত বলি ভগীরথ প্রণমিল মায়।
ব্যাকুল হইয়া রাণী, পুত্র প্রতি কয় ॥ ১২৯

বসন্ত—চৌতাল।

বাছা যাওরে ভগীরথ! করিবারে তপ,
পূর্ণ হবে মনোরথ, যাইলে।
আমার এই আশীর্ব্বাদ, পুরিবে মনসাধ,
না হবে প্রমাদ, আসিবে কুশলে॥
যদ্যপি পাও ভয়, মায়েরে ডেকো তথায়,
অবশ্য রাখিবেন কুশলে॥ (ঐ)

* * *

সজল জলদ ভাষে, কহে রাণী প্রিয় ভাষে,
তপস্যাতে করিবে গমন!—
দেখ বাছা! সাবধানে, যাও মায়ের আরাধনে,
রক্ষা যেন করেন দেবগণ॥ ১৩০
মস্তক রক্ষা করিবে তোর, আপনি কৈলাসেশ্বর,
হস্ত রক্ষা করিবেন পদ্মাসন॥
ভগীরথ-মস্তকোপরে, রক্ষা বাঁধি দিয়া পরে,
বিদায় রাণী করে ততক্ষণ॥ ১৩১

* * *

বিজন বনে ভগীরথের তপস্যা।

চলে রায় ত্বরা করি, মাকে মনে মনে করি,
উত্তরিল আসি এক বনে।
একে অরণ্য-বিজন-বন,ডাকে গণ্ডার ব্যাঘ্রগণ,
আতঙ্কে কম্পিত শিশু শুনে॥ ১৩২
নয়ন মুদিয়ে ডাকে, হিংস্রপশু-আতঙ্কে,
কোথা গো মা সুরশৈবলিনি!
দেখা দেহ আসি মোরে,
ডাকি গো মা! বারে বারে,
ওমা কালি! কৈবল্যদায়িনি! ১৩৩
এইরূপ বারে বারে, ডাকে রাজকুমারে,
অন্তরেতে জানিলা পার্ব্বতী।
আজ্ঞা দিল কেশরীরে, যাহ বাছা! ত্বরা ক'রে
রক্ষা কর সূর্য্যবংশ-পতি॥ ১৩৪
আজ্ঞা পাইয়া করি-অরি, চলিলেন ত্বরা করি,
যথা বনে রাজার নন্দন।
আশ্বাস করিয়া তায়, কহে সিংহ পশুরায়,
ভয় নাই,-শুনহ বচন॥ ১৩৫
বসি কর আরাধন, শুন ওরে বাছা-ধন!
হৃদে ভয় নাহি কর আর!

এত বলি পশুপতি, অন্তর্দ্ধান শীঘ্রগতি,
উপনীত কৈলাস-শিখর॥ ১৩৬
হেথা পশুগণ যত, যুক্তি করে নানা মত,
একত্র হইয়া বসি সবে।
এ শিশুরে যদি খাই, তবে যে নিস্তার নাই,
রাজার নিকটে যাই সবে॥ ১৩৭
শার্দ্দূল হাসিয়া কয়, ছোঁড়া বড় চতুর হয়,
খাব বলি আমরা সবাই।
তাই গিয়ে রাজার কাছে, বুঝি শরণ নিয়েছে,
কিবা বল ওহে গণ্ডার ভাই! ১৩৮
গণ্ডার কহে, তাহা নয়, এই অনুমান হয়,
শিশু করিয়াছে চতুরালী।
বধিবে বুঝি মোদের প্রাণ,
তাই ব'সে করে ধ্যান,
চল যাই পালাই সকলি॥ ১৩৯
জম্বুক কহিছে বাণী, শুন সবে কহি আমি,
লইয়াছে মাতার শরণ।
যদি এই কথা শুনে, তবে রাজা বধিবে প্রাণে
নিতান্ত মরিব সর্ব্বজন॥ ১৪০

* * *

ভগীরথকে ব্রহ্মার বর-দান।

ব্রহ্মার তপস্যা করে, শতেক বৎসর পরে,
দেখা আসি দিল প্রজাপতি।
বর লহ গুণাকর! যেবা বর বাঞ্ছা কর,
সেই বর দিব শীঘ্রগতি॥ ১৪১
শিশু কহে যোড় করে, গঙ্গা আনি দেহ মোরে,
এই বর মাগি প্রভু! দান।
শুনি ব্রহ্মা আশ্বাসিয়া, চলে ত্বরান্বিত হৈয়া,
উপনীত গঙ্গা বিদ্যমান॥ ১৪২
প্রজাপতি কহে বাণী, শুন গো মা সুরধুনি!
ভগীরথ রাজার নন্দন।
করিয়া কঠিন সাধন, করে তব আরাধন,
কর গো মা! তথায় গমন॥ ১৪৩
বিধিমতে পদ্মযোনি, বুঝাইতে সুরধুনী,
শেষে গঙ্গা করিল স্বীকার।
চলে ভগীরথ কাছে, যথা বনে রাজা আছে,
তারিণী করেন আগুসার॥ ১৪৪

চক্ষু মুদি ভগীরথ, যথায় করেন তপ,
সুরধুনী তথায় আইল!
কি কর রে বাছা ধন! চক্ষু কর উন্মীলন,
শুনি রাজার ধ্যান ভঙ্গ হৈল॥ ১৪৫
দেখি গঙ্গা সুরধুনী, স্তব করে নৃপমণি,
গঙ্গাবেগ কে করে ধারণ?
পশুপতি বিনা আর, ধরে হেন সাধ্য কার?
কর বাছা! তাহার সাধন॥ ১৪৬
শুনি যায় দ্রুতগতি, যথা আছেন পশুপতি,
ভগীরথ কহে সমাচার।
শুনিয়ে শিশুর বাণী, নৃত্য করেন শূলপাণি,
ধন্য সূর্য্যবংশে বংশধর॥ ১৪৭
গঙ্গারে শিরে ধরিব, গঙ্গাধর নাম পাইব,
ইহা হৈতে ভাগ্য মোর নাই।
ধন্য ধন্য আমি ধন্য, কত করিয়াছি পুণ্য,
চল বাছা! চল তবে যাই॥ ১৪৮
সদানন্দ শীঘ্র আসি, আনন্দ-সাগরে ভাসি,
বসিলেন মেরুশৃঙ্গতটে।
হিমালয়-শিখর হইতে,পড়ে শিবের মস্তকেতে,
পর্ব্বত পাহাড় যায় ফেটে॥ ১৪৯
অমনি জটায় পুরি, রাখে গঙ্গা ত্রিপুরারি,
বেড়ান দেবী পথ নাহি পান।
যেন দিক্ হৈল হারা, বেড়ান ভ্রমি ভবদারা,
হেথায় ভগীরথ ফিরে চান॥ ১৫০
কোথায় বা সে তরঙ্গ?
দেখে ভগীরথের আতঙ্ক,
শূন্যময় হেরে ত্রিভুবন!
মাথে হাত মারি রায়, কেঁদে গড়াগড়ি যায়,
নয়নেতে ধারার শ্রাবণ॥ ১৫১

* * *

গঙ্গা হারাইয়া ভগীরথ শোকযুক্ত,—সে শোক
কেমন?
যেমন, মণি-হীন ফণী। স্বামি-হীন রমণী॥১৫২
শুক-হীন সারী। কুঞ্জর-হীন কুঞ্জরী॥ ১৫৩
রাবণ-হীন মন্দোদরী। ইন্দ্র-হীন অমরাপুরী॥
কৃষ্ণহীন গোপিনী যত।
গঙ্গাহীন ভগীরথ সেই মত॥ ১৫৫

* * *

ভৈরবী যৎ।

মা গো! কোথা গেলে সুরধুনি!
অকৃতী সন্তান ব'লে ত্যজিলে কেন জননি!
যদি কুসন্তান হই, তবু তোমার পুত্র বই,—
আর কেহ নই, শুন গো জগৎ-তারণি!
আমি বড় দুরাশয়, হারাইলাম গো তোমায়,
কি করিব হায় হায়! ভেবে মরি দিবা
রজনী (ট)

* * *

কেঁদে গড়াগড়ি যায়, ভগীরথ নৃপরায়
আছাড়িয়া আপনার কায়া!
কে করিল বজ্রাঘাত? কেন হেন অকস্মাৎ?
কেবা গঙ্গা চুরি কৈল গিয়া? ১৫৬
দেখিয়া শিশুর রোদন, জটা চিরি ততক্ষণ,
বাহির করিয়া সুরধুনী।
হিমালয়-শিখরেতে, সেই ধারা আচম্বিতে,—
পড়ে, ঘুরে বেড়ান তারিণী॥ ১৫৭
ভগীরথে দেবী কয়, পথ নাহি পাওয়া যায়,
শুন বাছা! বলি আমি তোরে।
ইন্দ্রের আছে ঐরাবত, আন তারে ত্বরান্বিত,
সেই আসি দিবে পথ ক'রে॥১৫৮
শিশু আসি তপ করে, দ্বাদশ বৎসর পরে,—
সদয় হইল শচীপতি।
কিবা বর মনোমত, চাহ বাছা ভগীরথ:
সেই বর দিব শীঘ্রগতি॥ ১৫৯
এই বর সুরেশ্বর! আমি তোমার গোচর,
ঐরাবত হাতী মাগি দান।
হিমালয় ভিতরেতে, বদ্ধ দেবী যেতে পথে,
মুক্ত করি দিবে সেই স্থান॥ ১৬০
ভগীরথমুখে শুনি, ঐরাবত কহে বাণী,
কহ,—গঙ্গা কেমন গঠন?
যদি গঙ্গা ভজে মোরে, দিতে পারি পথ ক'রে
যাহ তারে কহ বিবরণ॥ ১৬১
কর্ণে শিশু দিয়ে হাত, কহে দেবীর সাক্ষাৎ,
অন্তরেতে জানিল তারিণী।
হাসি ভগীরথে কয়, যাহ বাছা! পুনরায়,
কহ গিয়া তাহারে কাহিনী॥ ১৬২

আড়াই ঢেউ যদি মোর, সৈতে পারে করিবর,
তবে তারে আপনি ভজিব।
দেখ বাছা ভগীরথ! হবে তার সেই মত,
নিশুম্ভের প্রায় সংহারিব॥ ১৬৩
শুনি শিশু ত্বরা করি, দ্রুত কহে যথা করী,
শু'নে তুষ্ট হরষিতমন।
আহ্লাদ-সাগরে ভাসি, মুখে নাহি ধরে হাসি,
ঘন ঘন বাড়ায় চরণ॥১৬৪

* * *

ঐরাবতের দর্প চূর্ণ।

ইন্দ্রের ঐরাবত চলে, গভীর ঘোর নাদে।
শতহস্ত মাটি উঠে, করিবর-পদে॥ ১৬৫
দীর্ঘেতে দ্বাদশ-যোজন চারি যোজন আ'ড়ে।
নিশ্বাসেতে কত শত গিরি উড়ে পড়ে॥ ১৬৬
মদে মত্ত মাতঙ্গ চায় ঘূর্ণিত-লোচন।
অনুমান হয় যেন, সাক্ষাৎ শমন॥ ১৬৭
যথায় আছয়ে গিরি সুমেরু-শিখর।
দন্ত বসাইল করী শৃঙ্গের উপর॥ ১৬৮
কুল কুল রবে গঙ্গা বাহির হইলা।
কোপ করি ঐরাবতে, ভাসাইয়া দিলা॥ ১৬৯
হাবুডুবু খায় হস্তী গঙ্গার হিল্লোলে।
জল খেয়ে করিবর মরে পেটফুলে॥ ১৭০
দেবী ক'হে আর ঢেউ বাকি আছে মোর।
আমারে ভজিতে চাহ আরে রে পামর! ১৭১
ভজি তোরে ভাল ক'য়ে, বলিয়া তারিণী।
তলাইয়া দিল নিজ তরঙ্গে আপনি॥ ১৭২
ত্রাহি ত্রাহি মহামায়া! কে জানে তোমায়?
চিনিতে না পারি আমি, পশু দুরাশয়॥ ১৭৩
নগেন্দ্র-নন্দিনী তুমি ত্রিলোকতারিণী।
শিবের দোহাই, যদি না ছাড় জননি! ১৭৪
শু'নে সুরধুনী তায় ছাড়াইয়া দিল।
অবিলম্বে করিবর পলাইয়া গেল॥ ১৭৫
কলকল রবে জল চলিল গঙ্গার।
নানা দেশ দিয়া দেবী করেন আগুসার॥ ১৭৬
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ দিয়া গঙ্গার গমন।
জহ্নু মুনির আশ্রমেতে করে আগমন॥ ১৭৭
একমনে মহামুনি জপ করে ব'সে।
বারির তরঙ্গে কোশাকুশি যায় ভেসে॥ ১৭৮
ধ্যান ভাঙ্গি মহামুনি কটমট চায়।
ক্রোধেতে কুপিয়ে তাই গঙ্গা প্রতি কয়॥১৭৯
কেমন ব্যাভার তব, না দেখি না শুনি।
কোশাকুশি ভেসে যায়, কি করিব আমি? ১৮০
এত বলি ক্রোধান্বিত জহ্নু মহামুনি।
পান কৈল গণ্ডূষেতে গঙ্গায় আপনি॥ ১৮১
দেখি ভগীরথ করে মুনিরে স্তবন।
কাঁদিয়া ধরিল গিয়া যুগল চরণ॥ ১৮২
কতক্ষণ পরে মুনির ধ্যানভঙ্গ হৈল।
আদ্যন্ত কথা ভগীরথে জিজ্ঞাসিল॥ ১৮৩
তার পর মুনিবর দেখে ধ্যান করি।
গঙ্গা বাহির কৈল মুনি দক্ষিণ জানু চিরি॥১৮৪
সেইখানে হইল জাহ্নবী ব'লে নাম।
পরে দেবী উপনীত হৈল কাশীধাম॥ ১৮৫
ভগীরথে মহামায়া জিজ্ঞাসে আপনি।
ভগীরথ কহে মাগো! আমি নাহি জানি॥১৮৬
শুনেছিলাম মাতৃ-মুখে কপিল-শাপেতে!
ভস্ম হইয়াছে সব পাতাল-পুরেতে॥ ১৮৭

* * *

গঙ্গাজল-স্পর্শে সগর-সন্তানগণের উদ্ধার।

শুনি শতমুখী গঙ্গা হইলা সেখানে।
পূর্ব্বপুরুষ ভস্ম হ'য়ে আছয়ে যেখানে॥ ১৮৮
এক বিন্দু বারি যেমন পরশ হইল।
যাট হাজার রথ আসি উপনীত হৈল॥ ১৮৯
দুই হস্ত তুলি সবে ভগীরথে কয়।
তোমা সম ভাগ্যবান্ না দেখি ধরায়॥ ১৯০
তুমি বাছা পুণ্যবান্, আমাদের করিলে ত্রাণ,
এ যশ ঘুষিবে ত্রিসংসারে।
রাজ-রাজেশ্বর হবে, চিরকাল সুখে রবে,
এত বলি আশীর্ব্বাদ করে॥ ১৯১
পরে যায় স্বর্গপুরে, আরোহিয়া রথোপরে,
ভগীরথ প্রণাম করিল।
আনন্দে দুবাহু তু'লে, নাচে গঙ্গা গঙ্গা ব'লে
প্রেমবারি নয়নে বহিল॥ ১৯২

গঙ্গা কন, ভগীরথে, শুন বাছাধন ! একচিত্তে,
মোর পূজা কর বাছাধন !
একচ্ছত্র রাজা হবে, সুখে কাল কাটাইবে,
অন্তিমেতে দিব দরশন ॥ ১৯৩
এত বলি সুরধুনী, চলিলেন তরঙ্গিণী,
সমুদ্র সহিতে ভেটিবারে।
হেথা ভগীরথ রায়, চলিলেন নিজালয়,
হরষিত হইয়া অন্তরে ॥ ১৯৪
পুত্র হেরি সত্যবতী, আনন্দিত হইয়ে অতি,
আসি শিরে করিল চুম্বন।
সুমতি সহিত গিয়া, আইওগণে সঙ্গে নিয়া,
সুবচনীর করিল পূজন ॥ ১৯৫
সিরণী আনিয়া পরে, সত্যপীরে পূজা করে,
পরে দিল দাঁড়া গুয়াপান।
বিভা * দিয়া ভগীরথে, আনন্দ হইয়া চিতে,
পুত্রে রাজ্যভার দিল দান ॥ ১৯৬

* * *

ভগীরথ রাজা হ'য়ে, পাত্র মিত্র সঙ্গে ল'য়ে,
রত্নসিংহাসনে আরোহণ ॥ ১৯৭
গঙ্গার প্রতিমা পরে, স্বর্ণেতে নির্ম্মিত ক'রে,
নিত্য নিত্য করয়ে পূজন।
গঙ্গা-পদ কহে রায়, যেই শুনে যেই গায়,
তার জন্ম নাহি কদাচন ॥ ১৯৮

* * *

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

জয় জয় ধ্বনি মঙ্গলাচরণ।
করে পুলকেতে অযোধ্যাবাসিগণ ॥
কেহ গায় কেহ হাসে, পুলকেতে সর্বে ভাসে,
আনন্দে বেড়ায় উল্লাসে, যত পুর-জন ॥
বাহুতেতে ঠোকে তাল,
মাহুত বলে সামাল সামাল,
রায়-বাঁশে ধরি বাঁশ, লোকে ঘনে ঘন (ঠ)

ভগীরথ কর্ত্তৃক গঙ্গা আনয়ন সমাপ্ত।

* বিভা—বিবাহ।

মার্কণ্ডেয়-চণ্ডী।

দেবগণের মন্ত্রণা।

মহামুনি মার্কণ্ড, দেবীর মাহাত্ম্য-কাণ্ড
সুধাখণ্ড লিখিলেন পুরাণে।
শুম্ভ আর নিশুম্ভ দৈত্য, বাহু-বলে স্বর্গ মর্ত্ত্য—
শাসিল দুর্জ্জন দুই জনে। ১
প্রবল-প্রতাপযুক্ত, আজ্ঞাতে সদা নিযুক্ত,
অমর কিন্নর নর যত।
কি আশ্চর্য্য কব তার, অদ্বিতীয় অবতার,
দম্ভে ধরা কম্পে অবিরত ॥ ২
দেবগণ পায় তাপ, অনলের হীনোত্তাপ,
প্রতাপে রবির তাপ খণ্ডে।
অতি ভণ্ড দোর্দ্দণ্ড, হস্তেতে করিয়া দণ্ড,
দেবগণে দণ্ডে-দণ্ডে দণ্ডে ॥ ৩
কেড়ে ল'য়ে যমদণ্ড, যমে বধিতে উদ্দণ্ড,
প্রচণ্ড কোদণ্ড করে ধরি।
দেখে দণ্ড করা মত, জগতে করি দণ্ডবত,
ভয়ে কত হইল দণ্ডধারী* ॥ ৪
ব্রহ্মার না রাখে মান, নিজে মান্য অপ্রমাণ,
তৃণতুল্য ত্রিলোক ধরিল।
কর দিয়ে সব করযুগ্ম,
যোগ্যতা কে হবে যোগ্য ?
যজ্ঞ-ভাগ গ্রহণ করিল ॥ ৫
কি ভাস্কর সুধাকর, রত্নাকর দেন কর,
কিঙ্কর, সংসারে সর্ব্বজনা।
শুম্ভ ত্রৈলোক্যের পতি, রাজ্যভ্রষ্ট সুরপতি,
সুরসঙ্গে করেন মন্ত্রণা ॥ ৬
বল হে অমরবর্গ ! মন-তো না মানে বর্গ,
অবিরত কাঁদি অভিমানে।
গেল স্বর্গের অধিকার, দুর্গা বিনে দুর্গে† পার,
কে আর করিবে ত্রিভুবনে ? ৭

* দণ্ডধারী—দণ্ডী—সন্ন্যাসী।
† দুর্গে—দুর্গতিতে।

সদাশিব-সীমন্তিনী, তরঙ্গে তরণী তিনি,
মুক্তিমূলাধারা মুক্তকেশী।
পূর্ণ হইবে বাসনা, করি শক্তি উপাসনা,
সর্ব্বজনে নির্জ্জনেতে বসি॥ ৮
সবে বলে,—মনে লয়, যুক্তি করি হিমালয়—
পর্ব্বতে গেলেন সর্ব্বজনে।
হ'য়ে শুদ্ধকলেবর, যাচেন অভয় বর,
দুর্গাপদাম্বুজে দেবগণে॥ ৯
হে বিমলে! বিশ্বরূপে! বিদ্যারূপে! বুদ্ধিরূপে!
নিদ্রাদিরূপেতে অবস্থিতি।
সর্ব্বভূতে আবির্ভূতা, তব কীর্ত্তি অনুভূতা—
ভূতনাথ-ভার্য্যা ভগবতী॥ ১০
যত্ন করি যুগ্ম করে, জননীরে স্তব করে,
যতেক অমর হ'য়ে ঐক্য।
অসুরে লয় অধিকার, কি দুর্গতি অধিক আর?
প্রপন্নপালিনি* ! মান রক্ষ॥ ১১

* * *

সুরট—ঝাঁপতাল।

সুরগণ শরণাপন্ন শুন গো মা শম্ভুদারা!
শুম্ভ-ভয়ে রাখ সুরে, অম্বুজনয়নী তারা!
অসুর-ভরে ভার-অতি, শিবসুন্দরি!
বসুন্ধরা।
হরিলে অসুরে ইন্দ্রপদ,—চন্দ্রশেখরা॥
ওমা! বিষম বীর বিরোধে বিস্ময়,—
বিশ্ববন্দিনি!
বিপদে বিমুক্ত কর, বিষয়-বাঞ্ছাহরা! ;—
দেবের দেবেশ্ব দেবে, দেহি মা দিগম্বরা!
স্থান দেহি মা দাশরথিরে চরণাম্বুজে ত্বরা॥(ক)

* * *

হিমালয়ে জয়দুর্গার আবির্ভাব।

স্তবে তুষ্টা ভগবতী, গুণাতীতা গুণবতী,
একাকিনী গঙ্গাস্নান ছলে।
দেবগণে দিতে গতি, অগতির চরম গতি,
চঞ্চলেতে চলে হিমাচলে॥ ১২

উপনীতা একেশ্বরী, সুরমধ্যে সুরেশ্বরী,
জিজ্ঞাসা করেন দেবগণে।
বাসনা করি কি ধন, কারে কর আরাধন,
বিধিমত বিনয়-বচনে? ১৩
বলিতে বলিতে কথা, শক্তির অঙ্গে নির্গতা,
তখনি হইল এক শক্তি!
কিবা রূপ অনুপম, কৌশিকী তাঁহার নাম,
শক্তির নিকটে করেন উক্তি॥ ১৪
জান না তুমি অভয়ে! স্তব করে দৈত্যভয়ে,
আমারে অমর সর্ব্বজন।
এ কথা করিয়া উক্তি, পুনরায় কৌশিকী শক্তি,
শক্তির অঙ্গেতে লিপ্ত হ'ন॥ ১৫
পরে শুন বিবরণ, ত্যজি সুবর্ণবরণ,
কৃষ্ণাঙ্গী হইয়া হিমাচলে।
রহিলেন জগন্মাতা, জয়ন্তী জগৎপূজিতা,
জগতে জয়দুর্গা যাঁকে বলে॥ ১৬
রূপে দশ দিক্ দীপ্ত, চন্দ্রের কিরণ লুপ্ত,
ব্রহ্মরূপিণীর রূপে করে।
শুম্ভ-নিশুম্ভের ভৃত্য, চণ্ড-মুণ্ড নামে দৈত্য,
দৈবে যায় সেই স্থানে পরে॥ ১৭
একদৃষ্টে কতক্ষণ, করি কান্তি নিরীক্ষণ,
বলে, কি রূপিণী! ধন্যা ধন্যা।
হেথা, কার লাগি নারী, কারণ বুঝিতে নারি,
ত্রিলোকমোহিনী কার কন্যা? ১৮
গিয়া শুম্ভ সন্নিধানে, বাখানি বিধি বিধানে,
চঞ্চল হইয়া কহে চণ্ড।
অবধান, মহারাজ! হিমালয় মাঝে বিরাজ,
আহা মরি কি আশ্চর্য্য কাণ্ড! ১৯
জিনিয়াছ সুরপতি, তুমি ত ত্রৈলোক্যপতি!
পুরে পূর্ণ প্রচুর ঐশ্বর্য্যে।
গজমুক্তা আদি কত, চন্দ্রকান্ত মরকত,
পদ্মিনীনিন্দিত কত ভার্য্যে॥ ২০
জিনিয়াছ রত্নাকরে, রত্ন কে বা সংখ্যা করে?
রত্নের অযত্ন তব জানি।
বহু রত্ন দেখতে পাই, স্ত্রীরত্ন তেমত নাই,
রত্নাধিক রত্ন সে রমণী॥ ২১
শতমুখ যদি হই, রূপের শতাংশ কই,
এক মুখে কহিতে না পারি।

---

* প্রপন্নপালিনি—চণ্ডীতে আছে—"প্রপন্নার্ত্তিহরে।"

অবিলম্বে নৃপমণি! গ্রহণ কর রমণী,
রমণীর শিরোমণি নারী॥ ২২

* * *

খট্‌-ভৈরবী—একতালা।

শুন, হে রাজন্‌! করি নিবেদন,
নিরখিয়ে এলেম এক কন্যা!
রূপে, জগৎ উজ্জ্বল, সজল-জলদবরণী,
কার ঘরণী,—
তাহে তরুণী,—সে ধনী ধরণী-ধন্যা॥
তরুণীর হেরি চরণ কিরণ,
অরুণ-কিরণ দূরে গিয়ে রন,
নখরেতে সুধাকরের কিরণ,
হরণ করিছে ভুবন-মান্যা।
বলে ত্রিভুবন ক'রেছে নির্দ্ধনী, *
জয় জয় ধ্বনি,—তুমি ধনে ধনী,—
লও সেই ধনী, তবেই ধরব ধনী,
তোমা বই সে ধনী,—সাজে না অন্যে॥ (খ)

* * *

জয়দুর্গার নিকট শুম্ভের দূত-প্রেরণ।

বিনয়পূর্ব্বকে করে অপূর্ব্ব বর্ণন।
চণ্ডমুখে শুনে চিত্ত চঞ্চল রাজন॥ ২৩
সুগ্রীব নামেতে দূত,—দ্রুত ডাকি তায়।
হইয়ে উন্মত্ত-চিত্ত কহে দৈত্যরায়॥ ২৪
শুন হে সুগ্রীব! সুবুদ্ধির শিরোমণি।
তুমি নাকি আনিতে পার পুরে সে রমণী? ২৫
মোর যত আধিপত্য, তাবে তথ্য কবে!
অবশ্য আসিবে জানি ঐশ্বর্য্যের লোভে॥ ২৬
শুনি বার্ত্তা শুভযাত্রা সুগ্রীব করিল।
চঞ্চলচরণে হিমাচলে উত্তরিল॥ ২৭
সুগ্রীব সুমন্ত্রী সুমধুর বাক্যচ্ছলে।
নিরুদ্বেগে নীরদবরণী প্রতি বলে॥ ২৮
শুন হে সুন্দরি! শুভ সংবাদ সম্প্রতি।
দৈত্যকুলে উদ্ভব শুম্ভ ত্রৈলোক্যের পতি॥ ২৯
জগতের যাগযজ্ঞ-ভাগ তাঁহার অগ্রেতে।
রাজত্ব প্রভুত্ব এখন প্রবর্ত্ত সব তাঁতে॥ ৩০
আমি অনুগত অনুচর তাঁর হই।
যা কহিতে কহিলেন শুন ধনি! কই॥ ৩১
পাইবে পরম সুখ, তুমি গেলে তত্র।
গ্রহণ কর ভর্ত্তা তাঁরে, বার্ত্তা এই মাত্র॥ ৩২
অনুজ নিশুম্ভ, সেই দনুজপতির।
গচ্ছ গচ্ছ যারে ইচ্ছ,—তুল্য দুই বীর॥ ৩৩
দুর্গা-ভগবতী ভদ্রা শু'নে এই বাণী।
ত্রিলোক-জননী যিনি জগদুদ্ধারিণী॥ ৩৪
অন্তরে ঈষৎ হাস্য করি কন দূতে।
সে কহিলে সত্য সত্য বুঝিলাম চিতে॥ ৩৫
পূর্ব্বে এক প্রতিজ্ঞা করেছি নারীবুদ্ধে।
যে জন জগতে মোরে জিনিবেক যুদ্ধে॥ ৩৬
বলক্ষয় পরাজয় পাব যার কাছে।
সেই ভর্ত্তা ভবিষ্যতি,—এই পণ আছে॥ ৩৭
দূত কহে, ভালো না হইল তব পক্ষে।
তুচ্ছ করি দিলে কথা অহঙ্কারবাক্যে॥ ৩৮
ভাগ্য মানি শীঘ্র যাও, রাজার গোচরে।
দে'খো যেন শেষে কেশে না ধরে কিঙ্করে॥৩৯
সাধ্বী কন, সাধ্য কি হে! প্রতিজ্ঞা ক'রেছি।
কহ তব রাজারে, যাহাতে তার রুচি॥ ৪০

* * *

ধূম্রলোচনের যুদ্ধ-যাত্রা।

সক্রোধে সুগ্রীব গিয়া জানায় সত্বরে।
শু'নে শুম্ভ ধূম ক'রে কয় ধূম্রলোচনেরে॥ ৪১
ধেয়ে যাও ধিক্‌ ধিক্‌!—তারে আনিবে ধরিয়ে
গর্ব্বিণী ধনীর কেশাকর্ষণ করিয়ে॥ ৪২
যদি পেয়ে থাকে ধনী কোন ধনীর আশ্রয়।
যক্ষ রক্ষ রক্ষক যদ্যপি কেহ হয়॥ ৪৩
যে লোক,— বধিবে অস্ত্রে দিবে প্রতিফল।
সৈন্য লয়ে যাও, অন্য কথায় কি ফল? ৪৪
ধূম্‌কিটি কিটি ধাঁ ধাঁ বাদ্য বাজিতে লাগিল।
ধূম করি ধাইয়ে ধূম্রলোচন চলিল॥ ৪৫
উত্তরিল ত্রিলোকোদ্ধারিণী দুর্গা যথা।
তুচ্ছ করি উচ্চ-স্বরে ডাকি কয় কথা॥ ৪৬
শুম্ভ-পাশে যা রে কন্যা! করিস্‌নে অবজ্ঞা।
নহিলে চিকুরে ধরিব, আছে ঠাকুরের আজ্ঞা॥

* * *

* নির্দ্ধনী—এখানে দুর্ব্বলা।

ধূম্রলোচন বধ।

শুনি বাক্য লোহিতাক্ষ কমলনয়নী।
একটা হুঙ্কার-ধ্বনি করেন শঙ্করমোহিনী॥ ৪৮
ধূম্রলোচনেরে দেবী দেন ভস্ম করি।
থাকিল যতেক সৈন্য আর অশ্ব করী॥ ৪৯
সংহারিতে যত সৈন্য করি সিংহ-ধ্বনি।
সিংহেরে দিলেন আজ্ঞা সংহার-কারিণী॥ ৫০
গর্ব্ব করি যায় সিংহ, পার্ব্বতীবাহন।
চর্ব্বণ করিয়া খায়, সর্ব্ব সেনাগণ॥ ৫১
লম্ফ দিয়ে নখ দিয়ে ধরিরে ধরিয়ে।
আদরে খাইছে রক্ত উদর চিরিয়ে॥ ৫২
দেবগণ যত ধূম্রলোচনের বধে।
হর্ষেতে বর্ষেণ পুষ্প পার্ব্বতীর পদে॥ ৫৩
ভগ্নত বিঘ্ন দেখি তীক্ষ্ণবেগে ধায়।
বিপত্তি-সকল দৈত্যপতিরে জানায়॥ ৫৪
কেহ নাই তব সৈন্য,—শূন্য সমুদয়।
মহারাজ! সঙ্কট বড়, সে তো মেয়ে নয়॥ ৫৫
রুধিরে বহিছে নদী, কর গিয়া দৃষ্ট।
আমারে রেখেছে মাত্র পাত্র অবশিষ্ট॥ ৫৬

* * *

আলিয়া—একতালা।

ধরাতে তায় ধরি হে ধন্যে!
হে রাজন্! সে কি মেয়ে সামান্যে!
অহঙ্কার করি, হুহুঙ্কারে প্রাণ,
বধিল জলদবরণী কন্যে॥
সিংহ প্রতি বলে বধ রে বধ রে!
আদরেতে হাসি অধরে না ধরে,
মৃগেন্দ্র উদরে যে ধরে বিদরে,
এসেছি শরীরে, আমি কি পুণ্যে॥
কি করিবে তব সেনা-অশ্ব-করী!
করে ধনুঃশর করিয়া কি করি!
নারীর বাহন আসি করি-অরি,
নখে করি করি, নাশিল সৈন্যে॥ (গ)

* * *

শুম্ভের উষ্মা ও চণ্ডমুণ্ডকে যুদ্ধে প্রেরণ।

দূত-মুখে শুনি তথ্য দৈত্যের ঈশ্বর॥
ক্রোধভরে অধর কাঁপিছে থর থর॥ ৫৭
কপিলের উষ্মা যেমন, সগর-নন্দনে!
উভয়ত উষ্মা যেমন, ভীম-দুর্য্যোধনে॥ ৫৮
মহাদেবের উষ্মা যেমন, মদনের প্রতি।
দক্ষের উপরে যেমন, উষ্মা করেন সতী॥ ৫৯
মহাজনের উষ্মা যেমন, নাতোয়ান * খাতকে।
যমের উষ্মা হয় যেমন, পঞ্চম পাতকে॥ ৬০
ততোধিক ঘোর উষ্মায়, দন্তে কর কামড়ায়,
ডেকে বলে দৈত্যরায়, মরি রে দম ফেটে!
কোথায় গেলি রে চণ্ড! কোথায় গেলি রে মুণ্ড
এখনি নারীর মুণ্ড, এনে দে রে কেটে॥ ৬১

* * *

চণ্ডমুণ্ডের যুদ্ধযাত্রা।

শুনিয়া সাজিল চণ্ড, প্রতাপ অতি প্রচণ্ড,
এখনি দিব দণ্ড, বলি দণ্ডবৎ করে।
আস্ফালন ঘোর তরঙ্গ, মাতঙ্গ রথ তুরঙ্গ,
সঙ্গে সেনা চতুরঙ্গ, চলে রঙ্গভরে॥ ৬২
আছেন, সিংহ আরোহন করি,
চতুর্ভুজা শুভঙ্করী,
মার মার শব্দ করি, ছুটো দৈত্য গেলো।
ঈষৎ হাসি অন্তরে, ত্রিলোকতারা তদন্তরে,
দৈত্য প্রতি কোপান্তরে, কালীবরণ হলো॥ ৬৩

* * *

চামুণ্ডার উৎপত্তি।

কপাল হইতে কপালিনী, নির্গতা করেন অমনি
প্রচণ্ড চণ্ডদমনী, চামুণ্ডা-রূপিণী।
মূর্ত্তি ঘোর ভয়ঙ্করা, খট্টাঙ্গ-অসি-করা,
করালবদনী পরা, দ্বীপচর্ম্মখানি॥ ৬৪
রক্তাক্ষী লোলরসনা, মুণ্ডমালা-বিভূষণা,
অতি বিকট-দশনা, শুষ্ক কলেবর।
অসিকরে অসুরে বধ্যে, ভয়ঙ্করী ক্ষণমধ্যে,
পড়েন গিয়া রণ-মধ্যে, সিংহে করি ভর॥ ৬৫

* নাতোয়ান—অবস্থাহীন।

চামুণ্ডার ভয়ঙ্কর যুদ্ধ।

নাহি যুদ্ধ ব্যবস্থার, দানবের নাহি নিস্তার,
বদন করি বিস্তার, ধ'রে লাগিলেন খেতে।
খান রক্ত করি ঘটা, রক্ত গেলে দন্ত ক'টা,
শোভে যেন সূর্য্যের ছটা, মেঘের কোলেতে।৬৬
নাই যুদ্ধের অঙ্গ শুদ্ধ, 'খাব' এই বাক্য প্রসিদ্ধ,
রথ গেলেন রথী শুদ্ধ, ঘোড়া হাতী যা ঘটে।
কি করিলেন ভগবান্! দৈত্য যত হানে বাণ,
হাঁ করি হাসিয়ে খান, পাক পায় বাণ পেটে।৬৭
পড়িয়া ঘোর ফাঁফরে, কহে দৈত্য পরস্পরে,
বাঁচে প্রাণ, পলা'লে পরে, নৈলে সব সারে রে,
কোথাকার এ গিলে-খাগী!
খেলে রে হাঁ-করা মাগী!
ব্যাঘ্রের মুখেতে ছাগী, কি করিতে পারি রে।৬৮

* * *

সুরট—কাওয়ালী।

সমরে মগনা কালী চামুণ্ডে।
সুর-পালিনী, শির-মালিনী,
দেবী ত্বরিত-দনুজদল দশনে দণ্ডে।
কিবে আসন করি করী-অরি-পৃষ্ঠে!
রূপ দৃষ্টে চমক লাগে চণ্ডে॥
বলে কি উপায়, আহা! শোভা পায়,
ঐ পায় পায় অলি ধায়, ভালে বিধুখণ্ডে॥
সঘনে নাশ করে, বদনে গ্রাস করে,
গলিত রুধির-ধারা গণ্ডে;—
হর-বনিতের, ঘোর ধ্বনিতে,
কাঁপে, থর থর কলেবর জীব-ব্রহ্মাণ্ডে॥ (ঘ)

* * *

চামুণ্ডার সমরে চণ্ডমুণ্ড-নিধন।

আইল চণ্ড দোর্দ্দণ্ড, খড়্গ দিয়া ভুজদণ্ড,
তাহার জীবন দণ্ড, করেন শঙ্করী।
আইল মুণ্ড নেড়ে মুণ্ড, খড়্গ দিয়ে কাটেন তুণ্ড,
রণভূমে পড়ি মুণ্ড, মুণ্ড গড়াগড়ি। ৬৯
হৈল চণ্ডমুণ্ড-বিনাশন, দেবীর পরিতোষণ,—
জন্ত পুষ্প বরিষণ, করেন দেবগণে।
কহেন মুনি মার্কণ্ডে, চণ্ড-মুণ্ডের দুই মুণ্ডে,
ল'য়ে যান চামুণ্ডে, চণ্ডী বিদ্যমানে॥ ৭০
কহেন, দেবীর আজ্ঞা করিলাম পালন।
এখন তুমি, নিশুম্ভ-শুম্ভে করহ দলন। ৭১
চণ্ডীর জন্মিল প্রীতি, চণ্ডমুণ্ড-নাশে।
চামুণ্ডা নাম দিয়ে, রাখিলেন নিজ পাশে। ৭২
হেথা রণ সংবাদ পাইয়া শুম্ভদৈত্য।
বলে রে, নিশুম্ভ! একি যাতনা অকথ্য? ৭৩
এ সব সম্পদ্ আমায় হইল কি অনিত্য!
সর্পের বাসাতে আসি ভেকে করে নৃত্য! ৭৪
নারীর হাতে অপমান,—জ্বলে যায় চিত্ত!
শীঘ্রগতি কর, ভাই! পাপের প্রায়শ্চিত্ত। ৭৫
এত বলি, দুই ভাই রাগেতে উন্মত্ত।
শ্যামারে করিতে জয় সমরে প্রবর্ত্ত॥ ৭৬
অন্তঃপুরে রাজরাণী শুনে এই তত্ত্ব।
রাজারে ডাকিয়া কয়, কাঁদিয়া অনর্থ॥ ৭৭
কাল-ভার্য্যা কালীরে দেখেছি কালি ঘুমে।
যেন আশুতোষ-আসনে আসিয়া রণভূমে। ৭৮
করে অসি মুক্তকেশী, হাসিতে হাসিতে।
ফেরেন দনুজকুল নাশিতে নাশিতে॥ ৭৯
চলিল রক্তের নদী, ভাসিতে ভাসিতে!
শবোপরে বায়স যায়, বসিতে বসিতে। ৮০
দেখিয়া হইলাম বড়, ত্রাসিতে নিশিতে।
তোমারে বধেন প্রাণে, অসিতে অসিতে।৮১
যেও না, হে নাথ! চতুর্ভুজার সমরে।
সাধ ক'রে দিওনা ভুজ ভুজঙ্গ-গহ্বরে। ৮২

* * *

ভৈরবী—আড়া।

করো না করো না ওহে নাথ!
আমায় অনাথিনী!
নাথোপরে নাথ! সে যে, অনাথনাথ-রমণী।
যা হতে ধ্বংস উৎপত্তি,
সেই এলো হে রণে সম্প্রতি,
যার পতিত-পাবন পতি,
পতিত পদে আপনি॥ (ঙ)

* * *

শুম্ভের সমর-যাত্রা।

রমণীর কথা শুম্ভ করিয়া অগণ্য।
বাজাইয়া বাদ্য যান সাজাইয়া সৈন্য॥ ৮৩
ঘণ্টানাদ সিংহ-নাদ করেন শঙ্করী।
ঘেরিল অসুরগণ মার্ মার্ করি॥ ৮৪
অগ্রে সেনা, পাছে শুম্ভ, মার্ মার্ মুখে।
কালীর ভৈরব এক দাঁড়ায় সম্মুখে॥ ৮৫
শুম্ভ-সেনা বলে, বেটা হেদে রে ভৈরব!
তুই বেটা! করিস রব--কিসের গৌরব? ৮৬
তুই বেটা! অদ্ভুত ভূত তোরে কি কথা কই।
অসিধরা দিগম্বরা কালী তোদের কই? ৮৭
ভৈরব বলে, তোরে বধিতে
আসিবেন মা কালী।
তবে তাঁর চরণের দাস
আমি মিথ্যা চিরকালি॥ ৮৮
আমা হ'তে হবে না বেটা! এম্‌নি কথার দাঁড়া
কুমড়ার জালি কাটিতে মহিষ-কাটা খাঁড়া॥৮৯
আমা হ'তে হইবে, বেটা! গয়া-গঙ্গা হরি।
দশমুলেতে যাবে রোগ, কাজ কি বিষবড়ি?৯০

* * *

পরজ বাহার—একতালা।

সামাল দেখি তুই আমারে।
শ্যামা মা মোর আসিবে পরে।
মা করিবে রণ, কিসের কারণ,—
যদি নিবারণ হয় নফরে॥
মা মোর কালী কালরাত্রি,
কালভার্য্যা কাল-রাজ্যকর্ত্রী,
আস্‌বে কি সেই মোক্ষদাত্রী,
মক্ষিকা বধিবার তরে॥ (চ)

* * *

রক্তবীজ-বিনাশ।

উভয় দলে একত্তর, লাগিল যুদ্ধ ঘোরতর,
প্রথমত রক্তবীজ সনে।
রক্ত পড়ে মৃত্তিকায়, অসংখ্য জন্মায় কায়,
ভাবেন ভবানী তার রণে॥ ৯১
কহিছেন ব্রহ্মময়ী, চামুণ্ডা! তোমারে কই,
রণস্থলে থাকো হাঁ করিয়া!
বেটা কি করে বিরক্ত, তুমি পান কর রক্ত,
আমি সব কাটি খড়্গ দিয়া॥ ৯২
এমনি করিবা পান,—মৃত্তিকাও নাহিক পান,—
এক ফোঁটা,—তবে না মরিবে।
সংহারিণী রূপ ধরি, সিংহ-পৃষ্ঠে অসি ধরি,
খণ্ড খণ্ড করিবেন শিবে॥ ৯৩

* * *

বেহাগ—কাওয়ালী।

অসিতবরণী মনের উল্লাসে,
অসি-পাশে অসুর-কুল নাশে।
কাতরে ভাষে, অসুরসেনা,
মা! মেরো না, ঘনবরণা।
নিষ্করুণা ঘন হাসে॥
মৃগেন্দ্রোপরে জগদ্বন্দিনী,
পলাবে বাসনা—সেনা—সঙ্কট গণি,
তা না পায়, অনুপায়, বলে হায়! একি দায়,
গেল নিতান্ত প্রাণ, পর দায় অনায়াসে।
অভয় যাচিছে তবে সৈন্যগণ,
লয়েছি শরণ, শ্যামা! সম্বর মারণ,
সাধিছে সমরে মা! তোরে কাতরে,
বধ না দুর্গা! দাশরথিরে কি দোষে? (ছ)

* * *

রণে রক্তবীজ মরে, আনন্দ যত অমরে,
শুম্ভ অতি দুঃখিত-অন্তর।
সেনাপতির মরণে নিশুম্ভ সাজিল রণে,
করেতে করিয়া ধনুঃশর॥ ৯৪

* * *

শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ।

প্রথমে যত সেনাশুদ্ধ, মাতৃগণ * সহ যুদ্ধ,
তদন্তে কালীর সঙ্গে রণ।
নিশুম্ভের প্রাণ দণ্ডি, খড়্গেতে দিলেন চণ্ডী,
দেবে করে পুষ্প বরিষণ॥ ৯৫

* মাতৃগণ—ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, বারাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী এবং চামুণ্ডা।

শুম্ভ সৈন্য অশ্ব করী, মার্ মার্ শব্দ করি,
শুম্ভ যায় সহোদর-শোকে।
দেখে নানা দেবের শক্তি,
শুম্ভ গিয়া করেন উক্তি,
ধিক্ ধিক্ সিংহবাহিনি! তোকে॥ ৯৬
আমি জানি এই কারণ, একাকিনী কর রণ,
রণে কেন ইন্দ্রাণী ব্রহ্মাণী?
একি তোমার অসি-করা!
পরের বলে যুদ্ধ করা,
দেব-শক্তি যতেক সঙ্গিনী॥ ৯৭
যেমন ভগিনী-পতি ভাগ্যবান,
সেই বলেতে বলবান্,
সম্বন্ধীর লম্বা কোঁচাখানি।
সহিসের ঘোড়া চড়া,
ধোপার যেমন পোষাক পরা,
তাতে কি প্রশংসা হয় লো ধনি! ৯৮
ছেড়ে দিয়ে পরের বল,
একা সাজিতে পারিস বল্,
তবে জানি সক্ষমা শ্যামা তুমি।
কহিছেন ব্রহ্মময়ী, কই! আমার সঙ্গিনী কই?
এইতো রণে একাকিনী আমি॥ ৯৯
তখন একাকিনী বিরহিণী,
দাঁড়ান সিংহবাহিনী,—
করে রবি খরশাণ খড়্গ।
নিকট হ'য়ে শ্যামার, শুম্ভ বলে মার্ মার্,
সঙ্গেতে লইয়া সেনাবর্গ॥ ১০০
উন্মত্ত অসিধরা, চরণে টলমল ধরা,
খণ্ড খণ্ড করিছেন সেনা।
দেখি প্রলয় আকার, করে সৈন্য হাহাকার,
পলাইতে সবারি মন্ত্রণা॥ ১০১
পালাইছে এক জনা, আর জন বলে— বুঝ না,
হারে ভাই! কোথা পলাইবে?
এ যে ত্রিপুরসুন্দরী, বিশ্ব-মাতা বিশ্বোদরী,
শ্যামার উদরস্থ জগজ্জীবে॥ ১০২

* * *

পরজ-বাহার—একতালা।

বল কোথা লুকাইবে! গগনে গেলে কি জীবে
জীবনে মগন হ'লে জীবন নাশিবে শিবে॥
যদি রে শ্যামা মা বধে,
স্থান পাবিনে বিমানে হ্রদে,
চল রে! বিপদে শ্যামাপদে—
স্থান লইগে সবে॥ (জ)

* * *

শ্যামা করে সব সৈন্য সংহার সেদিন।
একাকী রহিল শুম্ভ, অস্ত্র-আদিহীন॥ ১০৩
মৃত্যুকালে অধিক রাগেতে গরগর।
দেবী প্রতি ধাইল বীর, ধরিয়া মুদ্গর॥ ১০৪
খড়্গে না কাটেন দেবী, দেখে দৈত্য জ্বলে।
এক কীল মারে মোক্ষদার বক্ষঃস্থলে॥ ১০৫
পুন এক বজ্রসম দেবীর চাপড়ে।
মূর্চ্ছাগত হ'য়ে বীর, ভূমিতলে পড়ে॥ ১০৬
পুনশ্চ ধরিয়া কীল, ধাইল অসুর।
বলে, এইবার কামিনি! তোর করি দর্প চুর॥
শূল হস্তে করিলেন শূলপাণি-দারা।
বক্ষ ভেদ অসুরের করেন শূল দ্বারা॥ ১০৮
কম্পিতা হইয়ে পড়ে,—সুস্থিরা মেদিনী!
দেবগণ করিছেন জয় জয় ধ্বনি॥ ১০৯
বহিছে পুণ্য-বাতাস, আকাশ নির্ম্মল।
সৎপথগামিনী নদী হইল সকল॥ ১১০
অপ্সরা করিছে নৃত্য দেবের আলয়ে।
কিন্নর করিছে গান, গৌরী-গুণ গেয়ে॥ ১১১

* * *

খ[illegible]।

দনুজদল-দলনি! সুরপালিনী শিবে!
আমার, দেহাসুরের পাপাসুরে কবে বিনাশিবে
কামাদি সেই দৈত্যসেনা,
তায় ব'ধে,—লোলরসনা!
মা! তোমার করুণা-ইন্দ্রত্ব-পদ—
কবে বিলাবে॥
শমনের শমন হ'লে, প'ড়ে থাকিব বিহ্বলে,
তখন যেন তোর ঐ চরণ শরণ
দাশরথি লভে॥ (ঝ)

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী সমাপ্ত।

মহিষাসুরের যুদ্ধ।

জম্ভাসুরের তপস্যা ও মহাদেবের বর দান।

শ্রবণে জীব করে মুক্ত, মার্কণ্ড মুনির উক্ত,
চণ্ডীবর্ণন-মাহাত্ম্য, লিখিলেন পুরাণে!
মহিষাসুর নামে দৈত্য, শিববরে স্বর্গ মর্ত্ত্য,
অধিকার করিল যে কারণে ॥ ১
কিবা সৃষ্টি বিধাতার, জম্ভাসুর পিতা তার,
গুরু যার দেব পঞ্চানন।
হন তিনি আশু-সন্তোষ,
তাই তার নাম আশুতোষ,
কেউ অসন্তোষ হয় না ক'রে সাধন ॥ ২
মানস পূর্ণ হবে বলিয়ে,
চতুষ্পার্শে পাবক জ্বালিয়ে,
তার মধ্যে বসিয়ে, করে শিব-আরাধন।
কেহ নিকটে না ত্রাসে যায়,
কিছুদিন এইরূপে যায়,
তুষ্ট হ'য়ে মৃত্যুঞ্জয় দিলেন দরশন ॥ ৩
অসুর,—মনের এমন সংযোগ,—
করিয়ে করিছে যোগ,
যোগেশ্বর সম্মুখে দাঁড়ায়ে।
শুষ্ক হয়েছে কলেবর, দেখে কহিছে দিগম্বর,
চাহ বাছা! চাহ বর, দেখ রে চাহিয়ে ॥ ৪
জম্ভাসুর হৃদয়ে রেখেছে ধরে,
দেখিতেছে তথা গঙ্গাধরে,
গঙ্গাধরে বুঝিয়ে অন্তরে।
হ'লেন হৃদয় হ'তে অন্তর্দ্ধান,
অসুরের ভাঙ্গিল ধ্যান,
করিতে শিবের অনুসন্ধান,
আঁখি উন্মীলন করে ॥ ৫
দেখে দৈত্য নয়নে, সম্মুখেতে ত্রিনয়নে,
বহে ধারা যুগল নয়নে, পড়িয়ে ধরাসনে।
ব্যোম ব্যোম শব্দ মুখে, স্তব করিছে পঞ্চমুখে,
জম্ভাসুর যথাসাধ্য জ্ঞানে ॥ ৬

* * *

মুলতান—একতালা।
কৃপাং কুরু কৈলাসপতি! কুমতি পতিত দীনে।
আমি পাতকীকুল-উদ্ভব, ভব!
কিসে তরি তব করুণা বিনে ॥
কভু করি নাই ভজন পূজন,
ভুলায় দুজন কুজন,
যদি কর দুঃখভঞ্জন, পেয়েছি দেখা বিজনে।
ওহে মম মন মত্তকরী,
বল তার উপায় কি করি!
দয়া করি বন্ধন করি,
রাখ যদি দীনে নিজগুণে।
ত্রিগুণযুক্ত ভক্ত-অনুরক্ত ব্যক্ত জগজ্জনে;—
তবে কেন দাশরথিরে রাখ,—
তাপ। ভব-বন্ধনে ॥ (ক)

* * *

কবি জম্ভাসুর [illegible], বলে, হে শিব শঙ্কর!
এ কিঙ্করে হইও না বিরূপ!
জীবের রক্ষা কর পরকাল,
শ্মশানেতে হর কাল,
মহাকাল! তুমি কালরূপ ॥ ৭
তোমার অন্ত নাহি বিধি পান,
হলাহল করিলে পান,
সুরগণে করালে পান,—সুধা রাশি রাশি।
নামটী তাই আশুতোষ,
যে ভজে তারে আশু তোষ,
দিয়ে তার হর মনের মসী ॥ ৮
শুন ওহে মৃত্যুঞ্জয়!
তোমার কৃপা হ'লে সে করে জয়,
পরাজয় হ'য়ে যায় শমন।
তুমি জন্ম-মৃত্যু-হর, দরিদ্রের দুঃখ হর!
সুখ-হর,—যার কপট মন ॥ ৯
তোমায় স্তব করেন যত দেব,
তুমি হে দেবাদিদেব!
মহাদেব! দেব-হিতকারী।
দয়া ব্যক্ত চরাচর, ভূচর খেচর নিশাচর,—
সব অনুচর তোমার আজ্ঞাকারী ॥ ১০
রক্ষিলে হে সব সুরে, বিনাশ করি ত্রিপুরাসুরে,
সুরে নাম রাখিলে ত্রিপুরারি।

বিশেষ্টের কর পরিতোষণ,
পাষণ্ডের প্রাণ-নাশন,
দক্ষযজ্ঞ-বিনাশন-কারী ॥ ১১
জগতে গুণ আছে প্রকাশি,
ভক্তে চাইলে স্বর্ণকাশী,—
দিয়ে হে কাশীবাসি! শ্মশানবাসী হ'য়ে থাক।
শুন হে পার্ব্বতীভূষণ! নামটী তাই দিগ্‌বসন,
চাইলে দাও বসন ভূষণ, অঙ্গে ছাই মাখ ॥১২
তাতেই তোমার নামটী ভোলা,
ভক্তের ভাবে সদাই ভোলা,
আমার ভাগ্যে যেন ভোলা,
হইও না ভোলানাথ!
ঐ সদা মনে ভয়, যদি না দাও অভয়,
ভয়হারি! দেখিয়ে অনাথ ॥ ১৩
কন তুষ্ট হ'য়ে মহাকাল,
তুমি ত জয় ক'রে কাল,
চিরকাল রবে হে কৈলাসে।
আর কি ফল বিলম্বে? যাই কৈলাস অবিলম্বে,
লহ বর মনের উল্লাসে ॥ ১৪
শুনে অসুর কয় যুগ্মকরে,
বর যদি দাও কৃপা ক'রে,
অমর কর, আমার করে,—
হবে সব অমর পরাস্ত।
শুনে কন ত্রিনেত্র, অমর হবে তোমার পুত্র,
জয়ী হবে সর্ব্বত্র, এই ত্রিলোক সমস্ত ॥ ১৫
ব'লে চলিলেন দিগম্বর, জম্ভাসুরে দিয়ে বর,
আশুতোষ আশু কৈলাস যান।
হেথা, অসুরের বরপ্রাপ্তি শুনে নারদ,
ত্বরায় ঘটাতে বিরোধ,
কার রাখেনা অনুরোধ, পদ্মযোনি-সন্তান ॥১৬
করে করি যন্ত্র বীণে, মুখে নাই কৃষ্ণনাম বিনে,
বলেন দেখিস্ বীণে! যেন ডুবাস নে আমারে
সদা বল কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হবে না কোন কষ্ট,
ইষ্টদেব তুষ্ট থাকিলে পরে ॥ ১৭

* * *

ইমন—একতালা।

ও বীণে! তুই কারো হবি নে, হরি বিনে।
যদি হয় দুঃখ বলিলে হরি, তবু পরিহরিবিনে ॥
বীণে রে! নাহিক গতি, সেই বীণাধরাপতি,*
তার প্রেমে ডুবিলে মতি, তবে ত ডুবি নে
বীণে!
কর হরি হরি রব, যে রবে রবে গৌরব,
রবিসুত-দণ্ডে রব, সে রবে যেন রবি নে ॥ (খ)

* * *

ইন্দ্রালয়ে নারদের আগমন ও মন্ত্রণা।

তখন হরিমন্ত্র মুখে করি, বীণে যন্ত্র করে করি,
ত্বরা করি যান ইন্দ্রালয়।
ব'সে আছেন সভাস্থ সব, তন্মধ্যেতে বাসব,—
করেন উৎসব এমন সময় ॥ ১৮
উপনীত দেব-ঋষি, ইন্দ্রকে কহেন রোষি,
হাসি খুসি ক'রে নাও এই বেলা।
আছ, সকলে বড় সদানন্দ, সানন্দে সদানন্দ,
ঘুচিয়েছেন, সে কথা যায় না বলা ॥ ১৯
তুমি, সুখে করিবে রাজত্ব,
কোথা কি হয় রাখ না তত্ত্ব,
সদা মত্ত নর্ত্তকী লইয়ে।
শুনিলে এখন সেই কথা,
এত আমোদ রবে কোথা?
যেন, আমি পড়েছি মাথাব্যথা-দায়ে ॥ ২০
জম্ভাসুরকে দিয়াছেন বর, ক্ষেপা খুড়া দিগম্বর
সে বর শুনে কলেবর কাঁপে।
তার, ঔরসে জন্মিবে পুত্র, ত্রিলোক হয়ে একত্র,
যুঝিতে নারিবে কোনরূপে ॥ ২১
সবে হবে পরাজয়, জম্ভপুত্র দিগ্বিজয়—
হবে, মৃত্যুঞ্জয়বাক্য অলীক নয়।
শুনে, ইন্দ্র কন, এ যন্ত্রণা,—
যায় কিসে, তার মন্ত্রণা,—
কর সবে উচিত যাহা হয় ॥ ২২
শুনে ঋষি কন, এর মন্ত্রণা বা কি?
সে দিনের অনেক বাকি,
ভাল, সবার বা কি মন্ত্রণা হয় শুনি।
শুনে কন সহস্রলোচন, শিরোধার্য্য তব বচন,
যা কহিবে করিব হে মুনি! ২৩

---

* বীণাধরাপতি—সরস্বতীপতি শ্রীকৃষ্ণ।

কত স্তব করেন বজ্রপাণি,
শুনে নারদ কন হে বজ্রপাণি!
বজ্রপাণি হও ত্বরা ক'রে!
যদিও, বর দিয়েছেন দিগ্‌বাস,
এখনও বেটা যায় নাই বাস,
পথ রুদ্ধ কর গে সবে সত্বরে ॥২৪
দৈত্য আজি গিয়ে বাস, করিবে নারী-সহবাস,
তবে তার পুত্র জনমিবে।
আর কি কল বিলম্বে? যাত্রা কর অবিলম্বে,
হেরম্বে স্মরণ করি সবে ॥ ২৫
অমনি আরোহণ করি করী,
সিদ্ধিদাতা স্মরণ করি,
মার্ মার্ শব্দ করি, যান সহস্রআঁখি।
হেথা, আনন্দে অসুর করিছে গমন,
দেবসহ ইন্দ্র-আগমন,
রণসাজে জম্ভাসুর দেখি ॥ ২৬
বাসব সঙ্গে সব সুর, ত্রাসিত হইয়া অসুর,
বলে, বিধি বুঝি সাধিলেন বাদ।
যদি দিলেন বর দিগম্বর,
বুঝি শুনে এসেছে সুরবর,
কি জানি কি ঘটায় বা প্রমাদ ॥ ২৭
ইন্দ্র-সঙ্গে ক'রে রণ, আজি যদি মোর হয় মরণ,
মনোবাঞ্ছা কেমনে পূরণ, করিবেন ভব?
এসেছেন আজি সকল দেব,
যখন বর দিয়াছেন মহাদেব,
মরি যদি, এ ত অসম্ভব ॥ ২৮
সৃষ্টি যদি হয় লয়, শিববাক্য মিথ্যা নয়,
যমকে পাঠায় যমালয়, আজি এলে সমরে।
তখন ডেকে কন সহস্রআঁখি,
কোথা যাইস্ বেটা! দাঁড়া দেখি,
সুখী হ'য়ে যাও দিগম্বরের বরে ॥ ২৯

* * *

কানাড়াবাহার—ধামার।

প্রফুল্ল, হ'য়ে কোথা যাও হে! দিগম্বরের বরে।
দুরাশ সে সব আশা,
গিয়ে কর বাসা, শমন-পুরে।
ত্যাগ কর মনের যে সাধ,
বিধি ঘুচালেন সে সাধ,
কি হয় আর শুণে বিষাদ,—
যাও যম-সাধ পূর্ণ ক'রে ॥ (গ)

* * *

জম্ভাসুরের সহিত দেবগণের যুদ্ধ।

শুনে, জম্ভাসুর বলে ইন্দ্র!
আমায় বর দিয়াছেন যোগেন্দ্র,
তোমার মত শত ইন্দ্র, এলে আজ পতন।
মনে করেছ পেয়েছি ভয়,
শিব ক'রেছেন অভয়,
কারে ভয়? পেয়েছি শিবের অভয় চরণ ॥ ৩০
কিন্তু, একটী কথা বলি হে ইন্দ্র!
আছে অবশ আমার দশ ইন্দ্র, *
অনাহারে আছি বহুকাল।
শুনে, ইন্দ্র কন তোমারে ভোজন,
করাইতে সব আয়োজন,
যতন ক'রে ক'রে দেছেন কাল ॥ ৩১
শুনে, জম্ভাসুর কয়, হে বাসব!
সঙ্গে তব দেবতা সব,
মনের মধ্যে বড় উৎসব ক'রে।
বল হেসে এক-ভাই,
এখন তুমি যাও, কি আমি যাই,
ভোজন করিতে শমনের ঘরে ॥ ৩২
বুদ্ধি নাই বিধাতার,
এমন নিষ্ঠুরকে দেবতার,—
রাজ্যাভিষিক্ত করেন তিনি।
ওর দেহে নাই ধর্ম্ম কর্ম্ম, অপহরণ অপকর্ম্ম,
করে, জানি দিবস-রজনী ॥ ৩৩
আমি উপবাসী শক্তি-হীন,
এমনি ইন্দ্র দয়া-বিহীন,
এখন এসেছে সমরসজ্জায়।
এরা আবার অমর, দূর বেটারা! মর মর,
করিতে সমর এলি, কোন্ লজ্জায় ॥ ৩৪
বল বেটারা যত বল, জানি বিদ্যা বুদ্ধি বল,
জানবি এখন যত বল, সমরে মজিলে।

* ইন্দ্র—এখানে ইন্দ্রিয় অর্থে ছন্দোনুরোধে ইন্দ্র।

[illegible], এক বাণে তোর দন্তে খিল,
স্বর্গে গিয়ে হবি দাখিল,
ইন্দ্রালয়ে দিবি খিল,নৈলে পলাবি শচী ফেলে
শুনে, জম্ভাসুরের কটু বাক্য,
ক্রোধিত হন সহস্রাক্ষ,
রক্তাক্ষ করি সুরগণে।
দেখিতেছে জম্ভাসুর, শর বরিষণ সব সুর,—
করিতে লাগিল ঘনে ঘনে ॥ ৩৬
হানেন সুরবর্গে যত বাণ, জম্ভাসুর বাণে বাণ,
নির্ব্বাণ করিছে পলক মধ্যে।
ধন্য বীর জম্ভাসুর, একা রণে যত সুর,
কিছু শঙ্কা নাই মনোমধ্যে ॥ ৩৭
দেবতারা ছাড়ে বাণ, ধরণী হয় কম্পবান্,
বাণে বাণে দশদিক্ মসী।
দেখে দৈত্য পেয়ে ভয়,
বলে, হে ভব! কর অভয়,
হৃদয়-মধ্যে দেখা দাও আসি ॥ ৩৮

* * *

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

একবার হের আসি ত্রিনয়নে।
অগতির গতি-বিহীনে, হর! হর হে দুর্গতি,—
যদি কর গতি, দুর্গতিনাশিনী-পতি এ দীনে ॥
দয়া করি, দিগম্বর! দিলে বর,
অনশনে আমার শুষ্ক কলেবর,—
সুর সঙ্গে করি আসি সুরবর,
বিনাশে পরাণে।
মরি তাহে কিছু ক্ষতি নাই ভব!
তব বাক্য মিথ্যা হয় অসম্ভব,
প্রার্থনার ধন প্রাণ কি সম্ভব,
হয় আর দাসের মনে!
দাশরথি বলে নিকট অন্তকাল,
বিফল পরিশ্রমে হরণ ক'র্‌লেম কাল,
এসে যেন কেশে ধরে না হে কাল!
রাখ মহাকাল! শ্রীচরণে ॥ (ঘ)

* * *

মহিষাসুরের জন্মগ্রহণ।

তখন, উচ্চৈঃস্বরে অধরে,
ডাকে দৈত্য গঙ্গাধরে,
হাস্যাধরে শচীপতি বলে!
কাল পূর্ণ হয়েছে তোর,
এখন কোথায় গেল সব জোর?
এখন গঙ্গাধর এসে তোর, রক্ষা করুক কালে ॥
শুনে দৈত্য সজলাক্ষ, বলে ওহে সহস্রাক্ষ!
মম বাক্য রাখ দয়া ক'রে।
বড় ক্লান্ত হয়েছে কলেবর,
কিছু অপেক্ষা কর সুরবর!
সরোবরে যাইয়ে সত্বরে ॥ ৪০
জলপান ক'রে আসি,
শুনে ইন্দ্র কন, পাপীয়সি!
যা তবে আয় ত্বরা ক'রে।
অসুর, ব্যথিত হ'য়ে পিপাসায়,
যায় যথা জলাশয়,
স্নান তর্পণ সমাপন করে ॥ ৪১
ছিল পিপাসায় দগ্ধ প্রাণ, করে বীর জলপান,
কিছু সুস্থ হলো তার দেহ।
দেখে সরোবর-চরে, প্রকাণ্ড মহিষী চরে,
ভাবে মনে, দেখে পাছে কেহ ॥ ৪২
শিববাক্য অলঙ্ঘন, দিয়ে মহিষীরে আলিঙ্গন,
যায় দৈত্য সংগ্রাম-ভিতরে।
গিয়ে আরম্ভিল রণ, জম্ভাসুরকে নিধন-কারণ,
বজ্রপাণি বজ্র নিয়ে করে ॥ ৪৩
নিক্ষেপ করেন অসুরের বুকে,
ঝলকে ঝলকে মুখে,
রুধির উঠে, পড়ে ধরাতলে।
অসুর, প্রাপ্ত হ'ল শিবলোকে,
সুরগণ সুরলোকে,
করে সুস্থ মনে গমন সকলে ॥ ৪৪
পরে শুন আশ্চর্য্য বাণী, ভবানীপতির বাণী,—
মিথ্যা কি কখন হ'তে পারে?
সুরগণ বেড়ায় গর্ব্বে,
হেথা দৈত্য-ঔরসে মহিষী-গর্ভে,
মহিষাসুর জন্মগ্রহণ করে ॥ ৪৫

উদয় প্রলয়কালে আসি, প্রসব হ'ল মহিষী,—
কালান্ত-কাল সম এক পুত্র।
বৃদ্ধি হয় দিন দিন, গত হইল বহুদিন,
ধ্যানেতে জানিয়া ব্রহ্ম-পুত্র ॥ ৪৬
তিনি ভালবাসেন কাজিয়ে,
কেবল বেড়ান ঢুকাঠি বাজিয়ে,
ঢেঁকি বাহনে সাজিয়ে, চলিলেন মুনি।
মুখে জপ হরিমন্ত্র, করে করি বীণাযন্ত্র,
বলেন হরিনাম বিনা, যন্ত্র!
বলো না অন্য বাণী ॥ ৪৭

* * *

খাম্বাজ—একতালা।

আমার অন্য নাম আর গণ্য নয়, বীণে!
ডাক সদা হরি ব'লে, দেখো রে যেন ডুবি নে ॥
বীণে রে! বলি শোন তোরে,
বিফলে গেল দিনত রে,—
না ভজিলি রাধাকান্ত রে,
ভবে ভবে পার পাবি নে।
সদা ভাব জলধর-বর্ণ, সঁপ হরিনামে কর্ণ,
কাল-পরাজয় কিসে হবে,
কর্ণনাশক-সখা * বিনে ॥ (ঙ)

* * *

মহাশক্তির উৎপত্তি।

পুন নারদ কন, রে বীণে! শ্রীহরির নাম বিনে,
পার হবিনে ভব-জলধিতে।
ভাব সদা সেই পায়, তবে হবে উপায়,
নিরুপায়ের উপায়, তিনি ত্রিজগতে ॥ ৪৮
বীণেরে বুঝায় মুনি, আরোহণ হ'য়ে অমনি,
যান ঢেঁকি যান করি!
আছে মহিষাসুর যথা বসি,
উপনীত হন আসি,
দাঁড়াইলেন দেব-ঋষি, আশীর্ব্বাদ করি ॥ ৪৯
দেখি, প্রণাম করি ঋষিবরে,
দিয়ে পাদ্য-অর্ঘ্য ঋষিবরে,
দিল দৈত্য আসন যথাযোগ্য।

মহিষাসুর কয় বিনয় করি, তব চরণ দৃষ্টি করি,
সফল হইল আমার ভাগ্য ॥ ৫০
ভক্তিহীন ভক্ত আমি, দেবতুল্য ঋষি তুমি,
কি মানসে দাসের নিকটে?
শুনি, মুনি কন, হে মহিষাসুর!
তোমার পিতার বৈরী যত সুর,
কহিতে সব হৃদয় যায় ফেটে ॥ ৫১
তপস্যা করে বহুকাল, কৃপা করিলেন মহাকাল,
তুষ্ট হ'য়ে তোমার পিতারে।
তারে, না ক'রে অমর,
ব'ললেন, তোমার পুত্র হবে সে অমর,
দিগম্বর বর দিয়েছিলেন তারে ॥ ৫২
বরপ্রাপ্ত হলো অসুর, শুনিল যতেক সুর,
সুসজ্জিত হ'য়ে পথমধ্যে।
আসিয়া সব অমর, অন্যায় করিয়া সমর,
তোমার পিতাকে তারা বধে ॥ ৫৩
মহিষাসুরের জন্ম-বিবরণ,
জম্ভাসুরের যেরূপে মরণ,
বিশেষ করিয়া মুনি কন।
শুনি কম্পান্বিত-কলেবর,
বলে, কর আশীর্ব্বাদ মুনিবর!
ঘুচে যেন মনের বেদন ॥ ৫৪
উপদেশ দিয়ে অসুরে,সুর-পুরে কহিতে সুরে,
ব্যস্ত হয়ে ইন্দ্রের ভবনে।
দেখেন বেষ্টিত অমর সব,
সিংহাসনে আছেন বাসব,
মহিষাসুরের বৃত্তান্ত সব, বলেন সুরগণে ॥৫৫
না ক'রে তথায় অবস্থান, সত্বরেতে প্রস্থান,
করিয়া গেলেন নারদ মুনি।
হেথা শুন বিবরণ, অমর-সঙ্গে করিতে রণ,
মহিষাসুর প্রস্তুত অমনি ॥ ৫৬
নাশিবারে পিতৃশত্রু,ক্রোধিত জম্ভাসুরের পুত্র,
শিব শিব শব্দ মুখে ধ্বনি।
বলে, কোথা হে ভৈরবনাথ!
আমি পিতৃহীন দেখে অনাথ,
যদি দয়া কর শূলপাণি! ৫৭

* * *

* কর্ণনাশকসখা—কর্ণনাশক অর্জ্জুনের সখা—শ্রীকৃষ্ণ।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

কৃপা কর এ দীনে।
নির্গুণে ত্রিগুণাপতি! নিজগুণে;
সদ্ভক্তিহীন মনে গতি নাই ও চরণে।
আমি হে অতি-দুর্ব্বল, নাই কিছু মম সম্বল,
কেবল ঐ পদ বল-ভরসা মনে॥ (চ)

*　*　*

বলে, বাঞ্ছা পূরাও হে দুর্গাপতি!
দুর্গে পার কর সম্প্রতি,
ভোলানাথ! ভুল না ভুল না।
হর! মোর মনের বেদন, যদি কর নির্ব্বেদন,
এই মোর নিবেদন, চরণে ঠেল না॥ ৫৮
সাধন করি মৃত্যুঞ্জয়, ত্রিলোক করিল জয়,
দিগ্বিজয় হলো মহিষাসুর।
দিয়েছেন বর মহাদেব, কষ্ট পান সকল দেব,
ভ্রমণ করেন ত্যজে অমরপুর॥ ৫৯
হলো মহিষাসুর ত্রিলোক-পতি,
সুর-সঙ্গে সুর-পতি,
প্রজাপতি গোলোকপতি বিদ্যমানে গিয়ে।
বলে, হের দুরদৃষ্ট হরি! দেবাধিকার নিল হরি,
দুঃখ হরি লও হে হরি! দানবে বধিয়ে॥ ৬০
সৃষ্টিনাশ করলে অসুর, নরের প্রায় হলো সুর,
স্থান-ভ্রষ্ট করিল দানবে।
তব চরণে ভার কেশব!
জীবন থাকতে যেন শব,
শবপ্রায় কত বল সবে॥ ৬১
শুনি, হাস্য করি চক্রপাণি,
বলেন ওহে বজ্রপাণি!
শূলপাণি-বিদ্যমান চল।
কি বলেন পশুপতি, তাঁতেই হ'লে উৎপত্তি,
তিনি করিবেন নিবৃত্তি, কেন হও চঞ্চল॥৬২
শুনে, সবে বলে মনে লয়, লয়কর্ত্তার আলয়,
কৈলাস পর্ব্বতে সর্ব্বজন।
গিয়ে বলেন সুরেশ্বর! রক্ষা কর যোগেশ্বর!
সৃষ্টিনাশ কেন অকারণ? ৬৩
তুমি ত হে দিগম্বর! দিয়েছ অসুরে বর,
কলেবর দগ্ধ সকল দেবের!
করলে দুষ্ট মহিষাসুর, অধিকার-হীন সব সুর,
কি উপায় আছে এখন এদের? ৬৪
কি অপরাধ হলো সুরের, মানবৃদ্ধি অসুরের,
করলে? হর! দুঃখ হর সম্প্রতি।
হবে, কি দুর্গতি অধিক আর?
দেবের গেল অধিকার,
অসুরের অধিকার হলো ত্রিলোকপতি॥ ৬৫
কালের লয়েছে কালদণ্ড,
কালের করে প্রাণদণ্ড,
কত দণ্ড করে দণ্ডে দণ্ডে।
আর কি সয় এ যন্ত্রণা যন্ত্রণাহারি! যন্ত্রণা,
ঘুচাও যদি নাশি দোর্দ্দণ্ডে॥ ৬৬

*　*　*

সুরট—একতালা।

হর! হর! দুঃখ হর, সুরে সঙ্কটে উদ্ধার।
দিলাম শ্রীচরণে ভার, ধর ধর হে গঙ্গাধর!
সদা অসুর-ভয়ে কম্পিত ধরা
শুন হে লয়কারি!
রাখ ত্রিপুরে ত্রিপুরাপতি! ওহে ত্রিপুরারি!
স্বপদ দেবে দেবে, কবে চন্দ্রশেখর! (ছ)

*　*　*

শুনে কহিছেন যোগেন্দ্র, এত স্তব কেন ইন্দ্র,
মহিষাসুর মম বধ্য নয়।
কর্ম্ম নয় কেশবের, বধ্য নয় কোন দেবের,
কর সবে যুক্তি যাহা হয়॥ ৬৭
তখন উপায় ভাবেন সকল দেব,
বিরিঞ্চি কেশব দেবাদিদেব,
মহাদেব একত্রে বসিয়ে।
ছাড়েন সবে হুহুঙ্কার, যেন জলন্ত অনলাকার,
পর্ব্বতাকার ঠেকে গগনে গিয়ে॥ ৬৮
শ্রবণে বড় আশ্চর্য্য, সকল দেবের বীর্য্য,
যেন কোটী সূর্য্য উদয় হৈল।
সে বর্ণ চমৎকার, দেখিতে দেখিতে আকার,
তেজোময়ীর ক্রমেতে হইল॥ ৬৯
পদস্থিত ধরাতলে, মস্তক গগনমণ্ডলে,
সহস্রভুজে দিক্‌সকলে, ঘেরিলেন অমনি।

হেমগিরি জিনিয়ে বরণ,
লোমকূপে সূর্য্যের কিরণ,
ভয়ঙ্কর-মূর্ত্তি ত্রিনয়নী ॥ ৭০
ছাড়েন, হাস্যাননে হুহুঙ্কার,
ত্রিভুবনে চমৎকার,
লাগে, কম্পিত পদভরে মেদিনী।
কাঁপে দশ দিক্‌পালে, অনন্ত কাঁপে পাতালে,
আনন্দিত দেব-সকলে কহিছেন অমনি ॥ ৭১
আর করি কারে ভয়? দূরীকরণ দৈত্যভয়,
নির্ভয় করিবেন তেজোময়ী।
দেখি কেমন দুষ্টাসুরে, কষ্ট দেয় সব সুরে,
কষ্ট-নিবারিণী দাঁড়ায়ে ঐ ॥ ৭২
কত ভক্তিভাবে অমর-দলে, শত শত শতদলে,
পূজে সব দুর্গা-পদাম্বুজে।
কত শত স্তব করে, বসন গলে যুগ্মকরে,
অস্ত্র প্রদান করে সহস্র ভুজে ॥ ৭৩
হলো, অস্ত্রেতে ভূষিত-কর, মূর্ত্তি ঘোর ভয়ঙ্কর,
শঙ্করাদি যত দেবগণে।
সে বর্ণনের হয় না বর্ণন,
সাকারময়ীর আকার-বর্ণন,—
করিয়ে স্তব করেন সুরগণে ॥ ৭৪
তুমি, সত্যা নিত্যা পরাৎপরা,
অসুর-ভয়ে সুরে কাতরা,
তারা তারা ত্রিতাপহারিণি!
ব্রহ্মময়ি! আদ্যাশক্তি! অগতির গতি-শক্তি,
মুক্তি কর গো মুক্তিদায়িনি! ৭৫
উমা ধূমা কাত্যায়নি! ভীমা শ্যামা নারায়ণী,
ব্রহ্মাণ্ড-প্রসবিনী সুরেশ্বরি!
তব কীর্ত্তি অত্যদ্ভুতা, সর্ব্ব ঘটে আবির্ভূতা,
ভূভারহারিণি! বিশ্বেশ্বরি! ৭৬
বিশ্বোদরি! বিশ্বপালিনি!
সৃষ্টি-স্থিতি লয়কারিণি!
যমালয়-গমনবারিণী তারা।
অনাদি-অনন্তরূপা! কালরাণী কালস্বরূপা!
ভবানী ভৈরবী সারাৎসারা ॥ ৭৭
এই ভিক্ষে মাগে দেবে,
দেবের রাজত্ব দেবে,—
কবে শিবে করুণা প্রকাশিবে!
কি কব দুঃখ অধিক আর,
গেল স্বর্গের অধিকার,
কতদিনে নিস্তার করিবে? ৭৮

* * *

পরজ—মধ্যমান।

দুখ হর হর হর জগদম্বে।
কি কর উমা হের অম্বে!
অসুর-সঙ্কটার্ণবেতে তারো তারো অবিলম্বে ॥
এমা দুর্গতিনাশিনি! দুর্গে! যদি পার কর দুর্গে,
সুরবর্গে আছে ও পদ-অবলম্বে।
কবে করুণা প্রকাশিবে,
দুষ্টাসুর নাশিবে শিবে!
সুরে হের,—যেমন হের মা হেরম্বে;—
ত্রাণ কর মা হর-মনোরমা,
দাশরথি দাসে নিস্তারিবে
আর কত বিলম্বে? (জ)

* * *

এইরূপ স্তব করেন যত দেবতায়,
তুষ্টা হ'য়ে দেবী তায়,
দেবতায় সুধান বিবরণ।
তোমরা, কি জন্য করিছ ভজন?
কি জন্যে করিছ পূজন?
সৃজন করিলে কি কারণ? ৭৯
কহিছেন ত্রিলোকতারা, শুনে কন দেবতারা,
দুস্তারে তার মা তারা, নিস্তারকারিণি!
হ'লাম, শবপ্রায় সব সুর,
নিল সুরাধিকার মহিষাসুর,
শরণাগত সকল সুর ও চরণে তারিণি! ॥ ৮০
শুনি, দেবী কন, দিলাম অভয়,
সকলে হও অভয়,
দৈত্য বধি নির্ভয়, করিব সত্বরে।
তখন, করি-অরি আরোহণ করি,
সহস্রভুজা শঙ্করী,
দেবগণে নির্ভয় করিবারে ॥ ৮১
করেন, মাভৈ রব ঘন ঘন,
যেন, প্রলয়কালে ঘন ঘন,—
ডাকে ঘন সঘনে গগনে!

আনন্দিত সব সুর, শুনে শব্দ স্তব্ধ সব অসুর,
মহিষাসুর মনে প্রমাদ গণে॥ ৮২
বলে, জিনিলাম চরাচরে,
বীর নাই মম অগোচরে,
চরে ডাকি কহিতেছে দৈত্য।
যাও, জেনে এস বিবরণ,
কে এলো করিতে রণ,
মরণাশয়ে কে হলো উন্মত্ত? ৮৩
শুনে দূত গিয়ে তথায়, দেখে সিংহপৃষ্ঠে তারায়,
দানবরায় নিকটে আসি বলে।
মহারাজ! কি আশ্চর্য্য হেরিলাম,
বর্ণিতে রূপ হারিলাম,
করি বর্ণন সহস্র মুখ হ'লে॥ ৮৪
শুন শুন দৈত্যেশ্বর! কহিতে মনে হয় ডর,
কালরূপা আরোহণ সিংহপৃষ্ঠে।
কারণ বুঝিতে নারি, রণবেশা কার নারী?
কহিতে নারি এমন নারী কভু না হেরি দৃষ্টে॥
হাস্যাননে সেই ধনী,করে ঘন ঘন ভীষণ ধ্বনি,
কোন্ ধনীরে ক'রে এলো নির্দ্ধনী।
সদা হাস্য বদনাম্বুজে,অস্ত্র শোভে সহস্র ভুজে,
দেখিলাম যাঁর পদাম্বুজে,
পূজে অম্বুজে অম্বুজযোনি॥ ৮৬
ইন্দ্র আদি দেবতারা, কত স্তব করে তারা,
কেবল তারা তারা শব্দ, তারা করিছে সঘনে।
এলো রণবেশে নারী কার,
দেখিলাম বড় চমৎকার!
মহারাজ হে! সাধ্য কার,
আছে সেরূপ বর্ণনে? ৮৭

* * *

খাম্বাজ—একতালা।

আমি কি হেরিলাম হে নয়নে।
মম সাধ্য নয় সে রূপ-বর্ণনে॥
আসন করি-অরি-পৃষ্ঠে,
নিরখিলাম দৃষ্টে হাস্যাননে।
কিবা শোভা করে ভালে আধ সুধাকরে,
অসিপাশাদি সহস্র করে করে,
কম্পিতা ধরণী চরণের ভরে,
করে মাভৈ রব সঘনে॥
ত্রিনয়নী এলোকেশী জ্ঞান হয়,
পলকে করিতে পারে সৃষ্টি লয়,
হেন মনে লয়, সবে হবে লয়,—
সে প্রলয়কারিণীর রণে;—
নৈলে কেন তাঁর পদাম্বুজদলে,
চন্দনাক্ত বিল্বদলে শতদলে, পূজে অমরদলে,
শুনে দাশরথি বলে,
কি ভয় তার রণে মরণে? (ঝ)

* * *

দুর্গার সহিত মহিষাসুরের যুদ্ধ।

শুনে, মহিষাসুর কয় দূর মূর্খ!
কি এলি তুই বুঝে সূক্ষ্ম?
একি দুঃখ! নারীর সঙ্গে রণ!
আমি যাইলে সমরে, নারী কি মম সম রে!
ডরায় মোরে অমরে, তাঁরা রন ত্যজে রণ॥৮৮
মুনীন্দ্র ফণীন্দ্র ইন্দ্র, নগেন্দ্রাদি নরেন্দ্র,
যোগেন্দ্রবরে জয়ী আমি।
সবে মেনেছে পরাজয়,
আমি মহিষাসুর দিগ্বিজয়,
কর্‌তে পার্‌ব না নারীকে জয়,
কেমনে বল্‌লে তুমি? ৮৯
তোমার কথা শুনে খেদ হয়,
গাধা কখন হয় কি হয়?
শৃগাল কভু রাজা হয়, সিংহ বিনাশ করে?
চন্দ্রের জ্যোতি লুপ্ত হলো!
হলো জগৎব্যাপ্ত জোনাকের আলো!
গরুড়কে ভক্ষণ করিল ভুজঙ্গেতে ধরে! ৯০
করীকে গ্রাসিল ক্ষুদ্র কীটে!
কুম্ভীরকে নাশে গিরগীটে!
ভেকে ভুজঙ্গের মাথা কাটে, শুনিনে শ্রবণে!
নারীতে সমর করিবে জয়! আমি হব পরাজয়,
অমন ধারা জায় বেজায়,
মুখে আর আনিস্ নে॥ ৯১

* অম্বুজযোনি—ব্রহ্মা।

কি দুর্ব্বল দেখলি মোরে! ক্রোধভরে চামরে,
চিকুরে * ডাকিয়ে দৈত্যপতি।
কিছু কারণ বুঝিতে নারি,
আমার সঙ্গে যুঝিতে নারী,
কে একটা এসেছে সম্প্রতি! ৯২
সবে ত্বরায় আনি অঙ্গনে,
সাজ সাজাও সৈন্যগণে,
প্রাঙ্গণে কি, যে যেখানে আছে।
তখন, পেয়ে দৈত্যের অনুমতি,
অসংখ্য পদাতি রথী,
সুসজ্জা ক'রে সারথি
রথ দেয় রথীর কাছে॥ ৯৩
ক'রে সিংহনাদ সেনা সাজে,
রণ-বাদ্য কত বাজে,
বাজে লোক নাই তাতে একজন।
কেহ নাচে গায় দুই হাত তুলে,
অস্ত্র লয় সবে তুলে তুলে,
বাতুলের প্রায় হলো কতজন॥ ৯৪
এইরূপে সাজিয়ে রঙ্গে, যায় মহিষাসুর চতুরঙ্গে,
যথায় রঙ্গে, সিংহবাহিনী দুর্গে।
সহস্রভুজা শঙ্করী, মার মার শব্দ করি,
কত আস্ফালন করি, যায় অসুরবর্গে॥৯৫
অগ্রে সৈন্য সেনাপতি,
পশ্চাতে আছে দৈত্যপতি,
সৈন্য সহ সেনাপতি করে গিয়ে রণ।
ক্রোধভরে জগৎ-মারে,
বেছে বেছে অস্ত্র মারে,
সাকারময়ী অস্ত্রে অস্ত্র করি নিবারণ॥ ৯৬
হুহুঙ্কার শব্দ করি, নাশেন সব সৈন্য করী,
পদাতিক রথী পলক-মধ্যে।
ছিল রণে অগণ্য সৈন্য, কেহ নাহি সকলি শূন্য
চামর চিকুর ভাবে মনোমধ্যে॥ ৯৭
পলক-মধ্যে সকলি শূন্য—
করিল ধনী ধন্য ধন্য,—
একা নারী চিনিতে নারি, এবা কার নারী!
এমন দেখি নে বামা, নিরুপমা কালসমা,
বুঝি জয় করে সকলে নারী॥ ৯৮

* * *

ললিত—একতালা।

নারি চিনিতে এ নারী,—নয় সামান্যে।
কালরূপিণী এলো কার কন্যে?—
ধনীর ধ্বনিতে কাঁপে ধরণী, ধরণীতে ধন্যে॥
একি অসম্ভব হেরি, নারীর বাহন হরি,
নিমিষে নাশিল সব সৈন্যে।
সাদা অভয় দেয় অমরে, সঘনে ভ্রমে সমরে,—
ওর সম রে সমরে কে আছে অন্যে?—
ওর সঙ্গে রণ, করিলে মরণ,
দাশরথি কয় পাবি চরণ, ভাবনা কি জন্যে? ঐ

* * *

তখন চিকুর চামরে কথা কয় পরস্পরে।
পাই ত্রাণ, বাঁচে প্রাণ, পলাইলে পরে॥ ৯৯
ঘটাবে অনর্থ দৈত্য রণে ভঙ্গ দিলে।
এখন যা করুন সিংহবাহিনী,
চল যুদ্ধস্থলে॥ ১০০
যায় মার মার শব্দ করি, অসিচর্ম্ম করে।
দেবী-সঙ্গে প্রাণপণে নানা যুদ্ধ করে॥ ১০১
সমরে চামরে দুর্গা করিলেন নিহত।
দেখিয়ে চিকুর বীর রণে গিয়ে দ্রুত॥ ১০২
শরাসন বরিষণ করে ঘন ঘন।
গভীর গর্জ্জন করে, যেন প্রলয়ের ঘন॥ ১০৩
দেখে হাস্য করি, শঙ্করী হুহুঙ্কার করি।
কাটেন চিকুরের মুণ্ড খণ্ড খণ্ড করি॥ ১০৪
সমর-তরঙ্গে দেবী হয়েছে উন্মত্ত।
পশ্চাতে থাকিয়ে সব দেখিতেছে দৈত্য॥ ১০৫
কেহ নাই মম সৈন্য, শূন্য সমুদয়।
এতদিনে বুঝি দীনে, শিব হলেন নিদয়॥ ১০৬
গিয়ে, ক্রোধভরে দুর্গা-সহ আরম্ভিল রণ।
যার রণে অমরগণে দূরে গিয়ে রন॥ ১০৭
মহিষাসুর মহিষাকার অম্বিকার সঙ্গে।
শৃঙ্গেতে পর্ব্বত উপাড়ি মারে দেবী-অঙ্গে॥১০৮
ভয় নাই, ভয়ঙ্কর দুরন্ত অসুর।
যারে হেরে কাঁপেন সদা ইন্দ্র আদি সুর॥ ১০৯

* চামর—চিকুর—মহিষাসুরের সেনাপতি।

নানা মায়া জানে অসুর কভু হয় করী।
হাস্য করি সিংহে আজ্ঞা দিলেন শঙ্করী ॥ ১১০
সিংহের সহিত যুদ্ধ করিল বিস্তর।
শুণ্ডাঘাত করে সিংহের মস্তক উপর ॥ ১১১
শুণ্ডের আঘাতে কৃশ হইল মৃগেন্দ্র।
দেখিতে দেখিতে অসুর হইল মৃগেন্দ্র * ॥ ১১২
মৃগেন্দ্রে দুর্ব্বল দেখি যোগেন্দ্র-মহিষী।
অসুরে বধিতে যান হাসি এলোকেশী ॥ ১১৩
নখাঘাত দন্তাঘাত করে ঈশানী-অঙ্গে।
পদ-ভরে ত্রিভুবন কাঁপিছে আতঙ্কে ॥ ১১৪
করি-অরি ছিল আবার, হইল দৈত্য করী।
জলধির জল দেবী-অঙ্গে দেয় শুণ্ডে করি ॥ ১১৫

* * *

যুদ্ধে মহিষাসুর-মর্দ্দন।

দেখি, বিরক্ত হইয়ে তারা,
আরক্তলোচন করি।
করীরে করিতে বিনাশ,
আইসেন শুভঙ্করী ॥ ১১৬
অমনি মহিষাকার হয়,
অসুর নাই আর করী।
ধরা খণ্ড খণ্ড করে, শৃঙ্গে করি করি ॥ ১১৭
গিরি-বৃক্ষ উপাড়িয়ে পার্ব্বতীরে মারে।
জলধর শৃঙ্গে করি খণ্ড খণ্ড করে ॥ ১১৮
ক্রোধে দেবী কন, আমার অস্ত্র যায় সব বৃথা!
মহেশ-মহিষী অসিতে কাটেন
মহিষের মাথা ॥ ১১৯
আশ্চর্য্য শুনহ সবে, কি সৃষ্টি বিধির।
মহিষের স্কন্ধ হ'তে হইল বাহির ॥ ১২০
অর্দ্ধাঙ্গ মহিষাকার, অর্দ্ধ-অঙ্গ দৈত্য।
দেবীরে প্রহার করে, হইয়ে উন্মত্ত ॥ ১২১
প্রকাণ্ড-শরীর অসুর শঙ্করের বরে।
শঙ্কা নাই, শঙ্করীর সঙ্গে সংগ্রাম করে ॥ ১২২
ক্রোধে, অসুরবক্ষে হানেন শূল শূলপাণিদারা
ক'রে হাস্তআস্ত অসুরের কেশে
ধরেন তারা ॥ ১২৩

* মৃগেন্দ্র—এখানে হস্তী অর্থ করিতে হইবে।

নাগপাশে বন্ধন করিলেন মহিষাসুরে।
তাতেই, মহিষমর্দ্দিনী নাম থুইল যত সুরে।
চিরজীবী মহিষাসুর শম্ভুর কৃপায়!
অনুপায়ের উপায় যে পায়,
সে পায় অসুর পায় ॥ ১২৫
কে আছে মহিষাসুরের তুল্য ভাগ্যবন্ত?
যার স্কন্ধে পদ রেখেছেন দুর্গা
একাল পর্য্যন্ত ॥ ১২৬
হ'লো শত্রুদমন, অমরগণ সমরেতে আসি।
করেন স্তব সুরবর্গে, দুর্গে কন হাসি ॥ ১২৭
সঙ্কট হইলে, স্মরণ করিলে আমারে।
রিপু সংহার করি, স্বপদ দিব সব অমরে ॥ ১২৮
শুনি বাক্য, বিধি বিষ্ণু শঙ্কর প্রভৃতি।
তারারে করেন স্তব হ'য়ে সুস্থমতি ॥ ১২৯

* *

সুরট—কাওয়ালী।

ত্রিগুণে! গুণময়ি! তোমার গুণের হয় না অন্ত
কৃপা করি, ক্ষেমঙ্করি! করিলে গো ভয়াস্ত ॥
সুরবর্গে রেখো দুর্গে,
দুর্গে! হইও না আর ভ্রান্ত।
দয়াময়ি! তোমা বই, সুরে কে করিবে শান্ত?
তুমি, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী,
শুভঙ্করী ভয়হারিণী,
ত্রাণকারিণী তারা ত্রিতাপ-হরা তন্ত্র-মন্ত্র।
জগদ্ধাত্রী হর্ত্রী কর্ত্রী! কবুলে কালের কালান্ত।
দাশরথির নিদানকালে, কালি!
ভুলনা নিতান্ত ॥ (ট)

* * *

মহিষাসুরের যুদ্ধ সমাপ্ত।

প্রহ্লাদ-চরিত্র।

প্রহ্লাদের বিদ্যাভ্যাস।

শ্রবণে সুখ শুক-বাক্য, মহাবীর হিরণ্যাক্ষ,
হিরণ্য-কশিপু নাম ধরে।
দিতি-গর্ব্বে দুই দৈত্য, দম্ভে কম্পে স্বর্গ মর্ত্ত্য,
সদা জয়ী সমরে অমরে॥ ১
দৈত্য-ভয়ে অপদস্থ, দেবগণ বিপদস্থ,
স্বপদ রহিত সর্ব্বজনে।
দেখে ঘোর তেজস্কর, ভাস্কর মানে দুষ্কর,
শমন শমনে শঙ্কা গণে॥ ২
বরাহ-রূপে দেব হরি, দেবারিগণের অরি,
পাতালে বধেন হিরণ্যাক্ষে।
ভ্রাতৃশোকে দহে বপু, রাজা হিরণ্যকশিপু,
সদা দ্বেষ করে কৃষ্ণপক্ষে॥ ৩
যে বলে বদনে হরি, লয় তার প্রাণ হরি,
আগুনে পোড়ায় তার পুরী।
নারায়ণ-ভক্ত যারা, না রয় নিকটে তারা,
দ্বেষ দেখে হৈল দেশান্তরী॥ ৪
দনুজের পঞ্চ কুমার, অনুজ প্রহ্লাদ তার,
কুলের তিলক কৃষ্ণভক্ত।
বয়সে পঞ্চম বর্ষ, হরি-গুণে আছেন হর্ষ,
বিষয়ে বিষবৎ বিরক্ত॥ ৫
ষণ্ডামর্ক অধ্যাপক, বিদ্যায় অতি ব্যাপক,
ডাকিলেন দু'জনে রাজনে।
অধ্যয়ন করিবারে, সঁপেন পঞ্চ কুমারে,
ল'য়ে শিশু চলিল দুই জনে॥ ৬
শিশুগণে দণ্ডে দণ্ড, শিক্ষা দেন দ্বিজ ষণ্ড,
যত শিশু ষণ্ড-মতে পড়ে।
প্রহ্লাদের নাহি মন, বিনে সেই রাধারমণ,
অন্য পাঠ গণ্য নাহি করে॥ ৭
মুদিত করিয়া আঁখি, হৃৎকমলে কমলাক্ষী,—
চিন্তিয়া বিক্রীত পদদ্বন্দ্বে।
আবার শঙ্কা করি পিতৃপক্ষে,
দেখেন পুস্তক চর্ম্ম-চক্ষে,
জ্ঞান-চক্ষে দেখেন গোবিন্দে॥ ৮

কৃষ্ণ, ভক্ত-শিরোমণি, কি হবে হে চিন্তামণি!
তোমারে কেন হারাই হৃদয়ে?
অদ্যাপি আমার মন, মধ্যে মধ্যে শ্রীচরণ,—
বিস্মরণ হয় দৈত্যভয়ে॥ ৯
হর হে হরি! দাস-ত্রাস, মতির দুর্ম্মতি নাশ,
আর ক্লেশ দেহ কি কারণ?
বিরলে শিশু বসিয়ে, ভক্তি-ভাব প্রকাশিয়ে,
কৃষ্ণ ব'লে করেন রোদন॥ ১০

* * *

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কর শ্রীনাথ! অনাথে করুণা।
মন ভ্রান্ত ত্বন্নাম স্মরে না॥
শান্ত হ'লো না অবসান ত দিবে,
এ ভ্রান্ত-মতি মন নিতান্ত,—
করে হরি! কৃতান্ত-বাসে যেতে বাসনা॥
দুখ হরিবার কারণ, হরি হে! তব চরণ,—
স্মরণ সদা করিবার কারণ,—
বিনয়ে বলি বার বার, দুরাচার এ মানসে,
না শুনে রিপুবশে,
মন তো ভুলালে যম্যন্ত্রণা।
জলে হরি! যন্ত্রণা ভেবে করি কি মন্ত্রণা! (ক)

* * *

প্রহ্লাদের ভাব দেখি কহিতেছে ষণ্ড।
কি কাল হইলি, ওরে অকাল কুষ্মাণ্ড! ১১
জনকের সুখজনক সেই বিদ্যা পড়।
শুন বার্ত্তা ও দুরাত্মা! ও দুর্ব্বাক্য ছাড়॥ ১২
মজিলি কেন, হ'য়ে পুত্র, পিতার শত্রু-গুণে।
দোর্দ্দণ্ড প্রাণদণ্ড করিবে যদি শুনে॥ ১৩
প্রহ্লাদ কহেন গুরু! কৃষ্ণ শাস্ত্রে দৃষ্ট।
কে বধিবে জীবন? জীবন সেই কৃষ্ণ॥ ১৪
যে জন জীবন-কৃষ্ণ প্রতি করে দ্বেষ।
আপনার জীবন আপনি করে শেষ॥ ১৫
মুক্তি পাব আমি যাতে আছি তার বিহিতে।
তুমি কেন আমারে রহিত কর হিতে?১৬
যে জন নিষেধে * কৃষ্ণ-বচন কহিতে।
তার তুল্য শত্রু মম, কে আছে মহীতে? ১৭

---

* নিষেধে—নিষেধ করে।

কি দোষে আমারে গুরু! ফেলিবে অহিতে।
হিত ভিন্ন অহিত কি করে পুরোহিতে? ১৮
প্রাণকৃষ্ণ-নিন্দে প্রাণে পারিতে সহিতে।
আলাপ করিনে কৃষ্ণদ্বেষীর সহিতে॥ ১৯
কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কথায় না পারি রহিতে।
গুরু! আমি অন্যভাব পারিনে সহিতে॥ ২০
করিনে সংসার বাঞ্ছা কি পুত্র দুহিতে।
কি ফল দুর্গমে প'ড়ে, অশেষ হ্রদেতে? ২১
গুরু হে! ক'রো না আমার মতিকে
মোহিতে।
ফেলো না পাপ-আগুনে, আমারে দহিতে॥
কৃষ্ণনাম-সুধা পান করি আনন্দেতে।
সদানন্দে সদা কাল আছি তাতে মেতে॥ ২৩
শুনে বাক্য কোপাক্ষ করিয়া যণ্ড বলে।
মজিলি মজালি ওরে কুলাঙ্গার ছেলে!॥ ২৪
সর্ব্বদা সুশিক্ষা তোরে দিই শত শত।
যাতে মানা করি, হবি তাতে তুই রত! ২৫
যাতে তুষ্ট হবে পিতা, বদনে সেই ভাষ ভাষ
[illegible] শেষে, শিশু বয়সে; ও সব সন্ন্যাস নাশ॥
তাড়না করিয়া যণ্ড, যত নিজ বলে বলে।
তবু শিশুর প্রেম-ধারা নয়ন-যুগলে গলে॥ ২৭
জপিছেন অবিশ্রাম শ্রীরাধারমণে মনে।
প্রহ্লাদের প্রমাদ নগরবাসিগণে গণে॥ ২৮

* * *

প্রহ্লাদের বিদ্যাশিক্ষার পরিচয়।

গত হলো সংবৎসর, এক দিন দনুজেশ্বর,
পঞ্চ পুত্রে ডাকেন আহ্লাদে।
বিদ্যা হলো কি সঞ্চয়? প্রথমত পরিচয়,—
জিজ্ঞাসেন কুমার প্রহ্লাদে॥ ২৯
ওরে প্রহ্লাদ প্রাণধন!
কি বিদ্যা করলি সাধন?
বল দেখি, শুনি রে! সম্প্রতি।
তুই আমার প্রিয় সন্তান, এ সম্পৎ-সম্প্রদান,
সকলি হইবে তোর প্রতি॥ ৩০
জুড়াক রে মোর চক্ষু মন, অক্ষর দেখি কেমন,
অঙ্কের সঙ্কেত কি শিখেছ?
ব্যাকরণ অভিধান, হ'তেছে কেমন প্রণিধান,
এক্ষণেতে কোন্ পাঠে আছ? ৩১
প্রহ্লাদ কন, জনক! অন্তে যায় সুখজনক,
সেই বিদ্যাশিক্ষা উচিত বটে।
বসেছি ভবের হাটে, শ্রীনাথের নাম-পাঠে,
শ্রীপাট যাইব সেই পাঠে॥ ৩২
অঙ্ক বিদ্যা দেখ যত, অঙ্গে হরিনামাঙ্কিত,
বর্ণে শ্যামবর্ণ আছি ধ্যানে।
দুই অক্ষর নাম হরি, লিখি আমি কাল হরি,
অন্য নামের নামেতে থাকিনে॥ ৩৩

* * *

খটভৈরবী—একতালা।

হরিনাম লিখি, পরিণাম রাখি, হরিগুণ ধরি ধন্য
হরি ব'লে ডাকি, হরিষে তেঞি থাকি,
হরিনে কাল, হরি ভিন্ন॥
ফেলিতে বিপাকে, গুরু দেন আমাকে,
যে পুস্তকে হরিগুণ শূন্য;—
মজিলে গুরুর পাঠে, গুরু দণ্ড ঘটে,
হেন গুরু মোর অগণ্য॥ (খ)

* * *

শুনিয়া প্রহ্লাদের উক্তি,
ক্রোধে হৈল দৈত্যপতি,
কালান্তক শমন যেমন।
করে চক্ষু ঘূর্ণিত, বলে হাঁরে দুর্নীত!
এ শিক্ষার গুরু কোন্ জন? ৩৪
যার নামে হই জ্ব'লে আগুন—
পুত্র হ'য়ে শত্রুগুণ,—
পুনঃপুনঃ আমারে শুনালি।
কালে সুখ হবে জানি, দুগ্ধ দিয়া কালফণী,—
পুষে শেষে আপনি বিষে বলি॥ ৩৫
মন্ত্রি হে! বল বিধান, শিশু পেলে এ সন্ধান,
ইহার অন্তরীভূত কেটা!
এই দণ্ডে দিব দণ্ড, এ শিক্ষা দিয়েছে যণ্ড,
বীজ সেই বিনষ্ট বামন বেটা॥৩৬
বুকে চাপাইয়া গিরি, ঘুচাব বেটার গুরুতগিরি,
অন্নদাস জন্ম মোর ঘরে!

ওরে বেটা খোলাকাটা!
হ'য়ে বসেছ গলাকাটা!
গলাটা কাটিলে রাগ পড়ে॥ ৩৭
বেটাদের বিদ্যা যত, সকলি আমি জানি ত,
ঘটে শূন্য মোটে ভট্টাচার্য্য।
দেখেছি বেটারা বিয়ের কালে,
বলি-দানের মন্ত্র বলে,
রাজপুরোহিত নাম ধরেন আচার্য্য॥৩৮
চাষার কাছে চটকে চলে,
মানুষ দেখলেই মানষে বলে,
গণেশের ধ্যানে মনসা-পূজা করে!
ধরে যদি কেউ শব্দ দুষ্ট, তবেই বলে শ্রীবিষ্ণু,
ভুলেছি ওটা, ব'লে ভয়ে মরে॥ ৩৯
চুপড়িতে সাজাতে ভোজ্য,ও বিদায় বড় পূজ্য
দক্ষিণার বিষয়ে খুব খর।
সভা দেখিলেই ছাড়েন হালি,
জেলে-খাদিতে আলো চালি,—
বাঁধে বেটাদের ব্যুৎপত্তি বড়॥ ৪০
আজ্ঞা দেন কিঙ্করে, ধ'রে আন শীঘ্র ক'রে,
যণ্ডামর্কে মোর সভামাঝে।
যে আজ্ঞা বলিয়া চর, উপনীত দ্বিজ গোচর,
বলে আও রে! বোলাইন মহারাজে॥ ৪১
যণ্ড বুঝে কুতর্ক, বলে ও ভাই অমর্ক!
তপনের তনয়ের তলপ রে!
বল দেখি ভাই! কারে মজাবি,
আমি যাই, কি তুই যাবি?
দু'জন গেলে বাপের পিণ্ড লোপ রে! ৪২
অমর্ক কয় যণ্ড দাদা!
যদি শাস্ত্র মত কর সমাধা,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি জ্যেষ্ঠের আগেই ভাল।
পঞ্চাশ ঊর্দ্ধ বয়ঃক্রম, উচিত তীর্থ-পর্য্যটন,
তীর্থে মৃত্যু একটা হলেই হলো॥ ৪৩
দূত শুনে দুজনার বোল,
বলে রে ক্যা লাগায়া গোল?
খানা কোন্ কোন্ নেহি মাগা?
এয়ছা বাত মেরা সাত,
লাগায়কে রসি বান্‌কে হাত,
দোনোকো দু'ই হাজের করনে হোগা॥ ৪৪

চলে দুই দ্বিজবর, যথায় দনুজবর,
কলেবর থরথর কম্পে।
দূত সঙ্গে দ্বিজদ্বয়, সভায় দেখি উদয়,
দৈত্যরাজ কহেন অতি দম্ভে॥ ৪৫

* * *

মূলতান কানেড়া—কাওয়ালী॥

কি পড়া, পড়ালি বল্, ও পাষণ্ড যণ্ড রে!
মম রিপু-গুণগান কেন করে?
একি পাপ আমার ঘরে!
এ আমার তনয়, ওরে! নয়, ত নয় নয়।
দিয়ে কালি ওর মুখে,
কুলের কালি বালকে,
পুরোহিতে দূর ক'রে দে,
দূর ক'রে দে, ও ভণ্ডরে॥ (গ)

* * *

যণ্ডামর্কের উত্তর।

দৈত্যরায় দম্ভে কায় শঙ্কায় কাঁপিছে।
সভায় কাতর দ্বিজ অভয় মাগিছে॥ ৪৬
বলে অবধান, কৃপানিধান! আশ্রিত এ যণ্ড।
নিজ-কুমার-দোষে আমার, না হয় যেন দণ্ড॥
কর পরীক্ষে, চক্ষে নিরীক্ষে, যে উচিত কুরু।
যথার্থ কই, আমি নই ও পাপশিক্ষার গুরু॥৪৮
মোরে মনে ধরে না, মম মতে পড়ে না,
করি তাড়না মিছে!
ছেলে তোমার কুলাঙ্গার, গর্ব্বেতে ক্ষেপেছে॥
দণ্ডে দণ্ডে, দিলে দণ্ড, দেয় না মন পাঠে।
থাকে বিভোলে, কৃষ্ণ ব'লে সদাই কেঁদে উঠে
যত নাম, লিখে দিলাম, সে নাম না লিখে।
ও পাপিষ্ঠ, হরে কৃষ্ণ, কোথা হৈতে শিখে!৫১
কেলো ককুরে, ছকো নকুড়ে, সাতক'ড়ে চুড়।
নাম লিখে, দিলাম ওকে, সে অভ্যাসে কুড়॥
নয়না কেনা, গোবৰ্দ্ধনা, জঙ্গলে আর খুদে।
তাতো লিখে না, চক্ষে দেখে না,
থাকে নয়ন মুদে॥ ৫৩
ওরে শিখাতে কড়া, হাতে কড়া,
পড়েছে আমার ক্রমে।

শিখাতে ঘট্‌কে, যায় সট্‌কে
আট্‌কে হরির প্রেমে। ৫৪
শিখাতে গণ্ডা, কত গণ্ডা, বাক্য ব্যয় করি!
করে প্রাণপণ, শিখাই পোণ, ওর পণ সেই হরি
আমার পোন,দেখে স্বপন, আলাপন করে না!
উহার কে আপন, কিসে পণ, নিরূপণ হলো না
সঙ্কেত বিদ্যে, শিখাতে সাধ্যে,
ত্রুটি নাই ভূপতি!
উহার মন যে কসা, মণকসা,
শিখান ভার অতি॥
শিখাতে কালি, হয়েছি কালি,
ভুগবো কত কাল-ই।
কহে সে বাণী, কালী তো জানি,
কৃষ্ণই আমার কালী॥ ৫৮

* * *

টৌরী—কাওয়ালী।

মহারাজ! আমি নিবারিতে নারি তব নন্দনে।
মহারাজ! বার বার বারণ করি ভূপতি!
আমি হে! ভজিতে সে বারিদবরণে॥
শুনে অনিবার, সম অনিবার,
বারি বহে নয়নে;—
যত শিখাই স্থনীতি স্মৃতি কাব্য,
শ্রবণ করিয়া বলে, কি লভ্য?
ভাবিব অসার কথা কেনে?—
ত্রিভঙ্গ-হীন রস-ভঙ্গ,
এ পাঠ ব'লে বলে ভঙ্গ দিলে কেন এ দীনে!
গিয়ে বিরলে বিরসে ভাসে গোবিন্দ-
গুণগানে॥ (ঘ)

* * *

প্রহ্লাদ-বধের উদ্যোগ।

মন্ত্রী বলে মহাশয়! এ যাত্রা এ বিষয়,—
ক্ষান্ত দেওয়া উচিত ব্রাহ্মণে।
মন্ত্রি-বাক্যে ষণ্ড-পক্ষে,দিলেন রাজদণ্ড ভিক্ষে,
রাগ সম্বরণ করি মনে। ৫৯
পড়াইতে পুনরায়, দিলেন দনুজ রায়,
কুবাক্য-হীন করিয়া * কুমারে।

* কুবাক্য-হীন করিয়া—অর্থাৎ মিষ্ট বাক্যে।

অমনি আসিয়া আলয়ে,
বিরলে শিশুরে লয়ে,—
বুঝায় বিপ্র বিবিধ প্রকারে॥ ৬০
থাক্‌তে যদি দিস্ দেশে,
ফেলিস নে রাজার ঘেষে,
হিত উপদেশ বাছা! পড়।
তুই মজিলে কৃষ্ণ-পায়, ছুটা বামুন কৃষ্ণ পায়,
দয়া ক'রে ঐ নামটি ছাড়॥ ৬১
প্রহ্লাদ করিয়া হাস্য, হরি ব'লে ঔদাস্য,
না দেয় কর্ণে কৃষ্ণহীন কথা।
প্রহ্লাদের দেখে কাণ্ড, আঁধার দেখে ব্রহ্মাণ্ড,
ষণ্ড বলে, পলাইব কোথা? ৬২
কিঞ্চিৎ দিবসান্তরে, রাজা অনুমতি করে,
প্রহ্লাদ আইল পুনর্ব্বার।
প্রহ্লাদে লইয়া, কোলে বসাইয়া,
জিজ্ঞাসেন সমাচার॥ ৬৩
রাজা কন, কি করেছ?
বাছা! এবার কি পড়েছ?
প্রহ্লাদ কহেন, শুন পিতে!
পথ-সম্বল করিলাম, হরি-মন্ত্র পড়িলাম,
শুনি রাজা কোপান্বিত চিতে॥ ৬৪
বলে বেটাকে ধর ধর, গর্জ্জে যেন জলধর,
জলদগ্নি-সম জ্বলে কায়া।
ধরি খড়্গ খরশাণ, নাশিবারে যায় প্রাণ,
পাশরিয়া সন্তানের মায়া॥ ৬৫
প্রহ্লাদ পাইয়া ভয়, করুণা করিয়া কয়,
কোথা হে করুণাময় হরি!
ব্যাকুল ভক্তের প্রাণ, ভক্তে রাখতে ভগবান,
কৃপাবান্ হন ত্বরা করি॥ ৬৬
ক্রোধে গিয়া দিল দর্শন, বিষ্ণু-চক্র সুদর্শন,
অদর্শন অন্তের নয়নে।
খড়্গ হৈল চূর্ণ্যমান, ভক্তের রৈল পূর্ণ মান,
দৈত্য অপমান মনে গণে॥ ৬৭
দৈত্য বলে কি কারখানা!
খান খান হৈল খড়্গখানা,
ওহে মন্ত্রি! কি আশ্চর্য্য ঘটে!
শুনে কথা মন্ত্রী বলে,লৌহ অস্ত্র পুরাতন হ'লে,
তার ধারে মক্ষিকা না কাটে॥ ৬৮

হয়েছিল অতি জীর্ণ, বাতাসেতে ছিন্ন ভিন্ন,
হয়ে গেল তার চিন্তে কিসে!
দূরে যাবে বালক-দর্প, শীঘ্র আন কালসর্প।
বধ ওটাকে ভুজঙ্গের বিষে॥ ৬৯
ক্রোধে কালস্বরূপ হ'য়ে, কালবিলম্ব না করিয়ে,
কালফণী আনিয়া সত্বরে।
তাহার মধ্যে রাজন্, করে পুত্র সমর্পণ,
প্রাণপণে প্রাণ বধিবার তরে॥ ৭০
চতুর্ভুজের কৃপায়, ভুজঙ্গ না দংশে গায়,
ভুজঙ্গ ভূষণ অঙ্গে হ'ল!
আকাশ গণিয়া দৈত্য, মন্ত্রীকে সুধান তথা,
ওহে মন্ত্রি! কি বিপদ বল! ৭১
মন্ত্রী বলে, মহাশয়! কি জন্য গণ বিস্ময়,
সর্পে যদি না দংশে অঙ্গেতে।
রাজকর্ম্ম সকল ফেলে,
মাবুতে একটা কাঁচাছেলে,
কাজ কি আর কাঁচা মন্ত্রণাতে॥ ৭২
খাইযে খানিক দাও বিষ,সাত সতের উনিশ বিষ,
মন্ত্রণা আর কাজ কি একথাই?
এখনি উঁহার হরি হরি, বলা ঘুচাবেন বিষহরী,
হরি ব'লে বাছার বাঁচন নাই॥ ৭৩
প্রহ্লাদে করিতে দণ্ড, হলাহল-বিষভাণ্ড,
দূতে আনি অমনি যোগায়।
সন্তানে বিষ-ভোজন, করাতে দৈত্য-রাজন্,
পুনর্ব্বার পড়িল মায়ায়॥ ৭৪
এ বিষ করিলে পান, কুপুত্র ত্যজিবে প্রাণ,
এ রাগ আমার চিরদিন না রবে।
পুত্র-শোক উথলিবে, যখন প্রাণ জ্বলিবে,
চাহিলে সন্তান কেবা দিবে? ৭৫
অতএব একবার, সুধাই দেখি কি ব্যবহার,—
করে পুত্র, বলে কিবা বাণী।
যদি মোর শত্রু-গুণ, বদনে না বলে পুন,
তবে কেন বধিব পরাণী? ৭৬
হেন মায়া নাহি কুত্র, আত্মা বৈ জায়তে পুত্র,
নরকে নিস্তার যাতে পাই।
বড় যেই প্রাণে জ্বলি,
তেঁইত প্রাণে বধিতে বলি,
কিন্তু আমার প্রাণে প্রাণ নাই॥ ৭৭

প্রহ্লাদেরে পুনরায়, নিকটে আনি দৈত্যরায়,
যত্ন করি বসাইয়া পাশে।
মায়ায় মোহিত হ'য়ে, অঙ্গে হস্ত বুলাইয়ে,
কহেন যতনে প্রিয়ভাষে॥ ৭৮

* * *

আলিয়া—কাওয়ালী।

প্রহ্লাদ! ভ'জ না ভ'জ না সে বিপক্ষে।
দিব রাজচ্ছত্র শিরে, কেন জীবন নাশি রে,
বাছা! তোরে ভালবাসি রে প্রাণাপেক্ষে॥
পঞ্চম বৎসর বয়সে হাঁরে অবোধ! কি জান!
কত দুঃখ দিল সে অধম,
শেল সম বাজে মম বক্ষে,—
সে যে কুলে বাদ দিলে, বাদ সাধিলে,
বধিলে মম প্রাণাধিক সহোদর হিরণ্যাক্ষে॥
সন্তান-ধন তাতে অনন্ত গুণ, বাছা!
প্রাণান্ত সাধে কি তোর করি রে।—
মজিয়ে কাল হরিতে পিতার বচন পরিহরি রে,
যে নাম সহে না সহে না মম শরীরে,—
তুমি হরি হরি সাধো, * শুনে হরিষে বিষাদ,
বাছা! হরি ত হয় অরি তোরি পিতৃপক্ষে॥ (৩

* * *

প্রহ্লাদ কহেন, পিতা! শুনি চমৎকার।
ত্রৈলোক্যের পতি কৃষ্ণ বিপক্ষ তোমার॥ ৭৯
শরীরেতে ছয় জন, শত্রু প্রাদুর্ভাব।
বন্ধু-সঙ্গে তাহারা ঘটায় শত্রুভাব॥ ৮০
অহঙ্কার বিপক্ষ, তোমার বলবান্।
সেই কহে, বিপক্ষ তোমার ভগবান্॥ ৮১
পিতা! ভব অপার জলধি, যার নাই কূল।
যত কুলহীন পাতকি-কুল,
তাই দেখে আকুল॥ ৮২
তাতে তরি নাই, কাণ্ডারী নাই,
কূলে বসতি নাই।
সেথা সুধাইতে সম্বাদ, সঙ্কটে কারে পাই!
বিতরি চরণ চরণতরী, কৃষ্ণ করেন পার।
হাঁগো পিতা! সেই কৃষ্ণ বিপক্ষ তোমার! ৮৪

* সাধো—সাধনা করো।

তুমিত করিছো বিরাগ, করে মহারাগ।
সে রাগিণের রয় কি তোমার রাগের অনুরাগ?
জলদবরণের গুণ যত শিশু বলে।
ক্রোধে রাজার অঙ্গ যেন জলদগ্নি জলে॥ ৮৬
মার্ মার্ কুমার রাখায় নাহি ফল।
এমন কুবংশ হৈতে নির্ব্বংশই ভাল॥ ৮৭
দ্রুত ল'য়ে যাও রে দূত! তুর্জ্জনে নির্জ্জনে।
বিষ দিয়ে বধ, এ পাপ-জীবনে জীবনে॥ ৮৮
ভয়ঙ্কর কিঙ্কর ধরিয়া করযুগ্মে।
লয়ে যায় শিশুরে পেয়ে ভূপতির আজ্ঞে॥ ৮৯
বিরলে গিয়ে বসাইয়া, করে বিষদান।
আতঙ্কে হইল শিশুর অঙ্গ অবসান॥ ৯০
ভয় পেয়ে ঘন ঘন ঘণবর্ণে ডাকে।
কোথা হে ভক্তের প্রাণ! প্রাণ যায় বিপাকে॥
বিষে দৃষ্টি করিলেন, প্রভু জগদীশ।
ধরিল অমৃত গুণ, ভুজঙ্গের বিষ॥ ৯২
বিষ-পানে প্রহ্লাদে বাঁচান বিশ্বময়।
শুনে শব্দ বিস্ময় জন্মিল বিশ্বময়॥ ৯৩
প্রাণ বধিতে দৈত্যরায় পুনরায় দিলে।
ক্রোধে মত্ত হ'য়ে মত্ত মাতঙ্গের তলে॥ ৯৪
ভক্তে না বধিল হস্তী, কৃষ্ণের কৃপায়।
নিজ শিশু জ্ঞানে, শুণ্ড বুলাইল গায়॥ ৯৫
অনুচরে অনুমতি দেয় দৈত্যরায়।
ফেলিতে পর্ব্বত হৈতে, ধরায় ত্বরায়॥ ৯৬
বন্ধন করিয়া রাজ-নন্দনের করে।
পর্ব্বত-উপরে ল'য়ে চলিল কিঙ্করে॥ ৯৭
শঙ্কায় কাঁপিছে কায় সঙ্কট গণিয়ে।
শঙ্কর-আরাধ্য পদ শরণ করিয়ে॥ ৯৮
কোথা রইলে ওহে বিশ্বময়! তুঃসময়।
হরি হে! হরিল প্রাণ এবার নিশ্চয়॥ ৯৯
যা কর হে জগবন্ধু! জানিনে ও পদ বই।
উপায় ও পদ বিনে উপায় আর কই॥ ১০০

* * *

খটভৈরবী—একতালা।

ওহে দয়াময়! কোথা এ সময়,
আসি হরি! হর অরিবন্ধ *।

তুলে গিরির উপর,
শক্র হ'য়ে পিতা দৈত্যরায়,—
ফেলিছে ধরায়,—
দাসে ধর ধর, গিরিধর গোবিন্দ!।
কোথা কৃষ্ণ! নিরাপদের কারণ!
নিরাশ্রয়-গতি নীরদবরণ!
বিপদে লয়েছি শ্রীপদে শরণ,
নীলদেহ! দাসে দেহ আনন্দ :—
এর পর পাছে জীবের-জীবন!
সঁপিবে হে জীবন,
জলধর-বরণ! কি হবে জীবন,
বুঝি হে! এ পাপ-জীবনের করে
জীবন সন্ধ॥ (চ)

* * *

ভক্ত তুঃখ করি দৃষ্ট, ভক্তের জীবন কৃষ্ণ,
গিরি-নিকটে গেলেন সত্বরে।
বসেন করি আসন, পদ্মপলাশলোচন,
প্রহ্লাদে ধরিতে পদ্মকরে॥ ১০১
শিশুর শুনি রোদন, কহেন মধুসূদন,
প্রবেশিয়ে অন্তরে তখনি।
কি জন্য আর কাতর?
এই আমি এসেছি তোর,—
চিন্তানিবারণ চিন্তামণি॥ ১০২
গিরি হৈতে দৈত্যদলে,
প্রহ্লাদে ফেলে ভূতলে,
বংশীধর ধরেন ত্বরায়।
করেন্ ভক্ত-ভয় ভঙ্গ, হইল ভক্তের অঙ্গ,
তৃপ্ত যেন কুসুম-শয্যায়॥ ১০৩
তাহা দেখি দৈত্যকুল, অন্তরে গণে আকুল,
রাজারে জানায় শীঘ্রগতি।
তব সুত কি অবতার! প্রাণান্ত করিতে তার,
প্রাণান্ত হলো, হে দৈত্যপতি!॥ ১০৪
গিরি হ'তে পড়ে ধরা, প্রাণী হ'য়ে প্রাণ ধরা,
ধরায় কে ধরে,—হেন সাধ্য?
মহারাজ! বধিতে তায়, উপায় সে অনুপায়,
আমাদের হয়েছে অসাধ্য॥ ১০৫
চরে করে সুগোচর, করিয়ে কর্ণগোচর,
রাজার বদনে বাণী হত।

---

* অরিবন্ধ—শত্রু কর্ত্তৃক বন্ধন-দশা।

মন্ত্রী মলিন লজ্জায়, পুনশ্চ কহে রাজায়,
বৃথা আর মন্ত্রণা শত শত ॥ ১০৬
ঘুচাও মন-আগুন, সজ্জা করিয়ে আগুন,
ফেলিলে সংহার শীঘ্র ঘটে।
এখনি মরিবে নির্গুণ, মণিমন্ত্র কোন্ গুণ!
গুণাগুণ আগুনে না খাটে ॥ ১০৭
দীপ্ত করি হুতাশন, তাহাতে করি আসন,
বিবসন করে হেনকালে।
ভ্রাতৃ-বধের লক্ষণ, তখন করি নিরীক্ষণ,
প্রহ্লাদের সহোদর সকলে ॥ ১০৮
কেঁদে পরস্পর কয়, প্রাণেতে কি সহ্য হয়!
প্রাণ-সহোদর প্রাণে মরে।
শোকে হয় ব্যাকুল আত্মা,সবে গিয়ে দেয় বার্ত্তা,
অন্তঃপুরে জননীগোচরে ॥ ১০৯
কহিছে হ'য়ে কাতর, জনমের মত তোর,—
প্রাণপুত্র যায় গো জননি!
পুত্র মরে হুতাশনে, পুত্র-মুখে কথা শুনে,
কয় কয়াধু বক্ষে কর হানি ॥ ১১০

* * *

প্রহ্লাদ ও কয়াধু।

আহা মরি হাঁরে হাঁরে!
পিতা হ'য়ে কুমারে মারে,
এমন পাষাণ আছে কুত্র?
প্রহ্লাদে গোপনে আনি,
করে ধরি কহিছে রাণী,
কি করিলি, ওরে প্রাণপুত্র! ॥ ১১১
করিতে পরকাল-চিন্তে, কর, চিন্তামণি-চিন্তে,
মরিবে সে চিন্তা কি নাই মনে?
ওরে আমার প্রাণধন! প্রাণেতে হবি নিধন,
কেন সাধ এমন সাধনে? ১১২
প্রাণ ত্যজিলে প্রাণাধিক!
ধিক্ আমার প্রাণে ধিক্,
এখনি বিষ খেয়ে মরিব আমি।
সাধিতে সেই কৃষ্ণপদ, ঘটে তোর মাতৃবধ,
এ পাপে কি পাবে কৃষ্ণ তুমি? ১১৩

বাছা! কে দিয়েছে এ বিধান?
চুরি ক'রে করিলে দান,
হয় কি তাতে হরির কৃপাদান রে?
কাস নাশ করিবার তরে, কুষ্ঠরোগ যদি ধরে,
এমন ঔষধ কেন কর পান রে? ১১৪
যায় যায় কর্ণ যায়, চক্ষু যাতে রক্ষা পায়,
বলবন্ত ধরা শাস্ত্রে আছে রে।
ত্যাজ্য ক'রে হরিমন্ত্র, এখন তোর বলবন্ত,—
শোকে তোর জননীকে বাঁচা রে ॥১১৫

* * *

সুরট—একতালা।

কর রাজা যা বলে তা শ্রবণ।
কৃষ্ণ ক'রে সার, কেন আপনার,—
জীবন হারাবি জীবন!
যদি সে শ্রীহীন-মতি শ্রীকান্ত,—
সাধনা তোর সাধ একান্ত,
শুন তোরে বলি,—অন্তরে কেবলি,
ভাব না পতিতপাবন।
তোর ত চিন্তা নাই চিন্তামণি বৈ,
চিন্তামণি তোরে চিন্তা করেন কৈ!
চিন্তিয়ে যে পদ, দেবত্ব সম্পদ,
প্রবর্ত্ত ইন্দ্রত্ব-পায়।
তাইতে তোরে বলি শুন রে নন্দন!
দয়াময় তিনি দীন প্রতি নন,
তাঁরে সঁপে পরাণ, হারালি সন্তান!
হাসালি শক্র ভুবন ॥ (ছ)

* * *

প্রহ্লাদ কহেন মাতা! বলি গো তোমায়!
কৃষ্ণ ভ'জে কোন্ কালে
কালের হস্তে যায়? ১১৬
আমি কি মরিব ভ'জে গোলোকের পতি?
হইবে অমৃত-পানে ব্যাধির উৎপত্তি? ১১৭
লক্ষ্মীর কি অকৃপা হয় থাকিলে আচারে?
তিক্ত রসে পিত্ত নাশে, কভু নাহি বাড়ে॥১১৮
কে হয়েছে অধোগামী ক'রে সাধু-সেবা?
পরশে গঙ্গার জল অপবিত্র কেবা? ১১৯
বিনয় থাকিলে কোথা বন্ধুভাব চটে?
মানিক থাকিলে ঘরে, দারিদ্র্য কি ঘটে? ১২০

নিশানী যে জন মাতা! সে কি পড়ে পাকে?
চিন্তামণি চিন্তা ক'রলে
চিন্তা কি কভু থাকে? ॥ ১২১

* * *

ভক্তবৎসল হরি ভক্তকে সর্ব্বদাই রক্ষা
করেন,—সুতরাং

মোর জন্য জননি! ভেব না কোন অংশে।
সিংহের শরণ নিলে, শৃগালে কি দংশে?১২২
আমি অঙ্গ সঁপিয়াছি, সেই শ্যামাঙ্গের পায়।
ভুজ সঁপিয়াছি, চতুর্ভুজের সেবায়॥ ১২৩
পদের গমন কৃষ্ণ-পদ দরশনে।
নয়ন সঁপেছি সেই পঙ্কজ-নয়নে॥ ১২৪
রসনা জপিছে রসময় কৃষ্ণবুলি।
কেশে মাখিয়াছি কেশবের পদ-ধূলি॥ ১২৫
ম'জেছে মোর মনোভৃঙ্গ মনের উল্লাসে।
মধুসূদন-চরণকমল- মধুরসে॥ ১২৬

* * *

ললিত-ভঁয়রো—একতালা।

কিং ভয় তার মরণে,
অধরে শ্রীধরের গুণ যে ধরে॥
হৃদি-মাঝারে মরণ-হরণ-চরণ
ধারণ করেছি কি করে শমন?
ফিরে চান যদুনন্দন যদি আমারে॥
গন্ধর্ব্বাদি সিদ্ধ চারণে, যে চরণ সাধে সাদরে;—
নামগুণে সুরাসুর চরাচর নর
কিন্নর নরক হরে॥
ক'রতে পারে আমার বিষে কি বিগুণ?
দিয়াছি আগুনের কপালে আগুন,
যে ভজিবে গুণসাগরের গুণ,
সাগরজলে কি সে মরে!—
নিবেদন করি, যে নাম আমি করি,
করী কি করিবে আমারে?—
প্রাণ! গিরিতে কি যায়? সে মোর সহায়!
বাম করে সে গিরি ধরে॥ (জ)

* * *

প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রহ্লাদ।

জননীরে প্রবোধিয়ে প্রহ্লাদ বিদায়।
দূত অমনি জলদগ্নির কাছে ল'য়ে যায়॥ ১২৭
ধ'রে তুণ্ডে অগ্নিকুণ্ডে করে সমর্পণ।
সবে বলে, এইবার ত্যজিল জীবন॥ ১২৮
দুঃখে ভাসি নগরবাসী, হায় হায় বলে।
ক্রন্দন করিছে নৃপ-নন্দন সকলে॥ ১২৯
প্রহ্লাদ অতি চিন্তামতি, মুদিত করি আঁখি।
অগ্নি মধ্যে, হৃদি-পদ্মে,
দেখেন পদ্ম-আঁখি॥ ১৩০
কৃষ্ণ-ভক্তের প্রাণ রাখ্‌তে ব্রহ্মার আগমন।
করি কোলে, সেই অনলে,
করিলেন আসন॥ ১৩১
কহেন বিধি, গুণনিধি, ভক্ত রাজপুত্র!
তোর অঙ্গে অঙ্গ দিয়ে, হইলাম পবিত্র॥১৩২
ক্ষণেক পরে দেখে চরে, অগ্নি উল্টাইয়া!
আছেন বসি ঘোর তপস্বী, নয়ন মুদিয়া॥১৩৩
আগুনে কৃষ্ণের গুণে প্রহ্লাদ না মরে।
দৈত্যপতি পুন কহে, বিস্ময়-অন্তরে॥ ১৩৪
হায় হায়! কি হইল! মন্ত্রি হে! বল না!
ক্ষুদ্র এক শিশু হ'তে এ কি হে বেদনা! ১৩৫

* * *

পিতার প্রতি প্রহ্লাদের উক্তি।

প্রহ্লাদ কহেন, পিতা! কহি তব নিকটে।
ক্ষুদ্র বেদনা মানিলে পরে,
বেদনা তো ঘটে॥ ১৩৬
ক্ষুদ্র শিশু ব'লে মনে না হয় গণন।
পিতা! যে জন ভজে না কৃষ্ণ,
ক্ষুদ্র সেই জন॥ ১৩৭
না হয় আমি ক্ষুদ্র, কৃষ্ণ তো আমার ক্ষুদ্র নয়।
মহত-আশ্রয়ে পিতা! হয়েছি নির্ভয়॥ ১৩৮
ক্ষুদ্র হইয়াছি ম'জে কৃষ্ণপদ-পাশে!
কাষ্ঠ চন্দন হয় যেমন মলয় বাতাসে॥ ১৩৯
পর্ব্বত উপরে পিতা! তৃণ যদি থাকে।
ছাগলের সাধ্য কি ভক্ষণ করে তাকে? ১৪০

ক্ষুদ্র কীট থাকে যদি সমুদ্র-ভিতরে।
তৃপতির অসাধ্য তারে, বধিবার তরে॥ ১৪১
অহি ক্ষুদ্র বলি কেউ ক্ষুদ্র করি গণে?
ঐরাবত মরে, ক্ষুদ্র ফণীর দংশনে॥ ১৪২
ক্ষুদ্র-রসায়নে মহারোগ নষ্ট ঘটে।
ক্ষুদ্র কথায় দোষে পিতা!
মৈত্রভাব চটে॥ ১৪৩
ক্ষুদ্র পাষাণ শালগ্রাম, দেন মোক্ষ ফল।
ঔষধের ক্ষুদ্র বড়ী, তিনি হলাহল॥ ১৪৪
ক্ষুদ্র বৃক্ষ তুলসীর তুল্য কোন্ তরু?
ক্ষুদ্র পাঠ মহামন্ত্র কর্ণে দেন গুরু॥ ১৪৫
ক্ষুদ্র পক্ষী পড়াইলে বলে কৃষ্ণ-বাণী।
রাজহংস ময়ূরে না শুনে যে কাহিনী॥ ১৪৬
ক্ষুদ্র জাতি, গুণ থাকে, তারে বলি ধন্য॥
গুণ-হীন ভদ্র যিনি, ক্ষুদ্র মাঝে গণ্য॥ ১৪৭
যদি বল গুণ কারে বলি?—
যে জন আলাপে কৃষ্ণ গুণময়-গুণ।
গুণযুক্ত সেই জন, আর সব নির্গুণ॥ ১৪৮

* * *

সমুদ্র-জলে প্রহ্লাদ।

শত্রু-পক্ষে গুনে ব্যাখ্যে, রাজা ক্রোধে জলে।
ফেলাইতে দেন আজ্ঞা সমুদ্রের জলে॥ ১৪৯
হ'য়ে পাষাণ, কন পাষাণ বাঁধ রে গলদেশে।
হবে তোদের মৃত্যু যদি পুন এসে দেশে॥১৫০
দৈত্যপতির অনুমতি পেয়ে অনুচর।
ল'য়ে শিশু, চলে আশু, যথায় সাগর॥ ১৫১
ক'রে বন্ধন করে পদে, বাঁধে পাষাণ গলে।
প্রহ্লাদের রোদন দেখিয়া, পাষাণ গলে॥১৫২
শিশুর নয়ন-তরঙ্গ দেখে, সাগর তরঙ্গ।
ভয় পেয়ে কাঁদে, হৃদে ভাবিয়ে ত্রিভঙ্গ॥ ১৫৩

* * *

সিন্ধুভৈরবী-যৎ।

কোথা হে অনাথের জীবন।
আজি বুঝি মোর জীবন গেল।
ওহে জীবের জীবন!
জীবন-মাঝে ভক্তের জীবন রাখতে হ'ল॥
শত্রুসঙ্কটে উত্তরি, হরি! এ দাসে কৃপা বিতরি,
দেহ চরণতরি, তবে ত তরি এ সাগর সলিল—
গুণসাগর! আজি আমারে,
ডুবাও যদি সাগরে,
তবে, কলঙ্ক-সাগরে তোমার,
ভক্তের হরি! নাম ডুবিল॥ (ঝ)

* * *

বৈকুণ্ঠ পরিহরি, উৎকণ্ঠিত হইয়ে হরি,
সাগর-সলিলে অধিষ্ঠান।
সাগরেতে পরিত্রাণ, করেন ভক্তের প্রাণ,
ভক্তে ভগবান্ কৃপাবান্॥ ১৫৪
আনন্দিত যত চর, গিয়া জানায় নৃপগোচর,
বলে, প্রভু! অকণ্টক হ'ল।
যত দাসে প্রিয়ভাষে, সুখসাগরে রাজা ভাসে,
উল্লাসে শিরোপা সব দিল॥ ১৫৫
হেথায় কৃষ্ণের করুণাবলে,
পাষাণ মুক্ত হ'য়ে গেলে,
জলে হৈতে স্থলে শিশু উঠে।
বদনে বংশীবদন—গুণ গেয়ে করি রোদন,
উপনীত রাজার নিকটে॥ ১৫৬
হারাইয়ে বুদ্ধি-বলে, মন্ত্রী প্রতি রাজা বলে,
ওহে মন্ত্রি! বিপদ আমার!
হেন শক্তি কোথা পেলে?
বধিতে পাপাঙ্গ ছেলে,
অপাঙ্গে যে দেখি অন্ধকার! ১৫৭

* * *

প্রহ্লাদের বধোপায়ের ঊর্দ্ধ সংখ্যা হইয়াছে সে কেমন?—

শ্রাদ্ধের ঊর্দ্ধ সংখ্যা যেমন, বিলক্ষণ দান।
কফের চিকিৎসা-সংখ্যা, হলাহল পান॥ ১৫৮
প্রতিজ্ঞার ঊর্দ্ধ সংখ্যা প্রাণ দিতে উদ্যত।
পুরুষের ক্ষমতা-সংখ্যা ত্রিশ হ'লে গত॥ ১৫৯
নারীর সন্তান-আশা-সংখ্যা পঁচিশ বৎসর।
বরষার ভরসার সংখ্যা ভাদ্র গেলে পর॥১৬০
প্রায়শ্চিত্তের সংখ্যা যেমন, পোড়ে তুষানলে।
রাগের ঊর্দ্ধসংখ্যা দড়ি দেয় নিজ গলে॥ ১৬১

নেশার ঊর্দ্ধসংখ্যা যেমন শুণ্ডিকার মদ।
পাপের ঊর্দ্ধসংখ্যা যেমন, কল্লে ব্রহ্ম-বধ ॥ ১৬২
গালির ঊর্দ্ধসংখ্যা যেমন, মন্দ বাক্য বলে।
ফলের ঊর্দ্ধসংখ্যা, জীবের যদি মোক্ষ
ফল ফলে ॥ ১৬৩
দুঃখের ঊর্দ্ধসংখ্যা চিরদিন,মান-হীন পৃথিবীতে
উপায়ের ঊর্দ্ধসংখ্যা মোর প্রহ্লাদ বধিতে ॥

* * *

হিরণ্যকশিপু বধ।

প্রহ্লাদে ডাকিয়া দৈত্য,
কহেন বাছা! কহ সত্য,
কে তোরে সঙ্কটে করে মুক্ত?
সে কোথায় আছে রে পুত্র!
তাহার নিবাস কুত্র?
তুই কিরূপে হ'লি তার ভক্ত? ১৬৫
প্রহ্লাদ কন জনক! এ বড় সুখজনক,
সুধাইলে সুধামাখা তত্ত্ব।
আছেন কৃষ্ণ সর্ব্বঘটে, সৃষ্টি স্থিতি লয় ঘটে,—
তাঁহার ইচ্ছায় জান সত্য ॥ ১৬৬
কেহ নয় তাঁর দূরস্থ, ব্রহ্মাণ্ড তাঁর উদরস্থ,
অন্ত নাই অনন্ত তাঁর নাম।
তাঁর কৃত্য অপরূপ, জীবের জীবাত্মা-রূপ,
নিরাকার নির্গুণ গুণ-ধাম ॥ ১৬৭
ব্যাপ্ত তিনি ত্রিভুবনে, নগর পর্ব্বত বনে,
অন্তরীক্ষে কিবা জলে স্থলে।
শ্রবণে কর শ্রবণ, নয়নে কর নিরীক্ষণ,
বদনে বাণী বল তাঁরি বলে ॥ ১৬৮
শুনে রাজা রাগে মত্ত, প্রহ্লাদে সুধান তত্ত্ব,
হাতে খরশাণ খড়্গ ধরি।
দুরাত্মা! বল্ দেখি হাঁরে!
এই স্ফটিক-স্তম্ভ মাঝারে,
আছেন কি না আছেন তোর হরি? ১৬৯
প্রহ্লাদ কন বচন, আমার পদ্মলোচন,
স্তম্ভেতে অবশ্য আছেন তিনি।
ব'লে বাক্য অসংলগ্ন, শিশুর সাহস ভগ্ন,
উদ্বিগ্ন হইল অমনি ॥ ১৭০

কাতরে প্রহ্লাদ কয়, কোথা হে করুণাময়!
করুণানয়নে দাসে দেখ।
হ'লে সঙ্কট পদে পদে,স্থান দিয়াছ অভয় পদে,
এইবার বিপদে প্রাণ রাখ ॥ ১৭১

* * *

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কোথা হে নবীননীরদ-অঙ্গ!
একবার স্তম্ভে অবিলম্বে,
দেখা দিয়ে দাসের ভয় ভাঙ্গ হে ত্রিভঙ্গ!
বুঝি মরি একান্ত, ওহে কমলাকান্ত!
আজি পিতা সনে হইল প্রসঙ্গ;—
যদ্যপি বচন খণ্ডে, তবে ত জীবন দণ্ডে,
হরি! হের করুণা-অপাঙ্গ ॥
আর না সহে, দুঃখ নাশ হে,—
কোথা দনুজ-ভয়-নিবারি! দনুজবৈরঙ্গ! (এ)

* * *

স্তম্ভেতে আছেন রিপু, শুনি হিরণ্যকশিপু,
খড়্গ দিয়ে ফেলেন ছেদিয়া।
হরি হরিতে ভূভার, শ্রীনৃসিংহ অবতার,
বাহির হ'লেন স্তম্ভ দিয়া ॥ ১৭২
নররূপ অর্দ্ধশরীর, অর্দ্ধ দেহ কেশরীর,
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ভগবান্।
চরণ ধরণীতলে, শির গগনমণ্ডলে,
ভয়েতে ভুবন কম্পবান্ ॥ ১৭৩
দৈত্যপতির উপর, ব্রহ্মার আছিল বর,
মৃত্যু নাই রাত্রি-দিবা-ভাগে।
আকাশে না যাবে কায়,
না হবে মৃত্যু মৃত্তিকায়,
না যাবে জীবন অস্ত্রযোগে ॥ ১৭৪
রাখিতে ব্রহ্মার ধর্ম্ম, সায়ংকালে স্বয়ং ব্রহ্ম,
উরুদেশে রাখি দৈত্যেশ্বরে
নখেতে করি বিদীর্ণ, করিলেন ছিন্ন-ভিন্ন,
পুষ্পবৃষ্টি দেবগণ করে ॥ ১৭৫
দনুজে করি সংহার, নাড়ী সব ল'য়ে তার,
প্রভু করিলেন হার গলে।

হরিষে হরির নৃত্য, না হয় নৃত্য নিবৃত্ত,
পদ-ভরে ধরাধর টলে ॥ ১৭৬
সশঙ্কিত সুররমণী, ঘন ঘন ভীষণ ধ্বনি,
ত্রাসে গর্ভবতী গর্ভনাশে।
বুঝি হয় সৃষ্টি হরণ! কে করে রূপ সম্বরণ?
সাধ্য কে যায় নৃসিংহের পাশে? ১৭৭
যুক্তি করি সুরজ্যেষ্ঠ, প্রহ্লাদে গণিয়া শ্রেষ্ঠ,
তাঁরে গিয়ে কহেন অতি ত্রস্ত।
এ রূপ সম্বরণ জন্য, তোমা ভিন্ন নাহি অন্য,
তুমি ধন্য পুণ্যবতী-সুত ॥ ১৭৮
দেববাক্য-শ্রুতিমাত্র, শ্রীনাথের প্রিয়পাত্র,
রাজপুত্র ভক্ত-চূড়ামণি।
করিতে রূপ সম্বরণ, চরণে লইতে শরণ,
চলেন চিন্তিয়া চিন্তামণি ॥ ১৭৯
বদনে অবিশ্রাম নাম, পদে পদে করি প্রণাম,
কহেন দন্তে তৃণ, চক্ষে ধার।
ওহে করুণা-কল্পতরু! হে গোবিন্দ! কৃপাম্বুর,
জন্ম-দোষী জনক আমার ॥ ১৮০

* * *

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

চরণাম্বুজ বিতর দীনে।
নাথ! নাই গতি তোমা বিনে ॥
ওহে বিশ্বরূপ! সম্বর হে ভীতাত্ম,
হ'য়ে পিতার হিতার্থ,—
ডাকি তোমায়, কৃতার্থ কর পদ প্রদানে ॥
নর-করীন্দ্র-নাশক-রূপধারি! নরাকার্ণবহারি!
সম্বর শরীর, সঘনে কাঁপে সুরাসুর,
শঙ্কিত সবে রূপ দরশনে ॥ (ট)

প্রহ্লাদ চরিত্র সমাপ্ত।

কমলে কামিনী।

উদ্দেশে শ্রীমন্তের সিংহল-যাত্রা।

সুজনগণের শ্রাব্য, শ্রীকবিকঙ্কণ কাব্য,
কমলে কামিনী দেখে জলে।
গিয়া সিংহল নগর, ধনপতি সদাগর,
বন্দী শালবান্-বন্দিশালে ॥ ১
শ্রীমন্ত তার পুত্র দেশে,
নিজ জননীর আদেশে,
পাঠশালে লিখনে নিযুক্ত।
দৈবে এক দিন বাক্যদ্বারে,
শিক্ষাগুরু দেন তারে,
গুরু দণ্ড হ'য়ে রাগযুক্ত ॥ ২
থাকিস্ কিসের পৌরুষে?
জন্মিলি কার ঔরসে?
তোর পিতা বিদেশে আছে বন্ধ।
যা রে যা রে জার-জাতক!
তোর জননী ঘোর পাতক,
ঘটিয়েছিল ঘোর বনে নিঃসন্ধ ॥ ৩
কেউ কহে ত অজানিত, অজা ল'য়ে বনে যেত*
অযশ ক'রেছে অজ রেখে।
কিজন্যে হবে না গোল? ছাগল করে আগল,
একাকিনী রমণী বনে থাকে। ৪
আমরা সব শুনেছি রে!
ওরে ছি রে! ছি রে! ছি রে!
তোর বাপের তরী, পাপের ভরায় ডুবে।
কথা শুনি গুরুর মুখে, শ্রীমন্ত শ্রীহীন দুখে,
ধিক্ দিয়ে অন্তরে শিশু ভাবে ॥ ৫
এ কথা পাছে অন্যে শুনে,
ব'লে পিতার অন্বেষণে,
যাইতে উদ্যত হৈল শিশু।
মৃতকল্প অভিমানে, জননীর বিদ্যমানে,
বিদায় হইতে গেল আশু ॥ ৬

---

* অজা ল'য়ে ইত্যাদি—সপত্নী লুল্লনার আদেশে খুল্লনাকে ছাগল চরাইতে হইত।

যাব গো মা ! সিংহলে, উভয়ের মঙ্গলে,
অভয়ে যদ্যপি দেন দিন !
জনম আমার তবে, এ বাসে বাস হবে,
নতুবা হয়েছি উদাসীন ॥ ৭
নন্দনের বাক্যে ধনী, অমনি ক্রন্দনের ধ্বনি,
না পারে নয়নবারি নিবারিতে।
কি শুনালি শ্রীমন্ত রে ! বলিয়ে অমনি পড়ে,
ধরাতলে বণিকবনিতে ॥ ৮

* * *

অহং—একতালা।

বাছা ! হও রে ক্ষান্ত।
মারে বধিলে, কে বাদ সাধিলে,
তোরে কে দিলে, এ মন্ত্র রে শ্রীমন্ত !
কে তোরে কি বাছা ! বলে দ্বেষ করি,
দেশে দ্বেষ করি, হবি দেশান্তরী,
ওরে আমার অশান্ত,—
তোরে প্রাঙ্গণের প্রান্তভাগে রেখে,
আমি নিবারিতে নারির প্রাণ ত ॥
ওরে ! সিংহলে যে যায়, সিংহ ব্যাঘ্র প্রায়,
পথে ঘটায় প্রাণান্ত ;—
সাধ্য হবে মা সাধুর অন্বেষণ,
(সাধের সুত !) কেবল হবি রে নিধন,
(সাধে সাধে একান্ত) আমার সতিনীর,
সাধ পূরাবি রে নিতান্ত ॥ (ক)

* * *

শ্রীমন্ত কন জননি ! জ্ঞানবন্ত-মুখে শুনি,
পুত্র প্রতি আছে দৈববাণী।
পিতা ধর্ম্ম পিতা স্বর্গ, পিতৃ-তৃপ্তে দেববর্গ,
সবে তৃপ্ত হন, গো জননি ! ॥ ৯
করিবারে ধর্ম্ম রক্ষে, বাকল পরিয়া কক্ষে,
পিতৃ-বাক্যে রাম বনচারী।
হরি গিয়া বৃন্দাবন, নন্দন হইয়ে রন,
নন্দ-গোপের বাধা মাথায় করি ॥ ১০
পিতৃকুল-উদ্ধার লাগি, ভগীরথ গৃহত্যাগী,
পঞ্চম বৎসরে যায় বনে।
বন্দিশালে পিতা আমার, সন্তান হইয়ে তাঁর,—
সন্ধান লব না—ধিক্ জীবনে। ॥ ১১

খুল্লনা কয়, ওরে অশান্ত !
করো না মোর সর্ব্বস্বান্ত,
সে কথায় শ্রীমন্ত ক্ষান্ত নহে।
বিরসে বদন ভারি, নাহি খায় অন্ন-বারি,
চক্ষে অনিবারি বারি বহে ॥ ১২
পুত্র দেখি অনিবার্য্য, আচার্য্য আনিয়ে ধার্য্য,
শুভদিন করিয়া সুন্দরী।
সাধুর প্রত্যয়ের তরে, দিলেন পুত্রের করে,
জাতপত্র * সোণার অঙ্গুরী ॥ ১৩
পড়িয়া বিষম অকূলে, সাধুভার্য্যা শোকানলে,
নদীকূলে পূজিয়া চণ্ডীকে।
বিপত্তে করতে উপায়, সন্তানে শঙ্করীর পায়—
সঁপিলেন স-বর্ণেতে ডেকে ॥ ১৪
ওমা ! সুরধুনি সঙ্কটে তব সরোজপদ স্মরে।
সুরে দিলে শরণ, শুম্ভ সংহারি সমরে ॥ ১৫
হ'য়ে শ্যামা শবাসনা, সুখে সুধাপান-শালিনী।
শোণিত-সাগরে মগ্না, সঙ্গেতে সঙ্গিনী ॥ ১৬
ল'য়ে সীতে-জন্য, সিন্ধুকূলে সঙ্কটে শরণ।
শরতে সরোজপদ সাধেন সনাতন ॥ ১৭
সেথা, সিংহোপরে ষোড়শী,
শোভা স্বর্ণসরোজিনী।
শূল-শক্তি-শরাসন-সর্পাদি-ধারিণী ॥ ১৮
শ্বেতবর্ণ সরস্বতী সঙ্গে শোভা করে।
ষড়ানন সন্তান স্ববামে শিখিপরে ॥ ১৯
সুরেন্দ্র-সেবিত শিশু স্বদক্ষিণে রন।
তদূর্দ্ধে সাগরসুতা, করি সরোজাসন ॥ ২০
তুমি শরণাগত-সুজন-শঙ্কা-সংহারিণী।
শমন-সদন-সন্দর্শন-নিবারিণী ॥ ২১
দেখ, স্বল্পবুদ্ধি শিশুর আমার সিংহলে সাজন।
সঙ্কটে শঙ্করি ! তোমার লয়েছি শরণ ॥ ২২
যেন, না হাসে সতিনী শত্রু, সদা শিয়রেতে।
হে শিবে ! সঙ্কটে রেখো দুঃখিনীর সুতে ॥ ২৩

* * *

সুরট—কাওয়ালী।

সঁপিলাম তনয়, পেয়ে ভয়, তথাভয়,—
পদদ্বয়তলে ও মা কালকান্তে !

* জাতপত্র—জন্মপত্রিকা।

রণে বনে কি জীবনে, শত্রু সনে হুতাশনে,
রেখ মা! আমার শ্রীমন্তে॥
আমার বালক অবাধ্য এ যে,
সাজে অসাধ্য কাজে,
করে না, মা! জীবনের চিন্তে ;—
দাসীতে আকাশ গণে, করুণা প্রকাশ বিনে,
বিপদ ঘটিবে,—পারি জানতে॥
কে রাখিবে আর, শ্রীমন্তে আমার,—
যদি না রাখ গো তারিণি! বিপদে পদপ্রান্তে।
আমার কি হবে ভাগ্যে, দুঃখহারিণি দুর্গে!
মৃতসমা হয়েছি জীয়ন্তে,—
হেও হেমবর্ণা! মোরে, ভব প্রসন্না ঘোরে,—
ভয়ে পদ ধ'রেছি একান্তে!
দেহ পদ যায়, তার বিপদ যায়,
ঘটে আপদের আপদ,
বেদ-পুরাণে পাই শুনতে॥ (খ)

* * *

ত্বরায় তরণীমধ্যে করি আরোহণ।
সাধু অন্বেষণে যায় সাধুর নন্দন॥ ২৪
বাহিয়া কাণ্ডারিগণ, তরী ল'য়ে যায়।
সারি সারি বসিয়ে, সুখেতে সারি গায় *॥ ২৫
সরস্বতী যমুনা কাবেরী গোদাবরী।
ক্রমেতে বাহিয়া যায় বহু নদীবারি॥ ২৬
নানা তীর্থ দেখিলেন সাধুর তনয়।
ক্রমে তরী উদয় হইল কালীদয়॥ ২৭

* * *

শ্রীমন্তের কমলে কামিনী দর্শন।

দৈবের নির্ব্বন্ধে সাধু গিয়া সেই স্থলে।
অপরূপ রমণী দেখিল সেই জলে॥ ২৮
কমল-কানন মধ্যে কোটিচন্দ্রাননী।
করে করি কুঞ্জর গিলিছে সেই ধনী॥ ২৯
উগারিয়া পুন গিলে, মত্ত করিবরে।
সাধ্য কি পলাবে করী বদ্ধ বামকরে॥ ৩০

হস্তে করি হস্তী গিলে, এ কি চমৎকার।
শ্রীমন্ত কহেন, ওহে হের কর্ণধার!॥ ৩১

* * *

সুরট—কাওয়ালী।

কে রে কার রমণী শতদলে!
কর্ণধার! করি কি অপরূপ দরশন!—
করীন্দ্র করে ধরি উগারে করে ভোজন,
ধন্যা ধনী ভূতলে॥
তরুণার্ক-বিনিন্দিত চরণ-যুগ্মতলে;
উজ্জ্বল জল মাঝে জ্বলে।
কামিনী-বর্ণ হেরি তাপিত স্বর্ণ-গিরি,—
চঞ্চলা তাপে ঘনে চলে॥
হেরে বদনচন্দ্র, অধোবদন চন্দ্র,
তাপে মলিন হয়েছে গগনমণ্ডলে॥ (গ)

* * *

শালিবাহন রাজসভায় শ্রীমন্ত।

অপরূপ দেখি রূপ, সাধু যত কয়।
অন্য যত সঙ্গী সব, দেখে শূন্যময়॥ ৩২
সাধুর উদয়ানন্দ কত হৃৎকমলে।
জানাইতে রাজায় যায়, অতি কুতূহলে॥ ৩৩
ত্বরা করি যত তরী বদ্ধ করি ঘাটে।
তরণী হইতে শীঘ্র ধরণীতে উঠে॥ ৩৪
রাজার নিকটে গিয়া কহে সমাচার।
আশু ধেয়ে আসুন, দেখিতে চমৎকার॥ ৩৫
কালীদহে কমলে কামিনী উপবিষ্ট।
উপমা নাই কোনরূপে, রূপের গরিষ্ঠ॥ ৩৬
অনঙ্গ হইতে অঙ্গ কোটিগুণ শ্রেষ্ঠ।
কটি দেখে কেশরী, পলায় পেয়ে কষ্ট॥ ৩৭
বিম্বফল বিফল মানিল হেরে ওষ্ঠ।
নয়নে ক'রেছে ধনী মৃগমদ নষ্ট॥ ৩৮
কাল ফণী হ'তে বেণী গৌরববিশিষ্ট।
বদনচাঁদের কাছে চাঁদ অপকৃষ্ট॥ ৩৯
করে ধরি করিবরে গ্রাসে হ'য়ে হৃষ্ট।
এ কি অপরূপ রূপ স্বপনের অদৃষ্ট॥ ৪০
করিবর-ধারিণীকে করিবারে দৃষ্ট।
চল মহাশয়! আর কেন কর্ম্মে তিষ্ঠ? ৪১
অবিলম্বে বচন মানিয়া মোর মিষ্ট।

* সারি গায়—দাঁড়ীরা নৌকা বাহিবার সময়ে সমস্বরে সারি গান গাইত। এখনও স্থানে স্থানে এ প্রথা প্রচলিত আছে।

পূর্ণচন্দ্রমুখী হেরি, পূর্ণ কর ইষ্ট। ৪২
ভজনের সার্থক যার, থাকে ভক্তিচিহ্ন।
ভোজনের সার্থক, যদ্যপি হয় জীর্ণ। ৪৩
গৃহধর্ম্ম সার্থক; না থাকে যার দৈন্য।
জীবনের সার্থক, যাহার রটে ধন্য। ৪৪
শরীরের সার্থক, যে থাকে ব্যাধিশূন্য।
জনমের সার্থক, যাহার দেহে পুণ্য। ৪৫
ব্যবসার সার্থক হয়, উত্তম উৎপন্ন। *
বিদ্যার সার্থক প্রতি সভায় প্রতিপন্ন। ৪৬
ধনের সার্থক, করে দীনেরে অদৈন্য।
জ্ঞানীর সার্থক, ধরে আপনারে অগণ্য। ৪৭
মহারাজ! তব নয়নের সার্থক জন্য।
হইল সে কামিনী কমলে অবতীর্ণ। ৪৮

* * *

খাম্বাজ—একতালা।

কে রমণী শতদলে!
দেখে এলেম অপরূপ রাজন্!
আহা কি রূপসী, বয়সে ষোড়শী,
সরসী-জলে উজলে।
পদনখ হেরি চাঁদ জ্ঞান করি,
চরণে ধাইছে চকোর চকোরী,
জ্ঞান করি, ওহে মহারাজ!
বামা—লক্ষ্মী কি শঙ্করী,
করে করি করী গিলে। (ঘ)

* * *

কমলে কামিনীর কথায় রাজার অবিশ্বাস।

শুনে অপরূপ কহিতেছে ভূপ,
চেয়ে সভাগণ-পানে।
শুন হে! কেমনে? নাহি লয় মনে,
সাধুসুত যা বাখানে। ৪৯
ব'সে জলজে, গজ গিলে যে,
রমণী এমনি কোথা?
কথা শুনে শ্রবণে, জ্ঞানী কি মানে,
মানুষের দুটো মাথা। ৫০

* উৎপন্ন—অর্থাৎ লাভ

কথা শুনিতে কি আছে, মালতীর গাছে
ধ'রেছে ধুতুরা ফুল!
শুনেছ কোথায়, —কভু শোতা পায়,
জিহ্বায় উঠেছে চুল! ৫১
শুনিতে দুষ্য, পাষাণে শস্য,
নিশিতে কমল ফুটে।
নাহি যথা বারি, বহিতেছে তরী,
মাটিতে ফেলিয়ে ব'টে। ৫২
কথা শুনে অযোগ্য, মানে কি বিজ্ঞ?
ছাগলের পেটে ঘোড়া!
খায় ভেকেতে নাগে, কথা কি লাগে;
ছাগে দেয় বাঘে তাড়া! ৫৩
কথা কি মান্য? রোপিয়ে ধান্য,
জনময়ে আলু ফল!
হয় সম্ভব কিরূপ, তৈলের স্বরূপ,
আগুনেতে জলে জল! ৫৪
নারিকেল গাছে, মহিষ উঠেছে!
গোপাল গগনোপরি!
তেমনি অসম্ভব, করি অনুভব,
কামিনী গিলিছে করী! ৫৫

* * *

কমলে কামিনী দেখিতে রাজার যাত্রা

সাধুর তনয়, করিয়ে বিনয়,
কহিতেছে বার বার।
কেন হে বিস্ময়, ভাব মহাশয়!
হাতে পাঁজি কুজবার! ৫৬
শুনিয়া রাজন, করিয়া সাজন,
ল'য়ে সভাজন চলে।
গিয়া কালীদয়, হ'লেন উদয়,
হেরিতে নারী কমলে। ৫৭
না হেরে সে রূপ, কোপানলে ভূপ,
দহের নিকটে দহে।
ব'লে দুর্জ্জন, করে গর্জ্জন,
শ্রীমন্তের প্রতি কহে। ৫৮

* * *

শ্রীমন্তের প্রতি প্রাণ-দণ্ডাদেশ।

নদীকূলে শ্রীমন্ত-বদনে বাণী হত।
তুষ্কর দেখিয়া ভাবে তস্করের মত॥ ৫৯
রাগেতে কপালে চক্ষু, ভূপালের উঠে।
শীঘ্র করি কোটালে, ডাকিল সন্নিকটে॥৬০
কহিছেন এই মিথ্যাবাদী দুরাচার।
বন্দী রাখা নহে, ইহার কর প্রতিকার॥ ৬১
এক্ষণে লইয়া যাহ দক্ষিণ মশানে।
এ পাষণ্ডে এই দণ্ডে দণ্ড কর প্রাণে॥৬২
আজ্ঞা পেয়ে কোটাল কুপিয়ে বাঁধে করে।
দক্ষিণ মশানে ল'য়ে সত্বরে উত্তরে॥ ৬৩
প্রাণদণ্ড করিতে উদ্যত কোটালিয়া!
ক্ষণেক করেন ক্ষান্ত কিছু অর্থ দিয়া॥ ৬৪

* * *

শ্রীমন্তের কালীস্তব।

করিয়া কালীর স্তব ককারে বর্ণন।
সাধপূরণ হেতু ডাকে সাধুর নন্দন॥ ৬৫
তুমি, কালবারিণী, কাল হর মা! কাল পরে।
কুলকুণ্ডলিনী-রূপে, কমলে বাস কলেবরে॥৬৬
তুমি, কালাকালে কলুষ কায় কর মুক্ত'
কালকরে।
কৃতার্থ কারণে, কালি! কাল তৎকামনা করে॥
তুমি, কৌমারী কামারি-কামিনী কামাদি-
প্রদায়িনী নরে।
কৈবল্যকর্ত্রী কুলদাত্রী মা! কাশীশ্বরে॥ ৬৮
দেখি, কি ক্ষণে কালি! কালীদহে,
কামিনী গিলে করিবরে।
কাল হ'য়ে কুপিয়ে, ভূপতি করে বন্ধন
করে করে॥ ৬৯
কি করি! কুজন কপটে কষ্টে মা! কুমার মরে।
কাতরোঽহং কালকান্তে! কুরু করুণা কিঙ্করে॥
করিতে করুণা, কব ক্রন্দন করিয়া কারে।
কালী বৈ ঘুচাতে কালি,
কারে ডাকি মা! কারাগারে॥ ৭১

* * *

আলিয়া—কাওয়ালী।

কোথা গো জননি! জগদম্বে!
ত্রাণ কর মা! কি কর, শালবানের কিঙ্কর,
কর বেঁধেছে, বধিবে প্রাণ অবিলম্বে॥
দেখ মা। দোষ বিনে নাশে,
আমি পিতার উদ্দেশে,
দেশত্যাগী হ'য়ে এসে,
রাজদ্বেষে মরি বিদেশে বিড়ম্বে।
নিজ দাস-ত্রাস নাশ, একবার আশু যদি এস,
ওমা আশুতোষরমণি! এ আড়ম্বে॥
কে রক্ষা করে, ঘোর বিপক্ষপুরে,
(ও মা!) সপক্ষহীন হেরি সমুদায়;—
সঙ্গে এসেছিল যারা, তারা দেশে গেল তারা!
একাকী পড়েছি বন্ধন দশায়;—
আমি নৈরাশ হয়েছি জীবন আশায়;—
এখন কে তারে মা! মোরে,
প'ড়ে বিপদ-সাগরে,
আছি তারা! তোমার শ্রীচরণ-অবলম্বে॥ (৬)

* * *

ভগবতীর সিংহল-যাত্রা।

কাঁদে বলি "তারা তারা," তারা ব'য়ে পড়ে ধারা
কৈলাসে আছেন তারা, আসন টলিল।
পদ্মারে ডাকি শঙ্করী, সুধাইছেন শীঘ্র করি,
বিপদে কোন্ ভক্ত পড়ি,
আজি আমায় ডাকিল? ৭২
শুনে পদ্মা কন বাণী, নিবেদন শুন ভবানি!
হ'য়ে ভবের ভাবনা, ভ্রান্ত কেন চিতে?
বিদেশে পড়ে বিপাকে, মা বলিয়ে মা!
তোমাকে,
শ্রীমন্ত মশানে ডাকে, হেমন্ত-দুহিতে॥ ৭৩
ভক্তের দুখে হ'য়ে দুখী, রাগে হয়ে রক্তআঁখি,
সাজিলেন বিশালাক্ষী, সমর-সজ্জায়।
ঘন সিংহনাদ করি, আরোহণ সিংহোপরি,
চলেন সিংহল-পুরী শ্রীমন্ত: যথায়॥ ৭৪

* * *

নারদ সহ ভগবতীর সাক্ষাৎকার।

মহাক্রোধে মহাবিদ্যে, যান দেবী পথিমধ্যে,
শ্রবণ কর ইতিমধ্যে, নারদের বার্ত্তা।
স্বর্গে মন্দাকিনী-জলে, স্নান করি কুতূহলে,
আনন্দে গোবিন্দ ব'লে, করিছেন যাত্রা। ৭৫
বিষয় প্রতি অপ্রীতি, জন্মাইতে মনপ্রীতি,
প্রতিক্ষণ করি স্তুতি, বুঝান তপোধন।
হয়েছে কাল কলি ঘোর,
জীব সব কলুষে ভোর,
তরিতে ভবসাগর কারো নাই সাধন। ৭৬
ত্যজ্য ক'রে সুধাখণ্ড,কিনে আনিছে বিষভাণ্ড;
পুণ্যহীন ব্রহ্মাণ্ড, নাস্তি উপাসনা।
থাকিতে স্বর্ণ-আভরণ, পিতল প'রে শীতল মন,
শমন করিবে দমন, সে মন রাখে না।৭৭
হীরে পানে চান না ফিরে,
যতন ক'রে বাঁধে জীরে,
থাকি সুরধুনী-তীরে, স্নান করেন কূপে।
জনকে বধিতে যুক্তি, জননীরে কটু উক্তি,
শালা আর শালীকে ভক্তি, সম্পূর্ণরূপে।
জীবে মতি ঘটায় বিঘ্ন, সাধুবাক্য না হয় লগ্ন,
ক'রে সরোজ পিরীত ভগ্ন, মুগ্ধ হয় শিমূলে।
ওরে আমার মন মত্ত ! জীবের যেমন নীতিবর্ত্ত,
তুমি পাছে তাতেই বর্ত্ত, তত্ত্ব-কথা ভুলে। ৭৯

* * *

টৌরী—কাওয়ালী।

হরিপদ-পঙ্কজে মজ।
মন ভৃঙ্গ রে ! বিষয়-কিংশুকে,বিহর কি সুখে !
সুখ-সরোবরে সাজ।
বিষয়-বিষ ত্যজি বিশাল.কাল সামাল,
কি কর কাল-মতে কাল গেল গেল,
নিকট চরম কাল, আর কেন কর কালব্যাজ।
ওরে মূঢ়মতি ! ত্যজ যত অসার পসার,
যদি সুসার বাসনা কর, কর সারাৎসার,—
সেই ব্রজরাজে জন্মাবধি কর, মম ধন মম গৃহ,
অন্তে নীলদেহ-চরণে না মন দেহ,
ধিক্ দাশরথি ! দেহ ধরিয়ে কি করলে
কাজ ? (চ)

চলেন নারদ মুনি, মুনি-মধ্যে শিরোমণি,
চিন্তা করি চিন্তামণি হৃদয়-সরোজে।
দেখিছেন বিদ্যমান, ক্রোধ করি অপ্রমাণ,
অমর-নন্দিনী যান সমরের সাজে। ৮০
পেয়ে, পরমার্থ পথমাঝে, আপনারে ধন্য বুঝে,
পার্ব্বতীর পদাম্বুজে করিয়া প্রণতি।
বল্লেন মুনি হাস্য করি,
এ কি গো মা বিশ্বোদরি !
কার উপরে উম্মা করি এরূপ সম্প্রতি ?৮১
একি যুক্তি অপ্রমাণ, বল মা কে বলবান,
কার পরে হানিবে বাণ, নির্ব্বাণ-দায়িনি !
করিয়াছ শঙ্কা কারে, বধিবারে মক্ষিকাবে,
ব্রহ্ম-অস্ত্র কেন করে ? ব্রহ্ম সনাতনি। ৮২
বিরিঞ্চি আদি কেশব, প্রসব করেছে সব,
শঙ্কর হইয়ে পদে পড়েছেন জানি।
যিনি জয়ী কন্দর্প, তিনি তব কন দর্প,
অমরের অপ্রাপ্য ধন, তুমি তারিণি ।৮৩
কার সঙ্গে রণ দিবে, উন্মাদিনী হ'য়ে কিবে,
কি স্বপন দেখিয়া শিবে ! এ পণ কর মা।
বট মা ! পাগলের ভার্য্যে,
মেলে কেন হেন কার্য্যে,
সাজিয়ে বসাবে রাজ্যে, শিব-রমণী শ্যামা ।৮৪

* * *

সুরট—কাওয়ালী।

তারিণি ! করি-অরি করি আরোহণ।
মা ! কোথায় করেছ গমন ?
করি রণ কার প্রাণ, করিবে হরণ ?
ভবে, প্রাধান্য আছে আর অন্য কার ?
ওগো হিরণ্যবরণি ! হররমা !
সমরে সাজিবে কার সনে মা !
কেন, পতঙ্গ-পতন-হেতু রণ-বেশ ধরেছ মা।
বিবিধ আয়ুধ করে করেছ ধারণ।
শুন মা শক্তিধরা ! জীবের শক্তিহরা !
যুঝিবে শক্তিরূপিণী তব সনে,
কে শক্তি ধরে এ তিন ভুবনে ?
সৃষ্টি লয় হয় তব কটাক্ষেতে,—গো বিশ্বময়ি,
হয়েছে কি নিজগুণ আপনি বিস্মরণ ? (ছ)

* * *

যত্নে কন তপোধন, জননী সাক্ষাতে।
লজ্জিতা অপরাজিতা মুনির বাক্যেতে॥ ৮৫
অমনি সে রূপ পরিহরি নাহি ধরি অস্ত্র।
হন পরাৎপরা অশীতিপরা পরা জীর্ণ বস্ত্র॥৮৬
মহাবিদ্যা অতি বৃদ্ধা, ব্রাহ্মণীরূপিণী।
দিনে দিনে মলিনে ক্ষীণে, দীনের জননী॥৮৭
শুভ্রকেশা দীর্ঘনাসা গায়ে গলিত মাংস।
নাই কেশেতে দন্তে, বয়সে অন্ত,
অন্তরে ক্রোধাংশ॥ ৮৮
সর্ব্বনাশা শর্ব্বাণী নয়নে খর্ব্ব দৃষ্টি।
বামকক্ষে চুপড়ি, দক্ষিণ করে যষ্টি॥ ৮৯
শ্রীমন্তেরে করিবারে, কল্যাণী কল্যাণ।
যত্নে জগদম্বা, দূর্ব্বা ধান্য লয়ে ধা'ন॥ ৯০

* * *

দক্ষিণ মশানে ভগবতী।

সিংহলেতে উত্তরেন শঙ্করী সহরে।
শ্মশানবাসিনী যান মশান-ভিতরে॥ ৯১
নয়নে হেরিয়া, সাধুনন্দনে বন্ধন।
ক্রন্দন করিয়া দেবী, কোটালেরে কন॥ ৯২
শুন রে কোটাল বাছা! করি রে কল্যাণ।
দুর্ভাগিনী দ্বিজের রমণীর রাখ মান॥ ৯৩
শুন যদি আমার দুঃখের পরিচয়।
হবে দয়া পাষাণ হৃদয় যদি হয়॥ ৯৪
বিধিমতে বিড়ম্বনা করিয়াছে বিধি।
পিতা মোর অচল-দেহ, নাস্তি গতিবিধি॥ ৯৫
শিশুকালে সমুদ্রে ডুবিয়া ম'লো ভাই।
দুঃখের সমুদ্রে সদা ভাসিয়া বেড়াই॥ ৯৬
কোথা রই মাতৃকুলে নাহিক মাতুল।
সবেমাত্র স্বামী একটা সে হইল বাতুল॥ ৯৭
মানের অভিমান রাখে না প্রাণের ভয় নাই।
বিষ খায়, শ্মশানে বসে, গায়ে মাখে ছাই॥৯৮
দূরে থাকুক অন্ন স্বাধ, অন্নাভাবে মরি।
কখন বা বস্ত্রাভাবে হই দিগম্বরী॥ ৯৯
সামান্য ধন শঙ্খ একটা না পরিলাম হাতে।
স্বামীর এই ত দশা, আবার সতীন তাতে॥১০০
সে পাগল দেখিয়া, পতির শিরে গিয়া চড়ে।
তরঙ্গ দেখিয়া তার, রৈতে নারি ঘরে॥ ১০১
উদরান্ন জন্য গিয়ে পরাশ্রিত হই।
জগতে কেউ স্থান দেয় না তিন দিন বই॥১০২
পতির কপালে আগুন কি সুখ ভারতে।
সবে একটা সন্তান, শনির দৃষ্টি তাতে॥ ১০৩
ক'রো না রে কোটাল! আমার শ্রীমন্তেরে দণ্ড
আছে রে ব্রহ্মাণ্ডে আমার ঐ ভিক্ষের ভাণ্ড॥

* * *

ভৈরবী—আড়া।

বধো না বধো না ওরে কোটাল!
দুঃখিনী নন্দনে।
আমি এসেছি রে!
আমার প্রাণের ছিরের বিপদ শুনে॥
কি হবে দুঃখিনীর গতি,
আর আমার নাহি সন্ততি,
সবে ধন শ্রীমন্ত নাতি,
ঐ আমার আছে ভুবনে॥ (ক)

* * *

এইরূপ কহেন শক্তি, কোটাল করে কটু উক্তি,
চণ্ডীরে দণ্ডিতে যায় ক্রোধে।
হ্যাঁরে বেটী হতভাগি! তুই হেথা কিসের লাগি
অপমৃত্যু কেন সাধে সাধে? ১০৫
শুনিয়ে ক্রোধে বগলে, ধরি কোটালের গলে,
করে মুণ্ড করিছেন খণ্ড।
সঘনে কম্পে অধর, নখেতে চিরি উদর,
কারু বা করেন প্রাণদণ্ড॥ ১০৬
কারো ফেলেন কর কাটি,
কারু ভাঙ্গেন দন্ত দু-পাটি,
কারু দেন চক্ষু উপাড়িয়া।
কুপিত কোটাল-সৈন্য, এক পড়ে ধায় অন্য,
দেবী-পৃষ্ঠে আঘাত করে গিয়া॥১০৭
করিল বেটী খুন দাখিল,—
ব'লে পৃষ্ঠে মারে কীল,
পর্ব্বতে বরিষে যেন তৃণ।
আপনারি ভাঙ্গে মুষ্টি, কোটাল করিছে দৃষ্টি,
ত্রাহি ত্রাহি বলে ঘন ঘন॥ ১০৮
কেঁদে বলে পরস্পর, সঙ্কট কি এর পর?
এত বল প্রাচীনা বয়সে।

কি ক'র্লে রে বুড়ো মাগী!
এর কাছে প্রাণ ভিক্ষা মাগি,
নতুবা বধিবে অনায়াসে। ১০৯
সকলকে ক'র্লে বি-রক্ত,
বেটীর এমন হাড় শক্ত,
হায় হায় এ কি সর্ব্বনাশ!
এ বেটী সামান্য নয়, মারতে গেলে ম'রতে হয়,
দায়ে * যেমন কুমড়ার বিনাশ। ১১০
কি বিদ্যা জানে রে মাগী!
এ মাগীর অঙ্গে লাগি,
লোহার গদা চূর্ণ হয়ে পড়ে।
দ্বন্দ্ব ক'রলে একা বুড়ী, ইন্দ্র চন্দ্র চৌদ্দবুড়ি,
বুঝি ইহার কটাক্ষেতে মরে। ১১১
নাই নয়নে দৃষ্টি হাতে নড়ি,
শুকায়ে গায়ের চর্ম্ম দড়ি,
এলো, আর ক'রলে এলোমেলো।
স্থির ক'রতে নারি যুক্তি, এই বয়সে এই শক্তি,
এ বুড়ী, ভাই! যৌবনে কিবা ছিলো। ১১২
বুড়ীকে করিয়া শান্তা, দেখ পলাবার পন্থা,
ভেকের কি সাধ্য ধরে ফণী?
হবে না জীবন-রক্ষে,
নিতান্ত শালবান্-পক্ষে,—
শাল হবে, এ বিশালনয়নী। ১১৩

* * *

খুরট কাওয়ালি।

মরি মরি হ'ল রে কি বাণ্ড!
সামান্য জেনে, আগে না চিনে,
এখন বাঁচিনে, প্রাচীনে মাগী করে প্রাণদণ্ড।
আগে ধ'রে সামান্য, এরে ক'রে অমান্য,
প্রাণে মরি পরিশ্রম পণ্ড।
না ধরে অস্ত্র, অপরূপ সমস্ত,
ধনী কেশে ধরি করে খণ্ড।
হ'য়ে রণজয়, আবার কেঁদে কয়,
আমার প্রাণাধিক শ্রীমন্তেরে,
ব'ধ না পাষণ্ড। (ঝ)

কমলে কামিনী সমাপ্ত।

* দায়ে—দাত্র অর্থাৎ কাটারি দ্বারা।

বামন-ভিক্ষা।

(১)

নারদের ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ।

অদিতির গর্ভে জন্ম, ল'য়ে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম,
ভূমিষ্ঠ বামন রূপ ধরি।
পুরন্দর-পুরবাসিনী, দেখিতে এলেন উল্লাসিনী,
দেব নারায়ণে দেবনারী। ১
কহিছে যত রমণী, একি গো নীলকান্ত মণি!
কান্ত সহ কি পুণ্য করেছ? ২
না জানি কি পুণ্য-ফলে,একি অপরূপ ছেলে!
চাঁদকে ফাঁদ পেতে ধরেছ।
দেবগণ আনন্দ-মনে, একত্রে আসি গগনে,
সঘনে করেন জয়ধ্বনি।
কশ্যপে দিয়ে ধন্যবাদ,আসিয়ে করেন আশীর্ব্বাদ.
পরম যতনে পদ্মযোনি। ৩
কহিছেন দিক্‌পাল, আমাদের কি কপাল,—
ধন্য করিলেন আজি ধাতা।
সকলের আনন্দ মন, কুবের শমন হুতাশন,
গমন বামন দেব যথা। ৪
জন্য লোক-ব্যবহার, তালপত্র মস্যাধার,
কশ্যপ রাখিল সূতিকা-ঘরে।
যথায় দেব নারায়ণ, বিধাতার আগমন,
ষষ্ঠদিবসের সন্ধ্যা-পরে। ৫
বিধি অতি প্রেমামোদে, বিধির বিধির পদে,
বিধিমতে করিয়ে প্রণতি।
বিনয়ে কহেন বিধি, বল প্রভু! করি বিধি,
বিধিকে বিধি দাও হে গোলোকপতি! ৬
আমারে করেছ ধাতা, পুরূরবা মান্ধাতা,
ভূপতি আদির কপালে লিখেছি!
আজি শক্ত দায়, হে ভক্ত-সখা,
গোপালের কপালে লেখা,
অদ্য লেখায় বিপদে পড়েছি। ৭
কিন্তু বিধিকে দিয়েছ অধিকার,
কর্ত্তে হবে অঙ্গীকার,
কর্ম্ম ফলাফল লিখিতে পারি।

বাঁধিয়ে বলি ভক্তেরে,
অর্দ্ধাংশ ভোগিবার তরে,
বলির দ্বারেতে হবে দ্বারী ॥ ৮
আরও একটী আশ্চর্য্য ভোগ তোমার আছে,—
* * *

আলিয়া—একতালা।
এই যাতনা আছে তোমার!
যারে ঘৃণা করে সবে
স্থান-হীন ভবে, দিয়ে স্থান নিজ চরণ-পল্লবে,
সেই নারকী জীবে, নরকার্ণবে,
করিতে হবে হে নিস্তার ॥
পেতে চরণ তরি তেজিয়ে অলসে,
ও হে দীননাথ! রজনী-দিবসে,
পাতকীর বশে,
ভবের ঘাটে ব'সে,
থাক্‌তে হবে অনিবার ॥ (ক)
* * *

ষড়্‌দর্শনে যার না হয় দরশন।
ষড়ানন-পিতা করেন যৎপদ স্মরণ ॥ ৯
ষড়দিনে বিধি তাঁরে দরশন করি।
শ্রীহরির আজ্ঞা ল'য়ে করেন শ্রীহরি ॥ ১০
দেবগণে গণে দিন আনন্দ-হৃদয়।
যজ্ঞোপবীতের যোগ্য কালক্রমে হয় ॥ ১১
যোত্রহীন কশ্যপ অতি ভাবিতেছেন চিতে।
যোগেযাগে যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞসূত্র দিতে ॥ ১২
নারদে ডাকিয়ে কন, অতি সাবধান।
যে মত বিত্ত বিধান, তেমতি বিধান ॥ ১৩
সাধ আছে, ভাই! সাধ্য নাই ধনহীন ভবে।
সকলে সংবাদ দেওয়া কিরূপে সম্ভবে? ১৪
কোন মতে পোড়াইয়ে যৎকিঞ্চিৎ ঘৃত।
বামনটীকে বামুন করা
বাঞ্ছা করেছে চিত ॥ ১৫
অর্থ নাই ক্রিয়া কর্‌তে হবে চুপে চুপে।
ব্রাহ্মণ দ্বাদশ জন, ঘটে কোনরূপে ॥ ১৬
নারদ বলে, বার জন যদি না পার সামলাতে।
তিনটী লোক ডেকে আনলেই
ক্রিয়া হবে তাতে ॥ ১৭
তুমি আমি অদিতি রয়েছি তিন জন।
নিমন্ত্রিতে অপরে নাহিক প্রয়োজন ॥ ১৮
ছল করি কশ্যপের কাছে নারদ তপোধন।
হর হর শব্দে করেন হরপুরে গমন ॥ ১৯
মুনি পরম সন্তোষে, নিমন্ত্রিতে আশুতোষে,
আশু আসি কৈলাসে উদয়।
প্রণাম করি প্রমোদে, শম্ভুর পঙ্কজ-পদে,
পত্র সহ দেন পরিচয় ॥ ২০
বামনের উপনয়ন, শ্রবণ করি ত্রিনয়ন,
নয়নে বহিছে প্রেমবারি।
চঞ্চল হইয়ে অতি, অচল-নন্দিনীর প্রতি,
চল চল কহেন ত্রিপুরারি ॥ ২১
গৌরী কহিছেন শুনে,
আমি যাব না কোনখানে,
কশ্যপের পুরে যাও হে তুমি।
চিতে সুখ নাই চিরকালি,
অন্নাভাবে আমার অঙ্গ কালি,—
বিধবা হয়েছি থাক্‌তে স্বামী ॥ ২২
শঙ্কাতে আমি ডরাই,তোমার কিছু ক্ষতি নাই,
খেদ মিটায়ে খেতে পাবে তো পেটে।
না যাও যদি এমন ক্রিয়ে, জগতের কর্ত্তা হয়ে,
ক্ষেপা নামটা জগতে কেন রটে ॥ ২৩
শিব কন, ওহে শিবে!
আর কেন শত্রু হাসিবে,
ক্ষান্ত হও, পেয়েছি জ্ঞানোদয়।
আমি এখন সিদ্ধেশ্বরি! বৃদ্ধকালে বিনয় করি,
সেটা ত আমার সাধ্য নয় ॥ ২৪
যে হয় তোমার মত,সেই মতে মোর মনোমত,
প্রতি কর্ম্মে প্রতিজ্ঞা এখন।
এত বলি কালীকান্ত, গমনে হইলেন ক্ষান্ত,
অপর শুনহ বিবরণ ॥ ২৫
শিরে আছেন সুরধুনী,
তিনি করেন ঘোর ধ্বনি,
নীর-ভাবে হইয়া কাতর।
বলিলে না মানেন মান,
শিরে আন্দোলিয়া মানা,
বিনয় করিয়া গঙ্গাধর ॥ ২৬
বলেন মন্দাকিনি! একি, তব মন্দ প্রীতি দেখি
কিছু তো পারিনে ভাব জান্‌তে।

বাধাও একি ঘোর নেটা, তেন বুদ্ধি দিল কেটা
জটা কটা ঘটা ক'রে টান্‌তে। ২৭
সুরেশ্বরী মৃদুস্বরে, কহিছেন প্রাণেশ্বরে,
মনোবাঞ্ছা বামন-দরশনে।
শুনিয়া কহেন ভব, এ কোন্ ভব্যতা তব,
শক্তি যাবে না, নারী যাবে কেমনে? ২৮
গঙ্গা কহিছেন কালে,
তোমায় রেখে শরৎকালে,
গণেশের মা হিমালয়ে যান উনি।
কারে তুচ্ছ কারে আদর, এক বাজারে দুই দর,
ওটা তোমার কর্ম্ম আমি জানি। ২৯
শিব কন, হে তরঙ্গিণি! কেন হয়ে এ রঙ্গিণী,
আমারে জ্বালাও তুমি মিছে।
বৎসরান্তে যান উমে, একাকিনী পিতৃ-ভূমে,
যাইতে ব্যবস্থা নারীর আছে। ৩০
গঙ্গা কন করি খেদ, তবে আর কেন নিষেধ,
আমিও যাব জনক-ভবনে।
গঙ্গার জনম যথা, কান্ত হে! কি সে কথা?
ভ্রান্ত হয়েছ তুমি মনে। ৩১

* * *

ললিত—ঝাঁপতাল।

ওহে, হর! হর অনুতাপ,
কর আমারে অনুমতি।
জান না পশুপতি!
আমার হরি-চরণে উৎপত্তি।
দেখ হে নাথ! মনে গ'ণে,
কেবল হরির চরণ-গুণে,
নতুবা শিরোধার্য্যা কেন, ভার্য্যা হবে ভাগীরথী?
বড় সাধ করেছি একবার, পিতৃপদ দেখিবার,
যথায় জনম যার, সেই জনক-বসতি,—
যাব হে শ্রীনিবাস-বাস,
পূরাও অধীনীর অভিলাষ,
অবিলম্বে আশুতোষ!
কর দাশরথির গতি। (খ)

* * *

কশ্যপভবনে ত্রিভুবনবাসীর আগমন।

তৎপরে নারদ মুনি, তৎপর হ'য়ে অমনি,
নিমন্ত্রণ দেন সুরপুরে।
খগণ আদি-পৃথিবীতে, বামনের যজ্ঞোপবীতে,
যেতে বার্ত্তা দেন ঘরে ঘরে। ৩২
শুনি ত্রিলোকের লোক, অন্তরে অতি পুলক,—
সহ যোগী উদ্‌যোগী গমনে।
সঙ্গেতে অনন্ত ফণী, অনন্ত চলেন অমনি,
অনন্ত-চরণ দরশনে। ৩৩
চলিলেন ধরাধর, সহ সূর্য্য শশধর,
সকলেতে হইয়ে মিলিত।
গন্ধর্ব্ব নর কিন্নর, কুবের আদি অপর,
কশ্যপ-আলয়ে উপনীত। ৩৪
দেখিয়ে কশ্যপ মুনি, মনেতে প্রমাদ-গণি,
ভবনে দেখিয়া ত্রিভুবন।
ভয়ে কাষ্ঠ মুনিবর, কম্পান্বিত কলেবর,
ভৃগুরে ডাকিয়ে শীঘ্র কন। ৩৫

* * *

নারদ-কশ্যপের দ্বন্দ্ব।

একি হে বিপদ পূর্ণ, হেদে নারুদে জ্ঞানশূন্য,
ভেড়ের দেখেছ সৌজন্য, নারুদে কিসের জন্য,
ত্রিভুবন তন্ন তন্ন,—ক'রে দিয়েছে নিমন্ত্রণ,
আমি তাহে হীন অন্ন, কিসে হই উত্তীর্ণ,
তার কিছু না দেখি চিহ্ন, ভাবিয়ে হ'লাম জীর্ণ,
স্থান অতি সঙ্কীর্ণ, কিছুই নাই উৎপন্ন,
কিসে হয় সম্পূর্ণ, আমি দীনের অগ্রগণ্য,
ঘরে মোর নাহিক অন্ন, ত্রিভুবন হবে ক্ষুণ্ণ,
ছেলেটিকে করিবে মন্যু। ৩৬
হেন কালে নারদ ঋষি,
হাসিতে হাসিতে আসি,
কশ্যপ-আলয়ে উপনীত।
কপালে তুলিয়ে চক্ষু, কন কশ্যপ, হাঁরে মুখ্যু!
ঘরে ঘরে এইটে কি উচিত? ৩৭
শুনিয়ে নারদ কন,—
আমি করেছি কর্ম্ম বিলক্ষণ,
আমি সকল জানি পরিচয়।

যখন তুমি হবে নিধন, সঙ্গেতে দেবে না ধন,
হ'কে করিছ যক্ষের বিষয়॥ ৩৮
সর্ব্বদা মন সঁপে টাকায়, টাকায় বুঝি সকায়ায়,
স্বর্গে যাবে, তাই ভেবেছ মনে?
পণ্ডিত হ'য়ে এত ভ্রম, পড়া শুনা পণ্ডশ্রম,
স্পষ্ট প্রকাশ দেখেছি বেদ পুরাণে। ৩৯
যা না খাও তাই নষ্ট, পরের জন্তে পরম কষ্ট,
মিছে আর কেন কর তবে?
যখন, দেহ মিশাইবে পঞ্চভূতে,
তখন, বিষয় খাবে বারো ভূতে,
ভূতের বেগার খেটে মরিছ ভবে। ৪০
সদা চিন্তা আদায় আদায়,
জলপান তিন টুক্‌রো আদায়,
মর্‌ছ পরের ভার ল'য়ে ভারতে।
একি কাঙ্গালির কাচ কাচা,
পরণে তিন-পণের কাচা,
কোঁচা কর্‌তে কাছা হয় না তাতে। ৪১
নিদ্রা যাও ছেঁড়া চটে,
তোমাকে দেখিলে ভক্তি চটে,
ঘুরছ বিষয়-আঠাকাঠিতে প'ড়ে।
কি গুড় আছে বল নিগূড়,
কপাট বিনে দ্বার আগুড়,
আগোড় ঘুচিল না কভু ঘরে। ৪২
কারে কিছু দিলে না বেঁটে,
কাটালে কালটা কেটে বেটে,
মতি হ'লে বিলাতে পার মতি।
থাক্‌তে বিষয় কি অধর্ম্ম, কেবল মোহের কর্ম্ম,
মোহর জ্ঞান এক পয়সার প্রতি। ৪৩
কার জন্ত মিছে কাঁদ? যাবার জন্ত খাবার বাঁধ,
পরে কিছু দিবে না বেঁধে পবে।
সঙ্গে দিবে ছেঁড়া চাটা,
স্মরণ কবা উচিত সেটা,
খুড়া জ্যেঠা বেটা তোমার কি করে। ৪৪
বিশেষতঃ, লুকায়ে কর্ম্ম করা সেতো অতি মন্দ
লুকিয়ে ক্ষীর খেয়ে বাঁধা পড়েন শ্রীগোবিন্দ।
রাবণের বংশনাশ লুকায়ে সীতা হ'রে।
নিকুম্ভিলে লুকায়ে থেকে, ইন্দ্রজিৎ মরে। ৪৬
লুকায়ে রামকে হ'রে পাতালে মরে মহীরাবণ
হ্রদের মধ্যে লুকিয়ে থেকে, মরে দুর্য্যোধন॥৪৭
লুকিয়ে গুরুপত্নী হ'য়ে, ইন্দ্রের গায়ে যোনি।
থাক্‌তে বিষয়,
লুকিয়ে কর্ম্ম করো না হে মুনি। ৪৮
কশ্যপ বলে, ওরে পাগলের প্রমান।
পরের বিষয় পদ্মে দেখে পর্ব্বত-প্রমাণ। ৪৯
প্রমাদ গণিয়ে কশ্যপ উন্মাদ-লক্ষণ।
চক্ষে ধারা চারিদিক করে নিরীক্ষণ। ৫০
হেনকালে কালের সহিত কালরাণী।
বৃষোপরে আসিছেন বিশ্বের জননী। ৫১
প্রণাম ক'রে কন মুনি অন্নপূর্ণা-পায়।
ওমা! অন্নহীন দীনে, রাখ পূর্ণ দায়। ৫২
সঙ্কটে শঙ্করি! তোমাব চরণ-তরণী।
আব অন্য নাহি গতি হেরম্বজননি! ॥ ৫৩

* * *

কামদ—একতালা।

প্রাণ যায়, পূর্ণ দায়, অনুপায়, ধরি পায়,
রাখ অন্নদে! বিপদে।
ত্রিভুবনে হয়ে ক্ষুণ্ণ-মন,আমায় মন্যু করি বধে॥
আমি অন্নহীন অতি, নারুদে পাষণ্ড-মতি,
যে কাণ্ড করেছে গো সতি!
ভয়হারিণি! তারিণি! অভয়ে! এ ভয়ে,—
কেবল ভরসা অভয়-পদে॥ (গ)

* * *

কশ্যপ-ভবনে অন্নপূর্ণার রন্ধন।

অনন্ত-গুণ-ধারিণী, কৃতান্তভয়-বারিণী,
নিতান্ত কাতর দেখি দ্বিজে।
মুনির মনের কালী, নিবারণ করেন কালী,
রন্ধনশালাতে যান নিজে। ৫৪
করেন দেবী আকর্ষণ, শীঘ্র আনি হুতাশন,
বিনা কাষ্ঠে জ্বালেন, আজ্ঞা করি।
নানাবিধ দ্রব্য যত, আসি হয় উপস্থিত,
আপনি স্বহস্তে তাহা ধরি। ৫৫
অন্নপূর্ণা করেন পাক, দূবে গেল সকল বিপাক,
সুখে করেন জগজ্জন ভোজন।
ত্রিলোকবাসী তুষ্ট পরে, ধন্ত দিয়ে কশ্যপেরে,
করিলেন স্বস্থানে গমন। ৫৬

বলির যজ্ঞে বামনের গমন।

পেয়ে যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞসূত্র,
বলির যজ্ঞে যেতে স্বত্র,—
তুলিছেন জননীর কাছে।
চিরকাল দরিদ্র পিতে,
মা! তুমি তাতে তাপিতে,
সে তাপ ঘুচাতে বাঞ্ছা আছে। ৫৭
নয় বৎসর বয়ঃক্রম, করিতে পারি পরিশ্রম,
এখন আর অশক্ত আমি ত নই!
জননি! যদি কর আজ্ঞে,
যাই মা! আমি বলির যজ্ঞে,
অবজ্ঞা করিলে দুখী হই। ৫৮
পদ্মলোচনের বচন, শুনিয়ে ঝরে লোচন,
করে ধ'রে কহেন দেব-মাতা।
কে দিলে এমন শিক্ষা,
বাছা! তোমায় করিতে ভিক্ষা,
মরণ অপেক্ষা মোর এ কথা। ৫৯
তুই আমার ভিক্ষার ধন, তোর ভিক্ষার কারণ,
পাঠাইতে না পারিব বামন!
যদি মাকে ভিক্ষা দাও,
ভিক্ষা কথাটী ভিক্ষা দাও,
ধনে কার্য্য নাই রে প্রাণধন! ৬০
বিশেষ বলির পুর, সে নয় সামান্য দূর,
অবোধ-পুত্র! উত্তর কাল না বোঝ।
কোমল চরণ তোর, চলিতে হবি কাতর,
বামন! এমন বাঞ্ছা ত্যজ। ৬১
এখন তোকে পাঠাতে দূরে,
পারিনেক প্রাণ ধ'রে,
বাসে যদি উপবাস করি।
যাবে কি বলির যাগে, প্রয়াগের প্রান্ত-ভাগে
প্রাণ তো ক্ষান্ত করিতে না পারি। ৬২
শুনিয়ে কন বামন, বল মা! করি গমন,
কি ভাবনা আমার অভাবে!
যখন করিবে মনে, মা! তুমি তব বামনে,
নয়ন মুদিলে দেখ্‌তে পাবে। ৬৩
অদিতি কন মাধবে, দেখি রে বামন! তবে,
ব'লে নয়ন মুদিল অদিতি!
দেখেন কোলেতে আছে,
মা ব'লে বামন নাচে,
পুলকে পূর্ণিত পুণ্যবতী। ৬৪

* * *

সুরট-খাম্বাজ—যৎ।

কহিছে অদিতি ধনী, অসম্ভব এ কেমন!
চক্ষু মুদে দেখি হৃদে, পদ্মপলাশলোচন।
মরি কি রূপ-মাধুরী, পুলকে আঁখিতে বারি,
চক্ষু উন্মীলন করি, দেখি খেলিছে বামন।
একবার মনেতে ভাবে, তবে হেন কি সম্ভবে?
সহজে বুঝি না হবে, তবে বুঝি দেখি
স্বপন। (ঘ)

* * *

হৃদি মধ্যে প্রবেশিয়ে, বামন মায়ে তুষিয়ে,
অমনি দণ্ড করিয়ে গ্রহণ।
ধরি তাল-পত্র-ছত্র, চলিলেন বলি যত্র,
ত্রিপদ ভূমি লইতে নারায়ণ। ৬৫
যত দরিদ্র ব্রাহ্মণে, পথ মাঝে দেখে বামনে,
কহিতে লাগিল পরস্পরে।
কি হেরিলাম অপরূপ!
আহা মরি এমন রূপ,—
দেখি নাই অবনী-ভিতরে। ৬৬
কোটিচন্দ্রের কিরণ, হেরিলাম দুটি চরণ,
অতি শিশু,—ভিক্ষার কাল ত নয়।
দশা যেমন আমাদের, আহা মরি! দরিদ্রের,—
ঘরে কি এমন ছেলে হয়? ৬৭
ভেকের মস্তকে যেমন জন্মে গজমতি।
কাকের বাসাতে যেমন
কোকিলের উৎপত্তি। ৬৮
অগ্রাহ্য কূপেতে যেমন শতদল ফুটে!
মৃগনাভি জন্মে যেমন শৃগালের পেটে। ৬৯
ব্যাধের ঘরেতে যেমন পরম ধার্ম্মিক।
ছুঁচোর মস্তকে যেমন জন্মিল মাণিক। ৭০
তেমনি দরিদ্র-ঘরে, এ শিশুর উৎপত্তি।
এরূপ অগ্রে দেখে যদি বলি দৈত্যপতি। ৭১
সর্ব্বস্ব ইহারে দিবে, আর দিবে না কায়।
সকলকে করিবে খর্ব্ব, এই খর্ব্বকায়। ৭২
যুক্তি করি বামনে কহিছেন দ্বিজগণ।

কে হে তুমি খর্ব্বরূপ? কাহার নন্দন?॥ ৭৩
তরুণ বয়স—দেখি ক্ষুদ্র দুটি পদ।
বলির ভবনে যাওয়া, তোমার বিপদ॥ ৭৪
বামন বলেন, না হয় আমি যাব এক বর্ষে।
ক্ষান্ত কি হব আমি, তোমাদের পরামর্শে?॥ ৭৫
দ্বিজগণ পরামর্শ ক'রছে ঝটিতে।
চল আমরা আগে উঠিব বলির বাটীতে॥ ৭৬
ও এখন যাবে, দিয়ে পা সকল মাটীতে।
ওর সাধ্য,—আমাদের সঙ্গে পারে কি হাঁটিতে
এত বলি দ্বিজগণ চলে দ্রুত পায়।
অগ্রে আবার খর্ব্বরূপ বামনে দেখ্‌তে পায়॥৭৮
চমৎকার দেখে সবে সুধায় বামনে।
এ ত সামান্য রূপ জ্ঞান হয় না মনে॥ ৭৯
হেন কার্য্য কেবা পারে—দেব-বল ভিন্ন।
বল হে! কি বল ধর? জলধর-বর্ণ!॥ ৮০

* * *

খট্‌-ভৈরবী—একতালা।

ছিলে হে তুমি, পশ্চাদ্গামী,
আবার পশ্চাতে রাখিলে সর্ব্বে।
অসম্ভব ভাব তোমার বুঝ্‌তে না পারি,—
এ কেমন, বল হে বামন!
আছে কি গুণ তোমার ঐ চরণ খর্ব্বে॥
হেনরূপ না হেরিলাম, বিশ্বময়!
রূপ দেখে বিশ্বরূপ জ্ঞান হয়,
ধন্য ক'রে তুমি হয়েছ উদয়,—
ভবে কোন্ পুণ্যবতীর গর্ভে?
মনে মনে আমরা করেছি বিধান,
আমরা মিছে যাব বলির সন্নিধান,
সে করিবে তোমায় সর্ব্বস্ব প্রদান,
যদি এরূপ দেখে নয়নে পূর্ব্বে (ও)

* * *

বামন-দেবের নদী-পার।

পুনশ্চ ভুলে মায়ায়, দ্রুতগতি চ'লে যায়,
পতিতপাবনের কর্ত্তা পিছে।
সম্মুখে হেরিয়ে নদী, বলে অগ্রে যাবে যদি,
শীঘ্র এসো উপায় হয়েছে॥ ৮১
সকলেতে এক তরী, ও পারেতে ল'য়ে তরি,
ডুবাইয়ে যাব এই যুক্তি।
তরি বিনে অকূল-পারে,
বামন কি তরিতে পারে?
কখনো হবে না ওর শক্তি॥ ৮২
এত বলি দ্বিজগণ, আহ্লাদে করে গমন,
অধরে ধরে না কারু হাসি।
সবে গিয়ে ত্বরান্বিতে, দেখে গিয়ে তরণীতে,
তরুণ বামন অগ্রে বসি॥ ৮৩
ব্যস্ত হ'য়ে পুনরায়, লম্ফ দিয়ে কিনারায়,
সকলে চলিল দৌড়াদৌড়ি!
বামনকে নেয়ে সুধায়,কে হে তুমি? খর্ব্বকায়!
উঠে যাও পারের দিয়ে কড়ি॥ ৮৪
বামন কহিছেন রাগে,
হেরে! বামুনের কি কড়ি লাগে?
নেয়ে বলে,—ল'য়ে থাকি আগে।
আর সে বামন! বামুন নাই,
তোমাদের সে-ঘাট নাই,
ভুলি নে তোমার ভুয়ো রাগে॥ ৮৫
ঘাট নাই, বলি রাজার, ঘাট হয়েছে ইজারার,
জমায় বাড়া জলে গিয়েছে সব।
জাতি-ব্যবসা যাবে কোথা?
ছাড়িতে নারি এর মমতা,
হ'লো রাখা ভার বামুনের-গৌরব॥ ৮৬
কি করে তোমাদের রাগে,
পেট আগে,—না ধর্ম্ম আগে?
সুখ থাকিলে সকলি শোভা পায়।
ছেড়ে দিয়ে লোক-লৌকতা,
বল শীঘ্র ফলের কথা,
জোরের কথা বলো না—চড়ি নায়॥ ৮৭
এখন কেবল পাটুনি'-(র) সার হয়েছে খাটুনি,
তারতো কেউ করে না বিবেচনা।
কথা কও পয়সা খুলে,
নইলে ফিরে বসাব কূলে,
আকুল হলেও অনুকূল হব না॥ ৮৮
বামন কন,—কাণ্ডারী ভাই!
কড়িতো আমাদের সঙ্গে নাই,
সুদরিদ্র দ্বিজের কুমার।

যদি, পার কর অকূল বারি,
তবে, পদধূলা দিতে পারি,
যদি কর্ণে শুন কর্ণধার।। ৮৯
মেয়েকে অতি সত্বরে, দক্ষিণা দিবার তরে,
দেখিয়ে কন দক্ষিণ চরণ।
কা'ল আমার হয়েছে চুড়া,
এখন আমি ব্রাহ্মণের চূড়া,
বড় পূজ্য নূতন ব্রাহ্মণ। ৯০
তিনি দিন নিখিল বেদ,
শূদ্রের মুখ দেখা নিষেধ,
দরিদ্র-দায়—তাই হলো না থাকা।
বেরিয়েছি অহোরাত্র-পরে,
এ মুখ আমার দেখিলে পরে,
ঘুরে যায় যমের মুখ দেখা। ৯১
শুনিয়ে প্রভুর উক্তি, জন্মিল কিঞ্চিৎ ভক্তি,
এক দৃষ্টে দেখি পদ-পানে।
নানা চিহ্ন দেখি পায়, ধীবর চৈতন্য পায়,
ধন্য করি আপনাকে মানে। ৯২
লোচনে না বারি ধরে, মোচন করিয়া করে,
বলে, বন্ধু! আহা মরি মরি।
চিন্তে পারি নাই ভাই!
তবে কি তোমায় কড়ি চাই!
লইনে আমরা স্বজাতির কড়ি। ৯৩
ক্রোধে কন পীতাম্বর, আমি হচ্ছি দ্বিজবর,
ধীবর বেটা! তুই কিসে স্বজাতি।
বলি যদি বলি রাজায়, বেটার সর্ব্বস্ব যায়,
হীনজাতি হ'য়ে কি বজ্জাতি। ৯৪
দক্ষিণের কথা কবি,
দুই এক আনা না হয় লবি,
শুনি নাবিক যোড় করি হাত।
মিলিলে স্বজাতি সহিতা,
আমরা উভয়েতে পার করি তা,
কপট উক্তা ত্যজ দীননাথ!। ৯৫
দক্ষিণের কথা কবে,
তোমার দুই এক আনা কেবা লবে?
আমাকে আনাটি * রহিত কর্‌তে হবে হরি!

থাকিল আমার এই দক্ষিণে,
তোমার কাছে দক্ষিণে,
এত বলি কহিছে পদ ধরি। ৯৬

* * *

ভৈরবী—একতালা।

হরি! কি দিবে দক্ষিণে মোরে।
কি শক্তি আমার, তোমায় করি পার,
আমায় করো পার, ভব-সাগরে।
এখন তুমি আমার, কি শুধিবে ধার,
করিতে উদ্ধার তুমি মূলাধার,
বেদে শুনি তুমি ভব-কর্ণধার,
সেধে লব ধার ভবেরই ধারে।
আমি দিলাম তোমায় সামান্য তরী,
তুমি দিও আমায় শ্রীপদ-তরী,
পদে ধরি, যেন বিপদেতে তরি,
এই মিনতি হরি! করি তোমারে। (চ)

* * *

বলি রাজার ভবনে বামনদেব।

তখন, ধীবরে দিয়ে ধন্য বর,
চলিলেন পীতাম্বর,
দৈত্যবর বলি-যজ্ঞস্থলে।
প্রণাম করি দৈত্যরায়, পতিত হ'য়ে ধরায়
পতিত-পাবন-পদতলে। ৯৭
বামন-রূপ সাগরে, নয়ন উন্মীলন ক'রে,
কহিছেন সভাজনে রাজন্।
এর কাছে হে আর কত, মণিরূপ মরকত,
ধুনাতে পারে না নবঘন। ৯৮
হেরে রূপ সব পাসরে, জিজ্ঞাসেন যজ্ঞেশ্বরে,
কেহে তুমি? কাহার নন্দন?
বামনদেব বেদস্বরে, কহিছেন দনুজেশ্বরে,
মধুস্বরে শ্রীমধুসূদন। ৯৯
আমি বিপ্রকুলোদ্ভব, পিতা দুঃখী অসম্ভব,
ভিক্ষা করি উদর নিমিত্ত।
আমার আছেন কয়েক সহোদর,
তাঁদের এখন গেছে আদর,
শত্রুতে লয়েছে কেড়ে বিত্ত। ১০০

* আনাটি—পক্ষান্তরে পুনর্জন্ম।

নিজে হয়েছি নির্গুণ,কি করি জঠর আগুন,—
উপায় নাহিক নিবারণে।
দেখ আমার কর্ম্মসূত্র, কা'ল হয়েছে যজ্ঞসূত্র,
আজি এসেছি ভিক্ষার কারণে। ১০১
এসেছি অতি দীন কাতর,
দীন হয়েছে অকাতর,
শক্ত যজ্ঞ শুনে সমাপন।
শুনে কল্পতরু নাম, কল্প করিয়া এলাম,
যদি দুঃখ ঘুচাও রাজন্! ॥ ১০২

* * *

বলি-বামন সংবাদ।

রাজা কন, হে বামন! যে ধনে বাঞ্ছিত মন,
বঞ্চিত বামন! মোর নাই।
স্বর্ণ কিম্বা হীরক মণি, অবিলম্বে অমনি,
গুণমণি! যা চাও দিব তাই। ১০৩
শুনিয়ে রাজার বাক্য, কহিছেন কমলাক্ষ,
যদি ভিক্ষা দেহ কিছু ধন।
প্রতিজ্ঞা করিলে কই, অবজ্ঞা করিলে যাই,
ইথে যেবা ইচ্ছা হে রাজন্! ॥ ১০৪
রাজা কন, রে খর্ব্বকায়! এ ভয় দেখাও কায়,
রাজ্যেতে সাহায্য হয়তো করি।
ভুবন দিতে হয় না ভীতি,
চাও ত জীবন প্রভৃতি,—
তোমার চরণে দিতে পারি। ১০৫

* * *

বামনদেবের ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা।

এত বলি বলি দৈত্য, তিন বার করিল সত্য,
ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়ে—বামন।
বলে, রাজা! মোরে তুমি,
দেহ দান ত্রিপাদ ভূমি,
অধিক নাহিক প্রয়োজন। ১০৬
শুনিয়ে কথা বদনে হাস্য, রাজা করেন ঔদাস্য,
যতনে কহেন পুনঃপুন।
শুন রে বামন! বলি কথা,কও শীঘ্র ভাল কথা,
এলো-কথা হবে না,—কথা শুন। ১০৭

হয় যদি বাসনা মত্ত, সুমেরু গিরি পর্ব্বত,
সমস্ত তোমায় দিতে পারি।
এই বাঞ্ছা মনে করি, কোটি অশ্ব কোটি করী,
এ কোটি করিলে,—কেন মরি। ১০৮
লও যদি মম প্রদত্ত, দিতে পারি ইন্দ্রত্ব,
যে দানে প্রবৃত্ত হও তুমি।
বালক! জান না বার্ত্তা,
আমি রে ত্রিলোকের কর্ত্তা,—
হ'য়ে দিব তোমায় ত্রিপাদ-ভূমি। ১০৯
বিশেষ তিন শক্র-দান, না হয় বিধির বিধান,
এ দান প্রদান কে করিবে?
লয়ে ত্রিপাদ-ভূমি পায়,
হবে তোমার কি উপায়?
পায় পায় শক্রতে হাসিবে। ১১০

* * *

সুরট-খাম্বাজ—কাওয়ালী।

ত্রিপাদ ভূমিতে কি হবে বামন!
ওহে খর্ব্বরূপ! ত্যজ খর্ব্ব বাসনা,
আজ সর্ব্বতোভাবে সাদরে
তোমার খর্ব্ব চরণে করি রে,—
মম সর্ব্ব সম্পদ সমাদরে সমর্পণ।
তোমার হেরি লাবণ্য, সব হলো অগণ্য,
যেন বিষম বিষ-বিষয়ে বিরত মন;—
যে ধন রাজ্য, আমা হ'তে সাহায্য,—
হয় লও যদি গ্রাম রাজ্য ধন জন,—
রত্নাদি বাস, যা ভালবাস,
দিতে মোর বাসনা তোমারে ত্রিভুবন। (ছ)

* * *

রাজার শুনি বচন, কহেন পদ্মলোচন,
যে সত্য করিলে দেহ তাই।
বাহ্যজ্ঞান-হীন জন, তারাই লয় রাজ্য ধন,
ত্যাজ্য ধনে কার্য্য মোর নাই। ১১১
সে ধনে মিছে উৎসব, অনিত্য সম্পদ সব,
কেশব কেবল সার ধন।
সেই ধনের অন্বেষণে, বসিবারে যোগাসনে
ত্রিপাদ ভূমির প্রয়োজন। ১১২

* * *

শুক্রাচার্য্যের কুমন্ত্রণা।

শুনি বাক্য চমৎকার, রাজা হইলেন স্বীকার,
বিকার ঘুচিল মনোমধ্যে।
শীঘ্র অতি দান কার্য্য,
করিতে ডাকেন শুক্রাচার্য্য,
শুনি শুক্র আইলেন সান্নিধ্যে ॥ ১১৩
মন্ত্র না পড়েন মুনি, মন্ত্রণার শিরোমণি,
কুমন্ত্রণা দেন শত শত।
রাজায় করি আরক্ত লোচন,
শুক্র যত কন বচন,
বিরোচন-সুত * তায় বিরত ॥ ১১৪
চঞ্চল দেখে রাজায়, বলেন মুনি,—শিষ্য যায়,
হায় হায়! কি সঙ্কট উদয়।
অন্তরে করি বিচার, অন্তঃপুরে সমাচার,—
দিতে যাবেন—এমন সময় ॥ ১১৫
নারদ কন,—ওহে শুক্র! তুমি কেন হও বক্র,
মনে মনে ভাবছি আমি তাই।
একজন দেয় অন্যে বাজে,
ধিক্ ধিক্ অখিল-মাঝে,
বখিলের মৃত্যু কেন নাই? ॥ ১১৬
হ'য়ে শুক্র পুরোহিত,
এই কি তুমি করিছ হিত?
পরকালে দিয়ে বসেছ তাও!
পার কিছু ব্রাহ্মণের ছেলে,
সে কর্ম্মেতে ধর্ম্ম খেলে!
দয়ার কি দিয়েছ গয়ায় পিণ্ডি! ১১৭
যার বিষয়—যার বৃত্তি,
তার হচ্ছে দিতে প্রবৃত্তি,
তুমি কেন নিবৃত্তি করতে কও?
কেন মর এ বিপত্তে, তুমিত এ আধিপত্যে,
কাহণের মধ্যে কড়ার ভাগীটাও নও ॥ ১১৮
তোমার যেমন আজি, তেমনি কালি,
পার্ব্বণে পাঁচ পোয়া চালি,
ও সব বিষয় না থাকিলেও পাবে।
কেন হচ্ছ প্রতিবাদী, পিতৃশ্রাদ্ধে জেলে-খাদি,
প্রতি সন তোমার প্রতি রবে ॥ ১১৯

পাকা খাতায় আছে লেখা,
দুর্গোৎসবে তিনটি টাকা,
তিন দিন কাল উপবাস ক'রে থাকি।
শ্যামা পূজায় বসু আনা,* তোমার হবেনা মানা,
কার্ত্তিক পূজায় একটী সিকি ॥ ১২০
যত শ্রাদ্ধ একোদ্দিষ্ট, ঘুচিবে না তোমার অদৃষ্ট,
আলচালি কলাতে দুই তিন আনা।
চিরকালকার পদ্ধতি, শ্রাদ্ধে গরদের ধুতি,
কোন কালোতে কপালে হবে না ॥ ১২১
শুক্রাচার্য্য কন পরে, ও সব কথা শুনলে পরে,
আমার চলে না ত হে ভাই!
ফেটে যাচ্ছে বক্ষঃস্থল, সকল ভরসার স্থল,—
বিশ্বপূজ্য শিষ্যটা হারাই ॥ ১২২
নানা শাস্ত্র কর পাঠ, অনিত্য ভবের হাট,
জানে সবাই—কে হয় সন্ন্যাসী?
কথাই বটে—কাজে নাই,
গায়েতে মাখিয়ে ছাই,
কে কোথা হয়েছে বনবাসী? ১২৩
পুরমধ্যে প্রবেশিয়ে, নয়নজলে ভাসিয়ে,
বিন্ধ্যাবলীর প্রতি শুক্র কন।
ঐহিকে যাতে রক্ষা পাই,
ভক্ষণের আর চারা নাই,
এত বলি বিদায় তপোধন ॥ ১২৪

* * *

সুরট-খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কি কর মা! বলিরাজ-রমণি!
বলি ভ্রান্তে বলিছে বাণী,
বললে উম্মা করে, শিষ্য আমার,
সর্ব্বস্ব দান ক'রে,
ঔদাস্য মোরে করে,
তোমারে করে, কাঙ্গালিনী।
যদি, তোমার বচনে রাজা ক্ষান্ত পায়,
নতুবা মোর অনুপায়,—
শত্রে রাজ্য সঁপিবারে,
সক্রোধ হ'য়ে অন্তরে,
চক্র ক'রে এসেছেন চক্রপাণি ॥ (জ)

---

* বিরোচনসুত—বলি রাজা।

* বসু আনা—আট আনা।

খর্ব্বদেহ চিন্তামণি, সভায় দেখে যত মুনি,
গৌতমে সুধান পরিচয়।
না যায় মনের ভ্রান্তি, এমন রূপ—এমন কান্তি,
কি জন্যে হলেন দয়াময়? ১২৫
সহজ-মূর্ত্তি ক'রে ধারণ, বলির বিত্ত হরণ,
করলে তো হতো অনায়াসে।
কহেন গৌতম মুনি, আছে ইহার তথ্য বাণী,
বিবরণ শুনিবে বিশেষে॥ ১২৬
হেথায়, প্রণাম করি শুক্রাচার্য্যে,
বলিছেন বলির ভার্য্যে,
পোহালো কি সুখের শর্ব্বরী!
যিনি নিধন-কালের ধন, প্রাপ্ত হবো সেই ধন,
এমন সাধন আছে কি আমারি॥ ১২৭
যার জন্যে যজ্ঞবিধি, সেই যজ্ঞেশ্বর যদি,
যজ্ঞে দান এসেছেন ল'তে?
সম্পদ সামান্য গণি, প্রাণ যদি চান চিন্তামণি,
কি চিন্তা তাঁহারে প্রাণ দিতে॥ ১২৮
পদে যদি স্থান দেন অচ্যুত,
করেন যদি পদচ্যুত,
এ নয় বিপদ মধ্যে ধরি।
নিরীক্ষিতে নিরঞ্জনে, বলিতে বসি রাজনে,
সভামধ্যে চলেন সুন্দরী॥ ১২৯
বারিধর-বরণে হেরি, নয়নে বারি অনিবারি,
দৈত্যরাণী মগ্ন প্রেমভরে।
যে পদে উদ্ভব বারি, ভব-দুর্গতি-নিবারী,
রাণী ল'য়ে সেই বারি,
সেই পদ প্রক্ষালন করে॥ ১৩০
বাম পদ কেশ দিয়ে, যত্নে রাণী মুছাইয়ে,
নিরখিছেন পদ দুটি ধরি।
দেখেন চক্রপাণি-পায়, কোটী চন্দ্র শোভা পায়,
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ আদি করি॥ ১৩১
রাণী বলে, ওহে রাজন্! হবে হে বিপদ্‌ভঞ্জন,
জগ- মনোরঞ্জন,—চিনে হে কোন্ জনে?
ত্রিকুল পবিত্র হবে, ভব-ভয় দূরে যাবে,
এ কি চিহ্ন দেখি শ্রীচরণে? ১৩২

* * *

আলিয়া—একতালা।

তুমি চেন নাই, ছি নাথ! ইনি যে শ্রীনাথ,
ভবের ধন ভবনে।
তুমি করেছ (ওহে মহারাজ!) সামান্য জ্ঞান,
এই বামনে বা মনে॥
ত্রিলোক-পবিত্র-কারী, এই পদে হন সুরেশ্বরী
এই পদে প্রদান কর,—
যে দান—হরির হয় বাসনা—মনে।
নাথ! শীঘ্র ধর পদ, সঁপ হে সম্পদ,
পদে পদে ঘটে বিলম্বে বিপদ,
প্রাপ্ত ধন হারাবে মরি, কি জানি বিলম্বে হেরি,
এ পদ হরি, যদি করেন হরি,
তোমায় বঞ্চিত চরণে॥ (ঝ)

* * *

শুক্রাচার্য্যের লাঞ্ছনা।

শুনিয়ে রাণীর বাণী বলি বলে তখন।
হইল চৈতন্য মোর সন্দেহ-ভঞ্জন॥ ১৩৩
বিপদ্‌বারিকে শীঘ্র ত্রিপদ ভূমি দিতে।
পুনশ্চ ডাকেন শুক্রে মন্ত্র পড়াইতে॥ ১৩৪
পণ শুনে গোপনে রহিলেন শুক্র মুনি।
'কি চিন্তা' বলিয়া রাজায় কন চিন্তামণি॥ ১৩৫
আমিত দ্বিজের পুত্র বটি সূত্রধারী।
ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম কর্ম্ম সব করিতে পারি॥ ১৩৬
শীঘ্র ধর কুশাঙ্গুরী ঘটাই কুশল।
পড়াইব মন্ত্র লহ স্বহস্তেতে জল॥ ১৩৭
ভৃঙ্গারে গঙ্গার জল ঢালিতে রাজন্।
ভৃঙ্গার ভিতরে যায় ভৃগুর নন্দন॥ ১৩৮
চক্রিচূড়ামণি চিন্তে,—কন রাজায় ডেকে।
শীঘ্র লহ—কুশাঘাত করি পাত্রমুখে॥ ১৩৯
শুনি রাজা পাত্রমুখে কুশাঘাত হানে।
কানা হ'য়ে কন শুক্র সক্রোধ বচনে॥ ১৪০
কার জন্য কি করিলাম! বুঝিবার ধন্দ।
ওরে বেটা মূর্খ তোর হ'ল রে! গ্রহ মন্দ॥ ১৪১
ছলে রাজ্য লইতে তোর এসেছেন গোবিন্দ।
তাইতে, গাড়ুর ভিতরে ঢুকলাম
দেখে তোর মন্দ॥ ১৪২
যার ভাল করিতে গেলাম, সেই করে রে মন্দ

দিয়ে কাঁটা মূর্খ বেটা। চক্ষু করলি অন্ধ ॥ ১৪৩
রাজা কন,—গুরু! মোর অপরাধ নাই।
অনন্ত গুণ তোমার, আমি অন্তর্য্যামী নই ॥ ১৪৪
কীট নয় পতঙ্গ নয় শরীর প্রকাণ্ড।
গাড়ুর ভিতর ঢুকিলে, কি আশ্চর্য্য কাণ্ড ॥১৪৫
অপমান পেয়ে শুক্র যায় নিজস্থানে।
নারদ গিয়ে কহিছেন শুক্র বিদ্যমানে ॥ ১৪৬
নারদ বলে, শুক্রাচার্য্য! রাজার নিমিত্তে।
মিছে দোষী হ'লে কেন বিষয়-নিমিত্তে ॥ ১৪৭
ভগবান্ এসেছেন বলির নিকট ভিক্ষার্থে।
কোনমতে পারবে নাকো এবার তাল ধর্‌তে॥
সেখানে কিছু কর্‌তে পারে না
এলে-রাণীকে বারণ কর্‌তে।
কোন রূপে হ'ল না রক্ষে,
গেলে আবার, গাড়ুর ভিতর মর্‌তে ॥ ১৪৯

* * *

বলির বন্ধন।

কোপান্বিত হ'য়ে শুক্র যান নিজ স্থানে।
ভগবান্ দান-মন্ত্র পড়ান রাজনে ॥ ১৫০
রাজা জলধর-বরণে করেন জলার্পণ।
স্বস্তি বলি বিপরীত-মূর্ত্তি হন বামন ॥ ১৫১
পাতাল প্রভৃতি সব লন এক পায়!
স্বর্গাদি আকাশ দ্বিতীয় পায়, সাঙ্গ পায় ॥ ১৫২
তৃতীয় পদের আর নাহি দেখি স্থান।
দেহ—তুমি রাজাকে বলেন ভগবান্ ॥ ১৫৩
দুর্ব্বল হইল বলি, বলিতে বচন।
গরুড়ে স্মরণ করে সরোজ-লোচন ॥ ১৫৪
আজ্ঞা দেন শীঘ্র ক'রে, বাঁধ হে রাজায়।
না মানে বিনয়, বাঁধে বিনতা-তনয় ॥ ১৫৫
পড়ে ঘোর বিবন্ধে, বন্ধন নাগপাশে।
কহেন মহেশে,—চক্ষু-জলে বক্ষ ভাসে ॥ ১৫৬
এ দাসে রাজ্যভোগ দিয়েছ দিগম্বর! বর।
দয়া ক'রে দিয়ে মান,
আজি কেন হে হর! হর ॥ ১৫৭
ভুবনপতি! এ দুর্গতি মোরে অতিশয় সয়।
বন-আগুনে দগ্ধ দেহ, দেহ মৃত্যুঞ্জয়! জয় ॥১৫৮
বিপদে পড়িয়ে ভয়ে, হইয়ে উদাস দাস।
ভাসিয়ে দিও না দাসে,
আসিয়ে আশুতোষ! তোষ ॥ ১৫৯
কর হে শঙ্কর! যাতে কিঙ্কর উপায় পায়।
নতুবা আনন্দে দেশে হাসে শত্রু পায় পায় ॥

* * *

ভঁয়রো—কাওয়ালী।

কি কর হে শঙ্কর! বামন বাঁধেন কর,
বিপদে কিঙ্কর কিং করে।
এ দুঃখ আজ দুখহর হর বিনে কেবা হরে?
শুন ওহে ত্রিপুরারি! ত্রিপাদ ছলনা করি,
প্রবঞ্চনা করেন হরি,—
নিলেন, দ্বিপদে সব অধিকার,
পাব কোথা অধিক আর?
কর পার পড়েছি বিপদ-সাগরে ॥ (ঐ)

* * *

বিন্ধ্যাবলীর কাছে বলি-রাজ।

যখন করে বন্ধন, রাজা করেন ক্রন্দন,
শুনি হয় বিষাদ অন্তরে।
অমনি আশুতোষ আসিয়ে,
বলেন ভক্তে তুষিয়ে,
মহারাজ! যাও অন্তঃপুরে ॥ ১৬১
শ্রীপতি-পদে প্রণতি, করি—বিদায় উমাপতি,
অন্তঃপুরে করেন গমন।
হেনকালে সমুদয়, নিকটে আসিয়ে উদয়,
রাজার যতেক সেনাগণ ॥ ১৬২
কহিছে মনের রাগে, বহিছে ধারা আঁখি-যুগে,
কহিছে করিয়ে রণসাজ।
তব অঙ্গে দেহ ধরি, অন্যায় সহিতে নারি,
ঘৃণায় যে মরি মহারাজ! ॥ ১৬৩
ধরায়, এত কে শক্তি ধরে, মহারাজ তব ডরে,
শঙ্কা করে—বামনে চন্দ্র ধরে।
সব শাসিত হয়েছে তব, ভয়েতে ত্রাসিত ভব,
অমর নর তোমার গোচরে ॥ ১৬৪
কে আছে তোমার পর? তুমি সকলের ঈশ্বর,
গন্ধর্ব্ব কিন্নর নর সব শরণাগত।

রাজা কন,—হে সৈন্যগণ!
কার সনে করিবে রণ?
সর্ব্বস্ব সমর্পণ করেছি,—হয়েছি বিক্রীত ॥১৬৫
শুনি যত সৈন্য সব, জীয়ন্তে হইল শব,
শ্রবণে শুনিয়ে রাজোত্তর।
নিরস্ত্র হইয়া চলে, দুরস্থ সেনা সকলে,
স্বহস্তে করিয়া ধনুঃশর ॥ ১৬৬
সমুদয় দিয়ে বিদায়, জানাইতে প্রমদায়,
যান রাজা মহেশের আদেশে।
কর-বন্ধন নাগপাশে, উপনীত রাণীর পাশে,
চক্ষের জলেতে বক্ষ ভাসে ॥ ১৬৭
রাজার, চক্ষে নিরখি নীর,
রাণীর, চক্ষেতে ধরে না নীর,
বিন্ধ্যাবলী অমনি উন্মাদিনী।
কান্তি মলিন কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে,
সুধামুখী কন কান্তে,
এ দশা কে করুলে গুণমণি ॥ ১৬৮
চিরকাল ধর্ম্ম-যাজন, ধর্ম্মে ধর্ম্ম রাখে রাজন্!
শেষে এই হলো কি—আহা মরি মরি!
এ জ্বালা কিসে জুড়াই?
জলে যাই কি বিষ খাই!
এ ছার জীবন কিসে ধরি ॥ ১৬৯

* * *

ললিত-ভঁয়রো—একতালা।

ওহে মহারাজ! সয় না যাতনা আর বক্ষে।
কেবা করে বন্ধন করে,—
বারি ধরে না আর চক্ষে ॥
এ যন্ত্রণা দেয় যে জনা,
আমার মরণ অপেক্ষে,—
অভিশাপ দিব আমি,ওহে স্বামী! সে বিপক্ষে
কি দুখ ইহার পর, তুমি সকলের উপর,
শুনি পরস্পর, পর হাসিবে পরোক্ষে;—
অকস্মাৎ ওহে নাথ! এ দায় কিসের উপলক্ষে
এই যে দিতে গেলে তুমি,
বামনে ভূমি ভিক্ষে। (ট)

* * *

পেয়ে রাণী পরিতাপ, অভিমানে অভিশাপ,
বক্ষঃস্থল ভাসে চক্ষু-জলে।
সতীর অলঙ্ঘ্য বচন, ভয়ে কমললোচন,
কাঁপিছেন হৃদয়-কমলে ॥ ১৭০
রাজা কন রাণীর প্রতি, সম্বর রাগ সম্প্রতি,
বিবরণ জান না সুন্দরি!
দিবে অভিসম্পাত, আসিয়ে ত্রৈলোক্যনাথ,
বন্ধন করলেন ছদ্মবেশ ধরি ॥ ১৭১
ক্ষুদ্র বামনের বেশ, হ'য়ে বিপ্র হন প্রবেশ,
ভাবিলাম—দীন বিপ্রসুত।
ত্রিপাদ ভূমি অভিলাষ, করিলেন আমার পাশ,
আমি উপহাস করিলাম কত ॥ ১৭২
ল'য়ে দ্বিপাদভূমি পায়, সে ভূমি ভূমিকায়!
না বুঝিলাম চরণের মর্ম্ম।
সম্পদ গেছে সমস্ত, পদে হয়েছি অপদস্থ,
অধিকন্তু হারাই বুঝি ধর্ম্ম ॥ ১৭৩
শুনি কন পুণ্যবতী, পতি! তুমি ধন্য অতি,
তবে আর রোদন কিসের তরে?
দিয়েছেন পদাশ্রয়, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়,
গুণাশ্রয় গোবিন্দ তোমারে ॥ ১৭৪
জানি আমি ভক্তাধীন, সে গোবিন্দ চিরদিন,
তাঁকে ভ'জে মান যাবে কেন?
তোমারে যে বামন বাম,
আমি তাঁর জানি নাম,
পূর্ণব্রহ্ম নাম ধরেন বামন ॥ ১৭৫
তুমি যার বন্ধন-যুক্ত,আমি জানি হে বন্ধনমুক্ত
করেছেন তোমারে নারায়ণ।
কি ভয় আর কর কান্ত!
হলো তোমার নরকান্ত,
ঘুচিল শমন-দরশন ॥ ১৭৬
এক বন্ধন উপরে, দ্বিতীয় বন্ধন যদি পড়ে,
আদ্য বন্ধনে শৈথিল্য পড়ে।
করেছেন সেই বন্ধন, হরি অদিতি-নন্দন,
মহারাজ! কি ভাব অন্তরে? ১৭৭
যার জন্য কর রোদন, এতো সামান্য বন্ধন,
এতে আমি মুক্ত করতে পারি।
অসাধ্য বন্ধন তব, মুক্ত করেছেন মাধব,
মহারাজ! তোমারে কৃপা করি ॥ ১৭৮

* * *

আলিয়া—একতালা।

তব, ক্রন্দনে কি আছে কাজ ?
ছিল বিবন্ধ উপরে, যে বন্ধনের তরে,
সে বন্ধন জগবন্ধু নিলেন হ'রে,
বন্ধনের উপর বন্ধন প'ড়ে,—
ভব-বন্ধন গেছে মহারাজ !
ধন্য পুণ্য তুমি করেছ সঙ্গতি,
তোমায় বন্ধ করিবারে শ্রীপতি,
বামন-রূপে তাঁর ভূলোকেতে স্থিতি,—
গোলোকে যার বিরাজ ॥ (হ)

* * *

বলি-শিরে বামনের পদ-স্থাপন।

রাণী বলে, ওহে রাজন্
তবে বিলম্বে কি প্রয়োজন ?
চল চল যথায় বামন।
কি ভয় আর কর তুমি, আমি দিব তাঁর ভূমি,
ভার লয়েছি,—কেন আর রোদন ? ১৭৯
মরি মরি এমন রূপ, ধরেছেন বিশ্বরূপ,
দেখে নয়ন করি গে সফল।
এত বলি শীঘ্র গিয়ে, পতিসহ পতিত হ'য়ে,
পতিত-পাবনে প্রণমিল ॥ ১৮০
করযোড়ে কয় বিন্ধ্যাবলী,
গোবিন্দ ! তোমায় বলি,
বলি তো নিতান্ত অনুগত।
দাসে এত প্রবঞ্চনা, না জানি কেমন করুণা,
কে জানে তোমার কারে কত ! ১৮১
বিষয় বিভব রাজ্য ধন, সব করেছে অর্পণ,
অর্পণ করিতে কিবা বাকী ?
যা থাকে তা দিব এখন, ওহে ত্রিলোক-তারণ !
তৃতীয় চরণ কই দেখি ॥ ১৮২
ভক্তি জন্য ভগবান্, হইলেন কৃপাবান্,
পুরাতে রাণীর অভিলাষ।
অমনি প্রসন্ন হন, নাভি হইতে নারায়ণ,
পাদপদ্ম করেন প্রকাশ ॥ ১৮৩

* * * *

সে কেমন পদ ?—

নিতান্ত কৃতান্ত-মদ— অন্তক শ্রীকান্ত-পদ,
দেখে রাণীর চক্ষে প্রেমবারি।
বলে, কৃতার্থ কর দাসেরে,
দেহ পদ রাজার শিরে,
আর অন্য স্থান কই হে হরি ! ১৮৪
রাণীর ভক্তির কারণ, বলির শিরে শ্রীচরণ,—
অর্পণ করেন ভগবান্ !
হেন কালে নারদ আসিয়ে,
বামন-পদে প্রণমিয়ে,
বলে, বলি বড় ভাগ্যবান্ ॥ ১৮৫
আমি, সদা ভাবিতাম হৃদিমধ্যে,
বড় কে সংসার মধ্যে ?
একটা স্থির করেছিলাম ভাই !
পৃথিবীতে সকলি হয়, পৃথ্বীতে সকলি লয়,
পৃথিবীর তুল্য বড় নাই ॥ ১৮৬
আবার ভাবিলাম শেষে, পৃথিবী সাগরে ভাসে,
সাগর বড় ভাবিলাম মানসে।
আবার করি অনুমান, বড় পদ কিসে পান ?
অগস্ত্য যায় পান করে গণ্ডুষে ॥ ১৮৭
দেখিলাম মনে গণি, বড় তবে অগস্ত্য মুনি,
আবার ভাবিলাম তা নয় কখন।
কোন্ ক্ষুদ্র সে অগস্ত্য ? পর্ব্বত আদি সমস্ত,
আকাশ মধ্যেতে সবে রন ॥ ১৮৮
ভেবেছিলাম বড় আকাশ,
আকাশের বিদ্যা প্রকাশ,—
হলো, আজি ভেবে দেখলাম চিতে।
স্থান একটু নাই গগনে, আকাশ আকাশ গণে,
বামনের চরণে স্থান দিতে ॥ ১৮৯
অতএব মহারাজ !
তোমার তুল্য বড় আর নাই।

* * *

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

তাইতে, তোমায় বড় ধরি হে রাজন্ !
তুমি দেখিলে-গোবিন্দের যে চরণ,
ধরায় ধরে না,—না হয় আকাশেতে স্থান ;—

ত্রিজগৎ করেছে ধারণ, এমন বামন-চরণ,
মস্তকে করলে ধারণ ॥
তোমারে সদয় বড় ভক্তাধীন,
এত দিন ছিলে সুদীন,
রাজ্য, মন, ধন, জন,—সব ক'রেছ সমর্পণ,
পেয়ে শঙ্করের হৃদিপদ্মের ধ্যানের ধন ॥ (ভ)

বামন-ভিক্ষা—(১) সমাপ্ত।

বামন-ভিক্ষা।

(২)

অতিদির গর্ভে বামনদেবের জন্মগ্রহণ।

আলিয়া—চৌতাল।

কি সুদৃশ্য সই! দেখ অই অই! কশ্যপনন্দন—
অদিতির কোলে ঐ খেলে,
যেন অদ্বিতীয় নারায়ণ।
এমন সুসভ্য খর্ব্ব-তনু সর্ব্ব সুলক্ষণ,
না দেখি কখন,—
বামনরূপে কি গো অবতীর্ণ পূর্ণব্রহ্ম
সনাতন ॥ (ক)

* * *

কশ্যপের পুরবাসী, যতেক রমণী আসি,
বামনদেবের রূপ হেরি।
কেহ কয়, দেখ সখি! নিরখি জুড়াল আঁখি,
রূপের বালাই ল'য়ে মরি ॥ ১
বামন এমন শোভা, যেন কোটি চন্দ্র-আভা,
বিধাতারে যাই বলিহারি!
হেরে ও বদন-চাঁদে, নয়ন পড়েছে ফাঁদে,
ফিরালে ফিরাতে নাহি পারি ॥ ২
পুনঃ কন কোন সখী, ত্রিজগতে নাহি দেখি,
পুণ্যবতী অদিতি সমান।
কন্যা পুত্র হইবার, বয়েস নাহিক আর,
ভাগ্য-ফলে পেয়েছে সন্তান ॥ ৩
কেহ বলে, শুন সই! বাছা হয় কোলে লই,
চুম্বন করি গো চাঁদমুখে।
কেহ মনে মনে কয়, অমনি একটী আমার হয়,
লালন পালন করি সুখে ॥ ৪
কোন বিনোদিনী বলে, অদিতির যত ছেলে,
সবগুলি সুন্দর সুঠাম।
কপাল যেমন যার, বিধাতা তেমনি তার,—
পূর্ণ করেন মনস্কাম ॥ ৫
কিন্তু মনে আজি সখি! নিরখি হইলাম সুখী,
অদিতির পুত্রের বয়ান।
এই মত নারীগণে, আহ্লাদিত হ'য়ে মনে,
নিজ স্থানে করিলা পয়াণ ॥ ৬
শুনিলেন সুরগণ, খর্ব্বরূপে নারায়ণ,
জন্মিলেন কশ্যপের ঘরে।
ডাকি সুরগণ প্রতি, কহিলেন সুরপতি,
আহ্লাদিত হইয়া অন্তরে ॥ ৭

* * *

মল্লার—আড়াঠেকা।

আর কি হে ভয়, এত দিনে পরাজয়,—
হলো দৈত্য-নৃপমণি।
আনন্দে কর সকলে শ্রীগোবিন্দ-নাম-ধ্বনি ॥
বলির গর্ব্ব খর্ব্ব জন্য, বৈকুণ্ঠ করিয়া শূন্য,
হ'লেন আসি অবতীর্ণ, ব্রহ্মণ্যদেব আপনি ॥(খ)

* * *

বামনদেবের উপনয়নের আয়োজন।

ক্রমে ছয় মাস পূর্ণ শুভ দিন দেখে।
মুনিবর অন্ন দেন বামন-চাঁদের মুখে ॥ ৮
স্নেহ-ভরে অদিতি করান স্তন পান।
ক্রমেতে গমন-ক্ষম হ'লেন ভগবান্ ॥ ৯
পুরবাসী ঋষিদের বালকের সঙ্গে।
বাল্য-খেলা করেন শ্রীহরি অতি রঙ্গে ॥ ১০
পঞ্চম বৎসরে চূড়া দিলা মুনিবর।
বয়ঃক্রম ক্রমে হৈল অষ্টম বৎসর ॥ ১১
অদিতিরে জিজ্ঞাসা করেন মহামুনি
বামনের বয়ঃক্রম কত হইল শুনি ॥ ১২
অদিতি কহিছেন, প্রভু! হয়েছ বিস্মৃত।
যেটের কোলে পা দিয়ে, এই অষ্টম হয় গত ॥

শুনিয়া ভাবেন হৃদে, মুনি মহাশয়।
উপনয়নের কাল বহির্ভূত হয়॥ ১৪
কি করি—সঙ্গতি কিছু নাহি আপনার।
যোগে-যাগে হ'তে হবে, দায়েতে উদ্ধার॥ ১৫
অন্য কারে কহিবারে নাহি প্রয়োজন।
আপনি আপন-কর্ম্ম, করি সমাপন॥ ১৬
ইহা বলি মুনিবর দিন স্থির ক'রে।
বসিলেন পূর্ব্বদিন খোলা কাটিবারে॥ ১৭
হেন কালে নারদ করিছেন আগমন।
বীণাতে মিশায়ে তান শ্রীহরি-কীর্ত্তন॥ ১৮

* * *

টোরী—একতালা।

রসনা! অলস ত্যজ,ওরে ভজ হরির পদাম্বুজ!
যে পদপঙ্কজে, হৃদি-মাঝে, ভজে তমোরজ।
নিজ গাত্র পত্র করি, যেবা তাহে লিখে হরি,
তার সজ্জা দেখে, লজ্জা পেয়ে,
পলায় সূর্য্যাঙ্গজ॥ * (গ)

* * *

নারদের বীণা শুনে, কশ্যপ ভাবেন মনে,
ঘটাইল বিধি এনে, যা ভেবেছি এখনি।
যদি এ সকল শ্রুত, হ'ন মুনি ত্রিজগত,—
জানাজানি গতমাত্র, করিবেন তখনি॥ ১৯
পাইয়াছি পরিচয়, কথা নাহি পেটে রয়,
খুড়া মহাশয়কে হয়, ঠকের মধ্যে ধরিতে।
চড়িয়ে বেড়ান ঢেঁকি, লাগালাগি ঠগাঠগি,
ইহা ভিন্ন নাহি দেখি, অন্য কর্ম্ম করিতে॥ ২০
তুলি একটী মহাধন, ইহা বলি তপোধন,
রাখিছেন আয়োজন, বসনেতে ঢাকিয়ে।
হেন কালে দেব-ঋষি, তথা উপনীত আসি,
কি কর কশ্যপ! বসি, জিজ্ঞাসেন ডাকিয়ে॥ ২১
কহেন অদিতি-নাথ, এস এস খুল্লতাত!
ভাগ্যোদয়ে সাক্ষাৎ, আপনার সহিতে।
মহাশয়ের শ্রীচরণ, করি আজি সন্দর্শন,
যে তুষ্ট হইল মন, নাহি পারি কহিতে॥ ২২
এক্ষণে কোথায় যান, বীণাতে মিশায়ে তান,
করিয়া মধুর গান, সুমধুর স্বরেতে।
দেব-ঋষি জিজ্ঞাসিল,কশ্যপ! তো আছ ভাল?
এবার সাক্ষাৎ হলো, বহুদিনের পরেতে॥ ২৩
বাপু! একটা কথা বলি,উঠ দেখি দোঁহে-মিলি
একবার কোলাকুলি, তব সঙ্গে করিব।
শুনিয়া কশ্যপ বলে, দিলে বেটা পেঁচে ফেলে,
এখান হ'তে উঠে গেলে,
অমনি ধরা পড়িব॥ ২৪
এমত অন্তরে ভেবে, মুনি কন বৈস এবে,
আপনকার সঙ্গে হবে কোলাকুলি পরেতে।
ঋষি ক'ন বিলক্ষণ, এসো করি আলিঙ্গন,
ইহা বলি তপোধন, কর ধরেন করেতে॥ ২৫
কশ্যপেরে উঠাইল, খোলা কুশ পড়ে গেল,
হাসি ঋষি জিজ্ঞাসিল, ঢেকে কেন রেখেছ?
লজ্জা পেয়ে মুনি কয়, কি করিব মহাশয়!
দিতে হইল পরিচয়, আপনি যদি দেখেছ॥ ২৬
সঙ্গতি নাহিক ঘরে, ছেলেগুলো দুঃখে মরে,
এ জন্যেতে অন্য কারে, না পারিলাম কহিতে
কহিলাম আপনার আগে,
আপনি কল্য যোগে-যাগে,
সেরে দিব ঘর যোগে,-বামনের পৈতে॥ ২৭
শুনিয়া নারদ বলে,আরে বাপু! খেপা ছেলে!
খোলা কুশ ঢেকেছিলে, এই কথার কারণে?
আমিত তেমন নই, কার কথা কারে কই?
সকলের ভাল বই, মন্দ কিছু করি নে॥ ২৮
বামনের পৈতে হবে,কেবা কারে কৈতে যাবে?
ইহা বলি মুনি তবে, মৃদু মৃদু হাসিয়ে।
করিলেন গমন, যথায় চতুরানন,
উপনীত তপোধন, শীঘ্র তথা আসিয়ে॥ ২৯

* * *

নারদের ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ।

বাহার—রূপক।

সুরজ্যেষ্ঠ সন্নিধানে, উপবিষ্ট হৃষ্টমনে,
হয়ে নারদ সংবাদ কন।
নাশিবারে সুর-শত্রু, হ'য়ে কশ্যপের পুত্র,
যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞসূত্র, করিবেন ধারণ।
মুনির কহিতে চক্ষে, প্রেম-ধারা বহে বক্ষে,
ভিক্ষার ঝুলি করি কক্ষে,দাঁড়াবেন শ্রীবামন।—

* সূর্য্যাঙ্গজ—যম।

সকল করিবে চক্ষে,ত্রিলোক-নাথ লবে ভিক্ষে,
দেখ্‌বে গিয়ে প্রত্যক্ষে,
হৃৎপদ্মের ধ্যানের ধন॥ (ঘ)

* * *

বন্দিয়া চরণপদ্ম, পদ্মযোনির সান্নিধ্য,—
হইতে নারদ কৈল যাত্রা।
মনে মনে ঐকান্তে, শ্রীকান্তে করিয়া চিন্তে,
চলেন পুরোহিতে দিতে বার্ত্তা॥৩০
অলস নাহিক পথশ্রমে,
মুনির আশ্রমে আসিয়া ক্রমে,
দাঁড়াইয়া বহির্দ্বার-প্রান্তে।
ডাকে কোথা সুরাচার্য্য!
সুধুই আচার্য্য-কার্য্য,—
ক'রে মর—নাহি পার জান্‌তে॥৩১
নারদের শুনি শব্দ, শব্দ না ক'রে হ'য়ে স্তব্ধ,
বৃহস্পতি ডাকি নিজ ভার্য্যে।
বলে, বেলা দেখ মধ্যাহ্ন, অন্ন খাইবার জন্য,
নারুদে এসেছে আবার আজ যে॥ ৩২
অগ্রগামী হ'য়ে শীঘ্র, বলহ নারদের অগ্র,
তিনি আজ নিজ গৃহে নাস্তি।
ভ্রমণে হয়ে ক্ষুধার্ত্ত, আগমন করেছে মাত্র,
তেমনি তার মত হবে শাস্তি॥ ৩৩
নিত্য একটা একি কাণ্ড, কর্ম্মকাণ্ড সকলি পণ্ড,
আপনি মরি আপনার দুঃখে।
বৃহস্পতির শুনি উত্তর, উত্তরে ঋষি বরাবর,
ব্রাহ্মণী কয় ছল ছল চক্ষে॥ ৩৪
আহা! মরি কি সৌভাগ্য!
ভাগ্যোদয়ে তব যোগ্য,—
মধ্যাহ্নে অতিথি হয় প্রাপ্ত।
গৃহে নাহি মম কান্ত,পান্তা খেয়ে আপনি শান্ত,
কি দিয়ে করিব তোমায় তৃপ্ত? ৩৫
ঋষি ক'ন,—কি সৌজন্য!
সে জন্য হইও না ক্ষুণ্ণ,
অন্ন খেতে আসি নাই অদ্য।
কশ্যপ-উপরোধ ক্রমে, আইলাম তবাশ্রমে,
জানাইতে মুনির সান্নিধ্য॥ ৩৬
বামনটি হয়েছে যোগ্য, তার যজ্ঞসূত্র যজ্ঞ,—
করিতে হইবে গিয়ে কল্য।
আয়োজন করেছে দ্রব্য,দিব্য দ্রব্য হবে লভ্য,
দেখে তখন হইবে প্রফুল্ল॥ ৩৭
বামনের যজ্ঞসূত্র, এ সূত্র শুনিবামাত্র,
বৃহস্পতি বাহির হ'লেন শীঘ্র।
মনে মনে মহাহৃষ্ট, হৃষ্ট হ'য়ে উপবিষ্ট,—
হ'লেন আসি নারদের অগ্র॥ ৩৮
বলে, আজি কিবা শুভক্ষণ,কতক্ষণ আগমন?
দেব-ঋষি! কহ কিবা জন্য।
আমি মিছে মনোভ্রমে, ভ্রমি কত আশ্রমে,
হ'য়ে এই এলাম মরণাপন্ন॥ ৩৯
ঋষি কন, হও ক্ষান্ত, অত্যন্ত হয়েছ শ্রান্ত,
দৃষ্টিমাত্র পেরেছি তা জান্‌তে।
হেদে, সম্প্রতি এলাম কইতে,
দিতে বামনের পৈতে,
যেও আজিকার নিশি অন্তে॥ ৪০

* * *

পিলু-বারোঁয়া—যৎ।

বলে, নারদের বীণে, শ্রীহরি-আরাধন বিনে,
দিন যায় বৃথে।
চিন্ত রে, তুরন্ত! ভবের ভয়ান্ত হইবে যা'তে।
স্থির করি নিজ চিত্ত, হরি-পদে রাখ নেত্র,
পবিত্র হবে তোর ক্ষেত্র,
অত্র সন্দ নাস্তি ইথে॥ (ঙ)

* * *

এই মত দেব-ঋষি পথে যেতে যেতে।
নিমন্ত্রণ করিছেন নানাবর্ণ-জেতে॥ ৪১
অতি দূরে দৃষ্ট যারে, হয় তুই পাশে।
শীঘ্র উপনীত হ'য়ে, কন তার পাশে॥ ৪২
বামন দেবের কল্য হবে যজ্ঞসূত্র।
যে যাবে সে পাবে কিছু,
হয়েছে তার সূত্র॥ ৪৩
মহা ঘোরতর ঘটা করেছেন মুনি।
দ্বিজেরে দিবেন দান, কত শত মণি॥ ৪৪
বাদ্যকরে কন, যেও কশ্যপের বাস।
খাবে আর পাবে কত যোড়া যোড়া বাস॥
এই মত ভূতলে করিয়া তন্ন তন্ন।
মুনিগণ-আদি, মুনি কৈল নিমন্ত্রণ॥ ৪৬
পরে গিয়া সুরপুরে, কন সব দেবে।

বামনের যজ্ঞসূত্র, কশ্যপ কল্য দিবে॥ ৪৭
স্ব স্ব বাহনেতে সবে হবে অধিষ্ঠান।
বাকী নাই, সকলি হয়েছে অনুষ্ঠান॥ ৪৮
দেখিলাম যে দ্রব্য হয়েছে আয়োজন।
পরিতোষ হবে তাতে ত্রিলোকের জন॥ ৪৯
অদ্যাবধি কতই আসিছে ভার ভার।
নিমন্ত্রণ করিতে আমারে হৈল ভার॥ ৫০
ইহা বলি মুনিবর ভাবিয়ে শ্রীহরি।
তথা হৈতে শীঘ্রগতি করিলেন শ্রীহরি॥ ৫১
অলস নাহিক মাত্র পথ অতিক্রমে।
বৈকুণ্ঠেতে উপনীত হইলেন ক্রমে॥ ৫২
নিবেদয় কমলার শ্রীচরণকমলে।
প্রভুর কল্য যজ্ঞসূত্র,—শুন গো কমলে! ৫৩
কশ্যপের পুরে যেতে হবে, মা! প্রভাতে।
সকল হইবে পূর্ণ তোমার প্রভাতে॥ ৫৪
আমি সব নিমন্ত্রণ করেছি ত্রিপুরে।
তব আগমন হ'লে, মম বাঞ্ছা পূরে॥ ৫৫
এই কথা লক্ষ্মীরে কহিয়া উপদেশ।
পাতালে গেলেন যথা বাসুকির দেশ॥ ৫৬
উপনীত হ'য়ে মুনি ফণীর সভায়।
প্রত্যক্ষেতে নিমন্ত্রণ করিলেন সবায়॥ ৫৭
জাম্ববান্ আদি করি কহিলেন পরে।
পুনরপি দেব-ঋষি, উঠি পৃথ্বী পরে॥ ৫৮
ভয়ান্বিত হ'য়ে অতি ভাবিছেন মনে।
এ কর্ম্ম সম্পূর্ণ তবে করিব কেমনে? ৫৯

* * *

বাগেশ্বরী-কানেড়া—তিওট।

মুনি চিন্তেন অন্তরে—
আমারে যেতে হলো কৈলাসে।
বিশ্বময়ী মাকে আনতে হবে কশ্যপের বাসে॥
ত্রিলোকেতে ভিন্ন ভিন্ন, করিলাম সব নিমন্ত্রণ,
অন্নপূর্ণা ভিন্ন, ইহা সম্পন্ন হইবে কিসে? (চ)

* * *

মনে মনে মন্ত্রণা ক'রে, মহামুনি ধীরে ধীরে,
কৈলাস-শিখরে পরে যাচ্ছেন।
বাজে বীণা সুমধুর, তাহে মিলাইয়া সুর,
শ্রীহরির গুণানুবাদ গাচ্ছেন॥ ৬০
পুলকিত অন্তরে, প্রবেশি কৈলাস-পুরে,
দেব-ঋষি চারিদিকে চাচ্ছেন।
দেখেন মুনি কোন স্থানে, ভূত প্রেত দানাগণে,
শিব-নামে মগ্ন হ'য়ে নাচ্ছেন॥ ৬১
কোথায় যোগিনী সব, করিছে চীৎকার রব,
কেহ বা শ্রীদুর্গা বলি ডাকিছে।
কোথাও করেন নৃত্য, কেহ আনি চিতা-ভস্ম,
আনন্দে আপন অঙ্গে মাখিছে॥ ৬২
কোথাও দিব্য সরোবর, তাহে কিবা মনোহর,
জলচর পক্ষী রব করিছে।
ফুটেছে কমল ফুল, তাহে কিবা অলিকুল,
মধু আশে উড়ে উড়ে পড়িছে॥ ৬৩
ময়ূর ময়ূরী কত, নৃত্য করে অবিরত,
মলয় মারুত মন্দ বহিছে।
ডালে বসি পিকবর, হানিছে পঞ্চম শর,
ফলে-ফুলে বৃক্ষ-শোভা হয়েছে॥ ৬৪

* * *

সে কেমন শোভা?—
যেমন, ব্রজের শোভা কৃষ্ণচন্দ্র,
নদের শোভা গোরা।
নিশির শোভা শশী যেমন শশীর শোভা তারা॥
ঐরাবতের ইন্দ্র শোভা, যোগীর শোভা জটা।
ব্রাহ্মণের পৈতা শোভা,
কপালের শোভা ফোঁটা॥ ৬৬
মেঘের শোভা সৌদামিনী, জাতির শোভা কুল
বনের শোভা বৃক্ষ যেমন, বৃক্ষের শোভা ফুল॥
ময়দানের পাহাড় শোভা, চড়ার শোভা বালি।
সরোবরের পদ্ম শোভা, পদ্মের শোভা অলি॥
উদাসীনের ভজন শোভা, গৃহীর শোভা ধনী।
ময়ূরের পাখা শোভা, ফণীর শোভা মণি॥
নগরের শোভা, যেমন অট্টালিকা বাড়ী।
বৈষ্ণবের কণ্ঠী শোভা, মোল্লার শোভা দাড়ী
দাঁতের শোভা মিসির রেখা, মাথার শোভা চুল
হাটের শোভা কলরব, তাঁতির শোভা তুল॥
যুবতীর পতি শোভা, দ্বারের শোভা দ্বারী।
পুরুষের বিদ্যা শোভা, ঘরের শোভা নারী॥
অন্ধকারের আলো শোভা,
দেউলের শোভা চুড়ো।

অধ্যাপকের টোল শোভা
টোলের শোভা প'ড়ো ॥ ৭৩
সমুদ্রের ঢেউ শোভা, ঢাকের শোভা টোয়ে *।
তেমনি শোভা দেখেন মুনি, কৈলাসে আসিয়ে
উপনীত হলেন মুনি শিব-সন্নিধানে।
দৃষ্টি করেন,—মত্ত হর শ্রীরাম-কীর্ত্তনে ॥ ৭৫

* * *

বাহার—কাওয়ালী।

পঞ্চানন কিবে পঞ্চাননে গায় ;—
পঞ্চম স্বরে রাম নাম ॥
গায়, সা সা নি নি ধা ধা পা পা
মা পা গা গা রে রে সা—
গা মা পা, গা মা পা, পাপা মাপা ধা নি সা,
তোম তানা সাত স্বরে উঠে সাতগ্রাম ॥
বাজে পাখোয়াজ কিবে
তাকেটে ধাকেটে তাক্‌ধেলাং—
ধোমকিটি তা ধা তাদেরে দানি,
দেরে না দেরে না দানি,
নাদেরে দেরে দেরে দেরে দেরে
ধেত্তেলেনা অতি অনুপম ॥ (ঘ)

* * *

দৃষ্টি করি নারদেরে, গান ভঙ্গ করি পরে,
জিজ্ঞাসেন সমাদরে, দেবের দেবতা।
কহ মুনি! বিবরণ, কি জন্যেতে আগমন?
শুনিয়ে নারদ কন, আছয়ে বারতা ॥ ৭৬
শুন প্রভু ত্রিপুরারি! কশ্যপভবনে হরি,—
হয়েছেন অবতরি, বামন-রূপেতে।
আইলাম তথা হৈতে, নিমন্ত্রণ বার্ত্তা কইতে,
প্রভুর কল্য হবে পৈতে, রজনী প্রভাতে ॥ ৭৭
নিজগণ সঙ্গে ল'য়ে, অধিষ্ঠান হবে গিয়ে,
এই কথা হরে কয়ে, চলিলেন মুনি।
অন্নপূর্ণার সন্নিধানে গিয়ে আনন্দিত মনে,
প্রণমিয়ে শ্রীচরণে, কহেন মিষ্টবাণী ॥ ৭৮
শুন শিবে! শিবদারা! ত্বং ত্রিপুরা পরাৎপরা,
তব শুভদৃষ্টে তারা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।
তুমি সংসারের সার, দিলাম শ্রীপদে ভার,
আমায় মা! কর এবার, সভয়ে নির্ভয় ॥ ৭৯
নারদের স্তুতি-বাণী, শুনে কন দাক্ষায়ণী,
কি কহিবে কহ মুনি! নিজ প্রয়োজন।
বিনয় করিয়া অতি, ঋষি কন শুন সতি!
হয়েছেন কমলাপতি, অদিতিনন্দন ॥ ৮০
তাঁর যজ্ঞসূত্র হবে, এই কথা শুনি সবে,
ত্রিলোক-নিবাসী সবে, করিলাম নিমন্ত্রণ।
কশ্যপ-অজ্ঞাতসারে, আপনি এ কর্ম্ম করে,
তাই ভাবি কি প্রকারে, হইবে সম্পন্ন? ৮১
দয়াময়ি! দয়া ক'রে, বারেক কশ্যপপুরে,
যেতে হবে মা! তোমারে, আজি নিশি অন্তে!
অন্নপূর্ণায় ইহা বলি, হ'য়ে মহাকুতুহলী,
দেব-ঋষি যান চলি, ভাবিয়া শ্রীকান্তে ॥ ৮২

* * *

কশ্যপ-ভবনে ত্রিভুবনবাসীর আগমন।

নিমন্ত্রণ সবে হৈল, নারদ স্বস্থানে গেল,
ক্রমে নিশি পোহাইল, রবির উদয়।
স্নান করি শীঘ্রগতি, ল'য়ে ভবদেব পুঁথি,
চলিলেন বৃহস্পতি, কশ্যপ-আলয় ॥ ৮৩
হ'য়ে তথা উপনীত, কহেন মুনি মহাক্রুদ্ধ,
কোথা হে কশ্যপ! কত, এ দিকের দেরি?
কশ্যপ কহেন আন, কহ মুনি মতিমান্!
এত প্রাতে কোথা যান, পুঁথি সঙ্গে করি?
শুনি বৃহস্পতি কন, 'কোথায় যান'—সে কেমন?
বামনের উপনয়ন, হইবেক অদ্য।
স্বর্গ মর্ত্ত্য আদি সব, ত্রিলোক হয়েছে রব,
শুনিলাম অসম্ভব, ক'রেছ বরাদ্দ ॥ ৮৫
কশ্যপ এ কথা শুনি, মুখে নাহি সরে বাণী,
হেন কালে কতগুলি, আইল ব্রাহ্মণ।
সুর সঙ্গে সুর-পতি, অগ্রে আসি শীঘ্রগতি,
করিল আশ্চর্য্য অতি সভার রচন ॥ ৮৬
ক্রমেতে প্রতিবাসী, ক্ষত্রি বৈশ্য যোগী ঋষি,
সবে উপনীত আসি, কশ্যপের পুরে।
সুরগণ সভা ক'রে ডাকি যত কিন্নরে,
দেবরাজ আজ্ঞা করে, গান করিবারে ॥ ৮৭

* * *

* টোয়ে—ঢাকের শোভার্থ পালক-সম্বলিত গঠন।

খাম্বাজ—একতালা।

ত্রিম তানা নানা দেরেনা দেরেনা,—
গায় গুণী মুনি ভবনে আসি!
ওদানি ওদানি তোম্‌দের দ্রানি,
সা রি গা মা সম সা গরি গাগরি,
স্বরেতে মোহিত সুর-পুরবাসী॥
ধেত্তেতাং ধুমকিটি কিটি ধা ধুমকিটি ধা—
ধিক্ ধিক্ ধিক্‌ধিক্ ধিক্‌ধিক্ বাজিছে তেলেনা,
ত্রেকেটে তোম্ তায়রে তায়রে তোম,
তায়রে তায়রে দানি;—
ঝর্ ঝর্ ঝর্ ঝর্ যেন ঝরে সুধারাশি॥ (জ)

* * *

নারদকে কশ্যপের তিরস্কার।

সুন্দর সভার ছটা, বসেছে দ্বিজের ঘটা,
কপালেতে ঊর্দ্ধ ফোঁটা,কারুর শিরে লম্বা জটা,
কশ্যপ বলেন লেটা, ঘটালে নারদে বেটা,
তখন বুঝেছি সেটা, সমূলেতে কর্‌লে খোটা,
ভাল কি করেছে এটা,নেহাৎ তার বুদ্ধি মোটা,
পরে মন্দ হবে যেটা, সেই কর্ম্মে বড় আটা,
ঋষির মধ্যে বড় ঠেঁটা,
কে কোথা দেখেছে ক'টা,
নীচে লাউ উপরে সোঁটা,
হাতে ক'রে সদাই সেটা,
বেড়ায় যেন হাবা বেটা,
চালচুলো নাই নির্লজ্জেটা,
কি সাউখুড়ি করেন একটা,
মিথ্যে কথার ধুকুড়ি ওটা,
সত্য কয় না একটী ফোঁটা,
গণ্ডগোলের একটি গোটা,
বিষম দেখি বুকের পাটা,
মাগ ছেলে নাই ন্যাংটা ওটা,
কিছুতেই না যায় আঁটা,
বেটা সব দুয়ারের কেনচাটা॥ ৮৮
নারদের নাম দেখ তিন অক্ষরে হ'ল।
তিনটে অক্ষরের মধ্যে উহার
একটাও নয় ভাল॥ ৮৯

'না'য়ের দোষ কি?—

নাস্থনা, নাকানাকি, নানা নেঠা, নাকারা, নাজেহাল, নাগানাগি, নাঠানাঠি, নরাধম, নাড়াসাই, নাথখোয়ারে,নানাস্থানী, নাকভিগরে নাককাটা, নাশকরা, নাচার, নায়ে কড়ি দিয়ে ডুবে পার॥ ৯০

'র'য়ের দোষ কি?—

রোদন, রণ, রোকারুকি, রোগ, রক্ত-পাত, রগটানা, রগড়া-রগড়ি, রসাভাস, রঙ্গ-করা, রসপড়া॥ ৯১

'দ'য়ের দোষ কি?—

দলাদলি, দ্বন্দ্বজ, দৌরাত্ম্য, দরবার, দস্যু-বৃত্তি, দয়াহীন, দ্বন্দ্ব করা, দলবর্ত্তী, দরিদ্র, দণ্ড, দশাহীন, দরদ, দৈন্যতা, দাঁকেপড়া, দর্পকরা, দৌড়াদৌড়ি, দর্পহারী॥ ৯২

* * *

কশ্যপের অন্নপূর্ণা-আরাধন।

এইরূপে নারদেরে, কশ্যপ মুনি নিন্দা করে,
হেন কালে আইল পুরে,কতকগুলি বাদ্যকর।
নিজগণ সঙ্গে ক'রে, বাসুকি আইলেন পুরে,
বসাইলেন সমাদরে, দেব পুরন্দর॥ ৯৩
হংসপৃষ্ঠে আরোহণ, আইলেন চতুরানন,
পরে আসি ত্রিলোচন, হইলেন উপনীত।
আপনি শ্রীহরিপ্রিয়ে, আসি কশ্যপ-আলয়ে,
বামনদেবে নিরখিয়ে, হইলেন আনন্দিত॥ ৯৪
যতেক ত্রিপুরবাসী, সবে উপনীত আসি,
দেখিয়ে কশ্যপ ঋষি, ভাবেন অন্তরে।
গৃহেতে সকলি শূন্য, ইথে বড় হ'লেম ক্ষুণ্ণ,
না পারিলাম দিতে অন্ন, ক্ষুধিত জনেরে॥ ৯৫
কশ্যপ কাতর হ'য়ে, হৃদয়েতে ভয় পেয়ে,
যোড় হাতে ঊর্দ্ধে চেয়ে, করয়ে স্মরণ।
ডাকিছেন মহামুনি, কোথা বিশ্ববিলাসিনি!
এ বিপদ, হররাণি! কর মা! ভঞ্জন॥ ৯৬

* * *

বাহার—একতালা।

মা অভয়ে গো! সভয়ে ডাকি,এ ভয়ে জননি!
আমায় দেহি মা! অভয়।
যে কর্ম্ম করেছে নারদ পাছে ব্রহ্মশাপ হয়।
নাহিক মম সম্পদ, তাহে দেখি যে বিপদ,
নিরাপদ হব কিসে, বিনা তব পদদ্বয়। (ঐ)

* * *

এইমত কশ্যপ ঋষি ভয় পেয়ে হৃদে।
অন্নপূর্ণায় ডাকিছেন পড়িয়া প্রমাদে। ৯৭
হেন কালে বৃষ-পৃষ্ঠে করি আরোহণ।
ব্রহ্মময়ী আসিয়া দিলেন দরশন। ৯৮
দেখি আহ্লাদিত বড় হইলেন কশ্যপ।
প্রণতি করিয়া পদে করিছেন স্তব। ৯৯
দূর হইতে দেব-ঋষি কারলেন দৃষ্ট।
ব্রহ্মময়ী আসিয়া হয়েছেন উপবিষ্ট। ১০০
নির্ভয়ে যাইয়া ঋষি কশ্যপেরে কয়।
ওরে বাপু! চুপি চুপি কোন কর্ম্ম করা
উচিত নয়। ১০১
দেখ, চুপে চুপে রাবণ ক'র্‌লে রামের
সীতা হরণ।
একবারে হৈল তার সবংশে মরণ। ১০২
চুপে চুপে ইন্দ্র গিয়া গৌতমের স্ত্রী হ'রে।
সহস্রলোচন হৈল কত দুঃখের পরে। ১০৩
চুপে চুপে চন্দ্র হ'তে বুধ ঠাকুরের জন্ম।
দেশ যুড়ে কলঙ্ক হইল করিয়া কুকর্ম্ম। ১০৪
চুপে চুপে রামের ফল খেয়ে হনুমান্।
গলায় আঁটি লেগে হৈল যায়-যায় প্রাণ। ১০৫
চুপে চুপে অনিরুদ্ধ উষা হরণ ক'রে।
বন্ধন-দশায় ছিলেন,প'ড়ে বাণের কারাগারে।
চুপে চুপে দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র কেটে।
অশ্বত্থামা অপমান হৈল অর্জ্জুন নিকটে। ১০৭
চুপে চুপে রঘুনাথ বালি-রাজারে বধে।
নিজ বধের বর শেষে দিলেন অঙ্গদে। ১০৮
চুপে চুপে সূর্য্যদেবে দিয়া আলিঙ্গন।
কুন্তীদেবী দিয়াছেন পুত্র বিসর্জ্জন। ১০৯
চুপে চুপে রাবণের মূর্ত্তি লিখে ভূমে।
জানকী গেলেন বনে বঞ্চিত হয়ে রামে। ১১০
চুপে চুপে কচ গেলেন বিদ্যা শিক্ষা ক'র্‌তে।
মেরে তার মাংস খেলে, মিলি সব দৈত্যে।
চুপে চুপে কোম্পানির জাল নোট ক'রে।
রাজকিশোর দত্ত জন্মাবধি গেলেন জিঞ্জিরে।
চুপে চুপে প্রতাপচন্দ্র রাজ্য ছেড়ে গিয়ে।
শেষে আর দখিল পান না,
আছেন ভেকো হ'য়ে। ১১৩
অতএব বলি চুপে চুপে কর্ম্ম ভাল নয়।
এদিকের উদ্যোগ কর আর নাহি ভয়। ১১৪
নারদের এই বাক্য কশ্যপ শুনিয়ে।
কহিছেন নারদ প্রতি আহ্লাদিত হ'য়ে। ১১৫

* * *

সুহিনী—মধ্যমান।

ধন্য তুমি ত্রিলোক-মান্য ওগো দেব-ঋষি!
তোমার প্রসাদে,আমায় প্রসন্না প্রসন্না আসি।
হৃদিপদ্মে যে পাদপদ্ম,অনাদ্য করেন আরাধ্য,
সেই মায়ের শ্রীপাদপদ্ম,—
হেরিলাম আজি গৃহে বসি। (ঐ)

* * *

বামনদেবের উপনয়ন সম্পাদন।

নারদে কশ্যপ মুনি, কহি নানা স্তুতি-বাণী,
আনন্দে বামনদেবে আনিলেন।
অগ্রে অধিবাস ক'রে, বসুধারা দিয়া দ্বারে,
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ তার পরে সারিলেন। ১১৬
অগ্নিরে স্থাপনা ক'রে, বৃহস্পতি মুনিরে,
মস্তক মুণ্ডন হেতু বলিলেন।
যদুরায় মৃদু হাসি, নাপিত নিকটে বসি,
কর্ণবেধ কেশ-মুণ্ডন করিলেন। ১১৭
তৈল হরিদ্রা মাখি স্নান, করিলেন ভগবান্,
ক্ষৌম কৌপীনবাস পরিলেন।
অতি আনন্দিত হ'য়ে, মুঞ্জমেখলা দিয়ে,
কৃষ্ণসারাজিন স্কন্ধে ধরিলেন। ১১৮
গায়ত্রী উপদেশ পেয়ে, পরে অভিষেক হ'য়ে,
শ্রীফলের দণ্ড করে লইলেন।
সে দণ্ড কৌপীন ছাড়ি, হ'য়ে নবীন ব্রহ্মচারী,
কক্ষে ঝুলি ভিক্ষা হরি চাহিলেন। ১১৯
পুরবাসী নারীগণে, আহ্লাদিত হ'য়ে মনে,
"আমি অগ্রে দিব ভিক্ষা" বলি সবে ধাইলেন

সর্ব্বাণী আপনি তবে,ভিক্ষা দিলেন বামনদেবে,
দেখি সবে মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন ॥ ১২০
যজ্ঞোপবীত সাঙ্গ করি,গৃহে প্রবেশিলেন হরি,
তিন দিবস সেই ঘরে রহিলেন।
পরেতে কশ্যপ ঋষি, কৃতাঞ্জলিপুটে আসি,
অন্নপূর্ণার সন্নিধানে কহিলেন ॥ ১২১

* * *

সোহিনী—যৎ।

শিবে! আমি নিবেদি গো
মা! তোমার ঐ রাঙ্গাপদে।
কুলাও কুলকুণ্ডলিনি! অকূল আপদে ॥
ত্রিপুরনিবাসিগণে, এসেছে মম ভবনে,
আমি অতি দীনদৈন্য, না পারিলাম দিতে অন্ন,
মাম্ প্রতি হয়ে প্রসন্ন,অন্ন দে মা অন্নদে ॥(ট)

* * *

অন্নপূর্ণার পরিবেশন।

এই বাণী, ভব-রাণী, করিয়া শ্রবণ।
কন কিবে, আছে এবে, তব আয়োজন? ১২২
মুনি কহে, মম গৃহে, হয়েছে রন্ধন।
পাঁচ ছয় জনার হয়, বিশিষ্ট ভোজন ॥ ১২৩
হাস্য করি, শঙ্করী, যে করেন উত্তর।
শীঘ্র গিয়া, বসাইয়া, দেহ মুনিবর! ১২৪
হৃষ্টমনে, সভাজনে, ঋষি গিয়া কয়।
সবে মেলি, গা তুলি, আসিতে আজ্ঞা হয় ॥
সুরাসুর আদি নর যোগী ঋষিগণ।
ত্রিলোকবাসী, বসেন আসি করিতে ভোজন ॥
তদন্তরে, সঙ্গে ক'রে, লয়ে কমলায়।
ঈশানী আপনি গেলেন রন্ধনশালায় ॥ ১২৭
যৎসামান্য, ছিল অন্ন, কশ্যপ-আলয়।
কমলা-বিমলা দৃষ্টে হইল অক্ষয় ॥ ১২৮
সেই অন্ন লইলেন স্বর্ণ-থালে পুরি।
পরিবেশন করেন তখন ত্রিপুরেশ্বরী ॥ ১২৯
নানা দ্রব্য, ক'রে সর্ব্ব, লোকেতে ভোজন।
ঢেউ ঢেউ, করে কেউ, কহিছে বচন ॥ ১৩০
আমি ত ভাই! অনেক ঠাঁই,খাইয়া বেড়াই।
এমন ধারা, পেট ভরা, কভু দেখি নাই ॥ ১৩১
কেহ বলে, গলে গলে, হয়েছে আমার।
ইচ্ছা করে, থাকি প'ড়ে, উঠে যাওয়া ভার ॥
কেহ কন, এ ভোজন, হৈল গুরুতর।
অভিপ্রায়, বুঝি যায়, ফাটিয়া উদর ॥ ১৩৩
কেহ উঠে, পলায় ছুটে, দেখে অভয়ায়।
'আবার মাগী, কিসের লাগি,আসিছে হেথায়?'
কেহ কয়, অতিশয়, এ ঋষি স্বচ্ছল।
আমি ত দিন দুই তিন, না খাইব জল ॥ ১৩৫
এই মত, কহি কত, আচমন ক্রমে।
ইন্দ্র চন্দ্র শিব বিধির তুষ্টির নাই সীমে ॥ ১৩৬
কশ্যপের স্থানে বিদায় হইলেন ক্রমে।
স্ব স্ব বাহনেতে যান আপন আশ্রমে ॥ ১৩৭

* * *

বলিরাজ-ভবনে বামনদেবের গমন।

হেথায় বামন-চাঁদ, বলিরে ছলিতে ফাঁদ,—
পাতিলেন যুক্তি করি মনে।
ঘরে হৈতে বাহির হ'লেন,
জনকেরে জিজ্ঞাসিলেন,
কি দিয়াছেন গুরুর দক্ষিণে? ১৩৮
মুনি কহেন, ভাবি তাই, কিছুই সঙ্গতি নাই,
কহ বাপু! কোথায় কি পাব?
কশ্যপের কথা শুনি, কহিছেন যদুমণি,
আমি ইহার উপায় করিব ॥ ১৩৯
শ্রুত আছি এই কথা, বলিরাজা বড় দাতা,
শত অশ্বমেধ করে পূর্ণ।
আমি গিয়া তথাকারে,আনি দিব ভিক্ষা ক'রে,
মহাশয়! কেন হেন ক্ষুণ্ণ? ॥ ১৪০
শ্রীহরি এ কথা কয়ে, মাতা-পিতায় প্রণমিয়ে,
চলিলেন বলির ভবন।
সুদৃশ্য সে খর্ব্ব-তনু, তেজঃপুঞ্জ যেন ভানু,
পরিধান গেরুয়া বসন ॥ ১৪১
দণ্ডটি দক্ষিণ করে, ক্ষুদ্র একটি ছত্র শিরে,
ধীরে ধীরে চলেন ঠাকুর!
পথে যত দ্বিজ আইসে,জিজ্ঞাসেন মধুর ভাষে,
বলির ভবন কত দূর? ॥ ১৪২
শুনিয়া মধুর রব, কহিছে ব্রাহ্মণ সব,
আহা মরি মরি কিবা রূপ!

এ রূপ করিয়া দম্ভ, আপনার সর্ব্বস্ব,
বুঝি বা ইহারে দেন ভূপ॥ ১৪৩
চল ভাই! শীঘ্র চল, গতিক নহে ত ভাল,
আগে গিয়া যা পাই তা লই!
ইহা বলি বেগে ধায়, পিছে পানে ফিরে চায়,
বামন আসিছে বুঝি ঐ॥ ১৪৪
ধীরে ধীরে ভগবান্, বলির ভবনে যান,
ক্রমে গিয়া হ'লেন উপনীত।
বামন দেখেন পুরে, বলির সভায় ফিরে,
হইতেছে নৃত্য বাদ্য গীত॥ ১৪৫

* * *

কানেড়া—আড়া।

চতুরঙ্গে গায় গুণী, নাদের দেব দের দানি,
অসুর-সুর সমাজে।
গের গের গির গির আএতান খবজুরি
পর বধ্যম গান্ধারে,
রাগ দীপক কুমার বর সুন্দর কানেড়া
শুনায়ে মহারাজে॥
ধা ধেন্না ধুমতারা কিটিতারা,
তেনাকিটি তাক্‌ধেলাং,
ধেলাং ধেলাং বাজে পাখোয়াজে
ধা ধা কিটী, ধা ধা কিটী,
ধাগুড় গুড় গুড়, ঘন যেন গভীর গরজে॥ (ঠ)

* * *

বলিসমীপে ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা।

দেখিছেন বনমালী, হ'য়ে মহা কুতুহলী,
বসিয়া আছেন বলি, কল্পতরুপ্রায়।
হ'তেছে বিষম ধূম, যাগ যজ্ঞ পূজা হোম,
ভৃত্যগণ ক'রে ধুম, ফিরিছে সভায়॥ ১৪৬
দীন দুখী দ্বিজ কত, আসিতেছে শত শত,
ধনে হ'য়ে আকাঙ্ক্ষিত কহিছে রাজায়।
কেহ বলে দৈত্যশূর! নিবাস অনেক দূর,
এসেছি তোমার পুর, প'ড়ে কন্যা-দায়॥ ১৪৭
কেহ বলে নৃপমণি! কয়েছেন ব্রাহ্মণী,
কস্তাপেড়ে সাড়ী আনি, পরাও আমায়।
তেঞি, হ'য়ে অতি ব্যগ্র,এসেছি তোমার অগ্র,
আপনি আমায় শীঘ্র, করহ বিদায়॥ ১৪৮

এইমত বিপ্রগণ,—অভিলাষী হ'য়ে কন,
দৈত্যপতি দেন ধন, যে জন যা চায়।
হেন কালে দৃষ্ট করি, বলি কহে, আহা মরি!
কে ও নবীন ব্রহ্মচারী, আসিছে হেথায়?১৪৯
দেখিতে আকৃতি বামন,
বামনের সুসভ্য এমন,
ভুলিল নয়ন-মন, নিরখি উহায়।
যে ধন যাচঞা করে, তাই দিব বামনেরে,
এই কথা অন্তরে, ভাবেন দৈত্যরায়॥ ১৫০
এমন সময়ে হরি, আসি তবে ধীরি ধীরি,
ভূপে আশীর্ব্বাদ করি, দাঁড়ালেন তথায়।
আইস আইস মহাশয়! সমাদরে বলি কয়,
কি লাগিয়া মমালয়, কহ গো ত্বরায়॥ ১৫১
শুনিয়া শ্রীপতি কন, প্রতিশ্রুত যদি হ'ন,
তবে নিজ প্রয়োজন, জানাই তোমায়।
রাজা কহে, যা চাহিবে, আপনি তাহাই পাবে,
ইথে না অন্যথা হ'বে, প্রাণ যদি যায়॥ ১৫২
কহিছেন ভগবান্, দেহ বলি! পুণ্যবান্!
তিনটি পদ ভূমি দান, আমার এ পায়।
হাস্য করি বলি বলে,
হেরে বাপু! খেপা ছেলে!
তিনটি পদ ভূমি নিলে, কি হইবে তায়? ১৫৩
কোটি স্বর্ণ-মুদ্রা লহ, গ্রাম কিম্বা ভূমি চাহ,
দিব, দিন নির্ব্বাহ, হইবে তাহায়।
যদি হও বিবাহে রত,তবে বল এক শত,—
বিভা দিব মনোগত, ব্রাহ্মণবালায়॥ ১৫৪
পুনর্ব্বার কন হরি, শুন হে দৈত্যকেশরি!
আমি নিজে ব্রহ্মচারী, কি কায বিভায়?
ত্রিপাদ ভূমি দেহ যদি, তপ যজ্ঞ পূজা আদি,
তাহাতে বসিয়া সাধি, রজনী-দিবায়॥ ১৫৫
আবার বুঝান বলি, না শুনেন বনমালী,
ভূপতি তখনি ভুলি, হরির মায়ায়।
শুক্রাচার্য্যে ডাকি কয়, মন্ত্র বল মহাশয়!
যাহার যা ইচ্ছা হয়, তাই দিবে তায়॥ ১৫৬
বামনদেবের হেরে, দৈত্যগুরু চিন্তা করে,
কে এসেছে ছলিবারে এমত বুঝায়।
ধ্যানস্থ হইয়া মুনি, সকল বারতা জানি,
হৃদয়ে প্রমাদ গণি, কহিছে রাজায়॥ ১৫৭

ভৈরবী—যৎ।

কি দেখ দানব-রায়! ঐ যে বামনকায়,
সামান্য বামন নয়, ওঁ আপনি শ্রীভগবান।
ক'র না এমন কার্য্য,ধৈর্য্য হও হে, যাবে রাজ্য,
সুরের সাহায্য হেতু ত্রিপাদ ভূমি দান চান॥
দান কৈলে ত্রিপাদ ভূমি, সম্পদ হারাবে তুমি,
রাজ্যপদ যাবে, হবে পদে পদে অপমান।
ধরেছেন ঐ খর্ব্ব পদ, ঘটা'তে তব বিপদ,
বিপদে ব্রহ্মাণ্ড লবেন,
ত্রিপাদে না পাবে স্থান॥ (ভ)

* * *

তিনের দোষ-বর্ণন।

শুক্রাচার্য্য বলে, বলি! ত্রিপাদ ভূমি দিও না।
তিন কথা বড় মন্দ, তিনের দিকে যেও না॥
দেখ, ত্রিবঙ্কেতে কৃষ্ণচন্দ্র বাঁকা বই বলে না।
তিন কাণ হ'লে পরে, মন্ত্রৌষধি ফলে না॥
তিন বামুনে একত্রেতে, যাত্রা ক'রে যায় না।
তিনচক্ষু মৎস্য হ'লে মনুষ্যেতে খায় না॥
তিন দ্রব্য দিলে লোক, শত্রু ব'লে লয় না।
তিন নকলে খাস্ত হয়, আসল ঠিক রয় না॥
তেমাথা পথ ভিন্ন কভু, "ঠিক" করা যায় না।
তিনক'ড়ে নাম হৈলে, মড়াঞ্চে বই কয় না॥
তিন তিথিতে ত্র্যহস্পর্শ, শুভকর্ম্ম করে না।
ত্রিপাপের বৎসর হৈলে, যমের হাতে তরে না
উত্তম মধ্যম অধম, এই তিনটে আছে ঘোষণা
তার মধ্যে অধম ব'লে ত্রিলোক করিলে গণনা
ত্রিদোষের ক্ষেত্র হ'লে যমের হাতে তরে না।
এক পুরুষের দুই স্ত্রী, তিন জনাতে বনে না॥
ত্রিশঙ্কু রাজার দেখ স্বর্গে যাওয়া হ'লো না।
তেঞি বলি, ওরে বলি! ত্রিপাদ ভূমি দিও না

* * *

ত্রিপাদভূমি দানে শুক্রাচার্য্যের নিষেধ।

শুক্রাচার্য্য এই মত, বলিরে বুঝান কত,
এমন কর্ম্ম ক'রো না প্রাণান্তে।
বলিতে যদি নাহি পার, অন্তেরে ইঙ্গিত কর,
রাখিয়া আসুক গ্রামের প্রান্তে॥ ১৬৭
শুধু নন ব্রহ্মচারী, এসেছেন ছল করি,
হরণ করিতে তব রাজ্য।
লইয়া ত্রৈলোক্য ঠাঞি, দেবেরে দেবেন তাই,—
মনেতে ক'রেছেন এই ধার্য্য॥ ১৬৮
কদাচ ত্রিপাদ ভূমি, প্রদান করো না তুমি,
হেলন করিয়া মম বাক্যে।
আমি তব পুরোহিত, সদা চিন্তা করি হিত,
শুনতে হয় মম নীতিশিক্ষে॥ ১৬৯

* * *

বলিকে শুক্রের অভিশাপ।

শুনিয়ে শুক্রের বাণী, মৌন হয়ে নৃপমণি,
কিছুই উত্তর নাহি করে।
মুনিবর হেরি সেটা, বলে এই ম'লো বেটা,
যজমান্‌টা গেল একবারে॥ ১৭০
পুনঃ কন ওরে বলি! বারেক নয়ন মেলি,
আমার বয়ান পানে চা।
দেখিতেছ শরীর খাট, হস্ত পদ ছোট ছোট,
খর্ব্ব নয়, ঐ সর্ব্বনেশে পা॥ ১৭১
তবু দৈত্য-নৃপমণি, না শুনে শুক্রের বাণী,
ক্রোধান্বিত হ'য়ে মুনি কয়।
রাজ্য ধন হবে নষ্ট, আজি হৈতে শ্রীভ্রষ্ট,
বলি! তুমি হইবে নিশ্চয়॥ ১৭২
শুক্রের হইল শাপ, রাজা পেয়ে মনস্তাপ,
শীঘ্র উঠি করিল পয়াণ।
যথায় আছেন বিন্ধ্যাবলী,তথাকারে গিয়া বলি,
ভার্য্যারে এ বারতা জানান॥ ১৭৩
কন বিন্ধ্যাবলী সতী, কি কহিলে প্রাণপতি!
প্রতিশ্রুত হয়েছ আপনি।
চল শীঘ্র আমি যাই, দিতে হবে ত্রিপাদ ঠাঁই,
ইথে সংশয় কিছু নাই নৃপমণি! ১৭৪
ইহা বলি দোঁহে মিলে, যাইয়া যজ্ঞের স্থলে,
বামন দেবে করি নিরীক্ষণ।
আহ্লাদিত হ'য়ে রাণী, স্বর্ণভৃঙ্গারে জল আনি,
করেন শ্রীহরিপদ-প্রক্ষালন॥ ১৭৫
শুক্রাচার্য্য নিরখিয়ে, অতি ক্রোধান্বিত হ'য়ে,
পুনর্ব্বার করিছেন বারণ।

শুনি তবে বিন্ধ্যাবলী, হ'য়ে তখন কৃতাঞ্জলি,
বিনয়েতে গুরু প্রতি কন॥ ১৭৬

*   *   *

সুরট-মল্লার—রূপক।

গুরো! ক'রো না এমন আজ্ঞা,
প্রতিজ্ঞা যাবে।
আশ্বাসিয়ে বাক্যে, নৈরাশিলে ভিক্ষে,
ত্রৈলোক্যে আমার অতি কুখ্যাতি রবে।
ছল-রূপে যদ্যপি হন, আপনি শ্রীনারায়ণ,
তবে, মম যোগ্য, এ ভবে ;—কার ভাগ্য,—
যজ্ঞেশ্বরের কৃপায় যজ্ঞ সকল হবে॥ (ঢ)

*   *   *

শুক্রাচার্য্যের অপমান।

দেব-অরি-রাণীর বাণী শুনিয়ে সুস্পষ্ট।
ভাবে মুনি, ভূপতির ভেঙ্গেছে অদৃষ্ট॥ ১৭৭
ক্রোধে অন্তর্দ্ধান হন অসুরের ইষ্ট।
যোগ-বলে জলপাত্রে হইলেন প্রবিষ্ট॥ ১৭৮
বলেন বলিরে তখন বামন বিশিষ্ট।
দিন যায়, দেহ দান দনুজের শ্রেষ্ঠ।॥ ১৭৯
রাজা বলে, দিব দান দ্বিজবর! তিষ্ঠ।
মন্ত্র কে বলাবেন? গুরু হয়েছেন অদৃষ্ট॥ ১৮০
আমি মন্ত্র বলাই বল, বলিছেন কৃষ্ণ।
শুনিয়ে নৃপতি অতি হইলেন হৃষ্ট॥ ১৮১
শীঘ্র আসি দানাসনে হ'লেন উপবিষ্ট।
আচমন করিতে যান বলিয়া শ্রীবিষ্ণু॥ ১৮২
ঢালেন গাড়ুর জল ভূপতি বর্দ্ধিষ্ঠ।
রুদ্ধ করেছেন শুক্র, না হয় ভূমিষ্ঠ॥ ১৮৩
বুঝিয়া বামনদেব কন মিষ্ট মিষ্ট।
নলেতে কি লেগে আছে, বুঝা গেল স্পষ্ট॥
কুশ ল'য়ে খোঁচা দাও, কেন পাও কষ্ট।
শুনিয়া দিলেন খোঁচা অসুর বলিষ্ঠ॥ ১৮৫
ছিদ্রপথে শুক্রাচার্য্য করেছিল দৃষ্ট।
চক্ষে খোঁচা লেগে, মুনির ক্রোধে কাঁপে ওষ্ঠ।
বাহির হইয়া বলে, মারিলি পাপিষ্ঠ!
বল বলি! আমি তোর কি ক'রেছি অনিষ্ট॥
বুঝা গেল বিলক্ষণ তুই যেমন বিশিষ্ট।
খোঁচা দিয়ে খোঁচা বেটা! চক্ষু করিলি নষ্ট॥১৮৮

বলির দ্বিপাদ ভূমি দান।

শুক্রাচার্য্য মহাশয়, রাগোৎপন্ন অতিশয়,—
দেখিয়ে বিনয়ে কয় দৈত্যের ঈশ্বর।
অপরাধ ক্ষম দাসে, জানিতে পারিব কিসে?
আপনি আছেন বসে গাড়ুর ভিতর॥ ১৮৯
কাট নন পতঙ্গ নন, মহামান্য তপোধন,
জলপাত্রের মধ্যে র'ন অতি অসম্ভব।
শুক্রাচার্য্য রাগোৎপন্ন, বলে কেবল তোর জন্য,
দেখিলাম উচ্ছন্ন যায় এ সব॥ ১৯০
ইহা বলি ক্রোধ-ভরে, মুনি গেলেন স্থানান্তরে,
বলিরাজা তস্য পরে কৈল আচমন।
মন্ত্র ক'ন ভগবান, তিন পদ-পরিমাণ,—
করিলেন ভূমি দান, দনুজ রাজন॥ ১৯১
স্বস্তি বলি শ্রীপতি, আনন্দ হৃদয়ে অতি,
ত্যজিয়ে বামনাকৃতি, হ'য়ে বিরাট মূর্ত্তি।
এক পদ উর্দ্ধে করি, লইলেন স্বর্গপুরী,
দ্বিতীয় চরণে হরি, ব্যাপিলেন পৃথ্বী॥ ১৯২
তৃতীয় চরণ বাকী, নাহিক তায় স্থান দেখি,
শ্রীহরি বলিরে ডাকি, করিছেন আজ্ঞা।
আর এক পদ ভূমি, শীঘ্র দেহ, ভূমি-স্বামি!
নতুবা ছাড়হ তুমি আপন প্রতিজ্ঞা॥ ১৯৩

*   *   *

বলির বন্ধন।

ইহা শুনি বলি কয়, স্থান দিব মহাশয়!
প্রতিজ্ঞা কি ছাড়া হয় থাকিতে জীবন?
হরি ক'ন বারে বারে, ভূপতি না দিতে পারে,
অতি ক্রোধান্বিত পরে হ'য়ে নারায়ণ॥ ১৯৪
ডাকিয়া গরুড় বীরে, আজ্ঞা দেন বাঁধিবারে,
নাগপাশে দৈত্যাসুরে করিল বন্ধন।
বিস্তর প্রহারে গায়, সবে করে হায় হায়!
ক্রোধে দৈত্য-সেনা ধায় করিবারে রণ।
নিরখিয়া বলি কন, যুদ্ধ-সজ্জা কি কারণ?
যে দিয়াছে রাজ্য-ধন, সেই যদি লয়।
তাহে হওয়া খেদান্বিত, নহে ত এমন নীত,
যুদ্ধ করা কদাচিত উচিত না হয়॥ ১৯৬

ইহা বলি সবাকারে, শান্ত-বাক্যে ক্ষান্ত করে,
দূত গিয়া প্রহ্লাদেরে কহিল বারতা।
বলির বৃত্তান্ত শুনি, বৈষ্ণবের চূড়ামণি,
শীঘ্র আইল চক্রপাণি বিরাজমান যথা॥
হেরিয়া বিরাটকায়, প্রণমি দণ্ডীর পায়,
দৃষ্ট করেন দুই পায় লয়েছেন সব।
দাঁড়ায়ে প্রভুর পাশে, গললগ্নীকৃতবাসে,
অতি সুমধুর ভাষে, করিছেন স্তব॥ ১৯৮

* * *

ছায়ানট—যৎ।

নারায়ণ নাগর নরোত্তম।
লক্ষ্মীকান্ত নরসিংহ নটবর।
দারুণ দুর্জ্জন-দর্পনিবারণ। অদিতিনন্দন।
দয়াসিন্ধু। দামোদর।॥
হে হে বামন! বিশ্বজন-পালন। বরাহমূর্ত্তিধর।
বসুধা-উদ্ধারণ, বাসুদেব। বনমালী বন্ধন।
বৈকুণ্ঠনাথ। হে বিরাট। বিশ্বম্ভর।॥
হে পীতাম্বর! পৃথিবীর প্রতিপালক।
সংসারে ত্বং পরমেশ্বর।—
পদ্মপলাশলোচন। পুরুষোত্তম।
পাদপদ্মে রাখ, মুঞি অতি পামর॥ (ণ)

* * *

বলির বন্ধন দেখি, প্রহ্লাদ হইয়া দুখী,
শ্রীনাথে কহেন, একি তব বিড়ম্বনা।
দেখ প্রভু। যেই জনে, বনপুষ্প জল এনে,—
দিয়ে তব শ্রীচরণে করে আরাধনা॥ ১৯৯
তারে তুমি কৃপা করি, ত্রিলোকের অধিকারী,—
কর দয়াময় হরি! এই মাত্র জানি।
বলি, আজি অকুণ্ঠমনে, দান কৈল ত্রিভুবনে,
এ দুর্গতি তবে কেনে, কৈলে চক্রপাণি?॥
ছলে রাজ্য ধন হ'রে, রেখেছ বন্ধন ক'রে,
দয়া কি হ'ল না হেরে, ভক্তের বদন?
প্রহ্লাদের বাক্য শুনি, কহিছেন যদুমণি,
শুন দৈত্যচূড়ামণি। আমার বচন॥ ২০১
আমি কি বাঁধিব উহায়, আজি দৈবেতে দানব-রায়
জন্মের মতন আমায় করিল বন্ধন।
শুক্রাচার্য্য শাপ দিল, খগপতি প্রকাশিল,
তথাপি না ভেয়াগিল, প্রতিজ্ঞা আপন॥২০২

* * *

বামন দেবের তৃতীয় পদের উৎপত্তি।

উঠিয়া এমন সময়, বিন্ধ্যাবলী রাণী কয়
আর কোথা দয়াময়। চরণ তোমার?
সবে দুই পদ ছিল, স্বর্গ আর মর্ত্ত্য গেল
শ্রীহরি বলিলেন, ভাল কহিলে এবার॥২০৩
হাস্য করি নারায়ণ, দৈত্যরাজে দিতে চরণ,
নাভি হ'তে শ্রীচরণ, করিলেন বাহির।
দেখিয়া কহেন সতী, কি দেখ দানবপতি
শীঘ্রগতি দেহ পাতি, আপনার শির॥ ২০৪
অমনি বলি সেই চরণ, মস্তকে করে ধারণ,
দেখি যত সুরগণ, করে সাধুবাদ।
সকলে বলির শিরে, পুষ্প বরিষণ করে
বিন্ধ্যাবলীর অন্তরে, বাড়িল আহ্লাদ॥ ২০৫
কিবা রাজা পুণ্যবান, ত্রিপদেতে দিয়ে স্থান
প্রতিজ্ঞাসাগরে ত্রাণ, পাইল নৃপমণি।
বন্ধন হইতে মুক্ত, হইলেন বিষ্ণুভক্ত
দেখিয়া বলির বক্ত্র, কন পদ্মযোনি॥ ২০৬

* * *

বিভাস—তিওট।

ধন্য বলি!, আজি কি পুণ্য প্রকাশ,
দৃষ্ট ক'রে হ'লো বিস্ময় অন্তরে।
বলির তারণ-কারণ,
শ্রীচরণ ঐ নাভিসরোজে সৃজন,—
করিলে মুরারে।
সুরাসুর আদি যক্ষ রক্ষ নর,
বলির যোগ্য ভাগ্যধর, কে আরো।
যে চরণ নিরবধি আরাধি অনাদি পায়,
বলি সে পদ ধ'রেছে নিজ-শিরে॥ (ত)

* * *

এই মত সুরগণ ব্রহ্মা আদি সবে।
বলিরে প্রশংসা করে, মধুর সুরবে॥ ২০৭

দৈত্যরাজে কন তবে, জগত-ঈশ্বর।
তব তুল্য মম ভক্ত, নাহি নৃপবর! ২০৮
এক্ষণে শুনহ বলি! আমার বচন।
আত্মবন্ধু ল'য়ে কর, ভূ-তলে গমন॥ ২০৯
এই বর তোমারে দিলাম, বৎস! আমি।
সাবর্ণ মন্বন্তরে ইন্দ্র হইবে হে তুমি॥ ২১০
বলি বলে, ভূতলে সকলি জলময়!
তথাকারে কেমনে রহিব দয়াময়! ২১১
ভক্ষ্য-ভোজ্য দ্রব্য কিছু নাহিক সেখানে।
ভূতলে গমন ক'রে, বাঁচিব কেমনে? ২১২
শুনিয়া বলির বাক্য কহেন শ্রীহরি।
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করেছে তব পুরী॥ ২১৩
অশ্রদ্ধা করিয়া যেই জন যাহা দিবে।
সেই সব দ্রব্য গিয়া, তোমায় পৌঁছিবে॥ ২১৪
আর বলি, বলি! যদি স্বর্গে যাইতে চাহ।
এক শত মূর্খ তবে, সঙ্গে করি লহ॥ ২১৫
এ কথা শুনিয়া কন, দনুজ-রাজন।
মূর্খের সঙ্গেতে স্বর্গে নাহিক প্রয়োজন॥২১৬
এক জন মূর্খের জ্বালাতে লোক মরে।
শুন প্রভো! মূর্খের দোষ কহিব তোমারে॥২১৭

* * *

মূর্খের দোষ।

মূর্খের অশেষ দোষ, সর্ব্বদা করয়ে রোষ,
মূর্খের নাহিক কোন জ্ঞান।
আপন দেমাকে ফেরে, মূর্খ জনা মনে করে,—
মম সম নাহি বুদ্ধিমান্॥ ২১৮
মূর্খের সঙ্গে সখ্য-ভাব, তাহে কেবল দুঃখলাভ,
মূর্খের নাহিক চক্ষের শীলতা।
যার খায় যার পরে, তারি মন্দ-চেষ্টা করে,
মূর্খ সঙ্গে না কর মিত্রতা॥ ২১৯
নাহি তার ধর্ম্ম-ভয়, বিষম গোঁয়ার হয়,
মূর্খের মরণ মাঠে ঘাটে।
কিঞ্চিৎ হইলে ক্রোধ, নাহি থাকে বোধাবোধ,
অনায়াসে বাপের মাথা কাটে॥ ২২০
কিসে কার হবে মন্দ, কার সঙ্গে হবে দ্বন্দ্ব,
মূর্খের সর্ব্বদা এই চেষ্টা।
মূর্খে যেবা স্তব করে, উল্টে তারে চেপে ধরে,
মূর্খের জ্বালায় জ্বলে দেশটা॥ ২২১
নাহিক দয়ার লেশ, সকলের করে দ্বেষ,
ইহার কথাটি কয় ওরে।
মূর্খে যদি বলে হিত, হিতে হয় বিপরীত,
হঠাৎ মানীর মান হরে॥ ২২২
দেখিয়া পরের সুখ, মূর্খের বাড়য়ে দুখ,
মূর্খ অতি বিদূষক হয়।
মূর্খের সঙ্গে সংসর্গে, প্রয়োজন নাহি স্বর্গে,
এ আজ্ঞা ক'রো না দয়াময়!॥ ২২৩

* * *

বলি রাজার পাতালে গমন।

ইহা বলি নৃপমণি, শুক্রাচার্য্যে ডাকি আনি,
যজ্ঞটা করিলেন সমাপন।
হরি-পদে প্রণমিয়ে, নিজগণ সঙ্গে ল'য়ে,
ভূ-তলেতে করিলা গমন॥ ২২৪
ভক্তাধীন ভগবান্, বাড়াতে ভক্তের মান,
দ্বারী হ'লেন বলির দুয়ারে।
বলির সৌভাগ্য দেখি, প্রহ্লাদ হইয়া সুখী,
কহিছেন আনন্দ অন্তরে॥ ২২৫

* * *

রামকেলি—আড়া।

প্রহ্লাদ আহ্লাদে বলে
আজি রে কি শোভা হেরি!
অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর হ'লেন
ঐ, আমার বলির দ্বারের দ্বারী॥
চিরদিন যে চরণ, হৃদয়ে করি স্মরণ,
মন! এখন সেই নিত্যধন, শ্রীমধুসূদন,
দেখ রে নয়ন ভরি॥ (থ)

বামন-ভিক্ষা সমাপ্ত।

শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব।

শিব-শক্তি অভিন্ন—যে রাধা সেই কালী

আপন আপন ইষ্ট শ্রেষ্ঠ করি কয়।
এক শাক্ত বৈষ্ণবে দ্বন্দ্ব, পথমধ্যে হয়॥ ১
ভ্রান্ত জীব অন্ত না বুঝিয়ে করে দ্বন্দ্ব।
কেহ বলে, মোর কালী ব্রহ্ম,
কেহ বলে গোবিন্দ॥ ২
নিরাকার নিরঞ্জন যিনি ব্রহ্মময়।
পঞ্চ উপাসকে তাঁরে অন্তে প্রাপ্ত হয়॥ ৩
ভ্রান্ত বিকার দেয় যত জীবে কুমন্ত্রণা।
যেমন, পঙ্গুতে পঙ্গুতে যুদ্ধ উভয়ে যন্ত্রণা॥ ৪
কেহ ভাবে কৃষ্ণকে পর, কারো পর তারা।
যেমন, আপন আপন দল বেঁধে
কুটুম্বিতে করা॥ ৫
বেদ-উক্তি,—ভেদ-জ্ঞানীর মুক্তি কভু নাস্তি।
ভেদ-জ্ঞানে ব্যাসদেবের কাশীতে হয় শাস্তি॥৬
শক্তি-উপাসক হ'য়ে কৃষ্ণে ভাবে অন্য।
শক্তির কি আছে শক্তি তার মুক্তির জন্য?॥৭
কৃষ্ণ-পদ ভাবিয়া দুর্গাকে ভাবে ভিন।
তাহারে নিদয় কৃষ্ণ হন চিরদিন॥ ৮
গোড়ায় খুঁটি নাস্তি, করে ভিন্ন কালী কালা।
গোঁড়াদের সব গোড়া কাটি
আগায় জল ঢালা॥ ৯
তুলসী তুলিতে ভক্তি, বিল্বপত্র বিষ।
কষ্ট বই, তুষ্ট তায় হন না জগদীশ॥ ১০
ত্রৈলোক্য-তারিণী যার কন্যা ঘরে সতী।
যে দক্ষের যজ্ঞে এলেন ব্রহ্মা আর শ্রীপতি॥১১
ভাবি শিবকে পর, সেই দক্ষের ছাগমুণ্ড তুণ্ডে
ভূতে আসি প্রস্রাব করিল যজ্ঞকুণ্ডে॥ ১২
রুদ্র-কোপে ক্ষুদ্র হয় দক্ষ প্রজাপতি!
যত ক্ষুদ্র জীব গোঁড়া,
এদের কি হইবে গতি? ১৩
উভয়ের মন! তোরে মন্ত্রণা আমি বলি।
অভেদ শিব-রামায়, যা রাধা সা কালী॥ ১৪
শুনি বাক্য গুরু-বাক্য করয়ে প্রামাণ্য।
একে পঞ্চ, পঞ্চে এক, না ভাবিও ভিন্ন॥ ১৫

* * *

সুরট—ঝাঁপতাল।

মন! ভাব রে গণপতি, ঐক্য কর দিবাপতি,
পশুপতি কমলাপতি পতিতপাবনী তারা।
একে পঞ্চ, পঞ্চে এক,—ভ্রান্ত ভেবে হয় সারা
গোবিন্দ শিব শক্তি, অভেদ ভাবেতে ভক্তি,
করে যারা ভব-উক্তি, ভবে মুক্তি পায় তারা॥
ওরে ভ্রান্ত মন! শোন্ তো বলি,
বৃন্দাবনে বনমালী,
কৈলাসে মহেশ রূপ, রণে কালী ভয়ঙ্করা;—
এক ব্রহ্ম নহে ভিন্ন, রাম রূপে রাবণে ধন্য,
ত্রিলোক নিস্তার জন্য, গঙ্গারূপে ত্রিধারা॥ (ক)

* * *

বাগবাজারের এক বৈরাগীর বৃত্তান্ত।

এক বৈরাগীর বৃত্তান্ত বলি, ছিল বাগবাজারে।
যেখানেতে মদনমোহন, গোকুল মিত্রের ঘরে॥
নাম তার নিমাই দাস গৌর-পরায়ণ।
মদনমোহনের বাটীতে করে হরিসঙ্কীর্ত্তন॥ ১৭
এক দিন বৈকালে, বেশ করে বেস,
বেওরা * তার বলি।
নাসায় পরে রমণীর কুলনাশা রসকলী॥ ১৮
রঙ্গে পরে অঙ্গেতে ত্রিভঙ্গ-নামাবলী।
মুখে বলে, মনি মনুয়া, বল রে গৌর বুলি॥ ১৯
ললাটেতে হরিমন্দিরে শোভে তিলকমাটি।
করে করে কর-মালা; কপ্নি-আঁটা কটি॥ ২০
সর্ব্বাঙ্গে নামের ছাবা, গলায় তুলসী।
এক দৃষ্টে দেখে, প্রেমমণি সেবাদাসী॥ ২১
বলে, প্রভু! কিবা রূপ তুমি প্রেম-দাতা।
কৃপা কর রমণীরে চরণে দেই মাথা॥ ২২
তুমি শ্রীরূপ সনাতন, তুমি মোর নিমাই।
তুমি মোর অদ্বৈত প্রভু, চৈতন্য গোসাঞি॥
তখন, সেবাদাসীকে কৃপা করি,
গাঁজায় দিয়ে টান।
বাহিরে গিয়ে বাবাজী করে, গৌরগুণ গান॥

* বেওরা—ব্যাপার।

খাম্বাজ—খেমটা।

যদি ভজবি সোণার বরণ গৌরাঙ্গ।
ছাড় রঙ্গ, পর কৌপীন কর কি মন।
করে কর করঙ্গ ॥
মন! তোরে পন্থা বলি, কর সার কন্থা ঝুলি,
কর হালীকে বেহাল, ছাড় হালি,
দেখে দুঃখের তরঙ্গ ॥ (খ)

*   *   *

এক শাক্তের কালীঘাট যাত্রা।

সেই পথে এক শাক্ত যান,
কালী-নামে তুলি তান,
কালীঘাট-গমনে করি ঘটা।
রক্তবস্ত্র পরণে শোভা, দুই কাণে দুই রক্তজবা,
রক্তচন্দনে কপালে ফোঁটা ॥ ২৫
রক্তচক্ষু প্রেমে উতলা, গলায় রক্তজবার মালা,
গমন হতেছে অবিলম্বে।
মুখে ঘন ঘন বাণী, জয় কালী কাল-বারিণী!
তুমি গো মা! জয় জগদম্বে। ২৬

*   *   *

পথে এক বৈরাগীর প্রতি কটূক্তি।

বৈরাগী করে গৌর-গান,
শাক্তের তাতে [illegible] কাণ,
হাস্যমুখে কয় করি ঘটা।
ত্যজে শঙ্করী কালীকে,
গান পাও নাই [illegible],
হতভাগা নির্ব্বংশের বেটা! ২৭
জ্ঞান নাই তোর পূর্ব্বোত্তর,
সংসার ম[illegible]পুর,
ভণ্ড নেড়া! পণ্ডশ্রম রাখ রে!
মা বিনে সন্তানস্নেহ, অন্যেতে জানে না কেহ,
জয় নিবিতো জয়কালীকে ডাক রে ॥ ২৮
কালী ধ্যান কর্ চিত্তে, চল কালীঘাট তীর্থে,
কালের অধিকার নাই কালবারিণীর রাজ্যে!
হইবে কপাল জোর, কপাল ফিরিবে তোর,
কপালমালিকা কালভার্য্যে ॥ ২৯

মরণ হবে আজি কালি,
বল ভাই! কালী কালী,
কালী-চিন্তে মনের কালী যায় রে!
জন্ম বিফল যায় কেনে? দেহকে দেহ দক্ষিণে,
দক্ষিণাকালিকা মায়ের পায় রে! ॥ ৩০
ভজ শক্তি,—হবে মুক্তি,
শক্তি মূল,—শিবের উক্তি,
দেহ আদ্যাশক্তির দোহাই রে।
শিবের সর্ব্বস্ব ধন, তারা-ধন আরাধন,
মুক্তকেশী বিনা মুক্তি নাই রে ॥ ৩১
ভদ্রলোকের কথা শুন, কর ভদ্র আচরণ,
ভদ্রতা হইবে তব কর্ম্মে।
জন্ম সার্থক করেন তারা, জন্মমৃত্যুহরা তারা—
চরণে যাদের ভক্তি জন্মে ॥ ৩২

*   *   *

ভৈরবী—আড়খেমটা।

কেন ভাব্‌লিনে ভাই! শ্যামা মায়ের চরণ দুটী
ভাল ব্যাপার, করলি এবার, ভবের হাটে উঠি
তবে জন্ম আর কি হতো?
জলে জল মিশায়ে যেতো,
মনে ভাবলে তারা জগত,
তারা মা দিত তোয় ছুটী ॥
মায়ের চরণ ভাবলে পরে,
ঘরের ছেলে যেতিস্ ঘরে,
ও তুই ঘর না বুঝে বসতে পেরে,
কাঁচালি কি পাকা ঘুটি! (গ)

*   *   *

বৈরাগী ও শাক্তের উত্তর-প্রত্যুত্তর।

বৈরাগী কহিছে রাগি তুইত নহিস্ গণ্য।
করেছেন চৈতন্যপ্রভু তোরে অচৈতন্য ॥ ৩৩
শ্রীগৌরাঙ্গ,—তাঁরে ব্যঙ্গ, হারে জ্ঞানশূন্য!
বেদ-বিধির অগোচর নদীয়ায় অবতীর্ণ ॥ ৩৪
অবতার অসংখ্যেয় সর্ব্বশাস্ত্রে ধরি।
কলিযুগে চৈতন্যরূপে জন্মেন শ্রীহরি ॥ ৩৫
যত ভণ্ডজ্ঞানী গণ্ডমূর্খ কাণ্ডজ্ঞান-হীন।
শচীর নন্দনে ভাবে ব্রহ্মভাবে ভিন ॥ ৩৬

বিষ্ণুর অনন্ত মায়া কে বুঝিবে মর্ম্ম।
সিদ্ধিরস্তু * পড়ি কোথা সিদ্ধি হবে কর্ম্ম ? ৩৭
শাক্ত বলে, থাকৃত আর ত্যক্ত করিস্ কেনে?
তোদের, গৌর ভক্ত আছে উক্ত
বেদ পুরাণে। ৩৮
মায়ের পুত্র ভগবান্ আগমের উক্ত।
চৈতন্ত তোদের সেই ভগবানের ভক্ত॥ ৩৯
তাতে, গৌর ত মায়ের পৌত্র হন—
কে করে তাঁর খোঁজ ?
আমার, শ্যামা মায়ের কাছে আগে,
তোদের, কৃষ্ণকে লয়ে বোঝ্॥ ৪০
বৈরাগী কয়, বেদের উক্তি শুন রে মূঢ় ব্যক্তি !
বিষ্ণু অঙ্গ হ'তে সৃষ্টি-জন্ত হন শক্তি॥ ৪১
সর্ব্বদেবের প্রধান গোলোকে ভগবান্।
সমান সম্মান কোথা বিষ্ণু-বিদ্যমান ? ৪২
বিষ্ণুকে ভাবিয়া পর ভাবিস্ তারা তারা।
শ্রীকৃষ্ণ গোকুলের চাঁদ,
চাঁদের কাছে কি তারা ?
তুই ভাবিস্,—
শক্তি ভিন্ন মুক্তি দেওয়া নয় অন্যের কর্ম্ম।
মুক্তির কারণ অন্তে নাম নারায়ণ ব্রহ্ম॥ ৪৪
শাক্ত বলে, ব্যক্ত করি, বলি তোরে শোন।
যে নিমিত্তে ডাকে লোকে অন্তে নারায়ণ॥ ৪৫
মা আমার ব্রহ্মাণ্ডকর্ত্রী, গিরিরাজার মেয়ে।
নারায়ণকে রেখেছেন তিনি ভব-সমুদ্রের নেয়ে॥
বুঝতে নারিস্,—রাজা কখন কি
ঘাটে বসে থাকে ?
ভবের ঘাটে গিয়ে জীব, কাণ্ডারীকে ডাকে॥
নারায়ণ কাণ্ডারী দ্বারা জীবে পার পায়।
পার হয়ে সব মায়ের ছেলে,
মায়ের কাছে যায়॥ ৪৮
উচিত বল্লাম, ইথে কৃষ্ণ হন হবেন বাম।
আমি, সাঁতারে যাব ভবসমুদ্র বলি দুর্গানাম॥
বৈষ্ণব কহিছে, শুন রে মূর্খ ! বামাচারী !
তোদের শ্যামা রাজা,—
শ্যাম কি আমার সামান্ত কাণ্ডারী ? ৫০

* সিদ্ধিরস্তু—পাঠশালে বিদ্যারম্ভে সিদ্ধিরস্তু বলিয়া অ আ ইত্যাদি পাঠারম্ভ করিতে হয়।

ভবের ঘাটে কৃষ্ণকে যদি,
তোর ভবানী রাখত।
তবে, কৃষ্ণ থাকিতেন ধরি হালি,
কাষ্ঠতরী থাকৃত॥ ৫১
নায়ে, থাকৃত হাল থাকৃত পা'ল,
থাকৃত দুজন দাঁড়ী।
কখন খেয়া বন্ধ হৈত, হ'লে তুফান ঝড়ি॥ ৫২
যদি দুর্গার আজ্ঞায় কৃষ্ণ ভবের কাণ্ডারী।
তবে, তাঁর চরণ-আশ্রিত কেন
ব্রহ্মা ত্রিপুরারী ?॥ ৫৩
* * *
খটভৈরবী—পোস্তা।
হরি কাণ্ডারী যেমন আর
কে আছে এমন নেয়ে।
ভবে পার করেন হরি রাঙ্গা চরণতরী দিয়ে॥
তরণীর এমনি গুণ, নাস্তি পা'ল নাস্তি গুণ,
পার করেন নিজ গুণে,
নির্গুণেরে সদয় হ'য়ে॥ (ঘ)
* * *
পুনর্ব্বার বৈষ্ণব কহিছে শাক্তের আগে।
তুই কূল পাবি নে, অকূল ভবে
গোকুলচন্দ্রের রাগে॥ ৫৪
বল্‌লি সাঁতারে যাব ভব-সমুদ্র—
কিনারা কোথা পাবি ?
অকূল তরঙ্গে প'ড়ে কেবল খাবি খাবি॥ ৫৫
শাক্ত বলে, ভক্তি যদি থাকে আমার
শক্তি-পদোপান্তে।
কার শক্তি ডুবায়, হেলায়
মুক্তি পাব অন্তে॥ ৫৬
কৃষ্ণ যদি কৃপা করি, না রাখেন সঙ্কটে।
তারিণীর পদতরণী আমার
আছে ভবের ঘাটে॥ ৫৭
ভবপারের ভাবনা কি, যে ভবরাণীকে ভজে।
সুপ্রিমকোর্টে ডিক্রী হ'লে
কি করবে জেলার জজে ?॥ ৫৮
মা সদয় থাক্‌লে, আমি লঙ্ঘে ভব তরিব।
না হয় মাকে বলি, ভবসমুদ্রের
পুলবন্দি করিব॥ ৫৯

বৈষ্ণব করিছে উক্তি,
প্রধানা তুই বল্‌লি শক্তি,
ওরে ভক্তিহীন হতভাগ্য!
বিষ্ণুর আগমন ভিন্ন, কোন্ কর্ম্ম হয় সম্পন্ন,
দুর্গা পূজা আদি যাগযজ্ঞ? ॥ ৬০
বিষ্ণুরে করি স্মরণ, অগ্রে করে আচমন,
সাঙ্গ ক্রিয়া কৃষ্ণে সমাপন *।
স্নান দান ধ্যান পুণ্য, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি জন্য,
সঙ্কল্প করয়ে জগজ্জন ॥ ৬১

* * *

বিষ্ণু সর্ব্ব দেবের প্রধান, কেমন?—
যেমন,—
নরের প্রধান যে জন ধনী,
বাদ্যের প্রধান শঙ্খের ধ্বনি,
নদীর প্রধান সুরধুনী,
স্বরের প্রধান কোকিলের ধ্বনি,
মুনির প্রধান নারদ মুনি,
গ্রহের প্রধান দিনমণি,
খলের প্রধান রাহু শনি,
যোগের প্রধান মণিকাঞ্চনী,
কামিনীর প্রধান পদ্মিনী,
জ্ঞানীর প্রধান তত্ত্বজ্ঞানী,
দেবতার প্রধান চক্রপাণি ॥ ৬২
বিষ্ণু সর্ব্ব-দেবময়, সর্ব্ব দেবের পূজ্য হয়,
জল দিলে বিষ্ণুর মস্তকে।
যেমন, ব্রাহ্মণবাটী দিলে সিধা,
কোন জাতির হয় না দ্বিধা,
ছত্রিশ বর্ণ খায় অন্ন সুখে ॥ ৬৩
জাতি মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ,
দেবের মধ্যে তেমনি কৃষ্ণ,
সর্ব্ব শাস্ত্রে যেমন বেদধ্বনি।
যতন করিয়া তায়, যোগেন্দ্র না ধ্যানে পায়,
তুই কি চিন্‌বি কি ধন চিন্তামণি? ॥ ৬৪

* * *

খাম্বাজ—যৎ।
নন্দের নন্দন, চিন্তামণি কি ধন,
চিন্‌তে পার্‌লি নে।
যাঁরে চিন্তিলে যায়, ভব-চিন্তা,
তাঁরে চিন্তা কর্‌লি নে ॥
ভবে জন্ম তোর অনিত্য,
ওরে, তু'লে তুই তুলসী পত্র,
জন্মে শ্রীগোবিন্দ-শ্রীচরণারবিন্দে দিলি নে!
কি কুদিনে ভবে এলি, কুসঙ্গে দিন হারালি,
দীনবন্ধু নামটী একবার
দিনান্তরে বল্‌লি নে ॥ (ঙ)

* * *

শ্রীহরি ডাকমুন্সী;—শ্যামা মা
ব্রহ্মাণ্ডের রাজা।

শাক্ত বলে জানি মূল, বিষ্ণুর মাথায় দিলে ফুল,
সকলে হ'য়ে অনুকূল করেন গ্রহণ।
যেমন ডাকমুন্সী পেলে চিঠি,
পৌঁছে দেয় বাটী বাটী,
দেবের মধ্যে সেই কাজটী করেন নারায়ণ ॥৬৫
চণ্ডী আর গজানন, প্রজাপতি পঞ্চানন,
সরস্বতী কি তপন, ষষ্ঠী কি মনসা।
বিষ্ণু এদের যত্ন হ'য়ে, নিজ শিরে পুষ্প ল'য়ে,
স্থানে স্থানে দেন বয়ে এই ত হরির দশা ॥৬৬
যদি নিজে শিরে পুষ্প ধরি,
অন্য দেবকে দেন হরি,
তবে তারে কেমনে ধরি, বলি প্রধান প্রভু।
মা আমার ব্রহ্মাণ্ডের রাজা,
ব্রহ্মা আদি মায়ের প্রজা,
সে কি বয় অন্যের বোঝা
মাথায় করি কভু? ॥ ৬৭
তিনি, জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী, ত্রিভুবন-জনকর্ত্রী,
সংসার আজ্ঞানুবর্ত্তী, জ্ঞান্‌বি কি বৈরাগ্য? *
নামটী তাঁর ভবতারা, ভবজননী ভবদারা,—
পায় পুষ্প তাঁর দ্বারা, হেন কার ভাগ্য? ॥ ৬৮

* সাঙ্গ ক্রিয়া কৃষ্ণে সমাপন—হিন্দুর যাবতীয় ক্রিয়া কর্ম্ম 'শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু' বলিয়া শেষ করা হয়।

* বৈরাগ্য—বৈরাগী।

আছে কার এমন সামগ্রী,
দিয়ে ক্ষান্ত করে আশা।
সপ্ত সাগর করে পান, কার এত পিপাসা? ৬৯
সুমেরুকে শূন্য করে, কার বা এমন বুদ্ধি?
ব্রহ্ম-নিরূপণ করে, কার বা এমন শুদ্ধি? ॥ ৭০
কাণ কাটিলে করে না রাগ,
কার এমন বৈরাগ্য?
দুর্গা নামে যায় না দুঃখ, কার এমন দুর্ভাগ্য? ॥
গর্ভের কথা পড়ে মনে, কার বা এমন মন?
কার বা হেন শক্তি, খণ্ডে কপালের লিখন? ॥
কার এমন সামগ্রী আছে,
দামোদরের ক্ষুধা হরে?
কার এমন ঔষধি, ব্রহ্মশাপে মুক্ত করে? ॥ ৭৩
শ্যামের বাঁশী নিন্দা করে, কার এমন সুরব?
দেহ ধারণে পায় না দুঃখ, কার এত গৌরব? ৭৪
হেন ভাগ্য কে ধরে, ভাই! এ তিন ভুবনে?
আমার শ্যামা মা পুষ্প ল'য়ে দিবে অন্য জনে?

* * *

জয়জয়ন্তী-পিলু-মিশ্র—যৎ।

হেন ভাগ্য কে ধরে রে! সে ফুল কি অন্যে পায়,
যে পুষ্প পড়েছে আমার,
শ্যামা মায়ের রাঙ্গা পায়॥
দিয়ে জবা শতদল, আশ্রিত সব দেবদল,
ব্রহ্মা দিয়ে বিল্বদল,
ব্রহ্মময়ী-পদে বিকায়॥ (চ)

* * *

রামনামের মত কোমল নাম আর নাই।

পুনর্ব্বার বৈষ্ণব কহিছে শাক্তের কাছে।
তোদের, শক্তিতন্ত্রে আদ্যাশক্তির
বহু নাম ত আছে॥ ৭৬
কালী দুর্গা কৌমারী কল্যাণী কাত্যায়নী।
ভয়ঙ্করী ভদ্রকালী ভৈরবী ভবানী॥ ৭৭
মনে বুঝে রে মনের কথা, বলি তোর নিকটে।
আমাদের রাম নামটী কেমন কোমল নাম বটে
অতুল্য তুলনা রাম নামে, দেখিনে তার তুল্য।
শুনিলে রামের কোমল নাম,
হৃৎকমল প্রফুল্ল॥ ৭৯

কোন বিপদ্‌গ্রস্ত ভয়যুক্ত হয় যদি কেহ।
মুখেতে বলিলে রাম, আরাম হয় দেহ॥ ৮০
সকল নাম অপেক্ষা রাম নাম অগ্রগণ্য।
রাম রাম নাম বলিয়ে, বাল্মীকি যাতে ধন্য॥ ৮১
রাম নামামৃত পান, যে করে রসনায়।
সে কি আর খাদ্য ব'লে, সুধায় সুধায়? ৮২
শঙ্কর জপেন রাম নামটী অবিশ্রাম।
অতএব নাই রে! আমার রাম তুল্য নাম॥ ৮৩
রাম নাম দুই অক্ষরে কত গুণ ধরে।
বর্ণিতে না পারে গুণ, ব্রহ্মা আর শঙ্করে॥ ৮৪
আমি নির্গুণ হইয়ে গুণ বলি কিছু শোন।
কাষ্ঠবিড়ালীর যেমন সাগর বন্ধন॥ ৮৫

রা-এর গুণ কি?—

রাগ যায়, বিরাগ যায়, অনুরাগ বাড়ে।
রাম নামে রাগ তুলিলে, *
রাশি রাশি পাপ ছাড়ে॥ ৮৬
রাগ করি রাহু পলায়, রহে না দেহেতে।
রাখাল হ'য়ে, যম রাস্তা করেন মুক্তিপথে॥ ৮৭
যায় রাজ-ভয় রাক্ষস-ভয়,
রাজী তায় দেবগণে।
রাম তারে রাখেন সদা রাতুল চরণে॥ ৮৮

ম'এর গুণ কি?—

মজিয়ে মধু সাগরে মহানন্দ মনে।
মন্দের সম্বন্ধ নাই মঙ্গল মরণে॥ ৮৯
মনে করলেই, মণিমন্দিরে মোক্ষ পদ লভে।
মক্ষিকার মত, মত্ত মাতঙ্গেরে ভাবে॥ ৯০
মহেশের মস্তক হৈতে এসেন মরণ কালে।
মুক্তি দেন মন্দাকিনী মম পুত্র ব'লে॥ ৯১

অতএব রামের তুল্য আর নাম
নাই,—কেমন?

পরমাণু-তুল্য সূক্ষ্ম, হিংস্রক তুল্য মূর্খ,
ভিক্ষা তুল্য দুঃখ।
সাধন তুল্য কর্ম্ম, দয়া তুল্য ধর্ম্ম,
মানব তুল্য জন্ম।
মাহেন্দ্র তুল্য যোগ, স্বর্গ তুল্য ভোগ,
কুষ্ঠতুল্য রোগ।

* রাগ তুলিলে—গান করিলে।

বট তুল্য ছায়া, সন্তান তুল্য মায়া,
কার্ত্তিক তুল্য কায়া।
দৈব তুল্য বল, আম্র তুল্য ফল,
গঙ্গা তুল্য জল।
পূর্ণিমা তুল্য রাত্তি, ব্রাহ্মণ তুল্য জাতি।
মৃদঙ্গ তুল্য বাদ্য, ঘৃত তুল্য খাদ্য।
বাসুকি তুল্য ফণী, কোকিল তুল্য ধ্বনি।
দূর্ব্বা তুল্য ঘাস, অগ্রহায়ণ তুল্য মাস!
সর্ব্বস্ব তুল্য পণ, বিদ্যা তুল্য ধন।
দাতা তুল্য যশ, গান তুল্য রস।
উদ্ধার তুল্য জয়, মরণ তুল্য ভয়!
গোলোক তুল্য ধাম, তেমনি রামের
তুল্য নাম ॥ ৯২

* * *

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—যৎ।

মরি রে, রাম কোমল নামটী যে জন লয়।
রাম তারকব্রহ্ম নামের ধর্ম্ম,
ভবে জন্ম তার কি হয়?
চরণের গুণ তুলনা, পাষাণ মানবী কাষ্ঠ সোণা,
(হায় রে!)—
ভাসে নামের গুণে জলে শিলে,
বন-পশু বন্দী রয়॥ (ছ)

* * *

দুর্গানামের অনন্ত গুণ।

শুনি রাম-নামের ব্যাখ্যা, শাক্ত হেসে কয়।
দূর হ রে দুর্ভাগ্য দুষ্টবুদ্ধি দুরাশয়! ৯৩
তুই রাম নাম দুই অক্ষরের গুণ বর্ত্তে দিলি।
আমি দু অক্ষরের গুণ বল্‌তে পারি নে
যৎকিঞ্চিৎ বলি॥ ৯৪
যে জন যতনে দুর্গা নাম স্মরণ করে।
দুর্গতি দুর্ম্মতি দুরদৃষ্ট যায় দূরে॥ ৯৫
দুর্গতি পাইলে হয় দুর্গতি দূরস্থ।
দুই ভুজ মানবের বাড়ে দুই হস্ত॥ ৯৬
দূরে পলায়, দুরন্ত কৃতান্ত-দূতগণে।
দুর্গতিদলনী দুর্গার দু অক্ষরের গুণে॥ ৯৭

তুই ত, রাম-নাম, কোমল নাম,
বললি মনের সুখে।
কোমল নাম হৈলে কেন,
বেরয় না শিশুর মুখে?॥ ৯৮
পঞ্চ বৎসর পর্য্যন্ত করে আম আম।
কোমল কিসে, রাম তুল্য নাইরে কঠিন নাম॥
কেহ, চিরকাল পর্য্যন্ত,
আম আম করে দেখতে পাই।
রস নাইক রাম নামে,
খুব যশ আছেরে ভাই!॥ ১০০
বিবেচনা করিলে ত্রিজগতে তুল্য নাই।
আমার, যেমন শ্যামা মায়ের কোমল নামটী
ভাই!॥ ১০১

* * *

খাম্বাজ—যৎ।

শ্যামা মার কি নামটী: কোমল বলি তাকে রে।
অতি দুগ্ধপোষ্য বালক,
আগে মা ব'লে ডাকে রে॥
কমলে কি তার উপমা?—
নীলকমল-বরণী শ্যামা,
শঙ্কর যার চরণকমল, হৃৎকমলে রাখে রে!
বসতি কমলাসনে, কালীদহে কমল-বনে,
কমলে কামিনী মাকে,
শ্রীমন্ত যায় দেখে রে॥ (জ)

* * *

শ্যামা,—শ্যাম।

উভয়েতে দ্বন্দ্ব করি উভয়ে পরাভব!
উভয় পক্ষে উষ্মা, হলো উভয়ে নীরব॥ ১০২
দুঃখে দোঁহার চক্ষে ধারা, মন-অভিমানে।
উভয়ে চলিল, উভয় ইষ্ট-বিদ্যমানে॥ ১০৩
উভয়ে চৈতন্য দেন উভয়ের ইষ্ট।
কৃষ্ণ, হয়েছেন কালীরূপ,
কালী হয়েছেন কৃষ্ণ॥ ১০৪
কালী কালী বলি শাক্ত, কালীঘাটেতে আসি
দেখেন শ্যামরূপ হয়েছেন শ্যামা
শঙ্কর-মহিষী॥

অর্দ্ধশশী ছিল ভালে, সে শশী পড়েছে খসি।
চরণের বিল্বদল হয়েছে তুলসী॥ ১০৬
ত্যজে শবাসনা শ্যামা পঙ্কজনিবাসী।
মুণ্ডমালা বনমালা, অসি হয়েছে বাঁশী॥ ১০৭
ভাবে গদগদ শাক্ত নিকটেতে আসি।
জিজ্ঞাসেন যুগ্মকরে চক্ষুজলে ভাসি॥ ১০৮

* * *

ঝিঁঝিট—যৎ।

মা! তোর একি ভাব গো ভবদারা!
ছিল যে রূপ অপরূপ দিগম্বরী,
কি ভাবে আজ, পীত বসন কেন পরি,
হ'লে বংশীধারী, ব্রজনারীর মনচোরা! ॥
কোথা লুকাইলে বল গো মা!
সে রূপ তোর গো শঙ্কররাণী শ্যামা!
অসিতবরণী মুক্তকেশী অসিধরা॥ (ঝ)

* * *

শ্যাম,—শ্যামা।

বৈষ্ণব আসিয়ে বিষ্ণু-মন্দিরের মাঝে।
দেখে, শ্যামা-রূপে শবোপরে
কেশব বিরাজে॥ ১০৯
তুলসী হয়েছে বিল্বদল পদাম্বুজে।
বাঁশী ত্যজি অসি মুণ্ড ধরেছেন ভুজে॥ ১১০
কায় হৈতে পীতাম্বর পীতাম্বর ত্য'জে।
হয়েছেন দিগম্বরী, বিদায় দিয়ে লাজে॥ ১১১
অলকা তিলকা ভালে অর্দ্ধচন্দ্র সাজে।
ধটী গিয়ে কটিতে কিঙ্কিণী ঘন বাজে॥ ১১২
চূড়া শিরে যে রূপ হেরে ব্রজগোপী মজে।
কালোশশী এলোকেশী হয়েছেন অব্যাজে॥
কিছু চিহ্ন নাই, মূর্ত্তি বৈষ্ণব যা ভজে।
অপরূপ দেখে জিজ্ঞাসিছে ব্রজরাজে॥ ১১৪

* * *

খট্ ভৈরবী—একতালা।

ওহে হরি! কিরূপ ধরিলে!
ত্যজে পদ্মাসন, মদনমোহন!
মদনান্তক-হৃদে দাঁড়ালে।
কেন হরি! পীতবাস পরিহরি,
কি ভাব সে ভাব পাসরি,
গোলোকের ঈশ্বরী, কোথা সে কিশোরী,
মোহন বাঁশরী কোথায় লুকালে?॥ (ঞ)

* * *

কালী-কৃষ্ণ অভেদ।

কালী-কৃষ্ণ অভেদ-আত্মা হৈল জ্ঞানোদয়।
উভয়ে হৈল অতি আনন্দ-হৃদয়॥ ১১৫
বন্ধু সনে বিবাদ কি জন্যে হায় হায়!
সেই পথে উভয়ে আইল পুনরায়॥ ১১৬
উভয়ে উভয়ে হেরি মগ্ন প্রেমভরে।
কৃষ্ণ কালী তুল্য বলি
কোলাকোলী করে॥ ১১৭

* * *

সুরট—ঝাঁপতাল।

মন! ভাব রে গণপতি, ঐক্য কর দিবাপতি।
পশুপতি কমলাপতি পতিতপাবনী তারা।
একে পঞ্চ, পঞ্চে এক,—ভ্রান্ত ভেবে হয় সারা।
গোবিন্দ শিব শক্তি,
অভেদ ভাবেতে ভক্তি,—
করে যারা, ভব-উক্তি,*—ভবে মুক্তি পায় তা
তাদের উভয় হইল ঐক্য, দু'জনে করি সখ্য,
বলিছে প্রেমবাক্য, নয়নে বহিছে ধারা।
গেল ধন্দ গেল দ্বন্দ্ব, দূরে গেল মন-সন্ধ,
জানিল, যে শ্রীগোবিন্দ, সে ভবানী ভবদারা?
ওরে ভ্রান্ত মন! শোন্ তো বলি
বৃন্দাবনে বনমালী,
কৈলাসে মহেশ রূপ, রণে কালী ভয়ঙ্করা।
এক ব্রহ্ম নহে ভিন্ন, রামরূপে রাবণে ধ্বস্ত,
ত্রিলোক নিস্তার জন্য, গঙ্গা-রূপে ত্রিধারা॥(ট)

শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব সমাপ্ত।

---

* ভব-উক্তি—শাস্ত্রে মহাদেবের বাণী।

কর্ত্তা-ভজা।

কর্ত্তা-ভজার বিবরণ।

শ্রবণে সুশ্রাব্য অতি রসজ্ঞ পাঁচালী।
প্রণিধান কর কিছু কাব্য কথা বলি॥ ১
নূতন উঠেছে কর্ত্তা-ভজা,
শুন কিঞ্চিৎ তার মজা,
সকল হ'তে শ্রবণে বড় মিষ্ট।
বাল-বৃদ্ধ যুবা-রমণী,নিষেধ মানেনা যায় অমনি,
অন্ধকারে পথ না হয় দৃষ্ট॥ ২
ইহার, ঘোষপাড়াতে পূর্ব্বসূত্র,
গোপাল ঘোষের ভ্রাতুস্পুত্র,
সেই উহাদের কর্ত্তার প্রধান।
চারি জন তার আছে চেলা,
মদন, সুবল, গোপাল, ভোলা,
তারা এখন বড় মান্যমান্॥ ৩
সেই, চারিজন চারি আখড়াধারী,
মন্ত্রণা দিয়ে পুরুষ নারী,
ভুলায়ে আনে, বুলায়ে মাথায় হাত।
ওদের ভোজের ভেল্কী এমনি,
সেজে চলেন ঘরের গিন্নী,
সিন্নি দিয়ে করেন প্রণিপাত॥ ৪
কি নীচ কি গোত্র, সকলেতে হয়ে একত্র,
ঐক্য ক'রে এক পাত্র, শপথ ক'রে বলে।
আর যাবনা কোন পথে, সবে রব এক পথে,
যা করেন কর্ত্তা কপালে॥ ৫

* * *

সুরট—আড়কাওয়ালী।

হায়! নূতন উঠেছে কর্ত্তাভজা রে!
বড় মজা রে, বড় মজা রে;—
সব কুলবতী যাচ্ছে আপন
ধর্ম্মে দিয়ে ধ্বজা রে!
মরি কি মানব লীলে, হরে জ্ঞান তাই হেরিলে,
ধর্ম্ম নিয়ে চ'লেছে সং সাজা রে;—
হলে শুক্রবার, ধায় সব অনিবার,
সব রাঁড়ী গুলোর বা'ড় বেড়েছে,
এই আজব ধর্ম্ম-বাজারে॥ (ক)

বল, কে বুঝিবে তাদের অন্ত,
সকলে এক ধর্ম্মাক্রান্ত,
কেহ আর থাকতে নারে ঘরে।
যত্নে নানা উপহার, দধি দুগ্ধ মিষ্টান্ন আর,
লয়ে যায় প্রতি শুক্রবারে॥ ৬
কোথা বা ভজন, কোথা বা পূজন,
লাগিয়ে দেয় শিবের গাজন,
কতকগুলো এক যায়গায় যুটে।
ভেদ নাই বামুন বৈষ্ণব,
ভোজন ভজন একত্রে সব,
ভদ্র ইতর কিবা মজুর মুটে॥ ৭
জাতের বিচার আচার শূন্য,একত্রে সব ছত্রিশবর্ণ
ধোপা কলু মুচি।
বাগ্দী হাড়ী বামুন কায়স্থ,
ডোম কোটাল আদি সমস্ত,
সকলেতে এক অন্নেই রুচি॥ ৮
আহ্লাদে সবে হয়ে একত্র,
মনে ভাবে জগন্নাথক্ষেত্র,
ভক্তির নাই ত্রুটি।
ভগবানের নাম মুখে বলে না,
প্রেম-ভক্তির মতে চলে না,
সার কেবল ডালিমতলার মাটী॥ ৯
পরে না কপ্নী বহির্ব্বেশ,নয় বৈরাগী নয় দরবেশ,
নয় কোন ভেকধারী।
ওরা, পুরাণ মানে কি কোরাণ মানে,
তার কথা কেবা জানে,
কিছু বুঝতে নারি॥ ১০
ওরা, নয় সাধু নয় পাষণ্ড,
দুই এর বাহির যেমন ভণ্ড,
নয় যুগী নয় জোলা।
নয় পশু নয় জানোয়ার,নয় তরী নয় প্যালোয়ার,
নয় ডোঙ্গা নয় ভেলা॥ ১১
ওরা, নয় দৈত্য নয় দানা,
কি গতিক যায় না জানা,
উল্টো সব হিন্দুয়ানী ধর্ম্ম।
দেবতা বামুন করে না মান্য,
অঘোরপন্থীর অগ্রগণ্য,
শুনতে নাই ওদের সব কর্ম্ম॥ ১২

পরস্পর দেয় মুখে অন্ন,
সাবাস্ ওদের রুচিকে ধন্য!
মহাপ্রসাদ ব'লে মান্য করে।
কুড়িয়ে উচ্ছিষ্ট ভাত, খেয়ে মাথায় বুলায় হাত,
আচমন নাই, কানিতে হাত ঝাড়ে॥ ১৩
বিধবার নাই একাদশী,
বিশেষ শুক্রবারের নিশি,
হয় ভোজন যার যা ইচ্ছামত।
মৎস্য মাংস ছানা মাখন,
উপস্থিত হয় যেটা যখন,
তখনই তাতেই হয় রত॥ ১৪
আবার কেহ সখী, কেহ কিশোরী,
কর্ত্তাটী বাজান বাঁশরী,
কখন হন নিকুঞ্জবিহারী।
কখন হন কৃষ্ণকালী, কখন হন বনমালী,
কখন বা হন গিরিধারী॥ ১৫
কখন গোষ্ঠে চরান ধেনু, মধুস্বরে বাজান বেণু,
মুগ্ধ সবাই বাঁশের বাঁশীর রবে।
লীলা করেন নানা মতন,
করেন না কেবল কালিয়দমন,
তা হ'লে যে শমনভবন গমন করতে হবে॥ ১৬

* * *

খাম্বাজ—পোস্তা।

যদি কেউ সাধ কর ভাই!
কর্ত্তাভজার দলে যেতে।
হবে, যেতে যেতে ছত্রিশ জেতে,
জেতে আর হবে না যেতে॥
যেতে আর হবে না স্বর্গে,
স্বর্গের সুখ এই সংসর্গে,
ভুগ্‌বে এই উপসর্গে,
হতে হবে অধঃপেতে॥ (খ)

* * *

কলির কাণ্ড।

ক'রে এইরূপ কৃষ্ণলীলা, মান্য ক'রে শ্রেষ্ঠ বলি,
কলিযুগে আরও কত হবে।
কর্ত্তাভজার ভারি ধুম, যমের মতন করে জুলুম,
ঘুম ভেঙ্গে যায় তাদের কলরবে॥ ১৭

ওদের একটী আলাদা তন্ত্র,
ত্যাগ ক'রে সব ইষ্টমন্ত্র,
হয় সব মানুষমন্ত্রে দীক্ষে।
ধর্ম্ম সব অধর্ম্ম যোগ, করিয়ে কর্ম্ম কর্ম্মভোগ,
মূল কথাটা লুকোচুরি সব শিক্ষে॥ ১৮
হায় কি ভগবানের কীর্ত্তি!
এতেও লোকের হয় প্রবৃত্তি!
গাই কি বলদ কেউ দেখে না মানে না।
কেউ মানে না লঘু গুরু,
একাকারের হয়েছে সুরু,
কিন্তু আর হতে বাকী থাকে না॥ ১৯
মুচির ছেলে হলো দণ্ডী,
চণ্ডালে পাঠ করে চণ্ডী,
জোলাতে যোগ শিখছে শুন্‌তে পাই।
যুগীর গলায় পৈতে দেখি,
আরো বা ভবে ঘটিবে কি?
ভবের বাজার দেখে বলিহারি যাই॥ ২০
এমন নূতন কত হচ্ছে, অঘটন ঘটে উঠছে,
অনাসৃষ্টি এসে জুটছে কত।
বিড়ালে ইন্দুরে সখ্য, হবিষ্যান্ন বাঘের ভক্ষ্য,
দেখে শুনে বুদ্ধি হলো হত॥ ২১
লোকের ক'রে সর্ব্বনাশ, সকায়াতে স্বর্গবাস,
ফাঁশীতে মরে কাশীতে যায়, যমকে দিয়ে ফাঁকি।
পশু পক্ষী মেরে খায়, ধর্ম্মজ্ঞানী বলে তায়,
পরমহংস—পঞ্চম পাতকী॥ ২২
খোঁড়ার নৃত্য দেখে কাণা,
যত্নপুষ্প পুকুরের পানা,
কালায় ব'সে বোবার গান শুন্‌ছে।
কথায় বলে চিরকাল,
ঘোড়ার ডিম্ আর কাঁচের ছাল,
কর্ত্তাভজার পরকাল, দেখে এলাম
তাঁতী তাঁতে বুন্‌ছে॥ ২৩

* * *

ঝিঁঝিট-মধ্যমান—ত্রিতালী।

অসম্ভব কি সাজালে সাজে।
বাজে লোকের কথা শুনে
বাজের অধিক গায়ে বাজে॥

বক মানায় না হংস মাঝে,
মুরগীকে কি ময়ূর সাজে ?
বেতো ঘোড়া পক্ষিরাজে,
তুল্য হয় কি শুকে বাজে ?
গাধায় কি বয় হাতীর বোঝা ?
সিংহের বনে শেয়াল রাজা !
তাই, কৃষ্ণ ত্যেজে কর্ত্তা-ভজা
শুনি নাই ! সংসারের মাঝে ॥ (গ)

* * *

জগতের কর্ত্তা হরি।

দেখে শুনে বল্‌তে নাই অসম্ভব কথা।
জেনে শুনে যেতে নাই শত্রু আছে যথা ॥ ২৪
মানুষে কি কর্‌তে পারে ভগবানের কার্য্য ?
রাখালে কি রাখ্‌তে পারে সসাগরা রাজ্য ? ২৫
এমন মান্য কে আছে যে হরি হতে পূজ্য ?
এমন ধৈর্য্য কার আছে যে ধরা হতে ধৈর্য্য ?২৬
এত শক্তি কার আছে যে ধরে বসুন্ধরা ?
এত সাধ্য কার আছে যে গণে গগনের তারা ?
এত তৃষ্ণা কার আছে যে সমুদ্র করে পান ?
দেহ ধারণে হয় না দুঃখ এত কে পুণ্যবান্ ?২৮
এত ভোজ্য কার আছে দামোদরের
ক্ষুধা হরে ?
এত দর্প কার আছে যে কালের হাতে তরে ?
এমন দ্রব্য কি আছে যে সুধা হতে মিষ্ট ?
এমন দৃষ্টি কার আছে, হয় শত যোজন দৃষ্ট ?৩০
এমন অস্ত্র কার আছে যে বজ্র করে নাশ ?
এমন বীর কে আছে যে বধে হরিদাস ? ৩১
দ্রুতগামী কে এমন যে মনের অগ্রে চলে ?
এমন ফল কি আছে যা বৃক্ষ নইলে ফলে ?
এত বুদ্ধি কার—করে ব্রহ্ম নিরূপণ ?
কার এত ক্ষমতা খণ্ডে কপালের লিখন ? ৩৩
কে এমন বৈদ্য আছে মৃতকে বাঁচায় ?
এমন কে মনুষ্য আছে কর্ত্তা হতে চায় ? ৩৪
অসম্ভব কি হয় রে বোকা ?
চাঁদের তুল্য জোনাক পোকা,
বাসুকি নাগের তুল্য হয় কি ঢোঁড়া ?
তুল্য হয় কি গরুড়ে কাকে ?
মেঘের গর্জ্জন ঢাকে কি ঢাকে ?
ঘোড়ার সঙ্গে তুল্য হয় কি ভেড়া ? ৩৫
সাধুর কাছে যেমন চোর,
হাতীর কাছে বনশূকর,
পদ্মফুলের কাছে কি শিমুল ফুল ?
শুকের কাছে কি শকুনির শোভা ?
সাগরের কাছে কি সার-ডোবা ?
গজমতির কাছে কি শোভে কুল ? ৩৬
তুল্য হয় না কাচ আর হীরে,
গুবুরে পোকা সত্যপীরে,
সত্য ক'রে বলিলে সত্য হয় না !
অমৃতের তুল্য হয় না বিষ,
জগৎকর্ত্তা জগদীশ,—
তাঁর কাছে আর কর্ত্তা শোভা পায় না ॥ ৩৭
তবে সে কর্ত্তা কেমন কর্ত্তা শুন বলি ভাই।
সকল ঘরে কর্ত্তা আছে, কর্ত্তা ছাড়া নাই ॥৩৮
সে কেমন ?—
যেমন, ঢেঁকীশালে কুকুর কর্ত্তা বনেরকর্ত্তা পশু
শ্মশানেতে ভূত কর্ত্তা চোরের কর্ত্তা যাশু ॥ ৩৯
গোরস্থানে মামদো কর্ত্তা, ভাগাড়ের কর্ত্তা দানা
ছাতনীতলায় পেত্নী কর্ত্তা
শেওড়াতলায় গোনা ॥ ৪০
মাঠে ঘাটে রাখাল কর্ত্তা, আঁতুড়ের কর্ত্তা দাই।
যেমন, ভেড়ার গোয়ালে বাছুর কর্ত্তা,
এ কর্ত্তাও তাই।॥ ৪১

* * *

সুরট—পোস্তা।

জগতের কর্ত্তা হরি আর কে কর্ত্তা আছে ভবে
মজ তাঁর পদাম্বুজে ভজ রে কেশবে সবে ॥
যখন আসিবে শমন,
ধরিবে কেশে করিবে দমন,
বিনা সেই রাধারমণ,
শমন দমন কে করিবে ! ॥
নিতাই চৈতন্য গোরা,
কেন ভজলি নে তোরা,
শালগ্রাম ফেলে নোড়া,
পূজিলে তোদের কি ফল হবে ? (ঘ)

হরিনামের মাহাত্ম্য।

গুরু সত্য গুরু ব্রহ্ম, গুরু ভিন্ন কোন কর্ম্ম,
হয় না এই বেদে আছে উক্তি।
গুরুতত্ত্ব বুঝা ভার, তিনি ব্রহ্ম সারাৎসার,
বুঝে তত্ত্ব, যে হয় ভক্ত। ৪২
গুরুকে দিবে কর্ম্মফল,
তবে সে ফলের ফলিবে ফল,
ফলাতে পারে চতুর্ব্বর্গ ফলে।
অসাধ্য সাধনযোগ, কর্ম্ম তেজে ধর্ম্মযোগ,
সেই যোগ শুভযোগ বলে। ৪৩
আছে নিগূঢ় তত্ত্বকথা,
তার তথ্য পাবে কোথা?
সে কথা তো কথার কথা নয়।
আছে বস্তু না যায় ধরা,
ধরাধর যাঁর হস্তে ধরা,
তাঁকেই একবার ধর্ত্তে পার্লে হয়। ৪৪
ধরা কি তাঁকে সাধারণ? তিনি নিত্য নিরঞ্জন,
নির্ব্বিকার নিত্যানন্দময়।
স্থূল সূক্ষ্ম সুশোভন, সহস্রানন সহস্রশ্রবণ,
বর্ণ তাঁর বর্ণ সহস্রাক্ষ সমুদয়। ৪৫
তিনি নিত্য নিরাকার, ইচ্ছাতে হয় তাঁহার,
সৃজন পালন ত্রিসংসার।
পাতি বিষ্ণু মায়াজাল, সৃজন করিয়ে কাল,
কালে সৃষ্টি করেন সংহার। ৪৬
নির্গুণ বেদে বাখানে, সগুণে বা কোন খানে,
কেবা জানে তাঁহার নির্ণয়।
মহাযোগী যায় সদা চিন্তে,
চিন্তিলে যায় ভবচিন্ত,
অচিন্ত্য অব্যয়। ৪৭
লীলাহেতু নানারূপ, ধারণ করেন বিশ্বরূপ,
সে রূপের তুলনা দিতে নারি।
তিনি সর্ব্ব মূলাধার, সংসারের সারাৎসার,
নির্ণয় কে করে তার, পুরুষ কি নারী। ৪৮
আছেন তিনি সর্ব্বঘটে,
জেনে শুনে কই লভ্য ঘটে।
তিনি ঘটান তবেই ঘটে নইলে সাধ্য কার?
তাঁর কর্ম্ম করেন তিনি,
ভক্তাধীন গোবিন্দ যিনি,
সুরধুনী পদে জন্ম যার। ৪৯
সেই ভক্তাধীন ভক্ত জন্য,যুগে যুগে অবতীর্ণ,
ভক্তবাঞ্ছা পুরাবার তরে।
রামরূপে কোদণ্ড ধরি, রাক্ষসদল সংহারি,
কৃষ্ণলীলা করিলেন দ্বাপরে। ৫০
হরিয়ে গোপীর মন, গোষ্ঠে করি গোচারণ,
গোবর্দ্ধন ধরিয়া কৌতুকে।
ব্রজ পোড়ে দাবানলে, পান করিলেন ছলে,
ব্রহ্মাণ্ড দেখাইয়া মুখে। ৫১
সুরঅরি আদি কংস, কুরুকুল করি ধ্বংস,
হরি হরিলেন ক্ষিতিভার।
কে জানে তার অন্ত, দ্বারকায় দ্বারকাকান্ত,
নরকান্ত হয় করে যার। ৫২
কৃষ্ণলীলা অপারসিন্ধু, জগদ্বন্ধু দীনবন্ধু,
তার মহিমা কে জানে?
যে নাম জপে মৃত্যুঞ্জয়, মৃত্যুকে করেছেন জয়,
হরিনামামৃত সুধাপানে। ৫৩
ইন্দ্র চন্দ্র হুতাশন, সদা ভাবে যে চরণ,
ব্রহ্মা ভাবেন ব্রহ্মভাবে সদা।
শ্রীদাম আদি সঙ্গে যত, সখ্য ভাবে অনুগত,
বাৎসল্যে ভাবেন যশোদা। ৫৪
গোপীদের ভাব বিশ্বতাত,
বিশ্বের ভাব বিশ্বতাত,
ভক্তের বড় শক্ত ভাব, ব্যক্ত নাই সংসারে।
শ্রীমতীর যে কত ভাব,
সে যে ভাব ভবের ভাব,
কত যে ভাব কে বলিতে পারে? ৫৫
সেই, রাধার ভাবে হয়ে ঋণী,
শ্রীগৌরাঙ্গ চিন্তামণি,
নবদ্বীপে অবতীর্ণ সঙ্গে পরিবার।
কতেক বর্ণিব তার, নিত্যানন্দ শঙ্করা আর,
যত ভক্ত খ্যাত ত্রিসংসার। ৫৬
জীবকে দিয়ে হরিনাম, প্রকাশিল পরিণাম,
যে নাম শ্রবণে জীব মুক্ত।
কিবা দয়া প্রকাশিলা, মরি কি মাধুর্য্যলীলা।
হরি হরি বলিতে নিযুক্ত। ৫৭

এমন দয়ালপ্রভু, তাঁরে ডাক্‌লি নে কভু,
ভুলে গেলি অসার সংসারে।
বল হরি শ্রীচৈতন্য, দূরে যাবে অচৈতন্য,
হরি হরি বল উচ্চৈঃস্বরে। ৫৮

* * *

সুরট—পোস্তা।

গৌর গোবিন্দ বলে নিশান তুলে ব'সে থাক।
কৃতান্ত দূরে যাবে দয়াল নিতাই ব'লে ডাক॥
গেল দিন ভবের হাটে, সূর্য্য বসিল পাটে,
খেয়া বন্ধ হ'লো ঘাটে,
এই বেলা তার উপায় দেখ॥
নিত্য নয়, অনিত্যদেহ, এ দেহে সদা সন্দেহ,
সঙ্গে যাবে না কেহ,
কেউ কারু নয় জান নাক॥ (৫)

* *

শিব করেছেন তন্ত্রসার, সংসারের মধ্যে সার,
পঞ্চপথের পঞ্চ মত ক্ষ।।
নাস্তিকেরা কর্ম্ম মানে, তারাও চায় ধর্ম্মপানে,
ব্রহ্মজ্ঞানী জ্ঞানী সব অপেক্ষা। ৫৯
সৃষ্টি ছাড়া ওদের মত,
হাত মেপে দেয় নাকে খত,
জগৎকর্ত্তা মানে না জগদীশ।
সে কর্ত্তার নাই উপাসনা,
কাচে রাজী ত্যজে সোণা,
অমৃত ত্যজিয়ে খায় বিষ। ৬০
মাণিক কেলায়ে দূরে, যতন ক'রে কৌটা পুরে,
কুলের আটি রাখ্‌তে তাড়াতাড়ি।
নোড়া মাস্ত কেলে ঠাকুর,
মিছরি ফেলে কোৎরা গুড়,
শাল ফেলে লাল-খেরোর মারামারি। ৬১
পুষ্পরথ ফেলে মাস্ত কুম্ভকারের চাক।
কাকাতুয়া উড়িয়ে দিয়ে সোণার পিঞ্জরে কাক!
ক্ষীরকে ফেলে রেখে নাল্‌তে শাকে রুচি!
মাখাল মিষ্ট কি অদৃষ্ট, জেতের শ্রেষ্ঠ মুচি! ৬২

* * *

একাদশীতে ভোজন, সাজ-পুজনীতে ব্রত।
অগ্নি ত্যজে যজ্ঞ করা ভস্মে ঢালা ঘৃত। ৬৩
দেবের দুর্লভ ভোগ নিবেদন কুকুরে।
মহাযোগে গঙ্গা ফেলে স্নান করা পুকুরে। ৬৪
কাশীর চিনি ফেলে যেমন আহার করা ছাই।
গৌর নিতাই না ভজিয়ে কর্ত্তাভজা তাই। ৬৫
নিজ ধর্ম্ম ফেলে লোকে হয় যেমন খৃষ্টান।
কর্ত্তাভজা জান্‌বে তার পূর্ব্ব অনুষ্ঠান। ৬৬
ছত্রিশ জেতের পেসাদ মেরে জাতি ঘুচান লাভ
গুরুর সঙ্গে চাতুরী করে রাখালের সঙ্গে ভাব
বানরে সঁপিলে রাজ্য দেশে পূজ্য হয় না।
জলের ফোঁটা মিথ্যে সেটা কিছুক্ষণ বই রয় না
মৃতদেহে ঔষধ দিলে কোন গুণ ধরে না।
মানুষ কর্ত্তা ভ'জে কখন পরকালে তরে না। ৬৯
কাট-বিড়াল আর বাঘের সঙ্গে তুল্য হয় না কভু
মরুইপোড়ার সঙ্গে তুল্য হয় কি মহাপ্রভু? ৭০
দেবতা যার পদ সেবে মনুষ্য কোন্ ছার।
মহাপ্রভুর তুল্য নাই এ ত্রিসংসার। ৭১
যেমন গঙ্গার তুল্য নাই ত্রৈলোক্যতারিণী।
সকল ব্যক্তির মনেই মুক্তি বেদের উক্তি জানি
সকল মুক্তির সারযুক্তি হরিপদ সেবা।
শুকদেবের তুল্য জ্ঞানী আর আছে কেবা? ৭৩
বৃন্দাবনের তুল্য ধাম আর আছে কোথা?
হরির গোষ্ঠবেশ হতে বেশ বেশ,
কেবল সেটা কথা। ৭৪
গৌরলীলার তুল্য লীলা
আর কি কোথায় আছে?
সকল লীলা হার মেনেছে গৌরলীলার কাছে
সকল তীর্থের সার জগন্নাথ ক্ষেত্র।
সকল সাধনের সার সুনির্ম্মল চিত্ত। ৭৬
সকল পুণ্যের সার অন্ন-বস্ত্র দান।
সকল পুরাণের সার হরিগুণ গান। ৭৭
সকল কর্ম্মের সার নিষ্কাম কামনা।
সকল ধর্ম্মের সার হিংসা ধর্ম্ম মানা। ৭৮
সকল পক্ষীর সার গরুড় মহাপক্ষ।
সকল বৃক্ষের সার তুলসীর বৃক্ষ। ৭৯
রাক্ষস কুলের মধ্যে সার বিভীষণ।
বানরের মধ্যে সার পবননন্দন। ৮০
অসুরকুলের সার প্রহ্লাদ রতন।
সই সার যেই জন হরি-পরায়ণ। ৮১

সুরট—পোস্তা।

ভব-সংসারের মাঝে অসার কাজে
দিন হরিলি!
হরি সারাৎসারে দিনান্তরে,
গৌর বলে না ডাকিলি॥
যে নামে হরে বিপদ,
পূজিলি নে সেই হরির পদ,
কেন ভেবে প্রমাদ, ঢেউ দেখে না
ডুবাইলি॥ (চ)

* * *

কর্ত্তাভজার চটক।

ওদের দলের প্রধান কর্ত্তাবাবু,
তিনি এবারে হয়েছেন কাবু,
সম্পূর্ণ হয়েছেন দোষী।
অনেকে আর মনে মানে না,
তাদের কাছে আনাগোনা,
ছল ক'রে তাদের করতে চান খুসী॥ ৮২
ইহার বিচার হয়েছে নবদ্বীপে পণ্ডিতের কাছে
বলে, কর্ত্তাভজা শুনি নাই ভাই!
কোন্ পুরাণে আছে?॥ ৮৩
ওরা, ইন্দ্রজালিক মন্ত্রণা দিয়ে
ভুলায় লোকের মন।
ঘরের মধ্যে দেখায় ইন্দ্র চন্দ্র হুতাশন॥ ৮৪
দ্রব্যগুণে দেখায় সব সীসাকে দেখায় সোণা।
ওদের, চটক দেখে চম্‌কে উঠে
সহজে হয় কাণা॥ ৮৫
বাজীকরের ভেল্কী যেমন বদল করে পাল্লা।
সকল দ্রব্য দেখাতে পারে
খাওয়াতে পারে গোল্লা॥৮৬
কর্ত্তাটী বেশ তামাক খান,
শুনুন তার ব্যাখ্যান,
নারিকেল নয়, হুঁকা তালের আঁটি।
রূপো বান্ধা সেই হুঁকোর খোলে,
সোণার মুখনলটি ঝোলে,
সোণার জিঞ্জির গাঁথা বটে সেটী॥ ৮৭
বৈঠক হয় যেদিন রেতে,
সময় সময় তামাক খেতে,
কর্ত্তাটীর পিয়াস হয় মনে।
হুঁকোর ভিতর জল না পূরে,
তেল পূরে টানেন ফুর্ ফুর্ ক'রে,
তেল-পোরা হুঁকো তা কেউ না জানে॥ ৮৮
প্রদীপে তেল ফুরালো যখন,
তেল আনো ডাক পড়্‌ল তখন,
প্রদীপটী নির্ব্বাণ প্রায় হ'লে।
কর্ত্তা অমনি হুঁকোর তেলে,
প্রদীপ পূর্ণ করেন ঢেলে,
তখন, কর্ত্তার হুঁকোর জলে প্রদীপ জ্বলে॥৮৯
দেখে সব ক'ড়ে রাঁড়ী,ভাবে অম্‌নি গড়াগড়ি,
হুঁকোর জলে হেঁই মা প্রদীপ জ্বলে!!
বলে প্রভু কৃপাকর, দাসীর দোষ কভু না ধর,
স্থান দান কর পদতলে॥ ৯০
মেয়ের দলে কর্ত্তা সাজি,
কি বদ্‌মাইসী কারসাজি!
মনে হয় হাড় গুঁড়া করে দি।
দেখে শুনে হয়েছি ধৈর্য্য,
শ্রীযুত কোম্পানীর রাজ্য,
হাত নাই তাই কর্‌ব কি?॥ ৯১

* * *

শেষ ফল।

ভেল্কির কর্ত্তা যিনি বুঝ্‌তে পারিলে হয়।
না বুঝে অমুকের গোষ্ঠী মজল সমুদয়॥ ৯২
ছিল, ঐ দলে এক প্রধান কর্ত্তা খুদিরাম চট্টো
তার চেলা নারাণপুরের কাশীনাথ ভট্ট॥ ৯৩
এই কথা পাটুলীতে হয়ে গেল রাষ্ট্র।
কর্ত্তাভজা খুদিরামের হল বড় কষ্ট॥ ৯৪
সকলেতে ঐক্য হয়ে করে নিবারণ।
তা না শুনে খুদিরামের দুর্দ্দশা এখন॥ ৯৫
কেউ, খায় না ভাত দেয় না হুঁকো,
ছিদেম সরকার মণ্ডল ব'কো,
এই দুই জন ছিল তাদের সঙ্গী।

তারা কিছু মন্ত্র জানিত,
দু একটী ভুলায়ে আনিত,
তারাও ছিল রঙ্গের রঙ্গী ॥ ৯৬
কেউ বা হয়ে দেক্‌দারী,
জানায় গিয়ে রাজার বাড়ী,
রাজা তাদের আনতে হুকুম দিল।
তারা কাঁদতে কাঁদতে নগ্‌দীর সঙ্গে,
চলিল কেঁপে আতঙ্গে,
তিন জনাতে গিয়ে হাজির হলো ॥ ৯৭
রাজার কাছে রাজদণ্ড দিয়ে গেল বাড়ী।
কর্ত্তাভজা ত্যাগ করেছে মুড়িয়ে গোঁপ দাড়ী ॥৯৮

* * *

সুরট-মল্লার—কাওয়ালী।

কর্ত্তা ভজনের সে সুখ ফুরিয়েছে।
প্রধান কর্ত্তারা, ত্যেজেছে আখড়া,
তারা, অন্ত বুঝে ক্ষান্ত হয়ে
লম্বা দাড়ী মুড়িয়েছে ॥
দেখ, সম্প্রতি এক খুদিরাম,পাটুলী নগর ধাম,
বলিব কি রাম রাম! যে অপমান হয়েছে।
গ্রামস্থ সমস্ত লোকে, একঘ'রে করেছে তাকে,
ব্রাহ্মণ বিপদে বড় পড়েছে।
দেয় না হুঁকো রে! বড় দুখ রে!
বাড়ীর, মেয়ে ছেলে কেঁদে বলে
আত্মবন্ধু ছেড়েছে। (দু)

কর্ত্তাভজা পালা সমাপ্ত।

বিধবা-বিবাহ।

বিধবা-বিবাহ আইন উপলক্ষে ঘোর আন্দোলন।

বিধবার বিবাহ-কথা,
কলির প্রধান কলিকাতা,—
নগরে উঠিছে এই রব।
কাটাকাটি হচ্ছে বাণ, ক্রমে দেখ্‌ছি বলবান,
হবার কথা হয়ে উঠ্‌ছে সব ॥ ১

ক্ষীরপাই নগরে ধাম, ধন্য গণ্য গুণধাম,
ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামক।
তিনি কর্ত্তা বাঙ্গালীর,
তাতে আবার কোম্পানীর,—
হিন্দু-কলেজের অধ্যাপক ॥ ২
বিবাহ দিতে ত্বরায়, হাকিমের হয়েছে রায়,
আগে কেউ টের পায় নি সেটা।
তারা ক'চ্ছেন অর্ডার, জেতে করে অর্ডার,
চটুকে বুদ্ধি আটকে রাখিবে কেটা? ৩
হাকিমের এই বুদ্ধি, ধর্ম্ম-বৃদ্ধি প্রজা-বৃদ্ধি,
এ বিবাহ সিদ্ধি হ'লে পরে।
বিধবা করে গর্ভ-পাত, অমঙ্গল উৎপাত,
এতে রাজার রাজ্য হ'তে পারে? ॥ ৪
হিন্দু ধর্ম্মে যারা রত, প্রমাণ দিয়ে নানা মত,
হবে না ব'লে করিতেছেন উক্ত।
ইহাদের যে উত্তর, টিক্‌বে নাকো উত্তর,
উত্তীর্ণ হওয়া অতি শক্ত ॥ ৫

* * *

ঈশ্বর বিদ্যাসাগরকে দোষ দেওয়া মিথ্যা—ইহা ঈশ্বরের কার্য্য।

সিন্ধুভৈরবী—কাওয়ালী।

তোমরা এই ঈশ্বরের দোষ ঘটাবে কিরূপে?
রাখিতে ঈশ্বরের মত, হইয়ে ঈশ্বরের দূত,
এসেছেন ঈশ্বর বিদ্যাসাগর-রূপে ॥
রাজআজ্ঞায় দূতে আসি,কাটে মুণ্ড দিয়ে অসি,
রসি দিয়ে ফেলে অন্ধকূপে,—
তা ব'লে দূতে কখন দূষী হয় সেই পাপে?
কি আর ভাব সকলেতে,
হবে যেতে জেতে হতে,
জাত-অভিমান সাগরে দাও সঁপে;—
এক ধর্ম্ম প্রায় আগত,ভারত আদি পুরাণমত,
ভারতে চলিবে না কোনরূপে;—
যখন করেছে এ ভারত অধিকার
কলি-ভূপে। (ক)

* * *

বিধবা-বিবাহের কথায় শান্তিপুরে এক রমণীর ভারি আনন্দ।

উঠেছে কথা রটেছে দেশ,
কারু ইহাতে বড় দ্বেষ,
কারু, ইহা তো সন্দেশ বিশেষ।
কেউ বলিছেন হউক হউক,
কেউ বলিছেন নি[illegible] র টক,
কেউ বলিছেন,—হয় না কেন বেশ! ॥ ৬
বাল্যকালে মরেছে পতি,
বিধবা নারী যত যুবতী,
তাদের গাটা শিউরে উঠেছে শুনে।
শুধাচ্ছে কথা ফিরে ফিরে,
সিন্নি মেনে সত্যপীরে,
সত্য হবে এ কথা যে দিনে। ॥ ৭
এ কথাতে যার মতি, যে করিবে অনুমতি,
সবংশে সে জন সুখে থাকুক।
প্রতিবাদী যে এ কথায়,বজ্র পড়ুক তার মাথায়,
সে কুবংশ নির্ব্বংশ হউক ॥ ৮
ফিরে বিবাহ দিবার, বিপদ-শান্তি বিধবার,
শান্তি [illegible] রে যে দিন রটিল।
যত বিধবা যুবতীরে,স্নান করে সব গঙ্গাতীরে,
এক যুবতী কহিতে লাগিল ॥ ৯
দিদি গো! শুন শুন বাণী,
বড় দুঃখ দিলেন ভবানী,
দশ বৎসরে হয়েছিল বিয়ে।
একাদশে মরেছে পতি,
একাদশীতে হয়েছি ব্রতী,
বিশে বিশে চল্লিশ গেল ব'য়ে ॥ ১০
যত মূর্খ লোকে দুঃখ দিলে,
অবলার প্রাণ বধিলে,
সূক্ষ্ম বিচার কেউ তো করে নাই।
যাজন করিতে ধর্ম্ম-পথ, চলবে পরাশরের মত,
আজি যে আমরা শুনিতে পেলাম তাই ॥
গুণের মুনি পরাশর,যার কথাতে বিচ্ছেদ-শর,
ভুগিতে হয় না প্রাণেশ্বর ম'লে।
দিদি গো! এই কলিতে, যে ধর্ম্মে'হয় চলিতে,
ব্যবস্থা দিয়াছেন তিনি ব'লে ॥ ১২

নষ্ট, ক্লীব কিম্বা মৃত, অথবা পতি পতিত,
উদাসীন—এই পঞ্চ যদি।
বচন আছে মুনির, হইয়াছে যে রমণীর,—
পুন বিবাহ করিতে তার বিধি ॥ ১৩
বলেছেন এ সব পরাশর,
আগে ইহা শুনিলে পর,
পরের তরে এত সই পরাণে?
অধ্যয়ন করেছে যারা,এ সব তত্ত্ব জানে তারা,
পোড়াকপালেরা পোড়ালে জেনে শুনে ॥

* * *

কানেড়া-বাহার—একতালা।

বিধবা করিতে দিদি! আছে বিধবাদের বিধি
মরুক দেশের পোড়া-কপালে, সকলে,
কথা ছাপিয়ে রাখে হ'য়ে বাদী ॥
আমাদিগকে দিতে নাগর,
এলেন, গুণের সাগর বিদ্যাসাগর,
বিধবা পার করতে তরির
গুণ ধরেছেন গুণনিধি ॥
কতকগুলো অধার্ম্মিকে, বিপক্ষ বিধবার দিকে,
জুটেছে কলিকাতায়, এই কথায়,—
তারা বিপক্ষ হয় হয়ে বাদী ॥
ঈশ্বর গুপ্ত অল্পেয়ে,
নারীর রোগ চেনে না বৈদ্য হয়ে,—
হাতুড়ে বৈদ্যেতে যেন
বিষ দিয়ে দেয় প্রাণে বধি ॥ (খ)

* * *

হিন্দু নারীর পক্ষে বৈধব্য রোগ।

এ দেশে ল'য়ে জন্ম সই! যে জ্বালা জন্ম সই,
আছি যে ক'রে জানাই।
দেশ ত দিদি! আছে সকল,
নারীর মধ্যে যেমন গোল,
এ দেশে যেমন বিধি—
এমন বিধি আর কোন দেশে নাই ॥ ১৫
আছে রাজ্য উৎকল,
পতি ম'লে প্রাণ বিকল,—
হয় না—এমন প্রায় উপায় আছে।

সদয় আছেন দিগম্বর,
বর হ'লে বর পায় দেবর,
দেবীর বর সকল দেশেই আছে। ১৬
ইংলণ্ড দেশে সজনি! হদ্দ সুখ পদ্মযোনি,—
দিয়াছেন রমণীর প্রতি।
যত দিন থাকে কান্ত, ঐ কান্তে ঐকান্ত,
ক'রে কাল কাটায় যুবতী। ১৭
রোগে কিম্বা সমরে, যদি সেই পতি মরে,
পুত্র যদি থাকেন পৃথিবীতে।
মরি! কি আশ্চর্য্য পুত্র, পুত্র খুঁজে লগ্নপত্র,—
ক'রে যায় জননীর বিয়ে দিতে। ১৮
ভারতবর্ষ এই দেশে,
আমরা যেমন বিধির দ্বেষে,—
পড়েছি সই! অন্য জেতে নয় ত এত।
হত প্রাণে হত মানে!—
অন্য জেতে এত কি মানে?
এত গোল মোগল মানে না ত। ১৯
কি ছার রোগ শূল কাস
তাতে আছে ত অবকাশ,
কাসে কেবল নাশে জানি পরাণী।
এই যে মরণান্ত ভোগ, বৈধব্য যেমন রোগ,
এমন রোগ কোন্ রোগ লো ধনি! ২০
দিদি লো! এ যেমন অসাধ্য রোগ,
তেমনি কিন্তু চিকিৎসক,
শচী-গর্ভে জন্মেছে এক ছেলে।
নামটী তাঁর গৌরহরি,
বিধবার রোগের ধন্বন্তরি,
কত লোকের জ্বর ছাড়িয়ে দিলে। ২১

* * *

নেড়া-নেড়ীরও বিবাহে কত সুখ।

সুরট—কাওয়ালী।

আ মরি! কি দয়াময় গৌরাঙ্গ।
নাগর ম'লে এদের,—বয় না নেড়ীদের,—
অমনি জোটে নেড়া,
কমল ছাড়া হয় না কভু ভৃঙ্গ।
আমাদের সব অভাগারা,
কালী কালী বলে এরা,
গৌরকে সর্ব্বদা করে ব্যঙ্গ।
নইলে পেতে ফাঁদ, ধরিতাম মদের চাঁদ,
ঘরে হ'তে পদ বাড়াইতাম, জুড়াইতাম অঙ্গ।
নাথ যে দিন অদর্শন, জ্বেলে বিচ্ছেদ-হুতাশন,
বসন ভূষণ গেল সঙ্গ।
কি সুখে রয়েছি বাসে,
বাসে কি আর ভালবাসে,
উপবাসে জ্ব'লে গেল অঙ্গ;—
এমন পথে ছাই, আমরা দিতে চাই,
আমি সদা মনে করি, করে ধরিতে কমণ্ড। (গ)

* * *

বিধাতার অবিচার।

যা হউক এখন সে কথাটা,
রটছে যদি হয় আঁটা,
নগর মাঝে এখনি নাগর খুঁজে।
পতিত জমির দেই পাটা,
বেড়ে উঠে বুকের পাটা,
দিয়ে শত্রুর বুকে পাটা, নাচি গাঁয়ের মাঝে। ২২
পূজা করি গুরুর পাটা, দিয়ে ধুতি এক পাটা,
গুরুকে এখনি বরণ করি লো দিদি!।
কালীর যদি হয় কৃপাটা,
কালীকে দিব কাল পাঁটা,
বিচ্ছেদের ঘা টা শুকায় যদি। ২৩
সত্যপীরকে দিব বাটা,
সাধ পূর্ণ—সাধু-সেবাটা,—
ক'রে ঘটা করি নিকেতনে।
পাছে কোন বদ্ লোকটা,
দেয় ইহাতে বাধাটা,—
ঐ ভয়টা সদা হতেছে মনে। ২৪
অবিচার বিধাতার, দেহে নাই ধর্ম্ম তার,
নারী পুরুষ দুই তাঁর সৃষ্টি।
বিধাতা পুরুষদিগকে,
দেখেছে কি সোণার চখে,
রমণীদিগে কেবল বিষদৃষ্টি। ২৫
এত বিধির পক্ষপাত!
রমণীর পক্ষে পক্ষাঘাত,
পুরুষের সঙ্গে গলাগলি ভারি।

দুখ পেয়ে দুখ নাই বলা,
তাতেই আমাদের নাম অবলা,
কিছু ক'রতে নারি, তাই তো নারী। ২৬
গর্ভে হ'লে ছেলে প্রবেশ, রমণীর দুখের শেষ,
পুরুষের কোন ক্লেশ নাই।
বিধি আছেন পুরুষের বশে,
ব'সে বাপ হ'য়ে বসে,
সেই ছেলেদের বাপের দোহাই ॥ ২৭
পরশুরাম বাপের কথা,—
শুনে মায়ের কাটে মাথা!
নারীর বলিব কি আর মাথা!
বাপ থাকিতে বর্ত্তমান, গয়ায় গিয়ে পিণ্ডদান,—
মায়ের নাই, এত বাদী বিধাতা ॥ ২৮
বিধাতা তো নারীর পক্ষ, সকল পক্ষ বিপক্ষ,
সকল সহ্য করিতাম লো দিদি!
এইটি যদি করতো ভব্য, নামটি থুতো বৈধব্য,
সমান সমান এঁটে হতো যদি ॥ ২৯

* * *

পিলু-বারোঁয়া—পোস্তা।

পুরুষের য'বার মরে, ত'বার বিয়ে সই।
সে সুখী আমরা কেন নই!
কি দোষে একহাটে চোর মায়ে-ঝিয়ে হই ॥
নারীর পতি কষ্ট পেলে, ঘরে এসে কষ্ট হ'লে,
সে যে কষ্ট,—যে কষ্ট দেয় প্রাণে,—
সে কষ্ট সখি লো! কৃষ্ণ জানে!
মজিলে পর পুরুষেতে,
কলঙ্কিনী আমরা তাতে,
পুরুষ নিলে পরস্ত্রীকে, এত বাদ *কই ॥ (ঘ)?

* * *

হিন্দু বিধবার বিবাহ অসম্ভব।

গ্রামে হলো সমাচার,
নারী-পুরুষের সমান বিচার,
বিধিমত হলো এত দিনে!
শুনি এক ধনী কহিছে,
ছিছি জ্বালা দিস্‌মে মিছে!
রাজাগুদ্ধ হাসালি এত দিনে ॥ ৩০
পাপের ভোগ পঞ্চ দেশ, বিধির দ্বেষ বড় দ্বেষ,
ভারতবর্ষ নামটী লোকে কয়।
যে দেশে পাপ করে নরে,
পাপের ভোগ করিবার তরে,
সেই দেশে আসি জন্ম লয় ॥ ৩১
ওলো ধনি! পাপের ভোগ,
যেমন ভুগালি তেমনি ভোগ,—
স্বামীর সঙ্গে রস ভোগ, আর মিছে কর সাধ!
তোরা আবার সুখে রবি, পশ্চিমে উঠিবে রবি,
মনে মিছে করিস্ নে আহ্লাদ ॥ ৩২
হাতের তেলোয় উঠিবে লোম,
কুহু-নিশিতে উঠিবে সোম,
বাঘ ডাকিবে কুহু কুহু রবে।
শিমুল ফুলে হবে মধু, বাসিবে কমলিনীর বঁধু,
হিজড়ের গর্ভেতে পুত্র হবে ॥ ৩৩
অসার কথা কখন টেকে?
তার সাক্ষী দেছে লোকে,
অকস্মাৎ লেজ ল'য়ে আকাশে!
উঠে একটা নক্ষত্র, নাম তার ধূমকেতু,
কিছুদিন বই আপনি পড়ে খ'সে ॥ ৩৪
কেন তোরা করিস ভুল,
তাল গাছে হবে তেঁতুল,
কোন্ বাতুলে এ কথা রটায় লো?
যদি হাকিমের হ'তো আজ্ঞে,
তবে ধনি! তোদের ভাগ্যে,
জাতি-কুল বাঁচান হতো দায় লো! ॥ ৩৫
কালে ইংরাজরা সিদ্ধপুত্র,
যজ্ঞকাষ্ঠ পরিবর্ত্ত, করতে তাদের হয় না মত,
শুনেছি তত্ত্ব ভাল লোকের মুখে।
সকল পরিবর্ত্ত হবে, মেয়ে পুরুষ এক হয়ে রবে,
সকলেতে থাকবে মনের সুখে ॥ ৩৬
কথা হবে না হবার নয়, লাভে থেকে এই হয়,
পতির শোকটা পুরাণ পড়েছিল।
বাধালে বিচ্ছেদ যাগ, চিইয়ে দিলে ঘুমান বাঘ,
পোড়ার-মুখোদের হ'তে এই হলো ॥ ৩৭

* এত বাদ—এত লোকনিন্দা।

বিধবার বিবাহ-কথায় এক বাহাত্তুরে বুড়ীর পরিতাপ।

এই রূপে যুবতী সব, করিছে নানা উৎসব,
প্রবীণ এক বিধবা সেইখানে।
যুবতী ক'রে রসিকতা,
হেসে হেসে বলিছে কথা,
ঠাকুরুণদিদি! শুনেছ কি কাণে? ॥ ৩৮
প্রবীণে বলে, শুনেছি ভাই!
ছার কথায় আর কাজ নাই,
বেল পাকিলে কাকের কিবা সুখ?
নাক মুখ চক্ষু বুক, বজায় আছে তোদের সুখ,
এসে, ভ্রমর তোদের যৌবন-কমলে বসুক ॥৩৯
আমার, বয়স প্রায় বাহাত্তর,
মনের মতন পাত্তর,
আর তো কেউ যুটিবে না লো ঘরে।
যদি বল সম্পর্ক,— দেখিয়ে করি ত সখ্য,
কালো কুকুর মাড় ভক্ষণ করে * ॥ ৪০
সমানে সমান ঘর, খোঁড়া মেয়ের কানা বর।
সমানে সমান, গাধার পিঠে ধোবার ভার ॥৪১
উননমুখো দেবতার,
ঘুটের পাঁস নৈবেদ্য যেমন।
সমান সমান ঘটে যত,
পেত্নীর সঙ্গে জোটে ভূত,
মেয়ে মেয়ে মিশে ভাল জান ॥ ৪২

* * *

কানেংড়া-বাহার—একতালা।
নবীন নাগর আর কে ধনি!
চালাবে মোদের তরণী।
নই যুবতী নই তরুণী, দু'দিন বই ত বৈতরণী ॥
বয়স প্রায় ঘুনাল আশী,
ওলো নাতিনি! এবার ফিরে আসি,
নাই বুকে জোর, নাই—সে নজর,—
জোর ক'রে হই কার ঘরণী! (ঙ)

বিধবা বিবহ সমাপ্ত।

* কালো কুকুর ইত্যাদি প্রবাদ-বাক্য,—"কালো বা কটা কুকুর মাড়ে তুষ্ট।"

বিরহ।

(১)

বিরহিণীর বিলাপ।

হেমন্ত মিয়াদ গত, বসন্ত হ'লো আগত,
ওষ্ঠাগত বিরহিণীর প্রাণ।
আমলা ঘোর তস্কর, দুরন্ত রাজ-কিঙ্কর,
ঘন ঘন চাহে কর, নাহি পরিত্রাণ ॥ ১
রাষ্ট্র হ'লো ত্রিপুরে, রাজ-কাছারী চিৎপুরে,
যতন যায় যতন ক'রে দিয়েছে।
করিতে মহল শাসন, সদা ল'য়ে শরাসন,
সহরে সহরে ঘুরিতেছে ॥ ২
পিকবর মধুকর, এদের শাসন দুষ্কর,
করের জন্যে করে বাঁধে গিয়ে।
করিতে দ্বিগুণ ব্যাপার, সবে হ'য়ে গঙ্গাপার,
ঘোর ব্যাপার হ'লো পাড়াগাঁয়ে ॥ ৩
চাহে কর পিকবর, লোমাঞ্চ হয় কলেবর,
যুটে একত্রে যত বিরহিণী।
কেহ বলে সই! যাই কোথা,
যার যে মনের কথা?—
কহে সবে যেন পাগলিনী ॥ ৪
এক ধনী কয় কি করি!
পতি গিয়াছে বিবাহ করি,
পিতা-মাতায় আদর করি, রাখিবে কতদিন।
রুচে না সই! ভাত আর,
জন্মে পেলেম না ভাতার,
আশা-পথ চেয়ে তার, আছি নিশি দিন ॥৫
ষোল বৎসর হ লো বয়স, পতির মিলন-রস,
জন্মে তো জানি নাই লো দিদি!
রৈল কান্ত দেশান্তরে, যে যাতনা পাই অন্তরে,
এ ব্যাধির কোথা পাই ঔষধি? ॥ ৬
হৃদয়ে জ্বলিছে আগুন, ছি তার এমন গুণ!
গুন গুন করিয়ে কাঁদি কত।
মরি মদনেরি শরাসনে,পাছে পিতা-মাতা শুনে,
শয়নাসনে প'ড়ে থাকি জ্ঞানহত ॥ ৭

এ কি সই! হাঁসী দায়, গেলাম প্রেমের দায়,
কুল-শীল রাখা দায় হলো।
দুখের কথা যায় কি বলা,
বিধি করেছেন অবলা,
বলাবলিতে কত কত রাখি বল॥ ৮

* * *

মুলতান—কাওয়ালী।

বুঝি কুল-শীল রাখা হলো দায় লো!
কি দায় লো! হায় হায় লো,
বুঝি জীবন যায় লো!—
যে যাতনা—কব সখি! কায় লো॥
পতির সহ বঞ্চিতে, পেলাম না তাতে বঞ্চিতে,
যে দুখ চিতে, জলে প্রাণ রাবণের চিতে,
থাকে প্রাণ কদাচিতে, কিসে রয় বজায় লো!
মরি লাজে—লাজ পেয়ে লাজ যায় লো॥ (ক)

* * *

প্রবাসী পতির দোষে এক বিরহিণীর কষ্টের কথা।

শুনে বলে আর এক নারী,
আর যাতনা সইতে নারি,
থাকতে পতি উপপতি ক'র কেমনে?
ব'লে গিয়েছে আসিব কা'ল,
কাল হলো মোর বিষম কাল,
আর কত কাল প্রবোধ মানে॥ ৯
গণ্ডমূর্খ এমন অসভ্য,
আমার মাথায় হাত দে করলে দিব্য,
দিব্যজ্ঞান হয়েছে সেথা গিয়ে!
পেটে নাই বিদ্যার অংশ, ক-অক্ষর গোমাংস,
ভেবে ভেবে, গায়ের মাংস, গেল শুকাইয়ে॥
আছি দিবা-নিশি ক'রে আশা,
তার আসা অগস্ত্যের আসা,
আশা-পথ নিরখি নয়ন আছে।
সে করলে মোরে এবালিস,
অলস রাখি—ল'য়ে বালিশ,
নালিস ক'রে নালিশ করি কার কাছে? ১১
তত্ত্ব লয় না লোকের দ্বারা,
আছে ল'য়ে পর-দারা,
গেল আপন দারা কারাবদ্ধ করিয়ে।
হ'য়ে মোরে প্রতিকূল, দিয়ে গিয়েছে ব্যাকুল,
যৌবন-তুফানে পাইনে কূল
যায় দুকূল হারিয়ে॥ ১২
তাতে আমি নবীন তরী,
কাণ্ডারী বিনে কিসে তরি
কিসে তরি?—ডুবিলাম তুফানে।
দফরাগ যাচ্ছে গালি ফেঁসে,
এর পরে কি করিবে এসে!
ভেসে ভেসে বানচাল হলো মাঝখানে॥

* * *

ঝিঁঝিট—একতালা।

কে চালাবে তরী নাবিক বিনে।
ডুবিলাম বুঝি ঘোর তুফানে॥
যদি আসিয়ে ত্বরায়, লাগায় কিনারায়,
তবে রই সই! আর ডুবিনে।
মলয়ার সমীরণে,
নদীর তুফান বাড়িছে দিনে দিনে,
ভেঙ্গে গেল হাল, ছিঁড়ে গেল পাল,
কত থাকে আর আশা-গুণে॥ (খ)

* * *

কুলীন পতির দোষে এক বিরহিণীর কষ্টের কথা।

এ পর বলে যুবতী, শুনে কয় এক রসবতী,
কুলীন পতি প্রজাপতি দিয়েছে।
দেবে যদি দয়া ক'রে,
এসেন দুই তিন বৎসর পরে,
মনান্তরে রাত কেটে গিয়েছে॥ ১৪
নাইকো তার ঘর বাড়ী,
কেবল কথার আঁটুনি বাড়াবাড়ি,
শ্বশুর-বাড়ী খেয়ে কান্তি পুষ্টি।
তিনি, বেড়াতে যান্ না কোন পাড়া,
পাছে জিজ্ঞাসে লেখা-পড়া!
মেজাজ কড়া বচন কড়া, সকলের প্রতি রুষ্ট॥

এমনি হতমূর্খ গোরু, যেন নিশ্চয় এসেছে গরু,
কেবল টাকা কাপড় চায় বিছানায় শুয়ে।
আমি যদি কোন যত্ন করি,
সে শুয়ে রয় পাছু করি,
হুঁকো ধরি মটকা পানে চেয়ে ॥ ১৬
তাতে আষাঢ় শ্রাবণের নিশি,
কথায় কথায় অস্ত শশী,
মসীমুখো দেখেনাকো চেয়ে!
থাক্‌তে ভাতার উদ্‌মোরাড়ী!
যান না কেন যমের বাড়ী।
থাকি না কেন বাপের বাড়ী,
অমন ভাতারের মাথা খেয়ে ॥ ১৭

* * *

সুরট—একতালা।

আর কেউ করোনা কুলীন বরে কন্যা-দান।
দেখে দেখে সই! হলাম হতজ্ঞান ॥
বিচ্ছেদ-বাণে দগ্ধ পঞ্চবাণের বাণে,
দিবানিশি দগ্ধ প্রাণে,
জানা থাক্‌তো এমন যদি,
একাদশী ভাল দিদি!
অমন কুলের মুখে হুতাশন প্রদান।
কিছু জানে না রস, মানে না অপোরষ,
কুলীনকে [illegible] থাব রব নাকো,
কেবল [illegible] দান ॥ (গ)

* *

'বংশজে'র ঘরের এক বিরহিণী নারীর বিরহজ্বালার কথা।

শুনে, বলে আর এক রসবতী,
মন্দ কি কুলীন পতি!
মান্য গণ্য সকলকার কাছে।
তুমি, যে বিচ্ছেদজ্বালায় জ্বল,
সবার উপর মুখ-উজ্জ্বল,
তার বাড়া সুখ আর কিসে আছে? ১৮
দোষ দিলে কি হবে পরে,
এসে ছয় মাস বৎসর পরে,
আমি হ'লে তার উপরে, করি কি অভিমান?
টাকা দিতাম আদর কর্‌তাম,
কত রকমে মন যোগাতাম,
যেতে কি সই, তারে দিতাম,
অন্য অন্য স্থান? ১৯
আমি ত বংশজের নারী,
যে দুঃখ পাই বল্‌তে নারি,
কোথাও যেতে নারি, জেতে নারী,—
করি তাই ভয়।
বিয়ে হয়েছে বাল্যকালে,
পতি চিনিনে কোন কালে,
যে পর্য্যন্ত হয়েছে জ্ঞান-উদয় ॥ ২০
যায় এ নব যৌবন কাল,
তায় উপস্থিত বসন্ত কাল;
কালসম প্রহার করিছে আসি।
মদনের পঞ্চশরে, কোকিলের কুহুস্বরে,
তাতে পতির বিচ্ছেদ-শরে,
কাঁদি দিবানিশি ॥ ২১
একবার মনে হয়—পেলাম না পতি,
করি না হয় উপপতি,
সতীত্ব লয়ে কি ধুয়ে খাব?
দুঃখের কথা কারে বলি, লজ্জাখেয়ে কারে বলি,
মনে করি বরাবরি দিদির বাড়ী যাব ॥ ২২
এ জ্বালা গিয়ে নিভাই, ভগ্নিপতীর আছে ভাই,
সদয় হয়ে সে আদর করিবে কত!
ঘোমটা দিয়ে নয়ন ঠেরে,
ইসারা ক'রে ঠারে-ঠোরে,
দেখাব তারে কত-মত ভাব ॥ ২৩

* * *

খাম্বাজ—পোস্তা।

বিরহ-জ্বালাতে হলো দগ্ধ প্রাণ।
তায় পঞ্চবাণ, হানে বাণ,
কেবল বিরহী বধিতে সই!
সদা করে অনুসন্ধান ॥
আবার ভাবি,—থাকতে পতি উপপতি কেমনে
সখি! দিবস রজনী তাই ভাবি মনে,
করলে অগস্ত্য গমনে গমন,
গাগুমূর্খ হত-জ্ঞান ॥ (ঘ)

* * *

বিরহ-বিকারগ্রস্তা বিরহিণীগণের পরস্পর পরামর্শ।

আবার বলে শুন সই! যে যাতনা জন্ম সই,
খতে সই দিইনে ত তার কাছে!
আমি, একা থাক্‌বো জন্ম-বাসে,
তুমি রবে প্রবাসে,
আসবে না আর বাসে, লেখা আছে ॥২৪
এর, যুক্তি বলি শুন সকলে,
বাটী হইতে ছলে কলে,
গঙ্গাস্নান ব'লে বারুণীর যোগে।
কেন বিরহানলে জ্বলি, কূলে দিয়ে জলাঞ্জলি,
আরোগ্য লাভ করি গে বিচ্ছেদ-রোগে ॥২৫
হলো, ভেবে সোণার অঙ্গ কালি,
ভাতারের মুখে চুণকালি,
দিব কালি কালী দয়া করেন যদি।
আর, রবে না বিরহ-বিকার,
হাতে হাতে প্রতিকার,
গেলেই সদ্য আরাম বৈদ্য-পায় দিদি ॥২৬
আর, হাতুড়ের হাতে কেন পুড়ি,
দিবা নিশি খোলা-পুড়ি,
শয্যায় পড়ি আশা-পিপাসায় মরি।
তারা, ধাতু-ঘটিত ঔষধ দিবে,
ধাতু পেলেই ধাতু সুস্থ হবে,
থাকবে না রোগ সহরে সহচরি! ॥ ২৭
যদি, কও এখানেও তো হয় আরাম,
এমন কত শত শক্ত বেয়ারাম,
করিছে আরাম বৈদ্য আছে এমন।
তা ডাক্‌তে পাই কই অবকাশ,
হ'তে মাত্র রোগ-প্রকাশ,
হব নিকাশ—সঙ্গে নগদ-শমন ॥ ২৮
একে মদনের শরাসন, তাতে দগ্ধ সদা মন।
তার উপর ননদীর শাসন, কেমন তা শুন ॥ ২৯

* * *

মহাদেবের কাছে মদনের কেমন শাসন হইয়াছে?

রাবণ যেমন শমনকে শাসন ক'রে,
রেখেছিল অশ্বশালে।
ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রকে শাসন ক'র্‌লে
বেঁধে ইন্দ্র-জালে ॥ ৩০
ব্রহ্মা শাসন হলেন কৃষ্ণের গোবৎস হরিয়ে।
কৃষ্ণের শাসন কর্‌লেন প্যারী
কুঞ্জ-কুঞ্জরী হ'য়ে ॥ ৩১
কুম্ভকর্ণ হ'লো শাসন ঘুমের বর মেগে।
মারীচ সুবাহু রাক্ষস-শাসন মুনিগণের যাগে ॥
গোলোকপতির শাসন যেমন
প্রহ্লাদ ধ্রুবের কাছে।
আদ্যা শক্তির শাসন যেমন
কালকেতু করেছে ॥ ৩৩
লক্ষ্মী যেমন শাসন হয়েছেন,
জগৎশেঠের ঘরে।
শিব যেমন শাসন হয়েছেন,
গরল পান ক'রে ॥ ৩৪
হলো, গরুড় শাসন হনূমানের কাছে,
পদ্ম আনিতে গিয়ে।
হনূমান্ শাসন হলো যেমন,
রামের কলাটি খেয়ে ॥ ৩৫
চন্দ্র-সূর্য্যের শাসন যেমন রাহু-কেতুর কাছে।
সূর্পণখার শাসন যেমন লক্ষ্মণ করেছে ॥ ৩৬
দুর্য্যোধন শাসন যেমন ভীমের হাতে হলো।
তেমনি, ঐ পোড়া মদন শিবের কাছে
শাসন হলো ॥ ৩৭

* * *

পরজ—কাওয়ালী।

অবলা ব'লে কি এত সয়—সয় রে!
জ্বলে কায় কব কায়—হায় হায় রে ॥
উহু উহু আহা আহা মরি মরি প্রাণে,
দুরন্ত কৃতান্ত সম মদনেরি বাণে,
নাহি ত্রাণ কুল-মান,
হলো রাখা দায় রে ॥ (৬)

* * *

শেষ বয়সে বেশ্যার অনেক দুর্দ্দশা।

শুনে কহিছে এক রমণী,
ভাতার যে গুণের গুণমণি,
মদনকে দোষ দিলে অমনি, কি হবে তা বল।
বসন্ত চিরকাল তো আছে,
পক্ষি যদি থাকে কাছে,
তবে কি সবে মদন-জ্বালাতে জ্বল? ৩৮
আবার বললি সহরে যাবি,
খানকি নাম লিখাইবি,
প্রেমসাগরে পড়ে খাবি খাবি,
সে বড় লাঞ্ছনা॥ ৩৯
গে * বাঁধবে চুল ক'র্‌বে বেশ,
দেখলেই লোকে বলবে বেশ!
মিটাবে আয়েস কত জনকে লয়ে।
যদি রাখতে পার জমিবে ক্যাস,
নৈলে ভাঙ্গিলে দন্ত পাকলে কেশ,
খাবে শেষ টুক্‌নি হাতে লয়ে॥ ৪০
এখন, হবে বাদশাজাদীর মতন চাল,
শেষে হাটখোলাতে কাঁড়বে চাল,
এ সব চাল থাক্‌বে তখন কোথা?
এখন গ্রাহ্য হবে না বানারসী শাড়ীখানায়,
শুয়ে থাক্‌বে বালাখানায়,
আতর গোলাপ মাখবে গায়,
বাবুআনা কথা॥ ৪১
তখন, পরবে ন্যাকড়া আট গাঁটি ছিড়ে,
গায়ে, তিসির ধুলা লাগবে উড়ে,
মাথা ঘুড়ে জটা পাকিয়ে যাবে।
গেছোপেত্নির মতন হবে আকার,
মুটে মজুরে দিবে ধিক্কার,
খোলার ঘরে ছেঁড়া চেটায় শোবে॥ ৪২
এখন, গায়ে দিবে জামিয়ার,
টপ্পা গাবে শরি মিয়ার,
কত শত বাবুমিয়ার ইয়ার হয়ে থাক্‌বে।
হলে, গায়ের মাংস ললিত কেউ কবে না কথা,

* গে—গিয়ে।

মিল্‌বে নাকো ছেঁড়া কাঁথা,
এসব সজ্জা রবে কোথা,
শেষে গৌর ব'লে ডাক্‌বে॥ ৪৩
তবে মিছে কেন করিস্ ভুল,
একবারেই কি হলি বাতুল?
সুপ্রতুল ঐ কর্ম্মে কোথা আছে?
ও সব কথা কাজ নাই তুলে,
গৌর ব'লে দুই হাত তু'লে,
ভেক লয়ে যাই ভেকধারীদের কাছে॥ ৪৪

* * *

বাহার—একতালা।

এতে হান্ কি বলো, খান্‌কী হবার মুখে ছাই!
নিশি দিন ভাবি তাই,—
আজ ভেক লব বৈষ্ণবী হব,
যা করেন গৌর-নিতাই॥
আর কি করিতে পারিবে সই! অনঙ্গে;—
সদা আখড়ায় ফিরবো মজা ক'রে সঙ্গে,—
ঘোমটা খুলে বাহু তুলে,—
ডাক্‌ব,—এসো হে জগাই মাধাই!॥ (চ)

* * *

বিরহিণীগণের সিদ্ধান্ত।

সই! এই কথায় কর মনকে ঠিক,
হইও না আর বেঠিক,
হ'য়ে ঠিক সকলেতেই চল।
গলায় পর তুলসীর হার,
যদি সুখে সব কর্‌বি বিহার,
হরিনামের ঝোলা করে ধর,
মুখে গৌর গৌর বল॥ ৪৫
যদি বল বৈষ্ণব কোথা?
খুঁজবো পাড়া পাড়া, গেলেই হবে মালপাড়া,
তা আমার কপাল পোড়া, ভাবছ বুঝি তাই।
বড় মনে হচ্ছে উৎসব,
আজ কাল গোঁসাইদের মোচ্ছব,
মেলা মোচ্ছব লেগেছে ঠাঁই ঠাঁই॥ ৪৬
এতে হবে না অধর্ম্ম,
বৈষ্ণবতা—এও এক ধর্ম্ম,
সতীত্ব ধর্ম্ম নষ্ট হবে না এতে।

মনের মতন মেলা ভার শতকে যদি ঘটে॥
তার সঙ্গে করলে আলাপ, কখন না চটে॥৩৫
তার কাছেতে করলে মান, মানে মান থাকে।
প্রাণ-তুল্য ভাবে তাঁকে,
প্রাণ দিয়ে প্রাণ রাখে॥ ৩৬
কয়, মিষ্টি কথা, দৃষ্টি মাত্রে সুজন যে জন হয়।
তার কাছেতে তুচ্ছ করি, বিরহের ভয়॥ ৩৭
সে বয়স হ'লেও যায় না ফেলে,
করে না ছাড়াছাড়ি।
যত প্রেমের বয়স বাড়ে,—তত বাড়াবাড়ি॥৩৮
অরসিকের সঙ্গে প্রেম চিরদিন না থাকে।
বয়েস হ'লেই, অমনি গিয়া,
দাঁড়ায় সে ফাঁকে॥ ৩৯
পোড়াকপালে পুড়িয়ে মারে আর বলিব কি!
এমন প্রেমের রীতের মুখে,
আগুন জেলে দি॥ ৪০
শঠের সঙ্গে করলে আলাপ সুখী হয় না মন!
পশুতে কি যত্ন জানে রত্ন কেমন ধন?॥ ৪১
অমূল্য রতন-হয় নারীর জীবন।
রসিকে ত্যজিতে তাহা পারে না কখন॥ ৪২
প্রেম বস্তু প্রেমাধীন,—সঁপিতে হয় পরে!
রসিকের শেষ বলি,
যে শেষ রাখতে পারে॥ ৪৩
সকলে কি বুঝিতে পারে, আলাপের কি কর্ম্ম?
বিচ্ছেদকে ছেদ করিলে,
থাকে আলাপের ধর্ম্ম॥ ৪৪

* * *

সুরট-খাম্বাজ—পোস্তা।

যে জানে প্রণয়ের কর্ম্ম, সে অধর্ম্ম করে না।
রত্ন বলি যত্ন করে, যৌবন গেলেও ছাড়ে না॥
আছে বিধাতার সৃষ্টি, সৃষ্টির উপর অনাসৃষ্টি,
যার যাতে লাগে মিষ্টি,
তিতো মিষ্টি সে বুঝে না॥
কেন কও কটু ভাষা, পরস্পর সমান দশা,—
হ'লে পর মনটি কসা,
প্রাণটী দিলেও আর ফেরে না॥ (খ)

* * *

সতী-অসতী চারি যুগেই আছে।

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি যুগ-চতুষ্টয়।
দেখ চেয়ে, সকল নারী সতী কিছু নয়॥ ৪৫
সতী ও অসতী দুই হয় দরশন।
রকম সকম কত আছে পুরাণে লিখন॥ ৪৬
অম্বিকা আর অম্বালিকা ব্যাসের কৃপায়।
ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু আর বিদুরকে পায়॥ ৪৭
পাণ্ডুপত্নী কুন্তী,—তিনি মন্ত্র আচরিয়া।
রবি ধর্ম্ম বায়ু আর বাসবে সেবিয়া॥ ৪৮
চারি পুত্র পেয়ে তিনি হ'লেন পুত্রবতী!
অশ্বিনীকুমারে সেবিলেন মাদ্রী সতী॥ ৪৯
দুটী পুত্র হ'লো তার তাঁহার কৃপায়।
নকুল আর সহদেব বিদিত ধরায়॥ ৫০
অহল্যা বাসবে সেবি পাষাণী হইল।
শ্রীরামের পদ-স্পর্শে স্ব-দেহ লভিল॥ ৫১
মৎস্যগন্ধা যথা কন্যা বিদিত ধরায়।
মুনির কৃপায় পুত্র বেদব্যাসে পায়॥ ৫২
অঞ্জনা কেশরীপত্নী সেবি সমীরণে।
হনূমানে লভে পুত্র ভাগ্যের কারণে॥ ৫৩
রাবণ নিধন হ'লে মন্দোদরী সতী।
শোক ত্যজি বিভীষণে পাইলেন পতি॥ ৫৪
বালীর বনিতা তারা বালীর নিধনে।
সুগ্রীবে পাইল পতি, ভেবে দেখ মনে॥ ৫৫
কত আর কব,—আছে বিস্তর এমন।
জাহ্নবী শান্তনুরাজে করিল বরণ॥ ৫৬
তাঁর পুত্র ভীষ্মদেব খ্যাত ধরাতলে।
ভারতে তাঁহারে দেখ গঙ্গাপুত্র বলে॥ ৫৭
দেবতাদিগের বেলা, লীলা বলে ঢাকে।
আমাদের পক্ষে কেবল পাপ লেখা থাকে॥৫৮
যারা সব সতী ব'লে হলেন পরিচিত।
নাম নিলে তাঁহাদের পাপ তিরোহিত॥ ৫৯
কুল-কলঙ্কিনী, ভাই! আমরা ধরায়।
ম'লেও অসীম দুঃখ হইবে তথায়॥ ৬০
তাঁরা সব প্রেম করি গেলেন সতী নাম।
অনায়াসে লভিলেন ধর্ম্ম-অর্থ-কাম॥ ৬১
আমাদের প্রেমে ভাই! যন্ত্রণা অপার।
সহে না সহে না প্রাণে,—কি বলিব আর॥৬২

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

তুম তানানা দেয় না দেয় না
প্রাণ তো বাঁচে না।
ধাকিটি ধাকিটি বাজিছে রে তাল,
একি হ'লো কাল, প্রাণ বাঁচে না॥
গাইছে রে ধনী, ধ্বমি মৃদঙ্গের ধ্বনি,
শুনিতে ভাল ;—
বাজে ধাধা ধাকুট,
ত্রেকুট ত্রেকুট বাজে তেলেনা॥ (গ)

* * *

বিশুদ্ধ প্রেম ও প্রেতত্ব প্রেম।

আলাপের রীতি আছে নানা,
হয় তো মাটি নয় তো সোণা,
তারামণির কথা শু'নে পদ্মমণি কয়।
প্রেম করা কি সহজ, সেটা মুখের কথা নয়॥৬৩
প্রেম কোথা প্রেমিক কোথা তাহা নাহি জানে,
প্রেম প্রেম ক'রে কেবল, আপনি মরে প্রাণে॥
বিশুদ্ধ ও প্রেতত্ব,—প্রেম আছে দুই প্রকার।
যে যেমন প্রেমিক পায় তেমনি ফল তার॥৬৫
কেহ প্রেম ক'রে সুখে স্বর্গে গিয়া রহে।
কেহ উপসর্গে পড়ি, সর্ব্বকাল দহে॥ ৬৬
মোক্ষ-প্রণয়ের পথে যায় যেই জন।
অনায়াসে নাশে, ঘোর ভবের বন্ধন॥ ৬৭
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ পায়।
যে প্রণয়ে মজ্‌লে ভবে আসা দূরে যায়॥ ৬৮
যে প্রণয়ে ধ্রুব-শিশু গিয়ে ঘোর বনে।
বহুকষ্টে পেলে পদ্মপলাশ-লোচনে॥ ৬৯
হিরণ্যকশিপু-পুত্র প্রহ্লাদ ধীমান্।
যার প্রেমে করিলেন হরি গরল পান॥ ৭০
সে প্রেমেতে মজা আছে, পদ্মা জানি মনে।
পুত্রের কাটিয়া মুণ্ড, দিলেন ব্রাহ্মণে॥ ৭১
মোক্ষ-প্রণয়ের গুণ এরূপ সকলি।
প্রেতত্ব প্রেমের কথা শুন তবে বলি॥ ৭২
থাকে সর্ব্বক্ষণ সন্নিকটে, চক্ষের আড় করে না,
অদর্শনে অসীম দুঃখ,—
কিছুই সুখ ত ঘটে না॥ ৭৩
বিচ্ছেদ ছেদন করে প্রণয়ের মূল!
সর্ব্বদা চঞ্চল মন বিরহে ব্যাকুল॥ ৭৪
হুতাশন মামেতে অগ্নি,—প্রজ্বলিত হয়।
নিশ্বাস পবন ন্যায়, ঘন ঘন বয়॥ ৭৫
মন-পতঙ্গ পুড়ে মরে অনল-শিখাতে!
ধৈর্য্য-শান্তি-নিবৃত্তি পলায় তফাতে॥ ৭৬
অধৈর্য্য-উত্তাপে মন পোড়ায় অনলে।
তাকে নিবাইতে নাহি পারে নয়নের জলে॥ ৭৭
ওলো! এ প্রণয়ে কতজন পোড়ে দেখতে পাই
কেবল অপমান-কলঙ্ক থাকে,
আলাপ—পোড়া ছাই॥ ৭৮

* * *

ফক্য প্রেমের পরিচয়।

বিশুদ্ধ ও প্রেতত্ব প্রেম শুনিলে সকলি।
অতঃপর ফক্য প্রেম শুন তবে বলি॥ ৭৯
ফক্য প্রেম ফক্কিকারি, সকল প্রেমের ও'চা।
তায়, আগা-গোড়া ধোকার টাটি,
কিছুই নহে সাঁচা॥ ৮০
বেচে, বাড়ীর পাটা কত বেটা ফক্য প্রণয় করে
বেড়ায়, খিচুড়ি মেরে বেশ্যার দ্বারে,
জেতের দফা সারে॥ ৮১
তাদের, বাবুয়ানা, কি কারখানা,
ধোবার কাপড় নিয়ে।
কেবল, তিলকাঞ্চনে, রাত্রি কাটান,
ছেঁড়া চেটায় শুয়ে॥ ৮২
থাকে, হাটে প'ড়ে পত্নী ছেড়ে,
সদাই খুসি দিল!
জলপানের বরাদ্দ কেবল,
চৌকীদারের কীল॥ ৮৩

* * *

মূলতান,—খেম্‌টা।

মরি কি বাবুগিরি, দিয়ে ঠোঁটে গিরি,—
বেড়িয়ে বেড়ান।
আবাল-শিক্ষে, করেন ভিক্ষে,
পরের খেয়ে দিনটী কাটান॥
ব্রাণ্ডি, রেণ্ডী, গাঁজা গুলি,
ইয়ার জুটে কতকগুলি,
মুখেতে সর্ব্বদা বুলি,—
হুট ব'লে দেয় গাঁজায় টান।

প'ড়ে থাকে বেশ্যার বাড়ী,
হ'য়ে তাদের আজ্ঞাকারী,
হ'লে তাদের মনটি ভারী,—
হুঁকোটী কল্কেটী পানটী যোগান॥ (খ)

* * *

প্রেম-কাঙ্গালিনী কামিনীগণের বন-গমন।

পদ্মমণি বলে দিদি! কি বলিব আর।
প্রেতত্ব বিশুদ্ধ প্রেম ব'ললেম দুই প্রকার॥ ৮৪
যার যেমন ভাগ্য, তার তেম্‌নি প্রেম ফলে।
কালের দোষে প্রেতত্বেই অনেক লোক চলে॥
প্রেতত্ব প্রেমেতে দিদি! কিছু নাই সন্দ।
স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের পরে হয় মন্দ॥ ৮৬
আমরা সেই প্রেতত্ব প্রেমের পথে গিয়া।
অসহ্য যাতনা সহি হৃদয়ে ধরিয়া॥ ৮৭
কুল গেছে, মান গেছে, কিছু নাহি আর।
জঠরের জ্বালা আছে ভাবনা অপার॥ ৮৮
ইহ লোকের যত জ্বালা বল্‌লেম তোর কাছে।
পরলোকে লোহার ডাণ্ডা যমের বাড়ী আছে॥
অগ্নিতুল্য তপ্ত তৈল, অঙ্গে দিয়া ঢেলে।
বিষ্ঠা-কৃমিপূর্ণ নরক-কুণ্ডে দিবে ফেলে॥ ৯০
মস্তক তুলিলে, মুগুর মারিবে এমন।
দুর্দ্দশার, সীমা আর, রবে না তখন॥ ৯১
আমার যুক্তি শুনিস্ যদি, শেষটা ভাল হবে।
করিব বিশুদ্ধ প্রেম, বনে গিয়া সবে॥ ৯২
আর এক নারী হেসে কয়,
তোদের ও সব কর্ম্ম নয়,
প্রেমের সাধন করতে হ'লে বনে যেতে হয়।
কেউ বলিছে,—আমার মতে,
বনে কেন হবে যেতে?
দিদির মতন বিধি আমার নয়॥ ৯৩
হৃদয় হইবে অতি রম্য তপোবন।
হইবে লাবণ্য তায় কুটীর বন্ধন॥ ৯৪
হায়া লজ্জা ধিক্কার, চেলাগণ সাথে।
কলঙ্কের কমণ্ডলু করিব সব হাতে॥ ৯৫
বেণী কটা, হবে জটা, মাখালে বিভূতি।
সন্তাপ হইবে যেন, কেশব ভারতী॥ ৯৬
কথা শুনে সকলের ভক্তি জন্মে শেষ।
সকলেতে উঠিল ব'লে বেশ বেশ বেশ॥ ৯৭
সকলেতে ঐক্য হ'য়ে, বনে প্রবেশিল।
নদে আঁধার ক'রে নিমাই যেন সন্ন্যাসে চলিল
প্রথমে প্রণয়-ব্রতে যায় বিরহিণী।
এক পুরুষ এলো তথা হ'য়ে রাহাদানি॥ ৯৯

* * *

বনবাসিনী বিরহিণীর সহিত এক লম্পটের দেখা।

তখন বিরহিণী জিজ্ঞাসিল, কে তুমি হে বল বল
আমি তোমার পরিচয় চাই।
সে বলে আমি লম্পট, পরের খেয়ে চম্পট,—
করি আমি, নাম ধাম কিছুই আমার নাই॥ ১০০
মুখে করি হুট হুট, জলপান আমার বিষকুট,
পায়েতে ইংরাজী বুট,
লোকের গায়ে দিয়ে বেড়াই খোঁচা।
কথা কই সব লম্বা লম্বা, ঠাকুর ঘরে খাই রম্ভা,
সন্ধ্যা আহ্নিক অষ্টরম্ভা, গলায় পৈতের গোছা
অপব্যয়ে বিতরণ, অধর্ম্মে সর্ব্বদা মন,
তাতেই অর্থ বিতরণ, ধর্ম্মে নাই এক কাঁচ্চা।
যেখানে সেখানে যাই,
জেতের বিচার কোথাও নাই,
হাস্যমুখে অন্ন খাই, বলে থাকি,—আচ্ছা॥ ১০২
পরিবারে দেই গালি, ঘরেতে নাহিক চালি,
সদাই নবাবী চালি, পরি কালা-পাড় ধুতী।
সদাই আমার দেল খুসি, মদে গেল কোশা-কুশী
ঠিকে, যথা-তথা অন্ন লুসি, লম্পট খেয়াতি॥
শুনি লম্পটের বাণী, সহাস্য বদনে ধনী,
বলে তোমার পেলাম পরিচয়।
ব'সে কর আশীর্ব্বাদ, ঘটে না যেন কোন প্র[illegible]
যেন আমার যোগ সিদ্ধ হয়॥ ১০৪

* * *

প্রেম-ভিখারিণী প্রমদার পঞ্চতপ।

ভক্তি ভাব কব কত, যেন ভক্ত ভগীরথ,—
করেছিল গঙ্গা-আরাধন।

তখন কমলা বিমলা সরলা চাঁপা,
আরম্ভিল পঞ্চতপা,
প্রেমতাপে তাপিত ত্রিভুবন॥ ১০৫
অধৈর্য্যতা গ্রীষ্মকালে, অসুখের কাষ্ঠ-জ্বালে,
হুতাশ করিল হুতাশন।
জ্বালিয়া সন্তাপানল, ধ্যানে চিন্তে চিন্তানল,
কি কহিব তার বিবরণ॥ ১০৬
ব্যাকুল মেঘেতে ভীতু, পাইয়ে বসন্ত-ঋতু,
তাহে ধনী নাহি থাকে ঘরে।
নেত্র-বারি অবলম্ব, মহাশীতে জলস্তম্ভ,
হেন তপ তপোবনে করে॥ ১০৭
তপস্বিনীর তপের তাপে, শমন পবন কাঁপে,
ঋতু-রাজার সিংহাসন নড়ে।
বসন্ত নৃপতি ক'ন দেখ দেখি হে মদন!
বনেতে তপস্যা কেবা করে? ১০৮
একবার ত্রেতাযুগে নিষাদ-পুত্র তপ আরম্ভিল
রাম-রাজ্যে বিপ্র-সুত অকালে মরিল॥ ১০৯
কোকিল ভ্রমর আদি মলয় পবন।
বিরহিণীর নিকটেতে করিল গমন॥ ১১০
তেজঃপুঞ্জ বিরহিণীর দেখে মনে ভয় পায়।
বসন্তের সেনাগণ পলাইয়া যায়॥ ১১১

*　　*　　*

বিরহিণী রমণীর নবদ্বীপ-যাত্রা।

দুঃখে দুটি চক্ষে জল, করিতেছে ছল ছল,
মনোদুঃখে আছে মৌন-ভাবে।
এক প্রবীণা এসে তথা,
বলে,—আয় গো! গেলি কোথা?
অনেক দিনের পরে দেখাটা হবে॥ ১১২
এসো এসো ব'লে তারে, সুখে সমাদর করে,
পরে তারে কহে বিবরণ।
সে বলে, তোর কিসের ভয়?
দয়া করিবেন দয়াময়,
শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীশচীনন্দন॥ ১১৩
শুনিয়া প্রবীণার উক্তি, জন্মাইল হরি-ভক্তি,
প্রেম-ভক্তি শুনতে বাসনা হলো।
বলে, হব আমি সেবাদাসী,
নাম হবে মোর প্রেম-বিলাসী,
কিম্বা হব গৌরমণি, গৌর গৌর বল॥ ১১৪
রসকলি পরিয়ে নাকে,
ভিক্ষার একটা চুপড়ি কাঁখে,
সরোয়া মাফিক করোয়া করে নিল!
গায় দিয়ে নামাবলি, বেড়ায় লোকের গলি গলি
গলাতে তিনকণ্ঠী মালা দিল॥ ১১৫
তখন, ক্রমে হলেন উপনীত নবদ্বীপ ধামে।
কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ ধ্বংস যার নামে॥ ১১৬
মহাপ্রভু দরশনে ভাবের উদয়।
বলে,—কৃপাময় প্রভু দীন-দয়াময়!॥ ১১৭

*　　*　　*

নবদ্বীপে বঁধুর সহিত বিরহিণীর কথা, ও বঁধুকে বিরহিণীর ভর্ৎসনা।

তথা, ধনী পেলে আপনার বঁধুর দেখা,
অঙ্গে গোপীমাটি মাখা,
বসে আছে কত রঙ্গে।
পূর্ব্বের ভাব সকলি গেছে,
ভাবের ভাবুক জুটেছে কাছে,
সারি সারি হরিনাম লিখেছে সর্ব্বাঙ্গে॥ ১১৮
বসেছে প্রেমভক্তি খুলে,
কেলি-কদম্ব-তরু-মূলে,
প্রেমচাঁদ নামে হয়েছে আখড়াধারী।
দেখে তার ভক্তিভাব, প্রেমমণির পূর্ব্ব ভাব,—
উদ্দীপন হল ত্বরা করি॥ ১১৯
প্রেমমণি কয়, কেহে তুমি?
ভণ্ডযোগী দেখ্‌ছি আমি,
পণ্ডশ্রম কেন মিছে করিছ?
কালনেমির 'মতন আকার,
বোধ হয়—তেমনি প্রকার,
মনে মনে লঙ্কা ভাগ করছ॥ ১২০
কপট ভক্তির কর্ম্ম নয়, রিপু-জয় ক'রতে হয়,
সাধনা কি অমনি হয়,—
শুধু শুধু কোমরে দিলে কাপ্?
বৃক্ষ নইলে ফল ফলে না,
শুক্‌নো ডাঙ্গায় তরী চলে না,
জলে কখন শিলে ভাসে না!
হরি মেলে না আপনি॥ ১২১

শুন শুন ওহে বৈরাগি!
হ'তে পার যদি সর্ব্বত্যাগী,
বিবেক জন্মিলে জ্বালা চুক্‌বে।
নইলে তুমি পড়বে ফেরে,
শিং ভেঙ্গে কি বুড়ো এঁড়ে!
বাছুরের পালে ঢুক্‌বে? ১২২
ফোঁটা কেটে তার ভিতরে বসো,
ভক্তিডোরে ভ্রমকে কসো,
সাধুর অধরামৃত খাও হে!
না জেনে ভজনের গোড়া,
হয়ে বসেছ মস্ত গোঁড়া,
ক্ষমতা নাই ধ'রতে ঢোঁড়া,
বোড়া ধ'রতে চাও হে! ১২৩
যায় নাই তোমার দুষ্ট বুদ্ধি,
কিসে হবে সে অঙ্গশুদ্ধি!
ভূতশুদ্ধি ভূতে কি করতে পারে?
ছাগলে ধর্‌তে পারে না বাঘ,
যোগে-যাগে হয় না যাগ,
কাটে না পাষাণ ভোঁতা কুড়ুলের ধারে॥
কদ্দিন যোগ-শিক্ষের সুরু?
কে তোমার প্রেমদাতা গুরু?
অটলবিহারী পটোল,—গুরু কে হে?
সেবাদাসী কটী আছে?
তারা কেন নাই হে কাছে?
এ ভাবের ভাবে মজেছ যে হে। ১২৫
যা হক্, সেজেছ ভাল সুঠামটী,
রাম রাম রাম!—যেন পাকা জামটী,
ভেক্ দেখে যে ভেক ভেকিয়ে উঠ্‌ছে।
বলিছ, কোথা গৌরহরি!
ভাবের বালাই লয়ে মরি!
নেড়ী-নেড়া যে কত এসে যুটছে! ১২৬
শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমের প্রেমী,
কত দিন হয়েছ তুমি?
চৈতন্য তোমারে বুঝি দিয়েছেন চৈতন্য?
ত্যজ্য ক'রে গৃহবাসে,
কবে এসেছ সন্ন্যাসে?
হরি-নামে বিশ্বাস হ'লে হবে ধন্য। ১২৭

* * *

অহংসিন্ধু—একতালা।

বল হে! কার ভাবে, কি ভাবের অভাবে,
এ ভাবেতে, কবে হ'লে মত্ত।
কে তব প্রেমদাতা, কও হে সত্য কথা,
তত্ত্ব-কথার কোথায় পেলে হে তত্ত্ব।
বড় দয়াল আমার নিতাই শ্রীচৈতন্য,
তাইতে হ'লে ধন্য, জন্মান্তরের পুণ্য,
তোমার ছিল হে,—
তাইতে গৌর-প্রেম তুমি হ'লে প্রাপ্ত॥ (৬)

* * *

বঁধুর সহিত বিরহিণীর কোন্দল।

তখন লজ্জা পেয়ে কয় বৈরাগী,
আবার ম'রতে এসেছে মাগী,
যার জ্বালাতে হয়েছি দেশান্তরী!
যার মায়া ত্যজেছিলাম,
ভেক ল'য়ে ভেকধারী হ'লাম,
আবার তাকেই জুটিয়ে দিলেন হরি॥ ১২৮
কোথা হতে ঘটিল রোগ, হ'য়েছিল বড় সুযোগ
ভঙ্গী ক'রে ভাঙ্গিতে যোগ, মাগী আবার এলো
যার জ্বালাতে হই বৈরাগী,
গৌরপ্রেমের অনুরাগী,
আবার এসে যুটিল মাগী,
আরে মলো মলো॥ ১২৯
বৈষ্ণবী কয়, ও বৈরাগি!
তুমি তো বড় বদ্‌রাগী!
বিরাগ নইলে কৃষ্ণ-প্রাপ্তি হয় না।
পড়িতে হয় ভাগবত,—ব্যাখ্যা করে তাবৎ,
পণ্ডিতেরা ভাষা-কথা কয় না॥ ১৩০
জানি তোমার যত গুণ, বিদ্যাতে যত নিপুণ,
খুলে বল্‌লে বাকী কিছু রয় না।
তোমার যত পাণ্ডিত্য, আমি জানি সকল তত্ত্ব,
উচিত বল্‌লে গায় তোমার সয় না॥ ১৩১
আছে কেবল কথার আঁটুনি,
না ডোঙ্গা নাই সুধুই পাটুনি,
ব'সে ব'সে কুকাটুনি, গর্জ্জে গগন ফাটে।

তোমার, বিদ্যা বুদ্ধি আছে জানা,
ক অক্ষর খুঁজে মেলে না,—
ডুবুরি নামালে পেটে ॥ ১৩২
শুনি বৈরাগী করে উষ্ম,
বলে, বলিস্‌নে কথা দূষ্য,
নইলে দণ্ড দিব তোয় এক্ষণে।
জানি তোদের নারীর রীত,
সকল কর্ম্মে বিপরীত,
বিপদ ঘটে নারীর সঙ্ঘটনে ॥ ১৩৩
নারীর জন্যে দশানন, সবংশেতে নিধন,
সর্ব্বনাশ নারী হ'তে ঘটে।
সহস্রলোচন হইল ইন্দ্র, নারী হ'তে কলঙ্কী চন্দ্র
নারী হইতে বন্ধু-বান্ধব চটে ॥ ১৩৪
নারীর জন্যে পাণ্ডু মরে,
নারীতে সকল পুণ্য হরে,
নারী হ'তে হয় নরকেতে বাস।
নারীর জন্যে কুরুবংশ, সবংশেতে নির্ব্বংশ,
নারী হ'তে ঘটে সর্ব্বনাশ ॥ ১৩৫
বৈষ্ণবী বলে, সইতে নারি!
নারী হ'তে উপকারী,—
বল দেখি—কে আছে এ ভারতে?
নারী হ'তে সত্যবান, ম'রে পায় প্রাণ দান,
সাবিত্রী সতী বলে ত্রিজগতে ॥ ১৩৬
যার হয় পূর্ণ গ্রহ, নারী শূন্য তারি গৃহ,
নারী নইলে কোন কর্ম্ম হয় না।
নারী হ'তে হয় কর্ম্মসূত্র, যে সূত্রেতে জন্মে পুত্র
পুত্র নইলে জলপিণ্ড পায় না ॥ ১৩৭
পতি যদি পাপ করে, নারী যদি সহমৃতা মরে,
পাপ তাপ সকল হরে, অনায়াসে হয় মুক্তি।
শক্তি ভিন্ন জীর্ণ তনু,—মহাদেবের উক্তি ॥ ১৩৮

* * *

খাম্বাজ-জয়জয়ন্তী মিশ্র—যৎ।

আছে কার এমন শক্তি, শক্তি ভিন্ন দেহ ধরে।
সকলি হয় শবাকার, শক্তি যদি শক্তি হরে ॥
আছে এই ভবের উক্তি,
শক্তি ভিন্ন হয় না মুক্তি,
সাদরে সাধক ব্যক্তি, শক্তি উপাসনা করে ॥
শক্তি হয় সর্ব্ব ভজনের মূল,
হরি তার প্রতি হ'ন সানুকূল,
শক্তি প্রতিকূল হ'লে, দুই কুল যায় রে;—
হরি থাকেন তার অন্তরের অন্তরে ॥ (চ)

* * *

বৈরাগীবেশী বঁধুর লাঞ্ছনা।

এইরূপেতে দুই জনাতে, লেগে গেল ঝগড়া।
বৈরাগী বলে, হরি-ভজনে হ'ল আমার বাগড়া
শুনেছি, এক মর্ম্ম কথা—আছে ধর্ম্মনীতি।
অশুভ কাল-হন্তা জন্য, পলাবে শীঘ্রগতি ॥ ১৪০
হরি ব'লে যাত্রা করতে পড়ে গেল বাধা।
বলে, যে না মানে খনার বচন
সেই বেটা বড় গাধা ॥ ১৪১
হ'ল একে আর' গ্রহ বিগুণ, রক্ষে পাই কিসে?
অমৃত পান করতে এসে,
জলে ম'লাম বিষে ॥ ১৪২
আছেন এইরূপেতে টাঁটল-বিহারী
পটল তুলিবার আশে।
এমন সময়ে গৌরমণি,
তার টিকি ধরলে এসে ॥ ১৪৩

* * *

বসন্ত-বাহার—কাওয়ালী।

দিলে না দিলে না, আমায় ভজিতে গৌরাঙ্গে।
মরি কিবা রূপ! যার নাই স্বরূপ,
সনাতন ডুবেছে রূপসাগর-তরঙ্গে ॥
একবার যে দেখেছে মোর শ্রীচৈতন্য,
অমনি হয় চৈতন্য,
অচৈতন্য দূরে যায় তার তখনি,—
আহা, কিবা মূর্ত্তি মহাপ্রভু,
দেখি নাই নয়নে কভু,
পরশেতে ধন্য হ'ল ধরণী,—
গৌরহরি নাম,—জীবের পরিণাম,
হক দাশরথির,—মতি গতি
গৌরাঙ্গ-প্রসঙ্গে (ছ)

* * *

কহিতেছে গৌরমণি, দেখেছি তোমার মর্দ্দানি,
কে তোমাকে নাও নাও করছে?

কথা শুনে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে,কাঁদছে কার কটা ছেলে,
খেতে পরতে দাও বলে,—
কে তোর পায়ে ধরছে ? ১৪৪
গৌরমণি কয়,দাঁড়া দাঁড়া,ঘুচাব প্রেমভক্তিপড়া,
ব'লে, কথা কড়া কড়া,কোথা যাবি বৈরাগি ?
তুই, আমার সঙ্গে করিস্ জোর,
তুই রে আসল মাশুল-চোর,
ধরেছি তোকে, করেছি আমি দাগী ॥ ১৪৫
চুরি দাঙ্গা নালিশে, এখনি ধরিবে পুলিশে,—
গোটা তুই জাল সাজিয়ে শেষে,
বঁধু ! তোমাকে বন্দুয়ান খাটাব।
করিস্ যদি বাড়াবাড়ি, তবে দিব হরিণবাড়ী,
না হয় তো পুলি-পোলাও পাঠাব ॥ ১৪৬
না কর্‌তে মোকদ্দমা, করিস যদি রাজীনামা,
আমার কাছে আগে হও রে রাজী।
তবে চল যাই মোক্তারের কাছে,
এখন আমার এক্তার আছে,
কিন্তু না গেলে পর, পেঁচ লাগিবে আজ ॥১৪৭

* * *

খাম্বাজ—পোস্তা *।

শোন্‌রে পাষণ্ড ভণ্ড কর্ম্মকাণ্ডহীন বৈরাগী।
লম্পট বেশে এসে এখন
চম্পট দাও হ'লে বিরাগী ॥
জেনেছি তোদের রীতি,
দম দিয়ে মজিয়ে সতী,
সর্ব্বস্ব হাত ক'রে শেষে
বলিস্ "তুই ভাল নোস্ মাগী।"
সেবাদাসীর থাকিতে রস,
প'ড়ে থাকিস্ ক'রে পরশ,
তখন কথা সদাই সরস,
পৌরুষ পাবার লাগি ;—
এখন তাতে নব ডঙ্কা,
তাতেই মনে হচ্ছে শঙ্কা,
নগরে বাজায়ে ডঙ্কা,
তাড়িয়ে দেব ক'রে দাগী ॥ (জ)

বিরহ—(২) সমাপ্ত।

* এই গানটী ইতিপূর্ব্বে মুদ্রিত পাঁচালীতে ছিল না ; এবার নূতন সংগৃহীত।

কলি-রাজার উপাখ্যান।

যুগের মধ্যে কলিযুগ অধম।

এক দিন নির্জ্জনে, যুটে বন্ধু চারি জনে,—
একত্র বসিয়ে এক স্থানে।
কত শত পরিহাস, দৃষ্টান্ত ইতিহাস
দৃষ্টান্ত ভাবে হর্ষ মনে ॥ ১
তারাচাঁদ গোরাচাঁদ, রামচাঁদ নিমচাঁদ
রূপ গুণ চারির সমভাব।
মনে নাই ভেদাভেদ,প্রাণ এক—দেহ অভেদ
সভ্য ভব্য সরস স্বভাব ॥ ২
দেখেন সব নানা দরশন,
রসের প্রমাণ,—ষট্ দরশন
একাসনে বসিয়া কহয়।
কহিতে কহিতে কথা, রামচাঁদ কয় একটি কথা,
মীমাংসা করুন মহাশয়। ॥ ৩
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি, অবগত আছ সকলি,
পূর্ব্ব নিয়ম যা সকলি, এবারে গিয়াছে।
কেহ নাই আর সত্যবাদী,
ধর্ম্মে-কর্ম্মে প্রতিবাদী,
সর্ব্ববাদিসম্মত হয়েছে ॥ ৪
দেখ, যুগের মধ্যে অধম কলি,
তাই,—অধম কার্য্যে রত সকলি,
সর্ব্বদা বলেন, সকলি,—কালমাহাত্ম্যে করে।
দেখ ক'রে অনুমান, কলির মাহাত্ম্য-প্রমাণ,
দৃষ্টান্ত-বচন সকল ধরে ॥ ৫
দেখ, চোরের পুত্র হয় কি সাধু ?
শিমুলে কি জন্মে মধু ?
সুধা কখন উঠে সাপের মুখে ?
বেশ্যার কন্তে কি সতী হয় ?
কুকুরের গর্ভে কি জন্মে হয় ?
আম্র ফলে কি বাবলার বৃক্ষে ? ॥ ৬
ছুঁচার মাথায় জন্মে মতি ?
বাঁশে হয় কি চন্দন-উৎপত্তি ?
বৈষ্ণব হয় কি যবনের পুত্র ?

খড়ি উড়ে কি অঙ্গার ঘ'ষে,
চিনি হয় কি নিমের রসে?
শেয়াকুল গাছে গোলাপ ফুটেছে কুত্র? ॥ ৭
ক্ষেত্র-গুণে শস্য-উৎপত্তি,
বংশ-গুণে সন্তানের গতি,
তেমনি যুগের গুণে সকলের গতি,—
দেখ সকলে।
সদা পরের কুচ্ছ গায়, অবলার মন যোগায়,
দৃষ্ট হয় না ইষ্টদেবে ভুলে ॥ ৮

*   *   *

বাহার-বসন্ত—কাওয়ালী।

সত্য বল্‌লে এখনি হবে বেজার।
অনিত্যেতে মত্ত সদা, চিত্ত আছে সবাকার ॥
চেষ্টা নাই আর সাধুসঙ্গ,
কেবল নারীর গুণ-প্রসঙ্গ,—
সর্ব্বদা হয় অঙ্গ-ভঙ্গ,
দেখছি রঙ্গ ঐ মজার ॥ (ক)

*   *   *

কলিযুগে সকলেই স্ত্রীর বাধ্য।

শুনি কথা রামচাঁদের মুখে,
নিমচাঁদ কয় হাস্যমুখে,
কলির দোষটা ব্যাখ্যা করিলে ভাল।
কলিযুগ সব যুগের অধম, কলির নর নরাধম,
কলির দোষ এত কিসে বল? ৯
দেখ সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে,
মুনি ঋষি সব ব'সে যোগে—
করিয়ে তাঁহা ইষ্ট আরাধন।
আছে প্রমাণ বেদে তার, দয়া হয় না দেবতার,
সহস্র বর্ষে হয় না সা সাধন ॥ ১০
কল্লে কলিতে দেব-আবাহন,
তিন দিনে বাক্‌সিদ্ধ হন,
হন সিদ্ধ গুটিকা-নায়িকা-পিশাচে।
দেখ, ব্যাপ্ত গুণ যার আছে ধরায়,
বিক্রমাদিত্য নররায়,—
একরাত্রে বেতাল-সিদ্ধ হয়েছে ॥ ১১
শুনে রামচাঁদ কয়,—মিথ্যা নয়,
যা কহিলে মনে লয়,—
অন্য বড় গণ্য নয়,—নায়িকে পিশাচেই বেশী।
দেখ, কলিতে বা নাই কে, সিদ্ধ হতে নায়িকে,
পিশাচ-সিদ্ধ হলো সকল দেশই ॥ ১২
তা যদি বল আমাকেই,—
সিদ্ধ হলো কেমনে,
বিচার ক'রে দেখ মনে মনে,
নায়িকে বিনায়িকে জগতে।
তাতেই ভাই! সকলে মুগ্ধ,
বালা যুব, কিবা বৃদ্ধ,—
প্রায় বাধ্য সকলেই তাতে ॥ ১৩
ভুলে যায় সবে আত্মতত্ত্ব,
মাগ হয়েছেন ব্রহ্মপদার্থ,
মেগের গুণ-বর্ণন যথা-তথা।
কারো হাতে খেয়ে পান না সুখ,
মেগের যদি দেখেন অসুখ,
কোণে বসে কাঁদেন ধ'রে মাথা ॥ ১৪
আর দেখ, পদে পদে সব গুটিকাসিদ্ধ,
হ'য়ে অপনার নালে আপনারা বদ্ধ,
ভেবে দেখ গুটিকাসিদ্ধ,
সকল লোকেই হয়েছে!
রামচাঁদের কথা শুনি,—
নিমচাঁদ কয়,—ও কথা কি শুনি?
এতে কলির দোষটা কিসে আছে? ১৫
বললে, ভার্য্যা-রত এই ভারতে,
শ্রবণ করেছ ভারতে,
রামায়ণে লেখা বাল্মীকি মুনির।
সুরাসুর আদি কিন্নর, গন্ধর্ব্ব কি নর-বানর,
কে না বাধ্য আছে রমণীর? ॥ ১৬

*   *   *

সুরট খাম্বাজ—পোস্তা।

চিরদিন ভার্য্যের অধীন,
দেখ্‌ছি শুনছি এই ভারতে।
আছে রাষ্ট্র, সম্পষ্ট লেখা রামায়ণ-ভারতে ॥
ভার্য্যের পদ হৃদে করি, রেখেছেন ত্রিপুরারি,
ভাগীরথীকে ধরি, স্থান দিয়াছেন মস্তকেতে ॥(খ)

*   *   *

কলিযুগে অনেকেই ঘোর বেশ্যাসক্ত।

শুনে রামচাঁদ কয়, একি কথা!
এ কথার যোগ্য ও কথা,—
কোথাও তো শুনিনে আমি ভাই!
এ কথার নয় ও তুলনা,
ওসব কথা আর তুল না,
সে তুলনার তুলনা নাই ॥ ১৭
কেমনে বল্লে গঙ্গাধরে,—
মস্তকেতে গঙ্গা ধরে,
হৃদয়ে আদরে ধরে, যে নারীর পদ।
তুলনা তার দিতে নারি,
তার কাছে কি তুলনা নারী?
সেই ভবের নারী,—ভবের সম্পদ ॥ ১৮
বল্লে, দশরথ নারীর কথায়,
বনে দিলেন জগৎপিতায়,
এ কথা ত গ্রাহ্য হয় না মনে।
সুর নর করিতে নিস্তার,
তারকব্রহ্ম রাম-অবতার,—
হয়েছিলেন বধিতে রাবণে ॥ ১৯
শুনে নীরব নিমচাঁদ, পুন হেসে রামচাঁদ,—
বলে, ভাই! কর আর শ্রবণ।
গুটিকা নায়িকা সিদ্ধির কথা,
শুনলে তো সব বিশেষ কথা,
পিশাচ সিদ্ধ দেখ সে কেমন ॥ ২০
পূর্ব্বে, পিশাচসিদ্ধ হ'তো যারা,
সর্ব্বদা অশুচি তারা,
এসব পিশাচসিদ্ধ যারা হয়েছেন কলিতে।
কিছুমাত্র কষ্ট নাই,সে পিশাচ দৃষ্ট হ'তো নাই,
এ পিশাচ কেন দেখ না ভাই!
সাক্ষাতে সকলেতে ॥ ২১
পিশাচ-সিদ্ধির যা আয়োজন,
এ পিশাচদের তাই প্রয়োজন,
মদ্য মাংস মৎস্যাদি সকল।
সে পিশাচ ছাড়ালে ছাড়ান যায়,
ছাড়ে না এ পিশাচ পেয়েছে যায়,
ভেবে দেখ—আসল কি নকল ॥ ২২

আর দেখ কত মনের ভ্রম,
ক'রে নানা পরিশ্রম,
গুটিকা নায়িকায় সিদ্ধ না হ'য়ে!
পঞ্চতত্ত্বে হয়ে বিরত,পিশাচ হয়ে পিশাচে রত,
তেমনি দেখ ভার্য্যাকে ত্যজিয়ে ॥ ২৩
হ'য়ে উঠেছে রীত নীত,
পর-বনিতে মনোনীত,
বারবনিতা ভিন্ন হয় না বিহার।
ঐ ব্যাপার বাড়াবাড়ি,মনে থাকে না ঘরবাড়ি,
রাঁড়ের বাড়ী তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার ॥ ২৪
মানে না গুরু পুরোহিত,
কেবল শয্যাগুরু পুরহিত—
—কারিণী ভাবে, হিতাহিত থাকে না জ্ঞান।
ভুলে পিতার শ্রাদ্ধ তর্পণ,
বেশ্যা-চরণে মন অর্পণ,—
করে কালযাপন হ'য়ে হতজ্ঞান ॥ ২৫
গ্রাহ্য হয় না কাশী গয়া, বেশ্যার পদ গঙ্গা গয়া,
একবারেতে দফা গয়া, হয় জন্মের মত ॥
দেখ ভাই বন্ধু সমস্ত,
দেখ না কেন জগতে সমস্ত,
লোকেতে এতে রত কি বিরত ॥ ২৫

* * *

সুরট-খাম্বাজ—কাওয়ালী।

পারি কি লজ্জার কথা বলিতে!
যে ব্যভার কলিতে;—
ত্যজে সতী গুণবতী,
রতি-মতি বার-বনিতে ॥
মনের ভ্রমেতে ভ্রমণ ও-পদে সদা,
প্রণয় থাকে না সমান, হত ধন প্রাণ মান,
কেবল, পূর্ব্ব পুণ্য শূন্য পায়,
গণিকা-পবশেতে ॥ (গ)

* * *

বেশ্যা সর্ব্বকালে সকল যুগেই আছে।

তখন, শুনে হেসে নিমচাঁদ বলে,
এ কর্ম্মটা সর্ব্বকালে,—
আছে, বরং কলিকালে, কম দেখতে পাই।

হও হবে মনে বেজার, দোষ গুণ যাতে যায়,
ভারতে প্রচার,—ভারতে শুনেছি ভাই ॥ ২৭
বললে, কলির নর পাপী কেবল,
দেখ এরা তত নয় প্রবল,
সে বলে বলবান্ ছিলেন তাঁরা।
এরা তত রত নয় পর-স্ত্রীতে,
কিম্বা বারবনিতে,
যাতায়াতে ধর্ম্মভীত এরা ॥ ২৮
দেখ সৃষ্টি-কর্ত্তা করেন সৃষ্টি,
তাঁর দেখ কাজের সৃষ্টি,
দৃষ্টি ক'রে কন্যাকে হলো মন।
এইত করলেন প্রজাপতি,
আবার দেখ সুরপতি,
গুরু-পত্নী করিলেন হরণ ॥ ২৯
দেখ, শুনেছি সকলে জানি,
গুরুর শাপে সহস্র যোনি,—
হলো ইন্দ্রের ইন্দ্রিয়-দোষেতে।
যার গুণ অতি পরাশর, সেই মুনি পরাশর,
মদন-শর নাশিতে দিবসেতে ॥ ৩০
ক'রে, কুজ্ঝটিতে অন্ধকার,
করেন, মৎস্যগন্ধা বলাৎকার,
ধীবরকন্যা তখনকার,—দোষ কি তাতে নাই?
আবার মহাঋষি বেদব্যাস,
ভারি যার বেদ-অভ্যাস,
ভাদ্রবধূ সহবাস, করলেন কেমনে ভাই! ॥৩১
তখন সতীই বা ছিল কে,বল দেখি ভূলোকে?
ইচ্ছা হ'লে ফেলত পাকে,
যেখানে সেখানে যেতো।
দিলেন, শুক্রাচার্য্য শাপ যে অবধি,
পরস্ত্রী-হরণ সে অবধি,—
হয় নাই, প্রায় সেই অবধি,—
নিবারণ আছে কত ॥ ৩২
আর, বেশ্যা আছে সর্ব্বকালে,
সে কালেই কি এ কালে,
তাদের কাছে সকলে, আমোদ ক'রে থাকে।
শুনে রামচাঁদ পুনরায় কয়,
শুনেছি ভারতে ভারতে কয়,
সে তুলনার তুল্য দিব কা'কে? ৩৩
তখনকার গণিকায়, এদের ঘরে গণি কায়,
তাদের নামে শুদ্ধ কায়, হয় প্রাতঃস্মরণে।
এদের সঙ্গে সহবাস,—করিলে নরকে বাস,
কৃত্তিবাস-বচন প্রমাণে ॥ ৩৪

* * *

আলিয়া—একতালা।
কলিতে কি নিষেধ মানে?
বচন-প্রমাণ গণে না মনে ॥
জ্ঞান নাই ইত্যাকার, একি চমৎকার!
হ'লো একাকার সব সমানে ॥
দেখে কেউ ভাবে না লঘু গুরু,
সদা আপনি বলে,—'আমি গুরু',
স্থান পান না মহাগুরু,
শয্যা-গুরু-বিদ্যমানে ॥ (ঘ)

* * *

কলিরাজার পুত্র-পরিবার।

পুনরায় রামচাঁদ কয়—চমৎকার,
দেখে শুনে জন্মে বিকার,
সকলকার একচাল হয়েছে।
ভদ্রের ঘুচায়ে আদর,আধানিকে* পাচ্ছ আদর,
মুড়ি মোণ্ডা সমান দর—এক হাটে করেছে ॥৩৫
যারা ছিল সদর, তাদের করলে অন্দর,
অন্দর সদর হ'য়ে গেল।
দেখ না কেন তার সাক্ষী,
কোর্টে কোটে দিয়েছে সাক্ষী,
এমনি মজার করেছে অকি,
সে মুখ্যি কুলীন হলো ॥৩৬
যদি বল অসম্ভব, অসম্ভব সম্ভব,
যে বংশে যে উদ্ভব, তার তেমনি মান।
এখন ঘুচে গিয়েছে সে সব দিন,
ব্যভার ফিরেছে দিন দিন,
নিশি দিন করেছে সমান ॥ ৩৭
হলো অধিকার কলি রাজার,
রাজার গতিতে গতি প্রজার,
তা নইলে—ইচ্ছা যে যার, করিছে অনায়াসে।

* আধানিকে—আধুনিক লোকে।

আবার, কও যদি,—তোমার মিথ্যে কথা,
রাজা যিনি তাঁর বাস কোথা ?
সরঞ্জমি আমলা কোথা—বিচার করেন ব'সে ॥
একটা স্থান চাই প্রয়োজন,
সৈন্য সেনাপতি কত জন ?
কে কে রাজার প্রিয়জন, কন্যা পুত্র কয় ?
রাজ-রাণী কতজন আছে ?
পরিচয় সব তোমাদের কাছে,—
একে একে কহিব নিশ্চয় ॥ ৩৯
আছে পুত্র পুত্রবধূ কলিরাজার,
কলির কন্যাগুলি মজার মজার,
হাজার হাজার দেখছি শুনছি আছে।
এদের গুণ বলিব কিঞ্চিৎ পরে,
যে যে আছে পরে পরে,
আমলা উকিল রাজদরবারে, যারা সব রয়েছে
বিশ্বাসঘাতকী সেরেস্তাদার,
দত্তাপহারী পেশকার,
মিছিলনবিস্ বন্ধু-পরিবার—হরণ করেন যিনি
শঠকে দিয়েছেন মহাফেজগিরি,
জাল হয়েছে মুহুরি,
ডিক্রীনবিস্ প্রবঞ্চক আপনি ॥ ৪১
আমলা নাই বেশী আর,
ঋণ-ছ্যাচড়া বেটা কেশীয়ার,
মিথ্যাবাদী উকিল কৌন্সলি।
কাৎ পেলে করে সাৎ,
সিদেল রাহাজানি ডাকাত,
গাঁট কাটে দিন রাত, সৈন্য সেনাপতি সকলি
চলে রাত দিন—আদালত নাই বন্ধ,
সাক্ষীদের ঠক্‌ঠকরবন্দ,
বন্দোবস্ত ক'রেছেন সকল,অতি অল্প বাকী।
রেকর্ডে মজুত অল্প কেস্,
প্রায় কম্ম হয়েছে নিকেশ,
দুই এক বৎসরে হবে শেস,
দেশ দেশ গেলেই দেখি ॥ ৪৩

* * *

কানেংড়া-পরজ—পোস্তা।
কি বিচার দেখছি মজার—
কলি-রাজার রাজ-দরবারে।
রবে কি জেতে, যাবে জেতে হ'তে একেবারে
কৃচ্ছ যার ঘরে পরে, সে দোষী করে পরে,
ভাবে না পূর্ব্বাপরে,রঙ্গ লাগায় পরে পরে ॥(ঙ)

* * *

কলিরাজার কন্যা ও বেশ্যাগণের পরিচয়।

হেসে রামচাঁদ কয় পুনবায়,
কলি-রাজার কন্যার পরিচয়,—
শ্রবণ কর শ্রবণ-কুহরে।
কথা বল্‌লেই বল,—আছে কালে কালে,
সম্প্রতি একদিন বৈকালে,—
ভ্রমণ করিতে কলিকাতা সহরে ॥ ৪৪
দেখিলাম রাস্তার দুই পাশে,
বারান্দার পাশে পাশে,—
আছে ব'সে বিদ্যুৎ-সমান।
গহনায় ঢেকেছে গায়, শরি মিঞার টপ্পা গায়,
কত বাবুরা মন যোগায় ভৃত্যের সমান ॥ ৪৫
তামাকটি খান আলবোলায়,
নয়ন ঠেরে মন ভুলায়,
কত মিঞা পা'র তলায়,—পড়ে গড়াগড়ি।
মন কেড়ে লন কথার ছলে,
শত সহস্র ক্রোড়পতির ছেলে,
সদরে আছেন বাঁদরের মতন,
লাগিয়ে গাড়ী ঘুড়ি ॥ ৪৬
একবার একবার উঠ্‌ছে হাসি,
পুরুষের গলায় দিচ্ছে ফাঁসি,
প্রেম-রাশতে বঁড়শী লাগায়ে !
ক'রে মনে আড়পাঁচ, ইচ্ছামতে মারছে খাঁচ,
ধরছে মাছ,—পড়ছে যত গিয়ে ॥ ৪৭
কোথায় আছেন বা নর,
বানায় একবারে বানর,
তাই বলি বা নর, বানর কলিতে !
এড়ান যায় না কোন সূত্রে,
এমন বাঁধে প্রেমের সূত্রে,
এক গেলাসে পিতা-পুত্রে,
মদ খাওয়ায় কৌশলেতে ॥ ৪৮

দেখি, বাবা হদ্দ একটা পাই,
ভারতবর্ষে মদ্যপায়ী,—
আর দেখতে পাই কি না পাই,
কিছুদিন বাদেতে।
ঢাকে কি ধর্ম্মে ঢাক-বাজায়,
থাকবে না কো মান বজায়,
যোতে-যাতে আর থাকে না বজায়,
ফেল্‌বে প্রমাদেতে॥ ৪৯
যায় বল জাতি মান,যাবে যাতে তার প্রমাণ—
বিদ্যমান দেখ না সকলে!
কলিরাজার কন্যা যারা, ধর্ম্ম-কর্ম্ম-জাতি-মায়া,
বেশ্যা রূপে আছে তারা,
ফাঁদ পেতে কৌশলে॥ ৫০
যদি বল ভাই! তা নয়,
জ্যেঠা খুড়া পিতা তনয়,—
এক বেশ্যায় করে প্রণয়, এমন বাঁধে প্রেমে।
করে মজা তলে তলে,
ছেলেকে রেখে খাটের তলে,
তার বাপকে লয়ে খাটে তুলে,
ছাড়ে না কোন ক্রমে। ৫১

* * *

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

হায় কি দেখি মজার রঙ্গ!
কি ঘটালে প্রমাদ, পেতে প্রেম-ফাঁদ,
যেমন ব্যাধে ফাঁদে অনায়াসে বাঁধে সব বিহঙ্গ
এমন তো শুনিনে কাণে, পিতা-পুত্রে
এক স্থানে,
বিহরিছে এক নারীর সঙ্গ।
এ পথেতে যায় সকলি, ধন্য ধন্য কলি!
আমার হেরে মনে হয় যে আতঙ্ক।
কিছু নাই কসুর, পিরীত যেন পশুর,
সুবাদে কি বাধা মানে, নিবারে অনঙ্গ॥ (৮)

* * *

বেশ্যার কুহক।

হেসে রামচাঁদ পুনরায় বলে,
হারায়েছি বুদ্ধিবলে,
ছলে বলে কলে কৌশলে, এমন পিরীত রাখে,
ধন্য বেশ্যা বলিহারি! বুদ্ধিতে সকলে হারি,
ধন মন হরি—নিচ্ছে ফাঁকে ফাঁকে॥ ৫২
ভাবে না অধম উত্তম, ঠিক যেন পুরুষোত্তম,
জাতিভেদ কিছুমাত্র নাই!
কে যায় বল জেতের তল্লাসে—
মদ ঢেলে এক গেলাসে,
অনায়াসে খাচ্ছেন, দেখতে পাই॥ ৫৩
কেউ হচ্ছে কুপোকাত,
কেউ শুয়ে কাটান রাত,
কেউ খান খিচুড়ি-ভাত, আচ্ছা মজার রুচি।
মদের ঝোঁকে কে কি বলে!
কেউ ডাকে মা মাসী ব'লে,
এমন তো দেখি যে ছেলে,
এসব যমের অরুচি॥ ৫৪
এতে কি থাকে মান? বেশ্যালয়ে সব সমান,
দৃশ্যমান দেখ না সকলে।
হবে না কেন মরদানি, যে বিলাতী আমদানি,
ধুতি উড়ানি জামদানি,পরে মেথরের ছেলে॥
আবার কোন বেশ্যার বাড়ী,
গুলির নেশা বাড়াবাড়ী,
ঘর বাড়ী যে বেটাদের নাই!—
পরনেতে কপ্নি আঁটা,
চেহারা যেন বেহারা বেটা,
বসবার আসন ছেঁড়া চেটা, শয়নেতেও তাই॥
অল্পবয়সী আশী পঁচাশি,
গল্প করেন লাক-পঁচাশি,
যবঝাড়ুনীর বেটা—কাটকুড়নীর ভাই।
মাগ হাঁটে হাটে মাটে,
ভুলেও যান না তার নিকটে,
বাথানে যেমন বেড়ায় বাথানের গাই॥ ৫৭
গুলিখোরের এমন বুদ্ধি সরু
ঠিক যেন কলুর গোরু,
থাকে—চক্ষু মুদে,—দৃষ্টি হয় না ধরা।
নাই কিছু খোঁজ খপর, উড়ে গিয়েছে ছপ্পর,
ভূতের আকার ঠিক যেন আধমরা॥ ৫৮
কথায় মারেন মালশাট,
শোলা ভিজিয়ে গুলির চাট,
এমন নেশা কে করিতে বলে!

এসব, ছোট লোকের কর্ম্ম নয়,
আমীরের ছেলে যদি হয়,
তারাই নেশা ক'রে থাকে ও-সকলে ॥ ৫৯
এদের ধিক্ ধিক্ গলায় দড়ি,
যুটে না যে দিন পয়সা-কড়ি,
ঝেঁটার বাড়ি—বেশ্যা-বাড়ী গিয়ে।
এমন কুহক বলিহারি !
বেটা, পরের ধন ল'তে যায় হরি,
ধ'রে বাঁধে প্রহরী, করে রশি দিয়ে ॥ ৬০
গুলি খেয়ে শরীর শীর্ণ, ধরা পড়ে সেই জন্য,
বেশ্যার দায়ে জ্ঞানশূন্য, ঠিক যেন বেটা পশু।
সুধালে কথার নাই উত্তর,
ভ্রম হ'য়ে যায় প্রশ্নোত্তর,
বুদ্ধি বল হরণ হয় আশু ॥ ৬১

* * *

মুলতান—একতালা।

কলি-কল্পার কি মাহাত্ম্য !
ভুলিতে হয় আত্মতত্ত্ব ॥
দেখে শুনে হলাম হতজ্ঞান, গেল মান,
করলে ঐ পথে সবে প্রবর্ত্ত।
কেবা কারে নিষেধ করে,
হলো, আবকারী প্রায় ঘরে ঘরে,
কত অকর্ম্ম কুকর্ম্ম করে,
গুলি খেয়ে হয়ে উন্মত্ত ॥ (ছ)

* * *

যুগধর্ম্মের নিন্দা নিষ্ফল।

হন এইরূপে বাদানুবাদ, ঘুচাইতে সে বিবাদ,
গোরাচাঁদ তারাচাঁদ বলে।
শাস্ত্র-প্রসঙ্গে শুনেছি ভাই !
সাধু অসাধু আপনার ঠাঁই,
পর পরকে ক'রে থাকে কোন্ কালে ? ৬২
ধর্ম্মে মন থাকে যার, কি রাজার কি প্রজার,
ধর্ম্মে ধর্ম্ম রাখেন তারে ভারতে।
নেশা বেশ্যা দস্যুবৃত্তি, কুকর্ম্মেতে প্রবৃত্তি,
বিশেষ প্রমাণ শুনেছি ভারতে। ৬৩
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি,
যুগের ধর্ম্ম জানি সকলি,
চারি যুগের কার্য্য সকলি, ভগবানের কথা।
যে যুগের যে বিধান,
করেছেন গোলোকের প্রধান,—
তার কখন হ'য়ে থাকে অন্যথা ? ৬৪
পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল, ভুগিতে সেই ফলাফল,
সকল হয় বিফল—কভু ফলে।
মিছা দোষ যুগ ধর্ম্ম,যে যা করে আপনার কর্ম্ম,
মিথ্যা লোকের দোষ দাও সকলে ॥ ৬৫
রাখিতে উভয়ের মান,
নানা শাস্ত্রের বচন প্রমাণ,
উভয়ের মন সন্তোষ করিয়ে।
কেউ হলো না অসন্তোষ,
উভয়ের বাক্যে উভয়ে সন্তোষ,—
হয়ে রয় একত্রে বসিয়ে ॥ ৬৬

* * *

বাহার—কাওয়ালী।

সার ভাব শ্রীগোবিন্দ-শ্রীচরণ।
অধর্ম্ম-আচরণ, ত্যাগ করিলে কালের শাসে—
তারিবেন বিপদ-তারণ ॥
সংসার অসার-সাগরে,—
কেন ডুবিলি ! ও নাম ভুলিলি ! ভ্রমিলি !
সদা বিষয়-মদে মত্ত হ'য়ে,—
জঠর-যন্ত্রণা কঠোর দায়ে,
কে করিবে নিবারণ ॥ (জ)

কলিরাজার উপাখ্যান সমাপ্ত।

নবীনচাঁদ ও সোণামণির দ্বন্দ্ব।

নারী পরকালের কণ্টক।

শ্রবণে বড় আনন্দ, এক নারী-পুরুষের দ্বন্দ্ব,
পেতে নানা রসের কথার ফাঁদ।
বালির উত্তরপাড়ায় বাড়ী,
জেতে কায়স্থ উত্তর-রাঢ়ী,
বড় রসিক—নামটি তার নবীনচাঁদ ॥ ১
বড় রসিক তার রমণী, নামটি তার সোণামণি
যৌবনে রূপ ছিল সোণা চেয়ে ॥

নাই যৌবন হৃদয়-পরে,
তবু স্বামী তার সোহাগ করে,
কান্তি ভাল,—শান্তিপুরে মেয়ে ॥ ২
এক দিন দুই জনে, নিশিযোগে নির্জ্জনে,
শয়ন-মন্দিরে পালঙ্কপোষে।
কন্দর্পের ঘুচিয়ে দর্প, শেষে হ'চ্চে রসের গল্প,
দুজনে আনন্দে খাটে ব'সে ॥৩
কহিতেছে সোণামণি, বল দেখি হে গুণমণি!
দেখি তোমার কেমন বিচার।
নারী পুরুষ দুই জন, বিধি করেছেন সৃজন,
এ দুয়ের ব্যাখ্যা কর কার? ৪
নবীনচাঁদ কহে, প্রিয়ে! মোকদ্দমা সমর্পিয়ে,—
তোমারে দিলাম, তুমি বিচার কর।
রমণী কয়, তবে জানাই,
পুরুষের গুণ কিছুই নাই,
আমার বিচারে নারীর ব্যাখ্যা বড় ॥ ৫
নারী অতি প্রশংসার, নারীর নামে এ সংসার,
নারী নইলে সকলি অন্ধকার!
যদি, ইন্দ্রতুল্য পুরুষ হয়, দ্বারে রয় হস্তী হয়,
শোভা না হয়—নারী নাইকো যার ॥ ৬
নারী নাই ঘরে যার, দ্বারে কপাট বন্ধ তার,
দ্বারে দ্বারে ফিরতে দিন গেল।
ভিক্ষা পায় না বৈরাগী, নর হয় নরক-ভোগী,
নারী নাই যার, তার নাড়ী ছাড়াই ভাল ॥
নবীনচাঁদ কয়, ভয় যে লাগে,
উচিত বল্লে এখনি রাগে,—
আগুন হ'য়ে—আগুন দিবে চালে।
দোষ, জেনে—বলিতে পারি কই,
থাকতে নারী—নারী বই,
কাম-রূপে পড়েছি বন্দিশালে ॥ ৮
হয়েছি নারী-পরায়ণ, নারীকে ভাবি নারায়ণ,
নারী নইলে মুক্তি পাই কই?
নারী আপনার মান বাড়ায়ে,
পুরুষগুলোকে ঘুম পাড়ায়ে,
কলিযুগে হ'য়ে বসেছে জয়ী ॥ ৯
নারীর এখন হয়েছে সুখ,
টাকায় হলো নারীর মুখ,
পুরুষে হয়েছে বিধি বাম।
নারীর বুক ভারি তাজা,
মুলুকে এখন নারী রাজা,
বিলাতে নারী ভিক্টোরিয়া* নাম ॥ ১০
বিশেষ, কলিতে নারী প্রধান,
পুরুষের ঘুচায়ে মান,
তুমি গেলে নারীর ব্যাখ্যা করে।
নারীর সঙ্গে সম্ভোগ, পুরুষের কর্ম্ম-ভোগ,
দেখেছি আমি শান্তিশতক প'ড়ে ॥১১
নারী কিসে প্রশংসার? সংসারে নারী অসার!
বিধাতা পুরুষ ভাল বাজিকর।
নারী-ভেল্কি দেখিয়ে ধাতা,
খেয়ে বসেছেন পুরুষের মাথা,
নারী কেবল নরকের দ্বার ॥ ১২
ভজিতে দেয় না কালী কালা,
পরকালে পরম জ্বালা,
নারী বসেছে মায়া-ফাঁদ পেতে।
নৈলে, যত পুরুষ যেতো স্বর্গ,
নারী হয়েছে উপসর্গ,
নারিলাম পার হ'তে নারী হ'তে ॥ ১৩

* * *

মুলতান—কাওয়ালী।

নারীর জন্যে নারকী আমরা সমুদাই।
ত্যজে এ বালাই, দেখ, নারদ সুখী সদাই,
শুকের সুখের সীমা নাই,—
প্রাণ রে! রমণীর মুখে দিয়ে ছাই ॥
সদা, কুপথে কুমতে রত, কুচধারিণী যত,
কুচরিত, হিতে ঘটায় বিপরীত,
সুহৃদ ভাঙ্গিতে রত, এমন আর নাই,—
পর হয় রমণীর লাগি প্রাণের ভাই ॥ (ক)

* * *

নারীর অশেষ গুণ,—দোষ ত পুরুষেরই।

নবীন-চাঁদের কটু ভাষায়,
ধনী দিচ্ছে উম্মায় সায়,
সকলের মূল নারী হয়েছে ভবে।

* মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে এই রচনা করা হয়; এজন্য কবি এইরূপ লিখিয়াছেন।

নারীগর্ভে প্রবেশিয়ে, শুকদেব ভবে আসিয়ে,
ভব-পারের পথ পেয়েছেন তবে॥ ১৪
ভজনে যার ভক্তি থাকে,
নারী কি ভজন আটকে রাখে?
নারী কি রাখে লুকায়ে জপের মালা?
নারীকে রেখে তপোবনে,
মুনিরা বসিতেন যোগাসনে,
কোন্ মুনির রমণী হ'লো জ্বালা? ১৫
পাণ্ডবদের ছিল নারী,
হরি যে তার আজ্ঞাকারী—
সহায় হ'য়ে করেন শক্রপাত।
বিন্ধ্যাবলীর গুণের কারণ,
বলি রাজার মাথায় চরণ,—
দিয়েছিলেন বৈকুণ্ঠের নাথ॥ ১৬
নারীতে পতির গতি করে,
পতির সঙ্গে পু'ড়ে মরে,
নারী অশেষ গুণের গুণবতী।
নারীর দোষ কিছু নয়, কলির পুরুষ দুরাশয়,
ইহাদের ভজনে নাইকো মতি॥ ১৭
সবারি মন নারী পানে,
কেউ মজেছে সুরা-পানে,
পরকাল মজাতে এখন, নানারূপ কারখানা।
নারী কি বলেছে ভজো না কৃষ্ণ!
ডেপুটী কালেক্টর যীশুখ্রীষ্ট,—
খেয়ে বসেছেন ইংরেজের খানা॥ ১৮
ধর্ম্ম কর্ম্ম ডুবিয়ে দেয়, অতিশয় নির্দ্দয়,
পুরুষের কি শরীরে দয়া আছে?
কেহ দস্যু সিঁদেল চোর,
কেহ জুয়াচোর—কেহ গো চোর,
সব গোচর আছে যমের কাছে॥ ১৯
পুরুষ-তুল্য নয় কর্ম্ম,নারীর শরীরে আছে ধর্ম্ম,
নারীরা চরণ দেন না পাপের ফাঁদে।
নারী অতি সরলকায়া,
শরীরে আছে দয়া মায়া,
পুরুষের দুঃখ দেখিলে নারী কাঁদে॥ ২০

* * *

নারী বড় নিষ্ঠুর।

নবীনচাঁদ কয়,—ওহে ধনি!
ওকথা কি আমি শুনি!
নারীর যদি দয়া থাকৃত প্রাণে।
পুরাণে শুনেছি উক্তি, তবে কেন রাধা শক্তি,
শ্মশানে দেন সজীব সন্তানে? ২১
অদ্যাবধি সেই কুরবে,
'মা-রাধা' কেহ বলে না তবে,
নারীর দয়া আছে হে কোন্ কালে?
হ্যাদে, পুতনা মাগী ছুতনা করে,
স্তনের মধ্যে বিষ পু'রে,—
মারিতে যায় যশোদার গোপালে॥ ২২
ভাগ্যে ছেলে ভগবান্,
নৈলে ত হারাত প্রাণ!
এই ত নারীর শরীরে দয়া মায়া।
আর এক কথা বল দেখি,
কৈকেয়ী মাগী করলে কি!
শুনিলে পরে কেঁপে উঠে কায়া॥ ২৩

* * *

লুম-ঝিঝিট—মধ্যমান।

কোন্ পরাণে রামকে দিলে বন।
যেমন পাষাণী কৈকেয়ী রাণী,
পুরুষে কই কই হে তেমন॥
জটা বাকল পরাইয়ে,
পাষাণ হয়ে পাসরিয়ে,
রাণী রামকে বনে দিয়ে, বধিল পতির জীবন॥
অর্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনী নারী,
লোকে বলে—সৈতে নারি,
তা হ'লে পর হতো নারীর—
পতির মরণে মরণ॥ (খ)

* * *

পুরুষ কি কঠিন,—রাম রাম

সোণামণি বলে,—ভাই! পুরুষের দয়া নাই,
নল রাজা গেলেন যখন বনে।
সেই দুখের দুখিনী হয়ে, স্বামীর শরণ লয়ে,—
দময়ন্তী গেলেন তাঁর সনে॥ ২৪

নল আপন ললনাকে, নিবিড় কাননে রেখে,
নিদয় হইয়ে লুকাইল।
পুরুষ কি কঠিন রাম রাম!
ছেলে হ'য়ে ভৃগুরাম,—
জননীর মুণ্ড কেটেছিল॥ ২৫
পঞ্চমাস গর্ভবতী, সীতা সতী গুণবতী,
সদা মতি-গতি রাম-চরণে।
এমনি রাম নিরদয়, তাঁর পাষাণ হৃদয়,—
পাঠান পাপিনী ব'লে বনে॥ ২৬
শেষে সীতাশোকে হয়ে মত্ত,
তপোবনে করেন তত্ত্ব,
এনে সীতা করিলেন রাজ্য!
আবার কন, শুন সীতে।
আগুনে হবে প্রবেশিতে,
পরীক্ষা করিলে—করি গ্রাহ্য॥ ২৭
শুনে দুখে মাটি বিদরে,নিদয় রামের অনাদরে,
পাতালে গেলেন সতী সাধে।
বড় দুঃখ দিয়াছেন রাম,
সেই অবধি সীতা নাম,
রাখে না কেহ সংসারের মধ্যে॥ ২৮
কৈকেয়ী দেয় রামকে বনে,একথা শুনি শ্রবণে,
রামের যেদিন হবে রাজ্য-ভার।
শুনে সংবাদ দাসীর মুখে,
কৈকেয়ী রাণী মনের সুখে,
দাসীর গলায় দিয়েছিল
আপনার গলার হার॥ ২৯
রাবণ বধিতে যাবেন রাম,
মায়ের কলঙ্কিনী নাম,—
মায়া ক'রে দিয়েছিলেন তিনি।
বনে দিয়ে রঘুপতি, সে ধনী বধে নাই পতি,
কৈকেয়ী অতি পতিব্রতা ধনী॥ ৩০
নারী সম গুণ নাই প্রাণ।
পতির শোকেতে প্রাণ,
ত্যাগ করেছে কত পতিব্রতা।
আমাদের পৌরুষ অতি,—
ইহারা পাষণ্ড-মতি,
নারীর শোকে প্রাণ ত্যজেছে কোথা? ৩১

* * *

কানেড়া-বাহার—একতালা।

কত গুণের রমণী, শুন শুন হে গুণমণি!
শিবনিন্দা শুনে শ্রবণে,—
ত্যজিলেন প্রাণ, গিয়ে দক্ষালয়ে দাক্ষায়ণী!
সত্য যুগে সত্যবান্, তার রমণীর গুণ শুন,
পবিত্র করেছে যার গুণে ধরণী;—
একাকিনী গহন বনে,
কত, বাদ করে শমনের সনে,
মরি কি সাবিত্রী সতী,
মৃত পতির দেন পরাণী॥ (গ)

* * *

পতিব্রতা নারী এখন আর নাই।

তখন নবীনচাঁদ কয়,—তাদের তুলনা,
সে সব কথা এখানে তুল না,
এখন সতী থাকলে বুঝতে পারি।
ছিল যখন সত্য বেলা, তখন ছিল সতীত্ব তা,
আর নাই সে পতিব্রতা নারী॥ ৩২
এখন, আল্‌গা সোহাগ আর কি চলে?
গবর্ণমেণ্টের কৌশলে,
চূড়ান্ত বিচার হয়েছে শাস্ত্র খুঁজে।
প্রকাশ হয়েছে অত্যাচার,
আগুনে পুড়ে মরতে আর,—
দেয় না কারে অপমৃত্যু বুঝে॥ ৩৩
এখনকার স্ত্রী যে পতির বশ,
সেটা নয় ভক্তি-রস,
অন্য রসে চরণ সেবা করে।
দ্বিজ কুলীন কি বৈষ্ণব,
সতী প্রভৃতি এই যে সব,
ইহাদের গুণ বলি এক এক ক'রে॥ ৩৪

* * *

দ্বিজ কাহাকে বলি,—

তাঁকেই বলি ব্রাহ্মণ, নাই শূদ্রের দান গ্রহণ,
সন্ধ্যা গায়ত্রী তপ জপ সদাই।
এখন রজত-খণ্ড পেলে পরে,
রজক ব'লে কেবা ধরে,
কলতে দিলে কলম জাকে নাই॥ ৩৫

যদি, মুদ্রা করেন বিতরণ, মুদ্দফরাস্ তিনি নন,
নিজ-ধর্ম্ম দ্বিজগণ ত্যজিযে তেজ-হানি।
নইলে দৈব ঘটিবে কেনে,
দয় মজায়ে দয়েম কানুনে,
মুখের আহার কেড়ে লন * * ॥ ৩৬

* * *

.কুলীন কাকে বলি,—

কুলীন ছিলেন রাজা রঘু, ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ ভৃগু,
বিষ্ণু ঠাকুরকে বিষ্ণু তুল্য গণ্য।
তাঁরা, দানে ছিলেন কল্পতরু,
সকল ব্রাহ্মণের গুরু,
আচার বিচারে নৈপুণ্য ॥ ৩৭
সে কর্ম্মের নাইকো শুভ,
ফাঁকি দিয়ে মাছের মুড়,
ঠকিয়ে খান বকেয়া জারি ভুলে।
পরিচয় দেন আমরা ফ'লে,
অনেকে, কখন হাত দেন না ফুলে,
ফুলে তো আর কিছু দেখিনে,
কেবল কারো কারো লেজটা আছে ফু'লে ॥ ৩৮

* * *

বৈষ্ণব কাকে বলি,—

সদাশিব গুণমণি, বৈষ্ণবের শিরোমণি,
বৈষ্ণবী ভামিনী ঘরে যাঁর।
শুনে কত জন্মে সুখ, বৈষ্ণব নারদ শুক,
কলিতে গৌরাঙ্গ অবতার ॥ ৩৯
উদ্ধারিতে পরিণাম, জীবকে দিয়ে হরিনাম,
তিনি বলেন হ'তে সর্ব্বত্যাগী।
সেই প্রেমেতে হ'য়ে মত্ত,ত্যজে সংসার সম্পত্ত,
রূপ-সনাতন হয়েছেন বৈরাগী ॥ ৪০
এখনকার, কোন কোন বৈষ্ণবের ধারা,
যত বেটাবা ধুমড়ি ধরা,
ভজন নাইকো ভোজন ছত্রিশ জেতে।
বামুনের সঙ্গে করেন গোল,
রামের সঙ্গে রামছাগল,
কত নেড়া যায় তুলনা দিতে ॥ ৪১
জারি দেখে লাগে দেক,হাড়ি বেটা লয়ে ভেক,
প্রণাম করে না দ্বিজবরে।
গৌর ব'লে কোটাল বেটা,
কপ্নি পরে আপুনি মোটা,
রেতে চুরি, দিনে ভিক্ষা করে ॥ ৪২
যিনি, মাম্মুলচোর জন্মদাগী,
ভেক ল'য়ে হন গুপ্ত যোগী,
এবে বৈরাগী, আগে ছিল ডোম!
জেতের বাড়ী খান্ না ভাত,
পাঁটা বল্লেই কর্ণে হাত,
জন্ম বেটা শূয়র খাবার যম ॥ ৪৩

* * *

সতী কাহাকে বলি,—

পতি যার অতি দীন, অন্নহীন মান্যহীন,
ছিন্ন ভিন্ন পরনে জীর্ণ ধুতি।
দুঃখের শেষ—হেন ব্যক্তি,
তার স্ত্রীর যে পতি-ভক্তি,—
তাকেই বলি পতিব্রতা সতী ॥ ৪৪
নইলে, ভাতার যার সদর-আলা,
বাড়ীতে মহল তে-মহলা,
হাতি-শালা ঘোড়া-শালা,
শালার গায়ে শাল দোশালা থাকে।
মেগের গায়ে সোণা ঢালা, কণ্ঠমালা কাণবালা,
নানাজাতি গহনা দেয় তাকে ॥ ৪৫
আহ্লাদ হ'য়ে অতিশয়, দৈবেই পতিভক্তি হয়,
কিন্তু এদের সতী বলিলে পরে।
বেশ্যা কেন সতী না হন,তারাও তো পেয়ে ধন,
উপপতির চরণ-সেবা করে ॥ ৪৬
অতএব সতী লোপাপত্ত, এখন সব সম্পত্ত,
সে সব রসে বশ হয় হে রসময়ি!
পতি-ধ্যান পতি-জ্ঞান,পতিরে সামান্য জ্ঞান,—
ছিল না যাদের,—সে সতী আর কই? ৪৭

* * *

খাম্বাজ—খেমটা।

আর সে সতী নাই, প্রাণ রে
সম্পদের ভাগী সব নারী।
সতী ছিল যারা, ভাবতো তারা,
পতি ভবের কাণ্ডারী ॥

পূর্ব্বেতে সতী ছিল যেবা,
তারা, করত পতির পদসেবা,
এখন পদের উপর পায় পদাঘাত,
পদে পদে দেকদারি ॥ (ঘ)

*　*　*

পুরুষের কেবল পরনারীর দিকেই দৃষ্টি।

সোণামণি বলে,ভাই! তেমন সতী যদিও নাই,
কিন্তু নারীর দোষ নাই, পুরুষের মত!
পুরুষের মুখে ছাই, দৌরাত্ম্যের সীমা নাই,
সর্ব্বদাই দুষ্টমীতে রত ॥ ৪৮
পুরুষ পাষণ্ড ভারি, থাকৃতে ঘরে বিদ্যাধরী,—
মৃগনয়নী নবীনযৌবনী।
লইয়ে পরের পত্নী, যত বুড়টে গেছো পেত্নী,
প'ড়ে থাকেন দিবস-রজনী ॥ ৪৯
মরুক,—কপালে ছাই।
জেতের বিচার কিছু নাই,
দেখেছি কত স্থায়বাগীশের ছেলে।
বিক্রয় ক'রে ঘর বাড়ী,ডোমের বাড়ী গড়াগড়ি
যমের বাড়ী যান্না কেন চলে? ৫০
ভাবে না, আছে ভবনদী,
পোড়াকপালে পুরুষ যদি,—
পরের নারী পথে দেখতে পায়।
মত্ত হ'য়ে তত্ত্ব করে, জ্ঞান থাকে না ভূতে ধরে,
পাগল হ'য়ে বগল পানে চায় ॥ ৫১
পরের নারীর পয়োধর,
ফাঁকে ফাঁকে দেখলে পর,
পুরাণে বলে, পরকালে হয় কাণা।
পরের নারীকে করলে মন,
নরকে তাবে ফেলে শমন,
অভাগারা সে কথা মানে না ॥ ৫২
প'রে চন্দ্রকোণা ধুতি, চন্দ্রহার প'রে যুবতী,
পাড়ায় বেড়ায় যদি কেউ।
হতভাগারা দেখে তাকিয়ে,
পাকে পাকে লাগে গিয়ে,
কাকে যেমন লাগে ফিঙ্গে,
বাঘে লাগে ফেউ ॥ ৫৩

কিছু জ্ঞান থাকে না ঘটে,
নাইতে গিয়ে নদীর ঘাটে,
দেখেছি পোড়া পুরুষের কারখানা।
নারী-পানে দৃষ্টি বই, ইষ্ট পূজায় ইষ্ট কই!
পুরুষ আবার শিষ্ট কোন্ জনা? ৫৪
কোথা বা বাপের তর্পণ, হরি-পদে মন-অর্পণ,
পোড়ার-মুখোদের থাকে বা কোন্‌খানে।
ধ্যানে করে এক শিব গড়িয়ে,
মিছে মরেন ধ্যান পড়িয়ে,
প্রাণ পড়িয়ে থাকে নারীর পানে ॥ ৫৫
আড়-চক্ষে চক্ষে চান, কোন যুবতী ক'রে স্নান,
চিকণ ধুতি ভিজিয়ে উঠিতে পারে।
কারু দেখে গোল মল, প্রাণটা করে টলমল,
ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে ॥ ৫৬
স্নান ক'রে উঠিলে পরে, চাঁদবদনী চুল ঝাড়ে,
ভিজে কাপড়ে রমণী বড় সাজে।
অমনি, আড়চোখে আড়চোখে চায়,
বুক দেখে বুক ফেটে যায়,
মনে মনে মরেন বুকের মাঝে ॥ ৫৭
দৃষ্টি করলে পর স্ত্রীকে,
দৃষ্টিপোড়ায় পোড়ায় মনকে,
দুখে জলে প্রাণ, ফলে কিছু ফলে না।
এমন সুখের মুখে ছাই,
ওহে কান্ত! তুমিও তাই।
ভাই ভাই দিয়ে দোষ ঢেকো না ॥ ৫৮

*　*　*

সিন্ধু খাম্বাজ—যৎ।

ফলে তো ফলে না বঁধু!
মনকলা খাও মনে মনে।
চখের কষ্ট, আশের নষ্ট,
করলে দৃষ্ট, পরের ধনে ॥
পুরাণে লিখেছেন শম্ভু,
তবে মিছে আশা জলবিন্দু,
মাথা নেড়ে ঘৃতের কুম্ভ,—
ভেঙ্গে বিপদ ঘটাও কেনে ॥ (ঙ)

*　*　*

রমণী বড়ই বেহায়া—তাহার দৃষ্টান্ত।

হেসে বলে নবীনচাঁদ,
ও কর্ম্মতে তোমরা ফাঁদ,—
সকলি জানি সতীত্বতা ছাড়।
চক্ষের কাছে দিয়ে ঢাল,স্বামী থাকেন চিরকাল,
নৈলে কাল হয়ে বসিতে পার॥ ৫৯
পরম সুন্দর পতি ঘরে, যদি পরম যত্ন করে,
তবু দৃষ্টি পরপুরুষের প্রতি।
গাছে চড়িতে আছে মন,
পাছে পাছে অন্বেষণ,—
করে, তেঁই বাঁচে পুরুষের জাতি॥ ৬০
পরের তরে মন-উচাটন,
যোগাযোগের অনাটন,
অঘটন ঘটাতে চেষ্টা পাও।
দৈবে কলঙ্কিনী হও না,
স্থান পাও না ক্ষণ পাও না,
ফিকির পেলেই ফকির ক'রে দাও॥ ৬১
বাল্য হইতে বন্দিশালে,
মেয়ে মানুষকে পাঠশালে,—
লিখতে দেয় না—কেন জান না কান্তা?
যদি লেখা পড়া শিখ্‌তে,
লুকিয়ে লুকিয়ে পত্র লিখ্‌তে,
ঘটতো ভাল পিরীতের পন্থা॥ ৬২
নারী কেবল পরের ঘরে,
লজ্জায় প'ড়ে লজ্জা করে,
উপরে ক্ষীর ভিতরে বিষময়।
দশ যুবতী গিয়ে বিরলে, বিদেশী পুরুষ পেলে,
ঘোমটা খুলে কবির লড়াই হয়॥ ৬৩
অবলা কিছু জানিনে ব'লে,
সদরে ডুবেন একহাত জলে
লুকিয়ে গিয়ে নদীতে দেন সাঁতার।
অগোচরে ভারি জোর,
ঘরে এসে করেন ভোর,
চাতুরীতে ভেকিয়ে যান ভাতার॥ ৬৪
নারীরা লম্পটশীলে, যেমন,
ফল্গুনদী অন্তঃসিলে,
ব্রিয়ে যদি হয় প্রতিবাসীর বাড়ী!
ঘোমটা খু'লে বাসর-ঘরে,
নূতন জামাই পেলে পরে,
ছুঁড়িদের কত আমোদ বাড়াবাড়ি॥ ৬৫
যিনি মুখ দেখান না—কুলের বধূ,
তিনি সে রাত্রে গান টপ্পা নিধু,
রসের ছড়ার খই ফুটে যায় মুখে।
যদি, ভীমের মতন হন পাত্র,
তথাপি তুর্ব্বল গাত্র,
বিয়ের রাতে বাসর ঘরে ঢুকে॥ ৬৬
শুনে হয় ঘৃণা বড়, বারবছরী আইবুড়,
হচ্ছে কেবল বিয়ের উপলক্ষী।
বীরসিংহ রাজার সুতা,
বিদ্যার কি শুন নাই কথা?
লোকে বলিত—মেয়েটী বড় লক্ষ্মী॥ ৬৭
বাপে কবুলে স্বয়ম্বর, দেবে বিয়ে এনে বর,
বরদাস্ত হলো না—দুই এক মাস।
কি কর্ম্ম সে করে লুকিয়ে,
সিঁদেল চোরকে ঘরে ঢুকিয়ে,
অদ্যাপি লোক করে উপহাস॥ ৬৮
শেষে উঠিল উদর ফেঁপে,
রাজা রাণী মরে কেঁপে,
রাজার মুখ হাসালে রাজবালা।
আর এক কথা শুন প্রিয়ে!
পুরুষ দেখে উঠে ক্ষেপিয়ে,
হিড়িম্বী রাক্ষসী গিয়ে ভীমকে দেয় মালা॥
উর্ব্বশী অর্জ্জুনের কাছে,লও ব'লে যৌবন যাচে
নিল না অর্জ্জুন,—শাপ দিল উর্ব্বশী।
বেহায়া রমণী যেমন, পর-পুরুষের প্রতি মন,
পুরুষের তেমন মন নয় প্রেয়সি! ৭০

* * *

কানেড়া-বাহার—একতালা।

জানে, নারীর গুণ জগতে জানে।
চেয়ে পর-পুরুষের পানে,
শূর্পণখার কত অপমান,
ওরে প্রাণ!—গেল নাক-কাটা লক্ষ্মণের বাণে
দ্রৌপদীর শুনেছি আমি,
ছিল, ইন্দ্রতুল্য পঞ্চ স্বামী,

ছি ছি আবার কি বদনামি,—
মন ছিল তার কর্ণ-পানে ॥ (চ)

* * *

যেখানে বাড়াবাড়ি—সেইখানেই কষ্ট।

নবীনচাঁদ বলে, ওহে শুন সোণামণি!
আর একটা মিছে গৌরব করে যত রমণী ॥৭১
দেখ, বিদ্যার গৌরব হ'লে পরে,
ক্ষেপে উঠে বিদ্বান্।
নিদ্রার গৌরব হ'লে পরে,
লক্ষ্মী ছেড়ে যান ॥ ৭২
ভোজনের গৌরব হ'লে ব্যাধির উৎপত্তি।
পাপের গৌরবে হয় নরকে বসতি ॥ ৭৩
ধনের গৌরবে হলো রাবণ নিধন।
মানের গৌরবে বলির পাতালে গমন ॥ ৭৪
মানের গৌরবে প্যারী হারাইলেন কৃষ্ণ।
যেথানে গৌরব দেখ, সেই থানেতেই কষ্ট।

* * *

নারীর যৌবন যেন তালপাতার ছায়া, কয় দিনের জন্য?

অবোধ নারী করে সব, যৌবনের গৌরব,
বুঝিতে নারি কিসের কারণে?
চিরকালের বস্তু নয়, থাকে বৎসর আট নয়,
তাও নয়,—ভেবে দেখ মনে ॥ ৭৬
হ'লে, তের বৎসর উমর গত,
গুমর নাই—গুমর কত,
যুগল দাড়িম্ব উঠ্‌লে পেকে।
আপনার সোহাগে আপনি চলে,
চলে যেতে পড়ে ট'লে,
আস্তে-আস্তে আধথানি মুখ ঢেকে ॥ ৭৭
বুকের জোরে করেন জোর,
যৌবনকালে কত গুমর,—
মনে মনে করে যুবতীগণ।
রাবণ রাজার বা কত ধন!
কোন্ বা ধনী দুর্য্যোধন?
আমাদের মতন কার আছে বা ধন?৭৮
যুবতীদের মনে ভয়, আমাদের এই হৃদয়,—
শ্রীমন্দির-তুল্য দেখতে পাই।
এই যে দুটি পয়োধর, জগন্নাথ আর হলধর,—
দেখিলে জীবের পুনর্জ্জন্ম নাই ॥ ৭৯
নেড়ার মেয়ে যত যুবতী,
মনে করে সব রসবতী,—
ন'দের তুল্য আমাদের হৃদয়।
এই যে পয়োধর যোড়া,
বামে নিতাই ডাইনে গোরা,
দেখলে জীবের গোলোক-প্রাপ্তি হয় ॥ ৮০
আবার ভাই-সাহেবদের রমণী কত!
মনে মনে গুমর কত,—
আমাদের বুক হয়েছে পেঁড়ো।
এই যে দুটি দুঃখ-মোচন,

* * *

এরা দুটি দুনিয়ার চুড়ো ॥ ৮১
যত ক্ষুদ্র জেতের নারী,
তাদের একটু বাড়ে জারী,—
বুকে যৌবন দেখতে যদি পায়!
গুড় বেচতে গিয়ে হাটে,
তবু গরব ক'রে হাঁটে,
আড়নয়নে আপনার পানে চায় ॥ ৮২
বৈষ্ণবী যান গৃহস্থঘরে, যৌবন থাকিলে পরে,
আকাঁড়া চাল দিলে ভিক্ষে লন না।
যদি, ঘোষের ঝির যৌবন থাকে,
ঘোল ঘোল ক'রে ডাকে,
তিনি ঘোল আকারা বই দেন না ॥ ৮৩
নারীর যৌবন মিছে ধন,
বাজিকরের ভেল্কী যেমন,
কিছুকাল সাসেকে দেখায় সোণা।
জান, যৌবন তাই মাত্র, কদিন যুড়াবে গাত্র,
তালপত্র-ছায়ার তুলনা ॥ ৮৪

* * *

কালাংড়া—একতালা।

ধনি! যৌবন জোয়ারের বারি প্রায় লো।
যোল গেলে আর থাকে না,
অমনি ভেটে যায় লো ॥
কিছুদিন দেখতে ভাল, যতদিন যৌবন-কাল,

যৌবন গেলে, আর কে বলো,—
তার পানে তাকায় লো॥ (ছ) *

* * *

পুরুষ বড় নির্লজ্জ, নারী সৃষ্টিধর।

নবীনচাঁদের রুক্ষ বাক্য, শুনি সোণামণি।
গর্জ্জিয়ে উঠিল যেন কাল ভুজঙ্গিনী॥ ৮৫
বলে, নারী এত কিসে মন্দ,
নারীর গন্ধে ধর ছন্দ,
উচিত বল্‌লে এখনি দ্বন্দ্ব,—
করিবে, করিবে উগ্ম।
পুরুষকে যে বলে ভদ্র,সতের দেখি শত ছিদ্র,
পুরুষের ব্যাভার বড় দূষ্য॥ ৮৬
মনে বুঝে দেখ কান্ত। পুরুষেতে যত ভ্রান্ত,
এত ভ্রান্ত নারীরে তো নয়!
বলিব কি অন্যের কথা, সৃষ্টি-কর্ত্তা যিনি ধাতা,
কন্যার সঙ্গে উন্মত্ততা,
সে কথা বলিতে লজ্জা হয়! ৮৭
যিনি সুর-শ্রেষ্ঠ দেবরাজ,
শুনেছ তো তাঁর কাজ?—
গুরুর স্ত্রী অহল্যাকে হরে!
আর দেখ লঙ্কার রাবণ,
ভাইপো-বধূ করে হরণ,
আরো আছে কত এমন, বর্ণনা কে করে?৮৮
দেবতাদের এই দেখ ভাই!
তোমাদের তো কথাই নাই,
আলো নিভালে সম্বন্ধ থাকে না।

---

* নূতন সংগৃহীত প্রকারান্তর:—
আড়ানা-বাহার—কাওয়ালী।
প্রাণ রে! জোয়ারের জল যৌবন তো।
সেতো জলবিম্ব প্রায়, রয় না চিরদিন তো;—
ইথে কি সুখে গৌরব কর,
ধিক্ ধিক ধিক ধিক্! ভেটেবে একান্ত॥
তেরতে হয় যৌবন নিধি,
আঠারো উনিশ অবধি,
বিশ হ'লে বিষধর যেন হীন বিষদন্ত;—
তবে কেন ভ্রান্ত, যৌবন অন্ত,
হ'লে আসবে না কান্ত!॥

পুরুষের কপালে ঝাঁটা,
পথে চ'লে যায় দুলিয়ে গা-টা,
গাই কি বলদ, ল্যাজ তুলে দেখে না॥ ৮৯
এখন টেরি-কাটা কাটা পোষাক,
চুরুটেতে চলে তামাক,
আবকারী আর উইলসনের খানা ভিন্ন খায় না
বিশেষ যারা তত্ত্বজ্ঞানী,
আমি তাদের বিশেষ জানি,
তাদের আবার, সমুদ্রের জলে
মার্গ ধোয়া যায় না॥ ৯০
যারা তর্কবাগীশ সিদ্ধান্ত, বড় বড় বিদ্যাবন্ত,
করেন ফাঁকির সিদ্ধান্ত,
নিজ সিদ্ধান্ত পুঁতে পাকে।
যদি পরমহংস পুরুষ হয়, তবু মনটি শুদ্ধ নয়,
একটি রত্তি কিন্তু তায় থাকে॥ ৯১
বুঝে দেখ কাজে কাজে,
নারীদের গৌরব সাজে,
পুরুষ হ'তে নারীর বুদ্ধি সূক্ষ্ম।
পুরুষকে নারী শিখায় নীত,
না প'ড়ে হয় পণ্ডিত,
প'ড়ে শুনে পুরুষগুলো মূর্খ॥ ৯২
(আমার ঐটে বড় দুঃখ!)
তন্ত্রেতে লিখেছেন ভব, স্ত্রী-চরিত্র অসম্ভব,
যাহাতে নিস্তার ভব, সংসারের লোক।
রমণী হয় শুভদায়ক, হয় স্বর্গ—ঘুচে নরক,
ভূলোকের লোক যায় গোলোক,
নারী যে অতি পরম কারক॥ ৯৩
নারীর ভজনে বাধে না বাধা,
রাধার ভাবে নন্দের বাধা,—
বহিলেন হরি—হৈলেন উদাসীন।
দুর্জ্জয় মান ভাঙ্গিতে হরি,
দুই করে দুই চরণ ধরি,
নারীর দর্প দর্পহারী, রাখেন চিরদিন॥ ৯৪
নারীতে সকল দুঃখ হরে,
নারীর পুণ্যে বিপদ তরে,
দৃষ্টান্ত শুন হে! বলি তার।
দ্রৌপদীর ভোজনান্তরে,
দুর্ব্বাসা শিষ্য সমিভ্যারে,

অতিথি হন যুধিষ্ঠিরে, কৃষ্ণা ডাকি শ্রীকৃষ্ণেরে,
সে বিপদে করিলা উদ্ধার ॥ ৯৫
আর দেখ বংশধরে, কত কষ্টে গর্ভে ধরে,
বলিতে নারি বেদনা কত শত।
পুরুষ যদিও না থাক্‌ত,নারীরে সব সৃষ্টিরাখত,
তার সাক্ষী দেখ ভগীরথ ॥ ৯৬
নারীর প্রাণে সকলি সয়, তার সাক্ষী মহাশয়!
পুরুষেতে কত বিয়ে করে।
তবু পতিকে ভালবাসে,সদা থাকে পতি-পাশে,
পতির দোষ কিছু নাহি ধরে ॥ ৯৭
যদি বিধি করিতেন বিধি,
তোমাদের মতন আমাদের যদি,—
কতকগুলা বিয়ে করিতে থাক্‌ত !]
তবে ঘুচ্‌তো জারী ঘুচ্‌তো জাঁক,
পেটটা ফুলে হতো ঢাক,
উড়িত ঢিল পড়িত কাক,
প্রাণ কি কেউ রাখ্‌ত? ৯৮
কেউ বা দিত গলায় দড়ি,
কেউ বা দিত গলায় ছুরী,
কেউ বা প'ড়ে জন্মাবধি কাঁদ্‌তো!
কিম্বা কেউ পাগল হ'তো,
ঘর হ'তো, বেরিয়ে যেতো,
গোদা পায়ের নাথি খেতো,
কত যে মজা জান্‌তো! ৯৯
যেমন সমান সমান সম্বন্ধ,
সমান হ'লে যেতো সন্ধ,
কেবা ভাল কেবা মন্দ, জানা যেতো তবে।
বিশেষ ক'রে আর বল্‌ব কত,
বিশেষ কাজে বিশেষতঃ,
দশে ধর্ম্মে দেখ্‌তে পেতো সবে ॥ ১০০

* * *

খাম্বাজ—পোস্তা।

বিধিকে বিধি দিতে, লোক ছিল না স্বর্গপুরে!
তা নইলে আমরা কেন, মনাগুনে মর্‌ব পুড়ে ॥
মার্ত্ত কেবল আপন মত,—
নারীর, বিয়ের নাই দ্বিতীয়ত্ব,
প্রাচীন স্মৃতির তত্ত্ব,
পালিয়ে—গেছে পালিয়ে দূরে ॥
অধিক বিয়ে কর্‌লে নারী,
পুরুষ হতো আজ্ঞাকারী, বসাতেম কাণে ধরি,
আপন কর্ম্মে দিতাম যুড়ে ॥
নিত্য নূতন শ্বশুর পেতাম,
আদরেতে খেতাম দেতাম,
রাগ করে মুখ বাঁকাতাম,
পায়ে ধর্‌লে,' ফেল্‌তাম ছুঁড়ে ॥ (জ)

* * *

নারী বড় অবিশ্বাসী।

নবীনচাঁদ কয় আরে মলো!
শুনে যে গাটা জলে গেল,
গায়ে যেন কেউ ছড়িয়ে দিচ্ছে বিষ।
তখন, লাগিল কথার আঁটাআঁটি,
প্রায় লক্ষণ চটাচটী,
দুজনে বাণ-কাটাকাটি,
কেউ উনিশ কেউ বিশ ॥ ১০১
নবীনচাঁদ বলে, বলি, রাগ যদি না কর।
তোমরা, ঢাকা খুলে, ঢাক বাজায়ে,
ঢাকা যেতে পার ॥ ১০২
তোমরা, গাছের পাড়, তলার কুড়াও,
কাদা উড়িয়ে দাও।
বিনা ফাঁদে বন্দী ক'রে,
ডেঙ্গায় ডিঙ্গা বাও ॥ ১০৩
এমন বুদ্ধি কার বা আছে?
পোকা পড়ে জীয়ন্ত মাছে,
তিলটি হ'লে তালটী কর তাকে।
বেণা গাছে জড়িয়ে চুল,
বিনা দোষে কর কৌতুল,
লাগিয়ে পাক বেড়াও পাকে পাকে ॥ ১০৪
তোমাদের যে কত ছলা,
এর কথাটি ওকে বলা,
বিশেষ আবার আঠার কলা নষ্ট নারী যারা।
তাদের কি কেউ অন্ত পায়?
দেখে শুনে সবে ক্ষান্ত পায়,
দিবসেতে তারা দেখায় তারা ॥ ১০৫

নারী অতি অবিশ্বাসী,
তলায় থেকে গলায় ফাঁসি,—
লাগিয়ে দেয়,—ভাবে না আছে ধর্ম্ম!
সদরে গিয়ে লিখিয়ে নাম,দয়ে মজায়ে পরিণাম,
করেন কি না ব্যভিচারিণী-কর্ম্ম! ১০৬
কেউ ঘুস্কি কেউ সদর,
ইস্তক সন্ধ্যা নাগাদ ভোর,
পত্তি করে,—তবু খেদ মেটে না।
এতেও বিয়ে কর্‌তে সাধ,
আরে মলো কি প্রমাদ!
এ যে বিধির অসম্ভব ঘটনা॥ ১০৭
ধিক্ ধিক্ নারীকে ধিক্!
বলিব আর কি অধিক,
যে সব কর্ম্ম নারীরা করেছে।
কেবল, ডুবিলাম আমরা নারীর দোষে,
পুরুষের কোন্ পুরুষে,
পুলিশে গিয়ে নাম লিখিয়েছে? ১০৮

* * *

লম্পট ও বেশ্যা,—দুইয়েরই সমান দোষ।
সোণামণি বলে, ভাই!
পুরুষ ছাড়া খান্‌কী নাই,
আমরা জানি, তোমরা এর গোড়া।
আগুন লাগাতে আগুন জ্বালো,
তাতে আবার আহুতি ঢালো,
তোমাদের যে নাম-লেখানোর বাড়া! ১০৯
বেশ্যার অধীন তোমরা বটো,
বেশ্যালয়ে বেগার খাটো,
পড়িতে পায় না আমানি চাটো,
হানি কি বল খান্‌কী খেতে বল্‌লে!
অহিত কর্ম্ম যত, সকলের মূল তোমরাই তো,
ছি ছি ছি আর বলব কত?
সকল নষ্ট কর্‌লে॥ ১১০
বেশ্যার আলয়ে যাও,
বঁধু হে! নিধুর টপ্পা গাও,
কোনখানে বা পানটী খাও, কোনখানে গন্ধানী
কোনখানে তার উপরান্ত,
গালাগালের হদ্দ
যাও বা ও ওহে কান্ত! ঘরে এসে মন্দ।
অন্যায় বল্‌লে গায় বাজে,
তোমরা কিসে ম'লে লাজে?
এক হাতে কি তালি বাজে?
উভয়ের দোষ গুণ ভিন্ন কিছু হয় না!
লম্পট বেশ্যা এই যে দুটী,
এ দুয়ের কেউ নয়কো খাঁটি,
তোমার ও মুণ্ডমালার দাঁত-খামুটী,—
আমাকে আর সয় না॥ ১১২

* * *

খাম্বাজ—পোস্তা।

যাও যাও ক'য়ো না কথা,
পুরুষের গুণ জানা আছে।
থাক, চুপটি ক'রে, মুখটি বুজে,—
জাঁক করোনা আমার কাছে॥
পুরুষেতে কামে মত্ত,
কুকর্ম্মে সদা প্রবর্ত্ত,
তার সাক্ষী বিশ্বামিত্র * * ক'রে গেছে॥ (ঝ)

* * *

নবীনচাঁদ ও সোণামণির দ্বন্দ্ব সমাপ্ত।

প্রেমমণি ও প্রেমচাঁদ।

প্রেমচাঁদের প্রেমবিরাগ।

প্রেমমণি নামে রমণী,
পুরুষ রসিক-শিরোমণি,—
প্রেমচাঁদ নামেতে এক জন।
দুই জনে পিরীতি করে,
মিলন যেন চাঁদে-চকোরে,
কমলিনী আর মধুকরে যেমন॥ ১
দিন কতক কাল কত রস, পরশ হ'তে সরস,
উভয়ে উভয়ে জ্ঞান করে।
দোঁহে দোঁহার গুণ গায়, দেখা মাত্র সুখোদয়,
ছাপিয়ে পিরীত গড়িয়ে পায় পড়ে॥ ২

দু জনে দুজনার বেশ, দেখে কত মন-আবেশ,
বিচ্ছেদ প্রবেশ হয় শেষ।
দেখে নারীর যৌবন গত,
প্রেমচাঁদ আর হয় না রত,
একেবারে জন্মিয়ে গেল দ্বেষ ॥ ৩
রসের কথায় হয় না সুখ, সম্পূর্ণ অরুচির মুখ,
তর দিয়ে লুকায় ক্রমে ক্রমে।
ত্যজে পুরাতন প্রেয়সীকে,
রসবতী নাম রসিকে,—
মজিল গিয়ে সেই যুবতীর প্রেমে ॥ ৪
রসবতীর ঘরে বাস, প্রেমমণির ঘরে নৈরাশ,
বিচ্ছেদে ছেদ হয় তনুখানি।
আঁখির সলিলে ভাসে, বলে, এক সখীর পাশে,
ঠিক যেন হ'য়েছে পাগলিনী ॥ ৫
ওলো সখি! বল কি করি?
বিচ্ছেদ-বিকারে মরি,
খলের পীরিতে প্রাণ যায় লো!
ইথে কি ঔষধ নাই, কে দেয় কারে জানাই,
হায় হায়! কে হয় সহায় লো! ॥ ৬
গিয়াছিলাম বৈদ্যের বাড়ী,
তাতে হলো রোগ বাড়াবাড়ি
বিপরীত বুঝিলাম তথায় লো।
দেখিলাম বৈদ্যের ঘরে, খলেতে ঔষধ ক'রে,
সেই ঔষধ আমায় দিতে চায় লো ॥ ৭
কাজ কি লো! পাপ ঔষধি,
এক খলের প্রেমে,—দিদি!
খল ব্যাধিতে খুলে খুলে খায় লো।
কুলশীল ক'রে দখল, আমারে খেয়েছে খল,
খলে শক্ত খল খল হাসায় লো ॥ ৮
বৈদ্য বলে, কেন ভয়! পীড়াদায়ক কভু নয়,
কেন হলে খল দেখে বিকল?
খলের হাতে পেলে শাস্তি,
এ খলের খলতা নাস্তি,
পাষাণে নির্ম্মাণ এই খল ॥ ৯
আমি কহিলাম শেষে, তবে আর ভিন্ন কিসে?
এই খল সে খল দুই খল সমান।
অবলা বধের ভয়, করে না যে দুরাশয়,
ওহে বৈদ্য! সে কি নয় পাষাণ? ১০

মজেছিলাম যে খলেতে, সে খলের অন্তরেতে
কখন ছিল না বিষ ছাড়া।
তোমার খলেতে তাই, বিষে পূর্ণ দেখতে পাই,
গোদন্তী হিঙ্গুল আর পারা ॥ ১১
হলো, আমার প্রাণ বিয়োগ,
নিদান দেখে নিদান রোগ,
বৈদ্য শেষ ক'রে দিলেন ব্যাখ্যা।
মরি মরি লো এ বিকার,
প্রতিকার নাই সাধ্য কার,
যে দিলে বিচ্ছেদের ভার,
এখন যদি সেই করে লো রক্ষা ॥ ১২

* * *

প্রেমমণির প্রেমচাঁদকে ভর্ৎসনা।

মূলতান—কাওয়ালী।

ধনি! বিচ্ছেদ-বিকারে প্রাণ যায় লো!
বুঝি যায় লো, কর সজনি! বজায় লো!
কি করে লজ্জায় লো, আন গে,—
আমারে যে মজায় লো।
লাগিল রিপু নাচিতে,
দিলেন বুঝি বাঁচিতে, কদাচিতে,—
হইয়ে প্রেমে বঞ্চিতে,—
না খাই অন্ন রুচিতে, সদা চিতে,—
জ্বল্‌ছে রাবণের চিতে-প্রায় লো! ॥ (ক)

* * *

সহচরী বলে, সুন্দরি!
নাগরকে তোর আনিব ধরি,
আর কেঁদ না ক্ষান্ত হও রূপসি!
আঁখি মুছায়ে অঞ্চলে, চঞ্চল চরণে চলে,—
প্রেমচাঁদ নির্জ্জনে যথা বসি ॥ ১৩
যোড়করে কহে রমণী, ওহে শঠের শিরোমণি,
শঠের নাই কি মায়া মমতা?
কঠিন তো অনেক আছে,
সকল কঠিন তোমার কাছে,—
হারি মেনেছে দেখে কঠিনতা ॥ ১৪
কঠিন একটা আছে শিলে,
তুমি তা হ'তেও গুণ প্রকাশিলে,
অবলায় নাশিলে—এমনি লীলে।

তোমার গুণ নাই যেখানে ব্যক্ত,
তারাই বলে,—লোহা শক্ত,
তুমি হে লোহাকে লজ্জা দিলে! ১৫
কঠিন বটে ইস্পাত,তোমায় করে সে প্রণিপাত,
দেখে তোমার আশ্চর্য্য কঠিন দেহ ।
তোমার হৃদয়-মাঝারে,যদি ইন্দ্র বজ্রাঘাত করে,
ভাঙ্গিতে পারে কি না পারে সন্দেহ ॥ ১৬
শুনিয়া সখীর ধ্বনি, প্রেমচাঁদ কয় ওহে ধনি ।
আমি কঠিন বটি—মিথ্যা নয় ।
আমিও কঠিন দেখে,—
সকলি সঁপেছিলাম তাকে,
সমান সমান নৈলে কি প্রেম হয় ! ১৭
বালকে বালকে খেলা,শিশুর সঙ্গে শিশুর মলা,
চোরের পিরীত চোরের সহিতে ।
পশুতে পশুতে ঐক্য, পক্ষীর সঙ্গেতে পক্ষী,
ধনীতে ধনীতে কুটুম্বিতে ॥ ১৮
পণ্ডিত রসে পণ্ডিত পাশে,
মেষের সঙ্গে মেষে মেশে,
চাষার সঙ্গেতে মেশে চাষা ।
চণ্ডাল চণ্ডালে প্রবৃত্ত,
শাঁকচুণীর সঙ্গে ব্রহ্মদৈত্য,
পেত্নীর সঙ্গে ভূতে করে বাসা ॥ ১৯
জল গিয়া মিশায় জলে, সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী-দলে,
বানর বানর-পালে সুখী ।
পিরীত সমান সমানে সতীর মিলন সতীর সনে,
কলঙ্কিনী সঙ্গে কালামুখী ॥ ২০
ভদ্রেতে মিশান ভদ্র, ভূতের সঙ্গে বীরভদ্র,
রাখালে রাখালে হয় সখ্য ।
আমার পিরীত ভাঙ্গিল ভাই !
দেখিলাম—কঠিন নাই,
কঠিনে কঠিনে ছিল ঐক্য ॥ ২১

* * *

আমিও কঠিন দেখে বিপরীত করেছিলাম,—
তাহা এক্ষণে নাই,—
বসন্তবাহার-মিশ্র—কাওয়ালী ।
আমি, সাধে কি ছেড়েছি তার সঙ্গ !
কি রসেতে, এসেছে লো সই !
দেখি কঠিন কমল দুটি, হৃদয়েতে ভঙ্গ ।
তারে কে দিবে অঙ্গ,—তাহার নিরখি অঙ্গ,
আমার অঙ্গে বাস করে না অনঙ্গ,—
চাহিলে দাড়িম্ব, সে দেখায় তুম্ব,
কিসে মজে মন সহজে আতঙ্গ ।
মুখেতে মাছিতা কত, মাছি বসে শত শত,
ভ্যান ভ্যান ক'রে, করে ব্যঙ্গ ,—
শুকিয়েছে রস, সদত বিরস,
পরিমল-হীন শতদলে বিহরে কি ভৃঙ্গ ? (

* * *

সুজন সুজনেই প্রেম সম্ভাবনা ।

সহচরী বলে, ভাই ! তোমার দেহে ধর্ম্ম না
মর্ম্মচ্ছেদী কথা কও কি লাগি ?
যদি দু'জনে বাণিজ্য করে,
আছে এমনি পূর্ব্বাপরে,
উভয়ে লাভ লোকসানের ভাগী ॥ ২২
তোমার, ভাব দেখে বুঝিলাম ভেবে,
কিছুকাল যৌবনের লোভে,
কপট কথায় করেছিলে সুখী ।
যোগেযাগে যুগিয়ে মন,
আদায় ক'রে যৌবন,
লোকসান দেখিয়ে লুকোলুকি ॥ ২৩
এ নয় সুজনের রীতি, মূর্খের এই পিরী
দেখে—যৌবন গত ক'রে কাঁদি ।
সুজনে সুজনে প্রেম, হীরায় জড়িত হে
জীবন পর্য্যন্ত থাকে বন্দী ॥ ২৪
পিরীতি অমূল্য ধন, তাঁর বশ হলে না ধ
জীরের শোকে হীরে ত্যজিলে ভাই ।
যেমন ঘৃত ত্যাজ্য করে মাছি,
ঘা দেখিলেই ঘটে রু
ঘটে বুদ্ধি না থাকিলেই তাই ॥ ২৫
পিরীতের কি আস্বাদন, কি বস্তু পিরীত
তা কি জানে বস্তুহীন জনে ?
পিরীতের বশ হ'য়ে কৃষ্ণ, রাখালের উচ্ছিষ্ট
ভোজন করেন বৃন্দাবনে ॥ ২৬
হরি বশীভূত হ'য়ে পিরীতে,
চণ্ডালে বলেন মি
বলির দ্বারেতে হ'ন দ্বারী ।

দেখে দুর্য্যোধনের ধন,—
ত্যাজ্য ক'রে নারায়ণ,
খুদ খেলেন গিয়ে বিদুরের বাড়ী ॥ ২৭
মূর্খ জনে মিথ্যা বলা,
তখন ধনী রাগে প্রবলা,—
হয়ে ধেয়ে চলিল সত্বরে।
প্রেমচাঁদের নির্ঘাত বাণী, ধনীকে শুনান ধ্বনি,
শুনে ধনী'র অমনি আঁখি ঝরে। ॥ ২৮
না রহে বির'হে প্রাণী, বিরলে বসি বিরহিণী,—
খেদ করি যৌবনের প্রতি বলে।
ওরে যৌবন দুরাশয়! বল যাতনা কত সয়?
তোর জ্বালায় জীবন যায় রে জ্বলে ॥ ২৯
আমার বঁধুর সঙ্গে আমার পিরীত
কেমন ছিল শুন,—
যেমন মাটী আর পাটে। লোহা আর কাঠে ॥
দেবতা আর কুসুমে। জরি আর পশমে ॥
গুড়ে আর ছানায়। মুক্ত আর সোণায় ॥
সতী আর সুকান্তে। মিশী আর দন্তে।
মরিচ আর জীরে। কাঁটাল আর ক্ষীরে ॥
বাজনা আর গানে। চুণে আর পাণে ॥
বাণে আর তূণে। মাস্তল আর গুণে ॥
দাতা আর দানে, জলে আর মীনে,
নারদ আর বীণে ॥
হাঁড়ি আর শরায়। গন্ধক আর পারায় ॥
নয়ন আর অঞ্জনে। অন্ন আর ব্যঞ্জনে ॥
পিতা আর সুপুত্রে। মালা আর সূত্রে।
ভূষণ আর পাত্রে। পণ্ডিত আর ছাত্রে ॥
চাষ আর ক্ষেত্রে। চশমা আর নেত্রে ॥
সরোবর আর হংসে।
ধ'নে ভাজা আর মাংসে ॥
ত্যজে যুবতীর অঙ্গ,!
এমন পিরীত-ভঙ্গ করিলে বৈরঙ্গ ॥ ৩০

* * *

ললিত-ভঁয়রো—একতলা।

করিলি রে যৌবন! যুবতীর দুঃখের অন্ত।
তোর অভাবে, পর ভেবে,
পরের হল প্রাণকান্ত।
তোকে বুকে, চখে দেখে,
দেহে ছিল প্রাণ শান্ত :—
এখন কলির মৃত হয়ে হত করলি বিষদন্ত ॥
দুঃখ কত থাকব স'য়ে, দিন কয়েক হৃদয়ে র'য়ে,
জোয়ারের জল হ'য়ে, ব'য়ে গেলি রে দুরন্ত!
হৃদ-মন্দিরে প্রবেশ ক'রে,
ক'রে গেলি সর্ব্বস্বান্ত!—
তুই তো গেলি আর এলি নে,
এ জনমের মত ক্ষান্ত ॥ (গ)

* * *

প্রেম-চুরীর দাবী।

নয়নেতে জল ঝরে, জল নিতে সরোবরে,—
চললো ধনী হ'য়ে বিরসমুখী।
সঙ্গিনী কেউ নাই মনে, পথে প্রেমচাঁদ সনে,
নির্জ্জনে দুজনে দেখাদেখি ॥ ৩১
ধনী কয় করিয়ে ছল, ক'রে আঁখি ছল ছল,—
বাঞ্ছা হয় না চাইনে বদন পানে।
যে সব বস্তু আছে মোর,
তোর কাছে রে পামর!
না দিয়ে লুকালি কি কারণে? ॥ ৩২
দেখে নিতান্ত অনুগত, সমস্ত তোর হস্তগত,—
করেছিলাম সরল অন্তরে।
এখন রাখ মান তো রাখি মান,
নৈলে হবে হাকিমান,—
দরবারে দাঁড়াব শনিবারে ॥ ৩৩
রাজা নয়, সামান্য নর, তিনি বসন্ত গবরণর,
কমিসনর আদি সঙ্গে সবে।
ভাল আদালত নেজামত,
সেখানে তোরে নে যাওয়া মত,
সোজামত বিচার হবে তবে ॥ ৩৪
কুপ্রেম সে খানে নাই,
সুপ্রেম কোর্ট শুনতে পাই,
প্রেমের বিচার ভাল হ'তে পারবে!
এক জন নাই অসার জন,
সব সেখানে সার-জন
যার বিচারে তোমার দফা সারবে ॥ ৩৫

এখনো মিটাও যদি গোলমাল,
ফিরে দাও আমার মাল,
পয়মাল যদ্যপি বাঞ্ছা নাই।
থাক যদি অসামাল, তদ্‌বির হ'লে কামাল,—
দায়মাল কপালে আছে, ভাই! ॥ ৩৬
প্রেমচাঁদ কয়, কি বদনামি!
কি ধনের কাঙ্গাল আমি!
কি ধন তোমার এনেছি আমি ধনি!
সেই ঘটী সেই বাটী, সব রয়েছে তোমার বাটী,
রোক গেল—সেই রোকশোধ আপনি॥
'চোর' ব'লে রজনী দিবে,
তুমি আমায় গালি যে দিবে,
আমি তোঁমার গালিচে চোর নই।
দেখগে তোমার গুলিচে, তোমারি ঘরে গুলিচে,
বিবাদ করো না রসময়ি! ॥ ৩৮
সেই লেপ সেই তোষক,
যে সব তোমার প্রাণ-তোষক,
দেখগে তোমার ঘরে রয়েছে প্রিয়ে!
সেই মশারি সেই বালিশ,
কিছু হয় নাই এবালিস,
আছে তাকিয়ে, তাকিয়ে দেখ গিয়ে॥ ৩৯
সেই যে তোমার গোলাপপাশ
সব রয়েছে তোমার পাশ,
পাশ-কথা বল না ধনি! তুমি।
এনেছি তোমার বাটা,—
ব'লে দিও না জেতে বাটা,
বাটা দিলে জাতি পাব না আমি॥ ৪০
ফেলে দোলাই একলাই,
এসেছি আমি একলাই,
কপাট ক-পাট দেখ গা গুণে।
আমি নই এমন পাত্র, আপনার জলপাত্র,—
ফেলে এসেছি পাড়ার লোক জানে॥ ৪১
দেখগে তোমার সোটা-আসা,
আমার কেবল রিক্ত আসা,
মুক্ত পুরুষ,—তিক্ত করো না ভাই!
দেখ গা, তোমার আছে সকলি,
জরদা রঙ্গের পরদাগুলি,
পর-দার মোর আর প্রয়োজন নাই॥ ৪২

প্রেমমণি কয়,—লম্পট! যে ধন ল'য়ে চম্পট,—
করেছ—তুমি তা বুঝ নাই মনে!
লইতে যদি জিনিস-পত্র,
তাতে কি আমার যেতো যোত্র?
দৈন্য আমার নাই অন্য ধনে॥ ৪৩
যদি কিন্‌তে পেতাম হাটে,
তবে কি আমার বুক ফাটে?
হাটে মেলে না—তাই করেছো চুরি।
ফিরে দাও মোর সমুদাই,
যেগুলি লয়েছ ভাই!
অবলার গলায় দিয়েছ ছুরি॥ ৪৪

* * *

কালাংড়া—একতালা।

মিছে কেন বিবাদ করা,
কুলের কর কুল-কিনারা!
মানে মানে মান ফিরে দাও,
মন ফিরে দাও মন-চোরা।
কুল-শীল সব তোমার হাতে,
যদি শীল ফিরে দাও শীলতাতে,
নতুবা তোমার বাটীতে,
শীল ক'রে সব লব ত্বরা॥ (ঘ)

* * *

তুমি যেন বটে সবল, রাজা দুর্ব্বলের বল,
আদালতের ঘর যে আছে খোলা।
দিয়ে দরবারে দরখাস্ত, বরামদি বরখাস্ত,—
ক'রে দেখাব,—আমি বরামদি অবলা॥ ৪৫
তুমি যেমন পিরীত-আলা,
তেমনি হাকিম সদর-আলা,—
আলা দেখালেই পড়িবে চোর ধরা।
যদি সুরথাল করে রাজন,
সাক্ষী দিবে লক্ষ জন,
ফাঁকি দিয়ে অবলায় বধ করা॥ ৪৬
আমার বাঞ্ছা যে আদায়,
তা করিবে পেয়াদায়,—
ডিক্রীখানি পথে দেখিয়ে ভাই!
যখন হাতে হবে রসির কথা,
তখন কেমন রসিকতা,—
কর—একবার, তাই দেখতে চাই॥ ৪৭

জ্ঞান পাইয়ে শমন, না লও যদি শীঘ্র বন্ধন,
লুকিয়ে কর—ঘরে ঢুকে আনন্দ।
বিশ আইন হইবে জারী,
খিড়কিতে খিরকিচ ভারি,
সদরে হইবে বাতা বন্ধ॥ ৪৮
কত দিন লুকাবে প্রাণ!
বন্ধু তোমাকে বন্দুয়ান,—
ক'রে—মাটি কাটাব রাস্তায়।
এই মত জায়-বেজায়, ব'লে ধনী অমনি যায়,
জানাইতে বসন্ত রাজায়॥ ৪৯

* * *

প্রেমচাঁদের বিরুদ্ধে দরখাস্ত দান।

কুল শীল মান দাবি দিয়ে,
কাছারির কাছে কাঁদিয়ে,—
করে আরজী দাখিল—উকীল-দ্বারেতে।
মদন সেরেস্তাদার, রসের আরজীর সমাচার,
যুতে যুতে শুনান শ্রীযুতে॥ ৫০
প্রেমচাঁদের গুণাগুণ, লিখেছে ভাল মজমুন,
মদন পড়িয়ে যাচ্ছেন আশু।
মহামহিম গুণানন্ত, শ্রীমন্ত রাজা বসন্ত,—
অশান্ত-দুরন্ত-ক্ষান্ত-শান্ত-পালকেষু॥ ৫১
লিখিতং প্রেমমণি, বিরহিণী কুল-রমণী,
বাদী প্রেমচাঁদ কালের স্বরূপ।
পরগণে প্রেমনগর, চৌকী রংপুরেতে ঘর,
মোতালকে জেলা কামরূপ॥ ৫২
দরখাস্ত এই আমার, দোহাই ধর্ম্ম-অবতার!
একবারে হয়েছি আমি ফাঁক।
প্রেমচাঁদ যে অবলায়,—
মজিয়ে প্রেমে ত্যজিয়ে যায়,
বাজিয়ে দিয়ে কলঙ্কের ঢাক॥ ৫৩
ধন-মন যৌবন রূপ, কুল-শীল-মান তদ্রূপ,—
নির্দ্দয় করেছে সমুদয়।
চেয়ে একবার নেকনজরে,
হাজির ক'রে হুজুরে,
অবলার ধন দেলাতে হুকুম হয়॥ ৫৪

* * *

আদালতে প্রেমচাঁদের এজাহার।

প্রেমচাঁদকে ধ'রে আনা, অমনি হ'ল পরোয়ানা,
চাপরাশি সাজিল চারি জন।
রসি দিয়ে প্রেমচাঁদের করে,
হুজুরে হাজির করে,
কাতরে প্রেমচাঁদের নিবেদন॥ ৫৫
মহারাজ! পিরীত বেটা আমাকে ল'য়ে—
যেতো ঐ ধনীর আলয়ে,
সে যায় না, আমার কি শকতি?
উহার, অন্তরে প্রবেশ ক'রে,
কুল-শীল-মান সকল হ'রে,
জালিয়ে ওরে—পালিয়েছে পিরীতি॥ ৫৬

* * *

পিরীতের নামে শমন জারী।

শুনে রাজা—উম্ ভারি, পিরীতের গেরেপ্তারি,
পরোয়ানা হয় পুলীশের উপরে।
পায় না প্রেমের খোঁজ-খবর,
নাই বেটার চালছাপ্পর,
খায় পরের,—কাজ সারে পরে পরে॥ ৫৭
না ধরিলে সকল পণ্ড, দারোগা হয় সপণ্ড,
একজন কয় মহাশয়! দেখে এলাম তায়।
পিরীত বেটা চিত্ত-পুরে,
চিত হ'য়ে রয়েছে প'ড়ে,—
প্রেমদাস বাবাজীর আখড়ায়॥ ৫৮

* * *

পিরীতের এজাহার।

বাবাজী প্রকাণ্ড দেড়ে,
সেবাদাসী চৌদিকে বেড়ে,
চৈতন্য-চরিতামৃত শুন্‌ছে।
অনঙ্গমঞ্জরী শশী, তুলসীদাসী প্রেম-বিলাসী,
কাছে ঘুনিয়ে প্রেমের কান্না কাঁদছে॥ ৫৯
দেখে, অপূর্ব্ব দাড়ির ভাব, উঠেছে নারীর ভাব,
বিচ্ছেদ হয়েছে আখড়া ছাড়া।
ঘড়ি ঘড়ি গাঁজা চল্‌ছে,
গোর প্রেমের ঢেউ খেল্‌ছে,
পিরীত বেটা সেখানকার মেড়া॥ ৬০

দারোগা গিয়ে সেইখানে,
প্রেমকে বেঁধে হুজুরে আনে,
পিরীত বলে,—বাঁধ মহারাজ ! কারে ?
আমি নারীর প্রাণতোষক,
বিচ্ছেদ আমার প্রাণ-নাশক,
সেই বেটা মজালে অবলারে ॥ ৬১

*　*　*

বিচ্ছেদ বেটা আমার কেমন শত্রু,
তাহা শুন ;—
প্রাণের শত্রু রোগ-শোক,পাত্তার শত্রু হিংস্রক,
নেড়ার শত্রু শাক্ত-বামাচার।
গাঁয়ের শত্রু যেমন ঠক, পথের শত্রু কণ্টক,
নায়ের শত্রু কোটালে জোয়ার ॥
চুলের শত্রু যেমন টাক,
পেঁচার শত্রু ফিঙে কাক,
প্রজার শত্রু শোষক রাজাকে দেখি।
কেবল, বোবার শত্রু নাই কেহ,
গগন-চাঁদের শত্রু রাহু,
যাত্রা-কালে শত্রু টিকটিকি ॥
পাতকীর শত্রু শমন, চাতকীর শত্রু যেমন,—
পবন গিয়া উড়ায় নবঘন।
কুলের শত্রু কু-পুত্র,
বিচ্ছেদ,—পিরীতের শত্রু,—
তেমনি ধারা—জান হে রাজন্ ! ॥ ৬২
মহারাজ ! আমার দোষ নাই !

*　*　*

মুলতান—একতালা।

আমি, পিরীত নাম ধরি, জেনে অপনারি,—
প্রাণে রাখি নারী ॥
না জানি বিবাদ, কোন বিসম্বাদ,
বিনে অপরাধে একি অপবাদ !
সাধে সাধে সাধে, সাধের প্রেমে বাদ,—
বিচ্ছেদে বাদ করি ॥
পিরীতের গুণ শুন হে রাজন্ !
প্রকাশিত আছে ভুবনে,—
কুমুদ-বন্ধু ইন্দু,—
কিন্তু, দু লক্ষ যোজনে দুজনে—প্রেম-সিন্ধু ;—
বিচ্ছেদ-দোষে কর পিরীতে বন্ধন,
এমনি আয়োজন, কর হে রাজন্
পরাপরাধেন, জলধিবন্ধন,
করেছিলেন হরি ॥ (ঙ)

*　*　*

আদালতে বিচ্ছেদের এজাহার।

পিরীত যত কহে দুঃখে, পিরীত জন্মিল বাক্যে,
বিচ্ছেদ উপরে রাজার উষ্ম।
সেই বেটা এর আসামী,সেই বেটারি চাষামী,
অবলা ব'ধেছে বেটা দস্যু ॥ ৬৩
করে দায়রা সোপরদ্দ, বেটাকে বৎসর চৌদ্দ,
খাটাবো—খাইতে দিয়ে ধান।
হুকুম হলো গেরেপ্তার,
দ্বারে দ্বারে দারোগা তার,—
বাঙ্গলা যুড়ে না পায় সন্ধান ॥ ৬৪
এক গোয়েন্দা গেল বলিতে,
চোরবাগানের গলিতে,—
বিচ্ছেদকে দেখে এক ঠাঁই।
কতকগুলা প্রাচীনে রমণী, বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী,
এক জায়গায় বসেছে একজাই ॥ ৬৫
যতদিন ছিল যৌবন, পরপুরুষ পরম ধন,—
জ্ঞান করতো—মজা নাই এর সম।
সে সুখ হলো শিকেয় তোলা,
বন্ধুর সঙ্গে হয় না মেলা,
ফাটলে পড়েছে কলা, গোপালায় নম ॥৬৬
এক ধনী আর ধনীকে বলে,
প্রেমভরে নয়ন গলে,
বলে, দিদি ! সত্য কেবল হরি !
লোকের দেখে আচরণ,
ঘৃণাতে মোর হচ্ছে মন,—
বৃন্দাবনে গিয়ে বসত করি ॥ ৬৭
আমরা যখন যৌবনে,
পাঁচ বছরের ছেলের সনে,
কথা কৈ নাই—শাশুড়ীর ভয়ে কালি।
এখন, তিনকুড়ি বয়েসে ঠেকেছে,
অদ্যাপি কেউ মুখ দেখেছে ;
বলুক দেখি,—কোন পোড়াকপালী ॥ ৬৮

আপনার ছুঁড়ীদের দিদি!
রঙ্গগুলো দেখিস যদি,
আই মা ছিছি! দেখে ঘৃণা লাগে।
কাল হলো কি বিষম কলি!
না উঠ্‌তে যৌবনের কলি,
কত ফুল ফুটে যাচ্ছে আগে॥ ৬৯
কি ছুঁড়ীদের ঠমক-ঠাট,
কি সব কথার চোট-পাট,
মেগের কাছে ভাতার খাটো সদা।
কাট-কাট-ভাব কাটাপীর, ভঙ্গী দেখে রমণীর,
সিংহবেশে পুরুষ হ'য়েছেন গাধা॥ ৭০
আরমানি হয়েছে ঝুটি,
আর গছে না গছের শাটী,
কল-পেড়ে শিম্‌লের ধুতিখানি।
যার ভাতারের দাম বারো আনা,
তার মেগের নাকে বিবি-আনা,—
নথ না দিলে—পথ দেখেন তখনি॥ ৭১
কিবা নীচ—কিবা ভদ্র, কোন ঘরে নাই ভদ্র,
সতের শতছিদ্র—ছি ছি লো সজনি!
প্রেম যেন বন-পশুর, ল'যে শ্বশুর ভাশুর,
খুড়ো দাদা—বাধা নাই এদানী॥ ৭২
এইরূপ প্রবীণাগণ,
প্রেমের শোকে পুড়্‌ছে মন,—
বতীর সুখ দেখে,দুঃখে হিংসে ক'রে কহিছে।
তাদের দুঃখ শুনে কাণেতে,
বিচ্ছেদ বেটা সেই খানেতে,—
হেসে হেসে গড়াগাড় দিচ্ছে॥ ৭৩
পেয়ে কথা গোয়েন্দার, থামকা গিয়ে থানাদার
গেরেপ্তার করিয়ে বিচ্ছেদে।
তখনি দিয়ে রসি করে, হুজুরে হাজির করে,
জগতে খুসি,—বিচ্ছেদের বিপদে॥ ৭৪
সবাই বলে মার্ মার্, ও বেটা ভারি চামার,
ডেকে কামার,—কাটা উচিত এখনি।
কি ধনী কি মজুরে, সবাই বল্‌ছে হুজুরে,—
ও বেটা ডাকাত আমরা জানি॥ ৭৫
ওটা মান্‌সুরে মাশুল-দাগী,
কেবল ঐ বেটারি লাগি,—
ঘর ভেঙ্গে যায়, ভেয়ে ভেয়ে বিকার।

বিচ্ছেদ বলে,—মা রে! মা রে!
গা-শুদ্ধ মানুষ মারে,
ও মহারাজ! দোহাই দিব কার॥ ৭৬
ভাল বৈ করিনে মন্দ,কি কপাল—হে গোবিন্দ!
আমাকে মার্‌তে সকলেরি সলা।
আমি বিচ্ছেদ নাম ধরি,পিরীতকে পবিত্র করি,
যখন পিরীতে বাধে মলা॥ ৭৭
বসনের ময়লা যেমন, কেটে দেয় সাবানে।
মনের ময়লা কাটে যেমন, সুরধুনীতে স্নানে॥
ফটকিরিতে জলের ময়লা কাটে জগতে জানে
শুভের ময়লা সেওলায় কাটে,
ক্ষুরের ময়লা শাণে॥ ৭৮
জেতের ময়লা কাটে যেমন, সমন্বয়ের গুণে।
ধেতের ময়লা কাটে যেমন ঔষধ-সেবনে॥৭৯
নয়নের ময়লা যেমন, কেটে দেয় অঞ্জনে।
দাঁতের ময়লা কাটে যেমন,
হুগলীর মঞ্জনে॥ ৮০
চুলের ময়লা কাটে যেমন, দিলে আমলা বেটে
উত্তম করণে যেমন, কুলের ময়লা কাটে॥৮১
যেমন আগুনে সোণার ময়লা
কেটে করে খাঁটি।
আমি বিচ্ছেদ,—সেইরূপ
পিরীতির ময়লা কাটি॥ ৮২

* * *

খাম্বাজ—খেমটা।

ওহে মহারাজ! বিচ্ছেদ-উপরে
কিসের জন্যে রাগ?
প্রেমের রঙ্গভঙ্গ—ভাঙ্গ্‌লে করি,
ভঙ্গ প্রেমের অঙ্গ-রাগ॥
আমি রই অনুরাগের পথে,
অনুরাগ যায় না কি রাগেতে?
আমি ঐ রাগে পৈরাগে যেতে চাই,—
অন্তরে ঘটে বৈরাগ॥ (চ)

* * *

রূপের নামে শমন।

মহারাজ! শুন বিনয়, বিচ্ছেদের দোষ নয়,
প্রেমেরো নয়,—প্রেমচাঁদেরও নয়।

নারীকে মজালে রূপ, সেই বেটা হ'য়ে বিরূপ,
সকল অগ্রে পলাতক হয় ॥ ৮৩
রূপ হ'য়েছিল ঋতুপতি,
রূপ দেখে প্রেমের উৎপত্তি,
প্রেমচাঁদ প্রেম করেছিল রূপ দেখে।
আছে এমনি পূর্ব্বাপর,মজেছিলেন পরাশর,—
জেলের মেয়ের রূপটি দেখে চ'খে ॥ ৮৪
অহল্যার দেখে রূপ, কীর্ত্তি কর্‌লে অপরূপ,
ইন্দ্রকে ইন্দ্রিয়দোষে ধরে।
দেখে দ্রৌপদীর রূপের ছটা,
ভীমের হাতে কীচক বেটা,—
অপমৃত্যু মলো আন্ধার ঘরে ॥৮৫
মোহিনী হইয়েছিলেন কৃষ্ণ,সেই রূপ করিয়া দৃষ্ট,
হরির সঙ্গে মিশিয়েছিলেন হর।
শিব ক্ষেপেছেন থাক্‌ক অন্যে,
জাতি যায় রূপের জন্যে,
ডোমের কন্যে ভজেন দ্বিজবর ॥ ৮৬
প্রেমমণি হয়েছে জীর্ণ, কিছু নাই রূপের চিহ্ন,
বয়েস বেয়াল্লিশ উত্তীর্ণ প্রায়।
কেশ হ'য়েছে পক্ক, কিসে হবে ঐক্য,
সখ্য ভেঙ্গেছে দু'জনায় ॥৮৭
কৃষ্ণবর্ণ কলেবর, অধো হয়েছে পয়োধর,
নাগর গিয়েছে তাইতে বেঁকে।
অতএব হে ঋতুবর! রূপকে ধরে শাসন কর,
না যায় যেন যুবতীর অঙ্গ থেকে ॥৮৮
এ সওয়ালে এজলাসে, হুকুম হলো খালাসে,
বে-কসুর বিচ্ছেদ যায় বাটী।
রূপকে এনে হাজির করা, হুজুরের হরকরা,—
প্রতি অমনি হলো হুকুম-চিঠি ॥৮৯
বাঙ্গলা খোঁজে চাপরাশী,
শেষ খোঁজে কাশ্মীর কাশী,
গয়ার গোয়েন্দা জনেক যোটে।
এক, শাক্ত বামুন দিচ্চে খবর,—
ভেকধারী বৈরাগীর উপর,
এমনি রাগ—কালীতলাতে কাটে ॥৯০
বলে, ও ভাই চাপরাশি!
এসো দেখিয়ে দিয়ে আসি,—
রূপ বেটা রয়েছে বৃন্দাবনে।

নাম তার রূপ গোসাঞি,
নারী-মজানো ব্যবসাই
সেই বেটাদের জানে জগজ্জনে ॥৯১
শুনে যায় চপরাশিগণ, যেখানে রূপ-সনাতন,
বৃন্দাবনে হ'য়ে আখড়াধারী।
রসি দিয়ে রূপের করে, তুম্বী ধ'রে তম্বি করে
একজন কয়—ক'সে ধ'রে দাড়ি ॥ ৯২
খুঁজে খুঁজে মলাম ধরা,
ওরে বেটা ধুমড়ি-ধরা
এখানে এসে করেছো ঘরকন্না।
ভজিবে যদি বংশীধারী,
এত কেন প্রকাণ্ড দাড়ি
রামকৃষ্ণ রাম-ছাগলতো খান না? ॥ ৯৩
যার ভক্ত রাজা বলি, যার প্রেয়সী চন্দ্রাবলী
ভজিবে বলি তুমি রয়েছ হেথা।
ওজুরে হচ্চে বলাবলি,
কেড়ে নিয়ে তোর নামাবলী,-
চণ্ডীতলায় বলি দেবার কথা ॥ ৯৪
কথা শুন না—এর ভিতর,
মালা তিলক কুর্ৎ
খোদকারী ঘুচাবেন খোদাবন্দ!
নারী-মজানো চাকরি গেল,
তোমার দফা ডিক্রী হলে
ধরুড়ি ঢোল,—ছুকরি নালিশ বন্দ ॥ ৯

*　　*　　*

এই কথা শুনিয়া, গোসাঞি কাতর
হ'য়ে কহিছেন :—
সুরট—ঝাঁপতাল।
বসন্ত-রাজদূত! দিও না দুঃখ কদাচিত,
বলো না অনুচিত,
আমার চিত ও রসে বঞ্চিত,
রতনে রত নহে চিত,—হ'লে চৈতন্য বঞ্চি
সোণার বাসনা ভঙ্গ,
ক'রে দিলেন আমায় সঙ্গ,
সোণার অঙ্গ গৌরাঙ্গ,—
সনাতন সখা সহিত ॥:(ছ)

*　　*　　*

দূত বলে,—বুঝেছি ভাবে,
আজি তুমি চৈতন্য পাবে,
গৌরাঙ্গ হবে রক্তপাতে।
ভেঙ্গে পিরীতের আখড়া,
রূপ গোসাঞিকে ক'রে পাকড়া,
দূত এনে দেয় রাজসভাতে॥ ৯৬
কাঁদিয়ে কহিছে রূপ, মহারাজ! কি অপরূপ,
বিশ্বরূপ-স্বরূপ মহাশয়!
কিছু জানিনে হে গৌরাঙ্গ!
আমায় লয়ে এ কি রঙ্গ!
রাজা কন,—তোমার ত তলব নয়॥ ৯৭

* * *

রূপের এজাহার।

তখন চাপরাশীদের চাকরি মানা,
ছ-মাস কাটক জরিমানা,
রূপ-গোসাঞি গেলেন বৃন্দাবনে।
দোসরা চাপরাশী উপরে, হুজুরের হুকুম পড়ে,
নারী-মজানে রূপকে ধ'রে আনে॥ ৯৮
ঘোর সঙ্কট পেয়াদার,
খোঁজে বাঙ্গালা দ্বার দ্বার,
পথে একদিন হলো দৈববাণী।
রূপকে যদি ধরবি দূত! যাও যেখানে বিদ্যুৎ,
রূপ ধ'রে রেখেছে সৌদামিনী॥ ৯৯
তখন চঞ্চল হইয়ে চরে, চলে চঞ্চলার ঘরে,
চঞ্চলা কন পরে, রূপ বসন্ত-দাস।
রূপকে যদি ধরতে চাও, মদন-সদনে যাও,
অনঙ্গের অঙ্গে রূপের বাস॥ ১০০
মদন বলেন, পদাতিক!
রূপ রেখেছেন কার্ত্তিক,
শুনে গেল কার্ত্তিকের দ্বারে।
সুধাচ্ছেন কার্ত্তিকেয়,
কিসের জন্য দাঁড়িয়ে কেও?
দূত বলে, এসেছি রূপের তরে॥ ১০১
শুনে কচ্ছেন ষড়ানন, আমার বাধ্য রূপ নন,
চাঁদের শরীরে রূপের বাসা!
শুনে বসন্ত-অনুচর, চলিল চাঁদের ঘর,
রূপকে ধরিবার করি আশা॥ ১০২

চাঁদ কন বসন্তচরে, আমার রূপ চুরি ক'রে,
পালিয়াছে জন-কতক রমণী।
রূপকে যদি ধরবি—যা রে!—
কলিকাতার বৌবাজারে;
যে ধনীদের খামিদ গৌরমণি॥ ১০৩
বিধুবদনী বিনোদিনী, কাদম্বিনী নিতম্বিনী,
কাঞ্চনী কামিনী কনক-লতা।
গোলবদনী গোলাপী চাঁপা,
দশ যুবতী চাঁদের দফা,—
সেরেছে—তাদের শুন রূপের কথা॥ ১০৪
তাদের, রূপ দেখিয়ে উর্ব্বশী,
একবারে গিয়েছেন বসি,
আমি শশী—মসী হয়েছি দুঃখে।
নারদ আদি বৈরাগীর, যোগ ভঙ্গ হয় যোগীর,
মৃগীর ডাগর চক্ষু দেখে॥ ১০৫
সে ধনীদের দেখলে কাণ,অন্য কাণ না বিকান,
সব কাণ লুকান কাণ হেরে।
আপশোষে রোদন করে, বদন দেখে নজরে,
মদন মদনজ্বরে মরে॥ ১০৬
শতদল কলিকার, আগে ছিল অহঙ্কার,
কুচয় ঘুচয় তার মান।
বুক নয় সে কি কারখানা! বসন্তের বালাখানা,
সেই বস্তু—যারে তাহা দান॥ ১০৭
শুকের ওষ্ঠ জিনি নাক, ভুরু কামের পিনাক,
গলায় গলায় রতিকান্তে।
গতির তারিফ কত, হাতীর খাতির হত,
মতির খাতির নাই দন্তে॥ ১০৮
দেখে ধনীদের মধ্যদেশ,সিংহ কাঁদে ক'রে দ্বেষ,
কি ছার সুন্দরী সর্ব্বোপরি!
যাচ্ছে কত উমেদারে, না পায় ঢুকিতে দ্বারে,
রূপ বেটা সেইখানে গড়াগড়ি॥ ১০৯
গিয়ে চর চটক পায়, বৌবাজারে রূপকে পায়,
ধ'রে তায়—বসন্তের কাছে আনে।
রূপ কয়—করি করযোড়,
মহারাজ! না কর জোর,
নেক-নজর কর কাঙ্গাল পানে॥ ১১০
ভদ্র কি নীচ জাতির, আমি কোন যুবতীর,—
বে-খাতির করি নে মহাশয়!

যো পাই নে থাকৃতে আর,
যার জোরে থাকা আমার,—
সে যে অগ্রে পলাতক হয় ॥ ১১১

* * *

আলিয়া-মিশ্র—একতালা।

আমি রূপ, রই কি রূপ, করি ভূপ! কি রঙ্গ।
রূপ থাকে কার কাছে, যৌবন যখন গেছে,—
ত্যজে যুবতীর অঙ্গ।
য'দিন যৌবন বুকে রেখেছিল ধনী,
ছিল দেখেছি গৌরাঙ্গ অঙ্গ-খানি,
ছেড়ে রঙ্গ ভঙ্গ, যে পথে গৌরাঙ্গ,
রূপ সনাতন লয় তার সঙ্গ ॥ (জ)

* * *

খাম্বাজ—পোস্তা।

বল রূপ, থাকৃবে কিরূপ,
রূপ থাকে কি যৌবন গেলে?
কখন, সরোবরে, হংস চরে,
আর কি চরে, জল শুকালে ॥
যুবতীর গৌরাঙ্গ, ছিল যৌবনের কালে।
গৌরাঙ্গ যান যে পথে,
তাঁর রূপ সনাতন সঙ্গে চলে ॥ (ঝ)

* * *

যৌবনের নামে পরোয়ানা।

এইরূপ কথাতে রূপ, ভূপের কাছে কয়।
যৌবন উপরে পরে পরোয়ানা হয় ॥ ১১২
হুকুম-পত্র, প্রাপ্তমাত্র, চল্‌লো অনুচরে।
দেবরসিকে, উর্ব্বশীকে, আগে গিয়া ধরে ॥ ১১৩
কয় উর্ব্বশী, ও চাপরাশি! হেথা যৌবন নাই।
হুকুমনামা, তিলোত্তমা,—
কাছে ল'য়ে যাও ভাই! ॥ ১১৪
শুনে চর, তার গোচর, যৌবন ধর্‌তে যায়!
চরকে ধরি, বিদ্যাধরী বলে হায় হায়! ॥ ১১৫
ছিল্ ধন, তা এখন আর কি আমার আছে?
ধর গে তায়, কলকাতায়, বকনা প্যারীর কাছে
সুলুক পেয়ে,চল্‌লো ধেয়ে, বকনা প্যারী যথা।
বকনা বলে, কেফ্‌না করে,
দেখ্'না যৌবন কোথা? ॥ ১১৭

তখন চাপরাশী, ঘর-তলাসি, ক'রে পরদা খুলে।
দেখে,—নাই সে রাগে, অধোভাগে,
অধর পড়েছে ঝুলে ॥ ১১৮
লজ্জা পেয়ে, চল্‌লো ধেয়ে, দামড়া গুপীরবাড়ী
দামড়া বলে, কোথায় এলে, কর্‌তে হুকুমজারী
সে যৌবন, চৌদ্দ সন, হারা হয়েছি আমি।
এখন তাকে রেখেছে বুকে, বর্দ্ধমানের রামী।
ঘোর সন্ধানে, বর্দ্ধমানে ধেয়ে যায় চাপরাশী।
দেখে রামী, গরবামী,—ঘরে রয়েছে বসি ॥ ১২১
দেখে দূত, যৌবনের ভেঙ্গে গিয়েছে মাথা।
হারিয়ে রতন, মলিন-বদন নীরস ব্যাকুলতা॥
সকল মাল, গোলমাল, শাল রুমাল আছে।
গিয়েছে কদর, অরুণ অধর, পয়মাল হয়েছে॥
কিছু নাই সার, কেবল পশার,—
পাতিয়ে নাগর রাখা।
মেখে মাখন, চিকণ-চাকন ঢাকন দিয়ে থাকা॥

* * *

আদালতে যৌবনের এজেহার।

না পেয়ে টের, যৌবনের, চিন্তিত চাপরাশী।
অমনি কলিকাতার গোয়েন্দায় জনেক
বল্‌ছে আসি ॥ ১২৫
রূপকে যথায়, ধরেছে তথায়, যৌবনের থানা।
শুনে যায় চর, হয়ে তৎপর, হস্তে পরোয়ানা॥
গিয়ে রূপের ঘরে, করে করে, বাঁধিয়ে যৌবনে
যথা বিরাজ, ঋতুরাজ, আনে বিদ্যমানে ॥ ১২৭
বলে যৌবন, শুন হে রাজন্!
তুমিত সুজন ভূপ।
নারীর হৃদয়ে, দগ্ধ হ'য়ে আমি থাকি কিরূপ?
হ'লে সন্তান, তার কাছে মান,
যৌবনের কি রয়?
অধিকার আমার, কামিনী-কুমার,
জোর ক'রে সে লয় ॥ ১২৯
এলায়ে বসন, করেছে শাসন,
আমাকে তাড়া দিয়ে।
হ'য়ে বলবান্ করে পয়ঃ পান,
পয়োধর ধরিয়ে ॥ ১৩০

* * *

কাংড়া—আড়া।

ারে, ধনীর কুমারে, স্থান দিলে না
হৃদয়-পরে।
ন,—যৌবন! তুই বেটা কি
পিণ্ডং-দত্বা ধনং হরে॥
মি যত করি মানা,
ধরে কে তায় কর্‌বে মানা!
র শিশু তো আমায় ধরে না,—
হ'য়ে অধর দিয়ে,
আপনি পয়োধরে ধরে॥ (ঐ)

*   *   *

প্রেমমণির প্রেম মিলন।

রে দোষ দিয়ে শিশুর,
যৌবন তো বে-কসুর!
টকীগে-কৈরাদি প্রতি কয়।
ালক বালক উপরে,
নালিস বন্দ হ'লে পরে,
আইনে তজবীজ গ্রাহ্য নয়॥ ১৩১
ন বসন্ত-ভূপ, শিশুর তলপ মহকুপ,
ডিস্‌মিস্ হইল মোকদ্দমা।
নেচে উঠিল রুখে,
প্রেমমণি যায় অধোমুখে,
মনোদুঃখে হ'য়ে মৃত্যুসমা॥ ১৩২
য় কলঙ্ক ডালি, ভুলে দিলেন বনমালী,
ান-টা হলো খালি,
মুখে উঠে মার্গের কালি,
প্রেমচাঁদের সাহস-আলি,
বেড়ে উঠ্‌লো নাগরালি,
পিরীত দিচ্ছে গালাগালি,
বিচ্ছেদ দিচ্ছে হাত-তালি,
রূপ বল্‌ছে,—মরুক শালী,
যৌবন বলে,—পোড়াকপালী,
আবার আমাকে চান।
হেঁলো বেটী! একি বেজায়,
দোয়া দুদ কি বাঁটে যায়?
ছড়ে কি গঙ্গা ফিরে বাউড়ে যান?১৩৩

তখন প্রেমমণি ধর্ম্ম-ঘরে,
আদালতে আপীল করে,
আপীলে ফিরিল মোকদ্দমা।
পিরীত প্রেমচাঁদ যৌবনাদি,
শরণাগত সকল বাদী,
তাইতে ধনী দিল রাজিনামা॥ ১৩৪
ভেটিয়েছিল যৌবন, পুনরায় ধরে উজোন,
বসিল গিয়ে প্রেমমণির বক্ষে।
রূপ গিয়ে গায়ে মিশান, পিরীত ত্বরিত যান,
প্রেমচাঁদ সদয় নারীর পক্ষে॥ ১৩৫
পূর্ব্বের অপূর্ব্ব ভাব, বরং কিছু প্রাদুর্ভাব,
হলো পিরীত—বিচ্ছেদের পরে।
প্রেমমণি পাইয়ে জয়, সহচরী প্রতি কয়,—
মগ্ন হ'য়ে আনন্দসাগরে॥ ১৩৬

*   *   *

খট্‌—পোস্তা।

তেমনি সুখ সজনি লো!
বিচ্ছেদের পর পিরীতখানি।
অনাবৃষ্টি পরে মেঘ দেখে যেমন চাতকিনী॥
যদ্যপি পড়ে খুলে, অঞ্চলের মাণিক জলে,
আবার তাই যদি কেউ করে তুলে দেয়লোধনি
পেয়ে প্রাণ বিচ্ছেদশরে, চৌদ্দ বৎসরের পরে,
হয় যেমন রামকে হেরে, অযোধ্যা-বাসীর
পরাণী॥ (ট)

*   *   *

প্রেমমণি ও প্রেমচাঁদ সমাপ্ত।

নলিনী-ভ্রমর।

(১)

নলিনী-নাগর ভ্রমরের তীর্থযাত্রা।

দ্বন্দ্ব করি মধুকর করে তীর্থ-যাত্রা।
কুমুদী আমোদ করি নলিনীকে কয় বার্ত্তা॥ ১
বলে, প্রেম করি তোর সুখের দশা,
দেখ্‌তে পাইনে জন্ম!

নিভিয়া অপকীর্ত্তি, তোদের বুদ্ধি-বাহিরে কর্ম্ম॥
আমরা ত প্রেম ক'রে থাকি
এমন নয় যে, সতী।
এম্‌নি ধারা করেছি বশ,
তার, তফাত নাই এক রতি॥ ৩
আমি মান কর্‌লে আমার বঁধুর কাছে,
সে আঁধার দেখে সৃষ্টি।
আমি নয়ন ফিরালে, তার নয়নে বহে বৃষ্টি॥ ৪
আমাকে সে ভালবাসে,
যেমন ছেলেয় ভালবাসে মিষ্টি।
আমাকে সে মান্য করে,
যেমন পোয়াতিরা মানে ষষ্ঠী॥ ৫
আমি হয়েছি পাকা সোণা, সে হয়েছে কষ্টি।
সে হয়েছে জন্ম-অন্ধ, আমি হয়েছি তার যষ্টি॥৬
আটপর কাল আমার কাছে দিয়ে থাকে তুষ্টি।
সাধ্য কি যে, আমা বই তার অন্য-পানে দৃষ্টি॥৭
তার আর আমার একলগ্নেতে কোষ্ঠী।
আগে তার আমি, তা বই তার ইষ্টি॥ ৮
যদি বল তোমার এমন পিরীত কিসে হ'ল?
পিরীতের বিচ্ছেদ ব্যাধি আছে চিরকাল॥ ৯
সব রাত্রিভোর তাকে পাব না বুঝেছি।
তাই বুঝে সে বিচ্ছেদকে নষ্ট করিয়াছি॥ ১০
পশ্চিমে ভানু উদয় হয় যদি কোন কালে।
সাত সাগর শুকায় যদি
আমার বঁধুর সঙ্গে মন কি টলে?॥ ১০

* * *

অযোগ্যের সহিত প্রেম।

কমলিনী বলে সখি! যে দুখে প্রাণ জ্বলে।
অধম সঙ্গে থাকিতে হৈলে অধর্ম্মের ফল ফলে
আমি চণ্ডালেরে করেছিলাম চণ্ডী-পূজায় ভক্তি
রামছাগলকে দিয়াছিলাম রামশাল চালের
পথ্যি॥ ১৩
মুচিকে ক'রে পুরোহিত করেছি সাবিত্রীর ব্রত
ঠাকুরের জিনিষ ঠাকুরকে না দিয়ে,
কুকুরকে দিয়েছে ঘৃত॥ ১৪
গজমুক্তা গেঁথে দিলাম বনের পশুর গলে।
বোবাকে বল্‌লাম হরি বল, সে কেমন ক'রে
বা বলে?॥ ১৫
জানি বেটা জন্ম-ভেড়া,
দিলে কিছু শিক্ষা পড়া
লাগে যদি কাজে!
তাও কখন লাগে কাজে,
দশুড়ের হাতে কি তবলা বাজে?
রামশিঙ্গে যে বাজায়, তার হাতে কি বাঁশী
সাজে?॥ ১৬

* * *

পদ্মিনী আর ভ্রমরের কিরূপ তফাৎ।

যেমন শুকসারী আর শালিকে,
চাকরে আর মালিকে,
ডোঙ্গা আর শুলুকে,একখানি গাঁ আর মুলুকে,
পাতালে আর গোলোকে,
টেম্‌টেমী আর ঢোলকে,
সালিম আর শালুকে, শাঁকে আর শামুকে,
আফিঙ্গ অর তামুকে॥
মালজমী আর খামারে, কলু আর কামারে,
শেয়াকুল আর জামীরে, দরিদ্র আর আমীরে,
ব্যাঙ্গে আর কুমীরে, গণ্ডারে আর শূকরে,
চণ্ডালে আর ঠাকুরে, আখগড়ে আর পুকুরে,
সিংহ আর কুকুরে, কমললোচন আর দর্দ্দুরে,
বলবান্ আর আতুরে, বোকা আর চতুরে,
দেওয়ান আর মেথরে,
রাজ-বৈদ্য আর হাতুড়ে।
ধন্বন্তরি আর ভুতুড়ে, সক্ষম আর ভাতুড়ে,
ময়ূর আর বাদুড়ে, ভ্রমরে আর গাঙুড়ে,*
আমন আর ভাতুরে॥ ১৭

* * *

ভ্রমরের নজর বড় ছোট।

শুন দিদি কুমুদি গো! যে দুঃখেতে জলি।
কিছু, 'খ'কার ঘটিত খেদের কথা,
খেদ মিটায়ে বলি॥ ১৮

* গাঙুড়ে—আরশোলা বা দুর্গন্ধময় তেলাপোকা

যে জন, খড় পেতে খেজুরের চেটায়
ঘুমিয়ে কাল কাটে।
তাকে খাটপালঙ্ক খাসা মশারী,
খাটিয়ে দিলে কি খাটে? ॥ ১৯
তাকে খেজুর গুড়ে ক্ষীর মিশায়ে,
খেতে দিয়াছিলাম কালি।
সে বলে, আমি পাই যদি খাই
খালি খেসারির ডালি ॥ ২০
ক্ষুদ্র লোকের ক্ষুদ্র নজর খুব জেনেছি দিদি!
খুদের জাউ খেয়ে বলে, খুব খাওয়ালি খুদি॥
খাসা গোল্লা খাগড়াই মুড়কি খাবে,—
তার বাড়া কি আছে?
বলে, খালি যেমন খাঁড়গুড়—খেতে সুখ,
তার বাড়া কি আছে? ২২
খড়খড়িতে চ'ড়ে বলে খোকশো যাওয়াই ভাল
ভাইতে, খেঙ্গরা মেরে খেদিয়ে—বেটাকে
যেন নিরস্তি হ'স ॥ ২৩
গুড় বেটাকে খাতির ক'রে,
খাতিরজমায় ছিলাম ভুলে।
খিরকিচ করেছে বেটা খিড়কির দুয়ার খুলে ॥
খাতক বলি খত নিয়ে খালি করেছি লেঠা।
খুট মিলাতে পারে না এমনি,
খুট-আঁখুরে বেটা ॥ ২৫
বেটা, আমারি প্রজা আমারি পাতক,
বেটা এমনি মহাপাতক,
ঘুচাব জারি ক'রে ডিক্রীজারী!
দিতে পারি আচ্ছা সুখ,
দেখিয়ে প্রেমের তমঃসুক,
যদি কাজির কাছারিতে,
একবার হাজির করতে পারি ॥ ২৬

* * *

ভ্রমর বড় শঠ।

এই মত উন্মভাবে কুমুদীরে বলে।
পুনর্ব্বার কহে কিছু অভিমানছলে ॥ ২৭]
শুন দিদি কুমুদি গো! যে দুখে বুক ফাটে।
আমি, কি কুক্ষণে এসেছিলাম পিরীতের হাটে
বেটা এল মাহেন্দ্রযোগে, আমি এলাম মঘায়।
অল্প দুঃখে কি আমি কাঁদি?
বেটা রাং দিয়ে—নিয়েছে চাঁদি,
ফেলে ভারি ভোগায় ॥ ২৯
পরেশ পাথর নিয়ে, সখি!
বেটা দিলে এক চকমকি,
সকলি যে আগুন-পোরা।
আমি মুক্ত দিয়ে শুক্ত নিয়েছি,
ঘোড়া দিয়ে ভেড়া ॥ ৩০
আঠার পর্ব্ব ভারত বেচে,
কিন্‌লাম বকেয়া পাঁজি।
কালকূট বেটাকে দুগ্ধ দিয়ে,
কিনে লয়েছি কাঁজি ॥ ৩১
আমার ঘটেছিল কি দুর্ম্মতি!
মতি দিয়ে নিয়েছি রতি,
ব্যাপার করেছি ভাল।
বালসার ঔষধ বদলে বেটা,
সাল্‌সা নিয়ে গেল ॥ ৩২

* * *

শঠের পিরীতে বড় জ্বালা।

সই রে! মন দিয়ে শঠে,
মজেছি পিরীতের হাটে,
না বুঝিয়ে আস্‌তে—হ'ল দণ্ড।
গরল ভুকেছি,—তারে সঁপিয়ে সুধা ভাণ্ড ॥৩৩
মরমের যাতনা ভারি, সরমে কহিতে নারি,
গণ্ডমূর্খ করেছি গলগণ্ড।
যেমন চণ্ডালে—ব্রাহ্মণে মারে,
দ্বিজ প্রকাশিতে নারে,
সেই দশা মোর হয়েছে প্রচণ্ড ॥ ৩৪

* * *

শিমুল ফুলের আত্মদুঃখ বর্ণন।

হেথায় মনের বিরাগে অলি,
তীর্থবাসে যায় চলি,
নানা ফুলের সঙ্গে দেখা বনে।
চলিল পদ্মিনীর স্বামী, যেন শুকদেব গোস্বামী,
ডাকিলে কথা ক'ন না কারু সনে ॥ ৩৫

এক দিন এক স্থলে, ভৃঙ্গে দেখি শিমুলে বলে,
ওহে ভৃঙ্গ! বিরহিণী আমি।
অলি! কিছু বলি দুঃখে,যদি আমায় কর রক্ষে,
ফুলের পক্ষে বল্লালসেন তুমি॥ ৩৬
পিতা মাতা শত্রু হ'য়ে,
বিশিষ্ট বর দেখে বিয়ে,—
না দিয়ে—ফেলেছে ঝিয়ে জলে।
কা'কে বলিব হায় হায়! কাকে ঠুকরে মধু খায়,
মনস্তাপে সদা অঙ্গ জলে॥ ৩৭
বলব কারে শুন্‌বে কেটা,
অভিমানে গা শিউরে কাঁটা,
কম্পজ্বরে একজ্বরী হ'ল।
সুজন বিনা সুধাখণ্ড, মূলে হয়েছে লণ্ড ভণ্ড,
ভেবে ভেবে পেটে জন্মায় তুলো॥ ৩৮
ভূতের বেগার খেটে খেটে,
শেষ কালেতে মরি ফেটে!
মুখ দেখান ভার হয়েছে লাজে।
ভেবে ভেবে ওহে ভৃঙ্গ! অসার হয়েছে অঙ্গ,
পড়িয়ে রয়েছি বনের মাঝে॥ ৩৯

* * *

পিলু—যৎ।

আমায় যদি জেতে তু'লে,
যেতে পারিস ভমরা!
তবেই তোরে রসিক বলি,
নলিনীর মন-চোরা!॥
কারে দুখ বলব যাদু! প'ড়ে থাকি সুধু সুধু,
দাঁড়কাকে খায় ঠুক্‌রে মধু,
আতঙ্কেতে অঙ্গ জরা॥ (ক)

* * *

শিমুল ফুলের প্রতি ভৃঙ্গের ক্রোধ।

ভ্রমর বলে, সাম্‌লে কহিস, ওসব কথা সইনে।
শুন লো শালি! শোন শোন,
চুপ ক'রে থাকি চারি সন,
তবু, অরসিকের সঙ্গে কথা কইনে॥ ৪০
অমন কথা—সাধ্য কি যে আমায় বলে অন্তে?
যেমন রাজপুত্র দেগে ক্ষিপ্ত কোটালের কস্তে!
তুই কি, ছেঁড়া চেটায় শুয়ে দেখিস লক্ষ
টাকার স্বপন?
যেমন, লক্ষ্মণকে বিবাহ করতে শূর্পণখার মন?
কি জানি কপালের কথা ঐটে বুঝি বাকী।
এখন, তোমার সঙ্গে পিরীত ক'রে পিরিলি
হ'য়ে থাকি॥ ৪৩
তখন, শিমুল বুঝিয়ে মূল, মলিন লজ্জায়!
অবজ্ঞা করিয়া অলি তীর্থবাসে যায়॥ ৪৪
পতঙ্গ,—আতঙ্গ ভয়ে বিরস-বয়ান;
নাহি পায় কোন তীর্থ-পথের সন্ধান॥ ৪৫
দৈবে, এক রাত্রে নৌকা যাচ্ছে গঙ্গা বেয়ে।
যাচ্ছে কাশী, দক্ষিণদেশী যত ছেনাল মেয়ে॥
কলুটোলার কৃপা কলুনী কাঞ্চনী আর কুমুদী।
খিদিরপুরের ক্ষেমা খানকী,খড়ম-পেয়ে খুদী॥
গোঁদলপাড়ার গোদা কমলী গেঁদা গোলবদনী
ঘুস্কীপাড়ার ঘুস্‌খাকী ঘোষাণ-ঘোল-বেচুনী॥
উদমরাঁড়ি উজ্জ্বলী, উষা খান্‌কীর বাঁদী।
চোরবাগানের চাঁপার বেটী,
চোপরা-কাটা চাঁদী॥ ৪৯
ছোলা-দাঁতী ছুকরি ছেনাল,
ছন্ন ছুতরের বেটী!
যোড়াসাঁকোর জয় যুগিনী, যমুনা
রাঁড়ীর জেটী॥ ৫০
ঝড়ুর নাত্‌নী,
ঝোড়-বোঁটেনী ঝাড়ুওয়ালীর ঝি।
ইন্দুর নাতনী ইচ্ছামণি, ইতর বলব কি? ৫১
টেপুশালী টোপ্‌নাগালী টেরি বসে টেরে।
ঠাকুরোর বেটী, নামটী ঠেঁটী,
ঠন্‌ঠনের বাজারে॥ ৫২
ডুমুরদয়ের ডাকসাইটে ডউরে রাঁড়া ডুস্নী।
ঢাকাপটীর ঢাক-বাজানি ঢাকাই বাবুর ঢেমী॥
আম্দুলবেড়ের আন্দি রাঁড়ি,
আহীরিটোলার হীরা।
তুলোপটীর তেনা তাঁতিনী,
তুলসী বাগানের তারা॥ ৫৪
থানা মাজুল থোকপতুনি থুকত থাক বাম্নী।
দুলোর বেটী প্রেমদুলালি,
দুলোল ঘোষের ডেমী॥ ৫৫

ধর্ম্মতলার ধানী ধোপানী ধীরেমণি দাস্তিনী।
নাথের বাগানের নবি নাপ্তিনী,
নকুড়ে নটীর নাতিনী ॥ ৫৬
প্রেমানন্দে যায় তীর্থে প্রেমার বেটী পদী।
তরণী-ভরা তরুণী ল'য়ে বেয়ে যায় নদী ॥ ৫৭
মধুকর মধুগন্ধ মধ্যে প্রবেশিল।
বাঁশের কোটর মধ্যে মাতলে বসিল ॥ ৫৮

* * *

ভ্রমরের নৌকায় পদ্মিনী।

ইতিমধ্যে সেই নৌকায় পদ্ম পদ্ম বলে।
শুনে অমনি ভ্রমরের অঙ্গ গেল জ্বলে ॥ ৫৯
বলে, পদি বেটি!
তুই বুঝি আমার সঙ্গে এলি!
পরমার্থের পথে তুই বড় বালাই হ'লি ॥ ৬০
ভ্রমর বলে,আমায় বিধি ফেল্‌লে কি বিপত্তে?
আমি, ভেবেছিলাম জ্ঞানকৃত পাপ
খণ্ডাইব তীর্থে ॥ ৬১
চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী—তোমরা আছ মর্ত্ত্যে।
আমার পাকা ধুঁটী কাঁচায় বেটী
কিসের নিমিত্তে? ৬২
আমি হরি-পদে মন সমর্পণ করেছি এক চিত্তে
সব নষ্ট, হয় কষ্ট পদীর দৌরাত্ম্যে ॥ ৬৩

* * *

ভ্রমর বলে,—পদি! তুই আমার
কেমন বালাই?—
যেমন, নিশি হৈলে ঘোর, বালাই চোর।
ভূতের বালাই রাম, যোগীর বালাই কাম ॥
মুহুরির বালাই ধোঁকা, পথের বালাই টাকা ॥
পিঁপড়ার বালাই পাখা ॥
পতির বালাই দুষ্টা নারী,
সতীর বালাই সজ্জা।
তস্করের বালাই গরুড়,
ভিক্ষুকের বালাই লজ্জা ॥
ভেকের বালাই সর্প যেমন,
কাকের বালাই ঝড়ি।
বংশের বালাই কুপুত্র, কংসের বালাই হরি ॥
যোদ্ধার বালাই ডর, সকলের বালাই পর।
মদনের বালাই হর, ইংরেজের বালাই জ্বর ॥
জ্বরের বালাই বৈদ্য,
যেমন ঘরের বালাই উই।
আমার, পরমার্থের বালাই তেম্‌নি,
পদি! হয়েছিস্ তুই ॥ ৬৪

* * *

সুরট-খাম্বাজ—কাওয়ালী।
উপায় করিব কি,—বল মা গঙ্গে!
আপদ ছুটিল কই, ঘুটিল সঙ্গে সঙ্গে ॥
ঐ বেটী গায়ে পড়ে, বসেছে নায়ে চড়ে,
ছি ছি পদীর মতন ছেনাল,
নাইকো রাড়ে বঙ্গে ॥ (খ)

* * *

ভ্রমরকর্ত্তৃক গয়ায় পিণ্ডদান।

ল'য়ে যত নারী, নৌকার কাণ্ডারী,—
সুরধুনী বাহি যায়।
গয়ার নিকটে, রাখি নৌকা ঘাটে,—
উঠে যাত্রী হেঁটে যায় ॥ ৬৫
গেল ভদন্তর, যথা গদাধর,
পাদপদ্মে পিণ্ড দিতে।
পাদপদ্ম রবে, ভৃঙ্গ মনে ভাবে,
পদ্ম কি মান্য জগতে! ৬৬
যার মর্ম্ম ছাড়ি, হলাম ব্রহ্মচারী,
তারি কথা ত্রিভুবনে?
যাহক্ মেনে হদ, এ কেমন পদ্ম,
বারেক দেখি নয়নে ॥ ৬৭

* * *

হরিপাদপদ্ম দরশনে ভ্রমরের জ্ঞানলাভ।

যেমন পাপ ঘুচিলে, পৃথিবী পবিত্র বলি শাস্ত্রমত
দুর্জ্জন ঘুচিলে দেশ পবিত্র, দস্যু ঘুচিলে পথ ॥
রাহু ঘুচিলে চাঁদ পবিত্র, আলো করে ভুবন।
জঙ্গল ঘুচিলে স্থান পবিত্র, সন্দেহ ঘুচিলে মন
ঋণ ঘুচিলে গৃহী পবিত্র, শাস্ত্র-মত বলি।
তেম্‌নি ভ্রম ঘুচায়ে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়
অমনি অলি ॥ ৬৯

খাম্বাজ—পোস্তা।

পদ্মিনীর পদ্মবনে বদ্ধ হ'য়ে আর কে রবে!
হরিপাদপদ্ম মধু পান করি,—
এ প্রাণ জুড়াবে॥
কাজ কি আমার মধুর মায়া,
ক'রে যাই মধু-গয়া,
বিপত্তে মধুসূদন, পদছায়া আমায় দিবে॥ (গা)

* * *

প্রয়াগ তীর্থে ভ্রমর।

গয়া-মধ্যে মধুগয়া ক'রে ভৃঙ্গ পরে।
কাশী গিয়া কাশীনাথ দরশন করে॥ ৭০
প্রয়াগেতে গিয়ে ভ্রমর মুড়াইল মাথা।
নাপিতের সঙ্গে ভ্রমরের বিবাদ লাগিল তথা॥
নাপিত অমনি তাহার তথ্য বুঝিতে না পারি।
চুল ব'লে হুল কেটে তার দিল তাড়াতাড়ি॥৭২
তখন, কাটিল হুল উঠিল জ্বলি,
মাথে হস্ত দিয়ে অলি,
তাপিত হ'য়ে নাপিত প্রতি বলিছে।
ওরে বেটা চালশে-ধরা!
ক্ষেউরি কি তোর অমনি ধারা।
কোথা কামালি! উহু মরি জ্বলিছে॥ ৭৩
ওরে ভাই রে! কি উৎপাত!
বেটার খুরে দণ্ডবত,
যুৎ ক'রে কামাব বেটা বললি।
করলি আমায় হুল-কাটা,
জাতি ঘুচায়ে দিলি বেটা!
ধর্ম্ম কর্ম্ম জন্মের মত সারলি। ৭৪
ওরে নাপিত বেটা! কোথা যাবি?
লাগিবে তোকে হুলের দাবি,
দায়মালে পাঠাব তোকে দেখবি।
কি গুণে তুই ধরিস ভাঁড়ি,
চিন্তে নারিস্ মাথা কি দাড়ি,
ঠেঁটা বেটা! ঠেকিস্নে আজ ঠেকবি॥৭৫
কেন করিলাম তীর্থবাস,
হৈল আমার সর্ব্বনাশ!
নাপতে বেটা মারলে আমাকে ভাই রে।
মিছে ঘুরবো হরির পিছে,
ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলি মিছে,
কলিকালে দেখি দেবতা নাই রে॥ ৭৬
করে, চুরি ডাকাতি ছেনালি যারা,
কলিতে কেবল সুখী তারা,
ধর্ম্ম করিলে পড়তে হয় বিপত্তে!
ছিলাম পদ্মবনে হৃদ্দ সুখে,
ছাই দিয়ে আপনার মুখে,
কেন তীর্থে এসেছিলাম মরতে? ৭৭
শুনিলাম, যেখানে ধর্ম্ম সেখানে জয়,
খুব পেলাম তার পরিচয়,
কপালে দণ্ড, তাইতে দণ্ড ধরিলাম।
বলি, হরি দয়া করিবেন দাসে,
অপূর্ব্ব ধন পাবার আশে,
পূর্ব্ব ধনটা বিনষ্টতি করিলাম॥ ৭৮
তীর্থে আমার নাহিক মন,
হৃদে জাগিছে পদ্মবন,
পদ্মের পিরীত এত দিনে মোর ছুটিল।
কিসে হবে আর সে সব কর্ম্ম,
গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম,—
আমার ভাগ্যে দৈবে এখন ঘটিল॥ ৭৯

* * *

ভ্রমরের তিরস্কারে নাপিতের উত্তর।

নাপিত বলে সাম্‌লে কহিস্,
নবাব-জাদার বেটা নহিস্,
রূপের কিবা ভঙ্গী পরিপাটী!
মুখটি পুঁকটী সমান ভাব,কিসে করিব অনুভব,
হাত বুলায়ে চুল ব'লে হুল কাটি॥ ৮০
বেটার, কিবা বরণ, কিবা গঠন,
হাত নাই তার ছুটি চরণ,
হরের ডম্বুর মত মাঝখান তার সরু।
কত বাবু-ভেয়ের ছেলেকে কামাই,
লক্ষ টাকা করেছি কামাই,
চাল্‌শে-ধরা বলিস বেটা গোরু? ৮১
অঙ্গহীন হ'য়ে ভৃঙ্গ, তথা হৈতে দেয় ভঙ্গ,
রাগেতে প্রয়াগ-ধাম ছাড়ে।

ভাবিছে ভ্রমর কি হইবে,
এখন মুক্তিপথের যুক্তি কিবে,
লজ্জার কথা উক্তি করি কারে ? ৮২

* * *

ভ্রমর বলিতেছে, আমি দুয়ের বাহির
হইলাম,—এখন করিব কি ?
কোন্ পথে যাইব ?

মরাও নয়, জীয়ন্ত নয়, যেমন চিররোগী।
হিন্দুও নয়, যবন নয়, ছত্রিশ জেতে ঘাগী ॥৮৩
এঁটেলও নয় বেলেও নয়, দো-আঁসলা মাটি।
আমনও নয়, আউশও নয়,
কার্ত্তিক মাসের ঝাটী ॥ ৮৪
ধুতিও নয়, সাড়ীও নয়, বালা-আঁচলা বলে।
গৃহীও নয়, সন্ন্যাসী নয়,
যার নাই মাগ-ছেলে ॥ ৮৫
গ্রামও নয়, বনও নয় যেখানে ভদ্রলোক ছাড়া
পাকাও নয়, কাঁচাও নয় যেমন টেসেমারা ॥ ৮৬
কাঁসা নয়, পিত্তল নয়, যেমন ধারা ভরণ।
হিন্দু বটি, কি মুসলমান বটি,
আমার দেখচি মরণ ॥ ৮৭

ভাবিছে ভ্রমর এক যাই,
এখন কাশী যাই কি মক্কা যাই,
কি মজা ঘটালে বিধি হায় রে !
কাটা করলে বেটা নাই, *
হিন্দু বটি,—হিন্দুয়ানি নাই,
কোন্ মতে চলিব এ কি দায় রে ॥ ৮৮
এখন রাম ভজি কি রহিম ভজি,
দিশে পাইনে কিসে মজি,
নিশে কে করে শেষে আমার পক্ষে।
এখন ব্রত করি কি রোজা করি,
সন্ধ্যা করি কি নামাজ পড়ি,
করিতে চাই ত পরকালটা রক্ষে ॥ ৮৯
মহম্মেতে সহরে থাকি,
কি মাহেশ গিয়ে রথ দেখি ?
কোন্‌টা ন্যায় কোন্‌টা বা অন্যায় রে !

নবির নাম—কি বলিব হরি,
তুলসী ধরি কি তছবীর ধরি,
তজবিজ করিয়া কিবা দেয় রে ! ৯০
হক্ কথা কওয়ার ভারি জ্বালা,
কলা বলি কি বলি কেলা,
একি জ্বালা কা'কে হেলা করিব ?
দিদি বলি কি বলি নানী,
জল বলি কি বলি পানি,
কোরাণ মানি কি শাস্ত্র-মতটা ধরব ? ॥ ৯১
বিবেচনা কিছু যায় না করা,
গাড়ু কিনি কি বদনা ধরা,
থাল কিনি কি সানকিতেই খাই রে !
ভাজ বলি কি বলি দাদী,
বিয়ে বলি কি বলি সাদী,
ছালন বলি কি ব্যঞ্জন বলি চাই রে ॥ ? ৯২
হ'ল মরণ-কালে বিপদ ঘোর,
গঙ্গা নিই কি নিই গোর,
কার কাছে বা শরণ ল'য়ে থাকিব ?
যা করেন গোকুলের চাঁদ,
যা করেন পীর গোরাচাঁদ,
কিছু কিছু দুইয়ের মত রাখব ॥ ৯৩ ;

* * *

খাম্বাজ—পোস্তা।]

ভজ মন ! নন্দলালা, খোদায় তালা,
দিন তো গেছে।
কর পান গঙ্গা-পানী, বল পানী, শূলপাণি,—
আর এমাম হোসেন,—
মৎ কিজে রামরহিমকো ভিন,
মন আমার ভেব না মিছে॥
চল, মক্কা কাশী, মন উদাসি।
দোনো বিনে তরবো ক্যায়সে ॥ (খ),

* * *

নলিনী-ভ্রমর—(১) সমাপ্ত।

---

* নাই—নাপিত।

নলিনী-ভ্রমর।

(২)

নাগর ভৃঙ্গের অদর্শনে কমলিনীর বিরহ।

দিন দুই তিন কমলিনী না হেরিয়ে ভৃঙ্গে।
কুমুদিনী কন ভাসি নয়ন-তরঙ্গে॥ ১
'এই আসি প্রেয়সী' ব'লে ক'রে চাতুরী রঙ্গে।
বুঝি মজেছে পাতকী বেটা কেতকীর সঙ্গে॥
হায় বিধি! আমারে কেন মিলালি কুসঙ্গে।
এ মিলন হয়েছে যেন পতঙ্গে মাতঙ্গে॥৩
ধরাতে না পেয়ে পতি ধরেছি পতঙ্গে।
গঙ্গা তীরের মেয়ে হয়ে পড়েছি অগঙ্গে॥ ৪
সর্ব্বদা আমারে ব্যঙ্গ করে অঙ্গে-বঙ্গে।
অপমান অঙ্গীকার করিব কত অঙ্গে? ৫
অপাঙ্গের বারি সদা নিবারি অপাঙ্গে।
সোণার অঙ্গ দিলাম আমি, এমন পাপাঙ্গে॥ ৬
দহিছে মন,—সদা যেন দংশিছে ভুজঙ্গে।
প্রকাশিলে ব্যঙ্গ করি, হাসে লো বৈরঙ্গে॥ ৭
এমন পাপিষ্ঠ বেটা সত্যবন্ধী লঙ্ঘে।
এ জ্বালা এড়াই দিদি! যদি লন গঙ্গে। ৮
অরসিক কি বশে থাকে রসের প্রসঙ্গে?
রসনায় নাই রস-বোধ,—ভয় কি রসভঙ্গে? ৯

* * *

মূলতান—কাওয়ালী।

মন দিয়ে অরসিকে মরি!
মরি মরি মনাগুনে গুমরি—
যায় বুঝি যায় গো!
ভেবে ভেবে তার গুণ ভেবে,—
বিরলে কাঁদি গুন্ গুন্ রবে সহচরি॥
অবলারে ক'রে ধাপ্পা, সই।
মজালে মজিব ব'লে সে মজিল কে?
সে আমায়, যে কাঁদায়,—
প্রেমদায়—একি দায়!
তথাপি তাহারে কেন মন চায়, কি করি? (ক)

কমলিনীর ক্রোধ ও ভৃঙ্গকে ভৎর্সনা।

কিছু দিন বই সরোজীর,—
নিকটে হলো হাজির,
ভ্রমর—ভ্রমিয়া নানা বনে।
নলিনী রাগে গর গর, গর্জ্জে যেন অজগর,
কহিছে চাহিয়ে কোপ-নয়নে॥ ১০
ওরে বেটা ভ্রমরা! ক'রে বেঁড়ে চোমরা,
মান বাড়ালাম—তার ফল দিলি।
ক'রে শক্র হাসাহাসি, বাসা ক'রে মাসামাসি,
বেটা! তোর মাসীর কাছে ছিলি! ১১
যদি শুনতে পাই স্থলপদ্ম,
তোয় দিবে কি স্থল,—পদ্ম?
পাদপদ্মে পড়ে যদি থাকিস্।
যদি অশোকের সঙ্গে শুনি আসোক্, *
আমি কি তোর করিব রে শোক!
প্রাণের নাশক হব,—বেটা দেখিস॥ ১২
যদি শুনি মজেছ বকে,
যেন ক্ষুদ্র মীন খায় বকে,
তেমতি হানিয়া প্রাণে মারিব।
যদি শুনি বেলফুলের কথা,
বেল-ভাঙ্গার ন্যায় ভাঙ্গব মাথা,
বেলমোক্তা মোক্তা মারা সারিব॥ ১৩
যদি শুনি নাম অতসীর, এখনি করিব হত-শির,
সে মাসীর আর করোনা ভরসা।
যদি শুনি টগরের নাগর,
নগরের মাঝে বাজায়ে ডগর,
গোর দিয়া গৌরব কর্‌ব ফরসা॥ ১৪
শুনতে পাই যদি যাতি,
বজায় রবে কি বজ্জাতি?
যূথীর কথা শুনলে, শু'নে একুশ জুতি ঝাড়িব
যদি জবার কথা কেহ কয়,
য'বার আমার ইচ্ছা হয়,—
ত'বার মুণ্ডেতে নাথি মারিব॥ ১৫
যদি গিয়ে থাক কাঞ্চনে,বাকী রবে কি লাঞ্ছনে,
গোলাপের সঙ্গে আলাপ শুন্‌লে
প্রলাপ দেখাব ভারি।

* আসোক—ভালবাসা।

যদি নাগেশ্বরের নাগর শুনি,
যেমন নাগের মুখে যায় ভেকের প্রাণী,
নাগিলে বেটা! গিলে খেতে পারি ॥ ১৬
যদি, কদম্ব সঙ্গে শুনি লেঠা,
বেদম ক'রে রাখব বেটা!
আদরিণীর আদর ঘুচালি যেমন।
যদি খেয়ে থাক মধু রে, অসার ফুলে, সত্বরে,
দেখাব তোরে শমন ॥ ১৭
না বুঝিয়া কায়দা-কারণ,
মধু খাও গে অন্ত কানন,
কোথা রবে কর্‌লে কানুন জারী।
করতে পারি পয়মাল, দিতে পারি দায়মাল,
যে মাল করেছ তুমি চুরি ॥ ১৮
ছি! ছি! রাখা যায় কি দুঃখের কথা?
রাখাল হ'লো রাজজামাতা!
চন্দন দিয়েছে মেখে, চণ্ডালের অঙ্গে।
পরাণে কি সহ্য পায়!
কুড়ুনীর বেটার উড়ুনী গায়!
ভাঁড়ানীর বেটার আড়ানী * যায় সঙ্গে! ১৯
এখন দুঃখে জ্বলে গাত্র, পাত্র বুঝি মধুর পাত্র,
দিলে পর কি এমন ধারা ডুবি রে?
হ'লো, খুব ক্ষেতি মোর খেলা খেলে,
গোলমাল করিয়ে মেলে,—
বন্দরঙ্গের গোলাম বিবিরে ॥ ২০

* * *

তো হ'তে আমার অপমান কেমন?—
যেমন, রাখাল বসে বাদসার পাটে।
যজ্ঞের ঘৃত কুকুরে চাটে।
দক্ষের মুণ্ড ভূতে কাটে।
লঙ্কা পোড়ায় মরকটে।
পাকা আম্র কাকীর পেটে,
মুক্তার মালা বানরে কাটে।
হাতির আমদানী মতির হাটে।
আদার আবাদ আফিনের মাঠে।
ভস্ম যেমন শিবের ললাটে।
কর্পাসের উপর ছাগলে হাঁটে ॥ ২১

* আড়ানী—বড় পাখা।

সুরট—কাওয়ালী।

হায় রে! ঘটালে বিধি কি রঙ্গ।
ধিক্ ধিক্ রে যৌবনে প্রাণে ধিক্ ধিক্ ধিক্
ধিক্ ধিক্—
ধিক্ ধিক্ ধিক্ লোকে করে ব্যঙ্গ,
হ'লো রসভঙ্গ;
ভাতার পতঙ্গ কালো কুজ ভৃঙ্গ ॥
বাছার কিবে রূপের ছটা,
বরণ কালো চরণ ছটা;
কি সুঠাম!—রাম রাম!
পাকা জাম, জিনি সুরঙ্গ;—
অগণ্য নির্গুণে,—
কেবল গুণের মধ্যে গুন গুন গুন গুন!
আমায় মজালে রে কি গুণে বেটা ঢঙ্গ ॥
নীচ-সহবাসে ভালো কেহ তো না বাসে,
কি বাসে প্রবাসে রে হাসে তত বৈরঙ্গ;—
তাপের প্রতাপে কাঁপে সদা অঙ্গ;—
থর থর থর নিরন্তর নয়নের নীরে
বয় তরঙ্গ ॥ (খ)

* * *

নলিনীর ভর্ৎসনায় ভ্রমরের ক্রোধ।

নলিনীর কথায় ক্রোধে জ্বলে,
কোমর বেঁধে ভ্রমর বলে,
হেঁলো বেটি! এত কি অবিজ্ঞে!
যদি, হারায় হাজার টাকার তোড়া,
তবু সয় না মান-তোড়া,
করিব একখান, যা থাকে আজি ভাগ্যে ॥ ২২
যদি পিরীতে লোকে মজে বটে,
স্বভাব ছিল না রেখে উঠে,
বেজায় হলো,—যায় বুঝি প্রেম কেঁচে।
ক্রমে ক্রমে তোর দেখে কু-রীত,
পিরীতের আর নাই লো পিরীত,—
ভঙ্গ হলে—ভৃঙ্গ যায় বেঁচে ॥ ২৩
আমি এতই কি অক্ষম অলি,
অলীক ক'রে বলাবলি,—
আপনারি সর্ব্বদা জোর জারী।

জানে সবে আমার বাহাদুরী,—
বৃহৎ কাষ্ঠ বাহাদুরী,—
তাতে আমি বিঁধ করতে পারি ॥ ২৪
অবলার বলা বলে তাতিনে,
উড়িয়ে দিই গায়ে পাতিনে,
মান রেখে আপনি যাই হটে।
নৈলে, আমি কমা করি সে রীত,
কত বেটীর সঙ্গে পিরীত,
আদর পূর্ব্বকে যায় প'টে ॥ ২৫

* * *

আর আর ফুলের কাছে আমার কেমন
আদর, তা জানিস ?—
আর আর ফুলের কাছে,
আমার এমনি আদর আছে।
যেমন একজেতে পুরুতের আদর
যজমানের কাছে ॥
রোগী যেমন যত্ন করি, বৈদ্যের আদর রাখে।
চাকুরে ডাক্তারের আদর, যেমন
মেগের কাছে থাকে ॥
যষ্ঠীর আদর যেমন, পোয়াতীর নিকটে।
বক্কলের* আদর যেমন, ফরিয়াদীর কাছে ঘটে ॥
লোচ্চার কাছেতে যেমন, কুটনি আদর পায়।
গোঁসায়ের আদর যেমন, বৈরাগীর আখড়ায় ॥
মাতালের নিকটে যেমন, শুঁড়ির আদর ঘটে।
ভগবানের আদর যেমন, ভক্তের নিকটে ॥
গুণ-বোদ্ধার কাছে যেমন, গুণীর সমাদর।
চাষার নিকটে যেমন, বলদের আদর ॥
ঝাড়ঝির আদর যেমন, নারী-প্রসবের সময়।
পাঁঠা বিক্রীর আদর যেমন,
আশ্বিন মাসে হয় ॥ ২৬

* * *

নলিনীর মুখে ভ্রমরের নিন্দা।

নলিনী বলে, তোর আদর
কেন না করিবে ফুলে ?
মান্যমান্ কুলবান্ তুমি যে কুলীনের ছেলে ॥ ২৭
যার মুখটি কালো,—কালামুখো,
জগতে কয় তারে।
তোর সর্ব্বাঙ্গ কালো, লজ্জা
থাকবে কি প্রকারে ? ২৮
চারি-পেয়ে হ'লে পর, তার যেমন মান্য।
তুমি ছ'পেয়ে নাগর আমার,
তাদের দেড়া মান্য ॥ ২৯
দু-দলে থাকিলে পর ঠক বলে লোকে।
সে দফায় চূড়ান্ত তুমি, শতদলে থেকে ॥ ৩০

* * *

ভ্রমরকে পদ্মিনীর তিরস্কার।

কমলিনী কয় ভ্রমরে, কেন মিথ্যা ভ্রম রে !
ঘুচিল মনের ভ্রম রে, দূর হও রে দুরাচার !
আমার কাজ নাই এমন নাগরে,
গিয়ে অন্য ফুলে নাগ রে,
ঘরে রেখে নাগরে, নাগর-ভয় অনিবার ॥ ৩১
হব না তোর হিংসক,
যে ফুলে তোর হয় আসক,
যারে বেটা ! কিসের শোক ?
গেলে পাজির ছিন্নে।
আমার কাছে আর এস না,
কোনরূপে করব না,
তোর উদ্দেশ, মৌত খবর শুনলে ॥ ৩২
যাও কলকাতা কি শালকে, কিম্বা কোন মুলুকে,
আবার পূরে রাখিবে।
মরি লোকের গঞ্জনাতে, তোকে দিয়ে মধু রে।
ওরে বেটা ! তুই গেলে,
নলিনী সুখে থাকিবে ॥ ৩৩
আমি ডঙ্কা দিচ্ছি সহরে,
থাকিব না আর তোর সহ রে,
যাতনা দুঃসহ রে, সইতে না আর পারব।
তোর বাবা যদি মাথা কাটে,
তবু তোকে দখল দিব না কোটে,
দরখাস্ত দিয়ে কোটে, দাবীর দায়ে সারব ॥ ৩৪
সঁপিলে ভাণ্ডার সব লোটে,
কিছু রাখে না সব-লোটে,
কুমুদি দিদি ! কেহ লোটে, কি করেছি মরতে !

---

* বক্কলে—শপথপূর্ব্বক মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা।

এখন ভ্রমরা আমার সঙ্গে নাই,
রটলে কথা গঙ্গা নাই,
বেটাকে আর দিব না তাই,
পাতে ভোজন করতে॥ ৩৫

* * *

বসন্ত—তিওট।

ছি ছি! নাই তোর সঙ্গে প্রেম-প্রয়োজন।
মিছে আয়োজন,—
ওরে দুর্জ্জনের সঙ্গে আলাপ,
রাখে না সজ্জনে, দেয় বিসর্জ্জন॥
আমায়, বিধি কি বৈরঙ্গে ভঙ্গ,
করি, তোর সঙ্গে রসরঙ্গ,—
করে ব্যঙ্গ তায় অঙ্গে বঙ্গে,
তোর, অঙ্গে ক'রে অঙ্গ বিতরণ॥
আমি, নিরন্তর বাস করি জলে, যায় না জলে,
সদা ভাসিতেছে নয়ন,—
পোড়া বিষ-মাখা অঞ্জন॥ (গ)

* * *

পদ্মিনীর প্রতি ভ্রমরের তিরস্কার।

শুনে রেগে কয়, ভ্রমর,
হেঁলো বেটি!—ঐত গুমোর,
কিছু মান রাখ না মোর, এত গৌরব কার লো
আমি এখন হ'লাম অযোগ্য,
বাবা ব'লে দিয়ে অর্ঘ্য,
শালা ব'লে শেষে মার্গ,—
মধ্যে জল পোর লো॥ ৩৬
নিজে হয়েছি কর্ম্মনাশা,
তোমারো প্রায় প্রাচীন দশা,
দৈবেই আমাকে খুঁজে বাসা,
যেতে হলো তফাতে।
দশা তোমার দেখবে দশে,
কিসে আমাকে রাখবে বশে?
আটকা রই টাটকা রসে, ছুছু সে দফাতে॥ ৩৭
বিষয় থাকলেই জামাই বেহাই,
পরকে ডেকে খাওয়াই পরাই,
বিষয় গেলে বিষ লাগে সকলে।
বসেছ তুমি হারিয়ে বিষয়,
কিসে আর থাকিবে আশয়,
ভোমরা-পোষা আর কি লো সয়,
তোর এমন কালে? ৩৮

* * *

পদ্মিনীর আর মধুও নাই,—কাজেই, তার
মানও নাই,—সে কেমন?

বস্তু গেলে পূর্ব্বাপর আছে এমনি স্বভাব।
মহাজন দেউলে পড়িলে গদীয়ানে জবাব॥
মেয়ে মরিলে জামায়েরে মনে কেউ রাখে না!
দন্তের দফায় অস্ত হ'লে,
ভুজো-ভাজায় মন থাকে না॥
মাগ-মরা পুরুষের কোথা ঘরে থাকে আঁটুনি।
গুজার ঘাটে জল শুকালে, জবাব পান পাটুনি
চক্ষে চালশে ধরলে কেহ, আয়না ধরে চায়না।
আঁটকুড়ী মাগীরা কখন ষষ্ঠীতলায় যায় না॥
জমাজমি বিকিলে চাষার,বলদ পোষা মিছে।
মানী লোকের মান গেলে পর,
প্রাণের করে না পিছে॥
নাই রস-কস, কর্কশ বাক্য কেবল তোমার
কাছে।
কিসে, রাখবে ক'সে, পাপড়ি ব'সে,—
ফুলের শোভা গেছে॥ ৩৯

* * *

পাপড়ি সকল তোমার কি প্রকার শোভা
ছিল?—যেমন,—

কালীর শোভা করে অসি।
শিবের শোভে শিরে শশী॥
কৃষ্ণের শোভা চূড়া বাঁশী আর ময়ুর পাখা।
বৃক্ষের শোভা শাখা, পক্ষীর শোভা পাখা।
সন্ন্যাসীর শোভা ছাই মাখা॥
দালানের শোভা দেয়ালগিরি,
নারীর শোভা কুচগিরি।
গানের শোভা বটকরি॥
হাটের শোভা পসারি।
খাটের শোভা মশারি॥
বাগানের শোভা ফুল। মাথার শোভা চুল॥

কপালের শোভা তিলক।
নথের শোভা নোলক॥
পথের শোভা বারাশত।
গ্রামের শোভা ইমারত॥
দালান কোটা বাড়ী।
মোল্লার শোভা দাড়ী॥
গ্রন্থের শোভা টীপ্পনি।
বৈরাগীর শোভা কপ্নি॥
বিয়ের শোভা বাদ্যভাণ্ড হাউই চরকি বোম।
ভেড়ার শোভা লোম। রাজার শোভা ভোম॥
ভূমির শোভা ফসল। ঢেকির শোভা মুষল॥
বুহরির শোভা খোসনবিসী মিলন জুলন খুট।
পলটনের শোভা যেমন হাতী ঘোড়া উট।
বলদের দলের মধ্যে এঁড়ের শোভা ঝুঁট॥
সতীর শোভা নাথ, হাতীর শোভা দাঁত।
প্যায়দার শোভা পাগড়ী।
ভেকধারী নেড়াদের শোভা
হরে-বুলি আর ধুকুড়ি।
তেমনি তে পদ্মিনী ছিল তোমার
শোভা পাপ্‌ড়ি॥ ৪০
* * *

সুরট,—কাওয়ালী।

কি সুখে আর আস্‌বে অলি।
যে ভমর সে শুড়ে বালি॥
এখন তোর ফোঁপোল লয়ে ফোঁপল-দালালি।
এখন শ্রী-ভিন্ন হলে, অতি প্রাচীন কালে,
আছে কি চিহ্ন ফুলে,—রসহীন,—
সুদিন গিয়েছে,—
হ'য়েছে কুদিন,—করলে যতনে,
যতন ম্বত দিন লো!
কমলিনি! বুকে ছিল সুকোমল
সুখের কলি॥ (ঘ)
* * *

ভৃঙ্গের তিরস্কারে পদ্মিনীর অভিমান।

ভ্রমরের বাক্য-শরে, মুখে নাহি বাক্য সরে,
দুখে নলিনী আলাপে দিয়া ক্ষান্ত।
দে'খে, অপ্রধান অপমান, করেন দুরন্ত মান,
উঠিলো মান বিমান পর্য্যন্ত॥ ৪১
ঢেকে ঢেকে মকরন্দ, করেন প্রেমের দ্বার বন্ধ,
প্রতিজ্ঞা আর দেখব না ভ্রমরে।
ভাব দেখে ভ্রমরের সন্ধ,
হায়! কি করলাম ক'য়ে দ্বন্দ্ব,
বুক ভেঙ্গে যায় পিরীত-ভাঙ্গা ডরে॥ ৪২
কেঁদে ওঠে প্রাণ ক্রমে ক্রমে,
মন বাঁধা নলিনীর প্রেমে,
সাধে সাধে ভেঙ্গে সাধের বাসা।
কমুতে নারেন প্রস্থান, বসে বসে পস্তান,—
হায়! কেন বলেছি কটু ভাষা॥ ৪৩
কাতর হ'য়ে কন ভৃঙ্গ,ওহে প্রিয়ে! একি রঙ্গ!
পিরীতের কাজিয়ে রসের কুঠি।
তুমি হথে করিবে রিষ, অমৃতে উঠিবে বিষ,
না বুঝে করেছি আমি ত্রুটি॥ ৪৪
রসের কথায় কে যায় রাগে?
জামাইকে শাশুড়ে ব'লে,
কোন্ কালে হয়েছে লাটালাটি?
এমন কি জানে ভ্রমর, তপ্তজলে পুড়িবে ঘর,
তোমার সঙ্গে হবে চটাচটি॥ ৪৫
* * *

ভ্রমরের সহিত পদ্মিনীর কেমন মিলন?

তোমায় আমায় যে ভিন্নতা,
সেটা কেবল কথার কথা।
তুমি পর্ব্বত আমি লতা॥
আমি তোমার চরণের লাগি।
তুমি চণ্ডী আমি সিঙ্গি॥
তোমাতে আমাতে ছাড়া নাই।
তুমি সন্ন্যাসী, আমি ছাই॥
তুমি চাল,আমি খুঁটি।
তুমি বেদনা, আমি পটী।
তুমি রোগী, আমি পাটি॥
তুমি বাঁশ, আমি কোঁড়া।
তুমি দরগা, আমি ঘোড়া।
তুমি শিল, আমি নোড়া॥
তুমি জমি, আমি কৃষাণ।
তুমি ভাঁড়, আমি দশান॥
তুমি খোঁপা, আমি চাঁপা।
তুমি তাবিজ, আমি ঝাঁপা॥

তুমি মঠ, আমি ত্রিশূল।
তুমি উদুখল, আমি মুষল॥
তুমি আকাশ, আমি তারা।
তুমি আয়না, অমি পারা॥
তুমি মালা, আমি সুত।
তুমি শ্মশান, আমি ভূত॥
তুমি দড়ি, আমি ক্ষুর।
তুমি মসক, আমি গুড়॥
তুমি মড়া, আমি খাটুলি।
তুমি জন্তু, আমি এটুলি॥ ৪৬

* * *

অপারগ ভৃঙ্গের বৈরাগ্য।

অনেক রসের কথা বলি,প্রাণান্ত করিয়া অলি,
মানান্ত করিতে না পারিল।
মানিনী দেখি নলিনীরে, বসি নয়নের নীরে,
ভৃঙ্গ-অঙ্গ ভাসিতে লাগিল॥ ৪৭
করে, বিচ্ছেদ-জ্বরে ছটফট,মৃত্যু-লক্ষণ ঝটপট,
শরীরের ইন্দ্রিয় সব ছুটলো।
নারীকে দেখে মানে ব'সে,
যায় ভ্রমরার নাড়ী ব'সে
গঙ্গা-যাত্রার বিধি হয়ে উঠলো॥ ৪৮
রোগার সঙ্গে রাগারাগি,
কি ক'রে বাঁচেন রোগী,—
উঠিতে নাহি শক্তি—উপবাসে।
দুঃখের কথা বলতে যত,
পক্ষাঘাতের রোগীর মত,—
যান ভৃঙ্গ,—কুমুদিনী পাশে॥ ৪৯
কেঁদে কন বার বার, উঠলো সুখের কারবার!
বিপদ শুনেছি ঠাকুরঝি লো'!
করেছিলাম আচ্ছা হাত,হ'য়ে কমলিনীর নাথ!—
তাঁতখানা ভাই! পেতেছিলাম ভাল॥ ৫০
ক'রে অনেক আনাগোনা,
কাড়িয়ে সোহাগের টানা,
জড়িয়ে সুতো প্রেম-মানার মুখে লো!
বুকে পাতলাম ক'রে আদর,
বুনবো ব'লে সুখের চাদর,
বিধি বড় মেরেছ বাণ বুকে লো॥ ৫১

খাম্বাজ—খেমটা।

ওলো কুমুদিনি! হায় হায়!
ভ্রমরের প্রেমের তাঁত গেলো।
প্রেমের টানায়, সুতো মানায় না আর,—
টানায় কোঁচকা লাগিল লো॥
বল বা কা'কে মনে গণি,কত কল্লেম টানাটানি
কপাল গুণে দ্বিগুণ বেড়ে,—
ফের লেগে যায়,—আমার বড়
ফের হলো॥ (৬)

* * *

ভ্রমরে বলে, কুমুদি! দেখলাম আমি নয়ন মুদি
সকলি অসার, কেঁদে মরি আর কেন?
ঐহিকে উঠিলো সুখের পাই,
শেষটা রক্ষার চেষ্টা পাই,
ভ্রষ্টা বেটীদের চেষ্টা আর করেন॥ ৫২
পিরীতে হ'য়েছি দেকদারী,হব আমি ভেকধারী
তীর্থাশ্রমে করিব প্রস্থান।
বলিয়ে গৌর তন্ত্র, বাবাজী দিলেন মন্ত্র,
আদরে অধরামৃত খান॥ ৫৩
বাসনা,—বৃন্দাবনে বাস, পরণে পরি বহির্বাস,
বহির্ভূত বাস হৈতে অলি।
প্রেমের ভরে গদ গদ, শচীনন্দনের পদ,—
বন্দিয়া অনন্দে যান অলি॥ ৫৪
যদি কেহ সুধায়,—ভৃঙ্গ।
ওহে ভাই! একি রঙ্গ?
কি সুখে প্রেয়সী ত্যজ ভ্রম।
এ কারখানা কার ঘেঁষে,
কৌপীন কেন কটিদেশে?
বিনয় ক'রে ভ্রমর বলে শোন!॥ ৫৫
যাক্— ও সব কথায় কাজ নাই।
গৌর গৌর বল ভাই!
পর-কাল রাখার পথ নাই।
প্রেমদাতা মোর গুরুজীর,—
হুকুমে আছি হাজির,
পাজীর নজদিগে নাহি যাই॥ ৫৬
ছিলাম আমি অচৈতন্য,
এখন আমায় চৈতন্য,—
চৈতন্য দিয়েছেন কৃপা করি।

ছিল, নিত্য জ্বালা নলিনীর কাছে,
নিত্যানন্দ ঘুচায়েছে
যাব নিত্যধাম ব্রজপুরী ॥ ৫৭
মিছে পুত্র—মিছে ভার্য্যে,—
তারা, লাগে কোন্ কার্য্যে ?
মুদিলে নয়ন কি সাহায্যে থাকে ?
মাতা বলো—পিতা বলো,
সব মিথ্যা—নিতাই বলো,
যদি পার পাইবে বিপাকে ॥ ৫৮
কেন তোল আর কমলের বচন,
হৃৎকমলে কমললোচন,—
ধ্যান ক'রে, সব ধ্যান গিয়েছে দূরে।
আমার কত কাল বা দুঃখে বৈত,
অনাথের নাথ অদ্বৈত,—
অবধৌত না করিলে কৃপা মোরে ॥ ৫৯

* * *

বৈরাগী ভ্রমরের বৃন্দাবন যাত্রা।

ভ্রমর করেছেন সন্ন্যাস, দেখে বেশ-বিন্যাস,
ভ্রমরকে ডেকে মধুমালতী কয়।
কেন তর দিয়ে বেতর বেশ,ধর ওহে দরবেশ !
বেশ ! ও বেশ মন্দ নয় ॥ ৬০
ভ্রমর বলে ঈষৎ হাসি, হব বৃন্দাবন-বাসী,
হ'তে পার সেবাদাসী,
তোমায় কিছু ভালবাসি জন্য।
ভ্রমণ কিবা উপার্জ্জন, ভজন কিবা পূজন,
দুই জনে হয় ভাল কর্ম্ম ॥ ৬১
দেখাব কত সাধুর আখড়া,
দিব তোমাকে শিক্ষা-পড়া,
ভাবিলে গৌর মনের আঁধার যাবে।
রস-বৃন্দাবন গিয়ে, দিব প্রেমের পথ দেখিয়ে,
কর্ত্তাভজন করতে হদিশ পাবে ॥ ৬২
হৃদে দেখাব নদের গোরা,
ওহে ফকীরের মনো-চোরা !
কুলে রয়েছ,—কুলের কথা ভুলে।
তোমার চক্ষে অঙ্গুলি দিব,
শিখাব,—চৈতন্য করে দিব,—
চৈতন্য-চরিতামৃত খুলে ॥ ৬৩

পরণে পর হীরেবলি, নাসায় পর রসকলি,
হরি-বুলি সার কর বদনে।
যদি আমার সঙ্গে ফকিরী—
কর ছুকরি ! তবে ধুকড়ি,—
ধর, চল ন'দের-চাঁদ-দরশনে ॥ ৬৪
দেখাব জয়দেবের পাট, পথে দেখাব রাণাঘাট,
যে সব আখড়ায় পিরীত পাকড়া থাকে।
যেখানে যেখানে প্রেমের আখড়া
সম্প্রতি চল বাগনাপাড়া,
বলরাম দেখিয়ে আনি তোকে ॥ ৬৫
মধুকরের বাক্য-ছলে, মধুমালতী রসে গ'লে,
বলে,—কি করছি পুণ্য কবে।
মরি মরি ওহে ভৃঙ্গ ! আমারে কি গৌরাঙ্গ—
কৃপা করিবেন—এমন দিন কি হবে ? ৬৬
ম'জে মন হলো উদাসী,
স্বীকার করে সেবাদাসী
অলি সঙ্গে মালতী সুখে যান।
সঙ্গেতে রমণী পেয়ে, ভৃঙ্গ অঙ্গ জুড়াইয়ে,
রঙ্গেতে গৌরাঙ্গগুণ গান ॥ ৬৭

* * *

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

করলে নিতাই আমার মন বাউলের মতন।
কৃপা করেছেন আমায়,—
আমার প্রেমের গুরু-সনাতন ॥
প্রেম-সাগরে ডুবিলাম আমি করিয়ে যতন ;—
ডুব দিয়ে তুললো নিতাই আসি,
গোরার প্রেম অমূল্য রতন ॥ (চ)

* * *

মধুর বসন্ত কালে, মধুসূদন দেখিব ব'লে,
মধুর গৌরাঙ্গ গুণ-গানে।
লয়ে, মধুমালতী মধুকর, মধুর প্রেমে হ'য়ে ভর,
চলেন মধুর বৃন্দাবনে ॥ ৬৮
সুখের নাই সুমোর, পিতৃদত্ত নামটি ভ্রমর,—
তাড়িয়ে সে নাম—অন্য নাম ধার্য্য।
প্রেমদাস নাম ধরেন আপনি,
সেবাদাসীর নাম গৌরমণি,
আখড়ায় আখড়ায় কত পূজ্য ॥ ৬৯

বৃন্দাবনে হ'য়ে প্রবিষ্ট, মদনের বাপ কৃষ্ণ—
মদনমোহন দেখে নয়ন গলে।
ভাবে গদ্‌গদ হ'য়ে, ভালবাসা-প্রেয়সী ল'য়ে,
বাসা কর্‌লেন কেলি-কদম্বের তলে॥ ৭০

* * *

ভৃঙ্গ-বিরহে পদ্মিনীর বিলাপ।

হেথা নলিনীর মানভঙ্গ, না হেরে নাগর ভৃঙ্গ,—
অনঙ্গ-তরঙ্গে অঙ্গ ভাসে!
বিরহে দংশে শরীর, যেন দংশন কেশরীর,
পাবে পাবে পাবকে বিনাশে॥ ৭১
যেন, বিছের কামড় বিছানায়,
ভুজেতে ভুজঙ্গ খায়,
পৃষ্ঠে যেন পিটয় গদাতে।
গুমরে গুমরে মরে, কোমরে মুগুরে ধরে,
চিতের আগুন জ্বলে যেন চিতে॥ ৭২
নাগে পেয়ে রাগে ধরি কুচ ক'রে যায় কুচগিরি,
কটীতে যেন কোটি নাগে লাগে।
বক্ষেতে তক্ষকে পায়, ভালেতে ভল্লুকে খায়,
শুলে পোড়ে শুলের আগুন লেগে॥ ৭৩
বাললেন গা তুলিয়ে, উঠছে রস উথলিয়ে,
ধরে না অঙ্গে, ধারা ব'য়ে পড়ে।
যেমন সুত-হারা সূতিকা ঘরে,
পোয়াতি মরে দুগ্ধের ভরে,
কেবা খায়,—পয়োধরে না ধরে! ৭৪
সুখের সরোবর শুকালো,
সরোবরে জল দ্বিগুণ হলো,—
সরোজীর নয়নের জলে।
ভেকের বদনে শুনি, ভেক-আশ্রিত গুনমণি.
কাঁদয়ে 'প্রাণ ভৃঙ্গ! কোথা'—ব'লে॥ ৭৫

* * *

খাম্বাজ—পোস্তা।

কৈ থা রইলে রে মনো-চোরা
আমার কাল ভৃঙ্গ!
ক'রে অসময় যাহ্! সাধু-সঙ্গ।—
কবে করঙ্গ ধ'রে, কটিতে কৌপীন প'রে,
কাঙ্গালি ক'রে যেন,
শচী মাকে কাঁদালে গৌরাঙ্গ॥ (ছ)

পদ্মিনীকে দেখিয়া ভৃঙ্গের কাতরতা।

পদ্মিনী পড়িয়া পাকে, বসন্ত রাজাকে ডাকে,—
দেন পত্র,—মাস্ত করি শেষে।
লেখনে সুচরিতেষু, আসিতে হবে আশু,
লিখনং প্রয়োজনঞ্চ বিশেষ॥ ৭৬
রাখিস্ যদি এ সব ঠাট,
যাত্রা করিস্ পত্রপাঠ,—
নইলে রে নিলামে লাট ডাকে।
বেটা! তোমার নাইকো ডর,
কাল-বসন্ত কালেক্‌টর,—
সহর দিলে কি মহল বাহাল থাকে? ॥৭৭
এ কারবার যে হাল সাল, প্রায় বন্দ ইরসাল,
পুণ্যের বিলেতে পলাতকা।
বাদিয়ে ভারি গোলমাল, এবার হলি পয়মাল,
মালামাল এরূপে কি যায় রাখা? ৭৮
নূতন আইন শুন নাই?
উঠে গিয়েছে সস্‌মাই,
এখনকার বিষয়ের মিছে ভরসা।
হাকিম ভারি মুন্দই, মাসের হলে চৌদ্দই,
সূর্য্য-অস্ত হইলে দফা ফরসা॥ ৭৯
যদি আসামীর করার যায়,
ঢেঁড়া পড়ে কড়ার দায়,
ক্রান্তি একটী ভ্রান্তি নাই ভূপে।
খাতিরকরা নাইকো কা'রে, বসন্তের অধিকারে
কাল-কাটান হয়েছে কোনরূপে॥ ৮০
বেটা! হেরিয়ে তোর গলা বোঁচা,
করি না তার তলা-গোচা,
ভাবনা,—ভুবনে শত্রু হাসিবে।
কোন দিনে কে নিলামে কিনে,
এসে তোর কোট জিনে,
ঈশান কোণে নিশান গেড়ে বাসবে॥ ৮১
একালে তোর মত মূর্খে,
কর্‌তে নারে বিষয় রক্ষে,
গেলি বুঝি মদনের কায়দা দেখে।
বেটা! আমি যে তোর ভার সই,
ব'সে ব'সে ঢেরাসই,
তুই যদি করিস ঘরে থেকে॥ ৮২

তখন, ডাকমুন্সী কালো কোকিল,
ডাকে ডাকে পত্র দাখিল,
ক'রে দিল বৃন্দাবনের ডাকে।
শিরোনামা ভ্রমরের নামে,
হরকরা গিয়া দিল ধামে,
ভ্রমর বলে,—এ পত্র কা'কে? ৮৩
বিশ বৎসর ব্রজে বাস, আমার নাম প্রেমদাস,
ভ্রমর বলে,—লিখেছে কোন্ বেটী?
ব'লে না করেন দৃষ্ট,
অমনি হ'য়ে বিয়ারিং পোষ্ট,—
ফিরে এলো পদ্মিনীর কাছে চিঠী। ৮৪
না হইল কর্ম্ম-উমূল, লাভে হ'তে ডবল মাশুল
রাগে হয় রাগের তুল্য মতি।
ত্যজে লোক-বৃন্দাবনে,
ভ্রমরকে ধরতে বৃন্দাবনে,
আপনি চলেন রসবতী। ৮৫
দূরে হৈতে দেখে অলি,
ধরলে পাছে সারলে শালী,
পলায় অলি পদ্মিনীর ত্রাসে।
কাতর দেখে ভ্রমরায়, পদ্মিনীর রাগ ফুরায়,
ডাকেন ভ্রমরে মিষ্টভাষে। ৮৬

* * *

ললিত-ভঁয়রো—একতালা।

বধিব না, আয় আয় রে!
নলিনীর অবোধ ভৃঙ্গ!
কি যশ আছে লোকের কাছে,
তোরে ব'ধে রে পতঙ্গ!
ডাকে যত, পলায় তত, অলি পাইয়ে আতঙ্ক।
মান বাড়াতে মান-ভরে,
ছিলাম মান-সরোবরে,
সে মান হ'রে, হাসাসি রে বৈরঙ্গ;—
কমল কেলে, রস কি পেলে,
ক'রে মালতীরে সঙ্গ;—
তোর কি দুধের তৃষ্ণা ঘোলে
ভৃঙ্গ! হ'য়েছে রে ভঙ্গ? (ঙ)

* * *

ভৃঙ্গের বিচার।

নলিনী যত দেয় আশ্বাস, ভ্রমরের অবিশ্বাস,
এই কথা ভাবেন মনে মনে।
যদি, ফণী চায় মণি দিতে,
তার নিকটে ঘনাইতে,
ভরসা করে না ভদ্রজনে। ৮৭
এত বলি পলায়ন, নলিনী রক্ত-নয়ন,
মালতী পানে বিষ-দৃষ্টে চেয়ে।
বলে, ধিক্ ধিক্ তোর পরাণে,
পরে কি হবে তা না গ'ণে,
পরেছ কাণে পরের সোণা লয়ে। ৮৮
মানে বসেছিলাম আমি,
ভাঙ্গিতো আমার ভৃঙ্গ স্বামী,
ভাঙ্গিয়ে যে নিস্—টোট্‌কা দিয়ে তায় লো!
যেমন ভগীরথ প্রস্তাবে বসে,সেই ইত্যবকাশে,
শঙ্খাসুরে গঙ্গা লয়ে যায় লো। ৮৯
যেমন রাঙ্গার আহারে কৌতুসে থাকে,
বিরলে গিয়ে খায় বিড়ালে তাকে,
তেম্‌নি তুই পেয়েছিস ভ্রমরায় লো!
পরিয়া রাজরাণী-সাটী,
ধোপানি যেমন সাজায় ভাটি,
বল্ না, তার কি শোভাটি পায় লো? ৯০
আমার অলিকে ক'রে বাধ্য,
হৃদ্যভাবে দিন চৌদ্দ,
হদ্দ করলি, অদ্য তোর—
ভ্রমরা যে পলায় লো। ৯১
হেথা ভ্রমর হলে অদর্শন,
নলিনী বলে শোন শোন,
কতক্ষণ থাকিবে বেটা উপোস।
বিবাদের পথ না বাধিয়ে,
মন ফিরে দিয়ে ধরা দিয়ে,
আপত্ত ঘুচাও, ক'রে আপোষ। ৯২
লুটে আমার সর্ব্বস্ব, গায়েতে মেখেছে ভস্ম,
পরের মাল পয়মাল,—বাসনা।
ভ্রমর বলে, তোর কি ধার ধারি?
ভাবিতে দিলেন বংশীধারী,
এই কথা বলি, তিন দিকে তিন জনা। ৯৩

তখন ভ্রমরকে শীঘ্র ধরিতে,
আরজী লিখে মাজিষ্টরীতে,
দেয় আরজী—লুঠ দরাজী বলি।
বসন্ত মাজিষ্টরের রোকে,
মদন-দারোগার তদারকে,
বৌবাজারে ধরা পড়িলেন অলি॥ ৯৪
কড়া কড়া বেঁধে করে, হুজুরে হাজির করে,
দাবির জবাব চান ভূপ।
আখের দুষ্ট আসামী, প্রকাশ হয়ে আসামী,
একেবারে হয়ে আছে চুপ॥ ৯৫
ডিক্রী হলো সরোজীর,
কেউ বলে,—যাবে জিঞ্জির,
দায়মাল হইবে কেহ বলে।
বসন্ত কন,—কর্ম্ম-যোগ্য,
সাজা দিলে রাজা—বিজ্ঞ,
বলিবে আমাকে জগতে সকল॥ ৯৬
খুনের বদলে হবে খুন, ঠকের গালে কালিচুণ,
বদ্বলে বেটাদের কাটা জিহ্বা।
চোরের সাজা মাটি কাটা,
আর এক সাজা হাত কাটা,
জাল করে জঞ্জাল ঘটায় যেবা॥ ৯৭
যেটা নিয়ে যার কারদানি, ঘুচাও তার মর্দ্দানি,
হুল কাটা ব্যবস্থা এ বেটার।
বলে অম্‌নি আইল ফুলে,
আঘাত করেন হুলে,
ভ্রমর বলে, করিব কি নাচার! ৯৮
রাজ-সমাজে বেঁড়ে হয়ে,
জলে যায় মার্গে হাত দিয়ে,
মন্ত্রণা করিছে গিয়ে দূরে।
হিন্দুর পথটা ছাড়ালে বেটা!
চড়ালে বেটা জেতে বাটা,
কাটা নাম রটালে জগৎ জুড়ে॥ ৯৯
কাটালে—ভয় কি তাতে?
কাটা হ'য়ে কাল কাটাইতে,
এমন একটা শঙ্কাই কি ভারি!
কে আমার ঘুচাবে ফকীর?
ছিলাম বৈরাগী—হব ফকির,
সমান ভিক্ষা গৃহস্থের বাড়ী॥ ১০০

এমন একটা কিসের তোয়াক্কা?
যেতাম কাশী—যাব মক্কা,
বলতাম রাধা,—ক্ষতি কি খোদা বলতে!
যেতাম, গোপাল দেখতে সাঁজের বেলা,
না হয় যাব দরগাতলা,
ম'লে তো হবে এক পথেই চল্‌তে॥ ১০১
আমি, উহু গণিতে হাপু বলি,
পিসি না বলিব—ফুফু বলি,
পানি না ব'লে,—বলি জল মিষ্টি।
এক বস্তু—কথার পাড়ন,
বলতাম ব্যঞ্জন, বলিব ছালন,
কলা কেলা খেতে সমান মিষ্টি॥ ১০২
ছেলের নাম রাখিতাম রাম,
না হয় রাখিব রহুল এমাম,
ছিল সব চুল, না হয় রাখিব দাড়ি।
জীব-হত্যা নিষেধ বটে,
না হয় মারলাম, গিরগিটীটে,
এ মতে নাই, আর মতে ত পারি?১০৩
তখন ধ'রে ফকীরের বেশ,
প্রথম গিয়ে হন প্রবেশ,
ভিক্ষা-ছলে পদ্মিনীর ডেরা।
বলে,—যা পীর করে গা ভালা,
মহম্মদ খোদা-তালা,
মুস্কিল আসান হোগে তেরা॥ ১০৪
কি নাম ধ'রো?—কোন্ গাঁয়,
কোন্ পীরের দরগায়,
বাস তব?—নলিনী জিজ্ঞাসে।
ভ্রমর কহি ভ্রমর কহে,—
ফকীরকো এয়ছা পুছনা কাহে?
বে ক্যা মতলব ক্যায়সে॥ ১০৫
একমুট্টি দেগা ডেরা,এৎনে বাত কাহে তেরা?
দোয়াগীর মেই, ক্যা বখেড়া হামছে?
যাহা হ্যায় মেরে ডেরা,
ক্যা কাম করেগা তেরা?
ক্যা করেগা মেরা নামছে? ১০৬

* * *

খট্—পোস্তা।

মেরে নাম মজনু ফকীর,
মোকাম মেরি মাটীয়ারি।
ঝট্ ভিখ দে মুঝে! এহনে কাহেকো দেরদারি
এয়সে হেয় তোম লোককো,
ম্যালিক গ্রাম জান্‌নে পীরকো,
মেই কান্দেকোকে ওনকে হুঁই লিয়া ফকীরী॥

নলিনী-ভ্রমরের বিরহ—(২) সমাপ্ত॥

ব্যাঙের বৈরাগ্য।

নলিনীর চরিত্রে ভ্রমরের সন্দেহ।

একদিন কার্ত্তিক মাসে, মধু-পান আশে।
উত্তরিল অলি-রাজা, নলিনীর পাশে॥ ১
দেখে সোণা-ব্যাঙ এক পদ্মপত্র-পরে।
বসিয়া রয়েছে তথা প্রফুল্ল অন্তরে। ২
ভ্রমরের গুন গুন রব শুনি সেই ব্যাঙ।
জলমধ্যে লাফ দিল প্রসারিয়া ঠ্যাঙ॥ ৩
জলেতে ডুবিল ভেক, আর না উঠিল।
দেখিয়া অলির মনে সন্দেহ জন্মিল॥ ৪
বলে, এই ভেক বেটা অবশ্যই দুষী।
নতুবা লুকাবে কেন জলেতে প্রবেশি॥ ৫
জলেতে না দেখে ভেকে অলি গেল জ্বলে।
ক্রোধান্বিত হ'য়ে তখন পদ্ম প্রতি বলে॥ ৬
শোন্ লো পদি! হারামজাদী!
একি ব্যভার তোর!
চুরি ক'রে পিরীত কর,
এখন ধরা প'ড়েছে চোর॥ ৭
ভেকের পিরীতে প'ড়ে, গেছিস্ তুই ভেকিয়ে।
নিত্য ভেকে মধু দিস্, তুই আমাকে ঠকিয়ে॥
তাইতে এখন, নাই সে বরণ,
পাই নাই মধু আর।
ভেক বেটা, এমনি ঠেটা,
তোর চাকি করেছে সার॥ ৯

* * *

ভ্রমরের তিরস্কার-বাক্যে নলিনীর উত্তর।

শুনিয়ে কথা, পাইয়ে ব্যথা, পদ্মিনী তখন।
করি মিনতি, অলি প্রতি, বলিছে বচন॥ ১০
এযে কার্ত্তিক মাস, বহিছে বাতাস,
শীতল হ'য়েছে নীর।
তাইতে ভেক,—পত্র-পরে,
দিবাকর-করে, শুকায় শরীর॥ ১১
ছি ছি! লাজের কথা! যাব আমি কোথা,
লোকে যদ্যপি শুনে।
কবুবে সন্দ, বলবে মন্দ, মরিব পরাণে॥ ১২
কিসে গেল রূপ, কই তার স্বরূপ,
শুন হে প্রাণের কান্ত।
হইও না ভ্রান্ত, শুন তদন্ত, আইল যে হেমন্ত॥
পড়িছে শিশির, দহিছে শরীর,
কেমনে থাকবে মধু।
হেমন্ত আমার, বড়ই শত্রু,
শুন হে প্রাণের যাদু!॥ ১৪

* * *

ভ্রমরের বৈরাগ্য।

নলিনী ভ্রমরে যত বিনয়েতে বলে।
শুনিয়ে ভ্রমর অম্‌নি—অগ্নিসম জ্বলে॥ ১৫
বলে, আমি খুব জানি ছিনালের রীতি।
পতির কাছে থেকে তবু চায় উপপতি॥ ১৬
এখনি ত ধরলাম আমি, তবু মানিস্ কৈ।
দেখলে তোরে, ঘৃণা করে, ইচ্ছা হয় না ছুঁই।
কাজ নাই পিরীতের পায়ে করি নমস্কার।
তীর্থ-বাসে যাব,—হলো বৈরাগ্য আমার॥ ১৮

* * *

ললিত—ঝাঁপতাল।

চল রে মন! তীর্থবাস,
করো না আর মধুর আশ।
নয়ন মন সফল কর, হেরিয়ে সেই পীতবাস॥
কুলটার কুটিল প্রেমে, মজো না মজো না আর
ভজ ভজ রে সদা সত্য নিত্য সারাৎসার,—
অন্তিমে পাইবে অতুল গোলোকে বাস॥

ওযে মুখে বলে ভাল বাসি,
অন্তরে গরলরাশি,
কেন তার প্রেম-অভিলাষী, হ'তে ভাল বাস।
মায়ার ছলনে প'ড়ে, ভুল না ভুল না আর,—
এখনও সময় আছে, কর তার প্রতীকার,
নতুবা করিতে হবে নরকেতে বাস॥ (ক)

বিবিধ সঙ্গীত।

শ্রীশ্রীগণেশ-বিষয়ক।

ইমন্—মধ্যমান।

মানস!—গণেশ ভাব না।
ভাবিলে ভব রবে না,—
রবি-সুত-ভাবনা॥
সানন্দে সদা সাধে সুরেন্দ্র যাকে,
ভজ গিরীন্দ্র-সুতা-সুত করীন্দ্রমুখে,
যদি করিবে সিদ্ধি কামনা॥
ভাব,—খর্ব্বদেহ—দুঃখ খর্ব্বকারীরে,
হবে সদা সুখ তব লভ্য শরীরে,
ভেবে,—দিব্য জ্ঞান লভ না;—
মুক্তি-কারণ গুণযুক্ত হৃদয়,
প্রভু,—ভক্ত কায়-অনুরক্ত ভক্ত প্রিয়,
ব্যক্ত গুণনিধি-বক্ত্রে,—
সতত লভে মুক্তি,—সাধে যে জনা॥ ১

*   *   *

শ্রীশ্রীগঙ্গা-বিষয়ক।

সুরট—কাওয়ালী।

শমম-দমনি শিব-রমণি মা তরঙ্গিণি!
এ ভব-তরঙ্গে তারো গঙ্গে!—গতি-প্রদায়িনি
বরদে ব্রহ্মাণি ব্রহ্মময়ি ব্রহ্মাণ্ড-জননি।
ব্রহ্মস্বরূপিণি ব্রহ্ম-কমণ্ডলু-নিবাসিনি। ২

*   *   *

আলিয়া—একতালা।

হের মা!—অপাঙ্গ-ভঙ্গে।
সুখ-মোক্ষপ্রদা জ্ঞানদা গঙ্গে।
যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্র সুর-শরণি!
শশধর-ধর-শিরো-বিহারিণি!
শমন-ভবন-গমন-বারিণি!
দমন-কারিণী—সুর মাতঙ্গে॥
স্মরণ-মনন-সাধন ভকতি,—!
সঙ্গতি-হীন দীন দাশরথি,
স্বীয় গুণে প্রাণ-বিয়োগ-সময়ে,
দিও স্থান মা! এ পাপাঙ্গে॥ ৩

*   *   *

ললিত-ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

অন্তে পদপ্রান্তে মোরে,—
রেখো গো মা সুরধুনি!
ভয়ে ডাকি গঙ্গে! ভয়-ভঙ্গিনি-রঙ্গিণি!॥
জনক-জননী-দারা-সুত-বন্ধু-বান্ধবে,
নয়ন মুদিলে গঙ্গে! কেহ না সঙ্গে রবে,
ভব-সঙ্কটেতে তব ভরসা জননি!॥ ৪

*   *   *

আলিয়া—কাওয়ালী।

তুমি মা কর করুণাময় গঙ্গে!
ভীতোঽহং তরঙ্গে।
পায় পথ কুপথ-গামী,
পায় যদি মা! রাখ তুমি,
পতিত-পাবনি! এ পাপাঙ্গে॥
ভরসা করে ভাগীরথী-বাসিগণ,
প্রবল পাপী আসি সকলে লয় শরণ;
শমন আমারে বল করিবে যখন,
সে বল ঘুচাব,—কি আছে বল এমন,—
শিব এসে মোর হবেন সখা,
অন্তে যদি ঘটে দেখা,—
অভয়-দায়িনী মায়ের সঙ্গে॥ ৫

*   *   *

আলিয়া—কাওয়ালী।

তুমি কি আর করিবে তপন-তনয়!
যদি হয় অপ্রণয়।
এ নয় অধিকার-তুমি,
শমনে করেছি আমি, নিরাশ্রয়,
ল'য়ে জননীর তীরাশ্রয়॥

তুমি দুঃখ দিবে রে নিতান্ত,
হৃদয় কঠিন তোর নিদয় কৃতান্ত!
তোরে ক'রে বঞ্চিত একান্ত!—
মা ক'রেছেন স্বগুণে দুঃখান্ত;
দেখে সন্তানে অকৃতী,
ভার লয়েছেন ভাগীরথী,
দাশরথির সঙ্গে দেখা আর কি হয়? ॥ ৬

* * *

শ্রীশ্রীশ্যামা-বিষয়ক।

সুরট—ঝাঁপতাল।

শবোপরে ত্রিভঙ্গিনী, ভব-বিপদভঞ্জিনী,
ভক্তমনোরঞ্জিনী, নাচে দৈত্য-রণ জিনি।
পদভরে কাঁপে মেদিনী, ঘন ঘন ভীষণ ধ্বনি,
দেখাইছে দৈত্যদলে, ভুবনান্ধকার ধনী॥
কটিতটে বেষ্টিত কর, করে মুণ্ড শোভাকর,
কপালে শিশু-সুধাকর, এলোকেশী উলঙ্গিনী,
অসিতে অসি-প্রহরণে, সব প্রায় নাশিল রণে,
শরণ বিনে এ রণে,
ত্রাণ নাই রে দাশরথি-বাণী। ১

* * *

সুরট-মল্লার—কাওয়ালী।

শঙ্করে করে বাস,—বিবসনা।
কে লোল-রসনা, পূরায় কার বাসনা,—
জবা দিয়ে পদোপরে, কে করে উপাসনা॥
দনুজ রণে প্রবেশি, নাচে উন্মত্তবেশী,
ঘোর ধ্বনি সঘন ঘোষণা,—
অতি প্রকট ভঙ্গিমা শ্যামা বিকট-দশনা॥
যদি কোপান্বিতা ধনী, কেন সহাস্য-বদনী
বরাভয় যোগে সুরে সম্ভাষণা,—
শব-অঙ্গ সব স্থলে, যুগল শ্রুতি-মণ্ডলে,
শব দিলে তাহে শবাসনা,—
দাশরথির দুঃখ-হরা শিশু-শশি-বিভূষণা॥ ২

* * *

সুরট-মল্লার—একতালা।

লম্বিত গলে মুণ্ডমাল,
দম্ভিতা ধনী—মুখ করাল,
কম্পিতা ভবে মেদিনী॥
দিগ্বসনী চন্দ্র-ভাল,
আলুয়ে পড়েছে কেশ-জাল,
শোভিত-অসি, করে কপাল,
প্রখরা শিখর-নন্দিনী॥
চারিদিকে যত দিকপাল,
ভৈরবী শিবে তাল-বেতাল,
একি অপরূপ রূপ বিশাল,
বামী কলুষ-খণ্ডিনী॥ ৩

* * *

ইমন—একতালা।

কার রমণী নাচে সমরে।
বিগলিত কেশে কে সে, বর দেয় অমরে।
দনুজ-নাশে গগনে, রক্ত পিয়ে খগ-গণে,
নাহি হেরি ত্রিভুবনে, এ বামার সমরে॥ ৪

* * *

রামকেলি—একতালা।

কা'র কামিনী, হ'য়ে উলঙ্গিনী,
দনুজ-সমরে নীলাভ-বরণী।
না জানি কি বুঝে, হৃদয়-অম্বুজে,
মহাকাল ধরে চরণ দুখানি॥
বিহরিছে কিবা হ'য়ে শান্তমূর্ত্তি,
কালোরূপে কাল,—বিকাশিয়ে দীপ্তি,
সুধাপানে সুধামুখী সমতৃপ্তি,
অসুররক্ত রক্ত যোগাচ্ছে যোগিনী।
কে বটে ও নারী—চিনিতে না পারি,
মূর্ত্তি ভয়ঙ্করী—রণে উন্মাদিনী॥
উন্মত্তা বেশে—বিগলিতা কেশে,
বিবাসে দিগ্‌বাস-হৃদে দাঁড়ায়েছে,
দেখ মহারাজ! একি নারীর সাজ,
লাজে লাজ দিলে—নাহি কুল-লাজ
রণে ক্ষান্ত হও, রণে নাহি কাজ,
করে করি অসি সৈন্য-নাশিনী॥ ৫

* * *

আলিয়া—কাওয়ালী।

রণে শবাসনা নাশে সব সৈন্যে।
বড় বিপদ সম্প্রতি, রে দনুজকুল প্রতি,
প্রতিকূল এ রমণী,—কার কুল-কন্যে॥

ঘন ঘন কম্পিতা পদ-ভরে ধরা,
ধরা না দেয় রণে—কে রে অসি-ধরা,
প্রাণ ধরা তার ওর কৃপা-ভিন্নে ;—
অনুমানি,—এ রমণী, ত্রিভঙ্গিনী ত্রিলোচনী,
ত্রিলোচন-হৃদিবাসিনী ত্রিলোক-ধন্যে ॥
সুসিদ্ধ নয় রণ নিষিদ্ধ, এ যে হ'লো প্রসিদ্ধ,
ধায়ে দনুজোপরে,—
কি হেতু অপ্রীতি, দিতি-সুতগণ প্রতি,
শ্যামা শমনরূপিণী কেন সমরে,—
বরাভয়-প্রদায়িনী যত অমরে,—
ত্যজ্য কেন কর দাশরথিরে,
ও পদ-শরণ বিনে,
উপায় নাই আর অন্যে ॥ ৬

* * *

বসন্ত—একতালা।

ও কে ঘনরূপা ঘন হাসিছে,—
নাশিছে অসিতে অসুরগণ।
দিতি-সুত প্রাণ নাশে, সুরে আশু তোষে,
অন্তে তোষে অরিগণ ॥
পদ-ভরে টলমল ভূমণ্ডল,—
কম্পিত,—ধ্বনি শুনি আখণ্ডল,
অসুর-শিশুর কুণ্ডল,—শ্রুতিমণ্ডলে সুশোভন ॥
করে খড়্গ অসি, শিরে শিশুশশী,
বিগলিতকেশী, ও কার প্রেয়সী,
কি দোষী ধনীর কাছে শ্মশানবাসী,—
পদাশ্রিত কি কারণ ॥ ৭

* * *

ইমন্—মধ্যমান।

কে রে রমণী উলঙ্গে।
মনো-রমণীয় কে নাচে রণরঙ্গে ॥
কি হেরি অম্বরোপরে, না হেরি অম্বর পরে,
মহেশেরে মোহে সে রে, ঈষৎ অপাঙ্গে ॥ ৮

* * *

আলিয়া—কাওয়ালী।

রণে কে নীলবরণী, চেন কি উহারে।
কে হরে বিহরে।
বুঝি, হরের মহিষী, হাসিতে হাসিতে আসি,
অসুর নাসিছে অসি-প্রহারে ॥
নিতান্ত দলনী বুঝি স-দলে,
কৃতান্ত-দলিনী বুঝি দনুজ-কুল দলে,
ত্রিপত্র প্রভৃতি শতদলে,
চরণ পূজিছে অমরদলে ;
যাবে জীবন—চিন্‌তে নারি,
এ যে নারী জীবনারি,
জেনেছি আপনারি ব্যবহারে ॥ ৯

* * *

সুরট-খাম্বাজ—আড়কাওয়ালী।

ভ্রান্ত! কে আছে তোর ঐ সমরে।
করিলি সাহস কি বিষম রে!
শুম্ভ! হারাবি-জীবন,
শম্ভুহৃদয়-বাসিনী-সমরে ॥
ঐ দেখ হাসিতে হাসিতে,
এলো অসিতে নাশিতে,
তোরে শাসিতে নাশিতে পারে,—কে ও রে!
যাঁর চরণে শিব আরাধে, অনন্ত জীব আরাধে,
চরণাধরে দেখ রে শশধরে ;—
শুম্ভ! তোর এমন, রে উন্মত্ত মন,
চাও জিন্‌তে! শশী ধরা যেমনে
বামনে সাধ করে।
ধর এত শক্তি মনে, গঙ্গাধর-শক্তি সনে,
চল্‌লে রণে,—প্রাণ বাসনা দিয়ে দূরে,
ওরে দাশরথি! ত্বরায় শোন,
কুমতি রণ-বাসন,
ছাড় ছাড় ছাড় রে জ্ঞান-শরে।
জ্ঞান-গঙ্গাজল,—ভক্তি শতদল,
দিয়ে লও গে শরণ—দিয়ে বিল্বদল
ঐ পদোপরে ॥ ১০

* * *

সুরট-খাম্বাজ—আড়কাওয়ালী।

চক্ষে না দেখি না পাই শুনিতে,
করে রণজয় কার রমণীতে!
কাঁপে ধ্বনিতে ধরণী,
কার বনিতে অবনীতে ॥

ভালে ভাল শোভা করে রে বালক-সুধাকরে,
দিক্ আলো করে, ও দিগ্বাসিনীতে ;—
মরি মরি শিরোহারে, কি শোভা করে উরহারে!
এত কি রমণীর সাজে মণিতে ;—
নীল জলধর, নিন্দি কলেবর,
দেখি তড়িত নিন্দিত,
কত শোভা করিছে শোণিতে ॥
বড় বিপদ সম্প্রতি, রে দনুজ-দলপতি,
সেনাপতি সহ পতিত মেদিনীতে ;
সব হস্তী সব হয়, ক্রমে সব শব হয়,
শেষে প্রাণ না পায় এক প্রাণীতে ;—
না ঘটে মরণ, তেয়াগিয়ে রণ,
বামার চরণে হও দাস,
ওরে দাশরথি! ত্বরান্বিতে ॥ ১১

* * *

পূরবী—একতালা।

শবে কে রমণী, ভাই! হের সবে।
অসিতে সব করিল শব,
নগনা মগনা হ'য়ে আসবে ॥
লক্ষণে ভাবি হবে দক্ষ-তনয়ে,
হর-বক্ষ বাসিনী এ,—
বিপক্ষ হইলে নাহি রক্ষে,
ও পায় সাধিল কে সবে!
ধরণী কম্পে ধনীর ধ্বনিতে,
ঘোর শব্দ, সাধ্য কার সবে ;—
দাশরথি-ভারতী, ভকতি ভাবে ভজ,
পড়ে ভ্রান্ত দনুজ! পদ-প্রান্তে গে মজ,
নহে প্রাণ তো এ রমণীর করে না রবে ॥ ১২

* * *

আলিয়া—একতালা।

বামারে কেউ পারো কি চিন্‌তে?
এর সনে রণ,—মরণ-চিন্তে।
মদন-নিধন-কারী ত্রিপুরারি,—
শরণ লয়েছে চরণ-প্রান্তে ॥
বামার এ কি অসম্ভব ভাব দেখি,
ক্রোধে রক্তজবা-প্রভা তিন আঁখি,
উমাকান্তে যেন হেরি হাস্যমুখী,
চপলা খেলিছে বিকট দন্তে ॥ ১৩

শ্রীশ্রীদুর্গা-বিষয়ক।

সিন্ধু-খাম্বাজ—পোস্তা।

ত্বং মায়া-রূপিণী দুর্গে!
কে জানে মায়া, জননি!
কখন দরিদ্রজায়া, কখন হও রাজরাণী ॥
ত্বং পুরুষ—ত্বংহি কন্যা,
ধন্যা তুমি—তুমি দৈন্যা,
দয়াময়ী—দয়াশূন্যা, সৃজন-লয়-কারিণী ॥
তুমি সুখ—তুমি ক্লেশ, ত্বং পীযুষ তুমি বিষ,
তুমি আদ্য তুমি শেষ, তুমি অনাদ্যা-রূপিণী ॥
সরলা—অতি দুর্বলা,—অচলা—অতি চপলা,
কুলহীনা—কুলবালা, কুলোজ্জ্বলা—কলঙ্কিনী ॥ ১

* * *

ছায়ানট—কাওয়ালী।

হেরম্ব-জননি! হের মা দীনে।
হে দীনতারিণি! দুঃখ দিওনা আর দীনে ॥
যায় যায় যায় প্রাণ, মা! দেহ দহে পাপাগুনে
ডাকি অনিবার,—একবার হের নয়নে ;—
কর দৃষ্টি,—দুরদৃষ্টহরা তারা!
ভু-ভার-হারিণি! তোরে,
কি ভার দীনের ভারে,
সুধাকরে করে ধরে, করুণা হৈলে বামনে ॥ ২

* * *

খাম্বাজ—একতালা।

মরি কি রূপ মাধুরী।
হিমগিরি-রাজসুতা রাজরাজেশ্বরী।
পদাশ্রিত পঙ্কে, পঙ্কদেব মঙ্কে,
বক্ষে ত্রিপুরা সুন্দরী ॥
কত মায়া—তাতো জ্ঞাত নাহি কালে,
বিধিতে বিদিত নাহি কোন কালে,
দক্ষযজ্ঞ-কালে মায়ায় মহাকালে,
ভুলালেন ঐ রূপ ধরি ॥
ও পদ দাশরথি! কেন না চিন্ত শুনি
যে পদ-চিন্তাতে আছেন চিন্তামণি,
ব্রহ্মা-চিন্তামণির চিন্তা-নিবারিণী,
ঐ বিশ্বগ্রামেশ্বরী ॥ ৩

* * *

শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিষয়ক।

মল্লার—কাওয়ালী।

চল গো হেরিগে কালার কাল-বরণে।
কালান্ত কেন আর, প্রাণান্ত হলো মোর,
একান্ত যাব সখি! সে কান্ত-সদনে॥
সাজ সাজ সখি! সব সাজ সদনে,—
চল সে বনে—সেই পদ-সেবনে,
বিপদভঞ্জন হরির শ্রীপদ-দরশনে॥
সাজ সাজ সখী সব! যাতনা কত আর স'ব,
দিয়ে সব হয়ে সবে শবাকার,—
হৃদয়ে উৎসব নাই আর সবার;—
ব্যাকুল হইয়ে কালার বাঁশীর রবে,
কুল-গৌরবে কেবা রবে,—
গোকুল মাঝারে সখি গো! কুল-ভয় কেনে॥১

* * *

শ্রীশ্রীরামচন্দ্রবিষয়ক।

ঝিঁঝিট—খং।

ওহে দিনমণি-কুলোদ্ভব দীনবন্ধু রাম!
দীনে তারো,—তাইতে তোমার
তারকব্রহ্ম নাম॥
দুস্তর-ভবকাণ্ডারী, দুর্জ্জন-দমন-কারী,
দুর্ব্বলের বল তুমি দূর্ব্বাদল-শ্যাম!
দশ জন্মার্জ্জিত দশবিধ পাপ-নাশ,—
মানসে দাশরথি কি রেখেছে এ নাম,—
শ্রীরাম-নামগুণে জীবে পায় মোক্ষধাম॥ ১

* * *

ব্রহ্ম-বিষয়ক।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

ভাব,—নির্ব্বিকার নিত্য-নিরঞ্জন।—
যে করে ত্রিজন-জন সৃজন,—আয়োজন
বিসর্জ্জন,
সে জনে নির্জ্জনে ভাব,—
সত্ত্ব-রজঃ-তমো-বিসর্জ্জন॥
ভাব ব্রহ্ম সনাতনে, চেতনে যতনে,
সে রতনে সহজ প্রেমে কর উপার্জ্জন;—
বৃথা পূজনে কি আছে প্রয়োজন॥
সর্ব্ব মনোরঞ্জন, সর্ব্বজন প্রিয়জন,
সর্ব্ব ঘটে ঘটে বিরাজমান,—
দেখা ঘটে—কৃপা করবে সাধুজন,—
গুরু দিয়েছেন যার চক্ষে জ্ঞানাঞ্জন॥ ১

* * *

আত্মতত্ত্ব বিষয়ক।

মুলতান—একতালা।

জাগ জাগ জননি!—
মূলাধারে নিদ্রাগত, কত দিন গত,—
হ'ল কুলকুণ্ডলিনি!
স্বকার্য্য-সাধনে চল শিরোমধ্যে,—
পরম শিব যথা সহস্রদল পদ্মে,
ক'রে ষট্‌চক্র ভেদ, শঙ্করি!
পুরাও মনের খেদ,—চৈতন্যরূপিণি!
ঈড়া পিঙ্গলা সুষুম্না,
চিন্তে নারি এ তিন নাড়ী,
ব্রহ্মা: বিষ্ণু মহেশ্বর:—
শিবারূপে দেবতারা, নিয়ম জপে তারা,
যে অপেক্ষা তারা গো তোমার;—
অধিষ্ঠান হয়ে স্বাধিষ্ঠান পরে,
চিন্তাহরা চল চিন্তামণিপুরে,
জীবাত্মা যে স্থলে, দীপশিখার ন্যায় জলে,
দিবা রজনী॥
এই দেহ বিশ্ব চক্রে,
যে বিশুদ্ধ চক্র ষোল দলে কমল শোভা পায়,
কিবা অর্দ্ধনাভি সরে, সদা সেবা করে,
শাকিনী নামে শক্তি তথায়;
ওগো কুণ্ডলিনি! কর গো গমন,
আজ্ঞাখ্য চক্রেতে দ্বিদল পদ্মে মন;
করে, ষট্‌চক্র ভ্রমণ,
দাশরথির সাধন করাও শর্ব্বাণি॥ ১

* * *

সুরট-মল্লার—কাওয়ালী।

ও মোর পামর মন! এখনো বল না কালী।
ক'রো না রে মন! আর আজি কালি॥

আজি কালি ক'রে কি কাটাবি চিরকালি,
কি হবে কাল এলে কেন,
কালী-পদে না বিকালি ॥
ত্যজে মিছে কাজ, ভজ না রে কালী,
মিছে কাজে থেকো না রেখ না মনে কালি!
অঙ্গেতে লিখিয়া কালী, কর কালী-নামাবলি,
না লিখিয়া কালী, কেন বিষয়-কালি মাখালি ॥
জঠরে যন্ত্রণা পেয়ে প্রতিজ্ঞা সেকালই,
এবার কালীর পদ ভজিব ত্রিকালই,
সে বচনে দিয়া কালি, দাশরথি! কি আঁকালি,
বলিব বলিয়া কালী, কেন বদন বাঁকালি ॥ ২

* * *

আলিয়া—কাওয়ালী।

কালি! অকূল সাগরে কূল দেখি নে।
কি হবে কুলীনে!
আকুল দেখিয়ে যদি অনুকূল হ'য়ে,
কুলকুণ্ডলিনি! কুলাও কুল-বিহীনে ॥
আমি কুলহীন দীন ভ্রান্ত,
কুলের পাতক মা! হয়েছি একান্ত,
কাল-বশে করিয়ে কালান্ত,
কূলে এলাম হ'য়ে কুলশ্রান্ত,
না হইয়ে প্রতিকূল, দাশরথি প্রতি কূল,
দে মা গিরিকুলোদ্ভবা! স্বগুণে ॥ ৩

* * *

মূলতান—একতালা।

এ কি বিকার শঙ্করি!
তরি—পেলে কৃপা-ধন্বন্তরি।
অনিত্য-গৌরব সদা অঙ্গে দাহ,
আমার কি ঘটিল পাপ-মোহ!
ধন-জন-তৃষ্ণা না হয় বিরহ,কিসে জীবন ধরি!
ও মা! অনিত্য আলাপ কি পাপ-প্রলাপ,
সতত গো সর্ব্বমঙ্গলে!
মায়ারূপা কাকনিদ্রা সদা দাশরথির নয়ন-যুগলে,
হিংসারূপ হ'লো সেই উদরে ক্রিমি,
মিছে কাজে ভ্রমি, সেই হলো ভ্রমি,
এ রোগে কি বাঁচি, স্বনামে অরুচি,
দিবস-শর্ব্বরী ॥ ৪

* * *

মূলতান—একতালা।

দোষ কারো,: নয় গো মা!
আমি, স্বখাদ সলিলে ডু'বে মরি শ্যামা!
ষড়রিপু হলো কোদণ্ড-স্বরূপ,
পুণ্য-ক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ,
সে কূপ ব্যাপিল,কালরূপ জল,কাল-মনোরমা!
আমার কি হবে তারিণি! ত্রিগুণধারিণি!
বিগুণ করেছি স্বগুণে,—
কিসে এ বারি নিবারি,
ভেবে দাশরথির অনিবারি বারি নয়নে,—
বারি ছিল চক্ষে, ক্রমে এলো বক্ষে,
জীবনে জীবন নাহি হয় রক্ষে,
তবে তরি, চরণ-তরী দিলে ক্ষেমঙ্করি!
করি, ক্ষমা ॥ ৫

* * *

আলিয়া—কাওয়ালী।

আমি, আছি গো তারিণি! ঋণী তব পায়।
মা! আমার অনুপায় ॥
ভজন পূজন দিয়ে বিসর্জ্জন, জননি গো!
বিষয়-বিষ-ভোজনে প্রাণ যায় ॥
জঠরে যাতনা পেয়ে বলিলাম,
এবার ভজিতে তোমায় আমি ভবে চলিলাম,
সুপুত্র হব রব স্বপদে,
ত্রিপত্র দিব তব শ্রীপদে,—
ধরায় পতিত হ'য়ে রয়েছি পতিত হ'য়ে,
পতিতপাবনি! ভুলে মা তোমায় ॥
হলো না সাধনা আর হয় না!
হে দুর্গে! আমার মন দুঃখ আর সয় না,
অপার দাশরথি, শঙ্করি!—
হয় না মানস বশ, কি করি;—
মা! যদি মোর মনে করি, স্বগুণে বন্ধন করি,
কর মুক্ত, মুক্তকেশি! এ ভববন্ধন-দায় ॥ ৬

* * *

মূলতান—কাওয়ালী।

আপদের আপদ তারিণী-পদ,
চিত্ত ভ্রান্ত মন!
যে জন যতনে ভাবে তারাপদ,
তারা হরে তার আপদ,

যে পদ বাঞ্ছিত রে যোগীন্দ্র ফণীন্দ্র,
ভাবিলে যে পদ, ভবসাগর গোষ্পদ-বোধ,
যে পদ সদা সদাশিবের সম্পদ॥
ও রে দেবের দেবত্ব, যখন হরিল দৈত্য,
পদ ভেবে পায় অমরে স্বপদ,
যে পদ স্মরণে, পরমার্থ কৃতার্থ,
যথার্থ দোষ পদে পদে কেনে,
নিরন্তর পদ-ধ্যানে,
দাশরথির কর মতি নিরাপদ॥ ৭

* * *

ইমন—কাওয়ালী।

হের কালকান্তে মা!
ত্বং সময়-গতং শরণাগতং।
ত্রিতাপহারিণি! ত্রিপুরান্তকারিণি!
প্রাণকান্তে শিবে।
জীবের অন্তে গতি সতি!
ত্বাং বিনে কিং ভবে!
সদা ভাবিতং সভয়সুতং
দাসানুদাসোহং দাশরথ্যতিসুদীন,
ধর্ম্মজ্ঞানহীন, জন্মপাপাধীন,
হে শিবে! কিং ভবে সদা ভাবিত
সভয়সুতং॥ ৮

* * *

টৌরী—কাওয়ালী।

দিন দিলে না মা! দিনতারিণি! দীনে!
দীন দয়াময়ী হ'য়ে, কেন দুঃখ দিলে দীনে!
অতুল মহিমে, দীন-নিস্তারিণী নামে!
কেন ডুবাবে সে নাম, অযশার্ণব জীবনে॥
দিবস-রজনী দুঃখানলে জলে কলেবর,
স্বকর্ম্ম-ফলে ভাবী গতি দুঃখ ভাবিনে,—
দিলে দুঃখ যত তাতো সহিল মা!
আর সহে না আর সহে না
দুঃখ, দিও না, সঁপে শমনে,
দাশরথিরে নিদানে॥ ৯

* * *

আলিয়া—কাওয়ালী।

গো তারিণি! কৃপানেত্রে।
আমি ভজন-পূজন,—হীন অভাজন,
বৃথা জনম হ'লো আমার কর্ম্মক্ষেত্রে।
তবাঙ্ঘ্রি-সরোজ সাধন বিনে,
নাই অন্ত ধন দয়াময়ি গো! নিধন-দিনে,
নিবারণে দিনমণি-পুত্রে,—
মনে করি পদ ধরি,—ধ্যান করি গো শঙ্করি!
কিছু করিতে দিলে না কর্ম্ম-সূত্রে॥
মন তো পামর মোর সদার্থলোভে অজ্ঞান,
পদার্থ-হীন দোষে মজিলাম,
না হয় ত্বৎপদে নত, যাতে ঘটে পদচ্যুত,
পদে পদে সে বিপদে মজিলাম,—
কেবল, অলসে অতুল পদ ত্যজিলাম,
এমন ভরসা স্থল, দাশরথির কেবল,
আমি শুনেছি, ত্যজে না মা! মায়ে পুত্রে॥ ১০

* * *

ভয়রোঁ—একতালা।

ভাব নবজলধর-বরণীরে।
যদি তরিবে স্মরি রে।
দুঃখ-নাশিনী ঈশানী ঈশ-হৃদয়-বাসিনী,
পদ ভাবিলে ভাবনা যায় দূরে রে॥
ও রে অন্তর! ভাব দনুজান্তকারিণী,
সে কৃতান্ত-বারিণী শ্যামা মারে;—
যে রূপে অসিতবরণী অসি ধ'রে,
বাসনা পূরে জননী, বাসনা-ফল-দায়িনী,
বাস করে, সদা পতি-পরে,
কিবা সুন্দর কর শোভা করে,
নর-নরক-বারিণী নরশিরে॥
শিবে শঙ্করদারা, সব সঙ্কটহরা,
নাম-রসে বশ কর রসনারে,—
তারা-নাম পরিণামে দুঃখ হরে;
গত দিন দ্রুতগতি, গতির কর সঙ্গতি,
দাশরথি! কেন চিন্ত না রে—
শ্যামা জনমহারিণী জননীরে,
কেন জনম-মরণ ফিরে ফিরে॥ ১১

* * *

ললিত-ভঁয়রো—একতালা।

ব্রহ্মাণী বাণী ভবানী সে বাণী,—
বলনা রসনা! অনিবার।
ভব-তরিবার তরণী তারিণী-চরণ-স্মরণ-সার॥

মন! তারা বল বল,
বল পাবে হবে সবল, পথ চলিবার॥
নিত্য ধন ত্যজি অনিত্য-আশ্রয়,
কেন পাপচয় কর রে সঞ্চয়,
দারা-সুতচয়, পথ-পরিচয়,
পরিণামে বাদী পরিবার;—
ভয়-নিবারণ অভয়-কারণ,
অভয়-চরণ অভয়ার,—
দশানন-ভয়ে ভীত, হইয়া আশ্রিত,
দাশরথি শ্রীচরণে যার॥ ১২

* * *

ললিত-ভঁয়রো—একতালা।

দীন-তারা ভব-তারা ভবদারা,
গুণালাপে দিন হর রে, সার কর রে!
শমন-ভবন-গমন-বারণকারিণী তারিণী,
ত্রিতাপ-হারিণী,
যে তারিণী-পদ-তরণী, বিপদ-সাগরে॥
আপনি আপন, এ পণ-স্বপন,
বৃথা আলাপন ছাড় রে;—
সদা ধর ধর, গঙ্গাধর-প্রিয়ে,
ধরাধর মেয়ের গুণ অধরে॥
ত্যজে মায়ানিদ্রা হ'য়ে জাগরণ,
কর রে স্মরণ জননী-চরণ,
জন্মিবে সুখ জনম-বারণ,
বারম্বার জঠরে;—
সঘন সে ঘনবরণী,
সুরেশ-স্মরণীয় গুণ স্মর রে,—
যেন লয় কালে, নাহি লয় কালে,
কালি-দাস বলি দাশরথিরে॥ ১৩

* * *

ভৈরবী—একতালা।

মা! সে দিন প্রভাত কবে হবে।
পুরাতে বাসনা, ও মা শবাসনা!
রসনা লোল-রসনা জপিবে॥
কলুষান্ধকারে ইষ্ট প্রতি দৃষ্টি,
হারা হ'য়ে আছি, সব যেন রিষ্টি!
হৃদয়-আকাশে, তারা! কবে এসে,
পুণ্যের বিপাক-তিমির নাশিবে॥
দেহ-মুক্ত হব, দেহ যাবে ত্বরা,
এ দীনে সে দিনে হে দীন-তারা!
প্রকাশিও করুণা-নয়ন তারা!
এ ক্রিয়া-বিহীন জীবে;—
মিছে কাজে দিন, গত প্রতি দিন,
এ দিন দীনের কি হবে;—
দীন দৈন্য গণি, যে দিন জননী,
দ্বিজ দাশরথি দীনে দিন দিবে॥ ১৪

* * *

বাহার-বসন্ত—কাওয়ালী।

দীন-তারা! তারা তা'রা লাভ করে।
যে যে জন ক'রে পণ, করিল সমর্পণ,
জ্ঞান-নয়নের তারা, তারার পদোপরে॥
প্রাপ্ত হ'য়ে জ্ঞানোদয়, তারাময় সমুদয়,
ত্রিভুবন দরশন করে,
ভব-তারাগুণ শুনে, তারা তারাকারা ঝোরে।
ভব-আসা দিনে, যারা পায় শুভ চন্দ্র-তারা,
কেবল তারা তারা আরাধিয়ে তরে,
যে না ভজে দীন-তারা,
দেখে তারা দিনে তারা,
তারা মাত্র আসিয়া সংহারে,
দাশরথি দেখে তারা, যদি জ্ঞানাঞ্জন পরে॥১৫

* * *

বসন্ত—একতালা।

ও রে রসনা! রস না বুঝে,
কেন তুমি কুরসে মজেছো ভাই!
ডাক তারা তারা বলে, তারা চিরকালে,
আমি যেন তাই পাই॥
তারানাথ বাণী, তারা নাম-রস,
পাইয়ে সুরস সুরেশাদি বশ,
তা ত্যজিয়া কেন অন্য রসে ভাস,
যে রসে পৌরষ নাই;
রসময় বাক্য ভাব যদি তবে,
রসজ্ঞ বলিয়া যশ দিবে সবে,
দাশরথির অন্তে বিরস ঘটাবে,
তোর নাকি অন্তরে তাই॥ ১৬

* * *

আলিয়া—আড়া।

কত পাতকী তরে, তারি তরে, তারা!
তোরে ডাকি কাতরে।
গতি-নাথ প্রিয় গতি, তুমি গতির সঙ্গতি,
গতিহীনগণে গতি, বিলাও অকাতরে॥
দেহ মা! শ্রীপদ-তরি, ত্বরিতে দুস্তরে তরি,
নতুবা কি ব'লে দীন ভবে উত্তরে;—
সত্ত্ব-রসে না থেকে বশে, মত্ত মন তম-রসে,
কাল বুঝি এসে কেশে, ধরে সত্বরে॥ ১৭

* * *

ইমন—কাওয়ালী।

ত্রাণ কর, তারা ত্রিনয়নি!
হে ভবানি ভবরাণি ভব-ভয়বারিণি!
ভয়ঙ্করি ভীমে ভূভার-হারিণি!
ত্রিভুবন তারিণি! ত্রিগুণ-ধারিণি!
ত্রিজন-সৃজন-কারিণি!॥
এ মা শারদে শুভদে সুরেন্দ্রপালিকে!
গিরীন্দ্র-বালিকে কালিকে।
যোগেন্দ্র-মনোমোহিনি!
হে শিবে! শর্ব্বাণি, গিরিজা গীর্ব্বাণি।
নির্ব্বাণ-পদ-দায়িনি!!—
তারা! এ ভব দুস্তার, দাশরথিরে তার,
ভবান্ধকার-বারিণি॥ ১৮

* * *

সিন্ধু—ঝাঁপতাল।

শিবে! সম্প্রতি ওমা!
সংসার-বাসনা-মতি সংহর সকল রিপু,
শমন সন্নিকট হলো মা!॥
তব করুণা-সিন্ধু তদ্বিন্দু বরিষণে,
বিন্ধ্যবাসিনি! ইন্দু করে ধরে বামনে,
ইন্দ্রত্ব-ভার, কোন্ ছার, ওগো হর-মনোরমা!
দূর কর তারিণি দুঃখহারিণি!
মম দুঃখ-ভার, বারম্বার, কর যাতায়াত-সীমা;—
অন্তে এই করো, গমনে তট ভাগীরথীর,
দাশরথির যেন ঘটে,
অন্তরে নিরখি তব রূপ নীরদ বরণি শ্যামা॥ ১৯

* * *

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

মন! কেন এখন দুঃখ পেয়ে রোদন কর ব'সে
জ্ঞান না রে!
অভয়ার অপ্রিয় হয়েছ নিজ দোষে॥
রিপুবশে ত্যজে ধর্ম্ম, হত করে সে গত জন্ম,
ভেবে না করেছ কর্ম্ম, ক'রে ভাবিছ এসে॥
যখন পেলে জন্ম তুমি অবনীতে,
দুর্লভ যোনিতে, কেন দুর্নীতে!
হারালি দিন দুর্জ্জন-সহবাসে॥
সদা করেছ পরানিষ্ট,
পরমেষ্ট পরদেবে ছিল না দৃষ্ট,
দাশরথি যে পরে কষ্ট,—
পাবে ছিল না তা মানসে॥ ২০

* * *

মূলতান—কাওয়ালী।

শমন নিকটে গো শঙ্করি!
কি হবে! হারালাম পরিণাম ত্বন্নাম না করি॥
না ভাবি তব চরন, ত্বন্নাম-উচ্চারণ,
মূঢ়মতি আমার ত্বৎস্মরণ,
বিস্মরণ,—বিবশ দিবস বিভাবরী॥ ২১

* * *

পূরবী—কাওয়ালী।

ভব সুতের অবসান হ'ল গো শিবে!
হে শিবে! সঙ্কটনাশিনি!
ও পদ কি এ দীন অধমে দিবে।
দুর্লভ নরোদরে জ' লইয়ে ওগো ব্রহ্মরূপিণি!
কিছু কর্ম্ম হলো না,
রিপুধর্ম্মে অধর্ম্মে ভ্রমণ ভবে।
ত্বন্নামে নাস্তি মতি-গতি, কু-পথে গতি,
দাশরথির গতি মা! কি হবে॥
ভক্ত-মানস-অনুরক্ত ও গো মুক্তিদায়কে!
পাতকে নাহি নাম উক্ত এ যুগে,
মুক্তি কি পাবে পাপযুক্ত জীবে! ২২

* * *

পূরবী—কাওয়ালী।

ভাব কি,—ভাবনা মন! ভবানীরে!
গেল দিন, দীনতারিণীপদ-তরিতে,—
তরণা মন! ভব-নীরে॥

ওরে মনোমধুকর!
কি কর রে সুধাকর-শেখর—
রমণী-নাম-সুধা পান কর, গান কর,
দুষ্কর ভাস্কর-তনয়-ভাবনা যাবে দূরে॥ ২৩

* * *

ছায়ানট—কাওয়ালী।

কু-সঙ্গ ছাড় রে ও মোর পামর মন!
ভবানী-বাণী ভব-নিস্তারকারিণী,
বল বল বল মন! নিকটে বিকট শমন॥
গেল গেল দিন, কি দিন এলো ভাব না,
সুদুরন্ত সে কৃতান্ত-দায় রে! হায় রে!
তারা নামে দিয়ে সাড়া, বপু কর রিপু-ছাড়া,
তারা ছাড়া হ'লে হবে, তারাধন আরাধন॥
বল সারাদিন সে দীন-তারা মন রে!
তারা-নাম পরমার্থ গুরুদত্ত ধন রে!
মন রে! সে ধন সাধন কর,—শুধিবে শমন-কর,
করো না দুষ্কর ভবে দাশরথির পতন॥ ২৪

* * *

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

আমি পতিত,—পতিতপাবনি!
মম জন্ম অনিত্য অবনী,—
পুণ্যহীন পাপ-নৈপুণ্য মা!
প্রপন্নে দিয়ে পদ, অপর্ণে!
যদি সাধ পূর্ণ কর আপনি॥
যদি কর এ দুরাচার, নির্গুণে গুণ-বিচার,
প্রচার ভবে নাই গো মা!
শিবসুন্দরী শ্যামা,
হেতু দাশরথির ত্রাণ, জীবনান্ত-দিনে যেন,
জীবনে আশ্রয় দেন সুরধুনী॥ ২৫

* * *

সুরট—কাওয়ালী।

তারা! দীন-তারা দীন-দুঃখবারিণী!
দুস্তার-তরণি ভবানি! মা!
মোর মানস-তরণি!
ডুবে কলুষ-ভারে, কামাদি রিপু-ব্যভারে,
তার কে লবে ভব দুস্তারে,
তরে ডাকি তোমারে,
ভবঘোরে ভরসা তোমার গো ভবানি!
স্মরণ-মনস-ধ্যান-জ্ঞান-বিহীন
ক্রিয়াহীন মামতি।
কিং ভবে মা! মম গতি,
পাপাগুনে মন দহতি,
দ্বিজ-দাশরথি-দীন-দুঃখ,
হর মা হররাণি!॥ ২৬

* * *

আলিয়া—একতালা।

কর কর নৃত্য নৃত্যকালি! একবার মন-সাধে
রণক্ষেত্রে—মা! মোর হৃদয় মাঝে।
দেহের ভেদী দু-জন কু-জন,
এরা বাদী ভজন-পূজন-কাজে॥
জ্ঞান-আসিতে তার কর ছেদন,
নিবেদন,—চরণ-সরোজে,—
আগে বধ ব্রহ্মময়ি!
মোর কু-মতি-রক্তবীজে,
ও তোর ভক্ত দাশরথি,
অনুরক্ত হয় ঐ পদাম্বুজে॥ ২৭

* * *

সুরট—আড়া।

এ কি রে হইল আমায়।
নয়ন মেলিতে দেখি,—নয়ন শ্যামায়॥
যদি আঁখি মুদে থাকি বলা যায় সে কথা কি,
অন্তরে ব্যাপিত দেখি,—সদা শ্যামা মায়॥ ২৮

* * *

সুরট—কাওয়ালী।

কি জন্যে ভব-রোগে ভোগ রে ভ্রান্ত মন!
ত্যজ দুষ্টাহার-সংসার এখন,—
তারা-নাম-মহৌষধি কর রে সেবন,
কু-মতি-চূর্ণ আর ভক্তি-মধু তার অনুপান॥
যাবে সব বেদনা শুন রে মন-বেদো,
কালী-নাম-পাবকে কর রে তনু স্বেদো,
নয়ন-রোগ-নাশক, ধর গুরু চিকিৎসক,
তারাতে দেখিবে তারা,
তিনি দিলে জ্ঞানাঞ্জন॥
নিবৃত্তি-অঞ্জনে কর রসের দমন,
তবে ত হইবে প্রেম-ক্ষুধার উদ্দীপন,

যোগ-সুধা পথ্য ক'রে,
হবে বল—হ'লে পরে,
আরোগ্য-নির্ব্বাণ পুরে দাশরথির গমন ॥ ২৯

* * *

ভয়রোঁ—একতালা।

কর, ত্রাণ কর, হে শঙ্কর!
আশুতোষ নাম, গুণে গুণধাম,
হর মম দুঃখ হর,—হর!
বিপদ-কাণ্ডারী, প্রভু ত্রিপুরারি!
বিখ্যাত গুণ ত্রিপুর,
পাপে হ'য়ে ভারি, ভবে ডুবে মরি,
ওহে গঙ্গাধর!—ধর ধর।
ওহে ত্রিনয়ন ত্রিতাপ-হারি!
ত্রিপুরান্তক ত্রিশূল-ধারি!
ত্রিজগৎ-পাপ-তাপ নিবারি!
কৃপা-নয়নে হের,—
কি কার শঙ্কর!—শমন কিঙ্কর,
বাঁধে কর হে!—কি কর কি কর!
কর শত্রু-জয়, ওহে মৃত্যুঞ্জয়!
দাশরথি কাঁপে থর-থর ॥ ৩০

* * *

সিন্ধু—পোস্তা।

যা কর গো দুর্গে! ভব-দুঃখে—দুঃখহরা তুমি।
করিয়ে কু-কর্ম্ম অঙ্গ ঢেলেছি তরঙ্গে আমি॥
নিত্য ধন না করি তত্ত্ব, নীচ-কর্ম্মাশ্রিত নিত্য,
সাধিলাম অনিত্য অর্থ,ব্যর্থ এসে কর্ম্ম-ভূমি ॥৩১

* * *

সুরট—একতালা।

গিরিশ-রাণি! পরমেশানি! মাম্প্রতি মা! হের
দীন-দয়াময়ি! হের মরি দীনে,
দিন গত,—দিন দেহি মা! সুদীনে,
দিনমণি-সুত এল দিন গ'ণে,
নির্গুণে নিস্তার॥
মা! তুমি যা কর,—শিখর-তনয়া!
প্রখর কলুষে দহে মম কায়া,
গুণ-হীন-দোষ নিজগুণে নিবার,—
স্মরণ মনন সাধন না জানি,
দাশরথি অতি ভীত,—মা ভবানি!
শঙ্কাবারিণি,—শঙ্কর-রাণি!
সঙ্কটে উদ্ধার ॥ ৩২

* * *

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

দুর্গে! পার কর এ ভবে।
দেখে পাপের ভার,—কুব্যবহার,
তুমি ভার হ'লে মা! কে ভার সবে॥
রাজন ভাজন কিম্বা অভাজন,
কে তব অপ্রিয় কে বা প্রিয়জন,
কি সুজন দীন-জন কি দুর্জ্জন,—
সৃজন তোমারি সবে;—
যা কর মা! শমন এলো শীঘ্রগতি,
দাও যদি মা! গতি—দেখিয়ে দুর্গতি,
তবে দাশরথির গতি,
(নয়) অসঙ্গতি দুর্গতি সঙ্গত রবে॥ ৩৩

* * *

খাম্বাজ—একতালা।

জীব-মীন রে! জীবন গেল।
হ'য়ে কাল, পেয়ে কাল, কাল-ধীবর এলো॥
বিষয়-বারি-ক্ষেত্রে, টানিবে কর্ম্মসূত্রে,
ফেলিয়া জঞ্জাল-জাল॥
কেন আশ্রয় করলি এ সংসার-বারি,
কাল, জাল যায় ফেলিতে অধিকারী,
এ পাপ-জল-হরি, পরিহরি হরির,—
চরণ—গভীর-জলে চল॥
দাশরথি বলে,—নয়ন-জলে ভাসি,
জল কেন হ'য়ে এ জল-অভিলাষী,
যে জল মাঝারে জ্বলে দিবানিশি,
কলুষ-বাড়বানল॥ ৩৪

* * *

খাম্বাজ—একতালা।

মম মানস শুকপাখি।
সুখ-মোক্ষধাম,—সুকোমল নামটী কমলআঁখি,
ঐ বুলিটি ধর, আমায় সুখী কর,
শুক-নারদ যায় সুখী॥
সদা বল তুমি কৃষ্ণ রাধা রাধা,
পাবে সুধা,—ক্ষান্ত হবে ভবের ক্ষুধা,

কেন থাও রে কলহীন ফল সদা,
বিষয়-কাননে থাকি।
আশা-বৃক্ষে বাস আর কেন নিয়ত,
এখন হও দাশরথির অনুগত,
আয় রে আমি তোরে হেম-বিনিন্দিত,
প্রেম-পিঞ্জরেতে রাখি। ৩৫

* * *

সিন্ধু—আড়-কাওয়ালী।

মন রে! বিপদে ত্রাণ আর হ'লিনে।
বলিতে হরি তোয় আর বলিনে।
তুই,এ জনমে হরিপদ-নলিনে স্থান নিলিনে।
যখন জঠরেতে ছিলি, দুঃখ পেয়ে বলেছিলি,
হরি ভুলে দুঃখ পেয়েছি,—আর ভুলিনে।
সব কার্য্য পরিহরি, এবার ভজিব হরি,
ভবে এসে সে পথে তুই গেলিনে,—
কুপথে ভ্রমণ, সদাই কর মন।
সেই শমন-দমন রাধা-রমণে মন দিলিনে।
পাপ-ধূলি গায় মাখিলে,—হরিপদ হ্রদজলে,—
(একবার) প্রবেশিয়ে,সে ধূলী তুই ধুলিনে,—
নিরখিতে নিরঞ্জন, গুরুদত্ত জ্ঞানাঞ্জন;
দূরে রেখে আঁখিতে মাখিলি নে!—
রে অধমাধিপ, তুই ত জ্ঞানপ্রদীপ,—
নিবাইয়ে—দাশরথিরে
নিস্তার-পথ দেখালিনে। ৩৬

* * *

সুরট-মল্লার—কাওয়ালী।

বুঝি সঁপিলি রে মন! আমায় শমনে।
কুপথ ভ্রমণে পাবি রে ত্রাণ কেমনে॥
ভেবেছ রে কি মনে,
একবার ভাবিলি নে রে রাধারমণে,
না ভেবে মরণ কাল—
হলো রে হরণ-কাল, চিরকাল—
আসিবে পাইয়ে কাল, তোর শিয়রে কাল,
সে কালে রে তখন তুই কি ডাকিবি নে
কালদমনে।৩৭

* * *

আলিয়া—কাওয়ালী।

জীব! জান না কি হবে জীবনান্তে।
আছে চরমে পরমাপদ,—শমন-সহ বিবাদ,—
হবে না,—হরির চরণ-বিনে চিন্তে॥
দুর্লভ জনম ল'য়ে ভবে কি কাজ করিলি,
যখন জননী-জঠরে ছিলি,—
ব'লেছিলি ভজিব শ্রীকান্তে;—
পরিহরি হরি-পদ, পরিবারে সদা সাধ,
তবে, মিছে কেন পরিবাদ;—এলি কিনতে।
অদ্য অথবা শতান্তরে,
দেহ যাবে, নাহি রবে তো রে!
র'য়েছ কি গৌরবে রে!
নাম যাবে, দাশরথি! শয়ন করিয়ে ক্ষিতি,
নয়ন মুদিয়ে হবি শব রে!
যাবে দারা-সুত সহিত উৎসব রে!—
শব দেখি যাবে সবে,তখন সে ভার কে সবে,
কেন না মজিলি, কেশবের পদ-প্রান্তে॥ ৩৮

* * *

খাম্বাজ—আড়া।

জীবের আর ক'দিন,—এ দেহে জীবন রবে।
আজ যদি না বলো,—তবে কৃষ্ণকথা
কবে ক'বে।
দেহ-তরে মন দেহ, এ দেহ সদা সন্দেহ,
চিন্ত নীল-দেহ,—মিছে দেহের গৌরবে র'বে
কি চিন্ত রে দাশরথি!
বাকী দিন আর অল্প অতি,
আর কবে শরণ,—হরির চরণ-পল্লবে লবে।৩৯

* * *

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

ও রে অচেতন কেন তুমি,—চিত!
এ নহে উচিত,—হর যাঁ'য় বাঞ্ছিত,—
না চিন্তিয়া চিন্তামণি,—পদ হইলে বঞ্চিত।
তাঁরে চিন্তা বিনা গতি, পথের কোন সঙ্গতি,—
নাহি বিধি,—বিধি-বিরচিত,—
ভব-দুস্তরে নিস্তার,—চিত! নাহি কদাচিত।৪০

* * *

কল্যাণ—মধ্যমান।

রাগ চণ্ডালের আগে প্রাণে কর নিধন।
ভূত হবে বশীভূত,—সব রিপু পরাভূত,
গুরু-দত্ত মহামন্ত্র তত্ত্বমসি,—কর আরাধন॥
আগমে বলে ঈশান, শান-ঈ শান-ঈ-শান,
"মরা মরা" বলিতে,—হবে রাম-সম্বোধন,—
সাধনের এই সার, অসার হবে সুসার,
সদাশিব মন-সাধে,—সাধে সে পরম ধন॥ ৪১

* * *

সুরট—কাওয়ালী।

দেখি রে কত জ্বালা সয়!
জল আশায় ক'রে কিসে পাব জলাশয়॥
পিপাসা কেমনে বারি, যাই,—যথা পাই বারি,
তত্ত্ব করি পলাবারি,—তাতেও নিরাশয়।
অন্ধ হ'য়ে অন্ধকারে,—
আসিয়ে প'ড়েছি কারে,
এখন ডাকিব কারে,—জীবন সংশয়;—
হৃদি-পুর—দীর্ঘিকায়, কিম্বা মণিকর্ণিকায়,
কালী-হ্রদে শিব-কায়,—পড়িলে ডুবায়॥ ৪২

* * *

ব্যঙ্গ-রঙ্গ।*

(১)

দিদি! দিন পাব—শুভদিন হবে—ভেব না।
মরা মানুষ আসবে ফিরে, গোল শুনে তাই
বল্‌ছি তোরে,
গোল্ হাতে আর কাল কাটাতে হবে না।
অনঙ্গ কল্লে কি রঙ্গ * * *
এ দুটোমাস যে দুর্গতি, কার্ত্তিক মাসে
আসবে পতি,
গোপালের এই অনুমতি, ঘুচবে তোদের
একাদশী ধনী লো॥

(২)

সুরট—কাওয়ালী।

সই লো! তোর মরা মানুষ ফিরেছে;—
কিন্তু পচে নাই,—কিঞ্চিৎ র'সেছে।
আমি দেখে এলাম রাণাঘাটে,
ভাস্‌তে ভাস্‌তে আস্‌তেছে॥
নেড়া মাথা বুনো ওল, ফুলিয়ে হয়েছে ঢোল,
বোধ করি,—রসা সাল্‌সা খেয়েছে;—
শুন ওলো মতি! হবে হবে তোর পতি,
আবার অভিমানে, মনের দুঃখে,
ঘাড় বাঁকায়ে রয়েছে॥

---

* দাশরথির মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে নদীয়া ও হুগলী ইত্যাদি জেলায় এক অদ্ভুত গুজব উঠিয়াছিল যে, নবদ্বীপে গোপাল অবতার হইয়াছেন। তিনি অনুমতি করিয়াছেন, ১৫ই কার্ত্তিক যত মরা মানুষ ফিরিয়া আসিবে। কিংবদন্তী যে, রাণাঘাট হইতে এ জনরবের উৎপত্তি। বিস্তর লোক ইহাতে বিশ্বাস করিয়া দিন প্রতীক্ষা করিয়াছিল। অনেক বিধবা (ভদ্রলোকের বিধবারাও) মৃত পতির পুনরাগমন প্রত্যাশায় পতির জন্য অন্ন-ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া বসিয়াছিল। ফলে অনেক পুত্রহারা জননী ও অনেক বিধবা তাহাদের মৃত পুত্র এবং মৃত পতি ফিরিয়া আসিবে বলিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল: কিন্তু ১৫ই কার্ত্তিক কেহই ফিরিল না: এই সময় দাশরথি এই দুইটী গান রচনা করিয়াছিলেন।

নূতন সংগ্রহ।

[শ্রীমন্ত ও ধনপতি সদাগরের দেশাগমন এবং দুর্গা ও গঙ্গার কোন্দল এই দুইটী পালা দাশরথি রায় মহাশয়ের রচিত বলিয়া বর্দ্ধমান-কাটোয়া-আলমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রমানাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্গীতাচার্য্য মহাশয় আমাদিগকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, এই দুইটী পালা ইতিপূর্ব্বে আর কোথাও প্রকাশিত হয় নাই।—পাঁচালী-সম্পাদক।]

শ্রীমন্ত ও ধনপতি সদাগরের দেশাগমন।

(বা কমলে কামিনী পালার শেষাংশ।)

শ্রীমন্তের বিবাহ-প্রস্তাব।

শ্রীমন্ত হইল রক্ষে, শালবান দেখিলেন চক্ষে,
মশানে রক্ষে-কালীর আগমন।
রাজা মহাভাগ্য মানি,মশান ভূমে যান আপনি,
করিলেন সেই বৃদ্ধা দরশন॥ ১
শ্রীমন্তকে কোলে করি, বসিয়া আছেন বুড়ী,
বুড়ী বুড়ী প্রাণী হত্যা করি।
বৃদ্ধা বটে আকৃতি, যেন সাক্ষাৎ ধূমাবতী,
ধূমাকৃতি কত ধূম হেরি॥ ২
দে'খেন শালবান্ রাজন,'বৃদ্ধা নন সামান্য জন,
পূজনের আয়োজন করিল।
বলে, মা এই দাসের প্রতি,
হয় না যেন অপ্রীতি,
সম্প্রতি মায়ের শ্রীচরণে ধরিল॥ ৩
তখন বলেন ভগবতী,
অভিলাষ তোর যদি অতি,
এ বুড়ীকে সন্তুষ্ট করিতে।
তোর কন্যা সুশীলাতে, আমার শ্রীমন্ত সাথে,
বিবাহ দাও অদ্য শর্ব্বরীতে॥ ৪
রাজা বলে যা কর মা, তুমিতো মা হররমা,
কর গো মা যা তোমার ইষ্ট।
ইচ্ছাময়ি! তোমার ছেলে,
শ্রীমন্ত আমার জামাই হ'লে,
তা হতে কি পূর্ণ মনোভীষ্ট॥ ৫
তখন শ্রীমন্ত বলেন আমার যে কার্য্যে আসা।
পিতার উদ্ধার কিসে হবে তার দাও আশা॥৬
পিতার নাম শুনেছি মাত্র নয়নে না দেখেছি।
পিতার কারা মোচন কর্‌তে সিংহল এসেছি॥৭
মানব জনম ধারণ ক'রে দেখি নাই পিতা।
পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম পিতাই দেবতা॥ ৮
হেন কারাগারে পিতা আছেন এখানে।
দেখাইয়া দাও আমি যাইব সেখানে॥ ৯
শালবান্ রাজা বলেন, কি নাম তাহার?
বল রে শ্রীমন্ত গুণবন্ত পুত্র তার॥ ১০
শ্রীমন্ত বলেন, ধনপতি সদাগর।
বৈশ্যজাতি কর্ম্মকাণ্ড-ধর্ম্মেতে তৎপর॥ ১১
কি দোষে তাহারে রাজা দিলা কারাগারে।
পিতৃপদ না দেখিলে রবনা সংসারে॥ ১২
এত শুনি শালবান, হন বড় দয়াবান,
বুঝিলেন সকল ব্যাপার।
কারাগার মধ্যে গিয়ে, ধনপতিরে খুঁজিয়ে,
আনিলেন করি সমিত্যার॥ ১৩
জীর্ণ শীর্ণ কলেবর, ধনপতি সদাগর,
লম্বিত শ্মশ্রু কোটরগত আঁখি।
শ্রীমন্ত দেখিয়ে তারে, কত আন্দোলন করে,
মা ব'লেছেন পিতার গাত্রে চিহ্ন দেখি॥১৪
মা ব'লে দিয়েছেন মোরে,
সোণার রং তাঁর শরীরে,
আঁচিল আছে বাম নাসা উপর।

সাতটী তিল হৃদয়ে দেখা,
কম্বু কণ্ঠে তিনটী রেখা,
সেই তোর পিতা নহে তো অপর ॥ ১৫
ধন্য রে শ্রীমন্ত শিশু, কি আর বলিব আশু,
তোর গুণে পবিত্র এ রাজ্য।
কোন্ বস্তু হন পিতা, সব পুত্র জানে কি তা?
ইহারে রাজকন্যা দেওয়া ধার্য্য ॥ ১৬

* * *

আলিয়া—একতালা।
ওরে ধন্য ধন্য শ্রীমন্ত!
আহা, এমন পুত্র যে পায়, ধন্য বলি তায়,
ধন্য ধনপতি তার বনিতায়,
উদ্ধারিতে পিতায়, এসেছেন হেতায়,
পুত্র গুণবন্ত ॥
এ কথা বিদিত আছে ভূমণ্ডলে,
স্নেহ হয়না কভু দরশন না হ'লে,
অদর্শন পিতায় দর্শন পাব ব'লে,
সিংহলে এলে ব্যাকুল প্রাণতো ॥ (ক)

* * *

শ্রীমন্তের বিবাহ ও স্বদেশ যাত্রা।

এইরূপে শালিবাহন, ভক্তিস্নেহযুক্ত হন,
শ্রীমন্তেরে করিলেন কোলে।
বৃদ্ধাবেশ চণ্ডীর কাছে, কত ভক্তি মুক্তি যাচে,
ভয়বিহ্বল হয়ে কত বলে ॥ ১৭
এখন, ধনপতি পুত্র পায়,
পুত্র পড়ে পিতার পায়,
ভকতি-বাৎসল্যে মাথামাখি।
এ দৃশ্য দেখে বা কে?
এ ভাব যার আছে বুকে,
অশ্রুনীরে ভাসে তার আঁখি ॥ ১৮
ছদ্মবেশী চণ্ডী বলে, ধনপতি! তোমার ছেলে,
শ্রীমন্ত আমার প্রাণাধিক।
রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে,
পুত্র পুত্রবধূ লয়ে,
দেশে যাও, কি বল্‌ব অধিক ॥ ১৯
তখন রাজা শালবান, হইলেন যত্নবান,
শ্রীমন্তে সুশীলা কন্যাদানে।
শুভদিনে শুভক্ষণে; শ্রীমান্ শ্রীমন্ত সনে,
বিবাহ দিলেন সুবিধানে ॥ ২০
সুশীলা কন্যা সঁপিয়ে, অৰ্দ্ধেক রাজত্ব দিয়ে,
সাত ডিঙ্গা ধনে পূর্ণ করি।
বিদায় হন ধনপতি, সঙ্গে ধন জন পদাতি,
বিদায় লন চণ্ডীর পদ স্মরি ॥ ২১
রাজা কহে যোড় করে, ধনপতি সদাগরে,
কত দুখ দিয়েছি তোমায়।
বেহাই হইবে তুমি,পূর্ব্বে তা কি জানি আমি?
বহু দোষ, ক্ষম হে আমায় ॥ ২২
শ্রীমন্ত সুশীলা যায়, রাজা-রাণী কান্দে তায়,
মমতায় হইয়ে ব্যাকুল।
সকলে তাকিয়া থাকে, দেখে সবে সুশীলাকে,
ডিঙ্গা ছাড়ে যথা নদীকূল ॥ ২৩
রত্নমালা নামে ডিঙ্গা চলে নেচে নেচে।
ক্রমে উপনীত হলো কালীদহের কাছে ॥২৪
পিতা পুত্রে কত কথা কহে এইস্থানে।
কমলেকামিনী দেখেছেন হয় মনে ॥ ২৫
দাঁড়ী মাঝি বলে চল ছাড়িয়া এস্থান।
এস্থানে বিপদ ঘটে করহ প্রস্থান ॥ ২৬
কেহ বলে—
ভাগ্যে ঘটেছিল ছিরে! তোর সে বিপদ।
বিপদে ঘটায়ে দিল অতুল সম্পদ ॥ ২৭
শ্রীমন্ত বলেন, মাগো কমলে কামিনী।
পিতা পুত্রে দেখা দাও তবে স্নেহ মানি ॥ ২৮

* * *

অহংসিন্ধু—একতালা।
মা দুর্গে! আমাদের ভাগ্যে
পরে কি ঘটাবি জানিনে।
ওগো দেখে কালীদয়, দুখে দগ্ধ হৃদয়,
আবার কি ঘটিবে বুঝিতে পারিনে।
একবার পিতায় দেখা দিলি,
কারাবাস ঘটালি, রটালি মিথ্যা—
সে দর্শনে।—
আবার আমায় দেখা দিয়ে,
(মাগো) দিলি মা পাঠায়ে,
সিংহল পাটনের দক্ষিণ মশানে॥

মা! তোর কত মায়া, তাই নাম মহামায়া,
সবাই বলে এই ত্রিভুবনে ;—
কত বিপদে ফেলিলি (মা গো!)
আবার উদ্ধারিলি, আরও মায়া
কি আছে তোর মনে? (খ)

* * *

শ্রীমন্ত আর ধনপতি, পাইল পরম প্রীতি,
কালীদয় শঙ্খ লইল বাছিয়া।
ডিঙ্গা বেয়ে যায় সব, মনে পরম উৎসব,
নিজ দেশে উপস্থিত গিয়া॥ ২৯
রাষ্ট্র হলো শ্রীমন্ত এলো, খুল্লনা প্রফুল্ল হলো,
পতিপুত্র দরশন ক'রে।
শ্রীমন্তের বিপদের কথা, বলে শ্রীমন্ত যথাতথা
চণ্ডীর কৃপায় উদ্ধার পায় প্রকাশ করে॥৩০

* * *

শ্রীমন্তের প্রতি রাজা বিক্রম-কেশরীর ক্রোধ।

দেশের রাজা বিক্রমকেশরী,
যেন পশুর মধ্যে কেশরী,
জনশ্রুতিমূলে শোনেন সব।
বলেন কি কথা আশ্চর্য্য,শ্রীমন্তের কি মাৎসর্য্য,
চণ্ডী কৃপা করেছেন এইটে করে রব!॥
ধরে আন ধনপতিরে, তৎসহ শ্রীমন্তেরে,
অসম্ভব কথা বলে মোর রাজ্যে।
মুনি ঋষি যাঁরে না পান ধ্যানে,
সেই দুর্গা যাবেন দক্ষিণমশানে,
শ্রীমন্তের রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্যে॥ ৩২
মর্ মর্ বেটার কি ভাগ্য,
একি কথা বিশ্বাসযোগ্য?
মিথ্যা হ'লে দেব উচিত সাজা।
বাণিজ্যে পেয়ে রত্নরাজি,
এমনি পাজি বেটা হয়েছে রাজি,
নিজ গৌরব করচে লাগিয়ে মজা॥ ৩৩
শিলা যদি ভাসে জলে, বানরে সঙ্গীত বলে,
দেখ্‌লে পরেও বল্‌তে সন্দ হয়।
বেটাছেলের এমনি সাহস,
কার্ত্তিক চান হয়ে বায়স
ডাক তারে শাস্তি না দিলেই নয়॥ ৩৪
হুকুমমাত্র দূত চলে, শ্রীমন্তে ধ'রে লয়ে চলে
শ্রীমন্ত গিয়ে বলিল বৃত্তান্ত।
রাজা বলে দেখাতে পার,
নৈলে তোর বিপদ বড়,
শ্রীমন্ত তোর নিকট কৃতান্ত॥ ৩৫
শ্রীমন্ত বিনয়ে কয়, দেখিয়াছি মহাশয়,
কালীদহে কমলেকামিনী।
দক্ষিণ মশানে গিয়ে, আমার বিপদ উদ্ধারিয়ে,
কোলে ক'রে, বসেছেন ভবানী॥ ৩৬
মা যদি কৃ হন সত্য, করবেন না কিছু আপত্য,
অকূলে কূল দেবেন কুলদা।
হলে সমূহ বিপদ উদয়, মা অমনি হবেন উদয়,
বিপদকালে মা হন তিনি সদা॥ ৩৭

* * *

শ্রীমন্তের চণ্ডীস্তব।

কোথা গো মা সর্ব্বাণি নির্ব্বাণি গীর্ব্বাণি!
শিবানি! শিবের রাণী শিবে।
বিপদুদ্ধারিণি, বিরুদ্ধ-বিরোধিনি!
বিপদে তুমি কি না আসিবে॥ ৩৮
কালী কঙ্কালিনি, কঙ্কালমালিনি,
শঙ্কা সঙ্কাশ সমরে।
সিংহল মশানে, খড়্গো খরশানে,
রক্ষা করেছ মা আমারে॥ ৩৯
কেশরিস্কন্ধবাসিনী, দৈত্যবিনাশিনী,
বিক্রমকেশরীর দায় রাখ।
পড়েছি অনেক দায়, সে সকল মুখ্য দায়,
রক্ষা করেছ ভেবে দেখ॥ ৪০

* * *

সুরট—একতালা।

মা! ভুলেছ কি এ সন্তানে।
মা, বট কি না বট, হও মা প্রকট,
এই বিকট রাজার স্থানে॥

মা! তোর কৃপার কথা বলেছি
এসে দেশে,
এই দোষে পড়েছি রাজার বিষম দ্বেষে,
তোর দেখা যদি না পাই শেষে,
তবে বধিবে আমায় প্রাণে॥ (গ)

* * *

রাজা বিক্রমকেশরীর কন্যার সহিত শ্রীমন্তের বিবাহ।

শ্রীমন্তের কাতর বাক্য, অভয়ার কর্ণে ঐক্য,
হলো গিয়ে কৈলাস-শিখরে।
অমনি আকাশ-বিমানে, আসি উজানী ধামে,
চণ্ডী প্রকাশ প্রত্যক্ষ গোচরে॥ ৪১
মায়াতে হইল সৃষ্ট, কালীদহ কমলবিশিষ্ট,
মা হলেন কমলেকামিনী।
প্রত্যক্ষ হইল সবার, অপ্রত্যক্ষ নাই এবার,
উগরে গজ বসি গজবাসিনী॥ ৪২
দেখি বিক্রমকেশরীর, কণ্টকিত হলো শরীর,
বাক্ নিষ্পত্তি নাই, চক্ষে নীর।
কোলে করি শ্রীমন্তেরে,
বলেন আমার মন তো রে,
তোর সঙ্গে বিবাহ জয়াবতীর॥ ৪৩
সবাই ধন্য ধন্য করে, ধনপতি গিয়া পরে,
পড়ে চণ্ডীর যুগল চরণে।
মা, পদ্মহস্ত দেন গায়, ধনপতি সুদেহ পায়,
কদাকার ঘুচিল তৎক্ষণে॥ ৪৪
রাজা দিলেন বিবাহ, কন্যা জয়াবতীসহ,
শ্রীমন্তেরে করিয়া জামাতা।
খুল্লনা পায় নিজপতি, সুশীলা আর জয়াবতী,
দুই পত্নী শ্রীমন্তের তথা॥ ৪৫
আনন্দের নাই সীমা,
সবাই বলে জয় মা জয় মা!
শ্রীমন্তের যশে ভুবন ভরিল।
পুত্র পুত্রবধূদ্বয়, লয়ে ধনপতির হৃদয়,
অপার আনন্দ ভোগ করিল॥ ৪৬

* * *

বসন্তবাহার—ঝাঁপতাল।

ধন্য রে,—শ্রীমন্ত! তোর সার্থক জীবন।
তোর জননী জগদম্বা,
মা তো জগতের জীবন॥
পূর্ব্বজন্মে তোর জননী, অপ্সরা ছিলেন শুনি,
দুর্গার অভিশাপে এসে মর্ত্ত্যে করিছে বিচরণ॥
ধন্য পুত্র তুমি রে তার, উদ্ধার করিলে পিতার,
ভূভারহারিণী ভবরাণীর প্রিয়দর্শন;—
কি বলিব শ্রীমন্ত রে!
ভোলে না যেন মন তোরে,
মন্বন্তরে মন্বন্তরে (তোরে)
দাশরথি করে স্মরণ॥ (ঘ)

শ্রীমন্ত ও ধনপতি সদাগরের দেশাগমন পালা সমাপ্ত।

দুর্গা ও গঙ্গার কোন্দল।

(২)

দুর্গা ও ইন্দ্রদূত সংবাদ।

কৈলাস শিখরে শিব দুর্গা একাসীন।
ইন্দ্রদূত আসি প্রণমিল একদিন॥ ১
করযোড়ে কহে দূত কোথায় কুমার।
ইন্দ্রপুরে দৈত্য সবে করে মার্ মার্॥ ২
সেনাপতি কার্ত্তিক বিহনে সব শূন্য।
কুমারে পাঠায়ে দিন প্রয়োজন তূর্ণ॥ ৩
এত শুনি ভগবতী কুপিত অন্তরে।
কহেন ইন্দ্রত্ব যাবে হবে তো অন্তরে॥ ৪
দেবরাজ ব'লে তার বড় অহঙ্কার।
মহাদেব গেলে নাহি করে নমস্কার॥ ৫
কেন বা আমার কুমার যাবে তথা?
সেনাপতি ব'লে তার এতই কি কথা? ৬
এখন যাবে না বাছা দুই চারি মাস।
বল গে বাসবে তার নাহিক তরাস॥ ৭
এত শুনি মহাদেব বলে, ভগবতি!

আমার কুমার দেবগণ-সেনাপতি। ৮
অমর-সমরে যদি না যায় কুমার।
দেবতামণ্ডলে কথা কহিবে আমার। ৯
দুর্গা বলিলেন, দেব! ব'লো না ব'লো না।
ও কালসমরে আমি যাইতে দেব না। ১০
পারিজাত-যুদ্ধ করি আসিল ভবনে।
কি দশা হয়েছে তাই দেখেছ নয়নে। ১১
শিখীটী বাছার দেখ হইয়াছে শীর্ণ।
তেমন কুমার আমার হয়েছে বিবর্ণ। ১২
পণ করিয়াছি আর দেব না সমরে।
অসন্তুষ্ট হয় হবে যতেক অমরে। ১৩

* * *

দুর্গার প্রতি গঙ্গার কটূক্তি।

জটামধ্যে জাহ্নবী এই সব শুনি।
ক্রোধে হিংসাভরে কহিতেছেন অমনি। ১৪
আজ বুঝি এত কালে,মনে হলো ছেলে ব'লে,
দেবের সমরে যেতে দেবে না।
ওলো দুর্গা! তোর মন, বোঝা যায় না কেমন,
দিনে পাটা রেতে পরোয়ানা। ১৫
ছেলের প্রতি মমতা, কার না হয় তা,
তাই ব'লে কেহ কি কার্য্য নষ্ট করে?
ওলো দুর্গা তোর মতন,
কে করে ছেলের যতন?
দেখে আমার গা গস্ গস্ করে। ১৬
তোর সব বাড়াবাড়ি,দানব সঙ্গে আড়াআড়ী,
তোর জন্তে ত্রিপুরারি, শ্মশানবাসী হলো।
তোর কি আছে ভদ্রতা, জানে বীর ভদ্র তা,
তোর জন্তে তোর বাপের ছাগমুণ্ড হয়েছিল। ১৭
কার্ত্তিকে কর্‌ছেন মানা, সুরের সমরে যেও না,
সেনাপতি হয়েছিল কেন তবে?
তোর ব্যভারে লোকনিন্দে,
হচ্ছে—হবে দণ্ডে দণ্ডে,
মুখ দেখানো ভার হবে ভবে। ১৮
তুই সতীনে করি ঘর, দ্বেষ নাই পরস্পর,
কিন্তু দ্বেষ হ'তে আর থাকে না।
তোর ব্যভারে সব নষ্ট, সোণার সংসারে কষ্ট,
হতে আরম্ভ হলো, আর সয় না। ১৯

গঙ্গার প্রতি দুর্গার আক্রোশ।

ভগবতী বলে, আ-মর!
মাথায় থেকে এত গোমর,
ও মোর ছাড়া এত আক্রোশ তোর!
কার্ত্তিক আমার সোণার ছেলে,
যুদ্ধে যেতে দেব না ব'লে—,
সাধ করেছি,—তোর কেন তায় জোর? ২০
তোর গায়ে বাজে এত লো,
এই সোণার সংসার নষ্ট হলো,
জটার ভিতর বসে কর্ না রঙ্গে!
তুই ওঁর সঙ্গে থাকিস,
যা করেন তা সবই দেখিস্!
বাড়ী বাড়ী করেন যখন ভিক্ষে। ২১
তুইতো খলের গুরু-গোসাঁই,
তোর কোন ক্ষমতা নাই,
ব'সে ব'সে কেবল বচন ঝাড়া।
ভাল চাস্ তো করি বারণ,
এমনি ক'রে অ-কারণ,
সইতে নারি তোর মুখনাড়া। ২২
তোর সঙ্গে যে সম্পর্ক, সেটা ভারি পরিপক্ক,
তা নইলে কি তোর কথা সই!
তুই, ব'সে ব'সে নিচ্ছিস ভোগ,
আমার হচ্ছে কপালের ভোগ,
মর মর তুই সতীন সই। ২৩

* * *

ঝুম—যৎ।

ওলো গঙ্গে! তোর সঙ্গে আমার
ভাগাভাগী স্বামী।
ওলো, সেই জন্তে জগৎমাঝে
আসিয়ে বদ্‌নামী।
একলা ঘরের গিন্নী ছিলাম,
তোর সঙ্গে এজমালী হ'লাম,
তোর যেমন কেলেঙ্কার, ভদ্র ঘরে এমন কার?
শান্তনু রাজা তোর প্রথম পক্ষের স্বামী;—
ওলো, তুই কি আমা হতে হবি
নারীর মাঝে দামী? (ক)

* * *

দুর্গার প্রতি গঙ্গার প্রত্যুত্তর।

দুর্গার কথা শুনি গঙ্গা ক্রোধ করি কয়।
ভাগের স্বামী হলো তাতে কিবা আসে যায়? ২৫
ভিক্ষে ক'রে বেড়ান উনি আমি সঙ্গে থাকি।
উনি ভিক্ষে ক'রে ভিক্ষে দেন স্বচক্ষেতে দেখি
যা কিছু ঘরে আসে তোর গণার ইঁদুরে খায়।
বাহিরে রাখলে কেতোর ময়ূর
ঠুক্‌রে ছড়িয়ে দেয়॥ ২৬
তোর পরিবার জন্যে এই সংসার হলো অচল
মাথায় ব'সে থাকি আমি কি
ক্ষতি তায় বল॥ ২৭
লক্ষ্মী সরস্বতী তোর কার্ত্তিক আর গণা।
খাবার জন্যে সদাই সব করে আনাগোনা॥ ২৮
সেনাপতি তোর ছেলেটী তার বালাই যাই।
তার ছটা মুখের জন্যে
ছয় জোয়ানের খাবার চাই॥ ২৯
গণপতি বাছা, তার পেটটী তো সাঁকালী।
চার হাতে খায়, শুঁড়ে জড়ায়
তবু তার পেট খালী॥ ৩০
তোর, সিঙ্গীটা'র ভঙ্গী দেখে ভৃঙ্গি জলে যায়।
কৈলাসে নিপশু কৈলে,
তবু ক্ষুধা যায় বেজায়॥ ৩১
এত পরিবার তোর লো সব খেয়ে কর্‌লে মাটী
একদিন ভিক্ষে বন্ধ হলে
সবার দাঁতকপাটী॥ ৩২
তোর কে'তোর স্বভাব দেখে সবার জলে গা।
স্বভাবগুণে আজও তার বিয়ে হলো না॥ ৩৩
তোর বাতাস লেগেছে যাকে সে তো
ভাল নয়।
তুই যে পাহাড়ে মেয়ে ব্যক্ত জগৎময়॥ ৩৪
মেয়ে হয়ে যুদ্ধ করিস্ এমনি বুকের পাটা।
অসুর মার্‌তে কসুর নাই কান্ধে দিয়ে পা-টা॥
মা-মর লো বেদের বেটী জড়িয়ে ধরিস্ সাপ।
এমন মেয়ে ঔরসে যার, আ-মরুক তার বাপ॥
ছাগল ভেড়া মহিষ নইলে তোর পেট ভরে না
সইজন্য তোর পূজা অনেকেই করে না॥ ৩৭
সুরথ রাজা লক্ষ বলি দিয়ে তোর করে পূজা।
বলিব কি, ঐ বলির জন্যে কেমন তার সাজা॥
আমার পূজা কে না করে, বিখ্যাত ধরণী।
সবাই আমার নাম রেখেছে পতিতপাবনী॥ ৩৯
শান্তনুর ঘরে ছিলাম তার মর্ম্ম কি জানবি?
জান্‌লে পরে ধন্যি ধন্যি করে আমায় মানবি॥
ভীষ্ম নামে পুত্র মোর, তার তুল্য কেহ নয়।
পুত্র যদি জন্মে যেন এম্‌নি পুত্র হয়॥ ৪১
দুর্গা লো তোর সঙ্গে আমার যে সুবাদ আছে।
অপমান হয় প্রকাশ কর্‌তে লোকের কাছে॥ ৪২
তোর মতন ছারকপালী মেয়ের মাঝে কে?
তোর নামে কত কথা প্রকাশ হয়েছে॥ ৪৩

* * *

ভৈরবী—পোস্তা।

ওলো! তুই কত কাচের মেয়ে।
দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারে যে স্বামীর বুকে
পদ দিয়ে॥
আর একটী তোর নাম কালী,
তুই, ঐ নামে বড়ই বিকালি,
সিংহ অসুর' পরে দাঁড়ায়ে কাঁকালি বাঁকালি;—
পেটটী তোর যেন সাঁকালি, তারারূপ ধরিয়ে॥
তোর কথা বল্‌ব কত, দেখে শুনে বুদ্ধিহত,
উনি করেন থতমত তোর কথা নিয়ে,—
ওলো তুই এম্‌নি নারী,
তোর কথায় গ্রন্থ চার ঝুড়ি,
এ বদনাম হ'লে আমার গলায় দি ছুরি;—
তুই ছুঁড়ী না বুড়ী, কেহ না পায় ভাবিয়ে॥ (খ)

* * *

শিবের আক্ষেপ।

দুই সতীনের এই সব কথা,
শুনে পান মনে ব্যথা,
পশুপতি গঙ্গেশ দুর্গেশ।
বলেন, আমার কপাল পোড়া,
অগ্নি বিষে জীর্ণ জরা,
তার উপর এ আবার কি ক্লেশ? ৪৪

এ দু'জনে কোন্দল খালি,
আমার সংসারটা কর্‌লে খালি,
অলক্ষণে এমনি হ'লে কি চলে!
আমি আর করিব কি, উভয়ের মান রেখেছি,
কাউকে মাথায়, কাউকে বক্ষঃস্থলে ॥৪৫
বুকে রেখে পাই না যাকে,
কি ক'রে আর পাবো তাকে?
মাথায় থেকে ওরও বড় জারি।
ঘর ছেড়েছি.ছেড়েছি বাড়ী,
তবু, ও সব বাড়াবাড়ি,
কথায় কথায় ঘটায় দুই নারী ॥ ৪৬
আ মলো কি দেক্‌দারী,
দুই দারার হয়েছি দ্বারী,
লক্ষদারী হব, মোক্ষদার কথা সব না।
সুখদা মোক্ষদা বটে,কিন্তু দুঃখ দিতে মুখ্য বটে,
সখ্য ভাবে লক্ষ্য কৈ দেখি না ॥ ৪৭
দুর্গতিহরা ব'লে; দুর্গানাম সকলে বলে,
গতিদায়িন। আমারে গতি দেন না।
বরং যাতে হবে দুর্গতি,
সেই দিকেই উহার মতি-গতি,
দুর্ম্মতি বই সুমতিতে রন না ॥ ৪৮
একটা কথা ব'লে রাখি,
যদি কিছুদিন বেঁচে থাকি,
ভিক্ষে ক'রে দেশে দেশে ফিরিব।
মাথা হ'তে নামাব ও'কে,
এক জায়গায় দুই জনাকে,
রেখে গিয়ে দূরে হ'তে হেরিব ॥ ৪৯
দুই সতীনের হ'য়ে স্বামী,
ছি ছি ছি কি বদ্‌নামী!
প্রণামী দিয়ে খালাস পেলে বাঁচি।
সংসারে যার দুটো পত্নী,
নারী দেহে যেন গেছো-পেত্নি,
দিনরাত্রি করে কিচিরমিচি ॥ ৫০
যদি পদসেবার হয় প্রয়োজন,
দুটো পা ধ'রে দুই জন,
আমার পা-টা ব'লে সেবা করে।
অর্দ্ধ অঙ্গ জাহ্নবীর, অর্দ্ধটা তার সপত্নীর,
যার যখন ইচ্ছা, অর্দ্ধাঙ্গ ধরে ॥ ৫১

বণ্টন ক'রে করে হদ্দ, দুইয়ের সীমানা সরহদ্দ,
বরাদ্দ হ'লে বিরোধ আর হবে না।
আমার স্বভাব ভস্ম মাখা,
দুঃখ আর যায় না রাখা,
একদিন একদিন অর্দ্ধাঙ্গে বই ভস্ম
ঘটে না ॥ ৫২
একদিন দুর্গা আধখানা গায়,
ভস্ম মাখায়ে চ'লে যায়,
গঙ্গা অমনি নেমে এসে বলে।
ওদিকে কেন ও মাথায়?
এত ভাত দুধ দিয়ে খায়,
আমার অঙ্গেতে হাত দিলে? ৫৩
আমি বল্লেম, হে গঙ্গে!
মাখিয়েছে সে তো অর্দ্ধ অঙ্গে,
তোমার সঙ্গে অর্দ্ধেক রকম হিস্তে।
তুমি বাকি অর্দ্ধ গায়ে,
দিব্যি ক'রে ছাই মাখায়ে,
চলে যাও মধুর হাস্য-আস্তে ॥ ৫৪
এ কথায় সুরধুনী, গর্জ্জিয়ে করিল ধ্বনি,
ধনীর ধ্বনি উঠিল চৌদিকে।
বলেন, তোমার এটা টানের কথা,
গৌরী বড় পতিব্রতা,
হর-গৌরী হও যে থেকে-থেকে ॥ ৫৫
হর-গৌরী কেন হই,
সে কথা আর কার কাছে কই।
ব'লে হেঁট-মুখ পঞ্চমুখ।
ধারা একাদশ নেত্রে, রোমাঞ্চ হয় সর্ব্ব গাত্রে,
কহিছেন প্রকাশিয়ে দুখ ॥ ৫৬

* * *

ঝিঁঝিট—একতালা।

আমি হর-গৌরী হই,—
সবাই দেখে নয়নে।
কি তত্ত্ব-নীরে ভাসি আমি,
আমার সে কথা তো সকলে না জানে॥
এ বিশ্ব-প্রলয়-পয়োধির জলে,
বক্ষে রেখে সবারে মগ্ন হ'লে,
লিঙ্গরূপে রই (আমি লিঙ্গরূপে রই)
——————— ॥ (গ)

ভব কন—জহ্নুসুতে,
আমাকে আর খেতে শুতে,
গঞ্জনা দিও না এত ক'রে।
সমুদ্র মন্থন হ'লে, বিষ খেয়ে মরি জ্বলে,
জ্বালা যায় ও'র স্তন পান করে॥ ৫৭
গঙ্গা বলেন,ও মা ছিছি! হে শিব! করেছ কি!
পত্নীর স্তন পান করেছ, তাই আবার বল্‌ছ?
শুনে লোকে কলঙ্ক দিবে,
কেলেঙ্কার কর্‌বে নিশি দিবে,
তাই গৌরীর পায়ে ধ'রে চল্‌ছ॥ ৫৮
আর রব না তোমার ঘরে,
রাখ্‌তে হবে না মাথায় ধ'রে,
এখনি যাব যথায় মন যায়।
ছিছি ছিছি পিনাকি! মাথা কুটে মরব নাকি?
আমি মলে সকল জ্বালা যায়॥ ৫৯
শিব বলেন, আমি তাই যাচি,
তোমরা দুটো মলেই বাঁচি,
দেক্‌দারি দুই পত্নী লয়ে।
সংসারে যার দুই নারী,
পদে পদে তার ছাড়ে নাড়ী,
এ ঝক্‌মারি কত থাকব স'য়ে॥ ৬০

* * *

ঝক্‌মারি কাকে বলে?

যেমন,ঘরের সোণা রূপা নিয়ে দেয় সেক্‌রাবাড়ী
সেটা গয়না গড়ানো বটে কিন্তু বড়ই ঝক্‌মারি
যেমন, খিড়কির ঘাটের উপর বৈটকখানা-বাড়ী
সেও জানবে বাড়ী নয় কেবল ঝক্‌মারি॥ ৬২
যেমন দুই দিকে অসমান ভার লয়ে যায় ভারী
ভার হয় সে ভার বওয়া, ভারি ঝক্‌মারি॥ ৬৩
যেমন ক্ষুধার টানে খেতে যায়
ক'রে তাড়াতাড়ি।
বারে বারে বুকে লাগে সেটাও ঝক্‌মারি॥ ৬৪
যেমন শালী ঠাকুর-ঝি না থাকিলে ফাঁকা
শ্বশুরবাড়ী।
জামাই গিয়ে বোবা হয়ে থাকা ঝক্‌মারি॥ ৬৫
শালিসীর মধ্যস্থ হ'য়ে যে যায় পরের বাড়ী।
ব'কে ব'কে মাথা ধরা সেও ঝক্‌মারি॥ ৬৬
এ সব ঝক্‌মারি বরং সহ্য করতে পারি।
দুই সতীনে ঝগড়ার ঝক্‌মারি সইতে নারি॥৬৭

* * *

খাম্বাজ—পোস্তা।

আর সয়না রে—
দুই সতীনে করে যে কেলেঙ্কারি।
ওরে দিবা নিশি বিষ-বিষুণি ঝাড়ে বিষের
পিচ্‌কারী॥
কেবা ভাল কেবা মন্দ, বল্‌লে পরে বাড়ে দ্বন্দ্ব,
সদাই করে সকল পণ্ড, দণ্ডে দণ্ডে দেক্‌দারি॥
সংসার লয়ে সং'সার, না হয় যদি প্রশংসার,
এমন সংসারের মুখে ছাই দিয়ে
প্রস্থান করি॥ (ঘ)

* * *

গঙ্গা ও দুর্গার ঝগড়া।

তখন গণেশের মা এ সব শুনি নিকটে আসিল
দশটা হাত নেড়ে তখন বলিতে লাগিল॥ ৬৮
ওহে ভব! একি ভাব হল তোমার মনে।
সংসার ছাড়িয়ে নাথ তুমি যাবে কেনে? ৬৯
উড়ে এসে তোমার মাথায় জুড়ে বস্‌ল মাগী।
কুট কুট ক'রে কুট বোল বলে
সাধে কি আমি রাগি? ৭০
গৃহস্থালীর কিছুতে নাই
কথাগুলো বিষের কণা।
নির্ব্বিষ সাপের যেন কুলো পারা ফণা॥ ৭১
গঙ্গা বলে, আমার গুণের মহিমা
তুই কি জানবি বল?
তোর তো কেবল গুণের মধ্যে
পুরুষের মত বল॥ ৭২
মহাপাপে পতিত জীব আমার কাছে এলে।
পাপ তাপ দূরে যায়, তরে শীতল সলিলে॥৭৩
আমার বুক দিয়ে কত তরি বেয়ে যায়।
এদেশের দ্রব্য সব ও দেশেতে পায়॥ ৭৪

প্রসন্নসলিলা আর পতিতপাবনী।
এ সব আমার নাম কথা পুরাতনী॥ ৭৫
কোন স্থান যদি অপবিত্র হয়ে যায়।
বিন্দুমাত্র মোর জলে সুপবিত্র হয়॥৭৬
আমার তীরেতে অন্ন পাক করে নরে।
সে অন্ন কুকুরে যদি উচ্ছিষ্ট করে॥ ৭৭
তথাপি সে অন্ন নাহি অপবিত্র হয়।
চণ্ডালে রান্ধিলে অন্ন ব্রাহ্মণে খায়॥ ৭৮
আমার সাদা দেহ সাদা মন সাদাসিদা সব।
তুই যেমন, তেমনি ছেলে করেছিস্ প্রসব॥ ৭৯
আমার ছেলেটী রত্ন—নামটী যেমন ভীষ্ম।
কীর্ত্তিমান্ রূপবান্ যশে ভরা বিশ্ব॥ ৮০
কথার উপর ভগবতী কথা বলেন চোটে।
বাণে বাণ কাটতে বাণ ধনু হতে ছোটে॥ ৮১
ছেলের কথা বলিস্ না লো গাটা জলে যায়।
ভীষ্মটী তোর ফকিরী নিয়ে সংসার ছেড়ে যায়
আর এক পুত্র তোর সেই তো লো সরেস।
গঙ্গাপুত্র এই পরিচয় নাম মুদ্দফরেস॥ ৮৩

* * *

শিবের মধ্যস্থতা।

মনে মনে ভবেশ ভাবাবেশ করি মনে।
বলেন, মিছে কোন্দল কচ্‌কচি এত কেনে?
তোমাদের মধ্যে কে ভাল কে মন্দ।
এখনি দেখিয়ে দিলে যাবে সব দ্বন্দ্ব॥ ৮৫
আমি আজ দুই মূর্ত্তি করিব ধারণ।
হর-গঙ্গা হর-গৌরী যুগল কারণ॥ ৮৬
আমার বাম অঙ্গ সঙ্গে যে জন মিশিবে।
মিশিয়া যে প্রকাশিবে, সেই হবে শিবে॥ ৮৭
গৌরী তো মধ্যে মধ্যে মেশেন মোর সঙ্গে।
মেশ দেখি গঙ্গে! তুমি মোর বাম অঙ্গে॥ ৮৮

* * *

গঙ্গার পরাজয়।

আনন্দিতা গঙ্গা অতি নামেন শির হ'তে।
অনঙ্গ-অঙ্গ-হর-হর-বামেতে মিশিতে॥ ৮৯
রজত ভূধরে যেন তুষার লাগিল।
কে রজত কে তুষার বোঝা নাহি গেল॥ ৯০
জলেতে মিশিল জল নাহি কোন ভাব।
প্রকৃতি-পুরুষে কিছু হলো না প্রভাব॥ ৯১
নন্দী ভৃঙ্গি ভূতগণ দেখিয়া কহিল।
বাবার মাথায় যে মা ছিল কোথায় লুকালো?
হর-গঙ্গা রূপ নাহি হইল প্রকাশ।
পঞ্চানন পঞ্চ মুখে করেন প্রকাশ॥ ৯৩
সুরধুনি! তুমি যাও তোমার স্থানেতে।
গিরিসুতা বসুন আসি আমার বামেতে॥ ৯৪
অভিমানে গঙ্গা যান গঙ্গাধরশিরে।
দুর্গা আসি বসিল বামের বামে ধীরে॥ ৯৫
দুর্গা-শিব একঅঙ্গ হ'ল একাসনে।
অশ্রুধারা ত্যজে গঙ্গা যুগল নয়নে॥ ৯৬
গঙ্গার নয়নে পূত বারিধারা ঝ'রে।
বহিয়া পড়িছে হর-গৌরীর শরীরে॥ ৯৭
তাল বেতাল নাচে এই ভাব দে'খে।
দেব গন্ধর্ব্বে গায় অন্তরীক্ষে থেকে॥ ৯৮

* * *

কানেড়া-বাহার—একতালা।

হের হর-গৌরী এক অঙ্গ;—
দুর্গা গঙ্গার হেব সাঙ্গ।
শূন্য হতে দেব পুরন্দর,
সব অমর, পুষ্প বরিষণ করে শিব-প্রসঙ্গ॥
অর্দ্ধাঙ্গ ধবলগিরি, অর্দ্ধ গিরিসুতা গৌরী,
রজতে কাঞ্চন হেরি, শিহরে অনঙ্গের
অঙ্গ॥ (৫)

* * *

গঙ্গা-দুর্গার কোন্দল সমাপ্ত।

দাশরথি রায়ের জীবনী।

মহানুভব দাশরথি রায়, বর্দ্ধমান জেলার উত্তর ভাগীরথীর ধারস্থিত প্রসিদ্ধ পীলা গ্রামের রামজীবন চক্রবর্ত্তীর ভাগিনেয় ছিলেন। তাঁহার পিতার নিবাস উক্ত পীলা গ্রামের অনতি দূরবর্ত্তী বাঁধমুড়া গ্রামে ছিল, কিন্তু দাশরথি, উক্ত বাঁধমুড়া গ্রামে বাস করেন নাই, তিনি মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়া পরে উক্ত পীলা গ্রামেই স্বতন্ত্র বাটী নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিয়াছিলেন।

দাশরথি রায় সন ১২১২ সালের মাঘ † মাসে, জন্মগ্রহণ করিয়া অগ্রজ সহোদর ভগবানচন্দ্র রায়ের দোসর সহায় বলিয়া গণ্য হওতঃ পিতা মাতার আনন্দ বর্দ্ধন করেন। তদুত্তরে তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর তিনকড়ি ও রামধন রায়ের জন্ম হয়, রামধন অল্প বয়ঃক্রমেই পরলোক গমন করেন। দাশরথি ও তিনকড়ি উক্ত মাতুলালয়ে থাকিতেন, মাতুল ও মাতুলপরিবারেরা, উহাঁদিগকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন। দাশরথি সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রমে গ্রাম্য পাঠশালায় লিখিতে ও ঘুষিতে ও মৃত্তিকায় অঙ্কসঙ্কেত শিক্ষা করিতে লাগিলেন। বালক কাল হইতে দাশরথি বিলক্ষণ বুদ্ধিমন্ত ছিলেন; অল্প দিবস মধ্যে, পাঠশালায়, সর্দ্দার পড়ুয়া বলিয়া গণ্য হইলেন। তৎকালে উক্ত পীলা গ্রামে সরকার বাহাদুরের এক রেসমের কুঠী থাকায়, কুঠীতে ইংরাজীভাষাবিৎ কর্ম্মচারী ও কেরাণী থাকিতেন। দাশরথি তাঁহাদের এবং উক্ত পীলার নিকটবর্ত্তী বহরা গ্রামের হরকিশোর ভট্টাচার্য্যের নিকটে যাতায়াত করত ইংরাজী ভাষা অধ্যয়ন আরম্ভ ও কিছু শিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে পরিণামে কোন ফল দর্শে নাই দাশরথির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেমন যৌব চিহ্নে পরিণত হইতে লাগিল, তেমতি তাঁহার মনও অন্য ভাবে আকৃষ্ট হইতে আরম্ভ হইল। উক্ত রেসম কুঠী সম্বন্ধে, কাটানী কর্ম্মোপলক্ষে অনেক ভ্রষ্টাচারিণী কুলটা কামিনী উক্ত পীলা গ্রামে বাস করিত। তন্মধ্যে অক্ষয়া বায়তিনী নাম্নী এক সধবা পতিত্যক্তা বেশ্যা কুৎসিত কবি-সঙ্গীতের সম্প্রদায় করিয়াছিল। দাশরথি রায় উক্ত কবি-সঙ্গীত সূত্রে, অক্ষয়া বায়তিনীর বাটীতে, গমনাগমন আরম্ভ করিলেন। প্রথমে অনেক দিবস পর্য্যন্ত পরিবার ও প্রতিবাসীর নয়নাগ্রে লজ্জারূপা আচ্ছাদনী নিক্ষেপ করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা কতদিন তদবস্থায় থাকিবেক? জীর্ণতা দোষে তাহার স্থানে

---

* বর্দ্ধমান-শ্রীবাটী-রোগানিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ শর্ম্মা মণ্ডল মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত। তিনি লিখিয়াছেন,—"এই জীবনী কোন্ সালে কাহার কর্ত্তৃক লিখিত, কোথায় মুদ্রিত, তাহার অনুসন্ধান বিশেষরূপে করিয়াছি ও করিলাম, তাহা পাইলাম না। আরও দুইখানি পুস্তক পাইলাম, তাহাও কীটদষ্ট, ছিন্ন ভিন্ন, নাম তারিখাদির চিহ্ন মাত্র পাওয়া গেল না।" গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন, তিনি ১২৬২ সালে বর্দ্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার দারোগা ছিলেন। তিনি দাশরথির অত্যন্ত অনুগত ও ভক্ত সহচর ছিলেন। সুতরাং তাঁহার লিখিত দাশরথির জীবনী যে প্রামাণ্য গ্রন্থ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সেই জন্যই আমরা এই প্রাচীন দুর্লভ গ্রন্থ হইতে প্রয়োজনীয় অংশসমূহ বাছিয়া বাছিয়া দাশরথির জীবনী আকারে প্রকাশ করিলাম। পাঁচালী-সম্পাদক।

† বর্দ্ধমান-কাটোয়া-আলমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রমানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে দাশরথি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

স্থানে অবকাশ জন্মিল, তদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণেই দেখিতে লাগিল, বরং অনেকে কুৎসিত প্রণয়-প্রসক্তি ভাবেরও আরোপ করিতে ক্ষান্ত থাকিল না ; কিন্তু দাশরথি তজ্জন্য আর সঙ্কোচিত থাকিলেন না।

অক্ষয়া মহানুভব দাশরথির সমবয়স্কা ছিল না। আশু এ পংক্তি দেখিয়া, পাঠকবর্গ মনে করিতে পারেন যে, অক্ষয়া দাশরথি অপেক্ষা ন্যূনবয়স্কা তরুণী রমণী ছিল। বাস্তবিক তাহা নহে ; সে উক্ত দাশরথি হইতে ৩।৪ বৎসরের অধিক বয়স্কা ছিল। এক্ষণে উক্ত পাঠকেরা, প্রাগুক্ত পাপপ্রসক্তি বিষয়ক, অনেকের কৃতানুমানের সিদ্ধাসিদ্ধ বিষয়ে বিচার করুন। অক্ষয়ার কৃষ্ণ কলেবরে চাকচিক্যের অভাব ছিল না ; অক্ষয়ার নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ থাকায় আয়সানুমেয় ভ্রূযুগলের বর্ণনে ব্যাপৃত হইতে পারিলাম না। অক্ষয়ার আঁখি দুটী বড় ক্ষুদ্র ছিল না, বড় বড়ও ছিল না, স্বাভাবিক অথচ ভাসমান ভাবাপন্ন, চক্ষের তারকা কৃষ্ণবর্ণা ছিল ; বোধ হয় পুত্তিকার ন্যায় পীতবর্ণা হইলে অশোভন হইত না ; কারণ কৃষ্ণবর্ণরাশিতে পীত চিহ্নই প্রশস্ত ও সুদৃশ্য বটে। মস্তকের কুন্তলগুলিন লম্বিত, কিন্তু নিতম্বভার আচ্ছাদন করিত না। কুন্তলগুলিন কৃষ্ণবর্ণ না হইয়া যদি কটাবর্ণ হইত, তবে অক্ষয়ার গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘসদৃশ কলেবরপার্শ্বে একখণ্ড পাণ্ডুর মেঘচ্ছটার ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইয়া কত নটবরের নয়ন রঞ্জন করিত বলা যায় না। যদি নায়কের চক্ষে কালবর্ণা স্ত্রী গোলাপী রঙ্গের সাটী পরান ভাল লাগে, তবে অক্ষয়ার মস্তকে কটা কেশ হইলে ভাল লাগিত না কেন ? অক্ষয়া তন্বী ছিল না, তুন্দিলাও ছিলনা ; স্বাভাবিক পীবর-কলেবরা ছিল, কিন্তু মধ্যদেশের পরিদৃশ্য নির্দ্দিষ্ট না থাকায় পূর্ব্বকালের প্রথামতে লক্ষণাক্রান্ত নাম রাখিলে অক্ষয়ার নাম কান্তকটিই হইত। অক্ষয়া আবার স্বপতিসত্তা বিজ্ঞাপন জন্য দুই হস্তে শঙ্খ ধারণ ও শঙ্খসম্মুখে কৃত্রিম প্রবালশ্রেণী পরিধান করিত। আহা! সেই রূপে কি শান্ত স্বভাব সুপুরুষ দাশরথি রায় মুগ্ধ বা প্রেমাসক্ত হইয়াছিলেন ? না না, কদাচ নহে। বয়োধর্ম্মে উক্ত কবি-সংগীতপ্রিয়তা-দোষে তিনি কবি-পিশাচী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অক্ষয়া, জাতিতে বারতি থাকা প্রযুক্ত, দাশরথির সমবয়স্কেরা দাশরথিকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ বলেন, কেমন হে রায় মহাশয়! এ মাসে কয়টা বিবাহ বাজাইলে ? কেহ বলেন, এমাসে বড় অপ্রতুল, পোষ মাসে বিবাহ নাই। দাশরথি উক্ত ব্যঙ্গ বিদ্রূপে লজ্জিত হইতেন বটে, কিন্তু তৎকালে উক্ত কবিসঙ্গীত ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

উক্ত গ্রামে নীলকণ্ঠ হালদার নামে এক ব্যক্তি বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি যৎ সামান্য অনুপ্রাস যোজনা করিয়া অশ্লীল শব্দে ও ভাবে নহর নামক দীর্ঘচ্ছন্দ গান রচনা করিতেন ও বয়স্থদিগের সাট্টহাস্য মুখের প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া দৈনিক চাউল-চিন্তায় নিস্তার পাইতেন। পাঠক মহাশয় এমত বিবেচনা করিবেন না যে, তাঁহার নহর-শ্রোতারা তাঁহাকে দৈনিক তণ্ডুল প্রদান করিতেন, তিনি শ্রোতাদ্বারা লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া গদগদ চিত্তে তণ্ডুলের চিন্তা ভুলিয়া নিস্তার লাভ করিতেন। হায়! কি আক্ষেপের বিষয়! উক্ত দাশরথির বুদ্ধি প্রতিভা, উক্ত পীলার নিকটবর্ত্তী নারায়ণপুর ও পাটুলীর টোল চতুষ্পাঠির অধ্যাপক পণ্ডিতগণের পাণ্ডিত্যে অথবা নিজ গ্রামের মহাত্মা বাবু ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কীর্ত্তি কলাপে ও তাঁর চরিত্রে ঈর্ষা না করিয়া উক্ত নীলকণ্ঠ হালদারের কবি সংগীতরচনালব্ধ প্রতিষ্ঠার প্রতি ঈর্ষান্বিত হইল। তখন দাশরথির টপ্পা ও কবি এবং কথঞ্চিৎ কালী কৃষ্ণ বিষয়ক গীত রচনায় অনুপ্রাসের অনুসন্ধানে আপন অমূল্য

বুদ্ধি প্রতিভার অপূর্ব্ব সম্পত্তির ব্যয় বৃদ্ধিই হইতে লাগিল; দাশরথি ক্রমে ক্রমে উক্ত নীলকণ্ঠ হালদারের প্রতিযোগী ও প্রতিষ্ঠার অংশী হইয়া উঠিলেন, তখন দাশরথির মনে মনে আহ্লাদের সীমা রহিল না; মনে করিতে লাগিলেন, আমি একজন গ্রামের মধ্যে গণ্য মান্য হইয়া উঠিলাম; তাঁর সে কল্পনা পরিণামে চরিতার্থ হইয়াছিল।

অক্ষয়া বায়তিনীর স্বরসঙ্গতি বিলক্ষণ ছিল, ঢাকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঢোলের অগ্রে অগ্রে, প্রবাল-পরিহিত হস্তভঙ্গীসহ নৃত্য করিতে এবং কদলীশাখখণ্ডযুক্ত ঝুলিত চৌমুখা-প্রদীপ্ত দীপ-নিম্নে চট-চন্দ্রাতপ-বিদারক চীৎকার শব্দে, সখীসংবাদ, বিরহ, কবি, টপ্পা গাইতে পারিত। দাশরথি উক্ত অক্ষয়ার কবিসম্প্রদায়ে গাঁথনদার উপাধি পাইয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। মনুষ্যের প্রবৃত্তিজাত কার্য্য বিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে, অবাক্ ও ক্ষিপ্তবৎ স্বতঃ হয়িত হইতে হয়! বাল্যকাল হইতে দাশরথির যে প্রকার বুদ্ধি-বল ছিল, তাহাতে তিনি চেষ্টা করিলে প্রধান কর্ম্মেরই অধ্যক্ষ হইবার সম্ভব ছিল; তাহা না হইয়া তাৎকালিক প্রদেশ প্রচলিত, অগ্রে দুই তিনটী বেশ্যা ও তিন চারিজন পুরুষ—পশ্চাতে ১০।১২ জন চোয়াড় জাতি "এই দলবদ্ধ কবিসম্প্রদায়ের মধ্যে" তন্তুবায়ের তন্তচালনার ন্যায় একবার সম্মুখে একবার পশ্চাতে যাতায়াত করত গায়কগণের কর্ণে কর্ণে কথার উপদেশ দেওয়ার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এই কার্য্যে প্রবৃত্ত কালে, দাশরথি ছড়া অর্থাৎ অনুপ্রাস-যুক্ত বক্তৃতা করিতে পারিতেন না, অপর ব্যক্তিকে কিছু অর্থ দিয়া আনিতে হইত; অনন্তর দাশরথি অল্পদিন মধ্যে ছড়া সকল সংগ্রহ ও শিক্ষা করিয়া কৃতবিদ্য হইলে, তখন অর্থব্যয়ে অপরকে আনিতে হইত না; তাহাতে অক্ষয়া পরমানন্দিতা হইত। তিনি অক্ষয়ার কবি-সংগীত সম্প্রদায়ের সঙ্গে সঙ্গে দুর্গোৎসব, শ্যামা জগদ্ধাত্রী কার্ত্তিক এবং বারওয়ারি পূজায় নানাস্থানে (রাঢ় বাগড়ি) গমনাগমন করিতে প্রবৃত্ত থাকিলেন।

দাশরথির মাতুল প্রশংসিত রামজীবন চক্রবর্ত্তী মহাশয় নীলকুঠীর দেওয়ানী কর্ম্ম করিতেন। তিনি আপন কর্ম্ম-স্থান (অনন্তপুর কুঠুরিয়া) হইতে একদিন বাটী আসিয়া ভাগিনেয় দাশরথিকে যথোচিত ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করিয়া বলিলেন যে, দাশরথে! তোমাকে আমি সাতিশয় স্নেহ করি, তোমার এ প্রকার কুবুদ্ধি ঘটিল কেন? তুমি ভট্ট দৈবজ্ঞ বা বর্ণব্রাহ্মণ নহ, সংগীত ব্যবসায় করিয়া তাহারাই সংসারধর্ম্ম নির্ব্বাহ করে, তুমিও যে তদ্বৎ ব্যবহার করিয়া বংশের কুলাঙ্গার হইয়া উঠিলে! দাশরথি কোন উত্তর করিলেন না, অধোবদনে শ্রবণ করিলেন মাত্র; অনন্তর রামজীবন চক্রবর্ত্তী ভাগিনেয় দাশরথিকে সঙ্গে লইয়া যাইয়া উক্ত কুঠীতে চাকরী করিয়া দিলেন। দাশরথি চাকরী-সূত্রে বাসায় থাকেন বটে, কিন্তু সর্ব্বদা অন্যমনস্ক, লিখিতে অক্ষর ভুলেন, অঙ্ক সঙ্কলন করিতে অঙ্ক ভুলেন, এবং পাঠাপাঠ তুলিয়া বিরক্তি প্রকাশ করেন; পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষী যেমত মুক্তি ও পলায়নে নানা প্রকার যত্ন করে, পিঞ্জরশলাকায় চঞ্চুঘাত করিয়া ব্যগ্রতা বিজ্ঞাপন করে, দাশরথির ভাবও সেই মত হইল; কি করেন, মাতুলের ভয়ে চাকরী পরিত্যাগ করিয়া আসিতে পারেন না। কবি-গায়িকা অক্ষয়া ভিন্ন সকলই অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন; সে সময়ে অক্ষয়াকে দাশরথির অক্ষয় স্বর্গ বোধ হইয়াছিল। অক্ষয়া বায়তিনী কবি-সংগীতের বায়না পাইলে দাশরথিকে আনিবার জন্য স্বয়ং কুঠুরিয়া গ্রামে যাইতে আরম্ভ করিল; গ্রামে গিয়া গোপনে সংবাদ পাঠাইলে, দাশরথি কোন এক ছলনা করত অক্ষয়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেন। কিছুদিন পরে, রামজীবন চক্রবর্ত্তী মহাশয়, উক্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া বিশেষ

বিরক্ত হইলেন ও লোকগঞ্জনার ভয়ে ভাগিনেয়কে পদচ্যুত করিয়া দিলেন। দাশরথি তাহাতে কিছু মাত্র দুঃখিত হইলেন না ; বরং কৃতার্থম্মন্য হইয়া পীলা গ্রামে আসিয়া অক্ষয়ার কবি-আখড়াঘরে প্রবেশ করিলেন ও তদবধি চাকরী ব্যবসায় হেয় জ্ঞান করিয়া কবি-সম্প্রদায়ের কবি-রচনাকেই অপরিহার্য্য জীবিকা জ্ঞান করিলেন।

দাশরথি, দিবারাত্র উক্ত অক্ষয়া বায়-ত্তিনির কবি-আখড়ায় পীঠ-ভৈরবের ন্যায় বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর তিনকড়ি রায়, মাতুলালয়ের গুপ্ত দ্বারে পদ্মল-তটে দাঁড়াইয়া তিনবার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেন; দাশরথি একবার মাত্র মধ্যাহ্নকালে,মাতুলালয়ে গমন করিয়া, অধোমুখে আহার করিতেন, সুস্বাদ্ বশতঃ ব্যঞ্জন, পুনরায় লইতে সঙ্কোচিত হইয়া পাচিকাকে প্রার্থনা করিতে পারিতেন না। সাধারণে বলিয়া থাকে (রাত্রের ভাতে— হাতী মাতে) দাশরথি অক্ষয়া-কবি-প্রাপ্তি ব্যাধি হেতু বর্দ্ধনশীল বয়ঃক্রম কালে রাত্রে অন্নাহার পরিত্যাগ করিয়া, দুগ্ধ-চিপিটকে কায়িক কঙ্কাল কয়েকখণ্ড রক্ষা করিতে লাগিলেন।

দাশরথিকে তাঁহার মাতুল ও মাতুলপরিবার এবং প্রতিবাসী অনেকে অনেক মত উপদেশ ও শাসন করিলেন বটে, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। একদিন দাশরথির প্রাচীনা মাতামহী আপন দৌহিত্র সম্বন্ধ বিবেচনায় অক্ষয়ার কবি-আখড়ায় যাইয়া দাশরথির কেশাকর্ষণ করত আপন বাটীতে আনিয়া নানা প্রকার ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করিলেন ও অবরুদ্ধ প্রায় করিয়া রাখিলেন, কিন্তু তাহাতে কি হইবেক ? পরিণামে কিছু ফল দর্শিল না। দাশরথির তাৎকালিক স্বভাব সন্দর্শনে দাশরথির মাতুলপরিবারাদি সকলে একেবারে তদ্বিষয়ে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। দাশরথির গর্ভাধারিণী শ্রীমতী দেবী ইতি-পূর্ব্বেই পরলোক গমন করেন, তাঁহাকে পুত্রের স্বভাব সংক্রান্ত কুচিন্তা ভোগ করিতে হয় নাই। দাশরথির পিতা দেবীপ্রসাদ রায় আপন বাটী বাঁধমুড়া গ্রামে থাকিতেন। তাঁহার নিকট তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভগবানচন্দ্র রায় থাকিতেন। দেবীপ্রসাদ স্বপুত্র দাশরথির উক্ত কুব্যবহার দেখিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও লোকসমাজে লজ্জিত হইয়া দাশরথিকে নানা প্রকার বুঝাইয়াছিলেন, “বৎস দাশরথে! আমি, তোমার ধনবান্ পিতা নই সত্য বটে, কিন্তু বুদ্ধিমান্ পুত্রসমীপে কি দরিদ্র পিতার হিত কথা গ্রাহ্য হয় না ? মানবকুল চিরকাল সম্পন্ন থাকে না, তুমি যে বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তাহা বিশুদ্ধ বটে, বংশের কোন ব্যক্তি কখন অসৎ কর্ম্ম বা অসৎ ব্যবসায় করেন নাই, তুমি বংশের পুরাবৃত্ত অবশ্য জ্ঞাত আছ। সঙ্গীত ব্যবসায়, বর্ণ-ব্রাহ্মণেরা করিয়া থাকে, প্রত্যুত যে সমস্ত ব্রাহ্মণ রামায়ণ কৃষ্ণমঙ্গল চৈতন্যমঙ্গল এবং কবি যাত্রার সম্প্রদায় করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে, তাহারা ব্রাহ্মণ সমাজে হেয় ও অবজ্ঞেয় হইয়া থাকে। বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি, তুমি কি কর্ম্ম করিতেছ! কতকগুলিন অন্ত্য-জের জৃম্ভণ ও নিশ্বাস-বায়ুমণ্ডলে সমস্ত রাত্রি জাগরণ, বিপক্ষ পক্ষের কুৎসিত ভাষণ শ্রবণ করত মরণাপন্ন হইয়া থাক। তোমার গর্ভধারিণী পুণ্যবতী ছিলেন বলিয়া তোমার পাপিষ্ঠ পিতাকে রাখিয়া স্বর্গগামিনী হইয়া-ছেন। আমার তুল্য তাঁহাকে তোমার কুলঘৃণ্য কার্য্য দেখিতে হইল না, এক্ষণে তিনি আমাকে আকর্ষণ করিলে নিস্তার প্রাপ্ত হই। জলের প্রবেশিকা শক্তি আছে বটে, কিন্তু সে শক্তি প্রস্তরপৃষ্ঠে পরাভূত হয়, সুতরাং দেবীপ্রসাদের অশ্রুবারি, কবিসঙ্গীতাসক্ত দাশরথির প্রকৃতি-প্রস্তরকে ভেদ করিতে পারিল না।

অনন্তর দাশরথি ক্রমশঃ কবি টপ্পা ছড়া রচনা-বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বে কবিসম্প্রদায়ে টপ্পা গানের পর,

(চোপ) বলিয়া ছড়া বলার রীতি ছিল। দাশরথি তাহাতে অতিরিক্ত এক নূতন পদ্ধতির সৃষ্টি করিলেন; তাহা এই যে, কৃত্তিবাসকৃত রামায়ণের পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে অনুপ্রাসযুক্ত কতকগুলিন কবি-কথায় রচিত পয়ার ত্রিপদী তিনি স্বয়ং বক্তৃতা করিতেন; পশ্চাতে কয়েক জন ধুয়া গাইত, কেবল কালো চামর তিনি গ্রহণ করিতেন না। সকল কর্ম্মেরই পদোন্নতি আছে। কবিসম্প্রদায় মাত্রই দাশরথির গৌরব ও গুণ গাইতে লাগিল। তখন দাশরথি, কবি-পুস্তক ধারণ করিয়া সম্মুখের ও পশ্চাতের গায়কদিগকে উপদেশ অর্থাৎ বলিয়া দেওয়ার কার্য্যটী ত্যাগ করিয়া, নিজ প্রতিবাসী গুরুদাস ঘটক নামক ব্রাহ্মণ যুবককে প্রদান করিলেন। গুরুদাসও ঐ কার্য্যের উমেদারী করিতেছিলেন। কার্য্যে বাহাল হইয়া, সঙ্গীত-পুস্তকের চার্জ্জ লইয়া জেলার জজের সেরেস্তাদারি প্রাপ্তির চরিতার্থ বোধ করিলেন। তখন দাশরথি আসর মধ্যে গুণ-চটে অথবা কেঁচ-কেঁচিয়া আসনে ক্ষুদ্র দীপসমীপে উপবিষ্ট হইয়া (প্রশ্ন ও সমস্যা গীতের উত্তর রচনা ও তাহা লেখা এবং গায়কগণকে উপদেশ দেওয়া) এই উচ্চপদে অভিষিক্ত হইলেন।

দাশরথির পয়ার ত্রিপদী আরম্ভ হইলে চতুর্দ্দিক্ হইতে বাহবা বাহবা এই শব্দ হইতে থাকিত। দাশরথি, এতন্মাত্র পুরস্কারে পুলকিত হইতেন। সঙ্গীতের দক্ষিণা মূল্য যাহা পাইতেন, সে সকল বণ্টন করিয়া অতিরিক্ত যাহা থাকিত, সম্প্রদায়ের কর্ত্রী অক্ষয়াকে সমর্পণ করিতেন ও তাঁহারও তাহাতে রাত্রিযাপনের দুগ্ধ-চিপিটকের সাহায্য হইত। দাশরথি, কোন টোলে ও চতুষ্পাঠীতে অথবা কলেজ-স্কুলে অধ্যয়ন করেন নাই; কেবল চিন্তা ও আলোচনাই তাঁহার রচনাশিক্ষার অধ্যাপক হইয়াছিল। তদ্ধেতু দাশরথির রচনাশক্তি দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আমাদের স্বগ্রামবাসী পুরুষোত্তম দাস বৈরাগ্য নামক যে এক ব্যক্তি আছেন, তৎকালে তাঁহারও এক কবি-সম্প্রদায় ছিল। সে সময়ে যে কোন গ্রামে দাশরথির কবির দল আহূত হইত, পুরুষোত্তম দাস বৈরাগ্যের সম্প্রদায়ও তাহার প্রতিপক্ষে বায়না পাইত; সুতরাং প্রদেশ মধ্যে পুরুষোত্তমই দাশরথির প্রবল প্রতিপক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন। দাশরথিও পুরুষোত্তমের রচনাশক্তি-বেগের প্রতিবিধানে প্রতিনিয়ত নানা রহস্য-রচনায় রত থাকিতেন। এক দিবস কবি-গীত-রঙ্গভূমিতে উক্ত পুরুষোত্তম দাস বৈরাগ্যের পক্ষ হইতে তাহার দলভুক্ত রাধামোহন দাস বৈরাগ্য নামক এক ব্যক্তি, উক্ত পুরুষোত্তমের রচিত ছড়া, রঙ্গভূমির চতুর্দ্দিকোপবিষ্ট শ্রোতাদিগের সম্মুখে উভয় হস্ত লম্বিত ও নানা ভঙ্গী করিয়া মহা প্রাগল্‌ভ্যের সহিত বক্তৃতা করিলেক। ছড়ার শিরোনামটী এই ছিল যে,—

"আমার গানের গুরু কল্পতরু
হরুর তুল্য গণি।
হাঁরে পাগল হয়েছিস? ছাগল মধ্যে
আসরে নামবেন তিনি?
আজ মো'ষ কাটবো ব'লে আমি
খাঁড়ায় দিলাম বালি।
আসরে এসে দেখি দেশো
পুঁড়-কুমড়ার জালি॥"

এই ভাবে কতকগুলিন অশ্লীল শব্দে অনুপ্রাস যোজনা করিয়া ছড়া সমাপ্তি করিলেক,পরে কবি-গীতের রীতিমতে লম্বা চৌপদী গান গাইলেক। দাশরথিও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে বড় হীন ছিলেন না; উক্ত দীর্ঘ ছন্দের কবি-সংগীত হওনের সাবকাশ কাল মধ্যে উক্ত ছড়ার উত্তর রচনা করিয়া উপযুক্ত সময়ে আসরে দণ্ডায়মান হইলেন। শ্রোতা সকল ব্যগ্র ও উন্মুখ হইল, কর্ণাচ্ছাদিত বস্ত্র অপসারিত করিল ও নিদ্রাসক্ত চক্ষুর্দ্বয়ে কজ্জল-ঘর্ষিতোত্তাপ প্রদান করিতে লাগিল। কেহ কহেন, মহাশয়, কিঞ্চিৎ সরিয়া বসুন; কেহ

করেন; ছোঁড়া চুপ কর, কেহবা কলিকা লইয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন; অন্ত্যজ স্পর্শ, ভয়ে হুঁকা টানিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। দাশরথি এমত সময়ে কহিলেন, মহাশয়েরা গোল করিবেন না, ছড়ার উত্তর শ্রবণ করুন;—

"তিন পোনের জন্ম খেটে পুরো কল্পতরু।
তিন কড়া যার মূল্য তার তুল্য করিস হরু!
তুই ওকে সিংহ দেখিস, আমি দেখি গরু।
পুরোর নিজের মুরোদ তিন কড়া,
শিষ্য দিয়ে বলান ছড়া,
যেমন কানার একজন ঠেঙ্গাধরা,
সঙ্গে সঙ্গে হাটে।
বড় কর্ম্ম মহাশয়, ঢাকীর একজন ঢাক বয়,
লাঙ্গলের যেমন জোতালে যায় মাঠে।
বুনো কুলিতে হাউজ গাঁজে,
তার একজন তামাক সাজে,
শুনে লজ্জা পাই!
পুরো হয়েছে পুরো মাগী,
ঘরের গিন্নী বুড় মাগী,
যা বলুক তার রাগারাগী নাই।
ও কুড়ানীর বেটা নিড়ানী হাতে,
ভূঞে ঝাড়ছে হুড়ো।
ওর জন্ম গিয়েছে ঘাস ক'রে,
প'ড়ো জমীতে প'ড়ে প'ড়ে,
আজ হয়েছে পুরো বৈরাগীর প'ড়ো।
ভাত রান্নার আখা-জ্বালনী,
তার আবার ফেন-গালনী,
তার কথা কি সাজে?
বাজে ম'রে ওর জন্ম হয়,
বাজে লোক আর কারে কয়?
ওর কথা গায়ে বড় বাজে।"

এই ছড়ার বক্তৃতাতে রঙ্গভূমির চতুর্দ্দিক্ হইতে বাহবা বাহবা—সাবাস সাবাস শব্দ হইতে লাগিল; অক্ষয়া বায়তিনী, সম্প্রদায়-শুদ্ধ সন্তুষ্টা হইল। সে রাত্রে পুরুষোত্তম আর কিছু ভাল বক্তৃতা করিতে পারিলেন না; কি করেন! সঙ্গীত সিংহ-শৃগালী ব্যবসায় এই প্রবাদটী পুরুষোত্তমের প্রবোধের কারণ হইল।

দাশরথি তৎকালে সর্ব্বদা অক্ষয়ার কবি-আখড়াতে থাকেন, নানাপ্রকার কবি, ছড়া, পয়ার এবং ত্রিপদী রচনা করেন; প্রায় অনেক সময়েই বারএয়ারি পূজায় কবি গান করিতে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে যান; কোথায় বাহবা সাবাস শব্দে পুরস্কৃত হইয়া আসেন, কোথায় বা কলঙ্ক লাভ করেন; তাহাতেও তাঁহার মনোমধ্যে উদিত ঘৃণা চিরস্থায়িনী হইত না; কারণ কখন তিনি সঙ্গীতের দক্ষিণা মুদ্রায় বঞ্চিত হন নাই।

দাশরথি কবি-সঙ্গীত করিতে যাওয়া বিষয়ে প্রথমে গোপন করিতেন; এক দিবস পূর্ব্বে উদ্দেশ্য গ্রামে সম্প্রদায় প্রেরণ করিয়া, পর দিবসে প্রভাতে পিত্রালয় বাঁধমুড়ায় যাইতেছি, এই কথা মাতুলালয়ে বলিয়া গমন করিতেন। দাশরথির এই গোপন কার্য্যটী তাঁহার ব্যর্থ জুগুপ্সা বৃত্তির ধর্ম্ম বলিতে হয়, যেহেতু যিনি সঙ্গীতসভাস্থ সহস্রাধিক লোক মধ্যে পরিদৃশ্য ও দণ্ডায়মান হওত কবি-দলের বক্তৃতা করিতে লজ্জাবোধ করিতেন না, তাঁহার গোপন হওয়া, শশগোপনের ন্যায় মাত্র! যেমন শশক জাতি সমস্ত শরীর বাহিরে রাখিয়া গুল্ম মধ্যে প্রবিষ্টমুখ হইয়া, আপনাকে গুপ্ত জ্ঞান করে, দাশরথির গোপন হওয়াও তদ্রূপ। অতএব তাহা তাঁহার মাতুল-পরিবারেরা ও প্রতিবাসিগণে জ্ঞাত থাকিয়াও কেহ কোন কথা উল্লেখ করিতেন না; পরস্পর বলিতেন যে, দাশরথির প্রত্যাশা অনেক দিন গিয়াছে! এক্ষণে আর নূতন কি বলিব ও কি শুনিব?

উক্ত সময়ে নিধিরাম শুঁড়ি নামক আর এক ব্যক্তির উক্ত প্রকারের কবির দল ও তাহার বাক্পটুতা বিলক্ষণ ছিল; এই দল 'নিধি শুঁড়ির দল' বলিয়া প্রদেশে প্রসিদ্ধ হয়। বিশেষ, নিধিরাম কবির ছড়া বলার কালে যে

কতকগুলির অমিলন গদ্য কথা বলিত, তাহা শুনিয়া অনেকে হাস্য ও তাহাকে প্রশংসা করিত। যখন নিধিরাম গ্রাম্য কবিসঙ্গীতের ব্যবসায় করিয়াছিল, তখন কাজে কাজেই কখন কখন দাশরথিকে তাহার প্রতিপক্ষে কবির আসরে দণ্ডায়মান হইতে হইয়াছিল। কোন সময় কোন বারএয়ারি পূজায় কবির আসরে দাশরথির উত্তরসাধক প্রাগুক্ত গুরুদাস ঘটক, অক্ষয়ার কবির দলের সহকারী সম্পাদকতা কার্য্যে ব্যাপৃত ও দাশরথি অপরাসনে বসিয়া আছেন; নিধিরামের দলের টপ্‌পা গান হওয়ার পরে নিধিরাম স্বীয় দলের সমস্ত ব্যক্তিকে বসাইয়া স্বয়ং দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিল,—

"হাঁ হে গুরুদাস ঘটক! তুমিত ব্রাহ্মণের ঘটক
কখনই নহ, তাহা লক্ষণেই দেখ্‌ছি।
শুনতে পাই বরং দেখতেও পাওয়া যায়,
ব্রাহ্মণের ঘটক মহাশয়েরা শূদ্রের বাড়ী যান না, শূদ্রের ছোঁয়া জল খান না, তাঁদের কেবল কুলীন ব্রাহ্মণের কাছে জারি॥
শূদ্রের বিয়ের ঘটকালি,
করতে তুমি আজ কালি,
যাওয়া আসা কর অক্ষয়া বাইতির বাড়ি।
যা হউক তোমার পইতাটা তো আছে,
ওহে গুরুদাস ঘটক! এদানি তোমার ভারি চটক; অতএব ভাই! প্রাতঃ প্রণাম হই। তুমি এসেছ দলের জামু, তোমার দাশু দাদা কই?"

নিধিরাম আসরের পশ্চাৎ দিকে যাইয়া পুনরায় বলেন;—"ওহো! এই যে,কবির দলের মহারথি, মহামান্য দাশরথি, বসে রয়েছেন; অক্ষয়া একটু সরে দাঁড়া; যেন নীলের চাদরের আড়াল দিয়ে রেখেছিস কেন? একবার চাঁদ মুখখান দেখি। ওহে দাশু! একটা কথা কই আশু; পইতা গাছটা তো অক্ষয়ার গায়ের রং করে তুলেছ! ছি ছি ছি ছি ছি! হয়ে ব্রাহ্মণের ছেলে, শুদ্ধ কুলে কালী দিলে,
কবির মুহুরী মাথায় বাঁধা কোতা।
গায়ত্রী শিবপূজা সন্ধ্যা,
তোমার কাছে অন্ধ্যবন্ধ্যা,
ভারী চাকরী হাতে কবির চোতা॥
কিবা মুখ কিবা পাগড়ী,
কবি গাইতে রাঢ় বাগদী,
যাও অক্ষয়ার পাছে পাছে।
আমি বটি জেতে শুঁড়ি, খাই ভিজে চাল মুড়ি,
বিদ্যে ছড়াও আমারই কাছে॥
হাঁহে দাশু! আমরাই বটি তুল্য পশু,
তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে।
সন্ধ্যা আহ্নিক কর্‌বে,
ভাগবৎ ভারত পড়্‌বে,
নিমন্ত্রণে যাবা, লুচি মণ্ডা খাবা,
ঘড়া ঘড়ি বিদায় পাবা, অথবা চাকরী কর্‌বে।
তাহা ছেড়ে চালভাজা,
কবির দলে বড় মজা,
লেগেছে—শেষে মনোদুঃখে মর্‌বে॥"

পুরুষোত্তম দাসকে পরাস্ত রাখিবার জন্য দাশরথির কবিত্ব-শক্তি সর্ব্বদা পুষ্টিসাধন করিত। তদনুসারে পুরুষোত্তম দাস জাতিতে বৈরাগ্য থাকা বিধায় দাশরথি নিম্নলিখিত ছড়া প্রণয়ন করিয়াছিলেন;—

"ধন্য রে গৌরাঙ্গ ভাই শচী পিসির ছেলে।
তুমি হাড়ি মুচি বৈদ্য বামুন একত্রে মিশালে॥
তুমি দিলে হরিনাম, জীবের হয় মোক্ষ ধাম,
অনায়াসে তরে ভবনদী।
এখনকার বৈরিগীদের হরিনামের সঙ্গে
কোমড়াকুমড়ি!
সার হয়েছে ধোমড়া-ধুমড়ি,
ছত্রিশ জেতে মালসা ভোগ,
খায় চিড়া দধি॥
বৈরাগ্যের পিতৃকুল অতি ক্ষুদ্র,
মাতৃকুল নমঃশূদ্র, দুই এক খুঁটে।
শ্বশুরকুলের কসুর নাই বাগ্‌দী কুশ মিটে॥
মাসতুত ভাই মুর্দ্দফরাস,পিসতুত ভাই বেদে।"

পুরুষোত্তম দাস বৈরাগ্য, কবিসংগীত আসরে উক্ত ছড়ার উত্তরে ছড়া রচনা করিয়াছিলেন এই যে,—

"উনি কুলীনের গরব করেন নিত্যি,
গুনে গ'লে যায় পিত্তী,
মামা যার চক্রবর্ত্তী পিতা যার রায়।
তিনি আবার দিয়ে বেড়ান নৈকষ্যের দায়॥
কার মাসতুত ভাই দৈবজ্ঞ,
পিসতুতো ভাই ভাট।
কন্যা বিয়ে ক'রে পণে মারেন মালসাট।"

ইত্যাদি নানাবিধ কথা প্রয়োগ হইল। শ্রোতারাও বাহবা সাবাস বলিয়া পুরুষোত্তমকে কৃতার্থ করিলেন; আসরাভ্যন্তরিত ক্ষুদ্রদীপ সন্নিধানোপবিষ্ট দাশরথির সকণ্ঠ শির, বলিস্তম্ভোপমের উভজঙ্ঘাবকাশে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল; তদনন্তর দাশরথির আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি অনেকেই দাশরথির কুব্যবহারে আর উদাসীন থাকিতে পারিলেন না; কেহ কেহ গোপনে ও অনেকে প্রকাশ্য ভাবে দাশরথিকে ভর্ৎসন ও ভয়প্রদর্শন করিলেন। এইবার তিনি অক্ষয়া বায়তিনী কবিপিশাচীর আক্রমণ হইতে নিস্তার পাইলেন।

দাশরথি ১২৪২ সালের শেষে পাঁচালী বাগ্‌দেবীর প্রতিমাপঞ্জরে মৃত্তিকা প্রদান করিলেন অর্থাৎ তাঁর পাঁচালীর আখড়া স্থাপন হইল। তখন দাশরথি, পাঁচালীর পয়ার ত্রিপদী ও তদুপযুক্ত সঙ্গীত রচনা কার্য্যে অনন্ত-চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। সে সময়ে তাঁহাকে দেখিলে অন্যমনস্ক বোধ হইত। প্রথমে তিনি যে সকল পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন, সে সমস্ত সমীচীন হয় নাই; তাঁহার পাঁচালীর প্রসিদ্ধতার সময়ে প্রথমকার পাঁচালী উক্ত হইলে তিনি স্বয়ং লজ্জিত হইতেন। দাশরথি নিম্নলিখিত প্রকারে অনেক পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন;—

গীত।

গণেশের মা কেমনে কৈলাসে মুখ দেখালি।
তুই পতিবুকে পদ দিয়া পতিত হলি॥

গীত।

ভজ মন নন্দলালা
খোদায় তালা দিন ত গেছে।
পান কর গঙ্গাপানি,
ভজ শূলপাণি আর এমাম হোচ্ছে॥

দাশরথি, প্রথমে পাঁচালী রচনাকালে ভাবের ও অলঙ্কারের এবং রচনাচাতুর্য্যের প্রতীক্ষা বড় করিতেন না; অনুপ্রাস প্রাপ্ত হইলে, কোন প্রকারে সঙ্গত করিয়া দিতেন। বোধ হয়,তিনি অনুপ্রাসের পুলিন্দা সহযোগেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সচরাচর বাক্য প্রয়োগেও অনুপ্রাস প্রাপ্ত হইলে, তাহা ত্যাগ করিতেন না, প্রয়োগ করিয়া প্রমোদ লাভ করিতেন। পীলা গ্রামের নিকটবর্ত্তী ৺গঙ্গাত্যক্ত ভাণ্ডরপরিস্থিত অগ্রদ্বীপ গ্রামনিবাসী সঙ্গীতপ্রিয় শ্রীধর ভট্টাচার্য্য নামক এক ব্যক্তি আমার সমীক্ষায়, দাশরথিকে কহিয়াছিলেন যে, মধ্যে মধ্যে আপনার নিকট সঙ্গীত সম্বন্ধে আমোদ করিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু মধ্যে বাণ্ডর থাকায়, গমনাগমনের সুবিধা নাই। দাশরথি, 'যদি থাকৃত চাণ্ডর, কি করত বাণ্ডর' এই অনুপ্রাস কহিয়া হাস্য করিয়াছিলেন। লেখক কহিয়াছিল, রায়জী! "যদি থাকৃত চাণ্ডর, দিয়ে আস্‌ত ভাণ্ডর, বামে পড়ন্ত বাণ্ডর, আর এই পথে যায় বৈদ্যনাথের কাণ্ডর* যেহেতু বাণ্ডর অর্থাৎ বিলের ঐ স্থানে ভরাট হইয়া পথ হইয়াছিল।

প্রথমে দাশরথির পাঁচালীর সম্প্রদায় নিকট নিকট গ্রামে আহুত হইতে লাগিল; ৩।৪ ঊর্দ্ধ সংখ্যায় পাঁচ মুদ্রা পাঁচালীর মূল্য অবধারিত হইল; তাহাতেও তিনি অন্যান্য গায়ক বাদককে অংশ দিয়া কোন মাসে পঞ্চদশ কোন মাসে বিংশতি মুদ্রা পাইতে লাগিলেন। তখন দাশরথি আশ্রমী হইলেন; আর মাতুলালয়ে থাকিলেন না। শিশুকাল হইতে পীলা গ্রামে থাকায়, পিত্রালয় বাঁধমুড়া গ্রামে বাস করিতে ইচ্ছা করেন নাই, পীলা গ্রামেই মৃন্ময়ী বাটী প্রস্তুত করাইলেন।

---

* চাণ্ডর—ব্যগ্রতা। ভাণ্ডর—ঘোরাফেরা। বাণ্ডর—বিল। কাণ্ডর—তীর্থজলের ভারী।

দাশরথির কবি-পিশাচী পরিত্যাগ হইয়াছে ; তিনি আশ্রমী হইয়াছেন,এতৎ সংবাদ প্রদেশে রাষ্ট্র হইল, তখন দাশরথির পরিবারেরা তাঁহার বিবাহের চেষ্টা ও যত্ন করিতে লাগিলেন। মঙ্গলকোট পুলিস ডিবিজনের অন্তঃপাতী সিঙ্গত গ্রামের হরিপ্রসাদ রায়ের কন্যা শ্যামাসুন্দরী শ্রীমতী প্রসন্নময়ীর সহিত দাশরথির দ্বাত্রিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে বিবাহ হইল। বিবাহরাত্রে বরযাত্রী দ্বারা ঔদ্ধত্য ক্রিয়া হইয়া থাকে, সুতরাং বরযাত্রীরা দুই দল হইয়া বাদ্যকর বিভাগ করিয়া লইয়া সমস্ত রাত্র কবি-সঙ্গীত করিয়াছিলেন। পর দিবস দিবা ছয় দণ্ড পর্য্যন্ত প্রভাতী গোষ্ঠ পর্য্যন্ত গাইয়া ক্ষান্ত হয়।

দাশরথির পাঁচালী বাগ্‌দেবী যেমত নব যৌবনসম্পন্না হইতে লাগিলেন, তেমতি দূরবর্ত্তী গ্রামে গ্রামে তাঁহার পূজার প্রচার হইতে লাগিল। তখন দাশরথি পদব্রজে গমনাগমন করত বাগ্‌দেবীর পূজা সমাপন করিতে প্রবৃত্ত থাকিলেন,বাগ্‌দেবীর নিকট যিনি যাহা মানত করেন, তাঁহার তাহা পূর্ণ হইতে লাগিল। অর্থাৎ কেহ রামকৃষ্ণাদি ভক্তি, কেহ গিরিপুরে গৌরীর আগমন বিষয়ক বাৎসল্য এবং কেহবা নায়ক নায়িকার অভিসার ইত্যাদি নানা রসে আর্দ্র হইয়া মানিত পূজার অতিরিক্ত উপাচারে পূজা করিতে আরম্ভ করিল অর্থাৎ দাশরথি নির্দ্ধার্য্য বেতন ব্যতীত,তৈজস বস্ত্র বনাত এবং নগদ মুদ্রা পারিতোষিক পাইতে লাগিলেন। অধিক লাভে মনুষ্যের অভাবেরও আধিক্য হয়, মৃন্ময়ী বাটী নির্ম্মাণের অব্যবহিত পরেই দাশরথি ইষ্টক নির্ম্মাণ করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। দাশরথিকে যৎকালে উক্ত অক্ষমা কবি-পিশাচী পাইয়াছিল, লেখক সদত দেখিয়াছিল যে, তৎকালে দাশরথি অতি হীন অবস্থায় কালযাপন করিতেন ; কারণ কবি-দোষে তিনি তাঁহার সম্পন্ন মাতুল পরিবারের অশ্রদ্ধেয় হইয়াছিলেন। তখন যৎসামান্য খর্ব্ব স্থূল পরিধেয়, তাঁহার কট্যাবরণ করিত, কবি-সঙ্গীত ব্যবসায়লব্ধ কথঞ্চিৎ মুদ্রার্দ্ধ বা পূর্ণ মুদ্রাতে যথেষ্ট লাভ জ্ঞান করিতেন। কিন্তু পাঁচালী বাগ্‌দেবীর প্রতিষ্ঠার পরেই দাশরথি নন্দের ধুতি ও শান্তিপুরের উত্তরীয় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। তদনন্তর দাশরথির নিত্য পরিধেয় কলিকাতা শিমুলিয়ার ধুতির কুঞ্চিতাগ্রভাগ দ্বারা (অর্থাৎ ভৃত্যকৃত কোঁচার শূক) তাঁহার প্রপদ কণ্ডুয়মান হইতেছিল, কখন বা তাঁহার চরণাগ্রপথাবর্জ্জনা মার্জ্জনা করিতেছিল।

দাশরথি সন ১২৪৬ সালে নবদ্বীপে আহূত হইলেন। যে হেতু নবদ্বীপ অতি প্রধান স্থান, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ও অধ্যাপক এবং বিষয়ী বিজ্ঞ বিচক্ষণের নিবাসভূমি, এ কারণ দাশরথি নবদ্বীপের বায়না পাইয়া সাতিশয় সাবধানে সম্প্রদায় সজ্জা করিলেন ; কনিষ্ঠ সহোদর তিনকড়ি রায় ও অপর যাদু দৈবজ্ঞ, নীলমণি বিশ্বাস ইঁহারা সম্প্রদায়ে প্রধান গায়ক ছিলেন। তাঁহাদিগকে তিনি সঙ্গীতের ভাব অর্থ বুঝাইয়া শিক্ষা ও অভ্যাস করাইলেন। কেন না, পাঁচালী কথা-প্রধান সঙ্গীত ; কথা অশুদ্ধ হইলে নিন্দনীয় হইতে হয় এবং বাদ্যের সহিত সঙ্গীতের সুসঙ্গত করিয়া লইলেন ও নিজেও পূর্ব্বশিক্ষিত ও অভ্যস্ত পাঁচালীর পয়ার, ত্রিপদী, পুনরায় আবৃত্তি করিয়া বাক্‌সারল্য করিলেন। এই অবধি শিবিকা-যানে তাঁহার গমনাগমন আরম্ভ হইল। দাশরথি নবদ্বীপে পাঁচালী সঙ্গীত করিতে গিয়া সভয় ও সাবধানে পাঁচালী সঙ্গীত করিতে লাগিলেন। প্রত্যুষে নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী দাশরথির বক্তৃতা ও সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া মোহিত হইয়া যথেষ্ট পিতলের ঘড়া পুরস্কার করিলেন ; সঙ্গীত সমাপ্তি হইলে পরে পণ্ডিতগণে দাশরথিকে ভূয়োভূয়ঃ আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন যে, দাশরথে ! তুমি অবশ্য স্বীকার করিবা যে, নবদ্বীপ একটী প্রসিদ্ধ স্থান, ইহা কে না জানে ? এমন দেশ কোথাও নাই,এবং অ্যা-

দিগকেও এক্ষণ পর্য্যন্ত অনেক স্থানে অনেকে মান্য করে; অতএব তুমি এক বিষয়ে আমাদের স্থানে অঙ্গীকার কর যে, প্রতিবর্ষ রাসপূর্ণিমার সময় নবদ্বীপ আসিয়া তোমার পাঁচালী সরস্বতীর পূজোপহার গ্রহণ করিবা। দাশরথি স্বভাবতঃ নম্র ও বিনয়ী ছিলেন;তিনি পণ্ডিতমণ্ডলীতে করপুটে স্বীকার করিলেন, আমি রাসপূর্ণিমার সময়ে স্থানান্তরে পাঁচালী সঙ্গীত করিব না; তবে শারীরিক অসুস্থত বিষয়ে মার্জ্জনা করিতে হইবেক। আপনাদিগের আজ্ঞা পালন করা আমার বংশের সৌভাগ্য বলিতে হয়। পণ্ডিতগণ দাশরথির বিনয়গর্ভ বক্তৃতায় সমধিক সন্তুষ্ট হইয়া দাশরথিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় করিলেন। দাশরথি নবদ্বীপ হইতে দীর্ঘাকার বংশদণ্ডে বাঁধিয়া পিতলের ঘড়া আনিয়াছিলেন। দাশরথি তদবধি রাসপূর্ণিমার সময় এবং বর্ষ মধ্যে আর ৩।৪ বার নবদ্বীপ গমনাগমন করিতেন। যখন যাইতেন, পিতলের ঘড়া আনিতেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা পিতলের ঘড়া পুরস্কার করিতে কাতর ও কুণ্ঠিত হন না; কারণ তাঁহাদিগকে গুরু স্বরূপ পিতলের ঘড়া না দিলে দেশের লোকের পিতা-মাতার শ্রাদ্ধাদি কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইত না। পণ্ডিতেরা সমস্ত বৎসরে দেশের লোকের পিতলের ঘড়া সঞ্চয় করিয়া আনিতেন, দাশরথি একবার নবদ্বীপ যাইয়া তাহা আপন পাঁচালী সরস্বতীসমীপে নিবেদন করিয়া লইয়া আসিতেন; তদ্ধেতু দাশরথির গায়ক ও বাদকেরা কুম্ভকারদিগে বঞ্চিত করিয়াছিল অর্থাৎ তাহাদিগকে মাটীর কলসী ক্রয় করিতে হইত না। একথা অনেকে বলিতেন যে, রাসপূর্ণিমার পূর্ব্বে নবদ্বীপস্থ ব্রাহ্মণেরা দাশরথির শারীরিক স্বাস্থ্য বিষয়ে স্বস্ত্যয়ন করিতেন।

নবদ্বীপে দাশরথির মহা সমাদর হইয়াছিল ও দাশরথিও আপনাকে শ্লাঘান্বিত জ্ঞান করিয়াছিলেন, তদবধি দাশরথি আপন জীবদ্দশা পর্য্যন্ত নবদ্বীপে আহূত হইতেন। রাসযাত্রায় অন্যত্র প্রচুরার্থের প্রলোভনেও নবদ্বীপস্থ অধ্যাপকের আশীর্ব্বাদ পরিত্যাগ করিতেন না।

দাশরথির ব্যবসায়ে বিলক্ষণ অর্থাগম হইতে লাগিল। তিনি বাটীতে কতক টাকার নগদ কারবার আরম্ভ করেন; আপন বাসোপযোগী এক দোতলা দালান নির্ম্মাণ করাইলেন, বাহির বাটীতে তৃণময় চণ্ডীমণ্ডপ ও প্রয়োজনীয় গৃহ এবং চতুর্দ্দিকে ইষ্টকের প্রাচীর প্রস্তুত হইল। প্রথম বাটীতে শ্রীশ্রী শালগ্রাম ঠাকুরের সেবা প্রকাশ করিয়া সেবার বার্ষিক ব্যয় নির্ব্বাহোপযোগিনী নিষ্কর ভূমি ক্রয়ে চেষ্টিত হইলেন; চেষ্টার অসাধ্য কি আছে? ক্রমে ক্রমে তাহা ঘটিতে লাগিল।

যখন কলিকাতা মহানগরে প্রকাশ হইল যে, দাশরথি একজন মণিকার মহাবণিক্, তখন তথায় দাশরথির আদরের সীমা রহিল না। যেমত সকল পূজাতে অগ্রে শ্রীগণেশ দেবের পূজা না হইলে পূজা সিদ্ধ হয় না, তেমতি কলিকাতা প্রদেশে সর্ব্বাগ্রে প্রশংসিত পাঁচালী সরস্বতীর পূজা হইতে লাগিল বরং কোন কোন বারোএয়ারি পূজার দিন স্থির করিবার জন্য দাশরথিকেই পঞ্জিকা গ্রহণ করিতে হইত।

দাশরথি আপন রচনা বিষয়ে নিরহঙ্কৃত ছিলেন না। পীলা গ্রামের গ্রাম্য পাঠশালার গুরু-মহাশয় চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতে করিতে তাহার পয়ারের প্রশংসা করাতে দাশরথি তাঁহার সহিত বাক্‌বিতণ্ডা করত দুই দণ্ডকাল মধ্যে গৌরাঙ্গবিষয়ক কতকগুলি পরিপাটী পয়ার প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। গুরুমহাশয় তাহা দেখিয়া ও শুনিয়া অবাক্ হইয়াছিলেন। কোন সময়ে তিনি আপন পাঁচালীতে (গৌরাঙ্গ ঠাকুরের চেড়া, অকাল কুষ্মাণ্ড নেড়া। ইত্যাদি) ত্রিপদী পয়ারের মধ্যে—

কত ডোম-হাড়িকে করেন শিষ্য,
শূকর-বলিতে নাইক দূষ্য,
একত্রে ভোজন হয় তাদের বাড়ী।

যত পদীর বেটা রামসন্না,
শাক্ত বামুনের ভাত খান্ না,
পাঁঠার বিষয়ে মন্দাগ্নি ভারী ॥
কালী নাম মুখে বলে না,
কালীতলার পথে চলে না,
হাট করে না কালীগঞ্জের হাটে।
গোঁড়ারা হয় বড় মুসো,
দোয়াতের কালীকে বলে ভূষো,
কালভয়ভঞ্জিনী কালীর সঙ্গে
বাদ ক'রে কাল কাটে ॥"

উক্ত প্রকার যে পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন, তাহা অনেকেই শিক্ষা করিয়াছিল। আমার প্রতিবাসী শাক্ত যুবকেরা গ্রামের কয়েকজন বৈষ্ণবকে দেখিলেই উক্ত পাঁচালী আবৃত্তি করিত। মহানুভব দাশরথি রায়ের শ্বাসের পীড়া হইয়াছিল, মধ্যে মধ্যে উক্ত পীড়াক্রান্ত হইয়া কাতর হইতেন; এবং তদ্ধেতু তিনি জীবনাবধি সুপথ্য ব্যবহার করিয়াছিলেন। কোন স্থানে নিমন্ত্রণে যাইতেন না, ও অতি-ভোজন করিতেন না। তিনি কখন সবল ও পুষ্টকলেবর হইতে পারেন নাই, যৎসামান্য আহারে পরিতৃপ্ত থাকিতেন। করুণাকুশল দাশরথি বৈদ্যব্যবসায়ীর নিকট হইতে জর-বিকারের পাঁচনৌষধির পদ্ধতি শিক্ষা করিয়া-ছিলেন। পাঁচনের দ্রব্যও সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। গ্রামস্থ দুঃখী দরিদ্রের জরবিকার হইলে পাঁচনৌষধির দ্বারা চিকিৎসা করিতেন আর বলিতেন, জরবিকার ভিন্ন 'কোন চির-রোগের ঔষধ জানিবার আবশ্যক নাই, তাহা কালবিলম্বে বৈদ্যদ্বারা চিকিৎসা হইতে পারে; জরবিকার আশুমারাত্মক ব্যাধিতে অর্থ হস্তগত না হইলে বৈদ্য মহাশয়েরা দুঃখী দরিদ্রকে ঔষধ প্রদান করেন না, এমন কি, কোন উপদেশও দেন না।

দাশরথি মধ্যে মধ্যে দুর্গোৎসব ও শ্যামা এবং জগদ্ধাত্রী পূজা করিতেন; পূজায় অন্যূন অর্থব্যয় করিয়া নানা উপহারে ব্রাহ্মণাদি ভোজন করাইতেন; ব্যক্তিবিশেষে ভোজন-দ্রব্যের বিশেষ করিতেন না। অনাহূত ও অনিমন্ত্রিত দুঃখী দরিদ্রকেও সবিনয় পায়স, পিষ্টক এবং মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া কাত-রোক্তি করিতেন; তিনি স্বয়ং কোন দ্রব্য পরিবেশন করিতেন না, কেবল সকলের ভোজনান্তে তাম্বূলবণ্টন উপলক্ষে প্রত্যেক ব্যক্তির নিকটে অনুপস্থিতির অপরাধে মুক্ত থাকিতেন। যে বৎসর আপন বাটীতে দুর্গোৎ-সবাদি পূজা করিতেন, সে বৎসর তিনি স্বয়ং কোনস্থানে পাঁচালী সঙ্গীত করিতে গমন করিতেন না। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর তিন-কড়ি রায় সম্প্রদায় লইয়া গমন করিতেন। দুঃখের বিষয় বলিতে হয় যে, দাশরথি রায়ের একটা কন্যা সন্ততি হইয়া আর কিছুই হয় নাই; পুত্রাভাবপ্রযুক্ত তিনি অনেক সময় আক্ষেপ করিতেন। কন্যার নাম কালিকাসুন্দরী রাখিয়া-ছিলেন; আপন মাতুলের বংশের দৃষ্টান্তে কন্যাটীকে কুলীনপাত্রে প্রদান না করিয়া বৎসল বরে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। তাহাতে গ্রামে তাঁহার নিন্দা হইয়াছিল। কেহ বলিতেন, দাশরথি এ কাজটী ভাল করেন নাই; এক্ষণে বিলক্ষণ অর্থ সঙ্গতি হইয়াছে,কন্যাটীকে কুলীন পাত্রে সম্প্রদান করিলে সমাজে সুখ্যাতি হইত। কেহ কেহ কহিয়াছিল, কুলীনে কন্যা-দান করিলে ত কুলীন বৈবাহিক, পুত্রবধূকে স্বর্ণাভরণ ও বহুমূল্য উপঢৌকন দিতেন না; কিন্তু দাশরথি সে লোকনিন্দাতে ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। তিনি জানিতেন যে, আপন কন্যা কালিকাসুন্দরীর তিনি সদ্গতিই করিয়াছেন। দাশরথি দেখিলেন যে, পুত্র সন্তান জন্মিল না ও জন্মিবার সম্ভাবনাও নাই, একমাত্র কন্যা আছে; আমাদের অবর্ত্তমানে, যিনি আমাদের বিষয়াধিকারী হইবেন, তিনি এখানকার বাটী বিক্রয় করিয়া শালগ্রাম ঠাকুর-টীকে নিজবাটী লইয়া যাইবেন; কিছু দিনের জন্য দাশরথির কিছুমাত্র চিহ্ন থাকিবেক না। সত্য বটে, বয়ঃক্রমের পরিণাম হইলে মনুষ্য মাত্রের হৃদয়ে কীর্ত্তিস্থিতিকল্পনা স্বভাবতই

উদয় হইয়া থাকে; তদনুসারে দাশরথি পরামর্শ করিলেন যে, "শিবলিঙ্গং ন চালয়েৎ" একটী শিবলিঙ্গ স্থাপন করিলে, বিষয়প্রাপ্ত ব্যক্তি শিবলিঙ্গ উঠাইয়া লইয়া যাইতে পারিবেন না। যে প্রকারে হউক, এই বাটীতে থাকিয়া বিষয় ভোগ করিতে হইবে। তদনুযায়ী কিছুদিন পরে ইষ্টকময় শিবালয় নির্ম্মাণ করাইয়া ৺শিবলিঙ্গ স্থাপনা ও তৎপ্রতিষ্ঠোপলক্ষে সামাজিক ব্রাহ্মণভোজন এবং যথোচিত অর্থদান ও কর্ম্ম সমাপন করিয়া শিবসেবা নির্ব্বাহোপযোগিনী নিষ্কর ভূমি ক্রয় করিলেন।

দাশরথি একবার পূজার পর কার্ত্তিক মাসে জরবিকারে মরণাপন্ন পীড়িত হইয়াছিলেন; বিকারের লক্ষণ সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রকাশ হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার জ্ঞান শূন্য হয় নাই। দাত্তপুর নিবাসী খ্যাতাপন্ন জ্ঞানবান্ অন্ধ কালিদাস গুপ্ত কবিরাজ চিকিৎসা করিতে আসিয়া দাশরথির সর্ব্বাঙ্গে হস্ত মার্জ্জনা ও ধাতু পরীক্ষা এবং নাড়ীর লক্ষণ নির্ণয় করত রহস্যপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন যে, এক্ষণ পর্য্যন্ত দেশের সর্ব্বসাধারণ লোকের শ্রবণসুখ বিষয়ে দুর্ভাগ্য ঘটে নাই, দাশরথি এযাত্রা রক্ষা পাইবেন; আমি অন্ধ চক্ষুহীন চিকিৎসক; দাশরথির বিকারও দন্তহীন বৃদ্ধ; অস্থি চর্ব্বণ করিতে অক্ষম, মেদ মাংস হইলে তাহার সুখভোগ্য হইত। গুপ্ত কবিরাজের এ কথার ভঙ্গিমা এইমাত্র ছিল যে, দাশরথি অতি ক্ষীণদেহ ধারণ করিতেন, মাংসল হৃষ্টপুষ্ট ছিলেন না। অনন্তর গুপ্ত কবিরাজ যথাবিধি চিকিৎসা করিয়া ৩।৪ দিন মধ্যে আরোগ্য করিলেন। দাশরথি পীড়িতাবস্থাতেই নিম্নলিখিত গীতের ভাব চিন্তা করিয়া রাখিয়াছিলেন। আরোগ্যশয্যায় বসিয়া গীতটী রচনা করিয়াছেন। তাঁহার সম্প্রদায়ের গায়কেরা সুস্বর সংযোগে গান করাতে তাহা শ্রবণ করিয়া কি তাঁহার পরিবার প্রতিবাসী, কি অপর সাধারণ সকলেই সবিলাপ রোদন করিয়াছিল।

মুলতান—একতালা।

কি বিকার শঙ্করি।
তরি, পেলে কৃপা-ধন্বন্তরি।
অনিত্য গৌরব সদা অঙ্গে দাহ,
আমার কি ঘটিল মোহ!
ধন-জন-তৃষ্ণা না হয় বিরহ—
কিসে জীবন ধরি॥
আমার অনিত্য আলাপ, কি পাপ প্রলাপ!
সতত গো সর্ব্বমঙ্গলে!
মায়ারূপ কালনিদ্রা সদা দাশরথির নয়নযুগলে
হিংসারূপ হ'ল সেই উদরে কৃমি,
মিছে কাজে ভ্রমি, সেই হল ভ্রমি;
এ রোগে কি বাঁচি, ত্বন্নামে অরুচি
দিবস শর্ব্বরী॥

পল্লী গ্রামের বারএয়ারি পূজায় ও প্রশংসিত বাবুর বাটীতে অন্য প্রকারের সংগীত সম্প্রদায় আসিলে দাশরথি তাহার প্রধান ব্যক্তির সহিত আলাপ আমোদ করিয়া তাহাদিগের গুণ সম্মানে অর্থ ব্যয় করিতে কাতর হইতেন না। তিনি আপন কনিষ্ঠ তিনকড়ির তুল্য পরান্ন-দাতা ছিলেন না বটে, অথচ কৃপণাপবাদেও অপবাদিত হন নাই; ন্যায়বান্ মিতব্যয়ী হইয়াছিলেন; স্বীয় দ্বারস্থ অন্ধ খঞ্জাদি দুঃখী ও দুঃখিনীর প্রতি দয়া করিয়া মুষ্টি ভিক্ষা না দিয়া তাহাদের দৈনিক আহারোপযোগী তণ্ডুল ও কাহাকে বা মুদ্রা এবং বস্ত্রহীন ব্যক্তিকে অনতিপুরাতন বস্ত্র দিয়া বিদায় করিতেন। ভদ্রলোক অতিথি হইলে দাশরথি নিকটে বসিয়া উত্তমরূপে আহার করাইয়া ও রাত্রি হইলে বিশ্রামযোগ্য শয্যা সজ্জা করিয়া দিয়া সবিনয় বিদায় লইয়া বাটীর মধ্যে যাইতেন। দাশরথি যদিও স্বসাহায্যে ও উপকারে কাহারও উন্নতি সাধন করিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার পাঁচালী বাগ্‌দেবীর পরিচারকতা করত অনেকে স্বচ্ছন্দে সপরিবারে প্রতিপালিত হইয়া প্রভুল করিয়াছিল এবং অতিথি স্বরূপে অনেকে দেব্যালয়ে পতিত থাকিত অর্থাৎ অনেকেই

দেখিয়াছে যে, অনেক অকৃতি অলস দাশরথির সম্প্রদায় সমভিব্যাহারে যাইয়া পেলা পুরস্কার হইতে কিছু কিছু পাইয়া তুষ্ট ও পুষ্ট হইত। দাশরথি বালক কালাবধি কাহারও অনিষ্ট ও কাহারও সহিত বিবাদ কলহ এবং মোকদ্দমা করেন নাই।

মহানুভব দাশরথি রায়ের বাচনিকে অবগত হই যে, বর্দ্ধমান নগরের প্রসিদ্ধ প্রচরদ্রূপ বারএয়ারি পূজায় তাঁহার পাঁচালী বাগ্দেবী আমন্ত্রিতা হইয়াছিলেন। তাঁহার পাঁচালী সংগীত শ্রবণ করিয়া সভ্যেরা সানন্দ হন এবং শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ক্ষণেক কাল তাঁহার পাঁচালী শ্রবণপুরঃসর পুরস্কারের আজ্ঞা করিয়াছিলেন। পীলা গ্রামের নিকটবর্ত্তী বহরা গ্রামে হরিহর মিত্র নামক কায়স্থের মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত ছিল; তাহাতে দাশরথির অনেক পাঁচালী মুদ্রাঙ্কিত হইয়া দেশ-বিদেশে প্রচার হয়; তদনন্তর অন্য স্থানের যন্ত্রেও মুদ্রিত হইয়াছে ও হইতেছে।

দাশরথি রায়ের পাঁচালী বাগ্দেবীর বীণাস্তম্ভাভ্যন্তর যে তাঁহার নিত্য রাত্রজাগরণাদি শারীরিক অহিতাচাররূপ ঘুণ কীটদুষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই। উক্ত বীণাস্তম্ভভঙ্গের পূর্ব্ব কয়েক বৎসর মুরশিদাবাদ-কাসীমবাজার নিবাসী প্রসিদ্ধ জমীদার বাবু রাজকৃষ্ণ রায়ের বাটীতে দুর্গোৎসব পূজায় গমনাগমন করিতে লাগিলেন। কাশীমবাজারের জল-বায়ু এতই অস্বাস্থ্যকর যে, তথায় এক দিবস বাস করিলেও ব্যাধি জন্মিবার সম্ভাবনা। মরণধর্ম্মশীল মনুষ্যের কথা কি বলিব, অজরা অমরা ভাগীরথী দেবী, উক্তস্থান (কাশীমবাজার) ত্যাগ করিয়া বহরমপুর দূর্গনিয়ে অবস্থিত করেন; দাশরথি তাহা জ্ঞাত থাকিয়াও অধিক অর্থের লোভ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। শুদ্ধ দাশরথির অধিক অর্থের লোভ নহে, কাশীমবাজারের বিখ্যাত রাধাবল্লভী কচুরী ও পেড়া এবং বণিকের গালার বাটখারার ন্যায় ছ্যানাবড়ার লোভাঃ মুগ পাপানুগ মৃত্যুর আকর্ষিত হইয়া দাশরথির সমভিব্যাহারী গায়ক বাদক এবং ভারী চাকরেরা কাশীমবাজার যাইবার জন্য ব্যগ্র ও ব্যাকুলিত হইত। আদৌ প্রশংসিত বাবু প্রবীণ জমিদার, ধনের অভাব নাই, তাহাতে দুর্গোৎসব পর্ব্বের সময়; কচুরী পেড়াদি মিষ্টান্নের যেমন রাশি প্রমাণে আয়োজন; তেমতি বিতরণে কিঞ্চিন্মাত্র কার্পণ্য প্রকাশ ছিল না। উক্ত গায়ক বাদক ভারী চাকরেরা সিংহলের বাণিজ্য বিবেচনায় ভুঁড়ায় ভুঁড়ায় বোঝাই লইয়া ভাগ্যে ভাগ্যে বাটীর ঘাটে উত্তীর্ণ হইত; কেহ বোঝাই তরী ঘাটেই মগ্ন করিত, কেহ তটে উঠাইয়া ছয় মাস পর্য্যন্ত গাব গোময় কালির কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত, অর্থাৎ বর্ষে বর্ষে দাশরথির সমভিব্যাহারীর মধ্যে দুই একজন মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল।

একবার নৌকাযোগে সম্প্রদায় পাঠাইয়া আপনি শিবিকাযানে ষষ্ঠী দিবসে কাশীমবাজার যাইতেছিলেন, বাহকদিগের মদ্যমত্ততায় বাঁধের উপর হইতে শিবিকা সহিত জলে পতিত হন, ঈশ্বর-ইচ্ছায় অধিক আঘাত প্রাপ্ত হন নাই। তথায় অনেক গোপ জাতি গোচারণ করিতেছিল; তাহারা উক্ত ব্যাপার দেখিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া পরে পরিচয়ে আনন্দিত হয়।

তিনি বঙ্গাব্দা ১২৬৪ সালে প্রাগুক্ত কাশীমবাজারে ৺শ্রীদুর্গোৎসব পূজায় পাঁচালী সঙ্গীত করিতে গিয়াছিলেন, কোজাগর পূর্ণিমা পরে বাটী আসিয়া জ্বরবিকারে পীড়িত হইয়া ৺শ্রীশ্যামাপূজার পূর্ব্বদিবস চতুর্দ্দশী তিথিতে আপন স্থাপিত পাঁচালী বাগ্দেবীর সেবা, আপন কনিষ্ঠ তিনকড়ি রায়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া সজ্ঞানে ৺শ্রীগঙ্গালাভ অর্থাৎ তনুত্যাগ করেন।

ইহার উপসংহারে লিখিতব্য সমস্তই শোচনীয়। দাশরথির কন্যা কালিকাসুন্দরীর

একটী কন্যা জন্মিয়া কিছুকাল পরেই কাল-কবলিতা হয়। তাহার অব্যবহিত পরেই কালিকাসুন্দরীও কন্যানুগমন করেন এবং সহোদর তিনকড়ি রায়ের অগ্রজের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চমস্বরসম্ভূত চীৎকারে সংগীত করিতে করিতে হৃদয়ের ও পঞ্জরের শিরা সকল শিথিল করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং নিয়ত নিশা-জাগরণে ও নিশা-নিঃশেষে শুষ্ক লুচি সন্দেস ভক্ষণে ও শীতল দুগ্ধ পানে পরমায়ু হ্রাস হইয়াছিল। পাঁচালী বাগ্‌দেবীর সেবা অধিক দিবস চালাইতে না পারিয়া জ্যেষ্ঠানুগামী হন ও সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ভগবান্‌চন্দ্র রায়ের পুত্র ভবতারণ সেবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন মাত্র, তিনিও অল্পকালেই কালধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

দাশুরায়ের আকৃতি।

ইনি দীর্ঘাকৃতি ও কৃশ ছিলেন। ইহার চুল কোঁকড়া, নাক একটু লম্বা এবং চক্ষু দুটী বিশাল এবং বিস্ফারিত ছিল। ইনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সহবাস করিতে ভাল বাসিতেন; সর্ব্বদাই কোন না কোন বিষয়ের চিন্তা করিতেন; বসিয়া থাকিতে থাকিতে সর্ব্বদাই ঘাড় নাড়িতেন, যেন কোন বিষয়ের চিন্তায় নিমগ্ন। সর্ব্বদাই মুখে হাসি লাগিয়া থাকিত; কখন কাহারও কথায় ইনি রাগ করিতেন না।

দাশুরায়ের পাঁচালীর দল।

দাশুরায়ের পাঁচালীর দলে অনেকগুলি লোক ছিল। পীলার শচী বিশ্বাস, নীলু বিশ্বাস—(ইনি বেহালাদার; রাগিণী দিতেন, গানও করিতেন,) অদ্বৈত বৈরাগী, ভগবান্ বৈরাগী; আখড়া-বিষ্ণুপুরের মদন সেন, রাধামোহন সেন, সিঙ্গার যাদু আচার্য্য। অগ্রদ্বীপের দীনু পোদ্দার বাজাইত। পরে পীলার শ্যাম বাগচি বাজাইতেন। দাশরথি ছড়া বলিতেন;—তিনকড়ি গাইতেন। তিনকড়ির স্বর বড় মধুর ছিল। তিনকড়ি যন্ত্র বাঁধিতে এবং বাজাইতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। প্রথমে দাশরথি পীলা, নারায়ণপুর, পাটুলী প্রভৃতি স্থানে ঘরের পয়সা খরচ করিয়া গান করিতেন; পরে ৩৲ ৪৲ ১০৲ ১২৲ টাকাতেও গাহিতেন, অতঃপর দর বৃদ্ধি হয়। কিছুদিন একত্রেই দুই ভ্রাতায় দল চালান। জনরব, তিনুকে দাশরথি উপার্জ্জিত টাকায় অল্প অংশই দিতেন। তিনুর তাহাতে চলিত না। তিনু শেষে ভাইর সঙ্গে টাকার জন্য বচসা করিয়া, নিজের দল করেন।

দাশুরায়ের ব্যঙ্গ-রঙ্গ।

১। ২৪পরগণা গোবরডাঙ্গায় একবার পাঁচালী গান হয়। অপর দলকে ভাল বাসা দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু দাশরথিকে একটী আট-চালা ঘর দেওয়া হইয়াছিল। উপরে অনেক স্থানে ছিদ্র ছিল। তাহাতে তিনকড়ি দাশরথিকে বলিয়াছিলেন,—“এই বাসা কি আমাদের উপযুক্ত?” স্থানীয় লোকে দাশরথির নিকট রহস্য শুনিবার জন্য এইরূপ করিয়াছিল। তাহার পর স্থানীয় লোক বলিয়াছিল, “চলুন আপনার জন্য দালানে ভাল বাসা দেওয়া হইয়াছে।” এই কথা শুনিয়া দাশরথি তৎক্ষণাৎ বলিয়াছিলেন, “এখন প্রকৃতই ভালবাসা হইল।”

২। একদা কোন স্থানে শ্রীমদ্ভাগবতের কথা হইতেছিল। কথকগণ সততই রহস্য-প্রিয় এবং শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। ঐ দিনের আলোচ্য বিষয়ে বানর সম্বন্ধের কোন প্রস্তাব ছিল। দাশরথি কয়েকজন বন্ধুর সহিত কথা শুনিতে আসিতেছিলেন। কথক দেখিয়া বলিলেন “এ যে সব বানর।” দাশরথি উত্তর করিলেন, “সব বানর নয়, কতক বানর”। লিখিতে গেলে কতক লিখিতে হয়, কিন্তু বলিতে হইলে কত বা কথক দুইই বুঝায়।

৩। এক সময়ে একজন দাশরথির গান শুনিয়া বলিয়াছিলেন,“আপনি একজন বক্তা। উত্তরে দাশরথি বলিয়াছিলেন, আমি “কম

বক্তা"। বক্তা অর্থ বাচাল ও ভাগ্যবান্ পুরুষ। কম্‌বক্তা অর্থে ভাগ্যহীন; যে কোন কাজেরই নহে, অপরার্থ বক্তা যে বেশী বকে অর্থাৎ কাজিল; কমবক্তা অন্য অর্থে যে কম কথা কয়, অর্থাৎ বাচাল নহে।

৪। একদা নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ গান শুনিয়া বলিয়াছিলেন,—দাশরথি তুমি "সিদ্ধ"। উত্তরে দাশরথি বলিয়াছিলেন, "আমার এ যাত্রা সিদ্ধতেই গেল, আতপ দেখলাম না।"

৫। একদিন বর্দ্ধমানে গোবিন্দ অধিকারীর গান হইতেছিল। দাশরথি গান শুনিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন। গোবিন্দ বলিয়াছিলেন, আজ গলাটা ভাঙ্গায় বড় সুবিধা হইল না। উত্তরে দাশরথি বলিয়াছিলেন,—"আপনার ভাঙ্গা, অপরের নৈকষ্য।"

৬। একজন দাশরথিকে জিজ্ঞাসা করেন,—"নিবাস?" দাশরথি বলেন "শিমুলে"। লোকটী হাসিয়া বলেন,—"বাস কোথায়?" উত্তরে দাশরথি বলেন,—"পদ্মবেলে।" লোকটী আবার জিজ্ঞাসিল, "আপনার বাড়ী কোথায়?" দাশরথি বলিলেন,—"রোগের গুঁছায়"। "রোগের গুঁছায়" কিনা,—পীলায়।

৭। বর্দ্ধমান-দেন্থড় গ্রামের এক পোয়া দূরে বিষা নামক গ্রামে দাশরথি একবার গান গাইতেছিলেন। ঐ সময়ে এক ব্রাহ্মণ স্থানাভাবপ্রযুক্ত চারিদিকে লোক ঠেলিয়া প্রবেশের চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হইয়া বেড়াইতেছেন। ইহা দেখিয়া দাশরথি বলিয়াছিলেন, "মহাশয়! আপনি ওরূপ করিয়া কেন গোলমাল করিতেছেন।" তাহাতে ব্রাহ্মণ বলিয়া ফেলেন, একটু স্থান পাইবার জন্য। ইহা শুনিয়া রসিক কবি বলিয়াছিলেন, আপনি যদি "বিষায়" স্থান না পান, আমি কাঠায় থেকে কি করি বলুন দেখি?" বিষার মধ্যে একটী ক্ষুদ্র বাটীতে তাঁহার গান হইতেছিল।

৮। এক সময়ে "জয়দিয়ার" নিকট দাওয়ায় কোন স্থানে গান করিতে গিয়াছিলেন। গান-সমাধা হইলে এক ব্যক্তি বলিতেছিল, "জয়দিয়ায়" মহাশয়েরা কোথায় গেলেন। দাশরথি বলিলেন, তাঁহারা অনেকক্ষণ জয়দিয়া গিয়াছেন; অর্থাৎ গান শুনিয়া জয় দিয়া অর্থাৎ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, আর এক অর্থে জয়দিয়া-গ্রামে গিয়াছেন।

৯। এক স্থানে একজন কথক দক্ষযজ্ঞের কথা কহিতেছিলেন। ঐ স্থানে দাশরথি যেমন আগমন করেন, কথক রহস্যচ্ছলে দাশরথিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "এস বাপু ভূত এস!" সভাস্থ সকলে এই কথা শুনিয়া হাস্য করেন। দাশরথি সভাস্থগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন,—"আপনারা একটা ভূতের কথাতে যে হেসে পাগল হলেন; আর দুটো পাঁচটা জুটলে কি হইত, বলিতে পারি না।" কথক শুনিয়া অধোবদন হইলেন।

১০। এক সময়ে দাশরথি গোয়াড়িতে গান গাইতেছিলেন। এমন সময়ে কয়েকজন যুবক আসিয়া বলিল,—বিরহ গান করিতে হইবে।" দাশরথি বলিয়াছিলেন,—"শেষে হইবে।" তাহাতে তাহারা গান বন্ধ করিয়া দেওয়ায় দাশরথি দুঃখিত হইয়া বসিয়াছিলেন। এমন সময় কয়েকজন প্রবীণ লোক আসিয়া বলিয়াছিলেন রায় মহাশয়! বিমুখ কেন?" দাশরথি বলিলেন,—"মুখ পাই না ব'লে!" আবার প্রশ্ন—"কেন মুখ পান নাই?" উত্তর, —গোয়াড়িতে পড়েছি বলে অর্থাৎ গোয়াড়ি ভাল স্থান ব'লে। অন্য অর্থে গো-আড়ি, গরুর আড়িতে পড়েছি ব'লে।

১১। এক দিবস তিনি শ্বশুরবাটী যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে কয়েকজন লোক যুক্তি করিল, "দাশরথি আসিতেছেন, উঁহার নিকট দুটা রহস্য শুনা যাউক। উঁহাকে বসাইয়া বারম্বার তামাক সাজ—আর হাতে রাখ; দেওয়া হইবে না; তাহা হইলেই একটা যা হউক শুনা যাইবে।" এরূপ স্থির

করিয়া তাঁহারা তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল; যুক্তিমত কার্য্য চলিতে লাগিল। দাশরথি অবাক্। কিছুক্ষণ পরে একটী গাছের দিকে লক্ষ্য করিয়া তিনি যেন কি ভাবিতে লাগিলেন। লোকগুলি ক্রমে রহস্য শুনিবার জন্ম অস্থির হইয়া বলিল, "রায় মহাশয়! গাছে কি দেখিতেছেন?" রায় মহাশয় অমনি বলিলেন "আর কিছু দেখি নাই, আপনাদের সব কয়টী এইখানেই আছেন, কি গাছে দুই একটী আছেন, তাই দেখিতেছি।"

১২। একবার মুকশীম-পাড়া গ্রামে গানের জন্ম তাঁহাকে বায়না করিতে গেলে তিনি বলিয়াছিলেন—"তাই শুনেই মুখ শীম পারা হয়ে যাচ্ছে।"

১৩। কথক ধরণীধর দাশরথিকে বলেন, "আপনিও একজন কথক।" দাশরথি বলেন, "আপনি পূর্ণ, আমি কতক।"

১৪। একদিন নবদ্বীপের শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয় বলিয়াছিলেন, "দাশরথি, সঙ্গীতে তুমি শিবতুল্য। উত্তরে দাশরথি বলিয়াছিলেন, "তুল্য কেন, আমি শিবই হ'য়েছি।" তাহাতে শিরোমণি ক্রোধ করিয়া বলিয়াছিলেন, "এ যে বড় অহঙ্কার।" দাশরথি বলিয়াছিলেন, "শিব ত্রিলোচন, আমিও ত্রিলোচন; যদি তাই না হব, তবে শিরোমণি দেখব কেমন ক'রে? মানবের যে দুই চক্ষু আছে, তাহাতে তাহার মাথার বস্তু সে দেখ্‌তে পায় না, আমি যখন শিরোমণি দেখ্‌তে পাচ্ছি, তাহার দ্বারা আমার আর একটি চক্ষু থাকা প্রমাণ হচ্ছে। কাজে কাজেই আমার তিন চক্ষু আছে।" এই কথা শুনিয়া শিরোমণি মহাশয় দাশরথিকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।

১৫। একদিন তাঁহার বাটীতে ব্রাহ্মণ-ভোজন উপলক্ষে দাশরথি বলিয়াছিলেন, "এমন দিন কখন পান নাই, এমন কখন খান নাই।" এ কথা দুটি দুই ভাবেই বুঝায়। এখানে দীন বা দিন দুইই বুঝায়। এমন খাওয়া—ভালও বুঝায়, মন্দও বুঝায়।

১৬। একদা দাশরথি হুড়কোডাঙ্গায় গান গাইতে গিয়াছিলেন। গ্রামের লোক গানের মর্ম্ম বুঝিতে পারে নাই। সেই জন্ম তাঁহার গান বন্ধ করিয়া দিয়া তাহারা অনেকে গানে অনভিমত প্রকাশ করে,—ইহা শুনিয়া দাশরথি তৎক্ষণাৎ একটী কথা বলেন, উহার একটু অংশ মাত্র পাইয়াছি,—

"যিনি ভাগীরথী গঙ্গা আন্‌লেন ত্রিভুবন ধন্তে।
তার আবার খেদ রইলো পুকুর-প্রতিষ্ঠার জন্তে
যার বিয়েতে কুলো ধল্লেন স্বয়ং লক্ষ্মী আসি।
তার বিয়েতে এয়ো হলোনা আকালে চাড়ীর মাসি॥
নদে শান্তিপুরে যার জয় জয় রব।
হুড়কোডাঙ্গায় হার হল তার হরির ইচ্ছা সব॥"

১৭। কোন সময়ে দাশরথি ও কয়েকজন লোক বসিয়া আছেন, এরূপ সময় একটি লোক তথায় উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল,—"মহাশয়ের নিবাস কোথায়?" "তিনি বলিলেন, "আমার নিবাস কুলেগুণী।" তৎপরে সেই লোকটী প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞাসা করায় দাশরথি উত্তর করিলেন, "ইহার নিবাস তেঁতুলে-কলমী।" কুলেগুণী একটী গ্রামের নাম এবং কুল ও শুশুনী পাক বুঝায়, ঐরূপ তেঁতুলেকলমী একটী গ্রামের নাম এবং তেঁতুল ও কলমী শাক বুঝায়। প্রকৃত প্রস্তাবে নিবাস তেঁতুলে-কলমী নহে; কুলেগুণীর নাম শুনিয়া দাশরথি ঐরূপ রহস্যপূর্ণ উত্তর দিয়াছিলেন। *

* "দাশুরায়ের আকৃতি",—"দাশুরায়ের পাঁচালীর দল" এবং দাশুরায়ের ব্যঙ্গ-রঙ্গ",—এই তিনটী বিষয় "বঙ্গবাসী" আফিস হইতে প্রকাশিত মৎসম্পাদিত "বঙ্গ-ভাষার লেখক" নামক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।—পাঁচালী-সম্পাদক।

দাশুরায় সম্বন্ধে অন্যান্য কথা।

বর্দ্ধমান-কাটোয়া-আলমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রমানাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্গীতাচার্য্য মহাশয় দাশরথি রায় মহাশয়ের জীবনী সম্বন্ধে ১৩২১ সালের শ্রাবণ, ভাদ্র এবং অগ্রহায়ণ মাসের "আর্য্যাবর্ত্তে" তিনটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই "আর্য্যাবর্ত্ত" কলিকাতা ১০৬।২ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট হইতে সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি-এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইত। প্রথম প্রবন্ধে মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন,—একবার কবির আসরে দাশরথি রায় মহাশয়ের উপর চাপান হইয়াছিল,—

"সভার মাঝে এই কথাটী ব'লে দাও ভাই।
উনিশ চক্ষু, নয় বদন, কার দেখ্‌তে পাই।"

কিছুক্ষণ পরে রায় মহাশয় উত্তর দিলেন,—

"উনিশ চক্ষু নয়টী মাথা,এ ত নবপত্রিকার কথা,
কলাবউ নামে ভগবতী।
সপ্তমী পূজার দিনে, পূর্ব্বাহ্নে শুভক্ষণে,
যতন ক'রে আনা আছে রীতি॥
সাক্ষাৎ দুর্গা তিনি, নয়টী বদন ধরেন যিনি,
নয় দ'গুণে আঠার চক্ষু হলো।
ভগবতীর একটী মুখে,তিনটী চক্ষু সবাই দেখে,
তবেই উনিশ চক্ষু মিলে গেল॥"

১৩২১ সালের ভাদ্র সংখ্যা "আর্য্যাবর্ত্তে" অক্ষয়া বায়তিনীর রূপ এবং কবির দল সম্বন্ধে মুখোপাধ্যায় মহাশয় এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"অক্ষয়া কোকিলকণ্ঠস্বরে গান ধরিত। সে শ্যামবর্ণা, মাংসল অঙ্গসৌষ্ঠব বিশিষ্টা এবং একটু দীর্ঘাকারধারিণী। সে ময়ূরকণ্ঠী চেলী পরিয়া,রূপার চন্দ্রহারে বিশাল নিতম্ব শোভিত করিত; দুই হাতে রূপার কঙ্কণ পরিত। তাহার পদে কাঁসার নুপুর থাকিত। সে ফিরিঙ্গী খুঁটী বাঁধিতে জানিত না,—ঘন সুদীর্ঘ কেশরাশি তৈলসিক্ত করিয়া এলো চুলের গুচ্ছ গ্রীবাদেশোপরে বাঁধিয়া রাখিত ও গলায় কাটী মালা ধারণ করিত;—আর ঐ ময়ূরকণ্ঠী চেলীর অঞ্চলে দক্ষিণাবর্ত্তনে নিজ বক্ষোদেশ দৃঢ়াবৃত করিয়া তাহার শেষাংশ কোমরে বাঁধিত। অক্ষয়া তখন যৌবনকাল অতিক্রম করিয়াছিল; প্রৌঢ়ে প্রবৃত্তা; আর তখন শুভ্র দন্ত অনেক পুরুষেরও থাকিত না; সে সুপরিপাটী দন্তশ্রেণীর দুইটী দুইটী দন্ত-মধ্য-স্থল তৎকালিক"মিশি" নামক মঞ্জনসম্ভূত কাল রেখায় অঙ্কিত করিত। অক্ষয়ার রূপ ও বেশ-বিন্যাসে এবং কণ্ঠস্বর ও নর্ত্তনে মুগ্ধ না হইত, এমন নারী বা পুরুষ তখন ছিল না।"

অতঃপর মুখোপাধ্যায় মহাশয় যাহা লিখিতেছেন,—তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম,—

"আকার সঙ্গে দাশরথির খুব মিল হইল। তাঁহার মাতুল রামজীবন চক্রবর্ত্তী মহাশয় দাশু রায়কে কাটোয়ার উত্তরে এক ক্রোশ দূরে শাঁখাই নীলকুঠিতে মাসিক তিন টাকা বেতনে মুহুরী কার্য্যে নিযুক্ত করাইলেন। দাশরথি মাতুলের আদেশে কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু মনটা রহিল আকার নিকট। আকাও ক্রমে অধীরা হইয়া একদিন শাঁখাই কুঠীতে দাশরথির নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। অতঃপর উভয়ে পলায়ন। প্রায় এক বৎসর কাল আকা দাশুকে লইয়া সদলে রাজসাহী অঞ্চলে গিয়া রহিল। বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আকা ও দাশু রায় দেশেই কবির দল খুলিলেন। এই সময়ে সহচরী নাম্নী আর এক কবিওয়ালার কবির দলও খুব প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। সহচরীর দলের বাঁধনদার ছিল ককই নিবাসী নদে শুঁড়ী বা নন্দেরচাঁদ সাহা। এক আসরে নদে শুঁড়ী দাশুকে গালি দিয়া বলিয়াছিল,—

"তুমি বামুন কিসের?—খেতাবটী ত রায়,
মুখুজ্যে চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যে ব্রাহ্মণের
উপাধি রয়,—
তবে প্রণাম কর্‌তে ইচ্ছা হয়

*   *   *

তোমায় বামুন হ'য়ে হয় নাকি ঘেন্না ?
(ও মরি হায়,—হায়,—হায় হায় রে !)
কেবল আকার আকা পানে
চেয়ে থাকা কি বিড়ম্বনা !"
তোমার আপনার লোক সব লজ্জা পেয়ে,
ঐ গোপন হ'য়ে লোক বাড়ায় ॥"

দাশুরায়ের কবি-দল ত্যাগের এবং পাঁচালী দল প্রতিষ্ঠার ইহাই সূত্রপাত।

শ্রীযুক্ত রমানাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্গীতাচার্য্য মহাশয় ১৩২১ অগ্রহায়ণ সংখ্যা আর্য্যাবর্ত্তে পরবর্ত্তী ঘটনার উল্লেখে লিখিয়াছেন,—এই সময়ে অনেক কবিদার আসিয়া দাশরথির নিকট ছড়া কাটাইয়া লইয়া যাইতেন। একজন কবিদারকে রায় মহাশয় এই ছড়াটী বাঁধিয়া দিয়াছিলেন,—

"প্রণমামি রাধাকান্ত, দিন ত গেল একান্ত,
শেষের দিন প্রায় হইল আগত।
আমার কবে এ দিন হবে,
গুণিতেছি দিন ভেবে ভেবে,
গুণতির দিন আর গুণিব বা কত ?
বার তিথি মাস সব, বৎসর মধ্যে সব উৎসব,
কিছুই যাবে না, সব রবে।
এই ধন ধান্য বাটী, অট্টালিকা পরিপাটী,
স্ত্রী পুত্র আদি পরিবার সবে ॥
এ সব আপন জন, আর যা করিলাম উপার্জ্জন,
কোন্ প্রয়োজনে বা লাগিল ?
নিলে সব প্রিয় জনে, কিন্তু নিজ প্রয়োজনে,
কিছুই না প্রয়োজন হলো ॥
আজ কিম্বা দুদিন পরে,বাঁটিয়ে নেবে পরস্পরে,
তার পরে মোর নাম কি কেউ আর লবে ?
নাম ডুবিবে দিন দিন, বৎসরান্তে মৃত্যুর দিন,
যদি হয় একদিন নাম হবে।
কত আশা কত মায়া, কষ্টে কৃশ করি কায়া,
কালী কৃষ্ণ ভুলে এই বৈভব।
অন্তিমের এই শেষ দিনে,
এই বৈভব হেরি নয়নে,
স্বপনের সমান হ'ল সব ॥
এই ঘর এই বাড়ী, সরোবর পূর্ণ বারি,
সবারি মমতা হয় যাতে।
প্রিয় বন্ধু যত আপন, তারা কি করিয়ে পণ,—
রাখ্‌তে পারে শমনের হাত হ'তে ?
কেহ নয় কাহারও ভাই !
নিদানের দিন পর সবাই,
কেবল, পরাৎপর সেই হরি হন না পর।
আস্‌ছে ঐ শমন ভঙ্গিতে,
কে পারে এ দিনে রক্ষিতে ?
বিনে লক্ষ্মীকান্ত দামোদর ॥
ঐ যমদূতের করে পাশ,এল বুঝি আমার পাশ,
এ পাশ ও পাশ করা মাত্র বিলম্ব।
এ দিনে কে রাখ্‌তে পারে,
পারে কি রামসিং পাঁড়ে ?—
ঘাড়ে লাঠী যার অবলম্ব ॥
ভূস্বামী যিনি জমিদার, দ্বারবান্ জমাদার,
খবরদার সদাই শাসন যার।
কিন্তু ভাই ! এই অন্তিমকালে,
ঐ যে নিতে আস্‌ছে কালে,
সকালে বিকালে ভেদ নাই যার ॥"

এই সময়ে সন্ন্যাসী চক্রবর্ত্তী নামক এক বর্ণের ব্রাহ্মণের এক পাঁচালীর দল ছিল। দাশরথির রচনা-শক্তির পরিচয় পাইয়া সন্ন্যাসী তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে পাঁচালী রচনায় প্রবোধিত করিলেন ; দাশরথিও ছড়া বাঁধিয়া বলিলেন,—

"ভালবাসি সন্ন্যাসীরে,
তাই প্রণাম করি নতশিরে,
সন্ন্যাসীর শিরোমণি যিনি।
আদর ক'রে স্বশিরে, স্থান দিয়েছেন শশীরে,
প্রণাম গ্রহণ করিবেন কি তিনি ?"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রবন্ধেই লিখিয়াছেন,—

"ফলতঃ সন্ন্যাসীর সঙ্গে দাশরথির বেশ মনের ও গান-বাজনার মিল হইয়া গেল। আগমনীর পালাটী (সন্ন্যাসী চক্রবর্ত্তীর রচিত একটী পালা) দাশু রায়ের মনের মত হইল, তাহা এবং দাশরথির প্রথম পাঁচালীর পালা

প্রভাস-যজ্ঞ বা কুরুক্ষেত্র-মিলন রচিত হইল এবং কাটোয়ার অন্তর্গত কালিকাপুর নিবাসী দীননাথ মদক, গৌবা গ্রাম নিবাসী দশরথ ঘোষ গোপ, স্বয়ং তিনকড়ি রায় প্রভৃতি সুকণ্ঠ কয়জন গায়ক লইয়া পাঁচালীর একটী দল গঠিত হইল। ঐ দশরথ গোয়ালাকে দাশরথি আমোদ করিয়া "বাবা" বলিতেন, এ কথারও প্রচার আছে। এ সময় যে, প্রভাস-যজ্ঞ, বামন-ভিক্ষা, কলঙ্কভঞ্জন প্রভৃতি পালা রচিত হইয়াছিল, তাহাতে "রাগিণী সিন্ধু-খাম্বাজ, তাল যৎ" এই তানলয়ের গানই অত্যধিক থাকায়,—প্রথম প্রথম দাশুরায়ের নাম হইয়াছিল "জতো দাশুরায়" অর্থাৎ যৎ নামক তালেরই বেশী ব্যবহার-কর্ত্তা। পরে এই সকল পালা ও আর আর পালা রচনা ও সংস্কার কালে বিবিধ প্রকার সুরের সৃষ্টি হইতে লাগিল। ছড়া, কবিতা বা পাঁচালী রচনা অনেকেই করিয়াছেন ও করিতেছেন, কিন্তু মহানুভব কণজন্মা দাশরথির মতন সুরের সৃষ্টি করিতে বোধ হয় কেহ পারেনও নাই,—পারিবেনও না। দাশরথি নিজে সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন না—সুমধুর গাহিতে পারিতেন; কিন্তু দাশরথির পাঁচালীতে যেসব সুর ব্যবহৃত হইয়াছে, তত্তাবৎ অতি মধুর এবং অন্তস্তলস্পর্শী,—কারুণ্যাদি যথোপযুক্ত রসোদ্দীপক। যিনি বঙ্গ-সঙ্গীত বুঝেন, তিনি অবশ্যই বুঝিবেন যে, ঐ সব সুরের তুলনা নাই। অবশ্যই অধিকাংশ সুরই বঙ্গসঙ্গীতের আদি-খনি কীর্ত্তন হইতে গঠিত। কিন্তু দাশরথির কোন কোন গীতে সপ্রমাণ হয় যে, দলস্থ কেহ না কেহ আর্য্য-সঙ্গীতেরও অধিকারী ছিলেন।

"বঙ্গ সাহিত্যিকগণ দাশরথির রচনার আলোচনা করেন বা একণে করিতেছেন—কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, দাশুরায়ের সুরের কথা বড় কেহ বলেন না। বঙ্গদেশে কি বঙ্গ-সঙ্গীতপ্রাণ কেহ আর নাই? নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, মতিলাল রায় এ জগৎ ছাড়িয়া গিয়াছেন—আর কি কেহই দাশুরায়ের সুরের মাধুর্য্য বুঝেন না? দাশুরায়ের পাঁচালীতে কতকগুলি সুরের সৃষ্টি হইয়া বঙ্গ-সঙ্গীত ভাণ্ডারে রত্নরাজি রক্ষিত হইয়া গিয়াছে। এ রত্ন সকল হইতে যেসব রত্ন উৎপন্ন হইবে, তাহা কালে কেহ না কেহ অবশ্যই বুঝিবেন।'

কথা বড়ই ঠিক

পরিশিষ্ট।

—◦—

বন্দনা।

(এই পাঁচালী-গ্রন্থের "ভূমিকায়" "দ্বিতীয় বন্দনা"র কিঞ্চিৎ অংশ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। উহার অবশিষ্টাংশ এ স্থলে যথাবৎ সন্নিবেশিত করিলাম।)

বিঘ্নহর করি মুখে, প্রথমতঃ করিমুখে,
করি স্তুতি করিয়া যতন।
সহ দুর্গা শূলপাণি, চক্রপাণি বীণাপাণি,—
স্মরি কাব্য করি বিরচন॥
হর-চিত্তহর হরি, রাধার কলঙ্ক হরি,
দেন তত্ত্ব শুন যথাবিধি।
কংস-ধ্বংস বিবরণ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ,
রাবণান্ত বৃত্তান্ত আদি॥
থাকে গ্রন্থ দোষভুক্ত, ত্যজে দোষ দোষমুক্ত,
স্বগুণে হবেন যত গুণী।
যে দুগ্ধে মিশ্রিত নীর, নীরাংশ ত্যজিয়া ক্ষীর,—
হংস-বংশে পান করে শুনি॥
গ্রাম নাম বাঁদমুড়া, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণচূড়া,
দেবীপ্রসাদ দেবশর্ম্মা নাম।
অহং দীন তত্তনয়, পিলায় মাতুলালয়,
ইদানী মাতুলবামে ধাম॥
সাধুর সন্তাপ দূর,— জন্ম যত সুমধুর,—
সারতত্ত্ব হইল যোজন।
শ্রবণেতে জীব মুক্ত, ভারতী ভারত উক্ত,—
শ্রীগোবিন্দ-গুণানুকীর্ত্তন॥
অপরে করিবে রাগ, ঘুচাইতে সে বিরাগ,
পরে কিছু অপর প্রসঙ্গ।
প্রেমচন্দ্র প্রেমমণি, প্রেম-বিচ্ছেদের বাণী,
রসিক-রঞ্জন রসরঙ্গ॥
তদন্তরে নানা গীত, নানা রাগ-সম্মিলিত,
সুললিত ললিত প্রভৃতি।
রচিল পাঁচালী গ্রন্থ, পাঞ্চালীর প্রাণ কান্ত,—
সখা-চিন্তাযোগে দাশরথি॥

* * *

আর কয়েকটী গান।

সুরট-মল্লার—একতালা।

দুখ বর্ণিতে নারি, ওহে হরি!
দুখ-বহ্নিতে দহে যেরূপ জীবন।
কৃপা-রূপ বারি, দাওহে দানবারি!
বিপদ ভারি হে বারিদ-বরণ॥
জলে গেলে জ্বালা না হয় নির্ব্বাণ,
দুখানল দিনে দিনে বলবান,
কেমনেতে পাব পাবকেতে ত্রাণ,
ও ভয় নাশিতে অভয় চরণ॥
পাপরূপ কাষ্ঠ করি আয়োজন,
অনল উজল করিছে দুর্জ্জন,
না দেয় নিভাতে, নিরন্তর তাতে,
অনুগত আশা-পবন।
অবিচ্ছেদ ব্রতী হইয়ে কুমতি,
দিতেছে তাহে অধর্ম্ম-আহুতি,
দুখানলে দগ্ধ হ'ল দাশরথি,
স্বমনো-দোষে হে শমন-দমন।

* * *

তোরা আয় না দিদি! ফুল কিনতে যাবিনে।
এবার সস্তাদরে বিকায়ে যায়,
ফুরালে আর পাবিনে॥
সে মহাজনের নাম সাধু বেণে,
সে ধর্ম্ম-তুলে করে ওজন,—
কমি-কমতা শুনি নে।

অবিশ্রান্ত রাত্রি দিনে, কাড়ায় টানা পঞ্চজনে,
দুজন কুজন পাপ-মাকুতে
ছিঁড়ছে টানা-পড়েনে॥
দিদি কাঁদিস্ নে, চরকা ছাড়িস্ নে,
কাট ভক্তি-সূত, নন্দসুত পড়বে বন্ধনে।
আশী লক্ষ বার হেঁটে, কিনে তূল, ভবের হাটে,
নিজকর্ম্ম-সূত কেটে,
পড়ল দাশরথি মায়াবন্ধনে॥

* * *

নদীয়া-বিল্ব-গ্রামের নিকট আবুনে-কড়কড়ে গ্রামে গঙ্গা উত্তরবাহিনী এবং ত্রিধারা হন। নিম্নলিখিত গানটী এই উপলক্ষে রচিত।

আয় গো কে যাবি সুরধুনীতে।
এ অবনীতে হরবনিতে,—
হলেন উত্তরবাহিনী গঙ্গা পাতকী নিস্তারিতে।
দ্রবময়ীর কিবা ধারা, ত্রিধারা হয়েছেন তারা,
এমন ধারা দেখি নাই অবনীতে।
আছেন উত্তরবাহিনী নামে,
মুক্তিক্ষেত্র কাশীধামে,
শুনিয়াছি বেদ আর পুরাণেতে॥
সে ধাম ত্যাগ করে, এলেন কড়-কড়ে,
তোরা আয় গো দৌড়ে হুপড়ে প'ড়ে,—
বালি খুঁড়ে ডুব দিতে॥
কোথায় দেখনহাসি!—আয় মনের কথা!
বকুল ফুল আর অন্তরের ব্যথা!
এস মন ঠাণ্ডা করি স্বরিতে :—
হেদে লো অন্তরের বালি!
অন্তরের দুখ তোরে বলি,
মেখে বালি মনের কালী ঘুচাতে।
ভেবে প্রাণাকুল, আয়লো বেগুন-ফুল!
চল গঙ্গাজল! গঙ্গাজলে অঙ্গ-জ্বালা জুড়াতে॥

* * *

পিরীত-গ্রাবু খেলা হল সই!
কিসে করি জোর, এখন গোলাম-চোর,
আর বিবি-ধরা কেউ খেলে না—
কার কাছে বাঁধা রই॥
দুখের কথা কারে জানাই,
স্বর্ণ-কান্তি বিন্তি নাই,
চটক পঞ্চাশ নাই তাতে লো!
জ্বালা কত সই,—দেখে হত হই।
এখন তুরুকের জোর নাইক হাতে,
তাতে আবার ফেরাই কৈ॥
পড়তা ভাল ছিল যখন, কি হাতে হন্দর তখন,
মেরে তাস করতাম আমি হাতে লো,
নাই রং হাতে, নাই রং তাতে—
আগে আসত গোলাম—হয়ে গোলাম,
এখন আমি গোলাম হই!—
শেষে পেয়ে আঁচ, নিলে হাতের পাঁচ,
হচ্ছে বারে বারে ছক্কা পঞ্জা,
ব্যোম হ'তে আর বাকি নাই।

* * *

দাশরথি রায়ের বংশ-তালিকা। *

- কাশীনাথ রায়।
  - জনার্দ্দন
    - শ্রীমন্ত
      - জগন্নাথ
        - দেবীপ্রসাদ
          - ভগবান
            - রামতারণ
            - ভবতারণ
          - **দাশরথি** = প্রসন্নময়ী (পত্নী)
            - কালিকাদাসী (কন্যা)
          - তিনকড়ি
          - রামধন
    - গোপাল †
      - রামশঙ্কর
        - ধরণীধর
          - দিগম্বর
            - অক্ষয়
              - জানকীনাথ
                - (পোষ্যপুত্র) শ্রীমান্ যামিনী।
  - অনন্ত
    - রামজীবন
      - বাবুরাম
        - ঠাকুরদাস
          - ঈশান
            - শ্রীপতি
              - শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায়।
                - (পোষ্যপুত্র) শ্রীমান্ দুর্গাদাস।
            - অখিল
            - হারাধন
            - দ্বারিক
  - রামশরণ
    - বাণেশ্বর
      - রামকিঙ্কর
        - বৈদ্যনাথ
          - শিবু

---

* দাশরথি রায়ের বংশসম্ভূত বর্ত্তমানের মোক্তার শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায় মহাশয়ের নিকট হইতে বৰ্দ্ধমান-কাটোয়া-আলমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রমানাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্গীতাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক ১৩২৫ সালের ৮ই জ্যৈষ্ঠ এই বংশতালিকা সংগৃহীত।

† ইনি নিজ নামে গোপালপুর গ্রাম প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় অনেক কুলীন ব্রাহ্মণকে আনাইয়া বাস করান। একদিন ইনি আহারান্তে আচমন করিতেছিলেন, এমন সময় শত্রু পক্ষের চক্রান্তে কোন অশ্বারোহী পশ্চিমা কর্ত্তৃক তরবারির আঘাতে ছিন্নমুণ্ড হন।